ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মূল, অন্বয়, তৎসহ 'গীতা-বোধ-বিবর্দ্ধিনী' সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হনুমান্ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথকৃত টীকা, যামুনমুনিকৃত 'গীতার্থসংগ্রহ' ও বঙ্গানুবাদ, 'গীতার্থ-সার-দীপিকা' নামে সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ মীমাংসা ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত।



১৩শ অধ্যায় থেকে ১৮শ অধ্যায়

চতুর্থ ষট্ক — জ্ঞানযোগ।

পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ
এম্, আর্, এ, এস্, সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা ৫৭ নং বিডন রো।

মূল্য—৭৲ সাত টাকা।



ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—o—

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব! ॥ ১ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস), হে কেশব! প্রকৃতিং (ত্রিগুণাত্মিকাং) পুরুষং (জীবং) চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) চ এতৎ [সর্ব্বং] বেদিতুম্ (জ্ঞাতুং) ইচ্ছামি (অভিলষামি) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই [সমস্ত] জানিবার-নিমিত্ত ইচ্ছা-করি ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

বক্তব্য।—[এই শ্লোক এতদ্দেশ প্রচলিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রায় কোন সংস্করণেই নাই, এবং পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুজাচার্য্য, হনুমান্, শ্রীধর প্রভৃতি কোন মহাত্মাই ইহার কোন ভাষ্য বা টীকা রচনা করেন নাই। বোম্বাই প্রদেশস্থ কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোক নিবদ্ধ আছে। আমাদিগের নিকটস্থ হস্তলিখিত একখানি সুপ্রাচীন পুঁথিতেও এই শ্লোক দৃষ্ট হইতেছে। বোম্বের একখানি পুস্তকে এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি এই শ্লোককে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহার বিবৃতি করিয়াছেন। নিম্নে যতিমহাত্মার বিবৃতি উদ্ধৃত হইল। গীতার শ্লোক সংখ্যা সাতশত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার আছে। সূচনায় কোন কোন ভাষ্য ও টীকাকৃৎ মহাত্মা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (৩৪

পৃষ্ঠা শ্রীধর স্বামীর সূচনা দ্রষ্টব্য) এই শ্লোক গ্রহণ না করিলে গীতার শ্লোক ৬৯৯ মাত্র হয়। সুতরাং এক শ্লোকের অভাব দৃষ্ট হয়। তথাপি ভাষ্য ও টীকাকার মহাত্মাগণ এ শ্লোকের আলোচনা কেন করেন নাই তাহা দুর্জ্ঞেয়। এই শ্লোক এ স্থলে রাখিলে কোনরূপ অসঙ্গতি ঘটে না। এই গীতা শাস্ত্রের যে যে স্থলে শ্রীভগবান্ কোন গুরুতর তত্ত্ব কথার অবতারণা করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বেই তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষাসূচক প্রশ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলেও সেইরূপ প্রশ্নের সমাবেশ কোন রূপেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। অর্জ্জুন কৃত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক দুরবগাহ তত্ত্বকথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, এই পদ্ধতিই গীতা শাস্ত্রে ধারাবাহিক রূপে অবলম্বিত রহিয়াছে। গীতা মাহাত্ম্যে লিখিত আছে; "সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" (ইহার তাৎপর্য্য পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) এই স্থলে অর্জ্জুনকে বৎসরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উপমার সার্থকতা এই যে, পয়স্বিনী গাভী আপনি দুগ্ধপ্রদান করে না, বৎস আকর্ষণ করিলে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। গীতা রূপ পরমদুগ্ধ পার্থরূপ বৎস কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে এবং গোপনন্দন রূপ শ্রীভগবান্ তাহা দোহন করিয়া জগতে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বৎসের যেরূপ মাতৃস্তনে দুগ্ধ আনয়নের নিমিত্ত সবলে মুখের উত্তেজনা করিতে হয়, তদ্রূপ বারংবার বিবিধ প্রশ্ন দ্বারা শ্রীভগবানকে তত্ত্বজ্ঞানামৃত প্রদান করা সম্বন্ধে উত্তেজিত করা অর্জ্জুনের পক্ষে অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অতি গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা হইতেছে। অপিচ ইহা এক নূতন ষট্‌কের আরম্ভ স্থল। এ স্থানে অর্জ্জুন কৃত প্রশ্ন অত্যাবশ্যক। ইহার সূচনায় অর্জ্জুন কৃত কোন প্রশ্নের বিন্যাস না থাকিলে অঙ্গহীন বলিয়া বোধ হয়।]

রাঘবেন্দ্র কৃত বিবৃতি।—পূর্ব্বষট্‌কদ্বয়োক্তার্থসংগ্রহপরোঽয়মধ্যায়ঃ। তথাহি, যৎপ্রথমষট্‌কে ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইত্যাদিনা প্রাচুর্য্যেণ জ্ঞানসাধন মাষষ্ঠসমাপ্তেরুক্তং। যচ্চ তত্র দ্বিতীয়োঽধ্যায়ে ন ত্বেবাহমিত্যাদিনা অনাদিনিত্যত্বাদিনা জীবস্বরূপমুক্তং। যচ্চ দ্বিতীয় ষট্‌কে ভগবৎস্বরূপমুক্তং যদপি সপ্তমে ভূমিরাপ ইত্যাদিনা ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দিতং ভগবদাবাসস্থান মুক্তং তদ্বিকীর্ণতয়োক্তম্ সর্ব্ববুদ্ধ্যারোহার্থম্ সংক্ষিপ্যাস্মিন্নধ্যায়ে প্রশ্নপূর্ব্বকম্ প্রদর্শ্যতে প্রকৃতিমিত্যাদিনা। পুরুষম্ জীবম্, জ্ঞানম্ জ্ঞানসাধনং॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—প্রকৃতিমিতি॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—অতীত ষট্‌কদ্বয়ের অর্থাবধারণ অর্থাৎ নানাস্থানে বিন্যস্ত নানাভাব একত্র সংগ্রহ করাই বর্ত্তমান (ত্রয়োদশ) অধ্যায়ের লক্ষ্য। প্রথম ষট্‌কে "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা" (২য় অধ্যায় ৪৫ শ্লোক) হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞান সাধনের আবশ্যকতা প্রচুররূপে কথিত হইয়াছে। অপিচ "নত্বেবাহং জাতুনাশং" (২য় অধ্যায় ১২ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীবের অনাদিত্ব ও নিত্যস্বরূপত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপিচ

দ্বিতীয় ষট্‌কে অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায় নিচয়ে শ্রীভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়স্থিত "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ" (৪ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দাভিহিত শ্রীভগবানের আবাস স্থান-নিরূপিত হইয়াছে। ইত্যাদি ভাব বিকীর্ণরূপে নানাস্থানে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে তৎসমস্তের মর্ম্মাহরণ পূর্ব্বক এক স্থানে নির্দ্ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুনকৃত এই প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছে।

অর্জ্জুন পূর্ব্বে বিবিধভাবে ভগবানের উপদেশ সমূহ শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তত্ত্বাবতের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক চরম জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বলবতী বাসনার উদ্ভব হওয়া সুসঙ্গত। সেইরূপ বাসনার প্রাবল্যে তিনি জিজ্ঞাসিতেছেন, হে কেশব! তুমি চিরদিনই দুষ্টদমনে ও অসুরহননে সিদ্ধহস্ত। আমার অজ্ঞানরূপ অসুর এবং পরম শত্রু তুমি নাশ করিয়াছ। অতএব তুমিই পুনরায় প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের নিরূপণ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ কর।

পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহার কালে কতিপয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অর্জ্জুন স্বকীয় চিত্তবৃত্তি সমূহকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন; এবং মনকে সর্ব্ব ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া একান্তভাবে ভগবদভিমুখী করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা এই দেহ বা এই দেহমধ্যস্থ জীবের সম্বন্ধে কোনই পরিজ্ঞান হইতেছে না। প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্মিলনে এই সৃষ্টি প্রবাহ ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসিতেছে। তাহার মর্ম্ম জানিতে অবশ্যই একান্ত আগ্রহ জন্মিতে পারে। এবং লব্ধজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্যের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের অবশ্যই আগ্রহ জন্মিতে পারে। সেই আগ্রহের নিমিত্তই অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন ॥ ১ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। ভক্তগণের আমি উদ্ধার কর্ত্তা, ভগবান্ পূর্ব্বে এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে ত্রয়োদশাধ্যায়ে তৎসিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান বিবৃত করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রারম্ভ বাক্য। যে সকল তত্ত্বার্থ পূর্ব্বষট্‌কে কথিত হইয়াছে, তাহাই এই অন্তিম ষট্‌কে বিশদীকৃত হইতেছে।

পূর্ব্বোপদিষ্ট ভক্তিমার্গে জ্ঞানই দ্বারস্বরূপ। এই হেতু ত্রয়োদশাধ্যায়ে দেহ, জীব এবং ঈশ্বরের বিজ্ঞান কথিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের প্রারম্ভ বাক্য। ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তীকৃত মন সহকারে যোগপরায়ণগণ যদি কিছু নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পরম জ্যোতি পদার্থ দেখিতে সমর্থ হন, তাহাই তাঁহারা দেখিতে থাকুন। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে কালিন্দীকূলে বিচরণশীল পুরুষ যেন চিরদিন লোচন চমৎকারিত্ব বিধান করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভবাক্য। যে ভগবদ্ভক্তির কৃপায় জ্ঞানাদি সাধন সহকারে ব্রহ্মনিষ্ঠার সার্থকতা লাভ করা যায়, সেই ভগবদ্ভক্তিকে নমস্কার। এই তৃতীয় ষট্কে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে সুকৌশলে কেবল ভক্তির উৎকর্ষও পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। ত্রয়োদশাধ্যায়ে শরীর, জীবাত্মা, পরমাত্মা, জ্ঞানের সাধন এবং প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব বিবেচিত হইতেছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥২॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ, হে কৌন্তেয়! ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে) যঃ এতৎ (ক্ষেত্রং) বেত্তি (মম ইতি মন্যতে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকিনঃ) তং ক্ষেত্রজ্ঞম্ ইতি প্রাহুঃ (বদন্তি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র এইরূপ অভিহিত-হয়। যিনি এই-ক্ষেত্রকে আমার বলিয়া-অনুভব-করেন, ক্ষেত্র-ও-ক্ষেত্রজ্ঞের-বিবেকিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ বলেন ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কৌন্তেয়! এই ভোগায়তন দেহ ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং যিনি এতন্মধ্যস্থ হইয়া ইহাকে আমার আমি ইত্যাদি রূপে অনুভব করেন, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন॥ ২॥

শঙ্করাচার্য্য।—সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য ত্রিগুণাত্মিকাষ্টধা ভিন্নাঽপরা সংসারহেতুত্বাৎ, পরা চান্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা ঈশ্বরাত্মিকা যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে, তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ-তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে। অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে চ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্তে ইত্যেতদুক্তং কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তাঃ যথোক্তধর্ম্মাচরণাৎ ভগবতঃ প্রিয়াঃ ভবন্তীত্যেবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সোঽয়ং সংঘাত ইদং শরীরং, তদেতৎ ভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদম্ ইতি সর্ব্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয়! ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্বাস্মিন্ কর্ম্মফলনির্ব্বৃত্তেঃ ক্ষেত্রমিতীতিশব্দঃ এবংশব্দপদার্থকঃ ক্ষেত্রমিত্যেবমভিধীয়তে কথ্যতে এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যোবেত্তি বিজানাতি আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি স্বাভাবিকেন ঔপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশস্তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ্ঞ ইতিশব্দঃ এবংশব্দপদার্থক এব পূর্ব্ববৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবমাহুঃ কে তদ্বিদস্তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি তদ্বিদঃ॥২॥

আনন্দগিরি।—প্রথমমধ্যময়োঃ ষটকয়োস্ত্বং তৎপদার্থাবুক্তৌ অন্তিমস্তু ষট্‌কো বাক্যার্থনিষ্ঠ সম্যগ্ধী প্রধানোঽধুনারভ্যতে তত্র ক্ষেত্রাধ্যায়মন্তিমষটকাদ্যমবতিতারয়িষুর্ব্যবহিতং বৃত্তম্ কীর্ত্তয়তি সপ্তমইতি। প্রকৃতিদ্বয়স্য স্বাতন্ত্র্যম্ বারয়তি ঈশ্বরস্যেতি ভূমিরিত্যাদিনোক্তা সত্ত্বাদিরূপা প্রকৃতিরপরেত্যত্র হেতুমাহ সংসারেতি। ইতস্ত্বন্যামিত্যাদিনোক্তাম্ প্রকৃতিমনুক্রামতি পরাচেতি। পরত্বে হেতুং সূচয়তি ঈশ্বরাত্মিকেতি। কিমর্থমীশ্বরস্য প্রকৃতিদ্বয়মিত্যাশঙ্ক্য কারণত্বার্থমিত্যাহ যাভ্যামিতি। বৃত্তমনূদ্য বর্ত্তিষ্যমাণাধ্যায়ারম্ভপ্রকারমাহ তত্রেতি। ব্যবহিতেন সম্বন্ধমুক্ত্বাঽব্যবহিতেন তং বিবক্ষুরব্যবহিতমনুবদতি অতীতেতি। নিষ্ঠোক্তেতি সম্বন্ধঃ। নিষ্ঠামেব ব্যাচষ্টে যথেতি। বর্ত্তন্তে ধর্ম্মজাতমনুতিষ্ঠন্তি তথা পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ সর্ব্বমুক্তমিতি যোজনা। অব্যবহিতমেবমনূদ্য তেনোত্তরস্য সম্বন্ধং সঙ্গিরতে কেনেতি। তত্ত্বজ্ঞানোক্তেরুক্তার্থেন সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। জীবানাং সুখদুঃখাদিভেদভাজাং প্রতিক্ষেত্রভিন্নানাং নাক্ষরেণৈক্যমিত্যাশঙ্ক্য সংসারস্য আত্মধর্ম্মম্ নিরাকৃত্য সংঘাতনিষ্ঠত্বং বক্তুং সংঘাতোৎপত্তিপ্রকারমাহ প্রকৃতিশ্চেতি। ভোগশ্চাপবর্গশ্চাথৌ তয়োরেব কর্ত্তব্যতয়েতি যাবৎ। নন্বনন্তরশ্লোকে শরীরনির্দ্দেশাৎ তস্যোৎপত্তির্ব্বক্তব্যা কিমিতি সংঘাতস্যোচ্যতে তত্রাহ সোঽয়মিতি। উক্তেঽর্থে ভগবদ্বচনমবতারয়তি তদেত-

দিতি। তত্র দ্রষ্টৃত্বেন সংঘাতদৃশ্যাদন্যমাত্মানম্ নির্দ্দিশতি ইদমিতি। উক্তং প্রত্যক্ষদৃশ্যবিশিষ্টং কিঞ্চিদিতিশেষঃ। শরীরস্যাত্মনোঽন্যত্বং ক্ষেত্রনামনিরুক্ত্যা ক্রতে ক্ষতেতি। ক্ষয়োনাশঃ ক্ষরণমপক্ষয়ঃ। যথা ক্ষেত্রে বীজমুপ্তং ফলতি তদ্বদিত্যাহ ক্ষেত্রবদ্বেতি। ক্ষেত্রপদাদুপরিস্থিতমিতি পদং ক্ষেত্রশব্দবিষয়মন্যর্থা বৈয়র্থ্যাদিত্যাহ ইতি শব্দইতি। ক্ষত্রমিত্যেবমনেন ক্ষেত্রশব্দেনেত্যর্থঃ। দৃশ্যং দেহমুক্ত্বা ততোঽতিরিক্তং দ্রষ্টারমাহ এতদিতি। স্বাভাবিকং মনুষ্যোঽহমিতি জ্ঞানং ঔপদেশিকং দেহোনাত্মা দৃশ্যত্বাদিত্যাদিবিভাগশঃ স্বতোঽতিরিক্তত্বেনেত্যর্থঃ। ক্ষেত্রমিত্যত্রেতিশব্দবদত্রাপীতিশব্দস্য ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবিষয়ত্বমাহ ইতি শব্দইতি। ক্ষেত্রজ্ঞইত্যেবং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দেন তং প্রাহুরিতি সম্বন্ধঃ প্রবক্ষ্যন্ প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ কে ইত্যাদিনা ॥ ২ ॥

রামানুজ।—পূর্ব্বস্মিন্ ষট্‌কে পরমপ্রাপ্যস্য পরস্য ব্রহ্মণো ভগবতো বাসুদেবস্য প্রাপ্ত্যুপায়ভূত ভক্তিরূপভগদুপাসনাঙ্গভূতং প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনো যথাত্মদর্শনম্ জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগলক্ষণনিষ্ঠাদ্বয়সাধ্যমুক্তম্। মধ্যমে চ পরমপ্রাপ্যভূত ভগবত্তত্ত্বযাথাত্ম্যতন্মাহাত্মাজ্ঞানপূর্ব্বৈকৈকান্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগনিষ্ঠা প্রতিপাদিতা অতিশয়িতৈশ্বর্য্যাপেক্ষাণামাত্মকৈবল্যমাত্রপেক্ষাণাং চ ভক্তিযোগস্তত্তদপেক্ষিত সাধনমিতি প্রোক্তম্। ইদানীমুপরিতনষট্‌কে প্রকৃতিপুরুষতৎসংসর্গরূপ প্রপঞ্চেশ্বরযাথাত্ম্যকর্ম্মজ্ঞানভক্তিস্বরূপতদুপাদানপ্রকারাশ্চ ষট্‌কদ্বয়োদিতা বিশোধ্যন্তে। তত্র তাবত্ত্রয়োদশে দেহাত্মনোঃ স্বরূপং দেহযাথাত্মশোধনং দেহবিযুক্তাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়বিবিক্তাত্মস্বরূপসংশোধনং তথাবিধস্যাত্মনশ্চাচিৎসংবন্ধনহেতুস্ততো বিবেকানুসন্ধানপ্রকারশ্চোচ্যন্তে। ইদং শরীরং দেবোঽহং মনুষ্যোঽহং স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাত্মনা ভোক্ত্রা সহ সামানাধিকরণ্যেন প্রতীয়মানং ভোক্তুরাত্মনোঽর্থান্তরভূতং তস্য ভোগক্ষেত্রমিতি শরীরযাথাত্মবিদ্ভিরভিধীয়তে এতদবয়বশঃ সংঘাতরূপেণ চেদমহং বেদ্মি ইতি যো বেত্তি তংবেদ্যভূতাদস্মাদ্বেদিতৃত্বেনার্থান্তরভূতং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ প্রাহুঃ। যদ্যপি দেহব্যতিরিক্ত ঘটাদ্যর্থানুসন্ধানবেলায়াং দেবোঽহং মনুষ্যোঽহং ঘটাদিকং জানামীতি দেহসামানাধিকরণ্যেন জ্ঞাতারমাত্মান মনুসংধত্তে তথাপি দেহানুভব বেলায়াং দেহমপি ঘটাদিকমিব ইদমহং বেদ্মীতি বেদ্যতয়া বেদিতা অনুভবতীতি বেদিতুরাত্মনো বেদ্যতয়া শরীরমপি ঘটাদিবদর্থান্তরভূতম্ তথা ঘটাদেরিব বেদ্যভূতাচ্ছরীরাদপি বেদিতা ক্ষেত্রজ্ঞোঽর্থান্তরভূতঃ সামানাধিকরণ্যেন প্রতীতিস্তু বস্তুতস্তু শরীরস্য গোত্বাদিবদাত্মবিশেষণৈকস্বভাবতয়া তদপৃথক্‌সিদ্ধেরুপপন্না। তত্র বেদিতুরসাধারণাকারস্য চক্ষুরাদি করণাবিষয়ত্বাদ্যোগসংস্কৃত মনোবিষয়ত্বাচ্চ প্রকৃতি সন্নিধানাদেব মূঢ়াঃ প্রকৃত্যাকারমেব চ বেদিতারং পশ্যন্তি তথাচ বক্ষ্যতি।" উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।" ইতি ॥ ২ ॥

হনুমান্।—ভূম্যাদি অষ্টধা প্রকৃতিরিত্যপরেশ্বরস্য শক্তিরূপা পুরা প্রতিপাদিতা ভূমিরাপোইত্যাদিনাগ্রন্থেনেশ্বরস্য স্বরূপভূতা জীবভূতাচ পরা প্রকৃতিঃ প্রতিপাদিতা, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ইত্যাদিনা গ্রন্থেন, তত্র তৎপ্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ রূপমিশ্বরস্য স্বরূপাববোধার্থমেব যথাবদর্জ্জুনায় বক্ষ্যামীতি সর্ব্বংতদিতি প্রবৃত্তং ক্ষেত্রজ্ঞং নির্দ্দিশতি ॥ ২ । ৩ ॥

শ্রীধর ।—ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ । ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞান-মুদীর্য্যতে ॥ "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থে"তি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে, তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং যয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদবাচ্যং পরস্পরবিভক্তং তত্ত্বতোনিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি । ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ এতদ্যোবেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

বলদেব ।—কথিতাঃ পূর্ব্বষট্কাভ্যামর্থাজ্জীবাদয়োঽত্র যে । স্বরূপাণি বিশোধ্যন্তে তেষাং ষট্কেঽন্তিমে স্ফুটম্ ॥ ভক্তৌ পূর্ব্বোপদিষ্টায়াং জ্ঞানং দ্বারং ভবত্যতঃ । দেহজীবেশবিজ্ঞানং তদ্বক্তব্যং ত্রয়োদশে ॥ আদ্যষট্কে নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জীবাত্মজ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিতয়া দর্শিতং। মধ্যষট্কে তু ভক্তিশব্দিতং পরমাত্মোপাসনং তন্মহিমনিগদপূর্ব্বকমুপদিষ্টং। তচ্চ কেবলং তদ্বশ্যতাকরং সতত্প্রাপকং। আর্ত্তাদীনাং তু তমুপাসীনানামার্ত্তিবিনাশাদিকরং তদেকান্তিপ্রসঙ্গেন কেবলং সতত্প্রাপকঞ্চ। যোগেন জ্ঞানেন চোপস্পৃষ্টং ত্বৈশ্বর্য্যপ্রধানতদ্রূপোপলম্ভকং মোচকং চেত্যুক্তং। তথাস্মিন্নন্ত্যষট্কে প্রকৃতিপুরুষতৎসংযোগহেতুকজগত্তদীশ্বরস্বরূপাণি কর্ম্মজ্ঞানভক্তিস্বরূপাণি চ বিবিচ্যন্তে। জ্ঞানবৈশদ্যায় এতাবত্ত্রয়োদশেঽস্মিন্নধ্যায়ে দেহজীবপরেশস্বরূপাণি বিবেচনীয়ানি দেহাদিবিবিক্তস্যাপি জীবাত্মনো দেহসম্বন্ধহেতুস্তদ্বিবেকানুসন্ধিপ্রকারশ্চ বিমর্শনীয়ঃ। তদিদমর্থজাতমভিধাতুং ভগবানুবাচ ইদমিতি। হে কৌন্তেয় ইদং সেন্দ্রিয়প্রাণং শরীরং ভোক্তুর্জীবস্য ভোগ্যসুখদুঃখাদি প্ররোহকত্বাৎ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে তত্ত্বজ্ঞৈঃ। এতচ্ছরীরং দেবোঽহং মানবোঽহং স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যজ্ঞৈরাত্মভেদেন প্রতীয়মানমপি যঃ শয্যাসনাদিবদাত্মনো ভিন্নমাত্মভোগমোক্ষসাধনঞ্চ বেত্তি তং বেত্তাচ্ছরীরাত্তদ্বেদিতৃতয়া ভিন্নং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপজ্ঞাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। ভোগমোক্ষসাধনত্বং শরীরস্যোক্তং শ্রীভাগবতে। "অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদ" মিতি। শরীরাত্মবাদী তু ক্ষেত্রজ্ঞো ন, ক্ষেত্রত্বেন তজ্জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—"ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং জ্যোতিঃ কিংচন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে। অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মহো ধাবতি ॥ প্রথমমধ্যষট্কয়োস্তত্ত্বংপদার্থবুক্তাবুত্তরস্য ষট্কোবাক্যার্থনিষ্ঠঃ সম্যগধীপ্রধানোঽধুনারভ্যতে, তত্র তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা-মৃত্যুসংসারসাগরাদ্ভবামীতি প্রাগুক্তং ন চাত্মজ্ঞানলক্ষণান্মৃত্যোরাত্মজ্ঞানং বিনোদ্ধরণং সংভবতি অতোযাদৃশেনাত্মজ্ঞানেন মৃত্যুসংসারনিবৃত্তির্যেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তত্বাদ্দ্বেষ্টৃত্বাদি গুণশালিনঃ সংন্যাসিনঃ প্রাগ্ব্যাখ্যাতাস্তদাত্মতত্ত্বজ্ঞানং বক্তব্যং তচ্চাদ্বিতীয়েন পরমাত্মনা সহ জীবস্যাভেদমেব বিষয়ীকরোতি তদ্ভেদভ্রমহেতুত্বাৎ সর্ব্বানর্থস্য তত্র জীবানাং সংসারিণাং প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নানামসংসারিণৈকেন পরমাত্মনা কথমভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্কায়াং

সংসারস্য ভিন্নত্বস্য চাবিদ্যাকল্পিতানাত্মধর্ম্মত্বান্ন জীবস্য সংসারিত্বং ভিন্নত্বং চেতি বচনীয়ং, তদর্থং দহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণেভ্যঃ ক্ষেত্রেভ্যো বিবেকেন ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুরুষোজীবঃ প্রতিক্ষেত্রমেক এব নির্ব্বিকারঃ ইতি প্রতিপাদনায় ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকঃ ক্রিয়তেঽস্মিন্নধ্যায়ে, তত্র যে দ্বে প্রকৃতী ভূম্যাদিক্ষেত্ররূপতয়া জীবরূপক্ষেত্রজ্ঞতয়া, চাপরপরশব্দবাচ্যে সপ্তমাধ্যায়ে সূচিতে তদ্বিবেকেন তত্ত্বং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি। ইদম্ ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণসহিতং ভোগায়তনং শরীরং, হে কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে, ক্ষেত্রেবাস্মিন্ সকৃৎকর্ম্মণঃ ফলস্য নিবৃত্তেঃ এতদ্যোবেত্তি অহং মমেত্যভিমন্যতে তং ক্ষেত্রজ্ঞমিতি প্রাহুঃ কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ,তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকবিদঃ। (অত্র চাভিধীয়ত ইতি কর্ম্মণি প্রয়োগেণ ক্ষেত্রস্য জড়ত্বাৎ কর্ম্মত্বং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দে চ দ্বিতীয়াং বিনৈবেতি শব্দমাহরন্ স্বপ্রকাশত্বাৎ কর্ম্মত্বাভাবমভিপ্রৈতি, তত্রাপি ক্ষেত্রং যৈঃ কৈশ্চিদপ্যভিধীয়তে ন তত্র কর্তৃগতবিশেষাপেক্ষা ক্ষেত্রজ্ঞং তু কর্ম্মত্বমন্তরেণৈব বিবেকিন এবাহুঃ স্থূলদৃশামগোচরত্বাদিতি কথয়িতুং বিলক্ষণবচনব্যক্ত্যেকত্র কর্তৃপদোপাদানেন চ নির্দিশতি ভগবান্)॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ননু "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইতি "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন" ইতি দ্বিতীয়ে ত্বংপদার্থস্বরূপমুক্তং, তথা দ্বাদশে "যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে, সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্" মিতি তৎপদার্থস্বরূপমুক্তং, ন তয়োর্ভেদঃ সম্ভবতি লক্ষণৈক্যাৎ, লক্ষণং হি তয়োরব্যক্তত্বমচিন্ত্যত্বমচলত্বং চেত্যাদি সমানং, নচ দ্বয়োঃ সর্ব্বগতত্বং সম্ভবতি অন্যোন্য ব্যাবৃত্তত্বেনাসর্ব্বগতত্বাপত্তেঃ, নচ লক্ষণভেদাভাবেঽপি তত্তদাত্মগতা বিশেষাঃ সন্তি যে মুক্তাত্মনাং জীবেশয়োশ্চান্যোন্য ভেদমাবহন্তি স্বাত্মানঞ্চ স্বাশ্রয়াৎ স্বয়মেব ব্যাবর্ত্তয়ন্তীতি বাচ্যং বিশেষাণাং সত্ত্বে প্রমাণাভাবাৎ, নমুমা সন্তু বিশেষাঃ বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থান্যথানুপপত্ত্যা তু নির্ব্বিশেষেষ্বপি পুরুষেষু ভেদঃ সিধ্যতি যথোক্তং সাংখ্যবৃদ্ধৈঃ, "জন্মমরণকারণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈবেতি" জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ যুগপৎ প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ সাত্ত্বিকরাজসাদিভেদাচ্চ ন পুরুষৈক্যমিত্যর্থঃ, ন ব্যাপকানেকাত্মবাদে ভোগসাঙ্কর্য্যপ্রসঙ্গাৎ, নহ্যেকত্রান্তঃকরণে সুখাদিরূপেণ পরিণতে তৎপ্রতিসংবেদী এক এব চেতন ইতি নিয়ন্তুমশক্যং,সর্ব্বেষাং সান্নিধ্যাবিশেষে প্রতিসংবেদনাপত্তেরবর্জ্জনীয়ত্বাৎ শ্রোত্রস্যৈকস্যাপি কর্ণশষ্কুলীরূপোপাধিভেদাদিবান্তঃকরণরূপোপাধিভেদাৎ একস্যাপ্যাত্মনঃ শব্দগ্রহব্যবস্থাবজ্জন্মাদি ব্যবস্থাপি সেৎস্যতীতি ন পুরুষবহুত্বং বক্তব্যং, ততশ্চ জীবেশয়োর্লক্ষণৈক্যাদভেদে সিদ্ধে কিমুত্তরগ্রন্থেন তৎপ্রতিপাদনার্থেনেতি চেৎ সত্যং "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতে র্বিদ্যাবস্থায়াং ভেদাভাবেঽপি অবিদ্যাবস্থায়াং "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং, এষহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে" ইতি ব্যবহারদশায়াং শাস্যশাসিতৃভাবেন কর্তৃকারয়িতৃভাবেন চ প্রসক্তস্য জীবেশ্বরয়োর্ভেদস্য নিরাসার্থত্বাৎ উত্তরগ্রন্থস্যারম্ভ উপপদ্যতে, তত্রানুপদোক্তেন তৎপদার্থেন সহাস্যাভেদং বক্তুং যোগ্যতায়ৈ ভাস্যভাসক ভাবেন ক্ষেত্রাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য কুম্ভাত্তাম্রত ইব বিবেকং দর্শয়তি ইদমিতি। ইদমাত্মত্বেন ভাস্যং ঘটাদ্যহঙ্কারান্তং শরীরং বিশরণধর্ম্মি হে কৌন্তেয়! ক্ষেত্রং ক্ষিণোত্যাত্মানমবিদ্যয়া ত্রায়তে চ

বিষয়েতি ক্ষেত্রং কর্ম্মবীজপ্ররোহস্থানং ক্ষেত্রশব্দেনোচ্যতে, এতত্তো বেত্তি ভাসয়তি চিদাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যন্বর্থসংজ্ঞং প্রাহুঃ, কে প্রাহুঃ তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদঃ এতেন গচ্ছামি পশ্যামি ভুঞ্জে ইতি অনুভবাৎ দেহেন্দ্রিয়াহঙ্কারাঃ প্রতীতিত্রয়ে ভাসককোটিনিবিষ্টা ইব ভান্তি তথাপি তেষাং তত্ত্বতো ভাস্যত্বলক্ষণো নাত্মভাবঃ সিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—নমোঽস্তু ভগবদ্ভক্তৌ কৃপয়াস্মাংশলেশতঃ। জ্ঞানাদিষ্বপি তিষ্ঠেত্তৎ সার্থকীকরণা যয়া॥ ষট্‌কে তৃতীয়েঽত্র ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং নিরূপ্যতে। তন্মধ্যে কেবলাভক্তিরপি ভঙ্গ্যা প্রকৃষ্যতে॥ ত্রয়োদশে শরীরঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। জ্ঞানস্য সাধনং জীবঃ প্রকৃতিশ্চ বিবিচ্যতে॥ তদেবং দ্বিতীয়ে ষট্‌কে কেবলয়াভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ততোঽন্যা অহংগ্রহোপাসনাখ্যা স্তিস্র উপাসনাশ্চোক্তাঃ। অথ প্রথমষট্‌কোদিতানাং নিষ্কাম কর্ম্মযোগিনাং ভক্তিমিশ্র জ্ঞানাদেব মোক্ষস্তচ্চ জ্ঞানং সংক্ষেপাদুক্তমপিপুনঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞাদি বিবেচনেন বিবরিতুং তৃতীয়ং ষট্‌কমারভতে। তত্র কিং ক্ষেত্রং কঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ইদমিতি ইদং সেন্দ্রিয়ং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রং সংসারবৃক্ষস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। তং যো বেত্তি বদ্ধদশায়ামহংমমেত্যভিমন্যমানঃ স্বসম্বন্ধিত্বেন এব জানাতি, মোক্ষদশায়ান্তু অহং মমেত্যভিমানরহিতঃ স্বসম্বন্ধরহিতমেব যো জানাতি তং উভয়াবস্থং জীবং ক্ষেত্রজ্ঞমিতিপ্রাহুঃ কৃষীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ্ঞস্তৎফলভোক্তাচ। যদুক্তং ভগবতা "অদন্তি চৈকঃ ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ র্মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদম্।" অস্যার্থঃ গৃধ্রন্তীতি গৃধ্রাঃগ্রামেচরাঃ বদ্ধজীবাঃ অস্যবৃক্ষস্যৈকং ফলং দুঃখম্ অদন্তি পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপত্বাৎ। অরণ্যবাসা হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখমদন্তি সর্ব্বথা সুখরূপস্য অপবর্গস্যাপি এতজ্জন্যত্বাৎ। এবমেকমপি সংসারবৃক্ষং বহুবিধ নরকস্বর্গাপবর্গপ্রাপকত্বাদ্বহুরূপং মায়াশক্তিসম্ভূতত্বাৎ মায়াময়ম্, ইজ্যৈঃ পূজ্যৈর্গুরুভিঃ কৃত্বা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বেদিতারঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতি গভীর প্রসঙ্গের আলোচনায় এই অধ্যায় পর্য্যবসিত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। সপ্তম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকৃতি; সেই প্রকৃতি সত্ত্বরজতমভেদে ত্রিগুণাত্মিকা, এবং পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি এই অহঙ্কার ভেদে অষ্ট প্রকার। (৭ম অধ্যায় ৪ শ্লোকের তাৎপর্য্য ও তত্রত্য টীপ্পনী এবং ১৪। ৩৭। ২০১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য।) অপরা প্রকৃতি সংসারের হেতুভূতা, পরা প্রকৃতি জীবভূতা এবং ঈশ্বরাত্মিকা। পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। উক্ত সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতি-

দ্বয়ের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া অধুনা উক্ত প্রকৃতিদ্বয়ের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীভগবানের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ ত্রয়োদশ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। অচিরসমাপ্ত অধ্যায়ের অদ্বেষ্টাদি শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত কয়েক শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসিদিগের স্বভাব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবানগণ কোন্ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হইয়া যথোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের প্রীতিপাত্র হইয়া থাকেন, তাহারও রহস্য এই অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইবে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; এবং সর্ব্বকার্য্য সম্পাদনসমর্থারূপে পরিণতা; পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ উভয় সাধনই কর্ত্তব্য, এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত প্রকৃতি দ্বারা দেহে-ন্দ্রিয়াদির সম্মিলন হয়। সেই সংঘাত পদার্থই এই শরীর, এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই শ্লোক আরম্ভ করিয়াছেন। মূলে "ইদং" এই সর্ব্বনাম পদের প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ "এই" এই সর্ব্বনামের অর্থ বিশেষরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত অব্যবহিত পরেই শরীরের উল্লেখ করা হইতেছে। "কৌন্তেয়" সম্বোধন বাচক। এই সংসাররূপ কর্ম্ম বন্ধনের নিবৃত্তি সূচক, ক্ষতত্রাণার্থ ক্ষয়ার্থ অথবা ক্ষরণার্থ কিম্বা উপ্তবীজ যাহাতে ফলিত হয় সেই ক্ষেত্রবৎ ভাবে ক্ষেত্র এইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। মূলস্থিত "ইতি" শব্দ "ইহাই" অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই ক্ষেত্রস্বরূপ শরীরের তত্ত্ব যিনি জানেন অর্থাৎ ইহার পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রত্যেক তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করেন, অথবা স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানে কিম্বা উপদেশলব্ধ জ্ঞান সহকারে এতদ্বিষয়ক তত্ত্ব প্রণি-ধান করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কাহারা বলে? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, যে অভিজ্ঞগণ এই শরীররূপ ক্ষেত্রের তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত আছেন তাঁহারাই তদ্বিজ্ঞকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। এ স্থলেও "ইতি" শব্দ পূর্ব্ববৎ এবং শব্দার্থবাচক।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। প্রথম ষট্কে পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ বাসুদেবকে প্রাপ্তির উপায়ভূত, ভগবদুপাসনার অঙ্গস্বরূপ, প্রত্যগাত্মার যাথাত্ম্য দর্শন অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-দ্বয়ের সাধ্য ইহাই কথিত হইয়াছে। তদনন্তর মধ্যম ষট্কে পরমপ্রাপ্য

ভূত ভগবত্তত্ত্ব যাথাত্ম্য সেই ভগবানের মাহাত্ম্যপ্রণিধানসহকৃত একান্ত ভক্তিনিষ্ঠা সাধ্য ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাঁহারা অতিশয় ঐশ্বর্য্যের কামনা করেন, অথবা যাঁহারা কেবলমাত্র কৈবল্য কামনা করেন, তদুভয় প্রকার সাধকই ভক্তিযোগ সহকৃত তত্তৎ ফললাভার্থ সাধনাদ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতি, পুরুষ, তৎসংসর্গ জাত এই প্রপঞ্চ, ঈশ্বর যাথাত্ম্য, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এবং তাহার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে অতীত ষট্কদ্বয়ে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাই অধুনা শেষ ষটকে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। তন্মধ্যে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ এবং আত্মার স্বরূপ, দেহের প্রকৃত ভাবের পরিজ্ঞান, দেহ বিযুক্ত আত্মাববোধের উপায়, দেহ সম্পর্ক রহিত আত্মার তত্ত্ব পরিজ্ঞানের উপায়, বিবিক্ত আত্মার অচিৎসংবন্ধন হেতু, তদনন্তর বিবেকানুসন্ধানের প্রকারাদি বিষয় কথিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। ভূমি প্রভৃতি অষ্টবিধা পরমেশ্বরের অপরা প্রকৃতির শক্তি ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (৭ম অধ্যায় ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি ঈশ্বরের স্বরূপভূতা এবং জীবভূতা। (৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই প্রকৃতিদ্বয় যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ এই তত্ত্ব সেই স্থানে পরিব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ স্থানান্তরে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এক্ষণে ত্রয়োদশাধ্যায়ে তাহাই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং।" (১২ শ অধ্যায় ৭ শ্লোক) কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার হইতে উদ্ধার লাভের কোনই উপায় নাই। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতি পুরুষ পরিজ্ঞান বিষয়ক এই অধ্যায়ের আরম্ভ করিতেছেন। সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা ভেদে যে প্রকৃতিদ্বয় উক্ত হইয়াছে, তদুভয়ের অবিবেকিতা হেতু জীবভাবপ্রাপ্ত চিদংশের এই সংসার দশা ঘটিয়া থাকে; জীবের উপভোগের নিমিত্ত তদুভয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্তি।

সেই প্রকৃতিদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ পদ বাচ্য, এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, এই ভোগায়তনরূপ শরীর ক্ষেত্রনামে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ ইহা সংসাররূপ অঙ্কুরের উৎপত্তি স্থানস্বরূপ। এই শরীরকে যিনি জানেন, অর্থাৎ ইহাতে "আমি" "আমার" ইত্যাকার বোধ করেন, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে জ্ঞানবানগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। কৃষিজীবিগণ যেরূপ স্ব স্ব ভূমির ফলভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞও এই শরীর-রূপ ক্ষেত্রজাত ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এই গ্রন্থের প্রথম ষট্কে নিষ্কাম কর্ম্মসাধ্য জীবাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহাই যে পরমার্থ প্রাপক ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্য ষট্কে মহিমা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভক্তি নামাভিধেয় পরমাত্মার উপাসনার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারা সৎপদার্থের অববোধ হয়, শোক দুঃখ অন্তরিত হয়, এবং পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনন্তর এই শেষ ষট্কে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই জগতের উদ্ভব হইয়া থাকে। অপিচ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এই ষট্কে বিবেচিত হইতেছে। জ্ঞানকে বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে দেহ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ আলোচিত হইতেছে। জীবাত্মা দেহ হইতে পৃথক হইলেও দেহের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এই জীবাত্মা বিষয়ক বিবেক সহকৃত অনুসন্ধান ইত্যাকার তত্ত্ব এই স্থলে বিবেচনীয়। এই সকল অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, হে কৌন্তেয়! এই ইন্দ্রিয় প্রাণ সহকৃত শরীর ভোগকর্ত্তা জীবের ভোগ্য সুখদুঃখের অঙ্কুরোৎপাদক ভূমি স্বরূপ, এইজন্য তত্ত্বজ্ঞগণ ইহাকে ক্ষেত্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শরীরে "আমি দেবতা", "আমি মানব", "আমি স্থূল", "আমি কৃশ" ইত্যাদি প্রকারে প্রকৃতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক আত্মাভেদ প্রতীয়মান হইলেও যিনি শয্যাসনাদির ন্যায় আত্মার ভিন্নত্ব এবং তাঁহার ভোগ ও মোক্ষসাধনের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, অর্থাৎ বেদ্য শরীরের বেদিতা অর্থাৎ জ্ঞাতারূপে পার্থক্যভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন সেই অভিজ্ঞকে ক্ষেত্রও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপজ্ঞগণ ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন। এই শরীরই

যে ভোগ ও মোক্ষের সাধন তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। "অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রাঃ গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ। হংসা য একং বহু রূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদং॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় ২১ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ, কামনা পরায়ণ গ্রামচর গৃধ্র অর্থাৎ মানবগণ সেই বৃক্ষের দুঃখরূপ এক ফল ভোগ করে, এবং অরণ্যবাসী হংস অর্থাৎ কামনাশূন্য সন্ন্যাসিগণ তাহার সুখরূপ আর এক ফলভোগ করেন। তিনি এক হইলেও বিচিত্রশক্তি প্রভাবে বহুরূপ ও মায়াময়, এই তত্ত্ব যিনি গুরূপদেশের দ্বারা জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ। যাঁহারা শরীরকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায় না। কারণ তাঁহারা দেহকে ক্ষেত্ররূপে জ্ঞান করেন না।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। প্রথম ও দ্বিতীয় ষট্‌কে তৎ ও ত্বম্ পদার্থের বিষয় (৪২।৪৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) পরিব্যক্ত হইয়াছে। বাক্যার্থ প্রতিপাদক ও প্রধানতঃ বুদ্ধিসঙ্গত শেষষট্‌কের অধুনা আরম্ভ হইতেছে। পূর্ব্বে "তেষামহংসমুদ্ধর্ত্তা" (১২শ অধ্যায় ৭শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য শ্রীভগবান্ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞানরূপ মৃত্যুসাগর হইতে আত্মজ্ঞান ব্যতীত উদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব যাদৃশ আত্মজ্ঞান জন্মিলে মৃত্যুকবলিত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, এবং অদ্বেষ্টৃত্বাদি পূর্ব্বকথিত গুণশালী সন্ন্যাসিগণ যে আত্মজ্ঞানের প্রভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে যে ব্যাখ্যা বিন্যস্ত হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞানের বিষয় অধুনা বর্ণনীয়। সেই জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদভাবের অববোধ হয়। জীব ও পরমাত্মা বিষয়ে প্রভেদজ্ঞান যাবতীয় অশুভের নিদানভূত। যদি এ স্থলে প্রশ্ন করা যায় যে, প্রতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেহে স্বতন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত সংসারাবদ্ধ জীবের সংসারবন্ধরহিত একস্বরূপ পরমাত্মার সহিত অভেদ ভাব কিরূপে সম্ভব? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, বহুধা বিভক্ত অবিদ্যাকল্পিত সংসার অনাত্মধর্ম্মের প্রাবল্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে উপলব্ধ হয়। কিন্তু জীব সে ধর্ম্মের অধীন নহেন। এজন্য জীবের সংসারিত্ব বা ভিন্নত্ব স্বীকার করা যায় না। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ স্বরূপ ক্ষেত্র হইতে বিবেক সহকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রতি ক্ষেত্রেই একই আত্মার বিন্য-

মানতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত, বর্ত্তমান অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরাভেদে যে দুই প্রকৃতির কথা সূচিত হইয়াছে, তাহারই একটি ভূমি প্রভৃতিভাবে ক্ষেত্ররূপ, এবং অপরটী জীব ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ। এক্ষণে বিচার সহকারে এই তত্ত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে যে হে কৌন্তেয়! এই যে ভোগায়তন শরীর ইহাই ক্ষেত্র। ইহাকে যিনি জানেন, অর্থাৎ "আমি", "আমার" ইত্যাকার বোধসম্পন্ন, তাঁহাকে বিদ্বানগণ ক্ষেত্রজ্ঞ-নামে অভিহিত করেন। কৃষিজীবিগণ যেমন ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলভোগ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ শরীরোৎপন্ন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। মূলে "অভিধীয়তে" এই কর্ম্মণিবাচ্যের * ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে; ক্ষেত্র শব্দে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষেত্র জড়ধর্ম্মাক্রান্ত; এই জন্যই কর্ত্তারূপে প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ স্বপ্রকাশ; অতএব তাহাতে দ্বিতীয়াবিভক্তি প্রযুক্ত না হওয়ায় কর্ম্মত্বের অভাব সূচিত হইয়াছে। অভিধীয়তে ক্রিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তৃপদ শ্লোকে নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কেহই জড় ধর্ম্মাক্রান্ত শরীর রূপ পদার্থকে ক্ষেত্র নামে অনায়াসে নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ নির্দ্দেশ করিবার শক্তি সাধারণ কোন লোকের নাই। যে ব্যক্তি বিবেক সহকৃত জ্ঞান প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ নির্দ্ধারণে সমর্থ; যাঁহারা স্থূলদর্শী এই তত্ত্ব তাঁহা-

---

* বাচ্য।—বাচ্য তিন প্রকার। কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, ও ভাববাচ্য। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি ও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, এবং কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কর্ত্তার একত্বাদি অনুসারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি, কর্ম্মে প্রথমা বিভক্তি, এবং আত্মনেপদবিশিষ্ট কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়ার কর্ম্মের একত্বাদি অনুসারে প্রয়োগ হয়। ভাববাচ্য প্রায় কর্ম্মবাচ্যের তুল্য। তাহাতে কর্ম্মপদের প্রয়োগ থাকে না, কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি এবং ক্রিয়া কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় হয়। কিন্তু তাহা সর্ব্বদাই একবচনান্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তির সূত্র যথা, "লার্থসম্বুদ্ধ্যুক্তার্থেপ্রৌ। লেরর্থে সম্বোধনে তৈরুক্তার্থে কে সতি চ প্রৌস্যাৎ।" (মুগ্ধবোধ কারকপাদ ১ম সূত্র।) অর্থাৎ লিঙ্গার্থে, সম্বোধনে, এবং প্রত্যয় দ্বারা উক্তার্থ কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির সূত্র যথা "কর্ম্মক্রিয়াবিশেষণাভিনিবি াধিশীঙ্স্থাসম্বধ্যুপাবস ডং ঢং দ্বী। কার্য্যং ক্রিয়াবিশেষণমভিনিবিশাদেড্কি ঢসংজ্ঞং স্যাৎ তত্রদ্বী।" কর্ম্মকারক ও ক্রিয়া বিশেষণে......দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। (মুগ্ধবোধ কারকপাদ ২৫ সূত্র) কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তির সূত্র যথা, "সাধনহেতুবিশেষণভেদকংধং কর্ত্তা ঘস্ত্রী।" সাধন অর্থাৎ করণ, হেতু, বিশেষণ, ভেদক এবং অনুক্ত কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। (মুগ্ধবোধ কারকপাদ ৯ম সূত্র) উদাহরণ। কর্ত্তৃবাচ্য, "কৃষ্ণঃ কল্যাণং করোতু" কর্ম্মবাচ্য, "ময়া কৃষ্ণো দৃশ্যতে।" ভাববাচ্য, "মুনিনা শয্যতে।"

দিগের অগোচর; এই অভিপ্রায় পরিস্ফুট করিবার জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ স্থলে "প্রাহুঃ" ক্রিয়ার তদ্বিদঃ এই বিশিষ্ট কর্ত্তৃপদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয় মুচ্যতে। নিত্যঃসর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।" (২য় অধ্যায় ২৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ত্বংপদার্থের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। তদনন্তর দ্বাদশাধ্যায়ে "যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে। সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং।" (৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে তৎ পদার্থের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। তদুভয়ের মধ্যে ভেদভাব সম্ভব নহে। কারণ উভয়েরই লক্ষণ এক প্রকার। অর্থাৎ উভয়েরই অব্যক্তত্ব, অচিন্ত্যত্ব প্রভৃতি লক্ষণ সমান। উভয়ের সর্ব্বগতত্ব সম্ভব নহে এরূপ আপত্তিও করা যায় না; অন্যোন্য ব্যাবৃত্তি দ্বারা অসর্ব্বগতত্বের আপত্তি হইতেছে। যদি বলা যায়, লক্ষণগত বিভিন্নতা না থাকিলেও তৎ ও ত্বম্ পদার্থে আত্মগত বিশেষ আছে। কারণ জীব, ব্রহ্ম এবং মুক্তাত্মা প্রভৃতি পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ বিশেষভেদ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। যদি বলা যায়, কোন বিশেষ ভেদ না থাকিলেও বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি ভেদ পরিদৃশ্যমান, সুতরাং নির্বিশেষ পুরুষের সম্বন্ধেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বৃদ্ধ সংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন, "জন্মমরণকারণাং প্রতি নিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যাবিপর্য্যয়াচ্চৈবেতি।" ইহার ভাবার্থ এই যে, জন্ম মরণরূপ ঘটনা দ্বারা এবং সাত্ত্বিকরাজসিক গুণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, একই অন্তঃকরণে যদি সুখদুঃখাদি বিবিধ বিরোধি ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে একমাত্র জীবের চৈতন্যশক্তি তাহাদিগকে নিয়মাধীন ও সংযমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। শ্রোত্র এক হইলেও তাঁহার কর্ণ, শষ্কুলী প্রভৃতি নানা প্রকার উপাধি পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু শব্দগ্রহণরূপ কার্য্য এক ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। তদ্রূপ আত্মার অন্তঃকরণ রূপ উপাধি ভেদে জন্ম মরণাদি ব্যবস্থা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি এক, এবং তাঁহার বহুত্ব কল্পনা অমূলক। জীবেশ্বরের অভেদভাব যদি সিদ্ধই হইল, তবে এই গ্রন্থের উত্তর ভাগের প্রয়োজন কি? উত্তর এই যে বিদ্যাবস্থায় ভেদ না থাকিলেও অবিদ্যাবস্থায় বিবিধ ভেদ দৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। অপিচ

শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্তঃপ্রবিষ্টঃশাস্তা জনানাং" ইহার ভাবার্থ, আত্মা জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসকরূপে অবস্থিত। "এষহ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে।" অর্থাৎ এই আত্মাই সকলকে সাধু কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া থাকেন, এবং তিনিই সকলকে এই লোক হইতে উদ্ধার করেন। ব্যবহারিকদশায় জীবেশ্বরের এইরূপ শাস্য শাসক, কর্ত্তৃত্ব তৎপ্রযোজকত্ব রূপ ভ্রম দৃষ্ট হয়। সেই ভ্রম নিরাশ করিবার নিমিত্ত উত্তর গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা। আত্মা ভাস্য ভাসক ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কুম্ভ ও সূর্য্যের ন্যায় ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেক এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইতেছে। এই অনাত্মহেতু ভাস্য ঘটাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত যে শরীর, অর্থাৎ সামান্য জড় হইতে মনের ক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ ক্ষেত্র। অবিদ্যা দ্বারা আত্মার ক্ষয় সাধন করে এবং বিদ্যা দ্বারা তাঁহার ত্রাণসাধন করে এইজন্যই শরীরের নাম ক্ষেত্র হইয়াছে। এই ক্ষেত্র কর্ম্মবীজের অঙ্কুরোৎপত্তির ভূমি। যিনি ইহার তত্ত্ব জানেন, অর্থাৎ ভাসকরূপে ইহার যথার্থভাব প্রকটিত করিয়া ইহাকে উদ্ভাসিত করেন, সেই চিদাত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। "আমি দেখিতেছি" "আমি যাইতেছি" 'আমি ভোগ করিতেছি' ইত্যাকার অনুভব দ্বারা দেহেন্দ্রিয়ও অহঙ্কার আত্মার ভাব ও কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির সেই সকল অভিমানমূলকভাব আত্মার ভাব নহে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। দ্বিতীয় ষট্কে কেবল ভক্তির দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। প্রথম ষট্কে যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুষ্ঠানকারী যোগিদিগের জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পুনরায় ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাদির তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা সেই জ্ঞানের বিবরণ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় ষট্ক আরব্ধ হইতেছে। শ্লোক ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। পূজ্যপাদ বলদেব কৃত উল্লিখিত ভাগবতোক্ত শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

উল্লিখিত ভগবৎ শ্লোক উপলক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্বাংশ অতিশয় মনোরম, এজন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। ""অয়ং

হি বীজ স্ত্রিবৃদজ্জযোনিরব্যক্তএকো বয়সা স আত্মঃ। বিশ্লিষ্ট শক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ॥ যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটোযথা তন্তুবিতানসংস্থঃ॥ য এব সংসারতরুঃ পুরাণঃ কর্ম্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে। দ্বে অস্যবীজে শতমূল স্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসঃ প্রসূতিঃ। দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড় স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোহর্কং প্রবিষ্টঃ॥ অদন্তি চৈকং ফল মস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্য বাসাঃ। হংসা যএকং বহুরূপমিজ্যৈ র্মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদং॥ এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যা কুঠারেণ শিতেন ধীরঃ। বিবৃশ্চ্য জীবশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মান মথ ত্যজাস্ত্রং॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় ১৮—২২ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; ক্ষেত্রপতিত একবীজ যেরূপ বহু আকারে উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ এই জীব আদিতে এক অব্যক্ত হইলেও কাল সহকারে বহুভাবে বিভক্ত শক্তিযুক্ত হইয়া ত্রিগুণ রূপ পদ্মকে কারণরূপে আশ্রয় করতঃ বহুরূপে পরিণত হইলেন। সূত্র যেরূপ ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রে ব্যাপ্ত, সেইরূপ এই ঈশ্বরও ওতপ্রোত ভাবে এই বহু ভাবাপন্ন বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই অনাদি কর্ম্মাত্মক সংসারবৃক্ষ ভোগ মোক্ষ রূপ দুইটী পুষ্প ও ফল প্রসব করে। পুণ্য এবং পাপ এই দুইটী এই বৃক্ষের বীজ, অনন্ত বাসনা ইহার অনন্তমূল, গুণত্রয় ইহার তিনটী কাণ্ড এবং পঞ্চ মহাভূত ইহার স্কন্ধ (গুঁড়ি); শব্দাদি বিষয় পঞ্চ এই তরুর রস, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার সুবিস্তৃত শাখা। এই মহামহীরুহের সুবিস্তৃত শাখায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মারূপী পক্ষীদ্বয় বাস করে। বাত শ্লেষ্মা পিত্ত ইহার তিনটি বল্কল, এবং সুখ ও দুঃখ ইহার সুপক্ক ফল। এই মহাবৃক্ষ উচ্চতায় সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, তদূর্দ্ধে ইহার আর গতি নাই। কামনা পরায়ণ গ্রামবাসী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখ রূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে; অরণ্যবাসী বিবেকিগণ ইহার সুখরূপ ফল ভোগ করেন। যিনি গুরূপদেশ প্রভাবে এক অথচ মায়া প্রভাবে বহু এই সংসারতত্বকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ। অতএব তুমি সদ্গুরুর উপাসনা প্রভাব জনিত ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে বিদ্যারূপ শানিত কুঠার দ্বারা জীবোপাধিকে ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই কুঠারকেও অর্থাৎ বিদ্যাকেও ত্যাগ কর। কারণ তখন আর কোন সাধনেরই প্রয়োজন নাই॥ ২॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ৩॥

অন্বয়।—হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (জানীহি) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং [ইদং] মম মতং (অভিমতং)॥ ৩॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! সকল ক্ষেত্রেই আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের [বিষয়ে] যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান, [ইহাই] আমার অভিমত॥ ৩॥

ব্যাখ্যা।—হে ভারত! যাবতীয় ক্ষেত্রেই আমাকেই তদধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে; এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার অভিমত॥ ৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুক্তৌ কিমেতাবন্মাত্রেণ জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যাবিতি নেত্যুচ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞম্ যথোক্তলক্ষণঞ্চাপি মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি যোঽসৌ সর্ব্বক্ষেত্রেষেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তম্ নিরস্তসর্ব্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যয়াগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ হে ভারত! যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যদবশিষ্টমস্তি, তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞেয়ভূতয়োঃ যৎ জ্ঞানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়েতে তৎ জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রেতমিত্যভিপ্রায়োমমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ। নন্ু সর্ব্বক্ষেত্রেষেক এব ঈশ্বরো নান্যস্তদ্ব্যতিরিক্তোভোক্তা বিদ্যতে চেত্তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তম্ ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোঽন্যস্যাভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গশ্চেচোভয়মনিষ্টং বন্ধমোক্ষতদ্ধেতুশাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাচ্চ,প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতুলক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারোঽনুমীয়তে সর্ব্বমেতদনুপপন্নমাত্মেশ্বরৈকত্বে ন জ্ঞানাজ্ঞানয়োরন্যত্বেনোপপত্তেঃ"দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী" অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা তথা চ তয়োর্ব্বিদ্যাবিদ্যাবিষয়য়োঃ ফলভেদোঽপি বিরুদ্ধো নির্দ্দিষ্টঃ শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি বিদ্যাবিষয়ঃ শ্রেয়ঃ প্রেয়স্ত্ববিদ্যাকার্য্যমিতি। তথা চ ব্যাসঃ,—"দ্বাবিমাবথ পন্থানাবি"ত্যাদি ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবিত্যাদি"চেহ চ দ্বে নিষ্ঠে উক্তে অবিদ্যা চ সহ কার্য্যেণ বিদ্যয়া হাতব্যে"তি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽবগম্যতে, শ্রুতয়স্তাব "দিহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিস্তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন,অবিদুষস্তথ তস্য ভয়ংভবত্যবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানোব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব

ভবতি, অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামাত্মবিদ্যঃ স ইদং সর্ব্বং ভবতি, যদা চর্ম্মবদি”ত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ। স্মৃতয়শ্চ “অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গোযেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ, সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র” ইত্যাদ্যাঃ। ন্যায়তশ্চ “সর্পান্ কুশাগ্রাণি তথোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জ্জয়ন্তি। অজ্ঞানতস্তত্র যান্তীতি কেচিৎ জ্ঞানে ফলং পশ্য যথা বিশিষ্টং”। তথা চ দেহাদিষনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্বেষাদিযুক্তোধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানকৃৎ জায়তে ম্রিয়তে চেত্যবগম্যতে দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনোরাগদ্বেষাদি প্রহাণাপেক্ষয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্ত্যুপশমান্মুচ্যন্ত ইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যং ন্যায়তস্তত্রৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্যৈব সতোঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি, যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ সর্ব্বজন্তূনাং হি প্রসিদ্ধোদেহাদিষনাত্মস্বাত্মভাবোনিশ্চিতোঽবিদ্যাকৃতো যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়োন চৈতাবতা পুরুষধর্ম্মঃ স্থাণৌ ভবতি স্থাণুধর্ম্মোবা পুরুষস্য, তথা ন চৈতন্যং ধর্ম্মোদেহস্য দেহধর্ম্মোবা চৈতন্যস্য এবং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিরাত্মনোন যুক্তোঽবিদ্যাকৃতত্বাবিশেষাজ্জরামৃত্যুবন্ন তুল্যত্বাদিতি চেৎ, স্থাণু-পুরুষৌ জ্ঞেয়াবেব সন্তৌ জ্ঞাত্রান্যোন্যস্মিন্নধ্যস্তাববিদ্যয়া দেহাত্মনোস্তু জ্ঞেয়জ্ঞাত্রোরেবেতরেতরা-ধ্যাসইতি ন সমোদৃষ্টান্তোঽতোদেহধর্ম্মোজ্ঞেয়োঽপি জ্ঞাতুরাত্মনোভবতীতি চেন্নাচৈতন্যাদি-প্রসঙ্গাদ্যদি হি জ্ঞেয়স্য দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মাঃ সুখদুঃখমোহেচ্ছাদয়োঽপি ক্ষেত্রজ্ঞস্য জ্ঞাতুরাত্মনো-ভবন্তি অবিদ্যাধ্যারোপিতা জরামরণাদয়স্তু ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্বক্তব্যোন ভবন্তীত্যনুমানম-বিদ্যাধ্যারোপিতত্বাজ্জরাদিবদিতি হেয়ত্বাদুপাদেয়ত্বাচ্চেত্যাদি, তত্রৈবং সতি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সংসারোজ্ঞেয়স্থোজ্ঞাতর্য্যবিদ্যয়াধ্যারোপিত ইতি ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিৎ দুষ্যতি, যথা বালৈরধ্যা-রোপিতেনাকাশস্য তলমলবত্ত্বাদিনা, এবঞ্চ সতি সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বপি সতোভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বং গন্ধমাত্রমপি ন শক্যং ন হি ক্বচিদপি লোকেঽবিদ্যাধ্যস্তেন ধর্ম্মেণ কস্যচিদুপকারো-ঽপকারোবা দৃষ্টোযত্তুক্তং ন সমোদৃষ্টান্ত ইতি তদসৎ কথমবিদ্যাধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাধর্ম্ম্যং বিবক্ষিতং, তন্ন ব্যভিচরতি যত্তু জ্ঞাতরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে তস্যাপ্যনৈকান্তিকত্বং দর্শিতং জরাদিভিরবিদ্যাবত্ত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বমিতি চেন্ন অবিদ্যায়াস্তামসত্বাত্তামসোহি প্রত্যয় আবরণাত্মকত্বাদবিদ্যাবিপরীতগ্রাহকঃ সংশয়োপস্থাপকোবা অগ্রহণাত্মকোবা বিবেকপ্রকাশভাবে তদভাবাত্তামসে চাবরণাত্মকে তিমিরাদিদোষে সতি অগ্রহণাদেরবিদ্যাত্রয়স্যোপলব্ধেঃ অত্রাহৈবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্ম্মোঽবিদ্যা, ন, করণে চক্ষুষি তৈমিরকত্বাদিদোষোপলব্ধের্যত্তু মন্যসে জ্ঞাতৃধর্ম্মোঽবিদ্যা তদেব চাবিদ্যাধর্ম্মবত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বং তত্র যদুক্তমীশ্বর এব ক্ষেত্রজ্ঞোন সংসারীত্যেতদ-যুক্তমিতি তন্ন যথা করণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনান্ন বিপরীতাদিগ্রহণং তন্নিমিত্তম্বা তৈমিরকত্বাদিদোষোগ্রহীতুশ্চক্ষুষঃ সংস্কারেণ তিমিরেঽপনীতে গ্রহীতুরদর্শনান্ন গ্রহীতুর্দ্ধর্ম্মোযথা তথা সর্ব্বত্রৈবাগ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়াস্তন্নিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিৎ ভবিতুমর্হন্তি ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য, সংবেদ্যত্বাচ্চ, তেষাং প্রদীপপ্রকাশবন্ন জ্ঞাতৃধর্ম্মত্বং সংবেদ্যত্বাদেব স্বাত্মব্যতিরিক্তসংবেদ্যত্বং সর্ব্বকরণবিয়োগে চ কৈবল্যে সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাদিদোষবত্ত্বানভ্যুপগমাদাত্মনো যদি ক্ষেত্রজ্ঞস্যা-গ্ন্যুষ্ণবৎ স্বোধর্ম্মস্ততোন কদাচিদপি তেন বিয়োগঃ স্যাদবিক্রিয়স্য চ ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্যামূর্ত্ত্য,

স্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংযোগবিয়োগানুপপত্তেঃ সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবেশ্বরত্বমনাদিত্বান্নির্গুণত্বা-
দিত্যাদীশ্বরবচনাচ্চ। নম্বেবং সতি সংসারসংসারিত্বাভাবে..শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষঃ স্যাদিতি ন
সর্ব্বৈরভ্যুপগতত্বাৎ সর্ব্বৈর্হ্যাত্মবাদিভিরভ্যুপগতোদোষোনৈকেন পরিহর্ত্তব্যোভবতি কথমভ্যুপগত
ইতি মুক্তাত্মনাং সংসারসংসারিত্বব্যবহারাভাবঃ সর্ব্বৈরেবাত্মবাদিভিরিষ্যতে, ন চ তেষাং শাস্ত্রানর্থ-
ক্যাদিদোষপ্রাপ্তিরভ্যুপগতা তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞানামীশ্বরৈকত্বে সতি শাস্ত্রানর্থক্যং ভবতু অবিদ্যা-
বিষয়ে চার্থবত্ত্বং যথা দ্বৈতিনাং সর্ব্বেষাং বন্ধাবস্থায়ামেব শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং ন মুক্তাবস্থায়ামেবং
অদ্বৈতবাদিনামপি। নম্বাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে পরমার্থত এববস্তুভূতে দ্বৈতিনাং নঃ সর্ব্বেষামতো-
হেয়োপাদেয়তৎসাধনসদ্ভাবে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং স্যাদদ্বৈতিনাং পুনর্দ্বৈতস্যাপরমার্থত্বাদবিদ্যাকৃতত্বাৎ
বন্ধাবস্থায়াশ্চ আত্মনোঽপরমার্থত্বে নির্ব্বিষয়ত্বাৎ শাস্ত্রাদ্যানর্থক্যমিতি চেন্নাত্মনোঽবস্থাভেদানুপপত্তেঃ।
যদি তাবদাত্মনোবন্ধমুক্তাবস্থেযুগপৎ স্যাতাং ক্রমেণ বা যুগপত্তাবদ্বিরোধান্ন সম্ভবতঃ স্থিতিগতী
ইবৈকস্মিন্ ক্রমভাবিত্বে চ নির্নিমিত্তত্বে নির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গোঽন্যনিমিত্তত্বে চ স্বতোঽভাবাদপরমার্থত্ব-
প্রসঙ্গস্তথা চ সত্যভ্যুপগমহানিঃ, কিঞ্চ বন্ধমুক্তাবস্থয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিরূপণায়াং বন্ধাবস্থা পূর্ব্বং
প্রকল্প্যাঽনাদিমত্যন্তবতী চ তচ্চ প্রমাণবিরুদ্ধং তথা মোক্ষাবস্থা আদিমত্যনন্তবতী চ তাবৎ
প্রমাণবিরুদ্ধৈবাভ্যুপগম্যতে ন চাবস্থাবতোঽবস্থান্তরং গচ্ছতোনিত্যত্বমুপপাদয়িতুং শক্যমথানিত্যত্ব
দোষপরিহারায় বন্ধমুক্তাবস্থা ভেদোনকল্প্যতেঽতোদ্বৈতিনামপি শাস্ত্রানর্থক্যদোষোঽপরিহার্য্যএবেতি
সমানত্বান্নাদ্বৈতবাদিনা পরিহর্ত্তব্যোদোষঃ। ন চ শাস্ত্রানর্থক্যং যথা প্রসিদ্ধাবিদ্বৎপুরুষবিষয়ত্বাৎ
শাস্ত্রস্য অবিদুষাং হি ফলহেত্বোরনাত্মনোরাত্মদর্শনং ন বিদুষাং, বিদুষাং হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্ব-
দর্শনে সতি তয়োরহমিত্যাত্মদর্শনানুপপত্তেঃ,ন হ্যত্যন্তমূঢ় উন্মত্তাদিরপি জলাগ্ন্যোঃ ছায়াপ্রকাশয়ো-
র্ব্বৈকাত্ম্যং পশ্যতি কিমুত বিবেকী, তস্মান্ন বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রস্তাবৎ ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বাদর্শি-
নোভবতি,ন হি দেবদত্ত! ত্বমিদং কুর্ব্বিতি কস্মিংশ্চিৎ কর্ম্মণি নিযুক্তোবিষ্ণুমিত্রোঽহং নিযুক্ত
ইতি তত্রস্থোনিয়োগং শৃণ্বন্নপি প্রতিপদ্যতে নিয়োগবিষয়বিবেকাগ্রহণাত্তূপপদ্যতে প্রতিপত্তিস্তথা
ফলহেত্বোরপি। নম্ব প্রাকৃতসম্বন্ধাপেক্ষয়া যুক্তৈব প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রার্থবিষয়াফলহেতুভ্যামন্যাত্মত্ব
দর্শনেঽপি সতি ইষ্টফলহেতৌ. প্রবর্ত্তিতোঽস্ম্যনিষ্টফলহেতোশ্চ নিবর্ত্তিতোঽস্মীতি। যথা পিতৃপুত্রা-
দীনামিতরেতরাত্মান্যত্বদর্শনে সত্যপ্যন্যোন্যনিয়োগপ্রতিষেধার্থপ্রতিপত্তিঃ,ন ব্যতিরিক্তাত্মদর্শন-
প্রতিপত্তেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাত্মাভিমানস্য সিদ্ধত্বাৎ,প্রতিপন্ননিয়োগপ্রতিষেধার্থোহি ফলহেতু-
ভ্যামাত্মনোঽন্যত্বং প্রতিপদ্যতে ন পূর্ব্বং। তস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমবিদ্বদ্বিষয়মিতি সিদ্ধং। নম্ব
স্বর্গকামোযজেত কলঞ্জং ন ভক্ষয়েদিত্যাদাবাত্মব্যতিরেকদর্শিনামপ্রবৃত্তৌ কেবল দেহাদ্যাত্মদৃষ্টী-
নাঞ্চাতঃ কর্ত্তুরভাবাচ্ছাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেন্ন যথাপ্রসিদ্ধিত এব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃঈশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৈ-
কত্বদর্শী ব্রহ্মবিদ্বান্ন প্রবর্ত্ততে, তথা নৈরাত্ম্যবাদ্যপি নাস্তি পরলোক ইতি ন প্রবর্ত্ততে, যথা
প্রসিদ্ধিস্তু বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রশ্রবণান্যথানুপপত্ত্যানুমিতাআস্তিত্ব আত্মবিশেষানভিজ্ঞঃ কর্ম্মফলসঞ্জাত-
তৃষ্ণঃ শ্রদ্দধানতয়া চ প্রবর্ত্ততইতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমতোন শাস্ত্রানর্থক্যং বিবেকিনাম-
প্রবৃত্তিদর্শনাত্তদনুগামিনামপ্রবৃত্তৌশাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেন্ন কস্যচিদেব বিবেকোপপত্তেরনেকেষু হি

প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী স্যাদ্যথৈবেদানীম্, নচ বিবেকিনমনুবর্ত্তন্তে মূঢ়া রাগাদিদোষতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তেরভিচরণাদৌ চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ স্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তেঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি উক্তং, তস্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্টবিষয় এব, ন ক্ষেত্রজ্ঞস্য কেবলস্যাবিদ্যা তৎকার্য্যঞ্চ। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থং, নহ্যূষরদেশং স্নেহেন পঙ্কীকর্ত্তুং শক্নোতি মরীচ্যুদকং তথাবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোত্যতশ্চেদমুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানমিতি চ। অথ কিমিদং সংসারিণামিবাহমেবং মমৈবেদমিতি পণ্ডিতানামপি, শৃণ্বিদং তৎ পাণ্ডিত্যং যৎক্ষেত্র এবাত্মদর্শনং যদি পুনঃ ক্ষেত্রজ্ঞমবিক্রিয়ং পশ্যেয়ুস্ততো ন ভোগং কর্ম্ম বাকাঙ্ক্ষেয়ুর্মম স্যাদিতি, বিক্রিয়ৈব ভোগকর্ম্মণী। অথৈবং সতি ফলার্থিত্বাদবিদ্বান্ প্রবর্ত্ততে বিদুষঃ পুনরবিক্রিয়াত্মদর্শিনঃ ফলার্থিত্বাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তৌ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতব্যাপারোপরমে নিবৃত্তিরুপচর্য্যতে। ইদঞ্চান্যৎ পাণ্ডিত্যং কস্যচিদস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এব ক্ষেত্রঞ্চান্যৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ, অহন্তু সংসারী সুখী দুঃখী চ। মূঢ়ো জাতো মৃতো বিযুক্তঃ ক্ষীণো বৃদ্ধোঽহং মমৈবেত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে আত্মনি অধ্যারোপ্যন্তে, সংসারোপরমশ্চ মম কর্ত্তব্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানেন ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষাৎ কৃত্বা তৎস্বরূপাবস্থানেনেতি, যশ্চৈবং বুধ্যতে যশ্চ বোধয়তি নাসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবং মন্বানো যঃ স পণ্ডিতাপসদঃ সংসারমোক্ষয়োঃ শাস্ত্রস্য চার্থবত্ত্বং করোমীত্যাত্মহা স্বয়ং মূঢ়োঽন্যাংশ্চ ব্যামোহয়তি শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাৎ শ্রুতহানিমশ্রুতকল্পনাঞ্চ কুর্ব্বংস্তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ, যত্তু ঈশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্নোতি, ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চেশ্বরৈকত্বে সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গ ইত্যেতৌ দোষৌ প্রত্যুক্তৌ বিদ্যাবিদ্যয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যাভ্যুপগমাদিতি কথমবিদ্যাপরিকল্পিতদোষেণ তদ্বিষয়ং বস্তু পারমার্থিকং ন দুষ্যতীতি। তথা চ দৃষ্টান্তো দর্শিতো মরীচ্যম্ভসোষরদেশো ন পঙ্কীক্রিয়ত ইতি সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গদোষোঽপি সংসারসংসারিণোরবিদ্যাকল্পিতত্বোপপত্ত্যা প্রত্যুক্তো নন্ববিদ্যাবত্ত্বমেব ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বদোষমুক্তস্তৎকৃতঞ্চ দুঃখিত্বাদিপ্রত্যক্ষমুপলভ্যতে, ন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্ম্মত্বাৎ জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎকৃতদোষানুপপত্তেঃ, যাবৎ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য দোষজাতমবিদ্যমানমাসঞ্জয়তি তস্য জ্ঞেয়ত্বোপপত্তেঃ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমেব ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং, ন চ তেন ক্ষেত্রজ্ঞো দুষ্যতি জ্ঞেয়েন তু জ্ঞাতুঃ সংসর্গানুপপত্তেঃ, যদি হি সংসর্গঃ স্যাৎ জ্ঞেয়ত্বমেব নোপপদ্যেত, যদ্যাত্মনো ধর্ম্মোঽবিদ্যাবত্ত্বং দুঃখিতাদি চ কথন্তোঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যতে, কথম্বা ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মঃ জ্ঞেয়ঞ্চ সর্ব্বং ক্ষেত্রং জ্ঞাতৈব ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যবধারিতেঽবিদ্যাদুঃখিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞাবিশেষণত্বং ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং তস্য চ প্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিরুদ্ধমুচ্যতেঽবিদ্যমাত্রাবষ্টম্ভাৎ কেবলম্। অত্রাহ সাবিদ্যা কস্যেতি যস্য দৃশ্যতে তস্যৈব কস্য দৃশ্যতে ইত্যত্রোচ্যতে অবিদ্যা কস্য দৃশ্যতে ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ, কথং, দৃশ্যতে চেদবিদ্যা তদ্বন্তমপি পশ্যসি ন চ তদ্বত্যুপলভ্যমানে সা কস্যেতি প্রশ্নো যুক্তো ন হি গোমত্যুপলভ্যমানে গাবঃ কস্যেতি প্রশ্নো যুক্তোঽর্থবান্ ভবেৎ। ননু বিষমো দৃষ্টান্তো গবাং তদ্বতশ্চ প্রত্যক্ষত্বাৎ সম্বন্ধোঽপি প্রত্যক্ষ ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ, ন তথাবিদ্যা তদ্বাংশ্চ প্রত্যক্ষৌ যতঃ প্রশ্নো নিরর্থকঃ স্যাদপ্রত্যক্ষেনাবিদ্যাবতাবিদ্যাসম্বন্ধে জ্ঞাতে কিন্তব স্যাদবিদ্যায়া অনর্থহেতুত্বাৎ পরিহর্ত্তব্যা স্যাদ্যস্যা-

বিদ্যা সত্যং পরিহরিষ্যতি নন্বু মমৈবাবিদ্যা জানাসিতর্হি বিদ্যাতদ্বতক্ষাত্মানং জানাসি নতু প্রত্যক্ষেণানুমানেন চেজ্জানাসি কথং সম্বন্ধগ্রহণং, ন হি তব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়ভূতয়াবিদ্যয়া তৎকালে সম্বন্ধো গ্রহীতুং শক্যতে অবিদ্যায়া বিষয়ত্বেনৈব জ্ঞাতুরূপযুক্তত্বান্ন চ জ্ঞাতুরবিদ্যায়াশ্চ সম্বন্ধস্য যোগ্রহীতা জ্ঞানঞ্চান্যৎ তদ্বিষয়ং সম্ভবত্যনবস্থাপ্রাপ্তের্যদি জ্ঞাতাপি জ্ঞেয়সম্বন্ধো জ্ঞায়েতান্যোজ্ঞাতা কল্প্যঃ স্যাত্তস্যাপ্যন্যস্তস্যাপ্যন্য ইত্যনবস্থাপরিহার্য্যা জ্ঞেয়ান্যদ্বা জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেব তথা জ্ঞাতাপি জ্ঞাতৈব ন জ্ঞেয়স্তবতি, যদা চৈবমবিদ্যা দুঃখিত্বাদ্যৈর্ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিঞ্চিৎ দুষ্যতি, নন্বয়মেব দোষোযৎ দোষবৎ ক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বং ন বিজ্ঞানস্বরূপস্যৈবাবিক্রিয়স্য বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ যথোষ্ণতামাত্রেণাগ্নেস্তপ্তিক্রিয়োপচারস্তদ্বদ্যথাত্র ভগবতা ক্রিয়াকারকফলাত্মত্বাভাব আত্মনি স্বতএব দর্শিতঃ, অবিদ্যাধ্যারোপিতৈরের ক্রিয়াকারকাদ্যাত্মন্যুপচর্য্যতে তথা তত্র তত্র য এবং বেত্তি হন্তারং, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ, নাদত্তে কস্যচিৎ পাপমিত্যাদিপ্রকরণেষু দর্শিতস্তথৈব চ ব্যাখ্যাতমস্মাভিরুত্তরেষু চ প্রকরণেষু দর্শয়িষ্যামো,হন্ত তর্হ্যাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাত্মতায়াঃ স্বতোঽভাবেঽবিদ্যয়া চাধ্যরোপিতত্বে কর্ম্মাণ্যবিদ্বৎকর্ত্তব্যান্যেব নবিদুষামিতি প্রাপ্তং, সত্যমেবং প্রাপ্তমেতদেব চ ন হি দেহভৃতা শক্যমিত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে চ সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যাপরেত্যত্র বিশেষতোদর্শয়িষ্যামঃ অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেনেত্যুপসংহ্রিয়তে ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—দৃশ্যানাং দুঃখাদীনাং ভেদকানাং যাবদ্দেহভাবিনামনাত্মধর্ম্মত্বসিদ্ধয়ে দ্রষ্টারং দেহাদন্যমুক্ত্বা সাংখ্যানামিব তাবন্মাত্রেণ মুক্তিনিবৃত্তয়ে তস্য সর্ব্বদেহেষ্বৈক্যোক্তিপূর্ব্বকং স্বেন পরমার্থেনাক্ষরেণৈক্যং বৃত্তমনুস্য প্রশ্নদ্বারা দর্শয়তি এবমিত্যাদিনা। যথোক্তলক্ষণং দৃশ্যাদ্দেহান্নিষ্কৃষ্টং দ্রষ্টারমিত্যর্থঃ, চাপীতি নিপাতৌ জীবস্যাক্ষরত্বজ্ঞানস্য দেহাদন্যত্বজ্ঞানেন সমুচ্চয়ার্থৌ ভিন্নক্রমৌ ন ক্ষেত্রজ্ঞং সাংখ্যবদ্দৃশ্যাদন্যদেব বিদ্ধি কিন্তু মাঞ্চাপিবিদ্ধীতি সম্বধ্যতে। যঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষু একঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ তং মামেব বিদ্ধীতি সম্বন্ধং সূচয়তি সর্ব্বেতি। তত্তৎক্ষেত্রোপাধিকভেদভাজঃ তত্তচ্ছব্দধীগোচরস্য কথং তদ্বিপরীতব্রহ্মত্বধীরত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মাদীতি। উত্তরার্দ্ধং বিভজতে যস্মাদিতি। তদেব বিশিনষ্টি ক্ষেত্রেতি। ন চ ভেদবিষয়ত্বান্ন সম্যগজ্ঞানংতদিতিযুক্তং তস্য বিবেকজ্ঞানস্য বাক্যার্থজ্ঞানদ্বারা মোক্ষৌপায়িকত্বেন সম্যক্ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। জীবেশ্বরয়োরেকত্বমুক্তমাক্ষিপতি নন্বিতি। জীবেশ্বরয়োরেকত্বে জীবস্যেশ্বরে বা তস্য জীবেঽন্তর্ভাবোনাদ্যোজীবস্য পরস্মাদন্যস্যাভাবে সংসারস্য নিরালম্বনত্বানুপপত্ত্যা পরস্যৈব তদাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। অন্যোঽন্যোঽভিচকাশীতি শ্রুতেন তস্য সংসারিতেত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়ং দূষয়তি ঈশ্বরেতি। জীবে চেদীশ্বরোঽন্তর্ভবতি তদাপি ততোঽন্যসংসার্য্যভাবস্তস্য চ সংসারানিষ্টঃ সংসারোজগদ্ধ্বংসং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। প্রসঙ্গদ্বয়স্যেষ্টত্বং নিরাচষ্টে তচ্চেতি। সংসারাভাবে তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্ স্বাদ্বত্তীত্যাদিবন্ধশাস্ত্রস্য তদ্ধেতুকর্ম্মবিষয়কর্ম্মকাণ্ডস্য চানর্থক্যমীশ্বরাশ্রিতে চ সংসারে তদভোক্তৃত্বশ্রুতেঃ জ্ঞানকাণ্ডস্য মোক্ষতদ্ধেতুজ্ঞানার্থস্যানর্থক্যমিতোন প্রসঙ্গয়োরিষ্টতেত্যর্থঃ। সংসারাভাবপ্রসঙ্গস্যানিষ্টত্বে হেত্বন্তরমাহ প্রত্যক্ষাদীতি তত্র প্রত্যক্ষবিরোধম্ প্রকটয়তি প্রত্যক্ষেণেতি। আদিশব্দোপাত্তমনুমানবিরোধমাহ জগদিতি।

বিমতং বিচিত্রহেতুকম্ বিচিত্রকার্য্যত্বাৎ প্রসাদাদিবদিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধাদযুক্ত-মৈক্যমিত্যুপসংহরতি সর্ব্বমিতি। ঐক্যেঽপি সংসারিত্বমবিদ্যাতো বিদ্যাতোঽসংসারিত্ব মিতি বিভাগান্নানুপপত্তিরিত্যুত্তরমাহ নেত্যাদিনা। তয়োঃ স্বরূপতোবিলক্ষণত্বে শ্রুতিমাহ দূরমিতি। অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি প্রসিদ্ধেএতে বিদ্যাবিদ্যে দূরং বিপরীতে অত্যন্ত বিরুদ্ধে ইত্যর্থঃ। বিষূচী নানাগতী ভিন্নফলে ইত্যর্থঃ। স্বরূপতোবিরোধবৎ ফলতোঽপি সোঽস্তীত্যাহতথেতি। ফল-ভেদোক্তিমেব ব্যনক্তি বিদ্যেতি। তয়োর্দ্বিধাবিলক্ষণত্বে বেদব্যাসস্যাপি সম্মতিমাহ তথাচেতি। উক্তেঽর্থে ভগবতোঽপি সম্মতিমুদাহরতি ইহচেতি। দ্বয়োরপি নিষ্ঠয়োস্তুল্যমুপাদেয়ত্বমিতি শঙ্কাং শাতয়তি অবিদ্যা চেতি। অবিদ্যা সকার্য্যা হাতব্যেত্যত্র শ্রুতিমুদাহরতি শ্রুতয়স্তাবদিতি। ইহেতি জীবদবস্থোচ্যতে, চেচ্ছব্দোবিদ্যোদয়দৌর্লভ্যদ্যোতী, অবেদীদহং ব্রহ্মেতি বিদিতবানিত্যর্থঃ। অথ বিদ্যানন্তরমেব সত্যমবিতথম্ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতম্ কৈবল্যম্ স্যাদিত্যাহ অথেতি। অবিদ্যাবিষয়েঽপি শ্রুতিমাহ নচেদিতি। জন্মমরণাদিরূপা সংসৃতির্বিনষ্টিঃ তস্যামহত্ত্বং সম্যগ্জ্ঞানং বিনা নিবর্ত্তয়িতুমশক্যত্বং। বিদ্যাবিষয়ে শ্রুত্যন্তরমাহ তমেবমিতি। পরমাত্মানং প্রত্যক্তেন যঃসাক্ষাৎকৃতবান্ সদেহে জীবন্নেব মুক্তোভবতীত্যর্থঃ। বিদ্যাং বিনাপি হেত্বন্তরতোমুক্তিমাশঙ্ক্যাহ নেতি ভগ্নহেতুমবিদ্যান্নিরাকুর্ব্বতী তজ্জস্তয়মপিনিরস্যতি বি[illegible] ইতি। অত্র বাক্যান্তরমাহ বিদ্বানিতি। অবিদ্যা-বিষয়ে বাক্যান্তরমাহ অবিদুষইতি। প্রতীচ্যেকরসে স্বল্পমপি ভেদং মন্যমানস্য ভেদদৃষ্ট্যন্তরমেব সংসারধ্রৌব্যমিত্যর্থঃ। তত্রৈব শ্রুত্যন্তরমাহ অবিদ্যায়ামিতি। তন্মধ্যেতৎপরবশতয়া স্থিতাস্তু[illegible]জ্ঞানস্তোদেহাদ্যভিমানবন্তোমূঢ়াঃ সংসরন্তীত্যর্থঃ। বিদ্যাবিষয়ে শ্রুত্যন্তরমাহ ব্রহ্মেতি। অবিদ্যাবিষয়ে শ্রুত্যন্তরমাহ অন্যোঽসাবিতি। ভেদদৃষ্টিমনূদ্য তন্নিদানমবিদ্যেত্যাহ নেতি, সচ মনুষ্যাণাং পশুবদ্দেবাদীনাং প্রেষ্যতাং প্রাপ্নোতীত্যাহ যথেতি। বিদ্যাবিষয়ে বাক্যান্তরমাহ আত্মবিদিতি। ইদং সর্ব্বং প্রত্যগ্ভূতং পূর্ণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিত্যত্র শ্রুত্যন্তরমাহ যদেতি। নখল্বাকাশং চর্ম্মবন্মানবোবেষ্টয়িতুমীষ্টে তথা পরমাত্মানং প্রত্যক্তে নানুভূয় ন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ আদিশব্দেনা-নুক্তা বিদ্যাবিদ্যাফলভেদার্থাঃ শ্রুতয়োগৃহ্যন্তে। তাসাম্ভূয়স্ত্বেন প্রামাণ্যং সূচয়তি সহস্রশইতি। বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ে স্মৃতিমুদাহরতি স্মৃতয়শ্চেতি। তত্রাবিদ্যাবিষয়ং বাক্যমাহ অজ্ঞানেনেতি। বিদ্যাবিষয়ং বাক্যদ্বয়ং দর্শয়তি ইহেত্যাদিনা। বিদ্যাফলমনর্থধ্বস্তিরবিদ্যাফলমনর্থাপ্তিরিত্যেতদন্বয়ব্যতিরেকাখ্যন্যায়াদপি সিধ্যতীত্যাহ ন্যায়তশ্চেতি। তত্রৈব পুরাণসম্মতিমাহ সর্পানিতি। উদপানং কূপং যথাজ্ঞানে বিশিষ্টং ফলং স্যাত্তথা পশ্যেতি যোজনা। ন্যায়তশ্চেত্যন্বয়ব্যতিরেকাখ্যং ন্যায়মুক্তং বিবৃণোতি তথাচেতি। তত্রাদাবন্বয়মাচষ্টে দেহাদিষিতি। অনাত্মনির্ব্বাচ্যাবিবৃতশ্চিদাত্মা দেহাদাবনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিমাদধাতি তদযুক্তোরাগাদিনা প্রের্য্যতে তৎপ্রযুক্তশ্চ কর্ম্মানুতিষ্ঠতি তৎকর্ত্তা চ যথা কর্ম্ম নূতনং দেহমাদত্তেপুরাতনং ত্যজতীত্যেবমবিদ্যাবত্তে সংসারিত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ ব্যতিরেকমিদানীং দর্শয়তি দেহাদীতি। শ্রুতিযুক্তিভ্যাং ভেদে জ্ঞাতে রাগাদিধ্বস্ত্যা কর্ম্মোপরমাদশেষসংসারাসিদ্ধিরিত্যবিদ্যারাহিত্যে ব[illegible]স্তিরিত্যর্থঃ। উক্তান্বয়াদেরন্যথাসিদ্ধিং শিথিলয়তি ইতিনেতিউক্তমন্বয়াদিবাদিনা কেনচিদপি ন্যায়তোন শক্যং প্রত্যাখ্যাতুং তদন্যথাসিদ্ধিসাধকাভা-

বাদিত্যর্থঃ। অন্বয়াদেরনন্যথাসিদ্ধত্বে চোদ্যমপি প্রাচীনং প্রতিনীতমিত্যাহ তত্রেতি। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরুক্তন্যায়েন স্বরূপভেদে কার্য্যভেদে চ স্বারস্যেন পরাপরয়োরৈক্যেঽপি বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিভেদাদাবিদ্যকমাত্মনঃ সংসারিত্বং আভাসরূপং প্রাতিভাসিকং সিদ্ধমিতীত্যর্থঃ। আত্মনোব্রহ্মতা স্বতশ্চেদহমিত্যাত্মভাবেন ব্রহ্মতাপি ভায়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। দেহাদ্যতিরিক্তস্যাত্মত্বমেব বিপরীতং ভাসতে তথাত্মনোব্রহ্মত্বে স্বাভাবিকেঽপি তস্মিন্ ব্রহ্মত্বং ন ভাত্যবিদ্যাতোঽব্রহ্মত্বমেব তস্য ভাতীত্যর্থঃ। আত্মনোদেহাদ্যাত্মত্বমাবিদ্যকং ভাতীত্যুক্তম্ অনুভবেনস্পষ্টয়তি সর্ব্বেতি। অতস্মিং স্তদ্বুদ্ধিরবিদ্যাকৃতেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। পুরঃস্থিতে বস্তুনি বস্তুতঃ স্থাণাববিদ্যয়া পুমানিতি নিশ্চয়োজায়তে তথা দেহাদাবনাত্মন্যাত্মধীরবিদ্যাতোনিশ্চিতেত্যর্থঃ। দেহাত্মনোরৈক্যজ্ঞানে দেহধর্ম্মস্য জরাদেরাত্মন্যাত্মধর্ম্মস্যচ চৈতন্যস্য দেহেঽপি নিয়মঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি। স্থাণৌ পুরুষধর্ম্মঃ শিরঃপাণ্যাদির্ন স্থাণোর্ভবতি তদ্ধর্ম্মোবা ঋজ্বাদির্ন পুংসোদৃশ্যতে মিথ্যাধ্যস্ততাদাত্ম্যাদ্বস্তুতোধর্ম্মাব্যতিকরাদিতি দৃষ্টান্তমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। জরাদেরনাত্মধর্ম্মত্বেঽপি সুখাদেরাত্মধর্ম্মত্বমিতি কেচিত্তান্ প্রত্যাহ সুখেতি। কামসঙ্কল্পাদিশ্রুতেরনাত্মধর্ম্মত্বজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিমতোনাত্মধর্ম্মোঽবিদ্যাকৃতত্বাজ্জরাদিবন্ন চ হেত্বসিদ্ধিরতস্মিং স্তদ্বুদ্ধিবিষয়ত্বেন স্থাণৌ পুরুষত্ববদবিদ্যাকৃতত্বস্যোক্তত্বাদিতি মত্বাহ অবিদ্যেতি। স্থাণৌ পুরুষত্ববদাবিদ্যত্বং দেহাদেরযুক্তং দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যাদিতি শঙ্কতে নেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি স্থাণ্বিত্যাদিনা। জ্ঞেয়স্য জ্ঞেয়ান্তরেঽধ্যাসাদত্র চোভয়োর্জ্ঞেয়ত্বব্যাপকব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপ্যাধ্যাসস্যাপি ব্যাবৃত্তিরিত্যর্থঃ দেহাত্মবুদ্ধের্ভ্রমত্বাভাবে ফলিতমাহ অতইতি। উপাধিধর্ম্মাণাং সুখাদীনাং উপহিতে জীবে বস্তুত্বমযুক্ত মতিপ্রসঙ্গাদিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। অতিপ্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি যদীতি। সুখাদিনামাত্মধর্ম্মত্বং চেদুপাধিধর্ম্মত্বাদচৈতন্যং জরাদিকঞ্চাত্মনোদুর্ব্বারং স্যাদিত্যর্থঃ। সুখাদিরাত্মধর্ম্মোনেতিপক্ষেঽপি নাস্তি বিশেষহেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ নেতি। তদেবানুমানং স্মারয়তি অবিদ্যেতি। বিমতংনাত্মধর্ম্মঃ আগমাপায়িত্বাৎ সম্প্রত্তবদিত্যনুমানান্তরমাহ হেয়ত্বাদিতি। আদি শব্দাদ্দৃশ্যত্বজড়ত্বাদি গৃহ্যতে। সুখাদীনাং জরাদিবদাত্মধর্ম্মত্বাভাবে তস্য বস্তুতোঽসংসারিত্বং ফলিতমাহ তস্মেতি। আরোপিতেনাধিষ্ঠানস্য বস্তুতোঽস্পর্শে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। পরাভিন্নস্যাত্মনঃ সংসারিত্বমধ্যস্তমিতি স্থিতে যৎ পরস্য সংসারিত্বাপাদনং তদযুক্তমিত্যাহ এবঞ্চেতি। আত্মনি সংসারস্যারোপিতত্বাত্তদভিন্নে পরস্মিন্নাশঙ্কৈব তস্যাযুক্তেত্যেতদুপপাদয়তি ন হীতি। স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়বদাত্মনোদেহাদ্যাত্মত্বনিশ্চয়স্যাধ্যস্ততেত্যযুক্তং। দৃষ্টান্তস্য জ্ঞেয়মাত্রবিষয়ত্বাদিতরস্য জ্ঞেয়জ্ঞাতৃবিষয়ত্বাদিত্যুক্তমনুবদতিষর্ষয়তি। বৈষম্যং দূষয়তি তদসদতি। তর্হি কেন সমমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। অভীষ্টসাধর্ম্ম্যং দর্শয়তি অবিদ্যেতি। তস্যোভয়ত্রানুগতিমাহ তন্নেতি। জ্ঞেয়ান্তরে জ্ঞেয়স্যারোপনিয়মাৎ জ্ঞাতরি নারোপঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহর্ষয়তি। নায়ং নিয়মো জ্ঞাতরি জরাদ্যারোপস্যোক্তত্বাদিত্যাহ তস্যাপীতি। জ্ঞেয়স্যৈব জ্ঞেয়ান্তরেঽধ্যাসনিয়মস্তেতি যাবৎ অতোজ্ঞাতরি নারোপব্যভিচারশঙ্কেত্যর্থঃ। আত্মন্যবিদ্যাধ্যাসে তত্রাবিদ্যায়াঃ স্বাভাবিকত্বাত্তদধীনত্বং সংসারিত্বমপি তথা স্যাদিতি শঙ্কতে অবিদ্যাবত্বাদিতি। কাবিদ্যাবিপরীত-

গ্রহাদির্বা অনাত্মনির্ব্বাচ্যা জ্ঞানং বা নাদ্যোবিপরীতগ্রহাদেস্তমঃশব্দিতানির্ব্বাচ্যাজ্ঞানকার্য্যত্বাত্ত-ন্নিষ্ঠত্বাত্মধর্ম্মত্বাযোগাদিত্যাহ নেত্যাদিনা। তদেব প্রপঞ্চয়তি তামসোহীতি। আবরণাত্মকত্বং বস্তুনি সম্যক্ প্রকাশপ্রতিবন্ধকত্বং বিপরীতগ্রহণাদেরবিদ্যাকার্য্যত্বং বিদ্যাপোহত্বেন সাধয়তি বিবেকেতি। নচ কারণাবিদ্যানাত্মনির্ব্বাচ্যাত্মধর্ম্মঃ স্যাদিতি যুক্তমনির্ব্বাচ্যত্বাদেব তস্যাস্তদ্ধর্ম্মত্বস্য দুর্ব্বচত্বাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ বিপরীতগ্রহণাদেরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দোষজন্যত্বাবগমাদপি নাত্ম-ধর্ম্মতেত্যাহ তামসে চেতি। তমঃশব্দিতাজ্ঞানোত্থাবস্তুপ্রকাশ প্রতিবন্ধকস্তিমিরকাচাদিদোষস্তস্মিন্ সত্যজ্ঞানং মিথ্যাধীঃ সংশয়শ্চেতি, ত্রয়স্যোপলম্ভাদসতি তস্মিন্ প্রতীতেরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিপরীতজ্ঞানাদের্দোষাধীনত্বাধিগমান্ন কেবলাত্মধর্ম্মতেত্যর্থঃ দোষস্য নিমিত্তত্বাৎ ভাবকার্য্য-স্যোপাদাননিয়মাদনির্ব্বাচ্যাবিদ্যায়াশ্চাসম্মতেরাত্মৈব বিপর্য্যয়াদেরুপাদানমিতি চোদয়তি অত্রাহেতি বিপরীতগ্রহাদের্দোষোত্থত্বং সপ্তম্যর্থঃ। অগ্রহাদিত্রিতয়ম্ বিদ্যা। বিপর্য্যয়াদেঃ সত্যোপাদানত্বে সত্যত্ব-প্রসঙ্গান্নাত্মা তদুপাদানং কিন্তু দোষস্য চক্ষুরাদিধর্ম্মকত্বগ্রহণাদগ্রহণাদেরপি দোষত্বাৎ করণধর্ম্মত্বং করণমবিদ্যোত্থমন্তঃকরণং নচ তদ্ধেতুরবিদ্যাসিদ্ধেতি বাচ্যমজ্ঞোঽহমিত্যনুভবাৎ স্বাপে চ পরামর্শা-ত্তদবগমাৎ কার্য্যলিঙ্গকানুমানাদাগমাচ্চ তৎপ্রসিদ্ধেরিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। সংগৃহীত-চোদ্যপরিহারয়োশ্চেষ্টং বিবৃণোতি যদ্বিতি। অবিদ্যাবত্ত্বেঽপি জ্ঞাতুরসংসারিত্বাদুক্তোতদংষ্ট্রোরগ-বদবিদ্যা কিং করিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তদেবেতি। মিথ্যাজ্ঞানাদিত্বমেবাত্মনঃ সংসারিত্বমিতি স্থিতে ফলিতমাহ তত্রেতি। ন করণে চক্ষুষীত্যাদিনোক্তমেব পরিহারং প্রপঞ্চয়তি তন্নেত্যাদিনা। তিমিরাদিদোষদুষ্টংকৃতো বিপরীতগ্রহশ্চন গ্রহীতুরাত্মনোঽস্তীত্যত্র হেতুমাহ চক্ষুষইতি। তদ্গা-তেনাঞ্জনাদিসংস্কারেণ তিমিরাদৌ পরাকৃতে দেবদত্তস্য গ্রহীতুর্দোষাদ্যনুপলম্ভান্ন তস্য তদ্ধর্ম্মত্বমতো-বিমতং তত্ত্বতোনাত্মধর্ম্মোদোষত্বাত্তৎকার্য্যত্বাদ্বা সম্মতবদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিপরীতগ্রহাদিস্তত্ত্বতোনাত্ম ধর্ম্মো বেদ্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যাহ সম্বেদ্যত্বাচ্চেতি। কিঞ্চ যদ্বেদ্যং তৎস্বাতিরিক্তবেদ্যং যথা দীপাদি ইতি ব্যাপ্তের্বিপরীতগ্রহাদীনামপি বেদ্যত্বাদতিরিক্তবেদ্যত্বে সম্বেদিতা ন সংবেদ্যধর্ম্ম-বান্বেদিতৃত্বাদ্যথা দেবদত্তোন স্বসংবেদ্যরূপাদিমানিত্যনুমানান্তরমাহ সংবেদ্যত্বাদেবেতি। কিঞ্চ বিপরীতগ্রহাদয়স্তত্ত্বতোনাত্মধর্ম্মাব্যভিচারিত্বাৎ কৃশত্বাদিবদিত্যাহ সর্ব্বেতি। উক্তমেব বিবৃণ্বন্নাত্ম-নোবিপরীতগ্রহাদিস্বাভাবিকো বাগন্তুকোবেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি আত্মনইতি। অতোনির্ম্মোক্ষো-ঽবিদ্যাতজ্জধ্বস্তেরসদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। আগন্তুকোঽপি স্বতশ্চেদমুক্তিঃ পরতশ্চেত্তত্রাহ অবিক্রিয়-স্যেতি। বিভুত্বাদবিক্রিয়ত্বাদমূর্ত্তত্বাচ্চাত্মা ব্যোমবন্ন কেনচিৎ সংযোগবিভাগাবনুভবতি নহি বিক্রিয়াভাবে ব্যোম্নি বস্তুতঃ সংযোগবিভাগাবসঙ্গত্বাচ্চাত্মনস্তদসংযোগান্ন পরতোঽপি বিতস্মিন্বি-পরীতগ্রহাদীত্যর্থঃ। তস্যাত্মধর্ম্মত্বাভাবে ফলিতমাহ সিদ্ধমিতি। আত্মনোনির্দ্ধর্ম্মকত্বে ভগবদনু-মতিমাহ অনাদিত্বাদিতি। ঈশ্বরত্বে সত্যাত্মনোঽসংসারিত্বে বিধিশাস্ত্রস্যাধ্যাক্ষাদেশ্চানর্থক্যাত্তা-ত্বিকমেব তস্য সংসারিত্বমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। বিদ্যাবস্থায়ামবিদ্যাবস্থায়াম্বা শাস্ত্রানর্থক্যমিতি বিকল্প্যাদ্যং প্রত্যাহ ন সর্ব্বৈরিতি। বিদুষোমুক্তস্য সংসারতদাধারত্বয়োরভাবস্য সর্ব্ববাদিসম্মত-ত্বাত্তত্র শাস্ত্রানর্থক্যাদিচোদ্যং মমৈব ন প্রতিবিধেয়মিত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি সর্ব্বৈরিতি।

অভিপ্রায়াজ্ঞানাৎ প্রশ্নেস্বাভিপ্রায়মাহ কথমিত্যাদিনা। তর্হি মুক্তান্ প্রতি বিধিশাস্ত্রস্যাধ্যক্ষাদেশ্চানর্থক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি। নহি ব্যবহারাতীতেষু তেষু গুণদোষাশঙ্কেত্যর্থঃ। দ্বৈতিনাং মতে মুক্তাত্মস্বিবাস্মৎপক্ষেঽপি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরত্বে তং প্রতি চ শাস্ত্রাদ্যানর্থক্যং বিদ্যাবস্থায়ামাস্থিতমিতি ফলিতমাহ তথেতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি অবিদ্যেতি তদেব দৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি যথেতি। এবমদ্বৈতিনামপি বিদ্যোদয়াৎ প্রাগর্থবত্ত্বং শাস্ত্রাদেরিতিশেষঃ। দ্বৈতিভিরদ্বৈতিনাম্ন সাম্যমিতি শঙ্কতে নম্বিতি। অবস্থয়োর্বস্তুত্বে তন্মতে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বে ফলিতমাহ অতইতি। সিদ্ধান্তে তু নাবস্থয়োর্বস্তুতেতি বৈষম্যমাহ অদ্বৈতিনামিতি। ব্যবহারিকং দ্বৈতং তত্তন্মতেপি স্বীকৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যেতি। কল্পিতদ্বৈতেন ব্যবহারান্ন তস্য বস্তুতেত্যর্থঃ। বন্ধাবস্থায়াঃবস্তুত্বাভাবে দোষান্তরমাহ বন্ধেতি। আত্মনস্তত্ত্বতোঽবস্থাভেদোঽদ্বৈতিনামপি নাস্তীতি পরিহরতি নেতি। অনুপপত্তিং দর্শয়িতুং বিকল্পয়তি যদীতি। তত্রাদ্যং দূষয়তি যুগপদিতি। দ্বিতীয়েঽপি ক্রমভাবিন্যোরবস্থয়োর্নির্নিমিত্তত্বং সনিমিত্তত্বং বেতি বিকল্প্যাদ্যে সদা প্রসঙ্গাদ্বন্ধমোক্ষয়োরব্যবস্থা স্যাদিত্যাহ ক্রমেতি। কল্পান্তরম্নিরস্যতি অন্যেতি। বন্ধমোক্ষাবস্থে ন পরমার্থে অস্বাভাবিকত্বাৎ স্ফটিকলৌহিত্যবদিতি স্থিতে ফলিতমাহ তথাচেতি। অবস্থয়োর্বস্তুত্বোপগমাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চাবস্থয়োর্ন বস্তুত্বমিত্যাহ কিঞ্চেতি অবস্থয়োর্বস্তুত্বমিচ্ছতা তয়োর্যৌগপদ্যাযোগাদ্বাচ্যে ক্রমে বন্ধস্য পূর্ব্বত্বং মুক্তেশ্চ পাশ্চাত্যমিতিস্থিতে বন্ধস্যাদিত্বকৃতং দোষমাহ বন্ধেতি। তস্যাশ্চাকৃতাভ্যাগমকৃতবিনাশনিবৃত্তয়েঽনাদিত্বমেষ্টব্যমন্তবত্ত্বঞ্চ মুক্ত্যর্থমাস্থেয়ং তচ্চ যদনাদিভাবরূপং তন্নিত্যং যথাত্মেতি ব্যাপ্তিবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। মোক্ষস্য পাশ্চাত্যকৃতং দোষমাহ তথেতি। সাহি জ্ঞানাদিসাধ্যত্বাদাদিমতী পুনরাবৃত্ত্যনঙ্গীকারাদনন্তা চ তচ্চ যৎসাদিভাবরূপং তদন্তবদ্যথা ঘটাদীতি ব্যাপ্ত্যন্তরবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ক্রমভাবনীভ্যামবস্থাভ্যামাত্মা সম্বধ্যতে ন বা, প্রথমে পূর্ব্বাবস্থয়াত্মনি পূর্ব্বাবস্থাবস্থানাদনির্মোক্ষঃ যদি পূর্ব্বাবস্থাং ত্যক্ত্বোত্তরাবস্থাং গচ্ছতি তদাপূর্ব্বত্যাগোত্তরাপ্ত্যোরাত্মনঃ সাতিশয়ত্বান্নিত্যত্বানুপপত্তিরিত্যাহ ন চেতি। আত্মনোঽবস্থাদ্বয়সম্বন্ধোনাস্তীতি দ্বিতীয়মনূদ্য দূষয়তি অথেত্যাদিনা। তর্হি পক্ষদ্বয়েঽপি দোষাবশেষান্নাদ্বৈতমতানুরাগে হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাবিদ্যাবিষয়ে চেত্যুক্তং বিবৃণোতি ন চেতি। তদেব স্ফুটয়তি অবিদুষাং হীতি। ফলং ভোক্তৃত্বং কর্তৃত্বং হেতুঃ যদ্বা ফলং দেহবিশেষোহেতুরদৃষ্টং তয়োরনাত্মনোর্ভোক্তাহং কর্ত্তাহং মনুষ্যোঽহমিত্যাদ্যাত্মদর্শনমধিকারকারণং তেনাবিদ্বদ্বিষয়ং বিধিনিষেধশাস্ত্রমিত্যর্থঃ। বিদুষামপি মনুষ্যোঽহমিত্যাদিব্যবহারাত্তদ্বিষয়ং শাস্ত্রং কিং নস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেতি। ভোক্তৃত্বকর্তৃত্বাভ্যাং ব্রহ্মণ্যাদিমতোদেহধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাঞ্চাত্মনোঽন্যত্বং পশ্যতোন বিধিনিষেধাধিকারিত্বমুক্তফলাদাবাত্মীয়াভিমানাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। আত্মনোদেহাদের্নন্যত্বদর্শিনোন দেহাদাবাত্মধীরিত্যেতদুপপাদয়তি নহীতি। বিদুষোন বিধিনিষেধাধিকারিতেত্যুক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। শাস্ত্রস্যাবিদ্বদ্বিষয়ত্বমিব বিদ্বদ্বিষয়ত্বমপি মন্তব্যমুভয়োরপি শাস্ত্রশ্রবণাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। তত্রস্থোযস্মিন্ দেশে দেবদত্তং স্থিতস্তত্রৈব বর্ত্তমানঃ সন্নিত্যর্থঃ। নমু দেবদত্তে নিযুক্তে বিষ্ণুমিত্রোঽপি কদাচিন্নিযুক্তোঽস্মীতিপ্রতিপদ্যতে সত্যং নিয়োগবিষয়ানিয়োজ্যাদাত্মনো বিবেকাগ্রহণান্নিয়োজ্যত্বভ্রান্তেরিত্যাহ

নিয়োগেতি। অবিবেকিনো নিয়োজ্যধীর্ভবতীতি দৃষ্টান্তমুক্ত্বা ফলে হেতৌ চাত্মদৃষ্টিবিশিষ্টস্যা-বিদুষঃ সম্ভবত্যেব বিধিনিষেধাধিকারিত্বমেবং দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। বিধিনিষেধশাস্ত্রমবিদ্বদ্বিষয়-মিতি বদতা শাস্ত্রানর্থক্যং সমাহিতং সম্প্রতি শাস্ত্রস্য বিদ্বদ্বিষয়ত্বেনৈবার্থবত্ত্বং শক্যসমর্থনমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। প্রকৃতিরবিদ্যা ততোজাতোযোদেহাদাবভিমানাত্মসম্বন্ধো বিদ্যোদয়াৎ প্রাগনুভূত-স্তদপেক্ষয়া বিধিনা প্রবর্ত্তিতো নিষেধেন নিবর্ত্তিতোঽস্মীতি বিধিনিষেধবিষয়া সত্যামপি বিদ্যায়াং ধীর্যুক্তৈবেত্যর্থঃ, বিদুষোঽপি পূর্ব্বমাবিদ্যকং সম্বন্ধমপেক্ষ্য বিধিনিষেধবিষয়ান্বিয়মুক্তামেব ব্যক্তী-করোতি ইষ্টেতি। নম্ববিদুষোমিথ্যাভিমানবন্ন বিদুষঃ সোঽনুবর্ত্ততে তথাচাবিদ্যাসম্বন্ধাপেক্ষয়ান বিদুষোযথোক্তা ধীরিতি তত্রাহ যথেতি। পিতাপুত্রোভ্রাতেত্যাদানাং মিথোঽন্যত্বদৃষ্টাবপ্যন্যোন্য-নিয়োগার্থস্য নিষেধার্থস্য চ ধীর্দৃষ্টা পিতরমধিকৃত্য বিধৌ নিষেধে বা তস্য তদনুষ্ঠানাশক্তৌ পুত্রস্য তদ্বিষয়াধীরিষ্টা অথাতঃ সম্প্রতি র্যদা প্রৈষ্যন্মন্যতেঽথ পুত্রমাহ ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞঃ ত্বং লোকইত্যাদি সম্প্রতিপত্ত্যা শ্রুত্যাশেষানুষ্ঠানস্য পুত্রকার্যতাপ্রতিপাদনাৎ পুত্রঞ্চাধিকৃত্য বিধিনিষেধপ্রবৃত্তৌ তস্য তদশক্তৌ পিতুস্তথা ধীরূপগতা তথা ভ্রাত্রাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ এবং বিদুষোহেতুফলাভ্যামন্যত্বদর্শনে-ঽপি প্রাক্কালীনাবিদ্যকদেহাদিসম্বন্ধাদবিরুদ্ধা বিধিনিষেধার্থা ধীরিত্যর্থঃ। পুত্রাদীনাং মিথ্যাভি-মানান্মিথোনিয়োগধীর্যুক্তা তত্ত্বদর্শিনস্তু তদভাবান্ন দেহাদিসম্বন্ধাধীনা নিয়োগধীরিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। কিঞ্চ সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববদিতি সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণে সম্যগ্জ্ঞানস্যাদৃষ্টসাধ্য-ত্বোক্তের্বিধিনিষেধার্থানুষ্ঠানং সম্যগ্জ্ঞানাৎ পূর্ব্বমিতি কুতোবিদুষস্তদনুষ্ঠানমিত্যাহ প্রতিপন্নেতি। সত্যদৃষ্টেঃ সম্যগ্ধীদৃষ্টেরসতি চাশুদ্ধবুদ্ধেস্তদভাবাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিবিদিষাবাক্যাচ্চ বিধি-নিষেধানুষ্ঠানাৎ পূর্ব্বং ন সম্যগ্ধীরিত্যাহ ন পূর্ব্বমিতি, বিধিনিষেধয়োর্বিদ্বদ্বিষয়ত্বাযোগে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। শাস্ত্রস্যাবিদ্বদ্বিষয়ত্বেনোক্তনর্থবত্ত্বমাক্ষেপসমাধিভ্যাং প্রপঞ্চয়িতু-মাক্ষিপতি নন্বিতি। চকারাদূর্দ্ধপ্রবৃত্তিরিতি সম্বধ্যতে। আত্মনোদেহাদ্যতিরেকং পশ্যতাং দেহাদ্যাভিমানরূপাধিকারহেত্বভাবাদ্বিধিতোযাগাদাবপ্রবৃত্তির্নিষেধাচ্চাভক্ষ্যভক্ষণাদের্ন-নিবৃত্তিরতস্তেষাং প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরভাবে দেহাদাবাত্মত্বমনুভবতামপি ন তে যুক্তে তেষাং পারলৌ-কিকভোক্তৃপ্রতিপত্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ। বিদুষামবিদুষাঞ্চ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবে ফলিতমাহ অতইতি। আত্মনোদেহাদ্যতিরেকং পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ দেহাদ্যাত্মত্বং পশ্যতঃ শাস্ত্রানুরোধাদেব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপ-পত্তের্ন শাস্ত্রানর্থক্যমিত্যুত্তরমাহ নেত্যাদিনা। প্রসিদ্ধরত্র শাস্ত্রাভিমতা। এতদেব বিবৃণ্বন্; ব্রহ্মবিদোবা নৈরাত্ম্যবাদিনোবা পারোক্ষজ্ঞানবতোবা প্রবৃত্তিনিবৃত্তীবিধ্বক্ষ্যসীতি বিকল্প্যাদ্যম্ দূষয়তি ঈশ্বরেতি। ন নিবর্ত্ততে চেত্যাপি দ্রষ্টব্যম্। দ্বিতীয়ম্ নিরস্যতি তথেতি। পূর্ব্ববদত্রাপি সম্বন্ধঃ। তৃতীয়মঙ্গীকরোতি যথেতি। বিধিনিষেধাধানাম্ প্রাসঙ্গিমনুক্রম্মানঃ সন্নিতি যাবৎ, চকারান্নিবর্ত্ততে চেত্যনুকৃষ্যতে। ব্রহ্মবিদম্ নৈরাত্ম্যবাদিনঞ্চ ত্যক্ত্বা দেহাদ্যতিরিক্তমাত্মানম্ পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ দেহাদ্যাত্মত্বম্ পশ্যতোবিধিনিষেধাধিকারিত্বে সিদ্ধে ফলমাহ অতইতি। বিধা-ন্তরেণ শাস্ত্রার্থানর্থক্যঞ্চোদয়তি বিবেকিনামিতি। দৃষ্টা হি তেষাম্ বিধিনিষেধয়োরপ্রবৃত্তির্ন হি দেহাদিভ্যোনিকৃষ্টমাত্মানম্ দৃষ্টবতাম্ তয়োরধিকারস্তেন তান্প্রতি শাস্ত্রম্ নার্থবচ্চ দেহাদ্যাত্মত্বদৃশ

স্তত্রাধিক্রিয়ন্তে তেষাম্ যদ্যদাচরতীতি ন্যায়েন বিবেকিনোঽনুগচ্ছতাং বিধ্যাদাবপ্রবৃত্তেরতোঽধি-কার্য্যাভাবাদ্বিধ্যাদিশাস্ত্রস্য তদনুসারিশিষ্টাচারস্য চানর্থক্যমিত্যর্থঃ। কিম্ সর্ব্বেষাং বিবেকিত্বাদধি-কার্য্যভাবাদানর্থক্যম্ শাস্ত্রস্যোচ্যতে কিম্বা কস্যচিদেব বিবেকিত্বেঽপি তদনুবর্ত্তিত্বাদন্যেষাম্প্রবৃত্তে-রানর্থক্যম্ চোচ্যতে তত্র প্রথমং প্রত্যাহ ন কস্যচিদিতি। মনুষ্যাণাং সহস্রেষ্বিতি ন্যায়েনোক্তমেব স্ফুটয়তি অনেকেষ্বিতি। তত্রানুভবানুরোধেন দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। দ্বিতীয়ংদূষয়তি ন চেতি। কিঞ্চ বিবেকিনামপ্রবৃত্তাবন্যেষামপ্যপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্কাং নিরসিতুং শ্যেনাদৌ তদপ্রবৃত্তাবপি ইতরপ্রবৃত্তেরিত্যাহ অভিচরণাদৌ চেতি। অবিবেকিনাং রাগাদিদ্বারা প্রবৃত্ত্যাস্পদম্ সর্ব্বং সংগ্রহীতুমাদিপদং। ইতশ্চ বিবেকিনাম্ প্রবৃত্ত্যভাবেঽপি নান্যস্যাপ্রবৃত্তিরিত্যাহ স্বাভাব্যাচ্চেতি। প্রবৃত্তেঃ স্বভাবাখ্যাজ্ঞানকার্য্যত্বে ভগবদ্বাক্যমনুকূলয়তি স্বভাবস্থিতি। প্রবৃত্তেরজ্ঞানজন্যত্বে বিধিনিষেধাধীনপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মকবন্ধস্যাবিদ্যামাত্রত্বাদবিদ্বদ্বিষয়ত্বম্ শাস্ত্রস্য সিদ্ধমিতি ফলিতমাহ তস্মাদিতি। দৃষ্টমেবানুসরন্নবিদ্বান্যথাদৃষ্টস্তদ্বিষয়স্তদাশ্রয়ঃ সংসারস্তথা চ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাত্মক-সংসারস্যাবিদ্বদ্বিষয়ত্বাত্তদ্ধেতুবিধিশাস্ত্রস্যাপি তদ্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। নন্ববিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞমাশ্রয়ন্তী স্বকার্য্যম্ সংসারমপি তস্মিন্নাধত্তে তেনাস্যৈব শাস্ত্রাধিকারিত্বম্ নেত্যাহ নেতি। অবিদ্যাদেঃ শুদ্ধে ক্ষেত্রজ্ঞে বস্তুতোঽসম্বন্ধেপি তত্রাস্মিন্নারোপিতং তমেব দুঃখীকরোতীত্যত্রাহ ন চেতি। তদেব দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি নহীতি। ক্ষেত্রজ্ঞস্য বস্তুতোঽবিদ্যাসম্বন্ধে ভগবদ্বচোঽপি দ্যোতকমিত্যাহ অত-ইতি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োরৈক্যে কিমিত্যসাবাত্মানমহমিতি বুধ্যমানোঽপি স্বস্যেশ্বরত্বমীশ্বরোঽস্মীতি ন বুধ্যতে তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি। আত্মনোবস্তুতঃ সংসারাসংস্পর্শো বিদ্বদনুভববিরোধঃ স্যাদিতি চোদয়তি অথেতি। এবমিত্যাভিজাত্যাদিবৈশিষ্ট্যমুক্তম্ ইদমা ক্ষেত্রকলত্রাদি পাণ্ডিতানামপি প্রতী-তম্ সংসারিত্বমিতি শেষঃ। কিং পাণ্ডিত্যং দেহাদাবাত্মদর্শনং কিম্বা কুটস্থাত্মদৃষ্টিরাহো সংসারি-ত্বাদিধীরিতি বিকল্প্যাদ্যম্ নিরাকুর্ব্বন্নাহ শৃণ্বিতি। তচ্চবস্তুতোঽসংসারিত্বাবিরোধি প্রাতিভাসিকস্তু সংসারিত্বমিষ্টমিতিশেষঃ। দ্বিতীয়ং দূষয়তি যদীতি। ন হি কুটস্থাত্মবিষয়ম্ সংসারিত্বম্ প্রতীয়তে যেন বস্তুতোঽসংসারিত্বম্ বিরুধ্যতে কুটস্থাত্মধীবিরুদ্ধায়াঃ সংসারিত্ববুদ্ধেরনবকাশিত্বাদিত্যর্থঃ। আত্মানমক্রিয়ম্ পশ্যতোঽপি কুতোভোগকর্ম্মণী ন স্যাতামিত্যাশঙ্ক্যাহ বিক্রিয়েতি। অবিক্রিয়াত্ম-বুদ্ধের্ভোগকর্ম্ম কাঙ্ক্ষয়োরভাবে কস্য শাস্ত্রে প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অথেতি। ফলার্থিত্বাভাবাদ্বিদুষো ন কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবম্ স্থিতে সত্যনন্তরমবিদ্বান ফলার্থিত্বাত্তদুপায়ে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে শাস্ত্রাধিকারীত্যর্থঃ। বিদুষো বৈধপ্রবৃত্ত্যভাবেঽপি নিষেধাধীনানিবৃত্তেরপি দুর্ব্বচত্বাত্তস্য নিবৃত্তি-নিষ্ঠত্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদুষঃইতি। তৃতীয়মুত্থাপয়তি ইদঞ্চেতি। সিদ্ধান্তাদবিশেষমাশঙ্ক্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ বস্তুতোঽভিন্নত্বেন তদ্বিষয়ত্বাঙ্গাকারান্নৈবমিত্যাহ ক্ষেত্রঞ্চেতি। অহংধীবেদ্য-স্যাত্মনোবস্তুতঃ সংসারিত্বস্বীকারাচ্চ সিদ্ধান্তাদ্ভেদোঽস্তীত্যাহ অহন্ত্বিতি। সংসারিত্বমেব স্ফোরয়তি সুখীতি। সংসারিত্বস্য বস্তুত্বে তদনিবৃত্ত্যা পুমর্থাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সংসারেতি। কথম্ তদুপরমস্য হেতুং বিনা কর্ত্তব্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা ততোনিকৃষ্টস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য জ্ঞানম্ কথম্ সংসারোপরতিমুৎপাদয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ ধ্যানেনেতি। সংসারিত্ব-

মাত্মনোবুধ্যমানস্য তদ্রহিতাদীশ্বরাদন্যত্বম্ বক্তব্যমিতি বক্তুমিতিশব্দঃ। তদৈবান্যত্বমুপপাদয়তি যশ্চেতি। মমসংসারিণোঽসংসারীশ্বরত্বম্ কর্ত্তব্যমিত্যেবম্ যোবুধ্যতে যোবা তথাবিধম্ জ্ঞানম্ তব কর্ত্তব্যমিত্যুপদিশতি স ক্ষেত্রজ্ঞাদীশ্বরাদন্যোজ্ঞেয়োঽন্যথোপদেশানর্থক্যাদিত্যর্থঃ। আত্মাসংসারী পরস্মাদাত্মনোঽন্যস্তস্য ধ্যানাধীনজ্ঞানেনেশ্বরত্বম্ কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ জ্ঞানম্ পাণ্ডিত্যমিতি মতম্ দূষয়তি এবমিতি। অয়মাত্মা ব্রহ্মত্যাত্মনোব্রহ্মত্বশ্রুতিবিরোধাদিত্যর্থঃ। ননু সংসারস্য বস্তুত্বাজ্ঞা-কারাত্তৎ প্রতীত্যবস্থায়াম্ কর্ম্মকাণ্ডস্যার্থবত্বম্ সংসারিত্বনিরাসেনাত্মনোব্রহ্মত্বে ধ্যানাদিনা সাধিতে মোক্ষাবস্থায়াং জ্ঞানকাণ্ডস্যার্থবত্বম্ তৎকথম্ যথোক্তজ্ঞানবান্ পণ্ডিতাপসদত্বেনাক্ষিপ্যতে তত্রাহ সংসারেতি। করোমীতি মন্যমানোযঃ সপণ্ডিতাপসদইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কর্ম্মকাণ্ডং হি কল্পিতং সংসারিত্বমধিকৃত্য সাধ্যসাধনসম্বন্ধবোধপদার্থবদিষ্টং জ্ঞানকাণ্ডমপি তথাবিধং সংসারিত্বং পরাকৃত্যাখণ্ডৈকরসে প্রত্যগ্ ব্রহ্মণি পর্য্যবস্যদর্থবত্তবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চাত্মনঃ শাস্ত্রসিদ্ধং ব্রহ্মত্বং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মত্বং কল্পয়ন্নাত্মহা ভূত্বা লোকদ্বয়বহির্ভূতঃ স্যাদিত্যাহ আত্মহেতি। ননু ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীত্যনেন সর্ব্বক্ষেত্রান্তর্যামী পরোজীবাদন্যোনিরুচ্যতে ন জীবস্যেশ্বরত্বমত্র প্রতিপাদ্যতে তৎ কথমিত্থমাক্ষিপ্যতে তত্রাহ স্বয়মিতি। কিঞ্চ তত্ত্বমসীতিবৎ প্রসিদ্ধক্ষেত্রজ্ঞানু-বাদেনাপ্রসিদ্ধং তস্যেশ্বরত্বমিহোপদেশতঃ শ্রুতং তস্য হানিমশ্রুতস্য চ জীবেশ্বরযোস্তাত্ত্বিকভেদস্য কল্পনাং কুর্ব্বন্ কথং ব্যামূঢ়োন স্যাদিত্যাহ শ্রুতেতি। ননু কেচন ব্যাখ্যাতারো যথোক্তং পাণ্ডিত্যং পুরস্কৃত্য ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপীত্যাদিশ্লোকং ব্যাখ্যাতবন্তঃ তৎ কথমুক্তং পাণ্ডিত্যমাস্থাতুর্ব্যা-মূঢ়ত্বম্ তত্রাহ তস্মাদিতি। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপীত্যত্র ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োরৈক্যং স্বাভীষ্টং স্পষ্টয়িতুং প্রত্যুক্তম-মেব সমাধিং স্মারয়তি এতাবিতি। ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং সংসার্য্যভাবেন সংসারাভাবশ্চেত্যুক্তৌ দোষৌ বিদ্যাবিদ্যয়োর্বৈলক্ষণ্যেঽপি কথং প্রত্যুক্তাবিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। কল্পিতসংসারেণ কল্পনাধিষ্ঠানমদ্বয়ং বস্তু বস্তুতোন সম্বদ্ধমিতি পরিহরতি আবয়োতি। তদ্বিষয়ং কল্পনাস্পদমধিষ্ঠান-মিতি যাবৎ। কল্পিতেনাধিষ্ঠানস্য বস্তুতোঽসংস্পর্শে দৃষ্টান্তং স্মারয়তি তথাচেতি। ঈশ্বরস্য সংসারিত্বাপ্রসঙ্গং প্রকটীকৃত্য প্রসঙ্গান্তরনিরাসমনুস্মারয়তি সংসারিণ ইতি। নতাবদবিদ্যা সংসারং সংসারিণঞ্চ কল্পয়ন্তী স্বতন্ত্রা তত্ত্বব্যাঘাতাৎ পারতন্ত্র্যে চাশ্রয়ান্তরাভাবাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তত্ত্বে সংসারিত্বমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। নচাবিদ্যাবত্ত্বমবিদ্যাকৃতমনবস্থানাদিতি ভাবঃ। যতুক্ত-খাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতীতি তত্রাহ তৎকৃতশ্চেতি। অবিদ্যাতজ্জয়োর্জ্ঞেয়ত্বাদনাত্ম-ধর্ম্মতেত্যুত্তরমাহ নেত্যাদিনা। তদেব প্রপঞ্চয়তি যাবদিতি। জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেঽপি ক্ষেত্রদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাত্তেন চিতোবস্তুতঃ স্পর্শোঽস্তীত্যুপপাদয়তি যদীতি। ধর্ম্মধর্ম্মিত্বেন সংসর্গেঽপি জ্ঞেয়ত্বে কা ক্ষতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। আত্মধর্ম্মস্যাত্মনা জ্ঞেয়ত্বে স্বস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাপত্ত্যা কর্তৃকর্ম্মবিরোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিমতং ন ক্ষেত্রজ্ঞাশ্রিতং তদ্বেদ্যত্বাদ্রূ-পাদিবদিত্যাহ কথঞ্চেতি। কিঞ্চ মহাভূতানীত্যাদিনা জ্ঞেয়মাত্রস্য ক্ষেত্রান্তর্ভাবান্নাবিদ্যাদের্জ্ঞাতৃ-ধর্ম্মতেত্যাহ জ্ঞেয়ঞ্চেতি। কিঞ্চৈতদ্যোবেত্তীত্যুক্তত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য জ্ঞাতৃত্বনির্ণয়ান্ন তত্র জ্ঞেয়ম্ কিঞ্চিৎ প্রবিশতীত্যাহ জ্ঞাতৈবেতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্ স্বাভাব্যে সিদ্ধে সিদ্ধং ক্ষেত্রধর্ম্মত্ব-

মবিদ্যাদেরিতি ফলিতমাহ ইত্যবধারিত ইতি। বিরোধাচ্চ ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং অবিদ্যাদেরিত্যাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি। বিরুদ্ধবাদিত্বে মূলং দর্শয়তি অবিদ্যেতি। মাত্রপদস্য ব্যাবর্ত্ত্যমানং যুক্ত্যাধ্যমবষ্টম্ভান্তরমিতি বক্তুমং কেবলপদম্। যয়া বিদ্যয়া বিরুদ্ধমপি নির্ব্বোঢুম্ শক্যতে তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবাচ্চিতোঽন্যস্যবিদ্যাশ্রয়ত্বেনা তদাশ্রয়ত্বাত্তস্যাবিদ্যাস্বভাবতয়া তদাশ্রয়ত্বব্যাঘাতাদাশ্রয়জিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতি অত্রাহেতি। আশ্রয়মাত্রম্ পৃচ্ছতে তদ্বিশেষোবা, প্রথমে প্রশ্নস্যানবকাশত্বম্ মত্বাহ যস্যেতি। অবিদ্যা দৃশ্যাদৃশ্যা বা দৃশ্যত্বে পারতন্ত্র্যাৎ কিঞ্চিন্নিষ্ঠত্বেনৈবতদ্দৃষ্টের্নাশ্রয়মাত্রম্ প্রষ্টব্যমদৃশ্যত্বে বা অপ্রকাশত্বাদাসিদ্ধিরেব স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মালম্বতে কস্যেতি। অবিদ্যয়া দৃশ্যমানত্বাদাশ্রয়বিশেষস্যাত্মনোঽপি স্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ প্রশ্নস্য নিরবকাশতেত্যুত্তরমাহ অত্রেতি। প্রশ্নানর্থক্যম্ প্রশ্নদ্বারা স্ফোরয়তি কথমিত্যাদিনা। তথাপি কথম্ প্রশ্নাসিদ্ধিস্তত্রাহ ন চেতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি ন হীতি। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যঞ্চোদয়তি নন্বিতি। অজ্ঞানাশ্রয়স্য পরোক্ষত্বেঽপি প্রশ্নবৈয়র্থক্যামত্যাহ অপ্রত্যক্ষেণেতি। অবিদ্যাবতোঽপ্রত্যক্ষত্বেঽপি তেনাবিদ্যাসম্বন্ধে সিদ্ধে প্রষ্টুস্তব প্রশ্নানর্থক্যসমাধির্ন কশ্চিদিত্যর্থঃ। অবুদ্ধপরাভিসন্ধিঃ শঙ্কতে অবিদ্যায়া ইতি। অবিদ্যাবতস্তৎপরিহারায়াস্যেন প্রযতিতব্যমিত্যাহ যস্যেতি। মমৈবাবিদ্যাবত্ত্বাত্তৎ পরিহারে ময়া প্রযতিতব্যমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। তর্হি প্রশ্নানর্থক্যমিতি সিদ্ধান্তে স্বাভিসন্ধিমাহ জানাসীতি। আত্মানমবিদ্যাবন্তম্ জানন্নপি তদ্বিষয়াধ্যক্ষাভাবাৎ পৃচ্ছামীতি শঙ্কতে জানামীতি। অবিদ্যাবতোঽপ্রত্যক্ষত্বম্ বদতা তস্যাহমবিদ্যাবানবিদ্যাকার্য্যবত্ত্বাদ্ ব্যতিরেকেণ মুক্তাত্মবদিত্যনুমেয়ত্বমিষ্টমিত্যুপেত্য দূষয়তি অনুমানেনেতি। আত্মনোঽবিদ্যাসম্বন্ধগ্রহে কানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাতৈবাত্মা স্বস্যাবিদ্যাসম্বন্ধম্ বুধ্যতেঽন্যো বা জ্ঞাতেতি বিকল্প্যাদ্যম্ দূষয়তি নহীতি। তৎকালে স্বস্যাবিদ্যাম্ প্রতি জ্ঞাতৃত্বাবস্থায়ামিতি যাবৎ। অবিদ্যাবিষয়ত্বেন গৃহীতত্বাত্তৎজ্ঞাতৃত্বেনৈবোপযুক্তস্যাত্মনস্তস্যাঃ স্বাত্মনি কুতঃ সম্বন্ধজ্ঞাতৃত্বমেকস্য কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধাদিত্যাহ অবিদ্যয়েতি। দ্বিতীয়ং নিরস্যতি ন চেতি। যোগ্রহীতা স ন সম্ভবতীতি সম্বন্ধঃ তদ্বিষয়মিতি জ্ঞাতুরবিদ্যায়াশ্চ সম্বন্ধস্তচ্ছব্দার্থঃ। অনবস্থামেব প্রপঞ্চয়তি যদীতি। আত্মনঃ স্বপরজ্ঞেয়ত্বাযোগাত্তাস্যাবিদ্যাসম্বন্ধস্যাপ্রমাণিকত্বান্নিত্যানুভবগম্যত্বে স্থিতে ফলিতমাহ যদি পুনরিতি। যদাচৈবং তদেত্যধ্যাহার্য্যম্। জ্ঞাতুরাত্মনোন কিঞ্চিৎ দূষ্যতিত্যেতদমৃষ্যমাণঃ শঙ্কতে নন্বিতি। কিং জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞানক্রিয়াকর্তৃত্বং জ্ঞানস্বরূপত্বং বা নাদ্যস্তদনভ্যুপগমাত্তৎ প্রযুক্তদোষাভাবাৎদ্বিতীয়ে জ্ঞাতৃত্বস্যোপচারিকত্বান্ন তৎকৃতোদোষোঽস্তীত্যাহ নেত্যাদিনা। অসত্যামপি ক্রিয়ায়াং ক্রিয়োপচারং দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি যথেতি। আত্মনি বস্তুতোবিক্রিয়াভাবে ভগবদনুমতিং দর্শয়তি যথাত্রেতি। গীতাশাস্ত্রং সপ্তম্যর্থঃ, অতএবাত্মনি ক্রিয়াদ্যাত্মত্বাভাবোভগবতা শাস্ত্রে যথোক্তস্তথৈব ব্যাখ্যাতমস্মাভিরিতি সম্বন্ধঃ। কথং তর্হি ক্রিয়াদিরাত্মনি ভাতি তত্রাহ অবিদ্যেতি। যথা বস্তুতোনাস্ত্যাত্মনি ক্রিয়াদিরুপচারাত্তু ভাতি তথা তত্র তত্রাতীতপ্রকরণেষু অহো ভগবতা কৃতোযত্ন ইত্যাহ তথেতি। ন কেবলমতীতেষ্বেব প্রকরণেষু বাস্তবক্রিয়াদ্যভাবাদাত্মন্যাধ্যাসিকীতৎধীরুক্তা কিন্তু বক্ষ্যমাণপ্রকরণেষ্বপি তথৈব ভগবদভিপ্রায়দর্শনং

ভবিষ্যতীত্যাহ উত্তরেষ্বেতি। আত্মনি বাস্তবক্রিয়াদ্যভাবেঽধ্যাসাচ্চ তৎসিদ্ধৌ কর্ম্মকাণ্ডস্যাবিদ্বদধিকারিত্বপ্রাপ্তৌ বিদ্বান্যজেত জ্ঞাত্বা কর্ম্মারভেতেত্যাদি শাস্ত্রবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে হন্তেতি। শাস্ত্রস্য দেহব্যতিরেকবিজ্ঞানাভিপ্রায়ত্বাদর্শনায়াহ্যতীতাত্মধীবিধুরস্যৈব কর্ম্মকাণ্ডাধিকারিতেত্যঙ্গীকরোতি সত্যমিতি। কথমজ্ঞস্যৈব কর্ম্মাধিকারিত্বমুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ এতদেব চেতি। জ্ঞানিনোজ্ঞাননিষ্ঠায়ামেবাধিকারোনিষ্ঠান্তরে ত্বজ্ঞস্যেবেত্যুপসংহারপ্রকরণে বিশেষতো ভবিষ্যতীত্যাহ সর্ব্বেতি। তদেবানুক্রামতি সমাসেনেতি। জীবব্রহ্মণোরৈক্যাভ্যুপগমে ন কিঞ্চিদবদ্যমিত্যুপসংহরতি অলমিতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—দেবমনুষ্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রেষু বেদিতৃত্বৈকাকারং ক্ষেত্রজ্ঞং চ মাং বিদ্ধি। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি ইতি অপি শব্দাৎ ক্ষেত্রমপি মাং বিদ্ধীত্যুক্ত মিত্যবগম্যতে যদা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং বিশেষণৈকস্বভাবতয়া মদপৃথক্‌সিদ্ধে স্তৎসামানাধিকরণ্যেনৈব নির্দ্দিষ্টং তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ মদ্বিশেষণতৈকস্বভাবতয়া মদপৃথক্‌সিদ্ধে মৎসামানাধিকরণ্যেনৈব নির্দ্দেশ্যৌ বিদ্ধি। বক্ষ্যতি ক্ষেত্রাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাচ্চ বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ ক্ষরাক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টাদর্থান্তরত্বং পরস্য ব্রহ্মণো বাসুদেবস্য। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃসর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃপুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥" ইতি পৃথিব্যাদিসংঘাতরূপস্য ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য চ ভগবচ্ছরীরতৈকস্বভাবস্বরূপতয়া ভগবদাত্মকং শ্রুতয়ো বদন্তি। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরোযং পৃথিবী ন বেদ। যস্য পৃথিবী শরীরং। যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি। স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত" ইত্যারভ্য "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি। স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত।" ইত্যাদ্যাঃ ইদমেবান্তর্যামিতয়া সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞানামাত্মত্বেনাবস্থানং ভগবৎ সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদেশহেতুঃ। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরং। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" ইতি। পুরস্তাদুপরিষ্টাচ্চাভিধায় মধ্যে সামানাধিকরণ্যেন ব্যপদিশতি "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিনা যদিদং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্বিবেকবিষয়ং চ জ্ঞানমুক্তং তদেবোপাদেয়ং জ্ঞানমিতি মে মতমিতি কেচিদাহুঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' ইতি সামানাধিকরণ্যেনৈকত্বমবগম্যতে ততশ্চেশ্বরস্যৈব সতোঽজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমিব ভবতীত্যভ্যুপগন্তব্যং তন্নিবৃত্ত্যর্থশ্চায়মেকত্বোপদেশঃ। অনেন চাপ্ততমভগবদুপদেশেন রজ্জুরয়ং ন সর্প ইত্যাপ্তোপদেশেন সর্পত্বভ্রম নিবৃত্তিবৎ ক্ষেত্রজ্ঞভ্রম নিবর্ত্তত ইতি তে প্রষ্টব্যা অয়মুপদেষ্টা ভগবান্ বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ কিমাত্মযাথাত্ম্যসাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তাজ্ঞানঃ উত নেতি। নিবৃত্তাজ্ঞানশ্চেৎ নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকস্বরূপ আত্মন্যতদ্রূপাধ্যাসাসম্ভাবনয়া কৌন্তেয়াদি ভেদদর্শনং তান্ প্রত্যুপদেশাদি ব্যাপারশ্চ ন সংভবতি। অথাত্মযাথাত্ম্যসাক্ষাৎকারাভাবাদনিবৃত্তাজ্ঞানঃ তর্হিতস্যাজ্ঞত্বাদেবাত্মজ্ঞানোপদেশারম্ভো ন সংভবতি। "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ" ইত্যুক্তম্ অত এবমাদিবাদা

অন্যাকলিতশ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণন্যায়সদাচারস্ববাক্যবিরোধিভিঃ স্ববচঃ স্থাপনতৎপরৈরজ্ঞানিভির্জগন্মোহনায় প্রবর্ত্তিতা ইত্যনাদরণীয়া। অত্রেদং তত্ত্বম্। অচিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্তুনঃ পরস্য ব্রহ্মণো ভোগ্যত্বেন ভোক্তৃত্বেন ঈশিতৃত্বেন চ স্বরূপ বিবেকমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়ান্তু প্রকৃতিংবিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং। ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মনা বীশতে দেব একঃ," অমৃতাক্ষরং হর ইতি ভোক্তা নির্দ্দিশ্যতে প্রধানং ভোগ্যত্বেন হরতীতি হরঃ। "সকারণং কারণাধিপাধিপোনচাস্যকশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ। পতির্বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যো হভিচকাশীতি। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাং। অজোহ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ। গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রীভূতভাবিনী। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়াশোচতি বিমুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদাপশ্যত্যন্যমীশমস্যমহিমানমিতি বীতশোকঃ।" ইত্যাদ্যাঃ। অত্রাপি "অহঙ্কারইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং। প্রকৃতিংস্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ভূতগ্রামমিমংকৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে। প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। মমযোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভংদধাম্যহম্। সংভবঃ সর্ব্ব ভূতানাং ততোভবতি ভারত।" ইতি। কৃৎস্নজগদ্যোনিভূতং মহদ্ব্রহ্ম মদীয়ং প্রকৃত্যাখ্যাং ভূতসূক্ষ্মমচিদ্বস্তু যত্তস্মিংশ্চেতনাখ্যং গর্ভং সংযোজয়ামি ততো মৎসঙ্কল্প কৃতাচ্চিদচিৎসংসর্গাদেব দেবাদি স্থাবরান্তানামচিন্মিশ্রাণাং সর্ব্বভূতানাং সংভবোভবতীত্যর্থঃ শ্রুতাবপি ভূতাদিসূক্ষ্মং ব্রহ্মেতি নির্দ্দিষ্টং তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়ত ইতি। এবং ভোগ্য ভোক্তৃস্বরূপেণাবস্থিতয়ো সর্ব্বাবস্থাবস্থিতয়ো শ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষশরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বেন তদপৃথক্স্থিতিং পরমপুরুষস্য চাত্মতত্ত্বমাহুঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যান্তরো যময়ং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরম্। যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি।" ইত্যারভ্য "য আত্মনিতিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরোহয়মাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্। য আত্মানমন্তরো যময়তি। স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃত।" ইতি তথা "যঃ পৃথিবী মন্তরে সংচরন্ যস্য পৃথিবী শরীরং যং পৃথিবী ন বেদ" ইত্যারভ্য "যোঽক্ষরমন্তরে সংচরন্ যস্যাক্ষরং শরীরম্ যমক্ষরং ন বেদ। যো মৃত্যুমন্তরে সংচরন্ যস্য মৃত্যুঃ শরীরং। যং মৃত্যুর্নবেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপ্মা। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ।" অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং সূক্ষ্মাবস্থমচিদ্বস্ত্বভিধীয়তে।' অস্যামেবোপনিষদি অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে। অক্ষরং তমসিলীয়তে। তমঃ পরদেব একীভূয় তিষ্ঠতি" ইতি বচনাৎ "অন্তঃ প্রবিষ্টোজঃ সৃজতে অন্তপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইতিচ এবং

সর্ব্বাবস্থাবস্থিতচিদচিদ্বস্তু শরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ এব কার্য্যাবস্থজগদ্রূপেণাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়ঃ কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ সএবেত্যাহুঃ। তথা "সদেব সৌম্য ইদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। অন্তঃ প্রবিষ্টো যঃ তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যারভ্য "সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনং সৎ প্রতিষ্ঠাঃ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" ইতি তথা "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপো তপ্যতে। স তপস্তপ্ত্বা ইদংসর্ব্বমসৃজত।" ইত্যারভ্য "সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ" ইত্যত্রাপি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধচিদচিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ "হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ। বিজ্ঞানংচাবিজ্ঞানং চ সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ।" ইতি চ। অনেন জীবেনানুপ্রবিশ্যেতি জীবস্য ব্রহ্মাত্মকত্বং তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চেত্যনেনৈকার্থ্যাদাত্মশরীর ভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে এবংভূতং যন্নামরূপব্যাকরণং তদ্ধেতত্তর্হি "অব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে" ইত্যত্র চোক্তম্ অতঃকার্য্যাবস্থঃ কারণাবস্থশ্চ স্থূলসূক্ষ্ম চিদচিদ্বস্তুশরীরঃ পরমপুরুষএবেতি কারণাৎ কার্য্যস্যানন্যত্বেন কারণ বিজ্ঞানেন কার্য্যস্য জ্ঞাততয়ৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং চ সমভিহিতমুপপন্নতরং "হন্তাহ মিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।" তিস্রো দেবতা ইতি সর্ব্বমচিদ্বস্তু নির্দ্দিশ্য তত্র স্বাত্মকজীবানুপ্রবেশেন নামরূপব্যাকরণবচনাৎ সর্ব্বে বাচকাঃ শব্দাঃ অচিজ্জীববিশিষ্ট পরমাত্মন এব বাচকাঃ ইতি কারণাবস্থপরমাত্মবাচিনা শব্দেন কার্য্যবাচিনঃ শব্দস্য সামানাধিকরণ্যং মুখ্যং বৃত্তং অতঃস্থূলসূক্ষ্মচিদচিৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব কার্য্যং কারণং চেতিব্রহ্মোপাদানং জগৎসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বেঽপি সংসৃষ্টস্যোপাদানত্বেন চিদচিতো ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবসঙ্করোঽপ্যুপপন্নতরঃ। যথা শুক্লকৃষ্ণরক্ততন্তুসংঘাতোপাদানত্বেঽপি বিচিত্রপটস্য তত্তত্তন্তুপ্রদেশ এব শৌক্ল্যাদি সংযোগ ইতি কার্য্যাবস্থায়ামপি কারণবৎ সর্ব্বত্র চাসঙ্করঃ তথা চিদচিদীশ্বর সংঘাতোপাদানত্বেঽপি জগতঃ কার্য্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্বভোগ্যত্ব নিয়ন্তৃত্বনিয়ম্যত্বাদ্যসঙ্করঃ তন্তুনাং পৃথকস্থিতিযোগ্যানামেব পুরুষেচ্ছয়া কদাচিৎ সঙ্গতানাং কারণত্বংকার্য্যত্বং চ ইহতু চিদচিতো সর্ব্বাবস্থয়োঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন তৎপ্রকারতৈকপদার্থত্বাং স প্রকারঃ পরমপুরুষ এবং কারণং কার্য্যং চ স এব সর্ব্বদা সর্ব্বশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ স্বভাবভেদঃ তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ। এবং চ সতি পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেঽপি স্বরূপান্যথাভাবাদবিকৃতত্ব মুপপন্নং স্থূলাবস্থস্য নামরূপবিভাগবিভক্তস্য চিদচিদ্বস্তুন আত্মতয়াবস্থানাৎ কার্য্যত্বমপ্যুপপন্নং অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা নির্গুণবাদশ্চপরস্যব্রহ্মণো হেয়গুণসংবন্ধাদুপপদ্যত "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসো পিপাস" ইতি হেয় গুণান্ প্রতিষিধ্য "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প" ইতি কল্যাণগুণান্বিদধতীয়ং শ্রুতিরেব অন্যত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি জ্ঞান স্বরূপং ব্রহ্মেতি বাদশ্চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তে নিখিলহেয়প্রত্যনীক কল্যাণগুণাকরস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞানৈকনিরূপণীয়ং

স্বপ্রকাশতয়া জ্ঞানস্বরূপং চেত্যভ্যুপগমাদুপপন্নতরঃ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎপরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। বিজ্ঞাতারমেব কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাদিকা জ্ঞাতৃত্বমাবেদয়ন্তি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ইত্যাদিকাশ্চ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশত্বয়া চ জ্ঞানস্বরূপত্বং সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়। তদৈক্ষত বহুস্যাং তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে। আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং ভবতি। সর্ব্বং তং পরাদাৎ। যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" ইতি ব্রহ্মৈব স্বসংকল্পাদ্বিচিত্র স্থিরত্রসস্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎপ্রত্যনীকা ব্রহ্মাত্মকবস্তুনানাত্বমিতি মিথ্যা প্রতিষিধ্যতে "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি। য ইহ নানেব পশ্যতি নেহনানাস্তি কিঞ্চন। যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি। তদিতর ইতরং পশ্যতি। যত্রত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদিনা ন পুনর্বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি শ্রুতিসিদ্ধস্বসংকল্পকৃতং ব্রহ্মণো নানারূপভোক্তৃত্বেন নানাপ্রকারত্বমপি নিষিধ্যতে "যত্রতু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ" ইতি নিষেধবাক্যারম্ভে চ "তৎ স্থাপিতং তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা এবং চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপভেদং স্বভাবভেদং চ বদন্তীনাং চ তাসাং কার্য্যকারণভাবং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং বদন্তীনাং চ সর্ব্বাসাং শ্রুতীনামবিরোধঃ। শ্রুতিভিরেব জ্ঞায়ত ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদস্য ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ বাদস্যাপ্যন্যস্যান্যায়মূলকস্য সকলশ্রুতিবিরুদ্ধস্য ন কথঞ্চিদবকাশো বিদ্যত ইত্যলমতি বিস্তরেণ ॥ ৩॥

শ্রীধর।—তদেবম্ সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিদানীম্ তস্যৈব পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ সংসারিণম্ জীবম্ বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতম্ মামেব বিদ্ধি তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপস্যোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেতৎ জ্ঞানম্স্তৌতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানম্ তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানম্ মম মতম্, অন্যত্তু বৃথাপাণ্ডিত্যং বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তম্,—"তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরম্ কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণমি"তি ॥ ৩।

বলদেব।—ক্ষেত্রজ্ঞানাজ্জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তম্। অথ পরমাত্মনস্তদাহ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মামিতি। হে ভারত সর্ব্বক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। অপিরবধারণে। জীবাঃ স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজাবৎ, অহন্তু সর্ব্বেশ্বর এক এব সর্ব্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্ত্তব্যানি চ জানন্, তৎসর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞো রাজবদিত্যর্থঃ। সর্ব্বেশ্বরস্যাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বম্। ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজং চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। কিং জ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ জীবপরৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ তৎসহিতয়োস্তয়োর্মিথোবিবেকেন যজ্জ্ঞানং তদেব জ্ঞানং মম মতং ততোঽন্যথা ত্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইদমত্র বোধ্যম্, প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং ভোগ্যত্বভোক্তৃত্বনিয়ন্তৃত্বধর্ম্মকত্বান্মিথঃসংপৃক্তানামপি তেষাং ন তত্তদ্ধর্ম্মসাঙ্কর্য্যম্। চিত্রাম্বররূপবদিত্যেবমাহ সূত্রকারঃ ন তু দৃষ্টান্তভাবাদিতি। শ্রুতয়শ্চ প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্তত্তদ্ধর্ম্মকতামাহুঃ।

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা" "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।" "ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ"। "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশ" ইত্যাদয়ঃ। অত্রাপি ক্ষরাক্ষরশব্দবোধ্যাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপাদ্দ্বয়ুগলাৎ স্বস্য পুরুষোত্তমস্যান্যত্বং বক্ষ্যতি। দ্বাবিমৌ পুরুষাবিত্যাদিভিস্তস্মান্মিথঃ সংপৃক্তানামপি প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্তয়া জ্ঞানং তাত্ত্বিকমিতি। যত্ত্বেকাত্মবাদিনঃ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীত্যত্র সামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা সর্ব্বেশ্বরস্যৈব সতোঽস্যাবিদ্যয়ৈব ক্ষেত্রজ্ঞভাবো রজ্জোরিব ভুজঙ্গমত্বম্, তন্নিবৃত্তয়ে হরেরাপ্তমস্যেদং বাক্যং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মামিতি রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গ ইত্যাপ্তবাক্যাদ্ভুজঙ্গত্ব ভ্রান্তিরস্মাদ্বাক্যাদ্বিনশ্যতীত্যাহুস্তৎ কিলোপদেশ্যাসত্ত্বাদেব নিরস্তমিতি দেহিনোঽস্মিন্নিত্যস্য ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। এবং তু ব্যাখ্যানং যুজ্যতে। চশব্দঃ ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থঃ। ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ মামেব বিদ্ধি। মদধীনস্থিতিপ্রবৃত্তিকত্বান্মদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ মদাত্মকং জানীহীতি। এবমেবোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি, তয়োর্মদধীনপ্রবৃত্তিকত্বাদিভির্মদাত্মকতয়া যজ্ জ্ঞানং তজ্ জ্ঞানং মম মতমিতোঽন্যথাত্বমতমিতি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—এবং দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণম্ স্বপ্রকাশম্ ক্ষেত্রজ্ঞমভিধায় তস্য পারমার্থিকং তত্ত্বমসংসারি পরমাত্মনৈক্যমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। সর্ব্বক্ষেত্রেষু য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্বপ্রকাশচৈতন্যরূপো নিত্যোবিভুশ্চ তমবিদ্যাধ্যারোপিতকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মম্ (স্বস্বরূপমাত্রে স্থিতম্) বিজ্ঞকরূপপরিত্যাগেন মামীশ্বরমসংসারিণমদ্বিতীয়ব্রহ্মানন্দরূপম্ বিদ্ধি জানীহি হে ভারত! এবং চ ক্ষেত্রম্ মায়াকল্পিতম্ মিথ্যা ক্ষেত্রজ্ঞশ্চপরমার্থসত্যস্তদ্ভ্রমাধিষ্ঠানমিতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যজ্জ্ঞানম্ তদেব মোক্ষসাধনত্বাজ্ জ্ঞানম্ অবিদ্যাবিরোধিপ্রকাশরূপম্ মম মতম্ অন্যত্ত্বজ্ঞানমেব তদবিরোধিত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র জীবেশ্বরয়োরাবিদ্যকোভেদঃ পারমার্থিকস্ত্বভেদ ইত্যত্র যুক্তয়োভাষ্যকৃদ্ভির্ব্বর্ণিতাঃ অস্মাভিস্তু গ্রন্থবিস্তরভয়াৎ প্রাগেব বহুধোক্তত্বাচ্চ নোপন্যস্তাঃ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—তমেবং লক্ষণমুপাধিতো নিষ্কৃষ্টং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি ক্ষেত্রমপি মাং পরমেশ্বরমেব উভয়রূপেণ সন্তং বিদ্ধি তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মিব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মে"তি শাস্ত্রাৎ যস্মাদুভয়াত্মাহং তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যৎজ্ঞানং ক্ষেত্রস্য বাধ্যত্বেন ক্ষেত্রজ্ঞস্য সর্ব্ববাধাবধিভূতত্বেন চ যৎ জ্ঞানম্ আপরোক্ষ্যেণ তত্ত্বনিশ্চয় স্তদেব জ্ঞানং মম মদ্বিষয়ং সম্যক্ জ্ঞানং এতয়োরেব জ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানমিতি মতং নিশ্চিতং ব্রহ্মবিদ্ভিঃ "নেহনানাস্তি কিঞ্চনে" তি ক্ষেত্রস্য বাধাৎ নান্যোঽস্তি দ্রষ্টেতি ক্ষেত্রজ্ঞাদন্যস্য দ্রষ্টুর্নিষেধাচ্চ, যদ্যপি সর্ব্বস্য ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ যৎকিঞ্চিদপি জ্ঞানং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মবিষয়মেব ভবতি তথাপি রজ্জুং সর্পাত্মনা পশ্যতো ন রজ্জুবিষয়ং (সর্পবিষয়ং) বা সম্যক্ জ্ঞানমস্তি, নাপি তস্য জ্ঞানস্য রজ্জুব্যতিরেকেণ বিষয়ান্তরং বাস্তবমস্তি। কিন্তু যদা সর্পবাধেন রজ্জুতত্ত্ব মধিগচ্ছতি তদৈব সর্পং মিথ্যায়মিতি সম্যগ্জানাতি রজ্জুঞ্চ, তদ্বদিহাপ্যুভয়বিদেব সম্যগ্জ্ঞানীত্যর্থঃ, নহি অন্যতরস্য তত্ত্বে জ্ঞাতে কৃতকৃত্যতাস্তি নহি সাংখ্যো নির্বিশেষাত্মবিদপি

প্রপঞ্চ মবাধমানঃ শূন্যত্ববাদী বা প্রপঞ্চং তুচ্ছত্বেন পশ্যন্নধিষ্ঠানং ব্রহ্ম নাস্তীতি ব্রুবাণঃ কৃতকৃত্যো ভবতীতি বক্তুং যুক্তমতো দ্বয়োরপি তত্ত্বং বোধ্যমেব ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ক্ষেত্রজ্ঞানাৎ জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তং পরমাত্মনস্তু ততোঽপি কাৎস্নেন সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। সর্ব্বক্ষেত্রেষু নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতং মাং পরমাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি। জীবানাং প্রত্যেকমেকৈকং ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদপি ন কৃৎস্নং। মম ত্বেকস্যৈব সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞত্বং কৃৎস্নমেবেতি বিশেষোজ্ঞেয়ঃ। কিংজ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষেত্রেণসহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবাত্মপরমাত্মনোর্যজ্ জ্ঞানং ক্ষেত্রজীবাত্মপরমাত্মনাং যজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তদেব জ্ঞানং মম মতং সম্মতং চ তত্র "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" ইত্যুত্তরগ্রন্থবিরোধাৎ ব্যাখ্যান্তরেণৈকাত্মবাদপক্ষো নানুসর্ত্তব্যঃ। ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে বহু স্থানে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ জগতের হিতের নিমিত্ত এই গীতারূপ পরম শাস্ত্রের কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অর্জ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে বিষয় বিশেষের বারংবার আলোচনা ও গভীর তত্ত্বকথা সমূহের বিবিধ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত না। অপিচ যে ভাগ্যবান ভগবদ্বন্ধু স্বচক্ষে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ ও দিব্যকান্তি উভয়ই পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আর কোন প্রকার উপদেশ বা জ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে না। শ্রীভগবানের রূপ যাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, তিনিই পুণ্যবান গণের অগ্রগণ্য। ভগবানের স্বরূপ যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা নাই। সেই পরম সৌভাগ্যোদয়ের পরও আবার জ্ঞানোপদেশ প্রদানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, অল্পবুদ্ধি মানবগণের পরম কল্যাণ সাধনোদ্দেশে ধনঞ্জয়কে শিষ্য স্থলে গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ এখনও গীতোপদেশ প্রদানে বিরত হইতেছেন না। অনেক দুর্ব্বোধ তত্ত্ব পূর্ব্বে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে; অনেক গূঢ় রহস্য ইঙ্গিতমাত্র দ্বারা সূচিত হইয়াছে; তত্তাবতের বিশদীকরণ ও সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞানগম্য করিবার অভিপ্রায়ে এখনও গীতার ব্যাখ্যা স্রোত প্রবহমান রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্দর্শনের পরই গীতাগ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। যে তত্ত্বোপদেশের পরিণামে বিশ্বরূপ দর্শন ঘটিয়াছে, তাহার তদপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠতম ফল সম্ভাবিত নহে; ভগবদ্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই গীতার সমাপ্তি হইয়াছে। কেবল অজ্ঞজনের জ্ঞান বৃদ্ধির সাধনার্থ এখনও গীতার অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে। এই তৃতীয়

ষটক কেবল পূর্ব্ব কথিত প্রসঙ্গ সমূহের সামঞ্জস্য বিধান, আভাসে পরিব্যক্ত বিষয় সমূহের বিশদীকরণ এবং গূঢ় রহস্যের পরিস্ফুটীকরণে পর্য্যবসিত হইবে। গত শ্লোকের বিবৃতি স্থলে আচার্য্যগণও এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ ভাষ্যকৃদ্গণ পূর্ব্বের সহিত সামঞ্জস্য প্রদর্শনেই ব্যাপৃত হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায় পূর্ব্বে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। যদি অর্জ্জুন আশঙ্কা করেন যে, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের উপলব্ধি হইলেই কি জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ অতিশয় গূঢ় ও গভীর। তাহা প্রণিধান করিতে হইলে আরও জ্ঞানালোচনার আবশ্যক। পূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তল্লক্ষণাক্রান্ত তাবতেই ক্ষেত্রজ্ঞ। অপিচ আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। যিনি এক হইয়াও সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজমান, যিনি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত অনেক উপাধিযুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিভক্ত, সেই সর্ব্বোপাধিরূপ বিভিন্নতা পরিশূন্য এবং সৎ বা অসৎ ইত্যাদি শব্দের অগোচর পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রণিধান করিবে। হে ভারত। ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর পরিজ্ঞান ব্যতীত জ্ঞান সাধনার প্রয়োজনীয় বিষয়ান্তর আর কিছুই নাই। অতএব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের জ্ঞেয়ভূত অর্থাৎ পরিণাম স্বরূপ যে জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান, ইহাই ঈশ্বরস্বরূপ বিষ্ণুরূপী আমার অভিপ্রায়। যদি এইস্থলে আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, এক ঈশ্বর সর্ব্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত, এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ভোক্তা বিদ্যমান নাই,, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সংসারে বদ্ধ স্বীকার করিতে হয়। অথবা এরূপও আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সংসারী না থাকায় সংসারের অভাব প্রসক্ত হয়। এতদুভয়-বিধ আশঙ্কাই অনিষ্টজনক। কারণ বন্ধমোক্ষ ও তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণাদি অনর্থক হইয়া পড়ে, এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে যে, সুখ দুঃখ ও তৎকারণ স্বরূপে সংসারবন্ধন ঘটিয়া আসিতেছে; অনুমান দ্বারাও উপলব্ধ হইয়া থাকে, জগতের বিচিত্রতা ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক। উল্লিখিত আশঙ্কা স্বীকার

করিলে ইত্যাকার ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ ভোগ, সংসার বন্ধন প্রভৃতি অনুপপন্ন হইতেছে। সুতরাং বিরোধী কল্পনা সমূহ দূরে পরিহার্য্য। অতঃপর পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় বিচারপূর্ব্বক বহুবিধ শ্রৌতস্মার্ত্ত ও ন্যায়শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পরমাত্মার সংসার-বন্ধনরূপ আশঙ্কার কোন প্রকারেই অবসর নাই। এবং গীতাশাস্ত্রেও "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" (৫ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক) এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে, এবং তদ্দ্বারা জীব বিমুগ্ধ হয়। দেহাদি অনাত্ম বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রাগদ্বেষাদিযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের জন্ম এবং মৃত্যু হইতেছে। যাঁহারা আত্মাকে দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাঁহারা রাগ দ্বেষাদি বিমুক্ত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপশম হেতু মুক্ত হইয়া থাকেন। এই সকল মীমাংসা পরিহার করিতে কাহারও শক্তি নাই। এরূপ হইলেও অবিদ্যাজনিত উপাধি ভেদ হেতু ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বরের যেন সংসারিত্ব দেখায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সকলেই দেহকে আত্মবোধ করিয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ হইলেও আত্মা নিশ্চয়ই দেহাতীত। অজ্ঞান প্রভাবে সময়ে সময়ে লম্বভাবে দণ্ডায়মান শুষ্ক কাষ্ঠ বিশেষকে পুরুষ বিশেষ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ মনে হয় বলিয়াই পুরুষের ধর্ম্ম কাষ্ঠে বা কাষ্ঠের ধর্ম্ম পুরুষে কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্মার চৈতন্যধর্ম্ম দেহকে কখনও আশ্রয় করিতে পারে না; এবং দেহের জাড্য প্রভৃতি ধর্ম্ম পরমাত্মাকেও কখনও আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় না। ইত্যাকার বিবিধ আশঙ্কার নিবারণ করিয়া আচার্য্য মহোদয় প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর সর্ব্বক্ষেত্রগত হইলেও তাঁহার সংসারিত্ব গন্ধমাত্র স্বীকার করা যায় না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। দেব মনুষ্যাদি সর্ব্বত্র জ্ঞাতারূপে ও একরূপে বিদ্যমান আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। মূলস্থিত "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি" শব্দ মধ্যস্থ অপি শব্দ দ্বারা ইহাই সুচিত হইতেছে যে, ক্ষেত্ররূপেও আমাকে জানিবে। তদনন্তর আচার্য্য মহোদয় বিবিধ শ্রৌতবচন, এবং এই গীতা শাস্ত্রের নানা স্থান হইতে ভগবদুক্তি

উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তির সহিত কোন শাস্ত্রীয়-বিরোধ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে শরীরধারী সংসারবদ্ধ জীবের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। অধুনা তাহারই সংসারাতীত অর্থাৎ সংসারবন্ধনবিহীন পারমার্থিক ভাবের বিষয় আলোচিত হইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞরূপ সংসারাবদ্ধ জীবই বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রানুগত ভগবান্। হে অর্জ্জুন। তুমি আমাকেই সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। "তত্ত্বমসি" (৪২।৫৮৮ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যোপলক্ষিত চিদংশদ্বারা আমার স্বরূপই সর্ব্বত্র অনুস্যূত। এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্যরূপ যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান ইহাই অভিপ্রায় সম্মত। অন্য যে কিছু জ্ঞান তৎসমস্তই বন্ধনের হেতুভূত বৃথাপাণ্ডিত্য মাত্র। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যাচ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণং।" ইহার ভাবার্থ; যে কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত নহে, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম, এবং যে বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এতদ্ব্যতীত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহা কেবল আয়াসকর মাত্র, এবং অন্য বিদ্যাও শিল্পনিপুণতার প্রকাশক মাত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। ক্ষেত্রজ্ঞান দ্বারা জীবাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্বের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে পরমাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞত্বের বিষয় কথিত হইতেছে। হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিবে। মূলে অবধরাণার্থ "অপি" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। জীবেরা ভোগমোক্ষ সাধনের ভূমি স্বরূপ স্ব স্ব ক্ষেত্রের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রজার ন্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে; আর আমি একই সর্ব্বেশ্বররূপে এবং তত্তাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের নিয়ামক ও ভর্ত্তারূপে রাজার ন্যায় বিদ্যামান রহিয়াছি। এইরূপ সর্ব্বেশ্বরও ক্ষেত্রজ্ঞ। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, "ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজম্ চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।" ইহার ভাবার্থ; শরীর সমূহ ক্ষেত্রস্বরূপ এবং শুভাশুভ তাহার বীজ; সেই যোগাত্মা পুরুষ তৎসমস্তের তত্ত্ব অবগত আছেন, এই জন্যই তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। ক্ষেত্রসংবলিত জীব ও ঈশ্বর বিষয়ক যে

জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান; তদ্ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান। প্রকৃতি, জীব এবং ঈশ্বর এই তিনের ভোগ্যত্ব, ভোক্তৃত্ব, ও নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম্ম পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলেও এতদ্ধর্ম্মনিচয়ের সাঙ্কর্য্য ঘটিতেছে না। সূত্রকার এস্থলে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিত্রাম্বরের * ন্যায় বুঝিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতরো-

* চিত্রাম্বর।—"যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং। পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা চতুষ্টয়ং। যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ। চিদন্তর্য্যামি সূত্রাণি বিরাট চাত্মা তথেৰ্য্যতে। স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্ন-বিলেপনাৎ। মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ। স্বতশ্চিদন্তর্য্যামীতু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ। সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ। ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি। উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ। চিত্রার্পিত মনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্। চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ। পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসৈশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাং। কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী। বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বদাধারবস্ত্রগান্। বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারম্ চিদ্গতম্ বিদুঃ। চিত্রস্থ পর্ব্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে। সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসস্তথা নহি। সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি। ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাৎ বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে। আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ। ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ। সদা বিচারয়েত্তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ। জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে।" (পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ১—১২ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; যেরূপ চিত্রপটে চতুর্ব্বিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাতেও চারি প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক বস্ত্র প্রথমতঃ ধৌত, তদনন্তর ঘট্টিত, পরে লাঞ্ছিত, অনন্তর রঞ্জিত হইয়া চিত্ররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা প্রথমে চিৎ, অনন্তর অন্তর্যামী পরে সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট রূপে পরিদৃষ্ট হন। বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রতা ধৌত, অন্ন বিলেপন (মাড় দেওয়া) দ্বারা তাহা ঘট্টিত, মসীর দ্বারা প্রথম চিত্রিত করিলে লাঞ্ছিত এবং বিবিধ বর্ণের দ্বারা সম্পূরণ করিলেই তাহা রঞ্জিত হয়। এইরূপ পরমাত্মা স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ এবং নির্ম্মল, অনন্তর মায়ারূপ অন্ন বিলেপনের দ্বারা তিনি মায়াবী অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তৎপরে কেবল মসীচিত্রিতরূপ সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, পরে বিবিধবর্ণপূরণরূপ স্থূল সৃষ্টিতে বিরাট আকারে পরিণত হইয়া থাকেন। অতএব চিত্রপটরূপ পরমাত্মাতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত জড় প্রাণিগণ পটস্থচিত্রের ন্যায় উত্তম বা অধমভাবে বিদ্যমান। চিত্রার্পিত মনুষ্যাদি শরীরিগণের বস্ত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিত্রিত হইলেও শীতাদি নিবারণে অসমর্থ হেতু তাহারা যেরূপ বস্ত্রের আভাসমাত্র, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে আরোপিত দেবাদি শরীরিগণ চৈতন্যের আভাসমাত্র, এবং ইহারাই জীবরূপে বিবিধভাবে সংসারী। অজ্ঞগণ বস্ত্রাভাসস্থিত বর্ণসমূহকে আধার বস্ত্রে অবস্থিত বলিয়া মনে করে; এইরূপে মূঢ়গণ জীবের সংসারকে পরমাত্মগত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। চিত্রলিখিত পর্ব্বতাদির যেরূপ বস্ত্রাভাস চিত্রিত হয় না, তদ্রূপ সৃষ্টিস্থ মৃত্তিকাদিরও চৈতন্যাভাস নাই। এই সংসার পরমার্থ এবং ইহা পরমাত্মাতে সংলগ্ন, ইত্যাকার ভ্রান্তি অবিদ্যা, বিদ্যা দ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। পরমাত্মার আভাস স্বরূপ জীবেরই এই সংসার, কিন্তু সেই পরমাত্মা ইহাতে লিপ্ত নহেন, এইরূপ বোধই বিদ্যা এবং আত্মতত্ত্ব বিচার দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায়। অতএব জগৎ জীব এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে সর্ব্বদা বিচার করিবে। এই বিচারের ফলে জীবভাব এবং জগদ্ভাবের মিথ্যাত্ব প্রতীতি হইলে একমাত্র সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন।

পনিষদে কথিত আছে যে, "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্ব-মেতি। জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃ ভোগ্যার্থযুক্তা" তথাচ "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরম্ হরঃ ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।" অপিচ, "ভোক্তাভোগ্যম্ প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" অপিচ, "অজামেকাং লোহিত-শুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃপ্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনু-শেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১ম অধ্যায় ৬।৯।১০।১২ ও ৪র্থ অধ্যায় ৫ শ্রুতি) এতাবতের ভাবার্থ এই যে, জীব আপনাকে ও প্রেরণকর্ত্তা আত্মাকে পৃথক্জ্ঞান করিয়া তাঁহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী জন্মরহিত জীব এবং ঈশ্বর এই দুই, এবং ভোক্তা জীবের ভোগ্যবিষয়প্রদায়িনী আর এক প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছেন। প্রকৃতি ক্ষর এবং পরমেশ্বর অক্ষর অমৃত; সেই একদেব প্রকৃতি এবং জীবকে নিয়মিত করেন। ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা ঈশ্বর, এইরূপ জানিয়া এবং এই ত্রিবিধই ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া মুক্ত হওয়া যায়। লোহিত কৃষ্ণ ও শুক্লরূপ অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ-তমগুণাত্মিকা বহু প্রজার সৃজনকারিণী অজাকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে এক অজ (জীব) সেবা করে, এবং অন্য এক অজ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন। ক্ষরাক্ষররূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পুরুষোত্তম যে স্বতন্ত্র, তাহার বিষয় "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ" (১৫ অধ্যায় ১৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ প্রকটিত করিবেন। অতএব প্রকৃতি জীব এবং ঈশ্বর পরস্পর সংস্পৃষ্ট, এইরূপ প্রতীয়মান হইলেও তাহার বিবিক্তরূপ যে জ্ঞান তাহাই তাত্ত্বিক। একাত্মবাদিগণ মনে করিয়া থাকেন, সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা অবিদ্যা প্রভাবে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্ব্বক্ষেত্রে বিরাজমান আছেন। তাঁহারা বলেন, রজ্জু বস্তুতঃ ভুজঙ্গম না হইলেও তাহাকে ভুজঙ্গম বলিয়া ভ্রম জন্মে। তদ্রূপ পরব্রহ্ম শরীরী না হইলেও মানবেরা তাঁহাকে শরীরী বলিয়া জ্ঞান করে। শ্রীহরি বর্ত্তমান শ্লোকে বলিয়াছেন "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি" এই বাক্য দ্বারা রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় আত্মায় ক্ষেত্রজ্ঞের আরোপরূপ ভ্রান্তির নিরাশ হইতেছে। এবম্প্রকার উপদেশ অর্থাৎ রজ্জু সর্প নহে, ইত্যাকার সমর্থন বাক্য অসম্ভব। তজ্জন্যই উল্লিখিত মত নিরস্ত হইতেছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে; তাহা দ্রষ্টব্য। এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত। মূলস্থিত চকার ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে

আমাকে জানিবে। মদধীনতায় স্থিতির প্রবৃত্তি হেতু এবং মৎকর্তৃক ব্যাপন্ন হেতু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে মদাত্মকরূপে জানিবে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে মদধীনতা প্রভৃতি মৎস্বরূপ বিদ্যমান থাকায় তৎ-সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে দেহেন্দ্রিয়াদি বিলক্ষণ অর্থাৎ তদতিরিক্ত ও তদ্ধর্ম্ম পরিশূন্য স্বপ্রকাশরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের নির্দ্দেশ করিয়া এক্ষণে তাহার পারমার্থিক তত্ত্ব অসংসারিত্ব এবং পরমাত্মার সহিত একত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। সকল ক্ষেত্রে যিনি এক ক্ষেত্রজ্ঞ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত, তিনি নিত্যস্বরূপ এবং বিভুস্বরূপ। অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সংসার ধর্ম্ম আরোপিত হইয়া থাকে। সেই অবিদ্যা জনিত মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ঈশ্বর অসংসারী অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরূপে জানিবে। হে ভারত! ইহাও জানিবে যে, ক্ষেত্র কেবল মায়াকল্পিত মিথ্যা, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পরমার্থ সত্য-স্বরূপ ও ক্ষেত্র বিষয়ক ভ্রমাধিষ্ঠান। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধীয় এতাদৃশ যে জ্ঞান তাহাই মোক্ষপ্রাপকত্ব হেতু প্রকৃত জ্ঞান; সেই জ্ঞান অবিদ্যা বিরোধি এবং প্রকাশরূপ ইহাই আমার অভিপ্রেত। অন্য সমস্তই অজ্ঞান; যে হেতু তত্তাবৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বিরোধি। জীবেশ্বরের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা জনিত, পরমার্থতঃ জীবে-শ্বরের কোনই ভেদ নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকোপলক্ষে ইহা বিশদ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা (সরস্বতী মহোদয়) গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে এবং পূর্ব্বে বহুস্থানে এই তত্ত্ব নানাভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া বাহুল্য রূপ আলো-চনায় নিরস্ত হইলাম।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জীবাত্মা স্বতন্ত্র। তিনি এই গ্রন্থে উত্তর-ভাগস্থিত "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" (১৫ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব একাত্মবাদ অনুসর-ণীয় নহে।

এই শ্লোকোপলক্ষে বিবিধ বিচার প্রমাণ ও যুক্তি সহকৃত বিস্তারিত ভাষ্য ও টীকার সমুদ্ভব হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ বলিতেছেন, এই ক্ষেত্ররূপ শরীর মধ্যে যিনি জীবরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া ভোক্তৃত্ব কর্তৃত্বাদি নির্ব্বাহ করিতেছেন ও সংসারবন্ধ

হইয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বত্রানুস্যূত পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে তাঁহার এই সুখদুঃখাধীনতা পরিপূর্ণ সংসার দশা সংঘটিত হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যার আবরণ মোচন করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান উপজাত হইবে এবং তখনই মোহমুক্ত জীব আপনাকেই ব্রহ্ম স্বরূপে চিনিতে পারিয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদিগণ বলিতেছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র। জীবাত্মা স্বকীয় কর্ম্মাকর্ম্ম হেতু বদ্ধাবস্থায় অধিষ্ঠিত। প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইলে পরমাত্মতত্ত্ব বোধগম্য হইলে আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াতীত পুরুষরূপে জানিলে পরম ফলের অধিকার লাভ করিবেন। প্রথম পক্ষের মতে ক্ষেত্ররূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মরূপ বস্তুই ক্ষেত্রজ্ঞ, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের পরমার্থতঃ পূর্ণ পরিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। দ্বিতীয় পক্ষের মত, এই ক্ষেত্ররূপ শরীরাভ্যন্তরে জীবরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত পরমার্থতঃ সত্যস্বরূপ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞানই প্রকৃতজ্ঞান। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাব এবং তদুভয়ের স্বাতন্ত্র্য ইহাই এই পক্ষদ্বয়ের চিরন্তন বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের প্রতিকূলে কোনই বক্তব্য থাকিতে পারে না, এবং ইহার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর নহে। কিন্তু মূলানুসন্ধান করিলে উভয় পক্ষেরই মীমাংসা অভিন্ন হইয়া পড়ে। পরমাত্মা এক বা বহু সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, পরমাত্ম-জ্ঞানই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে দেহস্থিত আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবেই প্রণিধান কর বা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম কর, তজ্জন্য কোনই তর্ক বা যুক্তির প্রণালী অনুসরণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তাঁহাকে প্রণিধান করা এবং তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানার্জ্জন করা যে মুক্তিকামিগণের পক্ষে একমাত্র আবশ্যক, তৎপক্ষে প্রতিদ্বন্দী সম্প্রদায়গণের কোনই মতদ্বৈধ নাই।

আমরা এই ভাষ্য ও টীকা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতে পারি বা না পারি, সংক্ষেপে তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ের আভাসমাত্র প্রদর্শন করিয়াছি। উপসংহার কালে আমাদিগের ইহাই বক্তব্য যে, এই ক্ষেত্ররূপ দেহকে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষীজীবিগণের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ ইহা শুভাশুভ ফলপ্রসূ; এবং পরিণামের মঙ্গলামঙ্গল বিধায়ক। ক্ষেত্রে যেরূপ কালে সতেজ সারপ্রয়োগ করিলে নিয়মিত সময়ে অক্লান্ত ভাবে কর্ষণাদি রীতিমত

কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যথাকালে তাহাতে উপ্ত বীজ সমূহ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শরীর রূপ ক্ষেত্রে অবস্থানকালে রীতিমত সৎসঙ্গ সদুপদেশ ও সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলে যথাকালে নিঃশ্রেয়স্বরূপ পরমফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন ক্ষেত্রের সহিত কৃষকের বারংবার ফলপ্রাপ্তি রূপ সম্বন্ধে, শরীরের সহিতও শরীরস্থ আত্মার তদ্রূপ ফলপ্রাপ্তি মাত্র সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্যক্রূপে হৃদ্গত হইলে আত্মস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অবরোধ অবশ্যম্ভাবী। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনায়াসেই উপলব্ধি করেন যে, ক্ষেত্রের সহিত তাঁহার কোন স্থায়ী সম্বন্ধ নাই; তিনি ক্ষেত্রমধ্যস্থ হইলেও ক্ষেত্রাতীত' ক্ষেত্রবদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র নির্ম্মুক্ত এবং ক্ষেত্ররূপ হইলেও ক্ষেত্র ধর্ম্মবিরহিত। এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সামান্যভাবেও হৃদয়ে উপজাত হইলে স্বতঃই পরমার্থ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বলবতী বাসনা জন্মে। তখন সেই নিত্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় স্বরূপ পূর্ণানন্দ স্বরূপ পরমক্ষেত্রজ্ঞের পরম তত্ত্ব হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট করিয়া সাধককে পরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়। স্বতন্ত্রভাবেই হউক, আর অভেদভাবেই হউক পরমার্থ জ্ঞানের ফল অতুলনীয় ॥ ৩ ॥

——:(०):——

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎ প্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪ ॥

অন্বয়:—তৎ ক্ষেত্রং যৎ (যৎস্বরূপং) চ, যাদৃক্ (যাদৃশধর্ম্মসম্পন্নং) চ, যদ্বিকারি) যৈর্বিকারৈর্যুক্তং), যতঃ. (যস্মাৎ) [কারণাৎ] যৎ চ [উৎপদ্যতে] সঃ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) চ যঃ (যৎস্বরূপঃ) যৎপ্রভাবঃ (যাদৃশ-শক্তিসম্পন্নঃ) চ, তৎ সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই ক্ষেত্র যে স্বরূপ, যাদৃশ-ধর্ম্মসম্পন্ন, যেরূপ-বিকার-

যুক্ত যে [কারণ-হইতে] যাহা [উৎপন্ন হয়], সেই-ক্ষেত্র ও যে-স্বরূপ, যাদৃশ-শক্তিসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে আমার-নিকট হইতে শ্রবণ-কর ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই ক্ষেত্রের যেরূপ লক্ষণ, যাদৃশ ধর্ম্ম, তাহা যে বিকারে বিকারী, যাহা হইতে তাহা উৎপন্ন এবং তাহা হইতে যাহার উৎপত্তি; অপিচ সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যাহা-স্বরূপ এবং তাহা যাদৃশ শক্তি-শালী তৎ-সমস্তই আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইদং শরীরমিত্যাদিশ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাধ্যায়ার্থস্য সংগ্রহশ্লোকোঽয়মুপন্যস্যতে। তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি যন্নির্দ্দিষ্টমিদং শরীরম্ ইতি তৎ ক্ষেত্রমিতি তচ্ছব্দেন পরামৃশতি, যচ্চেদং নির্দ্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্ যাদৃক্ যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্ম্মৈশ্চ শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থো যদ্বিকারি যোবিকারো যস্য তদ্বিকারি যতো যস্মাচ্চ যৎকার্য্যমুৎপদ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দ্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়োর্যস্য স যৎপ্রভাবশ্চ তৎ-ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং যথাবিশেষিতং তৎ সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু শ্রুত্বাবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—এবং শ্লোকদ্বয়ং ব্যাখ্যায় শ্লোকান্তরমবতারয়তি ইদমিতি। কুত্র সংগ্রহোক্তিরুপযুজ্যতে তত্রাহ ব্যাচিখ্যাসিতস্যেতি। প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং সংগ্রহোক্তিরর্থবতীত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণেঽর্থে শ্রোতুর্মনঃসমাধানার্থং সূচিতোবাক্যার্থোপায়বিবরণপ্রতিজ্ঞামভিপ্রেত্যাহ যন্নির্দ্দিষ্টমিতি। ইদং শরীরমিতি যন্নির্দ্দিষ্টং তচ্ছরীরং তচ্ছব্দেন পরামৃশতি প্রকৃতার্থত্বাত্তস্যেতি যোজনা, তৎক্ষেত্রং জ্ঞাতব্যমিত্যধ্যাহারঃ যচ্চেতি যেন রূপেণ রূপবদিতি তদেব ক্ষেত্রং বিশিষ্যতে তস্য ক্ষেত্রস্য স্বকীয়াদ্ধর্ম্মাজ্জন্মাদয়স্তৈর্ব্বিশিষ্টস্য জ্ঞেয়ত্বে হেয়ত্বং ফলতি। চশব্দপঞ্চকস্যেতরেতরসমুচ্চয়ার্থত্বমাহ চ শব্দ ইতি। বিকারিত্বেনাপি হেয়ত্বং সূচয়তি যদ্বিকারীতি। যৎ কার্য্যং তৎসর্ব্বং যস্মাদুৎপদ্যতে তৎকারণত্বাদ্জ্ঞাতব্যমিত্যাহ যত ইতি। ক্ষেত্রমিব ক্ষেত্রজ্ঞং জ্ঞাতব্যং দর্শয়তি সচেতি। জ্ঞাতব্যমিতি সম্বন্ধঃ চক্ষুরাদ্যুপাধিকৃতদৃষ্ট্যাদিশক্তিবশাত্তস্য জ্ঞাতব্যত্বং সূচয়তি যৎ প্রভাব ইতি। তেনোক্তেন প্রভাবেন তস্য জ্ঞাতব্যতেতি শেষঃ কথং যথা বিশেষিতং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞো বা শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাশঙ্ক্য ভগবদ্বাক্যাদিত্যাহ তদিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—তৎক্ষেত্রং যচ্চ যৎদ্রব্যং যাদৃক্ চ যেষামাশ্রয়ভূতং যদ্বিকারি যে চাস্য বিকারাঃ যতশ্চ যতো হেতোরিদমুৎপন্নং যস্মৈ প্রয়োজনায়োৎপন্নমিত্যর্থঃ। যদ্বৎ স্বরূপং চেদং স চ যঃ স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ যৎস্বরূপো যৎ প্রভাবশ্চ যে চাস্য প্রভাবাঃ তৎসর্ব্বং সমাসেন সংক্ষেপেণ মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

হনুমান।—যত্তদাত্মকং চশব্দসমুচ্চয়ে যাদৃশম্ স্বকীয়ৈ ধর্ম্মৈঃ চ শব্দপূর্ব্ববৎ যদ্বিকারি

বিকারোঽস্যাস্তীতি বিকারি, যেন যোগবিভাগাৎ যথা যৎ কার্য্যমুপপদ্যত ইতি বাক্যশেষঃ চ শব্দঃ পূর্ব্ববৎ তৎসমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—তত্র যদ্যপি চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেনাবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে তদিতি। যদুক্তং ময়া তৎক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতোজড়-দৃশ্যাদিস্বভাবং যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং, যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাদ্ভবতি যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যৎ-স্বরূপতোযৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎসর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

বলদেব।—সংক্ষেপেণোক্তমর্থম্ বিশদয়িতুমাহ তদিতি। তৎ ক্ষেত্রম্ শরীরং যচ্চ যদ্দ্রব্যং যাদৃক্ যদাশ্রয়ভূতম্ যদ্বিকারি যৈর্ব্বিকারৈরুপেতম্ যতশ্চ হেতোরুদ্ভূতম্ যৎপ্রয়োজনকঞ্চ যদিতি যৎস্বরূপম্। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো জীবলক্ষণঃ পরেশলক্ষণঞ্চ যো যৎস্বরূপঃ যৎপ্রভাবো যচ্ছক্তিকশ্চ তৎ সমাসেন মে মত্তঃ শৃণু। (তদিতি ক্লীবশেষত্বমেকবদ্ভাবশ্চ নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যতর-স্যামিতি সূত্রাৎ) ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—সংক্ষেপেণোক্তমর্থং বিবরীতুমারভতে তদিতি। তদিদং শরীরমিতি প্রাগুক্তং জড়বর্গরূপং ক্ষেত্রং যচ্চ স্বরূপেণ জড়দৃশ্যপরিচ্ছিন্নাদিস্বভাবং যাদৃক্ চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং যতশ্চ কারণাৎ যৎ কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি শেষঃ, অথবা যতঃ প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাদ্ভবতি যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। অত্রানিয়মেন চকারপ্রয়োগাৎ সর্ব্বসমুচ্চয়ো দ্রষ্টব্যঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যানন্দস্বভাবঃ যৎপ্রভাবশ্চ যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়োর্যস্য তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং সর্ব্ববিশেষণবিশিষ্টং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বচনাচ্ছৃণু শ্রুত্বাঽবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদে বিবরিতুমারভতে তদিতি। যচ্চেদং ক্ষেত্রং নির্দ্দিষ্টং তৎ যাদৃক্ যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্ম্মৈরস্তি যদ্বিকারি যে চ তস্য বিকারাঃ যতশ্চ যৎ যস্মাদ্বিকারাৎ যজ্জায়ত ইতি প্রাঞ্চঃ তৎ পূর্ব্বোক্তং ক্ষেত্রং যচ্চ যৎস্বরূপং যাদৃক্ যৎপ্রকারকং যদ্বিকারি যে চ তস্য বিকারাঃ যতশ্চ ক্ষেত্রাবয়বাৎ যজ্জায়তে তৎ শৃণু স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যো যৎস্বরূপঃ যৎপ্রভাবশ্চ তদপি মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—সংক্ষেপেণোক্তমর্থম্ বিবরিতুমারভতে। তৎক্ষেত্রম্ শরীরম্ যচ্চ মহাভূত-প্রাণেন্দ্রিয়াদি সংঘাতরূপম্ যাদৃক্ যাদৃশমিচ্ছাদিধর্ম্মকম্ যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তম্ যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদুদ্ভূতম্ যদিতি যৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো জীবাত্মা পরমাত্মা চ। (যত্তদিতি নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চেতি একশেষঃ)। সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য। —এই শরীর অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণাম। এই জন্যই ইহা ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। তথাপি দেহরূপে পরিণত হইলেও সেই প্রকৃতি অবিবেকজনিত অহংভাবে পরিপূর্ণ। এই তত্ত্ব বিবেক সহকারে প্রণিধান করাইবার উদ্দেশে পূর্ব্ব শ্লোকে "ইদং শরীরং" এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ যে প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই বিশদ বিবরণের সূচনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা হইতেছে। এই শরীররূপ ক্ষেত্র জড়বর্গরূপ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা জড়রূপ এবং পরিচ্ছিন্ন স্বভাব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের উপাদান সমূহের আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জড় দ্বারা গঠিত, এবং জড় পদার্থের সম্মিলন মাত্র। আর দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; ইহার শক্তি ও যোগ্যতা সীমাবদ্ধ, এবং ইহা নিত্যবিকারশীল ও পরিণামী। ইহার অন্তরে যেরূপ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাদি ধর্ম্ম নিহিত আছে, এবং ইহা যে যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির বিকারযুক্ত; যে কারণে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সাংযোগে যে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাত্মকাদির উদ্ভব এবং এক হইতেই অন্যের বিভিন্নতা সংঘটিত হয়; এইরূপ ক্ষেত্রের তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ শ্রবণার্থী অর্জ্জুনের মনোযোগাকর্ষণ করিতেছেন। অপিচ তিনি এতৎসহ ক্ষেত্রজ্ঞের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ; অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। এই সকল বিবরণ একস্থানে প্রকৃতরূপে সংক্ষিপ্তভাবে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

ক্ষেত্র কিরূপ উপাদানে গঠিত, তাহার প্রকৃতি কি, ও পরিণামই বা কি; আর ক্ষেত্রজ্ঞ কাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত, এবং তিনি স্বয়ংই বা কিরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত; ইত্যাকার তত্ত্ব বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান কখনই জন্মিতে পারে না। এই জন্যই শ্রীভগবান্ তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদানার্থ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, অতঃপর ক্রমশঃ এই গূঢ় তত্ত্বকথা তদীয় শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইতে থাকিবে। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোককে ক্ষেত্রাধ্যায়ের সংগ্রহ শ্লোক নামে অভিহিত করিয়াছেন। কারণ ইহাতে সংক্ষেপে ঈঙ্গিতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, অতঃপর অধ্যায় মধ্যে তাহারই বিস্তারিত আলোচনা বিন্যস্ত হইবে।

মূলে প্রথমে ক্লীবলিঙ্গ তৎশব্দের ও যদ্ শব্দের প্রয়োগ আছে। তদনন্তর

পুংলিঙ্গ তদ্ শব্দের ও যদ্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিন্তু শেষে উভয় বাক্যের সম্বাপক ক্লীবলিঙ্গ তদ্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সমাহার বোধক হইয়াছে। ভগবান্ পাণিনি, সূত্র করিয়াছেন, "নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যতরস্যাম্।" (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, একশেষ প্রকরণ ১। ২। ৬৯ সূত্র) যথা, ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্য লিঙ্গের সহিত ক্লীবলিঙ্গ উক্ত হইলে ক্লীবলিঙ্গই অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহা বিকল্পে একত্ব প্রাপ্ত হয়।

মূলে অনিয়মিতরূপে চকারের প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ চকার সর্ব্বসমুচ্চয়ার্থ বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহুধা (বহু প্রকারেণ) গীতং (কথিতং) বিবিধৈঃ (বহু শাখাবিশিষ্টৈঃ) ছন্দোভিঃ (ঋগাদিভিঃ) পৃথক্ (বিবেকেন) [গীতং] হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্তৈঃ) বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধৈঃ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মনিরূপকশাস্ত্রবচনৈঃ) চ এব [গীতং] ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—ঋষিগণ-কর্ত্তৃক বহু-প্রকারে কথিত, বিবিধ ঋগাদি-ছন্দো-দ্বারা পৃথক্ [উক্ত], এবং যুক্তিযুক্ত সুনিশ্চিত ব্রহ্মসূত্রপদের-দ্বারাও নিরূপিত ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—এই জ্ঞান বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও ঋগাদিছন্দোসমূহের কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে বিচার পূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে, এবং যুক্তিপূর্ণ সংশয়রহিত ব্রহ্মসূত্র বচনেও নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থং ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্বহুধা বহুপ্রকারং গীতং কথিতং ছন্দোভিঃ ছন্দাংসি ঋগাদীনি তৈর্ম্মন্ত্রচ্ছন্দোভির্বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ পৃথক্ বিবেকতোগীতং কিঞ্চ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ এব ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি (ব্রহ্মসূত্রপদেন সূচ্যন্তে) পদানি উচ্যন্তে। তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং গীতমিতি অনুবর্ত্ততে "আত্মেত্যেবোপাসীতে" ত্যাদিভির্হি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাত্মা জ্ঞায়তে হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈর্বিনিশ্চিতৈর্নিঃ সংশয়রূপৈর্নিশ্চিত-প্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ॥ ৫॥

আনন্দগিরি।—শ্লোকান্তরস্য তাৎপর্য্যমাহ তদিত্যাদিনা। বিবক্ষিতং জিজ্ঞাসিতমিত্যর্থঃ। স্তুতিফলমাহ শ্রোত্রেতি। ন কেবলমাপ্তোক্তেরেব ক্ষেত্রাদিযাথাত্ম্যং সম্ভাবিতং কিন্তু বেদবাক্যাদপীত্যাহ ছন্দোভিশ্চেতি। ঋগাদীনাং চতুর্ণামপি বেদানাং নানাপ্রকারত্বং শাখাভেদাদ্দৃষ্টং ন কেবলং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমুক্তং যাথাত্ম্যং কিন্তু যৌক্তিকঞ্চেত্যাহ কিঞ্চেতি। কানি তানি সূত্রাণীত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মেত্যেবেতি। আদিপদেন ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমথ যোঽন্যাং দেবতামিত্যাদীনি বিদ্যাবিদ্যাসূত্রাণ্যুক্তানি আত্মেতি ক্ষেত্রজ্ঞোপাদানং তচ্চ ক্ষেত্রোপলক্ষণং অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদীন্যপি সূত্রাণ্যত্র গৃহীতান্যন্যথাচ্ছন্দোভিরিত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাদিতিমত্বা বিশিনষ্টি হেতুমদ্ভিরিতি॥ ৫॥

রামানুজ।—তদিদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যমৃষিভিঃ পরাশরাদিভি র্বহুধা বহুপ্রকারং গীতং "অহং ত্বং চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্। কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যাসঞ্চিতম্ কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু। আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। তথা পিণ্ডঃ পৃথক্ পুংসঃ শিরঃ পাণ্যাদিলক্ষণঃ। ততোঽহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যহং।" তথাচ "কিং ত্বমেতচ্ছিরঃ কিং তু উরস্তব তথোদরং। কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতৎ কিং মহীপতে। সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথক্ ভূপ ব্যবস্থিতং। কোঽহমিত্যেব নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব।" ইতি এবং বিবিক্তয়োর্দ্বয়ো র্ব্বাসুদেবাত্মকং চাহুঃ "ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ। বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ।" ইতি ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ পৃথক্ বিবিধৈশ্ছন্দোভিঃ ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বভিঃ দেহাত্মনোঃ স্বরূপং পৃথক্ গীতং "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নং। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়" ইতি। শরীরস্বরূপমভিধায় তস্মাদনন্তরং প্রাণময়ং তস্মাচ্চানন্তরং মনোময়মভিধায় "তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়" ইতি ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমভিধায় "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়" ইতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যাপ্যন্তরাত্মতয়া আনন্দময়ঃ পরমাত্মা বিহিতঃ এবমৃক্‌সামাথর্ব্বসু চ তত্র তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ পৃথক্ ভাব স্তয়োর্ব্রহ্মাত্মকত্বং চ সুস্পষ্টং গীতং ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদনসূত্রাখ্যৈঃ পদৈঃ শারীরকসূত্রৈর্হেতুমদ্ভির্হেতুযুক্তৈঃ বিনিশ্চিতৈ র্নির্ণয়ান্তৈ র্ন বিয়দশ্রুতেরিত্যারভ্য

ক্ষেত্রপ্রকারনির্ণয় উক্তঃ। নাত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্য ইত্যারভ্য জ্ঞাতে এবেত্যাদিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-যাথাত্ম্যনির্ণয় উক্তঃ। পরাত্তু তচ্ছ্রুতে রিতি চ ভগবৎপ্রবর্ত্তৃত্বেন ভগবদাত্মকত্বমুক্তম্ এবং বহুধা গীতং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং ময়া সংক্ষেপেণ সুস্পষ্টমুচ্যমানং শৃণ্বিত্যর্থঃ॥ ৫॥

হনুমান্।—ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভির্গায়ত্র্যাদীনিচ্ছন্দাংসি তন্মন্ত্রৈঃ বিবিধৈঃ নানাপ্রকারৈঃ পৃথগ্বিবেকাদ্গীতম্ দর্শিতম্ কিঞ্চ ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকানি সূত্রাণি পদানি পদ্যন্তে গম্যন্তে এভিরিতি॥ ৫॥

শ্রীধর।—কৈ র্ব্বিস্তরেণোক্তস্থায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ঋষিভিরিতি। ঋষিভি-র্ব্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিস্বরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতং। বিবিধৈর্ব্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভির্ব্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্রতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত"-ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি। তথা ব্রহ্ম পদ্যতে সাক্ষাৎ জ্ঞায়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"ত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতং। কিঞ্চ হেতু-মদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তী"ত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ, প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপ-সংহারৈরেকবাক্যতয়া অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্ব্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তভ্যং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভি "রীক্ষতের্নাশব্দং, আনন্দ-ময়োহভ্যাসাদি"ত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতার্থৈঃ শেষং সমানম্॥ ৫॥

বলদেব।—ইদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং কৈর্ব্বিস্তরেণোক্তম্ যৎ সমাসেন ব্রূষে ইত্যপেক্ষা-য়ামাহ ঋষিভিরিতি। ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিরেতৎ ক্ষেত্রাদিস্বরূপং বহুধা গীতম্, "অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যামপার্থিব। গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি যাত্যয়ম্। কর্ম্মবশ্যা গুণা হ্যেতে সর্ব্বাত্মাঃ পৃথিবীপতে। অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু। আত্মা শুদ্ধোহক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পর" ইত্যাদিভিঃ। তথা ছন্দোভির্ব্বেদৈর্ব্বিবিধৈঃ সর্ব্বৈর্বহুধা তদ্গীতম্। যজুঃ-শাখায়াং তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা ব্রহ্ম পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠেত্যন্তেনান্নময়প্রাণ-ময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাঃ তেষ্বন্নময়াদিত্রয়ং জড়ম্ ক্ষেত্রস্বরূপং ততো ভিন্নবিজ্ঞানময়ো জীবস্তস্য ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রস্বরূপম্। তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্ব্বান্তর আনন্দময় ইতীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমুক্তম্। এবং বেদান্তরেষু মৃগ্যম্। ব্রহ্মসূত্ররূপৈঃ পদৈর্ব্বাক্যৈশ্চ তদ্যাথাত্ম্যং গীতম্। তেষু ন বিয়দশ্রুতেরিত্যাদিনা ক্ষেত্রস্বরূপম্। নাত্মা শ্রুতেরিত্যাদিনা জীবস্বরূপম্। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেরিত্যাদিনা ঈশ্বরস্বরূপম্ স্ফুটমস্তৎ॥ ৫॥

মধুসূদন।—কৈর্ব্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়াং শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থং স্তবন্নাহ ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্রেষু ধারণাধ্যানবিষয়ত্বেন বহুধা গীতং নিরূপিতং। এতেন

ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তং। বিবিধৈর্নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈঃ ছন্দোভির্ঋগাদিমন্ত্রৈর্ব্রাহ্ম-ণৈশ্চ পৃথগ্বিবেকতোগীতং। এতেন কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তং। ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন প্রতিপাদ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তী"ত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি, তথা পদ্যতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎপ্রতিপাদ্যত এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে"-ত্যাদীনি তৈর্ব্রহ্মসূত্রৈঃ পদৈশ্চ হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়" মিত্যুপক্রম্য "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েতেতি" নাস্তিকমতমুপন্যস্য "কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতে" ত্যাদিযুক্তিঃ প্রতিপাদয়দ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ উপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়া সন্দেহশূন্যার্থপ্রতিপাদকৈঃ বহুধা গীতং চ এতেন জ্ঞানকাণ্ডপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তং। এবমেতৈরতিবিস্তরেণোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যং সংক্ষেপেণ তুভ্যং কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ। অথবা ব্রহ্মসূত্রাণি তানি পদানি চেতি কর্ম্মধারয়ঃ তত্র বিদ্যা-সূত্রাণি আত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদীনি অবিদ্যাসূত্রাণি ন স বেদ যথা পশুরিত্যাদীনি তৈর্গীতমিতি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—বক্ষ্যমাণেঽর্থে প্রমাণমাহ ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদ্যৈর্ব্বহুধা গীতং যোগবাশিষ্ঠাদৌ প্রতিপাদিতং ছন্দোভির্ব্বেদৈ র্মন্ত্রৈর্ব্বা পৃথক্ প্রতিশাখং অনেকপ্রকারং গীতং ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ ব্রহ্মণঃ সূচকানি সমুচ্চিত্য বাক্যভাবমাপন্নানি ব্রহ্মসূচকৈ র্ব্রাহ্মণবাক্যৈরিত্যর্থঃ, তত্ত্বমসীত্যাদ্যৈ র্হেতুমদ্ভিঃ "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূল-মন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজা" ইত্যাদিনা কার্য্যলিঙ্গকান্যনুমানানি ব্রহ্মাধিগমায় প্রদর্শয়ন্তো হেতবঃ তদ্বদ্ভির্নিশ্চিতৈঃ অসকৃদভ্যাসেন সকলশঙ্কাপঙ্কক্ষালনেন নিশ্চিতার্থৈঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ স্বরূপং এতৈঃ সর্ব্বৈর্যদ্গীতং তৎশৃণু ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—কৈর্ব্বিস্তরেণোক্তস্তাস্য সংক্ষেপঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ। ঋষিভির্ব্বশিষ্ঠাদিভি-র্যোগশাস্ত্রেষু ছন্দোভির্ব্বেদৈশ্চ। ব্রহ্মসূত্রাণি অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদীনি তান্যেব পদানি ব্রহ্ম-পদ্যতে জ্ঞায়তে এভিরিতি তানি তথা তৈঃ কীদৃশৈর্হেতুমদ্ভিঃ ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যানন্দময়োঽভ্যাসা-দিতি যুক্তিমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিজ্ঞান নিমিত্ত শ্রোতাকে নিবিষ্ট-চিত্ত করিবার অভিপ্রায়ে, অধিকন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও গভীরত্ব প্রতিপাদন করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সর্ব্ববাদী সম্মতত্ত্বের সমর্থন করিতেছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিষয়ক কথিতরূপ গূঢ়তত্ত্ব বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ (১৭৭৩। ১৮১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) নানা প্রকারে পরিকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা যোগশাস্ত্রাদিতে আত্মাকে ধ্যান ও ধারণার বিষয়ীভূত পরম বস্তু বলিয়া বিবিধ বিধানে

প্রতিপাদন করিয়াছেন। এতাবতা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতি-পাদিত ইহাই সূচিত হইল। ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব বেদেও এই আত্মতত্ত্ব নানা প্রকারে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি নানাবিধ হোম যজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ড দ্বারা এবং বহুবিধ দেবতারূপে পরমাত্মার উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়া বেদসমূহ বিবিধ বিধানে আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব কর্ম্মকাণ্ড সম্মত প্রদিপাদিত হইল। যে শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয়, তাহাই ব্রহ্মসূত্র। সেই তটস্থ লক্ষণপর উপনিষদ্ বাক্যরূপ ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ৩য় বল্লী) ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহা হইতে এই সকল ভূত সঞ্জাত হয়, যাঁহা দ্বারা জাত ভূত সকল জীবন ধারণ করে, প্রয়াণের পর যাঁহার মধ্যে সকলে প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এবংবিধ বহু অত্যুদার উক্তি দ্বারা উপনিষদরূপ (৩১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মের মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাতে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে ; ব্রহ্ম লাভই যে বাক্য সমূহের মুখ্য লক্ষ্য সেই ব্রহ্মসাধক পদও বলিতেছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। ব্রহ্ম-বাদিগণ এবংবিধ বিবিধ বাক্যে আত্মতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা কার্য্যকারণ জ্ঞানসম্পন্ন, বিচারনিপুণ, সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারাও নাস্তিকগণের প্রতিকূল-মত খণ্ডন করিয়া আত্মতত্ত্ব মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।" অর্থাৎ হে সৌম্য! পূর্ব্বে সেই সৎই বিদ্যমান। তাঁহারা বাক্যের উপক্রম ও উপসংহারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ ও অবিসংবাদিত ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানকাণ্ড প্রতিপাদ্যত্ব সমর্থিত হইল। যদি বা ব্রহ্মসূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" (বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ১ম সূত্র) ইত্যাদি বেদান্তদর্শন সূত্র লক্ষিত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তচ্ছাস্ত্রীয় পদসমূহ ব্রহ্মাবধারণমূলক এবং ব্রহ্মজ্ঞানবিধায়ক।

মহাপুরুষগণও শাস্ত্রসমূহ বিবিধ বিধানে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন, এবং আত্মাববোধের নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস স্বীকার করিয়া বিবিধ উপায়াবধারণ

করিয়াছেন। সেই বহু বিস্তৃত বহু মহাজনের রসনাস্থিত তত্ত্বকথা শ্রবণ ও ধারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই জন্য আমি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে সেই তত্ত্বের বিন্যাস করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬। ৭ ॥

অন্বয়।—মহাভূতানি (আকাশাদীনি) অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ (ধীবৃত্তিঃ) অব্যক্তম্ (মূলপ্রকৃতিঃ) এব চ, দশ ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) একং (মনঃ) চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (শব্দাদয়ঃ) চ, ইচ্ছা (সুখস্পৃহা) দ্বেষঃ (ক্রোধঃ) সুখং দুঃখং সংঘাতঃ (ভূতসমষ্টিশরীরং) চেতনা ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) এতৎ সবিকারং (বিকারযুক্তং) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপেণ) উদাহৃতম্ (উক্তম্) ॥ ৬। ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—পঞ্চ-মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, এবং মূল-প্রকৃতি, দশ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ শব্দস্পর্শাদি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ভূতসমষ্টি-দেহ, চেতনা, ধৈর্য্য এই বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে কথিত হইল ॥ ৬। ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধিবৃত্তি, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়, অনুরাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা এবং ধৈর্য্য ইহাই বিকারশীল ক্ষেত্র বলিয়া সংক্ষেপে কথিত হইল ॥ ৬। ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—স্তুত্যাভিমুখীভূতায়ার্জ্জুনায়াহ ভগবান্ মহাভূতানীতি। মহাভূতানি মহান্তি চ তানি ভূতানি সর্ব্ববিকারব্যাপকত্বাদ্ভূতানি চ সূক্ষ্মাণি ন স্থূলানি, স্থূলাণি ত্বিন্দ্রিয়গোচর-শব্দেনাভিধায়িষ্যন্তে অহঙ্কারোমহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণোঽহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা তৎকারণমব্যক্তমেব চ ন ব্যক্তমব্যক্তমব্যক্তমব্যাকৃতমীশ্বরশক্তিঃ মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তম্ এবশব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেবাষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ, চ শব্দোভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বাক্পাণ্যাদীনি পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তান্যেতানি সঙ্খ্যাতশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি আচক্ষতে। অথেদানীং আত্মগুণা ইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব ন তু ক্ষেত্রজ্ঞস্যেত্যাহ ভগবান্ ইচ্ছা দ্বেষ ইতি। ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভ্যমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি সেয়মিচ্ছান্তঃ-করণধর্ম্মোজ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং, তথা দ্বেষো যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেনানুভূতবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়-মুপলভ্যমানস্তং দ্বেষ্টি সোঽয়ং দ্বেষোজ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব, তথা সুখমনুকূলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব, দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাদপি ক্ষেত্রং, সংঘাতোদেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিস্ত-স্যামভিব্যক্তান্তঃকরণবৃত্তিঃ তপ্ত ইব লৌহপিণ্ডেঽগ্নিরাত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা সা চ ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ত্বাৎ, ধৃতির্যয়াবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রং, সর্ব্বান্তঃকরণ-ধর্ম্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদিগ্রহণং যত উক্তং তদুপসংহরতি এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং সহ বিকারেণ মহদাদিনোদাহৃতমুক্তং যস্য ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইত্যুক্তং তৎ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভেদভিন্নং ধৃত্যন্তম্॥ ৬। ৭॥

আনন্দগিরি।—ক্ষেত্রাদি যাথাত্ম্যশ্রুত্যা প্রলোভিতায় কিন্তদিতি জিজ্ঞাসবেযথোদ্দেশং ক্ষেত্রং নির্দ্দিশতি স্তুত্যেতি। মহত্ত্বে হেতুমাহ সর্ব্বেতি। ভূতশব্দেন স্থূলানামপি বিশেষাভাবাদ্গ্রহে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স্থূলানীতি। অহঙ্কারোঽহংপ্রত্যয়লক্ষণ ইতি সম্বন্ধঃ। ভূতানাং প্রাতীতি-কত্বেনাভিমানমাত্রাত্মত্বং মত্বাহঙ্কারং বিশিনষ্টি মহাভূতেতি। মহতঃ পরমিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং মহচ্ছ-ব্দার্থমহঙ্কারহেতুমাহ অহঙ্কারেতি। ঈশ্বরশক্তিরিত্যুক্তে চৈতন্যমপি শঙ্কতে তদর্থমাহ মমেতি। অবধারণরূপমর্থমেব স্ফুটয়তি এতাবত্যেবেতি। পঞ্চতন্মাত্রাণ্যহঙ্কারোমহদব্যক্তমিত্যষ্টধাভিন্নত্বং মূলপ্রকৃত্যা সহ তন্মাত্রাদিভেদানাং সমুচ্চয়শ্চকারার্থঃ। দশেন্দ্রিয়াণ্যেব বিভজ্য ব্যুৎপাদয়তি শ্রোত্রেত্যাদিনা। তদেব প্রশ্নদ্বারা স্ফুটয়তি। কিন্তদিতি শব্দাদিবিষয়শব্দেন স্থূলানি ভূতানি গৃহ্যন্তে। উক্তেষু তন্মাত্রাদিষু তন্ত্রান্তরীয়সম্মতিমাহ তানীতি। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত ষোড়শকশ্চ বিকার ইতি পঠন্তি অব্যক্তাহঙ্কারাদীনাস্ত্রৈগুণ্যাভিমানাদিধর্ম্মকত্বং প্রসিদ্ধমিতি। শব্দাদীনামেব গ্রহণে কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ানুক্তেরৈব্বরূপ্যপ্রসঙ্গাৎ ক্ষেত্রৈক্যনিরূপণস্য চ প্রকৃতত্বাৎ স্বরূপনির্দ্দেশেনৈব তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেতি ব্যাখ্যাতমিদানীমিচ্ছাদীনামাত্মবিকারত্ব-নিবৃত্তয়ে ক্ষেত্রবিকারত্বনিরূপণেন যদ্বিকারীত্যেতন্নিরূপয়ন্মতান্তরনিবৃত্তিপরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি অথেতি। সর্ব্বজ্ঞোক্তিবিরোধাদ্ধেয়ং বৈশেষিকমতমিতি মত্বোক্তং ভগবানিতি। উপলব্ধ-জাতীয়স্যোপলভ্যমানস্যাদানেচ্ছায়াং হেতুমাহ সুখেতি। ইতিশব্দো হেত্বর্থঃ সুখহেতুত্বাত্তস্মিন্নিচ্ছে-

ত্যর্থঃ ইচ্ছাং সুখতদ্ধেতুবিষয়ত্বেন ব্যাখ্যায়াত্মধর্ম্মত্বং তস্যাবুদ্যস্যতি সেয়মিতি। তথাপি কথং ক্ষেত্রান্তর্ভূতত্বং তত্রাহ জ্ঞেয়ত্বাদিতি। ইচ্ছাবৎ দ্বেষোঽপি ধর্ম্মো বুদ্ধেরিত্যাহ তথেতি। কোঽসৌ দ্বেষো যস্য বুদ্ধিধর্ম্মত্বং তত্রাহ যজ্জাতীয়মিতি। তস্যাপীচ্ছাবৎক্ষেত্রান্তর্ভাবমাহ সোঽয়মিতি। ইচ্ছাদ্বেষবদ্বুদ্ধিধর্ম্মসুখমপীত্যাহ তথেতি। তস্যাপি স্বরূপোক্ত্যা ক্ষেত্রান্তঃপাতিত্বমাহ অনুকূলমিতি। দুঃখস্যাপি স্বরূপোক্ত্যা ক্ষেত্রমধ্যবর্ত্তিত্বমাহ দুঃখমিতি। দেহেন্দ্রিয়াত্মবাদৌ ব্যুদসিতুং ক্ষেত্রান্তর্ভূতমেব সঙ্ঘাতং বিভজতে দেহেতি। বিজ্ঞানবাদং প্রত্যাহ তস্যামিতি। তপ্তে লৌহপিণ্ডে বহ্নেরভিব্যক্তিবদুক্তসংহতৌ বুদ্ধিবৃত্তিরভিব্যজ্যতে তত্র চাগ্নিরভিব্যক্তোলৌহপিণ্ডমেবাগ্নিবুদ্ধ্যা গ্রাহয়তি তথাত্মচৈতন্যং বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং তামেবাত্মতয়া বোধয়ত্যতস্তদাভাসানুবিদ্ধা সৈব চেতনেত্যুচ্যতে সাচ মুখ্যাচেতনং প্রতি জ্ঞেয়ত্বাদতদ্রূপত্বাৎ ক্ষেত্রমেবেত্যর্থঃ। ধৃতিস্বরূপোক্ত্যা ক্ষেত্রত্বম্ তস্যা দর্শয়তি ধৃতিরিত্যাদিনা। নন্বন্যেঽপি সঙ্কল্পাদয়ো যে মনোধর্ম্মাঃ সন্তি তে কিমিত্যত্র ক্ষেত্রত্বেন নোচ্যন্তে তত্রাহ সর্ব্বেতি। তস্যোপলক্ষণার্থত্বে হেতুমাহ যত ইতি ইচ্ছাদিবদস্মিন্নবসরে সঙ্কল্পাদীনামপি দর্শিতত্বম্ সিদ্ধবৎকৃত্য প্রকরণবিভাগার্থং যতো ভগবদুক্তম্ ক্ষেত্রমুপসংহরত্যতো যুক্তমিচ্ছাদি গ্রহস্য সর্ব্বানুক্তবুদ্ধিধর্ম্মোপলক্ষণার্থত্বমিত্যর্থঃ। বিরক্তস্য জ্ঞানাধিকারায় বৈরাগ্যার্থম্ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতমিত্যনুবদতি যস্যেতি। ক্ষেত্রভেদজাতস্য ব্যষ্টিদেহবিভাগস্য সর্ব্বস্যেত্যর্থঃ সংহতিঃ সমষ্টিঃ শরীরম্॥ ৬। ৭॥

রামানুজ।—মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চেতি ক্ষেত্রারম্ভকদ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশমহাভূতানি অহঙ্কারো ভূতাদিঃ বুদ্ধির্মহান্ অব্যক্তং প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয়গোচরা ইতি ক্ষেত্রাশ্রিতানি তত্ত্বানি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তানি দশ একমিতি মনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিতি ক্ষেত্রকার্য্যাণি ক্ষেত্রবিকারা উচ্যন্তে যদ্যপীচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখান্যাত্মধর্ম্মভূতানি তথাপ্যাত্মনঃ ক্ষেত্রসম্বন্ধপ্রযুক্তানীতি ক্ষেত্রকার্য্যতয়া ক্ষেত্রবিকারা উচ্যন্তে তেষাং পুরুষধর্ম্মত্বং "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইতি বক্ষ্যতে। সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ আধৃতিরাধারঃ সুখদুঃখে ভুঞ্জানস্য ভোগাপবর্গৌ সাধয়তশ্চ চেতনস্যাধারতয়োৎপন্নো ভূতসংঘাতঃ প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তদ্রব্যারব্ধমিন্দ্রিয়াশ্রয়ভূতম্ ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখবিকারভূতসংঘাতরূপং চেতনসুখদুঃখোপভোগাধারত্বপ্রয়োজনং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং ভবতি। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সংক্ষেপেণ সবিকারং সকার্য্যমুদাহৃতম্॥ ৬। ৭॥

হনুমান্।—অহঙ্কারো মহাভূতকারণং তৎকারণং (মহাভূতকারণং) অব্যক্তমীশ্বরশক্তিঃ মম মায়াদুরত্যয়েত্যুক্তং যচ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাৎ নিবর্ত্তকত্বাৎ, পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনশ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়গোচরা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তান্যেতানি সাংখ্যাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে। অথেদানীমাত্মগুণা ইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্র ধর্ম্মা এব নতু ক্ষেত্রজ্ঞস্যেত্যাহ ভগবান্ সংঘাতঃ কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকশরীরং চেতনা শরীরস্য নিত্যসিদ্ধাত্মচৈতন্যপ্রকাশঃ ধৃতিরুৎসাহঃ এতদিতি সর্ব্বান্তঃকরণ ধর্ম্মোপলক্ষণার্থং সবিকারং বিকারসহিতং বিকারাণীন্দ্রিয়াণি॥ ৬। ৭॥

শ্রীধর।—তৎক্ষেত্রস্বরূপমাহ মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাং। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, একঞ্চ মনঃ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এক শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তু ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বাদাত্মধর্ম্মাঃ অপি তু মনোধর্ম্মাঃ অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এবোপলক্ষণঞ্চৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাং। তথাচ শ্রুতিঃ,—"কামঃ সঙ্কল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ॥ ৬। ৭॥

বলদেব।—তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদ্যর্দ্ধকেন বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেত্রস্বরূপমাহ মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাং। মহাভূতানি পঞ্চ খাদীনি অহঙ্কারস্তদ্ধেতুস্তামসো ভূতাদিসংজ্ঞঃ বুদ্ধিস্তদ্ধেতুর্জ্ঞানপ্রধানো মহান্ অব্যক্তং তদ্ধেতু ত্রিগুণাবস্থং প্রধানম্। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বাগাদীনি চ পঞ্চেতি দশ বাহ্যানি রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণি, একং সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমন্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেবমেকাদশেন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চেতি ভূতাদিখাদ্যন্তরালিকাঃ সূক্ষ্মাঃ শব্দাদিতন্মাত্রা খাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তঃ স্থূলাঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকগ্রাহ্যা বিষয়া ইত্যর্থঃ। এবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকং ক্ষেত্রং জ্ঞেয়ম্। ইচ্ছাদয়শ্চত্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ সংকল্পাদীনামুপলক্ষণমেতৎ এতে মনোধর্ম্মাঃ। "কামসংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি" শ্রুতে। যদ্যপ্যাত্মধর্ম্মা ইচ্ছাদয়ঃ য আত্মেত্যাদৌ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রবণাৎ। "পঠেৎ য ইচ্ছেৎ পুরুষ" ইতি সহস্রনামস্তোত্রাৎ "পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে"ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ তথাপি মনোদ্বারাভিব্যক্তের্মনোধর্ম্মত্বমতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতঃ সংঘাতো ভূতপরিণামো দেহঃ স চ চেতনা ধৃতিঃ ভোগায় মোক্ষায় চ যতমানস্য চেতনস্য জীবস্যাধারতয়োৎপন্ন ইত্যর্থঃ। অত্র প্রধানাদিদ্রব্যাণি ক্ষেত্রান্তরকাণীতি যচ্চেত্যস্য শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাশ্রিতানীতি যাদৃগিত্যস্য ইচ্ছাদীনি ক্ষেত্রকার্য্যাণীতি যদ্বিকারীত্যস্য চেতনা ধৃতিরিতি যতশ্চেত্যস্য সংঘাত ইতি যদিত্যস্যোত্তরমুক্তম্ এতৎ ক্ষেত্রম্ সবিকারং জন্মাদিষড়্বিকারোপেতমুদাহৃতমুক্তম্॥ ৬। ৭॥

মধুসূদন।—এবং প্ররোচিতায়ার্জ্জুনায় ক্ষেত্রস্বরূপং তাবদাহ দ্বাভ্যাং। মহান্তি ভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণভূতোঽভিমানলক্ষণঃ, বুদ্ধিরহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বমধ্যবসায়লক্ষণম্, অব্যক্তং তৎকারণং সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকং প্রধানং সর্ব্বকারণং ন কস্যাপি কার্য্যং। এবকারঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেবাষ্টধা প্রকৃতিঃ। চশব্দোভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। তদেবং সাঙ্খ্যমতেন ব্যাখ্যাতম্। ঔপনিষদানাং তু অব্যক্তমব্যাকৃতমনির্ব্বচনীয়ং মায়াখ্যা পারমেশ্বরী শক্তির্মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তং। বুদ্ধিঃ সর্গাদৌ সদ্বিষয়মীক্ষণং, অহঙ্কারঃ ঈক্ষণানন্তরমহং বহু স্যামিতি সঙ্কল্পঃ, তত আকাশাদিক্রমেণ পঞ্চভূতোৎপত্তিরিতি ন হ্যব্যক্তমহদহঙ্কারাঃ সাঙ্খ্যসিদ্ধা ঔপনিষদৈরুপগম্যন্তে অশব্দত্বাদিহেতুভিরিতি স্থিতং। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু

মহেশ্বরম্। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি" শ্রুতিপ্রতিপাদিত-মব্যক্তং তদৈক্ষতেতীক্ষণরূপা বুদ্ধিঃ "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" বহুভবনসঙ্কল্পরূপোঽহঙ্কারঃ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি" পঞ্চভূতানি শ্রৌতানি অয়মেবপক্ষঃ সাধীয়ান্ ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি তানি একঞ্চ মনঃ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মাত্মকং, পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তে বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাপ্যত্বেন বিষয়াঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং তু কার্য্যত্বেন। তান্যেতানি সাঙ্খ্যাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে। ইচ্ছা সুখে তৎসাধনে চেদং মে ভূয়াদিতি স্পৃহাত্মা চিত্তবৃত্তিঃ, কাম ইতি রাগ ইতি চোচ্যতে। দ্বেষঃ দুঃখে তৎসাধনে চেদং মে মাভূদিতি স্পৃহাবিরোধিনী চিত্তবৃত্তিঃ ক্রোধ ইতীর্ষ্যেতি চোচ্যতে, সুখং নিরুপাধীচ্ছাবিষয়ীভূতা ধর্ম্মাসাধারণকারণিকা চিত্তবৃত্তিঃ পরমাত্মসুখব্যঞ্জিকা, দুঃখং নিরুপাধিদ্বেষবিষয়ীভূতা চিত্তবৃত্তিরধর্ম্মাসাধারণকারণিকা, সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূতপরিণামঃ সেন্দ্রিয়ং শরীরং চেতনা স্বরূপজ্ঞানব্যঞ্জিকা প্রমাণাসাধারণকারণিকা চিত্তবৃত্তির্জ্ঞানাখ্যা ধৃতিরবসন্নানাং দেহেন্দ্রিয়াণামবষ্টম্ভহেতুঃ প্রযত্নঃ, উপলক্ষণমেতদিচ্ছাদিগ্রহণং সর্ব্বান্তঃকরণধর্ম্মাণাং। তথাচ শ্রুতিঃ, "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মনঃ এবেতি।" মৃদ্ঘটবদুপাদানাভেদেন কার্য্যাণাং কামাদীনাং মনোধর্ম্মত্বমাহ। এতৎপরিদৃশ্যমানং সর্ব্বং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং জড়ং ক্ষেত্রজ্ঞেন সাক্ষিণাবভাস্যমানত্বাত্তদনাত্মকং ক্ষেত্রং ভাস্যমচেতনং সমাসেনোদাহৃতমুক্তং। ননু শরীরেন্দ্রিয়সংঘাত এব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি লোকায়তিকাঃ। চেতনা ক্ষণিকং জ্ঞানমেবাত্মেতি সুগতাঃ। ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গমিতি নৈয়ায়িকাঃ। তৎ কথং ক্ষেত্রমেবৈতৎ সর্ব্বমিতি, তত্রাহ সবিকারমিতি। বিকারোজন্মাদি-র্নাশান্তঃ পরিণামোনৈরুক্তৈঃ পঠিতঃ তৎসহিতং সবিকারমিদং মহাভূতাদিধৃত্যন্তমতোন বিকার-সাক্ষি স্বোৎপত্তিবিনাশয়োঃ স্বেন দ্রষ্টুমশক্যত্বাৎ অন্যেষামপি স্বধর্ম্মাণাং স্বদর্শনানুপপত্তেঃ স্বেনৈব স্বদর্শনে চ কর্তৃকর্ম্মবিরোধাৎ নির্ব্বিকার এব সর্ব্ববিকারসাক্ষী। তদুক্তং, "নর্তে স্যাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কাঽবিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়া সহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ" ॥ ইতি, তেন বিকারিত্বমেব ক্ষেত্রচিহ্নং নতু পরিগণনমিত্যর্থঃ ॥ ৬। ৭ ॥

নীলকণ্ঠ —তত্র যচ্চ যাদৃক্চ যদ্বিকারী চেত্যেতদ্ ব্যাচষ্টে মহাভূতানীতি। চকারো ভিন্নক্রমঃ বুদ্ধিশ্চেতি বুদ্ধিপদাদুপরি দ্রষ্টব্যঃ।যৎ ক্ষেত্রং শরীরাখ্যমুক্তং তৎ অব্যক্তমেব "শরীরং রথমেবতু"তি শ্রুতৌ অব্যক্তপদেন তস্যৈব গ্রহণাৎ ক্ষেত্রস্বরূপমুক্ত্বা প্রকারমাহ মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তপ্রকারৈ রঙ্কুরিতং মহাভূতশব্দেন পঞ্চ তন্মাত্রাণি অহঙ্কারঃ বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বমুচ্যতে, সপ্ত হি তান্যেব করণানি ভাসন্তে তৎপ্রকারক এব ভূতগণ ইতি এতাবৎ প্রকারমেব ক্ষেত্রমি-ত্যুক্তং, যদ্বিকারীত্যস্যোত্তরমাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চেত্যেকাদশ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণানি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি মনশ্চেত্যেকাদশ ইন্দ্রিয়াণাং গোচরা বিষয়া স্থূলাবিয়দাদয়ঃ পঞ্চ, অয়ং ষোড়শকো বিকার এব, এতান্যেব সাংখ্যা-

শ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি গণ্যন্তে এতাবাংস্ত্বস্মাকং বিশেষঃ তৈঃ স্বতন্ত্রা সত্যা চ প্রকৃতিরুচ্যতে অস্মাভির্মায়ারূপা মিথ্যা ঈশ্বরাধীনা চোচ্যত ইতি, তথাচ শ্রুতিঃ "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি তস্মাৎ সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াং ভগবতাশ্রিতেতি ন ভ্রমিতব্যম্। যতশ্চ বিকারাৎ যজ্জায়ত ইত্যুক্তং তদাহ ইচ্ছেতি। ইচ্ছা সুখে তৎসাধনে বা স্পৃহারূপা চিত্তবৃত্তিঃ ইদং মে মম ভূয়াদিতি সাকাম ইতি রাগ ইতি চোচ্যতে, দ্বেষ দুঃখে তৎসাধনে চ ইদং মে মা ভূদিতি স্পৃহাবিরোধিনী চেতোবৃত্তিঃ সুখদুঃখে প্রসিদ্ধে, সঙ্ঘাতঃ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।" ইতি শ্রুতেরিন্দ্রিয়মনশ্চিদাত্মনামেকো লোলীভাবরূপো ভোক্তা, চেতনা যা পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিঃ সৈব শুদ্ধা স্বত্ত্বময়ত্বাদ্বিমলাদর্শবচ্চিৎপ্রতিবিম্বগ্রাহিণী তপ্তায়ঃপিণ্ডো বহ্নিত্বমিব স্বয়মচেতনাহপি চেতনত্বং প্রাপ্তা যয়া ব্যাপ্তঃ স্থূলপিণ্ডোহপি চেতন এব প্রতীয়তে, সেয়ং চেতনা মনঃসংজ্ঞিতা সৈব ইচ্ছাদি-রূপা পরিণমতে, তথাচ শ্রুতিঃ "সংকল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি" কামাদীনাং মনোবৃত্তিত্বমাহ, এতৎক্ষেত্রমব্যক্তাখ্যং সবিকারং বিকারেণ মহদা-দিনা তদ্বিকারেণ চেচ্ছাদিনা সহিতম্ উদাহৃতম্। নন্বিচ্ছাদয়োহহংপ্রত্যয়বিষয়স্যাত্মনোধর্ম্মা ইতি কাণাদা বদন্তি সত্যমেব বদন্তি তে পরন্তু সোহস্মাকং মুখ্য আত্মৈব ন ভবতি, তস্য শুদ্ধায়াং চিতি অভেদেনাধ্যস্তত্বাদিতি প্রাগেবোক্তম্ অতঃ ক্ষেত্রান্তর্গতস্যাহমর্থস্য দৃশ্যস্য তাদৃশা এব দৃশ্যা ইচ্ছাদয়ো ধর্ম্মাঃ সন্তু ন তু নঃ কিঞ্চিচ্ছিন্নম্। আত্মনোহসঙ্গত্বমহঙ্কারস্যানৃতত্বঞ্চ অনুভবসিদ্ধং শ্রুতী অপ্যনুবদতঃ, অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইতি অমৃতেন হি প্রত্যূঢ়া ইতি ॥ ৬। ৭॥

বিশ্বনাথ।—তত্র ক্ষেত্রস্য স্বরূপমাহ মহাভূতানীতি। মহাভূতানি আকাশাদীনি। অহঙ্কারস্তৎকারণম্ বুদ্ধির্বিজ্ঞানাত্মকম্ মহত্তত্ত্বমহঙ্কারকারণম্, অব্যক্তম্ প্রকৃতির্মহত্তত্ত্বকারণম্, ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি দশ, একঞ্চ মনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়োবিষয়াঃ। তদেবম্ চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মকমিতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ সংঘাতং পঞ্চমহাভূতপরিণামোদেহঃ। চেতনা জ্ঞানাত্মিকামনোবৃত্তিঃ। ধৃতি র্ধৈর্য্যম্ ইচ্ছাদয়শ্চৈতে মনোধর্ম্মা এব নত্বাত্মধর্ম্মাঃ। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃ-পাতিন এব, উপলক্ষণম্ চ এতৎ সংকল্পাদীনাম্ তথাচ শ্রুতিঃ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভী রিত্যেতৎ সর্ব্বংমন এব" ইতি অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্ জন্মাদি ষড়্‌বিকারসহিতম্॥ ৬। ৭॥

তাৎপর্য্য।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তৎশ্রবণে অর্জ্জুনের চিত্ত প্ররোচিত ও তদভিমুখী হইয়াছিল। অধুনা শ্রীভগবান্ সমালোচ্য শ্লোকদ্বয়ে ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (৭ অধ্যায় ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত আর যে যে তত্ত্বের সম্মিলন হইলে ক্ষেত্র সংগঠিত হয়, তাহা ক্রমশঃ কথিত হইতেছে। অহঙ্কার অর্থাৎ তাহার কারণ স্বরূপ অভিমান; মহত্তত্ত্ব স্বরূপ জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি; তাহারও কারণ স্বরূপ সত্ত্বরজোতমো-

গুণাত্মক· প্রধান মূলকারণ অব্যক্ত। এই স্থলে মূলে "এব" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; সমর্থন সহকারে প্রকৃতিকে নির্দ্দেশ করাই ইহার উদ্দেশ্য। পঞ্চ মহাভূত, তৎসহ অহঙ্কার বুদ্ধি ও অব্যক্ত, ইহাই অষ্টধা প্রকৃতি নামে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতির (১৩১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) উল্লিখিতরূপ ধর্ম্ম পরিব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানগর্ভ উপনিষদ্ (৩১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) শাস্ত্রসমূহ এ সম্বন্ধে যাহা পরিব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও কথিত হইতেছে। উপনিষদের মতে অব্যক্ত অব্যাকৃত অনির্ব্বচনীয় মায়াখ্যা পারমেশ্বরী শক্তি। পূর্ব্বে ৭ম অধ্যায় ১৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" বুদ্ধিশব্দে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের পর্য্যবেক্ষণ; সেই দর্শনরূপ অনুভূতির পর "আমি বহু হইব" ইত্যাকার যে সঙ্কল্প তাহারই নাম অহঙ্কার; তদনন্তর সেই বাসনা হইতে আকাশাদি পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।" "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪ অধ্যায়) অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। অপিচ, তাঁহারা ধ্যানযোগনিষ্ঠ হইয়া গুণত্রয় সম্বলিতা দেবাত্মশক্তি অর্থাৎ প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত অব্যক্ত; "তদৈক্ষত" অর্থাৎ দেখিয়াছিলেন, এই শ্রুতি প্রতিপাদিত ঈক্ষণরূপ সামর্থ্যের নাম বুদ্ধি; তদনন্তর "বহুস্যাং প্রজায়েয়" অর্থাৎ বহু প্রজা সৃষ্টি হউক, ইত্যাদি শ্রুতি সঙ্গত বহু প্রজার উৎপাদনার্থ যে সঙ্কল্প তাহার নাম অহঙ্কার। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।" (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বল্লী) অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ শ্রুতিসিদ্ধ পঞ্চ মহাভূত। পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টধা প্রকৃতির সহিত দশেন্দ্রিয়ের যোগ করিতে হইবে। তন্মধ্যে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; তৎসহ সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন; এই ঊনবিংশতি তত্ত্বের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রকেও গ্রহণ করিতে হইবে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞেয়, এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য। সাংখ্যশাস্ত্রের মতানুযায়ী এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ হইল। (৩৮। ১, ১৩১১। ১১১৫। ১৩১১। ৯০৯। পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সুখসাধক পদার্থ আমার হউক, ইত্যাকার যে বাসনা তাহার নাম ইচ্ছা, রাগ ও কাম

এতদুভয় ইচ্ছার নামান্তর। দুঃখ বা তৎসাধক ঘটনা বিশেষ উপস্থিত না হউক, ইত্যাকার যে বিরোধী বাসনা, তাহার নাম দ্বেষ; ইহাকে ক্রোধ বা ঈর্ষারূপেও উল্লেখ করা যায়। পরমার্থ আনন্দোৎপাদক ধর্ম্মজনিত প্রীতিকর চিত্তবৃত্তির নাম সুখ। অধর্ম্মজ গ্লানিরূপ নিরানন্দপূর্ণ চিত্তের অবস্থার নাম দুঃখ। এই কয় প্রকার চিত্তবৃত্তি সংবলিত উক্ত পঞ্চ মহাভূতের পরিণামের নাম শরীর। জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তির নাম চেতনা। অবসন্ন দেহ ও ইন্দ্রিয়কে কার্য্যনিরত রাখিবার নিমিত্ত যে প্রযত্ন তাহার নাম ধৃতি। এই সকল বস্তুতঃ শরীরীর ধর্ম্ম নহে, সঙ্কল্পাত্মক মনেরই ধর্ম্ম। এইগুলি সঙ্কল্পাদি অন্তঃকরণ ধর্ম্ম সমূহের উপলক্ষণ * স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতি র্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মনঃ এব।" অর্থাৎ কাম, সঙ্কল্প, বিকল্প, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা চিন্তা, ভয় এ সকলই মন অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম। মৃৎঘটাদির সম্বন্ধে ঘটের সহিত মৃত্তিকার অভেদত্ব হেতু যেরূপ ঘটে উপাদানত্বের আরোপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ উল্লিখিত চিত্তবৃত্তিসমূহের সহিত মনের অভেদত্ব হেতু তত্তাবতের প্রতি মনোধর্ম্মত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। এই মহাভূত পঞ্চক সংবলিত ইন্দ্রিয়াদি সহকৃত এবং উল্লিখিত মনোবৃত্তিসমূহ সংযুক্ত যে সমবেত জড়দেহ তাহারই নাম ক্ষেত্র। ক্ষেত্রজ্ঞ অবভাসক ও চৈতন্য রূপে তাহাতে অধিষ্ঠিত।

এইরূপ বিচারের পর পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় ভিন্নমতাবলম্বিগণের মতালোচনা পূর্ব্বক আশঙ্কা করিতেছেন যে, যদি লোকায়ত (২৪৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) নামধারী নাস্তিকগণ বলেন যে, এই শরীরেন্দ্রিয় সংঘাতই চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ চৈতন্যরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ এই দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। অথবা যদি সৌগত (২৪৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বা ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন যে, চেতনা বা ক্ষণিকরূপ জ্ঞানই আত্মা, ক্ষণে ক্ষণে যে চৈতন্য বা আমিত্বের জ্ঞান জন্মিতেছে, তাহাই আত্মা। অপিচ নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন

* উপলক্ষণ।—"স্বপ্রতিপাদকত্বে সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বং উপলক্ষণত্বং।" অর্থাৎ যাহা নিজপ্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন করিয়া তৎসমধর্ম্মী অন্য বিষয়ও প্রতিপাদন করে, তাহার নাম উপলক্ষণ। যথা; "দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং। নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং।" অর্থাৎ পতি দেশান্তরে মৃত হইলে সাধ্বী পত্নী স্বামীর পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। (শুদ্ধিতত্ত্ব) এস্থলে পাদুকাদ্বয় উপলক্ষণ। বস্তুতঃ পাদুকা ভিন্ন স্বামীর ব্যবহৃত অন্য কোন পদার্থও গ্রহণ করিয়া চিতারোহণ করিতে পারিবে।

যে, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ দুঃখ, জ্ঞান ইহাই আত্মার ধর্ম্মস্বরূপ। এই বিরোধী মত সমূহ বিদ্যমান থাকিতেও কেন এই ইন্দ্রিয়সংঘাত শরীরকে ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হইল? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই ক্ষেত্র সবিকার। নিরুক্তকার (৩২৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন যে, জন্ম হইতে নাশ পর্য্যন্ত পরিণামকেই বিকার বলে। মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বাত্মক এই ক্ষেত্র সবিকার। যে হেতু এই ক্ষেত্র স্বীয় উৎপত্তি ও বিনাশ স্বয়ং দেখিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ছিল না, এবং বিনাশের পরেও যে থাকিবে না, সে আপনার উৎপত্তি ও বিনাশের সাক্ষী হইতে পারে না। অতএব দেহকে স্বকীয় বিকার-সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা যায় না। অপিচ ইচ্ছা দ্বেষাদি যে সকল মনোবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তাবতেরও স্ব স্ব উৎপত্তি ও নাশ দর্শনের সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নাই। অতএব তত্তাবতকেও বিকার সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং একমাত্র নির্বিকারকেই সর্ব্ববিকার সাক্ষীরূপে পরিগণিত করিতে হইবে। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "যিনি অবিক্রিয় অর্থাৎ বিকার রহিত, তিনিই সর্ব্ব বিকারের সাক্ষীস্বরূপ। অতএব বিকারিত্ব ধর্ম্মই ক্ষেত্রের লক্ষণ। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রতিপক্ষগণের মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

পূর্ব্বে (৪ শ্লোকে) শ্রীভগবান ক্ষেত্র সম্বন্ধে 'যচ্চ', "যাদৃক্ চ", "যদ্বিকারী", "যতশ্চ", "যৎ" এই কয় ভাব প্রদর্শন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব গোস্বামী প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ভগবানের সেই অভিপ্রায় এই স্থলে সফল হইল। প্রধান মহাভূতাদি দ্রব্যসমূহ "যচ্চ" এই শব্দের লক্ষ্য। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও তদাশ্রিত স্পর্শাদি বস্তুসমূহ "যাদৃক্" এর লক্ষ্যস্থল। ক্ষেত্রের কার্য্য-স্বরূপ ইচ্ছাদি "যদ্বিকারি" এর লক্ষ্যভূত। চেতনা ধৃতি "যতশ্চ" ইহার লক্ষ্য। সংঘাত "যৎ" এই প্রতিজ্ঞার উত্তর।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য "চেতনাধৃতি" এই সন্ধিসহকৃত বাক্যাংশে চেতনা ও আধৃতি এইরূপ সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া আধৃতি শব্দের আধার অর্থ অবধারণ করিয়াছেন।

সাংখ্যমতের সহিত বেদান্তের যে বিরোধ আছে, তাহা এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাংখ্যবাদিগণ স্বতন্ত্র সত্যস্বরূপ প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদান্তবাদিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরাধীনা মায়া

ও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন। এই সূক্ষ্ম প্রভেদ শাস্ত্রজ্ঞানাভিলাষিগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা আবশ্যক ॥ ৬। ৭ ॥

——(০)——

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১১ ॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২

অন্বয়।—অমানিত্বম্ (শ্লাঘারাহিত্যং) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভশূন্যত্বং) অহিংসা (পরাপীড়নং) ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবম্ (অকৌটিল্যং) আচার্য্যোপাসনং (সদ্গুরুসেবনং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরমলরাহিত্যং) স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযমঃ), ইন্দ্রিয়ার্থেষু

(শব্দস্পর্শাদিবিষয়ভোগেষু) বৈরাগ্যম্(বিরক্তিঃ) অনহঙ্কারঃ (অহঙ্কার-রাহিত্যং) এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং (জননমরণ-বার্দ্ধক্যরোগদুঃখানাং দোষানুশীলনং) পুত্রদারগৃহাদিষু (স্ত্রীপুত্রভবনাদিষু) অসক্তিঃ (প্রীতিত্যাগঃ) অনভিষ্বঙ্গঃ (মমেত্যধ্যাসরহিতঃ) ইষ্টানিষ্টো-পপত্তিষু (শুভাশুভপ্রাপ্তেষু) নিত্যং (সততং) সমচিত্তত্বং (চিত্তবিকার-শূন্যত্বং) চ অনন্যযোগেন (ঐকান্তিকনিষ্ঠয়া) চ ময়ি (পরমেশ্বরে) অব্যভিচারিণী (অস্খলিতা) ভক্তিঃ বিবিক্তদেশসেবিত্বং (বিজনদেশ-বাসিত্বং) জনসংসদি (প্রাকৃতজনসভায়াং) অরতিঃ (অনুরাগশূন্যতা) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মবিষয়কজ্ঞাননিষ্ঠতা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্ব-জ্ঞানার্থানুশীলনং), এতৎ (সর্ব্বং) জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ (কথিতং) অতো (অস্মাৎ) অন্যথা (বিপরীতং) যৎ [তৎ] অজ্ঞানম্॥ ৮।৯।১০ ১১।১২ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, অকুটিলতা, গুরুসেবা, শুচিত্ব, স্থিরতা, দেহেন্দ্রিয়-সংযম, শব্দাদিবিষয়ভোগে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যত্ব, জন্মমৃত্যু-বার্দ্ধক্য-এবং-দুঃখের-দোষানুশীলন, পুত্র-দারা-প্রভৃতিতে আসক্তি-ত্যাগ, [ও] মমতাশূন্যতা, শুভাশুভপ্রাপ্তিতে সতত সমবোধ, ঐকান্তিক-নিষ্ঠা-দ্বারা আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিজনস্থানে-বাস, সাধারণ-জনসভাতে অনুরাগরাহিত্য, আত্মবিষয়ক-জ্ঞানে-নিষ্ঠা তত্ত্বজ্ঞানার্থের-আলোচনা এই সকল জ্ঞান এইরূপ কথিত হইয়াছে; ইহার বিপরীত যাহা [তাহাই] অজ্ঞান ॥ ৮।৯।১০।১১।১২ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্লাঘাশূন্যতা, দম্ভপরিহার, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, সদ্-গুরুসেবা, বাহ্য এবং অভ্যন্তরের শৌচ, স্থিরচিত্ততা, দেহ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সংযম, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরক্তি, অহঙ্কার ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখের দোষদর্শন, পুত্রকলত্র ভবনাদির মায়া পরিবর্জ্জন এবং তাহাতে অহংজ্ঞানের পরিত্যাগ, শুভাশুভ উভয়েই

সতত সমবুদ্ধি, অনন্যা নিষ্ঠাদ্বারা আমাতে ঐকান্তিকা ভক্তি, নির্জ্জনস্থানে বাস, সাধারণ জনসমাজে যাতায়াত না করা, পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ অর্থাৎ মুক্তির আলোচনা এই সকলই জ্ঞানের লক্ষণ; এবং ইহার বিপরীত লক্ষণই অজ্ঞান॥ ৮।৯।১০।১১।১২॥

শঙ্করাচার্য্য।—ক্ষেত্রজ্ঞোবক্ষ্যমাণবিশেষণোযস্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা বিশেষণং স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবানধুনা তু তজ্জ্ঞান-সাধনগুণমমানিত্বাদিলক্ষণং, যস্মিন্ সতি তৎ জ্ঞেয়বিজ্ঞানযোগ্যোঽধিকৃতো ভবতি, যৎপরঃ সন্ন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিলক্ষণং জ্ঞানসাধনত্বাৎ জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধাতি ভগবান্ অমানি-ত্বমিতি। অমানিত্বং মানিনোভাবোমানিত্বমাত্মনঃ শ্লাঘনস্তদভাবোঽমানিত্বমদম্ভিত্বং স্বধর্ম্মপ্রকটী-করণং দম্ভিত্বং তদভাবোঽদম্ভিত্বমহিংসা অহিংসনং প্রাণিনামপীড়নং, ক্ষান্তিঃ পরাপরাধপ্রাপ্তাব-বিক্রিয়ার্জ্জবমৃজুভাবোঽবক্রত্বমাচার্য্যোপাসনং মোক্ষসাধনোপদেষ্টুরাচার্য্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেন সেবনং, শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনমন্তশ্চ মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলা-নামপনয়নং শৌচং, স্থৈর্য্যং স্থিরভাবো মোক্ষমার্গ এব কৃতব্যবসায়িত্বমাত্মবিনিগ্রহ আত্মন উপকার-কস্যাত্মশব্দবাচ্যস্য কার্য্যকারণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ স্বভাবেন সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তস্য সন্মার্গ এব নিরোধ আত্মবিনিগ্রহঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু বিরাগভাবো বৈরাগ্যমনহঙ্কারোঽহঙ্কারাভাব এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্ আলোচনম্ জন্মনি গর্ভবাসো যোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষস্তস্যানুদর্শনং আলোচনং তথা মৃত্যৌ দোষানুদর্শনং তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনম্ আলোচনং পরিভূততা চেতি তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষানুদর্শনং তথা দুঃখেষ্বধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তেষ্বথ বা দুঃখান্যেব দোষোদুঃখদোষস্তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্ দুঃখং জন্মদুঃখং মৃত্যুদুঃখং ব্যাধিদুঃখং দুঃখনিমিত্তত্বাজ্জন্মাদয়োদুঃখং দুঃখানি ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিত্যেবং জন্মাদিষু দুঃখদোষানুদর্শনাৎ দেহেন্দ্রিয়বিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্যমুপজায়তে ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায় এবং জ্ঞানহেতুত্বাৎ জ্ঞান-মুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ সক্তিঃ সঙ্গোনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রং তদভাবোঽসক্তিরনভিষ্বঙ্গোঽভিষ্বঙ্গাভাবোঽভিষ্বঙ্গো নাম সক্তিবিশেষ এবানন্যাত্ম-ভাবনালক্ষণো যথা অন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি চাহমেব সুখী দুঃখী চ জীবতি মৃতে চাহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি ক্কেত্যাহ পুত্রদারগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু আদিগ্রহণাদন্যেষপ্যত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু তচ্চোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে, নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা ক্ব ইষ্টানিষ্টোপ-পত্তিষু ইষ্টানামনিষ্টানাং চোপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়স্তাস্বিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত[illegible]চিত্তত্ব জ্ঞানং। কিঞ্চ ময়ি চেতি। ময়ি চেশ্বরেঽনন্যযোগেনাপৃথক্‌সমাধিনা নান্যোভগবতোবাসুদেবাৎ পরোঽস্ত্যতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতাঽব্যভিচারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগস্তেন ভজনং ভক্তির্ন ব্যভিচরণশীলা

অব্যভিচারিণী সা চ জ্ঞানং, বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতঃ, অরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদিবিবিক্তোদেশস্তম্ সেবিতুম্ শীলমস্যেতি বিবিক্তদেশসেবী তদ্ভাবোবিবিক্তদেশসেবিত্বং বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি যতস্তত্র আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে উপজায়তেঽতোবিবিক্তদেশসেবিত্বং জ্ঞানমুচ্যতে। অরতিররমণং জনসংসদি তজ্জনানাং প্রাকৃতানাম্ সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাম্ কলহোন্মুখিতচিত্তানাম্ সংসৎ সমবায়ো-জনসংসন্ন সংস্কারবতাম্ বিনীতানাম্ সংসত্তস্যা জ্ঞানোপকারকত্বাৎ অতঃ প্রাকৃতজনসংসত্যরতি র্জ্ঞানার্থত্বাৎ জ্ঞানম্। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বমাত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যভাবোনিত্যত্বমমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবানাম্ পরিপাকনিমিত্তম্ তত্ত্বজ্ঞানম্ তস্যার্থোমোক্ষঃ সংসারোপরমস্তস্যালোচনম্ তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি এতদমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তমুক্তম্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানার্থত্বাৎ। অজ্ঞানমেতৎ যদন্যথা যথোক্তাদন্যথা বিপর্য্যয়েণ মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসাক্ষান্তিরনার্জ্জবমিত্যাদ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায় সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাদিতি॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

আনন্দগিরি।—নম্নু উক্তে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞোবক্তব্যস্তং হিত্বা কিমিত্যন্যদুচ্যতে তত্রাহ ক্ষেত্রজ্ঞইতি। অনাদিমদিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণবিশেষণং ক্ষেত্রজ্ঞং স্বয়মেব ভগবান্ বিবক্ষিতবিশেষণ-সহিতং জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদিনা বক্ষ্যতীতি সম্বন্ধঃ। কিমিতি ক্ষেত্রজ্ঞোবক্ষ্যতে তত্রাহ যস্যেতি। জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যতঃ প্রাক্তনগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ অধুনেতি। অমানিত্বাদিলক্ষণং বিদধাতীত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। জ্ঞানসাধনসমুদায়বোধনম্ কুত্রোপযুজ্যতে তত্রাহ যস্মিন্নিতি। যোগ্যমধিকৃতমেব বিবৃণোতি যৎপরইতি। এতৎ জ্ঞানমিতি বচনাৎ কথমিদং জ্ঞানসাধনমিত্যাশঙ্ক্যাহ তমিতি। তদ্বিধানস্য বক্তৃদ্বারা দার্ঢ্যং সূচয়তি ভগবানিতি। অমানিত্বাদিনিষ্ঠস্যান্তর্ধিয়োজ্ঞানমিতি নিয়মার্থ-মাহ অমানিত্বমিতি। মানস্তিরোহিতোবিলেপঃ সচাত্মন্যুৎকর্ষারোপহেতুঃ সোঽস্যেতি মানী ন মান্যমানী তস্য ভাবোঽমানিত্বমিতি ব্যাকরোতি অমানিত্বমিত্যাদিনা। প্রতিযোগিমুখেনাদম্ভিত্বম্ বিবৃণোতি অদম্ভিত্বমিতি। বাঙ্মনোদেহৈরপীড়নং প্রাণিনামহিংসনম্। তদেবাহিংসেত্যাহ অহিংসেতি। পরাপরাধস্য চিত্তবিকারকারণস্য প্রাপ্তাবেবাবিকৃতচিত্তত্বেনাপকারসহিষ্ণুত্বং ক্ষান্তি-রিত্যাহ ক্ষান্তিরিতি। অবক্রত্বমকৌটিল্যং যথাহৃদয়ব্যবহারঃ সদৈকরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তত্বং চেত্যর্থঃ। উপনীয়তু যঃ শিষ্যমিত্যাদিনোক্তমাচার্য্যং ব্যবচ্ছিনত্তি মোক্ষেতি। শুশ্রূষাদি ইত্যাদিপদং নমস্কা-রাদিবিষয়ং। বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ দ্বিপ্রকারম্ শৌচং ক্রমেণ বিভজতে শৌচমিত্যাদিনা। মনসো রাগাদিমলানামিতি সম্বন্ধঃ। তদপনয়োপায়মুপদিশতি প্রতিপক্ষেতি। রাগাদিপ্রতিকূলস্য ভাবনা বিষয়েষু দোষদৃষ্ট্যা প্রবৃত্তস্তয়েতি যাবৎ স্থিরভাবমেব বিশদয়তি মোক্ষেতি। আত্মনোনিত্যসিদ্ধ-স্যানাধেয়াতিশয়স্য কুতোবিনিগ্রহস্তত্রাহ আত্মনইতি। ন কেবলমমানিত্বাদীন্যেব জ্ঞানস্যান্তরঙ্গসাধ-নানি কিন্তু বৈরাগ্যাদীন্যপি তথাবিধানি সন্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। দৃষ্টাদৃষ্টেষ্বনেকার্থেষু রাগে তৎপ্রতি-বন্ধং জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতিমত্বা ব্যাকরোতি ইন্দ্রিয়েতি। আবির্ভূতোগর্ব্বোঽহঙ্কারস্তদভাবোঽপি জ্ঞানহেতুরিত্যাহ অনহঙ্কারইতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমুক্তমুপপাদয়তি জন্মেতি। প্রত্যেকং

দোষানুদর্শনমিত্যুক্তং তত্র জন্মনি দোষানুদর্শনং বিশদয়তি জন্মনীতি। যথা জন্মনি দোষানুসন্ধানস্তথা মৃত্যৌ দোষস্য সর্ব্বমর্ম্মনিকৃন্তনাদেরালোচনং কার্য্যমিত্যাহ তথেতি। জন্মনি মৃত্যৌ চ দোষানুসন্ধানবজ্জরাদিষ্বপি দোষানুসন্ধানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ তথেতি। ব্যাধিষু দোষস্যাসহ্যতারূপস্যানুসন্ধানং দুঃখেষু ত্রিবিধেষ্বপি দোষানুসন্ধানম্ প্রসিদ্ধং ব্যাখানান্তরমাহ অথবেতি। যথা জন্মাদিষু দুঃখান্তেষু দোষদর্শনমুক্তং তথা তেষ্বেব দুঃখাখ্যদোষস্য দর্শনং স্ফুটয়তি দুঃখমিত্যাদিনা। কথম্ জন্মাদীনাম্ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যাণাং দুঃখত্বম্ তত্রাহ দুঃখেতি। জন্মাদিষু দোষানুদর্শনকৃতং ফলমাহ এবমিতি। বৈরাগ্যে সত্যাত্মদৃষ্টার্থং করণানাং তদাভিমুখ্যেন প্রবৃত্তিরিতি বৈরাগ্যফলমাহ ততইতি। জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনং জ্ঞানহেতুষু কিমিত্যুপসঙ্খ্যাতমিত্যাশঙ্ক্য বৈরাগ্যদ্বারা ধীহেতুত্বাদিত্যাহ এবমিতি। জ্ঞানস্যান্তরঙ্গমেব হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। নম্বসক্তিরেবাভিষ্বঙ্গাভাবস্তথা চ পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাভিষ্বঙ্গোক্তিদ্বারা নিরস্যতি অভিষ্বঙ্গোনামেতি। অন্যস্মিন্নেব পুত্রাদাবন্যত্বধিয়া তদ্গতে সুখাদাবাত্মনি তদ্ভাবনাখ্যং শক্তিবিশেষমেবোদাহরতি যথেতি। উক্তবিশেষণয়োরাকাঙ্ক্ষা দ্বারা বিষয়মাহ কেত্যাদিনা। উক্তবিশেষণয়োর্জ্ঞানশব্দস্যোপপত্তিমাহ তচ্চেতি। সদা হর্ষবিষাদশূন্যমনস্ত্বমপি জ্ঞানহেতুরিত্যাহ নিত্যঞ্চেতি। তদেব বিভজতে ইষ্টেতি। তস্য জ্ঞানহেতুত্বমিগময়তি তচ্চৈতদিতি। সাধনান্তরমাহ কিঞ্চেতি। অনন্যযোগমেব সংক্ষিপ্তং ব্যনক্তি নেত্যাদিনা। উক্তধীদ্বারা জাতায়া ভক্তের্ভগবতি স্থৈর্য্যম্ দর্শয়তি নেতি। তত্রাপি জ্ঞানশব্দস্তদ্ধেতুত্বাদিত্যাহ সচেতি। দেশস্য বিবিক্তত্বং দ্বিবিধমুদাহরতি বিবিক্তইতি। তদেব স্পষ্টয়তি অরণ্যেতি। উক্তদেশসেবিত্বম্ কথম্ জ্ঞানে হেতুস্তত্রাহ বিবিক্তেষ্বিতি। আত্মাদীত্যাদিশব্দেন পরমাত্মা বাক্যার্থশ্চোচ্যতে। নম্বরতিবিষয়ত্বেনাবিশেষতোজনসংসন্মাত্রং কিমিতি ন গৃহ্যতে তত্রাহ তস্যইতি। সন্তঃ সঙ্গস্তু ভেষজমিত্যুপলম্ভাদিত্যর্থঃ। সাধনান্তরমাহ কিঞ্চেতি। আত্মাদীত্যাদিশব্দোঽনাত্মার্থস্তদ্বিষয়ম্ জ্ঞানম্ বিবেকস্তন্নিত্যত্বম্ তত্রৈব নিষ্ঠাবত্ত্বং বিবেকনিষ্ঠোহি বাক্যার্থজ্ঞানসমর্থোভবতি তেষাং ভাবনাপরিপাকোনাম যত্নেন সাধিতানাং প্রকর্ষপর্য্যন্তত্বং তন্নিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানমৈক্যসাক্ষাৎকারস্তৎফলালোচনং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্ত্বেতি। প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনমর্থবদিতি শেষঃ। জ্ঞানস্যান্তরঙ্গহেতুমুক্তমুপসংহরতি এতদিতি। কিমিতি তস্য বিজ্ঞেয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ পরিহরণায়েতি। তত্র হেতুঃ সংসারেতি। তস্য প্রবৃত্তিরুৎপত্তিস্তদ্ধেতুত্বান্মানিত্বাদি ত্যাজ্যং জ্ঞাতে চ ত্যাজ্যত্বং তেন তস্য জ্ঞেয়তেত্যর্থঃ। ইতিশব্দঃ সাধনাধিকারসমাপ্ত্যর্থঃ॥ ৮।৯।১০।১১।১২॥

রামানুজ।—অথ ক্ষেত্রকার্য্যোদ্বাত্মজ্ঞানসাধনতয়োপাদেয়া গুণাঃ প্রোচ্যন্তে। অমানিত্বমুৎকৃষ্টজনেষ্ববধীরণারাহিত্যং। অদম্ভিত্বং ধার্ম্মিকত্বযশঃপ্রয়োজনতয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানং দম্ভস্তদ্রহিতত্বং অহিংসা বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পরপীড়ারহিতত্বং। ক্ষান্তিঃ পরপীড্যমানস্যাপি তান্ প্রত্যবিকৃতচিত্তত্বং। আর্জ্জবং পরান্ প্রতি বাঙমনঃকায়বৃত্তানামেকরূপতা। আচার্য্যোপাসনম্ আত্মজ্ঞানপ্রদায়িন্যাচার্য্যে প্রণিপাতপরিপ্রশ্নসেবাদিনিরতত্বং। শৌচং 'আত্মজ্ঞানতৎসাধনযোগ্যতা মনোবাক্কায়গতা শাস্ত্রসিদ্ধা। স্থৈর্য্যমধ্যাত্মশাস্ত্রোদিতেষর্থেষু নিশ্চলত্বং। আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মস্বরূপব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিবর্ত্তনং। ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ আত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু

সদোষতানুসন্ধানেনোদ্বেজনং, অনহঙ্কারঃ অনাত্মনি দেহে আত্মাভিমানরহিতত্বং প্রদর্শনার্থমিদম্ অনাত্মীয়েষ্বাত্মীয়াভিমানরহিতত্বং চাপি বিবক্ষিতং জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং সশরীরস্থে জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখস্বরূপস্য দোষস্যাবর্জ্জনীয়ত্বানুসন্ধানম্। অসক্তিরাত্মব্যতিরিক্তবিষয়েষুসঙ্গ-রহিতত্বম্ অনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু তেষু শাস্ত্রীয়কর্ম্মোপকরণত্বাতিরেকেণ শেষরহিতত্বং নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু সংকল্পপ্রভবেষ্বিষ্টানিষ্টোপপাতেষু হর্ষোদ্বেগরহিতত্বং। ময়ি সর্ব্বেশ্বরে চ ঐকান্তিকযোগেন স্থিরাভক্তিঃ জনবর্জ্জিতদেশবাসিত্বং জনসংসদি চাপ্রীতিঃ। আত্মনি জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তন্নিষ্ঠত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়োজনং যত্তত্বং তন্নিরতত্বমিত্যর্থঃ। জ্ঞায়তেহনেনাত্মেতি জ্ঞানম্ আত্মজ্ঞানসাধনমিত্যর্থঃ। ক্ষেত্রসম্বন্ধিনঃ পুরুষস্যামানিত্বাদিকমুক্তং গুণবৃন্দমেবাত্মজ্ঞানোপযোগি এতদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বং ক্ষেত্রকার্য্যমাত্মজ্ঞানবিরোধীত্যজ্ঞানম্॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

হনুমান্।—মানঃ আত্মশ্লাঘিত্বম্ তদভাবো অমানিত্বং দম্ভো ধর্ম্মাবিষ্করণম্ তদভাবোঽদম্ভিত্বম্ ক্ষান্তিঃ ক্ষমাঃ আর্জবমৃজুভাবঃ শুচিত্বম্ শৌচং শারীরমলসংশোধনম্। স্থৈর্য্যং স্থিরত্বমাত্মবিনিগ্রহঃ শরীরস্য প্রকৃতিনিয়মঃ বৈরাগ্যং শব্দাদিবিষয়েষু, অনহংকারঃ অহঙ্কারাভাবঃ, এবং চ জন্মাদিদোষদর্শনম্ অসক্তিঃ সঙ্গাভাবঃ, অনভিষঙ্গঃ অভিষঙ্গোঽন্যস্মিন্নহংবুদ্ধিঃ বিবিক্তদেশ-সেবিত্বং রহস্যদেশসেবিত্বম্॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

শ্রীধর।—ইদানীমমানিত্বাদিপঞ্চভিরুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তত্ত্বজ্ঞানসাধনান্যাহ অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্ অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্, আর্জবমবক্রতা, আচার্য্যো-পাসনং সদ্গুরুসেবনং, শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদি-মলক্ষালনং। তথা চ স্মৃতি,—"শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরমিতি"। স্থৈর্য্যং সন্মার্গপ্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা স্পষ্টমন্যৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চেত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ, ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বং। কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিনী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরস্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্বং, প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতীরত্যভাবঃ। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ তত্ত্বম্পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভির্জ্ঞানসাধনত্বাৎ, অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

বলদেব।—অথোক্তাৎ ক্ষেত্রাদ্বিভিন্নত্বেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞে দ্বয়ং বিস্তরেণ নিরূপয়িষ্যন্ তজ্জ্ঞানসাধনান্যমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বসৎকারানপেক্ষত্বম্, অদম্ভিত্বং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিফলকধর্ম্মাচরণবিরহঃ, অহিংসা পরাপীড়নং, ক্ষান্তিরপমানসহিষ্ণুতা, আর্জবং ছদ্মিষ্বপি সারল্যম্। আচার্য্যোপাসনং জ্ঞানপ্রবণগুরোরকৈতবেন সংসেবনং। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরপাবিত্রম্। "শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরমিতি" স্মৃতিঃ। স্থৈর্য্যং সদ্বর্ত্মৈকনিষ্ঠত্বম্। আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মানুসন্ধিপ্রতীপাদ্বিষয়ান্মনসো নিয়মনম্। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রতীপেষু বৈরাগ্যং রুচ্যভাবঃ। অনহঙ্কারো দেহাদিষ্বাত্মাভিমানত্যাগঃ। জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃপুনশ্চিন্তনং। পুত্রাদিষু পরমার্থপ্রতীপেষ্বসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষ্বঙ্গস্তেষু সুখিষু দুঃখিষু চ সৎসু তৎসুখদুঃখানভিনিবেশঃ। ইষ্টানিষ্টানামনুকূলপ্রতিকূলানামর্থানামুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদবিরহঃ। নিত্যং সর্ব্বদা ময়ি পরেশেঽব্যভিচারিণী স্থিরা ভক্তিঃ শ্রবণাদ্যা। অনন্যযোগেনৈকান্তিত্বেন মদ্ভক্তসেবা তথা বিবিক্তদেশসেবিত্বং নির্জনস্থানপ্রিয়তা। জনানাং গ্রাম্যাণাং সংসদি রতিত্যাগঃ। অধ্যাত্মমাত্মনি যজ্জ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং সর্ব্বদা বিমৃষ্টত্বং ন ত্বহমেব পরং ব্রহ্ম "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়" মিত্যাদি স্মৃতেঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্য যোঽর্থস্তৎপ্রাপ্তিলক্ষণস্তস্য দর্শনং হৃদি স্মরণম্। এতদমানিত্বাদিকং জ্ঞানং পরম্পরয়া সাক্ষাচ্চ তদুপলব্ধিসাধনং প্রোক্তং জ্ঞায়তে উপলভ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ যত্তোঽন্যথা বিপরীতং মানিত্বাদি তদজ্ঞানং তদুপলব্ধিবিরোধীতি॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

মধুসূদন।—এবং ক্ষেত্রং প্রতিপাদ্য তৎসাক্ষিণং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রাদ্বিবেকেন বিস্তরাৎ প্রতিপাদয়িতুং তজ্জ্ঞানযোগ্যত্বায়ামানিত্বাদিসাধনান্যাহ অমানিত্বমিতি। জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যতঃ প্রাক্তনৈঃ পঞ্চভিঃ বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈর্বা গুণৈরাত্মনঃ শ্লাঘনং মানিত্বং লাভপূজাখ্যাত্যর্থং স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বং,কায়বাঙ্মনোভিঃ প্রাণিনাং পীড়নং হিংসা তেষাং বর্জ্জনমমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসেত্যুক্তং,পরাপরাধে চিত্তবিকারহেতৌ প্রাপ্তেঽপি নির্ব্বিকারচিত্ততয়া তদপরাধসহনংক্ষান্তিঃ আর্জ্জবম কৌটিল্যং যথাহৃদয়ং ব্যবহরণং পরপ্রতারণারাহিত্যমিতি যাবৎ,আচার্য্যোমোক্ষসাধনস্যোপদেষ্টাঽত্র বিবক্ষিতোন তু মনুক্ত উপনীয়াধ্যাপকং তস্য শুশ্রূষা নমস্কারাদিপ্রয়োগেণ সেবনমাচার্য্যোপাসনং, শৌচং বাহ্যকায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং ক্ষালনমাভ্যন্তরঞ্চ মনোমলাদিনাং বিষয়দোষদর্শনরূপপ্রতিপক্ষভাবনয়াঽপনয়নং, স্থৈর্য্যং মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্যানেকবিধবিঘ্নপ্রাপ্তাবপি তদপরিত্যাগেন পুনঃ পুনর্যত্নাধিক্যম্,আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মনোদেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বভাবপ্রাপ্তাং মোক্ষপ্রতিকূলে প্রবৃত্তিং নিরুধ্য মোক্ষসাধন এব ব্যবস্থাপনম্। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টেষ্বানুশ্রবিকেষু বা ভোগেষু রাগবিরোধিন্যস্পৃহাত্মিকা চিত্তবৃত্তির্বৈরাগ্যম্,আত্মশ্লাঘনাভাবেঽপি মনসি প্রাদুর্ভূতোঽহং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতি গর্ব্বোঽহঙ্কারস্তদভাবোঽনহঙ্কারঃ অযোগব্যবচ্ছেদার্থ এবকারঃ, সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ, তেনামানিত্বাদীনাং বিংশতিসঙ্খ্যকানাং সমুচ্চিতোযোগ এব জ্ঞানমিতি প্রোক্তং ন ত্বেকস্যাপ্যভাব ইত্যর্থঃ। জন্মনোগর্ভবাসযোনিদ্বারনিঃসরণরূপস্য জরায়াঃ প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধপরপরিভবাদি-

রূপায়াঃ ব্যাধীনাং জরাতিসারাদিরূপাণাং দুঃখানামিষ্টবিয়োগানিষ্টসংযোগজানামধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তানাং দোষস্য বাতপিত্তশ্লেষ্মমলমূত্রাদিপরিপূর্ণত্বেন কায়স্থুর্গন্ধিতস্য চানুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং জন্মাদিদুঃখান্তেষু দোষস্যানুদর্শনং জন্মাদিব্যাধ্যন্তেষু দুঃখরূপদোষস্যানুদর্শনমিতি, ইদং চ বিষয়বৈরাগ্যহেতুত্বেনাত্মদর্শনস্যোপকরোতি। কিঞ্চ সক্তির্মমেদমিত্যেতাবন্মাত্রেণ প্রীতিঃ অভিষ্বঙ্গস্তু হ্মেবায়মিত্যনন্যত্বভাবনয়া প্রীত্যতিশয়ঃ অন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি বাহমেব সুখী দুঃখী চেতি তদ্রাহিত্যমসক্তিরনভিষ্বঙ্গ ইতি চোক্তং, কুত্র সক্ত্যভিষঙ্গৌবর্জনীয়াবত আহ পুত্রদারগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু আদিগ্রহণাদন্যেষ্বপি ভৃত্যাদিষু সর্ব্বেষু স্নেহবিষয়েষিত্যর্থঃ, নিত্যং চ সর্ব্বদা চ সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদশূন্যমনস্ত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিঃ উপপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ ইষ্টোপপত্তিষু হর্ষাভাবোঽনিষ্টোপপত্তিষু বিষাদাভাব ইত্যর্থঃ। চ সমুচ্চয়ে। কিঞ্চ ময়ি চ ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বজ্ঞানপূর্ব্বিকা প্রীতিঃ অনন্যযোগেন নান্যোভগবতোবাসুদেবাৎ পরোঽস্ত্যতঃ স এব নোগতিরিত্যেবংনিশ্চয়েনাব্যভিচারিণী কেনাপি প্রতিকূলেন হেতুনা নিবারয়িতুমশক্যা সাঽপিজ্ঞানহেতুঃ প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবদিত্যুক্তেঃ বিবিক্তঃ ;স্বভাবতঃ সংস্কারতোবা শুদ্ধোঽশুচিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতঃ সুরধুনী-পুলিনাদিঃ চিত্তপ্রসাদকরোদেশস্তৎসেবনশীলনত্বংবিবিক্তদেশসেবিত্বং। তথা চ শ্রুতিঃ,—"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে ন যোজয়েদিতি" জনানামাত্মজ্ঞানবিমুখানাং বিষয়ভোগলম্পটতোপদেশকানাং সংসদি সমবায়ে তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিকূলায়ামরতিররমণং সাধূনাং তু সংসদি তত্ত্বজ্ঞানানুকূলায় রতিরুচিতৈব। তথা চোক্তং, "সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে। স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সন্তসঙ্গোহি ভেষজমিতি"। কিঞ্চ অধ্যাত্মম্ আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তমাত্মনাত্মবিবেকজ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং বিবেকনিষ্ঠোহি বাক্যার্থজ্ঞানসমর্থোভবতি তত্ত্বজ্ঞানস্যাহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য বেদান্তবাক্যকরণকস্য অমানিত্বাদিসর্ব্বসাধনপরিপাককফলস্যার্থঃ প্রয়োজনম্ অবিদ্যাতৎকার্য্যাত্মকনিখিলদুঃখনিবৃত্তিরূপঃ পরমানন্দাত্মাবাপ্তিরূপশ্চ মোক্ষস্তস্য দর্শনমালোচনং তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনে প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ এতদমানিত্বাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং বিংশতিসংখ্যকং জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানার্থত্বাৎ অতোঽন্যথাস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, তস্মাদজ্ঞানপরিত্যাগেন জ্ঞানমেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥৮।৯।১০।১১।১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইদানীং জ্ঞানসাধনানি বিধত্তেঽমানিত্বমিতি। অমানিত্বাদয়োঽপি চেতো বৃত্তিবিশেষা দৃশ্যত্বাৎ ক্ষেত্র বিকারা এব সন্তঃ সত্ত্বগুণকার্য্যত্বাৎ জ্ঞানস্য সাধনভূতা অপি উপকারাৎ জ্ঞানপদবাচ্যা ভবন্তি এতৎ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিত্যুপসংহারাৎ তত্র বিদ্যমানৈর্ব্বা গুণৈরাত্মনঃ শ্লাঘিত্বম্ লাভপূজাখ্যাত্যর্থং স্বধর্ম্মস্য প্রকটীকরণং দম্ভিত্বং কায়বাঙ্মনোভিঃ প্রাণিনাং পীড়নং হিংসা তেষাং বর্জ্জনম্ অমানিত্বম্ অহিংসা চ পরেণাপকৃতেঽপি চিত্তস্য নির্ব্বিকারত্বং ক্ষান্তিঃ, আর্জ্জবম্ অকৌটিল্যম্ আচার্য্যোপাসনং স্পষ্টং, শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিরান্তরং স্থৈর্য্যং মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তস্য বিঘ্নসম্ভাবেঽপি তদগণনং আত্মবিনিগ্রহঃ দেহেন্দ্রিয়াদি প্রচারসঙ্কোচঃ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু দৃষ্টেষ্বানুশ্রবিকেষু বা শব্দাদিষু বৈরাগ্যং রাগাভাবঃ অনহঙ্কারঃ দর্পরাহিত্যম্ অযোগব্যবচ্ছেদার্থ এবকারঃ সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ জন্মাদিষু যজ্জায়মানং দুঃখং দোষাশ্চ দৈন্যাদয়স্তেষাং পরস্য ব্যথানুদর্শনং। অসক্তিরিতি সক্তিঃ পুত্রাদৌ মমতামাত্রম্ অভিষঙ্গস্তেন সহ তাদাত্ম্যাভিমানো ঽয়মেবাহমিতি চ পুত্রাদেঃ সুখেঽহমেব সুখী তস্য দুঃখেঽহমেব দুঃখীতি সঙ্গাভিষঙ্গৌ তদ্বর্জ্জনমিত্যর্থঃ, সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদরাহিত্যং কুত্র ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষাভাবঃ অনিষ্টপ্রাপ্তৌ বিষাদাভাবঃ। ময়ীতি শ্লোকঃ স্পষ্টার্থঃ। অধ্যাত্মশাস্ত্রজে জ্ঞানে নিষ্ঠাবত্বং অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ প্রয়োজনম্ অবিদ্যানিবৃত্তি রানন্দাবাপ্তিশ্চ তয়োর্দর্শনম্ এতৎ অমানিত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং বিশঙ্কজ্ঞানং জ্ঞানসাধনমিতি প্রোক্তং বেদেষু, অজ্ঞানং জ্ঞানবিরোধি ইতোঽন্যথা যত্তৎ মানিত্বাদিকমিত্যর্থঃ, তস্মাত্তৎপরিত্যাগেন অমানিত্বাদিকমেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

বিশ্বনাথ—উক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাৎ বিবিক্ততয়া জ্ঞেয়ৌ জীবাত্মপরমাত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ তজ্‌জ্ঞানস্য সাধনানি অমানিত্বাদীনি বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ। অত্র অষ্টাদশ ভক্তানাম্ জ্ঞানিনাঞ্চাসাধারণানি কিন্তু ভক্তেঃ"ময়িচানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" ইত্যেকমেব ভগবদনুভবসাধনত্বেন যত্নতঃ ক্রিয়তে। অন্যানি সপ্তদশ উক্তাভ্যাসবতাম্ তেষাম্ স্বতএবোৎপদ্যন্তে ন তু তেষু যত্নঃ ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অন্তিমে দ্বেতু জ্ঞানিনামসাধারণে এব। অত্র অমানিত্বাদীনি বিস্পষ্টার্থানি। শৌচম্ বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ তথাচ স্মৃতিঃ। "শৌচঞ্চ দ্বিবিধম্ প্রোক্তম্ বাহ্যমাভ্যন্তরম্ তথা। মৃজ্জলাভ্যাম্ স্মৃতংবাহ্যম্ ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্"। ইতি। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ। জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনম্ অসক্তিঃ পুত্রাদিষু প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে চাহমেব সুখী দুঃখীত্যধ্যাসাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়ো ব্যবহারিকয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বং। ময়ি শ্যামসুন্দরাকারে অনন্যযোগেন জ্ঞানধর্ম্মতপোযোগাদ্যমিশ্রণেন ভক্তিঃ চকারাৎ জ্ঞানাদিমিশ্রণপ্রাধান্যেনচ। আদ্যা ভক্তেরনুষ্ঠেয়া দ্বিতীয়াজ্ঞানিভিরিতি কেচিদন্যেতু অনন্যা ভক্তি র্যথা প্রেয়সাধনং তথা পরামাত্মানুভবস্যাপীতি জ্ঞাপনার্থমত্রষট্‌কেঽপ্যুক্তিরিতি ভক্তা ব্যাচক্ষতে। জ্ঞানিনস্ত অনন্যেন যোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা ইতি। অব্যভিচারিণী প্রতিদিনমেবকর্ত্তব্যা। কেনাপিনিবারয়িতুমশক্যা ইতি মধুসূদন সরস্বতীপাদাঃ। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানম্ অধ্যাত্মজ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং নিত্যানুষ্ঠেয়ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাভীষ্টত্বেনালোচনমিত্যর্থঃ। এতদ্বিংশতিকং জ্ঞানং সাধারণ্যেন জীবাত্মপরমাত্মনোঃ জ্ঞানস্য সাধনম্। অসাধারণং পরমাত্মজ্ঞানং ত্বগ্রে বক্ষ্যাম্যঃ অতোঽন্যথা অস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদিকম্॥ ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

তাৎপর্য্য—ক্ষেত্রের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম বিবৃত করিয়া এক্ষণে পঞ্চ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং পূর্ব্বে ৩য় শ্লোকে যে ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়াছেন, সেই জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছেন। সেই জ্ঞান লাভের সাধনস্বরূপ যে কয়েকটি সদ্বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে একে একে তাহাদের অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

স্বকীয় গুণাদিজনিত শ্লাঘাহীনতার নাম অমানিত্ব। সম্মান বা খ্যাতি লাভের আশায় স্বকৃত কর্ম্মের ঘোষণার নাম দাম্ভিকতা, তদভাবই অদম্ভিত্ব। পরপীড়ন বর্জ্জনের নাম অহিংসা। পরাপরাধে বা প্রাপ্য বস্তুর অপ্রাপ্তিতে নির্বিকারচিত্ততার নাম ক্ষান্তি। প্রতারণারহিত কুটিলতা শূন্য সরল ব্যবহারের নাম আর্জ্জব। আচার্য্যের উপাসনা। এ স্থলে আচার্য্য শব্দে মোক্ষসাধনোপদেষ্টা গুরুই লক্ষিত; উপনয়নদাতা অধ্যাপক এ আচার্য্য পদের লক্ষ্য নহেন। জল মৃত্তিকাদি দ্বারা বাহ্য দৈহিক মলিনতার ধৌত করণকে বাহ্যশৌচ বলে; আর বিষয়ের দোষ দর্শনাদি দ্বারা অন্তঃকরণকে বিমল করার নাম অন্তঃশৌচ। উভয় প্রকার শৌচই এ স্থানে লক্ষিত। মোক্ষ সাধন বিষয়ে অগ্রসর হইবার সময়ে বিবিধ বিঘ্নাগমে উদ্বেজিত হৃদয়ে সাধন পরিত্যাগ না করাই স্থৈর্য্য। দেহেন্দ্রিয়াদি স্বাভাবিক আকর্ষণে মোক্ষ প্রতিকূল পথে গমন করিতেছে দেখিয়া তত্তাবতকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আয়ত্তাধীন রাখার নাম আত্মবিনিগ্রহ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের স্ব স্ব দৃষ্ট বা শ্রুত ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগবিহীন স্পৃহারহিত যে ভাব তাহাই বৈরাগ্য। আত্মশ্লাঘার কারণ না থাকিলেও আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার নাম অহঙ্কার; এতদভাবই অনহঙ্কার। এই স্থানে মূলে "এব চ" প্রয়োগ আছে। অযোগ ব্যবচ্ছেদার্থ একবার প্রযুক্ত হইয়াছে। এ স্থলে অমানিত্বাদি বিংশতিটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কোনটিই পরিবর্জ্জনীয় নহে, এবং একটিরও অভাব হইলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা হইবে না, ইহাই উদ্দেশ্য। গর্ভবাসান্তে যোনিদ্বার পথে নিঃসারণরূপ জন্ম, সর্ব্বমর্ম্মচ্ছেদনরূপ মৃত্যু, প্রজ্ঞাশক্তি প্রভৃতির নিরোধ জনিত পরাধীনতারূপ জরা, জ্বর অতিসার প্রভৃতি ব্যাধি, ইষ্টবিয়োগ অনিষ্টাগমাদি জনিত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিকরূপ ত্রিবিধ দুঃখ, (৪২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) এবং মল মূত্র ক্লেদাদিযুক্ত বাতশ্লেষ্মাদি পরিপূর্ণ দেহের বিবিধ দোষ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন। এ স্থলে মূলস্থিত অনুদর্শন শব্দে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও দুঃখ এই কয় প্রকারের অনুচিন্তন।

অপিচ প্রথমোক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যাপারে দুঃখরূপ দোষের অনুশীলন। এইরূপ অনুচিন্তন বিষয় বৈরাগ্য সমুৎপাদন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের সহায় হইয়া থাকে। দারা পুত্রাদিতে প্রীতিত্যাগ বা মমত্বাভাবের নাম অসক্তি। দারা পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনাকেও সুখী দুঃখী জ্ঞানরূপ অধ্যাস রাহিত্যের নাম অনভিষ্বঙ্গ। আদি শব্দ দ্বারা ভৃত্যভবনাদি অন্য তাবৎ প্রিয় বস্তু লক্ষিত। ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষের অভাব বা অনিষ্টাগমে বিষাদ বিহীনতা ইত্যাদিরূপ সুখ দুঃখবিধায়ক অবস্থা বিপর্য্যয়ে চিত্তের নিয়ত অবিকৃত শান্তাবস্থা সমচিত্তত্ব। আমাকে ভগবান্ বাসুদেবস্বরূপ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া অনন্যনিষ্ঠচিত্তে একান্ত ভক্তি, ভগবান বাসুদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর কোন গতি নাই, ইহাই নিশ্চিতরূপে অবধারণ, এবং কোন প্রকার প্রতিকূল কারণ তদভিমুখী চিত্তকে পথভ্রষ্ট করিতে না পারিলেই অব্যভি-চারিনী ভক্তি বলা যায়। এইরূপ ভক্তির প্রভাবে ইহাই স্থির ধারণা হয় যে, যাবৎ কাল দেহ হইতে প্রাণাত্যয় না হইবে, তাবৎ কাল অবিচলিতচিত্তে তদাশ্রিত ও তৎশরণাগত থাকিবে। যে প্রদেশে ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র জন্তুজনিত কোন ভয় নাই, রাষ্ট্রবিপ্লবাদি জনিত কোন আশঙ্কার কারণ নাই, মহামারী প্রভৃতির কোন উপদ্রব নাই, তাদৃশ নির্ব্বিঘ্ন অথচ রমণীয় দৃশ্যপরিপূর্ণ মনোহর এবং পুণ্যতোয়া সুরধুনী পুলিনাদির ন্যায় স্নিগ্ধ ও চিত্তপ্রসাদকর দেশ নিবাসিত্ব, অথবা লোকালয় হইতে সুদূরে বিশুদ্ধ পবিত্র দেবালয়াদি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক স্থানে অবস্থান। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনো-হনুকুলে চ নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ॥" (শ্বেতাশ্বত-রোপনিষৎ ২য় অধ্যায় ১০ম শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, সমতল, পবিত্র, ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডাদি বিবর্জ্জিত; অগ্নি ও বালুকা বিরহিত, মনের অনুকূল শব্দ জল ও আশ্রয় সম্পন্ন, চক্ষুপীড়ন সম্ভাবনা শূন্য অর্থাৎ সুদৃশ্য, গুহামধ্যে অথবা বায়ুচ্ছ্বাস শূন্য কুটীর সন্নিধানে পরমাত্মায় চিত্তসমর্পণ করিবে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন, "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ১১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। যে সকল মানবের হৃদয়ে তত্ত্ব-জ্ঞানের কণিকাও উপজাত হয় নাই; যাহারা বিষয় ভোগকেই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন জ্ঞানে তৎসাধনে ব্যাপৃত; যাহারা লাম্পট্যাদি মোক্ষসাধন

প্রতিকূল ব্যাপারেই বিনিযুক্ত, তাদৃশ জনসাধারণের সহিত মিলনের অনিচ্ছা ; অথচ তত্ত্বদর্শী তত্ত্বপথ প্রদর্শনক্ষম সাধুসঙ্গে প্রবৃত্তি। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে। স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সন্তসঙ্গো হি ভেষজম্ ।" অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই সঙ্গ পরিবর্জ্জনীয় ; যদি সঙ্গত্যাগের কোনই সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গই কর্ত্তব্য ; কারণ সজ্জনের সঙ্গই ঔষধস্বরূপ। অবিদ্যাপরিহার পূর্ব্বক আত্মানাত্ম নির্ণয়ে সামর্থ্য এবং আত্মাকে অধিকার করিয়া যে জ্ঞান ব্যাপৃত ইহাই অধ্যাত্ম জ্ঞান। সেই পরমার্থফলপ্রদ অধ্যাত্মজ্ঞানে নিরন্তর নিষ্ঠা। এইরূপ বিবেকসহকৃত নিষ্ঠা দ্বারা বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান সম্প্রাত হয়। বিবেক সহকৃত যে জ্ঞানের পরিপাকে পরমানন্দের অভ্যুদয় হয়, যে জ্ঞানে বেদান্ত বাক্যের পূর্ণাববোধজনিত নিখিল দুঃখনিবৃত্তিরূপ পরম ফলের উদ্ভব করে, এবং যে জ্ঞানে পরম প্রাপ্য পদবী নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া দেয়, সেই পরমার্থপ্রদ তত্ত্বদর্শনের আলোচনা। পূর্ব্বে অমানিত্বাদি যে মোক্ষসাধক সদ্‌গুণ সমূহের উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমস্তের সমবায়ে ও পরিপাকে তত্ত্বদর্শনরূপ পূর্ণানন্দাবস্থা সমুদিত হইয়া থাকে। অমানিত্ব হইতে তত্ত্বদর্শন পর্য্যন্ত বিংশতি প্রকার অবস্থা জ্ঞানরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কারণ তত্তাবত জ্ঞানবিধায়ক। ইহার বিপরীত ও প্রতিকূল মানিত্বাদি যাবতীয় ব্যাপারই অজ্ঞান। কারণ ইহা জ্ঞানের বিরোধী ও অজ্ঞানের পোষক। অতএব অধোগতিপ্রাপক অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্‌গতি বিধায়ক জ্ঞানই অবলম্বনীয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, এই ক্ষেত্রদ্বারা বহুবিধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সকল কার্য্য আত্মজ্ঞানপ্রাপক, তাহাই এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হেতু নিকৃষ্ট যোনিজাতগণের সমক্ষে যে মান সংস্থাপন প্রবৃত্তি তাহারই অভাবের নাম অমানিত্ব। যশের প্রত্যাশায় ধর্ম্মাচরণ করাই দাম্ভিকত্ব ; তদভাবই অদাম্ভিকত্ব। (অন্যান্য গুণের ব্যাখ্যা প্রায় পূর্ব্ববৎ) ক্ষেত্রাশ্রয়ী পুরুষের পক্ষে ক্ষেত্রসাধিত উল্লিখিত গুণকার্য্য সমূহ জ্ঞানের অনুকূল। তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ক্ষেত্রকার্য্য অজ্ঞানের হেতুভূত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ অমানিত্বাদি অষ্টাদশ গুণ জ্ঞানী এবং ভক্ত

উভয়ের পক্ষেই সাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী" এই ভগবদ্বাক্যের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীভগবানে যত্ন সহকারে একনিষ্ঠ ভক্তি করা আবশ্যক। এইরূপ ভক্তি দ্বারা হৃদয় পরিপ্লুত হইলে উল্লিখিত অমানিত্বাদি সপ্তদশ গুণ স্বতঃই সেই ভক্তকে আশ্রয় করিবে; তত্তৎগুণ লাভের নিমিত্ত স্বতন্ত্র যত্নের প্রয়োজন নাই। ভক্ত সম্প্রদায়ের ইহাই অভিপ্রায়। শেষ যে দুইটী গুণ অর্থাৎ "অধ্যাত্ম জ্ঞাননিত্যত্ব তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শন" ইহা জ্ঞানিগণের অসাধারণ ধর্ম্ম। শ্যামসুন্দরস্বরূপ শ্রীভগ-বানে জ্ঞান যোগ তপঃ প্রভৃতি সাধনান্তর বিরহিত ভাবে ভক্তি করিলেই অনন্যা ভক্তি হয়। আর জ্ঞানাঙ্গ সহকারেও ভক্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমোক্ত প্রকার ভক্তি ভক্তসম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধেয়, দ্বিতীয় প্রকার ভক্তি জ্ঞানপথাবলম্বিগণের অবলম্বনীয়, ইহাই কোন কোন তত্ত্বদর্শীর অভি-প্রায়। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তি যেরূপ প্রেমপথের সাধন, সেইরূপ তত্ত্বদর্শনেরও অনুকূল; এই রহস্য পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্তই এই ষট্‌কেও অব্যভিচারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২॥

—(০)—

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩।

অন্বয়।—যৎ জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) তৎ প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ (মোক্ষং) অশ্নুতে (লভতে), তৎ অনাদিমৎ (আদিরহিতং) পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে (কথ্যতে)॥ ১৩॥

প্রতিশব্দ।—যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিব, যাহা জানিয়া মোক্ষ লাভ-করা-যায়; সেই আদিরহিত পরম ব্রহ্ম না সৎ না অসৎ কথিত-হয়॥ ১৩॥

ব্যাখ্যা।—এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাই তোমাকে বলিব, এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয়; অনাদি পরম ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় সৎও নহেন, অসৎও নহেন॥ ১৩॥

শঙ্করাচার্য্য—যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি। নন্বমানিত্বাদয়ো ন জ্ঞানং, অমানিত্বাদিকস্য চিন্বস্তুনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টং, সর্ব্বত্রৈব যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তস্য জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে, ন হ্যন্যবিষয়েণ জ্ঞানেনান্যদুপলভ্যতে, যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনাগ্নির্নৈষ দোষঃ জ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে ইতি হ্যবোচাম জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ জ্ঞেয়মিতি, জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ যথাবদ্বক্ষ্যামি কিং ফলং তদিতি প্ররোচনেন শ্রোতুরভিমুখীকরণায়াহ যং জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতত্বমশ্নুতে ন পুনর্ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ, অনাদিমৎ আদিরস্যাস্তীত্যাদিমৎ কিং তৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতমত্র,কেচিৎ অনাদি মৎপরমিতিপদং ছিন্দন্তি। বহুব্রীহিণোক্তেঽর্থে মতুপ্ আনর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিত্যর্থবিশেষঞ্চ দর্শয়ন্ত্যহং বাসুদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্য তন্মৎপরমিতি সত্যমেবমপুনরুক্তং স্যাদর্থশ্চেৎ সম্ভবতি নত্বর্থঃ সম্ভবতি ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেনৈব বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বান্ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধঃ, তস্মান্মতুপোবহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেঽপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ। অমৃতত্বফলং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যত ইতি প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ ন সত্তৎ জ্ঞেয়মুচ্যত ইতি, নাপ্যসত্তদুচ্যতে। ননু মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণোদ্ঘোষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীত্যননুরূপমুক্তং ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি ন অনুরূপমেবোক্তং কথং সর্ব্বাসু উপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম নেতি নেত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদিবিশেষপ্রতিষেধেনৈব নির্দ্দিশ্যতে, নেদং তদিতি বাচোঽগোচরত্বান্ননু নতদস্তি যদস্তিশব্দেনোচ্যতে,অথাস্তিশব্দেন নোচ্যতে যৎ নাস্তি তৎ জ্ঞেয়ং,বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চ জ্ঞেয়ং তদস্তিশব্দেন নোচ্যত ইতি চ,ন তাবন্নাস্তি নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বান্ননু সর্ব্বা বুদ্ধয়োঽস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যনুগতা এব তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যান্নাস্তিবুদ্ধ্যনুগত প্রত্যয়বিষয়ং বা স্যান্নাতীন্দ্রিয়ত্বেনোভয়বুদ্ধ্যনুগত প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ ইদন্তু জ্ঞেয়মতীন্দ্রিয়ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যনুগত প্রত্যয়বিষয়মিত্যতোন সত্তন্নাসদিত্যুচ্যতে, যত্তূক্তং বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং যন্ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি ন বিরুদ্ধমন্যদেব "তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি" শ্রুতেঃ। শ্রুতিরপি বিরুদ্ধার্থেতি চেৎ যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য কোহি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা ন বেতীত্যেবমিতিচেৎ,ন, বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বশ্রুতেরবশ্যবিজ্ঞেয়ার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ যদ্যমুষ্মিন্নিত্যাদি তু বিধিশেষোঽর্থবাদঃ উপপত্তেশ্চ সদাদিশব্দৈঃ ব্রহ্ম নোচ্যতে ইতি সর্ব্বোহি শব্দোঽর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ শ্রূয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সঙ্কেতগ্রহণং সব্যপেক্ষোঽর্থং প্রত্যায়য়তি নান্যথাঽদৃষ্টত্বাৎ তদ্যথা গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ, পঠতি পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ শুক্লঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতোধনী গোমানিতি চ সম্বন্ধতোন তু ব্রহ্ম জাতিমদতোন সদাদিশব্দবাচ্যং নাপি গুণবৎ যেন গুণশব্দেনোচ্যেত নির্গুণত্বান্নাপি ক্রিয়াশব্দবাচ্যং নিষ্ক্রিয়ত্বান্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি শ্রুতেঃ। ন চ সম্বন্ধ্যেকত্বাদদ্বয়ত্বাদবিষয়ত্বাদাত্মত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতিযুক্তং যতোবাচোনিবর্ত্তন্ত ইত্যাদি শ্রুতিভিশ্চ॥১৩॥

আনন্দগিরি।—উত্তরগ্রন্থমবতারয়তি যথোক্তেতি। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানত্বমাক্ষিপতি নন্বিতি। বস্তুপরিচ্ছেদকত্বাৎ জ্ঞানত্বমাশঙ্ক্যাহ তর্হীতি। পরিচ্ছেদকত্বাৎ জ্ঞানত্বং জ্ঞানত্বাৎ

পরিচ্ছেদকত্বমিত্যন্যোন্যাশ্রয়মিত্যভিপ্রেত্যাহ সর্ব্বত্রেতি। স্বার্থস্যৈব জ্ঞানং পরিচ্ছেদকমিত্যে-তদ্ব্যতিরেকদ্বারা বিশদয়তি নহীতি। ব্যতিরেকদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানত্বমাক্ষিপ্তং প্রতিক্ষিপতি নৈষদোষইতি। তত্র হেতুত্বেনোক্তং স্মারয়তি জ্ঞানেতি। তেষু জ্ঞানশব্দে হেত্বন্তর-মাহ জ্ঞানেতি। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানত্বমুক্ত্বা জ্ঞাতব্যমবতারয়তি জ্ঞেয়মিতি। প্রশ্নদ্বারাজ্ঞেয়-প্রবচনস্য ফলমুক্ত্বা প্ররোচনং কৃত্বা তেন শ্রোতুরাভিমুখ্যমাপাদয়িতুং প্ররোচনফলোক্তিপরম-নন্তরবাক্যমিত্যাহ কিমিত্যাদিনা। তদেব বিশিনষ্টি অনাদিমদিতি। আদিমত্বরাহিত্যম-ব্যাকৃতস্যাপি ততোবিশেষং দর্শয়তি কিন্তদিতি। ভোক্তুরপি ভোগ্যাৎ পরত্বমিত্যাতোবিশিনষ্টি ব্রহ্মেতি। অনাদীত্যেকং পদং মৎপরমিতি পদচ্ছেদান্ন পুনরুক্তিরিতি মতান্তরমুত্থাপয়তি অত্রেতি। একপদত্বসম্ভবে কিমিতি পদদ্বয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ বহুব্রীহিণেতি। আদিরস্য নাস্তীতি মতুপোঽর্থবত্ত্বমিতি। মতুপোনর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিতি মত্বা পদং ছিন্দন্তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। আদিরস্য নাস্তীত্যনাদীত্যুক্ত্বা মৎপরমিত্যুচ্যমানে কোঽর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থেতি। উক্তব্যাখ্যানস্যাযুক্তত্বান্নায়ং পুনরুক্তিসমাধিরিত্যাহ সত্যমিতি। অর্থাসম্ভবং সমর্থয়তে ব্রহ্মণইতি। তথাপি বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বং কিং নস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিশিষ্টেতি তথাপি মতুপোবহুব্রীহিণা তুল্যার্থস্য কথং নানর্থক্যং তত্রাহ তস্মাদিতি। অনাদিমৎপরং ব্রহ্মেত্যত্র পক্ষান্তরং প্রতিক্ষিপ্য স্বপক্ষঃ সমর্থিতঃ সম্প্রতি ব্রহ্মণোব্রহ্মত্বাদেব কার্য্যকারণাত্মকত্বপ্রাপ্তাবুক্তানুবাদদ্বারা ন সদিত্যাদ্য-বতারয়তি অমৃতত্বেতি। সৎকার্য্যমভিব্যক্তনামরূপত্বাদসৎকারণং তদ্বিপর্য্যয়াদিতি বিভাগঃ জ্ঞেয়প্রবচনমনির্ব্বাচ্যবিষয়ত্বাৎ প্রক্রমপ্রতিকূলমিত্যাক্ষিপতি নন্বিতি। নির্ব্বিশেষস্য বস্তুনোজ্ঞেয়-ত্বাত্তদ্বিষয়ং প্রবচনং প্রক্রমানুকূলমিত্যুত্তরমাহ নেত্যাদিনা। অনির্ব্বাচ্যত্বে নসত্তন্নাসদিত্যুচ্যমানে কথমিদমনুরূপমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। ব্রহ্মাত্মপ্রকাশস্য সিদ্ধত্বাত্তদর্থং বিধিমুখেনোপদেশা-যোগাদধ্যস্ততদ্ধর্ম্মনিবৃত্তয়ে নিষেধদ্বারোপদেশসাবেদান্তেষু প্রসিদ্ধেরারোপিতবিশেষনিষেধরূপমিদং প্রবচনমুচিতমিতি পরিহরতি সর্ব্বাস্বিতি। জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণোবিধিমুখোপদেশাযোগে হেতুমাহ বাচইতি। ব্রহ্মণোঽস্তিশব্দবাচ্যত্বে নরবিষাণবন্নাস্তিত্বমিত্যনিষ্টমাশঙ্কতে নন্বিতি। এবমুৎসর্গেঽপি ব্রহ্মণি কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থেতি। জ্ঞেয়স্যাস্তিশব্দাবাচ্যত্বেব্যাঘাতশ্চেত্যাহ বিপ্রতিষিদ্ধঞ্চেতি। অস্তিশব্দাবাচ্যত্বাদবস্তু ব্রহ্মেত্যত্রাপ্রয়োজকত্বমাহ নতাবদিতি। নাস্তিবুদ্ধিবিষয়ত্বমেবাবস্তুত্বে নিমিত্ত-মতস্তদভাবাদ্ব্রহ্মণোনাবস্তুত্বেত্যেতদেব ব্যক্তীকর্ত্তুং চোদয়তি নন্বিতি। সর্ব্বাসাঙ্কিয়ামস্তিধীত্বেন নাস্তিধীত্বেন বানুগতত্বেঽন্যতরধীগোচরত্বাভাবে ব্রহ্মণোঽনির্ব্বাচ্যত্বং দুর্ব্বারমিতি ফলিতমাহ তত্রেতি ব্রহ্মণোঘটাদিবৈলক্ষণ্যাদুভয়বুদ্ধ্যবিষয়ত্বেপি নানির্ব্বাচ্যতেত্যাহ নেত্যাদিনা। ঘটাদেরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যস্যোভয়বুদ্ধিবিষয়ত্বেঽপিব্রহ্মণস্তদগ্রাহ্যস্য নোভয়ধীবিষয়ত্বম্ তথাপি নানির্ব্বাচ্যত্বং সচ্চিদেক-তানস্য শব্দপ্রমাণাদবিষয়ত্বেন দৃষ্টত্বাদিত্যুক্তমেব প্রপঞ্চয়তি যদ্ধীতি। পরোক্তং বিরোধমনুবদতি যন্বিতি। শ্রুতাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে নবিরুদ্ধমিতিতি। নাপিবিরুদ্ধার্থত্বানুমানং বোধকত্বস্যাবিরোধাৎ পেক্ষত্বাদিতি শঙ্কতেশ্রুতিরিতি। তদার্থবিরুদ্ধার্থত্বানুমানমাহ যথেতি। প্রাচীনবংশং করোতীতি পারলৌকিকফলযজ্ঞানুষ্ঠানার্থম্ শালানির্ম্মাণং প্রস্তুত্য কোহিতদ্বেদেত্যাদ্যাপরলোকসত্ত্বে সন্দিহানা

যথাবিরুদ্ধার্থাশ্রুতিরপ্রমাণমেবং বিদিতাবিদিতান্যত্বশ্রুতিরপীত্যর্থঃ। নেয়ং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থত্বেনামা-নতয়া হাতব্যা ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে প্রত্যক্ প্রতিপাদনেনমানত্বাদিত্যুত্তরমাহ. নবিদিতেতি। যত্তু বিরুদ্ধার্থেষু কোঽহীত্যুদাহৃতং তদর্থবাদস্তু বিধিশেষস্য স্বার্থেতাৎপর্য্যাদিত্যাহ যদীতি। যত্র জাত্যাদিমত্বম্ তত্র বাচ্যত্বং যথা গবাদৌ, ন ব্রহ্মণি জাত্যাদিমত্বমতস্তস্যাবাচ্যত্বান্নিষেধেনৈব বোধ্যত্বমিত্যাহ উপপত্তেশ্চেতি। নোচ্যতইতি নিষেধেনৈব তস্যোপদেশ ইতিশেষঃ। জাত্যা-দিমতোঽর্থস্যৈব বাচ্যত্বম্ তত্রৈব সঙ্গতিগ্রহাদিতি প্রপঞ্চয়তি সর্ব্বোহীতি। অশ্রুতস্ত জাত্যাদি-দ্বারেণাজ্ঞাতসঙ্গতের্ব্বা শব্দস্য ন বোধকত্বমদৃষ্টেরিত্যাহ নাস্থথেতি। জাত্যাদেঃ সচ্ছব্দবিষয়ত্বমুদাহ-রতি ঽদন্যথেত্যাদিনা। ব্রহ্মণস্বগোত্রমবর্ণমিত্যাদিশ্রুতেঃ জাত্যাদিমত্বাভাবান্নশব্দবাচ্যতেত্যাহ নব্বিতি। কেবলোনির্গুণশ্চেতি শ্রুতেগুণদ্বারা ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বস্যাশেষোপনিষৎসু সিদ্ধ-ত্বাদ্বিশিষ্টস্য সম্বন্ধস্য তস্মিন্নসিদ্ধের্ন তদ্বারাপি তস্যবাচ্যতেত্যাহ নচেতি। ব্রহ্মণ্যভিধাবৃত্ত্যা শব্দাপ্রবৃত্তৌ হেত্বন্তরাণ্যাহ অদ্বয়ত্বাদিতি। ব্রহ্মণোঽবাচ্যত্বে শ্রুতিমপি সম্বাদয়তি যতইতি ॥১৩॥

রামানুজ।—অথৈতস্মো বেত্তীতি বেদিতৃলক্ষণেন তস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য স্বরূপং বিশিষ্যতে। অমানিত্বাদিভিঃ সাধনৈর্জ্ঞেয়ং প্রাপ্যং যত্তৎপ্রত্যগাত্মস্বরূপং তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা জন্মজরা-মরণাদিপ্রাকৃতধর্ম্মরহিমতমৃতমাত্মানং প্রাপ্নোতি। অনাদি আদি র্যস্য ন বিদ্যতে তদনাদি অস্য হি প্রত্যগাত্মনঃ উৎপত্তি র্ন বিদ্যতে তত এবান্তো ন বিদ্যতে। শ্রুতিশ্চ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি। মৎপরং অহং পরো যস্য তন্মৎপরং "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীব ভূতাং" ইতি হি উক্তং ভগবচ্ছরীরতয়া ভগবচ্ছেষতৈকরসং হ্যাত্মস্বরূপং। তথা চ শ্রুতিঃ "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা নবেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি। তথা "সকারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্যকশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইত্যাদিনা ব্রহ্মবৃহত্ত্বগুণযোগিশরীরাদর্থান্তরভূতং স্বতঃ শরীরাদিভিঃ পরিচ্ছেদরহিতং ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বমি-ত্যর্থঃ। "সচানন্ত্যায় কল্পতে" ইতি হি শ্রূয়তে। শরীরপরিচ্ছিন্নত্বং চাস্যকর্ম্মকৃতং কর্ম্ম বন্ধান্মুক্ত-স্যানন্ত্যম্। আত্মন্যপি ব্রহ্মশব্দ প্রযুজ্যতে। "সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।" ইতি বচনং। "ন সত্তন্নাসদুচ্যতে" কার্য্যাকারণরূপাবস্থাদ্বয়রহিত-তয়া সদসচ্ছব্দাভ্যামাত্মস্বরূপং নোচ্যতে কার্য্যাবস্থায়াং হি দেবাদিনামরূপভাক্ত্বেন সদিত্যুচ্যতে তদনর্হতয়া কারণাবস্থায়াম্ অসদিত্যুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত। তদ্ধেদং তর্হি তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে।" ইত্যাদিনা কার্য্য-কারণাবস্থাদ্বয়ান্বয়স্ত্বাত্মনঃ কর্ম্মরূপাবিদ্যাবেষ্টনকৃতঃ ন স্বরূপঃ ইতি সদসচ্ছব্দাভ্যামাত্মস্বরূপং নোচ্যতে। যদ্যপি "অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ" ইতি কারণাবস্থং পরং ব্রহ্মোচ্যতে তথাপি নাম-রূপবিভাগানর্হ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং পরং ব্রহ্ম কারণাবস্থমিতি কারণাবস্থায়াং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপমপি অসচ্ছব্দবাচ্যং ক্ষেত্রজ্ঞস্যাবস্থা কর্ম্মকৃতেতি পরিশুদ্ধস্বরূপঃ ন সদসচ্ছব্দনির্দ্দেশ্যঃ ॥১৩॥

হনুমান্।—জ্ঞেয়মিতি। অনাদি আদিরহিতং মৎপরং মদাত্মকম্॥ ১৩ ॥

শ্রীধর।—এভিঃ সাধনৈর্যজ্ জ্ঞেয়ং তদাহজ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ, অনাদিমৎ আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমং পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম (অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ) যদ্বা অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বয়ং মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ ন সদিত্যাদি। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে ইদন্তু তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—এবং জ্ঞানসাধনান্যুপদিশ্য তৈর্জ্ঞেয়মুপদিশতি জ্ঞেয়ং যত্তদিতি। উক্তৈঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়মুপলভ্যং জীবাত্মবস্তু পরমাত্মবস্তু চ তদহং প্রকর্ষেণ সুবোধতয়া বক্ষ্যামিযজ্ জ্ঞাত্বা জনোঽমৃতং মোক্ষমশ্নুতে লভতে তত্র জীবাত্মবস্তু পদিশতি অনাদীত্যর্দ্ধকেন। নাস্ত্যাদির্যস্য তৎ জীবস্যাত্মুৎপত্তির্নাস্ত্যন্তোঽতোঽপি নেতি নিত্যোঽসাবিত্যর্থঃ। এবমাহ শ্রুতিঃ। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদি"ত্যাদ্যা। অহমেব পরঃ-স্বামী যস্য তৎ। "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ" ইতি শ্রুতিঃ। "দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচনেতি" স্মৃতিশ্চ। ব্রহ্ম অপহতপাপ্মত্বাদিনাবৃহতা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘিৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইতি। জীবে ব্রহ্মশব্দস্তু "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদে"ত্যাদি শ্রুতেঃ। "সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। ন সদিতি। তদ্বিশুদ্ধং জীবাত্মবস্তু কার্য্যকারণাত্মকাবস্থাদ্বয়বিরহাৎ সচ্চাসচ্চ নোচ্যতে কিন্তু পরমাণুচৈতন্যং গুণাষ্টকবিশিষ্টমুচ্যতে বিভক্তনামরূপং কার্য্যাবস্থং সৎ উপমৃদিতনামরূপং কারণাবস্থং ত্বসদিত্যর্থঃ ॥১৩॥

মধুসূদন।—এভিঃ সাধনৈর্জ্ঞানশব্দিতৈঃ কিং জ্ঞেয়মিত্যপেক্ষায়ামাহ জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি ষড়্ভিঃ। যৎ জ্ঞেয়ং মুমুক্ষুণা তৎপ্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ স্পষ্টতয়া বক্ষ্যামি, শ্রোতুরভিমুখী-করণায় ফলেন স্তুবন্নাহ যৎ বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে সংসারান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ, কিং তৎ অনাদিমৎ পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽনবচ্ছিন্নং পরমাত্মবস্তু। (অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণার্থলাভেঽপ্যতিশয়নে নিত্যযোগে বা মতুপঃ প্রয়োগঃ)। অনাদীতি চ মৎপরমিতি চ পদং কেচিদিচ্ছন্তি। মৎ সগুণাৎ ব্রহ্মণঃ পরং নির্ব্বিশেষং রূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ,অহং বাসুদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্যেতি স্বপব্যাখ্যানং নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যত্বেন তত্র শক্তিমত্ত্বস্যাবক্তব্যত্বাৎ। নির্ব্বিশেষত্বমেবাহ ন সত্তন্নাসদুচ্যতে বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে নিষেধমুখেন প্রমাণস্য বিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেন ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণং নির্ব্বিশেষত্বাৎ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ-ত্বাচ্চ "যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহে" ত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ যস্মাত্তৎ ব্রহ্ম ন সৎ ভাবত্বাশ্রয়ঃ অতোনোচ্যতে কেনাপি শব্দেন মুখ্যয়া বৃত্ত্যা শব্দপ্রবৃত্তিহেতূনাং তত্রাসম্ভবাৎ, তথাথা গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ পচতি পঠতীতি বা ক্রিয়াতঃ, শুক্ল কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ ধনী গোমানিতি বা সম্বন্ধতোঽর্থং প্রত্যায়য়তি শব্দঃ অত্র ক্রিয়াগুণসম্বন্ধেভ্যোবিলক্ষণঃ: সর্ব্বোঽপি ধর্ম্মোজাতিরূপ উপাধিরূপো বা জাতিপদেন সংগৃহীতঃ, যদৃচ্ছা শব্দোঽপি ডিথডপিত্থাদির্যং কঞ্চিদ্ধর্ম্মং স্বাত্মানং বা

প্রবৃত্তিং নিমিত্তীকৃত্য প্রবর্ত্তত ইতি সোঽপি জাতিশব্দঃ, এবমাকাশশব্দোঽপি তার্কিকাণাং যং কঞ্চিদ্ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য প্রবর্ত্ততে স্বমতে তু পৃথিব্যাদিবদাকাশব্যক্তীনাং জন্যানামনেকত্বাদাকাশত্বমপি জাতিরেবেতি সোঽপি জাতিশব্দঃ আকাশাতিরিক্তা চ দিঙ্ নাস্ত্যেব কালশ্চ নেশ্বরাদতিরিচ্যতে, অতিরেকে বা দিক্কালশব্দাবপ্যুপাধিবিশেষবৃত্তিনিমিত্তকাবিতি জাতিশব্দাবেব তস্মাৎ প্রবৃত্তি-নিমিত্তচাতুর্ব্বিধ্যাচ্চতুর্ব্বিধএব শব্দঃ, তত্র ন সত্তন্নাসদিতি জাতিনিষেধঃ ক্রিয়াগুণসম্বন্ধানামপি নিষেধোপলক্ষণার্থঃ একমেবাদ্বিতীয়মিতি জাতিনিষেধস্তস্যা অনেকব্যক্তিবৃত্তেরেকস্মিন্ন সম্ভবাৎ, নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি গুণক্রিয়া সম্বন্ধানাং ক্রমেণ নিষেধঃ অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষ ইতি চ অথাত আদেশোনেতি নেতীতি চ সর্ব্বনিষেধঃ, তস্মাৎ ব্রহ্ম ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং। তর্হি কথং প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং কথং বা শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি সূত্রং। যথা কথঞ্চিল্লক্ষণয়া শব্দেন প্রতিপাদনা-দিতি গৃহ্যপ্রতিপাদনপ্রকারশ্চাশ্চর্য্যবৎপশ্যতি কশ্চিদেনমিত্যত্র ব্যাখ্যাতঃ বিস্তরস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং ক্ষেত্রং ব্যাখ্যায় সচ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যুক্তং ক্ষেত্রস্বরূপং তস্য মায়িকং প্রকারবত্ত্বং ব্যাচষ্টে জ্ঞেয়মিতি। এতৈর্জ্ঞানসাধনৈর্যৎ জ্ঞেয়ং তৎপ্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি তস্য স্বরূপং তাবদাহ অনাদিমদিতি আদিমৎ অব্যক্তং তস্মাদ্ ব্যক্তমুৎপন্নমিতি স্মরণাৎ তদন্যৎ অনাদিমৎ অনাদীত্যেতাবত্যুক্তে প্রবাহনিত্যত্বমব্যক্তাদীনামপ্য-স্তীতি তেষামনাদিতায়াং তৎপ্রতিষেধার্থং অনাদিমদিত্যুক্তং যদ্বা আদিমচ্চ তৎ পরঞ্চ আদি-মৎপরে কার্য্যকারণে তাভ্যামন্যৎ অনাদিমৎপরমিতি, অতএব পরং নির্ব্বিশেষং ন চাপরং সবিশেষম্ ব্রহ্ম ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যং ন সৎ প্রধান পরমাণ্বাদিবৎ সদিতি নোচ্যতে নাপ্যসৎ শূন্য-বদসদপি নোচ্যতে তথা চ শ্রুতিঃ "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমাপরো যদিতি" অসচ্ছব্দিতস্য শূন্যস্য, সচ্ছব্দিতস্য প্রধানস্য রজঃ শব্দিতানাং পরমাণূনাং পরস্য ব্যোমশব্দিতস্য অস্মদভিমতস্যাব্যক্তস্যাপি সৃষ্টেঃ প্রাক্ নিষেধং দর্শয়তি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—এবং সাধনৈর্জ্ঞেয়ো জীবাত্মা পরমাত্মাচ তত্র পরমাত্মৈব সর্ব্বগতো ব্রহ্ম-শব্দেনোচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং সবিশেষঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানিভক্তয়োরুপাস্যং। দেহগতোঽপি চতুর্ভুজত্বেন ধ্যেয়ঃ পরমাত্মশব্দেনোচ্যতে। তত্র প্রথমং ব্রহ্মাহ জ্ঞেয়মিতি অনাদি নবিদ্যতে আদির্যস্য মৎস্বরূপত্বান্নিত্যমিত্যর্থঃ। মৎপরং অহমেবপর উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যস্য তৎব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি মদগ্রিমোক্তেঃ। তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ তদ্ব্রহ্ম নসৎ নাপ্যসৎ কার্য্যকারণা-তীতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভি-প্রায়। পূর্ব্বে জ্ঞানের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানের দ্বারা কোন্ পদার্থ লভ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য কি, এই তত্ত্ব অতঃপর কতিপয় শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্বকথিতরূপ অমানিত্ব প্রভৃতি মোক্ষসাধক সদ্গুণ

সমূহই জ্ঞেয় নহে। অচির পূর্ব্বে তত্ত্বাবতকেই জ্ঞানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। চিদ্বস্তুর সহিত অমানিত্বাদির পরিচ্ছেদকত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখা যায় যে, যে বিষয়ের জ্ঞান সেই বিষয়ের সহিত জ্ঞেয় বস্তুর পরিচ্ছেদকত্ব বিদ্যমান থাকে। এক বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ান্তরের উপলব্ধি হইতে পারে না। ঘট বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অগ্নির উপলব্ধি হয় না। সুতরাং জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধক স্বরূপ অমানিত্বাদিকে জ্ঞানরূপে উল্লেখ করায় কোন দোষ হয় নাই। তত্ত্বাবত জ্ঞানের সহকারী কারণ স্বরূপ। এক্ষণে বস্তুতঃ যাহা জ্ঞেয়, তাহার তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, সেই জ্ঞাতব্য তত্ত্বের পরিজ্ঞান দ্বারা কি ফল লব্ধ হইবে ? তদুত্তরে অপিচ শ্রোতৃচিত্তকে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সেই জ্ঞাতব্যের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আর মরণাধীন হইতে হইবে না, অর্থাৎ মোক্ষরূপ পরম ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। সেই জ্ঞেয় বস্তুর কোন আদি নাই, অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বস্রষ্টা তাঁহার স্রষ্টা কেহই নাই। তিনি পর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; সেই ব্রহ্মাই জ্ঞেয়। তদ্ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। সেই অনাদি পরব্রহ্ম পরম জ্ঞেয়, ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অমৃতরূপ ফল লব্ধ হইয়া থাকে। ইত্যাকারে শ্রোতৃমন তদভিমুখী করিয়া ব্রহ্মের বিশেষত্ব ব্যক্ত করিতেছেন। সেই জ্ঞেয় বস্তু সৎ নহেন, এবং তিনি অসৎও নহেন। এই শ্লোকে ভগবান্ সমুৎসাহে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমি জ্ঞেয় তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি। অথচ জ্ঞেয় বস্তু সৎ নহেন, অসৎও নহেন ; সুতরাং তিনি কিছুই নহেন ; ইত্যাদি যে উক্তি ভগবানের মুখ হইতে পরিব্যক্ত হইল, তাহা তাঁহার অঙ্গীকারের অনুরূপ হইল না। ইহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ সর্ব্বোপনিষদ্ বাক্যের অগোচরত্ব হেতু ব্রহ্মকে "ইহা নহে" "ইহা নহে" "অস্থূল" "অনণু" ইত্যাদি রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে অস্তি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; যাহা নাই তাহার সম্বন্ধে নাস্তি শব্দ প্রযুক্ত হয়। বিধিমুখে প্রামান্য বিষয় সৎ শব্দে কথিত হয়, এবং নিষেধ মুখে প্রামান্য বিষয় অসৎ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এস্থলে এই ব্যবস্থারই বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। কারণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন ; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা

সহ।" (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বল্লী) ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবার বাক্য ও ভাষা নাই। মনুষ্য গো প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জাতি নির্দ্দিষ্ট হয়; পাক করিতেছে, পাঠ করিতেছে, ইত্যাদি প্রয়োগে ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; শুক্ল কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ দ্বারা এবং ধনী, গোমান্ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে জাতিবাচক ক্রিয়াবাচক গুণ বা সম্বন্ধবাচক কোন শব্দ নির্দ্দেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ তদতিরিক্ত। তিনি সৎ এবং অসৎ এই বাক্যে তাঁহার জাতি, ক্রিয়া ও গুণাদিরাহিত্য সূচিত হইল। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যক্ত করিবার কোনই শব্দ নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ এ স্থলে জ্ঞেয়ের তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি, এরূপ কেন বলিলেন? বেদান্ত-শাস্ত্রে কেনই বা "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ৩ সূত্র) এই সূত্রের অবতারণা হইল? তাহার উত্তর এই যে, কথঞ্চিৎ রূপে ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদনই উদ্দেশ্য। স্বরূপতঃ তাঁহার তত্ত্ব পরিকীর্ত্তন উদ্দেশ্য নহে।

মূলে অনাদিমৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অনাদি শব্দ দ্বারাই অর্থ পরিব্যক্ত হইতে পারিত, তথাপি মতুপ্ প্রত্যয় কেন হইল, ইহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন অনাদি পদের উত্তরে মতুপ্ প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা নাই; ইহা কেবল শ্লোক পূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ইহাকে ছান্দসপ্রয়োগ বলিয়াছেন; এবং পূজ্যপাদ মধুসূদন বলেন যে, বহুব্রীহি দ্বারা অর্থসিদ্ধি হইলেও অতিশয়ার্থে এবং নিত্যযোগার্থেই পুনর্ব্বার মতুপ্ প্রয়োগ হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে, কেবল অনাদি বলিলে অব্যক্তাদিরও প্রকৃতি প্রবাহ নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। সেই অব্যক্তাদির অনাদিত্ব প্রতিষেধ করিবার অভিপ্রায়েই অনাদিমৎ এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা পরবর্ত্তী "পরং" পদ এতৎ সহ গ্রহণ করিয়া আদিমৎ এবং পরং এতদুভয়ের দ্বন্দ্ব সমাস করিলে আদিমৎ এবং পর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, এইরূপ অর্থ হয়। এতদুভয়াপেক্ষা যিনি অন্য অর্থাৎ স্বতন্ত্র, তিনিই ব্রহ্ম। পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য বলদেব এবং বিশ্বনাথ "অনাদিমৎপরং" ইহার বিশ্লেষ পূর্ব্বক অনাদি ও মৎপরং এই উভয়পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় যে, বাসুদেবরূপী আমি যাঁহাদিগের স্বামী বা শক্তি স্বরূপ তাঁহারাই মৎপর।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে "এতদ্‌যোবেত্তি" বাক্যে বেদিতুর লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ পরিস্ফুট করিতেছেন। অমানিত্বাদি সাধনা দ্বারা যে প্রত্যগাত্মস্বরূপ জ্ঞেয় পদার্থের পরিজ্ঞান জন্মে, তাঁহার তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন; যাঁহার আদি নাই তিনি অনাদি। প্রত্যগাত্মার উৎপত্তি নাই সুতরাং অন্তও নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (২য় অধ্যায় ২০ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) আমিই তাঁহার পরম বস্তু। পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং জীবভূতাম্" (৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ভগবানের শরীরস্বরূপতা হেতু এবং তাঁহারই সহিত একরস সম্পৃক্ত হওয়ায় আত্মা ভগবানেরই স্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ। যস্যাত্মা শরীরং। য আত্মানমন্তরো যময়তি" অপিচ স "কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ। প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতি গুণেশঃ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯।১৬ শ্রুতি) অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মাকে জানেন না। আত্মা যাঁহার শরীর। যিনি অন্তর্যামীরূপে আত্মার নিযমন করেন। অপিচ কারণ সহকৃত কারণেরও তিনি অধিপতি, তাঁহার কেহই জনয়িতা বা অধিপতি নাই। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি এবং গুণেশ। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম বৃহত্ত্বগুণযুক্ত, শরীর হইতে স্বতন্ত্র এবং শরীরের সহিত পরিচ্ছেদ রহিত ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্বস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সচানন্ত্যায় কল্প্যতে" অর্থাৎ সেই পরব্রহ্মই অনন্তস্বরূপ। স্বকীয় কর্ম্মজনিত তাঁহার শরীর বন্ধন ঘটিয়া থাকে, এবং কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইলে তিনি অনন্তত্ব প্রাপ্ত হন। "সগুণান্ সমতীত্যৈতান্" (১৪ অধ্যায় ২৬ শ্লোক) "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" (১৪ অঃ ২৬ শ্লোক) "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি" (১৪ অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) "সমঃসর্ব্বেষু ভূতেষু" (১৩শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানও এই অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি সৎ নহেন অসৎও নহেন। কার্য্যকারণরূপ অবস্থাদ্বয়ের রাহিত্য হেতু আত্মা সদসৎপদ বাচ্য নহেন। কার্য্যাবস্থায় তিনি বিবিধ দেবাদি নামরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তদবস্থায় তিনি সৎ। কারণাবস্থায় নামরূপাদির অসংযোগহেতু তিনি অসৎ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত। তদ্ধেদং তর্হি তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে"

(তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বল্লী) ইহার ভাবার্থ এই যে, অগ্রে অসৎ ছিলেন। তদনন্তর সৎ উৎপন্ন হইলেন। তিনি অবিকারী ছিলেন, পরে নামরূপের দ্বারা বিকারী হইলেন। কার্য্যকারণরূপ অবস্থাদ্বয়ে ব্রহ্ম কর্ম্মরূপ অবিদ্যাদ্বারা বেষ্টিত থাকেন; বস্তুতঃ স্বরূপতঃ তাঁহার কোনই অবস্থা নাই; সুতরাং সদসৎ শব্দদ্বারা আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি উল্লিখিত "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুত্যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কারণাবস্থায় পরব্রহ্মরূপে তিনি বিদ্যমান থাকেন, তথাপি নামরূপরহিত চিৎস্বরূপে তিনি অবস্থিত থাকেন। সুতরাং তদবস্থাতেও ক্ষেত্রজ্ঞের মূল হইলেও তিনি অসৎ শব্দ বাচ্য। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী তিনি তদবস্থ। কিন্তু পরিশুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার কোনই কর্ম্ম থাকে না; এজন্য তিনি সদসৎ শব্দের বাচ্য নহেন।

এই শ্লোক উপলক্ষে দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, যে তিনি সাম্প্রদায়িক জ্ঞানার্থীর শাসনাধীনে প্রধানতঃ ভারতের আর্য্যসন্তানগণ পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের মতের বিভিন্নতা অনুধাবন করিবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ জীবেশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং বর্ত্তমান শ্লোকে "অনাদিমৎ" পদ সিদ্ধ করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ মানব-শরীর-মধ্যস্থ আত্মার ও পরব্রহ্মের বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যগাত্মা যে পরমাত্মারই শরীর স্বরূপ, এবং তাঁহারই অনুরূপ ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ জীবেশ্বরের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া পরব্রহ্মকে স্বামী এবং জীবকে অধীনরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিন স্বতন্ত্র মতের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা প্রণিধান সহকারে আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বে এই গ্রন্থের নানা স্থানে এই সকল কথা বিভিন্নভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে ঈঙ্গিতে সূচিত হইল।

মূলে পরব্রহ্মের সম্বন্ধে সদসৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা সৎ, তাহা কখনই অসৎ হইতে পারে না; এবং যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না। পরব্রহ্ম নিত্য সৎ পদার্থ। তাঁহার সম্বন্ধে এই দুই বিরোধী পদের প্রয়োগ হওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। এই জন্য ভাষ্য ও টীকাকৃৎ মহাত্মাগণ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এক সম্প্রদায় দেখাইয়াছেন, যিনি বাক্য

ও মনের অগোচর, যাঁহাকে বুঝিতে বা বুঝাইতে কোনই ভাষার সাহায্য পাওয়া যায় না, যাঁহার সম্বন্ধে এই গীতাগ্রন্থে শ্রীভগবান্ "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি" ইত্যাদি বাক্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে কখন বা অসৎ যাহা কিছু বলা যায় তাহাতে কিছু দোষ হয় না। যে সৎস্বরূপ পরম পুরুষ হইতে অসদ্রূপ সংসারের স্ফুরণ এবং যে সচ্চিদানন্দ পরিদৃশ্যমান অসৎ সমূহের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন, তাঁহাকে সৎ বা অসৎ উভয় নামেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর এক সম্প্রদায় বলেন, কার্য্য ও কারণরূপ দুইটী অবস্থা। কার্য্যরূপে তিনি সৎ এবং কারণরূপে তিনি অসৎ। জগতের যত কিছু কার্য্য সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটিতেছে। তিনি দেবাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই রূপ কার্য্যকালে তিনি সৎরূপে বিবিধ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যখন তিনি কারণরূপে বিদ্যমান, তখন তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, সুতরাং তিনিই অসৎ। উভয় পক্ষই শ্রৌত প্রমাণাদি দ্বারা আপনাদিগের মত সমর্থন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

——(০)——

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (করচরণ-বিশিষ্টং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (নেত্রমস্তকমুখযুক্তং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়সংযুক্তং) লোকে (বিশ্বে) সর্ব্বম্ আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র হস্ত-পদ-বিশিষ্ট। সর্ব্বত্র চক্ষু-মস্তক-ও-মুখ-যুক্ত সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বান্, বিশ্বে সমস্ত ব্যাপ্ত-করিয়া অবস্থিত ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই পরম ব্রহ্মের হস্তপদ সর্ব্বত্র প্রসারিত, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক বিদ্যমান, তাঁহার শ্রবণ সকল স্থানে শ্রুতিশক্তি-সম্পন্ন, এবং তিনি বিশ্বের সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং জ্ঞেয়স্য সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ তদস্তিত্বম্ প্রতিপাদয়ংস্তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ তৎ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চাস্যেতি সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ জ্ঞেয়ম্ সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তিত্বং বিভাব্যতে, তৎ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে, ক্ষেত্রঞ্চ পাণিপাদাদিভিরনেকধা ভিন্নং ক্ষেত্রোপাধিভেদ-কৃতং বিশেষজাতং মিথ্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপনয়নেন জ্ঞেয়ত্বমুক্তম্ ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ইতি উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপ্যস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্যোচ্যতে সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদি, তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনমধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে ইতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহা-বয়বত্বেন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়োজ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাবনিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবে লিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেত্যুপচারত উচ্যতে তথা ব্যাখ্যেয়মন্যৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ তৎ জ্ঞেয়ং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরো-মুখং সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তং সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমদিতি সর্ব্বত্র শ্রুতিমচ্ছ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং তৎ বিদ্যতে যস্য তৎ শ্রুতিমল্লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্ব্বমাবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—সর্ব্ববিশেষরহিতস্যাবাঙ্‌মনসগোচরস্য অদৃষ্টৈঃ দৃষ্টৈশ্চ বিপরীতস্য প্রাপ্তে ব্রহ্মণঃ শূন্যত্বে প্রত্যক্ষেনেন্দ্রিয়প্রবৃত্ত্যাদিহেতুত্বেন কল্পিতদ্বৈতসত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেনেশ্বরত্বেন চ সত্ত্বং দর্শয়ন্নাদৌ দেহাদীনাং প্রবৃত্তিমতাং রথাদিবদচেতনানাং প্রেক্ষাপূর্ব্বকপ্রবৃত্তিমত্ত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্ব-মনুমিমানস্তৎ প্রত্যক্‌চেতনং ব্রহ্মেত্যাহ সচ্ছব্দেতি তদস্তিত্বমিতি তচ্ছব্দোজ্ঞেয়ব্রহ্মার্থঃ তদাশঙ্কেতি তচ্ছব্দেনাসত্ত্বমুচ্যতে নন্নু সর্ব্বদেহেষু পাণিপাদমস্যেতি কথং পাণীনাঞ্চ পাদানাঞ্চ দেহস্থত্বে-নাত্মধর্ম্মত্বং তত্রাহ সর্ব্বেতি। করণপ্রবৃত্তীরথাদিপ্রবৃত্তিবৎ প্রেক্ষাপূর্ব্বকপ্রবৃত্তিমত্ত্বাচ্চেতনাধিষ্ঠাতৃ-পূর্ব্বিকেত্যর্থঃ। উক্তপ্রবৃত্ত্যা চেতনাস্তিত্বসিদ্ধাবপি কথং ক্ষেত্রজ্ঞাস্তিত্বমিত্যাশঙ্ক্য চেতনস্যৈব ক্ষেত্রোপাধিনা ক্ষেত্রজ্ঞত্বাচ্চেতনাস্তিত্বং তদস্তিত্বমেবেত্যাহ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি। তস্য ক্ষেত্রোপাধিত্বেঽপি কথং পাণিপাদাক্ষিশিরোমুখাদিমত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রঞ্চেতি। অতশ্চোপাধিতস্তস্মিন্ বিশেষোক্তি-রিতিশেষঃ। কথং তর্হি নসত্তন্নাসদিতি নির্ব্বিশেষত্বোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রেতি। পাণিপাদাদি-মত্ত্বমৌপাধিকং মিথ্যাচেৎ জ্ঞেয়প্রবচনাধিকারে কথং তদুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাধীতি। মিথ্যারূপ-মপি জ্ঞেয়ানুজ্ঞানোপযোগীত্যত্র বৃদ্ধসম্মতিমাহ তথাহীতি। পাণিপাদাদীনামন্যগতানামাত্মধর্ম্মত্বে-নারোপ্য ব্যপদেশে কোহেতুরিতি চেৎ তত্রাহ সর্ব্বত্রেতি জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণঃ শক্তিসন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তনসামর্থ্যং তৎসত্ত্বং নিমিত্তীকৃত্য স্বকার্য্যবন্তো ভবন্তি পাণ্যাদয় ইতি কৃত্বেতি যোজনা।

সর্ব্বতোঽক্ষীত্যাদাবুক্তমতিদিশতি তথেতি। তৎজ্ঞেয়ং যথা সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিতি ব্যাখ্যাতং তথেত্যুক্তমেব স্পষ্টয়তি সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতোঽক্ষীত্যাদেরক্ষরার্থমাহ সর্ব্বতোঽক্ষীতি। অক্ষি-শ্রবণত্বমবশিষ্টজ্ঞানেন্দ্রিয়বত্ত্বস্য পাণিপাদমুখবত্ত্বঞ্চাবশিষ্টকর্ম্মেন্দ্রিয়বত্ত্বস্য মনোবুদ্ধ্যাদিমত্ত্বস্য চোপ-লক্ষণং। একস্য সর্ব্বতঃ পাণ্যাদিমত্ত্বং সাধয়তি সর্ব্বমিতি॥ ১৪॥

রামানুজ।—সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎপরিশুদ্ধাত্মস্বরূপং সর্ব্বতঃ পাণিপাদকার্য্যশক্তং তথা সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ সর্ব্বতশ্চক্ষুরাদি কার্য্যকৃৎ "অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ" ইতি পরস্য ব্রহ্মণোঽপাণিপাদস্যাপি সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি-কার্য্যকর্তৃত্বং শ্রূয়তে। প্রত্যাগাত্মনোঽপি পরিশুদ্ধস্য তৎসাম্যাপত্ত্যা সর্ব্বতঃ পাণিপাদানি কার্য্যকর্তৃত্বং শ্রুতিসিদ্ধমেব। তথা "বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়। নিরঞ্জনঃ পরমম্ সাম্যমুপৈতি" ইতি শ্রূয়তে। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইতি চ বক্ষ্যতে। লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি যদ্বস্তুজাতং তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি পরিশুদ্ধস্বরূপং দেহাদিপরিচ্ছেদরহিততয়া সর্ব্বগত-মিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

হনুমান্।—সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিতি। সর্ব্বব্যাপীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

শ্রীধর।—নম্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদম্ব্রহ্মৈবৈকমেবেদং সর্ব্বমি"ত্যাদি শ্রুতির্ব্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে"ত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মত্বম্ তস্য দর্শয়ন্নাহ সর্ব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সৎ লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

বলদেব।—অথ পরমাত্মবস্তুপদিশতি সর্ব্বতঃ পাণীতি। তৎ পরমাত্মবস্তু সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদি বিস্ফুটার্থম্॥ ১৪॥

মধুসূদন।—এবং নিরুপাধিকস্য ব্রহ্মণঃ সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং নাসদিত্য-নেনাপাস্তায়ামপি বিস্তরেণ তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ চেতনক্ষেত্রজ্ঞরূপতয়া তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ। সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু দেহেষু পাণয়ঃ পাদাশ্চাচেতনাঃ স্বস্বব্যাপারেষু প্রবর্ত্তনীয়া যস্য চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম সর্ব্বাচেতনপ্রবৃত্তীনাম্ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকত্বাত্তস্মিন্ ক্ষেত্রজ্ঞে চেতনে ব্রহ্মণি জ্ঞেয়ে সর্ব্বাচেতনবর্গপ্রবৃত্তিহেতৌ নাস্তি নাস্তিতাশঙ্কেত্যর্থঃ, এবং সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংশি মুখানি চ যস্য প্রবর্ত্তনীয়ানি, এবং সর্ব্বতঃ শ্রুতয়ঃ শ্রবণেন্দ্রিয়াণি যস্য প্রবর্ত্তনীয়ত্বেন সন্তি তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বপ্রাণিনিকায়ে একমেব নিত্যং বিভুঞ্চ সর্ব্বমচেতনবর্গম্ আবৃত্য স্বসত্তয়া স্ফূর্ত্ত্যা চাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন ব্যাপ্য তিষ্ঠতি নির্ব্বিকারমেব স্থিতিং লভতে ন তু স্বাধ্যস্তস্য জড়প্রপঞ্চস্য দোষেণ গুণেন বাঽণুমাত্রেণাপি সংবধ্যত ইত্যর্থঃ, যথা চ সর্ব্বেষু দেহেষ্বেকমেব চেতনং নিত্যং বিভু চ ন প্রতিদেহং ভিন্নং তথা প্রপঞ্চিতং প্রাক্॥ ১৪॥

নীলকণ্ঠ —এবং সচ য ইত্যেতৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপমপাস্তসমস্তবিশেষমুপপাদ্য যৎ প্রভাব ইতি প্রতিজ্ঞাতং তস্য প্রভাবং বৈশ্বরূপ্যলক্ষণমুপপাদয়তি সর্ব্বতঃ ইতি, সর্ব্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু অন্তর্ব্বহিশ্চ পাণয়ঃ পাদশ্চাস্য সন্তীতি সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্, এবং সর্ব্বতোঽক্ষাণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণবৎ লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি যথা স্বপ্নদৃক্ তৈজসোবাসনাময়ৈনৈব পাণিপাদাদিনা স্বাপ্নং প্রপঞ্চমনুভবতি তস্য চ জাগ্রৎকালে উপাধিভূতপিণ্ডগতমেব পাণিপাদাদিকং তদেব স্থূলপ্রপঞ্চানুভবসংস্কারাধীনদ্বারা বাসনাময়স্য প্রপঞ্চস্য কারণমিতি বীজাঙ্কুরন্যায়েনানয়োরন্যোন্যস্মিন্ সদ্ভাবো অন্যোন্য-কারণত্বঞ্চাস্তীতি; এবং সকলপ্রাণিধীবাসনোপরক্তাজ্ঞানোপাধিকচৈতন্যং সকলপ্রাণিধী-বাসনাময়ং সমষ্টি সূক্ষ্মপ্রপঞ্চমেব ভাসয়তি অস্য চোপাধিভূতং ব্রহ্মাণ্ডগত সকলপ্রাণিপাণিপাদা-দিকমেব, এবঞ্চ পূর্ব্ববৎ স্থূলসূক্ষ্ময়োরপি সমষ্টিপ্রপঞ্চয়োরন্যোন্যং বীজাঙ্কুরন্যায়েন কার্য্যকারণভাব-মন্যোন্যস্যান্যোন্যস্মিন্ সদ্ভাবঞ্চাভিপ্রেত্যোক্তং ভগবতা ভাষ্যকারেণ, সকলপ্রাণিকরণো-পাধিদ্বারেণ জ্ঞেয়ব্রহ্মণোঽস্তিত্বং প্রতিপাদ্যত ইতি, কার্য্যদ্বারা কারণাস্তিত্বসিদ্ধৌ চ কারণো ভাবোঽপ্যুপপদ্যত অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি, নন্বু "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্" ইতি ন্যায়েন ব্যর্থস্তর্হি কারণোপন্যাস ইতি চেৎ ন, তং বিনাশুদ্ধাধিগমাযোগাৎ শাখাচন্দ্রন্যায়েন হি সগুণং নির্গুণস্য বস্তুনোজ্ঞাপকং যথোক্তং ভাষ্যে, "উপাধিকৃতমিথ্যারূপ-মপ্যস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্যোচ্যতে সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদি তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনমধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত" ইতি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" ইত্যাদি শ্রুতির্ব্বিরুধ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য স্বরূপতঃ কার্য্যকারণাতীতত্বেঽপি শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ কার্য্যকারণাত্মকমপি তদিত্যাহ। সর্ব্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানাং পাণিপাদবৃন্দৈঃ সর্ব্বত্র দৃষ্টৈরেব তদ্ব্রহ্মৈবাসংখ্যপাণিপাদৈর্যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বতোঽ-ক্ষীত্যাদি ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে পরব্রহ্মস্বরূপ পরম জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে সদসৎ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিরুপাধিক পরব্রহ্মের সম্বন্ধে সদ্রূপ প্রত্যয়ের অভাব-হেতু অর্থাৎ তাঁহাকে "ন সৎ" বলিয়া উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, তবে তিনি অসৎ। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য সম-কালেই বলা হইয়াছে যে, তিনি "ন অসৎ" অর্থাৎ অসৎও নন। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে অসদ্রূপ আশঙ্কা বিশদরূপে নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা হইতেছে। ইহাতে প্রদর্শিত হইতেছে যে, তিনি সৎ হউন বা অসৎ হউন, এই বিশ্বের সর্ব্বত্র তিনি অনুস্যূত, এবং সর্ব্বক্ষেত্রে

সেই জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপে ক্রিয়াশীল। তিনি যাবতীয় চেতন পদার্থের হস্ত ও চরণস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহারই চৈতন্যে যাবতীয় চেতনবর্গ স্ব স্ব চেষ্টায় বিনিযুক্ত ও অভীষ্ট সাধনে সক্ষম। অচেতনবর্গও তাঁহারই শক্তিতে পরিবর্ত্তন রূপান্তর প্রাপ্তি ও পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিতে সমর্থ। অতএব চেতনাচেতন সকলই যাঁহার প্রভাবে বর্ত্তমান, সেই জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্ম সম্বন্ধে নাস্তি নাস্তিরূপ আশঙ্কা অমূলক। সেই পরব্রহ্মের নয়ন, মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; এবং তাঁহার শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণও সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত। এই বিশ্বে সকলের শরীর অধিকার করিয়া এমন কি অচেতনবর্গকেও স্বকীয় শক্তিতে আবৃত করিয়া সেই পরব্রহ্ম বিরাজিত রহিয়াছেন। তিনি নির্ব্বিকার ভাবে আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বীয় সত্তাদ্বারা স্ফুরিত হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। নতুবা এ জড় প্রপঞ্চের দোষ বা গুণ কোন কারণই সেই পরমপুরুষকে অণুমাত্র বদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। পূর্ব্বে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সেই নিত্যপুরুষ সর্ব্বদেহে এক ভাবেই অবস্থিত; এবং দেহভেদে তিনি বিভিন্ন নহেন।

প্রত্যুত পরমেশ্বরের হস্ত পদাদি কিছুই নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩য় অধ্যায় ১৯ শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, পদ না থাকিলেও তিনি গতিশীল, হস্ত না থাকিলেও তিনি গ্রহণক্ষম, চক্ষু না থাকিলেও দর্শনপটু, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণকুশল। এই পরব্রহ্ম জড়াত্মক বিশ্ব আবৃত করিয়া ইহার সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারই শক্তিতে দেহধারী জীবগণ স্ব স্ব হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাম সহকারে অভীপ্সিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, ও জীবন প্রবাহ প্রবাহিত রাখিয়াছে। যাঁহাকে সৎ নহেন বলিয়া উল্লেখ করিলে অসতের আশঙ্কা হয়, তিনি বস্তুতঃ পরম সৎস্বরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপৃত ও বিরাজমান। তথাপি তাঁহাকে সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। কারণ সৎও একটী ধর্ম্ম উপাধি এবং বিশেষণ। যাঁহাকে কোন ধর্ম্মই আশ্রয় করিতে পারে না, কোনরূপ অধ্যাস বা উপাধির প্রলেপ যাঁহাতে যুক্ত হইতে পারে না, কোনরূপ বিশেষণে যাঁহার বিশেষত্ব সমর্থন করিতে পারে না, তাঁহাকে সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিবারও উপায় নাই। ভাগ্যবান্ সাধকগণ বহুকালের আয়াসে ও সাধনায় তাঁহার ভাব কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু সে ভাব ব্যক্ত করিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। যে যে বাক্যে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার অসম্পূর্ণ ভাবই প্রকটিত হয়; তাঁহার সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব ॥ ১৪ ॥

——(০)——

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—[তৎ] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়গুণানাং ভাসকং) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ (সর্ব্বেন্দ্রিয়রহিতং) অসক্তং (সঙ্গশূন্যং) সর্ব্বভৃৎ (সর্ব্বাধারভূতং) চ এব নির্গুণং (সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিতং) গুণভোক্তৃ (সত্ত্বাদিগুণানাং পালকং) চ ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—[তিনি] সকল-ইন্দ্রিয়ের-গুণের-ভাসক সর্ব্বেন্দ্রিয়-রহিত, সঙ্গশূন্য, সকলের-আধার-স্বরূপ, এবং নির্গুণ ও গুণসমূহের-পালক ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই পরমাত্মা ইন্দ্রিয় সমূহের গুণের অবভাসক অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিহীন, তিনি নির্লিপ্ত অথচ সকলের আধার স্বরূপ; তিনি নির্গুণ, অথচ জীবরূপে গুণভোক্তা ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মাভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াখ্যান্যন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যেতে অপি চান্তঃকরণোপাধিদ্বারেণৈব শ্রোত্রাদীনামপি উপাধিত্বমিত্যতোঽন্তঃকরণবহিঃকরণোপাধিভূতৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়সঙ্কল্পশ্রবণবচনাদিভিরবভাসত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ "ধ্যায়তীব লেলায়তীবে"তি শ্রুতেঃ। কস্মাৎপুনঃ কারণান্ন ব্যাপৃতমেবেতি গৃহ্যত ইত্যত আহ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং, সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ, অতো ন করণব্যাপারৈর্ব্যাপৃতং তজ্জ্ঞেয়ং। যস্ত্বয়ং মন্ত্রঃ,—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ" ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎতজ্জ্ঞেয়মিত্যেবং প্রদর্শনার্থং ন তু সাক্ষা-

দেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনার্থঃ। অন্ধোমণিমবিন্দদিত্যাদিমন্ত্রার্থবত্তস্য মন্ত্রস্যার্থঃ। যস্মাৎ সর্ব্ব-করণবর্জিতং তস্মাদসক্তং সর্ব্বসংশ্লেষবর্জিতং, যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্ব্বভৃচ্চ এব সদাস্পদং হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সদ্‌বুদ্ধ্যনুগমান্ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োঽপি নিরাস্পদা ভবন্ত্যতঃ সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বং বিভর্ত্তি ইতি স্যাদিদঞ্চান্যৎ জ্ঞেয়স্য সত্ত্বাধিগমদ্বারং নির্গুণং সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাস্তৈর্বর্জিতং তৎ জ্ঞেয়ং, তথাপি গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং ভোক্তৃ চোপলব্ধৃ তৎ জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—আরোপাদৃতে সাক্ষাদেব জ্ঞেয়স্য পাণ্যাদিমত্ত্বমাশঙ্ক্যাহ উপাধীতি। ইন্দ্রিয়বিশেষণীভূতসর্ব্বশব্দাৎ জ্ঞেয়োপাধিত্বন্যায়বিশেষাচ্চাত্র বুদ্ধ্যাদেরপি গ্রহণমিত্যাহ অন্তঃকরণে চেতি। শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য মনোবুদ্ধিদ্বারত্বাদপি তয়োরিহ গ্রহণমিত্যাহ অপিচেতি তয়োরপীহোপাদানে ফলিতমাহ ইত্যত ইতি। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ সর্ব্বেতি। উপাধি-দ্বারা কল্পিতব্যাপারবত্ত্বে মানমাহ ধ্যায়তীতি। কল্পিতমেবাস্য ব্যাপারবত্ত্বম্ নবাস্তবমিত্যত্র ভগবতোপি সম্মতিমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা দর্শয়তি কস্মাদিত্যাদিনা। সর্ব্বকরণরাহিত্যে ফলিতমাহ অত ইতি। সাক্ষাদেব জ্ঞেয়স্য বেগবদ্বিহরণাদিক্রিয়াবত্তায়াঃ মন্ত্রবর্ণিকত্বাৎ কুতোঽস্য করণ-ব্যাপারৈরব্যাপৃতত্বমিত্যাশঙ্ক্যানুবাদপূর্ব্বকং মন্ত্রস্য প্রকৃতানুগুণত্বমাহ যত্ত্বিতি। করণগুণা-নুগুণ্যভজনমন্তরেণ সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনপরত্বে মন্ত্রস্য মুখ্যার্থত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদসম্ভবান্নৈবমিত্যাহ অন্ধ ইতি। অর্থবাদস্য শ্রুতেঽর্থে তাৎপর্য্যাভাবান্ন প্রকৃতপ্রতিকূলত্বেত্যর্থঃ। সর্ব্বকরণরাহিত্যং তদ্ব্যাপাররাহিত্যস্যোপলক্ষণমিত্যঙ্গীকৃত্যোক্তমেব হেতুং কৃত্বাবস্তুতঃ সর্ব্বসঙ্গ-বর্জ্জিতত্বমাহ যস্মাদিতি। বস্তুতঃ সর্ব্বসঙ্গাভাবেঽপি সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বমাহ যদ্যপীতি। স্বসত্তামাত্রেণা-ধিষ্ঠানতয়া সর্ব্বং পুষ্ণাতীত্যেতদুপপাদয়তি সদিতি। বিমতং সতি কল্পিতং প্রত্যেকং সদনুবিদ্ধ-ধীর্বেধ্যত্বাৎ প্রত্যেকঞ্চ প্রভেদানুবিদ্ধধীবোধ্যঞ্চন্দ্রভেদবদিত্যর্থঃ সর্ব্বং সদাস্পদমিত্যযুক্তং মৃগতৃষ্ণি-কাদীনাং তদভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। তেষামপি কল্পিতত্বেন নিরধিষ্ঠানত্বাযোগান্নিরূপ্যমাণে তদধিষ্ঠানং সদেবেতি সর্ব্বস্য সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বেন জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণোঽস্তিত্বমুক্তমুপসংহরতি অত ইতি। ইতশ্চ জ্ঞেয়ং ব্রহ্মাস্তীত্যাহ স্যাদিদঞ্চেতি। নহি তস্যোপলব্ধৃত্বমসত্ত্বে সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরাভাসো যস্য তৎসর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্ ইন্দ্রিয়গুণা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিরপি বিষয়ান্ জ্ঞাতুং সমর্থমিত্যর্থঃ। স্বভাবতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতং বিনৈবেন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ স্বত এব সর্ব্বং জানাতীত্যর্থঃ। অসক্তং স্বভাবাদেব দেবাদি-দেহসঙ্গরহিতং সর্ব্বভৃচ্চৈব দেবাদিসর্ব্বদেহভরণসমর্থং চ। "স একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। নির্গুণং তথা স্বভাবতঃ সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ সত্ত্বাদীনাং গুণানাং ভোগসমর্থং চ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারানামাভাসঃ প্রতিভাসমাত্রং যস্মিন্ তৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসম্ অসক্তম্ অসম্বন্ধং সর্ব্বভ্রান্ত্যধিষ্ঠানং নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং। গুণভোক্তৃ চ শব্দাদি-গুণবিকারাণাং শব্দাদিবিষয়াণাং ভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারেষু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণাভাসত ইতি তথা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতঞ্চ। তথা চ শ্রুতিঃ। "অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যং তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বস্যাধারভূতং তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্॥ ১৫॥

বলদেব।—কিঞ্চ সর্ব্বেতি সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্গুণৈশ্চ তদ্বৃত্তিভিরাভাসতে দীপ্যতে ইতি তথা সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্জীবেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপভিন্নৈর্বিবর্জ্জিতং সংত্যক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ শূন্যঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈর্বিশিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্য্যম্। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতাপশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চেতি বুদ্ধিমনোঽঙ্গপ্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে। "বুদ্ধিমান্মনোবানঙ্গপ্রত্যঙ্গবানিতি" শ্রুতেঃ। সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বতত্ত্বধারকমপ্যসক্তং সঙ্কল্পেনৈব তদ্ধারণাৎ তৎস্পর্শরহিতম্ নির্গুণং। "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি" শ্রুতের্মায়াগুণাস্পৃষ্টমেব সদ্গুণভোক্তৃনিয়মাতয়া গুণানুভবিবিকারজননীমজামিত্যারভ্য একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোঽত্র বশানুগাং। ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেঽসৌ প্রসভং বিভুরিতি" শ্রবণাৎ॥ ১৫॥

মধুসূদন।—"অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিঃপ্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত" ইতি ন্যায়মনুসৃত্য সর্ব্বপ্রপঞ্চাধ্যারোপেণানাদিমৎপরং ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যাতমধুনা তদপবাদেন ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি ব্যাখ্যাতুমারভতে, নিরূপাধিস্বরূপজ্ঞানায় পরমার্থতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং তন্মায়য়া সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেষাং বহিঃকরণানাং শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণয়োশ্চ বুদ্ধিমনসোগুণৈঃরধ্যবসায়সঙ্কল্পশ্রবণবচনাদিভিস্তত্তদ্বিষয়রূপতয়াঽবভাসত ইব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি," শ্রুতেঃ। অত্র ধ্যানং বুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণং, লেলায়নং চলনং কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণার্থং, তথা পরমার্থতোঽসক্তং সর্ব্বসম্বন্ধশূন্যমেব মায়য়া সর্ব্বভৃচ্চ সদাত্মনা সর্ব্বং কল্পিতং ধারয়তি পোষয়তীতি চ সর্ব্বভৃৎ নিরধিষ্ঠানভ্রমাযোগাৎ, তথা পরমার্থতোনির্গুণং সত্ত্বরজস্তমোগুণরহিতমেব গুণভোক্তৃ চ সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারা সুখদুঃখমোহাকারেণ পরিণতানাং ভোক্তৃ উপলব্ধৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বু যূপাহবনীয়বদলৌকিকমপি ব্রহ্ম কার্য্যকারণবিশিষ্টং বিচিত্রমেব সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদিনা শাস্ত্রেণ কার্য্যশেষতয়া সমর্প্যতে নচ বাচ্যম্ উপাসনাপরং শাস্ত্রং ন ব্রহ্মণো বৈচিত্র্যং প্রতিপাদয়িতুমীষ্টে দেবতাধিকরণন্যায়েন দেবতা বিগ্রহাদিবত্তদ্বৈচিত্র্যস্যাপি অবান্তরতাৎপর্য্যবিষয়তয়া সিদ্ধেঃ নচ দেবতা বিগ্রহাদের্ব্যবহারিকমেব সত্ত্বং ন পারমার্থিকং, ব্রহ্মজ্ঞানেন তস্য বাধাদিতি বাচ্যং সত্তাদ্বৈবিধ্যস্যাপ্রসিদ্ধেঃ, তস্মাৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বাদিকং ব্রহ্মণো বাস্তবমেবেতি নাপবাদমর্হতীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি, সর্ব্বাণি অন্তরাণি ব্যাহ্যানি চ ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাখ্যানি শ্রোত্রাদীনি চেতি গ্রাহকমাত্রসংগৃহীতং গুণাশ্চ বিষয়া তেন গ্রাহ্যমাত্রং গৃহ্যতে সমস্তগ্রাহ্যগ্রাহকবদাভাসতে নতু গ্রাহ্যগ্রাহকস্বরূপং বিচিত্রং যথা জলস্থূর্য্যোঽধস্থ ইব

কম্পত ইবাভাসতে নতু বস্তুতোঽধস্থঃ কম্পতে বা, তদ্বৎ আত্মনো গ্রাহ্যগ্রাহকাকারত্বং মিথ্যেত্যর্থঃ, কুত এতৎ, যতঃ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ইন্দ্রিয়েতি গুণানামপ্যুপলক্ষণং ন হি ব্রহ্মণি কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং রূপাদি গ্রাহকং বা মন আদি বর্ত্ততে, অশব্দমস্পর্শরূপমব্যয়ম্ "অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রঃ যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদ"মিত্যাদিশাস্ত্রাৎ তস্মান্ন প্রপঞ্চবিশিষ্টং বিচিত্রং ব্রহ্ম, কথং তর্হি সর্ব্বং ব্রহ্মেতি শাস্ত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈবেতি, অত্র সর্ব্বভৃদিতি সর্ব্বাধারত্বোক্ত্যা সর্ব্বস্মাৎ পৃথগ্ভূতমিত্যুক্তং সর্ব্বস্য ব্রহ্মণা সহাধারাধেয়ভাবোঽপি কিং ঘটরূপয়োরিব সমবায়সম্বন্ধেন কুণ্ডবদরয়োরিব সংযোগসম্বন্ধেন বেত্যাশঙ্ক্য সম্বন্ধং বিনৈব সর্ব্বভৃত্বং ব্রহ্মণ ইত্যাহ অসক্তমিতি নন্বু ব্যাহতমেতৎ অসক্তমিতি চ সর্ব্বভৃদিতি চেতি নৈষদোষঃ, নহ্যূষরভূমির্মরীচিকোদকেন সংসক্তা অথ চ তদাধারভূতাপি ভবতি তদ্বদেতত্তুবিষ্যতি, নন্বেবং প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বমাপততি তথা চ কর্ম্মোপাস্তিবিধয় উপরুধ্যেরন্ ন ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানেন যাবৎ দ্বৈতং ন বাধ্যতে তাবৎ ক্রিয়াকারকাদিসর্ব্বব্যবহারস্য সত্যত্বোপগমাৎ প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যমিতি শ্রুত্যাপি প্রাণোপলক্ষিতস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য ব্যবহারিকং সত্যত্বমুক্তং। ততোঽপ্যধিকং পরমার্থসত্যং ব্রহ্মদর্শিতং সত্যত্বঞ্চাবাধ্যত্বং তৎ কিঞ্চিৎকালং প্রাণানামস্তি ব্রহ্মণস্তু সার্ব্বদিকমিতি, যথা ভূপতীনাং ভূপতিরিত্যুক্তে ঐশ্বর্য্যাল্পত্বভূয়স্ত্বকৃতোভেদঃ স্পষ্টঃ, এবমিহাপি দ্রষ্টব্যং তস্মাদ্ব্রহ্মণঃ সবিশেষত্বং নিষ্কলাত্মবোধাৎ প্রাগেব নতূর্দ্ধমিতি অবশ্যং তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতুং শক্যমিত্যনুপাধিকং ব্রহ্ম ন কেনচিৎকার্য্যশেষতাং নেতুং শক্যং তদধিগমে ক্রিয়াকারকাদিদ্বৈতোপমর্দ্দাদুপাস্যোপাসকোপাসনাভেদস্য বাধিতত্বাৎ তস্মাদ্যুক্তমুক্তম্ উপাধিকৃতং রূপং মিথ্যেতি কিঞ্চ নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধশূন্যমপি গ্রাহকেষু বুদ্ধ্যাদিষু গ্রাহ্যসম্বন্ধাৎ সুখাদ্যাকারেণ পরিণতেষু সৎসু কেবলং তৎপ্রকাশমাত্রেণ ভোক্তৃত্বমপ্যস্য চিদাভাসরূপস্যোপপদ্যতে প্রতিবিম্বোপাধিকং চলনাদিকং, তথা চ শ্রুতিঃ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি," বুদ্ধৌ ধ্যায়ন্ত্যাং তত্র প্রবিষ্টশ্চিদাভাসো ধ্যায়তীব বিষয়ান্, বুদ্ধৌ লেলায়ত্যাং বিষয়প্রদেশং গচ্ছন্ত্যাং সোঽপি লেলায়তীব ন তু স্বতো ধ্যায়তীবেতি শ্রুতিঃ প্রতিপাদয়তি, এতেন "অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যপি ব্রহ্মণ উপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমত্ত্বেনৈবব্যাখ্যেয়ম্, অপাদোঽপি পাদে জবতি জববান্ ভবতীতি অন্ধোমণিমবিন্দদিত্যাদিবচনজাতঞ্চাত্রানুসন্ধেয়ম্, তস্মাদ্যুক্তমুক্তং নির্গুণং গুণভোক্তৃ চেতি, ভাষ্যে তু নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতমপি তেষাং গুণানাং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বেন পরিণতানাং ভোক্তৃ চ উপলব্ধৃ চেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াংশ্চ আভাসয়তীতি "তচ্চক্ষুষশ্চক্ষু"রিত্যাদি শ্রুতেঃ। যদ্বা সর্বেন্দ্রিয়ৈর্গুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাসতে বিরাজতীতি তৎ। তদপি সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং প্রাকৃতেন্দ্রিয়াদিরহিতং। তথাচ শ্রুতিঃ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। "পরাস্য শক্তিঃ বহুধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ স্বরূপশক্ত্যাস্পদত্বাদিতি ভাবঃ। অসক্তং শূন্যং সর্ব্বভৃৎ শ্রীবিষ্ণুস্বরূপেণ সর্ব্বপালকং নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতাকারং কিঞ্চ গুণভোক্তৃ ত্রিগুণাতীতং ভগবদ্বাচ্যষড়্গুণাস্বাদকঞ্চ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে পরমাত্মাকে যাবতীয় চেতনবর্গের পাণি-পাদাদি ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে সহজেই মনে হইতে পারে, তাঁহাতে ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ অধ্যস্ত হইতেছে। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা। সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারে পরমাত্মা অবভাসিত। সর্ব্ব শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় সকলের কার্য্যেই তিনি ব্যাপৃত। তাঁহার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম না থাকিলেও তিনি ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন, জীববর্গের শক্তি প্রযোজক, ও কর্ম্ম সাধনের বিধাতা। এই জন্যই সর্ব্বে-ন্দ্রিয়শালিত্বরূপ উপাধি তাঁহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি যেন ধ্যান করেন, এবং যেন গমন করেন, অর্থাৎ ধ্যানরূপে অন্তরেন্দ্রিয়ের কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন, এবং গমনাদিরূপে বহিরিন্দ্রিয়ের কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কার্য্য স্বরূপে তিনি অবভাসিত। যদি বলা যায়, বিধিরুদ্রাদি দেবসমূহ সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং পাণিপাদাদির সাহায্যেই তাঁহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, সেই সকল কর্ম্মী দেবতা সেই অনাদি পরব্রহ্মের বাসনায় ও ব্যবস্থায় শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত ও ক্রিয়াশীল। সুতরাং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের মূল স্থান সেই পরব্রহ্ম। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাপারের মূল স্থান স্বরূপ হইলেও তিনি স্বয়ং কোন ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত নহেন; কারণ তিনি ইন্দ্রিয় পরিশূন্য। যাঁহার কোন রূপ নাই, উপাধি নাই, স্থান নাই, ক্রিয়া নাই, তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় থাকাও সম্ভব নহে। কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও বিশ্বের ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে পরম শক্তিমান্ বিধাতা পর্য্যন্ত সকলেরই তাবৎ ইন্দ্রিয় শক্তির তিনি প্রযোক্তা। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্য-চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১ম অঃ, ১৯ শ্রু) ইহার ভাবার্থ, হস্ত পদাদি না থাকিলেও তিনি গমনশীল, ও গ্রহণপটু; চক্ষু না থাকিলেও তিনি দর্শনক্ষম, এবং কর্ণ না থাকিলেও তিনি শ্রবণক্ষম। এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়রূপ উপাধি ও তত্তাবতের গুণাগুণ তিনি অবলম্বন করিতে সমর্থ, অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অভাবও তত্তা-

বতের গুণকর্ম্ম সম্পাদনে তিনি অক্ষম। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি গতি প্রভৃতি ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেছেন, এরূপ নহে। সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রামপরিশূন্যতা-হেতু শ্রীভগবান্ সর্ব্ব ব্যাপারেই আসক্তিশূন্য ও সংশ্লেষ রহিত। চক্ষুতে দর্শন করা যায় বলিয়া পদার্থ বিশেষ পরম রমণীয়রূপে উপলব্ধ হয়, এবং পুনঃ পুনঃ তদ্দর্শনে অভিলাষ জন্মে। এইরূপ কর্ণ ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মধুর শ্রাব্য বিষয়ে বা সুখস্পর্শ পদার্থে মানবকে আসক্ত করে। যিনি ইন্দ্রিয়াদি রহিত, তাঁহার তাদৃশ কোন আসক্তি থাকিতে পারে না। আশঙ্কা হইতে পারে, যাঁহার কিছুতেই আসক্তি নাই, তিনি কোন বস্তুরই রক্ষণ বা পোষণার্থ চেষ্টাবান্ নহেন? যাঁহার মমতা নাই, এবং স্নেহ প্রণোদিত হইয়া পরিপালন করিবার বিষয় নাই, তিনি তাবদ্ব্যাপারেই উদাসীন? দুরবগম্য জটিল রহস্যপরিপূর্ণ জ্ঞেয়তত্ত্বরূপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা অসম্ভব। কারণ সেই নির্লিপ্ত মহাপুরুষ সর্ব্বভৃৎ অর্থাৎ তিনি সকলের আধার স্বরূপ এবং পোষক স্বরূপ। তিনি নির্লিপ্ত হইলেও সকলের সর্ব্ব কার্য্য সাধন প্রয়োজনের প্রযোক্তা, এবং উদাসীন হইলেও বিশ্বব্যাপারের যাবতীয় রহস্যের মূলে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়গ্রাম না থাকিলেও ইন্দ্রিয় সম্পন্ন, সর্ব্ব পদার্থের তিনি নিয়ামক। অপিচ নির্গুণ। সত্ব, রজ তমঃ এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি এবং গুণত্রয় পরমাত্মারই বাসনায় সঞ্জাত। অথচ পরব্রহ্ম এই ত্রিগুণাতীত। প্রকৃতি তাঁহারই আশ্রিতা হইলেও তিনি তৎপ্রলেপ পরিশূন্য। তথাপি সেই জ্ঞেয় পরম পদার্থ গুণসমূহের ভোক্তাস্বরূপ; অর্থাৎ সত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় সম্মিলনে বা স্বতন্ত্রভাবে যে জাগতিক ক্রিয়া সমূহের উৎপাদন করিতেছে, যে সকল কল্পনাতীত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটাইতেছে, তদ্ভাবত সুখ দুঃখ মোহাদিরূপে পরিণত ব্যাপার এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি ক্রিয়া ও পরিণাম সমূহ নির্লিপ্তভাবে উপভোগ করিতেছেন।

জ্ঞেয় পদার্থের তত্ত্ব অশেষ রহস্যজালে জড়িত। এই প্রসঙ্গ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীভগবান্ বিবিধ বিধানে ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা ও জটিলত্ব বিশদরূপে সূচিত করিতেছেন। যাঁহাকে যুগপৎ সৎ ও অসৎ, পাদপাণিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, অসক্ত অথচ সর্ব্বভৃৎ ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হইতেছে, প্রত্যুত তাঁহার ন্যায় রহস্যময় জ্ঞাতব্য ব্যাপার

আর কি আছে। এই সকল বাক্যে ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝাইবার ভাষা নাই। ভাগ্যবান্ সাধক প্রযত্নাতিশয্য সহকারে স্বয়ং তাহা বুঝিবেন। শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ কেবল পথপ্রদর্শক মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান স্বয়ং অর্জ্জন করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

—(০)—

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬॥

অন্বয়।—ভূতানাং (চরাচরাণাং) বহিঃ (বাহ্যং) অন্তঃ চ, অচরং (স্থাবরং) চরম্ (জঙ্গমম্) এব চ সূক্ষ্মত্বাৎ (রূপাদিহীনত্বাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) অবিজ্ঞেয়ং (জ্ঞানাগোচরং) দূরস্থং (যোজনলক্ষান্তরিতং) চ অন্তিকে (সমীপে) চ ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—[তিনি] ভূতগণের বাহ্য ও অন্তর, স্থাবর ও জঙ্গমও, সূক্ষ্মহেতু তিনি জ্ঞানের-অগোচর বহু-দূরে-স্থিত এবং নিকটে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—তিনি ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে অবস্থিত, আবার তিনিই স্থাবরজঙ্গমরূপ ভূতপুঞ্জ; তিনি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ রূপাদি-বিহীনহেতু জ্ঞানের অগোচর; অপিচ তিনি দূরবর্ত্তী অথচ নিকটেই অবস্থিত ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ বহিরন্তরিতি। বহিস্ত্বক্‌পর্য্যন্তং দেহমাত্মত্বেনাবিদ্যাকল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে, তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাবধিং কৃত্বান্তরুচ্যতে বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যে অভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে অচরং চরমেব চ যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ং যথা রজ্জুসর্পাভাসঃ, যদ্যচরং চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং, কিমর্থমিদমিতি সর্ব্বৈর্ন বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে যদ্যপি সর্ব্বাভাসং তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মমতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তৎ জ্ঞেয়মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাং বিদুষাং আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাদি প্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থং বর্ষসহস্রকোট্যাপ্যবিদুষামপ্রাপ্যত্বাদন্তিকে চ তদাত্মত্বাৎ বিদুষাম্॥ ১৬॥

আনন্দগিরি।—ইতোঽপি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মাস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। বহিরিতি ব্যাখ্যেয়মাদায় ব্যাচষ্টে ত্বগিতি ভূতেভ্যোবহির্ব্বাহ্যং বিষয়াত্মাত্মকমিত্যর্থঃ। কথমনাত্মন এবাত্মত্বং কল্পনয়েত্যাহ আত্মত্বেনেতি অন্তঃশব্দার্থমাহ তথেতি। ভূতানাঞ্চরাচরাণামন্তর্ম্মধ্যে প্রত্যগ্ভূতমিত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়ং পাদমবতার্য্য ব্যাচষ্টে বহিরিত্যাদিনা। যন্মধ্যে ভূতাত্মকং নানাবিধদেহাত্মনা ভাসমানং তদপি জ্ঞেয়ান্তর্ভূতং স্বরূপসদিত্যর্থঃ। কথঞ্চরাচরাত্মনোভূতজাতস্য জ্ঞেয়স্য জ্ঞেয়ত্বং তত্রাহ যথেতি। অধিষ্ঠানে রজ্জ্বাং কল্পিতসর্পাদেরন্তর্ভাববদ্দেহাভাসস্যাপি জ্ঞেয়ান্তর্ভাবান্নাসত্বং মধ্যে জ্ঞেয়স্য শঙ্কিতব্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মকঞ্চেৎ জ্ঞেয়ং সর্ব্বৈরিদমিতি কিমিতি ন গৃহ্যেতেতি শঙ্ক্যতে যদীতি। ইদমিতি গ্রাহ্যত্বযোগ্যত্বাভাবান্নেত্যাহ উচ্যত ইতি। সর্ব্ববস্ত্বাত্মনাভাসতেস্তদযোগ্যত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ সত্যমিতি সূক্ষ্মত্বেঽপি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অথ ইতি। সূক্ষ্মত্বমতীন্দ্রিয়ত্বং তস্য বিজ্ঞেয়ত্বে কুতস্তৎজ্ঞানান্মুক্তিস্তত্রাহ অবিদুষামিতি। বিশেষণফলমাহ বিদুষান্ত্বিতি। বিদুষাং হি তেষামাত্মত্বেন জ্ঞাতঞ্চেৎ কথং দূরস্থত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিজ্ঞাততয়েতি। কথং তর্হি তস্য প্রত্যক্ত্বস্তত্রাহ অন্তিকে চেতি। বিদ্বদবিদ্বদ্ভেদাপেক্ষয়া "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ" ইতি শ্রুতিঃ, তদর্থোঽত্র প্রসঙ্গাদনূদিত ইত্যর্থঃ॥ ১৬॥

রামানুজ।—পৃথিব্যাদিভূতানি পরিত্যজ্য অশরীরো বহির্ব্বর্ত্ততে তেষামন্তশ্চ বর্ত্ততে "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বাযানৈর্ব্বা" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধস্বচ্ছন্দবৃত্তিষু অচরং চরমেব স্বভাবতোঽচরং চরদেহিত্বে সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ এবং সর্ব্বশক্তিযুক্তং সর্ব্বজ্ঞং তদাত্মতত্ত্বং অস্মিন্ ক্ষেত্রে বর্ত্তমানমপি অতিসূক্ষ্মত্বাৎ দেহাৎ পৃথক্ত্বেন সংসারিভিরবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ। অমানিত্বাদ্যুক্তগুণরহিতানাং বিপরীতগুণানাং পুংসাম্ স্বদেহে বর্ত্তমানমপ্যতিদূরস্থং তথা অমানিত্বাদিগুণোপেতানাং তদেবান্তিকে চ বর্ত্ততে॥ ১৬॥

হনুমান্।—বহিঃ শারীরাদন্তশ্চ॥ ১৬॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তর্ব্বহির্জ্জলমিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং ভূতজাতং তদেব কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। এতদবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যসন্নিহিতং। তথা চ মন্ত্রঃ। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যত" ইতি। এজতি চলতি নৈজতি ন চলতি তৎ উ অন্তিকে ইতি চ্ছেদঃ॥ ১৬॥

বলদেব।—বহিরিতি। ভূতানাং চিজ্জড়াত্মকানাং তত্ত্বানাং বহিরন্তশ্চ স্থিতম্। "অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং প্রাপ্য নারায়ণঃ স্থিত" ইতি শ্রবণাৎ। অচরমচলং চরং চলং চ। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বত" ইতি শ্রুতেঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রত্যক্চিৎসুখমূর্ত্তিত্বাদবিজ্ঞেয়ং দেবতান্তরবজ্জ্ঞাতুমশক্যম্। অতো দূরস্থঞ্চেতি। "যন্মনো ন মনুতেন চ চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনমিতি শ্রুতেঃ। গান্ধর্ব্ববাসিতেন শ্রোত্রেণ ষড়্জাদিবদ্ভক্তিভাবিতেন করণেন তু শক্যং তজ্জ্ঞাতুমিত্যাহ অন্তিকে চ তদিতি। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যাগাত্মানমৈক্ষৎ ভক্তিযোগে হি তিষ্ঠতী"ত্যাদিশ্রবণাৎ। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—ভূতানাং ভবনধর্ম্মণাং সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং কল্পিতানামকল্পিতমধিষ্ঠানমেক

মেব বহিরন্তশ্চ মরুমরীচিকাজলমিব স্বকল্পিতানাং সর্বপ্রাণিনাং সর্ব্বাত্মনা ব্যাপকমিত্যর্থঃ। অতএব অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং চ ভূতজাতং তদেব অধিষ্ঠানাত্মকত্বাৎ কল্পিতানাং ন ততঃ কিঞ্চিদ্ব্যতিরিচ্যতে ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বাত্মকত্বেহপি সূক্ষ্মত্বাদ্রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদমেবমিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি অতএবাত্ম-জ্ঞানসাধনশূন্যানাং বর্ষসহস্রকোট্যাপ্যপ্রাপ্যত্বাৎ দূরস্থং চ যোজনলক্ষকোট্যন্তরিতমিব তৎ, জ্ঞান-সাধনসম্পন্নানাং অন্তিকে চ তৎ অত্যন্তব্যবহিতমেব আত্মত্বাৎ "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়া"মিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ১৬॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বসঙ্কমসম্বন্ধং চেৎ কথমুপলব্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বহিরিতি। ভূতানাং প্রাণিনাং একাদশেন্দ্রিয়াণি স্থূলভূতানি চ কেবলবিকারত্বেন ব্যবহিতত্বাৎ বহিরিত্যুচ্যতে মহদ-হঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাব্যক্তানি প্রকৃতিরূপত্বেন সন্নিহিতত্বাদন্তরিত্যুচ্যতে "চরাচরমিতি উভয়নিষ্ঠাঃ চরাচরোপাধ্যুপলক্ষিতাঃ অবধিভূতাঃ পুরুষাঃ চরমচরঞ্চেত্যনেন উচ্যতে, তত্র চরাচরং জ্ঞেয়মাত্র সামানাধিকরণ্যাৎ পুরুষানাং জ্ঞেয়ব্রহ্মভাব উক্তঃ। বহিরন্তশ্চ জ্ঞেয়মিতি ষোড়শসু বিকারেষষ্টাসু প্রকৃতিষু চ জ্ঞেয়স্য সম্বন্ধঃ উক্তঃ স চ সম্বন্ধো যাদৃশো যক্ষস্তাদৃশোবলিরিতি ন্যায়েন অধ্যস্তপ্রকৃতি-বিকৃতিসম্বন্ধেনাধ্যস্ত এব, এবঞ্চ পুরুষস্য উপলব্ধিমাত্রশরীরস্য গুণৈঃ সহ অধ্যাসিকসম্বন্ধাৎ গুণোপলব্ধৃত্বং যুজ্যতে। যথা প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য রবেঃ প্রকাশ্যসম্বন্ধাপেক্ষং প্রকাশয়িতৃত্বং তদ্বদিত্যর্থঃ, নন্বনিত্যাপরোক্ষঃ পুরুষঃ প্রকৃতিবিকারসম্বন্ধশ্চ তর্হি কুতো ন সর্ব্বৈর্গৃহ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ। সূক্ষ্মত্বাদিতি তৎ জ্ঞেয়ম্। অবিজ্ঞেয়ং দুর্বিজ্ঞেয়ং, যথা জপাকুসুমোপহিতস্য স্ফটিকস্য শৌক্ল্যং সন্নিহিতমপি রূপান্তরবিক্ষেপেণ তিরোহিতং সন্নগৃহ্যতে এবংনিত্যাপরোক্ষমপি অসঙ্গম্ ব্রহ্মোপাধ্যুপ-ধানাবিবেকেনা ন গ্রহীতুং শক্যং কিন্তু ঔপাধিকধর্ম্মোপেতমেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈঃ, বিদ্বদ্ভিস্তূপাধি-প্রবিলাপনেন সুগ্রহমিত্যাশয়ঃ, এতদেবাহ দূরস্থং চান্তিকে চ তদিতি, যথা মূঢ়ো জলে সূর্য্যবিম্বং সূর্য্যাদ্বিভিন্নং মন্যতে বিদ্বাংস্তূপাধিপ্রতিহতনয়নরশ্মীনামূর্দ্ধ্বং প্রত্যাগতানাং বিম্বগ্রাহিত্বং স্পষ্টং বিম্বস্যাধোমুখত্বগ্রহণস্তু পূর্ব্বপ্রবৃত্তাধোমুখবৃত্তিসংস্কারাপেক্ষং ইতি জানন্ বিম্বদেশে এব প্রতিবিম্বং পশ্যতি, দিবি এব জলস্থত্বমধ্যস্তং নতু জলে প্রতিবিম্ব ইতি, উপাধৌ ধর্ম্ম্যধ্যাস কল্পনাতঃ বিম্বস্যোপাধিসংসর্গমাত্রাধ্যাসকল্পনে লাঘবাৎ। এবং বিম্বভূতং ব্রহ্ম প্রতিবিম্বভূতাজ্জীবাৎ মূঢ়ানাং বিপ্রকৃষ্টং বিদুষাং অত্যন্তসন্নিকৃষ্টমিতি॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ।—ভূতানাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ যথা দেহানামাকাশাদিকম্ অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমঞ্চ ভূতজাতং তদেব কার্য্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ। এবমপি রূপাদিভিন্নত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ম্ ইদং তাদৃক্ স্পষ্টং জ্ঞানার্হং ন ভবতীতি অতএবাবিদুষাং যোজনকোট্যান্তরমিব দূরস্থং বিদুষাং পুনঃ স্বগৃহস্থমিবান্তিকে চ তৎস্বদেহে এবান্তর্যামিত্বাৎ। "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎ-স্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞেয় তত্ত্ব যে সাতিশয় রহস্য জালে জড়িত ইহাই প্রতিপাদনার্থ পূর্ব্বে বিরোধী ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ হইয়াছে। এক্ষণেও তদ্বৎ জ্ঞেয় তত্ত্বের সহিত

বিপরীত ধর্ম্মনিচয়ের সমাবেশ প্রদর্শিত হইতেছে।. এই চরাচর ভূত সমূহের অন্তর ও বাহ্য সকলই সেই পরব্রহ্ম। স্বর্ণবিনির্ম্মিত হার কেয়ূরাদির অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ যেরূপ কনকময়, তরঙ্গমালা-সমুদ্ভাসিত পয়োনিধির অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ যেরূপ জলময়, এই ব্রহ্মাণ্ডের ভূতগ্রামের অন্তর ও বাহ্য তদ্রূপ ব্রহ্মময়। এই দেহের অভ্যন্তর হইতে ত্বক্ পর্য্যন্ত সমস্তই বহিঃশব্দ বাচ্য, এবং এই দেহমধ্যে দেহাতীত প্রত্যগাত্মা রূপে যাঁহার অধিষ্ঠান আছে, তিনিই অন্তরশব্দবাচ্য। এইরূপ বাহ্য ও অন্তর উভয়ই সেই দুর্ব্বিজ্ঞেয় জ্ঞেয় পদার্থে ব্যাপ্ত। এই বিশ্বের অচরস্বরূপ স্থাবর ভূত সমূহে এবং চরস্বরূপ জঙ্গম ভূত সমূহে তিনিই অধিষ্ঠিত। এ সমস্তই তাঁহার কার্য্যস্বরূপ, তিনিই এতাবতের কারণ। কারণরূপে সেই পরব্রহ্ম কার্য্যের সহিত লিপ্ত। সেই পরব্রহ্ম উল্লিখিত প্রকার রূপাদিহীনতা হেতু অধিকন্তু কল্পনাতীত সূক্ষ্মত্ব হেতু দুর্ব্বিজ্ঞেয়। সুতরাং ইনিই তিনি, এরূপ স্পষ্টাববোধের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব অজ্ঞানিদিগের পক্ষে সেই ব্রহ্ম যেন লক্ষযোজন দূরে অবস্থিত, এবং কোটি কোটি বর্ষব্যাপি আয়াসেও দুরবগম্য। যেহেতু তিনি বিকার-ধর্ম্মশীলা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। যে সত্বরজতমগুণান্বিতা প্রকৃতির বিকারে এই সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, পরব্রহ্ম তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং তদতীত। এই জন্যই তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞান সহজে সম্ভব নহে। যাঁহারা জ্ঞান সাধনসম্পন্ন তাঁহারা আত্মতত্ত্বনিষ্ঠ; সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত ব্যবধান-রহিত। কারণ তাঁহারা জ্ঞানবলে প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে সক্ষম। এতৎসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। "তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বদন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।" (ঈশোপনিষৎ ৭ শ্রুঃ) ইহার ভাবার্থ যথা, সেই পরব্রহ্ম গতিশীল অথচ গতিশীল নহেন; তিনি দূরাবস্থিত অথচ অতি নিকটবর্ত্তী; তিনি সকলের অন্তরে, এবং তিনি সকলের বাহ্যে অবস্থিত। অপিচ শ্রুতি বলিয়াছেন, "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।" মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম খণ্ড ৭ শ্রুঃ) ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি দূরস্থ হইতেও সুদূরবর্ত্তী, এবং তিনি অতি নিকটবর্ত্তী; দর্শনক্ষম-গণের পক্ষে হৃদয়গুহাবস্থিতরূপে দৃষ্ট।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে অতিক্রম করিয়া পরব্রহ্ম তাহাদিগের বহির্ভাগে বিদ্যমান। অপিচ তিনি তাহাদিগের অন্তর-ভাগেও বিরাজমান। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা

অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতির সহিত বা যানাদি সহযোগে তিনি কৌতুক ক্রীড়া ও রমণনিরত। চররূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি অচর ধর্ম্মাক্রান্ত। সূক্ষ্মত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। এবম্প্রকার সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সেই পরমাত্মা এই দেহরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকিলেও অতি সূক্ষ্মতাহেতু এবং দেহ হইতে তাঁহার পার্থক্য-নিবন্ধন সংসারিজনের পক্ষে অবিজ্ঞেয়। তিনি দূরস্থ অথচ অন্তিকস্থিত। পূর্ব্বোল্লিখিত অমানিত্বাদি (১৩ অঃ ৮ শ্লোক) গুণবিরহিত ব্যক্তিবৃন্দের দেহে সেই আত্মা অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহাদিগের অজ্ঞতাহেতু তিনি অতি দূরবর্ত্তী। যে সকল মহাত্মা অমানিত্বাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের পক্ষে তিনি দেহাভ্যন্তরস্থিত রূপে পরিজ্ঞাত অতএব অতি সমীপগত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। চৈতন্য ধর্ম্মাক্রান্ত ও জড় ভূতবর্গের অন্তরে ও বাহিরে তিনি অবস্থিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" অর্থাৎ যাহা কিছু অন্তর ও বহিঃ, তৎ সমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি অচর অর্থাৎ অচল, এবং চর অর্থাৎ চল। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" (কঠোপনিষৎ ২য় বল্লী ২১ শ্রুতি) তিনি আসীন হইয়া দূরে ভ্রমণ করেন, এবং শয়ান হইয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সূক্ষ্মত্ব হেতু প্রত্যক্ ধর্ম্মত্বহেতু, এবং চিৎসুখমূর্ত্তিত্ব হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। অন্য দেবতাকে যে রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে সেরূপে জানিবার কোন উপায় নাই। এই জন্যই তিনি দূরস্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন; "যন্মনো ন মনুতে নচ চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং" মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, চক্ষু যাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম নহে, কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। সঙ্গীতকুশল অভ্যস্ত কর্ণ দ্বারা মানব যেরূপে ষড়্জাদিস্বর * অববোধ করিতে পারে, সেইরূপ ভক্তি-ভাবিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধক তাঁহাকে পরিজ্ঞানে সক্ষম হইয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহাকে অন্তিকে অর্থাৎ অতি নিকটাবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, ভক্তিযোগপ্রভাবে ধীর ভক্তগণ মনশ্চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পান। কেবল অনন্যা ভক্তি যোগেই তিনি লভ্য। গীতাশাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ এই অভিপ্রায় নিজমুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। (১১শ অধ্যায় ৫৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

* ষড়্জ।—ষড়্জ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত স্বর বিশেষ। স্বর সপ্তপ্রকার। যথা, "ষড়্জ ঋষভগান্ধারাঃ মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (সঙ্গীত দামোদর) অর্থাৎ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বর। ইহাদের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। ইহারাই বিবিধ

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূত সমূহকে বহিরূপে অবধারণ করিয়াছেন; এবং মহৎ অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতি এই সমস্তকে অন্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, জবাকুসুম সন্নিধানে স্ফাটিক স্থাপিত হইলে শেষোক্ত পদার্থ লোহিতাভ হয়। কিন্তু ঐ জবাপুষ্প স্থানান্তরিত হইলে তাহা রক্তবর্ণপরিশূন্য হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, স্ফাটিক জবার বর্ণ গ্রহণ করে। তদ্রূপ ঐ নিত্য অপরোক্ষ ও অসঙ্গ ব্রহ্ম উপাধি দ্বারা উপহিতহেতু মূঢ়গণ তাঁহাকে উপাধি ধর্ম্ম সংযুক্ত বলিয়াই বোধ করে, কিন্তু তিনি বস্তুতঃ স্ফাটিকবৎ স্বতঃশুদ্ধ, উপাধিধর্ম্ম বিরহিত। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হয় বলিয়া সূর্য্য যে জলের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকেন বা জলের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন, এরূপ নহে ॥ ১৬ ॥

—:০:—

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) চ অবিভক্তং [অপি]

ভাবে নানা রাগ ও রাগিণী সহকারে গীত হইয়া থাকে। ময়ুর ষড়্জ, বৃষ ঋষভ, ছাগ গান্ধার, বক মধ্যম, কোকিল পঞ্চম, অশ্ব ধৈবত, এবং হস্তী নিষাদ স্বর উচ্চারণ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীতে এই সপ্ত স্বরই গীত হইত। কেহ কেহ বলেন, চাতক ঋষভ এবং ভেক ধৈবত স্বর উচ্চারণ করে। উচ্চারণ-স্থান, "নাসাং কণ্ঠমুরস্তালুং জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ। ষড়্ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতিস্মৃতঃ।" (ভরত) অর্থাৎ নাসা, কণ্ঠ, বক্ষ, তালু, জিহ্বা এবং দন্ত এই ছয় স্থান হইতে জাত বলিয়া ইহা ষড়্জ নামে অভিহিত। ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহা বিপ্রবর্ণ এবং সকল স্বর অপেক্ষা ক্ষুদ্রস্বর, ইহার তাল এক। ষড়্জের আর আট প্রকার ভেদ আছে। ঋষভ, নাভিদেশ হইতে উত্থিত, বায়ু কণ্ঠদেশ হইতে বৃষভস্বরের ন্যায় নির্গত হয়। গান্ধার-স্বর নাভি হইতে উৎক্রান্ত হইয়া কণ্ঠ ও শীর্ষদেশে প্রতিহত হইয়া উচ্চারিত হয়। মধ্যম, বক্ষ এবং কণ্ঠ-দেশে স্থিত বায়ু নাভিদেশ গত হইয়া শব্দিত হয়। পঞ্চমস্বর, নাভি হইতে উত্থিত বায়ু বক্ষ, হৃদয়, কণ্ঠ মূর্দ্ধা এই কয় স্থানে বিচরণ করিয়া ধ্বনিত হয়। ধৈবতস্বর ললাট হইতে শব্দিত হয়, এবং নিষাদও ললাট হইতে উচ্চরিত হয়। সকল স্বরের অবসান হেতু ইহা নিষাদ। (বিস্তারিত বিবরণ সঙ্গীত দামোদরাদি সঙ্গীত শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য)।

বিভক্তম্ (ভিন্নং) ইব চ স্থিতং, তৎ (ব্রহ্ম) ভূতভর্তৃ (ভূতপালকং) চ গ্রসিষ্ণুঃ (গ্রসনশীলঞ্চ) প্রভবিষ্ণু (স্রষ্টা) চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—ভূতসমূহে অবিভক্ত [হইয়াও] ভিন্নের ন্যায় অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের-পালক, গ্রাসকর্ত্তা এবং স্রষ্টা জানিবে ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—তিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতপুঞ্জে অবিভক্ত হইয়াও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান ; তিনিই স্থিতিকালে ভূতবর্গের পালক, প্রলয়কালে সংহারক এবং সৃষ্টিকালে উৎপাদক বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। অবিভক্তঞ্চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকং ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতং দেহেষ্বেব বিভাব্যমানত্বাৎ ভূতভর্তৃ চ ভূতানি বিভর্ত্তীতি তৎ জ্ঞেয়ং ভূতভর্তৃ চ স্থিতিকালে প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু চ গ্রসনশীলম্ উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলং যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্মিথ্যাকল্পিতস্য ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞেয়স্যাস্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। তদ্ধি প্রতিদেহং নভোবদেকং তদ্ভেদে মানাভাবাৎ ভিন্নত্বে চ ঘটবদনাত্মত্বাপাতাদতোঽদ্বিতীয়ং সর্ব্বত্র প্রত্যগভূতং জ্ঞেয়ং নাস্তীত্যতিসাহসমিত্যাহ অবিভক্তঞ্চেতি। কথম্ তর্হি দেহভেদে ভেদধীরিত্যাশঙ্ক্য কল্পনয়েত্যাহ ভূতেষ্বিতি। তত্র হেতুঃ দেহেষ্বিতি। কার্য্যাণাং স্থিতিহেতুত্বাচ্চ জ্ঞেয়মস্তীত্যাহ ভূতেতি। নিমিত্তোপাদানত্বাৎ তেষাং প্রলয়ে প্রভবে চ কারণত্বাচ্চ তদস্তীত্যাহ প্রলয়েতি। তর্হি কার্য্যকারণত্বস্য বস্তুত্বান্নাদ্বৈতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—দেবমনুষ্যাদিভূতেষু সর্ব্বত্র স্থিতমাত্মবস্তু বেদিতৃত্বৈকাকারতয়া অবিভক্তম্ অবিদুষাম্ দেবাদ্যাকারেণায়ং দেবো মনুষ্য ইতি বিভক্তমিব চ স্থিতং দেবোঽহং মনুষ্যোঽহমিতি দেহসামানাধিকরণ্যেনানুসন্ধীয়মানমপি বেদিতৃত্বেন দেহাদর্থান্তরভূতং জ্ঞাতুং শক্যমিত্যাদ্যুক্তমেতদেকাবেত্তীতি। ইদানীং প্রকারান্তরৈশ্চ দেহাদর্থান্তরত্বেন জ্ঞাতুং শক্যমিত্যাহ ভূতভর্তৃচেতি। ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং দেহরূপেণ সংহতানাং যদ্ভর্তৃতদ্ভর্ত্তব্যেভ্যো ভূতেভ্যোঽর্থান্তরং জ্ঞেয়মর্থান্তরমিতি জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। তথা গ্রসিষ্ণু অন্নাদীনাং ভৌতিকানাম্ গ্রসিষ্ণু গ্রস্যমানেভ্যো ভূতেভ্যো গ্রসিতৃত্বেন অর্থান্তরভূতমিতি জ্ঞাতুং শক্যং। প্রভবিষ্ণু চ প্রভবহেতুঃ, গ্রস্তানামন্নাদীনামাকারান্তরেণ পরিণতানাং প্রভবহেতুস্তেভ্যোঽর্থান্তরমিতি জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। মৃতশরীরে গ্রসনপ্রভাবাদীনামদর্শনাৎ ন ভূতসংঘাতরূপং ক্ষেত্রং গ্রসনপ্রভবভরণহেতুরিতি নিশ্চীয়তে ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—অবিভক্তম্ মহিম্না আকাশবৎ ভূতভর্তৃ স্থিতিকালে, গ্রসিষ্ণু প্রলয়কালে, প্রভবিষ্ণু উৎপত্তিকালে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্য্যাত্মনা ভিন্নমিব স্থিতং চ (বিভক্তং) সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি তৎ স্বরূপমেবোক্তং চ

জ্ঞেয়ং ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—অবিভক্তমিতি। বিভক্তেষু মিথো ভিন্নেষু জীবেষ্ববিভক্তমেকম্ তদ্‌ব্রহ্ম বিভক্তমিব প্রতিজীবং ভিন্নমিব স্থিতম্। "একং সন্তম্ বহুধা দৃশ্যমানমিতি" শ্রুতেঃ। "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে" ইতি স্মৃতেশ্চ। তচ্চ ভূতভর্ত্তৃ স্থিতৌ ভূতানাম্ পালকম্ প্রলয়ে তেষাং গ্রসিষ্ণু কালশক্ত্যা সংহারকং সর্গে প্রভবিষ্ণু প্রধানজীবশক্তিভ্যাং নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্। শ্রুতিশ্চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্বিজিজ্ঞাসস্বেতি" ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—যদুক্তমেকমেব সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি তদ্বিবৃণোতি প্রতিদেহমাত্মভেদ-বাদিনাং নিরাশায়। ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু অবিভক্তমভিন্নমেকমেব তৎ ন তু প্রতিদেহং ভিন্নং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ ; তথাপি দেহতাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বাৎ প্রতিদেহং বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ঔপাধি-কত্বেনাপারমার্থিকোব্যোম্নীব তত্র ভেদাবভাস ইত্যর্থঃ। নন্বু ভবতু ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বব্যাপক একঃ, ব্রহ্ম তু জগৎকারণং ততোভিন্নমেবেতি নেত্যাহ ভূতভর্ত্তৃ চ ভূতানি সর্ব্বাণি স্থিতিকালে বিভর্ত্তীতি তথা, প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্ উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলং সর্ব্বস্য, যথা, রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্মায়াকল্পিতস্য তস্মাদ্‌জগতঃ স্থিতিলয়োৎপত্তিকারণং ব্রহ্ম তদেব ক্ষেত্রজ্ঞং প্রতিদেহমেকং জ্ঞেয়ং ন ততোঽন্যদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবোপপাদয়ত্যর্দ্ধকেন অবিভক্তঞ্চেতি। "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।" ইতি শ্রুতেঃ, ভূতেষু কার্য্যকারণ-সংঘাতাপন্নেষু জলপাত্রেষু চন্দ্রস্যেব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বাঃ জীবাঃ তে এবোক্তরীত্যা বিম্বাদনন্যা ইতি তদ্রূপেণ ভূতেষু অবিভক্তঞ্চ বিভাগমপ্রাপ্তমপি জ্ঞেয়বস্তু মূঢ়দৃষ্ট্যা বিভক্তমিব দূরদেশস্থমিব ক্ষেত্রে বিভিন্নমিব চ স্থিতম্ এবং তর্হি চন্দ্রাদুদপাত্রাণামিব ভূতানাং পৃথক্ সত্তাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভূতভর্ত্তৃচেতি অধিষ্ঠানত্বেন সর্ব্বাণি ভূতানি ধারয়তীতি ন ততস্তেষাং পৃথক্‌সত্তাস্তি রজ্জুত ইব তদধ্যস্তানাং সর্পদণ্ডধারাদীনামিত্যর্থঃ, এতদেবাহ গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ যথা রজ্জুস্তত্ত্বজ্ঞান-দশায়াং সর্পাদীন্ গ্রসতি অজ্ঞানদশায়াঞ্চ তানেব প্রসূতে তদ্বৎ জ্ঞাতং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং অজ্ঞাতঞ্চ সর্ব্বভূতানাং প্রভবিষ্ণু উৎপাদনশীলম্ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু অবিভক্তং কারণাত্মনাভিন্নং কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং তদেব শ্রীনারায়ণস্বরূপং সৎ ভূতানাং ভর্ত্তৃ স্থিতিকালে পালকং প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু সংহারকম্ স্থিতিকালে প্রভবিষ্ণু চ নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেই জ্ঞেয় বস্তু সর্ব্বব্যাপী। এক্ষণে কি ভাবে তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত তাহাই কথিত হইতেছে। সেই জ্ঞেয় বস্তুর রহস্য যাহাতে সকলে কথঞ্চিৎ প্রণিধান করিতে সক্ষম হয়, এই অভিপ্রায়ে এস্থলে

তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যরূপে আভাস প্রদান করা হইতেছে। যাঁহারা প্রতিদেহে আত্মভেদ দর্শন করেন, তাঁহাদিগের সেই ভ্রান্তি এই শ্লোক দ্বারা নিরস্ত হইবে। সেই পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে অবিভক্ত ভাবে একরূপে অবস্থিত। একই আকাশ যেমন অবিভক্ত ভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ একই পরমাত্মা সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। তথাপি তিনি দেহভেদে ভিন্নভাবে অবস্থিত। দেহকে তাদাত্ম্যরূপে প্রতীত হয় বলিয়া তিনিও প্রতিদেহে বিভক্তরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। সাগর বারির ফেনপুঞ্জ যেমন সাগর হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ পরমাত্মার সহিত প্রতিভূতাবস্থিত আত্ম পদার্থের বিভিন্নতা নাই। কিন্তু উপাধি ভেদে আকাশের যেরূপ অপারমার্থিক বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের সহিত জীবেরও সেইরূপ বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে। যদি এস্থলে আশঙ্কা করা যায় যে, ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জ্ঞেয় বস্তু সর্ব্বব্যাপক সত্য, তথাপি যে ব্রহ্ম জগতের কারণস্বরূপ, যাঁহা হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচরের উদ্ভব, তিনি স্বতন্ত্র পদার্থ? তদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, তাহা নহে। কারণ তিনি সর্ব্বভূতের স্থিতিকালে পালক ও পরিপোষক তাহাদের যখন প্রলয়দশা উপস্থিত হয়, তখন তিনিই তাহাদিগকে গ্রাস করেন, এবং যখন তাহাদিগের উৎপত্তি হয়, সেই সৃষ্টিকালেও তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এতাবতা ইহাই স্থির হইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই পরম ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জ্ঞেয় বস্তুই পরব্রহ্ম। যেমন মায়াদ্বারা রজ্জ্বাদিতে সর্প কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জাগতিক পদার্থপুঞ্জের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ সেই ব্রহ্মেই হইয়া থাকে, অন্য কাহারও তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব নাই। সমস্ত ভূতই কেবল মিথ্যা ও মায়াকল্পিত মাত্র।

এই শ্লোকের অনুকূল কয়েকটী শ্রৌত স্মার্ত্ত বচন কোন কোন মহাত্মা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা; "একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং" অর্থাৎ তিনি এক হইলেও বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন। "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি নসংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত।" ইহার ভাবার্থ এই যে, একই পরমাত্মা বিষ্ণু সর্ব্বত্রই অনুস্যূত; এবং তিনি এক হইয়াও স্বীয় শক্তিপ্রভাবে জলাদিতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩য় বল্লী ১ অনুবাক) অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূতপুঞ্জ উদ্ভূত হয়, যাঁহার

প্রভাবে জীবন ধারণ করে, এবং প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেই ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টিত হও ॥ ১৭ ॥

——(০)——

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥১৮॥

অন্বয়।—তৎ জ্যোতিষাম্ (সূর্য্যাদীনাং) অপি জ্যোতিঃ (প্রকাশকং) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরম্ উচ্যতে (কথ্যতে) জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তিরূপেণাভিব্যক্তং) জ্ঞেয়ং (জ্ঞানস্য বিষয়ং) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানপ্রাপ্যং) সর্ব্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি (বুদ্ধৌ) বিষ্ঠিতম্ (বিশেষরূপেণ স্থিতং) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—তিনি সূর্য্যাদিরও প্রকাশক, অজ্ঞানের অতিরিক্ত কথিত হন; [তিনি] জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞান-দ্বারা-প্রাপ্য, সকলের বুদ্ধিবৃত্তিতে বিশেষরূপে-অধিষ্ঠিত ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই ব্রহ্ম সূর্য্যাদিরও প্রকাশক, এবং অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট; তিনিই জ্ঞানরূপী, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ সর্ব্বং বিদ্যমানং সন্নোপলভ্যতে চেৎ জ্ঞেয়ন্তমস্তর্হি, ন, কিং তর্হি, জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং আদিত্যাদীনামপি তৎ জ্ঞেয়ং জ্যোতিরাত্মচৈতন্যজ্যোতিষেদ্ধানি হি আদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধস্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী"-ত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ, স্মৃতেশ্চ ইহৈব "যদাদিত্যগতং তেজ" ইত্যাদেস্তমসোঽজ্ঞানাৎ পরমস্পৃষ্টমুচ্যতে জ্ঞানমিতি জ্ঞানাদেদুঃসম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তাবসাদস্যোত্তম্ভনার্থমাহ জ্ঞানমমানিত্বাদি জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনোক্তং জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ্জ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে জ্ঞায়মানন্তু জ্ঞেয়ং তদেতদ্দ্বয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতং বিশেষেণ স্থিতম্॥ ১৮॥ তত্রৈব নিয়ন্তৃ বিষ্ঠিতং

পাঠান্তর।—ধিষ্ঠিতং।

আনন্দগিরি ।—ইতোঽপি জ্ঞেয়স্যাস্তিত্বমিত্যাহ কিঞ্চেতি। হেত্বন্তরমেব স্ফোরয়িতুং শঙ্কয়তি সর্ব্বত্রেতি। ন তত্তমোমন্তব্যমিত্যাহ নেতি। তর্হি কিন্তস্যরূপমিতি পৃচ্ছতি কিম্ তর্হীতি। তত্রোত্তরং জ্যোতিষামিতি। সূর্য্যাদীনাং বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চ প্রকাশকত্বাৎ অস্তি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যাহ জ্যোতিষামিতি। তদেবোপপাদয়তি আত্মেতি। তত্র শ্রুতিদ্বয়ং প্রমাণয়তি যেনেতি। উক্তেঽর্থে বাক্যশেষমপি দর্শয়তি স্মৃতেশ্চেতি। জ্ঞেয়স্যা~~ন্ন্য~~ তমস্ত্বেঽপি তমস্পৃষ্টত্বমাশঙ্ক্যোক্তম্ তমস ইতি। উত্তরার্দ্ধস্য তাৎপর্য্যমাহ জ্ঞানাদেরিতি। উত্তম্ভনমুদ্দীপনং প্রকটীকরণমিতি যাবৎ জ্ঞানমমানিত্বাদি করণব্যুৎপত্ত্যেতিশেষঃ। জ্ঞানগম্যম্ জ্ঞেয়মিতি পুনরুক্তিম্ শঙ্কিত্বোক্তং জ্ঞেয়মিতি। উক্তত্রয়স্য বুদ্ধিস্থতয়া প্রাকট্যম্ প্রকটয়তি তদেতদিতি ॥~~১৮~~॥ ॥১৮॥

রামানুজ ।—জ্যোতিষাং দীপাদিত্যমণিপ্রভৃতীনামপি তদেব জ্যোতিঃ প্রকাশকং দীপাদিত্যাদীনামপি আত্মপ্রভাবরূপং জ্ঞানমেব প্রকাশয়তি। দীপাদয়স্তু বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ-বিরোধিসন্তমসনিরসনমাত্রং কুর্ব্বন্তে, তাবন্মাত্রেণৈব তেষাং প্রকাশকত্বং তমসঃ পরমুচ্যতে তমঃ শব্দঃ সূক্ষ্মাবস্থপ্রকৃতিবচনঃ প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। অতোজ্ঞানং জ্ঞেয়ং তচ্চ জ্ঞানগম্যম্ অমানিত্বাদিভিরুক্তৈঃ জ্ঞানসাধনৈঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। হৃদিসর্ব্বস্য বিষ্ঠিতং সর্ব্বস্য মনুষ্যাদেঃ হৃদি বিশেষেণাবস্থিতং সন্নিহিতম্॥ ১৮ ॥

হনুমান্ ।—তমসঃ অজ্ঞানাৎ পরমসংস্পৃষ্টং, জ্ঞানমমানিত্বাদি, জ্ঞেয়মনাদি মৎপরং, জ্ঞেয়ং ~~ব্রহ্মেত্যাদি~~ জ্ঞানগম্যম্ প্রাপ্যং ফলমিত্যর্থঃ, জ্ঞানেন গম্যং জ্ঞানগম্যং ফলম্, তন্নিত্যমমপি (?) হৃদি বুদ্ধৌ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতম্ বিশেষেণ স্থিতম্॥ ১৮ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎজ্যোতিঃ প্রকাশকং, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ, ন তত্র সূর্য্যোভাতিন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নি-স্তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী" ত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽ-জ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা"দিত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং তদেবং রূপান্যাকারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানগম্যঞ্চ অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞান-সাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ, জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুত স্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতিপাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বলদেব ।—জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃপ্রকাশকং "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতীত্যাদি" শ্রুতেঃ। তদ্ব্রহ্ম তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং তেনাস্পৃষ্টমুচ্যতে। "আদিত্য-বর্ণম্ তমসঃ পরস্তা"দিতি শ্রুত্যা জ্ঞানম্ চিদেকরসমুচ্যতে। "বিজ্ঞানমানন্দঘনং ব্রহ্মেতি" শ্রুত্যা জ্ঞানং মুমুক্ষোঃ শরণত্বেন জ্ঞাতুমর্হমুচ্যতে। "তম্ হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্ মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানগম্যমুচ্যতে। "তদেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতীতি" শ্রুত্যা সর্ব্বস্য প্রাণি-তস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতমুচ্যতে। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি" শ্রুত্যা ন চ ইতঃ পাণীত্যাদিপঞ্চকং জীবপরতয়ৈব নেয়ম্ তৎপ্রকরণত্বাদিতি বাচ্যম্ জীববদীশ্বরস্যাপি

ক্ষেত্রজ্ঞত্বেন প্রকৃতত্বাৎ। সর্ব্বতঃ পাণীত্যাদি সার্দ্ধকস্য ব্রহ্মৈবোপক্রম্য শ্বেতাশ্বতরৈঃ পঠিতত্বাৎ প্রকরণশাবল্যাত্তোপিনষৎসু বীক্ষণাচ্চ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—ননু সর্ব্বত্র বিদ্যমানমপি তন্নোপলভ্যতে চেত্তর্হি জড়মেব স্যাৎ, ন স্যাৎস্বয়ং জ্যোতিষোঽপি তস্য রূপাদিহীনত্বেনেন্দ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যত্বোপপত্তেরিত্যাহ জ্যোতিষামিতি। তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম জ্যোতিষামবভাসকানামাদিত্যাদীনাং বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চ বাহ্যানামান্তরাণামপি জ্যোতিরবভাসকং চৈতন্যজ্যোতিষোজড়জ্যোতিরবভাসকত্বোপপত্তেঃ "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী"ত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ বক্ষ্যতি চ "যদাদিত্যগতং তেজ" ইত্যাদি। স্বয়ং জড়ত্বাভাবেঽপি জড়সংস্পৃষ্টং স্যাদিতি নেত্যাহ তমসোজড়বর্গাৎ পরম্ অবিদ্যাতৎকার্য্যাভ্যামপারমার্থিকাভ্যামসংস্পৃষ্টং পারমার্থিকং তদ্ব্রহ্ম সদসতোঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। উচ্যতে,—"অক্ষরাৎপরতঃ পর" ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ ব্রহ্মবাদিভিশ্চ। তদুক্তং। "নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কূটস্থস্য বিকারিণা। আত্মনোনাত্মনা যোগোবাস্তবোনোপপদ্যতে।" "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি" শ্রুতেশ্চ আদিত্যবর্ণমিতি স্বভানে প্রকাশান্তরানপেক্ষং সর্ব্বস্য প্রকাশকমিত্যর্থঃ, যস্মাত্তৎ স্বয়ংজ্যোতির্জড়াসংস্পৃষ্টম্ অতএব তজ্জ্ঞানং প্রমাণজন্যচেতোবৃত্তিব্যক্তসংবিদ্রূপম্ অতএব তদেব জ্ঞেয়ং জ্ঞাতুমর্হমজ্ঞাতত্বাৎ জড়স্যাজ্ঞাতত্বাভাবেন জ্ঞাতুমনর্হত্বাৎ কথং তর্হি সর্ব্বৈঃ ন জ্ঞায়তে, তত্রাহ জ্ঞানগম্যং পূর্ব্বোক্তেনামানিত্বাদিনা তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তেন সাধনকলাপেন জ্ঞানশব্দিতেন গম্যং প্রাপ্যং ন তু তদ্বিনেত্যর্থঃ। নন্বু সাধনেন গম্যং চেত্তৎ কিং দেশান্তরব্যবহিতং নেত্যাহ হৃদি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বুদ্ধৌ বিষ্ঠিতং সর্ব্বত্র সামান্যেন স্থিতমপি বিশেষরূপেণ তত্র স্থিতমভিব্যক্তং জীবরূপেণান্তর্যামিরূপেণ চ সৌরং তেজ ইবাদর্শসূর্য্যকান্তাদৌ অব্যবহিতমেব বস্তুতোভ্রান্ত্যা ব্যবহিতমিব সর্ব্বভ্রমকারণাজ্ঞাননিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে ইব ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং জ্ঞেয়স্য তটস্থলক্ষণমুক্ত্বা স্বরূপলক্ষণমাহ জ্যোতিষাং বাহ্যানামাদিত্যাদীনামান্তরাণাঞ্চ বুদ্ধ্যাদীনামিতরাবভাসকানামপি তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম জ্যোতিরবভাসকত্বোপপত্তেঃ, তথাচ শ্রুতয়ঃ, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী" ত্যাদ্যাঃ, বক্ষ্যতি চ "যদাদিত্যগতং তেজঃ" ইত্যাদি, তমসোঽজ্ঞানাৎ ভূতগ্রামপ্রসবহেতোঃ পরং দূরস্থং তদুচ্যতে, নন্বু যথা চান্দ্রস্য জ্যোতিষোঽবভাসকং তৎ সজাতীয়ং সৌরং জ্যোতিরিতি জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্ এবং সৌরাদি জ্যোতিষামপ্যবভাসকং কিঞ্চিৎ সজাতীয়ং জ্যোতিরলৌকিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানমিতি, কেবলজ্ঞপ্তিমাত্রশরীরং যৎ জ্যোতির্নতু ভৌতিকং তদেব জ্ঞেয়ং বস্তু আবৃতত্বাৎ জ্ঞানেন প্রাপ্তুমিষ্টতমং কুতস্তর্হি তজ্জ্ঞানমত আহ জ্ঞানগম্যমিতি যতস্তৎজ্ঞানেন অমানিত্বাদিনা জ্ঞানসাধনেন গম্যং প্রাপ্যং কিম্ গ্রামান্তরবৎ দেশব্যবহিতং বা বাল্যাৎ যৌবনমিব অবস্থান্তরবৎ কালব্যবহিতং বা তৎপ্রাপ্যমস্তীত্যত আহ হৃদি সর্ব্বস্যধিষ্ঠিতমিতি স্বাত্মভূতমেব তদস্ত দৃষ্টীনাং সম্যক্ প্রকাশত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ।—জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ, ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তম্

অনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতী"ত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎপরম্ তেনাস্পৃষ্টম্ উচ্যতে। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা"দিত্যাদি শ্রুতেঃ। জ্ঞানম্ তদেব বুদ্ধিবৃত্ত্যা-বভিব্যক্তং সজ্ঞানমুচ্যতে। তদেব রূপাদ্যাকারেণ পরিণতং জ্ঞেয়ঞ্চ তদেব জ্ঞানগম্যং পূর্ব্বোক্তেন অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। তদেব পরমাত্মস্বরূপম্ সৎ সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি ধিষ্ঠিতম্ নিয়ন্তৃতয়া অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে পরম জ্ঞেয় বস্তুকে সর্ববব্যাপকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি জড়রূপে সর্ববত্র ব্যাপ্ত নহেন। অপিচ সর্ববব্যাপকত্বই তাঁহার একমাত্র পরিচায়ক নহে। ইহাই প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা। তিনি উপাধিহীন সুতরাং মনে হইতে পারে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য। কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অমূলক। যে হেতু তিনি আদিত্যাদি জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ পদার্থেরও জ্যোতিস্বরূপ। অর্থাৎ তাঁহার জ্যোতিতে আদিত্যাদি অবভাসিত ও জ্যোতিষ্মান্। শ্রুতি বলিয়াছেন "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি" ইহার ভাবার্থ যথা; যাঁহার তেজ দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া সূর্য্য তাপ দান করেন, তাঁহার জ্যোতি সমস্ত বিশ্বকে উজ্জ্বল করিতেছে। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ববং তস্য ভাসা সর্ববমিদং বিভাতি॥" (কঠোপনিষৎ ৫ম বল্লী ১৫ শ্রুঃ) ইহার ভাবার্থ যথা, তথায় সূর্য্য আলোক দানে সমর্থ হয় না, সেখানে চন্দ্রতারকাও আলোক প্রদানে অক্ষম; সেখানে বিদ্যুৎ সমূহও আলোকোৎপাদন করে না; অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞতারূপ অন্ধকার নাশ করিতে পারে না। তবে এই অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? তাঁহারই আলোকে সমস্ত পদার্থ আলোকিত, তাঁহারই প্রভায় সকলে প্রভাশালী। এই গ্রন্থের পঞ্চদশাধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে "যদাদিত্যগতং তেজঃ" ইত্যাদি বাক্যে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে। যদি মনে করা যায়, ক্ষেত্রজ্ঞের জড়ত্ব না থাকিলেও তিনি জড়-সংস্পৃষ্ট বটেন। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি জড়বর্গের অতীত। অবিদ্যা ও তৎকার্য্য স্বরূপ অপারমার্থিক বিষয় ব্যাপারের সহিত সেই পরমাত্মা সংস্পৃষ্ট নহেন। কারণ সতের অসতের সম্বন্ধ অসম্ভব। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী "তমসঃ পরং" এই বাক্যের অর্থ স্বরূপে লিখিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞানের অতীত; অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক অসংস্পৃষ্ট। উক্ত আছে যে, "নিঃসঙ্গস্য সসঙ্গেন কুটস্থস্য বিকারিণা। আত্মনোঽনাত্মনা যোগো বাস্তবো নোপপদ্যতে" অর্থাৎ সঙ্গযুক্ত বিকার ধর্ম্মশীল অনাত্মবস্তুর সহিত সঙ্গরহিত

কূটস্থ আত্মার বাস্তবসংযোগ সম্ভব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩য় অঃ ৮ শ্রুঃ) ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি বস্তন্তরের সহায়তা ব্যতীত স্বকীয় জ্যোতিতে স্বয়ং দীপ্তিমান, সেই ব্রহ্ম জড় পদার্থের অতীত। সেই ব্রহ্ম জড়াতীত ও স্বয়ং তেজোময়, এই জন্যই তিনি জ্ঞানময়। অর্থাৎ তিনি স্বয়ং চিদ্‌বৃত্তিরূপে অভিব্যক্ত পরমাত্মা। অতএব তাঁহাকেই জ্ঞেয় বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। অজ্ঞেরা তাঁহার তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ; জ্ঞানিগণই তাঁহার তত্ত্বাবধারণে সমর্থ। যাঁহারা পূর্ব্বকথিত অমানিত্বাদি রূপ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারাই পরমজ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্বনিরূপণে অধিকারী। পূর্ব্বকথিতরূপ অমানিত্বাদি সাধন-সহকারে ব্রহ্মাববোধ জন্মিয়া থাকে। যদি মনে করা যায় যে, তিনি সাধন দ্বারা লভ্য, সুতরাং হয় তো বা তিনি স্থানান্তরে অবস্থিত। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়প্রদেশে বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বত্র সামান্যাকারে অধিষ্ঠিত আছেন; তথাপি ইহাই বক্তব্য যে, তিনি জীববর্গের হৃদয়প্রদেশে বুদ্ধি-বৃত্তিতেই বিশেষরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি জীবরূপে ও অন্তর্য্যামীরূপে সকল জীবের হৃদয়ে নিত্যাধিষ্ঠিত। সূর্য্যরশ্মি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইলেও যেরূপ দর্পণ ও উজ্জ্বল সূর্য্যকান্তমণি প্রভৃতিতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও জীববর্গের হৃদয়প্রদেশে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যিনি হৃদয়ে নিত্যাধিষ্ঠিত, তিনি বস্তুতঃ অব্যবহিতঃ; কিন্তু ভ্রান্তি-প্রযুক্ত অজ্ঞজনেরা তাঁহাকে ব্যবহিত বলিয়া জ্ঞান করে। সর্ব্বপ্রকার ভ্রমের কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ব্রহ্ম দীপ, আদিত্য, মণি প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থেরও প্রকাশক। তিনি দীপাদিত্যাদির আত্মপ্রভারূপ আলোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই আলোক দ্বারা দীপাদি সন্নিহিত অন্ধকার মাত্র নাশ করে। তাহাদিগের প্রকাশকত্ব ধর্ম্মের এই স্থানেই পর্য্যবসান। বিষয়েন্দ্রিয়ের বিরোধী অন্ধকার মাত্র দীপাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়। কিন্তু পরম জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার অন্ধকার নির্ম্মূল নিঃশেষিত হইয়া থাকে। তমঃশব্দ দ্বারা সূক্ষ্মাবস্থাপন্না প্রকৃতি বুঝায়। ব্রহ্ম তাহারও অতীত। (অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ)

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞেয় বস্তুর তটস্থ লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ কীর্ত্তিত হইতেছে। সেই জ্ঞেয় পদার্থ আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতিষ্ক সমূহের এবং বুদ্ধি প্রভৃতি আন্তরিক প্রভান্বিতগণের

জ্যোতিস্বরূপ। আদিত্যাদি বাহ্য জগতে আলোক বিকীরণ করিয়া থাকেন, বুদ্ধি প্রভৃতি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া থাকে। পরব্রহ্ম সর্ব্বালোকের আলোক। অজ্ঞান হইতেই ভূতগ্রামের উদ্ভব। ব্রহ্ম সেই অজ্ঞান হইতে দূরাবস্থিত। জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, সূর্য্য রশ্মি দ্বারা তৎসজাতীয় চন্দ্র অবভাসিত হইয়া থাকে। এস্থলে জ্ঞেয় বস্তুকে সর্ব্বজ্যোতিষ্কের অবভাসকরূপে উল্লেখ করায় সন্দেহ হইতে পারে যে, তিনিও কি তবে তৎসমস্তের একপ্রকার অলৌকিক সজাতীয় জ্যোতি? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং কোন ভৌতিক জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের অনুরূপ নহেন। সেই জ্ঞানাবৃত জ্ঞেয় বস্তুই প্রাপ্য পদার্থের মধ্যে ইষ্টতম। তিনি পূর্ব্বকথিতরূপ আমানিত্বাদি জ্ঞানসাধন দ্বারা লভ্য। তবে কি তিনি গ্রামান্তরের ন্যায় দেশান্তরের দ্বারা ব্যবহিত, অথবা বাল্যাত্যয়ে যৌবনাগমে যেরূপ অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, তদ্রূপ কাল দ্বারা ব্যবহিত? ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি সকলের হৃদয়েই সতত অধিষ্ঠিত। স্বয়ং আত্মরূপে সর্ব্বভূতাবস্থিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সকলবস্তুর প্রকাশক রূপে অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

——(•)——

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—ইতি (ইত্থং) ক্ষেত্রং (শরীরং) তথা জ্ঞানং (অমানিত্বাদিকং) জ্ঞেয়ং (ক্ষেত্রজ্ঞং) চ সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উক্তং (কথিতং) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীলঃ) এতৎ বিজ্ঞায় (বিশেষেণ জ্ঞাত্বা) মদ্ভাবায় (মোক্ষায়) উপপদ্যতে (উপযুক্তো ভবতি) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—এইরূপে ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে উক্ত-হইল; আমার-ভক্ত এই-তত্ত্ব বিশেষরূপে-জানিয়া মোক্ষের-নিমিত্ত যোগ্য-হয়॥ ১৯॥

ব্যাখ্যা।—এইরূপে ক্ষেত্ররূপ শরীর অমানিত্বাদি জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ সংক্ষেপে তোমার নিকট বিবৃত করিলাম; আমার ভক্ত এই গূঢ়তত্ত্ব বিশেষরূপে অবধারণ করিয়া মদ্ভাব অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য হইয়া থাকেন॥ ১৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—তদ্বৈব হি এবং বিভাব্যতে যথোক্তার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোক আরভ্যতে ইতি ক্ষেত্রমিতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানমমানিত্বাদি, তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনপর্য্যন্তং, জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যত ইত্যেবমন্তমুক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ, এতাবান্ সর্ব্বোহি বেদার্থোগীতার্থশ্চোপসংহৃত্যোক্তেঽস্মিন্ সম্যক্ দর্শনে কোঽধিক্রিয়ত ইত্যুচ্যতে মদ্ভক্তো ময়ীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবোযৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবং গ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্ভক্তঃ সন্ এতৎ যথোক্তং সম্যক্ দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় মম ভাবোমদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবস্তস্মৈ পরমাত্মভাবায়োপপদ্যতে যুজ্যতে ঘটতে মোক্ষং গচ্ছতি॥১৯॥

আনন্দগিরি।—তত্রানুভবমনুকূলয়তি তত্রৈবেতি। ত্বম্পদার্থশুদ্ধ্যর্থং সবিকারং ক্ষেত্রং পদবাক্যার্থবিবেকসাধনঞ্চামানিত্বাদি তৎপদার্থঞ্চ শুদ্ধং তদ্ভাবোক্ত্যর্থমুক্ত্বা তেষাং ফলমুপসংহরতি যথোক্তেতি। পূর্ব্বার্দ্ধং বিভজতে ইত্যেবমিতি। বক্তব্যান্তরে সতি কিমিতি ত্রিতয়মেব সংক্ষিপ্যোপসংহৃতং তত্রাহ এতাবানিতি। উত্তরার্দ্ধমাকাংক্ষাদ্বারাবতারয়তি অস্মিন্নিতি। ঈশ্বরে সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবমেবাভিনয়তি যৎপশ্যতীতি। বিজ্ঞায় লব্ধ্বেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

রামানুজ।—এবং "মহাভূতান্যহঙ্কার" ইত্যাদিনা "সংঘাতশ্চেতনাধৃতি" ইত্যনেন ক্ষেত্রতত্ত্বং সমাসেনোক্তম্ "অমানিত্বম্" ইত্যাদিনা "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্" ইত্যন্তেন জ্ঞাতব্যস্যাত্মতত্ত্বস্য জ্ঞানসাধনমুক্তং, "অনাদিমৎপরম্" ইত্যাদিনা "হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্" ইত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য যথাত্ম্যম্ চ সংক্ষেপেণোক্তম্। মদ্ভক্ত এতৎ ক্ষেত্রযাথাত্ম্যম্ ক্ষেত্রাদ্বিবিক্তার্থস্বরূপপ্রাপ্ত্যুপায়-যাথাত্ম্যম্ চ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে মম যো ভাবঃ স্বভাবঃ অসংসারিত্বম্ অসংসারিত্বপ্রাপ্তয়ে উপপন্নো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

হনুমান্।—মম ভাবায় মোক্ষম্ গচ্ছতি॥ ১৯॥

শ্রীধর।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মে-

ত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভির্ব্বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তং, এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যোভবতি ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ তজ্জ্ঞানফলসহিতমুপসংহরতি ইতি ক্ষেত্রমিতি। মহাভূতানীত্যাদিনা চেতনাধৃতিরিত্যন্তেন ক্ষেত্রস্বরূপমুক্তম্। অমানিত্বমিত্যাদিনা তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনমিত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়স্য জ্ঞানং তৎসাধনমুক্তম্। অনাদি মৎপরমিত্যাদিনা হৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতমিত্যন্তেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ম্ চোক্তং ময়া,এতত্রয়ং বিজ্ঞায় মিথো বিবেকেনাবগত্য মদ্ভাবায় মৎপ্রেম্নে মৎস্বভাবায় বা সংসারিত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি মদ্ভক্তঃ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিণং ফলং চ বদন্নুপসংহরতি, ইতি অনেন পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ ক্ষেত্রং মহাভূতাদিধৃত্যন্তং, তথা জ্ঞানং অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ং চ অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম বিষ্ঠিতমিত্যন্তং, শ্রুতিভ্যঃ স্মৃতিভ্যশ্চাকৃষ্য ত্রয়মপি মন্দবুদ্ধ্যনুগ্রহায় ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্, এতাবানেব হি সর্ব্ববেদার্থো গীতার্থশ্চ, অস্মিংশ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্ত এবাধিকারীত্যাহ, মদ্ভক্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমগুরৌ সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবো মদেকশরণঃ স এতদ্যথোক্তং ক্ষেত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বিজ্ঞায় বিবেকেন বিদিত্বা মদ্ভাবায় সর্ব্বানর্থশূন্যপরমানন্দভাবায় মোক্ষায়োপপদ্যতে মোক্ষং প্রাপ্তুং যোগ্যোভবতি "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বদা মদেকশরণং সন্নাত্মজ্ঞানসাধনান্যেব পরমপুরুষার্থলিপ্সুরনুবর্ত্তেত তুচ্ছবিষয়ভোগস্পৃহাং হিত্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—উক্তমর্থজাতমুপসংহরতি ইতীতি। ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্ জ্ঞানং জ্ঞানসাধনম্ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্ জ্ঞেয়ম্ অনাদিমৎপরমিত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তং শ্রুতিভ্যঃ স্মৃতিভ্যশ্চ সমাসতঃ সংক্ষেপত উক্তং মদ্ভক্তঃ এতত্রয়ং বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মভাবায়োপপদ্যতে যুক্তো ভবতি ভক্তের্ব প্রাপ্যং ব্রহ্ম যৎপ্রাপ্য ব্রহ্মৈব ভবতি তথা চ শ্রুতিঃ, "যস্যদেবে পরা ভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" ইতি "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতী"তি বা ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকং অধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি। ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং। জ্ঞানম্ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং। জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যঞ্চ অনাদীত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তম্। একমেব তত্ত্বং ব্রহ্ম-ভগবৎ-পরমাত্মা শব্দবাচ্যঞ্চ সংক্ষেপেণোক্তং মদ্ভক্তো ভক্তিমজ্জ্ঞানী মদ্ভাবায় মৎসাযুজ্যায়। যদ্বা মদ্ভক্তঃ মমৈকান্তিকোদাসঃ এতদ্বিজ্ঞায় মৎপ্রভো রেতাবদৈশ্বর্য্যমিতিজ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায় প্রেম্নে উপপদ্যতে উপপন্নো ভবতি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষেত্রাদিবিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ফলকীর্ত্তন সহকৃত উপসংহার হইতেছে। পূর্ব্বে মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত বাক্য ক্ষেত্রের স্বরূপ (৬।৭ শ্লোক), তাহার পর অমানিত্ব হইতে তত্ত্ব দর্শন পর্য্যন্ত

বাক্য সমূহের দ্বারা জ্ঞানের লক্ষণ (৮ ১২ শ্লোক) এবং তদনন্তর অনাদিমৎ হইতে বিষ্ঠিতং পর্য্যন্ত বাক্যসমূহে জ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্ব (১৮ শ্লোক) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্দবুদ্ধি মানবগণের শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের মতানুসারে বোধোৎপাদনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যে অভিপ্রায় তিনি পূর্ব্বে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববেদের ও গীতার সারার্থ স্বরূপ। পূর্ব্বাধ্যায়ে যে ভগবদ্ভক্তের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে, তাঁহারাই এই সকল বিষয়ের তত্ত্বলাভে অধিকারী। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এস্থলে বলিতেছেন যে, যে ভক্তের সর্ব্বান্তঃকরণ বৃত্তি বাসুদেবস্বরূপ আমাতে একান্তভাবে সমর্পিত হইয়াছে, তিনিই পূর্ব্বকথিতরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্ব বিবেকসহকারে পরিজ্ঞাত হইয়া মদ্ভাব অর্থাৎ সর্ব্বানর্থ পরিশূন্য পূর্ণানন্দ লাভরূপ মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" (শ্বেতাশ্বরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৩ শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি, এবং দেবতা ও গুরুতে সমজ্ঞান, তাঁহার নিকট এই তত্ত্ব প্রকাশ করিলে তিনি ইহা প্রণিধান করিবেন। (৯ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) অতএব নিরন্তর একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া পরম পুরুষার্থলিপ্সুগণ আত্মজ্ঞানলাভার্থ প্রয়াস-পর হইবেন; অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগস্পৃহা তাঁহাদিগের সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়॥ ১৯ ॥

---:o:---

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥

অন্বয়।—প্রকৃতিং পুরুষং চ এব উভৌ অপি অনাদী (আদিরহিতে) বিদ্ধি (জানীহি) বিকারান্ (ইন্দ্রিয়াদীন্) চ গুণান্ (সত্ত্বাদীন্) চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২০ ॥

প্রাকৃশাদ।—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে; ইন্দ্রিয়াদি ও সত্ত্বাদি-গুণসমূহকেও প্রকৃতি-হইতে-সম্ভূত জানিবে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রকৃতি এবং পুরুষ এতদুভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে; এবং বিকারী ইন্দ্রিয়াদি ও সত্ত্বাদি গুণ সমূহকে প্রকৃতিসঞ্জাত বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী উপন্যস্তে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে, এতদ্ যোনীনি ভূতানীতি চোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বং কথং ভূতানামিত্যয়মর্থোঽধুনোচ্যতে প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈবেশ্বরস্য প্রকৃতী তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী ন বিদ্যতে আদির্যয়োস্তাবনাদী নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হি ঈশ্বরস্যেশ্বরত্বং যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরোজগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুস্তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণং। ন আদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিদ্বর্ণয়ন্তি তেন হি কেবলেশ্বরস্য কারণত্বং সিধ্যতি। যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং তৎকৃতমেব জগন্নেশ্বরস্য জগতঃ কর্তৃত্বং, তদসৎ, প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাৎ ঈশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ সংসারস্য নির্নিমিত্তত্বে নির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ বন্ধমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ, নিত্যত্বে পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যোঃ সর্ব্বমেতদুপপন্নং ভবেৎ। কথং বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বক্ষ্যমাণান্ বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্ গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণং শক্তিঃ গুণাত্মিকা মায়া সা সম্ভবো যেষাং বিকারাণাং গুণানাঞ্চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিপরিণামান্ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতিমিত্যাদি বক্ষ্যমাণমনন্তরপূর্ব্বগ্রন্থসম্বন্ধীত্যাশঙ্ক্য, ব্যবহিতেন সম্বন্ধাৎ তাৎপর্য্যমনুবদতি তত্রেতি। তয়োশ্চ প্রকৃত্যোরুক্তভূতকারণত্বমিত্যাহ এতদিতি। ভূতানামিব প্রকৃত্যোরপি প্রকৃত্যন্তরাপেক্ষয়ানবস্থানান্ন ভূতযোনিত্বেতি শঙ্কতে ক্ষেত্রেতি। তত্রাকৃতাভ্যাগমাদিবারণায় বন্ধস্য নিদানজ্ঞানার্থমাত্মনোবিক্রিয়াবত্ত্বাদি দোষনিরাসার্থঞ্চ প্রকৃতিপুরুষয়োরনাদিত্বং ক্ষেত্রত্বেনোক্তায়াঃ প্রকৃতিং প্রকৃতিবিকারভাবঞ্চ দর্শয়তি অয়মর্থ ইতি। সচ যোষৎপ্রশ্নানন্তরমুদ্দিষ্টং ব্যাচষ্টে প্রকৃতিমিতি। ঈশ্বরস্যাপরা প্রকৃতিরত্র প্রকৃতিশব্দেনোক্তা পরাতু প্রকৃতির্জীবাখ্যা পুরুষশব্দেন বিবক্ষিতেতি ব্যাকরোতি ঈশ্বরস্যেতি। তয়োরনাদিত্বং ব্যুৎপাদয়তি নেত্যাদিনা। তত্র যুক্তিমাহ নিত্যত্বাদীশ্বরস্যেতি। ঈশ্বরস্যোক্তপ্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃতীতি। তস্য জগজ্জন্মাদৌ স্বাতন্ত্র্যমেব ঈশ্বরত্বং ন প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যাভ্যামিতি। প্রকৃত্যোরনাদিত্বং কুত্রোপযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ তে ইতি। মতান্তরমাহ নেত্যাদিনা। তয়োর্মূলকারণত্বাভাবে কস্য তদেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেন হীতি। প্রকৃত্যোরেব মূলকারণত্বে শ্রুতিসিদ্ধমীশ্বরস্য তথাত্বং ন স্যাদিত্যাহ যদীতি। প্রকৃতিদ্বয়স্য কার্য্যত্বপক্ষং প্রত্যাহ তদ-

সদিতি। কিঞ্চ প্রকৃতিদ্বয়মনপেক্ষ্য ঈশ্বরস্য সংসারহেতুত্বে স্বাতন্ত্র্যান্মুক্তানামপি ততঃ সংসারাপ্তের-নিষেধান্মোক্ষশাস্ত্রাপ্রামাণ্যান্ন তস্যৈব সংসারহেতুতেত্যাহ সংসারস্যেতি। নির্নিমিত্তত্বং প্রকৃতি-দ্বয়াপেক্ষামৃতে পরস্যৈব নিমিত্তত্বমিতি যাবৎ। কিঞ্চ কার্য্যত্বে প্রকৃত্যোস্তদুদয়াৎ পূর্ব্বং বন্ধাভাবে তদ্বিশ্লেষাত্মনোমোক্ষস্যাভাবাৎ কদাচিদুভয়াভাবে পুনস্তদপ্রসঙ্গান্ন প্রকৃতিদ্বয়স্য কার্য্যতেত্যাহ বন্ধেতি। প্রকৃত্যোর্মূলকারণত্বেনানুপপত্তিরিত্যাহ নিত্যত্ব ইতি। স্বপক্ষে দোষাভাবং প্রশ্ন-পূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি কথমিত্যাদিনা। সম্ভবঃ সত্তাপ্রাপকোহেতুঃ। প্রকৃতেরনাদিত্বে বিকারাণাং গুণানাঞ্চ তৎকার্য্যত্বাদাত্মনোনির্ব্বিকারত্বং নিগুর্ণত্বঞ্চ সিধ্যতীতি ভাবঃ॥ ২০॥

রামানুজ।—অথাত্যন্তবিভক্তস্বভাবয়োঃ প্রকৃত্যাত্মনোঃ সংসর্গস্যানাদিত্বম্ সংস্পৃষ্টয়ো-র্দ্বয়োঃ কার্য্যভেদঃ সংসর্গহেতুশ্চোচ্যতে। প্রকৃতিপুরুষাবুভাবন্যোন্যসংসৃষ্টাবনাদীতি বিদ্ধি। বন্ধহেতুভূতান্ বিকারানিচ্ছাদ্বেষাদীন্ অমানিত্বাদিকাংশ্চ গুণান্ মোক্ষহেতুভূতান্ প্রকৃতিসংভবান্ বিদ্ধি। পুরুষেণ সংসৃষ্টেয়মনাদিকালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারৈঃ ইচ্ছাদ্বে-যাদিভিঃ পুরুষস্য বন্ধহেতুর্ভবতি। সৈবামানিত্বাদিভিঃ স্ববিকারৈঃ পুরুষস্যাপবর্গহেতুর্ভব-তীত্যর্থঃ॥ ২০॥

হনুমান্।—প্রকৃতিমব্যক্তম্ পুরুষম্ ক্ষেত্রজ্ঞং বিকারান্ বুদ্ধ্যহঙ্কারতন্মাত্রদেহেন্দ্রিয়াদীংশ্চ গু-সত্ত্বাদীন্ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতান্ তত্র বুহিত্রয়ম্ বিভাব্যতে। যথার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ আরভ্যতে বিদ্ধি প্রকৃতিং সম্ভবান্ ॥ ২০॥

শ্রীধর।—তদেবং তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতমিদানীন্তু যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যোযৎ প্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্য-মিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চানাদিত্বং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরতি-প্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সংভূতান্ বিদ্ধি॥ ২০॥

বলদেব।—এবং মিথোবিবিক্তস্বভাবয়োরনাদ্যোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ সংসর্গস্যানাদি-কালিকত্বম্ সংস্পৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদস্তৎসংসর্গস্যানাদিকালিকস্য হেতুশ্চ নিরূপ্যতে প্রকৃতি-মিত্যাদিভিঃ। অপিরবধৃতৌ। মিথঃসংপৃক্তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবনাদী এব বিদ্ধি অনাদী মদীয়শক্তি-ত্বান্নিত্যাবেব জানীহি তয়োর্মচ্ছক্তিত্বম্ তু পুরৈবোক্তং ভূমিরাপ ইত্যাদিনা। অনাদী সংস্পৃষ্ট-য়োরপি তয়োঃ স্বরূপভেদোঽস্তীত্যাশয়েনাহ। বিকারান্ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহান্ প্রকৃতিসম্ভবান্ ন তু জৈবান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রাত্মনা পরিণতায়াঃ প্রকৃতেরন্যো জীব ইতি দর্শিতং॥২০॥

মধুসূদন।—তদনেন গ্রন্থেন তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতদ্ব্যাখ্যাতম্, ইদানীং যদ্বিকারি যতশ্চ স চ যোযৎপ্রভাবশ্চেত্যেতাবদ্ব্যাখ্যাতব্যং, তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন যদ্বিকারি যতশ্চ যদিতি প্রকৃতিমিত্যাদি দ্বাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে, স চ যোযৎপ্রভাবশ্চেতি তু পুরুষ

ইত্যাদি দ্বাভ্যামিতি বিবেকঃ, তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে উপন্যস্য এতদ্যোনীনি ভূতানীত্যুক্তং। তত্রাপরা প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা, পরা তু জীবলক্ষণেতি তয়োরনাদিত্বমুক্ত্বা তদুভয়যোনিত্বং ভূতানামুচ্যতে প্রকৃতির্মায়াখ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা যা প্রাগপরা প্রকৃতিরিত্যুক্তা, যা তু পরা প্রকৃতির্জ্জীবাখ্যা প্রাগুক্তা স ইহ পুরুষ ইত্যুক্ত ইতি ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভাবপি অনাদী এব বিদ্ধি ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যয়োস্তৌ, তথা প্রকৃতেরনাদিত্বং সর্ব্বজগৎকারণত্বাৎ তস্যা অপি কারণস্যাপেক্ষত্বেহনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ পুরুষস্যানাদিত্বং তদ্ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রযুক্তত্বাৎ কৃৎস্নস্য জাতঃ হর্ষশোকভয়সংপ্রতিপত্তেঃ। অন্যথা কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ, যতঃ প্রকৃতিরনাদিঃ অতস্তস্যা ভূতযোনিত্বমুক্তং প্রাগুপপদ্যত ইত্যাহ, বিকারাংশ্চ ষোড়শ পঞ্চমহাভূতান্যেকাদশেন্দ্রিয়াণি চ গুণাংশ্চ সত্ত্বরজস্তমোরূপান্ সুখদুঃখমোহান্ প্রকৃতিসম্ভবানেব প্রকৃতিকারণকানেব বিদ্ধি জানীহি ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং ক্ষেত্রং শরীরাখ্যমব্যক্তমুক্তং তৎপ্রকারাশ্চ মহদাদ্যাস্ত্রয়োবিংশতিঃ, তদ্বিকারা ইচ্ছাদয়ো জ্ঞানাজ্ঞানশব্দিতা অমানিত্বমানিত্বাদয়ঃ, পুরুষশ্চ উক্তঃ, ইদানীং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে যস্মাদ্ যজ্জায়তে তচ্চ ক্ষেত্রজ্ঞস্য প্রভাবশ্চেতি দ্বয়ং বক্তব্যং, তত্রাদ্যং বিবৃণোতি ত্রিভিঃ প্রকৃতিমিতি। সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টধা যা প্রকৃতিরপরা উক্তাসা তত্র প্রকৃতিঃ যাতু জীবভূতা পরা প্রকৃতিরুক্তা সাত্রপুরুষ শব্দেনোচ্যতে, এতৌ হি সম্পৃক্তৌ সংসারং জনয়তঃ, বিয়োগশ্চ তয়োর্ম্মোক্ষঃ, তত্র তৌ উভাবপ্যনাদী বিদ্ধি তয়োরাদিমত্ত্বে সংসারস্যাকস্মিকত্বাপাতাৎ কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চেত্যন্যত্র বিস্তরঃ, বিকারান্ ইচ্ছাদীন্ গুণান্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীংশ্চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—পরমাত্মানমুক্ত্বা ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং জীবাত্মানং কুতস্তস্য মায়াসংশ্লেষঃ কদারভ্য অভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ প্রকৃতিং মায়াং পুরুষং জীবঞ্চ উভাবপি অনাদী ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যয়োঃ তথাভূতৌ বিদ্ধি অনাদেরীশ্বরস্য মম শক্তিত্বাৎ। "ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" ইতিমদুক্তে র্মায়াজীবয়োরপি মৎশক্তিত্বেন অনাদিত্বাৎ তয়োঃ সংশ্লেষোহপ্যনাদিরিতি ভাবঃ। তত্রমিথঃ সংশ্লিষ্টয়োরপি তয়োর্ব্বস্তুতঃ পার্থক্যমস্ত্যেব ইত্যাহ বিকারাংশ্চ দেহিন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখশোকমোহাদীন্ প্রকৃতিসম্ভূতান্ প্রকৃত্যুদ্ভূতান্ বিদ্ধি ক্ষেত্রাকারপরিণতায়াঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভিন্নমেব জীবং বিদ্ধীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য—বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে "যদ্বিকারি যতশ্চ" এবং "স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ" এই কয় বাক্যে যেরূপে ক্ষেত্রাদির তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতঃপর শ্লোকদ্বয়ে প্রকৃতি ও

পুরুষকে সৃষ্টিকার্য্যের মূলস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া "যদ্বিকারি ও যতশ্চ" এই প্রসঙ্গের মীমাংসা প্রদত্ত হইতেছে। তদনন্তর পুরুষ ইত্যাদি (২২ শ্লোক) শ্লোকদ্বয়ে "স চ যঃ এবং যৎ প্রভাবশ্চ" এই দুই বাক্যের সদুত্তর প্রদত্ত হইবে। সপ্তমাধ্যায়ের ৪।৫ শ্লোকে প্রকৃতির পরা ও অপরাভেদে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ দুই ভাব উপন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত সপ্তমাধ্যায়ে প্রকৃতি বিবরণের অব্যবহিত পরেই কথিত হইয়াছে। "এতদ্‌যোনীনি ভূতানি" (৬ শ্লোক)। তথাচ, যে অপরাপ্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই ক্ষেত্রলক্ষণা এবং যে পরা প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তিনিই জীবলক্ষণা। এই দুই প্রকৃতিই ভূতসমূহের যোনিস্বরূপ অর্থাৎ এই দুই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ভূতসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বরজতম এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ানামধারিণী প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তি। পূর্ব্বে অপরা নামে যে প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই ক্ষেত্র-লক্ষণা; এবং জীবভূতা যে পরা প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই এতৎ শ্লোকোক্ত পুরুষস্বরূপা। পূর্ব্বে সপ্তমাধ্যায়ে পরা এবং অপরা প্রকৃতিদ্বয়কে ভূতসমূহের যোনিস্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রকৃতি এবং পুরুষকে তত্ত্বাবতের কারণরূপে উল্লেখ করা হইতেছে। ইহাতে আপাততঃ বিরোধ ঘটিতেছে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ আশঙ্কার কোন অবসর নাই। কারণ যিনি জীবরূপা পরা প্রকৃতি, তিনিই পুরুষের স্বরূপ। এই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। যে হেতু এই উভয়ের আদি অর্থাৎ কারণ কিছুই নাই। এই প্রকৃতিদ্বয় নিত্যরূপে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত, এবং এই প্রকৃতিদ্বয়ই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। তদভাবে অর্থাৎ প্রকৃতিদ্বয় বিরহিত হইয়া ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্য সাধনে অক্ষম। কেহ কেহ মূলস্থিত অনাদি পদের তৎপুরুষ সমাস অবধারণ করিয়া পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়কে আদি নহে বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই সৃষ্টিকার্য্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এরূপ মীমাংসা অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব শক্তির প্রয়োগ স্থলের অভাব হয়; ঈশ্বরের উপর অনীশ্বরত্বের আরোপ ঘটে, সংসারের নিমিত্তহীনতা হেতু মোক্ষ সাধকত্বের অসম্ভাবনা উপস্থিত হয়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহের বিরোধ ঘটে, এবং জীবের বন্ধ ও মোক্ষ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ঈশ্বর এবং প্রকৃতিকে নিত্যরূপে স্বীকার করিলে উল্লিখিতরূপ কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। অতএব,

যেহেতু প্রকৃতি সর্ব্বজগতের কারণস্বরূপা, সুতরাং তিনি অনাদি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। প্রকৃতি অনাদি, অতএব তাঁহাকে পূর্ব্বে যে ভূতযোনিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে অসঙ্গতি কিছুই নাই। অতএব একাদশেন্দ্রিয়-বিভক্তি পঞ্চমহাভূতময় এই দেহাদি প্রপঞ্চ সেই প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে। সুখদুঃখ মোহস্বরূপ সত্ত্ব রজ তম এই গুণ এই সেই প্রকৃতি হইতেই সম্ভূত বলিয়া বুঝিবে॥ ২০ ॥

—:০:—

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১॥

অন্বয়।—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যকারণোৎপাদকত্বে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ (কারণং) উচ্যতে (কথ্যতে) পুরুষঃ (জীবঃ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে (উপলব্ধৃত্বে) হেতুঃ (কারণং) উচ্যতে (কথ্যতে)॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—কার্য্য-কারণের-কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতি কারণরূপে কথিত-হয়, জীব সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বে হেতু উক্ত হয় ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপ শরীরেন্দ্রিয়ের উৎপাদনে হেতু বলিয়া কথিত হয়, এবং জীব সুখ দুঃখ ভোগের কারণরূপে উক্ত হয়॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্য।—কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ কার্য্যেতি। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কার্য্যং শরীরং কারণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারাঃ পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে, গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ কারণাশ্রয়ত্বাৎ কারণশব্দেন গৃহ্যন্তে তেষাং কার্য্যকারণানাং কর্ত্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যত্তৎ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বং তস্মিন্ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে এবং কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্ত্তৃত্ব ইত্যস্মিন্নপি পাঠে কার্য্যং যদ্যস্য বিপরিণামস্তত্তস্য কার্য্যং বিকারঃ বিকারিকারণং, তয়োর্ব্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্ত্তৃত্ব ইতি। (তান্যেব কার্য্যকারণান্যুচ্যন্তে) অথবা ষোড়শ বিকারাঃ কার্য্যং সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণন্তান্যেব কার্য্যকারণানি উচ্যন্তে তেষাং কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে আরম্ভকত্বেনৈব পুরুষশ্চ সংসারস্য কারণং যথা

স্যাত্তদুচ্যতে "পুরুষঃ জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ভোক্তা" ইতি পর্য্যায়ঃ সুখদুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্বে উপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে কথং পুনরনেন কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারকারণত্বমুচ্যত ইতি অত্রোচ্যতে কার্য্যকারণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাভাবে পুরুষস্য চৈতনস্যাসতি তদুপলব্ধৃত্বে কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ, যদা পুনঃ কার্য্যকারণহেতুফলাত্মনা পরিণতয়া তয়া প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ স্যাত্তদা সংসারঃ স্যাদিত্যতো যৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং, তৎ যুক্তমুক্তং, কঃ পুনরয়ং সংসারোনাম সুখদুঃখসম্ভোগঃ সংসারঃ পুরুষস্য চ সুখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিতি ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—বিকারাণাং প্রকৃতেশ্চ স্বরূপমাকাংক্ষাদ্বারা নির্দ্দেষ্টুমুত্তরশ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধং পাতয়তি কে পুনরিতি। পুরুষস্যানাদিত্বকৃতবন্ধহেতুত্বমাহ পুরুষ ইতি। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে কার্য্যমিত্যাদিনা। জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চেতি ত্রয়োদশকরণানি তথাপি ভূতানাং বিষয়াণাঞ্চাগ্রহণাৎ কথঞ্চৈষাং প্রকৃতিকার্য্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি। তথাপি গুণানামিহাগ্রহণান্ন প্রকৃতিকার্য্যত্বং তত্রাহ গুণাশ্চেতি। উক্তরীত্যা নিষ্পন্নমর্থমাহ এবমিতি। পাঠান্তরমনূদ্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বকমর্থাভেদমাহ কার্য্যেত্যাদিনা। ব্যাখ্যান্তরমাহ অথবেতি। একদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বিষয়া ইতি ষোড়শসংখ্যকবিকারোঽত্র কার্য্যশব্দার্থঃ মহদহংকারৌ ভূততন্মাত্রাণীতি প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তকারণং তেষাং আরম্ভকত্বেন কর্ত্তৃত্বেন হেতুরাশ্রয়োমূল প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধস্য তাৎপর্য্যমাহ পুরুষশ্চেতি। তস্য পরমাত্মত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি জীব ইতি। তস্য প্রাণধারণনিমিত্তস্য তদর্থঞ্চেতনত্বমাহ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। তস্যানোপাধিকত্বং বারয়তি ভোক্তেতি। তয়োঃ সংসারকারণত্বমুপপাদয়িতুং শঙ্কয়তি কথমিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তয়োস্তথাত্বমিত্যাহ অত্রেতি। তত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি কার্য্যেতি। নহি নিত্যমুক্তস্যাত্মনঃ স্বতঃ সংসারোঽস্তীত্যর্থঃ। ইদানীমন্বয়মাহ যদেতি। অন্বয়াদিফলমুপসংহরতি অত ইতি। আত্মনোঽবিক্রিয়স্য সংসরণং নোচিতমিত্যাক্ষিপতি কঃ পুনরিতি। সুখদুঃখান্যতরসাক্ষাৎকারোভোগঃ সচাক্রিয়স্যৈব দ্রষ্টুঃ সংসারঃ তথাবিধং ভোক্তৃত্বমস্য সংসারিত্বমিত্যুত্তরমাহ সুখেতি। শ্লোকব্যাখ্যাসমাপ্তাবিতি শব্দঃ ॥ ২১ ॥

রামানুজ।—সংসৃষ্টয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যভেদমাহ। কার্য্যং শরীরং কারণানি সমনস্কানীন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়াকারিত্বে পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব হেতুঃ পুরুষাধিষ্ঠিতক্ষেত্রাকারপরিণতপ্রকৃত্যাশ্রয়া ভোগসাধনভূতা ক্রিয়া ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য স্বধিষ্ঠাতৃত্বমেব তদপেক্ষয়াধিকং "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদি"ত্যাদিকম্ উক্তং শরীরাধিষ্ঠানপ্রযত্নহেতুত্বমেব হি পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতিসংসৃষ্টঃ পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতু সুখদুঃখানুভবাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। এবমন্যোন্যসংসৃষ্টয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যভেদ উক্তঃ ॥ ২১ ॥

তেষাং কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে ভোক্তৃত্ব উপলব্ধ্যতে

হনুমান্।—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হীতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি কার্য্যেতি

কার্য্যং শরীরং কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ।পুরুষোজীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথাপি কর্ত্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বং তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি যথা বহ্নেরূর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যগ্গমনং বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বমুচ্যতে ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখসংবেদনং তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি ॥ ২১ ॥

বলদেব।—অথ সংসৃষ্টয়োস্তয়োঃ কার্য্যভেদমাহ কার্য্যেতি। শরীরং কার্য্যং। জ্ঞানকর্ম্মসাধকত্বাদিন্দ্রিয়াণি কারণানি। কর্ত্তৃত্বে তত্তদাকারস্বপরিণামে প্রকৃতির্হেতুঃ। পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হীত্যগ্রিমাৎ স্বসংসর্গেণ সচেতনাং প্রকৃতিং পুরুষোঽধিতিষ্ঠতি তদধিষ্ঠিতা তু সা তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরিণমমানা তত্তদ্দেহাদীনাং স্রষ্ট্রীতি। প্রকৃত্যার্পিতানাং সুখাদীনাং ভোক্তৃত্বে পুরুষো হেতুঃ তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তেত্যর্থঃ। প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বং সুখাদিভোক্তৃত্বঞ্চ পুরুষস্য কার্য্যং। তচ্চ শরীরাদিকর্ত্তৃত্বং তু তদধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেরিতি পুরুষস্যৈব কর্ত্তৃত্বং মুখ্যম্। এবমাহ সূত্রকারঃ। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাদি"ত্যাদিভিঃ। পরেশস্য হরেরধিষ্ঠাতৃত্বং তু সর্ব্বত্রাবর্জ্জনীয়মিত্যুক্তং বক্ষ্যতে চ ॥ ২১ ॥

মধুসূদন।—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং বিবেচয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি। কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরং কারণানীন্দ্রিয়াণি তৎস্থানি ত্রয়োদশদেহারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চেহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে, গুণাশ্চ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে তেষাং কার্য্যকরণানাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে হেতুঃ কারণং প্রকৃতিরুচ্যতে মহর্ষিভিঃ। কার্য্যকারণেতি দীর্ঘপাঠেঽপি স এবার্থঃ। প্রকৃতেঃ সংসারকারণত্বং ব্যাখ্যায় পুরুষস্যাপি যাদৃশং তত্তদাহ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরা প্রকৃতিরিতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতঃ স সুখদুঃখমোহানাং ভোগ্যানাং সর্ব্বেষামপি ভোক্তৃত্বে বৃত্ত্যুপরক্তোপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—উভয়োরপি সংসারং প্রতি কারণত্বে দ্বারমাহ কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্ তদারম্ভকানি ভূতানি বিষয়াশ্চ। কারণম্ ত্রয়োদশেন্দ্রিয়াণি,তদাশ্রিতাশ্চ সুখদুঃখমোহাত্মকা গুণাশ্চ, করণমিতি পাঠেঽপি স এবার্থ এতয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্ত্তৃত্বে নিমিত্তে সতি কর্ত্তৃত্বেনেত্যর্থঃ। হেতুঃ সংসারস্য কারণং প্রকৃতির্ভবতি, যথা পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বেন সংসারস্য হেতুরিতি যদি হি কার্য্যকারণসুখদুঃখরূপ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতির্ন পরিণমেত্ তদা পুরুষঃ কিমুপলভেত অনুপলব্ধা বা কথং সংসারী স্যাৎ অনুপলব্ধৃকা বা প্রকৃতিঃ কুত্রোপযুজ্যেত তস্মাদুপলভ্যোপলব্ধৃসংযোগঃ সংসারকারণমিতি, যথাভাষ্যং ব্যাখ্যানং যদ্বা পুরুষস্য কার্য্যত্বে কারণত্বে কর্ত্তৃত্বে চ প্রকৃতিরেব পুরুষতাদাত্ম্যং প্রাপ্তা হেতুর্ভবতি, বহ্নিতাদাত্ম্যং প্রাপ্তম্ লৌহং বহ্নেশ্চতুষ্কোণত্বাদাবিব হেতুর্ভবতি, তথা প্রকৃতেঃ সুখদুঃখভোক্তৃত্বে স্বচ্ছায়াপ্রদানেন পুরুষঃ কারণং বহ্নিরিব লৌহস্য স্বচ্ছায়াপ্রদানেন দগ্ধৃত্বে,তথা হি কার্য্যত্বাদয়ঃ প্রাকৃতদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিধর্ম্মাঃ সন্তোঽপ্যাত্মা-

রোপ্যন্তে গৌরোঽহম্মনুষ্যপুত্রোঽহং খঞ্জোঽহং কালোঽহং কাণোঽহমকার্য্যমহমিতি তথা চিচ্ছায়াপন্নাবুদ্ধিঃ চেতয়াম্যহং সুখদুঃখাদীনুপলভে ইতি মন্যতে, সোঽয়ং প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যোন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ সংসারস্য কারণমিত্যুপপাদিতং ভবতি, সাংখ্যাভিমতং পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমপি নিরস্তং ভবতি অন্যথা প্রকৃতিঃ কর্ত্রী পুরুষো ভোক্তেতি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বৈয়ধিকরণ্যমাপদ্যেত ন চ ভোক্তুঃ পুরুষস্য নির্বিকারত্বমপি বক্তুং শক্যমিত্যন্যত্র বিস্তরঃ (দ্বন্দ্বান্তে শ্রূয়মাণং পদম্ প্রত্যেকং অভিসম্বধ্যত ইতি ত্বপ্রত্যয়স্য পূর্ব্বাভ্যামপি সম্বন্ধে কার্য্যত্বং কারণত্বম্ কর্তৃত্বং চেতি বিগ্রহঃ দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবশ্চ প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমেত্যাদিবৎ)॥ ২১॥

বিশ্বনাথ।—তস্য মায়াসংশ্লেষং দর্শয়তি কার্য্যং শরীরং কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি কর্ত্তার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতারো দেবাঃ তত্র তথাধ্যাসেন পুরুষস্য তদ্ভাবাপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিরেব স্যাৎ প্রকৃতিরেব পুরুষসংসর্গাৎ কার্য্যাদিরূপেণ পরিণতা স্যাৎ অবিদ্যাখ্যয়া স্ববৃত্ত্যা তদধ্যাসপ্রদা চ স্যাদিত্যর্থঃ। তৎকৃত সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে তু পুরুষোজীব এবহেতুঃ। অয়ং ভাবঃ যদ্যপি কার্য্যত্বকারণত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বানি প্রকৃতিধর্ম্মাঃ এব স্যুস্তদপি কার্য্যত্বাদিষু জড়াংশপ্রাধান্যাৎ সুখদুঃখসংবেদনরূপে ভোগে তু চৈতন্যাংশপ্রাধান্যাৎ প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়াৎ কার্য্যত্বাদিষু প্রকৃতি-র্হেতুর্ভোক্তৃত্বে তু পুরুষো হেতুরিত্যুচ্যতে ইতি॥ ২১॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে বিকারসমূহের অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও একাদশেন্দ্রিয়াদির প্রকৃতি সম্ভবত্ব নির্দ্দেশপূর্ব্বক অধুনা পুরুষের সংসার হেতুত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। এই শরীর কার্য্য স্বরূপ। সুখদুঃখাদির সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ কারণ স্বরূপ। এই শরীরেন্দ্রিয়াদির কর্ত্তৃত্বে এবং তত্ত্বাবস্থের তদাকার প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকৃতিই হেতুভূত, ইহাই কপিলাদি (১৬৯০।১৮৬৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সিদ্ধ পুরুষগণের সম্মত। এই শরীরেন্দ্রিয় সংঘাত অবলম্বন করিয়া প্রকৃতি যে কার্য্য সমুদ্ভব করিয়া থাকেন, জীবরূপী পুরুষ তাহার ভোক্তৃত্বে হেতু স্বরূপ। যদি বলা যায় যে, প্রকৃতি অচেতনরূপা, সুতরাং তাঁহার স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এস্থলে ক্রিয়া সম্পাদনরূপ কার্য্য প্রদর্শনার্থ কর্ত্তৃত্বের প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। অচেতন পদার্থও স্বতঃ নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। অগ্নি ঊর্দ্ধে গমন করে, বায়ু সতত গতিশীল, বৎস সন্নিকটে আসিলে পয়স্বিনীর স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। ইত্যাদি স্থলে অচেতনেরও ক্রিয়ানির্ব্বাহিকা শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। চেতনের সহিত সম্মিলনে অচেতনও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। পুরুষ অর্থাৎ জীব চেতন। সেই চেতনের সহিত মিলিতা হইয়া অচেতন প্রকৃতিও কার্য্যশীলা হইয়া থাকেন। এই দেহকে

আত্মা কাহাকে যে পুরুষ বিদ্যমান আছেন, তিনি নিত্য নির্বিকার, এবং অপরিণামী। সেই চৈতন্যস্বরূপ নিত্য পুরুষকে ভোক্তারূপে এই বিষয় সুখ দুঃখাদি ভোগ কেন করিতে হয়, এবং কেনই বা তাঁহাকে এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, ইহার কারণানুসন্ধান করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, অচেতন প্রকৃতি এবং চেতন জীব এতদুভয়ের সহিত যখন অবিদ্যার সম্মিলন ঘটে, তখনই এই সংসার দশার উদ্ভব হয়; তখনই জীব আপন স্বভাব শক্তি ও ক্ষমতা ভুলিয়া বদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং আপনাকে সুখদুঃখাদি ও ভোগের নিমিত্ত জ্ঞান করেন। জ্ঞানালোকে এই মোহান্ধকার দূর হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণ উন্মুক্ত হইলে জীবের সংসার-দশা অপগত হয় এবং ভোক্তৃ-ত্বেরও অবসান হয়। এই শ্লোকোক্ত ভাবের অনুকূল বোধে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে। "এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্। কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে। তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং। ভবত্য-কর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নিবৃতাত্মনঃ॥ কার্য্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ। ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২৬ অধ্যায় ৬।৭।৮ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা, প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়ায় তদ্দ্বারা পুরুষ আপনাকেই সেই সমস্ত কার্য্যের কর্তা বলিয়া অভিমান করেন। পুরুষ কোন কর্ম্মের কর্তা নহেন, তিনি কেবল সাক্ষী মাত্র এবং নিত্য সুখময়, কিন্তু এইরূপ কর্তৃত্বাভিমানেই তাঁহার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারদশা, কর্ম্মবন্ধন এবং ভোগরূপ পরাধীনতা উপস্থিত হইয়া থাকে। কার্য্য অর্থাৎ দেহ, কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ এবং কর্তৃত্ব-বিষয়ে প্রকৃতিই কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতির অতীত পুরুষই কারণ বলিয়া উক্ত হন। কারণ উভয়ই অহঙ্কারকৃত হইলেও কার্য্যাদি জড়বিষয়, এজন্য তাহাতে প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব। কিন্তু সুখ দুঃখভোগ জ্ঞানের কার্য্য, এই নিমিত্ত তাহাতে চৈতন্যরূপ পুরুষেরই প্রাধান্য। ভগবান্ কপিল স্বীয় জননীর নিকট উপ-দেশচ্ছলে এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা এই শ্লোকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ বলদেব নিম্নলিখিত বেদান্তসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র) ইহার তাৎপর্য্য

এই যে, জীবই কর্ত্তা কারণ বুদ্ধি অচেতন এবং তাহার বোধ নাই। অতএব তাহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং জীবকেই কর্ত্তারূপে নির্দ্দেশ করা হয়; এবং তাহাতে বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের সাফল্য বা প্রামাণ্য সংরক্ষিত হয়। সমালোচ্য শ্লোকে প্রকৃতিকে কর্ত্তৃত্বের হেতু এবং পুরুষকে ভোক্তৃত্বের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উপরোদ্ধৃত বেদান্ত বচনে পুরুষ অর্থাৎ জীবকেই কর্ত্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আপাততঃ এতদুভয়োক্তি সামঞ্জস্য হীন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিবেচন করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, পুরুষ অধিষ্ঠাতারূপে প্রকৃতির সহিত লিপ্ত এবং সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বও তাঁহারই কার্য্য। শরীরাদি ব্যাপারে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও পুরুষই যে তত্তাবতের মুখ্যকর্ত্তা, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পরমেশ্বরের সকল ব্যাপারে অধিষ্ঠাতৃত্ব অবিসংবাদিত। সুতরাং শরীরেন্দ্রিয়ের উপর প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব-অবধারিত থাকিলেও তদুপরেও যে সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীহরির কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। বেদান্তদর্শনে অতঃপর আরও তিন সূত্র দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে।

মূলে দুইবার "উচ্যতে" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তদুপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রা-ঘবেন্দ্রযতি বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি অর্থাৎ দেবী এবং পুরুষ অর্থাৎ ভগবানের কার্য্যকারিতার যে বিশেষত্ব আছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য দুইবার উচ্যতে পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ সকল ব্যাপারেই হেতুস্বরূপ, সুতরাং কার্য্যকারণরূপ কর্ত্তৃত্বে তাঁহার হেতুত্ব থাকিলেও এবং সুখদুঃখাদি দান ব্যাপারে প্রকৃতিদেবীর হেতুত্ব থাকিলেও কার্য্যকারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতির অধিক প্রবৃত্তি এবং সুখদুঃখ-দানাদিতে তাঁহার অল্প প্রবৃত্তি। এই জন্যই প্রকৃতিকে কার্য্যকারণের এবং ভগবানকে সুখদুঃখ দানের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

—(*)—

পাঠান্তর।— কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥ ২২॥

অন্বয়। হি (যস্মাৎ) পুরুষঃ (জীব) প্রকৃতিস্থঃ (মায়োপগতঃ) [সন্] প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিসম্ভবান্) গুণান্ (সুখদুঃখাদীন্) ভুঙ্‌ক্তে (উপলভতে) অস্য (জীবস্য) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টযোনৌ জন্মপরিগ্রহেষু) গুণসঙ্গঃ (বিষয়াভিলাষঃ) কারণং (হেতুঃ)॥ ২২॥

প্রতিশব্দ।—যে-হেতু জীব প্রকৃতি-গত [হইয়া] প্রকৃতি-হইতে-জাত সুখদুঃখাদিকে ভোগ-করে, এই জীবের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-যোনিতে-জন্ম-পরিগ্রহ-বিষয়ে বিষয়াভিলাষই কারণ॥ ২২॥

ব্যাখ্যা।—অপিচ জীব প্রকৃতিগত হইয়াই প্রকৃতিসম্ভূত সুখদুঃখাদি গুণ সমূহকে উপভোগ করে; এই জীব যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে, তদ্বিষয়ে বিষয়াসক্তিই কারণ॥ ২২॥

শঙ্করাচার্য্য।—যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিন্নিমিত্তমিত্যুচ্যতে পুরুষ ইতি। পুরুষোভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্য্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিমাত্মত্বেন গত ইত্যেবং হি যস্মাৎ তস্মাদ্ভুঙ্‌ক্তে উপলভ্যত ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতোজাতান্ সুখদুঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্ সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতোঽহমিত্যেবং সত্যামপ্যবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমানেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ "স যথাকামোভবতি তৎক্রতুর্ভবতী"ত্যাদিশ্রুতেঃ। তদেতদাহ কারণং হেতুর্গুণসঙ্গঃ গুণেষু সঙ্গোঽস্য ভোক্তুঃ সদসদ্যোনিজন্মসু সত্যশ্চাসত্যশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্যোনয়স্তাসু সদসদযোনিষু জন্মানি তানি সদসদ্‌যোনিজন্মানি তেষু সদসদ্‌যোনিজন্মসু বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গোঽথবা সদসদ্যোনিজন্মস্বস্য সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্য্যং। সদ্যোনয় দেবাদিযোনয়ঃ অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ সামর্থ্যাৎ সদসদ্যোনয়োমনুষ্যযোনয়োঽপ্যবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ এতদুক্তং ভবতি প্রকৃতিস্থত্বাখ্যাবিদ্যাগুণেষু চ সঙ্গঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি তচ্চ পরিবর্জনায়োচ্যতে অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সসন্ন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধং তচ্চ

জ্ঞানং পুরস্তাদুপন্যস্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ং যৎ আত্মানুত্তমম্‌তত্ত্যক্ষকাখ্যাপোহেনাতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপেণ চ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—শ্লোকান্তরং প্রশ্নোত্তরত্বেনাবতারয়তি যদিতি। নিমিত্তং বক্তুমাদৌ সংসারিত্বমস্যাবিদ্যৈক্যাধ্যাসাদিত্যাহ পুরুষ ইতি যস্মাৎ প্রকৃতিমাত্মত্বেন গতস্তস্মাদ্ভুঙ্‌ক্ত ইতি যোজনা। গুণবিষয়ং ভোগমভিনয়তি সুখীতি। অবিদ্যায়াভোগহেতুত্বাৎ কিং কারণান্বেষণয়েত্যাশঙ্ক্যাহ সত্যামপীতি। সঙ্গস্য জন্মাদৌ সংসারে প্রধানহেতুত্বে মানমাহ সগথেতি। উক্তেঽর্থে দ্বিতীয়ার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাচষ্টে তদেতদিত্যাদিনা। সাধ্যাহারং যোজনান্তরমাহ অথবেতি। সদসদ্যোনীর্ব্বিবিচ্য ব্যাচষ্টে সদ্যোনয় ইতি। যোনিদ্বয়নির্দ্দেশাৎ মধ্যবর্ত্তিন্যোমনুষ্যযোনয়োঽপি ধ্বনিতা ইত্যাহ সামর্থ্যাদিতি। সঙ্গস্য সংসারকারণত্বেনাবিদ্যায়াস্তৎকারণত্বমেকস্মাদেব হেতোস্তদুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ এতদিতি। অবিদ্যোপাদানং সঙ্গোনিমিত্তমিত্যুভয়োরপি কারণত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ। দ্বিবিধহেতুক্তের্ব্বিবক্ষিতং ফলমাহ তচ্চেতি। সংসর্গস্যাজ্ঞানস্য স্বতোনিবৃত্তেস্তন্নিবর্ত্তকং বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অস্যেতি। বৈরাগ্যে সতি সন্ন্যাসপূর্ব্বকঞ্চ জ্ঞানং সঙ্গজ্ঞাননিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। উক্তে জ্ঞানে মানমাহ গীতেতি। অধ্যায়াদৌ চোক্তং জ্ঞানমুদাহৃতমিত্যাহ তচ্চেতি। তদেব জ্ঞানং যজ্জ্ঞাত্বেত্যাদিনা ন সত্তন্নাসদিত্যন্তেনাক্তনিষেধেন সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদিনাচাতদ্ধর্ম্মাধ্যাসেনোক্তমিত্যাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—পুরুষস্য স্বতঃ স্বানুভবৈকসুখস্যাপি বৈষয়িকসুখদুঃখোপভোগহেতুমাহ॥ গুণশব্দঃ স্বকার্য্যেষ্বৌপচারিকঃ। স্বতঃ স্বানুভবৈকসুখঃ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ প্রকৃতিসংসর্গোপাধিকান্ সত্ত্বাদিগুণকার্য্যভূতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে অনুভবতি। প্রকৃতিসংসর্গে হেতুমাহ পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রকৃতিপরিণামরূপ দেবমনুষ্যাদিযোনিবিশেষেষু স্থিতোঽয়ং পুরুষঃ তত্তদ্যোনিপ্রযুক্তসত্ত্বাদিগুণময়েষু সুখাদিষু সক্তস্তৎসাধনহেতুভূতেষু পুণ্যাপাপকর্ম্মসু প্রবর্ত্ততে ততস্তৎ পুণ্যাপাপফলানুভবায় সদসদ্যোনিষু সাধ্বসাধুযোনিষু জায়তে। ততশ্চ কর্ম্মারভতে ততশ্চ জায়তে যাবদমানিত্বাদিকানাত্মপ্রাপ্তিসাধনভূতান্ গুণান্ সেবতে তাবদেব সংসরতি তদিদমুক্তং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইতি ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—তথাপ্যবিকারিণোজন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কর্থমিত্যত্রাহ পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিত পুরুষ অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—প্রকৃত্যধিষ্ঠানে সুখাদিভোগে চ পুরুষস্যৈব কর্তৃত্বমিত্যেতৎ স্ফুটয়তি তস্য প্রকৃতিসংসর্গে হেতুঞ্চ দর্শয়তি পুরুষ ইতি। চিৎসুখৈকরসোঽপি পুরুষোঽনাদিকর্ম্মবাসনয়া

প্রকৃতিস্থস্তামধিষ্ঠিতস্তৎকৃতদেহেন্দ্রিয়ঃ প্রাণবিশিষ্টঃ সন্নেব তৎকৃতান্ গুণান্ সুখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে-ঽনুভবতি কেত্যাহ সদিতি। সতীষু দেবমানবাদিষু অসতীষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সাধ্বসাধুরচিতাসু যোনিষু যানি জন্মাদীনি তেম্বিতি। তত্র তত্র পুরুষস্যৈব কর্তৃত্বং তৎসংসর্গে হেতুমাহ কারণমিতি। গুণসঙ্গোঽনাদি গুণময়বিষয়স্পৃহা। অয়মর্থঃ। অনাদির্জীবঃ কর্ম্মরূপানাদিবাসনারক্তঃ স চ ভোক্তৃ-ত্বাদ্ভোগ্যান্ বিষয়ান্ স্পৃহয়ংস্তদর্পিকামনাদিসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্রয়িষ্যতি যাবৎ সৎপ্রসঙ্গাত্তত্তদ্বাসনা ক্ষীয়তে। তৎক্ষয়ে তু পরাত্মধামসুখানি ভুঙ্‌ক্তে "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপ-শ্চিতে"ত্যাদি শ্রুতিভ্য ইতি। যত্তু প্রকৃতেরিত্যাদেঃ কার্য্যকারণেত্যাদেঃ প্রকৃত্যৈব চেত্যাদের্নান্যং গুণেভ্য ইত্যাদেশ্চাপাততার্থগ্রাহিভিঃ সাংখ্যৈঃ প্রকৃতেরেব কর্তৃত্বমুক্তং তৎকিল রভসাভিধানমেব লোষ্ট্রকাষ্ঠবদচেতনায়াস্তস্যাস্তত্ত্বাসংভাবাৎ। উপাদানাপরোক্ষচিকীর্ষাকৃতিমত্ত্বং খলু কর্তৃত্বং তচ্চ চেতনস্যৈবেতি শ্রুতিরাহ। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ। এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা ঘ্রাতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" ইত্যাদিকং যচ্চ পুরুষসন্নিধানাচ্চৈতন্যা-ধ্যাসাত্তস্যাস্তত্ত্বমিত্যাহুস্তন্ন। যৎ সংনিধ্যধ্যস্তচৈতন্যাত্তস্যাঃ কর্তৃত্বং তত্তস্যৈব সংনিহিতস্যেতি সুবচত্বাৎ। ন খলু তপ্তায়সো দগ্ধৃত্বময়োহেতুকমপি তু বহ্নিহেতুকমেব দৃষ্টং। ন চ চলতি জলং ফলতি তরুরিতিবজ্জড়ায়াস্তস্যাস্তত্ত্বসিদ্ধিঃ। জলাদিষ্বন্তর্যাম্যাধিষ্ঠিতত্বেনেষ্টাসিদ্ধেঃ বিধায়কশ্রুতি-ব্যাকোপাচ্চৈতদেবং ন হি জড়াপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য স্বর্গাদিফলকং জ্যোতিষ্টোমাদিমোক্ষফলকং ধ্যানঞ্চ স্মৃতির্বিধত্তেঽপি তু চেতনমেব ভোক্তারমুদ্দিশ্যেতি পুরুষস্যৈব কর্তৃত্বং তচ্চ প্রকৃতেরিতি যদুক্তং তত্তু তদ্বৃত্তিপ্রাচুর্য্যাদেব যথা করেণ বিভ্রতি পুরুষে করো বিভর্ত্তীতি ব্যপদেশস্তথা প্রকৃত্যা কুর্ব্বতি পুরুষে প্রকৃতিঃ করোতীতি স ভবেদিত্যেকে, প্রাকৃতৈর্দেহাদিভির্যুক্তস্যৈব পুরুষস্য যজ্ঞযুদ্ধাদি-কর্ম্মকর্তৃত্বং ন তু তৈর্বিযুক্তস্য শুদ্ধস্যেত্যতঃ প্রকৃতেস্তদিত্যপরে॥ ২২॥

মধুসূদন।—যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য কিম্ নিমিত্তমিত্যু-চ্যতে প্রকৃতির্মায়া তাং মিথ্যৈব তাদাত্ম্যেনোপগতঃ প্রকৃতিস্থঃ হি এব পুরুষঃ ভুঙ্‌ক্তে উপলভতে প্রকৃতিজান্ গুণান্ অতঃ প্রকৃতিজগুণোপলম্ভহেতুষু সদসদ্যোনিজন্মসু সদ্যোনয়োদেবাদ্যাস্তেষু হি সাত্ত্বিকমিষ্টং ফলং ভুজ্যতে অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদ্যাস্তেষু হি তামসমনিষ্টং ফলং ভুজ্যতে সদসদ্যো-নয়োধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রত্বাৎ ব্রাহ্মণাদ্যা মনুষ্যাস্তেষু হি রাজসংমিশ্রং ফলং ভুজ্যতে অতস্তত্রাস্য পুরুষস্য গুণসঙ্গঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকপ্রকৃতিতাদাত্ম্যাভিমান এব কারণং ন ত্বসঙ্গস্য তস্য স্বতঃ সংসার ইত্যর্থঃ, অথবা গুণসঙ্গঃ গুণেষু শব্দাদিষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সঙ্গোঽভিলাষঃ কাম ইতি যাবৎ স এবাস্য সদসদ্যোনিজন্মসু কারণং "স যথাকামোভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যত" ইতি শ্রুতেঃ অস্মিন্নপি পক্ষে মূলকারণত্বেন প্রকৃতিতাদা-ত্ম্যাভিমানো দ্রষ্টব্যঃ॥ ২২॥

নীলকণ্ঠ —ননু যথা বৌদ্ধং কর্ত্তৃত্বং পুংসি আরোপ্যত এবং পৌংস্নং ভোক্তৃত্বং বুদ্ধাবস্থিত্যেতৎ ভ্রমং বারয়তি পুরুষ ইতি। হি প্রসিদ্ধং প্রকৃতিস্থং দেহেন্দ্রিয়মনঃ সঙ্ঘাতমধ্যারূঢ়স্তত্তাদাত্ম্যঙ্গতঃ ইত্যর্থঃ, প্রকৃতিজান্ সুখদুঃখমোহাত্মকান্ ভুঙ্‌ক্তে উপলভতে যদা তু সুপ্তিসমাধিমূর্চ্ছাদৌ প্রকৃতিস্থত্বং নাস্তি তদানম সুখদুঃখাদীনুপলভতে তেন উপাধিগতান্যেব সুখাদীনি তদভাবেন প্রতীয়ন্ত ইতি সিদ্ধং, শ্রুতিরপি, "আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।" ইন্দ্রিয় মনোযোগাদেবাত্মনি ভোক্তৃত্বং দর্শয়ন্তী শুদ্ধস্য কেবলস্য ভোক্তৃত্বং নাস্তীতি দর্শয়তি, কুতস্তর্হ্যভোক্তুরপ্যস্য প্রাকৃতো বন্ধ ইতি তত্রাহ কারণমিতি, অস্য পুরুষস্য সদসদেযানিজন্মসু তত্র সদেযানিজন্মানো দেবাঃ অসদেযানি জন্মানস্তির্য্যঞ্চ স্থাবরাশ্চ সদসদেযানিজন্মানো মনুষ্যাঃ এতেষু ত্রিম্বপি জন্মসু প্রাপ্যেষু অস্য পুংসঃ গুণসঙ্গঃ সুখাদিষু অভিষঙ্গঃ কারণং হেতুঃ তথাহি সাত্বিকা দেবা ভবন্তি, রাজসামনুষ্যাস্তামসাশ্চ পশবঃ, তেষাং তত্তদ্‌যোনিপ্রাপ্তৌ তত্তদ্‌গুণপ্রাধান্যমেব কারণং, বক্ষ্যতি চ "উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা" ইত্যাদি, যদ্বা প্রকৃতিস্থো বিদ্বানবিদ্বান বা গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি ন্যায়াৎ তৎ কিং বিদ্বানিবাবিদ্বানপি কুতোন মুচ্যতে অবিদ্বানিববিদ্বান্ বা কুতো ন বধ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ কারণমিতি গুণেষু দেহেন্দ্রিয়বিষয়েষু সঙ্গঃ অহমিদং মমেদমিত্যভিনিবেশঃ স এব জন্মকারণং বিদুষান্ত তদভাবান্ন জন্ম, সমানেহপি দেহসম্বন্ধে যদা যক্ষোদেহাভিমানং ধত্তে, তদাস এব দেহপীড়য়া পীড্যতে নতু দেহপতির্জীবঃ যদা তু অয়ং দেহাভিমানং ধত্তে তদা নেতরঃ ইতি প্রসিদ্ধং সঙ্গস্য বন্ধকত্বং নতু সান্নিধ্যভাবং মাত্রং বন্ধকং, অতো বিদ্বদবিদুষোঃ সমানেহপি দেহসম্বন্ধে সঙ্গতদভাবকৃতো মহাবিশেষ ইতি ভাবঃ॥ ২২॥

বিশ্বনাথ।—কিন্তু তত্রানাদ্যবিদ্যাকৃতেনাধ্যাসেন এব কর্ত্তৃত্বং ভোক্তৃত্বাদিকং তদীয়মপি ধর্ম্মং স্বীয়ং মন্যতে। তত এবাস্য সংসার ইত্যাহ পুরুষ ইতি প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিকার্য্যদেহে তাদাত্ম্যেন হি স্থিতঃ। প্রকৃতিজান্ অন্তঃকরণধর্ম্মান্ শোকমোহসুখদুঃখাদীন্ গুণান্ স্বীয়ানেবাভিমন্যমানো ভুঙ্‌ক্তে তত্রকারণং গুণসঙ্গঃ গুণময়দেহেষু অস্যাসঙ্গস্যাপ্যাত্মনঃ সঙ্গোঽবিদ্যাকল্পিতঃ ক্ক ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু শুভাশুভকর্ম্মকৃতাসু যানি জন্মানি তেষু॥ ২২॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে পুরুষের সুখদুঃখ ভোক্তৃত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। কেন তাঁহার এরূপ ঘটে, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। পরা প্রকৃতিরূপ জীব বা পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত। এই প্রকৃতি অবিদ্যা এবং কার্য্যকারণরূপে অবস্থিতা। ভোক্তা পুরুষ অবিদ্যা ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃতিতে অবস্থিত। এই প্রকৃতি হইতে নানাবিধ গুণ অর্থাৎ ভাব বা অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে। আমি সুখী বা দুঃখী, আমি পণ্ডিত বা মুর্খ, আমি ধনী বা দরিদ্র ইত্যাকার বিবিধ মোহাভি-

মানাদি অবিদ্যা লক্ষণাক্রান্তা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া ইত্যাকার গুণধর্ম্মাদি ভোগ করিয়া থাকেন। পুরুষ আত্মজ্ঞান পরিহীন হইয়া প্রকৃতিজাত যে সকল গুণ বা অবস্থা স্বয়ং ভোগ করিতেছি বোধে উপভোগ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার সংসাররূপ বন্ধনের ও জন্মের কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ পুরুষ স্বয়ং কোন সুখ দুঃখাদি ভোগ না করিলেও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধহেতু এবং অবিদ্যার প্রভাববশতঃ তৎসমস্ত দশা স্বয়ং ভোগ করিতেছি বলিয়া উপলব্ধি করে। এইরূপ ভোগই তাহার বারংবার সংসার-বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। এই কারণেই অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মোহান্ধকারাচ্ছন্নতা-জনিত ভোক্তৃত্বাভিমান হেতু পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্ম ঘটিয়া থাকে। এইরূপ প্রকৃতির গুণসঙ্গ-হেতু পুরুষের দেবাদি সৎ যোনিতে জন্ম অথবা তির্য্যগাদিরূপ অসৎ যোনিতে জন্ম হয়। প্রকৃতিজাত গুণসঙ্গহেতু মায়া মোহাদি মিথ্যাবরণে আবৃত পুরুষ সত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ফলভোগ করিয়া থাকেন, এবং বিভিন্ন প্রকার যোনিতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সত্বগুণের প্রাধান্য হইলে তাঁহার দেবতাদিরূপ সত্বগুণ সম্পন্ন সৎ যোনিতে জন্ম হয়, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইয়া পশ্বাদি তমোবহুল যোনিতে তাঁহার জন্ম ঘটিয়া থাকে। উভয় গুণের সংমিশ্রণরূপ রজোগুণের প্রাধান্য হইলে তাঁহার মনুষ্য-যোনিতে জন্ম হয়। এইরূপ সংসারবন্ধন মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস দ্বারা জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে; ইহা গীতা-শাস্ত্রে বারংবার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানের মাহাত্ম্য অচির পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। জ্ঞান-প্রভাবে অবিদ্যার মোহান্ধকার অপগত হইলে এ সকলই মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হইবে; এবং তখনই পুরুষ সংসার নির্ম্মুক্ত হইয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স যথাকামো ভবতি তৎক্রেতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে" ইহার ভাবার্থ, পুরুষ যেরূপ কামনাপরায়ণ হইয়া থাকেন, তদনুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হন; যেরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন; যেরূপ কর্ম্ম করেন, সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হন।

প্রত্যুত পুরুষ স্বয়ং নির্লিপ্ত ও উদাসীন হইলেও কার্য্য-কারণ-রূপা প্রকৃতির সহিত সম্মিলনের পর আপনাকে প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া বোধ করেন। জগতের যাবতীয় সুখ দুঃখ সত্বাদি গুণ হইতে জাত। এই গুণধর্ম্মানু-সারে অবিদ্যার আবরণে আবৃত পুরুষ আপনাকে বিবিধ সুখদুঃখাদির অধীন জ্ঞান

করেন। আদি কাল হইতে মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত নিরন্তর পুরুষকে উল্লিখিতরূপে ভোগের অধীন থাকিয়া গুণধর্ম্মানুরূপ সাধু বা অসাধু যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। যতক্ষণ পূর্ব্বকথিতরূপ অমানিত্বাদি মোক্ষবিধায়ক ধর্ম্মের আবির্ভাব হেতু জ্ঞানের উন্মেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুরুষের এই বন্ধনের অবসান নাই। পূর্ব্বে তাঁহাকে যত জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং পরেও যত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তত্তাবতই এই সুদৃঢ় নিয়মের অধীনতায় ঘটিয়াছে। মূলে "হি" পদের প্রয়োগ আছে। পূর্ব্ব শ্লোক কথিত বিষয়ের কারণ প্রদর্শন জন্যই ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব নিম্নলিখিত রূপ বিচারের বিন্যাস করিয়াছেন। অনাদি জীব অনাদি বাসনার অধীন হইয়া কর্ম্মানুরূপ ফলাফলে বদ্ধ হইয়া থাকে। স্বকীয় ভোক্তৃত্বহেতু সেই জীব ভোগ্য কাম্যসমূহ প্রচার-অভিলাষে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যতদিন সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় এইরূপ ভোগবাসনার অবসান না হয়, তাবৎ এই ভাবেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া চলিতে হয়। সেই ভোগবাসনার ক্ষয় হইলেই জীব পরমধামলভ্য সুখসমূহ উপভোগ করে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতঃ" ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মের সহিত জীব সকল কাম্যভোগ করিয়া থাকেন। এই গীতা-শাস্ত্রে "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি" (৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক) "কার্য্যকারণ কর্তৃত্বে" (১৩ অধ্যায় ২১ শ্লোক) প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি" (১৩ অধ্যায় ২৯ শ্লোক) "নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং" (১৪শ অধ্যায় ১৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে সরল ও আপাত অর্থগ্রাহী সাংখ্যমতানুবর্ত্তিগণ প্রকৃতিতেই কর্তৃত্বের আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ আরোপ সঙ্গত হয় না। কারণ লোষ্ট্রকাষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় অচেতনা প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে। কর্ম্মসম্পাদনেচ্ছা ও তৎসাধনক্ষমতাই কর্তৃত্ব তাহা চেতনের ধর্ম্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই পুরুষই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনিই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা।" যদি বলা যায় যে, পুরুষের সহিত সম্মিলন হইলে চেতনের অধ্যাস-হেতু অচেতনা প্রকৃতি কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে মীমাংসাও সঙ্গতরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ সন্নিহিত চেতন পুরুষের অধ্যাস হইলেও অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যাইতে পারে। অগ্নিসান্নিধ্যহেতু লৌহখণ্ড

উত্তপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার নিজের দাহিকা শক্তি নাই, মূল অগ্নিরই দহন ক্ষমতা দৃষ্ট হয়; অতএব দৃষ্টতঃ তপ্তলৌহখণ্ড দাহশক্তি সম্পন্ন হইলেও অগ্নিই সে শক্তির হেতু। যদি বলা যায়, জল চলিতেছে, বৃক্ষ ফলিতেছে, ইত্যাদি রূপে জলবৃক্ষাদি জড়ের যেরূপ কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়া থাকে, অচেতনা প্রকৃতিরও সেইরূপ কর্তৃত্ব অসম্ভব হইবে কেন? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, জলাদির মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে চেতনের অধিষ্ঠান আছে, এই জন্যই উল্লিখিত আপত্তি সঙ্গত নহে। অপিচ এ সম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণও আছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম কাণ্ডের যে বিধান আছে এবং ধ্যানাদি যে সকল মোক্ষ বিধায়ক কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তত্তাবৎ জড়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হয় নাই; চেতন স্বরূপ ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষই তত্তাবৎ ক্রিয়ার লক্ষ্য। এতাবতা পুরুষেরই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব পূর্ব্ব শ্লোকে প্রকৃতির স্কন্ধেই যে কার্য্য কারণরূপ কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম্ম সম্পাদনরূপ কর্তৃত্ব দর্শনেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সে কর্তৃত্ব প্রকৃতির বৃত্তি মাত্র, যথার্থ কর্তৃত্ব পুরুষেরই। কেহ বলেন, যেমন সাধারণতঃ হস্ত দ্বারা মনুষ্যের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অতএব লোকে হস্ত কার্য্য করিয়াছে বলিয়া হস্তের উপরই কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ করে। অথচ বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রকৃত কর্ত্তা মনুষ্য, হস্ত কেবল সাধন মাত্র। সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতি দ্বারাই কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, এই জন্যই যথার্থ কর্তৃত্ব প্রকৃতির না হইলেও লোকে প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকেন। আবার কেহ বলেন, প্রাকৃত দেহাদির সহিত সংযোগ বশতই পুরুষ যজ্ঞাদি ও যুদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতিবিযুক্ত শুদ্ধাবস্থায় তিনি নিষ্ক্রিয়। এই জন্য প্রকৃতিই কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বেদান্ত শাস্ত্রেও ঈশ্বরের প্রকৃত কর্তৃত্ব সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় সূত্র নিবদ্ধ আছে। "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" "বিহারোপদেশাৎ" "উপাদানাৎ" "ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ" (বেদান্ত দর্শন ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৩।৩৪।৩৫। সূত্র) বুদ্ধির চেতনা নাই; সুতরাং জীবই কর্ত্তা; এবং তদ্বিষয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। জীব স্বপ্নাবস্থায় বিহার ও বিচরণ করেন, এজন্যও জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ইন্দ্রিয়বর্গকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হন, অতএব

জীবই কর্ত্তা। শ্রুতি বলেন, বিজ্ঞান শব্দিত জীবই কর্ত্তা; কারণ জীবে যে বিজ্ঞান শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞানং এই কর্ত্তৃকারকের প্রয়োগ হইয়াছে, করণ কারকের প্রয়োগ হয় নাই ॥ ২২ ॥

——(০)——

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩

অন্বয়।—অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ (ভিন্ন) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) অনুমন্তা (অনুমোদিতা) ভর্ত্তা (পোষয়িতা) ভোক্তা (পালকং) মহেশ্বরঃ (সর্ব্বস্বামী) পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ (কথিতঃ) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—এই দেহে পুরুষ ভিন্ন, সাক্ষী, অনুজ্ঞাতা, ভরণকর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, এবং পরমাত্মা এইরূপেই উক্ত-হন ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—এই দেহে অবস্থিত হইয়াও পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহার সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্ত্তা ভোক্তা এবং সর্ব্বস্বামী পরমাত্মা প্রভৃতিরূপে কথিত হন ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্যৈব পুনঃ সাক্ষান্নির্দ্দেশঃ উপদ্রষ্টেতি। উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতো যথা ঋত্বিগ্‌যজমানেষু তটস্থোঽন্যোঽব্যাপৃতোযজ্ঞবিদ্যাকুশলঃ ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপার-গুণদোষাণামীক্ষিতা তদ্বৎ কার্য্যকারণব্যাপারেষু অব্যাপৃতোঽন্যোবিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকারণানাং সব্যাপারাণাং সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা অথবা দেহচক্ষুর্ম্মনোবুদ্ধ্যাত্মনোদ্রষ্টারস্তেষাং বাহ্যোদ্রষ্টা দেহস্তত আরভ্যান্তরতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপে আত্মা দ্রষ্টা যতঃ পরোঽন্তরো নাস্তি দ্রষ্টা সোঽতিশয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা স্যাৎ যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ব্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ অনুমোদনমনুমননং কুর্ব্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষস্তৎকর্ত্তানুমন্তা কার্য্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকূলো বিভাব্যতে প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা, ভর্ত্তা ভরণং নাম দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্মপরার্থ্যেন নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎ স্বরূপাবধারণং তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্ত্তাত্মেত্যুচ্যতে ভোক্তাগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ব্ববিষয়বিষয়াশ্চৈতন্যাত্মগ্রস্তা ইব জায়মানা বিভক্তা বিভাব্যন্ত-ইতি ভোক্তাত্মোচ্যতে। মহেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ মহান্ ঈশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধ্যন্তানাং প্রত্যগাত্মত্বেন কল্পিতানামবিদ্যয়া পরম উপদ্রষ্টৃত্বাদ্বিলক্ষণ আত্মেতি

সোঽপি পরমাত্মেত্যনেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ ক্বাসৌ অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরো ব্যক্তাদুত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি ইত্যুপন্যস্তো ব্যাখ্যায়োপসংহৃতশ্চ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতস্যৈব মোক্ষহেতোর্জ্ঞানস্য সাক্ষান্নির্দ্দেশায়োত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি তস্যেতি। কার্য্যকারণানাং ব্যাপারবতাং সমীপে স্থিতঃ সন্নিধিমাত্রেণ তেষাং সাক্ষীত্যেবমর্থত্বেন উপদ্রষ্টেতি পদং ব্যাচষ্টে সমীপস্থ ইতি। লৌকিকস্যৈব দ্রষ্টুরস্যাপি স্বব্যাপারবিষ্টতয়া নিষ্ক্রিয়ত্ব-বিরোধমাশঙ্ক্যাহ স্বয়মিতি। স্বব্যাপারাদৃতে সন্নিধিরেব দ্রষ্টৃত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি। উপদ্রষ্টেত্যস্যার্থান্তরমাহ অথবেতি। বহূনাং দ্রষ্টৃত্বেপি কস্যোপদ্রষ্টৃত্বং তত্রাহ তেষামিতি। উপো-পসর্গস্য সামীপ্যার্থত্বেন প্রত্যগর্থত্বান্তত্রৈব সামীপ্যাবসানাৎ প্রত্যগাত্মা চ দ্রষ্টা চেত্যুপদ্রষ্টা সর্ব্ব-সাক্ষী প্রত্যগাত্মেত্যর্থঃ। উক্তমেব ব্যনক্তি যচ্চ ইতি। যথা যজমানস্য ঋত্বিজাঞ্চ যজ্ঞকর্ম্মণি গুণত্বা দোষত্বা সর্ব্বযজ্ঞাভিজ্ঞঃ সন্নুপদ্রষ্টা বিষয়ীকরোতি তথায়মাত্মা চিন্মাত্রস্বভাবঃ সর্ব্বং গোচরয়-তীত্যুপদ্রষ্টেতি পক্ষান্তরমাহ যজ্ঞেতি। অনুমন্তাচেত্যেতৎব্যাকরোতি অনুমন্তেতি। যে স্বয়ং কুর্ব্বন্তো ব্যাপারবন্তো ভবন্তি তেষু কুর্ব্বৎসু পার্শ্বস্থস্য পরিতোষোঽনুমননন্তচ্চানুমোদনং তস্য সন্নিধি-মাত্রেণ কর্ত্তা যঃ সোঽনুমন্তেত্যর্থঃ। ব্যাখ্যান্তরমাহ অথবেতি তদেব স্ফুটয়তি কার্য্যেতি। অর্থান্তরমাহ অথবেত্যাদিনা ভর্ত্তেতি পদমাদায় ভরণং কিন্নামেতি পৃচ্ছতি ভর্ত্তেতি। তদ্রূপং নিরূপয়ন্নাত্মনোভোক্তৃত্বং সাধয়তি দেহেতি। ভোক্তেত্যুক্তে ক্রিয়াবত্ত্বে প্রাপ্তে ভোগশ্চিদবসানতে-ত্যিন্যায়েন বিভজতে অগ্নীতি। বিশেষণান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে মহেশ্বর ইতি। পরমাত্মত্বমুপপাদয়তি দেহাদীনামিতি। অবিদ্যয়া কল্পিতানামিতি সম্বন্ধঃ, পরমত্বং প্রকৃষ্টত্বং সঃ পূর্ব্বোক্তবিশেষণবানিতি যাবৎ। পরমাত্মশব্দস্য প্রকৃতাত্মবিষয়ত্বে শ্রুতিমনুকূলয়তি অত ইতি। তস্য তাটস্থ্যং প্রশ্নদ্বারা প্রত্যাচষ্টে ক্কেতি। কস্মাৎ পরত্বমুদাহ অব্যক্তাদিতি। তত্রৈব বাক্যশেষানুকূল্যমাহ উত্তম ইতি। সোঽস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষ ইতি সম্বন্ধঃ। শোধিতার্থয়োরৈক্যজ্ঞানং প্রাগুক্তং ফলোক্ত্যাস্তৌতি ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চেতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—অস্মিন্ দেহেঽবস্থিতোঽয়ং পুরুষো দেহপ্রবৃত্ত্যনুগুণসঙ্কল্পাদিরূপেণ দেহ-স্যোপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভবতি তথা দেহস্য ভর্ত্তা চ ভবতি তথা দেহপ্রবৃত্তিজনিতসুখদুঃখয়োর্ভোক্তা চ ভবতি। এবং দেহনিয়মনেন দেহাভরণেন দেহশেষিত্বেন চ দেহেন্দ্রিয়মনাংসি প্রতি মহেশ্বরো ভবতি তথাচ বক্ষ্যতে। "শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ। গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।" ইতি, অস্মিন্ দেহে দেহেন্দ্রিয়মনাংসি প্রতি পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তঃ দেহে মনসি চাত্মশব্দোঽনন্তরমেব প্রযুজ্যতে। "ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা" ইতি। অপি-শব্দাৎ মহেশ্বর ইত্যপ্যুক্ত ইতি গম্যতে। পুরুষঃ পরঃ অনাদিমৎপরমিত্যাদিনোক্তোঽপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তিরয়ং পুরুষোঽনাদিপ্রকৃতিসংবন্ধকৃতগুণসঙ্গাদেতদ্দেহমাত্রমহেশ্বরো দেহমাত্র পরমাত্মা চ ভবতি ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—উপদ্রষ্টাশরীরেন্দ্রিয়েষু স্ববিষয়ব্যাপৃতেষু তদ্বিলক্ষণস্তস্য কর্ম্মণঃ সমীপে দ্রষ্টা-

দ্রষ্টা অনুমন্তা কার্য্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্তবদ্ তদনুকূলো বিভাব্যতে। ভর্ত্তা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিনাম্‌সংহাতানাং চৈতন্যাত্মপরস্থার্থেননিমিত্তীভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎ স্বরূপং তচ্চৈতন্যাত্মক... মেবেতি ভোক্তাত্মেত্যুচ্যতে ভোক্তা অগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্য চৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ চৈতন্যগ্রস্তা ইব জায়মানা বিভক্তা ইব বিভাব্যন্ত ইতি ভোক্তা ইত্যুচ্যতে মহানীশ্বর মহেশ্বরঃ পরমশ্চাসাবাত্মাচেতি পরমাত্মা দেহেঽস্মিন্নব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষঃ ॥২৩॥

শ্রীধর।—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরোভিন্ন এব ন তদ্‌গুণৈর্যুজ্যত ইত্যর্থঃ, তত্র হেতবঃ যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা অনুমোদিতৈব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ "সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চে"ত্যাদিশ্রুতেঃ, তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধায়কঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা, তথা চ শ্রুতিঃ "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপাল" ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—দেহে সুখাদিভোক্তৃতয়াবস্থিতং জীবমুক্ত্বা নিয়ন্তৃতয়া তত্রাবস্থিতমীশ্বরমাহ উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ দেহেঽপরো জীবাদন্যঃ পুরুষোঽস্তি যো মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চ প্রোক্তঃ। উপদ্রষ্টা সন্নিধৌ পৃথক্‌স্থিত এব সাক্ষী। অনুমন্তানুমতিদাতা তদনুমতিং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন ক্ষম ইত্যর্থঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ। ভোক্তা পালকঃ। সর্ব্বতঃ পাণীত্যাদিভিরুক্তস্যাপীশস্য জীবেন সহ স্থিতিং বক্তুং পুনরুক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—তদেবং প্রকৃতিমিথ্যাতাদাত্ম্যাৎপুরুষস্য সংসারো ন স্বরূপেণেত্যুক্তং কীদৃশং পুনস্তস্য স্বরূপং যত্র ন সম্ভবতি সংসার ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তস্য স্বরূপং সাক্ষান্নির্দ্দিশন্নাহ উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিপরিণামে দেহে জীবরূপেণ বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরঃ প্রকৃতিগুণাসংসৃষ্টঃ পরমার্থতোঽসংসারী স্বেন রূপেণেত্যর্থঃ, অতঃ উপদ্রষ্টা যথা ঋত্বিগ্‌যজমানেষু যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃতেষু তৎসমীপস্থোঽন্যঃ স্বয়মব্যাপৃতোযজ্ঞবিদ্যাকুশলত্বাদৃত্বিগ্‌যজমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা তদ্বৎ কার্য্যকারণব্যাপারেষু স্বয়মব্যাপৃতোবিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকারণানাং স্বব্যাপারাণাং সমীপস্থোদ্রষ্টা ন তু কর্ত্তা পুরুষঃ "স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ"ইতি শ্রুতেঃ, অথবা দেহচক্ষুর্ম্মনোবুদ্ধ্যাত্মসু দ্রষ্টৃষু মধ্যে বাহ্যান্ দেহাদীনপেক্ষ্যাত্যব্যবহিতোদ্রষ্টাত্মা পুরুষ উপদ্রষ্টা, উপশব্দস্য সামীপ্যার্থত্বাত্তস্য চাব্যবধানরূপস্য প্রত্যগাত্মন্যেব পর্য্যবসানাৎ অনুমন্তা চ কার্য্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব সন্নিধিমাত্রেণ তদনুকূলত্বাদনুমন্তা অথবা স্বব্যাপারেষু প্রবৃত্তান্দেহেন্দ্রিয়াদীন্ন নিবারয়তি কদাচিদপি তৎসাক্ষিভূতঃ পুরুষ ইত্যনুমন্তা "সাক্ষী চে"তি শ্রুতেঃ। ভর্ত্তা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাধ্যাসবিশিষ্টানাং স্বসত্তয়া স্ফুরণেন চ ধারয়িতা পোষয়িতা চ ভোক্তা বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকান্ প্রত্যয়ান্ স্বরূপচৈতন্যেন প্রকাশয়তীতি নির্ব্বিকার এবোপলব্ধা মহেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহানীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্মা দেহাদিবুদ্ধ্যন্তানামবিদ্যয়াত্মত্বেন কল্পিতানাং পরমঃ প্রকৃষ্ট উপদ্রষ্টৃত্বাদিপূর্ব্বোক্তবিশেষণবিশিষ্ট আত্মা

পরমাত্মা ইতি অনেন শব্দেনাপি উক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ চকারাদুপদ্রষ্টেত্যাদি শব্দৈরপি স এব পুরুষঃ পরঃ "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত" ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে॥ ২৩॥

নীলকণ্ঠ।—স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেতি ক্ষেত্রজ্ঞ তৎপ্রভাবৌ ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞাতৌ, তত্র ক্ষেত্রজ্ঞ প্রাগেব বর্ণিতঃ তস্যেদানীং প্রভাবমাহ উপদ্রষ্টেতি। তত্র পূর্ব্বং গুণসঙ্গো জন্মকারণমিত্যুক্তং তত্র সঙ্গশ্চতুর্ব্বিধঃ পুরুষাপলাপেন গুণমাত্র প্রাধান্যেন বা তস্যান্তর্ভাব্য গুণপ্রাধান্যেন বা গুণানাং সমপ্রাধান্যেন বা অপ্রাধান্যেন বেতি তত্রাদ্যে দেহেন্দ্রিয় মন আদিরূপং গুণসঙ্ঘাতমেব আত্মত্বেন পশ্যন্ ভোক্তা ভবতি যথা চার্ব্বাকাদিঃ, দ্বিতীয়ে গুণানাং প্রাধান্যাৎ আত্মনি বাস্তবকর্তৃত্বাদ্যভিমানেন কর্ম্মফলানাং ভর্ত্তা সঞ্চেতা ভবতি যথা তার্কিকাদিঃ, তৃতীয়ে গুণানাং সমপ্রাধান্যেন গুণগতমপি ভোক্তৃত্বমসঙ্গেঽপ্যাত্মনি বস্ত্রে ভল্লাতকাঙ্কবদনুমন্যতে যথা সাংখ্যাঃ, চতুর্থে সর্ব্বথাপি গুণধর্ম্মাণামাত্মনি সংক্রমমপশ্যন্নুদাসীনবোধরূপত্বেনা গুণপ্রচারদর্শী উপদ্রষ্টা ভবতি, যথাস্মাকম্ সাক্ষী, এতেষু চতুর্ষ্বপি গুণসঙ্গিষু উপদ্রষ্টা উত্তমঃ, অনুমন্তা মধ্যমঃ ভর্ত্তা অধমঃ ভোক্তাঽধমাধমঃ, স এব গুণান্ বশীকৃত্য ক্রীড়তি সদা মহেশ্বর ইত্যুচ্যতে যঃ সর্গস্থিত্যন্তকর্ত্তা প্রভুর্জগদন্তর্য্যামী স এব গুণানপহায় স্থিতঃ পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো ভবতি,যদ্যপি উপদ্রষ্টাপি গুণানপহায় তৎসাক্ষিত্বেন স্থিতো ভবতি তথাপি তস্যৈকসঙ্ঘাতোপহিতস্য সংঘাতানান্তর প্রচারদর্শিত্বাভাবাদয়ং সকল সংঘাতপ্রচারদর্শীতি সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ পরমোঽয়মাত্মা। তমেনং বক্ষ্যতি "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর" ইতি।এতাবপি গুণসঙ্গিনৌ,এবমেক এব দেহেঽস্মিন্ বিদ্যমানঃ পরো গুণাতীতঃ স্বাত্মনি গুণান্ প্রবিলাপ্য স্থিতোঽথৈকরস আত্মা গুণসঙ্গেন ষড়বিধো ভবতি অয়মেবাস্য প্রভাবঃ তত্র অনুমন্তৃ ভর্তৃ ভোক্তৃভিস্ত্রিভীরূপৈরয়ং বধ্যতে উপদ্রষ্টৃ মহেশ্বর পরমাত্মরূপৈস্তু নিত্যমুক্ত এক এবেতি জ্ঞেয়মত্র ভাষ্যার্থোঽপ্যনুসন্ধেয়ো বিস্তরভয়াত্তু ন প্রদর্শিতঃ॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ।—জীবাত্মানমুক্ত্বা পরমাত্মানমাহ উপদ্রষ্টেতি যদ্যপি অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ইত্যাদিনা হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতমিত্যন্তেন চ সামান্যতো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্তঃ এব তদপি তস্য জীবাত্মসাহিত্যেনাপি পৃথগেব স্পষ্টতয়াদেহদ্বয়স্থত্বজ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তির্জ্ঞেয়া। অস্মিন্দেহে পরোঽন্যঃ পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তো পরমাত্মেতি চ নাম্নাপ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। অত্র পরমশব্দ একাত্মবাদপক্ষে স্বাংশ ইতি দ্যোতনার্থো জীবস্য উপসমীপে পৃথকস্থিত এব দ্রষ্টা সাক্ষী। অনুমন্তা অনুমোদনকর্ত্তা সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। 'সাক্ষীচেতাঃ কেবলোনির্গুণশ্চে"তি শ্রুতেঃ। তথা ভর্ত্তাধারকঃ ভোক্তা পালকঃ॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ বস্তুতঃ সংসারী নহেন। অপিচ ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, কার্য্যকারণ সংঘাত শরীরের মধ্যে তিনি ভোক্তৃভাবে অধিষ্ঠিত। এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ এবং দেহ মধ্যে অবস্থিতির প্রকৃত অবস্থা কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রকৃতির স্বরূপ এই দেহমধ্যে অবস্থিত

হইলেও সেই জীবস্বরূপ পুরুষ প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতির গুণের সহিত অসংস্পৃষ্ট। তিনি পরমার্থত স্বস্বরূপে নির্লিপ্ত-ভাবাপন্ন। কারণ তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী স্বরূপ। ঋত্বিক (৬৪০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ও যজমানের অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়া কাণ্ডের সম্পাদন কালে যেমন কোন অভিজ্ঞ মহাত্মা সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তৎকর্ম্মের দোষ গুণাদি দর্শন ও আলোচনা করেন, তদ্বৎ পুরুষস্বরূপ জীব প্রকৃতির পরিণাম স্বরূপ কার্য্যকারণ সংঘাত দেহ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া নির্লিপ্ত ও বিলক্ষণ ভাবে অনুষ্ঠীয়মান গুণ কর্ম্মাদির আলোচনা ও দর্শন করিয়া থাকেন। কার্য্যকারণ ব্যাপারের দ্রষ্টারূপে তিনি অধিষ্ঠিত কর্ত্তারূপে নহেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ পুরুষ অসঙ্গ ভাবে দেহেন্দ্রিয়াদি সাধিত কর্ম্ম সমূহ দর্শন করিয়া থাকেন। অথবা এরূপও অবধারণ করা যাইতে পারে যে, সেই পুরুষ বাহ্য দেহেন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া থাকেন। দ্রষ্টাশব্দের সহিত সামীপ্যার্থ বাচক উপসর্গের সম্মিলনে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সমীপাবস্থিত থাকিয়া অব্যবহিত রূপে প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত তিনি স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার দর্শন করেন। তিনি অনুমন্তাও বটেন। অর্থাৎ কার্য্য কারণ প্রবৃত্তিতে তিনি স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও সান্নিধ্যহেতু তত্তদ্ব্যাপার সাধনের অনুকূল স্বরূপ এবং স্বয়ং তত্তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিরূপে প্রতীয়মান। অথবা এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি স্বব্যাপারে বিনিযুক্ত হইতেছে দেখিয়াও তিনি তৎসম্বন্ধে বিধি নিষেধ বিধানে বিরত। কেবল মাত্র সাক্ষী রূপে পুরুষ অবস্থিত। তিনি চৈতন্যের অধিষ্ঠিত এবং তৎকর্তৃক অধ্যাসিত এই দেহেন্দ্রিয় ব্যাপারের ধারক ও পোষক। তিনি স্বয়ং নির্ব্বিকার হইলেও দেহেন্দ্রিয়াদি-ঘটিত এবং বুদ্ধি দ্বারা পরিগৃহীত সুখ-দুঃখাদি বিষয়ের স্বয়ং ভোক্তাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বাত্মস্বরূপ অথচ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। এই জন্য তিনি মহেশ্বর, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তাবতের অধিপতি। তিনি দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবিদ্যা প্রভাবে আত্মারূপে কল্পিত, এই প্রপঞ্চের উপদ্রষ্টা প্রভৃতি পূর্ব্বকল্পিতরূপ-বিশিষ্ট, আত্মা। শ্রুতিও তাঁহাকে পরমাত্মা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। মূলস্থিত চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তিনি সমালোচ্য শ্লোক

নির্দ্দিষ্ট উপদ্রষ্টৃত্বাদি বিশেষণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এই কথা পরবর্ত্তী "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" (১৫ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এই স্থলে ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ২৩ ॥

—ঃ০ঃ—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—য এবং পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ (স্ববিকারৈঃ) সহ বেত্তি, স সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারেণ) বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) ন অভিজায়তে (উৎপদ্যতে) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি এইরূপ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে স্বীয়-বিকারের সহিত জানেন, তিনি সর্ব্ব-প্রকারে বিদ্যমান-থাকিয়াও পুনর্ব্বার জন্ম-গ্রহণ-করেন না ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং স্বীয় বিকারযুক্ত প্রকৃতিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি যে কোন ভাবে অবস্থিত হইলেও পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহ করেন না ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তমেতং যথোক্তলক্ষণমাত্মানং য এবং যথোক্তপ্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদাত্মভাবেনায়মহমিতি প্রকৃতিঞ্চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্ত্তিতাম-ভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ঃ পুনঃপতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে দেহান্তরং ন গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তস্থো ন জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ননু যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যানন্তরং পুনর্জ্জন্মাভাব উক্তস্তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকালভাবিনাঞ্চ যানি চাতিক্রান্তান্যনেকজন্মকৃতানি তেষাং ফলমদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি স্যুস্ত্রীণি জন্মানি, কৃতবিপ্রনাশো হি ন যুক্ত ইতি, যথা ফলে প্রবৃত্তানামারব্ধজন্মনাং কর্ম্মণাং। ন চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽবগম্যতে, তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি কর্ম্মাণি ত্রীণি জন্মান্যারভেরন্ সংহতানি বা সর্ব্বাণ্যেকং জন্মারভেরন্। অন্যথা কৃতবিনাশে সতি সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ, শাস্ত্রানর্থক্যঞ্চ স্যাদিত্যত ইদমযুক্তমুক্তং ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি। ন, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি, ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি, তস্য তাবদেব চিরমিষীকাতূলবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিশতেভ্য উক্তো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ, ইহাপি চোক্তো

যথৈধাংসীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মদাহো বক্ষ্যতি চোপপত্তেশ্চাবিদ্যাকামক্লেশবীজনিমিত্তানি হি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি জন্মান্তরাঙ্কুরমারভন্তে, ইহাপি চ সাহঙ্কারাভিসন্ধীনি ফলারম্ভকাণি নেতরাণীতি তত্র তত্র ভগবতোক্তং "বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনরিতি।" অস্তু তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তেরুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহোজ্ঞানসহভাবিত্বাৎ ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানাং জ্ঞানেন দাহো ন প্রতীতানামনেকজন্মান্তরকৃতানাং দাহোযুক্তশ্চ ন, সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষাৎ। জ্ঞানোত্তরকালভাবিনামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেন্ন সঙ্কোচনে কারণানুপপত্তেঃ, যত্তুক্তং যথা বর্ত্তমানশরীরজন্মারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথাপি অনারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি তদসৎ কথং, তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ, যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষোলক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেহপ্যাসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববদ্বর্ত্তত এব, যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানুৎপন্নবেগস্ত্বমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোহপ্যুপসংহ্রিয়তে তথানারব্ধফলানি কর্ম্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব জ্ঞানেন নির্ব্বীজীক্রিয়ন্ত ইতি পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধম্॥ ২৪॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তেন প্রকারেণ জীবেশ্বরাদিসর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেনেত্যর্থঃ, সাক্ষাদপরোক্ষত্বেনেতিযাবৎ, যথোক্তামনাত্মনিরাচ্যাং সর্ব্বানর্থোপাধিভূতামিত্যর্থঃ, বিদ্যয়া প্রাগুক্তৈকত্বগোচরয়া প্রকৃতিমবিদ্যাত্মপাং সকার্য্যামভাবমাপাদিতাং যো বেত্তীতি সম্বন্ধঃ, সর্ব্বপ্রকারেণ বিহিতেন নিষিদ্ধেন চেত্যর্থঃ পুনর্নকায়োহস্যার্থঃ। নিপাতসূচিতং ন্যায়মাহ অপীতি। ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইত্যুক্তমাক্ষিপতি নম্বিতি। জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং জন্মাভাবস্যোক্তত্বাৎ পুনর্দ্দেহারম্ভমপেক্ষ্য নাক্ষেপঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। তথাপি ত্রীণি জন্মানীতি সম্বন্ধঃ বর্ত্তমানে দেহে জ্ঞানাৎ পূর্ব্বোত্তরকালীনানাং কর্ম্মণাং ফলমদত্ত্বা নাশযোগাজ্জন্মদ্বয়মাবশ্যকমতীতানেকদেহেষ্বপি কৃতকর্ম্মণাং "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্মেতি" স্মৃতেঃ অদত্ত্বা ফলমনাশাদস্তি তৃতীয়মপি জন্মেত্যাহ প্রাগিতি। ফলদানস্থিনাপি কর্ম্মনাশে দোষমাহ কৃতেতি। ন যুক্ত ইতিকৃত্বা ফলমদত্ত্বা কর্ম্মনাশো নেতিশেষঃ, বিমতানি কর্ম্মাণি ফলমদত্ত্বা নক্ষীয়ন্তে বৈদিককর্ম্মত্বাদারব্ধকর্ম্মবদিতিমত্বাহ যথেতি। নাশোন জ্ঞানাদিতিশেষঃ। নম্বনারব্ধ কর্ম্মণাং জ্ঞানান্নাশোযুক্তোহপ্রবৃত্তফলবত্ত্বাদারব্ধকর্ম্মণাস্তু প্রবৃত্তফলবত্ত্বেন বলবত্ত্বান্নজ্ঞানাৎ তন্নিবৃত্তিরিত্যাহ নচেতি। অজ্ঞানোত্থত্বেন জ্ঞানবিরোধিত্বাবিশেষাৎ প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলত্বমনুপযুক্তমিতি ভাবঃ। কর্ম্মণাং ফলমদত্ত্বা নাশাভাবে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। ননু কর্ম্মণাং বহুত্বাত্তৎ ফলেষু জন্মসু কুতস্ত্রিত্বমারম্ভককর্ম্মণাং ত্রিপ্রকারত্বাদিতিচেন্নানারব্ধস্যৈকপ্রকারত্বসম্ভবাৎ তত্রাহ সংহতানীতি। নাস্তি জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বমিতিশেষঃ। উক্তকর্ম্মণাং জন্মানারম্ভকত্বে প্রাগুক্তং দোষমনুভাষ্য তস্যাতিপ্রসঙ্গকত্বমাহ অন্যথেতি। সর্ব্বত্রেত্যারব্ধকর্ম্মস্বপীতি যাবৎ। ফলজনকত্বানিশ্চয়োহনাশ্বাসস্তকর্ম্মণাং জন্মনারম্ভকত্বে কর্ম্মতাত্যাগনর্থক্যং দোষান্তরমাহ শাস্ত্রেতি। অনারব্ধকর্ম্মণাং সত্যপি জ্ঞানে জন্মান্তরারম্ভকত্বপ্রৌঢ্যে ফলিতমাহ ইত্যত ইতি। শ্রুত্যবষ্টম্ভেন পরিহরতি নেত্যাদিনা। জ্ঞানাদনারব্ধকর্ম্মদাহে ভগবতোঽপি

সম্মতিমাহ ইহাপীতি। জ্ঞানাধীনসর্ব্বকর্ম্মদাহে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি বাক্যাশয়োঽপি প্রমাণী-ভবতীত্যাহ বক্ষ্যতি চেতি। জ্ঞানাদনারব্ধাশেষকর্ম্মক্ষয়ে যুক্তিরপি বক্তুং শক্যেত্যাহ উপ-পত্তেশ্চেতি। তামেব বিবৃণোতি অবিদ্যেতি। অজ্ঞস্থাবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাখ্যক্লেশাত্ম-কানি সর্ব্বানর্থবীজানি তানি নিমিত্তীকৃত্য যানি ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মাণি তানি জন্মান্তরারম্ভকানি যানি তু বিদুষোবিদ্যাদগ্ধক্লেশবীজস্ত প্রতীতিমাত্রশরীরাণি কর্ম্মাণি নতানি শরীরারম্ভকানি দগ্ধপটবদর্থ-ক্রিয়াসামর্থ্যাভাবাদিত্যর্থঃ। প্রতীতিমাত্রদেহানাং কর্ম্মাভাসানাং ন ফলারম্ভকতেত্যস্মিন্নর্থে ভগবতোঽপি সম্মতিমাহ ইহাপীতি। তত্ত্বজ্ঞানাদূর্দ্ধং প্রাতীতিকক্লেশানাং কর্ম্মদ্বারা দেহানারম্ভকত্বে বাক্যান্তরমপি প্রমাণয়তি বীজানীতি। জ্ঞানানন্তরভাবিকর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহমঙ্গীকরোতি অস্থিতি। বিরোধিগ্রস্তানামেবোৎপত্তিরিতি হেতুমাহ জ্ঞানেতি। অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা জ্ঞানাৎ পূর্ব্বভাবিকর্ম্মণাং ন ততোদাহো বিরোধিনং বিনা প্রবৃত্তেরিত্যাহ নত্বিতি। শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধান্নৈবমিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা সর্ব্বশব্দশ্রুতেঃ সঙ্কোচম্ শঙ্কতে জ্ঞানেতি। প্রকর-ণাদিসংকোচকাভাবান্নৈবমিত্যাহ নেতি। আক্ষেপদর্শায়ামুক্তমনুমানমনুবদতি বস্থিতি। আভাস-ত্বাদিদমসাধকমিতি দূষয়তি তদসদিতি। ব্যাপ্ত্যাদিমত্ত্বে কথমাভাসত্বমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। প্রবৃত্তফলত্বোপাধিনা হেতোর্ব্যাপ্তিভঙ্গাদাভাসত্বধীরিত্যাহ তেষামিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি যথেত্যাদিনা। ধনুষঃ সকাশাদিষুর্মুক্তো বলবৎপ্রতিবন্ধকাভাবে মধ্যে ন পতিত তথা প্রবল-প্রতিবন্ধকং বিনা প্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং ভোগাদৃতে ন ক্ষয়ো নচ তত্ত্বজ্ঞানং তাদৃক্ প্রতিবন্ধকম্ উৎপত্তাবেব পূর্ব্বপ্রবৃত্তেন কর্ম্মণা প্রতিবন্ধশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ। যত্র জ্ঞানেনাদাহ্যত্বং তত্র প্রবৃত্তফলত্ব-মিত্যন্বয়েঽপি যত্রাপ্রবৃত্তফলত্বং তত্র জ্ঞানদাহ্যত্বমিতি ন ব্যতিরেক সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স এবেতি। প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভূতোঽনারব্ধোবেগোঽনেনেতি বিগ্রহঃ, স্বাশ্রয়গানি সাভাসান্তঃকরণনিষ্ঠানীতি যাবৎ, বিমতানি তত্ত্বধীনিমিত্তনিবৃত্তীনি তৎকৃতকারণনিবৃত্তত্বাদ্রজ্জুসর্পাদিবদিতি ব্যতিরেকসিদ্ধি-রিতি ভাবঃ। বিদুষোবর্ত্তমানদেহপাতে দেহান্তরে হেত্বভাবাত্তত্ত্বধীরৈকান্তিকফলেত্যুপসংহরতি পতিত ইতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—এবমুক্তস্বভাবং পুরুষমুক্তস্বভাবং চ প্রকৃতিং বক্ষ্যমাণস্বভাবযুক্তৈঃ সত্ত্বাদিভিগু´ণৈঃ সহ যো বেত্তি যথাবদ্বিবেকেন জানাতি স সর্ব্বথা দেবমনুষ্যাদিদেহেষতিমাত্র-ক্লিষ্টপ্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো ন জায়তে ন ভূয়ঃ প্রকৃত্যা সংবধ্নাতি অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানলক্ষণ-মপহতপাপ্মানমাত্মানং তদ্দেহাবসানসময়ে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হনুমান্।—গুণৈর্ব্বিকারৈঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যোবেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃসহিতাং যোবেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিম-তিক্রম্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—এতজ্জ্ঞানফলমাহ য ইতি। এবং মদুক্তবিধয়া মিথোবিবিক্ততয়া

পুরুষং মহেশ্বরপ্রকৃতিং চ জীবঞ্চ বেত্তি সর্ব্বথা ব্যবহারসম্পর্কেণ বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো নাভিজায়তে দেহান্তে বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—তদেবং স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেতি ব্যাখ্যাতম্ ইদানীং যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তমুপসংহরতি। য এবমুক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষময়মহমস্মীতি সাক্ষাৎকরোতি প্রকৃতিঞ্চাবিদ্যাং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ মিথ্যাভূতামবিদ্যয়া বাধিতাং বেত্তি নিবৃত্তে মমাজ্ঞানতৎকার্য্যে ইতি স সর্ব্বথা প্রারব্ধকর্ম্মবশাদিন্দ্রবদ্বিধিমতিক্রম্য বর্ত্তমানোঽপি ভূয়ো ন জায়তে পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে পুনর্দ্দেহগ্রহণং ন করোতি অবিদ্যায়াং বিদ্যয়া নাশিতায়াং তৎকার্য্যাসম্ভবস্য বহুধোক্তত্বাৎ "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি" ন্যায়াৎ। অপি শব্দাদ্বিধিমনতিক্রম্য বর্ত্তমানঃ স্ববৃত্তস্থোভূয়ো ন জায়ত ইতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং যথোক্তলক্ষণাত্মজ্ঞানে ফলমাহ, য এবমিতি। গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সর্ব্বথা বিহিতেন নিষিদ্ধেন বা কর্ম্মণা বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ো ন জায়তে পুনর্জন্ম ন লভতে মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—এতজ্জ্ঞানফলমাহ য ইতি। পুরুষং পরমাত্মানং প্রকৃতিং মায়াশক্তিং চকারাৎ জীবশক্তিঞ্চ সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি লয়বিক্ষেপাদি পরাভূতোঽপি ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা কিরূপ ফল লব্ধ হইয়া থাকে তাহাই অধুনা প্রকটিত হইতেছে। যিনি উল্লিখিত প্রকারে পুরুষতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের তত্ত্ব পরিগ্রহ করেন; এবং অবিদ্যার আবরণ বিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যাভূতা প্রকৃতির তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন। অপিচ এইরূপ সুস্পষ্ট অবরোধহেতু যাঁহার অজ্ঞান নিঃশেষে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যাবতীয় বিধি অতিক্রম করিয়া পুনর্জ্জন্মের দায় হইতে নিস্তার লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার এই বর্ত্তমান কলেবর ধ্বংস হইলে পুনরায় দেহান্তর আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞানপ্রভাবে অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে তৎকার্য্যস্বরূপ শরীরধারণাদি অসম্ভব হইয়া থাকে, এ কথা পূর্ব্বে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূলে "বর্ত্তমানোঽপি" বাক্যে যে অপিপদের প্রয়োগ আছে, তদুপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাব হইলেই পুনর্জ্জন্মের অসম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানাবির্ভাবের পূর্ব্বে অতীত জন্মান্তরে, যে সকল

কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে, তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জন্মনাশ কিরূপে সম্ভব হইবে। সহজেই মনে হইতে পারে যে, বর্ত্তমান জন্ম, ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বজন্ম, পরবর্ত্তী জন্ম, এই তিন জন্ম ব্যতীত কৃত কর্ম্মের নাশ অসম্ভব। অতএব মোক্ষ কদাপি হইতে পারে না। শ্রুতি এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যথা, "ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড) অর্থাৎ সেই পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলেই জীবের সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মই লাভ হয়। ইত্যাদি শত শত শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সর্ব্ব কর্ম্মের দাহ অর্থাৎ নাশ ঘটিয়া থাকে। এই গীতা শাস্ত্রেও "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ" (৪র্থ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) ইত্যাদিবাক্যে শ্রীভগবানও জ্ঞানিজনের সর্ব্ব কর্ম্ম নাশের প্রসঙ্গ সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। অবিদ্যাজনিত কামনা-হেতু অনুষ্ঠিত কর্ম্মরূপ বীজ দ্বারাই জন্মান্তরের অঙ্কুর উদ্ভুত হয়। যে কর্ম্মের মূলে অহঙ্কার থাকে, অর্থাৎ আমার সুখের নিমিত্ত বা আমার কামনা নিবৃত্তির নিমিত্ত আমি সম্পাদন করিতেছি, ইত্যাকার সঙ্কল্প থাকে, তাহাই জন্মান্তরের হেতুভূত। আমি ফলভোগী নহি, আমি কর্ত্তা নহি, আমি কোন কামনা করি না, ইত্যাদি বদ্ধমূল বিশ্বাস সহকৃত অহঙ্কার-বিবর্জ্জিত কর্ম্ম কখনই জন্মান্তরের কারণ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের অতি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত সহকৃত এক উক্তি আছে। "বীজান্যগ্ন্যুপ-দগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ।" ইহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত বীজ যেমন পুনরায় উদগত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানানল দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হইলে আত্মা পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করেন না। এ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনে এই সূত্র পরিদৃষ্ট হয়। "তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (বেদান্তদর্শনে ৪র্থ অধ্যায় ৭ম পাদ ১৩ সূত্র) ইহার ভাবার্থ, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান সঞ্জাত হইলে পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপসমূহ ধ্বংস হয়; ভবিষ্যতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা যদি বা অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে কোন পাপানুষ্ঠিত হয়, তাহাও তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না। শ্রুতিরও এইরূপ অভিপ্রায়।

মনুষ্য অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকিয়া আপনার শুভাশুভ ও পরিণাম বুঝিতে

পারে না। যে যে বস্তু পরম সন্তোষসাধক ও তৃপ্তিজনক বোধে তাহারা উপভোগ করে ও যে সকল কামনা সংসিদ্ধি পরম আনন্দপ্রদ বোধে সাধনা করে, তত্তাবৎ যে নিরতিশয় অলীক ও অসার, ইহা তাহারা অজ্ঞানরূপ ভ্রমের প্রাবল্যে অনুভব করিতে পারে না। জ্ঞানের স্ফুরণ হইলে তাহারা আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, এবং এই দেহ ও অসার সুখসম্পদ পরিবেষ্টিত সংসারের সহিত স্বকীয় অস্থায়ী ক্ষণবিধ্বংসী স্বসম্বন্ধের কথাও জানিতে পারে। যতক্ষণ এইরূপ ভ্রমের অধীনতায় নিরুদ্ধ-নেত্র বলীবর্দ্দের ন্যায় মানব ঘূর্ণ্যমান হইতে থাকে, ততক্ষণ মুক্তিরূপ পরম সৌভাগ্য লাভের কোনই আশা নাই। যখন মানব জানিতে পারিবে যে, সাক্ষী স্বরূপে, ভোক্তাস্বরূপে, কর্ত্তাস্বরূপে প্রকৃতি প্রবর্ত্তিত এই দেহ-মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাঁহার সহিত এই দেহের ও দেহেন্দ্রিয়াদিকৃত কার্য্যাকার্য্যের কোনই সম্বন্ধ নাই, তখনই বুঝিতে হইবে, তিনি আপনাকে আপনি বুঝিয়াছেন ও জানিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞান যাঁহার পূর্ণরূপে পরি-স্ফুট হইয়াছে, তাঁহার বন্ধনপ্রসূ কর্ম্মের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং কর্ম্মজনিত ফলাফল ভোগেরও আর আবশ্যকতা থাকে না। কর্ম্ম-জনিত ফলাফল ভোগের নিমিত্তই পুনর্জন্মের প্রয়োজন। যাঁহার তাদৃশ ফলাফলের সহিত সম্বন্ধ নাই, তাঁহার পুনর্জন্মও নাই। অতএব আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ অবিদ্যা নির্ম্মুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মরূপ দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া থাকেন। এই আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই গীতা শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বাক্যে ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে শ্রীভগবান্ উপদেশ প্রদান করিয়া আসি-তেছেন। যত যোগানুষ্ঠান, যত কর্ম্মসাধন, যত ভক্তি, সকলেরই শেষ লক্ষ্য আত্মজ্ঞানের উন্মেষ। এই পরম ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত মানবকে সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপার সম্পাদনকালে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি দৃশ্যতঃ যাহা, বস্তুতঃ তাহা নহেন; এবং লোকতঃ যে কর্ম্ম সাধন করিতেছেন, তাহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। এই সূক্ষ্ম সূত্র মনে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্রমশঃ সদুপদেশ, সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রালোচন সহকারে জ্ঞানরাজ্যে উপনীত হইবার সহজ পথ তিনি দেখিতে পাইবেন, এবং কাল-সহকারে পূর্ণানন্দপ্রদ পরম হিতকর সর্ব্বসন্তাপনাশক জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাইয়া ধন্য ও চরিতার্থ হইবেন। সাধনা আর কিছুই নহে, কেবল ক্রমে ক্রমে মনকে

বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া রূপান্তরে গঠন করার প্রণালী মাত্র। সে প্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে ব্যক্তি লৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করেন, তিনিই সাধনার পথ সহজে দেখিতে পান ॥ ২৪ ॥

——(০)——

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—কেচিৎ (যোগিনঃ) ধ্যানেন আত্মনি (দেহে) আত্মনা (মনসা) আত্মানং (পরমেশ্বরং) পশ্যন্তি, অন্যে সাংখ্যেন (জ্ঞানেন) যোগেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন [পশ্যন্তি] ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—কেহ ধ্যানের দ্বারা দেহেতে মনের-দ্বারা আত্মাকে দর্শন-করেন, অন্য-কেহ জ্ঞানযোগ-দ্বারা ও অপর-কেহ কর্ম্মযোগ-দ্বারা [দর্শন-করেন] ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—কোন কোন যোগী ধ্যানসংস্কারে এই শরীরেই বশীকৃত মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন; কোন কোন যোগী জ্ঞানযোগদ্বারা এবং কেহ বা কর্ম্মযোগদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অত্রাত্মদর্শনে উপায়বিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে ধ্যানেনেতি। ধ্যানেন ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যোবিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্‌চেতয়িতর্য্যে-কাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ধ্যানং তথা ধ্যায়তীব বকঃ ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ ইত্যুপমো-পাদানাৎ তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্ন প্রত্যয়োধ্যানন্তেন ধ্যানেনাত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাত্মানং প্রত্যক্‌চেতনমাত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনান্তঃকরণেন কেচিৎ যোগিনঃ অন্যে সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যং নাম ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যা অহং তেভ্যোঽন্যস্তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতোনিত্যোগুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনমেব সাংখ্যোযোগস্তেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনেতি বর্ত্ততে। কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাৎ যোগ উচ্যতে। গুণতস্তেন সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তি-দ্বারেণ চাপরে ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদিনা তৎপদার্থস্তৎপদার্থশ্চানন্তরমেব শোধিতৌ তয়োরৈক্যঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্বিদ্ধীত্যুক্তমিদানীং তদ্‌দৃষ্টিহেতুন্ যথাধিকারং কথয়তি অত্রেতি।

ধ্যানাখ্যসাধনং কিং রূপমিতি পৃচ্ছতি ধ্যানং নামেতি। তদ্রূপং বদন্নুত্তরমাহ শব্দাদিভ্য ইতি একাগ্রতয়োপসংহৃত্যেতি সম্বন্ধঃ যচ্চিন্তনং প্রত্যক্‌চেতয়িতরি ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। কিং তচ্চিন্তন-মিত্যুক্তে দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুত্যবষ্টম্ভেন ধ্যানং প্রপঞ্চয়তি তথেতি। বিবক্ষিতধ্যানানুরোধেনেতি যাবৎ আত্মানং পশ্যন্তি পরমাত্মত্বেনেতিশেষঃ কেচিদিত্যুত্তমাধিকারিণো গৃহ্যন্তে। মধ্যমাধিকারিণো নির্দ্দিশতি অন্য ইতি। সাংখ্যশব্দিতং সাধনং কিন্নামেত্যুক্তে বিচারজন্যং জ্ঞানন্তদেব জ্ঞানহেতুত্বাৎ যোগতুল্যত্বাৎ গৌণ্যাবৃত্ত্যা যোগশব্দিতমিত্যাহ সাংখ্যমিতি। অধমানধিকারিণঃ সংগিরতে কর্ম্মেতি। চিত্তৈকাগ্র্যং যোগঃ তাদর্থ্যং কর্ম্মণঃ শুদ্ধিহেতোরস্তি তেন গৌণ্যাবৃত্ত্যা যোগশব্দিতং কর্ম্মেত্যাহ গুণত ইতি। অপরে পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনেতি পূর্ব্ব-বদনুষঙ্গমঙ্গীকৃত্যাহ তেনেতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—ধ্যানেতি কেচিন্নিষ্পন্নযোগা আত্মনি শরীরেঽবস্থিতমাত্মানম্ আত্মনা মনসা ধ্যানেন ভক্তিযোগেন পশ্যন্তি। অন্যে চানিষ্পন্নযোগাঃ সাংখ্যেন যোগেন জ্ঞানযোগেন যোগযোগ্যং মনঃ কৃত্বাত্মানং পশ্যন্তি। অপরে যোগাদিষ্বাত্মাবলোকনসাধনেষ্বনধিকৃতা যে জ্ঞানযোগানধি-কারিণঃ। তদধিকারিণশ্চ সুকরোপায়সক্তা ব্যপদেশ্যাশ্চ কর্ম্মযোগেন অন্তর্গতজ্ঞানেন মনসা যোগ্যতামুৎপাদ্য আত্মানং পশ্যন্তি ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—চিত্তস্যাবিচ্ছেদেন এক প্রকারতাধ্যানস্তেন সাংখ্যেন "সাক্ষী নিত্যো বিল-ক্ষণো আত্মেতি চিন্তনেন যোগেন অনেনৈব চিন্তনেন কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরার্পিতেনানুষ্ঠীয়মানেন কর্ম্মণা ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ ধ্যানেতি দ্বাভ্যাং। ধ্যানেনাত্মাকার-প্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এবমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি, অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন, যোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—মহেশ্বরস্য প্রাপ্তৌ সাধনবিকল্পানাহ ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাং। কেচিদ্বিশুদ্ধ-চিত্তা আত্মনি মনসি স্থিতমাত্মানং মহেশ্বরং মাং ধ্যানেনোপসর্জ্জনীভূতজ্ঞানেন পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি। আত্মনা স্বয়মেব ন ত্বন্যেনোপকারকেণ অন্যে সাংখ্যেনোপসর্জ্জনীভূতধ্যানেন জ্ঞানেন পশ্যন্তি। অন্যে যোগেনোপসর্জ্জনীভূতজ্ঞানেনাষ্টাঙ্গেন পশ্যন্তি। অপরে তু কর্ম্মযোগেনান্তর্গত-ধ্যানজ্ঞানেন নিষ্কামেন কর্ম্মণা ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—অত্রাত্মদর্শনে সাধনবিকল্পা ইমে কথ্যন্তে। ইহ হি চতুর্ব্বিধাজনাঃ কেচিন্ম-ধ্যমাঃ কেচিন্মন্দতরা ইতি, তত্রোত্তমানামাত্মজ্ঞানসাধনমাহ ধ্যানেনেতি। ধ্যানেন বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ শ্রবণমননফলভূতেনাত্মচিন্তনেন নিদিধ্যাসনশব্দোদিতেন আত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি আত্মানং প্রত্যক্‌চেতনমাত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনান্তঃকরণেন কেচিদুত্তমাঃ যোগিনঃ। মধ্যমানামাত্মজ্ঞানসাধনমাহ অন্যে মধ্যমাঃ সাংখ্যেন যোগেন নিদিধ্যাসন-পূর্ব্বভাবিনা শ্রবণমননরূপেণ নিত্যানিত্যবিবেকাদিপূর্ব্বকেণ ইমে গুণাস্ত্রয়পরিণামা অনাত্মানঃ

সর্ব্বে মিথ্যাভূতাস্তৎসাক্ষিভূতোনিত্যোবিভুর্নির্ব্বিকারঃ সত্যঃ সমস্তজড়সংবন্ধশূন্য আত্মাহমিত্যেবং বেদান্তবাক্যবিচারজন্যেন চিন্তনেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনীতি বর্ত্তন্তে, ধ্যানোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ। মন্দানাং জ্ঞানসাধনমাহ কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্ম্মকলাপেন চাপরে মন্দাঃ পশ্যন্ত্যাত্মনমাত্মনীতি বর্ত্তন্তে, সত্ত্বশুদ্ধ্যা শ্রবণমননধ্যানোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ॥ ২৫॥

নীলকণ্ঠ।—এবংবিধাত্মদর্শনেঽধিকারিভেদেন উপায়বিকল্পানাহ ধ্যানেনেতি। অত্র যে আত্মানং বিবিদিষন্তি তে নিষ্কামকর্ম্মণা পরমেশ্বরম্ আরাধয়ন্তি তে কর্ম্মযোগিনঃ। ত এবোৎপন্নবিবিদিষা বেদান্তশ্রবণে প্রবর্ত্তন্তে, তত প্রমাণগতাসম্ভাবনানিবৃত্তৌ সত্যাং তস্যৈবার্থস্য মননে প্রবর্ত্তন্তে প্রমেয়গতাসংভাবনানিবৃত্ত্যর্থং তে সাংখ্যাঃ, ততঃ প্রমাণপ্রমেয়গতাসংভাবনায়ানিবৃত্তা [illegible] অনাত্মনি দেহাদাবাত্মবুদ্ধিরূপায়া বিপরীতভাবনায়া নিবৃত্ত্যর্থং নিদিধ্যাসনং বিজাতীয়প্রত্যয়তিরস্কারপূর্ব্বক-স্বজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহীকরণলক্ষণং কর্ত্তুং প্রবর্ত্তন্তে, ততস্তৎপরিপাকে আত্মনি বুদ্ধিবৃত্তৌ আত্মানং পরমেশ্বরং পশ্যন্তি তে ধ্যায়িনঃ, তত্র যে কর্ম্মসাংখ্যয়োর্নিষ্ণাতাস্তে ধ্যানেনাত্মনি দেহে আত্মানং পরমেশ্বরম্ আত্মনা বুদ্ধ্যা পশ্যন্তি অন্যেঽকৃতকর্ম্মাণঃ সাংখ্যেন যোগেন বিচারাত্মকেন যোগেন ধ্যানদ্বারা পশ্যন্তি, অন্যে পুনঃ কর্ম্মযোগেনৈব পূর্ব্বোক্তলক্ষণেন সাংখ্যধ্যানদ্বারা পশ্যন্তীতি সাধনত্রয়স্য সমুচ্চয়ো নতু বিকল্পঃ॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ।—অত্র সাধনবিকল্পমাহ ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাং। কেচিদুক্তা ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব ভক্ত্যা মামভিজানাতীত্যগ্রিমোক্তেঃ। আত্মনি মনসি আত্মনা স্বয়মেব ন ত্বন্যেন কেনাপি উপকারকেণেত্যর্থঃ। অন্যে জ্ঞানিনঃ সাংখ্যমাত্মানাত্মবিবেকস্তেন। অপরে যোগিনঃ যোগেনাষ্টাঙ্গেন কর্ম্মযোগেন নিষ্কামকর্ম্মেণ চ। অত্র সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ-নিষ্কামকর্ম্মযোগাঃ পরমাত্মদর্শনে পরম্পরৈব হেতবঃ নতু সাক্ষাদ্ধেতবঃ তেষাং সাত্ত্বিকত্বাৎ পরমাত্মনস্তু গুণাতীতত্বাৎ। কিঞ্চ-জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি ভগবদুক্তেজ্ঞানাদি সন্ন্যাসানন্তরমেব ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইত্যুক্তে জ্ঞানং বিমুচ্য তয়া ভক্ত্যৈব পশ্যন্তি॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে আত্মদর্শনের পরম ফলের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই আত্মদর্শন কিরূপে লব্ধ হইয়া থাকে তাহাই বিবৃত হইতেছে। সকল সাধকই যে সমান সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন, এরূপ নহে। প্রত্যুত আত্মজ্ঞানলাভের অনেক প্রকার পন্থা আছে, অধুনা দুই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন। কোন কোন আত্মজ্ঞানাভিলাষী সাধক ধ্যানযোগাবলম্বনে আত্মসাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই দেহমধ্যস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মার স্বরূপ ও স্বতন্ত্র উপলব্ধি করিয়া সেই প্রত্যগাত্মা দ্বারাই পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভোগাভিলাষ

পরিষ্কার করিয়া অনন্যমনে পরমাত্মার সহিত স্বকীয় একস্বরূপ ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকেন। পাত্র হইতে পাত্রান্তরে তৈলধারা যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপে সেই আত্মা পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান-সূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকেন। আর এক সম্প্রদায় সাধক প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এবং সত্ত্বরজতমোগুণান্বিত প্রকৃতিজাত এই শরীরেন্দ্রিয় সংঘাত ব্যাপার সমূহ মিথ্যা জানিয়া পুরুষের স্বতন্ত্র ও সত্যতা উপলব্ধি করেন, এবং এইরূপ উপলব্ধির পরিপাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। কোন কোন পূজ্যপাদ টীকাকার এরূপও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য বোধানন্তর অষ্টাঙ্গ যোগ (২২০৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সহকারে যোগিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। মূলস্থিত "যোগেন" পদ হইতে তাঁহারা এইরূপ অর্থ আহরণ করিয়াছেন। আর কোন কোন সাধক সম্প্রদায় ফলাভিসন্ধি রহিত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভাবে চিত্তশুদ্ধি উপজাত হয়, এবং চিত্তশুদ্ধির ফলে ভক্তি ও জ্ঞানের উন্মেষ হয়। তখন আত্মজ্ঞানলাভের আর কোন বাধা থাকে না।

এস্থলে আত্মজ্ঞানলাভের ত্রিবিধ উপায় প্রদর্শিত হইল। এই বিভিন্ন উপায় দেখিয়া পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী সাধকগণকে উত্তম, মধ্যম, মন্দ ও মন্দতর এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ধ্যানপ্রভাবে আত্মদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই উত্তম সাধক। যাঁহারা সাংখ্যযোগসহকারে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মধ্যম এবং যাঁহারা কর্ম্মযোগের দ্বার দিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হন, তাঁহারাই মন্দ। মন্দতরের লক্ষণ পরবর্ত্তী শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকারী ভেদে সরস্বতী মহোদয় সাধকের এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন কি না, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই, অন্য কোন ভাষ্য বা টীকাকারও এরূপ আভাস দেন নাই। পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য অধিকারিত্বের অবতারণা করিয়াছেন এবং প্রথমকে নিষ্পন্নযোগ, দ্বিতীয়কে অনিষ্পন্নযোগ এবং তৃতীয়কে জ্ঞানের অনধিকারী যোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মূলস্থ "পশ্যন্তি" পদের তিনস্থলেই অন্বয় হইবে॥ ২৫॥

——(॰)——

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৬॥

অন্বয়।—অন্যে (সাধকাঃ) তু এবম্ অজানন্তঃ (অজ্ঞাত্বা) অন্যেভ্যঃ (আচার্য্যেভ্যঃ) শ্রুত্বা উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) শ্রুতিপরায়ণাঃ (গুরূপদেশ-শ্রবণপরাঃ) তে (সাধকাঃ) অপি চ মৃত্যুম্ (মৃত্যুযুক্তসংসারং) অতি-তরন্তি (অতিক্রামন্তি) এব। ২৬॥

প্রতিশব্দ।—অন্য-সাধকগণ এইরূপ না-জানিয়া আচার্য্যের-নিকট-হইতে শ্রবণ-করিয়া উপাসনা করেন, গুরূপদেশ-শ্রবণ-পরায়ণ সেই-সকল-সাধকও মৃত্যুযুক্ত-সংসারকে অতিক্রম-করেন॥ ২৬॥

ব্যাখ্যা।—অপর কতকগুলি সাধক আত্মাকে যথার্থরূপে না জানিয়াও কেবল গুরুমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করেন; সেই সকল সাধক কেবল গুরূপদেশশ্রবণনিরত হইলেও মৃত্যুসঙ্কুল এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন॥ ২৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—অন্যে ত্বিতি। অন্যে ত্বেতেষু বিকল্পেষু অন্যতরেণাপ্যেবং যথোক্ত-মাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা ইদমেব চিন্তয়েত্যুক্তা উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি, তেঽপি চাতিতরন্ত্যেবাতিক্রামন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেতৎ শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ কেবল-পরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ, কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনোমৃত্যুমতিতরন্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৬॥

আনন্দগিরি।—অধমতমানধিকারিণোমোক্ষমার্গে প্রবৃত্তিং প্রতিলম্ভয়তি অন্যে ত্বিতি। আচার্য্যাধীনাং শ্রুতিমেবাভিনয়তি ইদমিতি। উপাসনমেব বিবৃণোতি শ্রদ্ধধানা ইতি। পরোপ-দেশাৎ প্রবৃত্তানামপি প্রবৃত্তেঃ সাফল্যমাহ তেপীতি। তেষাং মুখ্যাধিকারিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতীতি। তেঽপীত্যাদিনা সূচিতমর্থমাহ কিমিতি॥ ২৬॥

রামানুজ।—অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু কর্ম্মযোগাদিভিরাত্মাবলোকনসাধনেষ্বনধিকৃতা অন্যেভ্যস্তত্ত্বদর্শিভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ শ্রুত্বা কর্ম্মযোগাদিভিরাত্মানমুপাসতে তেঽপ্যাত্মদর্শনেন মৃত্যুমতি-তরন্তি যে শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রবণমাত্রনিষ্ঠাঃ তে চ শ্রবণনিষ্ঠা পূতপাপাঃ ক্রমেণ কর্ম্মযোগাদিকমারভ্যাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুম্ অপিশব্দাচ্চ পূর্ব্বভেদোঽবগম্যতে॥ ২৬॥

হনুমান্।—শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে যথাশ্রুতং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬।২৭।২৮॥

শ্রীধর।—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব॥ ২৬॥

বলদেব।—অন্যে ত্বেবমীদৃশানুপায়ানজানন্তঃ শ্রুতিপরায়ণাস্তত্তৎকথাশ্রবণাদিনিষ্ঠাঃ সাম্প্রতিকা অন্যেভ্যস্তদ্বক্তৃভ্যস্তানুপায়ান্ শ্রুত্বা তং মহেশ্বরমুপাসতে তেঽপি চকারাৎ তৎসঙ্গিনশ্চ ক্রমেণ তানুপলভ্যানুষ্ঠায় চ মৃত্যুমতিতরন্ত্যেবেতি তৎকথাশ্রুতিমহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ॥ ২৬॥

মধুসূদন।—মন্দতরাণাং জ্ঞানসাধনমাহ অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু মন্দতরাঃ তুশব্দঃ পূর্ব্বশ্লোকোক্তত্রিবিধাধিকারিবৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ। এষুপায়েষ্বন্যতমেনাপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্যঃ কারুণিকেভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ জ্ঞাত্বেদমেবং চিন্তয়তেত্যুক্তা উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি, তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং সংসারং শ্রুতিপরায়ণাঃ স্বয়ং বিচারাসমর্থা অপি শ্রদ্দধানতয়া গুরূপদেশশ্রবণমাত্রপরায়ণাঃ। তেঽপীত্যপিশব্দাদ্যে স্বয়ং বিচারসমর্থাস্তে মৃত্যুমতিতরন্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—পক্ষান্তরমাহ অন্যে ত্বিতি। যেঽন্যে উহাপোহকৌশলহীনাঃ তুশব্দেন পূর্ব্বেভ্যো বিলক্ষণা এবং পূর্ব্বোক্তং প্রকারম্ অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা আত্মনো নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যরূপত্বং তদুপাসনামার্গঞ্চাধিগত্য উপাসতে যথোক্তপ্রকারেণ ধ্যায়ন্তি তেঽপি চ মৃত্যুং সংসারং তরন্ত্যেব। অপিশব্দাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্তাস্তরন্তীত্যত্র কিমাশ্চর্য্যমিতি গম্যতে, এবশব্দাত্তেষাং মুখ্যক্রমাভাবেঽপি তরণে সংশয়োনাস্তি যতস্তে শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং তদেব পরম্ অয়নং মোক্ষসাধনং যেষাং তে, তথা ধ্যানে প্রবৃত্ত্যাতিশয়ান্ন তেষাং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মাপেক্ষা বেদোক্তত্বে দৃঢ়নিশ্চয়াচ্চাসংভাবনানিবৃত্ত্যর্থং শ্রবণমননাপেক্ষেতি ভাবঃ, অয়ঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ সংবাদিভ্রমরূপ ইতি কেচিৎ প্রমারূপ ইত্যন্যে, তথাহি যথা কশ্চিন্মণিপ্রভাং মণিবুদ্ধ্যা পশ্যন্ ভ্রান্ত এব তথাপি তদ্গ্রহণকালে মণিং লভতেঽতঃ সংবাদি ভ্রমঃ, এবং ত্বং পদার্থং তৎপদার্থমণিপ্রভাভূতং তৎপদার্থবুদ্ধ্যা ভাবয়ন্ ব্যবহারতো ভ্রান্ত এব তথাপি তৎ সাক্ষাৎকারকালে তদ্দৃষ্টস্য তৎপদার্থস্য সাক্ষাৎকারোঽপি সংবাদিভ্রমন্যায়েন জায়ত ইতি, তথাচ বশিষ্ঠঃ, "অসত্যে সত্যতা সাধো শাশ্বতী পরিদৃশ্যতে। শূন্যেন ধ্যানযোগেন শাশ্বতং প্রাপ্যতে পদম্।" ইতি, ব্যবহারতো নির্ব্বিশেষস্বরূপত্বেন অসত্যে আত্মনি তত্র নির্ব্বিশেষত্বভাবনং শূন্যো নির্ব্বিষয়োঽয়ং ধ্যানযোগো যোষিতি অগ্নিধ্যানবৎ তথাপি তেন শাশ্বতী সত্যতা প্রাপ্যতে দৃশ্যত ইতি বশিষ্ঠবাক্যার্থঃ, কল্পতরুমাচার্য্যাস্তু বেদান্তবাক্যজধ্যানভাবনাজাঽপরোক্ষধীঃ মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ন ভ্রমত্বং প্রপদ্যতে ইতি প্রাহুঃ॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—অন্যে ইতস্ততঃ কথাশ্রোতারঃ॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে যে বিবিধ উপায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও এক উপায় আছে। তাহারই বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইতেছে। যাঁহারা স্বকীয় সাধনা জনিত জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে অক্ষম, অর্থাৎ যাঁহারা ধ্যানযোগ দ্বারা সাংখ্যযোগ দ্বারা কিম্বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদেরও ব্রহ্মাববোধের উপায় আছে। স্বয়ং যোগ বা নিষ্ঠাসহকারে যাঁহার জ্ঞান উপজাত হয় না, অথচ যিনি জ্ঞানার্থী, তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানবান্ শাস্ত্রার্থবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার উপদেশ শ্রবণ করেন ও আদেশ পালন করিয়া থাকেন। সদ্গুরুর নিকট বিহিত শিক্ষালাভ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে ব্রহ্মোপাসনার বদ্ধমূল প্রবৃত্তি জন্মগ্রহণ করে। তখন সেই বাসনার অনুকূল কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মচিন্তন এবং ব্রহ্মপ্রাপক ক্রিয়া সমূহ তাঁহার পরমাবলম্বনীয় হইয়া পড়ে। তদনন্তর সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা মূলে কেবল মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কালে অনন্ত ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। এতাদৃশ সাধকেরাও জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার সাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে ২৪ শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইলেই মরণের ভয় তিরোহিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান শ্লোকে সেই বাক্য সমর্থিত হইল। অধিকন্তু ইহাই প্রদর্শিত হইল, যে, যেরূপে হউক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মানব ধন্য ও চরিতার্থ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র যোগবলে বা তত্ত্বজ্ঞান সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে হইবে এরূপ নহে, যোগানুষ্ঠানরূপ প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্তির সুযোগ বা সম্ভাবনা সকলের ঘটিতে পারে না। যাঁহাদিগের সেরূপ সুযোগ না ঘটিবে, তাঁহাদিগের কি মুক্তি ও আত্মজ্ঞানের উপায় নাই? বিশ্বেশ্বর দয়াময় ভগবান্ করুণাপূর্ণ স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সকলেরই ব্রহ্মলাভের আশা আছে, সুযোগ আছে। যদি অধম মানব শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেও কর্ণপাত না করে, যদি বিষয়াকীর্ণ সঙ্কীর্ণচেতা জীব অন্যের দৃষ্টান্তের অনুকরণও না করে, তাহা হইলেই সে হতভাগ্যের আর গতি নাই। হৃদয়ের শ্রদ্ধার সহিত প্রাণের ভক্তি মিশাইয়া মহত্ত্বের বাক্যে কর্ণপাত কর, জ্ঞানীর উপদেশ পালন কর, এবং সৎপথের অনুসরণ কর।

তাহা হইলেই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না। মোক্ষমার্গের সহজ পথ নিয়ত উন্মুক্ত। আগ্রহান্বিত সাধক অনায়াসে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপাসককে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মন্দতর এবং শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী অতি মন্দাধিকারী বলিয়াছেন।

মূলে "তু" শব্দের প্রয়োগ আছে। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ অধিকারীর সহিত বর্ত্তমান শ্লোকোক্ত অধিকারীর বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনার্থ ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

মূলস্থিত "অপি" পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, যখন স্বয়ং সাধনে অক্ষম ব্যক্তিবর্গও মুক্তি লাভ করিতে অধিকারী, তখন যাঁহারা স্বয়ং বিচারনিপুণ, তাঁহাদিগের মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন কথা বলিবারই প্রয়োজন নাই ॥ ২৬॥

——(০)——

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—হে ভরতর্ষভ ! (ভরতর্ষভ !) যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবর-জঙ্গমং (চরাচরাত্মকং) সত্ত্বং (বস্তু) সংজায়তে (উৎপদ্যতে তৎ (জন্ম) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (প্রকৃতিপুরুষ-সঙ্গমাৎ) [ভবতি ইতি] বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! যে কিছু চরাচর বস্তু উৎপন্ন-হয়, তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ-হইতে [হয় ইহা] জানিবে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতকুলশেখর ! স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, জানিবে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অত্র ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যৎ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুত ইত্যুক্তং, তৎ কস্মাদ্ধেতোরিতি তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে যাবদিতি। যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু, কিমবিশেষেণেত্যাহ স্থাবরজঙ্গমং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ ক্ষেত্র-

ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জানীহি হে ভরতর্ষভ। কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগোঽভিপ্রেতো ন তাবৎ রজ্জ্বেব ঘটস্যাবয়বসংশ্লেষদ্বারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি আকাশবন্নিরবয়বত্বান্নাপি সমবায়লক্ষণঃ তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরকার্য্যকারণভাবানভ্যুপগমাদিত্যুচ্যতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিষয়বিষয়িণোর্ভিন্নস্বরূপয়োরিতরেতরধর্ম্মাধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপবিবেকাভাবনিবন্ধনো রজ্জুশুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেকজ্ঞানাভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ সোঽয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণো যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণভেদপরিজ্ঞানপূর্ব্বকং প্রাক্‌দর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রাৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিভজ্য ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইত্যনেন নিরস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মস্বরূপেণ যঃ পশ্যতি ক্ষেত্রঞ্চ মায়ানির্ম্মিতহস্তিস্বপ্নদৃষ্টবস্তুগন্ধর্ব্বনগরাদিবদসদেব সদিবাবভাসতে ইতি। এবং নিশ্চিতবিজ্ঞানো যস্তস্য যথোক্তসম্যগ্‌দর্শনবিরোধাদপগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানং, তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ইত্যনেন বিদ্বান্ ভূয়োনাভিজায়ত ইতি যদুক্তং তদুপপন্নমুক্তমান স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি(সম্যক্‌ দর্শনফলমবিদ্যা নিবর্ত্তকং) সম্যক্‌দর্শনফলমবিদ্যাদিসংসারবীজনিবৃত্তিদ্বারেণ জন্মাভাব উক্তঃ জন্মকারণং চাবিদ্যানিবর্ত্তকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ উক্তঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—ঐক্যধীর্মুক্তিহেতুরিতি প্রাগুক্তমনূদ্য প্রশ্নপূর্ব্বকং জিজ্ঞাসিতহেতুপরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি ক্ষেত্রেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসম্বন্ধাধীনা যস্মাদুৎপত্তিস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাত্মকপরমাত্মাতিরেকেণ প্রাণিনিকায়স্যাভাবাদৈক্যজ্ঞানাদেব মুক্তিরিত্যাহ কস্মাদিতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসম্বন্ধমুক্তমাক্ষিপতি কঃ পুনরিতি। ক্ষেত্রজ্ঞস্য ক্ষেত্রেণ সম্বন্ধঃ সংযোগো বা সমবায়ো বেতি বিকল্পাদ্যং দূষয়তি ন তাবদিতি। দ্বিতীয়ং নিরস্যতি নাপীতি। বাস্তবসম্বন্ধাভাবেঽপি তয়োরধ্যাসস্বরূপঃ সোঽস্তীতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। ভিন্নস্বভাবত্বে হেতুমাহ বিষয়েতি। ইতরেতরৎ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞে বা তদ্ধর্ম্মস্য ক্ষেত্রানধিকরণস্য ক্ষেত্রনিষ্ঠস্য জাড্যাদেরারোপরূপোযোগস্তয়োরিত্যাহ ইতরেতি। নিমিত্তমাহ ক্ষেত্রেতি। অবিবেকাদারোপিতসংযোগে দৃষ্টান্তমাহ রজ্জ্বিতি। উক্তং সম্বন্ধং নিগময়তি সোঽয়মিতি। তস্য নিবৃত্তিযোগ্যত্বং সূচয়তি মিথ্যেতি। কথং তর্হি মিথ্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিত্যাদি ত্বং পদার্থবিষয়ং শাস্ত্রমনুসৃত্য বিবেকজ্ঞানমাপাদ্য মহাভূতাদিধৃত্যন্তাৎ ক্ষেত্রাদুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণং প্রাগুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞং মুঞ্জেষীকান্যায়েন বিবিচ্য সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তব্রহ্মস্বরূপেণ জ্ঞেয়ম্ যোঽনুভবতি তস্য মিথ্যাজ্ঞানমপগচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ। কথমস্য নির্ব্বিশেষবত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞস্য সবিশেষত্বহেতোঃ সত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রঞ্চেতি। বহুদৃষ্টান্তোক্তের্ব্বহুবিধত্বং ক্ষেত্রস্য দ্যোত্যতে। উক্তজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানাপগমে হেতুমাহ যথোক্তেতি। তথাপি কথং পুরুষার্থসিদ্ধিঃ কালান্তরে তুল্যজাতীয়মিথ্যাজ্ঞানোদয়সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যেতি। সম্যগ্‌জ্ঞানাদজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা মুক্তিরিতি স্থিতে ফলিতমাহ য এবমিতি। উত্তরগ্রন্থমবতারয়িতুং ব্যবহিতং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি নেত্যাদিনা। অবিদ্যানাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং তৎ সংস্কারশ্চাদিশব্দার্থঃ। ব্যবহিতমনূদ্যাব্যবহিতমনুবদতি জন্মেতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ ;—অথ প্রকৃতিসংসৃষ্টস্যাত্মনো বিবেকানুসন্ধানপ্রকারং বক্তুং স্থাবরং জঙ্গমং চ সত্ত্বং চিদচিৎসংসর্গজমিত্যাহ যাবদিতি। যাবৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মনা সত্ত্বং জায়তে তাবৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরসংযোগাদেব জায়তে সংযুক্তমেব জায়তে ন ত্বিতরেতরবিযুক্তমিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

শ্রীধর ;—তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টমযোঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃততাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি॥ ২৭॥

বলদেব।—অথানাদিসংযুক্তয়োঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ বিয়োগানুসন্ধানায় তয়োঃ সংযোগেন সৃষ্টিং তাবদাহ যাবদিতি। স্থাবরজঙ্গমং কিঞ্চিৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং যাবদ্ যৎপ্রমাণকমুৎকৃষ্টমপকৃষ্টং চ সংজায়তে তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদ্বিদ্ধি। ক্ষেত্রেণ প্রকৃত্যা সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্বন্ধাজ্জানীহীত্যর্থঃ। ঈশ্বরঃ প্রকৃতিজীবৌ নিয়ময়ন্ প্রবর্ত্তয়তি তৌ তু মিথঃ ততো সম্বধ্নীত দেহোৎপত্তিদ্বারা প্রাণিসৃষ্টিরিত্যর্থঃ॥ ২৭॥

মধুসূদন।—সংসারস্যাবিদ্যকত্বাদ্বিদ্যয়া মোক্ষ উপপদ্যত ইত্যেতস্যার্থস্যাবধারণায় সংসারতন্নিবর্ত্তকজ্ঞানয়োঃ প্রপঞ্চঃ ক্রিয়তে যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বিত্যেতৎ প্রাগুক্তং বিবৃণোতি, যাবৎ কিমপি সত্ত্বং বস্তু সংজায়তে স্থাবরং জঙ্গমং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ অবিদ্যা তৎকার্য্যাত্মকং জড়মনির্ব্বচনীয়ং সদসদ্রূপং দৃশ্যজাতং ক্ষেত্রং তদ্বিলক্ষণং তদ্ভাসকং স্বপ্রকাশপরমার্থসচ্চৈতন্যমসঙ্গোদাসীনং নির্ধর্ম্মকমদ্বিতীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞং তয়োঃ সংযোগো মায়াবশাদিতরেতরাবিবেকনিমিত্তোমিথ্যাতাদাত্ম্যাধ্যাসঃ সত্যানৃতমিথুনীকরণাত্মকঃ তস্মাদেব সংজায়তে তৎসর্ব্বং কার্য্যজাতমিতি বিদ্ধি হে ভরতর্ষভ! অতঃ স্বরূপাজ্ঞাননিবন্ধনঃ সংসারঃ স্বরূপজ্ঞানাদ্বিনষ্টুমর্হতি স্বপ্নাদিবদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২৭॥

নীলকণ্ঠ ;—পূর্ব্বং কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে ইত্যত্র চিদচিতো পুংপ্রকৃত্যোরন্যোন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ উক্তস্তস্যৈব গুণসঙ্গরূপস্য কারণং গুণসঙ্গোঽস্যেতি নানা জন্মহেতুত্বং চোক্তং তদ্বিশদয়তি যাবদিতি। সত্ত্বং জীবরূপং গুণসঙ্গোঽত্র রূপাদ্যাসক্তির্ন কিন্তু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগোঽন্যোন্যাত্মকতাধ্যাসলক্ষণো বোধ্যঃ, শেষং স্পষ্টম্॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবদিতি যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টম্ উৎকৃষ্টং বা সত্ত্বং প্রাণিমাত্রম্॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান লাভের প্রণালী তদনন্তর তজ্জনিত পরম ফলের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; যে যে বিবিধ উপায়ে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাও বিশদরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পরমাত্মার সহিত এই বিশ্বের পঞ্চমহাভূতাদি গঠিত স্থাবর জঙ্গমরূপ বস্তুবর্গ যেরূপে উদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহাই কীর্ত্তন করিতেছেন।

পাশ্চকোত্তম ভরতবংশোদ্ভব শ্রীমদর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সংসারের চেতনাচেতন পদার্থ সমূহ ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত প্রকৃতির সম্মিলনে যে প্রকারে সঞ্জাত হইয়া থাকে, তাহারই তত্ত্ব এক্ষণে পরিব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব আলোচিত হইবে।

এই শ্লোকোপলক্ষে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, যিনি নিরাকার নির্গুণ এবং নিষ্ক্রিয় সেই ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপ পুরুষের সহিত জড়াত্মিকা অচেতনা প্রকৃতির প্রকৃত সংযোগ সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত ব্রহ্মের সহিত এই চরাচরের স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থপুঞ্জের বাস্তব সংযোগ ঘটে না। জবাকুসুমের সান্নিধ্যহেতু স্ফাটিকের যেরূপ রক্তবর্ণ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের অধ্যাসে এই বিশ্বের সকল বস্তু অধ্যস্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র ব্রহ্মের বিদ্যমানতা হেতু কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা ভাবে এই বিশ্ব গঠিত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। শুক্তির শুভ্রতা ও উজ্জ্বলতাহেতু তদ্দর্শনে রজতভ্রম হয়, এবং সহসা বক্রভাবে ভূপতিত রজ্জুদর্শনে সর্পভীতি জন্মে, প্রকৃত-প্রস্তাবে শুক্তিতে রজতের বিদ্যমানতা নাই, এবং রজ্জুতে সর্প আবির্ভূত হয় না। অবিদ্যার প্রভাবে মায়ার আবরণে মোহিত জীবগণ মনে করিয়া থাকে, আত্মাই সকল কার্য্য করিতেছেন। ব্রহ্মই শুভাশুভ ঘটাইতেছেন, সুখদুঃখের অনুভব করিতেছেন, এবং ফলাফলের বিধান করিতেছেন। এই মায়া বা অবিদ্যার পাশ ছিন্ন করিতে পারিলে, জ্ঞানা-ঞ্জনশলাকা দ্বারা এইরূপ অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিতে পারিলে জীব বুঝিতে পারে, এ সকলই স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার। স্বপ্নকালে মনুষ্য কতই সুখদুঃখের অধীন হইয়া থাকে, কতই আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া পরিতৃপ্তি অনুভব করে, এবং কতই শত্রু ও মিত্রসহ মিলনে ভীত বা উৎফুল্ল হইয়া থাকে। স্বপ্নান্তে আপনার ভ্রান্তিদর্শন করিয়া সে লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হয়। মরুভূমিতে তৃষ্ণাতুর পথিক মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া স্বচ্ছসলিলপূর্ণ সরোবর দর্শনে ধাবিত হইয়া থাকে; কিন্তু কোথায় বা সরোবর, কোথায় বা তাহার পিপাসা নিবৃত্তি। মানবেরা সময়ে সময়ে আকাশে সুরম্য হর্ম্ম্যাদিশোভিত তোরণকেতনাদি সুসজ্জিত মনোহর গন্ধর্ব্ব

নগর সন্দর্শন করে। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই সেই নগর শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রের সহিত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ পুরুষের সম্বন্ধও এই রূপ অলীক ও অজ্ঞান বিজৃম্ভিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ সংযোগ তথ্য যিনি নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারেন, তিনিই চরমে পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন সভূয়োঽভিজায়তে" (১৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন॥ ২৭॥

—:০:—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৮॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষু ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমেষু) সমং [যথা স্যাৎ তথা] তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎসু (বিনাশশীলেষু) অপি অবিনশ্যন্তং (অবিনাশিনং) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি স [এব সম্যক্] পশ্যতি॥ ২৮॥

প্রতিশব্দ।—সকল ভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীলের-মধ্যেও অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন-করেন, তিনি [ই] [সম্যক্‌রূপে] দর্শন করেন॥ ২৮॥

ব্যাখ্যা।—যিনি পরমেশ্বরকে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, এবং বিনাশশীল দেহাদির মধ্যেও অবিনাশিস্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী॥ ২৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—ততস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং সম্যগ্দর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্তরেণোচ্যতে সমং সর্ব্বেষ্বিত্যাদি। সমমিতি সমং নির্ব্বিশেষং তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ব্বন্তং ক সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রাণিষু কং পরমেশ্বরং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাত্মনোঽপেক্ষ্য পরং পরমশ্চাসাবীশ্বরশ্চ ঈশনশীলশ্চেতি পরমেশ্বরস্তং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং, তানি বিশিনষ্টি বিনশ্যৎস্বিতি তঞ্চ পরমেশ্বরমবিনশ্যন্তম্ ইতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থম্। কথং সর্ব্বেষাং হি ভাববিকারাণাং জনিলক্ষণোভাববিকারোমূলং জন্মোত্তরভাবিনোঽন্যে সর্ব্বে ভাববিকারা বিনাশান্তাঃ বিনাশাৎ পরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারঃ ভাবাভাবাৎ, সতি হি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা ভবন্ত্যতোঽন্ত্যভাববিকারানুবাদেন পূর্ব্বভাবিনঃ সর্ব্বে ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধাভবন্তি সহ কার্য্যৈঃ তস্মাৎ

সর্ব্বভূতৈর্বৈলক্ষণ্যমত্যন্তমেব পরমেশ্বরস্য সিদ্ধং নির্ব্বিশেষত্বমেকত্বঞ্চ। কশ্চন্ত য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যতি, স পশ্যতি। ননু সর্ব্বোঽপি লোকঃ পশ্যতি কিং বিশেষণেতি সত্যং, পশ্যতি কিন্তু বিপরীতং পশ্যত্যতোবিশিনষ্টি স এব পশ্যতীতি যথা তিমিরদৃষ্টিরনেকং চন্দ্রং পশ্যতি তমপেক্ষ্যৈকচন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে সএব পশ্যতি, তথৈবেহাপ্যেকমবিভক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ পশ্যতি স বিভক্তানেকাত্মবিপরীতদর্শিভ্যোবিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি ইতরে পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্দ্রদর্শিবদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—ব্যবধানাব্যবধানাভ্যং সর্ব্বানর্থমূলত্বাদজ্ঞানস্য তন্নিবর্ত্তকং সম্যগ্জ্ঞানং বক্তব্যমিত্যাহ অতইতি। তস্যাভিমুক্তত্বাৎ তদুক্তার্থপ্রবৃত্তির্ব্বৃথেত্যাশঙ্ক্যাতিহস্বার্থস্য শব্দভেদেন-পুনঃ পুনর্ব্বচনমধিকারিভেদানুগ্রহায়েতি মত্বাহ উক্তমিতি। সর্ব্বত্র পরস্যৈকত্বাৎ নোৎকর্ষা-পকর্ষবত্ত্বমিত্যাহ সমমিতি। পরমত্বমীশ্বরত্বঞ্চোপপাদয়তি দেহেতি। আত্মা জীবস্তমিত্যাদিনা-ন্বয়োক্তিঃ। আশ্রয়নাশাদাশ্রিতস্যাপি নাশমাশঙ্ক্যাহ তঞ্চেতি। অবিনশ্যন্তমিতি বিশিনষ্টি ইতি সম্বন্ধঃ,উভয়ত্র বিশেষণদ্বয়স্যতাৎপর্য্যমাহ ভূতানামিতি। নাশানাশাভ্যাং বৈলক্ষণ্যেঽপি কথমত্য-ন্তবৈলক্ষণ্যং সবিশেষত্বভিন্নত্বয়োস্তুল্যত্বাদিতি শঙ্কতে কথমিতি। ভূতানাং সবিশেষত্বাদিভাবেঽপি পরস্য তদভাবাদত্যন্তবৈলক্ষণ্যমিতি বক্তুং জন্মনো ভাববিকারেসাদিত্বমাহ সর্ব্বেষামিতি। তত্র হেতুমাহ জন্মেতি। নহি জন্মান্তরেণোত্তরে বিকারাযুজ্যন্তে জন্মবতস্তদুপলম্ভাদিত্যর্থঃ। বিনাশা-নন্তরভাবিনোঽপি বিকারস্য কস্যচিদুপপত্তেস্তস্যান্তবিকারত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিনাশাদিতি। তস্যা-ন্ত্যবিকারত্বে সিদ্ধে ফলিতমাহ অতইতি। তেষাং জন্মাদীনাং কার্য্যাণি কাদাচিৎকসত্ত্বানি তদ-ধিকরণানি তৈঃ সহেতি যাবৎ। পরমেশ্বরস্য ভূতেভ্যোঽত্যন্তবৈলক্ষণ্যমুক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। নির্ব্বিশেষত্বং সর্ব্ববিকারবিরহিত্বং কূটস্থত্বমেকত্বমদ্বিতীয়ত্বং। যঃ পশ্যতীত্যাদি ব্যাচষ্টে যএব-মিতি। উক্তবিশেষণমীশ্বরং পশ্যন্নেব পশ্যতীত্যুক্তমাক্ষিপতি নন্বিতি। ঈশ্বরপরাঙ্মুখস্যানাত্ম-নিষ্ঠস্য তদ্দর্শিত্বেঽপি বিপরীতদর্শিত্বাদীশ্বরপ্রবণস্যৈব সম্যগদর্শিত্বমিতি বিবক্ষিত্বা বিশেষণমিতি পরিহরতি সত্যমিতি। উক্তমেব দৃষ্টান্তেন বিবৃণোতি যথেত্যাদিনা। যঃ পশ্যতীত্যাদেরর্থমুপ-সংহরতি ইতরইতি। পরবস্তুনিষ্ঠেভ্যোব্যতিরিক্তাইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—সমমিতি। এবমিতরেতরৈর্যুক্তেষু সর্ব্বভূতেষু দেবাদিবিষমাকারাদ্বিবিক্তং—তত্র তত্র তত্তদ্দেহেন্দ্রিয়মনাংসি প্রতিপরমেশ্বরত্বেন স্থিতমাত্মানং জ্ঞাতৃত্বেন সমানাকারং তেষু দেহাদিষু বিনশ্যৎসু বিনাশানার্হ স্বভাবেনাবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি স আত্মানং যথাবস্থিতং পশ্যতি।যস্তু দেবাদিবিষমাকারেণ আত্মানমপি বিষমাকারং জন্মবিনাশাদিযুক্তং চ পশ্যতি স নিত্যমেব সংসরতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—অবিবেককৃতং সংসারাদ্বন্ধমুক্তং। তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষসদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি নানা ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বলদেব।—অথ প্রকৃতৌ তৎসংযুক্তেষু চ জীবেষু স্থিতমপীশ্বরং তেভ্যো বিবিক্তং পশ্যেদিত্যাহ সমমিতি। যস্তত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গী সর্ব্বেষু স্থাবরজঙ্গমদেহবৎসু ভূতেষু জীবেষু সমমেকরসং যথা স্যাত্তথা তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্যৎসু তুদ্দেহবিমর্দ্দেন বিনাশং গচ্ছৎসু তেষু অবিনশ্যন্তং তদ্বিলক্ষণং পশ্যতি স এব পশ্যতি তদ্‌যাথাত্ম্যদর্শী ভবতি। তথাচ বৈবিধ্যবিনাশধর্ম্মিভ্যঃ প্রকৃতিসংযোগিভ্যো জীবেভ্য ঐকরস্যাবিনাশধর্ম্মা পরেশো বিবিক্ত ইতি॥ ২৮॥

মধুসূদন।—এবং সংসারমবিদ্যাত্মকমুক্ত্বা তন্নিবর্ত্তকবিদ্যাকথনায় য এবং বেত্তি পুরুষমিতি প্রাগুক্তং বিবৃণোতি সমমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভবনধর্ম্মকেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু প্রাণিষু অনেকবিধজন্মাদিপরিণামশীলতয়া গুণপ্রধানভাবাপত্ত্যা চ বিষমেষু অতএব চঞ্চলেষু প্রতিক্ষণপরিণামিনোহি ভাবা নাপরিণম্য ক্ষণমপি স্থাতুমীশতে অতএব পরস্পরবাধ্যবাধকভাবাপন্নেষু এবমপি বিনশ্যৎসু দৃষ্টনষ্টস্বভাবেষু মায়াগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রায়েষু সমং সর্ব্বত্রৈকরূপং প্রতিদেহমেকং জন্মাদিপরিণামশূন্যতয়া চ তিষ্ঠন্তমপরিণমমানং পরমেশ্বরং সর্ব্বজড়বর্গসত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন বাধ্যবাধকভাবশূন্যং সর্ব্বদোষানাস্কন্দিতম্ অবিনশ্যন্তং দৃষ্টনষ্টপ্রায়সর্ব্বদ্বৈতবাধেপ্যবাধিতম্। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ জড়প্রপঞ্চবিলক্ষণমাত্মানং বিবেকেন যঃ শাস্ত্রচক্ষুষা পশ্যতি স এব পশ্যত্যাত্মানং জাগ্রদ্বোধেন স্বপ্নভ্রমং বাধমান ইব, অজ্ঞস্তু স্বপ্নদর্শীব ভ্রান্ত্যা বিপরীতং পশ্যন্নপশ্যত্যেব অদর্শনাত্মকত্বাদ্ভ্রমস্য, ন হি রজ্জুং সর্পতয়া পশ্যন্ পশ্যতীতি ব্যপদিশ্যতে রজ্জুদর্শনাত্মকত্বাৎ সর্পদর্শনস্য এবং ভূতান্যাত্মপরত্বশুদ্ধাত্মদর্শনাত্তদদর্শনাত্মিকায়া অবিদ্যায়া নিবৃত্তিস্ততস্তৎকার্য্যসংসারনিবৃত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ। (অত্রাত্মানমিতি বিশেষ্যলাভোবিশেষণমর্য্যাদয়া, পরমেশ্বরমিত্যেব বা বিশেষ্যপদং। বিষমত্বচঞ্চলত্ববাধ্যবাধকরূপত্বলক্ষণং জড়গতং বৈধর্ম্ম্যং সমত্বতিষ্ঠৎপরমেশ্বরস্বরূপাত্মবিশেষণবশাৎ অর্থাৎ প্রাপ্তম্ অন্যকণ্ঠোক্তমিতি বিবেকঃ)। ২৮॥

নীলকণ্ঠ।—তন্নাশোপায়মাহ সমমিতি। সমমপরিণামিনং কূটস্থং নিত্যং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহাদ্যাকারেণ পরিণতেষু তিষ্ঠন্তম্ এতেন দেহ এব তদধিগমস্থানমিত্যুক্তং পরমেশ্বরম্ অন্তর্যামিণং সর্গস্থিত্যন্তকর্ত্তারম্ অতএব অন্তর্মুখদৃষ্ট্যা বিনশ্যৎসু তেষু ভূতেষু রজ্জুরগাদিবৎ কল্পিতত্বাৎ অদর্শনং গচ্ছৎসু বিভুত্বাদাত্মত্বাৎ নিত্যদৃগ্‌রূপত্বাচ্চ অবিনশ্যন্তং সর্ব্বাস্ববস্থাসু অদর্শনমগচ্ছন্তং যঃ পশ্যতি স এব পশ্যতি অন্যোঽন্ধ ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ।—পরমাত্মানং তু এবং জ্ঞানীয়াদিত্যাহ সমমিতি। বিনশ্যৎস্বপি দেহেষু যঃ পশ্যতি স এব জ্ঞানীত্যর্থঃ॥২৮॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ আত্মজ্ঞানের লক্ষণ পূর্ব্বে বারংবার স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে অন্যরূপ ভাষায় সেই তত্ত্ব অধিকতর বিশদ করিতেছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর পুরুষ সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজমান অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে অতি মহৎ বিধিরুদ্রাদি পর্য্যন্ত ও অধিষ্ঠিত। কিন্তু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতবর্গ তাবতই বিনাশশীল এই বিনাশী

পদার্থরাশির মধ্যে কেবল মাত্র সেই পরমেশ্বর অবিনাশী। সকল পদার্থের ক্ষয় আছে, ধ্বংস আছে, পরিণাম আছে, কিন্তু ভগবান্ ক্ষয় রহিত ধ্বংস রহিত ও অপরিণামী। এইরূপে যে সাধক তাঁহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি এই বিনাশশীল ভূতবর্গের মধ্যে বিরাজমান দেখিয়াও তাঁহাকে অবিনাশী অপরিণামী বলিয়া চিনিয়াছেন, তিনিই তাঁহার তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন। যিনি ভগবানের এই প্রকৃত ভাব অবধারণ করিয়া আত্মদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার দর্শনই সার্থক হইয়াছে, এবং তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। যিনি পরমেশ্বরের এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও তত্ত্বান্তরের অন্বেষণে ব্যাপৃত অথবা যিনি ঈশ্বরকে এই ভাবেও জানেন এবং অন্যভাবেও জানেন, তাঁহাদিগের দর্শন বা জ্ঞান সিদ্ধ হয় নাই। তাহারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরমেশ্বর প্রণিধানে সক্ষম হয় নাই। নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাধি ধর্ম্ম প্রভাবে আকাশে যুগপৎ বহুসংখ্যক শশধর পরিদর্শন করিয়া থাকে। তাহাতে নিশানাথের বহুত্ব পরিব্যক্ত হয় না, দ্রষ্টার দর্শনশক্তির বৈকল্য সূচিত হইয়া থাকে।

শ্লোক মধ্যে বিনাশশীল পদার্থপুঞ্জে নাশ রহিত পরমেশ্বরের সমভাবে বিদ্যমানতা প্রকটিত করিয়া জড়বর্গ হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হইতেছে। এবং জড়ময় পদার্থ সমূহ যে পরমেশ্বর হইতে বিলক্ষণ তাঁহাও সূচিত হইতেছে। স্বপ্নে যেরূপ বিভিন্ন বিষয় মানব দর্শন করিয়া থাকে, অথবা ভ্রমে যেরূপে রজ্জুতে সর্পদর্শন করে বা মরীচিকায় ভ্রান্ত হয়, তদ্রূপে ভগবদ্দর্শন প্রকৃত দর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইবে না। শাস্ত্রার্থ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বদা দ্বৈতভাবের উচ্ছেদ পূর্ব্বক নিরন্তর এই বিকারী বস্তুপুঞ্জের মধ্যে অবিকারী পরমেশ্বরের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করাই প্রকৃত দর্শন। এই শ্লোকে শ্রীভগবান পরমেশ্বরনামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই পরম এবং তিনিই ঈশ্বর, তিনিই বিশ্বের নিয়ন্তা॥ ২৮॥

—(*•*)—



সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥২৯॥

অন্বয়। সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) সমং (যথা তথা) সমবস্থিতম্ (তুল্যতয়া অবস্থিতম্) ঈশ্বরং পশ্যন্ (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্) আত্মনা (স্বেন) আত্মানং (স্বং) ন হিনস্তি (বিনাশয়তি) ততঃ (তস্মাৎ) পরাং (উৎকৃষ্টাং) গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ—[যিনি] সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ-করিয়া আত্মা-দ্বারা আত্মাকে হিংসা-করেন না, [তিনি] সেই-জন্য পরমা গতি প্রাপ্ত-হন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা—যে সাধকপ্রবর সর্ব্বভূতেই পরমাত্মাকে সমভাবে অবস্থিত দর্শন করিয়া আত্মা অর্থাৎ অভিমানী মনের দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না, অর্থাৎ আত্মায় কর্তৃত্বাদির আরোপ পূর্ব্বক তাহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া আত্মঘাতী হন না, তিনি পরমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনস্য প্রবচনেন স্তুতিঃ কর্ত্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে সমং পশ্যন্নিতি। সমং পশ্যন্নুপলভমানোহি যস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়াবস্থিতমীশ্বরম্ অতীতানন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ সমং পশ্যন্ কিম্ হিনস্তি হিংসাং ন করোতি আত্মনা স্বেনৈব স্বমাত্মানং ততস্তদহিংসনাৎ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মোক্ষাখ্যাম্। নন্ন নৈব কশ্চিৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি কথমুচ্যতেঽপ্রাপ্তং ন হিনস্তীতি যথা ন পৃথিব্যামগ্নিশ্চেতব্যো নান্তরিক্ষ ইত্যাদি, নৈষ দোষঃ অজ্ঞানামাত্মতিরস্করণোপপত্তেঃ। সর্ব্বোহ্যজ্ঞোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষাদাত্মানং তিরস্কৃত্যানাত্মানমাত্মত্বেন পরিগৃহ্য তমপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কৃত্বোপাত্তমুপাত্তমাত্মানং হত্বা অন্যমাত্মানং হিনস্তীত্যাত্মহা সর্ব্বোঽজ্ঞোযস্তু পরমাত্মা অসাবপি সর্ব্বদাঽবিদ্যয়া হত ইব বিদ্যমানফলাভাবাদিতি সর্ব্বে আত্মহন এবাবিদ্বাংসোযস্ত্বিতরোযথোক্তাত্মদর্শী স তু উভয়থাপ্যাত্মনাত্মানং ন হিনস্তি, ততোযাতি পরাঙ্গতিং যথোক্তং ফলং তস্য ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতসম্যক্জ্ঞানেন কিমিত্যপেক্ষায়াং তৎফলোক্ত্যা তস্যৈব স্তুত্যা তদ্ধেতৌ পুরুষং প্রবর্ত্তয়িতুং শ্লোকান্তরমিত্যাহ যথোক্তস্যেতি। যস্মাদিত্যস্য ততঃশব্দেন সম্বন্ধঃ। সর্ব্বভূতেষু তুল্যতয়াস্থিতং পূর্ব্বোক্তলক্ষণমীশ্বরং নির্ব্বিশেষং পশ্যন্নাত্মানমাত্মনা যস্মান্ন হিনস্তি

ত তস্মান্মোক্ষাখ্যাং পরাং গতিং যাতি ইতি যোজনা, তত্রপাদত্রয়েণ জ্ঞানাদজ্ঞানধ্বস্ত্যনর্থসোক্তা-জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানয়োরাবর্ণয়োর্নাশে সর্ব্বোৎকৃষ্টাং গতিং পরম পুরুষার্থং পরমানন্দমনুভবতি বিদ্বানিতি চতুর্থপাদার্থঃ। নহিনস্ত্যাত্মানমিতি যথাশ্রুতমাদায় চোদয়তি নন্বিতি। নপৃথিব্যামিতি প্রাপ্তিদ্বারা নিষেধবন্নান্তরিক্ষেণ দিবীতি প্রাপ্ত্যভাবাচ্চায়ং নিষেধোমুখ্যোনেষ্যতে তথেহাপি প্রাপ্তিং বিনা নিষেধোন যুক্তিমানিত্যাহ যথেতি। অজ্ঞানামাত্মনৈবাত্মহিংসাসম্ভবাদ্বিদুষাং তদ্ভাবোক্তি-র্যুক্তেতি সমাধত্তে নৈষদোষইতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি সর্ব্বোহীতি। অনাত্মশব্দোদেহাদি-বিষয়ঃ। অবিদুষামারোপিতাত্মহন্তৃত্বং নিগময়তি ইত্যাত্মহেতি। তথাপি পারমার্থিকস্যাত্মনো হননাভাবান্ন তেষাং সর্ব্বেষাম্ আত্মহন্তৃত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্ত্বিতি। উক্তরীত্যা সর্ব্বেষামবিদুষামাত্ম-হন্তৃত্বং সিদ্ধং ইত্যুপসংহরতি সর্ব্বইতি। আত্মনৈবাত্মহননমবিদুষাং দৃষ্টং তদিহ বিদ্বদ্বিষয়েশক্যং নিষেদ্ধু মিত্যাহ যস্ত্বিতরইতি। উভয়থাপীত্যারোপানারোপাভ্যামিত্যর্থঃ। জ্ঞানাদনর্থভ্রমভ্রংশে পূর্ব্বোক্তপরমানন্দপ্রাপ্ত্যা পরিতৃপ্তত্বং যুক্তমিত্যাহ ততইতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—সমমিতি সর্ব্বত্র দেবাদিশরীরেষু তৎ শেষিত্বেনাধারতয়া নিয়ন্তৃতয়া চাব-স্থিতমীশ্বরমাত্মানং দেবাদিবিষমাকারবিনির্ম্মুক্তং জ্ঞানৈকাকারতয়া সমং পশ্যন্নাত্মনা মনসা স্বমাত্মানং ন হিনস্তি রক্ষতি সংসারান্মোচয়তি ততস্তস্মাৎ জ্ঞাতৃতয়া সর্ব্বত্র সমানাকারদর্শনাৎ পরাং গতিং যাতি গম্যত ইতি গতিঃ পরং গন্তব্যং যথাবস্থিতমাত্মানাং প্রাপ্নোতি দেবাদ্যাকার-যুক্ততয়া সর্ব্বত্র বিষমমাত্মানং পশ্যন্নাত্মানং হিনস্তি ভবজলধিমধ্যে প্রক্ষিপতি ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—কুত ইত্যত আহ সমং পশ্যন্নিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূ-পেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপ-মাত্মানং ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্ম-দর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথা চ শ্রুতিঃ, "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ" ইতি ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—অথোক্তবিধয়া তেভ্যো বিবিক্তমীশ্বরং পশ্যন্ তদ্দর্শনমহিম্না চ প্রকৃতিবিকা-রেভ্যঃ স্ববিবেকঞ্চ লভত ইত্যাশয়েনাহ সমং পশ্যন্ হীতি। সর্ব্বত্র ভূতেষু সমং যথা ভবত্যেবং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপগুণতয়াবস্থিতমীশ্বরং পশ্যন্নাত্মানং স্বমাত্মনা প্রকৃতিবিকারাবিবেকগ্রাহিণা বিষয়-রসগৃধ্নুনা মনসা ন হিনস্তি নাধঃপাতয়তি স তদ্রসবিরক্তেন তেন পরামুৎকৃষ্টাং তদ্বিকারেভ্যঃ সবিবেকখ্যাতিং যাতি ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—তদেতদাত্মদর্শনং ফলেন স্তৌতি রুচ্যুৎপত্তয়ে। সমবস্থিতং জন্মাদিবিনা-শান্তভাববিকারশূন্যতয়া সম্যক্তয়াবস্থিতমিতি অবিনাশিত্বলাভং অস্তৎপ্রাপ্ত্যাখ্যাতম্। এবং পূর্ব্বোক্তবিশেষণমাত্মানং পশ্যন্ অয়মস্মীতি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সাক্ষাৎকুর্ব্বন্ ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানম্ সর্ব্বোহিজ্ঞঃ পরমার্থসন্তমেকমকর্ত্র ভোক্তৃ পরমানন্দরূপমাত্মানমবিদ্যয়া সতি ভাত্যপি বস্তুনি নাস্তি ন ভাতীতি প্রতীতিজননসমর্থতয়া স্বয়মেব তিরস্কুর্ব্বন্নসন্তমিব করোতীতি হিনস্ত্যেব তথা অথাহ-বিদ্যয়াত্মত্বেন পরিগৃহীতং দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্মনং পুরাতনং হিত্বা নবতমাদত্তে কর্ম্মবশাদিতি

হিনস্ত্যেব অত উভয়থাপ্যাত্মহৈব সর্ব্বোঽপ্যজ্ঞঃ যমধিকৃত্যেদং শকুন্তলাবচনরূপা স্মৃতিঃ,— "কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা। যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যত ইতি।" শ্রুতিশ্চ,—"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ" ইতি। অসুর্য্যাঃ অসুরাণাং স্বরূপভূতাঃ অসুর্য্যা সংপৎ। ভোগ্যা ইত্যর্থঃ। আত্মহন ইত্যনাত্মন্যাত্মাভিমানিন ইত্যর্থঃ অতোঽয় আত্মজ্ঞঃ স্বেনানাত্মন্যাত্মাভিমানং শুদ্ধাত্মদর্শনেন বাধতে অতঃ স্বরূপলাভান্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততোযাতি পরাং গতিং তত আত্মহননাভাবাদবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিলক্ষণাং মুক্তিমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥২৯॥

নীলকণ্ঠ।—দর্শনফলমাহ সমমিতি। স্বদেহে ইব সর্ব্বত্র দেহমাত্রে সমবস্থিতং সম্যগবস্থিতম্ ঈশ্বরং সমং সমতয়া পশ্যন্ হি যতঃ স সর্ব্বাভেদদর্শী আত্মনা দেহাদিনা আত্মানং ঈশ্বরং ন হিনস্তি নানাযোনিসঙ্কটেষু পাতনেন ন পীড়য়তি কিন্তুততঃ পরাং গতিং মোক্ষং যাতি যদ্বা ঐকাত্ম্যদর্শিত্বাৎ স্বাত্মানমিবান্যমপি নহিনস্তি সর্ব্বত্রদয়ালুর্ভবতীতি ভাবঃ ততশ্চ পরাং গতিং যাতি ॥৩৯॥

বিশ্বনাথ।—আত্মনা মনসা কুপথগামিনা আত্মানং জীবং ন হিনস্তি নাধঃ পাতয়তি ॥২৯

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে কিরূপ দর্শনকে প্রকৃত আত্মদর্শন বলা যায়, তাহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই আত্মদর্শনের পরম ফলের বিষয় বিবৃত হইতেছে। আত্মদর্শনের ফলে পরাগতি অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিরূপ হইলে আত্মজ্ঞান প্রভাবে জন্ম মরণ রূপ বাধ্যবাধকতার শেষ হয়, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বিবেচ্য। যিনি সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরকে সমভাবে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আত্মার কোন হিংসা করেন না; তিনিই পরমাগতি প্রাপ্ত হন। প্রথমেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মাকে হিংসা করা কিরূপ? এ জগতে এমন মূঢ় কে আছে যে আপনি আপনার আত্মার অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবে? বাস্তবিক শ্রবণ মাত্রেই এই উক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, স্বয়ংই স্বকীয় আত্মার অনিষ্ট সাধন করা অসম্ভব ব্যাপার নহে; নিত্যই ইহা চতুর্দ্দিকে সংঘটিত হইতেছে। মনুষ্য যদি শাস্ত্রার্থ বোধ সহকারে আত্মজ্ঞানলাভ করিয়াও এবং গুরূপদেশাদির অনুসরণ ক্রমে ব্রহ্মাববোধ লাভ করিয়াও পরম উন্নতির পথে প্রধাবিত না হয়, যদি কামনাদি বিসর্জ্জন করিয়া ক্রমোন্নতির উপায় অন্বেষণ না করে, এবং যদি বিষয় পঙ্ক হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত না করিয়া মোক্ষ লাভের উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলেই বলিতে হইবে সে ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ং আপনার আত্মার অনিষ্ট সাধন করিতেছে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে

তাহার জ্ঞান অসার ও অলীক, এবং অনুমান করিতে হইবে সে ব্যক্তি আপনি অপনার পরমশত্রু ও হিংসক। কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই আত্মাকে সংসারাবদ্ধ হইয়া বারম্বার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও কর্ম্মাসক্তি পরিত্যাগ না করে, এবং যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখকেই বস্তুজ্ঞানে তল্লাভে ব্যাপৃত থাকে, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক আত্মার অনিষ্ট সাধন করিতেছে, একথা বলাই বাহুল্য।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রয় পালিতা শকুন্তলা * যৎকালে মহারাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি কতিপয় জ্ঞানগর্ভবচন দ্বারা স্বামীকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। যথা; "কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা। যোঽন্যথাসন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে ॥" (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ৪৭ অধ্যায় শকুন্তলোপাখ্যান) ইহার ভাবার্থ এই যে, 'যে ব্যক্তি হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া মুখে অন্যরূপ ভাব ব্যক্ত করে, সেই আত্মহিংসক চোর কোন্ দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পশ্চাৎপদ হয়?' এ বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অসূর্য্যানাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তেপ্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" (ঈশোপনিষৎ ৩য় শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ যথা; যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ পুনঃ পুনঃ আত্মাকে সংসারে জন্ম মরণাদির অধীন করিয়া রাখে, তাহারা দেহান্তে, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের আলোকে অপ্রকাশিত অজ্ঞানান্ধকারাবৃত লোকে গমন করে।

যিনি আত্মাকে সমভাবাবস্থিত অনুভব করিয়া তাঁহার অধঃপতন সাধন না করেন, তাঁহাকে ভবজলধি মধ্যে নিপাতিত না করেন, তিনিই মোক্ষরূপ পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আত্মার অনিষ্টসাধন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোদ্ধৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা;

* শকুন্তলা।—একদা হস্তিনা পুরাধিপতি কৌরবশ্রেষ্ঠ মহারাজ দুঃষন্ত মৃগয়া ব্যপদেশে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে মহর্ষি কণ্বের সুপবিত্র আশ্রম প্রদেশে উপনীত হইলেন। মহর্ষি ফলাহরণার্থ তৎকালে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। তখন এক লোক-ললামভূতা লাবণ্য সম্পন্না যুবতী আসিয়া অভ্যাগত রাজ অতিথির সৎকার করিতে উদ্যত হইলেন এবং আপনাকে কণ্বমুনির শকুন্তলা নাম্নী কন্যা বলিয়া, পরিচিত করিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, পরম সংযমী মহর্ষির সন্তান উৎপাদন অসম্ভব বোধ ও বিস্ময়োৎপাদক

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২০শ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা ; এই মানবদেহ ভবসমুদ্র তরণে নৌকাস্বরূপ ; ইহা দ্বারা বাসনানুরূপ সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; ইহা সুদুর্লভ হইলেও সুলভ এবং অতিশয় পটু ; গুরু ইহার কর্ণধার এবং স্মরণ মাত্রেই আমি অনুকূল বায়ুরূপে ইহাকে চালনা করিয়া থাকি ; অতএব যে হতভাগ্য মানব ঈদৃশ দেহ প্রাপ্ত হইয়াও এমন সুযোগ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী ॥ ২৯ ॥

করিলেন। তদুত্তরে মৃদুভাষিণী শকুন্তলা পিতৃমুখে স্বকীয় জন্ম বৃত্তান্ত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই ব্যক্ত করিলেন। দুষ্মন্ত বুঝিতে পারিলেন, ইন্দ্রের অনুরোধে মেনকা নাম্নী অপ্সরা উগ্রতপা বিশ্বামিত্রের যোগ ভঙ্গ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই ঋষিরই ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। তখন মদনপ্রপীড়িত রাজা, গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পিতার অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণ প্রদর্শন করিয়া শকুন্তলা রাজাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দুষ্মন্ত নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শকুন্তলাকে বিবাহ বিষয়ে সম্মতা করিলেন. রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী হইবেন, এবং অবিলম্বে সমারোহে তিনি সহধর্ম্মিণীকে রাজধানী লইয়া যাইবেন। বিবাহ হইয়া গেল। রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অচিরকাল পরেই মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আগত হইয়া সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। শকুন্তলার উপর বিরক্ত না হইয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে নানা আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথাকালে শকুন্তলা এক সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের অপরিসীম, শক্তিব্যঞ্জক বাললীলা দর্শনে আশ্রমবাসীগণ তাহার সর্ব্বদমন নাম রাখিলেন। পুত্রের ছয় বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে মহর্ষি কণ্ব শিষ্যগণ সহ পুত্রবতী শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া এই বিবাহ ব্যাপার সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে আশ্রমবাসিনী, পুত্রবতী শকুন্তলা সভামধ্যে রাজ-মহিষীরূপে উপস্থিত হওয়ায় তিনি একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে কুলটা প্রভৃতি কটুবাক্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। শকুন্তলার বিবিধ বিলাপ বা উপদেশ বাক্য কিছুতেই রাজাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তখন সভাস্থ সকলেই শুনিতে পাইলেন, যে অকাট্য দৈববাণী এই শকুন্তলাকে রাজার বিবাহিতা পত্নী এবং তৎপুত্রকে রাজার ঔরসজাত নন্দন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। তখন রাজা বিহিত সৎকার সহকারে শকুন্তলাকে পত্নীরূপে ও শিশুকে তনয়রূপে গ্রহণ করিলেন, সেই পুত্র সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর ভরত। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

মহাকবি কালীদাস এই উপাখ্যান অবলম্বনে জগদ্বিখ্যাত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নামে এক নাটক রচনা করিয়াছেন। সেই নাটকের আখ্যানাংশ মহাভারতোক্ত আখ্যান হইতে কিয়দংশে বিভিন্ন।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়। যঃ (বিবেকী) চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা (মায়য়া) **এব** ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিতানি) পশ্যতি, তথা (এবং) আত্মানম্ অকর্ত্তারং (কর্ত্তৃত্বরহিতং) [পশ্যতি] সঃ (বিবেকী) পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ। যিনি কর্ম্ম-সমূহকে প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই সম্পাদিত দর্শন-করেন, এবং আত্মাকে কর্ত্তৃত্বাদি-রহিত [দর্শন-করেন,] তিনি যথার্থ-দর্শন-করেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা। যে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন সাধক কায়মনোবাক্যদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহকে প্রকৃতিদ্বারাই সম্পাদিত দর্শন করেন, এবং আত্মাকে তত্তদ্বিষয়ে অকর্ত্তা বলিয়া দেখেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বভূতস্থমীশং সমং পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তং তদনুপপন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষ্বাত্মস্বিত্যেতদাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যা প্রকৃতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি মন্ত্রবর্ণাৎ তয়া প্রকৃত্যৈব নান্যেন মহদাদিকার্য্যকারণাকারপরিণতয়া তান্যেব কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্ব্বর্ত্ত্যমানানি সর্ব্বপ্রকারৈর্যঃ পশ্যত্যুপলভতে তথাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং পশ্যতি স পরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ। নির্গুণস্যাকর্ত্তুর্নির্ব্বিশেষস্যাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি।—শ্লোকান্তরং শঙ্কোত্তরত্বেনাবতারয়িতুমনুবদতি সর্ব্বেতি। প্রতিদেহং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিভেদাদাত্মনো ভেদে সমাক্ দর্শনমাত্র শঙ্কতে তদিতি। স্বগুণৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ স্বকর্ম্মভিশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৈর্বৈলক্ষণ্যাৎ প্রতিদেহং ভেদে ভিন্নেষ্বাত্মসু কথং সাম্যেন দর্শনমিত্যেতদাশঙ্ক্য পরিহরতীত্যাহ এতদিতি। প্রকৃতিশব্দস্য স্বভাববাচিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি প্রকৃতিরিতি। মায়াশব্দস্য সাম্যৎপর্য্যায়ত্বং প্রত্যাহ ত্রিগুণেতি। উক্তা পরস্য শক্তির্মায়েত্যত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ মায়ামিতি। অন্যেন কেনচিৎ ক্রিয়মাণানি ন, ভবন্তি কর্ম্মাণীত্যেবকারার্থমাহ নান্যেনেতি। কিম্বদত্রাবিদ্যামিত্যাহ সাংখ্যাভিপ্রেতা প্রধানাখ্যা প্রকৃতিরিত্যাহ মহদাদীতি। সর্ব্বপ্রকারত্বং কাম্যকাম্যনিষিদ্ধাদিনা প্রকারবাহুল্যমাত্মনমুক্তবিশেষণং যঃ পশ্যতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সপশ্যতীত্যুক্তং পুনরুক্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ সপরমার্থেতি। আত্মনাং প্রতিদেহং ভিন্নত্বে তৈষু সমদর্শনমনুপপন্নমুক্তস্য কঃ সমাধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্গুণস্যেতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ।—প্রকৃত্যেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি "কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে"

ইতি পূর্ব্বোক্তরীত্যা প্রকৃত্যা ক্রিয়মাণানি যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং জ্ঞানাকারং পশ্যতি তস্য প্রকৃতিসংযোগস্তদধিষ্ঠানং তজ্জন্যসুখদুঃখানুভবশ্চ কর্ম্মরূপাজ্ঞানকৃত ইতি চ যঃ পশ্যতি স আত্মানং যথাবদবস্থিতং পশ্যতি ॥

হনুমান্।—প্রকৃত্যা অবিদ্যয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর।—নমু শুভাশুভকর্ম্মকর্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বলদেব।—প্রকৃতেঃ স্ববিবেকং কথং যাতীত্যপেক্ষায়াং তত্র প্রকারমাহ প্রকৃত্যৈবেতি দ্বাভ্যাং। যঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রকৃত্যৈব চাস্মদধিষ্ঠিতয়েশ্বরপ্রেরিতয়া ক্রিয়মাণানি পশ্যতি তথাত্মানং তেষাং কর্ম্মণামকর্ত্তারং পশ্যতি স এব পশ্যতি স্বযাথাত্ম্যদর্শী ভবতি। অয়মর্থঃ। ন খলু বিজ্ঞানানন্দস্বভাবোঽহং যুদ্ধযজ্ঞাদীনি দুঃখময়ানি কর্ম্মাণি করোমি। কিন্ত্বনাদিভোগবাসনেনাবিবেকিনা ময়াধিষ্ঠিতা মদ্ভোগসিদ্ধয়ে মদ্বাসনানুগুণেন পরেশেন চ প্রেরিতা সুখদুঃখমোহস্বভাবা প্রকৃতিরেব মদ্দেহাদিদ্বারা তানি করোতীতি তদ্ধেতুকত্বাৎ সৈব তৎকর্ত্রীতি কর্ম্মকারিণ্যাঃ প্রকৃতেস্তদকর্ত্তা শুদ্ধো জীবো বিবিক্তঃ শুদ্ধস্যাপি কর্তৃত্বং তু পশ্যতীত্যনেন ব্যক্তমিতি ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—নমু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তারঃ প্রতিদেহং ভিন্নাঃ আত্মানোবিষমাশ্চ তত্তদ্বিচিত্রফলভোক্তৃত্বেনেতি কথং সর্ব্বভূতস্থমেকমাত্মানং সমং পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মানমিত্যুক্তমতআহ। কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাকারপরিণতয়া সর্ব্ববিকারকারণভূতয়া ত্রিগুণাত্মিকয়া ভগবন্মায়য়ৈব ক্রিয়মাণানিনতু পুরুষেণ সর্ব্ববিকারশূন্যেন যোবিবেকী পশ্যতি এবং ক্ষেত্রেণ ক্রিয়মাণেষ্বপি কর্ম্মসু আত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতমসঙ্গমেকং সর্ব্বত্রং সমং যঃ পশ্যতি তথা শব্দঃ পশ্যতীতি ক্রিয়াকর্ষণার্থঃ। স পশ্যতি স পরমার্থদর্শীতি পূর্ব্ববৎ সবিকারস্য ক্ষেত্রস্য তত্তদ্বিচিত্রকর্ম্মকর্তৃত্বেন প্রতিদেহং ভেদেঽপি বৈষম্যেঽপি চ নির্ব্বিশেষস্যাকর্তুরাকাশস্যেব ন ভেদে প্রমাণং কিঞ্চিদাত্মন ইত্যুপপাদিতং প্রাক্ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমুবিষমস্বভাবানি ভূতানি কঃ সমবুদ্ধ্যা পশ্যত্যগ্নিমিব শীতবুদ্ধ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃত্যৈবেতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ৈরারব্ধানি প্রকৃত্যৈব ক্রিয়মাণানীতি যঃ পশ্যতি তথা আত্মানঞ্চাকর্ত্তারং যঃ পশ্যতি পূর্ব্বোক্তরীত্যা স এব সর্ব্বত্র সমং পশ্যতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ।—প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণতয়া সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি আত্মানং জীবং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং নতু স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মাকে সমভাবে অধিষ্ঠিত দেখিতে দেখিতে তাঁহার

অধঃপতনের উপায় না করে তিনি যথার্থদ্রষ্টা, তাঁহারই আত্মদর্শন সার্থক। এতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, জীবনে ভোগাভোগ বহুবিধ বিচিত্রতা পূর্ণ সুতরাং বৈষম্য যুক্ত এবং জীবগণও পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত সুতরাং বৈষম্যযুক্ত। এরূপ স্থলে তাঁহাকে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান বলিয়া কিরূপে দর্শন করা যাইতে পারে। যদি তাঁহাকে বৈষম্যভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়' তাহা হইলে স্বতই তাঁহার অনিষ্ট বা অধঃপতনসাধক ক্রিয়ানুষ্ঠানে সঙ্কোচ বা ঔদাসীন্য ঘটে না। এরূপ ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে, আত্মদর্শন যথার্থতঃ উপজাত হয় নাই এবং আত্মাববোধ সম্যক্ রূপ বদ্ধমূল হয় নাই। এই জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকে আত্মদর্শনের রহস্য আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

এই গীতাশাস্ত্রের ৩ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণিসর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" এবং মন্ত্রবর্গে ও উক্ত আছে যে, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।" এই ভাব প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকৃতিকেই সত্ত্বরজ ও তমোগুণান্বিত কার্য্যকারণরূপ সংসারের কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। বিশ্বের যত কিছু কার্য্য সকলই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, জীবরূপী পুরুষ তাহাতে অধ্যস্ত মাত্র। এইরূপ বোধ জন্মিলেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইবে যে, পুরুষ কোনরূপ গুণকর্ম্মেরই স্বয়ং কর্ত্তা নহেন। তাঁহার অধ্যাসে প্রকৃতি এই বৈষম্যময় বিচিত্রতা পূর্ণ ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করিতেছেন। জীব অকর্ত্তা অভোক্তা ও সাক্ষীরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন মাত্র। যেমন মহাকাশ ক্ষুদ্রভাণ্ডে, বৃহৎ কলসে বা তদপেক্ষা বৃহত্তর পাত্র মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও বস্তুতঃ মহাকাশই থাকে, এবং সেই সকল আধার ভঙ্গ হইলে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত মহাকাশ যেমন মহাকাশেই পুনরায় মিশিয়া যায়, তদ্রূপ আত্মা নানারূপ আধারে অধিষ্ঠিত এবং বিচিত্রতাময় বৈষম্য জড়িত বিবিধ পদার্থে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি যে আত্মা সেই আত্মাই থাকেন। এইরূপে আত্মতত্ত্বাববোধই প্রকৃত আত্মদর্শন। যিনি এইভাবে অজ্ঞান যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বৈষম্য বিচিত্রতা রহিত আত্মাকে প্রকৃতির ক্রিয়মাণ কার্য্যসাগরের সর্ব্বত্র সমভাবে অকর্ত্তারূপে সন্নিবিষ্ট বলিয়া অনুধাবন করেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী।

সংসারে কেহ বা মমতার প্রাবল্যে স্ত্রী পুত্রের লালন পালনাদির অভিপ্রায়ে নিরন্তর অর্থান্বেষণে ব্যাপৃত হইতেছে; কেহ বা ইন্দ্রিয় ভোগের দুর্দ্দমনীয় কামনায় অবিরত পাপস্রোতে সমাজকে পঙ্কিল করিতেছে; কেহ বা অর্থলোভে প্রতারণা ও লোমহর্ষণ কুকীর্ত্তি করিয়া মনুষ্যকুলকে স্তম্ভিত করিতেছে; কেহ বা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া উৎকট পাপের প্রচ্ছন্নানুষ্ঠান করিতেছে; কেহ বা শোকে মোহে অভিভূত হইয়া আর্ত্তস্বরে হাহাকার করিতেছে; কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাস্যের রোল তুলিতেছে। এই বিচিত্রতাপূর্ণ বৈষম্যপূর্ণ ঘটনা নিচয়ের কর্ত্তা শ্রীভগবান্ নহেন। শ্রীভগবানের নিয়োজিতা তৎকর্ত্তৃক প্রেরিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ। ভগবান্ রাজ্যলোভে যুদ্ধ বিগ্রহ করেন না; যুবতী বিশেষের প্রণয়লাভার্থ রসিক নায়করূপে পরিভ্রমণ করেন না, এবং সুখ দুঃখের অধীন হইয়া হাস্য বা রোদনে বিনিযুক্ত হন না। তিনি এ সকল ব্যাপারেই উদাসীন। এইরূপ ভাব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাববোধ করিতে হইবে।

মূলস্থিত "তথা" শব্দ প্রকাশ করিতেছে যে, আর একটী "পশ্যতি" পদ গ্রহণ করিতে হইবে ॥৩০॥

—০—

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—যদা (যস্মিন্ কালে) ভূতপৃথক্‌ভাবম্ (ভূতানাং ভেদভাবং) একস্থম্ (একস্মিন্ আত্মনি স্থিতং) অনুপশ্যতি (আলোচয়তি) ততঃ (আত্মনঃ) এব বিস্তারং (উৎপত্তিং) চ [অনুপশ্যতি] তদা (তস্মিন্‌কালে) ব্রহ্ম সংপদ্যতে (প্রাপ্যতে) ॥ ৩১॥

প্রতিশব্দ। যে-সময়ে ভূতগণের-ভেদভাব এক-আত্মাতে-অবস্থিত দর্শন করেন, সেই-আত্মা-হইতেই বিস্তারকে ও [দর্শন-করেন] সেই-সময়েই ব্রহ্ম লব্ধ-হয় ॥৩১॥

ব্যাখ্যা।—সাধক যে সময়ে ভূতগণের ভেদভাব একমাত্র আত্মাতেই অবস্থিত দর্শন করেন, অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমভেদে এই ভূতপুঞ্জ একমাত্র আত্মাতে অবস্থিত এইরূপ আলোচনা করেন, এবং সেই আত্মা হইতেই ভূতবর্গের উৎপত্তি দর্শন করেন, সেই সময়েই তিনি ব্রহ্মলাভ করেন ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুনরপি তদেব সম্যগ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে ভূতপৃথগ্ভাবং ভূতানাং পৃথগ্ভাবং পৃথক্ত্বমেকস্থমেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতমেকস্থমনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতোমত্বাত্মানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যত্যাত্মৈব ইদং সর্ব্বমিতি, ততএব চ তস্মাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিমনুপশ্যতি আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশা আত্মতঃ স্মর আত্মতঃ আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ আত্মতোভূরাত্মনোহন্নমিত্যেবমাদিপ্রকারৈর্ব্বিস্তারঃ যদা পশ্যতি তদা ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতের্ব্বিকারাণাঞ্চ সাংখ্যবৎ পুরুষাদন্যত্বপ্রসক্তৌ প্রত্যাহ পুনরপীতি উপদেশজনিতং প্রত্যক্ষদর্শনমনুবদতি আত্মৈবেতি। ভূতানাং বিকারাণাং নানাত্বং প্রকৃত্যা সহাত্মমাত্রয়া প্রলীনং পশ্যতি নহিভূতপৃথক্ত্বং সত্যাং প্রকৃতৌ কেবলে পরস্মিন্বিলাপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। পরিপূর্ণাদাত্মন এব প্রকৃত্যাদের্ব্বিশেষান্তস্য স্বরূপালাভাদুপলভ্য তন্মাত্রতাং পশ্যতীত্যাহ অতএবেতি। উক্তমেব বিস্তারং শ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি আত্মনইতি। ব্রহ্মসংপত্তির্নাম পূর্ণত্বেনাভিব্যক্তিরপূর্ণত্বহেতোঃ সর্ব্বস্যাত্মসাৎকৃতত্বাদিত্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। জ্ঞানসমানকালৈব মুক্তিরিতি সূচয়তি তদেতি ॥ ৩১ ॥

রামানুজ।—যদেতি। প্রকৃতিপুরুষতত্ত্বাত্মকেষু দেবাদিষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সৎসু তেষাং দেবত্বমনুষ্যত্বহ্রস্বত্ব দীর্ঘত্বাদি পৃথগ্ভাবমেকস্থং প্রকৃতিস্থং যদা পশ্যতি নাত্মস্থং অতএব প্রকৃতিত এব উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদিকভেদবিস্তারং চ যদা পশ্যতি তদেব ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানৈকাকারমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থ ॥ ৩১ ॥

হনুমান্।—পুনরপি সম্যগ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে যথেতি। একস্থমেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতং বিস্তারং বিকাশম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনাভেদাদ্ভূতভেদকৃতমপ্যাত্মনোভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং ভেদম্ একস্থং একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি ততএব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

বলদেব।—যদেতি। অয়ং জীবো যদা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং পৃথগ্ভাবং তত্তদা-

কারগতং দেবত্বমানবত্বদীর্ঘত্বহ্রস্বত্বাদিরূপং পার্থক্যমেকস্থং প্রকৃতিগতমেব প্রলয়ে অনুপশ্যতি। ততঃ প্রকৃতিত এব সর্গে তেষাং দেবত্বাদীনাং বিস্তারঞ্চ পশ্যতি ন ত্বাত্মস্থং তৎ পৃথক্‌ভাবং ন চাত্মনস্তদ্বিস্তারঞ্চ পশ্যতি স্বপ্রকৃতিবিবিক্তাত্মদর্শী তদা তদ্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। তদ্বিবিক্তমভিব্যক্তাপহতপাপ্মত্বাদিবৃহদ্ গুণাষ্টকং স্বমনুভবতীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

মধুসূদন।—তদেবং মায়াতত্ত্বং ক্ষেত্রভেদদর্শনমভাবজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞভেদদর্শনমপাকৃতম্, ইদানীং তু ক্ষেত্রভেদদর্শনমপি মায়িকত্বেনাপাকরোতি, যদা যস্মিন্ কালে ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং সর্ব্বেষামপি জড়বর্গাণাং পৃথগ্‌ভাবং পৃথক্ত্বং পরস্পরভিন্নত্বম্ একস্মিনেবাত্মনি তদ্রূপে স্থিতং কল্পিতং কল্পিতস্যাধিষ্ঠানাদনতিরেকাৎ সদ্রূপাত্মস্বরূপাদনতিরিক্তম্ অনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুস্বয়মালোচয়তি আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি এবমপি মায়াবশাত্তত একস্মাদাত্মনএব বিস্তারং ভূতানাং পৃথগ্‌ভাবং চ স্বপ্নমায়াবদনুপশ্যতি ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা সজাতীয়বিজাতীয়ভেদদর্শনাভাবাৎ ব্রহ্মৈব সর্ব্বানর্থশূন্যং ভবতি তস্মিন্ কালে "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত" ইতি শ্রুতেঃ প্রকৃতৈাব চেত্যত্রাত্মভেদোনিরাকৃতঃ, যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমিত্যত্র ত্বনাত্মভেদোঽপীতি বিশেষঃ॥ ৩১॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বকথং প্রকৃতেরেব কর্ত্তৃত্বং নত্বাত্মন ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতি। ভূতানাং বিয়দাদীনাং চ জরায়ুজাদীনাং চ পৃথক্‌ভাবং নানাভাবেনাবস্থানং পরিদৃশ্যমানমিদং যদা একস্থম্ একস্মিন্নাত্মনি স্থিতং রজ্জ্বাং সর্পাদিবৎ কনকে বা কুণ্ডলাদিবৎ বিলীনং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুপশ্যতি তত এব একস্মাৎ বিস্তারঞ্চ ভূতপৃথক্‌ভাবস্যব্যুত্থানাবস্থামনুস্বপ্নাদিবৎ পশ্যতি তদা ব্রহ্মসম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি, অয়ম্ভাবঃ কর্ত্তৃত্বং হি ক্রিয়া পরিস্পন্দঃ সচ পরিচ্ছিন্নস্য পৃথগ্‌ভূতস্য প্রাকৃতস্য বুদ্ধ্যাদেরেব সম্ভবতি নতু ব্যাপকস্য সর্ব্বভূতপৃথগ্‌ভাবগ্রসিষ্ণোরাত্মন ইতি॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ।—যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবং তত্তদাকারগতং পার্থক্যম্ একস্থম্ একস্যাং প্রকৃতাবেবস্থিতং প্রলয়কালে অনুপশ্যতি আলোচয়তি। ততঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদেব ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি তদাব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্রীভগবানের বাক্য পরম্পরা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক ভেদ অর্থাৎ ক্ষেত্র ভেদে বহুত্ববোধ অপাকৃত হইয়াছে। এক্ষণে পরিদৃশ্যমান ক্ষেত্র অর্থাৎ ভূতাদি পদার্থ সংগঠিত দেহ সমূহও যে, পরমার্থতঃ অভেদাপন্ন ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। এ সংসারে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়, সকলই সেই একমাত্র পরমাত্মাতে অবস্থিত, অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ ও ক্রিয়াশীল হইয়া এবং তাঁহারই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া চেতনাচেতন পদার্থপুঞ্জ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে; স্ব স্ব রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এবং স্বকীয় কর্ম্মোচিত ফলাফল ভোগ করিতেছে। অতএব

ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, ভূতবর্গ পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবাপন্ন হইলেও সেই এক মাত্র পরম পুরুষেই অবস্থিত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূত প্রত্যেকেই সেই পরমাত্মাতেই নিবদ্ধ ছিল, এবং তাঁহারই বাসনায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বের গঠন করিয়াছে। আমাদিগের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, দেহের প্রাণ, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সকলই সেই পরম কেন্দ্রপতি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। আমি তুমি বা সে কেহই নহে; গো, অশ্ব, শুক, তিত্তির কিছুই নহে; সূর্য্য, চন্দ্র তারা, কিছুই নহে; গিরি নদী বা ধরিত্রী কিছুই নহে; সকলই সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পরম পুরুষের কুক্ষিগত। আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর নির্দ্দেশ করি, ভিন্ন ভিন্ন নামে জীব ও পদার্থপুঞ্জের পৃথক্ ভাব কীর্ত্তন করি; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহা হইতে ঐ সব, এবং তিনিই সকল। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক পদার্থ পুঞ্জের বিকাশ ও উদ্ভব কেবল তাঁহা হইতেই ঘটিয়া থাকে। একভাবে এক নামে একরূপে যাহা এক স্থানে ছিল, তাহার বহুত্বরূপ বহুভাবে বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন ভাব কেবল সেই পরমেশ্বর প্রভাবেই ঘটিয়াছে। তিনি এক হইয়াও বহুরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভেদ দৃষ্টি বিরহিত হইয়া সাংসারিক পদার্থপুঞ্জকে যিনি এক ও অভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। সেইরূপ দর্শনক্ষম মহাত্মাই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মাববোধহেতু, ক্ষেত্রসমূহের পার্থক্য দর্শন রহিত হেতু ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, যিনি ভূতগ্রামকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং তৎসমূহকে সেই প্রকৃতিরই বিস্তার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে প্রলয়ান্তে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পৃথক্ ভাবাপন্ন ভূত সমূহ একত্রাবস্থিত থাকে। পুনরায় সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই প্রকৃতি হইতেই ভুত সমূহের বিস্তার ঘটে। এই তত্ত্ব যিনি সম্যক্রূপে প্রণিধান করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন এই শ্লোকোপলক্ষে, নিম্নোদ্ধৃত শ্রোতৃগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা, "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।" (ঈশোপনিষৎ ৭ শ্রুতি) ইহার

ভাবার্থ যথা; যে সময়ে জ্ঞানী সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তৎকালে সেই একাত্মদর্শীর শোক বা মোহের সম্ভাবনা নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তথা শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন যে, যিনি ভূতগ্রামকে প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই তত্তাবতের বিস্তার বলিয়া বুঝিয়াছেন, আত্মায় তত্তাবত্তের অবস্থান নহে, এবং আত্মা হইতে তত্তাবতের বিস্তার নহে, এইরূপ বুঝিয়া যিনি প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ। অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ (আদিরহিতত্বাৎ) নির্গুণত্বাৎ (গুণসম্বন্ধশূন্যত্বাৎ) অয়ম্ অব্যয়ঃ (বিকাররহিতঃ) পরমাত্মা শরীরস্থঃ (দেহস্থিতঃ) অপি ন করোতি (কর্ম্ম অনুতিষ্ঠতি) ন লিপ্যতে (কর্ম্মফললিপ্তো ভবতি)॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয়! অনাদি-হেতু নির্গুণ-হেতু এই অবিকারী পরমাত্মা দেহ-স্থিত-হইয়াও কর্ম্ম-করেন না, কর্ম্ম-ফল লিপ্ত-হন না ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয়! আদিরহিত গুণবর্জ্জিত অতএব অব্যয় এই পরমাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কোন কর্ম্মই করেন না এবং কোনও রূপ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—একস্যাত্মনঃ সর্ব্বদেহাত্মত্বে তদ্দোষসম্বন্ধে প্রাপ্তে ইদমুচ্যতে অনাদীতি। অনাদিত্বাদনাদের্ভাবোঽনাদিত্বমাদিঃ কারণং তদ্যস্য নাস্তি তদনাদি যদ্ধ্যাদিমৎ তৎ স্বেনাত্মনা ব্যেত্যয়ন্ত্বনাদিত্বান্নিরবয়ব ইতি কৃত্বা ন ব্যেতি। তথা নির্গুণত্বাৎ সগুণোহি গুণব্যয়াদ্ব্যেত্যয়ন্তু নির্গুণত্বাচ্চ ন ব্যেতীতি পরমাত্মায়মব্যয়োনাস্য ব্যয়োবিদ্যত ইত্যব্যয়োঽত এবমতঃ শরীরস্থোঽপি শরীরেষ্বাত্মন উপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে, তথাপি ন করোতি তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে যোহি কর্ত্তা স কর্ম্মফলেন লিপ্যতে অয়ন্ত্বকর্ত্তা অতোন ফলেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ। কঃ পুনর্দ্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ, যদি তাবদন্যঃ পরমাত্মনোদেহী করোতি লিপ্যতে চ ইদমনুপপন্ন-

মুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাম্বিদ্ধীত্যাদি, অথ নাস্তীশ্বরাদন্যো দেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চেতি বাচ্যং পরো বা নাস্তীতি,সর্ব্বথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুর্ব্বোধ্যঞ্চেতি ভগবৎপ্রোক্তমৌপনিষদং দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্হতবৌদ্ধৈশ্চ, তত্রায়ং পরিহারো ভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইত্যবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যত ইতি ব্যবহারো ভবতি ন তু পরমার্থতঃ, একস্মিন্ পরমাত্মনি তদন্যত্ত একস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্ম্মাধিকারো নাস্তীতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—পরিপূর্ণত্বেন সর্ব্বাত্মত্বে প্রাপ্তমাত্মনোদেহাদিগতেন কর্ত্তৃত্বাদিনা তদ্বত্ত্বং দৃষ্টং হি পবিত্রস্যাপি পঞ্চগব্যাদেরপবিত্রসংসর্গাৎ তদ্দোষেণ দুষ্টত্বমিত্যাশঙ্কামনূদ্যোত্তরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি একস্যেতি। অনাদিত্বমেব সাধয়তি আদিরিতি। তথাপি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যাত্মকব্যয়াভাবঃ সিধ্যতীত্যাহ যদ্ধীতি। তথাপি গুণাপকর্ষদ্বারকোব্যয়ো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তথেতি। নিরবয়বত্বাদেব অবয়বদ্বারকস্য নির্গুণত্বাদ্ গুণদ্বারকস্য চ ব্যয়স্যাভাবেঽপি স্বভাবতো ব্যয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পরমাত্মেতি। পরমাত্মনঃ স্বতঃ পরতো বা ব্যয়াভাবে ফলিতমাহ যত ইতি। স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠস্য কথং শরীরস্থত্বং তত্রাহ শরীরেম্বিতি। সর্ব্বগতত্বেন সর্ব্বাত্মত্বেন চ দেহাদৌ স্থিতোঽপি স্বতোদেহাদ্যাত্মনা বা ন করোতি কূটস্থত্বাদ্দেহাদেশ্চ কল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ত্তৃত্বাভাবেঽপি ভোক্তৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তদকরণাদিতি। তদেবোপপাদয়তি যো হীতি। পরস্য কর্ত্তৃত্বাদেরভাবে কস্য তদিষ্টমিতি পৃচ্ছতি কঃ পুনরিতি। পরস্মাদন্যস্য কস্যচিজ্জীবস্য কর্ত্তৃত্বাদীত্যাশঙ্কামনুবদতি যদীতি তস্মিন্ পক্ষে প্রক্রমভঙ্গঃ স্যাদিতি দূষয়তি তত ইতি। ঈশ্বরাতিরিক্তজীবানঙ্গীকারাদ্যোপক্রম বিরোধোঽস্তীতি শঙ্কতে অথেতি। তর্হি প্রতীতকর্ত্তৃত্বাদেরধিকরণং বক্তব্যমিতি পূর্ব্ববদাহ ক ইতি। পরস্যৈব কর্ত্তৃত্বাদ্যাধারত্বান্নাস্তি বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ পরোবেতি। নাস্তীতি বাচ্যমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ নাহং কর্ত্তৃত্বাদিভাক্ত্বে পরস্যাস্মদাদিবদীশ্বরত্বমিতি ভাবঃ। পরস্যান্যস্য বা কর্ত্তৃত্বাদাববিশিষ্টে শরীরস্থোঽপীত্যাদিশ্রুতিমূলমপি জ্ঞাতুং বক্তুঞ্চাশক্যত্বাৎ ত্যাজ্যমেবেতি পরীক্ষকসংমত্যোপসংহরতি। সর্ব্বথেতি। পরস্য বস্তুনোঽকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বশ্চাবিদ্যয়া তদারোপাদেবমেব ভগবন্মতমিতি পরিহরতি তত্রেতি তমেব পরিহারং প্রপঞ্চয়তি অবিদ্যেতি। ব্যবহারিকে কর্ত্তৃত্বাদাববিশিষ্টে পারমার্থিকমেব কিমেষ্যতে তত্রাহ ন ত্বিতি। বাস্তবকর্ত্তৃত্বাদ্যভাবে লিঙ্গমুপন্যস্যতি অত ইতি ॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—অনাদীতি। অয়ং পরমাত্মা দেহান্নিকৃষ্টস্বভাবেন নিরূপিতঃ শরীরস্থোঽপ্যনাদিত্বাদনারভ্যত্বাদব্যয়ঃ নির্গুণত্বাৎ সত্ত্বাদিগুণরহিতত্বান্ন করোতি ন লিপ্যতে দেহস্বভাবৈর্ন লিপ্যতে ন বধ্যতে ॥ ৩২ ॥

হনুমান্।—শরীরস্থঃ শরীরমুপলভ্যমানঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর।—তথাপি সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভিঃ কোণমাং দুষ্পারহর্য়মিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ অনাদিত্বাদিতি। ষড়্ভৎপত্তিমৎ তদেব হি সাদিমচ্চ

গুণবদ্বস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি অয়ং তু পরমাত্মা অনাদির্নির্গুণশ্চ, অতোঽব্যয়ঃ অবিকারী-ত্যর্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে॥ ৩২॥

বলদেব।—ননু পরেশমাত্মানঞ্চ বিবিক্তং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতি ইত্যুক্তিরযুক্তা। এতেভ্য এব ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি জীবস্য দেহেন সহোৎপত্তি-বিনাশশ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ অনাদিত্বাদিতি। অয়মাত্মা জীবঃ শরীরস্থোঽপ্যনাদিত্বাৎ পরমব্যয়োঽ-ব্যয়ত্বপ্রধানধর্ম্মত্বাদ্বিনাশশূন্যঃ নির্গুণত্বাদ্বিশুদ্ধজ্ঞানানন্দত্বান্ন যুদ্ধযজ্ঞাদিকর্ম্ম করোতি। অতঃ শরীরেন্দ্রিয়স্বভাবেনোৎপত্তিবিনাশলক্ষণেন ন লিপ্যতে। শ্রুত্যর্থস্তৌপচারিকতয়া নেয়ঃ॥ ৩২॥

মধুসূদন।—আত্মনঃ স্বতোঽকর্ত্তৃত্বেঽপি শরীরসম্বন্ধৌপাধিকং কর্ত্তৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্কা-মপনুদন্ যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতীত্যেতদ্বিবৃণোতি। অয়মপরোক্ষঃ পরমাত্মা পরমেশ্বরাভিন্নঃ প্রত্যগাত্মা অব্যয়ঃ ন ব্যেতীত্যব্যয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্য ইত্যর্থঃ। তত্র ব্যয়োদ্বেধা ধর্ম্মিস্বরূপস্যৈবোৎপত্তিমত্ত্বয়া বা ধর্ম্মিস্বরূপস্যানুৎপাদ্যত্বেঽপি ধর্ম্মাণামেবোৎপত্ত্যাদিমত্ত্বয়া বা তত্রা-দ্যমপাকরোতি অনাদিত্বাদিতি। আদিঃ প্রাগসত্ত্বাবস্থা সা চ নাস্তি সর্ব্বদা সত আত্মনঃ, অতস্তস্য কারণাভাবাজ্জন্মাভাবঃ, ন হ্যনাদের্জন্ম সম্ভবতি তদভাবে চ তদুত্তরভাবিনোভাববিকারা ন সম্ভবন্ত্যেব, অতো ন স্বরূপেণ ব্যেতীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং নিরাকরোতি নির্গুণত্বাদিতি নির্ধর্ম্মকত্বাদ্ব্যে-দিত্যর্থঃ। ন হি ধর্ম্মিণমবিকৃত্য কশ্চিদ্ধর্ম্ম উপৈত্যপৈতি বা ধর্ম্মধর্ম্মিণোস্তাদাত্ম্যাদয়ন্তু নির্ধর্ম্মকো-ঽতো ন ধর্ম্মদ্বারাপি ব্যেতীত্যর্থঃ "অবিনাশী বা অরেয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মেতি" শ্রুতেঃ। যস্মাদেষঃ জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং ষড়্ভাববিকারশূন্যঃ আধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন শরীরস্থোঽপি তস্মিন্ কুর্ব্বত্যয়মাত্মা ন করোতি যথাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন জলস্থঃ সবিতা তস্মিংশ্চলত্যপি ন চলত্যেব তদ্বৎ, যতো ন করোতি কিঞ্চিদপি কর্ম্ম অতঃ কেনাপি কর্ম্মফলেন ন লিপ্যতে, যো হি যৎকর্ম্ম করোতি স তৎফলেন লিপ্যতে ন ত্বয়মকর্ত্তৃত্বাদিত্যর্থঃ। ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখমিত্যাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বকথনাৎ প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানীতি মায়াকার্য্যত্বব্যপ-দেশাচ্চ, অতএব পরমার্থদর্শিনাং সর্ব্বকর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিরিতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। এতেনাত্মনো-নির্ধর্ম্মকত্বকথনাৎ স্বগতভেদোঽপি নিরস্তঃ, প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণীত্যত্র সজাতীয়ভেদোনিবারিতঃ যদাভূতপৃথগ্ভাবমিত্যত্র বিজাতীয়ভেদঃ, অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাদিত্যত্র স্বগতোভেদ ইত্যদ্বিতীয়ং ব্রহ্মৈবাত্মেতি সিদ্ধম্॥ ৩২॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বাত্মনো বিভুত্বেন রূপেণ কর্ত্তৃত্বং মাস্ত্বীকারি দেহাদ্যবচ্ছিন্নেন তু রূপেণ তদ্বক্তব্যম্ অন্যথানুভববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অনাদিত্বাদিতি—অয়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিত্যা-পরোক্ষঃ পরমাত্মা দেহাদিভ্যোঽপরমেভ্য আত্মভ্যোঽন্যঃ কোষপঞ্চকাতীতঃ আত্মা পরমাত্মা, অব্যয়ঃ নব্যেতি পরিচ্ছিদ্যতে দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চেত্যব্যয়ঃ অব্যয়ঃ অব্যয়ত্বে হেতুঃ অনাদি-ত্বাদিতি যদ্ধি আদিমদাকাশাদি তদ্ব্যেতি ন ত্বয়ং ব্যেতি অনাদিত্বাৎ, নন্বনাদিভাবস্যানন্ত্যনিয়মে-নাত্মনঃ কালতঃ পরিচ্ছেদো মাস্তু তথা দেশতঃ পরিচ্ছিন্নস্য নাশাবশ্যম্ভাবাদনাদিত্বাযোগাচ্চ দেশ-তোঽপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণো মাস্তু, ননু পরমাণুবত্তবিষ্যতীতি চেন্ন দশদিগবচ্ছেদ্য প্রদেশভেদবতো-

দ্রব্যস্য নিরবয়বত্বরূপাণুত্বাসিদ্ধেঃ নহি পরমাণোঃ পূর্ব্বদিগবচ্ছিন্নোভাগঃ পশ্চিমস্যাবচ্ছেত্তুং শক্যতে অনুভববিরোধাৎ, দেশতঃ পরিচ্ছেদাভাবাদেব সজাতীয়বিজাতীয়বস্তুসদ্ভাবকৃতঃ পরিচ্ছেদোঽপি মাস্তু তথাপি বিচিত্রশক্তিযুক্তস্য অভিনবপ্রপঞ্চরচনাপটীয়সঃ পরস্য সর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযুক্তস্য স্বগতভেদোঽবশ্যম্ভাবী স্বশক্তিমায়াবচ্ছিন্নেন রূপেণ জগৎকর্ত্তৃত্বং দেহাদ্যবচ্ছেদেনাগ্নিহোত্রাদিকর্ত্তৃত্বং চাবশ্যং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্গুণত্বাদিতি যো হি গুণবানাকাশাদিঃ স সংযোগং বিভাগং বোপাধিং প্রাপ্য স্বগুণং শব্দম্ আবিষ্করোতি ন তু স্বস্মিন্ সন্তং স্পর্শং কেনচিদপি উপাধিনা দর্শয়িতুমীষ্টে। এবমাত্মা সর্ব্বগুণহীনঃ সত্যপ্যবচ্ছেদলাভে কর্ত্তৃত্বাদিকং গুণমাবিষ্কর্ত্তুং ন সমর্থ ইতি ফলিতমাহ শরীরস্থোঽপি স্পষ্টার্থমেতৎ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইত্যুক্তম্। তত্র দেহগতত্বেন তুল্যত্বেঽপি জীবাত্মৈব গুণলিপ্তঃ সংসরতি ন তু পরমাত্মা ইতি। কুত ইত্যত আহ অনাদিত্বা-দিতি ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যতঃ স অনাদিঃ যথা পঞ্চম্যন্ত পদার্থেনানুক্তম্ শব্দেন পুরুষোত্তম উচ্যতে। অর্থেনানাদিশব্দেন পরমকারণমুচ্যতে। ততশ্চ অনাদিত্বাৎ পরমকারণত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ নির্গতা গুণাঃ সৃষ্ট্যাদয়ো যতস্তস্য ভাবস্তত্বং তস্মাচ্চ জীবাত্মনো বিলক্ষণোঽয়ং পরমাত্মা। অব্যয়ঃ সর্ব্বদৈব সর্ব্বথৈব স্বীয় জ্ঞানানন্দাদিব্যয়রহিতঃ শরীরস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মাগ্রহণাৎ ন করোতি জীববন্ন কর্ত্তা ন ভোক্তা চ ভবতি। ন চ লিপ্যতে শরীরগুণলিপ্তশ্চ ন ভবতি ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন। সুতরাং দেহের দোষ গুণ অবশ্যই তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে? সাংসারিক দশায় নানা প্রকার সুখ দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে; পরমাত্মা যখন সকল দেহেই অবস্থিত, তখন ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্মফলের প্রলেপ তাঁহাতে লিপ্ত হইবে না কেন? এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভোগাভোগের মধ্যে থাকিলে তৎসম্বন্ধে সমদর্শনই বা কিরূপে হইতে পারে? ইত্যাকার আশঙ্কা সমূহের উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অব-তারিত হইতেছে। সেই পরমাত্মা অনাদি অর্থাৎ জন্মাদি রহিত; এবং সত্ত্ব রজ তম এবং গুণত্রয়ের অতীত, অর্থাৎ এই সকল গুণধর্ম্ম তাঁহাকে কখনই আশ্রয় করিতে পারে না; সুতরাং তিনি সর্ববিধ বিকারাদি পরিশূন্য। হে অর্জ্জুন! এইরূপ আত্মা শরীরাবস্থিত হইলেও স্বয়ং কোন কর্ম্মই করেন না, সুতরাং কর্ম্মজনিত ফলাফল তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না।

পরমেশ্বর অব্যয়। কারণ তিনি অনাদি, অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই। তিনি সত্যস্বরূপে নিত্যাবস্থিত, সুতরাং জন্মাদিরূপ বিকারধর্ম্ম তাঁহাকে

কখনই আশ্রয় করে নাই। অপিচ তিনি নির্গুণ। যাহা যাহা সগুণ, তাহাদেরই গুণ বিকার সম্ভব। কিন্তু পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত। এইজন্য তাঁহার কোন বিকার সম্ভবে না। জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, অপরিণাম, অপক্ষীণতা, বিনাশ, এই ষড়বিধ বিকার আত্মাকে কখনই অণুমাত্রও অধীন করিতে পারে না। আধ্যাসিকভাবে এই শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ। অতএব এই শরীরের অনুষ্ঠীয়মান কোন কর্ম্মই আত্মা সম্পাদন করেন না। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেই ফলাফল ঘটিয়া থাকে। যিনি কর্ত্তা নহেন, ফলাফলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্ত্তৃত্ববিহীন আত্মাতে কর্ম্মের ফলাফল কখনই লিপ্ত হয় না। জলমধ্যস্থ সূর্য্য আধ্যাসিক ভাবে জলস্থিত; কিন্তু জলের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং জল চলিলে বা আন্দোলিত হইলেও নিঃসম্পর্কিত সূর্য্য প্রচলিত বা আন্দোলিত হন না। তদ্রূপ শরীরের কৃত কার্য্যাকার্য্যের ফল আত্মাকে প্রলিপ্ত করে না। "ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং" (১৩ অধ্যায় ৬ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে বাসনা হর্ষ সুখ দুঃখাদি ক্ষেত্র ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপিচ "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি" (১৩ অধ্যায় ২৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ারই কার্য্য। অতএব পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, পরমার্থ-দর্শিগণের কোন কর্ম্ম নাই, এবং কর্ম্মের বন্ধন নাই। এতাবতা আত্মার নির্ধর্ম্মকত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ তিনি ধর্ম্ম নহেন, ধর্ম্মী নহেন; কার্য্য সাধনরূপ বাধ্য-বাধকতা ভাব তাঁহাতে নাই; এবং সেই সাধনজনিত ফলাফলরূপ ধর্ম্মিত্বও তাঁহার নাই। সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদই তাঁহার নাই। ভগবান্ স্বয়ংও বলিয়াছেন, "স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে" এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যবহারতঃ সমস্তই অবিদ্যা করিতেছেন, পরমাত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হইয়া যে পরমহংস পরিব্রাজক মহাপুরুষগণ কর্ম্ম-বন্ধন উপেক্ষা করিয়া সংসারত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর কর্ম্মাধিকার থাকে না।

পূর্ব্বে আত্মাকে সর্ব্বভূতে সমবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সহজেই মনে হইতে পারে যে, ভূতগ্রামে যখন তিনি অধিষ্ঠিত, তখন ভিন্ন

ভিন্ন ভূতের আবির্ভাবের সহিত হয় তো আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে; এবং তত্তাবতের তিরোধানের সহিত তাঁহারও তিরোধান হয়। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্তই এস্থলে তাঁহার অনাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। যাঁহার আদি অর্থাৎ জন্ম নাই, তাঁহার শেষ অর্থাৎ মৃত্যুও থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার গুণধর্ম্মান্বিত পদার্থে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাতেও যদি মনে হয় যে, তত্তাবতের গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ সত্ত্বগুণাদি প্রধান দেবতাদের ধর্ম্ম রজঃ গুণাদি প্রধান মনুষ্যাদির ধর্ম্ম এবং তমগুণ প্রধান অসুরাদির ধর্ম্ম তাঁহাকে আশ্রয় করে। এই আশঙ্কা নিরাসার্থ এস্থলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল। মূলস্থিত "অব্যয়" বিশেষণ অনাদিত্ব ও নির্গুণত্বের পরিণামস্বরূপ। অর্থাৎ অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব ধর্ম্ম যাঁহার আছে, তিনি স্বতঃই অবিকারী ও অপরিণামী ॥ ৩২ ॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥

অন্বয়।—যথা সর্ব্বগতম্ (সর্ব্বব্যাপকং) আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (অসঙ্গস্বভাবাৎ) ন উপলিপ্যতে (সম্বধ্যতে) তথা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ (উপগতঃ) আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিপ্তো ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ।—যেরূপ সর্ব্বগত আকাশ সূক্ষ্মত্ব-হেতু লিপ্ত-হয় না, সেইরূপ সকল দেহে অবস্থিত আত্মা লিপ্ত-হন না ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা।—আকাশ যেরূপ সর্ব্বপদার্থগত হইয়াও তাহাদের সহিত লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মাও বিশ্বের যাবতীয় শরীরে উপগত হইয়াও তত্তৎ শরীরের গুণধর্ম্মাদির দ্বারা প্রলিপ্ত হয় না ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিমিব ন করোতি ন লিপ্যতে ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথা সর্ব্বগতমিতি। যথা সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপ্যপি সৎসৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মভাবাদাকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সর্ব্বত্র অবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি।—সূক্ষ্মভাবাদপ্রতিহতস্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ, ন সম্বধ্যতে পঙ্কাদিভিরিতি-শেষঃ॥ ৩৩॥

রামানুজ।—যদ্যপি নির্গুণত্বান্ন করোতি নিত্যসংযুক্তঃ দেহস্বভাবৈঃ কথং ন লিপ্যতে ইত্যত্রাহ যথাকাশং সর্ব্বগতমপি সর্ব্বৈর্ব্বস্তুভিঃ সংযুক্তমপি সৌক্ষ্ম্যাৎ সর্ব্ববস্তুস্বভাবৈর্ন লিপ্যতে তথাত্মাতিসৌক্ষ্ম্যাৎ সর্ব্বত্র দেবমনুষ্যাদৌ দেহেঽবস্থিতোঽপি তত্তদ্দেহস্বভাবৈর্ন লিপ্যতে॥ ৩৩॥

হনুমান্।—ধূমিতু ষারাদ্ভি (?) ভির্নৈর্নিলিপ্যতে॥ ৩৩। ৩৪॥

শ্রীধর।—তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে তথা সর্ব্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দ্দোষগুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

বলদেব।—নন্বু শরীরে স্থিতস্তদ্ধর্ম্মৈঃ কুতো ন লিপ্যতে ইত্যত্রাহ যথেতি। যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদৌ গতং প্রবিষ্টমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাত্তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে তথাত্মা জীবঃ সর্ব্বত্র দেবমানবাদাবুচ্চাবচে দেহে স্থিতোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে সৌক্ষ্ম্যাদেব॥ ৩৩॥

মধুসূদন।—শরীরস্থোঽপি তৎকর্ম্মণা ন লিপ্যতে স্বয়মসঙ্গত্বাদিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গস্বভাবত্বাৎ আকাশং সর্ব্বগতমপি নোপলিপ্যতে পঙ্কাদিভির্যথেতি দৃষ্টান্তার্থঃ। স্পষ্টমিতরৎ॥ ৩৩॥

নীলকণ্ঠ।—নির্গুণত্বান্ন করোতীতি সিদ্ধম্ অসঙ্গত্বান্নোপলিপ্যত ইত্যাহ যথেতি যথা আকাশো ধূমাদিনা ন লিপ্যতে সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গস্বভাবত্বাৎ এবমাত্মা পুণ্যপাপাদিনা নোপলিপ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ।—অথ দৃষ্টান্তমাহ। যথা সর্ব্বত্র পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ অসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্ন লিপ্যতে তথৈব পরমাত্মা দৈহিকৈর্গুণৈর্দোষৈশ্চ ন যুজ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আত্মা সর্ব্বভূতাবস্থিত হইলেও বিভিন্ন ভাবাপন্ন ভূতগ্রামের আত্মায় লিপ্ত হয় না। বর্ত্তমান শ্লোকে এই তত্ত্ব সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী সরল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশদ করিতেছেন। যে আকাশ বিশ্ব সংসারের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, পূতিগন্ধ-পরিপূরিত গলদ্গোময় অথবা কীটাকুলিত পয়ঃপ্রণালীতলস্থ পঙ্কে অথবা কৃমি-সঙ্কুল বিগতজীবগলিতশরীরে সর্ব্বত্রই তাহার সমবিদ্যমানতা। স্থানভেদে বা অবস্থাভেদে আকাশের গমনাগমনের তারতম্য নাই। কিন্তু যেখানে যে ভাবে আকাশ কেন বিরাজমান হউক না, তাহা যে আকাশ সেই আকাশই থাকে; কোন বস্তুর গুণ ধর্ম্মের প্রলেপ আকাশে লিপ্ত হয় না। গোময় বা চন্দন, পঙ্ক বা সলিল কাহারও প্রলেপ আকাশে লাগিয়া থাকে না।

আকাশ চিরদিনই সমান ধর্ম্মাক্রান্ত ও সমভাব। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, আত্মাও যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, সেই পদার্থের গুণধর্ম্ম তাঁহাতে প্রলিপ্ত হয় না, বা তাঁহাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিতে পারে না। আকাশ অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু, এইজন্যই সর্ব্বত্রগত হইলেও তাহাতে কোন বস্তুর প্রলেপসম্ভাবনা নাই। আত্মাও বর্ণনাতীত কল্পনাতীত। যে যে বস্তুকে আমরা সূক্ষ্ম বলিয়া মনে করি, তিনি তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় হইলেও কোন বস্তুর প্রলেপ তাঁহাতে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, নির্গুণত্ব হেতু আত্মায় ভূত সমূহের গুণ ধর্ম্মের সংযোগ না ঘটিলেও তস্তাবতের প্রলেপ তাঁহাতে কেন লিপ্ত না হইবে? এই শ্লোকে তাঁহাদিগেরও সে আশঙ্কা নিবারিত হইল ॥ ৩৩ ॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—হে ভারত! (ভরতকুলসম্ভব!) যথা একঃ রবিঃ (সূর্য্যঃ) ইমং কৃৎস্নং (সমগ্রং) লোকং প্রকাশয়তি (আভাসয়তি) তথা ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্রং) ক্ষেত্রং (দেহং) প্রকাশয়তি (ভাসয়তি) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ। হে ভারত! যেরূপ এক সূর্য্য এই সমগ্র লোককে প্রকাশিত-করেন, তদ্রূপ পরমাত্মা সমগ্র দেহকে প্রকাশিত-করেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা। হে ভারত! যেরূপ এক সূর্য্য উদিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত-করেন, তদ্রূপ পরমাত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ যথা প্রকাশয়তীতি। যথা প্রকাশয়ত্যবভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিতাদিত্যঃ, তথা তদ্বন্মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি কঃ ক্ষেত্রী পরমাত্মেত্যর্থঃ। রবিদৃষ্টান্তোঽত্রাত্মন উভয়ার্থোঽপি ভবতি রবিবৎ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ আত্মা অলেপকশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি।—ন করোতি ন লিপ্যতে চেত্যত্র দ্রষ্টৃত্বেন দৃশ্যধর্ম্মশূন্যত্বং হেতুমাহ কিঞ্চেতি। দৃষ্টান্তেন বিবক্ষিতমর্থং দর্শয়তি রবীতি। উভয়বিধধর্ম্মার্থমেব স্ফুটয়তি রবিবদিতি॥ ৩৪॥

রামানুজ।—যথেতি। যথৈকঃ আদিত্যঃ স্বয়া প্রভয়া কৃৎস্নমিমং লোকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রমপি ক্ষেত্রী মমেদং ক্ষেত্রমীদৃশমিতি কৃৎস্নং বহিরন্তশ্চাপাদতলমস্তকং স্বকীয়েন জ্ঞানেন প্রকাশয়তি। প্রকাশ্যাল্লোকাৎ প্রকাশকাদিত্যবদ্বেদিতৃত্বেন বেদ্যভূতাদস্মাৎ ক্ষেত্রাদত্যন্তবিলক্ষণোঽয়মুক্তলক্ষণাত্মেত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

শ্রীধর।—অসঙ্গত্বাল্লেপোনাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তমাহ যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ॥ ৩৪॥

বলদেব।—দেহধর্ম্মেণালিপ্ত এবাত্মা স্বধর্ম্মেণ দেহং পুষ্ণাতীত্যাহ যথেতি। যথৈকো রবিরিমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কৃৎস্নমাপাদমস্তকমিদং ক্ষেত্রং দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সূত্রকারঃ "গুণাদ্বা লোকবদি"তি॥ ৩৪॥

মধুসূদন।—ন কেবলমসঙ্গস্বভাবত্বাদাত্মা নোপলিপ্যতে প্রকাশকত্বাদপি প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন লিপ্যত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা রবিরেক এব কৃৎস্নং সর্ব্বমিমং লোকং দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং রূপবদ্বস্তমাত্রমিতি যাবৎ প্রকাশয়তি ন চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্লিপ্যতে, ন বা প্রকাশ্যভেদাদ্ভিদ্যতে, তথা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ এক এব কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি হে ভারত! অতএব ন প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্লিপ্যতে ন বা প্রকাশ্যভেদাদ্ভিদ্যত ইত্যর্থঃ। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ"। ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৪॥

নীলকণ্ঠ।—ন করোতি ন লিপ্যত ইতি দ্বয়মপি দৃষ্টান্তান্তরেণ প্রতিপাদয়তি যথেতি। যথা সূর্য্যঃ স্বসত্তামাত্রেণ বিশ্বং প্রকাশয়তি ন তু ব্যাপারাবিষ্টতয়া কুবিন্দ ইব পটং, যথা চৈব প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্দুর্গন্ধাদিভির্ন লিপ্যতে এবময়ং ক্ষেত্রীক্ষেত্রজ্ঞঃ সূর্য্যবদেক এব সন্ অনেকধা ভূতক্ষেত্রং মহাভূতানীত্যাদিনা চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকমিচ্ছাদ্বেষাদিবিকারযুক্তং তৎ স্বসত্তামাত্রেণ প্রকাশয়তি হে ভারত! ন তু ব্যাপারাবিষ্টতয়া তৎ সম্পাদয়তি তদ্ধর্ম্মৈর্ব্বা পুণ্যপাপাদিভির্ন লিপ্যতে সূর্য্যদৃষ্টান্তেন একত্বমকর্তৃত্বপ্রযুক্তমলেপত্বঞ্চ দর্শিতম্, তথা চ শ্রুতয়ঃ "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপোভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপোদেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্য" ইতি॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ।—প্রকাশকত্বাৎ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। রবির্যথা প্রকাশকঃ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যতে তথা ক্ষেত্রী পরমাত্মা। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন ~~যুজ্যতে~~ লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৪॥

তাৎপর্য্য :—পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার প্রলেপ সম্ভাবনা শূন্যতার বিষয় দৃষ্টান্ত-সহকারে পরিব্যক্ত হইয়াছে। অধুনা অন্য এক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইতেছে যে, আত্মা সর্ব্বভূতের প্রকাশক হইলেও তৎপ্রকাশিত পদার্থপুঞ্জের সহিত তাঁহার সংযোগের কোনই সম্ভাবনা নাই। নভোমণ্ডলে প্রতিদিন উষা-সমাগমে যে দিনদেবের অত্যুজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তিনি এক হইলেও বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের প্রকাশক। সেই মরীচিমালীর কিরণ প্রকাশে অন্ধকারের আবরণ সুদূরে পলায়ন করে এবং পদার্থপুঞ্জেরমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। দিনমণি এক হইলেও সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বত্র আলোকদাতা, এবং সর্ব্ব পদার্থে বিকীর্ণ। তথাপি কোন পদার্থের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই, কোন পদার্থের ধর্ম্ম বা ভাব তিনি পরিগ্রহ করেন না। আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকাশক হইলেও কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত নহেন। সমালোচ্য শ্লোকের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার দুইটী তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতেছে। প্রথম রবির ন্যায় আত্মাও কোন পদার্থেই লিপ্ত নহেন, দ্বিতীয়, সূর্য্য বিভিন্ন পদার্থ হইয়া নানারূপ পদার্থের প্রকাশক হইলেও সকল সময়ে একই থাকেন, নানা ভাবাপন্ন হন না। আত্মাও তদ্রূপ এক এবং সমভাবাপন্ন। কঠোপনিষদেও এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী সুমধুর বচন আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব॥ একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" (কঠোপনিষৎ ৫ম বল্লি ৯।১০।১১ শ্রুতি) ভাবার্থ যথা, যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করিয়া পদার্থসমূহের রূপানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী হইয়াছেন, তদ্রূপ একই আত্মা নানা প্রকার পদার্থভেদে নানাবিধ রূপ হইয়াছেন; অথচ সকলের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তু-সমূহের অনুরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ একই আত্মা বিবিধ বস্তুভেদে বিবিধ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ তাহাদের বাহিরেও বর্ত্তমান আছেন। সর্ব্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন চাক্ষুষ বাহ্য শুচি বা অশুচি বস্তুর দোষ-গুণে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ একই পরমাত্মা সর্ব্বভূতগত হইয়াও তাহাদের দুঃখের দ্বারা লিপ্ত হন না।"

আত্মতত্ত্বাববোধের অনুকূল বিবেচনায় আমরা এস্থলে বেদান্ত দর্শন হইতে

চারিটি সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি। যথা ;—"অবিরোধশ্চন্দনবৎ।" "অবস্থিতি-বৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি।" "গুণাদ্বালোকবৎ।" "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ।" (বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ ২৩। ২৪। ২৫। ২৬ শ্রুতি) এই সূত্র-নিচয়ের ভাবার্থ যথা ; আত্মা সূক্ষ্ম হইলেও চন্দনস্পর্শ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার দেহব্যাপী কার্য্যকারিতার বাধ হয় না। কিন্তু চন্দনের প্রত্যক্ষভাবে একস্থানে অবস্থান-হেতু আত্মার সহিত তাহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ইহা নিশ্চিত আছে যে, আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। দীপ অল্প হইলেও তাহার প্রভা যেমন সমগ্র গৃহ ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মচৈতন্য অণু হইলেও তাহা সর্ব্বব্যাপী এবং তদ্দ্বারা দেহ কার্য্যক্ষম হয়। গন্ধ যেমন পুষ্পাদি আশ্রয় দ্রব্য ব্যতিরেকেও থাকিতে পারে এবং বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ আত্ম-চৈতন্যও আশ্রয় ব্যতীত সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইতে পারে * ॥ ৩৪ ॥

---

* এই সূত্র চতুষ্টয় উপলক্ষে যে যে রূপ বিচারের আবির্ভাব হইতে পারে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরক-ভাষ্যে তাহা উত্থাপিত হইয়াছে। এই জন্য নিম্নে সেই ভাষ্য উদ্ধৃত হইতেছে। "যথাহি হরিচন্দনবিন্দুঃ শরীরৈকদেশ সম্বদ্ধোঽপি সন্ সকল দেহব্যাপিনমাহ্লাদং করোতি, এবমাত্মাপি দেহৈকদেশস্থসকল দেহব্যাপিনীমুপলব্ধিং করিষ্যতি, ত্বক্ সম্বন্ধাচ্চাস্য সকলশরীরগতাবেদনা ন বিরুধ্যতে, ত্বগাত্মনোর্হি সম্বন্ধঃ কৃৎস্নায়াং ত্বচি বর্ত্ততে, ত্বক্ চ কৃৎস্নশরীরব্যাপিনীতি। ২৩। অত্রাহ। যদুক্তমবিরোধশ্চন্দনবদিতি তদযুক্তং, দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরতুল্যত্বাৎ। সিদ্ধে হ্যাত্মনো দেহৈকদেশস্থত্বে চন্দনদৃষ্টান্তো ভবতি। প্রত্যক্ষন্তু চন্দনস্যাবস্থিতি বৈশেষ্যমেকদেশস্থত্বং সকলদেহাহ্লাদনঞ্চ। আত্মনঃ পুনঃ সকলদেহোপলব্ধিমাত্রং প্রত্যক্ষং নৈকদেশবর্ত্তিত্বম্। অনুমেয়ন্তু তদিতি! যস্তূচ্যেত, ন চাত্রানুমানম্ সম্ভবতি ॥ কিমাত্মনঃ সকলশরীরগতা বেদনা ত্বগিন্দ্রিয়স্যেব সকলদেহব্যাপিনঃ সতঃ কিম্ বা বিভোর্নভস ইব আহোস্বিচ্চন্দনবিন্দোরিবাণোরেক দেহস্থস্যেতি সংশয়ানিবৃত্তেরিতি। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। কস্মাৎ? অভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগম্যতে হ্যাত্মনোঽপি চন্দনস্যেব দেহৈকদেশবৃত্তিত্বমবস্থিতিবৈশেষ্যম্। কথমিতি। উচ্যতে। হৃদি হ্যেষ আত্মাপঠ্যতে বেদান্তেষু 'হৃদি হ্যেষ আত্মা' 'স বা এষ আত্মা' হৃদি কতম আত্মা "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ" ইত্যাদ্যুপদেশেভ্যঃ। তস্মাৎ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরবৈষম্যাদযুক্তমেবৈতদবিরোধশ্চন্দনবদিতি। ২৪। চৈতন্যগুণব্যাপ্তের্ব্বাঽণোরপি সতো জীবস্য সকলদেহব্যাপি কার্য্যং ন বিরুধ্যতে। যথা লোকে মণিপ্রদীপপ্রভৃতীনামপবরকৈকদেশবর্ত্তিনামপি প্রভাঽপবরকব্যাপিনী সতী কৃৎস্নেঽপবরকে কার্য্যং করোতি তদ্বৎ। স্যাৎ কদাচিচ্চন্দনস্য সাবয়বত্বাৎ সূক্ষ্মাবয়ববিসর্পনেনাপি সকলদেহ আহ্লাদয়িতৃত্বং ন ত্বণোর্জ্জীবস্যাবয়বাঃ সন্তি যৈরয়ং সকলং দেহং বিপ্রসর্পতীত্যাশঙ্ক্য গুণাদ্বা লোকবদিত্যুক্তম্। কথং পুনর্গুণো গুণিব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তেত। নহি পটস্য শুক্লোগুণঃ পটব্যতিরেকেণান্যত্র বর্ত্তমানো দৃশ্যতে। প্রদীপপ্রভাবত্তবেদিতি চেৎ, ন। তস্যা অপি দ্রব্যান্তরত্বাভ্যুপগমাৎ। নিবিড়াবয়বং হি তেজোদ্রব্যং প্রদীপঃ, প্রবিরলাবয়বন্তু তেজোদ্রব্যমেব প্রভেতি। অত উত্তরং পঠতি। ২৫। যথা গুণস্যাঽপি সতো গন্ধস্য গন্ধবদ্দ্রব্যব্যতিরেকেণান্যত্র বৃত্তির্ভবত্যপ্রাপ্তেষ্বপি কুসুমাদিষু গন্ধবৎসু গন্ধোপলব্ধেঃ, এবমণোরপি সতো জীবস্য চৈতন্যগুণব্যতিরেকো ভবিষ্যতি। অতশ্চানৈকান্তিকমেতদ্-

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

——(০)——

অন্বয় ।—এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (শরীরশরীরিণোঃ) অন্তরং (ভেদং) জ্ঞানচক্ষুষা (বিবেকসম্পন্নচক্ষুষা) যে (জ্ঞানিনঃ) বিদুঃ (জানন্তি) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং (ভূতানাং প্রকৃতিসকাশাৎ মোক্ষোপায়ং) চ [বিদুঃ] তে পরং (ব্রহ্ম) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—এইরূপ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ভেদকে জ্ঞান-চক্ষু-দ্বারা যে জ্ঞানিগণ জানেন, এবং ভূতগণের-প্রকৃতির-নিকট-হইতে মোক্ষোপায় [জানেন] তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে জ্ঞানিগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারেন, এবং প্রকৃতি হইতে ভূতগণের মোক্ষোপায়কে জানেন, তাঁহারা পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

গুণত্বাদ্রূপাদিবদাশ্রয়বিশ্লেষানুপপত্তিরিতি গুণস্যৈব সতো গন্ধস্যাশ্রয়বিশ্লেষদর্শনাৎ। গন্ধস্যাপি সহৈবাশ্রয়েণ বিশ্লেষ ইতি চেৎ। ন। যস্মান্মূল দ্রব্যাদবিশ্লেষস্তস্য ক্ষয়প্রসঙ্গাৎ। অক্ষীয়মাণমপি তৎ পূর্ব্বাবস্থাতো গম্যতে অন্যথা তৎপূর্ব্বাবস্থৈগু রুত্বাদিভির্হীয়েত। স্যাদেতৎ। গন্ধাশ্রয়াণাং বিশ্লিষ্টানামবয়বানামল্পত্বাৎ সন্নপি বিশ্লেষে-নোপলক্ষ্যতে, সূক্ষ্মাহি গন্ধপরমাণবঃ সর্ব্বতো বিপ্রসৃতা গন্ধবুদ্ধিমুৎপাদয়ন্তি নাসিকাপুট মনুপ্রবিশন্ত ইতি চেৎ, ন অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ পরমাণূনাং স্ফুটগন্ধোপলব্ধেশ্চ, নাগকেশরাদিষু। ন চ লোকে প্রতীতির্গন্ধবদ্দ্রব্যমাঘ্রা-মিতি, গন্ধ এবাঘ্রাত ইতি তু লৌকিকাঃ প্রতীয়ন্তি রূপাদিষ্বাশ্রয় ব্যতিরেকানুপলব্ধের্গন্ধস্যাপ্যযুক্ত আশ্রয় ব্যতি-রেক ইতি চেৎ, ন, প্রত্যক্ষত্বাদনুমানাপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদ্যদ্যথা লোকে দৃষ্টং তৎ তথৈবানুমন্তব্যং নিরূপকৈ-

শঙ্করাচার্য্য।—সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যথাব্যাখ্যাতয়োরেবং যথাপ্রদর্শিতপ্রকারেণ অন্তরমিতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষং জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতমাত্মপ্রত্যয়িকং জ্ঞানং চক্ষুস্তেন জ্ঞানচক্ষুষা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাব্যক্তাখ্যা তস্যা ভূতপ্রকৃতের্ম্মোক্ষণমভাবগমনঞ্চ যে বিদুর্বিজানন্তি, যান্তি গচ্ছন্তি তে পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম ন পুনর্দ্দেহমাদদতি ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—অধ্যায়ার্থং সফলমুপসংহরতি সমস্তেতি। বিশেষং কৌটস্থ্যপরিণামাদি লক্ষণন্তদেবমমানিত্বাদিনিষ্ঠতয়া ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যবিজ্ঞানবতঃ সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরিপূর্ণপরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি সিদ্ধম্॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য ভগবদানন্দগিরি বিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচনে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—ক্ষেত্রেতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং বিশেষম্ বিবেকবিষয়জ্ঞানাখ্যেন চক্ষুষা যে বিদুঃ ভূতপ্রকৃতয়োর্ম্মোক্ষং চ তে পরং যান্তি। তে নির্ম্মুক্তবন্ধনমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তি। এবমুক্তেন প্রকারেণ মোক্ষ্যতেঽনেনেতি মোক্ষঃ অমানিত্বাদিকমুক্তং মোক্ষসাধনমিত্যর্থঃ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিবেকবিষয়েণ উক্তেন জ্ঞানেন তয়োর্ব্বিবেকং বিদিত্বা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষোপায়মমানিত্বাদিকঞ্চাবগম্য যে আচরন্তি তে নির্ম্মুক্তবন্ধাঃ স্বেন রূপেণাবস্থিতমনবচ্ছিন্নলক্ষণমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

র্নান্যথা। ন হি রসো গুণো জিহ্বয়োপলভ্যত ইত্যতো রূপাদয়োঽপি গুণা জিহ্বয়ৈবোপলভ্যেরন্নিতি নিয়ন্তুং শক্যতে॥ ২৬॥

যেমন শরীরের একস্থানে এক বিন্দু চন্দন স্থাপিত হইলে সর্ব্বশরীরব্যাপী আহ্লাদ জন্মে, সেইরূপ দেহৈক—দেহস্থ আত্মাও সকল দেহব্যাপী বেদনাদির উপলব্ধি (অনুভব) করেন। ত্বক্ সম্বন্ধ থাকায় ঐরূপ উপলব্ধি অবিরুদ্ধ। ত্বগাত্মসম্বন্ধ সমুদয় ত্বকে থাকে, ত্বক্ সর্ব্বশরীরব্যাপিনী, সেই কারণে প্রোক্তপ্রণালীতে প্রোক্ত উপলব্ধি সম্পন্ন হয়। এইস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, চন্দনের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। যেহেতু উহা দার্ষ্টান্তিকের সমান নহে। যদি আত্মার একদেহস্থতা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইত। (অদ্যাপি আত্মার দেহৈকদেশস্থতা নির্ণীত হয় নাই) চন্দনের অবস্থিতি বৈশেষ্য অর্থাৎ

হনুমান্।—ভূতপ্রকৃতির্ম্মায়া তস্যা মোক্ষো ভূতপ্রকৃতিমোক্ষস্তম্॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা যেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি! বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ। তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরন্ তজ্জ্ঞানফলমাহ ক্ষেত্রেতি। ক্ষেত্রেণ সহিতয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবেশয়োরেবং মদুক্তবিধয়ান্তরং ভেদং জ্ঞানচক্ষুষা বৈধর্ম্ম্যবিষয়কপ্রজ্ঞানেত্রেণ যে বিদুঃ তথা ভূতানাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং চ তৎসাধনমমানিত্বাদিকং যে বিদুস্তে প্রকৃতেঃ পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পরব্যোমাখ্যং মৎপদং যান্তীতি। জীবেশৌ দেহমধ্যস্থৌ তত্রাদ্যো দেহধর্ম্মযুক্। বধ্যতে মুচ্যতে বোধাদিতি জ্ঞানং ত্রয়োদশাৎ॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ইদানীমধ্যায়ার্থং সফলমুপসংহরতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ প্রাগ্ব্যাখ্যাতয়োরেবমুক্তেন প্রকারেণান্তরং পরস্পরবৈলক্ষণ্যং জাড্যচৈতন্যবিকারিত্বনির্ব্বিকারত্বাদিরূপং জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতাত্মজ্ঞানরূপেণ চক্ষুষা যে বিদুর্ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রকৃতিরবিদ্যা মায়াখ্যা তস্যাঃ পরমার্থাত্মবিদ্যয়া মোক্ষমভাবগমনঞ্চ যে বিদুর্জানন্তি, যান্তি তে পরং পদার্থাত্মবস্তুস্বরূপং কৈবল্যং ন পুনর্দ্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ। তদেবমমানিত্বাদিসাধননিষ্ঠস্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকবিজ্ঞানবতঃ সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি সিদ্ধম্॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনবিরচিতায়াং গীতার্থগূঢ়দীপিকায়াং প্রকৃতিপুরুষ বিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান প্রত্যক্ষ, সকল দেহাহ্লাদকতাও প্রত্যক্ষ, কিন্তু আত্মার সকল দেহোপলব্ধি প্রত্যক্ষ, এক দেহস্থতা অপ্রত্যক্ষ। [অণু......রিতি] তাহা অনুমেয়, এ কথা বলিতে পার না। অনুমান অসম্ভব। (আত্মা অণু, তৎপ্রতি হেতু, ব্যাপিকার্য্যকারিত্ব, তাহার দৃষ্টান্ত চন্দন বিন্দু। এ অনুমান অযুক্ত)। সকল দেহব্যাপিনী বেদনা কি আত্মা সকল দেহব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের ন্যায় ব্যাপী বলিয়া অনুভূতা হয়? অথবা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী বলিয়া? অথবা চন্দন বিন্দুর দৃষ্টান্তে একদেশস্থ ও অণু বলিয়া? এ সংশয় নিবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ সংশয়িত অনুমান অগ্রাহ্য। [অত্রো......বদীতি] প্রতিবাদী এই বিষয়ের উত্তর বা প্রোক্ত আপত্তির খণ্ডন বলিতেছেন—চন্দন বিন্দুর দৃষ্টান্ত সদোষ নহে। হেতু এই

নীলকণ্ঠ ;—অধ্যায়ার্থং কৃৎস্নমুপসংহরতি ক্ষেত্রেতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ পূর্ব্বোক্তয়োরেবম্ উক্তরীত্যা অন্তরং ভেদং জড়ত্বাজড়ত্বকর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্ব-বিকারিত্বাবিকারিত্ব কৃতং বৈলক্ষণ্যং জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাত্মপ্রত্যয়জনিতেন জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুস্তে পরং মোক্ষং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি কিং সাংখ্যানামিব অস্মাকমপি গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাদেব কৈবল্যমুচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভূতপ্রকৃতিমোক্ষমিতি ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রকৃতিরুপাদানং ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা তস্যা বিদ্যয়া মোক্ষং নিরন্বয়োচ্ছেদঞ্চ যে বিদুঃ ত এব পরং যান্তি ন তু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরমাত্রবিদ ইত্যর্থঃ, যদ্যেকা সত্যা বিম্বী চ প্রকৃতিস্তর্হি বিভূনামলুপ্তদৃশাং বহূনাং পুরুষাণাং মুক্তানামপি এতদ্দর্শনমপরিহার্য্যম্ তথা চ তেষামপি বন্ধপ্রসক্তিঃ যদি তু মিথ্যা তর্হি [illegible] বাত্মসাক্ষাৎকারো জাতস্তদ্দৃষ্ট্যাসর্ব্বথৈব রজ্জুরগবদ্বাধিতাকালত্রয়েঽপি নাস্তি ইতরেষাং ত্বনাদিরনন্তাচ্চ [illegible] বেতি বক্তুং শক্যম্, তস্মান্ন প্রকৃতিপুরুষান্তরজ্ঞানমাত্রাৎ কৈবল্যং কিন্তু প্রকৃতিবাধেন পুরুষজ্ঞানাৎ সর্পবাধেন রজ্জুদর্শনাৎ ভয়নিবৃত্তিবদ্বন্ধনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতে ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি। ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্জীবাত্মপরমাত্মনো যথাভূতানাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ সকাশান্মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি। দ্বয়োঃ ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ম্মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রধর্ম্মভাক্। বধ্যতে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥৩৭॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। ত্রয়োদশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

যে, তাহা স্বীকার আছে। চন্দন বিন্দুর ন্যায় আত্মারও দেহৈকদেশে অবস্থান কথিত আছে। কোথায়? তাহা বলিতেছি। আত্মা হৃদয়-দেশে অবস্থান করেন, ইহা বেদান্তশাস্ত্রে পঠিত হইয়াছে। যথা "আত্মা হৃদয়ে।" "সেই প্রসিদ্ধ আত্মা।" "হৃদয়ে কোন্ আত্মা?" "প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়" "হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষ" ইত্যাদি। অতএব চন্দন দৃষ্টান্ত বিষম দৃষ্টান্ত নহে। যেহেতু বিষম দৃষ্টান্ত নহে, প্রত্যুত সমদৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ। জীব অণু (সূক্ষ্ম) হইলেও চৈতন্য গুণের ব্যাপ্তিতে সকল দেহব্যাপী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন রত্ন ও প্রদীপ এক স্থানে থাকে; কিন্তু তাহার প্রভা গৃহব্যাপিনী হইয়া সমুদায় প্রকাশ্য প্রকাশ করে, সেইরূপ, আত্মা অণুও একস্থানাবস্থিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত হয়, তাই সকল দেহব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অনুভূত হয়। চন্দন সাবয়ব তাহার সূক্ষ্মাংশ (পরমাণু) সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পরিতৃপ্ত করে, কিন্তু জীব অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রসর্পণ যোগ্য সূক্ষ্মাংশ নাই, সে জন্য অপ্রশস্ত চন্দন দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া "গুণাদ্বা" সূত্র বলা হইল। বলিতে পার গুণগুণী পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে অন্যত্র থাকিতে পারে? বস্ত্রের শুক্লগুণ কি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বৃত্তিমান্ হয়? অবস্থিতি করে? দীপ-প্রভার কথা বলিবে, তাহাও পারিবে না। কেন না তাহাও দ্রব্যগুণ নহে। কারণ, নিবিড়াবয়ব তেজের নাম দীপ, আর বিরলাবয়ব তেজের নাম প্রভা। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্র বলা হইতেছে, যেমন গন্ধগুণ গন্ধবদ্ দ্রব্যের ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদ্ দ্রব্য হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অন্য স্থানে ব্যাপ্ত হয়, যেমন পুষ্পের অপ্রাপ্তিস্থলেও গন্ধগুণকে পাওয়া যায়, সেইরূপ, জীব অণু

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রদর্শনপূর্ব্বক অধ্যায়ের উপসংহার হইতেছে। এই অধ্যায়ের প্রথম হইতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য নানা ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এবং জ্ঞানের সাধন ও ফলাফল বিবিধ প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশের অনুসরণক্রমে সাধন ও অনুষ্ঠান-সহকারে বিহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বাতন্ত্র্য সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়াছেন; অপিচ যিনি ভূতসমূহের প্রকৃতি অর্থাৎ তত্তাবৎ যে কেবল মাত্র প্রকৃতিরই কার্য্য, অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে আমরা সত্য ও সার-স্বরূপ জ্ঞান করিলেও পরমার্থতঃ তৎসমস্ত অসার ও অলীক বুঝিয়া মোক্ষের উপায় নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি চরমে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পুনরায় দেহধারণ করিয়া জন্মমরণরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এতাবতা ইহাই সারস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে যে, অমানিত্বাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া যাঁহার হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিষয়ক বিবেকসম্পন্ন মহাত্মা সর্ব্বানর্থ-পরিশূন্য হইয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন।

মূলে যে "মোক্ষ"শব্দ আছে, পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি তাহা অভাব বা গমনার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যার আবির্ভাব হইলে অবিদ্যার অভাব হইয়া থাকে। অথবা জ্ঞানাগমে মায়ারূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতি গমন করিয়া থাকে॥ ৩৫॥

থাকিলেও তাহার চৈতন্য গুণের ব্যতিরেক (অন্য স্থানে সংক্রম) হইতে পারে। অতএব গুণত্বাৎ হেতুটী অনৈকান্তিক। (গুণ আশ্রয় ত্যাগপূর্ব্বক কুত্রাপি যায় না, ব্যাপ্ত হয় না, ইহা নিয়মিত বা সার্ব্বত্রিক নহে। কেননা গন্ধগুণে ঐ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। যেহেতু গন্ধগুণকে আশ্রয়ত্যাগ করিতে দেখা যায়, সেই হেতু গুণের আশ্রয় বিশ্লেষ অযুক্ত, ইহাও অসার্ব্বত্রিক; গন্ধও সূক্ষ্ম আশ্রয়-দ্রব্যের সহিত বিশ্লিষ্ট হয়, (গন্ধ পরমাণু-বিশ্লিষ্ট হয়, তদাশ্রয়ে গন্ধ থাকে), এ কথা বলিতে পার না। কেন না, যে মূল দ্রব্য হইতে গন্ধবৎ পরমাণু বিশ্লিষ্ট হয় বলিবে, ক্রমে সেই মূল দ্রব্যের ক্ষয় হওয়া মানিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায়, মূলদ্রব্যের কিছু মাত্র ক্ষয় হয় না। ক্ষয় হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা হীন গুরুত্বাদি হইতে (আয়তন ও ওজন কমিত)। [স্যাদেতৎ...যন্তি] বলিতে পার গন্ধাধার অংশ (পরমাণু) সকল বিশ্লিষ্ট হয়, কিন্তু অত্যন্ত অল্প (সূক্ষ্ম) বলিয়া তাহা লক্ষ্য হয় না এই স্থলে আমাদের বক্তব্য, গন্ধ পরমাণু সর্ব্বদিকে প্রসৃত (বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত) হয়, সে সকল নাসাপথে প্রবেশপূর্ব্বক গন্ধজ্ঞান জন্মায় এ কথা বলিবার উপায় নাই। কেন না পরমাণু মাত্রেই অতীন্দ্রিয়, ও কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে অথচ নাগকেশরাদিতে ব্যক্তগন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে, অপিচ, গন্ধাশ্রয় দ্রব্য আঘ্রাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতি কোনও পুরুষের হয় না। প্রত্যুত গন্ধ আঘ্রাত হইতেছে, এইরূপ

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার-বাক্য। যাঁহার দ্বারা সংমিশ্রিত প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব বিবিক্ত হইয়াছে, সেই পরমানন্দস্বরূপ নন্দনন্দন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার-বাক্য। জীব এবং ঈশ্বর উভয়েই এই দেহে অধিষ্ঠিত। তন্মধ্যে জীব দেহধর্ম্মযুক্তরূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং জ্ঞানোদয়ে মুক্ত হয়, ত্রয়োদশাধ্যায়ে এই জ্ঞান পরিব্যক্ত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার-বাক্য। ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ের মধ্যে ক্ষেত্র-ধর্ম্মভোগী জীবাত্মা বদ্ধ এবং জ্ঞানোদয়ে তিনি মুক্ত, ইহাই ত্রয়োদশাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—দেহস্বরূপমাত্মাপ্তি হেতুরাত্মবিশোধনং। বন্ধহেতুর্বিবেকশ্চ ত্রয়োদশ উদীর্য্যতে॥

তাৎপর্য্য :—দেহের স্বরূপ, আত্মপ্রাপ্তির হেতু, আত্ম-বিশোধন, বন্ধহেতুর বিবেক এই সকল তত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

প্রতীতিই হয়। [রূপাদি…শক্যতে] আশ্রয় পরিত্যক্ত রূপ উপলব্ধ হয় না, জ্ঞান গোচর হয় না, তদ্দৃষ্টান্তে গন্ধেরও আশ্রয় ব্যতিরেক হয় না, একথা বলিবার অযোগ্য। গন্ধের আশ্রয় ব্যতিরেক (বিশ্লেষ) প্রত্যক্ষ; সেই কারণে তাহা অনুমানের অবিষয়। এই সকল কারণে বলিতে হয়, মানিতে হয়, যেমন দেখা যায়, তেমনই অনুমান করা কর্ত্তব্য। রসগুণ তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, রূপাদিও গুণ, সুতরাং রূপাদিও জ্ঞানের দ্বারা জানা যাইবেক, এমন কোন নিয়ম নাই।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

——(*)——

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥১॥

অন্বয় :—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) জ্ঞানানাম্ উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) পরং (পরমাত্মবিষয়ং) জ্ঞানং ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতো (দেহবন্ধনাৎ) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, সকল-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরমাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান পুনর্ব্বার বলিব, যাহা জানিয়া সকল সন্ন্যাসী দেহ-বন্ধনের-পর পরম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত-হইতেছেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহা পরমাত্মবিষয়ক পূর্ব্বে নানাভাবে বলিলেও এক্ষণে পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান আমি তোমাকে বলিব ; এই জ্ঞানের অববোধ দ্বারা সন্ন্যাসিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য :—সর্ব্বমুৎপাগ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপগ্যত ইতি উক্তং, তৎ কথমিতি তৎ প্রদর্শনার্থং পরং ভূয় ইত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে, অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জগৎকারণত্বং, ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োরিত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তং, কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা বধ্নন্তীতি গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যমিত্যেবমর্থঞ্চ শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরঞ্চ জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষু অধ্যায়েষু অসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি তচ্চ পরং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ, কিং তৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমম্ উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি, নামানিত্বাদীনাং কিং তর্হি যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণামিতি তানি ন মোক্ষায়েদন্তু মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি

শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থং, যৎ জ্ঞাত্বা যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সন্ন্যাসিনো মননশীলাঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং ইতোঽস্মাদ্দেহবন্ধনাদূর্দ্ধং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্য সর্ব্বোৎপত্তিনিমিত্তত্বমজ্ঞাতং জ্ঞাপয়িতুমধ্যায়ান্তরমবতারয়ন্নধ্যায়য়োরুত্থাপ্যোত্থাপকত্বরূপাং সঙ্গতিমাহ সর্ব্বমিতি। বিধান্তরেণাধ্যায়ারম্ভং সূচয়তি অথবেতি। তদেব বক্তু মুক্তমনুবদতি ঈশ্বরেতি। প্রকৃতিস্থত্বং পুরুষস্য প্রকৃত্যা সহৈক্যাধ্যাসঃ তস্যৈব গুণেষু সঙ্গোঽভিনিবেশঃ। ষড়্বিধামাকাঙ্ক্ষাং নিক্ষিপ্য তদুত্তরত্বেনাধ্যায়ারম্ভে পূর্ব্ববদেব পূর্ব্বাধ্যায়সম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যাহ কস্মিন্নিতি। পূর্ব্বোক্তেনার্থেনাস্যাধ্যায়স্য সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। পরমিত্যস্য ভাবিকালার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং সঙ্গতিমাহ পরমিতি। ভূয়ঃশব্দস্যাধিকার্থত্বমিহ নাস্তীত্যাহ পুনরিতি। পুনঃশব্দার্থমেব বিবৃণোতি পূর্ব্বেষ্বিতি। পুনরুক্তিস্তহীত্যাশঙ্ক্য সূক্ষ্মত্বেন দুর্ব্বোধত্বাৎ পুনর্ব্বচনমর্থবদিত্যাহ তচ্চেতি। বিশেষ্যং প্রশ্নদ্বারা নির্দ্দিশতি কিন্তদিতি। নির্দ্ধারণার্থাং ষষ্ঠীমাদায় তস্য প্রকর্ষং দর্শয়তি সর্ব্বেষামিতি। পরমুত্তমমিতি পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য বিষয়ফলভেদান্নৈবমিত্যাহ উত্তমেতি। জ্ঞানং জ্ঞেয়মিত্যাদৌ জ্ঞানশব্দেনামানিত্বাদীনামুক্তত্বাত্তন্মধ্যে চ জ্ঞানস্য জ্ঞানানামিতি সাধ্যত্বেনোত্তমত্বান্ন তস্য বক্তব্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানানামিতি। নামানিত্বাদীনাং গ্রহণমিতিশেষঃ, ইতিশব্দাদূর্দ্ধং পূর্ব্ববদেব শেষো দ্রষ্টব্যঃ। যথোক্তজ্ঞানাপেক্ষয়া কুতস্তজ্জ্ঞানস্য প্রকর্ষস্তত্রাহ তানীতি। স্তুতিফলমাহ শ্রোতৃবুদ্ধীতি। জ্ঞানং জ্ঞাত্বা জ্ঞানস্য জ্ঞেয়ত্বোপগমাদনবস্থেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাপ্যেতি। মুনিশব্দস্য চতুর্থাশ্রমবিষয়ত্বে তন্মাত্রাদেব জ্ঞানাযোগাৎ কুতস্তেষাং মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ মননেতি। সিদ্ধের্জ্ঞানত্বং পরামিতি বিশেষণাদ্ব্যাবর্ত্ত্য মুক্তিত্বমাহ মোক্ষাখ্যামিতি। দেহাখ্যস্য বন্ধনস্যাধ্যাক্ষত্বমাহ অস্মাদিতি ॥ ১ ॥

রামানুজ।—ত্রয়োদশে প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যোন্যসংসৃষ্টয়োঃ স্বরূপযাথাত্ম্যং বিজ্ঞায়ামানিত্বাদিভির্ভগবদ্ভক্ত্যনুগৃহীতৈর্ব্বন্ধান্মুচ্যত ইত্যুক্তং। তত্র বন্ধহেতুঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসত্ত্বাদিগুণময়-সুখাদিসঙ্গ ইতি চাভিহিতং কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বিতি। অথেদানীং গুণানাং বন্ধহেতুতা প্রকারো গুণনিবর্ত্তন প্রকারশ্চোচ্যতে শ্রীভগবানুবাচ। পরং ভূয় ইতি। পরং পূর্ব্বোক্তাদন্যৎ প্রকৃতিপুরুষান্তর্গতমেব সত্ত্বাদিগুণবিষয়ং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি তচ্চ জ্ঞানং সর্ব্বেষাং প্রকৃতিপুরুষবিষয়জ্ঞানানামুত্তমং যদ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ তন্মননশীলা ইতঃ সংসারাৎ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ পরাং শুদ্ধাত্মস্বরূপপ্রাপ্তিরূপাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥

হনুমান্।—স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জগদ্কারণং ন তু সাংখ্যানামিব, গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তং গুণেষু কথং সঙ্গঃ কো বা গুণঃ কথং বধ্নাতি গুণেভ্যশ্চ মোক্ষং কথং বাস্যাদিত্যেতৎ প্রতিপাদনার্থমুক্তলক্ষণং বক্তব্যমিত্যেতদর্থঞ্চ শ্রীভগবানুবাচ। পরং প্রকৃষ্টং ভূয়ঃ পুনরপি জ্ঞানানাম্ ইতো দেহবন্ধনাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ। প্রাহ সংসারবৈচিত্রং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে। "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধী"ত্যুক্তং, স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিন্ত্বীশ্বরেচ্ছয়েতি কথন-

পূর্ব্বোক্তং কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বিত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্মনিষ্ঠং জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতং জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদি-বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ব্বে ইতোদেহ-বন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

বলদেব।—গুণাঃ স্যুর্ব্বন্ধকাস্তে তু পরিচেয়াঃ ফলৈস্ত্রয়ঃ। মদ্ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি প্রোক্তং চতুর্দ্দশে ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ে মিথঃসংপৃক্তানাং প্রকৃতিজীবেশ্বরাণাং স্বরূপাণি বিবিচ্য অমানিত্বাদিধর্ম্মৈর্ব্বিশিষ্টঃ প্রকৃতিবন্ধাদ্বিমুচ্যতে বন্ধহেতুশ্চ গুণসঙ্গ ইত্যুক্তম্। তত্র কে গুণাঃ কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং ফলং গুণসঙ্গিনঃ কিম্বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মুক্তিরিত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থম্ আত্মরুচ্যুৎপত্তয়ে ভগবান্ স্তৌতি পরমিতি দ্বাভ্যাম্। পরং পূর্ব্বোক্তাদন্যৎ প্রকৃতিজীবান্তর্গতমেব গুণবিষয়কং জ্ঞানং ভূয়ো বক্ষ্যামি যজ্জ্ঞানানাং প্রকৃতিজীব-বিষয়কাণামুত্তমং শ্রেষ্ঠং নবনীতবদুদ্ধৃতত্বাৎ। যজ্জ্ঞাত্বোপলভ্য সর্ব্বে মুনয়স্তন্মননশীলা ইতো লোকে পরমাত্মযাথাত্ম্যোপলব্ধিলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ। যদ্বা জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং তচ্চ প্রাগুক্তমপি ভূয়ঃ পুনর্বিধান্তরেণ বক্ষ্যামি। তচ্চ জ্ঞানানাং তপঃ প্রভৃতীনাং জ্ঞানসাধনানাং মধ্যে পরমুত্তমম্ অত্যুত্তমং তদন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ যজ্জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয় ইতো লোকাৎ পরাং মোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বাধ্যায়ে "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি"ত্যুক্তং, তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্যেশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্, এবম্ "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বি"ত্যুক্তং, তত্র কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তীতি বক্তব্যং, তথা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরমিত্যুক্তং তত্র ভূতপ্রকৃতিশব্দিতেভ্যো গুণেভ্যঃ কথং মোক্ষণং স্যান্মুক্তস্য চ কিং লক্ষণমিতি বক্তব্যং, তদেতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ বক্তুং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ আরভ্যতে, তত্র বক্ষ্যমাণমর্থং দ্বাভ্যাং স্তুবন্ শ্রোতৄণাং রুচ্যুৎপত্তয়ে শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানসাধনং পরং শ্রেষ্ঠং পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ, কীদৃশং তৎ জ্ঞানানাং জ্ঞানসাধনানাং বহিরঙ্গানাং যজ্ঞাদীনাং মধ্যে উত্তমং উত্তমফলত্বাৎ, নত্বমানিত্বাদীনাং, তেষামন্তরঙ্গত্বেনোত্তমফলত্বাৎ, পরমিত্যনেনোৎকৃষ্টবিষয়ত্ব-মুক্তম্, উত্তমমিত্যনেন তূৎকৃষ্টফলত্বমিতি ভেদঃ। ঈদৃশং জ্ঞানমহং প্রবক্ষ্যামি ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বে-ষধ্যায়েষসকৃদুক্তমপি, যৎ জ্ঞানং জ্ঞাত্বাঽনুষ্ঠায় মুনয়ঃ মননশীলাঃ সংন্যাসিনঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং ইতোদেহবন্ধনাদগতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুস্তে পরং যান্তীত্যুক্তং, তত্র কা বা ভূতপ্রকৃতিঃ, কিমাশ্রয়েণ তস্যা ভূতজনকত্বং, কথং বা বন্ধকত্বং, কথঞ্চ ততো মোক্ষঃ, কিঞ্চ মুক্তানাং লক্ষণম্ ইত্যেতদর্থজাতং বিবরীতুং চতুর্দ্দশোঽধ্যায় আরভ্যতে, তত্র রুচ্যুৎপাদনার্থং পরং

জ্ঞানং স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্ম ভূয়ঃ পুনঃ অসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি কিং তৎ স্বরূপমাহ জ্ঞানানাম্ অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং মধ্যে যদুত্তমং জ্ঞানং মোক্ষফলত্বাদন্তরঙ্গং তদ্বেতৎ। অহং ঘটং জানামীত্যত্রাহমর্থস্য ঘটাকারবৃত্তের্ঘটস্য চ জ্ঞানমস্তীতি বিষয়ভেদাৎ জ্ঞানত্রয়মস্তি, তত্রাদ্যং দ্বয়ং নান্তরীয়কং যচ্চ উত্তমং চরমং ঘটপ্রকাশফলরূপং জ্ঞানং তদেব পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ, যথোক্তং বার্ত্তিককারৈঃ, "পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা সংবিৎসৈবেহ মেয়োঽর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ" ইতি, যজ্জ্ঞাত্বা বেদান্তবাক্যজন্যয়াধীবৃত্ত্যা অপরোক্ষীকৃত্য পরাং সিদ্ধিং মোক্ষম্ ইতঃ সংসারাৎ সংসারং বিহায় গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—গুণাঃ স্যুর্ব্বন্ধকাস্তে তু ফলৈজ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশে। গুণাত্যয়ে চিহ্নতাতি (?) র্হেতু-র্ভক্তিশ্চ বর্ণিতা। পূর্ব্বাধ্যায়ে কারণং গুণো সঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ইত্যুক্তং তত্র কে গুণাঃ কীদৃশো গুণসঙ্গঃ কস্য কস্য গুণস্য সঙ্গাৎ কিং কিং ফলং স্যাৎ গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মোচনম্ ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তুবানো বক্তুং প্রতিজানীতে পরমিতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং পরম্ অত্যুত্তমম্॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ে "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমং। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥" (১৩শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে এই বিশ্বব্যাপার সঞ্জাত হইয়াছে। তথায় নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ বিষয়ে ঈশ্বরাধীনত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে "কারণং গুণাসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু।" (১৩শ অধ্যায় ২২ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবের সত্ত্বরজতমোগুণের সহিত মিলনেই সৎ অসৎ যোনিজন্মের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন্ গুণে কিরূপ সঙ্গ ঘটে, গুণ সমূহই বা কি, এবং কোন্ গুণ কি ভাবে বদ্ধ করে, ইহাই এস্থলে বিচার্য্য। অপি চ "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং।" (১৩শ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ভূতপ্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত গুণসমূহের হস্ত হইতে জীবের কি প্রকারেই বা মুক্তি সংঘটিত হইয়া থাকে? আর মুক্ত পুরুষের লক্ষণই বা কি? ইত্যাকার তত্ত্বসমূহ বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দশ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। প্রথমে শ্রোতৃগণের চিত্তকে তদভিমুখী করিবার অভিপ্রায়ে শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ সেই তত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বিবিধ বিধানে নানাস্থানে আমি জ্ঞানের কথা বিবৃত

করিয়াছি। কিন্তু তদ্বিষয়ে হে অর্জ্জুন! তোমার বোধ সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহা পুনঃ সংবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্টরূপে পরিকীর্ত্তন করিতেছি। এই জ্ঞান যজ্ঞাদি নিঃশ্রেয়স লাভের সাধনভূত ক্রিয়া কাণ্ডের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা নিয়মিত স্বর্গাদিভোগের প্রাপ্তি ঘটে, এবং তত্তদ্ ভোগাবসানে পুনরায় জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধন পুনঃ সংঘটিত হয়। কিন্তু যাহা সর্ব্বসন্তাপনাশক, যাহা নিঃশেষরূপে বন্ধন নির্ম্মুক্ত করিয়া জীবকে অনন্তানন্দের অধিকারী করে, সেই পরমফল কেবল জ্ঞান দ্বারাই লভ্য। এই জ্ঞান অমানিত্বাদি পূর্ব্বকথিত চিত্তোন্নতির অন্তরঙ্গস্বরূপ, এবং তত্তাবতের পরিপাকেই এই পরমজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। জ্ঞানের তত্ত্ব এইরূপ প্রয়োজনীয় ও পরম ফলপ্রদ বলিয়া আমি পুনরায় ধারাবাহিকরূপে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; এই জ্ঞানের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সন্ন্যাসিগণ * চরমে মোক্ষরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" (২য় অধ্যায় ৫৬ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে মুনির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরম জ্ঞান উপজাত না হইলে দুঃখে নিরুদ্বিগ্নতা, সুখে স্পৃহাহীনতা এবং সর্ব্বব্যাপারে রাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্যতা কখনই জন্মিতে পারে না। যাঁহাদের সেইরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাঁহারাই মুনি। পূর্ব্বাধ্যায়-নির্দ্দিষ্ট অমানিত্বাদি গুণসমূহ যাঁহার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছে, তিনিই উল্লিখিতরূপ মুনিগণের চূড়ামণি হইয়াছেন। এইরূপ মুনিগণ পরম জ্ঞান সহকারে এই নশ্বর দেহ-ত্যাগের পর পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

নবনীত যেমন দুগ্ধের সারস্বরূপ, এবং তাহা দুগ্ধেরই অন্তর্নিহিত, তদ্রূপ যে জ্ঞানের তত্ত্ব এক্ষণে শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিতেছেন, তাহা সকল জ্ঞানের সার স্বরূপ, অথচ সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত। প্রকৃতি পুরুষ ঘটিত যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ের পরিজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু অধুনা যে জ্ঞানের কথা তিনি স্পষ্টরূপে বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তত্তাবৎ জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

* সন্ন্যাসী—চতুর্থাশ্রমী। সতু চতুর্ব্বিধ। কুটীচরঃ ১ বহূদকঃ ২ হংসঃ ৩ পরম হংসঃ ৪। "সর্ব্বন্যাসে"

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভবাক্য। গুণের সঙ্গহেতু পুরুষ ও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা এবং সাংসারিক ব্যাপারের বিচিত্রতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে কথিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভবাক্য। গুণসমূহই বন্ধনের হেতুভূত, ফল দ্বারাই সেই গুণত্রয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহারা তদতীত, এই সকল তত্ত্ব চতুর্দ্দশাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পূজ্যপাজ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভবাক্য। সত্ত্বরজতম এই গুণত্রয়ই বন্ধনের হেতু এবং তাহারা ফলদ্বারা অনুমেয়; সেই গুণত্রয়ের বিনাশেই মুক্তি এবং ভক্তিই তাহার হেতু, ইহাই এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে*।

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (অনুষ্ঠায়) মম সাধর্ম্ম্যম্ (স্বরূপত্বং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গে (সৃষ্টিকালে) অপি ন জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) প্রলয়ে ন ব্যথন্তি (লীয়ন্তে) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—এই জ্ঞানকে অনুষ্ঠান-করিয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত [হইয়া] সৃষ্টিতেও জন্মে না, এবং প্রলয়ে বিনষ্ট-হয় না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—এই পরম জ্ঞানকে অনুষ্ঠান করিয়া সাধক আমারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সৃষ্টিকালে তাঁহাকে জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় না, অথবা প্রলয়কালে বিনাশাধীন হইতে হয় না ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্যাশ্চ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি ইদমিতি। ইদং জ্ঞানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতন্মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থো ন তু সমানধর্ম্মতাং সাধর্ম্ম্যং ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাৎ। গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থ-

---

হরৌ ভূপ ধর্ম্মঃ সন্ন্যাসিনাং ধ্রুবং। রক্তৈকবাসাদণ্ডী চ বিভর্ত্তি মৃৎকমণ্ডলুং। সর্ব্বত্র সমদর্শী চ স্মরেন্নারায়ণং সদা। করোতি ভ্রমণং নিত্য গেহে গেহেন তিষ্ঠতি। বিদ্যামন্ত্রঞ্চ কস্মৈচিৎ ন দদাতি চ [illegible]বতং। করোতি

মুচ্যতে। সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে, প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে ন চব্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানফলস্য কর্ম্মফলবৈলক্ষণ্যমাহ তস্যাশ্চেতি। কথং জ্ঞানাশ্রয়ণং তদ্ধেতুশ্রবণাদিসম্পত্তিদ্বারেত্যাহ জ্ঞানেতি। সাধর্ম্ম্যে গোগবয়য়োরিব বিদ্বদীশ্বরয়োরপি ভেদঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মৎস্বরূপতামিতি। সাধর্ম্ম্যস্য মুখ্যত্বে ভেদধ্রৌব্যাদ্গীতাশাস্ত্রবিরোধঃ স্যাদিত্যাহ ন স্থিতি। জ্ঞানস্তুতয়ে তৎফলস্য বিবক্ষিতত্বাচ্চ নাত্র সারূপ্যমিষ্টমিত্যাহ ফলেতি। সারূপ্যে ধীফলং হিত্বা ধ্যানফলমপ্রস্তুতং প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ঈশ্বরাত্মতাং গতানামেব অবান্তরসর্গাদৌ তদুৎপত্ত্যাদ্যভাবেঽপি মহাসর্গাদৌ তদ্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্গেঽপীতি ॥ ২ ॥

রামানুজ।—পুনরপি তদ্জ্ঞানং ফলেন বিশিনষ্টি ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ সর্গেঽপি নোপজায়ন্তেন সৃজিকর্ম্মতাং ভজন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ন চ সংসৃতিকর্ম্মতাং ভজন্তে ॥ ২ ॥

হনুমান্।—মমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং সধর্ম্মতাং, ন ব্যথন্তি ন চলন্তি ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়দুঃখং নানুভবন্তি পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব।—ইদমিতি। গুরূপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশস্য মম নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ সর্গে নোপজায়ন্তে সৃজিকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি প্রলয়ে ন ব্যথন্তে মৃতিকর্ম্মতাঞ্চ ন যান্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীববহুত্বমুক্তম্। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতম্ ॥ ২ ॥

মধুসূদন।—তস্যাঃ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি। ইদং যথোক্তং জ্ঞানং জ্ঞানসাধনমুপাশ্রিত্যানুষ্ঠায় মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপতামত্যন্তাভেদেনাগতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি হিরণ্যগর্ভাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোপজায়ন্তে, প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ন ব্যথন্তে ন চ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইদং জ্ঞানং বিষয়বিষয়িরূপবিকল্পবিনির্ম্মুক্তম্ উপাশ্রিত্য মম ঈশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং সর্ব্বাত্মত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বসর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বাদিধর্ম্মসাধর্ম্ম্যমাগতাঃ, তথা চ শ্রুতয়, "য এব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি সর্ব্বস্য বশীসর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সন্ সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবা সাধুনাকনীয়ানিতি" জ্ঞানফলম্ ঈশ্বরসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্তিমাহুঃ, কিঞ্চ ভুশুণ্ডীপ্রভৃতয়ো জ্ঞানবলাদেব

নাশ্রমং [illegible] করোতি নাস্তবাসনাং। করোতি নাস্তসঙ্গঞ্চ, নির্মোহঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। ন স্বাদু ভুঙ্ক্তে দৈবাচ্চ [illegible] ন বাঞ্ছিতং ভক্ষ্য বস্তু যাচতে গৃহিণং ব্রতী। ইতি সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্মমিত্যাহ কর্ম্ম[illegible]।"

সর্গেঽপি ন জায়ন্তে প্রলয়কালে চ তত্ত্বভূতভাবং গচ্ছন্তো প্রলয়াগ্ন্যাদিভিঃ ন ব্যথন্তে ব্যাথাং প্রাপ্নুবন্তি ইদং শ্লোকদ্বয়ং ভাষ্যে বক্ষ্যমাণজ্ঞানস্তুত্যর্থত্বেনৈব ব্যাখ্যাতং, তৎ জ্ঞানমুপাশ্রিত্যজ্ঞান-সাধনমনুষ্ঠায়েতিপদার্থঃ, শেষংস্পষ্টম্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—সাধর্ম্যাৎ সারূপ্যলক্ষণাং মুক্তিং ন ব্যথন্তি ন ব্যথন্তে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে জ্ঞানতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানের দ্বারা আরও কি ফল লব্ধ হইতে পারে, তাহাই এস্থলে কীর্ত্তন করিতেছেন। যে জ্ঞানের তত্ত্ব শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে প্রকটিত করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহাতে অধিকারী হইলে ব্রহ্মত্ব লব্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই জ্ঞানের উল্লেখ-সহকারে মানব আপনাকে ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া বুঝিতে পারে, এবং ক্রমোন্নতিসহকারে ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞানের প্রভাবে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ বোধ হইলে চরমে যে ফল হয়, তাহাই এস্থলে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ হইতেছে। যাঁহার এইরূপ ব্রহ্মভাব উপস্থিত হইয়াছে, যিনি আপনাকে ও পরমাত্মাকে একই বস্তু বলিয়া হৃদ্বোধ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন হিরণ্যগর্ভাদির (২৪৬।১৪৬১।১৫৪৭। পৃঃ টীঃ দ্রষ্টব্য) উদ্ভব হয়, তখন সেই আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; এবং যখন প্রলয়কালে (১৩১৯।১৫৪০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সমস্ত জাগতিক বস্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন হয়, তখনও সেই মহাত্মাকে ধ্বংসদশায় নিপতিত হইতে হয় না। যখন সৃষ্টির প্রারম্ভে বা প্রলয়-কালে তাঁহার আগমন ও নাশ নাই, তখন বারংবার কর্ম্মসূত্রাবলম্বনে পিতা মাতার সম্ভোগজনিত জনন এবং তদনন্তর নিয়মিত ভোগাবসানে মরণরূপ দুর্দ্দৈবের অধীনতা কখনই ঘটে না।

অদ্বৈতবাদিগণের অভিপ্রায় সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে দ্বৈত-বাদিগণ যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহা লিখিত হইতেছে। গুরূ-পদিষ্ট প্রণালী* ক্রমে বিশিষ্ট সাধন দ্বারা ভক্তগণ চরমে পরমাত্মার ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং তদ্রূপ গুণসমন্বিত হইয়া তাঁহারা জন্ম মৃত্যুর

* (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৫৯ অধ্যায়।) ব্যাস উবাচ। "এতদাশ্রম নিষ্ঠানাং যতীনাং নিয়তাত্মনাং। ভৈক্ষ্যং বর্ত্তনং প্রোক্তং ফলমূলৈরথাপি বা। এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসাজ্যেত বিস্তরে। ভৈক্ষে প্রসক্তো হি

অধীনতা ছিন্ন করিয়া থাকেন; অর্থাৎ তাঁহাদিগের জন্ম হয় না, সুতরাং জন্ম-রহিতের মৃত্যুও ঘটে না। ঋগ্বেদ-সংহিতার নিম্নলিখিত শ্রুতিমতানুকূল বোধে তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা;—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।" (ঋগ্বেদ ১ম অষ্টক ১ম খণ্ড ২২সূক্ত) ইহার ভাবার্থ; আকাশে সর্ব্বত্র বিস্তৃত নয়ন যেরূপ দর্শন করে, জ্ঞানিগণও সেইরূপে বিষ্ণুর পরমপদ দেখিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

——০:):*:(:০——

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ! ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—হে ভারত! মহৎব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থানং) তস্মিন্ (প্রকৃতৌ) অহং গর্ভং (চিদাভাসং) দধামি (নিক্ষিপামি) ততঃ (গর্ভাধানাৎ) সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) ভবতি ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! মহৎব্রহ্ম আমার যোনি, তাহাতে আমি গর্ভকে নিক্ষেপ-করি, তাহা-হইতে সকল-ভূতের উৎপত্তি-হয় ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভারত! মহৎব্রহ্মরূপা প্রকৃতি আমার গর্ভাধান-স্থান, আমি তাহাতে জগৎবিস্তারের হেতুভূত চিদাভাসকে নিক্ষেপ করি, তদ্দ্বারাই এই ভূতগ্রামের উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশভূতকারণমিত্যাহ মমেতি। মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকার্য্যেভ্যো মহত্বাৎ ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্‌ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহমবিদ্যাকাম-

যাত্রাকালবশেনাপ সন্ত্যজতি। সপ্তাগারং চরেদ্ভৈক্ষ্য মলাভেষে পুনশ্চরেৎ। প্রক্ষাল্য পাত্রে ভুঞ্জীয়াদদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ তৎ। অথবান্যদুপাদায় পাত্রং ভুঞ্জীত নিত্যশঃ। ভুক্ত্বা চ সন্ত্যজেৎ পাত্রং যাত্রামাত্রমলোলুপঃ। বিধুমে সন্নমুষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে। বৃত্তে শরাবসংপাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ। গোদোহমাত্রং তিষ্ঠেত কালম ভিক্ষুরধোমুখঃ। ভিক্ষেত্যুক্ত্বা সকৃত্তূষ্ণীমশ্নীয়াদ্বাগ্‌যতঃ শুচিঃ। প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ সমাচম্য যথাবিধি।

কর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সম্ভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ, ততস্তস্মাৎ যোনের্মূলকারণাদ্গর্ভাধানাৎ ভবতি ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানস্তুত্যা তদভিমুখায়াবহিতচেতসে বিবক্ষতমর্থমাহ ক্ষেত্রেতি। স্বরূপত্বেন স্বভূতত্বং বারয়তি মদীয়েতি। ঈশ্বরীং চিচ্ছক্তিং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্রিগুণাত্মিকেতি। সাংখ্যীয়প্রকৃতিরপি মদীয়েতি ব্যাবর্ত্তিতা যোনিশব্দেন সর্ব্বাণি ভবনযোগ্যানি কার্য্যাণি প্রত্যুপাদানত্বমভিপ্রেতমিত্যাহ সর্ব্বভূতানামিতি। প্রকৃতের্মহত্ত্বং সাধয়তি সর্ব্বেতি। সর্ব্বকার্য্যব্যাপ্তিমাদায় যোনাবেব ব্রহ্মশব্দঃ ন লিঙ্গবৈষম্যান্মহদ্ব্রহ্মেত্যর্থান্তরং কিঞ্চিদিত্যাশঙ্ক্যাহ যোনিরিতি। তস্মিন্নিত্যাদি ব্যাচষ্টে তস্মিন্নিতি। ঈদৃশস্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্য ভূতকারণত্বমিতি বক্তুমুপক্রম্য কিমিদমন্যদাদর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রেতি। গর্ভশব্দেনোক্তসংযোগস্য ফলং দর্শয়তি সম্ভব ইতি। আদিকর্ত্তা সভূতানাং ইতি স্মৃত্বা হিরণ্যগর্ভকার্য্যত্বাবগমাদ্ভূতানাং কথং যথোক্তগর্ভাধাননিমিত্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ হিরণ্যগর্ভেতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—অথ প্রাকৃতানাং গুণানাং বন্ধহেতুতাপ্রকারং বক্তুং সর্ব্বভূতজাতস্য প্রকৃতিসংসর্গজত্বং "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিদি"ত্যনেনোক্তং ভগবতা স্বেনৈব কৃতমিত্যাহ মমেতি। [মম মদীয়ং] কৃৎস্নস্য জগতো যোনিভূতং মহদ্ব্রহ্ম যৎ তস্মিন্ গর্ভং দধামাহম্। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা। অপরেয়মিতি" নির্দ্দিষ্টা চেতনাপ্রকৃতির্মহদহংকারাদিবিকারাণাং কারণতয়া মহদ্ব্রহ্মেত্যুচ্যতে শ্রুতাবপি ক্বচিৎ প্রকৃতিরপি ব্রহ্মেতি নির্দ্দিশ্যতে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ংতপঃ তস্মাদেতদ্ব্রহ্মনামরূপমন্নং চ জায়ত" ইতি। "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতামিতি" চেতনপুঞ্জরূপা যা প্রকৃতির্নির্দ্দিষ্টা সেহ সকলপ্রাণিবীজতয়া গর্ভশব্দেনোচ্যতে তস্মিন্ অচেতনে যোনিভূতে মহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ভং দধামি। অচেতনপ্রকৃত্যা ভোগক্ষেত্রভূতয়া ভোক্তৃবর্গপুঞ্জভূতাং চেতনপ্রকৃতিং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগান্মৎসঙ্কল্পকৃতাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং সম্ভবো ভবতি ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—মম মৎসম্বন্ধিনী যোনিঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষয়া মহত্ত্বাৎ বর্দ্ধমানা মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য বীজং বীর্য্যং ক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহং দধামি ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সংভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আদিত্যে দর্শয়িত্বান্নং ভুঞ্জীত প্রাঙ্মুখোঽম্বরঃ॥ হুত্বা প্রাণাহুতীঃ পঞ্চগ্রাসানষ্টৌ সমাহিতঃ। আচম্য দেবং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ীত পরমেশ্বরং। অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃন্ময়ং বৈণবং তথা। চত্বারি যতিপাত্রাণি মনুরাহ প্রজাপতিঃ। প্রদোষে পররাত্রে চ মধ্যরাত্রে তথৈব চ। সন্ধ্যাস্বহ্নি বিশেষেণ চিন্তয়েন্নিত্যমীশ্বরং।—ব্রতানি যানি ভিক্ষুনাং তথৈবোপব্রতানিচ। একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে। উপেত্যচ স্ত্রিয়ং কামাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাহিতঃ। প্রাণায়াম সমাযুক্তম্ কুর্য্যাৎ সান্তপনম্ শুচিঃ। ততশ্চরেত নিয়মান্ দৃৎস্নাম সংযতমানসঃ।

শ্রীধর।—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতিহেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানং স্থানং তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ, ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতীতি ॥ ৩ ॥

বলদেব।—তদেবং বক্তব্যার্থস্তুত্যা তস্মিন্ রুচিং শ্রোতুরুৎপাদ্য ভূমিরাপ ইত্যাদি-দ্বয়ার্থানুসারাৎ যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ ইত্যাদৌ প্রকৃতিজীবসংযোগং পরেশহেতুকমভিমতমিহ স্ফুটয়তি মমেতি। মহৎ সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণং। ব্রহ্মাভিব্যক্তসত্ত্বাদিগুণকং প্রধানং মম সর্ব্বেশ্বরস্যাণ্ডকোটিস্রষ্টুর্যোনির্গর্ভধারণস্থানং ভবতি। প্রধানে ব্রহ্মশব্দশ্চ। "তস্মাদেতদ্ব্রহ্মনাম-রূপমন্নং চ জায়ত" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মিন্মহতি ব্রহ্মণি যোনিভূতে গর্ভং পরমাণুচৈতন্যরাশিমহং দধাম্যর্পয়ামি। ভূমিরাপ ইত্যাদিনা যা জড়া প্রকৃতিরুক্তা সেহ মহদ্ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। ইতস্ত্বন্যা-মিত্যাদিনা যা চেতনা প্রকৃতিরুক্তা সেহ সর্ব্বপ্রাণিবীজত্বাদ্গর্ভশব্দেনেতি। ভোগক্ষেত্রভূতয়া জড়য়া প্রকৃত্যা সহ চেতনভোক্তৃবর্গং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো মহদ্ধেতুকাৎ প্রকৃতিদ্বয়সংযোগাৎ গর্ভাধানাদ্বা সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানাং সম্ভবো জনির্ভবতি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতিহেতুত্বং ন তু সাঙ্খ্যসিদ্ধান্তবৎ স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থমাহ দ্বাভ্যাং। সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষয়াঽধিকত্বাৎ কারণং মহৎ সর্ব্বকার্য্যানাং বৃদ্ধিহেতুরূপাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম, অব্যাকৃতং প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়ামহৎ ব্রহ্ম, তচ্চ মমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং সর্ব্বভূতজন্মকারণম্ অহং বহুস্যাং প্রজায়েতীক্ষণরূপং সঙ্কল্পং দধামি ধারয়ামি তৎসঙ্কল্পবিষয়ীকরোমীত্যর্থঃ। যথা হি কশ্চিৎ পিতা পুত্রমনুশয়িনং ব্রীহ্যাদ্যাহার-রূপেণ স্বস্মিন্ লীনং শরীরেণ যোজয়িতুং যোনৌ রেতঃসেকপূর্ব্বকং গর্ভমাধত্তে, তস্মাচ্চ গর্ভাধানাৎ স পুত্রঃ শরীরেণ যুজ্যতে, তদর্থং চ মধ্যে কললাদ্যবস্থা ভবতি, তথা প্রলয়ে ময়ি লীনমবিদ্যা-কামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ কার্য্যকারণসংঘাতেন যোজয়িতুং চিদাভাসাখ্যরেতঃসেকপূর্ব্বকং মায়াবৃত্তিরূপং গর্ভমহমাদধামি তদর্থং চ মধ্যে আকাশবায়ুতেজো-জলপৃথিব্যাদ্যুৎপত্ত্যবস্থাঃ, ততো গর্ভাধানাৎ সংভব উৎপত্তিঃ হিরণ্যগর্ভাদীনাং ভবতি হে ভারত! নেশ্বরকৃতগর্ভাধানং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

পুনরাশ্রমমাগত্য চরেত্তিক্ষুরতন্দ্রিতঃ। ননর্ম্মযুক্তমনৃতং হিনস্তীতি মনীষিণঃ। তথাপি ন চ কর্ত্তব্যঃ প্রসঙ্গো হ্যেষ দারুণঃ। একরাত্রোপবাসশ্চ প্রাণায়াম শতং তথা। উক্ত্বানৃতং প্রকর্ত্তব্যং যতিনা ধর্ম্মলিপ্সুনা॥ পরমাপদগতেনাপি ন কার্য্যং স্তেয়মন্ততঃ। স্তেয়াদভ্যাধিকঃ কশ্চিৎ নাস্ত্যধর্ম্ম ইতি স্মৃতিঃ॥ হিংসা চৈষা পরা-কৃষ্টা যা চাত্মজ্ঞাননাশিকা। যদেতদ্দ্রবিনং প্রাণাস্তে তু বহিশ্চরাঃ। স তস্য হরতে প্রাণান্ যো যস্য হরতে ধনম্॥

নীলকণ্ঠ।—অথেদানীং কাব্যাভূতপ্রকৃতিঃ, কিমাশ্রয়েণ তস্যাভূতজনকত্বং তদাহ মমেতি। মম শুদ্ধচিন্মাত্রস্য যোনিঃ প্রবেশস্থানং মহদ্‌ব্রহ্ম মহত্তত্ত্বস্য প্রথমকার্য্যস্য ব্রহ্মবৃংহকং কারণমব্যক্তাব্যাকৃতাপরপর্য্যায়ং ত্রিগুণাত্মকং মায়াখ্যং তস্মিন্ গর্ভং স্বপ্রতিবিম্বরূপং দধামি অহং চিদাত্মা ততো মৎপ্রতিবিম্বগর্ভিতায়া মায়া ততঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবনধর্ম্মাণাং মহদাদীনাং হিরণ্যগর্ভাদীনাঞ্চ সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি হে ভারত! এতেন চিৎপ্রতিবিম্ব সাপেক্ষত্বোপপাদনেন প্রকৃতেঃ সাংখ্যাভিমতং স্বাতন্ত্র্যং নিরস্তম্॥ ৩॥

বিশ্বনাথ।—অথানাত্মবিদ্যাকৃতস্য গুণসঙ্গস্য বন্ধহেতুতা প্রকারং বক্তুং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সম্ভবপ্রকারমাহ। মম পরমেশ্বরস্য যোনিগর্ভাধানস্থানং মহদ্‌ব্রহ্ম দেশকালানবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ বৃংহণাৎ কার্য্যরূপেণ বৃদ্ধিহেতৌ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। শ্রুতাবপি কচিৎ প্রকৃতি ব্রহ্মেতি নির্দ্দিশ্যতে। তস্মিন্নহং গর্ভং দধামি আদধামি। "ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং" ইত্যনেন চেতনপুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ তটস্থশক্তিরূপা নির্দ্দিষ্টা সা সকলপ্রাণি বীজতয়া গর্ভশব্দে-নোচ্যতে ততো মৎকৃতাৎ গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তিঃ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য—অতীত শ্লোকদ্বয়ে শ্রোতৃমন তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ আকৃষ্ট করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ শ্লোকদ্বয়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগপ্রণালী কীর্ত্তন করিতে-ছেন। এই শ্লোকে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, সেই নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত পুরুষ এই সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং তাঁহারই আয়োজনে এই ভৌতিক পদার্থপুঞ্জের উদ্ভব হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তান-লাভ-কামনায় পত্নীর যোনিদ্বার-পথে গর্ভে রেতঃসেক করিয়া থাকেন, পরব্রহ্মও তদ্রূপ মহদ্রূপ যোনিপথে চিদাভাস রেতঃ সেক দ্বারা এই সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পিতার শরীরে পুত্রের সূক্ষ্ম অংশসমূহ যেরূপে সংযুক্ত থাকে এবং যেমন রেতঃ-স্বয়ংই রূপান্তর ধারণ করিয়া পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন, এবং যথাকালে পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে এই সৃষ্ট পদার্থ পুঞ্জে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রলয়ে ভূতসমূহ অতি সূক্ষ্মরূপে

এবং কৃত্বা স দুষ্টাত্মা ভিন্নবৃত্তো ব্রতচ্যুতঃ। ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্। বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সম্বৎসরমিতি শ্রুতিঃ। ভূয়ো নির্ব্বেদমাপন্নশ্চরেদ্ভিক্ষুরতন্দ্রিতঃ। অকস্মাদপি হিংসান্তু যদি ভিক্ষু সমাচরেৎ। কুর্য্যাৎ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রন্তু চান্দ্রায়ণমথাপি বা। স্কন্দেদিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাৎ স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা যতির্যদি। তেন ধারয়িতব্যা-দ্বৈ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ। দিবাস্বপ্নে ত্রিরাত্রং স্যাৎ প্রাণায়াম শতং তথাং একান্নে মধুমাংসে চ নবশ্রাদ্ধে তথৈব চ। প্রত্যক্ষ লবণে চোক্তং প্রাজাপত্যং বিশোধনম্। ধ্যাননিষ্ঠস্য সততং নশ্যতে সর্ব্বপাতকং। তস্মান্মহেশ্বরং ধ্যাত্বা তস্য ধ্যানরতো ভবেৎ। (কূর্ম্মপুরাণ উপবিভাগে ২৮ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ যথা;— গৃহী প্রভৃতি আশ্রয়চতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম। সন্ন্যাস চতুর্ব্বিধ, কুটীচর, বাহূদক, হংস, পরমহংস।

পরব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। তিনি যখন "আমি বহু হইব" এইরূপ বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া চিদাভাসরূপে প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, তখনই হিরণ্যগর্ভের (২৪৬।১৪৬১।১৫৪৭ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) উদ্ভব হয়, এবং সেই হিরণ্যগর্ভ হইতে এই স্থাবরজঙ্গম বিশ্ব ব্যাপারের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। যেরূপ যৌনসংসর্গ-প্রণালী অবলম্বনে জীবপ্রবাহ অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টির আদি ক্রমও তদনুরূপ, ইহাই প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যোনি পদের উল্লেখ হইয়াছে। ব্রহ্মের বাসনার পরই চিদাভাসরূপে প্রকৃতিকে আশ্রয় করাই যৌন সংসর্গজনিত পুরুষের রেতঃসেক বুঝিতে হইবে। সেই গর্ভাধানব্যাপারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব, তদনন্তর এই সৃষ্টিপ্রবাহ। জীব অনুশয় অর্থাৎ অন্তিম বাসনা ও আসক্তি কাম প্রভৃতি সহকারে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভকালে তাহাদিগের বাসনানুকূল ভোগাভোগরূপ সংযোগ-বিধান সেই ব্রহ্মেরই ব্যবস্থায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

প্রলয়ান্তে অবিমুক্ত জীবসমূহের চিদংশ চিন্ময় ভগবান্‌কে আশ্রয় করে। যখন ব্রহ্ম স্বয়ং বহু হইবার বাসনা করিয়া থাকেন, তখনই সেই বহুবিধ জীবের চৈতন্যসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্ত্বরজতমোগুণা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। তদনন্তর সেই অতি সূক্ষ্ম চিদ্রূপ পদার্থসমূহ স্ব স্ব বাসনাদির অনুসারে সত্ত্বরজ ও তমোগুণের তারতম্যক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম কলেবরাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রূপেই হিরণ্যগর্ভ হইতে সূক্ষ্ম কীটাণুরও উদ্ভব হয়। ইহাই প্রকৃতি পুরুষের যৌনসংসর্গ, ও তাহারই পরিণামস্বরূপ সৃষ্টির ক্রম। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরব্রহ্ম হইতে এই ক্রমে জীবপ্রবাহের আবির্ভাব হয়, এবং প্রলয়কালে এইরূপে সত্ত্বরজতমোগুণত্রয় লীন হইয়া যায় এবং চিদ্রূপ পদার্থপুঞ্জ সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার (১৪৬৮ পৃষ্ঠা টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে, এস্থলে তাহারও আলোচনা করা

হে নৃপ! ভগবানে সমস্তকর্ম্ম সমর্পণ করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তিনি একমাত্র রক্তাম্বর ও দণ্ডধারণ করিয়া মৃণ্ময় কমণ্ডলু হস্তে সর্ব্বভূতে সমদর্শন ও নারায়ণকে স্মরণ করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করেন, কখনও এক স্থানে অবস্থান করেন না। তিনি সহসা কাহাকেও বিদ্যা বা মন্ত্র প্রদান করেন না, কোন স্থানে বাসের নিমিত্ত আশ্রম নির্ম্মাণে উদ্যোগী হন না, কোন বস্তুলাভের কামনা করেন না তাঁহার কোন সঙ্গ নাই মমতা নাই; তিনি সুস্বাদুভক্ষ্য ভোজন বা দৈবক্রমেও স্ত্রীমুখ দর্শন করেন না। কোন গৃহস্থের নিকট তিনি বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করেন না। ভগবান্ পদ্মযোনি সন্ন্যাসিগণের এই প্রকার ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণের

আবশ্যক। জীবসমূহ মরণান্তে যে যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, এবং তদনন্তর বিহিত ভোগাবসানে যে যে প্রণালীক্রমে পুনরাবির্ভূত হইয়া থাকে, তাহা তথায় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গ পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, জননাভিলাষী জীবগণ চন্দ্রমণ্ডল হইতে বর্ষিত হিমানীরূপে ব্রীহিযবাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পরে তত্তদ্ পদার্থভোজী পুরুষ ও নারীর শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধ হইতেছে যে, মৃত্যুর পরেও অতি সূক্ষ্মরূপে বাসনা ও দেহের বীজ বিদ্যমান থাকে; প্রলয়ান্তে তাহাই পরব্রহ্মে ও প্রকৃতিতে লীন হয়; এবং পুনঃ সৃষ্টিকালে তাহা জীবরূপে পরিণত হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ভূতপুঞ্জ যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বে "যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ" (১৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে "ভূমিরাপোঽনলো বায়ু" (৭ম অধ্যায় ৪ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে এবং তদনন্তর "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং" (৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক) এই বাক্যে প্রকৃতির তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, তদুভয়কে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। অচেতন রূপা প্রকৃতিতে ব্রহ্ম চেতনরূপ জীবের সংযোগ করিয়া থাকেন; সেই জীব সেই প্রকৃতি হইতে চেতনরূপে আবির্ভূত হইয়া বাসনানুরূপ বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ভিক্ষালব্ধ অন্ন কিম্বা ফলমূলদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধেয়। তাঁহারা এক সময়েই ভিক্ষা করিবেন, বারংবার ভিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবেন না; কারণ সন্ন্যাসী ভিক্ষাতে অধিক আসক্ত হইলে পুনর্ব্বার বিষয় ভোগে লিপ্ত হইতে পারেন। সপ্তগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাহাতে জীবং নাপযোগী দ্রব্য লাভ না হইলে আর দুই গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন। জলের দ্বারা উত্তমরূপে পাত্রপ্রক্ষালন করিয়া তাহাতে ভোজন করিবেন। নিত্য পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ভোজন উচিত এবং ভোজনান্তে তাহা পরিত্যজ্য। কল্যকার জন্য তাহা রাখিয়া দিবে না। সন্ন্যাসী গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া একবার মাত্র "ভিক্ষা" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া গোদোহনপরিমিতকাল নীরবে অপেক্ষা করিবেন। ভোজন কালে যতি বাগ্‌যত ও শুচি হইবেন।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! (কুন্তীনন্দন!) সর্ব্বযোনিষু (মনুষ্যাদি-সর্ব্বভূতেষু) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ (জীবাঃ) সম্ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) তাসাং (মূর্ত্তীনাং) মহৎব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) যোনিঃ (কারণং) অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ:—হে কুন্তীনন্দন! সর্ব্বযোনিতে যে জীব-সকল সম্ভূত-হয়, তাহাদের প্রকৃতি কারণ, আমি গর্ভাধান-কর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কুন্তীতনয়! মনুষ্যাদি বিবিধ যোনিতে যে সকল স্থাবরজঙ্গমাদি মূর্ত্তিসমূহ উদ্ভূত হয়, প্রকৃতি তাহাদের কারণ অর্থাৎ জননীরূপা এবং আমি বীজাধানকারী পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বযোনিষ্বিতি। দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিসর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয়! মূর্ত্তয়ো দেহসংস্থানলক্ষণা মূর্চ্ছিতাঙ্গাবয়বা মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাস্তাসাং মূর্ত্তীনাং ব্রহ্ম মহৎ সর্ব্বাবস্থং যোনিঃ কারণমহমীশো বীজপ্রদো গর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—নমু কথমুক্তকারণানুরোধেন হিরণ্যগর্ভোদ্ভবমভ্যুপেত্য ভূতানামুৎ-পত্তিরুচ্যতে দেবাদিজাতিবিশেষেষু দেহবিশেষাণাং কারণান্তরসম্ভবাত্তত্রাহ সর্ব্বযোনিষ্বিতি। তত্র তত্র হেত্বন্তরপ্রতিভানে কুতোহস্য হেতুত্বমিত্যাশঙ্ক্য ন তদ্রূপেণাস্যৈবাবস্থানাদিত্যাহ সর্ব্বাবস্থমিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—কার্য্যাবস্থেহপি চিদচিৎ প্রকৃতিসংসর্গো ময়ৈব কৃত ইত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু দেবগন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসমনুষ্যপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপাদিষু যোনিষু তত্তন্মূর্ত্তয়ো যাঃ সম্ভবন্তি জায়ন্তে তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিঃ কারণং ময়া সংযোজিতচেতনবর্গা মহদাদিবিশেষান্তাবস্থা প্রকৃতিঃ কারণ-

হস্তপদপ্রক্ষালনের অনন্তর যথাবিধি আচমণ করিবেন, এবং আদিত্যদেবকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া পূর্ব্বমুখে ধীরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক পঞ্চপ্রাণাহুতি প্রদান করিবেন অনন্তর অষ্টগ্রাস ভোজন করিবেন। পরে আচমনান্তে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন। অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃৎপাত্র এবং বেণুবংশপাত্র এই চারি প্রকার যতিপাত্র। প্রদোষে, মধ্যরাত্রে, শেষরাত্রে এবং সন্ধ্যাকালে বিশেষরূপে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবেন। সন্ন্যাসীর যে যে ব্রত ও নিয়ম বিহিত আছে, তাহাদের প্রত্যেকের অতিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। ইন্দ্রিয়ের উন্মেষনায় স্ত্রীগমন করিয়া প্রাণায়ামযুক্ত সান্তপণ নামক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, পরিহাসকালে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ নহে, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের এরূপ পরিহাস সূচক মিথ্যা প্রসঙ্গও কর্ত্তব্য নহে। তিনি

মিত্যর্থঃ। অহং বীজপ্রদঃ পিতা। তত্র তত্র চ তত্তৎ কর্ম্মানুগুণ্যেন চেতনবর্গস্য সংযোজকশ্চাহমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

হনুমান্।—সর্ব্বযোনিষু দেবাদ্যাসু মূর্ত্তয়ঃ সংস্থানানি বিশিষ্টানি ভূতানি তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনিরহং বাসুদেবঃ পিতা॥ ৪॥

শ্রীধর।—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারোঽপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্ম্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ পিতা গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা॥ ৪॥

বলদেব।—সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু দেবাদিস্থাবরান্তাসু যোনিষু যা মূর্ত্তয়স্তনবঃ সংভবন্তি তাসাং মহদ্ব্রহ্ম প্রধানং যোনিরুৎপত্তিহেতুর্ম্মাতেত্যর্থঃ। বীজপ্রদস্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন পরমাণুচৈতন্যরাশিসংযোজকঃ পরেশোঽহং পিতা ভবামি॥ ৪॥

মধুসূদন।—নন্ কথং সর্ব্বভূতানাং ততঃ সম্ভবো দেবাদিদেহবিশেষাণাং কারণান্তরসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিসর্ব্বযোনিষু যা মূর্ত্তয়ঃ জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জাদিভেদেন বিলক্ষণবিবিধসংস্থানাস্তনবঃ সম্ভবন্তি হে কৌন্তেয়। তাসাং মূর্ত্তীনাং তত্তৎকারণভাবাপন্নং মহৎ ব্রহ্মৈব যোনির্ম্মাতৃস্থানীয়া, অহং পরমেশ্বরোবীজপ্রদঃ গর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা, তেন মহতোব্রহ্মণ এবাবস্থাবিশেষঃ কারণান্তরাণীতি যুক্তমুক্তং সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতীতি॥ ৪॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ সর্ব্বেষু ভূতেষু উপাদানভূতেষু পৃথিব্যামোষধয় ইব যাঃ মূর্ত্তয়ঃ শরীরাণি সুরনরতির্য্যক্স্থাবরাত্মকানি চতুর্ব্বিধানি সম্ভবন্তি তাসাং মূর্ত্তীনাং ব্রহ্মমহৎ পূর্ব্বোক্তং (মহতোব্রহ্ম ব্রহ্মমহৎ রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ।) মায়ৈব যোনিরিত্যর্থঃ অহন্তু তাসাং বীজপ্রদঃ পিতা তাস্বপি স্বপ্রতিবিম্বস্যার্পয়িতা, যথা পুরুষো ভার্য্যায়াং অনুশয়িসংপৃক্তং রেতো নিষিঞ্চতি ততো ভার্য্যাতঃ পিণ্ডোৎপত্তিঃ রেতোংশস্য চৈতন্যোৎপত্তিরিতি চৈতন্যবিশিষ্টস্য পিণ্ডস্য পিতাঽহং মাতা চ মায়েত্যর্থঃ॥ ৪॥

মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিলে একরাত্র উপবাস এবং শত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেন। অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও মিথ্যাপ্রয়োগ উচিত নহে; কারণ মিথ্যার তুল্য আর অধর্ম্ম নাই। হিংসা এবং তৃষ্ণা আত্মজ্ঞান বিনাশক। ইহার অনুষ্ঠানে দুষ্টাত্মা সন্ন্যাসী ব্রতচ্যুত হয়। যদি সেই সন্ন্যাসীর অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে পুনর্ব্বার একবৎসরসাধ্য চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। দৈববশতঃ হিংসা করিলে কৃচ্ছ্র ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ করিবে। স্ত্রীলোক দর্শনে ইন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত যদি মন উত্তেজিত হয়, তবে ষোড়শ প্রাণায়াম করা কর্ত্তব্য। দিবা নিদ্রা করিলে ত্রিরাত্রোপবাস এবং শত প্রাণায়াম করিবে। মধু-মাংস-নব-শ্রাদ্ধান্ন, এবং প্রত্যক্ষ লবণ-ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান তেম্না বিধেয়। ধ্যাননিষ্ঠসন্ন্যাসীর সর্ব্বপাপ নাশ হইয়া থাকে। অতএব সন্ন্যাসী সর্ব্বদা ধ্যানরত থাকিবেন। * ব্রহ্মাদি-

বিশ্বনাথ। ন কেবলং সৃষ্ট্যুৎপত্তি-সময় এব সর্ব্বভূতানাং প্রকৃতির্মাতা অহংপিতা, অপিতু সর্ব্বদৈবেত্যাহ সর্ব্বাসু যোনিষু দেবাদ্যাসু স্তম্বপর্য্যন্তাসু যা মূর্ত্তয়ো জঙ্গমস্থাবরাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহৎব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনিরুৎপত্তিস্থানং মাতা অহং বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে আপনাকে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে প্রকৃতি নামাভিধেয় মহদ্‌ব্রহ্মরূপ যোনি মধ্যে গর্ভাধান কর্ত্তা বলিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি ইহাই বলিতেছেন যে কেবলমাত্র সৃষ্টির প্রারম্ভ কালেই তিনি পিতৃস্বরূপে সম্বদ্ধ ছিলেন, এরূপ নহে; অপিচ ধারাবাহিকরূপে তাবৎ পদার্থেরই তিনি পিতৃস্বরূপ। হে কৌন্তেয়! তুমি মনে করিতে পার যে, সৃষ্টির সূচনা সময়ে আমি বহু হইবার সংকল্প করিয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় পূর্ব্বক জীব প্রবাহের উদ্ভব করিয়াছি। তদনন্তর এই সৃষ্টি চক্র স্বকীয় শক্তিতেই জন্মাদি বিকারসমূহ প্রাপ্ত হইতেছে এবং সৃষ্টির ক্রম সংরক্ষণ করিতেছে। এরূপ মনে করা

বেদাচার্য্য বিষ্ণু দ্বিতীয় আচার্য্য, রুদ্র তৃতীয়, বশিষ্ঠ চতুর্থ, শক্ত্রি পঞ্চম, পরাশর ষষ্ঠ, ব্যাস সপ্তম, শুক অষ্টম, গৌড় নবম, গোবিন্দ দশম এবং শঙ্করাচার্য্য একাদশ আচার্য্য। তন্মধ্যে সত্যযুগে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এই তিন আচার্য্য, ত্রেতায় বশিষ্ঠ শক্ত্রি পরাশর, দ্বাপরে ব্যাস শুক এবং কলিতে গৌর গোবিন্দ শঙ্কর এই তিন আচার্য্য। শঙ্করাচার্য্যের চারিজন শিষ্য। স্বরূপাচার্য্য, পদ্মাচার্য্য ত্রোটকাচার্য্য, পৃথ্বীধরাচার্য্য। স্বরূপাচার্য্যের দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম। পদ্মাচার্য্যের দুই শিষ্য বন, আরণ্যক। ত্রোটকাচার্য্যের তিন শিষ্য গিরি, পর্ব্বত, সাগর। পৃথ্বীধরাচার্য্যের তিন শিষ্য সরস্বতী, ভারতী, পুরী। শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত উল্লিখিত রূপ সন্ন্যাসী ইদানীংকালে নানারূপ ভাগে বিভক্ত হইয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেছেন। সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী গুরুর সমীপে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করেন, এবং নানাতীর্থ ও জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া যথোপযুক্তকালে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। "তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর ॥" (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮ম উল্লাস)

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রকৃত লক্ষণ। শাস্ত্রে তাঁহাদের উপানৎ যষ্টি এবং শীত নিবারণের কন্থা ধারণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালের সন্ন্যাসিগণ নানা স্থানের নানাপ্রকার বলয় কঙ্কন রুদ্রাক্ষাদি দেহে ধারণ করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত ডোর কৌপীন ও গেরুয়া বসনাদি ব্যবহার করেন। পরব্রহ্মের সহিত অভেদ জ্ঞান হেতু আপনাকেও ব্রহ্মরূপে অনুভব করাই সন্ন্যাসীর লক্ষণ, এবং যিনি সেই রূপ জ্ঞানে উন্নত হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ সন্ন্যাসী। কিন্তু বর্ত্তমানকালে সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশ্য সেইরূপ হইলেও ইঁহাদের সাধনা কেবল তীর্থভ্রমণ ও শিবোপাসনা মাত্রে পর্য্যবসিত। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী কামনা শূন্য এবং আসক্তি বর্জ্জিত সন্ন্যাসী এখন নিতান্ত বিরল। বর্ত্তমান কালে অনেক সন্ন্যাসী কেবল ভিক্ষা বৃত্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করেন; সাধনা ও আত্মোন্নতির কোন নিয়ম বা অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন না।

ভ্রম। কারণ এই বিশ্বে বিভিন্ন প্রকার বিচিত্রতাপূর্ণ নানারূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যে সকল জীব স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে ও বিচরণ করিতেছে, তত্তাবৎ স্ব স্ব শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট যোনি পথে আবির্ভূত হইতেছে সত্য; কিন্তু ইহা নিঃসংশয়িত সত্য যে প্রকৃতি তৎসমস্তের আদিস্বরূপ, কারণ স্বরূপ এবং পরম যোনিস্বরূপ। হে কুন্তীনন্দন! আমি সেই প্রকৃতিরূপ পরম যোনিতে গর্ভাধান-কারী পিতা। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পরব্রহ্ম হইতেই এই জগতের যাবতীয় মূর্ত্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ দেব * পিতৃ, মনুষ্য, পশু, পক্ষীরূপ জরায়ূজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জের † উৎপত্তি হইয়াছে। তত্তাবৎ পৃথক পৃথক যোনি হইতে উদ্ভুত হইলেও প্রকৃতিই তাহাদের মাতৃস্বরূপা এবং পরমেশ্বরই পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

---

* দেব।—শাস্ত্রে কথিত আছে, দেবতা তেত্রিশ কোটী। "সদারা বিবুধাঃ সর্ব্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ। ত্রৈলোক্যে তত্রয়স্ত্রিংশৎকোটী সংখ্যা যথা ভব।" (পদ্ম পুরাণ) দেবগণ অমর, জোতির্ম্ময় দেহ সম্পন্ন সত্বগুণশালী। স্বর্গ ইহাঁদের বাসস্থান। 'নৃপাণাং দৈবতং বিষ্ণুস্তথৈবচ পুরন্দরঃ। বিপ্রাণামগ্নিরাদিত্যো ব্রহ্মা চৈব পিনাকধৃক্। দেবানাং দৈবতং বিষ্ণুর্দানবানাং ত্রিশূলভৃৎ। গন্ধর্ব্বাণাং তথা সোমো যক্ষাণামপি কথ্যতে। বিদ্যাধরাণাম্ বাগ্দেবী সাধ্যানাং ভগবান্ হরিঃ। রক্ষসাম্ শঙ্করোরুদ্রঃ কিন্নরাণাঞ্চ পার্ব্বতী। ঋষীণাং দৈবতং ব্রহ্মা মহাদেবশ্চ শূলভৃৎ। মনূনাং স্যাদুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সভাস্করঃ। গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বেস্যু ব্রহ্মা বৈ ব্রহ্ম-চারিণাং। বৈখানসামম্বিকা স্যাদ যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ। ভূতানাং ভগবানরুদ্রঃ কুষ্মাণ্ডানাং বিনায়কঃ। সর্ব্বেষাং ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ।" (কূর্ম্মপুরাণ) অর্থাৎ নৃপতিগণের দেবতা বিষ্ণু এবং ইন্দ্র; বিপ্রগণের দেবতা অগ্নি, সূর্য্য, ব্রহ্মা এবং মহাদেব; দেবগণের দেবতা বিষ্ণু এবং দানবগণের দেবতা শিব; গন্ধর্ব্বগণের ও যক্ষগণের দেবতা চন্দ্র, বিদ্যাধরগণের দেবতা সরস্বতী, সাধ্যগণের হরি, রাক্ষসগণের দেবতা শঙ্কর, কিন্নরগণের পার্ব্বতী, ঋষিগণের দেবতা ব্রহ্মা এবং মহাদেব, মনুগণের ও গৃহস্থগণের দেবতা উমা, বিষ্ণু ও সূর্য্য, ব্রহ্মচারিগণের ও দেবতা ব্রহ্মা, বৈখানসগণের দেবতা অম্বিকা যতিগণের মহেশ্বরঃ; ভূতগণের দেবতা রুদ্র; কুষ্মাণ্ডগণের দেবতা বিনায়ক, এবং সকলেরই দেবতা ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা।

‡ জরায়ুজাদি।—জরায়ুজানি, জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্য পশ্বাদীনি। অণ্ডজানি, অণ্ডেভ্যো জাতানি পক্ষী-স্বেদেভ্যো পন্নগাদানি। স্বেদজানি, জাতানি যুকমশকাদীনি। উদ্ভিজ্জানি, ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতানি লতাবৃক্ষাদীনি। (বেদান্তসার) জরায়ূ হইতে যাহারা জন্মে, তাহারাই জরায়ুজ; যেমন মনুষ্য পশু প্রভৃতি। অণ্ড হইতে যাহারা জন্মে, তাহারাই অণ্ডজ পক্ষী সর্পাদি। স্বেদ অর্থাৎ উষ্ম হইতে যাহারা জন্মে তাহারাই স্বেদজ যুক (উকুন) মশকাদি। ভূমি ভেদ করিয়া যাহারা জন্মে, তাহারাই উদ্ভিদ, লতা বৃক্ষাদি।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। হে মহাবাহো! (ভুজবলশালিন্!) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাতাঃ) গুণাঃ দেহে (শরীরে) অব্যয়ং (বিকার-রহিতং) দেহিনং (আত্মানং) নিবধ্নন্তি (বদ্ধং কুর্ব্বন্তি) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ। হে মহাবাহো! সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই প্রকৃতি-জাত গুণ-সকল শরীরে অব্যয় আত্মাকে বদ্ধ করে॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা। হে অসীমভুজবলশালিন্ অর্জ্জুন! সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত এবং ইহারাই এই শরীরে নির্বিকারী আত্মাকে জন্মমৃত্যু সুখাদিভোগে সংবদ্ধ করে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য। কে গুণাঃ কথং বধ্নন্তীত্যুচ্যতে সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং নামানো গুণা ইতি পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবৎ দ্রব্যাশ্রিতাঃ, ন চ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতং, তস্মাদ্গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তীব তমাস্পদীকৃত্যাত্মানং প্রতিলভন্তে ইতি নিবধ্নন্তীত্যুচ্যতে। তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়াসম্ভবা নিবধ্নন্তীব হে মহাবাহো! মহান্তৌ সমর্থতরাবাজানুপ্রলম্বৌ বাহূ যস্য স মহাবাহুঃ, হে মহাবাহো! দেহে শরীরে দেহিনং দেহবন্তম্ অব্যয়মব্যয়ত্বঞ্চোক্তমনাদিত্বাদিশ্লোকে ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাজ্জগদুৎপত্তিং দর্শয়তা ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া সংসরতীত্যুক্তম্ ইদানীমধ্যায়াদৌ উক্তমাকাঙ্ক্ষাদ্বয়ং পূর্ব্বমনূদ্যানন্তরশ্লোকেনোত্তরমাহ কে গুণাইতি। সত্ত্বাদিষু কথং গুণশব্দ প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য পরতন্ত্রত্বাদিত্যাহ গুণাইতি। রূপাদিষিব গুণশব্দঃ সত্ত্বাদিষু দ্রব্যাশ্রিতত্বং নিমিত্তীকৃত্য কিং নস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পারিভাষিক ইতি। প্রকৃত্যাত্মকানাং তেষাং সর্ব্বাশ্রয়ত্বান্নৈবমিত্যাহ ন রূপাদিবদিতি। গুণানাং প্রকৃতেশ্চ গুণগুণিনোরন্যত্বে কুতস্তেষাং প্রকৃত্যাত্মত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ নচ গুণেতি। অত্যন্তভেদে গবাশ্ববত্ত-দ্ভাবাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ভেদাভেদেচ তস্তাদাসম্ভবাদ্বিবিশেষাং কুতস্তেষু গুণপরিভাষেত্যাশঙ্ক্যাহ গুণাদিতি। ক্ষেত্রজ্ঞম্প্রতি নিত্যপারতন্ত্র্যে হেতুমাহ অবিদ্যেতি। কে গুণাইত্যস্যোত্তরমুক্তং কথং বধ্নন্তীত্যস্যোত্তরমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তদেবোপপাদয়তি তমাস্পদীকৃত্যেতি। সম্ভবত্যা-দ্যাদিঃ সম্ভবঃ প্রকৃতিঃ সম্ভবো যেষাং তে তথেতি। প্রাকৃতানাং গুণানাং প্রকৃত্যাত্ম-কত্বমাহ তে চেতি। সাংখ্যীয়াম্প্রকৃতিং প্রধানাখ্যাং ব্যাবর্ত্তয়তি ভগবদিতি। ইবকারানুবন্ধেন বিকরাঃ বদ্ধা স্বাধিকারবত্তয়োপদর্শয়ন্তীতি। ক্রিয়াপদং ব্যাখ্যায় মহাবাহুশব্দং ব্যাচষ্টে মহা-ন্তাবিতি। দেহবন্তং দেহমাত্মানং মন্যমানং দেহস্বামিনমিত্যর্থঃ। কুটস্থস্য কথং বধ্যমান-

স্বমিত্যাশঙ্ক্য কুর্য্যাম্মোরাবণুধিয়মিতি ন্যায়েন মায়ামাহাত্ম্যমিদমিত্যাহ অব্যয়মিতি। স্বতো ধর্ম্মতো বা ব্যয়রাহিত্যাপেক্ষায়মাহ অব্যয়ত্বিশ্চেতি। ৫।

রামানুজ। এবং স্বর্গাদৌ প্রাচীনকর্ম্মবশাদচিৎসংসর্গেণ দেবাদিষু যোনিষু পুনঃ পুনর্দ্দেবাদিভাবেন জন্মহেতুমাহ সত্ত্বমিতি। সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়োগুণাঃ প্রকৃতেঃ স্বরূপানুবন্ধিনঃ স্বভাববিশেষাঃ প্রকাশাদিকার্য্যৈকনিরূপণীয়াঃ। প্রকৃত্যবস্থায়ামনুদ্ভূতাঃ তদ্বিকারেষু মহদাদিষূদ্ভূতাঃ মহদাদিবিশেষাস্তৈরারব্ধদেবমনুষ্যাদিদেহসম্বন্ধিনং দেহিনমব্যয়ং স্বতো গুণসম্বন্ধানর্হং দেহে বর্ত্তমানং নিবধ্নন্তি দেহে বর্ত্তমানত্বোপাধিনা নিবধ্নন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্। কে গুণাঃ কথং বা বধ্নন্তীত্যভিপ্রেত্যোচ্যতে সত্ত্বমিতি, প্রকৃতিসম্ভবাঃ অবিদ্যাসম্ভবাঃ, নিবধ্নন্তি নিগৃহ্ণন্তি অব্যয়ম্ অবিনাশিনম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর। তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্যেদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়োগুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বলদেব। অথ কে গুণাঃ কথং তেষু পুরুষস্য সঙ্গঃ কথং বা তে তং নিবধ্নন্তীত্যাহ সত্ত্বমিতি চতুর্দ্দশভিঃ। সত্ত্বাদিসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেরভিব্যক্তাঃ তে স্বকার্য্যে দেহে স্থিতং পুরুষমব্যয়ং বস্তুতো নির্ব্বিকারমপি নিবধ্নন্তি অবিবেক-গৃহীতৈঃ সুখদুঃখমোহৈঃ স্বধর্ম্মৈস্তং যোজয়ন্তীতি ॥ ৫ ॥

মধুসূদন। তদেবং নিরীশ্বরসাঙ্খ্যনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্যেশ্বরাধীনত্বমুক্তম্, ইদানীং কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তীত্যুচ্যতে সত্ত্বমিত্যাদিনা অধ্যায়সমাপ্তেঃ প্রাক্ চতুর্দ্দশভিঃ—সত্ত্বরজস্তম ইত্যেবংনামানো গুণা নিত্যপরতন্ত্রাঃ পুরুষং প্রতি সর্ব্বেষামচেতনানাং চেতনার্থত্বাৎ নতু বৈশেষিকানাং রূপাদিবদ্দ্রব্যাশ্রিতাঃ, নচ গুণগুনিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতং গুণত্রয়াত্মকত্বাৎপ্রকৃতেঃ, তর্হি কথং প্রকৃতিসংভবা ইতি উচ্যতে ত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতির্মায়া ভগবতঃ তস্যাঃ সকাশাৎ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবেন বৈষম্যেণ পরিণতাঃ প্রকৃতিসংভবা ইত্যুচ্যন্তে তে চ দেহে প্রকৃতিকার্য্যে শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে দেহিনং দেহতাদাত্ম্যাধ্যাসমাপন্নং জীবং পরমার্থতঃ সর্ব্ববিকারশূন্যত্বেনাব্যয়ং নিবধ্নন্তি নির্ব্বিকারমেব সন্তং স্ববিকারবত্তয়োপদর্শয়ন্তীব ভ্রান্ত্যা জলপাত্রাণীব দিবি স্থিতমাদিত্যং প্রতি বিম্বাধ্যাসেন স্বকম্পাদিমত্তয়া, যথা চ পারমার্থিকোবন্ধোনাস্তি তথা ব্যাখ্যাতং প্রাক্ "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যত" ইতি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ। এবম্ ঈশ্বরাশ্রয়েণ প্রকৃতির্ভূতানি সৃজতীত্যুক্তম্ ইদানীং সাকথস্তুতান্

বধ্নন্তি, ইতি উচ্যতে, সত্ত্বমিতি। প্রকৃতিঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা ততঃ সকাশাৎ পরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবেন বৈষম্যেণ উদ্রিচ্যমানাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইত্যুচ্যন্তে নতু প্রকৃতিতোঽন্যে বৈশেষিকাণামিবদ্রব্যাদ্গুণা অন্যে, এতে হে মহাবাহো দেহে অব্যয়মবিকারিণমপিদেহিনং স্থূণায়াং বংসমিব রশনাভূতাগুণা নিবধ্নন্তি॥ ৫॥

বিশ্বনাথ।— তদেবং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং কে গুণা উচ্যন্তে। তেষু সঙ্গাৎ জীবস্য কীদৃশোবন্ধ ইত্যপেক্ষায়ামাহ সত্ত্বমিতি। দেহে প্রকৃতিকার্য্যে গুণাঃ তাদাত্ম্যেনস্থিতং দেহিনং জীবং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমসঙ্গিনমপি অনাদ্যবিদ্যয়া কৃতাদ্গুণসঙ্গাদেব হেতোর্গুণা নিবধ্নন্তি॥ ৫॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানই সৃষ্ট জীববর্গের পিতাস্বরূপ, এবং সৃষ্ট কার্য্যের আদিস্বরূপ। প্রকৃতি ভগবৎ প্রদত্ত চিৎ শক্তি সম্পন্ন হইয়া গুণ ধর্ম্মের বিকাশ ক্রমে জীবরাজ্যের গঠন করিয়া থাকেন। সেই প্রকৃতির গুণ কি, এবং সেই গুণ কেনই বা জীবগণকে বদ্ধ করে, ইহাই অধুনা কতিপয় শ্লোকে কথিত হইবে। পূর্ব্বে বারংবার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি সত্ত্বরজঃতমোগুণান্বিতা। এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তি প্রকৃতিতে অবভাসিত হইলে উল্লিখিত গুণত্রয় সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে বৈষম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া সাম্যভাব পরিত্যাগ করে এবং স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষেত্ররূপ দেহসমূহ সেই গুণময়ী প্রকৃতিরই কার্য্য, এই দেহাদি ব্যাপার বিকারশীল ও পরিণামী। পুরুষ অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকার হইলেও গুণত্রয় তাঁহাকে এই দেহের সহিত সংবদ্ধ করে, তজ্জন্য তিনি বিকারী ও পরিণামীর ন্যায় ব্যবহারাবদ্ধ হইয়া দেহের সহিত সংসৃষ্ট থাকেন। বস্তুতঃ এইরূপ সংশ্রব ও বন্ধন ঘটিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের দেহের সহিত পরমার্থিক সম্বন্ধ ঘটে না। গুণ ধর্ম্মাশ্রিত যে সশ্রংব দৃষ্ট হয়, তাহা পরিদৃশ্যমান সম্বন্ধ মাত্র। নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সরসী নীরে তরঙ্গসঙ্গে কম্পিত ও বিচলিত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সূর্য্যের কম্পন বা প্রচলন ঘটে না। ত্রয়োদশাধ্যায়ে ৩১শ শ্লোকে অব্যয় শব্দ এবং এই শ্লোকের ভাব আলোচিত হইয়াছে।

এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে "মহাবাহো" শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। যাহার আজানুলম্বিত বাহু বিশিষ্ট ইহাই এই বাক্যের অর্থ॥ ৫॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ! ॥ ৬ ॥

অন্বয়। হে অনঘ! (পাপরহিত!) তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (স্বচ্ছত্বাৎ) প্রকাশকম্ (ভাস্বরং) অনাময়ং (শান্তং) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন (সুখভোগেন) জ্ঞানসঙ্গেন (জ্ঞানসংযোগেন) চ [দেহিনং] বধ্নাতি (সংযোজয়তি) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পাপরহিত! সেই-গুণ-সকলের মধ্যে নির্ম্মলত্ব-হেতু প্রকাশক শান্ত সত্ত্বগুণ সুখ-সঙ্গ-দ্বারা এবং জ্ঞান-সঙ্গ-দ্বারা [দেহীকে] বদ্ধ করে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। হে নিষ্পাপশরীর ধনঞ্জয়! এই গুণত্রয় মধ্যে সত্ত্বগুণ অতি স্বচ্ছ হেতু সর্ব্বপ্রকাশক এবং শান্ত, এই সত্ত্বগুণই জীবকে সুখ-ভোগে এবং জ্ঞানলাভে লিপ্ত করে ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ননু ন দেহী লিপ্যত ইত্যুক্তং, তৎ কথমিহ নিবধ্নন্তীত্যন্যথা উচ্যতে পরিহৃতম্ অস্মাভিরিবশব্দেন নিবধ্নন্তীবেতি। তত্র সত্ত্বমিতি তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে নির্ম্মলত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকমনাময়ং নিরুপদ্রবং সত্ত্বং তন্নিবধ্নাতি কথং সুখসঙ্গেন সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মনি সংশ্লেষাপাদনং মৃষৈব সুখেন সংজনয়তীতি, সৈষা অবিদ্যা ন হি বিষয়ধর্ম্মোবিষয়িণোভবতি ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভগবতা, অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সংযোজয়তীব সক্তমিব করোত্যসুখিনং সুখিনমিব তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ জ্ঞানমিতি সুখসাহচর্য্যাৎ ক্ষেত্রস্যৈবান্তঃকরণস্য ধর্ম্মো নাত্মনঃ আত্মধর্ম্মত্বে সঙ্গানুপপত্তের্বন্ধানুপপত্তেশ্চ সুখ ইব জ্ঞানাদৌ সঙ্গোমন্তব্যঃ। অনঘ! অব্যসন! ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—লিপ্যতে ন স পাপেনেত্যনেন বিরুদ্ধমিদং নিবধ্নন্তীতি বচনমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। ইবকারানুবন্ধেন ক্রিয়াপদং ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরস্য চোদ্যস্য পরিহৃতত্বান্নৈবমিত্যাহ পরিহৃতমিতি। কিংলক্ষণোগুণঃ কেন বধ্নাতীত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রেতি। নির্দ্ধারণার্থতয়া সপ্তমীং ব্যাচষ্টে তত্র সত্ত্বাদীনামিতি। পুনস্তত্রেত্যনুবাদমাত্রং নির্ম্মলত্বং স্বচ্ছত্বমাবরণবারণক্ষমত্বং তস্মাৎ প্রকাশকং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকং নিরুপদ্রবমিতি নির্ম্মলং সৎ সুখস্যাভিব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ। কেন দ্বারেণ তদাত্মানং নিবধ্নাতীতি পৃচ্ছতি কথমিতি। সুখসঙ্গেন বধ্নাতীত্যুত্তরম্ তদেব বিবৃণোতি সুখ্যহমিত্যাদিনা। সুখ্যসুখস্যাভিব্যঞ্জকসত্ত্বপরিণামোঽত্র বিষয়ঃ-

খৃতং সুখমুচ্যতে সংশ্লেষাপাদনমেব বিশদয়তি মৃষৈবেতি। কিমিতি মৃষৈবেতি বিশেষণং ভূতত্বমুপচারেণ সঙ্গস্য বস্তুত্বসত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সৈষেতি॥ নন্বিচ্ছাসঙ্গোঽভিনিবেশশ্চোচ্যতেঽকোঽর্থস্তত্রেচ্ছাদেরাত্মধর্ম্মত্বাৎ কিমবিদ্যয়েত্যাশঙ্ক্য মনোধর্ম্মত্বাদিচ্ছাদের্নাত্মধর্ম্মতেত্যাহ নহীতি।ইচ্ছাদেরনাত্মধর্ম্মত্বে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইচ্ছাদি চেতি। তস্যাত্মধর্ম্মত্বাসত্তবে ফলিতমাহ অত ইতি। সঞ্জয়তীব সত্ত্বমিতি শেষঃ। ইবকারপ্রয়োগে হেতুমাহ অবিদ্যয়েতি। তস্যাবিদ্যাতো নাত্মসম্বন্ধতাপি সম্বন্ধ্যন্তরাভাবাদস্বাতন্ত্র্যাচ্চ আত্মধর্ম্মত্বমাপাদ্য সুখমাচষ্টে স্বকীয়েতি। সুখমিদমন্তকরণস্য বিষয়ত্বাদাত্মনঃ সাধকত্বেন তদ্বিষয়ত্বেঽপি তদবিবেকরূপাবিদ্যেতি তৎ স্বরূপমাহ বিষয়েতি। যথোক্তাবিদ্যামাহাত্ম্যমিদং যদস্বরূপে তদ্ধর্ম্মে চ শক্তিসম্পাদনমিত্যাহ অস্যেতি। তদেব স্ফুটয়তি প্রসক্তমিবেতি। প্রকারান্তরেণ সত্ত্বস্য নিবন্ধকত্বমাহ তথেতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি সত্ত্বপরিণামোজ্ঞানং তেন জ্ঞান্যহমিতি। বিপরীতাভিমানেন সত্ত্বমাত্মানং নিবধ্নাতীত্যাহ জ্ঞানমিত্যাদিনা। বিপক্ষে দোষমাহ আত্মেতি। স্বাভাবিকত্বেন প্রাপ্তত্বাত্তত্র স্বতঃ সংযোগাত্তদ্দ্বারা বন্ধেচ তন্নিবৃত্ত্যনুপপত্তের্নাত্মধর্ম্মত্বমিত্যর্থঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদাবপি ক্ষেত্রধর্ম্মে সঙ্গস্য পূর্ব্ববদাবিদ্যকত্বং সূচয়তি সুখইবেতি। পাপাদি দোষহীনস্যৈবাত্র শাস্ত্রেঽধিকার ইতি দ্যোতয়তি অনঘেতি॥ ৬॥

রামানুজ।—সত্ত্বরজস্তমসামাকারং বন্ধনপ্রকারঞ্চাহ তত্রেতি। তত্র সত্ত্বরজস্তমঃসু সত্ত্বস্য স্বরূপমীদৃশম্ নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং প্রকাশসুখাবরণরহিততা নির্ম্মলত্বং প্রকাশ সুখজননৈকান্তস্বভাবতয়া প্রকাশসুখহেতুভূতমিত্যর্থঃ। প্রকাশো বস্তুযাথাত্ম্যাববোধঃ অনাময়ম্ আময়াখ্যং কার্য্যং ন বিদ্যত ইত্যানাময়ম্ অরোগতাহেতুরিত্যর্থঃ এষ সত্ত্বাখ্যো গুণো দেহিনমেনং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি পুরুষস্য সুখসঙ্গং জ্ঞানসঙ্গঞ্চ জনয়তীত্যর্থঃ জ্ঞানসুখয়োঃ সঙ্গে হি জাতে তৎসাধনেষু লৌককবৈদিকেষু প্রবর্ত্ততে ততশ্চ তৎফলানুভবসাধনভূতাসু যোনিষু জায়তে ইতি সত্ত্বং সুখজ্ঞানসঙ্গদ্বারেণ পুরুষং বধ্নাতি জ্ঞানসুখজননং পুনরপি তয়োঃ সঙ্গজননঞ্চ সত্ত্বমিত্যুক্তং ভবতি॥ ৬॥

হনুমান্।—এতেষু সত্ত্বাদিগুণেষু সঙ্গস্য লক্ষণমুচ্যতে তত্রেতি নির্ম্মলত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকমনাময়ং নিরুপদ্রবমিত্যর্থঃ। সুখসঙ্গেন সুখেচ্ছয়া॥ ৬॥

শ্রীধর।—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং ভাস্বরম্ অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি হে অনঘ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ॥ ৬॥

বলদেব।—অথ সত্ত্বাদীনাং ত্রয়াণাং লক্ষণানি বন্ধকতাপ্রকারাংশ্চাহ তত্রেতি ত্রিভিঃ। তত্র তেষু ত্রিষু মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকং জ্ঞানব্যঞ্জকম্ অনাময়মরোগং দুঃখবিরোধি

সুখব্যঞ্জকমিতি যাবৎ। কুতঃ নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ তথাচ প্রকাশসুখকারণং সত্ত্বমিতি। তচ্চ সত্ত্বং স্বকার্য্যে জ্ঞানে সুখে চ যঃ সংযোগো জ্ঞান্যহং সুখ্যহমিত্যাভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি। জ্ঞানং চেদং লৌকিকবস্তুযাথাত্ম্যবিষয়ং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয়প্রসাদরূপং বোধ্যং। তত্র তত্র সঙ্গে সতি তদুপায়েষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিস্তৎফলানুভবোপায়েষু দেহেষুৎপত্তিঃ পুনশ্চ তত্র তত্র সঙ্গ ইতি ন সত্ত্বাদ্বিমুক্তিঃ॥ ৬॥

মধুসূদন।—তত্র কো গুণঃ কেন সঙ্গেন বধ্নাতীত্যুচ্যতে তত্রেতি। তত্র তেষু গুণেষু মধ্যে সত্ত্বং প্রকাশকং চৈতন্যস্য তমোগুণকৃতাবরণতিরোধায়কং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ চিদ্বিম্বগ্রহণযোগ্যত্বাদিতি যাবৎ, ন কেবলং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকং কিন্তু অনাময়ম্ আময়োদুঃখং তদ্বিরোধি সুখস্যাপি ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ, তৎ বধ্নাতি সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ দেহিনং হে অনঘ! সর্ব্বত্র সংবোধনানামভিপ্রায়ঃ প্রাগুক্তঃ স্মর্ত্তব্যঃ। অত্র সুখজ্ঞানশব্দাভ্যামন্তঃকরণপরিণামৌ তদ্ব্যঞ্জকাবুচ্যেতে ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিরিতি সুখচেতনয়োরপীচ্ছাদিবৎ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেন পাঠাৎ তত্রান্তঃকরণধর্ম্মস্য সুখস্য চাত্মন্যধ্যাসঃ সঙ্গঃ অহং সুখী অহং জাত ইতি চ, ন হি বিষয়ধর্ম্মো বিষয়িণো ভবতি তস্মাদবিদ্যামাত্রমেতদিতি শতশ উক্তং প্রাক্॥ ৬॥

নীলকণ্ঠ।—তত্র কঃ কেন সঙ্গেন বধ্নাতীত্যুচ্যতে তত্রেতি। তত্র তেষু গুণেষু সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ দুঃখমোহাখ্যমলরাহিত্যাৎ প্রকাশকম্ আলোকবৎসর্ব্বার্থাবদ্যোতকং যতোঽনাময়ং রজস্তমোভ্যামনভিভূতং তৎসুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ নরম্ অবিদ্যয়া তিরোহিতস্বরূপজ্ঞানানন্দম্ অহং সুখী অহং জ্ঞানীত্যভিমানেন অন্তঃকরণবৃত্তিধর্ম্ময়োঃ সুখজ্ঞানয়োরাত্মনি আরোপেণ বধ্নাতি হে অনঘ! অব্যসন॥ ৬॥

বিশ্বনাথ।—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ তত্রেতি। অনাময়ং নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃসঙ্গঃ প্রকাশকত্বাৎস্বকার্য্যেণ জ্ঞানেনচ য সঙ্গোঽহং সুখী অহং জ্ঞানী চেত্যুপাধিধর্ম্ময়োরপি সুখজ্ঞানয়োরবিদ্যয়ৈব জীবস্যাভিমানঃ তেন তংবধ্নাতি। হে অনঘেতি ত্বন্তু অহং সুখী অহং জ্ঞানীত্যাভিমানলক্ষণম্ অঘং মা স্বীকুর্ব্বিতি ভাবঃ॥ ৬॥

তাৎপর্য্য—গুণের দ্বারাই দেহের সহিত দেহীর বন্ধন ঘটে, এই কথা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কোন গুণ কি প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। প্রথমে সত্ত্ব গুণের কার্য্য কীর্ত্তিত হইতেছে! সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নির্ম্মল সুতরাং তাহা প্রকাশক। অর্থাৎ তাহা সকল প্রতিবিম্ব ও জ্যোতি গ্রহণ করিতে সক্ষম। অপিচ তাহা দুঃখবিরোধী সুখাভিমুখী, উপদ্রব রহিত এবং শান্ত। এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গে বদ্ধ করে অর্থাৎ আমি সুখী আমি জ্ঞানী ইত্যাদি রূপে সুখ প্রাপ্তির অভিলাষে জীবকে আকৃষ্ট করে। নির্ম্মল এবং শান্ত

ধর্ম্মাক্রান্ত সত্ত্বগুণ জীবের হৃদয়ে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষাও উৎপাদন করে। সুতরাং এই গুণের প্রাবল্যে জীব জ্ঞানসঙ্গেও বদ্ধ হয়। অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ গুণ কিরূপে জড়ের সহিত চেতনের বন্ধন সংঘটন করে, সেই মহত্তত্ত্ব অধুনা কতিপয় শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। এই তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিলেই জীবের সহিত দেহের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইবে। ক্রমে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় জীবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকৃষ্ট করিয়া দেহের সহিত সংবদ্ধ করে। তদনন্তর জীব স্বাচরিত গুণের প্রাধান্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ভিন্নরূপ ফলভাগী হইয়া থাকে, এবং সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ও সঙ্গাদি হেতু আবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া মোক্ষের পথ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া উঠে।

মূলে অর্জ্জুনকে অনঘ অর্থাৎ পাপরহিত এই বাক্যে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইদানীং উপর্য্যুপরি কয়েক শ্লোকে অর্জ্জুনকে বিবিধ শব্দে সম্বোধন্ করা হইতেছে। প্রথমে ভারত শব্দ দ্বারা অর্জ্জুনের বংশমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তদনন্তর কৌন্তেয় শব্দে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, তিনি দেবকুমার মন্ত্রসিদ্ধা বাসবভোগ্যা কুন্তীর সন্তান। তৎপরে যে স্থলে জীবের বন্ধন প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, সেইস্থলে মহাবাহু শব্দে সম্বোধন করায় ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, শক্তিহীন দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই বন্ধনের অধীন হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা বলীয়ান্ তেজঃসম্পন্ন, তাঁহাদের বন্ধনের কোন আশঙ্কা নাই। তদনন্তর অনঘ সম্বোধন পদ ইহাই সূচিত করিতেছে যে, সত্ত্বগুণাধিক্যে মনুষ্য পাপশূন্য হয়। যে পাপশূন্য, তাহার আর গুণসঙ্গেরও আশঙ্কা নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় বলিয়াছেন যে, শ্রী, ভূ ও দুর্গা এই তিন দেবী যথাক্রমে সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণাভিমানিনী। এই তিন দেবী জীবলোকের বন্ধনের হেতুভূতা। তন্মধ্যে শ্রী দেবলোকের বন্ধনের কারণ, ভূ মনুষ্য লোকের এবং দুর্গা দানবাদির বন্ধনের মূল ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় ! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! (কুন্তীসুত!) রাগাত্মকং (অনুরাগ-স্বভাবং) রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (কামনাসক্তিসম্ভবং) বিদ্ধি (জানীহি) তৎ (রজঃ) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্ত্যা) দেহিনং নিবধ্নাতি (সংযোজয়তি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয়! অনুরাগাত্মক রজোগুণকে কামনা-এবং-আসক্তি-সম্ভূত জানিবে, এই রজোগুণ কর্ম্মসঙ্গের দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কুন্তীতনয়! রজোগুণ অনুরাগাত্মক, তাহা বিষয়াভি-লাষের তৃষ্ণা এবং আসক্তি হইতে সঞ্জাত; সেই রজোগুণ জীবকে কর্ম্মা-সক্তিতে সংযোজিত করে ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—রজোরাগাত্মকমিতি। রজোরাগাত্মকং রঞ্জনাদ্রাগোগৈরিকাদিবদ্রাগা-ত্মকং বিদ্ধি জানীহি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং,তৃষ্ণাপ্রাপ্তাভিলাষঃ,আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণং সংশ্লেষঃ, তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তন্নিবধ্নাতি তদ্রজঃ কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সংজননং তৎপরতা কর্ম্মসঙ্গস্তেন নিবধ্নাতি রজো দেহিনম্॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—রজস্তর্হি কিংলক্ষণং কথং বা পুরুষং নিবধ্নাতীত্যাশঙ্ক্যাহ রজ ইতি। রজ্যতে সংসৃজ্যতেঽনেন পুরুষোদৃষ্টৈরিতি রাগোঽসাবাত্মাঽস্যেতি রাগাত্মকং রজো জানীহীত্যাহ রঞ্জনাদিতি। সমুদ্ভবত্যস্মাদিতি সমুদ্ভবঃ তৃষ্ণাচ সঙ্গশ্চ তৃষ্ণাসঙ্গৌ তয়োঃ সমুদ্ভবঃ তমিতি বিগ্রহং গৃহীত্বা কার্য্যদ্বারা রজোবিবক্ষুস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োরর্থভেদমাহ তৃষ্ণেত্যাদিনা। রজসো লক্ষণমুক্ত্বা নিবন্ধত্বপ্রকারমাহ তদ্রজ ইতি। কর্ম্মসঙ্গং বিভজতে দৃষ্টেতি। অকর্ত্তারমেব পুরুষং করোমি ইত্যভিমানেন প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—রজ ইতি। রজো রাগাত্মকং রাগহেতুভূতং রাগো যোষিৎপুরুষয়োরন্যোন্য-স্পৃহাতৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গয়োরুদ্ভবস্থানং তৃষ্ণাসঙ্গহেতুভূতমিত্যর্থঃ। তৃষ্ণাশব্দাদি সর্ব্ববিষয়-স্পৃহা,সঙ্গঃ পুত্রমিত্রাদিষু সংবন্ধিষু সংশ্লেষস্পৃহা তথা দেহিনং কর্ম্মসু ক্রিয়াসু স্পৃহাজননদ্বারেণ নিবধ্নাতি। ক্রিয়াসু হি স্পৃহয়া যাঃ ক্রিয়া আরভতে দেহী তাশ্চ পুণ্যপাপরূপা ইতি তৎফলানুভব-

সাধনভূতাসু যোনিষু জন্মহেতবো ভবন্তি অতঃ কর্ম্মসঙ্গদ্বারেণ রজো দেহিনং নিবধ্নাতি তদেবং রজোরাগতৃষ্ণাসঙ্গহেতুঃ কর্ম্মসঙ্গহেতুশ্চেত্যুক্তং ভবতি ॥ ৭ ॥

হনুমান্‌।—রজঃ রাগাত্মকমিচ্ছাত্মকং তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তবিষয়ে মনসঃ প্রীতিঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গকারণং কর্ম্মসঙ্গেন কর্ম্মপরতয়া ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—রজসোলক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি, অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃষ্ণা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতির্বিশেষেণাসক্তিস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তদ্রজোদেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব।—রজ ইতি। রাগঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্মিথোঽভিলাষস্তদাত্মকং রজোবৃদ্ধিহেতুকার্য্যয়োস্তাদাত্ম্যাৎ তচ্চ তৃষ্ণাদিসমুদ্ভবং শব্দাদিবিষয়াভিলাষস্তৃষ্ণা, পুত্রমিত্রাদিসংযোগোঽভিলাষঃ সঙ্গঃ তয়োঃ সম্ভবো যস্মাত্তৎ তথাচ রাগতৃষ্ণাসঙ্গকারণং রজ ইতি। তদ্রজঃ স্ত্রীবিষয়পুত্রাদিপ্রাপকেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাভিলাষেণ দেহিনং পুরুষং নিবধ্নাতি। স্ত্র্যাদিস্পৃহয়া কর্ম্মাণি করোতি তানি তৎফলানুভবোপায়ভূতান্ স্ত্র্যাদীন্ প্রাপয়ন্তি পুনরপ্যেবমিতি রজসো ন বিমুক্তিঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—রজ্যতে বিষয়েষু পুরুষোঽনেনেতি রাগঃ কামোগর্দ্ধঃ স এবাত্মা স্বরূপং যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিণোস্তাদাত্ম্যাৎ, তদ্রাগাত্মকং রজোবিদ্ধি, অতএব অপ্রাপ্তাভিলাষস্তৃষ্ণা প্রাপ্যস্যোপস্থিতেঽপি বিনাশে সংরক্ষণাভিলাষঃ আসঙ্গস্তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সম্ভবো যস্মাৎ তদ্রজোনিবধ্নাতি হে কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন কর্ম্মসু দৃষ্টার্থেষু অহমিদং করোম্যেতৎ ফলং ভোক্ষ্য ইত্যভিনিবেশবিশেষেণ দেহিনং বস্তুতোঽকর্ত্তারমেব কর্ত্তৃত্বাভিমানিনম্ রজসঃ প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—রজোগুণোরাগোরঞ্জনা তদাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা প্রাপ্যমাণেষ্বপি অর্থেষু অতৃপ্তিঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষ, তয়োঃ সমুদ্ভবং নিদানভূতং তদ্রজো হে কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গস্তৎপরতা তেন নিবধ্নাতি দেহিনম্ দেহাভিমানিনম্॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—রজোগুণং রাগাত্মকং অনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেঽর্থে অভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে আসক্তিঃ তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ তদ্রজঃ দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মষু সঙ্গেন আসক্ত্যা বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতি ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে রজোগুণের প্রভাবে কিরূপ বন্ধন ঘটে, তাহাই কথিত হইতেছে। রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ গৈরিকাদির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। অপিচ ইহা অনুরঞ্জক অর্থাৎ এতদ্দ্বারা অনুরাগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রজোগুণের প্রভাবে জীবের আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব বিষয়ক আসক্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হেতু

তৃষ্ণা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। রজোগুণে তৃষ্ণাকে আনয়ন করে এবং সেই তৃষ্ণার নিমিত্ত কর্ম্ম বন্ধনের আবশ্যকতা ঘটে, অর্থাৎ আমি কর্ত্তৃত্ব করিব, এই তৃষ্ণা জীবকে বিবিধ কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং বলিতে হইবে, রজোগুণই কর্ম্ম বন্ধনের সংঘটক। তৃষ্ণা জন্মে বলিয়াই অপ্রাপ্ত বিষয় লাভার্থ জীবের অতিশয় অভিলাষ হইয়া থাকে, এবং প্রাপ্ত বিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়াস হইয়া থাকে, সুতরাং বুঝিতে হইবে, তৃষ্ণা অর্থাৎ অনুরাগ, আসঙ্গ, প্রভৃতির হেতুস্বরূপ রজোগুণই কর্ম্ম বন্ধনের কারণ।

কোন কোন পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকার মূলস্থিত "রাগ" শব্দের স্ত্রী পুরুষের মিলনেচ্ছা সুতরাং সঙ্গ ও স্পৃহা ইত্যাকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রজোগুণ স্ত্রী, বিষয়, প্রভৃতি ভোগের নিমিত্ত স্পৃহা উৎপাদন করে, এবং তজ্জন্যই কর্ম্ম বন্ধন ঘটে।

মূলে "বিদ্ধি" অর্থাৎ জানিবে পদের প্রয়োগ আছে। রাজ্য স্ত্রী এবং বিষয় ভোগাসক্ত ক্ষত্রিয়বর্গের কূলে অর্জ্জুনের জন্ম। যে প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ইত্যাকার ভোগেচ্ছা ও তজ্জনিত কর্ম্ম বন্ধনের আবশ্যকতা ঘটে, তাহার তত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে বিদ্ধি পদের দ্বারা অর্জ্জুনের মনোযোগ বিশেষরূপে আকর্ষণ করা হইয়াছে। এইরূপ অভিপ্রায়েই কৌন্তেয় সম্বোধন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত!॥ ৮ ॥

অন্বয়।—হে ভারত! তমঃ তু অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাতং) সর্ব্বদেহিনাং (সকলজীবানাং) মোহনং (ভ্রান্তিজনকং) বিদ্ধি (জানীহি) তৎ (তমঃ) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (অবিবেকাপ্রবৃত্তিতন্দ্রাভিঃ) [জীবং] নিবধ্নাতি ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! তমো-গুণ অজ্ঞান-জাত, সর্ব্বজীবের মোহকর জানিবে, সেই তমোগুণ-প্রমাদ আলস্য-নিদ্রা-দ্বারা [জীবকে] বদ্ধ করে ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভারত! তমোগুণ আবরণশক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত, এবং তাহা সর্ব্বজীবের ভ্রান্তিজনক; এই তমোগুণ জীবকে অনবধানতা আলস্য চিত্তাবসাদ প্রভৃতিতে সংযুক্ত করে ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তমস্ত্বিতি। তমস্তৃতীয়োগুণোঽজ্ঞানজমজ্ঞানাজ্জায়তে তদজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং মোহকরমবিবেককরং সর্ব্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং দেহবতাং প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ প্রমাদশ্চালস্যঞ্চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাস্তাভিস্তমোনিবধ্নাতি ভারত! ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—তমস্তর্হি কিং লক্ষণং কথং বা পুরুষং নিবধ্নাতি তত্রাহ তমস্ত্বিতি। গুণানাং প্রকৃতিসম্ভবত্বাবিশেষেঽপি তমসোঽজ্ঞানজত্ববিশেষণং তদ্বিপরীতস্বভাবানাপত্তেরিতি মত্বাহ অজ্ঞানাদিতি। মুহ্যতি ~~হিতাহিতেন~~ ~~বিবিচ্যো~~অনেন ইতি মোহনম্বিবেকপ্রতিবন্ধকমিতি। কার্য্যদ্বারা তমো নির্দ্দিশতি মোহনমিত্যাদিনা। লক্ষণমুক্ত্বা তমসো বন্ধনকরত্বং দর্শয়তি প্রমাদেতি। কার্য্যান্তরাসক্ততয়া চিকীর্ষিতস্য কর্ত্তব্যস্যাকরণং প্রমাদঃ নিরীহতয়োৎসাহপ্রতিবন্ধআলস্যং স্বাপো নিদ্রা তাভিরাত্মানমবিকারমেব তমোঽপি বিকারয়তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—তম ইতি। জ্ঞানাদন্যদিহাজ্ঞানমভিপ্রেতং জ্ঞানং বস্তুযাথাত্ম্যাবরোধঃ। তস্মাদন্যত্তদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানং তমস্তু বস্তু যাথাত্ম্যবিপরীতবিষয়জ্ঞানজং মোহনং সর্ব্বদেহিনাং মোহো বিপর্য্যয়জ্ঞানং বিপর্য্যয়জ্ঞানহেতুরিত্যর্থঃ। তত্তমঃ প্রমাদালস্যনিদ্রা হেতুতয়া তদ্দ্বারেণ দেহিনং নিবধ্নাতি প্রমাদঃ কর্ত্তব্যাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র প্রবৃত্তিহেতুভূতমনবধানম্। আলস্যং কর্ম্মস্বনারম্ভস্বভাবঃ স্তব্ধতেতি যাবৎ। পুরুষস্যেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনশ্রান্ত্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনোপরতিঃ নিদ্রা তত্র বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তনোপরমঃ স্বপ্নঃ মনসোঽপ্যুপরমঃ সুষুপ্তিঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—অজ্ঞানজমজ্ঞানজাতং মোহনং মোহকারণমবিবেককারণমিত্যর্থঃ। প্রমাদালস্যানদাভিঃ দেহিনং তমোনিবধ্নাতি ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—তমসোলক্ষণং বন্ধকত্বঞ্চাহ তম ইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতং আবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্ অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমোদেহিনং নিবধ্নাতি। অত্র প্রমাদোঽনবধানং, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তাবসাদঃ লয়ঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব।—তমস্ত্বিতি তু শব্দঃ পূর্ব্বদ্বয়াদ্বিশেষদ্যোতকঃ। বস্তুযাথাত্ম্যাবগমো জ্ঞানং তদাবরণশক্তিপ্রধানঃ প্রকৃত্যংশোঽজ্ঞানং তস্মাজ্জাতং তমঃ অতঃ সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকং তথাচ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং বিপর্য্যয়জ্ঞানজনকং তমঃ ইতি। তত্তমঃ

প্রমাদাদিভিঃ স্বকার্য্যৈঃ পুরুষং নিবধ্নাতি তত্র প্রমাদোঽনবধানমকার্য্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তিরূপং সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধী আলস্যমনুদ্যমো রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি তদুভয়বিরোধিনী তু নিদ্রা চিত্তাবসাদাত্মেতি ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—তুশব্দঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া বিশেষদ্যোতনার্থঃ অজ্ঞানাদাবরণশক্তিরূপাত্তদুদ্ভূতমজ্ঞানজং তমোবিদ্ধি অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনম্ অবিবেকরূপত্বেন ভ্রান্তিজনকং প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমোনিবধ্নাতি দেহিনমিত্যনুষজ্যতে হে ভারত! প্রমাদোবস্তুবিবেকাসামর্থ্যং সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধী, আলস্যং প্রবৃত্ত্যসামর্থ্যং রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, উভয়বিরোধিনী তমোগুণালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রেতি বিবেকঃ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—তমোগুণস্তু পূর্ব্বাভ্যাং বিলক্ষণঃ, অজ্ঞানং মায়ায়া আবরণশক্তিস্তত উদ্ভূতম্ অজ্ঞানজং বিদ্ধি অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিহেতুঃ, প্রমাদঃ অনবহিতত্বং সচ সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধী, আলস্যং জড়তা তচ্চ রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, উভয়কার্য্যবিরোধিনী তমোগুণালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রাতাভিরেতত্তমোনিতরাং বধ্নাতি হে ভারত! দেহিনমিত্যনুবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—অজ্ঞানজং অজ্ঞানাৎ স্বীয়ফলাৎ জাতং প্রতীতম্ অনুমিতং ভবতীত্যজ্ঞানজং অজ্ঞানজনকমিত্যর্থঃ। মোহনং ভ্রান্তিজনকং প্রমাদোঽনবধানং আলস্যমনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে তৃতীয় তমোগুণের বিষয় কথিত হইতেছে। অজ্ঞান হইতেই তমোগুণের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ অজ্ঞানের আবরণ শক্তি হইতে তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্য তমোগুণ মোহকর অর্থাৎ বিবেক উচ্চাভিলাষ ইত্যাদির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। দেহীকে অর্থাৎ জীবকে তমোগুণ মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সুতরাং তমোগুণের প্রভাবে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, আলস্য অর্থাৎ উদ্যমহীনতা, নিদ্রা অর্থাৎ চিত্তের অবসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেহী আলস্যাদি দ্বারা বদ্ধ হয়। বস্তুবিবেকের অসামর্থ্য এবং সত্ত্বগুণের বিরোধী ধর্ম্মের নাম প্রমাদ; প্রবৃত্তির অসামর্থ্য এবং রাজোগুণের বিরোধী রূপ যে ধর্ম্ম, তাহাই আলস্য; আর উভয় গুণেরই বিরোধী তমোগুণের আলম্বনস্বরূপ নিদ্রা। নিদ্রার দুইটি ভাব আছে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় উপরতির নাম স্বপ্ন, এবং মনের উপরতির নাম সুষুপ্তি।

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দেহীর বন্ধনের হেতুভূত। যে গুণ যে যে ভাবে দেহীকে দেহের সহিত সংবদ্ধ করে, তাহা এই শ্লোকত্রয়ে

প্রদর্শিত হইল। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই তত্ত্ব আরও সংক্ষেপে কথিত হইতেছে, এজন্য এস্থলে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে "ভারত"নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাঁহার ধার্ম্মিকোত্তম মহাত্মার বংশে জন্ম, সুতরাং অবিবেকপ্রধান অধর্ম্মপ্রবণ তমোগুণ তাঁহার হেয়, ইহাই এই বাক্যে সূচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

—:০:—

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত!।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—হে ভারত! সত্ত্বং [জীবং] সুখে সঞ্জয়তি (সংশ্লেষয়তি) রজঃ কর্ম্মণি [সঞ্জয়তি] তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) প্রমাদে (অনবধানে) উত (অপি) সঞ্জয়তি ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! সত্ত্বগুণ [জীবকে] সুখে সংশ্লিষ্ট করে, রজোগুণ কর্ম্মে [সংশ্লিষ্ট-করে] তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন-করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখ সাধনে সংশ্লিষ্ট করে, রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুনর্গুণানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি, রজঃ কর্ম্মণি হে ভারত! সংজয়তীতি বর্ত্ততে, জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্যাচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণাত্মনা প্রমাদে সংজয়ত্যুত প্রমাদোনাম প্রাপ্তকর্ত্তব্যাকরণং ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তানাং মধ্যে কস্মিন্ কার্য্যে কস্য গুণস্যোৎকর্ষস্তত্রাহ পুনরিতি। সুখসাধ্যে বিষয়ে সমুৎকৃষ্যতে সত্ত্বমিত্যাহ সত্ত্বমিতি। সঞ্জয়তীত্যস্যার্থমাহ সংশ্লেষয়তীতি। কর্ম্মণি সাধ্যে রজঃ সমুৎকৃষ্যতে ইত্যাহ রজ ইতি। প্রমাদে প্রাধান্যন্তমসো দর্শয়তি জ্ঞানমিতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—সত্ত্বাদীনাং বন্ধদ্বারভূতেষু প্রধানান্যাহ সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখসঙ্গপ্রধানং, রজঃ কর্ম্মসঙ্গপ্রধানং, তমস্তু বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানমাবৃত্য বিপরীতজ্ঞানহেতুতয়া কর্ত্তব্যবিপরীতপ্রবৃত্তিসঙ্গপ্রধানং ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—কর্ম্মণি ক্রিয়ায়াং জ্ঞানমাবৃত্য জ্ঞানমাচ্ছাদ্যতমঃ প্রমাদেত্যাত্মা প্রতিপত্তৌ॥ ৯॥

শ্রীধর।—সত্ত্বাদীনামেবং স্ব স্ব কার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি, দুঃখশোকাদিকারেণ সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ, এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ॥ ৯॥

বলদেব।—গুণাঃ স্বান্যদ্বয়োৎকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বকার্য্যং তন্বন্তীত্যাহ সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাং। সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ স্বকার্য্যে সুখে পুরুষং সংজয়ত্যাসক্তং করোতি। রজ উৎকৃষ্টং সৎ কর্ম্মণি তং সংজয়তি। তম উৎকৃষ্টং সৎ প্রমাদে তং সংজয়তি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্যাজ্ঞানমুৎপাদ্যেত্যর্থঃ॥ ৯॥

মধুসূদন।—উক্তানাং মধ্যে কস্মিন্ কার্য্যে কস্য গুণস্যোৎকর্ষ ইতি সত্ত্বমিতি তত্রাহ। সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ সুখে সঞ্জয়তি দুঃখকারণমভিভূয় সুখে সংশ্লেষয়তি সর্ব্বত্র দেহিনমিত্যানুষজ্যতে, এবং রজ উৎকৃষ্টং সৎ সুখকারণমভিভূয় কর্ম্মণি সঞ্জয়তীত্যনুষজ্যতে, তমস্তু প্রমাদবশেনোৎপদ্যমানমপি সত্ত্বকার্য্যজ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে প্রাপ্তজ্ঞায়মানতা কস্যাপ্যজ্ঞানে সঞ্জয়তি। উত অপি প্রাপ্তকর্ত্তব্যতা কস্যাপ্যকরণে আলস্যে তামস্যাঞ্চ নিদ্রায়াং সঞ্জয়তীত্যর্থঃ॥ ৯॥

নীলকণ্ঠ।—সত্ত্বমুৎকৃষ্টং সৎ সুখে দুঃখকারণমভিভূয় সঞ্জয়তি সংশ্লেষং জনয়তি, এবমুত্তরত্রাপি, জ্ঞানং প্রকাশম্ আবৃত্য প্রমাদে অবশ্যকর্ত্তব্যস্যা করণে॥ ৯॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেণ পুনর্দর্শয়তি। সত্ত্বং কর্ত্তৃসুখে স্বীয় ফলে আসক্তং জীবং সংজয়তি বশীকরোতি নিবধ্নাতীত্যর্থঃ। রজঃ কর্ত্তৃকর্ম্মণি আসক্তং জীবং বধ্নাতি। তমঃ কর্ত্তৃপ্রমাদেঽভিরতং তং জ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞানমুৎপাদ্য ইত্যর্থঃ॥ ৯॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে গুণত্রয়ের কার্য্য সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইতেছে। সত্ত্বগুণ সুখ সংবিধায়ক অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রভাবে দেহের সহিত দেহীর সুখভাবের বন্ধন হয়। রজোগুণ কর্ম্ম বিধায়ক, অর্থাৎ রজোগুণের প্রভাবে দেহীর কর্ম্ম বন্ধন সংঘটিত হয়। আর তমোগুণ মোহ বিধায়ক; ইহা সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তদ্বিরোধী মোহ উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বে গুণত্রয়ের যে যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপতঃ তাহাই পুনঃকীর্ত্তিত হইল। প্রকৃতি হইতেই গুণ সমূহের উদ্ভব। প্রলয়ান্তে গুণত্রয় প্রকৃতিতেই সাম্যাবস্থায় লীন থাকে। তদনন্তর ভগবদাশ্রিত চিচ্ছক্তি অচেতনা প্রকৃতিতে আবির্ভূত হইলে, এই গুণত্রয় বৈষম্যভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ তত্তাবতের সাম্যাবস্থা তিরোহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ

তখন যে সূক্ষ্ম স্বতন্ত্র চিৎ পদার্থ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াছে, গুণত্রয় তাহাদিগকে অধিকার করে। সেই গুণত্রয়ের নিমিত্তই দেহীর দেহের সহিত বন্ধন ঘটে। গুণের তারতম্যানুসারে দেহাধিষ্ঠিত দেহীর কার্য্যাকার্য্যের বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি একান্ত ধর্ম্মশীল এবং মোক্ষসাধক কর্ম্মাসক্ত; আবার কোন ব্যক্তি অতি ঘৃণিত নারকী কর্ম্মে একান্ত আসক্ত; কেহ বা তদুভয় বিরোধী কর্ম্মের মধ্য স্বরূপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কার্য্যসাধনে সংলিপ্ত। এবংবিধ বৈষম্য জগতের সর্ব্বত্র সতত পরিদৃষ্ট হয়। উল্লিখিত গুণত্রয়ই ন্যূনাধিক্য ক্রমে এবংবিধ স্বতন্ত্রতা সংঘটিত করে। এইরূপ গুণের প্রভাবে দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার পর জীবন কালে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম দ্বারা জন্মান্তরের কর্ম্ম নিরূপিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তদ্দ্বারা তাহার কর্ম্ম বন্ধনের বীজ রোপিত হয়, এবং সেই বীজ হয় মুক্তি, না হয় প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দেহীকে কর্ম্মসূত্রে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। সেই কর্ম্ম-স্রোত অবিরত সমান ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে; এবং যদি জীব স্বকীয় চেষ্টায় জ্ঞানবলে সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারে, তাহা হইলে অনন্তকাল তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া বারংবার যাতায়াত করিতে হয়, এবং অসংখ্য বাসনার অধীন হইয়া হাহাকার শব্দে কালপাত করিতে হয়। কর্ম্মের কঠিন পেষণ তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখে, এবং শত আর্ত্তচীৎকারেও তাহা নিবারিত হয় না। এই অভিপ্রায় পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও স্পষ্টীকৃত হইবে॥ ৯॥

—:*:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত!।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০॥

অন্বয়।—হে ভারত! সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভূয় (পরাভূয়) ভবতি (উদ্ভবতি) রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ, তমঃ সত্ত্বং রজঃ তথা (অভিভূয় ভবতি)॥ ১০॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজও তমোগুণকে অভিভব-করিয়া উদ্ভুত-হয়, রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমকে, তমোগুণ সত্ত্ব রজোকে পরাভব-করিয়া উদ্ভুত হয়॥ ১০॥

ব্যাখ্যা। - হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা রজো ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া উদ্ভুত হয়; এইরূপ রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে তাহা সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভবপূর্ব্বক উত্তেজিত হয়, এবং তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে তাহা সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভব করিয়া উত্থিত হয়॥ ১০॥

শঙ্করাচার্য্য:—উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণা ইত্যুচ্যতে রজ ইতি। রজস্তমশ্চো-ভাবপ্যভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা লব্ধাত্মকং সত্ত্বং স্বকার্য্যং জ্ঞানসুখাদ্যারভতে হে ভারত! তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমশ্চোভাবপ্যভিভূয় বর্দ্ধতে যদা তদা কর্ম্মতৃষ্ণাদিস্বকার্য্য-মারভতে তম-আখ্যোগুণঃ সত্ত্বং রজশ্চোভাবপ্যভিভূয় তথৈব বর্দ্ধতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি-স্বকার্য্যমারভতে॥ ১০॥

আনন্দগিরি।—ইতরেতরাবিরোধেন বা সত্ত্বাদয়ো গুণা যুগপদুৎক্রাম্যন্তে বিরোধেন বা ক্রমেণ বেতি সন্দেহাৎ পৃচ্ছতি উক্তমিতি। সত্ত্বোৎকর্ষার্থিনামিতরাভিভবার্থং ক্রমপক্ষ-মাশ্রিত্যোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। সত্ত্বাভিবৃদ্ধিমেব বিবৃণোতি তদেতি। রজস্তমসস্তিরোধান-দশায়ামিতি যাবৎ। রজসো বৃদ্ধিপ্রকারন্তৎকার্য্যঞ্চ কথয়তি তথেতি। তমসোঽপি বৃদ্ধিস্তৎ-কার্য্যঞ্চ নির্দ্দিশতি তম ইতি॥ ১০॥

রামানুজ:—দেহাকারপরিণতায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বরূপানুবন্ধিনঃ সত্ত্বাদয়ো গুণাস্তে চ স্বরূপানুবন্ধিত্বেন সর্ব্বদা সর্ব্বে বর্ত্তন্ত ইতি পরস্পরবিরুদ্ধং কার্য্যং কথম্ জনয়ন্তীত্যত্রাহ রজ ইতি। যদ্যপি সত্ত্বাদয়স্ত্রয়গুণাঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টাত্মস্বরূপানুবন্ধিনঃ তথাপি প্রাচীনকর্ম্মবশাদ্দেহাপ্যায়নভূতা-হার বৈশম্যাচ্চ সত্ত্বাদয়ঃ পরস্পরমুত্তবাভিভবরূপেণ বর্ত্তন্তে। রজস্তমসী কদাচিদভিভূয় সত্ত্বমুদ্রিক্তং বর্ত্ততে তথা তমঃসত্ত্বে অভিভূয় রজঃ। কদাচিৎ কদাচিৎ রজঃসত্ত্বে অভিভূয় তমঃ॥ ১০॥

হনুমান।—অভিভূয়াদ্ভুৎ ভাবং ভবতি॥ ১০॥

শ্রীধর।—তত্র হেতুমাহ রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে সুখাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়-মভিভূয়োদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাসঙ্গাদৌ সঞ্জয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ॥ ১০॥

বলদেব।—সমেষু ত্রিষু কথমেকস্মাদেকস্যোৎকর্ষ ইতি চেৎ প্রাচীনতাদৃশকর্ম্মোদয়া-ত্তাদৃশাহারাচ্চ সংভবতীতি ভগবানাহ রজ ইতি। সত্ত্বং কর্ত্তৃ রজস্তমশ্চাভিভূয় তিরস্কৃত্যোৎকৃষ্টং ভবতি রজঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং তমশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি তমঃ কর্ত্তৃ সত্ত্বং রজশ্চাভিভূয়োৎকৃষ্টং ভবতি। যদোৎকৃষ্টং ভবতি তদা পূর্ব্বোক্তমসাধারণং কার্য্যং করোতীতি শেষঃ॥ ১০॥

মধুসূদন।—উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণা ইত্যুচ্যতে রজশ্চেতি। রজস্তমশ্চ যুগপদুভাবপি গুণাবভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা স্বকার্য্যং প্রাগুক্তমসাধারণেন করোতীতি শেষঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি যদা তদা প্রাগুক্তং স্বকার্য্যং করোতি, তথা তদ্বদেব তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চেত্যুভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি যদা তদা স্বকার্য্যং প্রাগুক্তং করোতীত্যর্থঃ॥ ১০॥

নীলকণ্ঠ।—সত্ত্বাদয়ঃ কদা স্ব স্ব কার্য্যে প্রভবন্তীত্যাশঙ্ক্য ইতরেতরয়োরভিভবে সতী-ত্যাহ রজ ইতি। রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বং ভবতি বর্দ্ধতে, এবং রজোঽপি সত্ত্বতমসী অভিভূয় ভবতি, তথা তমোঽপি সত্ত্বরজসী অভিভূয় ভবতীত্যর্থঃ॥ ১০॥

বিশ্বনাথ।—উক্তং স্ব স্ব কার্য্যং সুখাদিকং প্রতি গুণাঃ কথং প্রভবন্তি ইত্যপেক্ষায়া-মাহ রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ম্ অভিভূয় তাদৃশাদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি। তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে গুণত্রয়ের যে যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা কখন তত্তৎ কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই অধুনা প্রদর্শিত হইতেছে। যখন সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া দেহীর হৃদয়ে প্রবল হয়, তখনই তন্নিমিত্ত জ্ঞানজনিত সুখপ্রাপক কার্য্যের আরম্ভ হয়। তদ্রূপ সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ যখন প্রবল হয়, তখনই তন্নিমিত্ত কর্ম্ম, তৃষ্ণা প্রভৃতি রজোগুণের কার্য্য আরব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে যখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হইয়া থাকে, তখন তন্নিমিত্ত প্রমাদ, আলস্যাদি তমোগুণাত্মক কার্য্যের আরম্ভ হয়।

সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে, সমভাবে গুণত্রয় প্রাপ্ত হইলেও কেন জীবন-কালে তাহার বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, এবং কেনই বা তাহা বিচিত্র ফলাফলের দান করে? প্রণিধান করিয়া দেখিলে সহজেই বোধ হইবে যে, আহার ব্যবহার, সংসর্গ ও শিক্ষা গুণত্রয়ের একের আধিক্য ও অন্যের অল্পতা বিধানের হেতুভূত। দস্যুর বংশে যে শিশুর জন্ম হয়, সে যদি সত্ত্বগুণপ্রধান হয়, তথাপি সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে সাত্ত্বিক আহারাদির ব্যতিক্রমে এবং কুপস্থার

অনুসরণে তাহার সত্ত্বগুণ অপচিত হইয়া যায়, এবং রজোতমো গুণের প্রাধান্য হইয়া উঠে। এইরূপ তমোগুণান্বিত শিশু যদি রজো-গুণান্বিত কর্ম্মবীর ক্ষত্রকুলে জন্ম-পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে সেই শিশু তমোগুণ পরিহার করিয়া রজোগুণ-প্রধান হইয়া উঠে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ সঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সঙ্গগুণে চিরসাধু ব্যক্তিও দোষান্বিত হইয়াছেন, এবং ঘোর পাষণ্ডও দেবকল্প ব্যক্তি হইয়া থাকেন। দস্যু রত্নাকর মহর্ষি নারদের সঙ্গ-লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ অবিচলিত-চিত্তে পালন করতঃ আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকিরূপে * জগৎপ্রসিদ্ধ

---

* বাল্মীকি।—পুরাকালে রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিল। সে নরহত্যা দ্বারা বৃদ্ধ পিতামাতার ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ করিত। সে যে অরণ্যপ্রদেশে বসিয়া পথিকগণের প্রাণসংহার করিত, একদা তাহার ভাগ্যবশে ব্রহ্মা ও নারদ সেই পথে গমন করিতেছিলেন। রত্নাকর তাঁহাদের প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, দেবর্ষি নারদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'তুমি কি জন্য আমাদিগকে সংহার করিবে?' রত্নাকর বলিল যে, 'আমি তোমাদিগকে হত্যা করিয়া যাহা পাইব, তদ্দ্বারা আমার পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে। দেবর্ষি বলিলেন, 'নরহত্যায় মহা অধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, এজন্য তোমাকে পরলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তুমি এই পাপকার্য্য দ্বারা যাহাদিগের ভরণ পোষণ করিতেছ, তাহারা কি তোমাকে এই মহাপাপ-সাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে?' দেবর্ষির বাক্যে রত্নাকর যেন একটু বিচলিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'আমি যাঁহাদিগের জন্য এই পাপকার্য্য করিতেছি, তাঁহারা সকলেই পাপের অংশ গ্রহণ করি-বেন।' দেবর্ষি বলিলেন, 'তুমি জান না, তাহারা কেহই তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করিবে না। আমার বাক্যে বিশ্বাস না হয়, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি। তখন রত্নাকর, পাছে তাঁহারা পলায়ন করেন, এই সন্দেহে সুদৃঢ় লতাপাশে তাঁহাদিগকে বন্ধন করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভি-মুখে গমন করিল। গৃহে উপস্থিত হইয়াই বৃদ্ধ পিতাকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি তাহার অনুষ্ঠিত পাপের অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না। উত্তরে বৃদ্ধ কহিলেন, 'আমি তোমার বৃদ্ধ পিতা, তোমার পালনীয়। তুমি যেরূপ কর্ম্মের দ্বারাই আমাকে ভরণ কর না কেন, আমি তাহার অংশ গ্রহণ করিব না। তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল তুমিই ভোগ করিবে।' পিতার উত্তর শুনিয়া রত্নাকর চিন্তিত-হৃদয়ে একে একে মাতা, পত্নী ও পুত্রগণকে পূর্ব্বোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তাহারা কেহই তাহার পাপের অংশ গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। তখন রত্নাকর উন্মত্তবৎ দ্রুতপদে গিয়া দেবর্ষির পদতলে পতিত হইল। এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তখন দেবর্ষি দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে রাম নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। কিন্তু নরহত্যাকারী দস্যুর রসনা সে নাম উচ্চারণে সমর্থ হইল না। মহর্ষি চিন্তিত হইলেন। সম্মুখে এক শুষ্ক বৃক্ষ ছিল। মহর্ষি তাহাকে সেই বৃক্ষের অবস্থা বলিতে আদেশ করিলে রত্নাকর মরা বলিল। দেবর্ষি তাহাকে বার বার মরা বলিতে আদেশ করিলেন। রত্নাকর এইরূপে মরা মরা বলিতে বলিতে অবশেষে রাম বলিতে সমর্থ হইল। দেবর্ষি তাহাকে রাম নাম জপ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন রত্নাকর এক স্থানে বসিয়া একান্ত-মনে রাম নাম জপ করিতে লাগিল। বহু বৎসর অতীত হইল। চতুর্দ্দিকে বল্মীকস্তূপ উত্থিত হইয়া রত্নাকরকে আচ্ছন্ন করিল। এই জন্যই তাঁহার নাম বাল্মীকি হইল। এইরূপে রত্নাকর দস্যু মহর্ষি বাল্মীকি হইলেন। একদা বাল্মীকি এক বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন, বৃক্ষোপরি দুইটী বক

...য়াছিলেন। আর যিনি স্বকীয় অধ্যবসায়ে এবং অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভের স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্রও * কুসঙ্গে পড়িয়া যোগভ্রষ্ট ও কুসঙ্গ চালিত হইয়াছিলেন। পুরাণ ইতিহাসে এবংবিধ দৃষ্টান্তের

...রমণনিরত ছিল। সহসা এক ব্যাধ একটী বককে শরাঘাত করিল। শরবিদ্ধ বক রক্তাক্তকলেবরে বৃক্ষ হইতে মহর্ষির ক্রোড়দেশে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মহর্ষির হৃদয় করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সহসা তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল; "মা নিষাদ! প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।" অর্থাৎ 'রে নিষাদ! তুমি রমণনিরত ক্রৌঞ্চদ্বয়ের একটীকে বধ করিলে, তুমি কোনকালে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।' এরূপ ছন্দের এই নূতন আবির্ভাব। তখন তিনি দেবর্ষি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই নব সুমধুর ছন্দে রাম-চরিত অবলম্বনে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে আদি কবি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। কেবল মহৎ সঙ্গগুণেই নরঘাতী দস্যু রত্নাকর আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি হইলেন। (বিস্তারিত বিবরণ বাল্মীকি রামায়ণে দ্রষ্টব্য) তাৎপর্য্যায়। "প্রাচেতসো বাল্মীকিশ্চ কবিজ্যেষ্ঠঃ কুশীলবঃ। বাল্মীকিঃ।" (ত্রিকাণ্ডশেষ)

বিশ্বামিত্র।—একদা ভৃগু স্বীয় পুত্রবধূকে দর্শন নিমিত্ত আগমন করিলেন। বধূ সত্যবতী তাঁহাকে পূজাদি দ্বারা তুষ্ট করিলে, তিনি বধূকে বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সত্যবতী আপনার এক তপঃপরায়ণ বেদপারগ পুত্র এবং স্বীয় জননীর এক বীরপুত্র কামনা করিলেন। মহর্ষিও তথাস্তু বলিয়া মনে মনে বিশ্বকে আবর্ত্তন করিয়া স্থানত্যাগ করিলেন। সেই শ্বাসবায়ু হইতে একটী রক্ত ও অপরটী শুভ্র চরু নিঃসৃত হইল। মহর্ষি সেই চরুদ্বয় বধূকে প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তোমার মাতা ঋতুস্নান-দিবসে অশ্বত্থ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া এই রক্তবর্ণ চরু ভক্ষণ করিবে, এবং তুমি উড়ুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া এই শ্বেত চরু ভক্ষণ করিও। যথাকালে ভ্রমক্রমে সত্যবতী অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রক্তবর্ণ চরু ভক্ষণ করিলেন, এবং তাঁহার জননী উড়ুম্বর বৃক্ষালিঙ্গন করিয়া শুভ্র চরু ভক্ষণ করিলেন। মহর্ষি ভৃগু ধ্যানবলে এই ভ্রমের বিষয় অবগত ও তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'তোমরা বৃক্ষালিঙ্গন ও চরুভক্ষণ বিপরীত ভাবে করিয়াছ। অতএব তোমার জননীর ব্রাহ্মণাচার ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মিবে এবং তোমার ক্ষত্রিয়াচার ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মিবে। যথাসময়ে সত্যবতী মহাতেজা যমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, তাঁহার জননী—গাধিদেশাধিপতির কুশিকপত্নী, বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। এক সময়ে মহারাজ বিশ্বামিত্র মৃগয়া করিতে গিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথায় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠপালিতা নন্দিনী নাম্নী কামধেনু দর্শন করিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য মহর্ষির নিকট প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক বাহুবলে নন্দিনীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বশিষ্ঠের যোগবল-সৃষ্ট সৈন্যের নিকট পরাজিত হইলেন। তিনি আপনাকে বড়ই লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিলেন। তখন গাধিরাজ ক্ষত্রিয়বল হইতে ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ দেখিয়া ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য উৎসুক হইলেন এবং রাজ্য ধন সমস্ত ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে বহু কঠোর সাধনাবলে তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইল; তিনি ব্রহ্মত্বলাভ করিলেন। যৎকালে তিনি এই কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন, সেই সময়ে একদা দেবরাজপ্রেরিতা মেনকা নাম্নী অপ্সরা আসিয়া বিবিধভাবে তাঁহার যোগভঙ্গের চেষ্টা করিল। তাহার সঙ্গদোষে ক্রমশঃ বিশ্বামিত্রের ধ্যান-নিরত জিতমনও বিচলিত হইল। তিনি মেনকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তপস্যায় জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। এই বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। (মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।

অভাব নাই। এই জন্যই সৎসঙ্গের প্রয়োজন। সদ্বিষয়ের আলোচনা ও সাধু-সঙ্গের ফল বলিয়া শেষ করা যায় না। তজ্জন্য ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং রজো ও তমঃ পরাভূত হইয়া যায়। এইরূপে যখন সঙ্গদোষে বাসনাদিক্রমে যে যে গুণের আধিক্য হয়, তখন মনুষ্য তদনুরূপ কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মীয়-বিশেষের নিধন হইলে, শ্মশানে সেই আত্মীয়ের সুখসেবিত কলেবরে অগ্নিদান করিয়া দাহকালে ঘোরতর বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সংসারের অসারতা, জীবনের নশ্বরতা, প্রেমবন্ধনের ভঙ্গুরতা, তখন সহজেই মনুষ্য হৃদ্গত করে; কিন্তু হায়! সেই প্রবৃত্তি অচিরকালমধ্যে বিষয়-মোহে, সাংসারিক আবিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আবার অল্পকালের মধ্যেই সে যে অধম মনুষ্য ছিল, সেই অধম মনুষ্যই হইয়া পড়ে। এই জন্যই যে যে কার্য্যে, যে যে শিক্ষায় এবং যে যে অনুশীলনে সৌদামিনীর ন্যায় স্ফুরিত সৎপ্রবৃত্তি হৃদয়াকাশ হইতে নির্ব্বাপিত হইয়া না যায়, তাহারই প্রযত্ন করা মানবের একান্ত আবশ্যক। সৎ অসৎ পথ চারিদিকেই রহিয়াছে। অসৎ পথ আপাততঃ সুরভিকুসুমাকীর্ণ, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরভাগ কণ্টকীলতা সমাচ্ছন্ন। সৎপথ আপাততঃ দুর্গম অসুখপ্রদ মনে হইলেও তাহার অভ্যন্তরে পরম সুখ সৌভাগ্যপ্রদ রত্নরাজি ঝলসিতেছে। গুণত্রয়ের ন্যূনাতিরেক হেতু অধম বা উত্তম ফলে মনুষ্যের আসক্তি হয়। অতএব যদি বা দৈবাৎ কখন সৎ প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তখন তাহাকে সযত্নে পরিপোষণ করাই জীবের আবশ্যক ॥ ১০ ॥

——০:)៖:(০——

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—যদা (যস্মিন্‌কালে) অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদি-করণেষু) জ্ঞানং (শব্দাদিজ্ঞানাত্মকং) প্রকাশঃ উপজায়তে (উৎ-

প্রকাশ) যদা (তস্মিন্ কালে) উত (অপি) সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ (উদ্ভূতং) ইতি বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরশব্দ ।—যে-সময়ে এই দেহে সকল-ইন্দ্রিয়-দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন-হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ উদ্ভূত ইহা জানিবে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে সময়ে এই দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-পথে জ্ঞানরূপ প্রকাশ উপজাত হয়, তখনই দেহে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাই জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদা যো গুণঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গম্ উচ্যতে সর্বদ্বারেষু ইতি। সর্ব্বদ্বারেষ্বাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্ব্বাণি করণানি তেষু দ্বারেষু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশো দেহেঽস্মিন্ প্রকাশশব্দবাচ্যঃ সর্ব্বদ্বারেষু উপজায়তে তদেব জ্ঞানং যদৈবং প্রকাশোজ্ঞানাখ্য উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধম্ উদ্ভূতং সত্ত্বমিত্যুতাপি ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরশ্লোকত্রয়স্যাকাঙ্ক্ষাং দর্শয়তি যদেতি। সত্ত্বোদ্ভবলিঙ্গদর্শনার্থমনন্তরং শ্লোকমুত্থাপয়তি উচ্যত ইতি। (সর্ব্বদ্বারেষ্বিত্যাদি সপ্তমী নিমিত্তে নেতব্যা,) উতশব্দোঽপি শব্দপর্য্যায়োঽপ্যতিশয়ার্থঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—তচ্চ কার্য্যোপলব্ধ্যৈবাবগচ্ছেদিত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু চক্ষুরাদিষু জ্ঞানদ্বারেষু যদা বস্তুযাথাত্ম্যপ্রকাশে জ্ঞানমুপজায়তে তদাস্মিন্ দেহে সত্ত্বং প্রবৃদ্ধমিতি বিদ্যাৎ ॥ ১১ ॥

হনুমান্ ।—সর্ব্বদ্বারেষু সর্ব্বেন্দ্রিয়েষু প্রকাশো জ্ঞানং প্রকাশশব্দবাচ্যম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর ।—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

বলদেব ।—উৎকৃষ্টানাং সত্ত্বাদীনাং লিঙ্গান্যাহ সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। যদা সর্ব্বেষু জ্ঞানদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদিযাথাত্ম্যপ্রকাশরূপং জ্ঞানমুপজায়তে তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনাস্মিন্ দেহে সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ। উতেত্যপ্যর্থে। সুখলিঙ্গেনাপি তদ্বিদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীমুদ্ভূতানাং তেষাং লিঙ্গান্যাহ ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু উপলব্ধিসাধনেষু শ্রোত্রাদিকরণেষু যদা প্রকাশঃ বুদ্ধিপরিণামবিশেষো বিষয়াকারঃ স্ববিষয়াবরণবিরোধী দীপবৎ, তদেব জ্ঞানম্ শব্দাদিবিষয় উপজায়তে, তদাঽনেন শব্দাদিবিষয়জ্ঞানাখ্যপ্রকাশেন লিঙ্গেন প্রকাশাত্মকং সত্ত্বং বিবৃদ্ধমুদ্ভূতমিতি বিদ্যাৎ জানীয়াৎ। উত অপি সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—তত্তদ্গুণোদ্ভবলিঙ্গান্যাহ ত্রিভিঃ সর্ব্বেতি। অস্মিন্ দেহে যদা সর্ব্বেষু দ্বারেষু বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়োপলব্ধিসাধনেষু বাহ্যাভ্যন্তরকরণেষু প্রকাশঃ স্ব স্ব বিষয়াবরণবিরোধী পরিণামবিশেষো জায়তে, তেন চ জ্ঞানং শব্দাদিবিষয়স্য যাথাত্ম্যেন প্রকাশো যদা জায়তে তদা সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি বিদ্যাৎ জানীয়াৎ উত অপি সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১১॥

বিশ্বনাথ।—বর্দ্ধমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্ষীণাবিতরৌ গুণাবভিভবতীত্যুক্তম্ অতস্তেষাং বৃদ্ধিলিঙ্গান্যাহ সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা প্রকাশঃ স্যাৎ কীদৃশঃ জ্ঞানং বৈদিকশব্দাদিযথার্থজ্ঞানাত্মকং তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ। উত শব্দাদাত্মোত্থসুখাত্মকঃ প্রকাশশ্চ যদেতি॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—গুণত্রয়ের সঙ্গকত্ব ও বন্ধকত্বের বিষয় পূর্ব্বে বিশদরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা কোন্ কোন্ গুণের আবির্ভাব, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি বুঝা যাইবে, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। মানবের শ্রোত্র নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ দেহের দ্বারস্বরূপ। সেই ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারপথে যখন কেবল জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা কেবল জ্ঞানই প্রকাশিত হয়, এবং জ্ঞানেরই অববোধ হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে। মূলস্থিত "উত" শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সুখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি অনুভব করা হয়।

যখন শ্রোত্র বিশ্বের বিষম কোলাহলের মধ্যে, বীণাঝঙ্কার সহকৃত মধুর গীতধ্বনির মধ্যে, শোকের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদের মধ্যে কেবল সারস্বরূপ সত্যস্বরূপ এবং স্থায়ীস্বরূপ স্বরই শুনিতে পায়; যখন নয়ন যাবতীয় তৃপ্তিকর দৃশ্যের মধ্যে বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র নৈপুণ্যলীলার মধ্যে এবং কুসুমাকীর্ণ গন্ধামোদিত প্রমোদ কাননমধ্যে অসার ও অলীক পদার্থ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল চিন্ময় পরম পুরুষের বিকাশ দেখিতে পায়; এইরূপে নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম যখন সার পদার্থই নির্ব্বাচন করে, সত্যকেই যখন অনুভব ও প্রকাশ করে, এবং পরম প্রাপ্য বস্তুকে প্রাপ্তির নিমিত্ত যখন ব্যাকুল হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তথাবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন দেহীর অন্তরে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইয়াছে। যখন তাঁহার ঐহিক ক্ষণস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর সুখে আর তৃপ্তি হয় না, যখন তিনি তুচ্ছ ও ঘৃণিত বিষয় ভোগে আর আসক্ত হইতে চাহেন না, এবং যখন তিনি পরম সুখের নিমিত্ত ব্যাকুল হন, তখনই বুঝিতে হইবে, তাঁহার হৃদয়ে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব, উন্মেষ ও পরিপুষ্টি হইতেছে॥ ১১॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—হে ভরতর্ষভ ! লোভঃ প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ (কর্ম্মোদ্যমঃ) কর্ম্মণাম্ অশমঃ (অনিবৃত্তিঃ) স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা), এতানি রজসি বিবৃদ্ধে (বৃদ্ধিপ্রাপ্তে) [সতি] জায়ন্তে ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ। হে ভরতর্ষভ ! লোভ, প্রবৃত্তি, উদ্যম, কর্ম্মের অনিবৃত্তি, স্পৃহা, এই সকল রজোগুণ বর্দ্ধিত-হইলে জন্মে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা। হে ভরতকুলরত্ন ! যে সময় দেহে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়, তৎকালে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মোদ্যম, কর্ম্মের অশান্তি, বিষয়তৃষ্ণা উপজাত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—রজস উদ্ভূতস্যেদং চিহ্নং লোভ ইতি। লোভঃ পরদ্রব্যাদিবিচ্ছা, প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং সামান্যচেষ্টা আরম্ভঃ উদ্যমঃ কস্য কর্ম্মণামশমঃ অনুপশমঃ হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ, স্পৃহা সর্ব্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা রজসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—অতিশয়েনোদ্ভূতস্য রজসো লিঙ্গমাহ রজস ইতি। উপক্রমপর্য্যায়স্যারম্ভস্য বিষয়ং পৃচ্ছতি কস্যেতি। কাম্যানি নিষিদ্ধানি চ লৌকিকানি কর্ম্মাণি বিষয়ত্বেন নির্দ্দিশতি কর্ম্মণামিতি। অনুপশমো বাহ্যান্তঃকরণানামিতিশেষঃ। লোভাদ্যুপলম্ভাদ্রজোবৃদ্ধির্বোদ্ধব্যেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—লোভ ইতি। লোভঃ স্বকীয়দ্রব্যাত্যাগশীলতা প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনমনুদ্দিশ্যাপি চলস্বভাবতা আরম্ভঃ কর্ম্মণাং ফলসাধনভূতানাং কর্ম্মণামারম্ভ উদ্যোগঃ অশমঃ ইন্দ্রিয়ানুপরতিঃ স্পৃহাবিষয়েচ্ছা। এতানি রজসি প্রবৃদ্ধে জায়ন্তে। যদা লোভাদয়ো বর্ত্তন্তে তদা রজঃ প্রবৃদ্ধমিতি বিদ্যাৎ ॥ ১২ ॥

হনুমান্।—লোভ ইতি শাস্ত্রেণ প্রাপ্তযোগানামযোগঃ তথা শাস্ত্রেণ নিষিদ্ধস্য পরিগ্রহণং পরিগ্রহশ্চ প্রবৃত্তিপ্রকর্ষেণ বর্ত্তনং চেষ্টা স্বভাবত আরম্ভকর্ম্মণাং লৌকিকবৈদিকানামশমঃ ক্রোধহর্ষাদিসাম্যং, ॥ ১২ ॥ অভাবঃ, স্পৃহেচ্ছা ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি যঃ পুনঃ পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা, কর্ম্মণামারম্ভো মহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ, অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো জিঘৃক্ষা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এভির্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব :— লোভঃ স্বদ্রব্যাত্যাগপরতা প্রবৃত্তিঃ তদ্বৃদ্ধিযত্নপরতা কর্ম্মণাং গৃহনির্ম্মাণাদীনামারম্ভঃ অশমো বিষয়ভোগাদিদ্রিয়াণামনুপরতিঃ স্পৃহা বিষয়লিপ্সা এতৈর্লিঙ্গৈঃ রজো বিবৃদ্ধং বিন্দ্যাৎ॥ ১২॥

মধুসূদন।—মহতি ধনাগমে জায়মানেঽপ্যনুক্ষণং বর্দ্ধমানস্তদভিলাষো লোভঃ স্ববিষয়-প্রাপ্ত্যনিবর্ত্ত্য ইচ্ছাবিশেষ ইতি যাবৎ, প্রবৃত্তির্নিরন্তরং প্রযতমানতা, আরম্ভঃ কর্ম্মণাং বহুবিত্ত-ব্যয়ায়াসকরাণাং কাম্যনিষিদ্ধলৌকিকমহাগৃহাদিবিষয়াণাং ব্যাপারাণামুদ্যমঃ, অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীতি সঙ্কল্পপ্রবাহানুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু পরধনেষু দৃষ্টমাত্রেষু যেন কেনাপ্যুপায়েনোপাদিৎসা, রজসি রাগাত্মকে বিবৃদ্ধে এতানি রাগাত্মকানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ! এতৈর্লিঙ্গৈর্বিবৃদ্ধং রজো জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১২॥

নীলকণ্ঠ।—লোভঃ প্রাপ্তাধিকে গর্ধঃ, প্রবৃত্তিরগ্নিহোত্রাদৌ, আরম্ভোগৃহাদেঃ কর্ম্মণাম্, অশমঃ সতামসতাং বা কার্য্যাণাম্ অনুপরমঃ, স্পৃহা দৃষ্টে পরধনাদৌ উপাদিৎসা, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ!॥ ১২॥

বিশ্বনাথ।—প্রবৃত্তির্নানা প্রযত্নপরতা। কর্ম্মণামারম্ভঃ গৃহাদি-নির্ম্মাণোদ্যমঃ অশমো বিষয়ভোগানুপরতিঃ॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর রজোগুণ বিবৃদ্ধির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ তাহা অনুরাগ-বৃদ্ধিকারী। বিষয় আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা রজোগুণ প্রভাবে সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যখন রাজ্য ধন রত্নাদি বস্তু প্রভূত প্রমাণে সংগৃহীত হইলেও অধিকতর পরিমাণে প্রাপ্তির নিমিত্ত বলবান লোভ থাকে, যখন চেষ্টা এবং ভক্ষ্যভোজ্য লাভার্থ প্রযত্ন অব্যাহত-গতিতে হৃদয়কে চঞ্চল করে, যখন অট্টালিকা নির্ম্মাণাদি ব্যাপারে সর্ব্বদা বিনিযুক্ত থাকিবার বাসনা প্রবল হয়, যখন এই কার্য্যের পর এই কার্য্য, তদনন্তর অন্য কার্য্য সম্পাদনের ধারাবাহিক সঙ্কল্প প্রবাহ হৃদয়কে নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া রাখে, এবং যখন দর্শনমাত্রেই বস্তুবিশেষ হস্তগত ও স্বকীয় করিবার নিমিত্ত প্রবল বাসনা জন্মে, তখনই বুঝিতে হইবে রজোগুণের বিবৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রজোগুণ কর্ম্মারম্ভ। বিষয় লোভ, ভোগ স্পৃহা, এবং অদমনীয়া প্রবৃত্তি মনুষ্যকে বিবিধ কর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ করে, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্ত হইয়া রজোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্য নিরন্তর স্বকীয় ঐহিক মান সম্ভ্রম বিষয় লালসা ও ভোগ্যবস্তু লাভের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। এবম্বিধ কর্ম্মময়তা রজোগুণেরই পরিচায়ক। ভারত-মণ্ডলের ক্ষত্রিয়-

গণ * প্রধানতঃ রজোগুণান্বিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। রাজ্য, হয়, হস্তী, দাস দাসী এবং বনিতা লাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সমরাদি ব্যাপার দেখিলে সমালোচ্য শ্লোকোক্ত লক্ষণসমূহের সুন্দররূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। "ভরতর্ষভ" নামে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, খ্যাতনামা ক্ষত্রিয়প্রবর ভরতরাজার বংশে অর্জ্জুনের জন্ম এবং ক্ষত্রিয়োচিত কুল-ধর্ম্মে তিনি যশস্বী ॥ ১২ ॥

—০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০—

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। হে কুরুনন্দন ! অপ্রকাশঃ (অবিবেকঃ) অপ্রবৃত্তিঃ (অনুদ্যমঃ) প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ (মূঢ়তা) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে (বর্দ্ধিতে) [সতি] জায়ন্তে (উৎপদ্যন্তে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ। হে কুরুনন্দন ! অবিবেক, অনুদ্যম, প্রমাদ এবং মোহ এই-সকল তমোগুণ বর্দ্ধিত [হইলে] উৎপন্ন-হয় ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা। হে কুরুবংশাবতংশ ! যৎকালে জীবের দেহে তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন তাহাতে অবিবেক, নিরুদ্যমতা, প্রমাদ এবং মূঢ়তা, এই সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশোঽবিবেকোঽত্যন্তম প্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবঃ তৎকার্য্যং প্রমাদো মোহ এব চ অবিবেকো মূঢ়তেত্যর্থঃ, তমসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—উদ্ভূতস্য তমসো লিঙ্গমাহ অপ্রকাশ ইতি ॥ সর্ব্বথৈব জ্ঞানকর্ম্মণোর-ভাবো বিশেষণাভ্যামুক্তস্তৎকার্য্যমিতি তচ্ছব্দো দর্শিতা বিবেকার্থঃ, প্রমাদো ব্যাখ্যাতঃ, মোহো বেদিতব্যস্যান্যথাবেদনং। তস্যৈব মৌঢ্যান্তরত্বমাহ অবিবেক ইতি। অবিবেকাতিশয়াদিনা প্রবৃদ্ধস্তমোজ্ঞেয়মিতিভাবঃ ॥ ১৩ ॥

* ক্ষত্রজং সেবিতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসংযুতঃ। দানাদান বহির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে। তস্য ধর্ম্মো যথা। নারদ উবাচ। ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি পার্থিব। দদ্যাদ্রাজা ন যাচেত [illegible] ন চ যাজয়েৎ।

রামানুজ।—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো জ্ঞানানুদয়ঃ। অপ্রবৃত্তিস্তব্ধতা প্রমাদঃ অকার্য্যপ্রবৃত্তিফলমনবধানং মোহো বিপরীতজ্ঞানম্ এতানি তমসি প্রবৃদ্ধে জায়ন্তে এতৈস্তমঃ প্রবৃদ্ধমিতি বিদ্যাৎ॥ ১৩॥

হনুমান্।—অপ্রকাশঃ অজ্ঞানম্ অপ্রবৃত্তিরালস্যং প্রমাদঃ প্রাপ্তাপ্রতিপত্তিঃ মোহঃ অবিবেকঃ॥ ১৩॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ,অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যং, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

বলদেব।—অপ্রকাশো জ্ঞানাভাবঃ শাস্ত্রাবিহিতবিষয়গ্রহরূপঃ অপ্রবৃত্তিঃ ক্রিয়াবিমুখতা প্রমাদঃ করাদিস্থেঽপ্যর্থে নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ এতৈর্লিঙ্গৈস্তমোবিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ॥ ১৩॥

মধুসূদন।—অপ্রকাশঃ সত্যপ্যুপদেশাদৌ বোধকারণে সর্ব্বথা বোধাযোগ্যত্বম্ অপ্রবৃত্তিশ্চ সত্যপ্যগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিত্যাদৌ প্রবৃত্তিকারণে জনিতবোধেঽপি শাস্ত্রে সর্ব্বথা তৎ-প্রবৃত্ত্যযোগ্যত্বং প্রমাদস্তৎকালকর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তস্যার্থস্যানুসন্ধানাভাবঃ মোহ এব চ মোহো নিদ্রাবিপর্য্যয়ো বা। চৌ সমুচ্চয়ে এবকারো ব্যভিচারবারণার্থঃ। তমস্যেব বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরুনন্দন! অত এতৈর্লিঙ্গৈরব্যভিচারিভির্বিবৃদ্ধং তমোজানীয়াদিত্যর্থঃ॥১৩॥

নীলকণ্ঠ।—সত্যপিবোধকে গুর্ব্বাদৌ অপ্রকাশঃ সত্ত্বকার্য্যপ্রকাশানুদয়ঃ, অপ্রবৃত্তিঃ সত্যপি প্রবৃত্তিনিমিত্তে রজঃকার্য্যপ্রবৃত্ত্যনুদয়ঃ প্রমাদঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকরাহিত্যং মোহো নিদ্রাদি-রূপঃ॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—অপ্রকাশো বিবেকাভাবঃ শাস্ত্রাবিহিতশব্দাদিগ্রহণম্। অপ্রবৃত্তিঃ প্রযত্ন-মাত্ররাহিত্যং। প্রমাদঃ কণ্ঠাদিধৃতেঽপি বস্তুনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর তমোগুণের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অবি-বেকিতা অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বুদ্ধি সহকারে বিষয়বোধের অক্ষমতা, তমোগুণের একটী লক্ষণ। যখন শাস্ত্রোপদেশ বা গুরূপদেশ প্রণিধান করিবার ক্ষমতা

নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ। নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্। যেতু ক্রতুভিরীজানাঃ শ্রুতবন্তশ্চ পার্থিবাঃ। যেতু যুদ্ধে বিজেতারস্তে তু লোকজিতো নৃপাঃ। অবিক্ষত শরীরো হি সংগরাদ্যো নিবর্ত্ততে। ক্ষত্রিয়স্ত তু তৎকর্ম্ম নোত্তমত্র যশঃপ্রদঃ। ক্ষত্রিয়াণামযং ধর্ম্মো নির্ণীতো মুনিভিঃ পরঃ। নাস্ত কৃত্যতমং কিঞ্চিদ্রাজ্ঞো দস্যুবিনিগ্রহাৎ। দান মধ্যয়নং যজ্ঞো রাজ্ঞাং ক্ষেমোঽভিধীয়তে। তস্মাদ্রাজ্ঞা মহারাজ যোদ্ধব্যং ধর্ম্ম-শীলিনা। প্রজাঃ স্বেষু চ ধর্ম্মেষু স্থাপয়েত মহীপতিঃ। ধর্ম্মাণ্যেব হি কর্ম্মাণি কারয়েৎ সততং প্রজাঃ। পরমাং সিদ্ধিমাপ্নোতি নৃপতিঃ পরিপালনাৎ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো রাজন্য উচ্যতে। (পাদ্মে ২৬ অধ্যায়)। বেদানধীত্য ধর্ম্মে শাস্ত্রাণি চানঘ। সন্তানাদীনি কর্ম্মাণি কৃত্বা সোমং নিসেব্য চ। পালয়িত্বা প্রজাঃ সর্ব্বা

না থাকে এবং তদনুসারে প্রবৃত্তি না হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে অবিবেকিতা প্রবল হইয়াছে। অনুদ্যমতা তমোগুণের আর একটী লক্ষণ। যখন উৎসাহ-সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আগ্রহ না হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তমোগুণের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। অননুসন্ধিৎসা তমোগুণের আর একটী লক্ষণ। যখন লব্ধ অর্থের বা প্রাপ্ত ফলাফলের কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তমোগুণের বিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। মূঢ়তা ইহার একটী লক্ষণ। যখন মিথ্যাবিষয়ে অভিনিবেশ হয় বা নিদ্রা কিম্বা বিপরীত বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়গ্রহে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, তখনই বুঝিতে হইবে, তমোগুণের বিবৃদ্ধি হইতেছে।

আত্মা কর্ত্তব্য বিষয়ানুসন্ধানে যখন প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, পরম কল্যাণপ্রদ বিষয়-বিশেষের উপদেশ লাভ করিয়াও যখন তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না, যখন ভ্রম-প্রমাদাদির অধীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণে উৎসাহ দেখায় না, যখন নিদ্রা তন্দ্রা ও আলস্যে অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যানুসরণে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, এবং যখন মোহের প্রাবল্যে আপনার বিবেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, হৃদয়ে তমোগুণের উদ্ভব ও বৃদ্ধি হইয়াছে।

হে কুরুনন্দন! তুমি বলবীর্য্যসম্পন্ন, অথচ ধর্ম্মপরায়ণ কুরু ও ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তমোগুণ এতদ্বংশীয় কোন ব্যক্তিকেই অধিকার করিতে পারে নাই।

মূলে সমুচ্চয়ার্থে চকারের প্রয়োগ হইয়াছে, এবং সমর্থনার্থ একবার প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মেণ জয়তাম্বর। রাজসূয়াশ্বমেধাদীন্ মখানন্যাং স্তথৈবচ। আনয়িত্বা যথাপাঠং বিপ্রেভ্যো দত্ত দক্ষিণঃ। সংগ্রামে বিজয়ং প্রাপ্য তথাল্পং যদি বা বহু। স্থাপয়িত্বা প্রজাপালং পুত্রং রাজ্যে চ পার্থিব। অন্য গোত্রং প্রশস্তং বা ক্ষত্রিয়ং ক্ষত্রিয়র্ষভ। অর্চ্চয়িত্বা পিতৃন্ সম্যক্ পিতৃযজ্ঞে যথাবিধি। দেবান্ যজ্ঞৈর্ঋষীন্ বেদৈরর্চ্চয়িত্বা প্রযত্নতঃ। অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে য ইচ্ছেদাশ্রমান্তরং। সোঽনুপূর্ব্বাশ্রমান্ রাজন্ গত্বাসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। রাজর্ষি-[illegible] রাজেন্দ্র ভৈক্ষ্যচর্য্যাধ্বসেবয়া। অপেতগৃহধর্ম্মোঽপি চরেজ্জীবিত কাম্যয়া। ন চৈতন্নৈষ্ঠিকং কর্ম্ম ত্রয়াণাং [illegible]দাক্ষণং। চতুর্ণাং রাজশার্দ্দুল প্রাহুরাশ্রমবাসিনাং। বাহ্বায়াত্তং ক্ষত্রিয়ৈর্মানবানাং লোকশ্রেষ্ঠং ধর্ম্মমা-[illegible]মানৈঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ সোপধর্ম্মাস্ত্রয়াণাং রাজ্ঞোধর্ম্মাদিতি বেদাৎ শৃণোমি। এবং ধর্ম্মগ্রজ্ঞ ধর্ম্মেষু সর্ব্বান্ [illegible] সপ্রলীনান্নিবোধ। অলশ্রমানল্পফলানবদন্তি ধর্ম্মানন্যান্ বেদবিদো মনুষ্যাঃ। মহাশ্রমং বহুকল্যাণ-[illegible] ধর্ম্ম নেতরং প্রাহুরার্য্যা। সর্ব্বে ধর্ম্মা রাজধর্ম্মপ্রধানাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ পাল্যমানা[illegible]।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে॥১৪॥

অন্বয়। যদা (যস্মিন্‌কালে) তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (বৃদ্ধিং প্রাপ্তে) [সতি] দেহভৃৎ (জীবঃ) প্রলয়ং (বিনাশং) যাতি (প্রাপ্নোতি) তদা (তস্মিন্‌কালে) উত্তমবিদাম্ (মহদাদি-তত্ত্বজ্ঞানাং) অমলান্ (রজস্তমো-রহিতান্) প্রতিপদ্যতে (লভতে)॥ ১৪॥

প্রতিশব্দ। যে-কালে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত [হইলে] জীব মৃত্যুকে প্রাপ্ত-হয়, তৎ-কালে মহদাদি-তত্ত্ববিদ্‌গণের নির্ম্মল লোককে লাভ-করে॥ ১৪॥

ব্যাখ্যা।- যে সময়ে দেহে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তৎকালে জীব যদি মৃত হয়, তাহা হইলে, রজঃস্তম প্রভৃতি মলরহিত তত্ত্বজ্ঞগণের বাস-ভূমি উত্তম লোককে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—মরণদ্বারেণাপি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং সর্ব্বং গৌণমেবেতি দর্শয়ন্নাহ যদেতি। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভৃদাত্মা তদা উত্তমবিদাম্ মহদাদিতত্ত্ববিদামিত্যেতল্লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ॥ ১৪॥

আনন্দগিরি।—সাত্ত্বিকাদীনাং ভাবানাং পারলৌকিকং ফলবিভাগমুদাহরতি মরণেতি। সঙ্গঃ সক্তিঃ রাগঃ তৃষ্ণা তদ্বলানুষ্ঠানদ্বারা লভ্যমানমিত্যর্থঃ। গৌণং সত্ত্বাদিগুণপ্রযুক্তমিতি যাবৎ। তত্র সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকৃতফলবিশেষমাহ যদেতি। মলরহিতান্ রজস্তমসোরন্যতরস্যোদ্ভবো মলং তেন রহিতানাগমসিদ্ধান্ ব্রহ্মলোকাদীনিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

নারদ বলিলেন, অতঃপর আমি ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। রাজা দান করিবেন, কিন্তু যাচ্ঞা করিবেন না, অধ্যয়ন করিবেন, অধ্যাপনা করিবেন না। যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, যাজনা করিবেন না। সর্ব্বদা দস্যুগণের বধবিষয়ে যত্নবান থাকিবেন এবং সমরে বিক্রম দেখাইবেন। যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞপরায়ণ বেদজ্ঞ যুদ্ধবিজয়ী তিনিই সর্ব্বলোকের বিজেতা। যে ক্ষত্রিয় অক্ষত-শরীরে সংগ্রাম-স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তাঁহার ইহকাল ও পরকাল কোথাও শুভফল নাই। দস্যু-দমন অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠকার্য্য নাই। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ইহাই রাজাদিগের মঙ্গলকর কর্ম্ম। নৃপতি প্রজাগণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিবেন, এবং তাহাদিগকে সতত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত রাখিবেন। এইরূপ প্রজা পালনের দ্বারাই তাঁহারা সর্ব্বসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। নৃপতিগণ বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক রাজনীতিসমূহ শিক্ষা করিয়া বিবাহাদি করিবেন। ধর্ম্মসহকারে প্রজাবর্গকে

রামানুজ।—যদেতি। যদা সত্ত্বং প্রবৃদ্ধং তদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং মরণং যাতি চেৎ উত্তমবিদামাত্মযাথাত্ম্যবিদাং লোকান্ সমূহান্ অমলান্ মলরহিতান্ অজ্ঞানরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু মৃত আত্মবিদাং কুলে জনিত্বাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানসাধনেষু পুণ্যকর্ম্মস্বধিকরোতীত্যুক্তং ভবতি॥ ১৪॥

হনুমান।—প্রলয়ং মরণম্ উত্তমবিদাং মহদাদিতত্ত্বস্বরূপবিদাম্॥ ১৪॥

শ্রীধর।—মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ যদেতি দ্বাভ্যাং। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি॥ ১৪॥

বলদেব।—মৃতিকালে বিবৃদ্ধানাং গুণানাং ফলবিশেষমাহ যদেতি দ্বাভ্যাং। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা দেহভৃজ্জীবঃ প্রলয়ং যাতি ম্রিয়তে তদোত্তমবিদাং হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকানাম্ লোকান্ দিব্যভোগোপেতান্ প্রতিপদ্যতে লভতে। অমলান্ রজস্তমোমলহীনান্; ১৪॥

মধুসূদন।—ইদানীং মরণসময়ে বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ যদেতি। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা প্রলয়ং মৃত্যুং যাতি প্রাপ্নোতি দেহভৃৎ দেহাভিমানী জীবঃ তদোত্তমা যে হিরণ্যগর্ভাদয়স্তদ্বিদাং তদুপাসকানাং লোকান্ দেবসুখোপভোগস্থানবিশেষানমলান্ রজস্তমোমলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি॥ ১৪॥

নীলকণ্ঠ।—প্রলয়ং মরণম্ উত্তমবিদাং হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকানাং দেবানাং বা লোকান্ অমলান্ নির্দুঃখান্॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ।—প্রলয়ং যাতি মৃত্যুং প্রাপ্নোতি। তদা উত্তমং বিন্দতি লভন্তে ইতি উত্তমবিদো হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসকাঃ তেষাং লোকান্ অমলান্ সুখপ্রদান্॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—অন্তিম-সময়ে যখন দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ হয়, সেই চরম-সময়ে সত্ত্বাদিগুণের বিবৃদ্ধি ঘটিলে কিরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। মরণ-সময়ে যদি মনুষ্য হৃদয়ে সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মরণোত্তরকালে অতি শুভফল প্রাপ্ত

পালন করিয়া রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া প্রজাপালক-পুত্রকে তদভাবে অন্য প্রশস্ত ক্ষত্রিয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া চরমে বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন। তখন সেই রাজর্ষি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষা ও পর্য্যটনাদি দ্বারা জীবনপাত করিবেন। এইরূপে ক্ষত্রিয়-লোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে আচরণ করিয়া যাবতীয় ধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই রাজধর্ম্মে সকল ধর্ম্মই অবস্থিত এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ইহার আশ্রিত। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্ম সকল অল্প আয়াসসাধ্য অল্প ফলদায়ক। এই সকল ধর্ম্ম রাজধর্ম্ম প্রধান এবং ইহার দ্বারাই পালিত ও রক্ষিত।

"যোঽন্ত্যঃ পুরঞ্জয়ো নামভবিষ্যো বারহদ্রথঃ। তস্যামাত্যস্তু শূনকো হত্বা স্বামিনমাত্মজম্। প্রদ্যোতসংজ্ঞং রাজানং কর্ত্তাবৎ পালকঃ সুতঃ। বিশাখযুপস্তৎপুত্রো ভবিতা রাজকস্ততঃ। নন্দিবর্দ্ধনস্তৎপুত্রঃ পঞ্চপ্রদ্যোতনা

হইয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ মহদাদি বিষয়জ্ঞানে যাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন্, সেই মহাত্মাগণ যে স্থানে প্রয়াণ করেন, বিবৃদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মাও দেহ নাশের পর সেই পাপাদি পরিশূন্য নির্ম্মল দেবভোগ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন।

মরণকালে যে গুণের প্রবলতা হয়, তাহার ফল জীবনব্যাপী অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে। অন্তিমকালে প্রকৃতপ্রস্তাবে যথার্থই যদি অন্তঃকরণ অনুতপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে, তাহা হইলেই যাবজ্জীবন যত সত্ত্বগুণ-বিরোধী কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তত্তাবতের ফল মনুষ্যকে সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিতে পারে না। ঘোর বিষয়াসক্ত মনুষ্য ভ্রমেও হৃদয়কে সেই অপরিহার্য্য দিনের নিমিত্ত প্রস্তুত করে না। তখনও তাহারা স্ত্রী, পুত্র, অট্টালিকা, উদ্যান, ধন, রত্ন পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া চিন্তায় আকুল হইতে থাকে, এবং তত্তাবতের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অনতিক্রম্য নিয়তির শাসনে শমন-কিঙ্করের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করে। সেই ভয়ানক দিনেও তাহার চিত্তকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্ত্বগুণাভিমুখী করিবার অভিপ্রায়ে আত্মীয়গণ উচ্চৈস্বরে তাহার কর্ণকুহর-সমীপে তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। তাহাকে ভোগাসক্তিবর্দ্ধক দ্রব্যাদি পরিপূরিত বাসনার লীলাক্ষেত্র স্বরূপ গৃহ হইতে সজ্ঞানে সর্ব্বসঙ্গ

ইমে। অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্ষ্যন্তি পৃথিবীং নৃপাঃ। শিশুনাগ স্ততোভাব্যঃ কাকবর্ণস্তু তৎসুতঃ। ক্ষেমধর্ম্মাতস্তস্য সুতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেমধর্ম্মজঃ। বিম্বিসারঃ সুতস্তস্যাঽজাতশত্রুর্ভবিষ্যতি। দর্ভকস্তৎ সুতোভাবী দর্ভকস্যাজয়ঃ স্মৃতঃ। নন্দিবর্দ্ধন আজেয়া মহানন্দিস্তু তৎসুতঃ। শৈশুনাগাদশৈবৈতে ষষ্ঠ্যুত্তরশতত্রয়ং। সমাভোক্ষ্যন্ত পৃথিবীং কুরুশ্রেষ্ঠ কলৌনৃপাঃ। মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকঃ। ততো ভূপাভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া অধার্ম্মিকাঃ। স একছত্রাং পৃথিবী মনুল্লঙ্ঘিতশাসনঃ। শাসিষ্যতি মহাপদ্মো দ্বিতীয় ইব ভার্গবঃ। তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ। য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং শমাঃ। নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈকলৌ। স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজোরাজ্যেঽভিষিক্ষ্যতি। তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ। সুযশা ভবিতা তস্য সঙ্গতঃ সুযশঃ সুতঃ। শালীশুক সুতস্তস্য সোমশর্ম্মা ভবিষ্যতি। শতধন্বা সুতস্তস্য ভবিতা তদ্বৃহদ্রথঃ। মৌর্য্যাস্ত্বেতে দশনৃপাঃ সপ্তত্রিংপচ্ছতোত্তরং। সমা ভোক্ষন্তি পৃথিবীং কলৌ কুরুকুলোদ্বহ। অগ্নিমিত্রস্ততস্তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠো ভবিতাততঃ। বসুমিত্রো ভদ্রকশ্চ পুলিন্দো ভবিতাসুতঃ। ততোঘোষঃ সুতস্তস্মাদ্বজ্রমিত্রো ভবিষ্যতি। ততো ভগবতস্তস্মাদ্দেবভূতিঃ কুরূদ্বহ। শুঙ্গা দশৈশতে ভোক্ষন্তি ভূমিংবর্ষশতাধিকং। ততঃ কণ্বানিমং ভূমির্যাস্যত্যল্পগুণান্নৃপান্। শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কণ্বোঽমাত্যস্তুকামিনং।

[illegible] সুরধুনীতীরে আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! কৃতান্তের [illegible] যদি তাহার সংজ্ঞালোপ হয়, তাহা হইলে সে আর কোন [illegible] চিন্তা করিতে পারে না। যদি তাহার শক্তি লোপ হেতু বাক্য [illegible] ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সে আর কোন কথা [illegible] পারে না। কিন্তু তাহার অন্তরে যদি স্বল্প মাত্র সংজ্ঞারও অবশেষ [illegible], তাহা হইলে সে ক্রমাগত প্রিয় পদার্থ সমূহের চিন্তা করিতে ক্ষান্ত [illegible] না। অন্তিম কালেও সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হইলে যে অসুলভ পরম [illegible] প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানবগণের তাহা স্মরণ করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

[illegible] রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ। তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্ততোনারায়ণঃ সুতঃ। কাণ্বায়নাইমে ভূমিং [illegible] পঞ্চ। শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে। হত্বা কাণ্বং সুশর্ম্মাণং তদ্ভৃত্যো বৃষলোবলী। [illegible] জাতীয়ঃ কঞ্চিৎ কালমসত্তমঃ। কৃষ্ণ নামাথ তদ্ভ্রাতা ভবিতা পৃথিবীপতিঃ। শ্রীশান্তকর্ণস্তৎ [illegible] তৎসুত। লম্বোদরস্ত তৎপুত্র স্তস্মাচ্চিবিলিকো নৃপঃ। মেঘস্বাতিশ্চিবিলিকাদ্দৃঢ় মানস্তু তস্য [illegible] হালেয় স্তলকস্তস্য চাত্মজঃ। পুরীষভেরুস্তৎপুত্রস্ততো রাজা সুনন্দনঃ। চকরো বটকো যত্র [illegible] অরিন্দম। তস্যাপি গোমতীপুত্রঃ পুরীমান ভবিতাততঃ। মেদঃ শিরাঃ শিরস্কন্ধো যজ্ঞশ্রীস্তৎ সুত-[illegible] সুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবীজঃ সলোমধিঃ। এতেত্রিংশন্নৃপতয়শ্চত্বার্য্যব্দ পতানি চ। ষট্পঞ্চাশচ্চ [illegible] ভোক্ষ্যন্তি কুরুনন্দন। সপ্তাভীরা আবভৃত্যা দশগর্দ্দভিনোনৃপাঃ। কঙ্কাঃ ষোড়শ ভূপালা ভবিষ্যন্ত্য-[illegible]। ততোহষ্টৌ যবনাভাব্যাশ্চতুর্দ্দশ চতুঃস্বরাঃ। ভূয়োদশ গুরুণ্ডাশ্চ মৌলা একাদশৈবতু। এতে [illegible] পৃথিবী দশবর্ষ শতানি চ। নবাধিকাঞ্চ নবতিং মৌলা একাদশ ক্ষিতিং। ভোক্ষ্যন্ত্যব্দশতান্যঙ্গ [illegible] সংস্থিতে ততঃ। কিলকালায়ং নৃপতয়ো ভূতনন্দোহথ বঙ্গিরিঃ। শিশুনন্দিস্তুতৎভ্রাতা যশোনন্দিঃ [illegible]। ভোক্ষন্ত্যেতে বর্ষশতং ভবিষ্যন্ত্যধিকানিষট্। তেষাং ত্রয়োদশ সুতাভবিতারশ্চ বাহ্লিকাঃ। পুষ্প [illegible] দুর্মিত্রোহস্য তথৈবচ। এককালা ইমেভূপাঃ সপ্তান্ধ্রাঃ সপ্ত কোশলাঃ। বৈদূরপতয়ো [illegible] এব হি। মাগধানাঞ্চ ভবিতা বিশ্বস্ফূর্জ্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ। করিষ্যত্যপরান বর্ণান্ পুলিন্দ যদু-[illegible]। পঞ্চাশ্চাব্রহ্মভূরিষ্ঠাঃ স্থাপয়িষ্যতি দুর্ম্মতঃ। বীর্যবান্ ক্ষত্রমুৎসার্য্য পদ্মাবত্যাং সবৈপুরি। অনুগঙ্গামা [illegible] ভোক্ষ্যতি মেদিনীং। সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চশূরা অর্ব্বুদমালবাঃ। ব্রাত্যাদ্বিজাভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া [illegible]। সিন্ধোস্তটং চন্দ্র ভাগাং কৌন্তিং কাশ্মীর মণ্ডলং। ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রাব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছা অব্রহ্ম বর্চ্চসঃ। [illegible] রাজন ম্লেচ্ছপ্রায়াশ্চ ভূভৃতঃ। এতে ধর্ম্মানৃতপরাঃ ফল্গুদা স্তীব্রমন্যবঃ। স্ত্রীবালগো দ্বিজঘ্নাশ্চ [illegible]। উদিতাস্তমিতপ্রায়া অল্পসত্ত্বাল্পকায়ুষঃ। অসংস্কৃতাঃ ক্রিয়াহীনা রজসা তমসাবৃতাঃ। প্রজাস্তে [illegible] রাজন্য রূপিণঃ। তন্নাথাস্তেজনপদা স্তচ্ছীলচোর বাদিনঃ। অন্যোন্যতোরাজভিশ্চ ক্ষয়ং যাস্যন্তি [illegible] (ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ১ম অধ্যায়)

[illegible] বৃহদ্রথে। তনয় পুরঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন। শূনক নামক তাঁহার অমাত্য তাঁহাকে হত্যা [illegible] প্রদ্যোতকে রাজা করিলেন। প্রদ্যোতের পালক নামে এক সন্তান হইবে। পালকের তনয় [illegible] রাজক, রাজকের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন তৎপুত্র শিশুনাগ; ইঁহারা যথাক্রমে একশত আটত্রিশ

কোন কোন ভাষ্যকার মহোদয় বলিয়াছেন, মরণ কালে সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হইলে মৃত ব্যক্তি আত্মযাথাত্মজ্ঞ পুণ্যবানগণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মজ্ঞান বর্দ্ধক ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

মূলে যে "অমলান্" বিশেষণ আছে, তাহার অর্থ স্থলে কেহ কেহ রজস্তমোরহিত এইরূপ ব্যাখা করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

বৎসর রাজত্ব করিবেন। শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ, কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ; ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র বিম্বিসার, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র অজয়, অজয়ের পুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র মহানন্দি, মহানন্দির পুত্র শৈশুনাগ। ইহারা কলিতে তিনশত ষাট বৎসর রাজত্ব করিবেন। শূদ্রাগর্ভে মহানন্দির ঔরসে মহাবল নন্দ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। এই সময় হইতেই অধার্ম্মিক শূদ্র প্রায় রাজগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই নন্দের সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে, এবং তাঁহারা শত বৎসর রাজত্ব করিবেন। চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দকে এবং তাহার পুত্রগণকে উন্মূলিত করিবেন। সেই চাণক্য মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বারিসার, তৎপুত্র অশোক বর্দ্ধন. অশোক বর্দ্ধনের পুত্র সুযশ, তাঁহার পুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তাঁহার পুত্র সোমশর্ম্মা, সোমশর্ম্মার পুত্র শতধন্বা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ হইবেন। ইহারা একশত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর রাজত্ব করিবেন। অনন্তর বৃহদ্রথের সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন। তাহার পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুজ্যেষ্ঠর, সুজ্যেষ্ঠের পুত্র বসুমিত্র, তাহার পুত্র ভদ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দ, পুলিন্দের পুত্র ঘোষ, ঘোষের পুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভগবত, ভগবতের পুত্র দেব ; ইহারা একশত দ্বাদশবৎসর রাজত্ব করিবেন। তৎপরে কণ্ বংশীয় বসুদেব দেবভূতিকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন। বসুদেবের পুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র সুশর্ম্মা, ইহারা তিনশত পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। পরে সুশর্ম্মার ভৃত্য অন্ধ্রজাতীয় অসত্তম সুশর্ম্মাকে নাশ করিয়া রাজা হইবেন। অসত্তমের পর তাহার ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজত্ব করিবেন। তাহার পুত্র শান্তকর্ণ, তৎপুত্র পৌর্ণমাস তাহার পুত্র লম্বোদর, লম্বোদরের পুত্র চিবিলক তৎপুত্র মেঘস্বাতি তাহার তনয় অনিষ্ট কর্ম্মা, তৎপুত্র হানেয় হানেয়ের সন্তান তলক হইবেন। তলকের তনয় পুরীষ ভেরু তৎপুত্র সুনন্দন, তাহার তনয় চকোর' চকোরের তনয় বটক তাহার সন্তান শিবস্বাতী তৎসন্তান অরিন্দম, অরিন্দমের সন্তান গোমতী, তৎসন্তান পুরীমান্ তাহার সন্তান মেদ ; তৎসন্তান শিরা, শিরার সন্তান শিরস্কন্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তাহার তনয় বিজয়, তৎপুত্র ভাব্য, ভাব্যের পুত্র চন্দ্রবীজ, চন্দ্রবীজের সন্তান লোমধি। এই রাজগণ চারিশত ছট পঞ্চশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তদনন্তর সাতজন আভীর অবভৃত নামক নগরে দশজন গর্দ্দভি এবং ষোড়শ জন কঙ্ক রাজা হইবেন ; পরে আটজন যবন, চৌদ্দজন চতুঃস্বর, দশজন গুরুণ্ড, ইঁহারা এক হাজার নিরানব্বই বৎসর রাজত্ব করিবেন। অনন্তর একাদশ মৌল তিনশত বৎসর রাজ্য করিবেন। পরে কিলকিলা পুরীতে ভূতনন্দন, বঙ্গিরি, শিশুনন্দি ও প্রবীরক ইহারা একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন। ইহাদের পাঁচজনের ত্রয়োদশ পুত্র বাহ্লিক নামে খ্যাত হইবেন। অনন্তর এই বাহ্লিক বংশ হইতে সাত অন্ধ্র ও সাত কোশল এই চতুর্দ্দশ রাজা বৈদুর্য্যপতি ও নৈষধাপতি নামে খ্যাত হইয়া খণ্ডমণ্ডলের রাজা হইবেন। তদনন্তর মগধ দেশে দ্বিতীয় পুরঞ্জয় বিশ্বস্ফূর্জ্জি নামে জনৈক রাজা হইবেন। তিনি পুলিন্দ যদু, মদ্রক প্রভৃতি দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছতুল্য করিবেন। সেই বিশ্বস্ফূর্জ্জি ম্লেচ্ছপ্রায় প্রজা স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কুলকে নাশ করিয়া পদ্মাবতী পুরীতে বাস করিবেন এবং গঙ্গাদ্বার হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥ ১৫॥

অন্বয়।—রজসি [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং (মৃত্যুং) গত্বা (প্রাপ্য) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্তলোকেষু) জায়তে (উৎপদ্যতে) তথা তমসি [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলীনঃ (মৃতঃ) [সন্] মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিষু) জায়তে (সম্ভবতি)॥ ১৫॥

প্রতিশব্দ।—রজোগুণ [বৃদ্ধি হইলে] মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মাসক্ত-মনুষ্যে জন্ম-গ্রহণ করে, সেইরূপ তমোগুণ [বৃদ্ধি হইলে) মৃত [হইয়া] পশ্বাদি-যোনিতে সম্ভূত হয়॥ ১৫॥

ব্যাখ্যা।—রজোগুণের বৃদ্ধি কালে জীব মৃত হইলে কর্ম্মী মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ করে; এইরূপ তমোগুণের বৃদ্ধি সময়ে দেহান্ত ঘটিলে পশ্বাদি নিকৃষ্ট যোনিতে উদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ১৫॥

শঙ্করাচার্য্য। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তদ্বদেব প্রলীনোমৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে॥ ১৫;

আনন্দগিরি।—রজঃসমুদ্রেকে মৃতস্য ফলবিশেষং দর্শয়তি রজসীতি। জায়তে শরীরং গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। যথা সত্বে রজসি চ প্রবৃদ্ধে মৃতব্রহ্মলোকাদিষু মনুষ্যলোকে চ জায়তে দেবাদিষু মনুষ্যেষু চ জায়তে তথৈবেত্যাহ তদ্বদিতি॥ ১৫॥

রামানুজ।—রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে মরণং প্রাপ্য ফলার্থকর্ম্মকুর্ব্বতাং কুলেষু জায়তে তত্র জনিত্বা স্বর্গাদিফলসাধনকর্ম্মস্বধিকরোতীত্যর্থঃ। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে মৃতো মূঢ়যোনিষু শূকরাদিযোনিষু সকলপুরুষার্থারম্ভানর্হো জায়ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

করিবেন। পরে সৌরাষ্ট্র অবন্তি আভীর শূর, অর্ব্বুদ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা সংস্কারহীন এবং রাজাগণ শূদ্রপ্রায় হইবেন। বেদাচার শূন্য ম্লেচ্ছ শূদ্র ও সংস্কার হীন ব্রাহ্মণগণ রাজা হইয়া সিন্ধুতট চন্দ্রভাগা, কৌন্তি ও কাশ্মীর মণ্ডল ভোগ করিবেন। ইঁহারা অধর্ম্মে ও মিথ্যা প্রয়োগে তৎপর হইবেন। তাঁহারা ক্রোধী অল্প দানশীল হইয়া স্ত্রী, বালক, গো এবং ব্রাহ্মণ বধে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ইঁহারা পরদার ও পরধন গ্রহণ করিবেন। ইহারা স্বল্পকাল ক্রমে রাজ্যভোগ করিবেন, এবং ধনাদিগ্রহণ দ্বারা প্রজাপীড়ন করিবেন। প্রজাগণও তাহাদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণকারী হইয়া রাজগণের অত্যাচারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেন।

হনুমান্।—রজসি প্রবৃদ্ধে কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে প্রলীনোমৃতঃ তমসি প্রবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ রজসীতি। মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনোমৃতোমূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—রজসি প্রবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা জনাঃ কর্ম্মসঙ্গিষু কাম্যকর্ম্মাসক্তেষু নৃষু মধ্যে জায়তে। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনো মৃতো জনো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥১৫॥

মধুসূদন।—রজসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলয়ং মৃত্যুং গত্বা প্রাপ্য কর্ম্মসঙ্গিষু শ্রুতিস্মৃতিবিহিত প্রতিষিদ্ধকর্ম্মফলাদিকারিষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তদ্বদেব তমসি প্রবৃদ্ধে প্রলীনোমৃতোমূঢ়-যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—কর্ম্মসঙ্গিষু শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মানুষ্ঠাতৃমনুষ্যেষু মূঢ়যোনিষু তির্য্যক্স্থাবরচণ্ডালা-দিষু ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ।—কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্তমনুষ্যেষু ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য মরণকালে অন্যগুণদ্বয়ের বিবৃদ্ধি ঘটিলে কিরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। প্রয়াণ কালে যদি রজোগুণের প্রবলতা হয় তাহা হইলে দেহীকে কর্ম্মপ্রধান কর্ম্মাসঙ্গ পরিপূর্ণ মনুষ্য মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ও তন্নিষিদ্ধ ক্রিয়া কাণ্ডের যাঁহারা অনুষ্ঠানকারী, সেইরূপ মানবকুলে সেই রজোগুণবিবৃদ্ধ মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। যদি প্রয়াণ কালে তমোগুণের আধিক্য হয়, তাহা হইলে মরণান্তে মানব মূঢ় অর্থাৎ আত্মানাত্ম বিবেকসম্ভাবনা বিরহিত জীবাদির কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব সমূহ মানবগণের ন্যায় সুখ দুঃখাদি বোধের অধীন হইলেও কেবল জ্ঞানাভাব হেতু অতি নিকৃষ্টযোনিরূপে পরিগণিত। তমোগুণের আধিক্যাবস্থায় দেহান্ত ঘটিলে উল্লিখিত রূপ নিকৃষ্ট যোনিতে মনুষ্যের জন্ম হয়।

ইত্যাকার ফলাফল বিচার করিয়া মনুষ্যের আত্ম হৃদয়ে গুণবিবৃদ্ধির প্রযত্ন করা আবশ্যক। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই মহদুপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া অন্ততঃ মরণকালে চিত্তকে মহদুন্নতির পথে নিবিষ্ট করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। পরম পুণ্যশীল সংসারত্যাগী মহারাজ ভরত (১৪৭২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অন্তিম কালে স্নেহপালিত

মৃগ শিশুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং দুরন্ত গজকুম্ভীর রূপ গন্ধর্ব্বদ্বয় (২০৯২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) পশু হইলেও পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত জ্ঞান প্রভাবে অন্তিম কালে কাতর হৃদয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া পরমা সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন।। ১৫ ।।

—o—

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—সুকৃতস্য (সাত্ত্বিকস্য) কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং (প্রকাশবহুলং) সাত্ত্বিকং (সত্ত্বপ্রধানং) ফলম্ আহুঃ (বদন্তি), রজসঃ তু ফলং দুঃখং তমসঃ ফলম্ অজ্ঞানম্ (মূঢ়ত্বং) [আহুঃ] ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—সাত্ত্বিক কর্ম্মের নির্ম্মল সত্ত্ব-প্রধান ফল বলেন, রজোগুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল মূঢ়তা [বলেন] ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল এবং সত্ত্বপ্রধান, রজোগুণের ফল দুঃখবহুল এবং তমোগুণের ফল মূঢ়তা ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অতীতশ্লোকার্থস্যৈব সংক্ষেপ উচ্যতে। কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্যেত্যর্থঃ আহুঃ শিষ্টাঃ সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং ফলমিতি। রজসস্তু ফলং দুঃখং রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ কর্ম্মাধিকারাৎ ফলমপি দুঃখমেব কারণানুরূপ্যাদ্রাজসমেব, তথাজ্ঞানং তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—ভাবানাং ফলমুক্ত্বা সাত্ত্বিকাদীনাং কর্ম্মণাং ফলমাহ অতীতেতি। সুকৃতস্য শোভনস্য কৃতস্য পুণ্যস্যেত্যর্থঃ, সাত্ত্বিকস্যাশুদ্ধিরহিতস্যেতি যাবৎ। সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্বৃত্তং নির্ম্মলং রজস্তমঃসমুদ্ভবামলান্নিষ্ক্রান্তং। রজঃশব্দস্য রাজসে কর্ম্মণি কুতো বৃত্তিস্তত্রাহ কর্ম্মেতি। দুঃখমেব দুঃখবহুলং দুঃখমেবেত্যর্থঃ। কথমিত্থং ব্যাখ্যায়তে তত্রাহ কারণেতি। পাপমিশ্রস্য পুণ্যস্য রজোনিমিত্তস্য যথোক্তং যুক্তমিত্যর্থঃ। অজ্ঞানমবিবেকপ্রায়ং দুঃখং তামসাধর্ম্মফলমিত্যাহ তথেতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—কর্ম্মণ ইতি। এবং সত্ত্ববৃদ্ধৌ মরণমুপগম্যাত্মবিদাং কুলে জায়তে তেনানুষ্ঠিতস্য সুকৃতস্য ফলাভিসন্ধিরহিতস্য মদারাধনরূপস্য কর্ম্মণঃ ফলং পুনরপি ততোঽধিকসত্ত্বজনিতং নির্ম্মলং দুঃখগন্ধরহিতং ভবতীত্যাহুঃ সত্ত্বগুণপরিণামবিদঃ। অন্তকালপ্রবৃদ্ধস্য রজসস্তু ফলং

ফলসাধনকর্ম্মসঙ্গি কুলে জন্ম ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মারম্ভং তৎফলানুভবার্থং পুনর্জন্ম রজোবৃদ্ধি ফলং; ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মারম্ভ পরম্পরারূপং সাংসারিকং দুঃখপ্রায়মেবাহুঃ তদ্‌গুণযাথাত্ম্যবিদঃ। এবমন্তকালপ্রবৃদ্ধস্য তমসঃ ফলমজ্ঞানপরম্পরারূপম্॥ ১৬॥

হনুমান্।—সুকৃতস্য পুণ্যস্য ফলং সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং শুদ্ধং সুখস্বরূপং, রজসঃ রাজসস্য কর্ম্মণঃ, অজ্ঞানং মোহানুবিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

শ্রীধর।—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ, তমসইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ, সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাষ্টাদশেঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি॥ ১৬॥

বলদেব।—অথ গুণানাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারা বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণো নির্ম্মলং ফলমাহুর্গুণস্বভাববিদো মুনয়ঃ মলদুঃখমোহরূপরজস্তমঃফললক্ষণান্নির্গতং সুখমিত্যর্থঃ। তচ্চ সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্বৃত্তং। রজসো রাজসস্যকর্ম্মণঃ ফলং দুঃখং কার্য্যস্য কারণানুরূপ্যাদ্‌দুঃখপ্রচুরং কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থঃ। তমসস্তামসস্য কর্ম্মণো হিংসাদেঃ ফলমজ্ঞানমচৈতন্যপ্রায়ং দুঃখমেবেত্যর্থঃ। তত্র রজস্তমঃশব্দাভ্যাং রাজসতামসকর্ম্মণী লক্ষ্যেতে গোভিঃ শ্রীণীতমৎসরমিত্যত্র যথা গোশব্দেন গোপয়ো লক্ষ্যতে। সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মণাং লক্ষণান্যষ্টাদশে বক্ষ্যন্তে নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিভিঃ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—ইদানীং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারা সত্ত্বাদীনাং বিচিত্রফলতাং সঙ্ক্ষিপ্যাহ। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণোধর্ম্মস্য সাত্ত্বিকং সত্ত্বেন নির্বৃত্তং নির্ম্মলং রজস্তমোমলমিশ্রিতং সুখং ফলমাহুঃ পরমর্ষয়ঃ। রজসোরাজসস্য তু কর্ম্মণঃ পাপমিশ্রস্য পুণ্যস্য ফলং রাজসং দুঃখং দুঃখবহুলমল্পসুখং কারণানুরূপ্যাৎ কার্য্যস্য অজ্ঞানমবিবেকপ্রায়ং দুঃখং, তামসং তমসস্তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য ফলম্ আহুরিত্যনুষজ্যতে। সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাঽষ্টাদশে বক্ষ্যতি। অত্র রজস্তমঃশব্দৌ তৎকার্য্যে কর্ম্মণি প্রযুক্তৌ কার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ গোভিঃশ্রীণীতমৎসরমিত্যত্র যথা গোশব্দস্তৎপ্রভবে পয়সি যথা বা ধান্যমসি ধিনুহি দেবানিত্যত্র ধান্যশব্দস্তৎপ্রভবে তণ্ডুলে, তত্র পয়স্তণ্ডুলয়োরিবাত্রাপি কর্ম্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ॥ ১৬॥

নীলকণ্ঠ।—সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ ফলং নির্ম্মলং দুঃখাজ্ঞানমলশূন্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিকং রজসো রাজসস্য কর্ম্মণঃ ফলং দুঃখম্‌-তমসস্তামসস্য কর্ম্মণঃ ফলম্, সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনোঽষ্টাদশে বক্ষ্যতি॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ।—সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং নিরুপদ্রবম্ অজ্ঞানমচেতনতা॥ ১৬। ১৭॥

তাৎপর্য্য।—কোন্ কোন্ গুণবাহুল্যে কিরূপ ফল হইয়া থাকে,

তাহাই পুনরায় বিশেষরূপে কথিত হইতেছে! যাঁহারা সুকৃতিশালী অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মাদি পুণ্য কর্ম্ম পরায়ণ, তাঁহারা পরিণামে সাত্ত্বিক ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। জ্ঞানানন্দজনিত সুখবহুল জ্ঞান সম্ভাবনা বিরহিত পরমোৎকৃষ্ট জন্মলাভ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হন। আর যাঁহারা রজোগুণবহুল কর্ম্মমার্গের অনুসরণকারী, তাঁহারা অধিক দুঃখ ও অল্প সুখপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা যে জন্ম লাভ করেন, তাহাতে দুরাকাঙ্ক্ষা জনিত অসুখেরই প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়; অথচ কখনও কখনও আশানুরূপ ভোগ্যাদি লাভ হেতু সুখেরও সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তাহাতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়ই সংমিশ্রিত থাকে। আর যাঁহারা তমোগুণ প্রণোদিত হইয়া জীবনযাপন করেন, তাঁহারা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সর্ব্বোন্নতির অযোগ্য একান্ত দুঃখপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ শূকর কুক্কুরাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ করিয়া আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের অনুসরণ করিতে করিতে জ্ঞানোন্নতির ছায়াও না দেখিয়া সর্ব্ব সুখ রহিত ভাবে ফলভোগ করেন। কপিলাদি (১ই৯০।১৮৬৯ পৃষ্ঠাব টীঃ দ্রষ্টব্য) শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। মূলে যে "আহুঃ" পদ আছে, অপর দুই স্থানের সহিতও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। সাত্ত্বিক কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি থাকিতে পারে না। রাজস অনুষ্ঠান ব্যামিশ্র। তাহাতে অধিকাংশ ক্রিয়াই কামনা পূর্ণ। কদাচিৎ রাজস ব্যক্তি নিষ্কাম কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু তামস কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি নিরন্তরই অজ্ঞানাচ্ছন্ন, এবং কেবল বর্ত্তমানের চিন্তাতেই ব্যাপৃত। এইরূপ কর্ম্মসাধনের বৈলক্ষণ্য হেতু ফলাফলেরও বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। সত্ত্বগুণান্বিতগণ সত্ত্বগুণ প্রধান জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; রাজসগণ কর্ম্মবহুল মিশ্রফলযুক্ত জন্ম প্রাপ্ত হন। এবং তামসগণ অজ্ঞান পরিপূরিত নিকৃষ্ট জন্ম প্রাপ্ত হন। যতদিন আত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া পরমোন্নতির পথ দর্শন করিবার সুযোগ না হয়, যতদিন কামনা পরিহার করিয়া পরম পথ অবলম্বন না করে, ততদিন পরিম্পরা ক্রমে রজোগুণান্বিত ও তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণকে অনুরূপ জন্মই লাভ করিতে হয়॥ ১৬॥

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সঞ্জায়তে (উদ্ভবতি) রজসঃ লোভ এব চ [সম্ভবতি] তমসঃ প্রমাদমহৌ (অনবধানতাবিবেকৌ) অজ্ঞানম্ এব চ ভবতঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—সত্ত্ব হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, রজঃ হইতে লোভই [সম্ভূত হয়] তমঃ হইতে প্রমাদ ও মোহ এবং অজ্ঞানও হয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সম্ভূত হয়, রজোগুণ হইতে লোভের উৎপত্তি হয়, এবং তমোগুণ হইতে অনবধানতা অবিবেক এবং অজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চগুণেভ্যোভবতি সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎ লব্ধাত্মকাৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানং, রজসোলোভ এব চ, প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসোভবতোঽজ্ঞানমেব চ ভবতি ॥১৭॥

আনন্দগিরি।—বিহিতপ্রতিষিদ্ধজ্ঞানকর্ম্মাণি সত্ত্বাদীনাং লক্ষণানি সংক্ষিপ্য দর্শয়তি কিঞ্চেতি। জ্ঞানং সর্ব্বকরণদ্বারকম্ অজ্ঞানং বিবেকাভাবঃ ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—তদধিকসত্ত্বাদিজনিত নির্ম্মলাদিফলং কিমিত্যত্রাহ সত্ত্বাদিতি। এবং পরম্পরয়া জাতাদধিকসত্ত্বাদাত্ম্যাপরোক্ষরূপং জ্ঞানং জায়তে তথা প্রবৃদ্ধাদ্রজসঃ স্বর্গাদিফলে লোভো জায়তে। তথা প্রবৃদ্ধাচ্চ তমসঃ প্রমাদোঽনবধানং তন্নিমিত্তাসৎকর্ম্মণি প্রবৃত্তিস্ততশ্চ মোহো বিপরীতজ্ঞানং ততশ্চাধিকতরং তমঃ। তমসশ্চাজ্ঞানং জ্ঞানাভাবঃ ॥ ১৭ ॥

হনুমান্। সাত্ত্বিকাঃ দেহং ত্যক্ত্বা স্বকর্ম্মফলভোগার্থমূর্দ্ধং দেবলোকাদীন্ গচ্ছন্তি রাজসাঃ কর্ম্মফলভোগার্থং মনুষ্যলোকে তিষ্ঠন্তি জঘন্যগুণাস্তমোগুণাঃ জঘন্যগুণপ্রবৃত্তাঃ জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃতামসাঃ পুরুষাঃ মোহনিষ্ঠা অধোগচ্ছন্তীত্যর্থঃ ১৭। ১৮॥

শ্রীধর।—তত্রৈব হেতুমাহ সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্ জ্ঞানং সংজায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি, রজসোলোভোজায়তে তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎ পূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোদুঃখং ফলং ভবতি,তমসস্ত প্রমাদমোহোঽজ্ঞানানি ভবন্তি, অতস্তামসস্য কর্ম্মনোঽজ্ঞানমাত্রং প্রায়ঃ ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—ঈদৃক্ফলবৈচিত্র্যে প্রাগুক্তমেবহেতুমাহ সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাৎপ্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং জায়তে। অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশপ্রচুরং সুখং ফলং। রজসো লোভস্তৃষ্ণাবিশেষো যো বিষয়কোট্যিষ্টিরপ্যাতিসেবিতৈর্দুষ্পূরঃ। তস্য চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখপ্রচুরং

কিঞ্চিৎ সুখং ফলং। তমসস্তু প্রমাদাদীনি ভবন্ত্যতস্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোঽচৈতন্যপ্রচুরং দুঃখমেব ফলম্॥ ১৭॥

মধুসূদন।—এতাদৃশফলবৈচিত্র্যে পূর্ব্বোক্তমেব হেতুমাহ সত্ত্বাদিতি। সর্ব্বকরণদ্বারকং প্রকাশরূপং জ্ঞানং সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে, অতস্তদনুরূপং সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভাবিষয়কোটিপ্রাপ্ত্যাঽপি নিবর্ত্তয়িতুমশক্যোঽভিলাষবিশেষোজায়তে, তস্য চ নিরন্তরমুপচীয়মানস্য পূরয়িতুমশক্যস্য সর্ব্বদা দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য রাজসস্য কর্ম্মণোদুঃখং ফলং ভবতি। এবং প্রমাদমোহৌ তমসঃ সকাশাদ্ভবতো জায়েতে অজ্ঞানমেব চ ভবতি। এবকারঃ প্রবৃত্তিব্যাবৃত্ত্যর্থঃ, অতস্তামসস্য কর্ম্মণস্তামসমজ্ঞানাদিপ্রায়মেবফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ। অত্র অজ্ঞানমপ্রকাশঃ, প্রমাদোমোহশ্চাপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চেত্যত্র ব্যাখ্যাতাঃ॥১৭॥

নীলকণ্ঠ।—এতাদৃশফলবৈচিত্র্যে পূর্ব্বোক্তমেব হেতুমাহ সত্ত্বাদিতি॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশ হইলে কি প্রকার বৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হইলে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, আত্মানাত্ম বস্তুবিবেকের ক্ষমতা লাভ হয়, এবং জ্ঞানালোকে মানবের হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে। আর রজোগুণের প্রাবল্য হইলে অতিশয় লোভের বৃদ্ধি হয়। কোটী কোটী অর্থ রাজ্য, সম্পদ্, প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্ত হইলেও আরও অধিক লাভের নিমিত্ত দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়া থাকে। আর তমোগুণের আধিক্য হইলে ভ্রম এবং মোহেরই প্রাচুর্য্য হয়। প্রকৃত বিষয় নিরূপণ করিবার শক্তি তমোগুণ বিলুপ্ত করিয়া দেয়, এবং আলস্য ও নিদ্রা মনুষ্যকে অভিভূত করে। অতএব তমোগুণের কার্য্য কেবল অজ্ঞানেরই বর্দ্ধক; অর্থাৎ তমোগুণের প্রাবল্যে অজ্ঞানেরই বৃদ্ধি হয়, এবং কার্য্য তৎপরতা ধ্বংস হয়।

সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মাগণ সতত সারবস্তু প্রাপ্তির অভিলাষী এবং জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত অনুশীলন নিরত। রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ দুঃখবহুল অসার ও অলীক বস্তুলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল। আর তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ কেবল আলস্য ও কর্ম্মহীনতারূপ সুখেই আসক্ত, এবং তজ্জন্য অজ্ঞান কূপনিমজ্জিত॥ ১৭॥

—:০:—

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ উর্দ্ধং (দেবাদিলোকং) গচ্ছন্তি রাজসাঃ (রজোগুণবৃত্তিস্থাঃ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি জঘন্য-গুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণান্বিতাঃ) তামসাঃ অধোগচ্ছন্তি (পশ্বাদিষু জায়ন্তে) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—সত্ত্বগুণশালিগণ উর্দ্ধে গমন-করে, রাজসগণ মধ্যে অবস্থান-করে, নিকৃষ্ট-গুণশালী তামসগণ অধোগমন-করে ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেবাদি লোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং জঘন্যগুণশালী তামসগণ পশ্বাদি অধম যোনিতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ উর্দ্ধমিতি। উর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষু উৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষু উৎপদ্যন্তে রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃজঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমস্তস্য বৃত্তিঃ নিদ্রালস্যাদি তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ মূঢ়া অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষু উৎপদ্যন্তে তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—সাত্ত্বিকাদিজ্ঞানকর্ম্মফলান্যুক্তানি অনুক্তসংগ্রহার্থং সামান্যেনোপসংহরতি কিঞ্চেতি। বক্ষ্যমাণফলদ্বারাপি সত্ত্বাদিষু জ্ঞানমিত্যর্থঃ, সত্ত্বগুণস্য বৃত্তং শোভনং জ্ঞানং কর্ম্ম বা তত্র তিষ্ঠন্তীতি, তথা রাজসারজোগুণনিমিত্তে জ্ঞানে কর্ম্মণি বা নিরতাঃ ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—উর্দ্ধমিতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ সত্ত্বস্থা উর্দ্ধং গচ্ছন্তি ক্রমেণ সংসার-বন্ধাৎ মোক্ষং গচ্ছন্তি। রজসঃ স্বর্গাদিলোভকারণত্বাদ্রাজসাঃ ফলসাধনভূতং কর্ম্মানুষ্ঠায় তৎফল-মনুভূয় পুনরপি জনিত্বা তদঃ কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তীতি মধ্যে তিষ্ঠন্তি পুনরাবৃত্তিরূপতয়াদুঃখপ্রায়মেব তৎ। তামসাস্তু জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতমোবৃত্তিষু স্থিতা অধো গচ্ছন্তি অন্ত্যজত্বং ততস্তির্য্যকত্বং ততঃ কৃমিকীটাদিজন্ম ততঃ স্থাবরত্বং ততো গুল্মলতাত্বং ততশ্চ শিলাকাষ্ঠলোষ্ট্রত্বং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ উর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎ পদ্যন্তে। জঘন্যোনিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতা অধোগচ্ছন্তি তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—অথ সত্ত্বাদিবৃত্তিনিষ্ঠানাং তান্যেব ফলান্যূর্দ্ধমধ্যাধোভাবেনাহোর্দ্ধমিতি। তমসি বৃত্তিশব্দাদিতরয়োশ্চ বৃত্তির্বিবক্ষিতঃ। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিনিষ্ঠাঃ সত্ত্বতারতম্যেনোর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং গচ্ছন্তি। রাজসাঃ রজোবৃত্তিনিষ্ঠাঃ মধ্যে পুণ্যপাপমিশ্রিতে মনুষ্যলোকে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যা এব ভবন্তি রজস্তারতম্যেন। জঘন্যঃ সত্ত্বরজোঽপেক্ষয়া নিকৃষ্টো যো গুণস্তমঃসংজ্ঞস্তদ্বৃত্তৌ প্রমাদাদৌ স্থিতাস্ত্বধোগচ্ছন্তি। তমস্তারতম্যেন পশুপক্ষিস্থাবরাদিযোনিং লভন্তে। তামসা ইত্যুক্তিস্তেষাং সর্ব্বদা তমসি স্থিতিং ব্যনক্তি॥ ১৮॥

মধুসূদন।—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তস্থানাং প্রাগুক্তমেব ফলমূর্দ্ধমধ্যাধোভাবেনাহ ঊর্দ্ধমিতি। অত্র তৃতীয়ে গুণে বৃত্তশব্দপ্রয়োগাদাদ্যয়োরপি বৃত্তমেব বিবক্ষিতং, তেন সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞানে কর্ম্মণি চ নিরতা ঊর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং গচ্ছন্তি তে দেবেষুৎপদ্যন্তে জ্ঞানকর্ম্মতারতম্যেন তেষাং মধ্যে মনুষ্যলোকে পুণ্যপাপমিশ্রে তিষ্ঠন্তি নতূর্দ্ধং গচ্ছন্ত্যধো বা মনুষ্যেষূৎপদ্যন্তে রাজসা রজোগুণবৃত্তে লোভাদিপূর্ব্বকে রাজসে কর্ম্মণি নিরতাঃ, জঘন্য গুণবৃত্তস্থাঃ জঘন্যস্য গুণদ্বয়াপেক্ষয়া পশ্চাদ্ভাবিনোনিকৃষ্টস্য তমসো গুণস্য বৃত্তে নিদ্রালস্যাদৌ স্থিতাঃ অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষূৎপদ্যন্তে কদাচিজ্জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চ ভবন্ত্যত আহ তামসাঃ সর্ব্বদা তমঃপ্রধানা ইতঃ তেষাং কদাচিত্তদ্বৃত্তস্থত্বেঽপি ন তৎ প্রধানতেতি ভাবঃ॥ ১৮॥

নীলকণ্ঠ।—যতঃ সত্ত্বাদিভ্যো জ্ঞানাদীনি জায়ন্তেঽতঃ সত্ত্বাদিবৃদ্ধিকালে প্রলয়ং গচ্ছন্তঃ ক্রমেণোত্তমমধ্যমাধমাসু যোনিষু জায়ন্তে, ইত্যাহ ঊর্দ্ধমিতি। ঊর্দ্ধং দেবভাবে মধ্যে মানুষভাবে অধঃ নরকতির্য্যক্স্থাবরভাবেষু। জঘন্যং নিন্দ্যং যদ্গুণবৃত্তং নিদ্রালস্যপ্রমাদাদি তৎস্থাস্তামসাঃ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বতারতম্যেন ঊর্দ্ধং সত্যলোকপর্য্যন্তং, মধ্যে মনুষ্যলোক এব। জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চেতি তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ তত্রস্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং যান্তি॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন গুণসমাবেশ হেতু যে যেরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। অধুনা বিশদ ভাবে তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষেরা ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহক্ষয়ের পর তাঁহারা পিতৃলোক দেবলোক ইত্যাদিক্রমে স্ব স্ব বিবৃদ্ধ সত্ত্বগুণের তারতম্যানুসারে সত্যলোক (১৫২৮ পৃষ্টার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান হইয়া মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হন। রজোগুণান্বিত পুরুষেরা ঐহিক ভোগসাধনে বিনিযুক্ত থাকিয়া মধ্যবর্ত্তী ফললাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহারা বর্ত্তমান দেহক্ষয়ের পর স্ব স্ব গুণের পরিমাণানুসারে মনুষ্য মধ্যেই নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট যোনি বিশেষে প্রাদুর্ভূত হন। পরমোন্নতি বা একান্ত অধোগতি মধ্যবর্ত্তী গুণ

সম্পন্ন লোকেরা আশ্রয় করেন না। তমোগুণ উল্লিখিত গুণদ্বয়ের অপেক্ষা জঘন্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট। তমোগুণান্বিত পুরুষেরা উল্লিখিত কোনপ্রকার পশুপক্ষ্যাদিরূপ ইতর জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা অজ্ঞান জনিত আলস্যাদি হেতু অজ্ঞানাবস্থায় দেহনাশের পর পুনরুৎপন্ন হয়।

সত্ত্বগুণের ফল শ্রেষ্ঠতর লোকে গমন। রজোগুণের ফল মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যলোকে আবির্ভাব। এবং তমোগুণের ফল অন্ধকারাচ্ছন্ন তামিস্রাদি নরকে * গমন। সত্ত্বগুণে মনুষ্যকে উত্তরোত্তর অধিকতর সত্ত্বগুণান্বিত করিয়া পরম ফলের পথে লইয়া যায়। রজোগুণে মনুষ্যকে ভোগ সুখেই আসক্ত করে; কিন্তু কখনও কখনও রজোগুণান্বিত ব্যক্তির হৃদয়ে সত্ত্ব-গুণের উন্মেষ হয়, তজ্জন্য তাঁহারা ঊর্দ্ধগতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এবং সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি অনুসারে শ্রেষ্ঠ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে। কিন্তু তমোগুণে অজ্ঞান বাহুল্য হেতু কোন সদ্গতির আশা থাকে না; উত্তরোত্তর তমোগুণেরই ঘোরতর প্রাচুর্য্য হইয়া জীব তির্য্যগাদি হইতে অবশেষে কৃমিকীটাদিরূপে, তদনন্তর বৃক্ষলতাদি এবং তদনন্তর শিলা লোষ্ট্রাদিতে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

* নরক।—পাপিদিগের মরণোত্তর কালে যন্ত্রণা স্থানের নাম নরক। মরণের পর পাপাত্মাগণ নরকে গমন করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ বিবিধ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। নরকের অনেক প্রকার ভেদ আছে। পাপের প্রকার ভেদের সহিত নরকেরও প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, এবং তৎভোগ্য কালেরও ন্যূনাধিক্য হয়। "পরাশর উবাচ। ততশ্চ নরকান্ বিপ্র! ভুবোঽধঃ সলিলস্য চ। পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্‌শৃণুষ্ব মহামুনে। রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা। মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো শ্বসনোথ বিমোহনঃ॥ রুধিরান্ধো বৈতরণী কৃমীশঃ কৃমি ভোজনঃ। অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালভক্ষশ্চ দারুণঃ॥ তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃ শিরাঃ। সন্দংশঃ কাল-সূত্রশ্চ তমশ্চাবিচিরেব চ॥ শ্বভোজনোঽথা প্রতিষ্ঠশ্চাবীচিশ্চ তথাপরঃ। ইত্যেব মাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশ দারুণাঃ॥ যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নি ভয়দায়িনঃ। পতন্তি তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মরতাস্তু যে॥ কুটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ। যশ্চান্যদনৃতং বক্তি সনরো যাতি রৌরবম্॥ ভ্রূণহা পুরহন্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনি সত্তম! যান্তি তে নরকং রোধং যশ্চোচ্ছ্বাস নিরোধকঃ॥ সুরাপো ব্রহ্মহাস্তেয়ী সুবর্ণস্য চ শূকরে। প্রয়াতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ॥ রাজন্য বৈশ্যহা তালে তথৈব গুরুতল্পগঃ। তপ্তকুম্ভে স্বসৃগামী হন্তি রাজভটাংশ্চ যঃ॥ সাধ্বী বিক্রয়কৃদ্বন্ধপালঃ কেসরিবিক্রয়ী। তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চভক্তং পরিত্যজেৎ॥ স্নুষাংসুতাং বাপি-গত্বা মহাজ্বালে নিপাত্যতে। অবমন্তা গুরূণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ॥ বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ। অগম্যাগামী যশ্চ স্যাৎ তেযান্তি লবণং দ্বিজ॥ চৌরো বিমোহে পততি মর্য্যাদাদূষক স্তথা। দেবদ্বিজ পিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ। সযাতি কৃমিভক্ষে বৈ কৃমীশেচ দুরিষ্টকৃৎ॥ পিতৃদেবাতিথীন্ যশ্চ পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ। লালভক্ষ্যে স যাত্যুগ্রে শরকর্ত্তা চ বেধকে॥ করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকৃৎনরঃ। প্রযান্ত্যেতে বিশসনে

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥১৯॥

অন্বয়।—যদা (যস্মিন্ কালে) দ্রষ্টা (বিবেকী) গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি গুণেভ্যঃ চ পরং (বিলক্ষণং) [আত্মানং] বেত্তি [তদা] সঃ মদ্ভাবম্ (ব্রহ্মভাবং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ১৯॥

প্রতিশব্দ।—যে সময়ে বিবেকী গুণের অন্য কর্ত্তাকে না দেখেন, এবং গুণ-হইতে পৃথক্ [আত্মাকে] জানেন, [সেই সময়ে] ব্রহ্ম-ভাবকে প্রাপ্ত-হন॥ ১৯॥

ব্যাখ্যা।—যে সময়ে যথার্থদর্শী পুরুষ গুণ-সমূহকেই কর্ত্তৃরূপে দর্শন করেন এবং আত্মাকে গুণ হইতে বিলক্ষণ রূপে অনুভব করেন, তখনই তিনি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু সুখদুঃখ-মোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমস্মীত্যেবংরূপোঽষঃ সঙ্গস্তৎকারণপুরুষস্য সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তি-লক্ষণস্য সংসারস্যেতি সমাসেন পূর্ব্বাধ্যায়ে যদুক্তং তদিহ "সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ" ইত্যত আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানমূলং চ বন্ধকারণং বিস্তরেণোক্ত্বাধুনা সম্যক্‌দর্শনাৎ মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্ নান্যমিতি। নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ কর্ত্তার-মন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্নানুপশ্যতি গুণা এব সর্ব্বাবস্থাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার ইত্যেবং পশ্যতি, গুণে-ভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মদ্ভাবং মম ভাবং বাসুদেবত্বং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং পশ্যন্ স দ্রষ্টাধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

আনন্দগিরি।—কস্মিন্ গুণে কথমিত্যাদি প্রশ্নান্ প্রত্যাখ্যায় গুণেভ্যো মোক্ষণং কথ-মিতি প্রত্যাখ্যানার্থং বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকং মিথ্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রস্তৌতি পুরুষস্যে-ত্যাদিনা। পুরুষস্য যা গতিঃ সা চেতি শেষঃ, মোক্ষো গুণেভ্যো বিশ্লেষপূর্ব্বকো ব্রহ্মভাবঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানোক্তিপরং শ্লোকং ব্যাখ্যাতুং প্রতীকমাদত্তে নান্যমিতি। সত্ত্বাদিকার্য্যবিষয়স্য গুণ-শব্দস্য বিবক্ষিতমর্থমাহ কার্য্যেতি। বিদ্বানন্তর্য্যমনুশব্দার্থঃ। অক্ষরার্থমুক্ত্বা পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থি-

নরকে ভৃশদারুণে। অসৎ প্রতিগ্রহীতাতু নরক যাত্যধোমুখে। অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রসূচকঃ॥ কৃমি পূয়বতকৈকো যাতি মিষ্টান্নভুঙ্‌নরঃ। লাক্ষামাংসরসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ। বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজ। মার্জ্জার কুক্কুটচ্ছাগা শ্ববরাহ বিহঙ্গমান্। পোষয়েন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম॥

কমর্থমাহ গুণা এবেতি। সর্ব্বাবস্থাস্তু কার্য্যকরণাকারপরিণতা ইতি যাবৎ. সর্ব্বকর্ম্মণাং কারিকবাচিকমানসানাং বিহিতপ্রতিষিদ্ধানামিত্যর্থঃ, পরং ব্যতিরিক্তং। ব্যতিরেকমেব স্ফোরয়তি গুণেতি। নির্গুণং ব্রহ্মাত্মানমিত্যর্থঃ, মদ্ভাবং ব্রহ্মতামসৌ প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভাবেনাভিব্যজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥

রামানুজ।—আহারবিশেষৈঃ ফলাভিসন্ধিরহিতসুকৃতবিশেষৈশ্চ পরম্পরয়া প্রবর্দ্ধিতসত্ত্বানাং গুণাত্যয়দ্বারেণ ঊর্দ্ধগমনপ্রকারমাহ নান্যমিতি। এবং সাত্ত্বিকাহারসেবয়াফলাভিসন্ধিরহিত ভগবদারাধনরূপকর্ম্মানুষ্ঠানৈশ্চ রজস্তমসী সর্ব্বাত্মনাভিভূয় উৎকৃষ্ট সত্ত্বনিষ্ঠো যদায়োদ্রষ্টা গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি গুণা এব স্বানুগুণপ্রবৃত্তিষু কর্ত্তার ইতি পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি কর্ত্তৃভ্যো গুণেভ্যশ্চ পরমন্যমাত্মানমকর্ত্তারং বেত্তি স মদ্ভাবমধিগচ্ছতি মম যো ভাবস্তমধিগচ্ছতি। এতদুক্তং ভবতি আত্মনঃ স্বতঃ পরিশুদ্ধস্বভাবস্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মমূল গুণসঙ্গনিমিত্তং বিবিধকর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বম্ আত্মা স্বতস্বকর্ত্তা অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকার ইত্যেবমাত্মানং যদা পশ্যতি তদা মদ্ভাবমধিগচ্ছতীতি॥ ১৯॥

হনুমান্।—দ্রষ্টা বিদ্বান্ গুণেভ্যো পরং গুণব্যাপারসাক্ষীভূতং মদ্ভাবমীশ্বরভাবম্॥ ১৯॥

শ্রীধর।—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বা ইদানীং তদ্ব্যতিরেকেণ মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ১৯॥

বলদেব।—এবং গুণবিবেকাৎ সংসারমুক্ত্বা তদ্বিবেকান্মোক্ষমাহ নান্যমিতি দ্বাভ্যাং। দ্রষ্টা তত্ত্বযাথাত্ম্যদর্শী জীবো যদা দেহেন্দ্রিয়াত্মনা পরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি গুণান্ কর্ত্তৄন্ পশ্যতি আত্মানং গুণেভ্যঃ পরমকর্ত্তারং বেত্তি তদা স মদ্ভাবমধিগচ্ছতি। অয়মাশয়ঃ ন খলু বিজ্ঞানানন্দো বিশুদ্ধো জীবো যুদ্ধযজ্ঞাদিদুঃখময়কর্ম্মণাং কর্ত্তা কিন্তু গুণময়দেহেন্দ্রিয়বানেব সংস্তথেতি গুণহেতুকত্বাদ্‌গুণনিষ্ঠং তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং ন তু বিশুদ্ধাত্মনিষ্ঠমিতি যদানুপশ্যতি তদা মদ্ভাবমসংসারিত্বং মৎপরভক্তিং বা লভতে ইতি পুরাণ্যেতদভাষি ইহ গুণহেতুকং কর্ত্তৃত্বং শুদ্ধস্য নিষিদ্ধং ন তু শুদ্ধনিষ্ঠমিতি। তস্য দ্রষ্টেত্যাদিনোক্তম্॥ ১৯॥

মধুসূদন।—অস্মিন্নধ্যায়ে বক্তব্যত্বেন প্রস্তুতমর্থত্রয়ং তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্যেশ্বরাধীনত্বং কে বা গুণাঃ কথং বা তে বধ্নন্তীত্যর্থদ্বয়মুক্তম্, অধুনা তু গুণেভ্যঃ কথং মোক্ষণং মুক্তস্য

রঙ্গোপজিবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশীগরদস্তথা। সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্ব্ব কারী চ যো দ্বিজঃ॥ আগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শাকুনিগ্রামযাজকঃ। রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে॥ মধুহাগ্রাম হন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ। রেতঃ পানাদি কর্ত্তারো মর্য্যাদাভেদিনাহি যে। তেকৃক্ষে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে॥ অসি পত্র বনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ। ঔরভ্রিকা মৃগব্যাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ॥ যান্ত্যেতে দ্বিজ তত্রৈব

চ কিং লক্ষণমিতি বক্তব্যমবশিষ্যতে তত্র মিথ্যাজ্ঞানাত্মকত্বাদ্ গুণানাং সম্যক্জ্ঞানাত্তেভ্যোমোক্ষণ মিত্যাহ নান্যমিতি। গুণেভ্যঃ কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টা বিচার-কুশলঃ সন্নুনুপশ্যতি বিচারমনুপশ্যতি গুণা এবান্তঃকরণবহিঃ করণশরীরবিষয়ভাবাপন্নাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার ইতি পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ তত্তদবস্থাবিশেষেণ পরিণতেভ্যঃ পরং গুণতৎকার্য্যাসংস্পৃষ্টং তদ্ভাসকত্বাদিত্যমিব জলতৎকম্পাদ্যসংস্পৃষ্টং নির্ব্বিকারং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বত্র সমং ক্ষেত্রজ্ঞমেকং বেত্তি, সচমদ্ভাবং মদ্রূপত্বাং সুদ্রষ্টাঽধিগচ্ছতি॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—কথং প্রকৃতিঃ পুরুষং বধ্নাতীত্যস্যোত্তরমুক্তং কথমাততোঽস্যমুক্তিরিত্যস্যোত্তরমাহ নান্যমিতি। গুণেভ্যঃ কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যোঽন্যং দৃশিমাত্রমাত্মানং দ্রষ্টা জীবঃ কর্ত্তারং নানুপশ্যতি, বিবেকমনুনপশ্যতি কিন্তু গুণাএব কর্ত্তার ইত্যেব পশ্যতি নত্বহংকর্ত্তেতি, তথা গুণেভ্যঃ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং মাং যদা বেত্তি তদা স বেদিতা মদ্ভাবং ব্রহ্মভাবং গচ্ছতি অন্যদাতু গুণভাবঙ্গতোভবতি॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—গুণকৃতং সংসারং দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি নান্যমিতি দ্বাভ্যাম্। গুণেভ্যঃ কর্ত্তৃকরণবিষয়াকারেণ পরিণতেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং দ্রষ্টাজীবঃ যদা ন অনুপশ্যতি কিন্তু গুণা এব সদৈব কর্ত্তার ইত্যেবমনুপশ্যতি অনুভবতীত্যর্থঃ। গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তমেবাত্মানং বেত্তি তদা স দ্রষ্টামদ্ভাবং ময়ি সাযুজ্যম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তত্র তাদৃশ জ্ঞানানন্তরমপি ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বৈব ইত্যুপান্তশ্লোকার্থদৃষ্ট্যাজ্ঞেয়ম্॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে এই সংসার বন্ধন সংঘটিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের সম্মিলনে জীবের জন্মমৃত্যুরূপ প্রবাহ আরব্ধ হয়। সে ব্যাপার ঈশ্বরাধীন; পুরুষের এইরূপ মিথ্যাভূতা প্রকৃতির সম্মিলন হইলেই আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, ইত্যাকার বিবিধ প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এবং তদ্দ্বেতুক অজ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া সদসৎ যোনি প্রাপ্তির সূচনা করিয়া দেয়। এই তত্ত্ব পূর্ব্বাধ্যায়ে সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত, এবং সেই গুণত্রয়ের লক্ষণ, গুণত্রয়ের বন্ধকত্ব, গুণযুক্ত পুরুষের গতি ইত্যাদি সমস্তই অজ্ঞানবিজৃম্ভিত। যিনি সম্যক্দর্শী, অর্থাৎ যিনি

যে চাপাকেষু বহ্নিদাঃ। ব্রতানাং লোপকোশ্চ স্বাশ্রমাদ্বিচ্যুতশ্চযঃ॥ সন্দংশ যাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি। দিবাস্বপ্নে চ স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ। পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি শ্বভোজনে॥ এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈর্নরকান্তর গোচরে॥ বর্ণাশ্রম বিরুদ্ধঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে

জ্ঞান প্রভাবে মিথ্যা ও সত্য নির্ব্বাচনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই কি ফল হয় তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে। এই জীব দেহ মধ্যে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অবস্থিত। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই হিতাহিত যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা। যখন জীব প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারে যে, গুণ বন্ধন হেতু গুণেরই প্রাবল্যে ও ক্ষমতায় উচ্চ ও অধম, শ্রেয়ঃ ও নীচ বিবিধ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হইতেছে, যখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, গুণের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে কর্ম্মের বন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় যে, গুণত্রয় ব্যতীত কর্ম্মবন্ধনের কোন কারণ নাই, তখনই তাঁহাকে প্রকৃত দ্রষ্টা বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। এইরূপ প্রকৃতদ্রষ্টা গুণসংযোজিত মিথ্যাভূত কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সার বস্তুস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অববোধে সক্ষম হন, অনাত্মবিষয় পরিহার করিয়া আত্মবিষয়ের প্রণিধানে আকৃষ্ট হন, এবং তিনি চরমে ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মস্বরূপতা এবং ব্রহ্ম-ময়তা লাভ করিয়া থাকেন।

ইহার ভাবার্থ এই এই যে, গুণসঙ্গ হেতুই কর্ম্মবন্ধন ঘটে। আত্মা এই দেহ মধ্যে নিত্য স্বরূপে নির্লিপ্ত দ্রষ্টা ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন; গুণের প্রভাবে আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি যুদ্ধ নিরত, আমি ভোগাসক্ত, ইত্যাকার বোধের অধীন হইয়া থাকেন। প্রকৃত দৃষ্টি হইলেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, গুণই বিবিধ কর্ম্ম ঘটাইতেছে, আত্মা স্বয়ং তদ্রূপে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এইরূপ সম্যক্ বোধ হইলে সেই পুরুষ কর্ম্মবন্ধনে আর আত্মনিয়োজন করেন না; আত্মাকে গুণসঙ্গ নির্ম্মুক্ত করিয়া ক্রমে তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

নরাঃ। কর্ম্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তিতে॥ অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ। দেবাশ্চাধো মুখান্ সর্ব্বান্ অধঃপশ্যন্তি নারকান্॥ স্থাবরাঃ কৃময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবোনরাঃ। ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥" (বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ৬ অধ্যায়)।

ভগবান্ পরাশর মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মণ! ভূমণ্ডল ও জলরাশির অধো ভাগে কতকগুলি নরক আছে। পাপিগণ সেই সকল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। এক্ষণে তাহাদের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্ত কুম্ভ, লবণ, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, কৃমীশ, কৃমিভোজন, অসিপত্র, বন, কৃষ্ণ, লালাভক্ষ, দারুণ, পূয়বহ, পাপ বহ্নিজাল, অধঃশিরাঃ, সন্দংশ, কালসূত্র, তমঃ, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ, অবীচি প্রভৃতি বিবিধ নরক আছে। এই নরক সমুদায় যমরাজ্যের অন্তর্গত।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়। দেহী (জীবঃ) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোদ্ভবকারণভূতান্) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য (অতিক্রম্য) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (সম্বন্ধরহিতঃ) [সন্] অমৃতম্ (মোক্ষম্) অশ্নুতে (লভতে) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ। জীব দেহের-কারণ-ভূত এই তিন গুণকে অতিক্রম-করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ-দুঃখ-হইতে মুক্ত [হইয়া] মোক্ষকে লাভ-করে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—জীব বিবেকবলে দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরা প্রভৃতি দুঃখ বিমুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথমধিগচ্ছতীত্যুচ্যতে গুণেতি। গুণানেতান্ যথোক্তানতীত্য জীবন্নেবাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাং স্ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈঃ জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ তৈর্জীবন্নেব মুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে এবং মদ্ভাবমধি-গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—অনর্থব্রাতরূপমপোহ্য বিদ্বান্ ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোত্যেতৎ প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কথমিত্যাদিনা। যথোক্তানিত্যেতদেব ব্যাচষ্টে মায়েতি। মায়ৈবোপাধিস্তদ্ভূতান্ তদাত্মনঃ সত্ত্বাদীননর্থরূপানিত্যর্থঃ। এতৎসমুদ্ভবন্তীতি সমুদ্ভবাঃ দেহসমুদ্ভবাঃ তানিতি ব্যুৎপত্তিং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে দেহোৎপত্তীতি। যো বিদ্বান্ অবিদ্যাময়ান্ গুণান্ জীবন্নেবাতিক্রম্য স্থিতস্তমেব বিশিনষ্টি জন্মেতি। পুরস্তাদ্বিস্তরেণোক্তস্য প্রসঙ্গাদত্র সংক্ষিপ্তস্য সম্যক্ জ্ঞানস্য ফলমুপসংহরতি এব-মিতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—কর্তৃভ্যো গুণেভ্যোঽন্যমকর্তারমাত্মানং পশ্যন্ ভগবদ্ভাবমধিগচ্ছতীতি স ভগবদ্ভাবঃ কীদৃশ ইত্যত্রাহ গুণানিতি। যো দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহাকারপরিণতপ্রকৃতি-সমুদ্ভবানেতান্ সত্ত্বাদীং স্ত্রীন্ গুণানতীত্য তেভ্যশ্চ জ্ঞানৈকাকারমাত্মানং পশ্যন্ জন্মমৃত্যু-জরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমাত্মানমনুভবতি এষ মদ্ভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

পাপিগণ এই সকল নরকে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, যে মধ্যস্থ হইয়া পক্ষপাত করে, যে মিথ্যা কথা কহে, তাহারা রৌরব নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা ভ্রূণ-হত্যা

হনুমান্।—দেহসমুদ্ভবান্ দেহস্য কারণভূতান্॥ ২০॥

শ্রীধর।—ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্ব্বিমুক্তঃ সন্নমৃতং পরমানন্দং প্রাপ্নোতি॥ ২০॥

বলদেব।—মদ্ভাবপদেনোক্তমর্থং স্ফুটয়তি গুণানিতি। দেহী দেহমধ্যস্থোঽপি জীবো গুণপুরুষবিবেকবলেনৈতান্ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপাদকাং স্ত্রীন্ গুণানতীত্যোল্লঙ্ঘ্য জন্মাদিভির্বিমুক্তোঽমৃতমাত্মানমশ্নুতেঽনুভবতি। সোঽয়মসংসারিত্বলক্ষণো মদ্ভাবঃ মৎপরভক্তিপাত্রতালক্ষণো বা এবং বক্ষ্যতি,ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেত্যাদিনা॥ ২০॥

মধুসূদন।—কথমধিগচ্ছতীত্যুচ্যতে গুণানিতি। গুণানেতান্মায়াত্মকাং স্ত্রীন্ সত্ত্বরজস্তমোনাম্নঃ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ অতীত্য জীবন্নেব তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিতত্বাজ্জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্জ্জন্মনা মৃত্যুনা জরয়া দুঃখৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভির্মায়ামর্য়ৈর্ব্বিমুক্তো জীবন্নেব তৎসম্বন্ধশূন্যঃ সন্ বিদ্বানমৃতং মোক্ষং মদ্ভাবমন্তে প্রাপ্নোতি॥ ২০॥

নীলকণ্ঠ।—কথং মদ্ভাবঙ্গচ্ছতীতি তত্রাহ গুণানিতি। এতান্ গুণান্ মহদাদিচতুর্বিংশতিবিকারাত্মনা পরিণতান্ দেহসমুদ্ভবান্ স্থূলদেহস্য সমুদ্ভবো যেভ্যস্তান্ অতীত্য জীবন্নেবাতিক্রম্য নির্ব্বিকল্পকসমাধ্যভ্যাসেন বাধিত্বাঽমৃতং মোক্ষম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি, এতেনানন্দাবাপ্তিগুণাত্যয়প্রয়োজনমুক্তং যতো মুক্তো জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তঃ সন্নিতি তু অনর্থনিবৃত্তিরুক্তা॥ ২০॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ সোঽপি গুণাতীত এবোচ্যতে ইত্যাহ গুণমিতি॥ ২০॥

তাৎপর্য্য।—কিরূপে পুরুষ গুণসম্বন্ধ পরিত্যাগ দ্বারা পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ই জীবের বন্ধনের হেতুভূত, জীব স্বয়ং তদতীত, ইত্যাকার বোধসহকারে যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপচিত হইলে তাঁহার বন্ধনমুক্তি হইয়া থাকে। সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এবং গুণ সমূহ বা গুণ বিশেষদ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া জীব কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারেন? এরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। এই দেহ অবিদ্যাজনিত এবং গুণত্রয় সম্বলিত। বৈষম্য ভাবপ্রাপ্ত গুণত্রয় সাম্যাবস্থা পরিহার করিয়া জড়াপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং জীবের দেহ ও দেহলব্ধ কর্ম্মের সূচনা করে। সুতরাং বুঝিতে হইবে, গুণত্রয়ই

করে, যাহারা পরের ভদ্রাসন হরণ করে, যাহারা গোহত্যা করে, তাহারা রোধ নামক নরকে পতিত হয়। সুরাপায়ী ব্রহ্মঘাতী, সুবর্ণাপহারক ব্যক্তিগণ এবং যাহারা ইহাদের সংসর্গে থাকে, তাহারা শূকর নামক নরকে নিক্ষিপ্ত

দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ। এই দেহোৎপত্তির সূত্রস্বরূপ গুণত্রয়কে অতিক্রম করা আবশ্যক; অর্থাৎ সম্যক্‌দর্শন দ্বারা, সার ও অসার উপলব্ধি দ্বারা, প্রকৃত বস্তু বিবেক দ্বারা এই গুণত্রয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা বিধেয়। যদি জীব উল্লিখিত রূপে গুণনির্ম্মুক্ত হইতে পারেন, যদি উৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ বা অপকৃষ্ট তমোগুণ কিছুই আর তাঁহার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন বা বাধ্য করিয়া না রাখে, তাহা হইলে তিনি মায়ামোহাদি বিমুক্ত হইয়া, জ্ঞানবলে জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। একবার জন্ম হইলেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষ সাধিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরন্তর জন্মের ধারা বহিতে থাকে। যে যোনিতে যতদিন পর্য্যন্ত জীবনধারণ সম্ভব, ততদিন পর্য্যন্ত ভোগের পর আবার জীবকে মৃত্যু কবলিত হইতে হয়। উন্নতি অভিলাষী জীবের উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়, এবং অবনত জীবকে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। নিয়মিত ভোগান্তে পুনরায় মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। সুতরাং প্রকৃষ্ট জ্ঞানবলে যতক্ষণ মুক্তি লাভ করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ নিরন্তর জন্ম মৃত্যুরূপ রথচক্রে নিবদ্ধ হইয়া জীবকে ঘূর্ণায়মান হইতে হয়। একবার জন্ম পুনরায় মৃত্যু পুনর্জ্জন্মের সূচনা করে। জীবের জীবন কালও অশেষ দুঃখজালে জড়িত। যে ভুবনমোহিনী সুন্দরী লাবণ্য ও শোভা বিকীর্ণ করিয়া সকলের নয়ন রঞ্জন ও মনোহরণ করিতেছে, কালে তাহার সেই ভুবনদুর্লভ রূপরাশি অপগত হইয়া যাইবে, এবং একদা যাহার কটাক্ষ সকলের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া লালসানলে দগ্ধ করিয়াছে, তাহা প্রভাশূন্য কোটরগত ক্লেদপূর্ণ ও বিকট দর্শন হইবে। যে ভুবনমোহন শিশু সুমধুর হাস্যের লহর তুলিয়া আত্মীয় জনের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত করিতেছে, এবং অর্দ্ধোচ্চারিত শব্দে শ্রোতৃগণের কর্ণে সুধা সেচন করিতেছে, তাহার সেই রূপ—তাহার সেই বাক্য, কালের দুরতিক্রম্য নিয়মে একদিন অপগত হইবে। যদি সেই শৈশবের আলেখ্য থাকে, তাহা হইলে সেই শিশুর বৃদ্ধকালের প্রতিকৃতির সহিত একত্র দর্শন করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্লেশের উদয় হইবে। যে বীর বলবিক্রমে উন্মত্ত হইয়া ভুজবলে বসুন্ধরার সাম্রাজ্য অর্জ্জন করিবার

হইয়া থাকে। যাহারা ক্ষত্র বা বৈশ্য হত্যা করে, তাহারা তাল-নরকে গমন করে। যাহারা গুরুপত্নীতে উপগত হয়, অথবা যাহারা ভগ্নিগামী, যাহারা রাজদূতকে বিনাশ করে, তাহারা তপ্তকুণ্ড নরকে যায়। সাধ্বী পত্নী-

কল্পনা করিতেছেন, এবং অহঙ্কারে অধীর হইয়া তাবত মানবকেই ঘৃণার নয়নে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার সেই আজানুলম্বিত বাহু জরার আক্রমণে এককালে বলহীন হইবে, এবং সেই অহঙ্কারস্ফীত বীর লোলচর্ম্ম পলিত-কেশ বক্র দেহ লইয়া তাবতের উপহাসাস্পদ হইবেন। সুতরাং দেখা যাই-তেছে, জীবনকালেও সর্ব্বপ্রকার ভোগ সমভাবেই কখন থাকিতে পায় না। কি বিড়ম্বনা! এই নিয়মিত ও পরিমিত আয়ুষ্কালের মধ্যে কি বিচিত্রতা। কতই পরিবর্ত্তন! এ সকল গুরুতর পরিবর্ত্তনের অপেক্ষা ভয়ানক যাতনা আমাদের নিত্য সহচর। আমাদের এই দেহ ব্যাধিমন্দির নামে পরি-কীর্ত্তিত। ক্ষুদ্র ও মহৎ স্বল্প ও চিরস্থায়ী নানাপ্রকার ব্যাধি আমাদিগকে আক্রমণের চেষ্টায় নিয়ত ফিরিতেছে। তাহাদিগের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের কোনই উপায় নাই। তাহারা যন্ত্রণায় মনুষ্যকে প্রপীড়িত করে এবং প্রাণান্ত ঘটাইয়া সকল বাসনার অবসান করিয়া দেয়। জীবনের আদ্যন্ত এইরূপই বিবিধ ক্লেশপূর্ণ। মৃত্যু হইলেই যে এই যন্ত্রণার সম্বন্ধ ফুরাইল, এরূপ নহে। পুনর্জ্জন্মে আবার এই সকল ভীষণ যন্ত্রণা মানবকে অধীন করিবার নিমিত্ত অগ্রেই প্রস্তুত হইতেছে। এই নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দৈব নিবৃত্তির একমাত্র উপায় জ্ঞানার্জ্জন। জ্ঞানপ্রভাবে গুণত্রয়ের শাসন অতিক্রম করিতে পারিলে এবং সত্য ও সারতত্ত্ব-নির্ণয়ে সক্ষম হইলে মানবের জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকে না, জরা ও ব্যাধির আক্রমণাশঙ্কা থাকে না। তিনি তখন অমরত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। তাঁহার তখন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে ভক্তসম্প্রদায় মূলস্থিত "অমৃতমশ্নুতে" এই ব্যাকাংশ অবলম্বনের এইরূপ অর্থাবধারণ করেন যে, গুণত্রয়াতীত সাধুগণ ব্রহ্মের অসংসারিত্বরূপ ভাব অথবা তৎপ্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার এতদপেক্ষা উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই থাকিতে পারে না। পরে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি" (১৮শ অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) শ্লোকে ব্যক্ত হইবে যে, ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ভক্তগণ দুঃখ ও কামনা রহিত হইয়া থাকেন॥ ২০॥

বিক্রয়কারী, কারারক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং শরণাগতের অরক্ষক ব্যক্তিগণ তপ্তলৌহ নামক নরকে পতিত হয়। যাহারা বধূ বা কন্যাতে গমন করে, তাহারা মহাজ্বাল নরকে পতিত হয়। যে সকল ব্যক্তি গুরুলোকের প্রতি

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) হে প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) ভবতি, কিমাচার (কঃ আচারঃ অস্য) কথম্ (কেন প্রকারেণ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে (অতিক্রামতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে প্রভো! কি চিহ্ন-দ্বারা এই তিন গুণকে অতিক্রান্ত-হয়, ইহার-কিরূপ-আচার, কি-প্রকারে এই তিন গুণকে অতিক্রম-করে ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে প্রভো! কোন্ চিহ্নদ্বারা এই গুণত্রয়ের অতিক্রান্ত পুরুষকে জানা যায়, তাঁহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, এবং তাঁহারা কিরূপেই বা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জীবন্নেব গুণানতীত্যামৃতমশ্নুত ইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য অর্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈস্ত্রীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণানতীতোঽতিক্রান্তো ভবতি প্রভো! কিমাচারঃ কোঽস্যাচার ইতি কিমাচারঃ কথং কেন চ প্রকারেণ এতাংস্ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—সম্যগ্ধীফলং গুণাতিক্রমণপূর্ব্বকমমৃতত্বমুক্তং শ্রুত্বা মুক্তস্য লক্ষণং বক্তব্যমিতি প্রকৃতং বিবক্ষিত্বা প্রশ্নমুত্থাপয়তি জীবন্নেবেতি। যে ব্যাখ্যাতাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ তৎপরিণামভূতানধ্যাসানতিক্রান্তঃ সন্ কৈর্লিঙ্গৈর্জ্ঞাতো ভবতি ইতি তানি বক্তব্যানি সিদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বমনুষ্ঠেয়ানি পশ্চাদযত্নলভ্যানি লিঙ্গানি, কানি তানীতি পৃচ্ছতি কৈরিতি। যথেষ্টচেষ্টা-ব্যাবৃত্ত্যর্থং প্রশ্নান্তরং কিমাচার ইতি। জ্ঞানস্য গুণাত্যয়োপায়স্যোক্তত্বাদুপায়প্রকারজিজ্ঞাসয়া প্রশ্নান্তরং কথমিতি ॥ ২১ ॥

অবমাননা বা আক্রোশ করে, যাহারা বেদনিন্দক বা বেদ-বিক্রয়ী, যাহারা অগম্যগামী, তাহারা লবণ নামক নরকে গমন করে। চোর এবং মর্য্যাদার নিন্দক বিমোহ নামক নরকে যায়। দেব ব্রাহ্মণ এবং পিতৃদ্বেষ্টা,

রামানুজ।—অথ গুণাতীতস্য স্বরূপস্বচনাচারপ্রকারং গুণাত্যয়হেতুং চ পৃচ্ছন্ অর্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। সত্ত্বাদীংস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতঃ কৈর্লিঙ্গৈঃ কৈর্লক্ষণৈরুপলক্ষিতো ভবতি কিমাচারঃ কেনাচারেণ যুক্তোঽসৌ অস্য স্বরূপাবগতের্লিঙ্গভূতাচারঃ কীদৃশ ইত্যর্থঃ কথঞ্চৈতান্ কেনোপায়েন সত্ত্বাদীংস্ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে॥ ২১॥

হনুমান্।—অর্জ্জুন উবাচ। লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈঃ অতীতঃ অতিক্রান্তঃ॥ ২১॥

শ্রীধর।—গুণানেতানতীত্যামৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সম্যগ্ বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈর্বা চিহ্নৈ-র্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে, তৎকথয়েত্যর্থঃ॥ ২১॥

বলদেব।—গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং চ গুণাত্যয়সাধনঞ্চার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি। কৈরিত্যর্দ্ধ-কেনৈকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ। কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ। স কিং যথেষ্টাচারো নিয়তাচারো বেত্যর্থঃ। কথং চৈতানিতি তৃতীয়ঃ, কেন সাধনেন গুণানত্যেতী ত্যর্থঃ॥ ২১॥

মধুসূদন।—গুণানেতানতীত্য জীবন্নেবামৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং চাচারং চ গুণাতীতত্বোপায়ং চ সম্যগ্ বুভুৎসমানঃ অর্জ্জুন উবাচ। এতান্ গুণানতীতো যঃ স কৈর্লিঙ্গৈর্ব্বিশিষ্টো ভবতি কৈর্লিঙ্গৈঃ স জ্ঞাতুং শক্যস্তানি মে ব্রূহীত্যেকঃ প্রশ্নঃ, প্রভুত্বাদ্ভৃত্যদুঃখং ভগবতৈব নিবারণীয়মিতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি প্রভো! ইতি ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ কিং যথেষ্টচেষ্টঃ, কিং বা নিয়ন্ত্রিত ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কথং চ কেন চ প্রকারেণ এতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততেঽতিক্রামতীতি। গুণাতীতত্বোপায়ঃ ক ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥ ২১॥

নীলকণ্ঠ।—প্রকৃতিতো মুক্তিপ্রকারে উক্তে অথ মুক্তলক্ষণানি পৃচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈস্ত্রীন্ গুণানেতান্ ব্যাখ্যাতানতীতো ভবতি পুমান্, হে প্রভো! স চ কিমাচারঃ ক আচারঃ কথং কেন চ প্রকারেণেতাংস্ত্রীন্ গুণানতিক্রম্য বর্ত্ততে॥ ২১॥

বিশ্বনাথ।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টম্ অপ্যর্থং পুনস্ততোঽপি বিশেষ বুভুৎসয়া পৃচ্ছতি। কৈর্লিঙ্গৈরিত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চিহ্নৈস্ত্রিগুণাতীতঃ স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। কিমাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চৈতানিতি তৃতীয়ঃ গুণাতীতত্ব প্রাপ্তে কিং সাধনমিত্যর্থঃ। স্থিত-প্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদৌ স্থিতপ্রজ্ঞো গুণাতীতঃ কথং স্যাদিতি তদানীং ন পৃষ্টম্ ইদানীং তু পৃষ্টম্ ইতি বিশেষঃ॥ ২১॥

রত্নের দূষকব্যক্তি কৃমি ভোজন নামক নরকে পতিত হয়। যে ব্যক্তি অভিচার ক্রিয়া করে, সে কুম্ভীপাক নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে পিতা দেবতা বা অতিথির অগ্রে ভোজন করে, সে লালাভক্ষ নরকে গমন করে। বাণ-প্রস্তুত-কারী বেধক নরকে যায়। যাহারা খড়্গাদি নির্ম্মাণ করে বা কর্ণীনামক বাণ প্রস্তুত করে, তাহারা বিশসন নামক দারুণ নরকে গমন করে। অসৎ প্রতিগ্রাহী ও অযাজ্য যাজক ব্যক্তি এবং নক্ষত্রাদি গণনাকারী অধঃশির

তাৎপর্য্য।—গুণত্রয়সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অধিকন্তু গুণাতীত হইলে অমৃতত্ব লাভ করা যায় জানিয়া অর্জ্জুনের মনে গুণবিষয়ক অধিকতর রহস্য জ্ঞানের বলবতী ইচ্ছা হইল। এজন্য তিনি এই শ্লোকে তিনটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছেন। পূর্ব্বে গুণবিষয়ক যে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে, সেই গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া যাঁহারা পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিহ্ন কি? অর্থাৎ কোন্ লক্ষণ দ্বারা সেই গুণাতীত মহাত্মাগণকে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়, অথবা কোন্ কোন্ নিদর্শন দ্বারা সাধারণ জনগণ হইতে তাঁহাদিগের পার্থক্য সূচিত হয়? ইহাই অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্ন। অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসিতেছেন; সেই গুণাতিক্রান্ত পুরুষের আচার ব্যবহারই বা কিরূপ? অর্থাৎ তিনি কোন্ কোন্ নিয়মাবলম্বনে বা কোন্ কোন্ সদাচারের অনুসরণে তাঁহারা সেই প্রার্থনীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাই অর্জ্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন। তদনন্তর অর্জ্জুন সঙ্গে সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসিতেছেন, কোন্ উপায়ে এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায়? অর্থাৎ কোন্ কোন্ নিষ্ঠা কোন্ কোন্ সাধনা অবলম্বন করিলে, এই গুণত্রয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া গুণাতীত হওয়া যায়। ইহাই অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন।

এই শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে "প্রভো" সম্বোধন করিয়াছেন। প্রভু যেমন ভৃত্যের হৃদয় ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার অভাব ও দুঃখ সন্তাপ নাশ করিয়া থাকেন, এস্থলে পরমেশ্বররূপ পরম প্রভু তদ্রূপে অনুগত ভক্তশিষ্যের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। সত্ত্বাদিগুণই যখন মনুষ্যকে সংসার-দশায় বদ্ধ করিয়া কর্ম্মস্রোতে ভাসমান করে, এবং সেই গুণত্রয়ের বন্ধন হইতে বিবেক ও বুদ্ধিবলে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই যখন সর্ব্বার্থ সিদ্ধিলাভ করা যায়, তখন তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠান ও লক্ষণাদির সম্যক্ পরিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই এস্থলে অর্জ্জুন তদ্বিষয়ক পরম প্রয়োজনীয় প্রশ্ননিচয় উত্থাপিত করিয়াছেন। এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন অবতারিত না হইলে সত্ত্বাদি গুণাতীত মহাপুরুষের যে অতি তৃপ্তিপ্রদ লক্ষণ

নরকে পতিত হয়। যাহারা একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহারা কৃমিময় পূয়বহ নরক প্রাপ্ত হয়। লাক্ষা (গালা), মাংস, রস, তিল, এবং লবণ-বিক্রেতা ব্রাহ্মণও ঐ পূয়বহ নরকে গমন করে। ব্রাহ্মণ, বিড়াল কুক্কুট ছাগ কুকুর বরাহ পক্ষী পোষণ করিয়াও, ঐ নরকবাসী হয়। যে ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবী অর্থাৎ নট্টাদির ব্যবসা করিয়া জীবনপাত করে, ধীবরের কার্য্য করে, কুণ্ড অর্থাৎ জারজ অন্ন ভোজন করে, বিষ প্রদান করে, মহিষের

শ্রীভগবান্ এই স্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হয় তো কখনই উপস্থাপিত হইত না। অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নই ইহার মূল। অর্জ্জুন স্বয়ং অজ্ঞ না হইলেও তিনি স্থানে স্থানে অজ্ঞের ন্যায় কৌতূহল ব্যক্ত করিয়া একান্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণের সম্মুখে ভগবদুপদেশরূপ অতি রমণীয় অত্যুজ্জ্বল দীপালোক প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা, কিমাসীত ব্রজেত কিম্" ইত্যাদি বাক্যে (২য় অধায় ৫৪ শ্লোক) স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানও সেই স্থলে "প্রজহাতি যদা কামান্" (২য় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথাপি বলবতী জ্ঞানেচ্ছা-সহকারে অর্জ্জুন পুনরপি সেই ভাবের প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছে দেখিয়া, দয়াময় ভগবান্ প্রসন্নচিত্তে পুনরায় অন্য ভাষায় অর্জ্জুনের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন ॥ ২১ ॥

—০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০—

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) হে পাণ্ডব! প্রকাশঃ (সত্ত্বকার্য্যং) চ প্রবৃত্তিং (রজঃকার্য্যং) চ মোহম্ (তমঃকার্য্যং) এব চ সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ উদ্ভূতানি) ন দ্বেষ্টি (হিনস্তি) নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি (কাময়তে) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পাণ্ডব! প্রকাশ ও প্রবৃত্তি এবং মোহ স্বতঃ-প্রবৃত্ত [হইলে] দ্বেষ-করেন না, নিবৃত্তকে আকাঙ্ক্ষা করেন না ॥ ২২ ॥

ব্যবসা করে, অর্থলোভে পর্ব্বদিন ব্যতীতও পর্ব্বদিবসীয় কার্য্য সম্পাদন করে, যে ব্যক্তি গৃহে অগ্নি দান করে, যে মিত্রঘাতী, যে ব্রাহ্মণ পক্ষীব্যবসায়ী বা গ্রাম-যাজক, যে ব্রাহ্মণ সোমরস-বিক্রেতা, তাহার

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পাণ্ডব। সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাদি, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি, এবং তমোগুণের কার্য্য মোহাদি স্বভাবতঃ আবির্ভূত হইলেও সেই বিবেকী পুরুষ দুঃখাদিতে অভিভূত হন না এবং তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেও তৎপ্রাপ্তির কামনা করেন না ॥২২॥

শঙ্করাচার্য্য।—গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়শ্চার্জ্জুনেন পৃষ্টোঽস্মিন্ শ্লোকে প্রশ্নদ্বয়ার্থং প্রতিবচনং ভগবান্ আহ, যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতি তচ্ছৃণু প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যম্ মোহমেব চ তমঃকার্য্যমিত্যেতানি ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি সম্যগ্বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি, মম তামসঃ প্রত্যয়োজাতস্তেনাহং মূঢ়স্তথা রাজসী প্রবৃত্তির্মমোৎপন্না দুঃখাত্মিকা তেনাহং রজসা প্রবর্ত্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাৎ কষ্টং মম বর্ত্ততে যোঽয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাৎ ভ্রংশস্তথা সাত্ত্বিকোগুণঃ মাং প্রকাশাত্মা বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ সুখেন চ সংজনয়ন্ মাং বধ্নাতীতি তানি দ্বেষ্ট্যসম্যগ্দর্শিত্বেন তদেবং গুণাতীতো ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি যথা চ সাত্ত্বিকাদিপুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্য্যাণ্যাত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ন তথা গুণাতীতো নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতীত্যর্থঃ। এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গং কিং তর্হি স্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মবিষয়মেব এতৎ লক্ষণং, ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষম্ আকাঙ্ক্ষাং বা পরঃ পশ্যতি ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নস্বরূপমনূদ্য তদুত্তরং দর্শয়তি গুণাতীতস্যেতি। পৃষ্টো ভগবানিতি সম্বন্ধঃ, কিং বৃত্তস্য ত্রিধাপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রশ্নদ্বয়ার্থমিত্যুপলক্ষণং প্রশ্নত্রয়ার্থমিতি দ্রষ্টব্যম্। উত্তরমবতার্য্যানন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ যত্তাবদিতি। তানি সম্যগ্দর্শী ন দ্বেষ্টি ইত্যুক্তমেব স্পষ্টয়িতুং নিষেধ্যমসম্যগ্দর্শিনো দ্বেষং তেষু প্রকটয়তি মমেত্যাদিনা। সম্যগ্দর্শিনঃ সম্প্রবৃত্তেষু প্রকাশাদিষু।

সকলে রুধিরান্ধ নামক নরকে পতিত হয়। যে মধু নষ্ট করে বা গ্রাম নষ্ট করে, সে বৈতরণী নামক নরকে যায়। যে রেতঃ পান করে, যাহারা স্বীয় ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি, যাহারা ঐন্দ্রজালিক ব্যবসায়ী, তাহারা কালসূত্র নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। যে বৃথা বনচ্ছেদন করে, সে অসিপত্র বননামক নরকে গমন করে। মেষ ব্যবসায়ী ও মৃগঘাতী বহ্নিজ্বাল নামক নরকে গমন করে। যাহারা ইষ্টক কলস প্রভৃতি অদাহ্য পদার্থে অগ্নিদান করে, তাহারাও ঐ নরক প্রাপ্ত হয়। যাহারা ব্রত লোপ করে, যাহারা স্বীয় আশ্রম হইতে বিচ্যুত, তাহারা সন্দংশ নামক নরকে পতিত হয়। যে সকল ব্রহ্মচারীর দিবা নিদ্রা কালে রেতঃস্খলন হয়, যাহারা পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা শ্বভোজন নামক নরকে গমন করে। এতদ্ব্যতীত আরও শত সহস্র নরক আছে। পাপিগণ ঐ সমস্ত নরকে পতিত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে। জগতে বিবিধ পাপ ও তদনুযায়ী বিবিধ নরকও আছে। যে যেরূপ পাপানুষ্ঠান করে, সে সেইরূপ নরকে গমন করে। যে সকল মনুষ্য, মন বা বাক্য দ্বারা জাতি-বিরুদ্ধ বা আশ্রম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারাও নরকগামী হয়। নরকবাসী পাপিগণ স্বর্গস্থ দেবগণকে অধঃশিরার ন্যায় দর্শন করে এবং স্বর্গস্থ দেবগণও নারকী জীবগণকে অধঃস্থিত ও অধোমুখ দর্শন করেন। পাপিগণ নরক ভোগান্তে ক্রমে স্থাবর, কৃমি, জলচর, পক্ষী, পশু, মানব, ধার্ম্মিক, দেবতা, মুমুক্ষু প্রভৃতি রূপে জন্মগ্রহণ করে।

দ্বেষাভাবমুপসংহরতি তদেবমিতি। ন নিবৃত্তানি ইত্যাদি ব্যাচষ্টে যথা চেতি তেষামনাত্মীয়ত্বং সম্যক্ পশ্যন্নাত্মানুকুলপ্রতিকূলতা আরোপণেন নোদ্বিজতে তেভ্যশ্চ ন স্পৃহয়তীত্যর্থঃ॥ ২২॥

রামানুজ।—শ্রীভগবানুবাচ। প্রকাশমিতি। আত্মব্যতিরিক্তেষু বস্তুষনিষ্টেষু সংপ্রবৃত্তানি সত্ত্বরজস্তমসাং কার্য্যাণি প্রকাশপ্রবৃত্তিমোহাখ্যানি যো ন দ্বেষ্টি। তথা আত্মব্যতিরিক্তেষু তান্যেব নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি॥ ২২॥

হনুমান্।—শ্রীভগবানুবাচ॥ ২২॥

শ্রীধর।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমেব দত্তোত্তরমপি পুনর্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ প্রকাশঞ্চেত্যাদি সপ্তভিস্তত্রৈকেন লক্ষণমাহ প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং, মোহঞ্চ তমঃকার্য্যম্ উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ ২২॥

বলদেব।—যদ্যপি স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেত্যাদিনা পৃষ্টমিদং প্রজহাতি যদা কামানিত্যাদিনোত্তরিতঞ্চ তথাপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতীতি বিধান্তরেণ তস্য লক্ষণাদীন্যাহ ভগবান্ প্রকাশং চেত্যাদি পঞ্চভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণং স্বসংবেদ্যমাহ প্রকাশং সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিং রজঃকার্য্যং মোহং তমকার্য্যম্ এতানি ত্রীণি সংপ্রবৃত্তানি উৎপাদকসামগ্রীবশাৎ প্রাপ্তানি দুঃখরূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি বিনাশকসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি বিনষ্টানি তানি সুখরূপাণ্যপি সুখবুদ্ধ্যা যো নাকাঙ্ক্ষতি এতাদৃশদ্বেষরাগশূন্যো গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। স্বগতৌ দ্বেষতদভাবৌ রাগতদভাবৌ চ পরো ন বেদিতুমর্হতীতি স্বসংবেদ্যমিদং লক্ষণম্॥ ২২॥

মধুসূদন।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেত্যাদিনা পৃষ্টমপি প্রজহাতি যদা কামানিত্যাদিনা দত্তোত্তরমপি পুনঃ প্রকারান্তরেণ বুভুৎসমানঃ পৃচ্ছতীত্যবধায় প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ, যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতীতি প্রশ্নস্যোত্তরং শৃণু। প্রকাশং চ সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যং মোহং চ তমোকার্য্যম্ উপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বাণ্যপি গুণকার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বসামগ্রীবশাদুদ্ভূতানি সন্তি দুঃখরূপাণ্যপি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি, তথা বিনাশসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি তানি সুখরূপাণ্যপি সন্তি সুখবুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষতি ন কাময়তে স্বপ্নবন্মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ, এতাদৃশদ্বেষরাগশূন্যো যঃ স গুণাতীত উচ্যত ইতি চতুর্থশ্লোকগতেনান্বয়ঃ। ইদং চ স্বাত্মপ্রত্যক্ষং লক্ষণং স্বার্থমেব ন পরার্থং, ন হি স্বাশ্রিতৌ দ্বেষতদভাবৌ রাগতদভাবৌ চ পরঃ প্রত্যেতুমর্হতি॥ ২২॥

নীলকণ্ঠ।—তত্রাদ্যস্যোত্তরমাহ প্রকাশমিতি। প্রবৃত্তিমোহাঃ সত্ত্বরজস্তমসাং কার্য্যাণি ব্যুত্থানাবস্থায়াং তানি সম্যক্প্রবৃত্তানি। সামান্যে পুংসকৃতা সম্প্রবৃত্তান্ ন দ্বেষ্টি নাপি সমাধ্যবস্থায়াং তানি নিবৃত্তানি সন্তি কাঙ্ক্ষতি সোঽয়ং নিত্যসমাধিস্থো ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠঃ যং "প্রকৃত্য শ্রীভাগবতে স্মর্য্যতে দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতো বা সিদ্ধো ন পশ্যতীতি, অত্র বাশিষ্ঠে যোগভূময় উক্তাঃ, "জ্ঞানভূমিঃ

শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা। বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা। সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগাস্মৃতেতি," তত্র যথোক্তসাধনসম্পৎ মুমুক্ষাত্তা প্রথমা, শ্রবণমননবিচারাত্মিকাদ্বিতীয়া, নিদিধ্যাসনরূপা তৃতীয়া, এতাঃ সাধনভূময়ঃ, সত্ত্বাপত্তিঃ ব্রহ্মসাৎকাররূপা, চতুর্থীফলভূতা, যস্যাং যোগী কৃতার্থোঽপি জীবন্মুক্তিসুখং পুষ্কলং নানুভবতি, পরাস্তিস্রোজীবন্মুক্তেরবান্তরভেদাঃ তত্রাপি পঞ্চম্যাং ভূমৌ স্বতঃ স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতি, ষষ্ঠ্যাং পরপ্রযত্নেন সপ্তম্যাস্তু ন স্বতঃ পরতো বা ব্যুত্তিষ্ঠতি সোঽয়ং নিত্যসমাধিস্থঃ প্রকাশমিত্যনেন শ্লোকেনোক্তঃ প্রকাশং প্রবৃত্তিং মোহং সত্ত্বরজস্তমসাং কার্য্যাণি যথাযথং স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি স গুণাতীত উচ্যতে" ইতি স্বামী ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্র কৈর্লিঙ্গৈর্গুণাতীতো ভবতীতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রকাশমিতি। প্রকাশং সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ইতি সত্ত্বকার্য্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃ কার্য্যং মোহঞ্চ তমঃ কার্য্যম্ উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রাপ্তানি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি। গুণকার্য্যাণ্যেতানি নিবৃত্তানি ভবন্তীতি সুখবুদ্ধ্যা চ ন কাঙ্ক্ষতি সগুণাতীত উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ (সংপ্রবৃত্তানীতি ক্লীবত্বমার্ষম্) ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—অধুনা করুণাময় ভগবান্ একে একে অতি বিশদভাবে অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রথমে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ এই তিনই ক্রমান্বয়ে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে "সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্" (১৪ অধ্যায় ১১ শ্লোক) শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, এই দেহের সকল ইন্দ্রিয় যখন আত্মাবোধ ব্যতীত আর কিছুতেই প্রবৃত্ত হয় না এবং করণগ্রাম যখন সত্য বস্তুর প্রকাশ করে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণের প্রাবল্য ঘটিয়াছে। অতএব প্রকাশকত্বই সত্ত্বগুণের কার্য্য। নিয়ত বলবতী আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্তিই রজোগুণের কার্য্য। আর নিদ্রা আলস্যাদি পরতন্ত্রতা হেতু অজ্ঞানাধিক্য বিবৃদ্ধ তমোগুণের পরিচায়ক। এই তিন গুণ সংপ্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের নানা প্রকার সুখদুঃখাদির সংঘটন করে। তমোগুণের আধিক্য হইলে অশেষ দুঃখের উদ্ভব হইয়া থাকে। রজোগুণের বিবৃদ্ধি হইলে সুখদুঃখ পরিপূর্ণ ব্যামিশ্র ফলের উদ্ভব হয়। আর সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হইলে জ্ঞানবৃদ্ধি জনিত সুখেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ সুখাদি প্রাপক বলিয়া গুণসমূহের প্রতি

যাহার অনুরাগ বা তজ্জন্য আকাঙ্ক্ষা না হয়, অথবা দুঃখাদির প্রাপক বোধে তৎসমূহের প্রতি যাঁহার বীতরাগ বা দ্বেষের ভাব না জন্মে, তিনিই গুণাতীত। গুণ বন্ধন হেতু রাশি রাশি দুঃখ নিয়ত বেষ্টন ও অধিকার করিতেছে। অতএব গুণসমূহ বর্জ্জনীয় বা দ্বেষ্য এইরূপ যাঁহার মনে হয় না, এবং গুণবাহুল্য হেতু অপরিসীম সুখের ও আনন্দের উদ্ভব হইতেছে বলিয়া যাঁহার তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগ জন্মে না, তিনিই গুণ-রাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। যাহা দুঃখজনক বা ক্লেশোৎপাদক, তৎপ্রতি স্বভাবতঃ সকলের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে; এবং যাহা সুখোৎপাদক ও আনন্দ-বিধায়ক, তৎপ্রতি স্বভাবতঃ সকলের অনুরাগ সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু যিনি গুণসমূহজনিত সুখদুঃখকে অবিকৃতচিত্তে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি সুখের আশায় উৎফুল্ল বা দুঃখের আশঙ্কায় অবসন্ন না হইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ গুণরহিতের লক্ষণাক্রান্ত। সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ দ্বারাও আত্মযাথাত্ম্যদর্শীর হৃদয় বিচলিত হইয়া থাকে না। যাঁহার হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব যথাযথভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, প্রকাশের কামনা তাঁহার আর কেন থাকিবে? এই জন্য জ্ঞানপ্রাপক প্রকাশ-ধর্ম্মেও সম্যক্-দর্শী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা রহিত। অপিচ তমোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশ ও অন্ধকার। যিনি আত্মতত্ত্ব অববোধজনিত আনন্দাধিকারী হইয়াছেন, কদাচিৎ তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ উপস্থিত হইলেও বিচলিত বা ভ্রষ্টবুদ্ধি হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন, সকলই স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার, এবং তত্তাবৎ অবশ্য পরিহার্য্য ও ক্ষণবিধ্বংসী। এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী পুরুষ তমোজনিত মোহের আবিলতাকে দ্বেষ-সহকারে পরিহার করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না। বস্তুতঃ সুখ বা দুঃখ সকলই যাঁহার সমজ্ঞান, তখন তদুভয়ের উৎপাদক গুণ-সম্বন্ধেও তিনি নিশ্চয়ই সমান দৃষ্টিসম্পন্ন। সুখদুঃখে যাঁহার দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, তদুভয় অবস্থা সংঘটক গুণের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে তাঁহার দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা কখনই হইতে পারে না।

পুরুষের হৃদয়ের যখন এইরূপ ভাবের উদ্ভব হয়, তখন তাহার লক্ষণাদি তাঁহার আত্মহৃদয়ে নিহিত থাকে, অপর কোন ব্যক্তি কোন ভাব বা কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয় না। আত্মতত্ত্ব জ্ঞানজনিত দ্বেষ বা হিংসা

রহিত ভাব অপরের গোচরীভূত হওয়া সম্ভব নহে। এই শ্লোকে গুণাতীতের স্বসংবেদ্য ভাব পরিব্যক্ত হইল।

এই অধ্যায়ের পরবর্ত্তী পঞ্চবিংশ শ্লোকস্থিত "গুণাতীতঃ স উচ্যতে" বাক্যের সহিত শ্লোকত্রয়ের অন্বয় হইবে ॥ ২২ ॥



—০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০—

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥

অন্বয়।—যঃ উদাসীনবৎ (পক্ষপাতরহিতমধ্যস্থবৎ) আসীনঃ (অবস্থিতঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) ন বিচাল্যতে (বিচলিতো ভবতি) গুণাঃ (সত্ত্বাদয়ঃ) বর্ত্তন্তে (কুর্ব্বন্তি) ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে (চলতি) [স গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—তিনি উদাসীনের-ন্যায় অবস্থিত [হইয়া] গুণের-দ্বারা বিচলিত-হন না, গুণ-সকল করিতেছে, এইভাবে যিনি অবস্থান-করেন চলিত-হন না [তিনি গুণাতীত কথিত হন] ॥ ২৩ ॥

ব্যখ্যা।—যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, কোন প্রকার গুণের দ্বারাই বিচলিত হন না, সত্ত্বাদি গুণই স্বস্ব কার্য্য করিতেছে, আমি তাহাতে নির্লিপ্ত এইরূপ জ্ঞানসহকারে যিনি সেই গুণকার্য্যে ব্যাপৃত হন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ উদাসীনেতি। উদাসীনবদ্ যথোদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে, তথায়ং গুণাতীতত্বোপায়মার্গেঽবস্থিত আসীন আত্মবিদ্‌গুণৈর্যঃ সন্ন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ। তদেতৎ স্ফুটীকরোতি গুণাঃ কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতা অন্যোন্যস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইতি যোঽবতিষ্ঠতি। (ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদ প্রয়োগঃ)। যোঽনুতিষ্ঠতীতি পাঠান্তরং। নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—স্বানুভবসিদ্ধং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্তমিত্যাহ এতন্নেতি। পরপ্রত্যক্ষস্বাভাবং প্রপঞ্চয়তি ন হীতি। আশ্রয়ো বিষয়ঃ। কৈর্লিঙ্গৈরিত্যাদি পরিহৃত্য দ্বিতীয়ং প্রশ্নং পরিহরতি অথেতি। দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে যথেতি। উপেক্ষকস্য পক্ষপাতস্যাযোগাদিত্যর্থঃ। আত্ম-

বিদাত্মনঃ কৌটস্থ্যজ্ঞানেনাসীনো নিবৃত্তকর্তৃত্বাভিমানো অপ্রযতমানো ভবতীতি দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। গুণাতীতত্বোপায়মার্গো জ্ঞানমেব।শব্দাদিভির্বিষয়ৈরস্য কূটস্থস্বজ্ঞানাৎ প্রচ্যাবনমাশঙ্ক্যাহ গুণৈরিতি। উপনতানাং বিষয়াণাং রাগদ্বেষদ্বারা প্রবর্ত্তকত্বমিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়তি তদেতদিতি। যোঽবতিষ্ঠতি স গুণাতীত ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। (অবপূর্ব্বস্য তিষ্ঠতেরাত্মনেপদে প্রয়োক্তব্যে কথং পরস্মৈপদমিত্যাশঙ্ক্যাহ ছন্দোভঙ্গেতি)। পাঠান্তরে তু বাধিতানুবৃত্তিমাত্রমনুষ্ঠানং করণাকারপরিণতানাং গুণানাং বিষয়াকারপরিণতেষু তেষু প্রবৃত্তির্ন মমেতি পশ্যন্ অচলতয়া কূটস্থদৃষ্টিমাত্মনো ন জহাতীত্যাহ নেঙ্গত ইতি॥ ২৩॥

রামানুজ।—উদাসীনেতি। উদাসীনঃ গুণব্যতিরিক্তাত্মাবলোকনতৃপ্ত্যান্যত্র উদাসীনবদাসীনঃ গুণৈর্দ্বেষাকাঙ্ক্ষাদ্বারেণ যো ন বিচাল্যতে। গুণাঃ স্বেষু কার্য্যেষু প্রকাশাদিষু বর্ত্তন্ত ইত্যনুসন্ধায় তূষ্ণীমবতিষ্ঠতে নেঙ্গতে ন গুণকার্য্যানুগুণং চেষ্টতে॥ ২৩॥

হনুমান্।—নেঙ্গতে ন চাল্যতে কার্য্যকারণসংঘাতবিষয়রূপপরিণতা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি। যঃঅবতিষ্ঠতি যঃ প্রতিপদ্যতে স ন চলতি॥ ২৩॥

শ্রীধর।—তদেবং স্বসম্বেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্ন যো বিচাল্যতে প্রচ্যাব্যতে অপি তু ~~স্বরূপাৎ~~ গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। (পরস্মৈপদমার্ষং)। নেঙ্গতে ন চলতি॥ ২৩॥

বলদেব।—অথ পরসম্বেদ্যলক্ষণং বক্তুং কিমাচার ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহোদাসীনেতি ত্রিভিঃ। উদাসীনো মধ্যস্থো যথা বিবাদিনোঃ পক্ষগ্রহৈঃ স্বমাধ্যস্থ্যান্ন বিচাল্যতে তথা সুখদুঃখাদিভাবেন পরিণতৈর্গুণৈর্যো নাত্মাবস্থিতের্বিচাল্যতে কিন্তু গুণাঃ স্বকার্য্যেষু প্রকাশাদিষু বর্ত্তন্তে মম তৈর্ন সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য তূষ্ণীমবতিষ্ঠতে নেঙ্গতে গুণকার্য্যানুরূপেণ ন চেষ্টতে গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ॥ ২৩॥

মধুসূদন।—এবং লক্ষণমুক্ত্বা গুণাতীতঃ কিমাচারঃ ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ ত্রিভিঃ। যথোদাসীনো দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োঃ কস্যচিৎ পক্ষমভজমানো ন রজ্যতি ন বা দ্বেষ্টি তথায়মাত্মবিদ্রাগদ্বেষশূন্যতয়া স্বস্বরূপ এবাসীনো গুণৈঃ সুখদুঃখাদ্যাকারপরিণতৈর্যো ন বিচাল্যতে ন প্রচ্যাব্যতে স্বরূপাবস্থানাৎ, কিন্তু গুণা এবৈতে দেহেন্দ্রিয়বিষয়াকারপরিণতাঃ পরস্পরস্মিন্ বর্ত্তন্তে মমত্বাদিত্যস্যৈবৈতৎ সর্ব্বভাসকস্য ন কেনাপি ভাস্যধর্ম্মেণ সম্বন্ধঃ স্বপ্নবন্মায়ামাত্রশ্চায়ং ভাস্যপ্রপঞ্চোজড়ঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বভাবস্ত্বহং পরমার্থসত্যোনির্ব্বিকারোদ্বৈতশূন্যশ্চেত্যেবং নিশ্চিত্য যঃ স্বরূপেঽবতিষ্ঠত্যবতিষ্ঠতে যোঽনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠস্তত্র নুঃ পৃথক্কার্য্যঃ নেঙ্গতে ন তু ব্যাপ্রিয়তে কুত্রচিৎ, গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি তৃতীয়গতেনান্বয়ঃ॥ ২৩॥

নীলকণ্ঠ।—অথ ষষ্ঠ্যাং পদার্থাভাবন্যাং গতো ব্রহ্মবিদ্বরীয়ানুচ্যতে উদাসীনবদিতি। যোঽয়ং সমাধৌ উদাসীন ইবাস্তে ব্যুত্থানে কিমপি প্রয়োজনমপশ্যন্ ইদং মম কর্ত্তব্যমস্তীতি বাসনা-

শূন্যত্বাৎ,য আস্তে এব ন তু পরপ্রযত্নমন্তরেণ কদাচিদপি গুণৈর্বিচাল্যতে পরেণ বুথাপিতোঽপি গুণান্ পশ্যন্ গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব জ্ঞাত্বাপি যোঽবতিষ্ঠতি স্তব্ধ এব বর্ত্ততে ন তু গুণকৃতৈঃ মিষ্টামিষ্টস্পর্শৈঃ ইঙ্গতে চলতি,অয়মর্থঃ, যথা কশ্চিদ্ভুক্তানো রসনামৌঢ্যাৎ স্বয়ং শাকাদিরসং ন বিন্দতি পরেণ জ্ঞাপিতোঽপি কিঞ্চিদ্রসবিশেষমুপলভ্যাপি তত্রোদাসীন এবাস্তে ঝটিত্যেব বিশেষদর্শনস্য তিরোধানাৎ ন তৎকৃতং সুখং দুঃখং বা পশ্যতি তদ্বদয়ং জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।--কিমাচার ইতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভিঃ যো ন বিচাল্যতে স্বরূপাবস্থানান্ন চ্যাব্যতে অপিতু গুণা এব স্বস্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে ইত্যেবেতি। এভির্ম্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তুষ্ণীমবতিষ্ঠতি (পরস্মৈপদমার্ষম্)। নেঙ্গতে ন ক্বাপি দৈহিককৃত্যে যততে ॥ ২৩। ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর অর্জ্জুনকৃত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে গুণাতীত পুরুষের আচার অধুনা বিবৃত হইতেছে। যিনি সকল ব্যাপারের মধ্যে নির্লিপ্ত, স্বার্থ-জ্ঞান-বিরহিত ভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ যিনি বিবদমান পক্ষ-দ্বয়ের মধ্যস্থরূপে অবস্থিত থাকিয়া পক্ষবিশেষের লাভ বা পক্ষান্তরের ক্ষতি ইত্যাদি বিবেচনায় রাগযুক্ত বা দ্বেষযুক্ত হন না; উভয়কেই যিনি সমান-চক্ষুতে দর্শন করেন, তদ্রূপে উদাসীনবৎ যিনি একদিকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান এবং অন্যদিকে স্বাপ্নিকবৎ তুচ্ছ অজ্ঞান, এতদুভয়ের মধ্যে অচঞ্চলভাবে অধিষ্ঠিত, আর যিনি বিবেকবলে বুঝিয়াছেন, গুণসমূহ স্ব স্ব প্রাকৃতিক ধর্ম্মানুসারে বিবিধ কার্য্যের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছে, বস্তুতঃ গুণের বা গুণকৃত কার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কখনই গুণ দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি জানেন, গুণ, বা গুণকৃত কর্ম্ম পরমার্থ ফলপ্রদ নহে; তৎসমস্তের সহিত কোন পারমার্থিক সম্বন্ধ নাই। এইরূপ সুদৃঢ় বিবেক-জ্ঞান হেতু গুণদ্বারা তিনি কখনই বিচলিত হইতে পারেন না। যিনি এইরূপ জ্ঞান সহকারে স্বরূপভাবে অবস্থিত, তিনি কোন বিষয়েই ব্যাপৃত হন না, এবং কিছুতেই তাঁহার স্থিরবুদ্ধি ভ্রষ্ট বা চলিত হয় না।

মূলে "অবতিষ্ঠতি" প্রয়োগ আছে। ইহা আর্ষপ্রয়োগ। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ইহা ছন্দোভঙ্গ ভয়হেতু পরস্মৈপদী প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার স্থলে কেহ কেহ "অনুতিষ্ঠতি" পাঠান্তর গ্রহণ করেন ॥ ২৩ ॥

——০:):*:(:০——

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৪।২৫॥

অন্বয়।—সমদুঃখসুখঃ (সমে দুঃখসুখে যস্য সঃ) স্বস্থঃ (স্বরূপস্থঃ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (তুল্যানি মৃৎপিণ্ডপ্রস্তরসুবর্ণানি যস্য সঃ) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (হিতাহিতয়োঃ সমজ্ঞানসম্পন্নঃ) ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (তুল্যে দোষকীর্ত্তনগুণকীর্ত্তনে যস্য সঃ) মানাপমানয়োঃ (আদরানাদরয়োঃ) তুল্যঃ (সমজ্ঞানঃ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (সুহৃদ্‌পক্ষশত্রুপক্ষয়োঃ) তুল্যঃ (সমবুদ্ধিঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বোদ্যমত্যাগশীলঃ) সঃ (সাধকঃ) গুণাতীতঃ উচ্যতে (কথ্যতে)॥ ২৪ । ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—[যিনি] দুঃখ-সুখে-সমজ্ঞান-সম্পন্ন, প্রকৃতিস্থ, লোষ্ট্র-প্রস্তর-সুবর্ণে-তুল্যবুদ্ধি, হিতাহিতে-তুল্য-জ্ঞান, ধীমান্, নিন্দাস্তুতিতে-যাঁহার-তুল্যবোধ, মান অপমানে তুল্য-জ্ঞান, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে সম-বুদ্ধি, সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত কথিত-হন ॥ ২৪ । ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—সুখ দুঃখ উভয়েই যাঁহার সমজ্ঞান, যিনি স্বরূপস্থ, লোষ্ট্র প্রস্তরখণ্ড এবং কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য-জ্ঞান, হিত এবং অহিত উভয়ই যাঁহার পক্ষে সমান, যিনি ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন, আত্মনিন্দা এবং আত্মস্তুতিতে যিনি দুঃখিত বা উৎফুল্ল হন না, মান অপমান দুইই যাঁহার নিকট সমান, শত্রু মিত্রে উভয়েই যিনি সমব্যবহার সম্পন্ন, যিনি যাবতীয় কর্ম্মের উদ্যম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত ব্যক্তি ॥ ২৪ । ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ সমদুঃখেতি। সমদুঃখসুখঃ সমে দুঃখসুখে যস্য সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ স্বাত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ অবিক্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্ট্রঞ্চ অশ্ম চ কাঞ্চনঞ্চ সমানি যস্য স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ প্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে সমে যস্য সোঽয়ং তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরো ধীমান্ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিশ্চ তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য

গতেঃ স তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। কিঞ্চ মানাপমানয়োরিতি। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমো নির্ব্বিকারঃ তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ যদ্যপ্যুদাসীনো ভবন্তি কেচিৎ স্বাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োরিব ভবন্তীতি, অয়ন্তু তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োরিত্যাহ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী দৃষ্টার্থানি কর্ম্মাণ্যারভন্তে ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বানারম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলম্ অস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী দেহধারণমাত্রনিমিত্তব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৪। ২৫॥

আনন্দগিরি।—গুণাতীতস্য লিঙ্গান্তরমাহ কিঞ্চেতি। তয়োঃ সমত্বং রাগদ্বেষানুৎপাদকতয়া স্বকীয়ত্বাভিমানাস্পদত্বং প্রসন্নত্বং স্বাহ্লাদপ্রচ্যুতিরবিক্রিয়ত্বং বিদ্বদ্দৃষ্ট্যা প্রিয়াপ্রিয়য়োরসংভবেঽপি লোকদৃষ্টিমাশ্রিত্যাহ প্রিয়ঞ্চেতি। প্রিয়াপ্রিয়গ্রহণেন গৃহীতানাং কাঞ্চনাদীনাং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকবৎ পৃথক্গ্রহণং। নিন্দা দোষোক্তিরাত্মনো গুণকীর্ত্তনম্। ইতশ্চ গুণাতীতঃ শক্যো জ্ঞাতুমিত্যাহ কিঞ্চেতি। মানঃ সৎকারস্তিরস্কারোঽপমানঃ, পরদৃষ্ট্যা যৌ সখিশত্রু তয়োঃ পক্ষয়োঃ নির্ব্বিশেষো ন কস্যচিৎ পক্ষে তিষ্ঠতীত্যাহ তুল্য ইতি। বিদুষো মিত্রাদিবুদ্ধ্যভাবাত্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োরিত্যযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগে দেহধারণমপি নিমিত্তাভাবান্ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি উক্তবিশেষণো গুণাতীতো জ্ঞাতব্য ইত্যাহ গুণেতি॥ ২৪। ২৫॥

রামানুজ।—সমেতি। সমদুঃখসুখঃ সুখদুঃখয়োঃ সমচিত্তঃ স্বস্থঃ স্বস্মিন্ স্থিতঃ স্বাত্মৈকপ্রিয়ত্বেন তদ্ব্যতিরিক্তপুত্রজন্মমরণাদিসুখদুঃখয়োঃ সমচিত্ত ইত্যর্থঃ তত এব সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ, ‍চ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো যো ধীরঃ প্রকৃত্যাত্মবিবেককুশলঃ অত এব তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ আত্মনি মনুষ্যত্বাদ্যভিমানকৃত গুণাগুণনিমিত্ত স্তুতিনিন্দয়োঃ স্বাসংবন্ধানুসন্ধানেন তুল্যচিত্তঃ। তৎপ্রযুক্ত মানাপমানয়োস্তৎপ্রযুক্ত মিত্রারিপক্ষয়োরপি স্বসম্বন্ধাভাবাদেব তুল্যচিত্তঃ তথা দেহিত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী য এবংভূতঃ স গুণাতীত উচ্যতে॥ ২৪। ২৫॥

হনুমান্।—স্বস্মিন্নাত্মনি তিষ্ঠতীতি স্বস্থঃ ধীরঃ ধীমান্। কিঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়াকার পরিণতানু গুণাতীতো অতিক্রান্তস্তেষু নিস্পৃহঃ॥ ২৪॥

শ্রীধর।—অপি চ সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য, ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ স্তুতিশ্চ যস্য। অপি চ মানেতি। মানে অপমানে চ তুল্যঃ মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে॥ ২৪। ২৫॥

বলদেব।—কিঞ্চ সমেতি। যতোঽয়ং স্বস্থঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ অতএব সমদুঃখসুখঃ সমে অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ তুল্যে সুখদুঃখে যস্য সঃ। সামান্যানুপাদেয়তয়া তুল্যানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ। লোষ্ট্রমৃৎপিণ্ডস্তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখসাধনে বস্তুনী যস্য সঃ। ধীরঃ প্রকৃতিপুরুষবিবেককুশলঃ। তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যস্য সঃ। তৎপ্রয়োজকয়োর্দ্দেহগুণয়োরাত্মগতত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। য ঈদৃশো

গুণাতীত স উচ্যতে ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। মানেতি স্ফুটার্থঃ। নিন্দাস্তুতী বাগ্‌ব্যাপারেণ সাধ্যে মানাপমানৌ তু কায়মনো ব্যাপারেণাপি স্যাতামিতি ভেদঃ। সর্ব্বেতি। দেহযাত্রামাত্রাদন্যৎ সর্ব্বকর্ম্মগ্রাহ্যং য ঈদৃশো গুণাতীতঃ উদাসীনবদিত্যাদ্যুক্তা যস্যাচারাঃ পরৈরপি সংবেদ্যাঃ স গুণাতীতো বোধ্যো ন তু তদুপপত্তিবাবদূক ইতি ভাবঃ॥ ২৪।২৫॥

মধুসূদন।—সমে দুঃখসুখে দ্বেষরাগশূন্যতয়ানাত্মধর্ম্মতয়াঽনৃততয়া চ যস্য স সমদুঃখসুখঃ কস্মাদেবং যস্মাৎ স্বস্থঃ স্বস্মিন্নাত্মন্যেব স্থিতোঽদ্বৈতদর্শনশূন্যত্বাৎ অতএব সমানি হেয়োপাদেয়ভাবরহিতানি লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনানি যস্য স তথা লোষ্ট্রঃ পাংসুপিণ্ডঃ, অতএব তুল্যো প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখসাধনে যস্য হিতসাধনত্বাহিতসাধনত্ববুদ্ধিবিষয়ত্বাভাবেনোপেক্ষণীয়ত্বাৎ, ধীরঃ ধীমান্ ধৃতিমান্ বা অতএব তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী দোষকীর্ত্তনগুণকীর্ত্তনে যস্য স গুণাতীত উচ্যত ইতি দ্বিতীয়গতেনান্বয়ঃ। মানঃ সৎকারঃ আদরাপরপর্য্যায়ঃ, অপমানস্তিরস্কারোঽনাদরাপরপর্য্যায়ঃ তয়োস্তুল্যঃ হর্ষবিষাদশূন্যঃ নিন্দাস্তুতী শব্দরূপে মানাপমানৌ তু শব্দমন্তরেণাপি কায়মনোব্যাপারবিশেষাবিতি ভেদঃ। অত্র পকারবকারয়োঃ পাঠবিকল্পেঽপ্যর্থঃ স এব। তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ মিত্রপক্ষস্যেবারিপক্ষস্যাপি দ্বেষাবিষয়ঃ স্বয়ং তয়োরনুগ্রহনিগ্রহশূন্য ইতি বা সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ কর্ম্মাণি তান্ সর্ব্বান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স তথা দেহযাত্রামাত্রব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ। উদাসীনবদাসীন ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারাচারো গুণাতীতঃ স উচ্যতে যদুক্তমুপেক্ষকত্বাদি তদ্বিদ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং যত্নসাধ্যং বিদ্যাধিকারিণা সাধনত্বেনানুষ্ঠেয়মুৎপন্নায়াং তু বিদ্যায়াং জীবন্মুক্তস্য গুণাতীতস্যোক্তং ধর্ম্মজাতমযত্নসিদ্ধং লক্ষণত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ২৪।২৫॥

নীলকণ্ঠ।—অথ পঞ্চম্যাং ভূমাবসংসক্তিনামিকায়াং স্থিতো ব্রহ্মবিদ্বর উচ্যতে সমেতি। সমাধৌ সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ স্বেনৈব স্বয়মেব তিষ্ঠতীতি স্বস্থঃ যদা তু ন সমাধৌ ইচ্ছা তদা স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতীতি ভাবঃ সোঽপি ব্যুত্থানাবস্থায়াং সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনো বিরক্ত ইত্যর্থঃ, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিশ্চ প্রিয়াপ্রিয়য়োর্নিন্দাস্তুত্যোশ্চ প্রাপ্তৌ তুল্যো হর্ষবিষাদশূন্যোঽত্রহেতুর্ধীর ইতি, যথা কশ্চিচ্ছূরস্তীব্রপ্রহারবেদনার্ত্তোঽপি নব্যামুহ্যতি ধৈর্য্যাদ্বেদনাঞ্চানুভবতি তদ্বদয়ং হর্ষবিষাদাবনুভবন্নপি ধৈর্য্যান্ন চলতি, পূর্ব্বস্য তু জাতায়ামপি বেদনায়াং হর্ষাদ্যুদয় এব নাস্তি তৎপূর্ব্বস্য তু বেদনৈব নাস্তীতি ভেদঃ এতেন শ্লোকত্রয়েণ সর্ব্বেষাং জীবন্মুক্তানাং সমাধৌ লিঙ্গানি তৎসম্বেদ্যানি আচারাশ্চ পরসম্বেদ্যানি লিঙ্গান্যুক্তানি। অথ চতুর্থ্যাং ভূমৌ সত্ত্বাপত্তিসংজ্ঞায়াং স্থিতস্য যোগিনঃ সমাধিসুখভাবেন স্বসংবেদ্যলিঙ্গাভাবাৎ তত্ত্বনিশ্চয়েন দ্বৈতস্য বাধাৎ লিঙ্গমাচারশ্চপরসংবেদ্য এব তদাহ মানেতি। যথাহি পরীক্ষকঃ কূটকার্ষাপণস্য লাভে বিনাশে বা হর্ষবিষাদশূন্যো ন চ তল্লাভার্থং যত্নমারভতে, মূঢ়স্তু তাভ্যাং বাধ্যতে তল্লাভার্থং যত্নশ্চারভতে এবং বিদ্বান্ দ্বৈতং মরুমরীচিকাহ্রদসমানং পশ্যন্ তত্র মানাপমানয়োর্ব্বা মিত্রারিপক্ষয়োর্ব্বা তুল্য এব ন বস্তুলাভায় পরিহারায় বা যত্নমারভতেঽতোগুণাতীত ইত্যুচ্যতে সর্ব্বত্র স্পষ্টঃ পদার্থঃ॥ ২৪।২৫॥

বিশ্বনাথ।—গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি গুণাতীতস্য এতানি চিহ্নানি এতানাচারাংশ্চ দৃষ্টৈব গুণাতীতো বক্তব্যঃ নতু গুণাতীতত্বোপপত্তি-যাবদ্‌কো গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ ॥২৫॥

তাৎপর্য্য।—উপসংহারকালে গুণাতীত পুরুষের অন্যান্য লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যাঁহার দুঃখে বা সুখে সমজ্ঞান, অর্থাৎ দুঃখজনক ব্যাপার উপস্থিত হইলেও যিনি বিচলিত হন না, এবং সুখসাধক ঘটনা সমাগমেও যিনি উৎফুল্ল হন না, যিনি আপন হৃদয়জাত আত্মজ্ঞান-জনিত আনন্দের মধ্য গত হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন, যিনি পথিমধ্যস্থ অযত্ন-ন্যস্ত ধূলিপিণ্ড বা প্রান্তর-পতিত অকিঞ্চিৎকর শিলাখণ্ড এবং অতি মূল্যবান্ যত্নলভ্য সুবর্ণ রত্নাদি সমভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করেন, অর্থাৎ মূল্যবান পদার্থের প্রতি সমাদর এবং মূল্যহীন পদার্থে অনাদর প্রকাশ না করেন। যিনি সুখসাধনরূপ প্রিয় সমাগমে অথবা দুঃখবিধায়ক অপ্রিয়াগমে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ যে বিষয় দ্বারা সুখোদ্ভব হইতে পারে, অথবা যে বিষয় দ্বারা দুঃখ জন্মিতে পারে, তদুভয়কেই যিনি সমভাবে দর্শন করিতে সমর্থ; যিনি সকল ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করিবার উপযোগী বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন, অর্থাৎ স্বকীয় সুমার্জ্জিত ধীশক্তি সহকারে যিনি সত্যাসত্য অবধারণে সক্ষম; যিনি চতুর্দ্দিকে স্বকীয় নিন্দাবাদের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া অকাতর থাকিতে পারেন, এবং সর্ব্বত্র স্বকীয় প্রশংসাবাদও অবিকৃতচিত্তে শ্রবণ করিতে সক্ষম। অর্থাৎ নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই যিনি সমভাবে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহাকেই গুণধর্ম্মের অতীত বলা যায়। মান অর্থাৎ মনুষ্য সমাজ মধ্যে সমাদর এবং অপমান অর্থাৎ মানবমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনাদর বা নিগ্রহ, এই উভয়েই যাঁহার তুল্যবোধ, আপনার সম্মানে যাঁহার হৃদয় একটুও গৌরব-স্ফীত না হয়, এবং অপমানে যাঁহার অন্তর অণুমাত্রও অবসন্ন না হয়, শত্রু ও মিত্র পক্ষে যাঁহার সমবোধ, অর্থাৎ মিত্রবর্গকে যে ভাবে দর্শন করেন, শত্রুবর্গকেও অবিকল সেই ভাবেই দর্শন করিতে যিনি সমর্থ, অর্থাৎ কোনরূপ স্বার্থের প্ররোচনায় অভিভূত না হইয়া যিনি সর্ব্বত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ বোধরহিত; এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াহীন, কেবল-মাত্র জীবনধারণোপযোগী যৎসামান্য পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত আয়োজন ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহার প্রয়োজন হয় না, তিনিই গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত।

পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল, যে মহাত্মার হৃদয় তদ্দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, তিনিই বস্তুতঃ সর্ব্বগুণাতীত। গুণধর্ম্ম মনুষ্যকে যে সকল বিষয় ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করে, তাঁহার পরম জ্ঞানজনিত অত্যুন্নত হৃদয়কে সেরূপে অধিকার বা আয়ত্ত করিতে কখনই সক্ষম হয় না। গুণবন্ধনের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যিনি যথার্থ দর্শনজনিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বন্ধ করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

পূর্ব্বের "অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।" "যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি" "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ" "তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী" (১২শ অধ্যায় ১৬।১৭।১৮।১৯শ শ্লোক) এই সকল শ্লোকের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা উচিত।

"মানাপমানয়োঃ" স্থলে কেহ "মানাবমানয়োঃ" এইরূপ পাঠ করেন। উভয় পাঠই সমার্থবোধক ॥ ২৪।২৫ ॥

—০:):০:(:০—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—যঃ চ মাম্ অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিকেন) ভক্তিযোগেন সেবতে (উপাসতে) সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য (অতিক্রম্য) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবায়) কল্পতে (সমর্থঃ ভবতি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিযোগ-দ্বারা উপাসনা-করেন, তিনি এই গুণ-সমূহকে অতিক্রম-করিয়া মোক্ষ-নিমিত্ত যোগ্য-হন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সাধক ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তিনিই এই সত্ত্বাদি গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম-ভাবের অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—উদাসীনবদিত্যাদি গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবদ্যত্নসাধ্যং তাবৎ সন্ন্যাসিনানুষ্ঠেয়ং গুণাতীতত্বসাধনং মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতন্তু স্বসম্বেদ্যং সদ্গুণাতীতস্য যতের্লক্ষণং ভবতীতি।অধুনা কথঞ্চ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্তত ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ মাঞ্চেতি। মাঞ্চেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যো যতিঃ কর্ম্মী বা অব্যভিচারেণ ন কদাচিৎ যো ব্যভিচরতি ন, ভক্তিযোগেন ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগস্তেন বিবেকজ্ঞানাত্মকেন ভক্তিযোগেন জ্ঞানসমুত্তবেন

সেবতে স গুণান্ সমতীত্য এতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায় ভবনং ভূয়ঃ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—যদুক্তমুপেক্ষকত্বাদি তদ্বিদ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং যত্নসাধ্যং বিদ্যাধিকারিণা জ্ঞানসাধনত্বেনানুষ্ঠেয়মুৎপন্নায়াংতু বিদ্যায়াং জীবন্মুক্তস্যোক্তধর্ম্মজাতং স্থিরীভূতং স্বানুভবসিদ্ধ লক্ষণত্বেন তিষ্ঠতীত্যুক্তে ধর্ম্মজাতে বিভাগং দর্শয়তি উদাসীনবদিত্যাদিনা। প্রশ্নদ্বয়মেবং পরিহৃত্য তৃতীয়ং প্রশ্নং পরিহরতি অধুনেতি। মচ্ছব্দস্য সংসারিবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ঈশ্বরমিতি। তত্রৈব নারায়ণশব্দানুবৃত্তিভেদো ব্যাবর্ত্যতে। তস্য তাটস্থ্যং ব্যবচ্ছিনত্তি সর্ব্বেতি। মুখ্যামুখ্যাধিকারি-ভেদেন বিকল্পঃ। ভক্তিযোগস্য যাদৃচ্ছিকত্বং ব্যবচ্ছেত্তুমব্যভিচারেণেত্যুক্তং, তদ্ব্যাচষ্টে নেতি। ভজনং পরমপ্রেমাস এব যুজ্যতেঽনেনেতি যোগঃ। তেন সেবতে পরাক্ চিত্ততাং বিনা সদানুসন্ধ-ধাতীত্যর্থঃ স ভগবদনুগ্রহকৃতসম্যগ্‌ধীসম্পন্নো বিদ্বান্ জীবন্নেবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—অথৈবং স্বগুণাত্যয়ে প্রধানহেতুমাহ মাঞ্চেতি। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারমিত্যাদিনোক্তেন প্রকৃত্যাত্মবিবেকানুসন্ধানমাত্রেণ ন গুণাত্যয়ঃ প্রাপ্যতে তস্যানাদি-কালপ্রবৃত্তবিপরীতবাসনাবাধ্যত্বসম্ভবাৎ মাং সত্যসঙ্কল্পং পরমকারুণিকমাশ্রিতবাৎসল্যজলধি-মব্যভিচারেণৈকান্ত্যবিশিষ্টেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ সত্ত্বাদীন্ গুণান্ দুরত্যয়ানতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় কল্পতে ব্রহ্মভাবযোগ্যো ভবতি যথাবস্থিতমাত্মানমমৃতমব্যয়ং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—ভক্তিরেব যোগঃ ভক্তিযোগঃ (ব্রহ্মভূয়ায়) ব্রহ্মভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—কথঞ্চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি। চশব্দোঽব-ধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যাগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—কথঞ্চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি। চোঽবধারণে। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারমিত্যাদ্যুক্ত্যা যো গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিমবাপ তস্যৈব তস্যা গুণাত্যয়ো ন সংসিধ্যতি কিন্তু তদ্বাবপি যো মাং কৃষ্ণমেব মায়াগুণাস্পৃষ্টং মায়ানিয়ন্তারং নারায়ণা-দিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং চিদানন্দঘনং সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণরত্নালয়মব্যভিচারেণৈকান্তিকেন ভক্তিযোগেন সেবতে ভজতি স এতান্ দুরত্যয়ানপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। গুণাষ্টকবিশিষ্ট-ত্বায় নিজধর্ম্মায় যোগ্যো ভবতি তং ধর্ম্মং লভতে ইত্যর্থঃ। জীবে ব্রহ্মশব্দস্তূক্ত এব প্রাক্ তথা চ ভক্ত্যাশ্রয়ণাদৈব তদ্বিবেকখ্যাত্যা জীবস্য স্বরূপলাভো ন তু কেবলয়া তয়েত্যুক্তং। যত্তু ব্রহ্মভূয়া-য়েত্যনেন মদ্রূপতাং স যাতীতি পার্থসারথিনোপদিষ্টমিতি ব্যাচষ্টে তন্নিরবধানমেব তেনৈবেদং জ্ঞানমিত্যাদিনা মোক্ষেঽপি স্বরূপভেদস্যাভিহিতত্বাৎ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যাদিশ্রুতিষ্বপি তথা তস্য দৃষ্টত্বাৎ। অণুত্ববিভুত্বাদিনিত্যধর্ম্মকৃতত্বেন নিত্যত্বাচ্চ তদ্ভেদস্য তস্মাদ্‌গুণাষ্টকবিশিষ্টত্ব-মেব "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতীতি" শ্রুতৌ তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ "এবোপ-

ম্যেঽবধারণে" ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ "যথা তথৈবেদং সাম্যে" ইত্যমরকোষাচ্চ। অন্যথা ব্রহ্মভাবোত্তরো ব্রহ্মাপ্যয়ো ন সংগচ্ছত॥ ২৬॥

মধুসূদন।—অধুনা কথমেতান্ গুণানতিবর্ত্ততে ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ চস্ত্বর্থঃ মামেবেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতান্তর্য্যামিনং মায়য়া ক্ষেত্রজ্ঞতামাগতং পরমানন্দঘনং ভগবন্তং বাসুদেবমব্যভিচারেণ পরমপ্রেমলক্ষণেন ভক্তিযোগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে সদা চিন্তয়তি স মদ্ভক্ত এতান্ প্রাগুক্তান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য দ্বৈতদর্শনেন বাধিত্বা ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তনমেব গুণাতীতত্বোপায় ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—অথ কথং ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইত্যস্যোত্তরং বিবক্ষন্ সাধনভূতাসু তিসৃষু ভূমিষু তৃতীয়াং তনুমানসামাহ মাঞ্চেতি। যশ্চ সাধকো মাং প্রত্যগাত্মানং চকারস্ত্বর্থে পূর্ব্বভূমিস্থাপেক্ষয়াস্য বৈলক্ষণ্যং দ্যোতয়তি। অব্যভিচারেণ বৃত্ত্যন্তরিতেন ভক্তিযোগেন ময়ি ভগবতি তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রবাহিমনঃপ্রণিধানরূপেণ যোগেন সেবতে ধ্যায়তি স এবং সূক্ষ্মীকৃতচিত্তঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ধ্যানপরিপাকান্তে সত্ত্বমপি বাধিত্বা ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি, (ভুবোভাবে ইতি ভবতেঃ ক্যপ্)॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—কথঞ্চৈতান্ গুণানতিবর্ত্ততে ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি। চ এবার্থে মামেব শ্যামসুন্দরাকারং পরমেশ্বরং ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় ব্রহ্মানুভবায় ইতি যাবৎ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি মদ্বাক্যে একয়েতি বিশেষেণোপন্যাসাৎ-"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ইত্যত্রাপি এবকারপ্রয়োগাৎ ভক্ত্যা বিনা প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মানুভবো ন ভবতীতি নিশ্চয়াৎ। ভক্তিযোগেন কীদৃশেন অব্যভিচারেণ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যমিশ্রেণ নিষ্কামকর্ম্মণো ন্যাসশ্রবণাৎ। জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি জ্ঞানিনাং চরমদশায়াং জ্ঞানস্যাপি ন্যাসশ্রবণাৎ ভক্তিযোগস্য তু ক্কাপি ন্যাসাশ্রবণাৎ ভক্তিযোগ এব স ব্যভিচারঃ। তেন কর্ম্মযোগমিব জ্ঞানযোগমপি পরিত্যজ্য যদব্যভিচারেণ কেবলেনৈব ভক্তিযোগেন সেবতে তর্হি জ্ঞানী অপি গুণাতীতো ভবতি নান্যথা। অনন্যভক্তস্তু নির্গুণোমদপাশ্রয় ইত্যেকাদশোক্তেঃ গুণাতীত ভবত্যেব। অত্রেদং তত্ত্বং "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতি বিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ," ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কর্ম্মণঃ জ্ঞানিনো বা সাত্ত্বিকত্বেনৈবসাধকত্বাবগতেঃ তৎ সাহচর্য্যাৎ নির্গুণো মদপাশ্রয় ইতি ভক্তঃ সাধক এবাবগম্যতে ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞানসিদ্ধঃ সন্নেব সাত্ত্বিকত্বং পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি। ভক্তস্তু সাধকদশামারভ্যৈব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থে লভ্যতে। অত্র চকারোঽবধারণার্থ ইতি স্বামিচরণাঃ। মামেবেশ্বরং নারায়ণমব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে ইতি মধুসূদন-সরস্বতী পাদাশ্চ ব্যাচক্ষ্যতে স্ম॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য :—"উদাসীনবদাসীনঃ" (২২ শ্লোক) হইতে "গুণাতীতঃ স উচ্যতে" (২৫ শ্লোক) পর্য্যন্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে গুণাতীতত্বের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট

তাৎপর্য্য। অধুনা অর্জ্জুনকৃত শেষ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। ভগবদ্ভক্তিই গুণাতীত হইবার পক্ষে একমাত্র সার ও পরম উপায়। যত কিছু সাধনা, যত কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির তুলনায় সকলেই হেয় ও অকিঞ্চিৎকর। এই সার কথা বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিতেছেন। যে ব্যক্তি ঐকান্তিকী ভক্তিনিষ্ঠা-সহকারে আমার সেবা করে, সেই সাধকই পরিণামে এই সমস্ত গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তির বিস্তারিত বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। যে ভক্তির মধ্যে কোনই ব্যভিচার নাই, অর্থাৎ যে ভক্তি শ্রীভগবানের অভিমুখে অবিচলিত সমভাবে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নরূপে প্রবাহিত, তাহাই ব্যভিচার-বিরহিতা ভক্তি। সেইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি-সহকারে যিনি বসুদেবাত্মজ শ্রীনন্দনন্দন মধুসূদনের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই চরমে গুণসমূহকে অতিক্রম করেন। নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা যিনি সেই শ্যামসুন্দরের শোভাময় কান্তি স্বকীয় হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়াছেন, যাঁহার যাবতীয় অনুষ্ঠান ও কার্য্য সেই শ্রীনিবাসের প্রীতিসাধনার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যিনি সর্ব্বত্র সেই পরম-কারুণিক মঙ্গলময় জগজ্জ্যোতির সত্তা স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মহিমা ও প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে করিতে যাঁহার বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে, প্রেমাশ্রু-দরদরিত-ধারে প্রবাহিত হইয়া যাঁহার বক্ষঃস্থল ধৌত করে, তিনিই ভগবানের পরম ভক্ত ও গুণাতীত পুরুষ। এইরূপ সেবকের হৃদয়ে কৃতান্তের ভীতি সঞ্চার করিবার অবসর নাই, গুণধর্ম্মের আবিলতা প্রবেশ করিবার স্থান নাই। এইরূপ মহাত্মা মোক্ষলাভের একান্ত অধিকারী। পরিণামে এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর শরীর পরিত্যাগের পর, সেই মহাত্মা ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভক্ত-সম্প্রদায়গণ "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" এই শ্লোকাংশের অর্থস্বরূপে ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, একান্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মের ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া যান, এরূপ তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে। তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কেবল বিবেক-বলে অর্থাৎ জ্ঞানবলে মোক্ষলাভ করা যায় না। জ্ঞানের সহিত ভক্তির পূর্ণস্ফূর্ত্তি না থাকিলে কখনই পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মূলে "মাঞ্চ" পদের মধ্যে যে চকারের প্রয়োগ আছে, তাহা "তু" অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী পাদ ব্যক্ত করিয়াছেন; পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী তথা বলদেব বলিয়াছেন যে, ইহা অবধারণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২৬॥

——০:):*:(:০——

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা) অব্যয়স্য অমৃতস্য (মোক্ষস্য) চ শাশ্বতস্য (নিত্যস্য) ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য (অখণ্ডিতস্য) সুখস্য চ [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-হেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমা এবং অব্যয় মোক্ষের নিত্য ধর্ম্মের ও অখণ্ডিত সুখের [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—কারণ আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা-স্বরূপ, এবং আমিই অব্যয়-রূপ মোক্ষের, নিত্যধর্ম্মের এবং অখণ্ডিত সুখের আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কুত এতদিত্যুচ্যতে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাহং প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠাহং প্রত্যগাত্মা, কীদৃশস্য ব্রহ্মণঃ অমৃতস্যাবিনাশিন অব্যয়স্যাবিকারিণঃ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞানযোগধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্যৈকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যক্ জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে ~~ইতি~~ তদেতদ্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইতি উক্তং, যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদি প্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে

প্রবর্ত্ততে সা শক্তিঃ ব্রহ্মৈবাহং শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়োঽথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম তস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিকল্পকোঽহমেব নান্যঃ প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ কিং বিশিষ্টস্যামরণধর্ম্মকস্যাব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য সুখস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তস্যাব্যভিচারিণস্য চ প্রতিষ্ঠাহমিতি বর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ ভগবৎ-পূজ্যপাদ শিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—বিদ্বান্ ব্রহ্মৈবেত্যত্র হেতুং পৃচ্ছতি কুত ইতি। তত্রোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। ব্রহ্মশব্দস্যাসতি বাধকে মুখ্যার্থগ্রহণমভিপ্রেত্যাহ পরমাত্মন ইতি। তং প্রতি প্রত্যগাত্মনো যৎ প্রতিষ্ঠাত্বং তদুপপাদয়তি প্রতিতিষ্ঠতীতি। যদ্ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মনি প্রতিতিষ্ঠতীতি তৎ কিম্ বিশেষণমিত্যপেক্ষায়ামুক্তমমৃতস্যেত্যাদি। তত্রামৃতশব্দেনাব্যয়শব্দস্য পুনরুক্তিং পরিহরতি অবিকারিণ ইতি। নিত্যত্বমপক্ষয়রাহিত্যং তেন পূর্ব্বাভ্যামপৌনরুক্ত্যম্। প্রতিষিদ্ধার্থস্য ধর্ম্মশব্দস্য ব্রহ্মণ্যনুপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি। অর্থেন্দ্রিয়সম্বন্ধোত্থং সুখং ব্যাবর্ত্তয়িতুমৈকান্তিকমেবোক্তং। অক্ষরার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ অমৃতাদীতি। প্রতিষ্ঠা যস্মাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ প্রত্যগাত্মা পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে সম্যক্‌জ্ঞানেনেতি যোজনা অস্য শ্লোকস্য পূর্ব্বশ্লোকেনৈকবাক্যতামাহ তদেতদিতি। বিবক্ষিতং বাক্যার্থং প্রপঞ্চয়তি যয়েতি। শক্তিঃ ব্রহ্মৈবেতি। কথং সামানাধিকরণ্যং তত্রাহ শক্তীতি। ব্যাখ্যানান্তরমাহ অথবেতি বিশেষণানি পূর্ব্ববদপৌনরুক্ত্যানি নেতব্যানি তদনেনাধ্যায়েন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্য সংসারকারণত্বং পঞ্চপ্রশ্ননিরূপণদ্বারেণ চ সম্যগ্‌জ্ঞানস্য সকলসংসারনিবর্ত্তকত্বমিত্যেতৎ উপপাদয়তা মুমুক্ষোঃ যত্নসাধ্যং গুণৈরনালীঢ়ত্বাদি মুক্তস্যাপ্যনিবারিতং লক্ষণমিতি নির্দ্ধারিতঃ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দ পূজ্যপাদশিষ্য ভগবদানন্দগিরি-বিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতা ভাষ্য-বিবেচনে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—হি শব্দো হেতৌ। যস্মাদহমব্যভিচারিভক্তিযোগেন সেবিতোঽমৃতস্যাব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা তথা শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য অতিশয়িতনিত্যৈশ্বর্য্যস্য ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যাদিনা নির্দ্দিষ্টস্য জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যস্য সুখস্যেত্যর্থঃ যদ্যপি শাশ্বতধর্ম্মশব্দঃ প্রাপকবচনঃ তথাপি পূর্ব্বোত্তরয়োঃ প্রাপ্যরূপত্বেন তৎ সাহচর্য্যাদয়মপি প্রাপ্যলক্ষকঃ। এতদুক্তং ভবতি। পূর্ব্বত্র "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে" ইত্যারভ্য গুণাত্যয়স্য তৎপূর্ব্বকাক্ষরৈশ্বর্য্যভগবৎপ্রাপ্তীনাং ভগবৎপ্রপত্ত্যেকোপায়তায়াঃ প্রতিপাদিতত্বাৎ তদেকান্ত ভগবৎপ্রপত্ত্যেকোপায়ো গুণাত্যয়স্তৎপূর্ব্বক ব্রহ্মভাবশ্চেতি॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে গীতাভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—কুত ইতি চেৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠতে গচ্ছতি ক্ষেত্রজ্ঞোঽতিসুখমনেনেতি প্রতিষ্ঠা অহমস্য অমৃতস্যাব্যয়স্যাবিনাশিন শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য মোক্ষসাধনস্য সুখস্য ব্রহ্মানন্দস্য চৈকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ কর্ম্মণামামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স ত্রীন্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—তত্র হেতুমাহ ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য চ মোক্ষস্য নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎ সাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ, তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ, অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্-যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি। কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্। সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥ ২৭॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—নন্ন তদ্বিবেকখ্যাতা ত্বদেকভক্ত্যা চ গুণাতীতো লব্ধস্বরূপো ব্রহ্মশব্দিতো মুক্তঃ কথং তিষ্ঠেদিতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মণো হীতি। হির্নিশ্চয়ে। ব্রহ্মণস্তৎপূর্ব্বকয়া তয়া সত্ত্বাস্থাবরণাত্যয়াদাবির্ভাবিতস্বগুণাষ্টকস্যামৃতস্য মৃতিনির্গতস্যাব্যয়স্য তাদ্রূপ্যেণৈকরসস্য মুক্তস্য মদতিপ্রিয়স্যাহমেব বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিরনন্তগুণো নিরবদ্যঃ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়তেঽত্রেতি নিরুক্তেঃ পরমাশ্রয়োঽতিপ্রিয়ো ভবামীতি তাদৃশং মাং পরয়া ভক্ত্যানুভবংস্তিষ্ঠতীতি ন মত্তো বিশ্লেষলেশঃ"ন চ পুনরাবর্ত্ততে""যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে""মুক্তানাং পরমা গতি"রিতি স্মৃতিভ্যঃ নন্নু মুক্তত্বাৎ কথং শ্রয়েৎ শ্রয়ণফলস্য মুক্তের্লাভাদিতিচেদস্ত্যতিশায়িতং ফলমিতি ভাবেনাহ শাশ্বতস্য নিত্যস্য ষড়ৈশ্বর্য্যশব্দিতস্য ধর্ম্মস্যৈকান্তিকস্য মদসাধারণস্য সুখস্য চ বিচিত্রলীলারসস্যাহমেব প্রতিষ্ঠেতি। তীব্রানন্দরূপমদ্বিভূতিমল্লীলানুভবায় মামেব সমাশ্রয়তীত্যেবমাহ শ্রুতিঃ। "রসো বৈ সঃ";"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতীতি।" সংসারো গুণযোগঃ স্যাদ্বিমোক্ষস্তু গুণাত্যয়ঃ। তৎসিদ্ধির্হরিভক্ত্যেবেত্যেতদবুদ্ধং চতুর্দ্দশাৎ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—অত্র হেতুমাহ। ব্রহ্মণস্তৎপদবাচ্যস্য সোপাধিকস্য জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতোঃ প্রতিষ্ঠা পারমার্থিকং নির্ব্বিকল্পকং সচ্চিদানন্দাত্মকং নিরুপাধিং তৎপদলক্ষ্যমহং নির্ব্বিকল্পকোবাসুদেবঃ প্রতিতিষ্ঠত্যত্রেতি প্রতিষ্ঠা কল্পিতরূপরহিতমকল্পিতং অতো যো মামনুপাধিকং ব্রহ্ম সেবতে স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি যুক্তমেব। কীদৃশস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাহমিত্যা-

কাঙ্ক্ষায়াং বিশেষণানি অমৃতস্য বিনাশরহিতস্য অব্যয়স্য বিপরিণামরহিতস্য চ শাশ্বতস্যাপক্ষয়রহিতস্য চ ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্য বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজত্বং বারয়তি ঐকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ সর্ব্বস্মিন্ দেশে কালে চ বিদ্যমানস্য ঐকান্তিকসুখরূপস্যেত্যর্থঃ, এতাদৃশস্য ব্রহ্মণো যস্মাদহং বাস্তবস্বরূপং তস্মান্মদ্ভক্তঃ সংসারান্মুচ্যত ইতি ভাবঃ। তথাচোক্তং ব্রহ্মণা ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি,—"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ।" ইতি। সর্ব্বোপাধিশূন্য আত্মা ব্রহ্ম ত্বমিত্যর্থঃ। শুকেনাপি স্তুতিমন্তরেণৈবোক্তং,—"সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্" ইতি। সর্ব্বেষামেব কার্য্যবস্তূনাং ভাবার্থঃ পরমার্থো ভবতি কার্য্যাকারেণ জায়মানে সোপাধিকে ব্রহ্মণি স্থিতঃ কারণসত্বাতিরিক্তায়াঃ কার্য্যসত্তায়া অনভ্যুপগমাৎ তস্যাপি ভবতঃ কারণস্য সোপাধিকস্য ব্রহ্মণো ভাবার্থঃ সত্তারূপোঽর্থো ভগবান্ কৃষ্ণঃ সোপাধিকস্য নিরুপাধিকে কল্পিতত্বাৎ কল্পিতস্য চাধিষ্ঠানানতিরেকাৎ ভগবতঃ কৃষ্ণস্য চ সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেন পরমার্থসত্যনিরুপাধিব্রহ্মরূপ অতঃ কিমতদ্বস্তু তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাদন্যদ্বস্তু পারমার্থিকং কিং নিরূপ্যতাম্। তদেবৈকং পারমার্থিকং নান্যৎ কিমপীত্যর্থঃ। তদেতদিহাপ্যুক্তং ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি। অথবা মদ্ভক্তস্তদ্ভাবমাপ্নোতু নাম কথং নু ব্রহ্মভাবায় কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাত্তবান্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণো হীতি। ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তিরহমেব ন তু মদ্ভিন্নং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তথাঽমৃতস্যামৃতত্বস্য মোক্ষস্য চাব্যয়স্য সর্ব্বথানুচ্ছেদ্যস্য চ প্রতিষ্ঠাহমেব মষ্যেব মোক্ষঃ পর্য্যবসিতো মৎপ্রাপ্তিরেব মোক্ষ ইত্যর্থঃ। তথা শাশ্বতস্য নিত্যমোক্ষফলস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য চ পর্য্যাপ্তিরহমেব জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণো ধর্ম্মো মষ্যেব পর্য্যবসিতো, ন তেন মদ্ভিন্নং কিঞ্চিৎপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। তথা ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ পর্য্যাপ্তিরহমেব পরমানন্দরূপত্বান্ন মদ্ভিন্নং কিঞ্চিৎসুখং প্রাপ্যমস্তীত্যর্থঃ। তস্মাদ্যুক্তমেবোক্তং মদ্ভক্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী শ্রীপাদ-শিষ্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা গূঢ়ার্থদীপিকায়াং গুণত্রয়বিভাগ-যোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—বিষয়প্রদর্শনদ্বারা বিচারণাখ্যাং দ্বিতীয়াং ভূমিমাহ ব্রহ্মণো হীতি। ব্রহ্মণো বেদস্য প্রতিষ্ঠা তাৎপর্য্যেণ পর্য্যবসানস্থানম্ অহমেব অমৃতস্য কর্ম্মব্রহ্মণোঽপি প্রদর্শনদ্বারাঽমৃতসাধনস্য, অব্যয়স্য অনাদিত্বাদনন্তত্বাচ্চাপৌরুষেয়ত্বেনাপ্রামাণ্যশঙ্কাকলঙ্কশূন্যস্য স্বতঃ প্রমাণভূতস্যেত্যর্থঃ, এতেনোপক্রমোপসংহারাদিপর্য্যালোচনয়া বেদাবিরুদ্ধতর্কোপকরণয়া কৃৎস্নস্য বেদস্য তাৎপর্য্যং মদর্শনকামেন নির্ণেতব্যমিতিবিচারণাখ্যা দ্বিতীয়া ভূমিরুক্তা, হেতুফলোপপ্রদর্শনমুখেন শুভেচ্ছাখ্যাং প্রথমাং ভূমিমাহ শাশ্বতস্যেতি, কাম্যধর্ম্মবৎফলদানেন নাশাভাবাৎ ভগবদর্পিতো নিত্যো ধর্ম্মঃ শাশ্বতঃ. বিবিদিষাদিপারংপর্য্যেণ মোক্ষাখ্যশাশ্বতফলহেতুত্বাৎ শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য

প্রতিষ্ঠাপরমং প্রাপ্যং ফলমহমেব, তথা ঐকান্তিকং বিষয়সঙ্গজন্যসুখবদ্ব্যভিচারিস্বরূপভূতং মোক্ষসুখং তস্যাপি প্রতিষ্ঠা পরাকাষ্ঠাহমেব এবং নিষ্কামধর্ম্মেণ বিশুদ্ধচিত্তস্যৈকান্তিক সুখেচ্ছা স্থিতির্ভবতি সেয়ং শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা ভূমিঃ, অত্র পরাং ভূমিমারোঢ়ুমশক্তস্য পূর্ব্বাপূর্ব্বা ভূমিরূপদিশ্যতে, যথা ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তীতাত্র নিদিধ্যাসনাশক্তস্য সাঙ্খ্যনামা বিচারস্তত্রাপ্যশক্তস্য কর্ম্মযোগ উপদিশ্যতে তদ্বৎ॥ ২৭॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—নন্বত্বদ্ভক্তানাং কথং নিগুর্ণব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিঃ সা তু অদ্বিতীয়. তদেকানুভবেনৈব সম্ভবেত্তত্রাহ ব্রহ্মণো হীতি। যস্মাৎ পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ আম্নায়াদিষু শ্রুতিষু সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা পদস্য তথার্থত্বাৎ। তথা অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা কিং স্বর্গীয়সুধায়াঃ ন অব্যয়স্য বিনাশরহিতস্য মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ। তথা শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য সাধনফলদশয়োরপি নিত্যস্থিতস্য ভক্ত্যাখ্যস্য পরমধর্ম্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা তথা তৎপ্রাপ্যস্যৈকান্তিকভক্তসম্বন্ধিনঃ সুখস্য প্রেম্নশ্চাহং প্রতিষ্ঠা অতঃ সর্ব্বস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়াকৃতেন মদ্ভজনেন ব্রহ্মণি লীয়মানো ব্রহ্মত্বমপি প্রাপ্নোতি। অত্র ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ ইতি স্বামিচরণাঃ। সূর্য্যস্য তেজোরূপত্বেঽপি যথা তেজস আশ্রয়ত্বমপ্যুচ্যতে এবমেব মে কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বমপি। অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি প্রমাণং। "শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ" ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিচরণৈঃ সর্ব্বগস্য আত্মনঃ পরং ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা। তদুক্তং ভগবতা ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতীতি। তথা বিষ্ণুধর্ম্মেঽপি নরক-দ্বাদশী প্রসঙ্গে "প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপি চ স প্রভুঃ। যথৈক এব পুরুষো বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ।" ইতি তত্রৈব মাসর্ক্ষপূজা প্রসঙ্গে "যথা চ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতাৎ পরতঃ পরাত্মা" ইতি। তথা হরিবংশেঽপি বিপ্রকুমারানয়নপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং। "তৎপরং পরমং ব্রহ্ম যাম সর্ব্ব বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।" ইতি। ব্রহ্মসংহিতাপি "যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী কোটিস্বশেষবসুধাদিবিভূতি ভিন্নং। তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" ইতি। অষ্টমস্কন্ধে "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্ব্বিবৃতং হৃদি।" ইতি ভগবদুক্তিশ্চ। মধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ ব্যাচক্ষ্যতে স্ম যথা "নন্বত্বদ্ভক্তস্তদ্ভাবমাপ্নোতু নামকথং ব্রহ্মভাবায় কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাত্তবান্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণো হীতি প্রতিষ্ঠা পর্য্যাপ্তিরহমেবেতি। পর্য্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা ইত্যমরঃ। "পরাকৃতং মনদ্বন্দ্বং পরংব্রহ্ম নরাকৃতি। সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহৎ" ইত্যুপশ্লোকয়ামাসুশ্চ। অনর্থ এব ত্রৈগুণ্যং নিস্ত্রৈগুণ্যং কৃতার্থতা। তচ্চ ভক্ত্যৈব ভবতীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ॥ ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। চতুর্দ্দশোঽয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—কেন ভগবদ্ভক্ত চরমে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহারই কারণ এই স্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে আমার সেবা করে, সেই গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে তিনি ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ এবং সকল সত্যধর্ম্মের নিদান। প্রথমেই তিনি ব্যক্ত করিতেছেন যে, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্রহ্মেরও যদি কিছু ব্রহ্ম থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্ম আমি। অনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কতিপয় বিশেষণ পদ সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ তিনি বিনাশশূন্য। তিনি অব্যয় অর্থাৎ বিপরিণামরহিত। তিনি শাশ্বত অর্থাৎ তিনি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্মযোগে প্রাপ্য। তিনি সুখস্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ। তিনি ঐকান্তিক অর্থাৎ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে তিনি অব্যভিচারী। যে পরমাত্মা উল্লিখিত রূপ ধর্ম্মাক্রান্ত পরব্রহ্ম, তাঁহার সেবায় যে ভাগ্যবান্ সাধক অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে নিযুক্ত, তিনি যে চরমে সেই ভাব প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সূর্য্য যেমন ঘনীভূত প্রকাশ, শ্রীভগবানও সেইরূপ ঘনীভূত ব্রহ্মের প্রতিমা স্বরূপ। অপিচ তিনি অব্যয়রূপ অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিমা; কেন না তিনি নিত্যমুক্ত, এবং মোক্ষসাধনভূত শাশ্বত ধর্ম্মেরও তিনি প্রতিমা, কেন না তিনি শুদ্ধসত্বাত্মক; তিনি ঐকান্তিক অর্থাৎ অখণ্ডিত সুখেরও প্রতিমা, কেন না তিনি পরমানন্দরূপ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মূলস্থিত "প্রতিষ্ঠা" পদের বিকল্পে পর্য্যাপ্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মই সকলের পর্য্যবসান; সকল অব্যয়ত্ব অমৃতত্ব, সকল শাশ্বতত্ব, সকল ধর্ম্ম, সকল সুখ সেই ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত।

গোবৎস-হরণোপলক্ষে * ব্রহ্মাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন। যথা;—"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়োমুক্ত, উপাধিতোঽমৃতঃ।" অর্থাৎ 'হে ভগবান্! তুমি একমাত্র পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ, সত্যস্বরূপ, স্বয়ং

* গোবৎস হরণ।—একদা শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণকে বলিলেন, হে বয়স্যগণ! আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, অতএব আইস আমরা এই পুলিনে বসিয়া ভোজন করি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে পরিত্যাগ করিয়া

জ্যোতির্ম্ময়, অন্তরহিত এবং এই বিশ্বের আদি; তুমিই নিত্য অক্ষরস্বরূপ, নিত্য সুখস্বরূপ নিরঞ্জন পূর্ণ অদ্বিতীয় মুক্ত পুরুষ, কেবল উপাধি দ্বারা মানবরূপে পরিদৃষ্ট।' (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়) শ্রীমদ্ভাগবতে পরমজ্ঞানী শুকদেবও বলিয়াছেন, "সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাং।" ইহার ভাবার্থ যথা;—'যাবতীয় কার্য্যরূপ বস্তুর সত্তা অবস্থিত আছে, সেই সোপাধিক কার্য্যসমূহের সত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; অতএব তিনি ভিন্ন আর কি নিরূপণীয় আছে।'

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অনেক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ হইতে একটী বচন পরিগৃহীত হইয়াছে। পুরাকালে ধর্ম্মধ্বজ নামে এক নরপতি ভারতবর্ষে বিরাজমান ছিলেন। মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ নামে তাঁহার দুই পুত্র। মিতধ্বজের খাণ্ডিক্য নামে এবং কুশ-ধ্বজের কেশিধ্বজ নামে পুত্র ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য ও বিষয়ো-পলক্ষে অতি ভয়ানক বিবাদ ছিল। তদুপলক্ষে খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ কর্ত্তৃক

কিয়দ্দূরে সহচরগণের সহিত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। গো-গণ এবং বৎসগণ চরিতে চরিতে এক বন মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন গো-গণকে না দেখিয়া বয়স্যেরা উদ্বিগ্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া গোদলের অন্বেষণে গমন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা বালকরূপী শ্রীহরির মহিমাবিষয়ে সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মায়াবলে গোবৎসগণকে ও রাখালগণকে হরণ করিলেন, এবং এক পর্ব্বত গুহায় তাহাদিকে যোগবলে নিদ্রামগ্ন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এই কার্য্য অবগত হইলেন, এবং গো দল-সহ বয়স্যগণের উদ্ধারে সক্ষম হইলেও কেবল ব্রহ্মার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্তই মায়াবলে অন্য ধেনু বৎস ও বয়স্যগণকে সৃষ্টি করিলেন। এ ব্যাপার কেহই জানিতে পারিল না, এমন কি বলদেবও ভগবানের মায়ায় মুগ্ধ হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মার একত্রুটী কাল অর্থাৎ পৃথিবীর এক বৎসর অতীত হইলে ব্রহ্মা পুনরায় ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। তিনি গুহা মধ্যে গো-বৎস ও রাখালগণকে নিদ্রিত দেখিলেন। অনন্তর দেখিতে পাইলেন সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপ বালকগণে পরিবৃত হইয়া সেই সমস্ত গোবৎসগণকে চারণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন তিনি ভগবানের অনন্তমহিমার বিষয় অবগত হইয়া সভয়ে শ্রীহরির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তি গদগদ বচনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলে ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মায়াসৃষ্ট গোবৎস ও রাখালগণকে অন্তর্হিত করিয়া গুহামধ্যস্থিত মায়া নিদ্রাচ্ছন্ন ধেনুগণ ও বয়স্যগণকে উদ্ধার করিলেন। তাহারা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। মায়ামুগ্ধ হেতু তাহারা এই এক বৎসর কালকে একক্ষণমাত্র অনুভব করিল।

রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় অনুচর ও মন্ত্রী সমভি-ব্যাহারে বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। একদা কেশিধ্বজ অরণ্য বিশেষে কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সহসা এক ভয়ানক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার যজ্ঞধেনু বিনষ্ট করিল। যজ্ঞসমাপ্তি হইল না, অধিকন্তু গাভীর অপ-ঘাত মৃত্যুজনিত আশঙ্কায় সমুচিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য তিনি কশেরু নামক মহর্ষির সমীপস্থ হইলেন। কশেরু ভৃগুনন্দন শুনকের নিকট গমন করিতে পরামর্শ দিলেন। রাজাকে শুনক বলিয়া দিলেন যে, এ সম্বন্ধে খাণ্ডিক্য যথোচিত ব্যবস্থা প্রদানে সক্ষম, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তদনন্তর রাজা কেশিধ্বজ রথারোহণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া খাণ্ডিক্যের নিকট উপনীত হইলেন। খাণ্ডিক্য শত্রু সমাগত দেখিয়া কেশিধ্বজকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা মনের ভাব যথাযথরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন খাণ্ডিক্য শান্ত হইয়া বিহিত কর্ত্তব্যোপদেশ প্রদান করিলেন। কেশিধ্বজ যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগত হইয়া আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু ক্রিয়া সমাপনান্তে তাঁহার মনে হইল, খাণ্ডিক্যকে গুরু-স্থলাভিষিক্ত করিয়া উপদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হয় নাই, অতএব তিনি পুন-রায় খাণ্ডিক্যের আশ্রমে আগমন করিলেন; এবং সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ দক্ষিণা প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। খাণ্ডিক্য সেই সময়ে সসাগরা বসুন্ধরার রাজত্ব কামনা করিলে দক্ষিণা স্বরূপে তাহা পাইতে পারিতেন। কিন্তু সেরূপ প্রার্থনা না করিয়া খাণ্ডিক্য দুঃখনিবৃত্তির উপায় জ্ঞানের প্রার্থনা করিলেন। তখন কেশিধ্বজ যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই একতম শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্‌যথা, "শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ। ত্রিভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'সেই বিষ্ণু সকল মঙ্গলের আধারস্বরূপ, তিনি চিত্তের এবং সর্ব্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়। তিনি জন্মমৃত্যু জরারূপ ত্রিবিধ ভাব চিন্তার অতীত পুরুষ, এবং যোগিগণের মুক্তির কারণ।' * (বিষ্ণু পুরাণ ৬ষ্ঠ অংশ ৭ম অধ্যায় ৭ম শ্লোক)।

* ধর্ম্মধ্বজাত্মজ কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ যে সকল তত্ত্ব কথা মিতধ্বজনন্দন খাণ্ডিক্য সমীপে পরি-

তদনন্তর মহাভারতরূপ কল্পপাদপের পরিশিষ্টাংশ স্বরূপ হরিবংশ হইতে অন্য এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। একদা এক ব্রাহ্মণ কাতরভাবে দ্বারকায় যজ্ঞদীক্ষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পত্নী সন্তান প্রসব করিবামাত্রই সূতিকাগার হইতে সন্তান অপহৃত হয়। বারংবার সেইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কোনও উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য তিনি ভগবানের শরণাগত হইয়াছেন। কারণ, আবার তাঁহার পত্নী আসন্নপ্রসবা। নারায়ণ কৃপা করিলে তাঁহার পুত্রশোক নিবারিত হইতে পারে। যজ্ঞদীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থে স্বয়ং গমনে অশক্ত হইয়া অর্জ্জুনকে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যথাস্থানে গমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সন্তান রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন কর্ত্তব্য পালনার্থ সসৈন্যে ব্রাহ্মণের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণী অচিরকালমধ্যে পুত্র প্রসব করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সকলের সকল সাবধানতা ব্যর্থ করিয়া দুর্বৃত্ত নিশাচর বিপ্রকুমারকে হরণ করিল। অর্জ্জুন ও তাঁহার সৈন্যগণ কোন ক্রমেই সন্তানের উদ্ধার করিতে পারিলেন না। তখন লজ্জায় ম্রিয়মাণ অর্জ্জুন সসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগত হইলেন। ব্রাহ্মণও উপস্থিত হইয়া গোবিন্দের নিকট আপনার কাতরতা প্রকাশ করিলেন। তখন ভূভারহারী নারায়ণ রথারোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুন ও দারুককে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ও পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিতে করিতে অন্ধকারময়প্রদেশে গমন করিলেন। স্বকীয় সুদর্শন দ্বারা সেই অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া অত্যুজ্জ্বল রমণীয় আলোকের উদ্ভব করিলেন, এবং আপনি সেই তেজোরাশির মধ্যে বিলীন হইলেন। অনতিকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ অপহৃত ব্রাহ্মণকুমার-চতুষ্টয় সহ প্রত্যাগমন করিলেন। স্বস্থানে পুনরাগমন করার পর অর্জ্জুন এই সকল অত্যদ্ভুত রহস্যের বৃত্তান্ত জানিতে ইচ্ছা করিলে, নারায়ণ তাঁহাকে স্বকীয় তত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্লোক তাহারই অন্যতম। তদ্‌যথা;—"তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্‌ঘনং

ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সংক্ষেপে ও সরলভাবে প্রকৃতি, ভূত, ধ্যান, যোগ সমাধির বিষয়ে অতি সুন্দররূপে বৃত আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। বিষ্ণু পুরাণের এই ষষ্ঠ অংশ অবশ্য পাঠ্য।

তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত!" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'সেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পরম-ব্রহ্ম সকল জগৎকে বিভাগ করেন, হে অর্জ্জুন! সেই ঘনজ্যোতিঃ আমারই তেজঃস্বরূপ ইহাই জানিও। (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব্ব ১৭২ তম অধ্যায়)।

অনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আর একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নৈমিত্তিক লয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে ঋক্‌সাম যজুঃ অথর্ব্ব বেদনিচয় উৎপন্ন হইয়াছিল। দানব * হয়গ্রীব সেই বেদসমূহ অপহরণ করিতেছে জানিতে পারিয়া শ্রীভগবান্ তদুদ্ধার-বাসনায় এক ক্ষুদ্র সফরী রূপ ধারণ করিলেন। রাজা সত্যব্রত † একদা কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া নিত্যকৃত্য সম্পাদন করিতে-ছিলেন। সেই সময় তাঁহার অঞ্জলিমধ্যে উল্লিখিত সফরী প্রবেশ করিলেন। ক্ষুদ্র মৎস্যকে অঞ্জলিমধ্যে সমাগত দেখিয়া, করুণাপূর্ণ রাজা তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সফরী কাতরভাবে জানাইলেন যে, জলে বিস্তর শত্রু বাস করে, তন্মধ্যে জীবন রক্ষা করা অসম্ভব। অতএব রাজার শরণাগত হইয়া তিনি কোন নিরুপদ্রব স্থানের প্রার্থনা করিতেছেন। মৎস্য-বাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া রাজা তাহাকে এক বারিপূর্ণ ঘটে স্থাপন করিলেন, কিন্তু অনতিকালমধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত ঘট অধিকার করিলেন, এবং বৃহত্তর স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, তখন সত্যব্রত সেই মৎস্যকে এক মণিকচ্ছে (বৃহৎ জলপাত্রে) স্থাপন করিলেন। স্বল্পকালেই বিবৃদ্ধ মৎস্যদেহে সেই মণিকচ্ছ পূর্ণ হইল। তখন রাজা ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে জলাশয়ে ও

* হয়গ্রীব।—বেদাপহরণকারী হয়গ্রীবকে প্রলয়ান্তে মৎস্যরূপী ভগবান্ বধ করিয়া বেদের উদ্ধার করিয়া-ছিলেন।

† সত্যব্রত।—ত্রিধন্বনস্ত্রয্যারুণঃ, তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। যোঽসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ চাণ্ডালতামুপগতশ্চ। দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংসমনুদিনং ববন্ধ। পরিতুষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গমারোপিতঃ। ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ।" (বিষ্ণু পুরাণ চতুর্থাংশ ৩য় অধ্যায় ১৩) অর্থাৎ ত্রিধন্বার পুত্র ত্রয্যারুণ, ত্রয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। ইনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত। এই সত্যব্রত চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একসময়ে দ্বাদশবৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টি হইলে ত্রিশঙ্কু সপরিবার বিশ্বামিত্রের ভরণ পোষণের নিমিত্ত গুপ্তভাবে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষে প্রতিদিন মাংস বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিতেন। কারণ তিনি জানিতেন, বিশ্বামিত্র চাণ্ডালের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিগ্রহ করিবেন না। তাঁহার এই ব্যবহারে বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সশরীরে গমন করাইয়াছিলেন। এই ত্রিশঙ্কুর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ দান-বীর হরিশ্চন্দ্র।

হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন। সেই বিস্তীর্ণ হ্রদেও মৎস্য-দেহের স্থান সংকুলান হইতেছে না দেখিয়া রাজা বুঝিলেন, এই মৎস্য নিশ্চয়ই ভগবান্। তখন রাজা সত্যব্রত বিবিধ-বিধানে সেই মৎস্যরূপী ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া মৎস্যাবতার বলিলেন, 'অতি অল্পকাল মধ্যে সংসারের প্রলয় কাল উপস্থিত হইবে। তখন ভূর্ভুবাদি লোকসমূহ অতল-সলিলে নিমগ্ন হইবে। সেইরূপ অবস্থা ঘটিবার পূর্ব্বেই তোমার নিকট এক প্রকাণ্ড নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইবে; তুমি সপ্তর্ষিগণ ও সর্ব্ব প্রকার প্রাণি, সর্ব্বপ্রকার ওষধি, সর্ব্বপ্রকার বীজসহ সেই অর্ণবযানে আরোহণ করিবে। তখন ভয়ানক অন্ধকারে বিশ্ব আচ্ছন্ন হইলেও তোমার ভ্রমণে কোন ব্যাঘাত হইবে না। অনন্তর প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইবে, তাহাতে তোমার সেই তরণী কম্পিত হইতে থাকিবে। সেই সময় আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব এবং তুমি বৃহৎ সর্পরূপ রজ্জুদ্বারা তরণীকে আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিবে। যতদিন প্রলয়ান্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমি সেই তরণী লইয়া ভ্রমণ করিব। তদনন্তর তোমার প্রশ্নোত্তরে আমার পরম-ব্রহ্ম-বিষয়ক মহিমা তোমাকে বিজ্ঞাপিত করিব।' মৎস্যরূপী ভগবানের সেই বাক্যাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা; "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং। বেৎস্য-স্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি।" ইহার ভাবার্থ যথা;—'তোমার প্রশ্নে আমি স্বীয় পরব্রহ্ম-পদবাচ্য মহিমা তোমার নিকট বিবৃত করিব; তুমি আমার প্রসাদে তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইবে।' (শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২৪ শ অধ্যায় ২৩ শ্লোক) এতদুপলক্ষে রাজা সত্যব্রত ভগবানের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুমধুর। এ জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,— "রাজোবাচ। অনাদ্যবিদ্যোপহতাত্মসংবিদস্তন্মূলসংসারপরিশ্রমাতুরাঃ। যদৃচ্ছয়েহোপসৃতা যমাপ্নুয়ুর্বিমুক্তিদো নঃ পরমোগুরুর্ভবান্॥ জনোঽবুধোঽয়ং নিজকর্ম্ম-বন্ধনঃ সুখেচ্ছয়া কর্ম্ম সমীহতে সুখং। যৎ সেবয়া তাং বিধুনোত্য-সন্মতিং গ্রন্থিং স ভিন্দ্যাদ্ধৃদয়ং স নো গুরুঃ॥ যৎ সেবয়াগ্নেরিব রুদ্ররোদনং পুমান্ বিজহ্যান্মলমাত্মনস্তমঃ। ভজেত বর্ণং নিজমেব সোঽব্যয়ো ভূয়াৎ স ঈশঃ পরমো গুরোর্গুরুঃ॥ ন যৎ প্রসাদাযুতভাগ-লেশমন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ং। কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে। অচক্ষুরন্ধস্য যথাগ্রণীঃ কৃতস্তথা জনস্যাবিদুষোঽবুধো গুরুঃ। ত্বমর্কদৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো

বৃতো গুরুর্ন স্বগতিং বুভুৎসতাং॥ জনো জনস্যাদিশতেঽসতীং গতিং যয়া প্রপদ্যেত দুরত্যয়ং তমঃ। ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঞ্জসা প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদং॥ ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ। তথাপি লোকো ন ভবন্তমন্ধধীর্জানাতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ ২৪ অধ্যায় ২৫—৩১ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা;—হে ভগবান্! যাহাদের জ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং যাহারা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত, তাহারাও আপনারই কৃপায় আপনার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনিই আমাদের মুক্তিপ্রদাতা পরম গুরু। নিজ কর্ম্মই এই অবোধ ব্যক্তির বন্ধন হইয়াছে, এ কেবল সুখেচ্ছায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে; কিন্তু আপনার সেবা করিলে সেই সুখেচ্ছা বিসর্জ্জিত হয়, অতএব আপনিই আমাদের পরম গুরুরূপে হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করুন। রজত যদ্রূপ অগ্নিসেবা দ্বারা নিজ মলিনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনার সেবা দ্বারা পুরুষ অন্তঃকরণের তমোমল পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; আপনি অব্যয়, ঈশ, গুরুরও পরমগুরু, অতএব আমাদের গুরু হউন। দেবতা, গুরু এবং মহাজনগণ যাঁহার প্রসাদের অযুত ভাগের এক ভাগ পরিমিত প্রসন্নতা দান করিতে সমর্থ হয় না, আপনি সেই ঈশ্বর, আমি আপনার শরণাগত হইলাম। অন্ধব্যক্তি যেমন অন্ধকে আপনার পথপ্রদর্শক স্থির করে, সেইরূপ অবিদ্বান্‌গণ অবোধ ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে; কিন্তু আমি আপনাকেই গুরুরূপে বরণ করি, কারণ আপনার জ্ঞান অর্কপ্রকাশ তুল্য স্বতঃসিদ্ধ এবং আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকাশক। প্রাকৃত গুরু-লোককে অনর্থকর অর্থকামাদির উপদেশ প্রদান করে, তাহাতে মনুষ্যগণ আরও তমসাবৃত দুরত্যয় সংসারে বদ্ধ হয়; কিন্তু আপনি সেরূপ গুরু নহেন; কারণ আপনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা অব্যয় অমোঘ, তদ্দ্বারা জীব স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। হে প্রভো! আপনি সকলেরই সুহৃৎ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান এবং অভীষ্টসিদ্ধিস্বরূপ, তথাপি লোকে কামনাবদ্ধ হেতু অন্ধবুদ্ধি হইয়া স্বীয় হৃদয়স্থ আপনাকে জানিতে পারে না।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সূর্য্য তেজোময় ও তেজরূপ হইলেও যেমন তাঁহাকে তেজের আশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেইরূপ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বলা যাইতে পারে ॥ ২৭ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার-বাক্য। গুণের আসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অধীন, ভগবদ্ভক্তগণ এই ভবসিন্ধু সুখে অতিক্রম করিয়া থাকেন, এই তত্ত্ব চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার-বাক্য। গুণযোগেই সংসার-বন্ধন ঘটিয়া থাকে, গুণের অবসান হইলেই মোক্ষলাভ করা যায়; কেবল হরিভক্তির প্রভাবেই সেই সিদ্ধি প্রাপ্য, ইহাই চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার-বাক্য। ত্রিগুণাধীনতাই অনর্থের হেতু, এবং নিস্ত্রৈগুণ্য ভাবই কৃতার্থতালাভের কারণ; ভগবদ্ভক্তেরই সেই অবস্থা ঘটিয়া থাকে; ইহাই এই অধ্যায়ের সারার্থ।

তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

—০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০—

যামুনমুনি।—"গুণবন্ধবিধৌ তেষাং কর্ত্তৃত্বং তন্নিবর্ত্তনং। গতিত্রয়স্বমূলত্বং চতুর্দ্দশ উদীর্য্যতে ॥"

তাৎপর্য্য।—বন্ধনের হেতুভূত বলিয়াই গুণসমূহের কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদিগকে নিবৃত্তি করিতে পারিলে, গতিত্রয়সহ স্বকীয় মূলেরও নিবৃত্তি হয়, ইহাই চতুর্দ্দশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঊৰ্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্ ।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অন্বয় ।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস)। [সংসারং] ঊৰ্দ্ধমূলম্ (ঊৰ্দ্ধং মূলং কারণং যস্য তম্) অধঃশাখম্ (অধঃ অৰ্ব্বাচীনাঃ শাখাঃ জীবরূপাঃ যস্য তম্) অশ্বত্থং (শ্বঃ প্রভাতপৰ্য্যন্তং ন স্থাস্যতি ইতি তম্) প্রাহুঃ (কথয়ামাসুঃ) [শ্রুতয়ঃ], ছন্দাংসি (বেদাঃ) যস্য (সংসার-বৃক্ষস্য) পর্ণানি (পত্রস্বরূপাণি), তং (ইত্থং সংসাররূপং অশ্বত্থং) যঃ বেদ (জানাতি) সঃ বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, [সংসারকে] ঊৰ্দ্ধমূল অধঃশাখা-বিশিষ্ট অশ্বত্থ বলেন [শ্রুতি-সমূহ], বেদ-সকল যাহার পত্র, সেই-অশ্বত্থকে যিনি জ্ঞাত-হন, তিনি বেদজ্ঞ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই সংসাররূপ বৃক্ষ কল্য প্রভাত পৰ্য্যন্তও থাকিবে কিনা তদ্বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় অশ্বত্থ নামে কথিত হয়, ইহার মূল ঊৰ্দ্ধে অর্থাৎ উত্তম ব্রহ্ম মূলস্বরূপ, ইহার শাখাসমূহ অধোগামী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি জীবগণ ইহার অধোমুখ শাখাস্বরূপ, বেদ সকল ইহার পত্রস্বরূপ, যিনি এতাদৃশ অশ্বত্থকে বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ বেদার্থবিৎ ॥ ১ ॥

শঙ্করাচাৰ্য্য ।—যস্মান্মদধীনং কৰ্ম্মিণাং কৰ্ম্মফলং জ্ঞানিনাঞ্চ (জ্ঞানযোগধৰ্ম্মপ্রাপ্যং সুখঞ্চ) জ্ঞানফলমতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে মৎপ্রসাদাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বং সম্যক্ বিজানন্ত ইত্যতো ভগবানৰ্জ্জুনেনাপৃষ্টমপ্যাত্মনস্তত্ত্বং বিবক্ষুরুবাচ ঊৰ্দ্ধমূলমিত্যাদি। তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপককল্পনয়া বৈরাগ্যহেতোঃ সংসারস্বরূপং বর্ণয়তি বিরক্তস্য হি সংসারাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারো নান্যস্যেতি ঊৰ্দ্ধমূলমিতি। ঊৰ্দ্ধমূলং কালতঃ

সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বাৎ নিত্যত্বান্মহত্ত্বাচ্চোর্দ্ধমুচ্যতে ব্রহ্মাব্যক্তমায়াশক্তিমত্তন্মূলমস্যেতি সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলঃ শ্রুতেশ্চ "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ" ইতি। পুরাণে "চাব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ। মহাভূতপ্রশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ। আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্‌ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ। এতৎ ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।" ইত্যাদি। তমূর্দ্ধমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমধঃশাখং, মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইবাস্যাধোভবন্তীতি সোঽয়মধঃশাখস্তমধঃশাখং, ন শ্বোঽপি স্থাস্যতে ইত্যশ্বত্থস্তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থং প্রাহুঃ কথয়ন্তি শ্রুতিবাদা ইত্যর্থঃ সংসারং মায়াময়ং অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয়ঃ অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো হি সুপ্রসিদ্ধস্তমব্যয়ং, তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্য ইদমন্যদ্বিশেষণান্তরং ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি ছন্দাংসি ছাদনাদস্য ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি যথা বৃক্ষস্য রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ,যথা ব্যাখ্যাতং সংসারবৃক্ষং সমূলং যস্তং বেদ স বেদবিদ্বেদার্থবিদিত্যর্থঃ॥ ১॥ সমূলবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি ॥ ১॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানেন গুণাত্যয়ে দর্শিতে নাশিত্বে তেষাং বিজ্ঞানেনাত্যয়াদনাশিত্বে তেনাপি তদ্‌যোগ্যত্বান্ন জ্ঞানং গুণাত্যয়হেতুরিত্যাশঙ্কাং নিরস্য সাক্ষাদেব শ্রবণাদিহেতুং সন্ন্যাসং বিধিৎসুঃ ব্রহ্মত্বস্য পরমপুরুষার্থতাঞ্চ বিবক্ষুরধ্যায়ান্তরমারভতে যস্মাদিতি। কর্ম্মিণো জ্ঞানিনশ্চ শাস্ত্রেঽধিকৃতাঃ তত্র কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুকূলং ফলমীশ্বরায়ত্তং ফলমত উপপত্তেরিতি ন্যায়াৎ জ্ঞানিনামপি তৎফলমীশ্বরায়ত্তমেব ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়াবিত্যুক্তত্বাৎ যস্মাদেবং তস্মাদ্ যে ভক্ত্যাখ্যেন যোগেন মামেব সেবন্তে তে মৎপ্রসাদদ্বারা জ্ঞানং প্রাপ্য তেন গুণাতীতা মুক্তা ভবন্তীতি স্থিতমিত্যর্থঃ, যে ত্বাত্মনস্তত্ত্বমেব সন্দেহাদ্যপোহেন জানন্তি তে তেন জ্ঞানেন গুণাতীতাঃ সন্তো মুক্তিং গচ্ছন্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ সিদ্ধমর্থমাহ কিমু বক্তব্যমিতি। আত্মতত্ত্বাজ্ঞানং যতঃ সংসারহেতুঃ জ্ঞানং মোক্ষানুকূলমতোঽর্জ্জুনেন কিন্তদিত্যপৃষ্টমপি তত্ত্বম্ ভগবানুক্তবান্ প্রশ্নাভাবেপি তস্য তদ্‌ব্যুৎপাদনাভিমানাদিত্যাহ অত ইতি। তত্ত্বং কিং বিবক্ষ্যতে। কিমিতি সংসারো বর্ণ্যতে তত্রাহ তত্রেতি। অধ্যায়াদিঃ সপ্তম্যর্থঃ। বৈরাগ্যমপি কিমিতি মৃগ্যতে তত্রাহ বিরক্তস্যেতি। ইতি বৈরাগ্যায় সংসারবর্ণনমিতি শেষঃ। নাশসম্ভাবনায়ৈ বৃক্ষরূপকং বন্ধহেতোর্দর্শয়তি ঊর্দ্ধমূলমিতি। কথং কালতঃ সূক্ষ্মত্বং তদাহ কারণত্বাদিতি। তদেব কথং কার্য্যাপেক্ষয়া নিয়তপূর্ব্বভাবিত্বাদিত্যাহ নিত্যত্বাদিতি। সর্ব্বব্যাপিত্বাচ্চোৎকর্ষং সম্ভাবয়তি মহত্ত্বাচ্চেতি। ঊর্দ্ধমুচ্চিতমুৎকৃষ্টমিতি যাবৎ। তস্য কূটস্থস্য কথং মূলত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ অব্যক্তেতি স্মৃতিমূলত্বেন শ্রুতিমুদাহরতি শ্রুতেশ্চেতি। অর্ব্বাঞ্চো নিকৃষ্টাঃ শাখা ইব মহদাদ্যা যস্য স তথা প্রকৃতে সংসারবৃক্ষে পুরাণসম্মতিমাহ পুরাণে চেতি। অব্যক্তমব্যাকৃতং তদেব মূলং তস্মাৎ প্রভবনং প্রভবো যস্য স তথা তস্যৈব মূলস্যাবক্তস্যানুগ্রহাদতিদৃঢ়ত্বাদুত্থিতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ। তস্য লৌকিকবৃক্ষস্য সাধর্ম্ম্যমাহ বুদ্ধীত্যাদিনা। বৃক্ষস্য হি শাখাঃ স্কন্ধাদুদ্ভবন্তি সংসারস্য চ বুদ্ধেঃ

সকাশান্নানাপরিণামা জায়ন্তে তেন বুদ্ধিরেব স্কন্ধস্তম্ভস্তৎপ্রচুরোহয়ং সংসারতরুঃ ইন্দ্রিয়াণামন্তরাণি ছিদ্রাণি কোটরাণি যস্য স তথা, মহান্তি ভূতানি পৃথিব্যাদীন্যাকাশান্তানি বিশাখাঃ যস্য তথা আজীব্যত্বমুপজীব্যত্বং ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতো বৃক্ষো ব্রহ্মবৃক্ষস্তথাপি জ্ঞানং বিনা ছেত্তুমশক্যত্বাৎ সনাতনঃ চিরন্তনঃ এতচ্চ ব্রহ্মণঃ পরস্যাত্মনো বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়মত্র হি ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং তস্য বৃক্ষস্য সংসারাখ্যস্য তদেব ব্রহ্ম সারভূতম্ অথবাস্য ব্রহ্মবৃক্ষস্যানবচ্ছিন্নস্য সংসারমণ্ডলস্য তদেতদ্ ব্রহ্ম বনমিব বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ং নহি ব্রহ্মাতিরিক্তং সংসারস্যাস্পদমস্তি ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া সংসরতীত্যভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। অহং ব্রহ্মেতি দৃঢ়জ্ঞানেনোক্তং সংসারবৃক্ষং ছিত্বা প্রতিবন্ধকাভাবাদাত্মনিষ্ঠো ভূত্বা পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রাপ্নোতীত্যাহ এতদিতি। অধঃশাখমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে মহদিতি। আদিশব্দেনেন্দ্রিয়াদিসংগ্রহঃ। সংসারবৃক্ষস্যাতিচঞ্চলত্বে প্রমাণমাহ প্রাহুরিতি। ক্ষণধ্বংসিনোঽব্যয়ত্বং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ সংসারেতি। তদেবোপপাদয়তি অনাদীতি। ছাদনং রক্ষণং প্রাবরণং বা কর্ম্মকাণ্ডানি স্বর্গারোহাবরোহফলানি নানাবিধার্থবাদযুক্তানি সংসারবৃক্ষং রক্ষন্তি তন্নিষ্ঠং দোষং ক্ষাবৃণ্বন্তি তেন তানি ছন্দাংসি পর্ণানীব ভবন্তীত্যর্থঃ। তদেব প্রপঞ্চয়তি যথেতি। উক্তেঽর্থে হেতুমাহ ধর্ম্মেতি। কর্ম্মকাণ্ডানাং বেদানামিতি শেষঃ। কর্ম্মব্রহ্মাখ্য সর্ব্ববেদার্থস্য তত্রান্তর্ভাবমুপেত্য ব্যাচষ্টে বেদার্থেতি ॥১॥ ২৫৩১ পৃষ্ঠায় - অবশিষ্ট অংশ পড়তে দ্রষ্টব্য

রামানুজ।—ক্ষেত্রাধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞভূতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ স্বরূপং বিশোধ্য বিশুদ্ধস্যাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারস্য পুরুষস্যৈব প্রাকৃতগুণসঙ্গপ্রবাহনিমিত্তো দেবাদ্যাকার পরিণতপ্রকৃতিসংবন্ধোঽনাদিরিত্যুক্তম্। অনন্তরে চাধ্যায়ে পুরুষস্য কার্য্যকারণোভয়াবস্থ প্রকৃতিসম্বন্ধো গুণসঙ্গমূলো ভগবতৈব কৃত ইত্যুক্ত্বা গুণসঙ্গপ্রকারং সবিস্তরং প্রতিপাদ্য গুণসঙ্গনিবৃত্তিপূর্ব্বকাত্মযাথাত্ম্যাবাপ্তিশ্চ ভগবদ্ভক্তিমূলেত্যুক্তম্। ইদানীং ভজনীয়স্য ভগবতঃ ক্ষরাক্ষরাত্মক-বদ্ধমুক্তবিভূতিমত্তাং বিভূতিভূতাৎ ক্ষরাক্ষরপুরুষদ্বয়াৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানতয়াত্যন্তোৎকর্ষেণ বিসজাতীয়স্য পুরুষোত্তমত্বঞ্চ বক্তুমারভতে। তত্র তাবদসঙ্গরূপশস্ত্রচ্ছিন্নবন্ধাক্ষরাখ্যবিভূতিঞ্চ বক্তুং ছেত্তুরূপং বন্ধাকারেণ বিততমচিৎপরিণামবিশেষমশ্বত্থবৃক্ষাকারং কল্পয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ। ঊর্দ্ধমূলমিতি যং সংসারাখ্যমশ্বত্থমূর্দ্ধমূলমধঃশাখমব্যয়ং চাহুঃ শ্রুতয়ঃ "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখঃ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। ঊর্দ্ধমূলমবাক্ শাখং বৃক্ষং যো বেদ সম্প্রতী"ত্যাদ্যাঃ সর্ব্বলোকোপরিনিবিষ্ট চতুর্ম্মুখাদিত্বেন তস্য ঊর্দ্ধমূলত্বং পৃথিবীনিবাসিসকলনরপশুমৃগপক্ষিকৃমিকীটপতঙ্গস্থাবরান্ততয়াধঃশাখত্বম্। অসঙ্গহেতুভূতাৎ অসম্যক্ জ্ঞানোদয়াৎ প্রবাহরূপেণাচ্ছেদ্যত্বেনাব্যয়ত্বং যস্য চাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি পর্ণান্যাহুঃ ছন্দাংসি শ্রুতয়ঃ "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ, ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতৈঃ কাম্যকর্ম্মভির্ব্বর্দ্ধতে অয়ং সংসারবৃক্ষ ইতি ছন্দাংস্যেব অস্য পর্ণানি পত্রৈর্হি বৃক্ষো বর্দ্ধতে। যস্তমেবংভূতমশ্বত্থং বেদ স বেদবিৎ বেদো হি সংসারবৃক্ষস্য ছেদনোপায়ং বদতি ছেদ্যস্য বৃক্ষস্য স্বরূপজ্ঞানং ছেদনোপায়জ্ঞানোপযোগীতি বেদবিদিত্যুচ্যতে ॥ ১ ॥

হনুমান্।—যৎ সর্ব্বেষাং লোকানাং উপরিষ্টাদ্বর্ত্তমানং সত্যলোকনিবাসি হিরণ্যগর্ভান্তঃকরণাভিব্যক্তং সর্ব্বস্য জগতঃ সৃষ্টিস্থিতি-সংহারহেতু ভূতমব্যক্তাত্মকং ব্রহ্ম ঊর্দ্ধং কারণং যস্য স ঊর্দ্ধমূলঃ সংসারবৃক্ষোঽশ্বত্থঃ শ্বো ন তিষ্ঠতীতি, অধঃশাখং তস্মাৎ সত্যলোকাৎ অধোভূর্লোকান্তর্ব্বাদি শাখমশ্বত্থং প্রাহুঃ পণ্ডিতাঃ অব্যয়মবিনাশিনং ছন্দাংসি বেদাঃ পর্ণান্যাবরণরূপত্বাৎ, অশ্বত্থস্তং ক্ষণধ্বংসিনমশ্বত্থং যস্তং বেদ স বেদবিৎ বেদার্থবিদিত্যর্থঃ ॥ ১॥

শ্রীধর।—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্। বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে" ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তং, নচৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা অবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষং রূপকালঙ্কারেণ বর্ণনয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমোমূলং যস্য তম্। অধ ইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তং। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ, "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সাসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরো ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ অতএবং বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে ॥ ১ ॥

বলদেব।—সংসারচ্ছেদি বৈরাগ্যং জীবো মেঽংশঃ সনাতনঃ। অহং সর্ব্বোত্তমঃ শ্রীমানিতি পঞ্চদশে স্মৃতম্॥ পূর্ব্বত্র বিজ্ঞানানন্দস্বোৎপত্তিকগুণাষ্টকস্যাপি জীবস্য কর্ম্মরূপানাদিবাসনানুগুণেন ভগবৎসংকল্পেন প্রকৃতিগুণসঙ্গং স চ বহুবিধস্তদত্যয়শ্চ ভগবদ্ভক্তিশিরস্কেন বিবেকজ্ঞানেন ভবেত্তস্মিংশ্চ সতি সংপ্রাপ্তনিজস্বরূপো জীবো ভগবন্তমাশ্রিত্য প্রমোদী সর্ব্বদা তস্মিংস্তিষ্ঠতীত্যুক্তম্। অথ তদ্বিবেকজ্ঞানস্থৈর্য্যকরং বৈরাগ্যং জীবস্য ভজনীয়ভগবদংশত্বং ভগবতঃ স্বেতরসর্ব্বোত্তমত্বং চোক্তেষ্বর্থেষূপযোগায় পঞ্চদশেঽস্মিন্ বর্ণ্যতে। তত্র তাবদ্গুণবিরচিতস্য সংসারস্য বৈরাগ্যবৈচ্ছেদ্যত্বাৎ সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শস্ত্রত্বেন রূপয়ন্ বর্ণয়তি ভগবান্ ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। সংসাররূপমশ্বত্থমূর্দ্ধমূলমধঃশাখং প্রাহুঃ। ঊর্দ্ধে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে প্রধানবীজোত্থপ্রথমপ্ররোহরূপমহত্তত্ত্বাত্মকচতুর্ম্মুখরূপং মূলং যস্য তম্। অধঃ সত্যলোকাদর্ব্বাচীনেষু স্বর্ভুবর্ভূর্লোকেষু দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাসুরযক্ষরাক্ষসমনুষ্যপশুপক্ষিকীটপতঙ্গস্থাবরান্তা নানাদিক্‌প্রসৃতত্বাচ্ছাখা যস্য তং চতুর্ব্বর্গফলাশ্রয়ত্বাদশ্বত্থমুত্তমবৃক্ষম্। তাদৃশেন বিবেকজ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তেরভাবাদব্যয়ং প্রবাহরূপেণ নিত্যঞ্চ তমাহুঃ শ্রুতয়ঃ। তাশ্চ ঊর্দ্ধমূলমর্ব্বাকশাখো এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" ঊর্দ্ধমূলমর্ব্বাক্‌শাখং বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতীত্যাদিকাঃ। যস্য সংসারাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি কাম্যকর্ম্মপ্রতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি বাসনারূপতন্নিদানবর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি প্রাহুঃ। তানি

ছন্দাংসি "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকাম" ইত্যাদীনি বোধ্যানি। পত্রৈস্তরুর্ব্বর্দ্ধতে শোভতে চ তমশ্বত্থং যো বেদ যথোক্তং জানাতি স এব বেদবিৎ। বেদঃ খলু সংসারস্য বৃক্ষত্বং ছেদ্যত্বাভিপ্রায়েণাহ। তচ্ছেদনোপায়জ্ঞো বেদার্থবিদিতি ভাবঃ॥ ১॥

মধুসূদন ;—পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবতা সংসারবন্ধহেতূন্ গুণান্ ব্যাখ্যায় তেষামত্যয়েন ব্রহ্ম-ভাবোমোক্ষো মদ্ভজনেন লভ্যত ইত্যুক্তং "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত" ইতি। তত্র মনুষ্যস্য তব ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইত্যা-কাঙ্ক্ষায়াং স্বস্য ব্রহ্মরূপতাজ্ঞাপনায় সূত্রভূতোঽয়ং শ্লোকো ভগবতোক্তঃ "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃত-স্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ" ইতি। অস্য সূত্রস্য বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং পঞ্চদশোঽধ্যায় আরভ্যতে। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হি তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তৎপ্রেমভজনেন গুণাতীতঃ সন্ ব্রহ্মভাবং কথমাপ্নুয়াল্লোক ইতি তত্র ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদিভগবদ্বচনমাকর্ণ্য মম তুল্যো মনুষ্যোঽয়ং কথমেবং বদতীতি বিস্ময়াবিষ্টম্ প্রতিভয়া লজ্জয়া চ কিঞ্চিদপি প্রষ্টুমশক্নুবন্তমর্জ্জুন-মালক্ষ্য কৃপয়া স্বস্বরূপং বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ। তত্র বিরক্তস্যৈব সংসারাদ্ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধি-কারো নান্যথেতি পূর্ব্বাধ্যায়োক্তং পরমেশ্বরাধীনপ্রকৃতিপুরুষসংযোগকার্য্যং সংসারং বৃক্ষরূপকল্পনয়া বর্ণয়তি বৈরাগ্যায়, প্রস্তুতগুণাতীতত্বোপায়ত্বাত্তস্য ঊর্দ্ধমুৎকৃষ্টং মূলং কারণং স্বপ্রকাশ পরমানন্দ-রূপত্বেন নিত্যত্বেন চ ব্রহ্ম অথবা ঊর্দ্ধং সর্ব্বসংসারবাধেঽপ্যবাধিতং সর্ব্বসংসারভ্রমাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম তদেব মায়য়া মূলমস্যেত্যূর্দ্ধমূলম্ অধ ইত্যর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদ্যা গৃহ্যন্তে তে নানাদিকপ্রসৃতত্বাচ্ছাখা ইব শাখা অস্যেত্যধঃশাখম্ আশু বিনাশিত্বেন ন শ্বোঽপি স্থাতেতি বিশ্বাসানর্হমশ্বত্থং মায়াময়ং সংসারবৃক্ষমব্যয়মনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়মাত্মজ্ঞানমন্তরেণানুচ্ছেদ্য-মনন্তমব্যয়মাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চ। শ্রুতয়স্তাব"দূর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাদ্যাঃ কঠবল্লীষু পঠিতাঃ। অর্ব্বাঞ্চোনিকৃষ্টাঃ কার্য্যোপাধয়োমহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ো বা শাখা অস্যেত্যবাক্শাখ ইত্যধঃশাখপদসমানার্থং। সনাতন ইত্যব্যয়পদসমানার্থং, স্মৃতয়শ্চ "অব্যক্ত-মূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ। মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ। আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতৎ ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মাচরতি সাক্ষিবৎ। এতচ্ছিত্বা চ ভিত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্ম-গতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুন"রিত্যাদয়ঃ। অব্যক্তমব্যাকৃতং মায়োপাধিকং ব্রহ্ম তদেব মূলং কারণং তস্মাৎ প্রভবো যস্য স তথা তস্যৈব মূলস্যাব্যক্তস্যানুগ্রহাদতিদৃঢ়ত্বাদুত্থিতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ বৃক্ষস্য হি শাখাঃ স্কন্ধাদুদ্ভবন্তি সংসারস্য চ বুদ্ধেঃ সকাশান্নানাবিধাঃ পরিণামা ভবন্তি, তেন সাধর্ম্ম্যেণ বুদ্ধিরেব স্কন্ধস্তন্ময়স্তৎপ্রচুরোঽয়ম্। ইন্দ্রিয়াণামন্তরাণি ছিদ্রাণ্যেব কোটরাণি যস্য স তথা, মহান্তি ভূতান্যাকাশাদীনি পৃথিব্যন্তানি বিবিধাঃ শাখা যস্য বিশাখস্তম্ভো যস্যেতি বা আজীব্য উপজীব্যঃ ব্রহ্মণা পরমাত্মনাঽধিষ্ঠিতো বৃক্ষো ব্রহ্মবৃক্ষঃ আত্মজ্ঞানং বিনা ছেত্তুমশক্যতয়া সনাতনঃ এতৎ ব্রহ্মবনম্ অস্য ব্রহ্মণো জীবরূপস্য ভোগ্যং বনস্থানীয়ং সম্ভজনীয়মিতি বনং ব্রহ্ম সাক্ষিবদাচরতি ন ত্বেতৎকৃতেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ। এতৎ ব্রহ্মবনং সংসারবৃক্ষাত্মকং ছিত্বা চ ভিত্বা চ অহং

ব্রহ্মাস্মীত্যতিদৃঢ়জ্ঞানশস্ত্রেণ সমূলং নিকৃত্যেত্যর্থঃ, আত্মরূপাং গতিং প্রাপ্য তস্মাদাত্মরূপান্মোক্ষান্নাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। স্পষ্টমিতরৎ। অত্র চ গঙ্গাতরঙ্গোত্তুঙ্গতত্তীরতির্য্যঙ্নিপতিতমর্দ্ধোন্মুলিতং মারুতেন মহান্তমশ্বত্থমুপমানীকৃত্য জীবন্তমিয়ং রূপককল্পনেতি দ্রষ্টব্যং, তেন নোর্দ্ধমূলত্বাধঃশাখত্বাদ্যনুপপত্তিঃ। যস্য মায়াময়স্যাশ্বত্থস্য ছন্দাংসি ছাদনাত্তত্ত্ববস্তুপ্রাবরণাৎ সংসারবৃক্ষরক্ষণাদ্বা কর্ম্মকাণ্ডানি ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি পর্ণানীব পর্ণানি, যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি পর্ণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি কর্ম্মকাণ্ডানি ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাত্তেষাং, যস্তং যথা ব্যাখ্যাতং সমূলং সংসারবৃক্ষং মায়াময়মশ্বত্থং বেদ জানাতি স বেদবিৎ কর্ম্মব্রহ্মাখ্য বেদার্থবিৎ স এবেত্যর্থঃ। সংসারবৃক্ষস্য হি মূলং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদয়শ্চ জীবাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষঃ স্বরূপেণ বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ চানন্তঃ, স চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সিচ্যতে ব্রহ্মজ্ঞানেন চ ছিদ্যত ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ, যশ্চ বেদার্থবিৎ স এব সর্ব্ববিদিতি সমূলবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি স বেদবিদিতি ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সুখস্যৈকান্তিকস্য প্রতিষ্ঠা পরা কাষ্ঠাহমিত্যুক্তং তত্র কিং লক্ষণং তৎসুখং কেন বা আবৃতং কেন বা সাধনেনাস্যাবরণভঙ্গঃ কেন বাধিকারিণা তৎপ্রাপ্যমিত্যাদি বর্ণয়িতুং পঞ্চদশাধ্যায় আরভ্যতে, ঊর্দ্ধং মূলমিতি—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং মানুষানন্দমারভ্যোত্তরোত্তরশতগুণবিবৃদ্ধানন্দসোপানপঙ্‌ক্তেরুপরিস্থিতং পরমানন্দাদ্বয়ং বস্তু ঊর্দ্ধং তদেব মূলং মূলকারণমস্য সংসারাশ্বত্থস্য তমূর্দ্ধমূলম্, অধঃশাখম্ ঊর্দ্ধাদর্ব্বাগধঃ সোপানস্থানীয়াঃ শাখা ইব শাখা অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রাষোড়শবিকারহিরণ্যগর্ভবিরাট্ প্রজাপতিসুরগন্ধর্ব্বাসুরনরতির্য্যক্‌স্থাবররূপাঃ শাখা যস্য সোঽধঃশাখঃ তং, নশ্বোঽপি স্থাতুং যোগ্যম্ অনৃতত্বাৎ অশ্বত্থং সংসারবৃক্ষং তথাপি অব্যয়ং মূঢ়ানাম্ অনাত্মনস্তং প্রাহুর্ব্বেদাঃ ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাদয়ঃ, ছন্দাংসি বেদাস্তদুপলক্ষিতা যজ্ঞাদয়ঃ তএব পর্ণানি পর্ণসংঘাতবৎ শোভাহেতবো যস্য তরোঃ তমশ্বত্থং যো বেদ মিথ্যাত্বেন স এব বেদবিৎ বিদিতবেদ্য ইত্যর্থঃ, অত্রাশ্বত্থরূপকেণ সংসারো বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—সংসারচ্ছেদকোঽসঙ্গ আত্মেশাংশঃ ক্ষরাক্ষরাৎ। উত্তমঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ ইতি পঞ্চদশে কথা ॥ পূর্ব্বাধ্যায়ে "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" ইত্যুক্তং। তত্র তব মনুষ্যস্য ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইতি চেৎ, সত্যমহং অহং মনুষ্য এব কিন্তু ব্রহ্মণোঽপি তস্য প্রতিষ্ঠা পরমাশ্রয় ইত্যস্য সূত্ররূপস্য বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং পঞ্চদশাধ্যায় মারভ্যতে। তত্র সগুণান্ সমতীত্য ইত্যুক্তম্ ইতি গুণময়োঽয়ং সংসারঃ কঃ কুতো বায়ং প্রবৃত্তঃ ত্বদ্ভক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্যন্ জীবো বা কঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যুক্তং ব্রহ্ম বা কিং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাত্বং বা কঃ ইত্যাদ্যপেক্ষায়াং প্রথমমতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেণ সংসারোঽয়মদ্ভুতোঽশ্বত্থবৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি। ঊর্দ্ধে সর্ব্বলোকোপরিতলে সত্যলোকে প্রকৃতিবীজোত্থ প্রথমপ্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মকঃ চতুর্ম্মুখ এক এব মূলং যস্য তম্। অধঃ স্বর্ভুবো ভূর্লোকেষু অনন্তা দেবগন্ধর্ব্বকিন্নরাসুররাক্ষসপ্রেতভূতমনুষ্যগবাশ্বাদি পশুপক্ষিকৃমিকীটপতঙ্গস্থাবরন্তাঃ শাখা যস্য

তত্র অশ্বত্থং ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বর্গসাধকত্বাৎ অশ্বত্থমুত্তমং বৃক্ষং। শ্লেষেণ ভক্তিমতাং ন শ্বঃ স্থাস্যতীত্যশ্বত্থং নষ্টপ্রায়মিত্যর্থঃ। অভক্তানাং তু অব্যয়ম্ অনশ্বরম্। ছন্দাংসি "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকাম ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ।" ইত্যাদ্যাঃ কর্ম্ম প্রতিপাদকাবেদাঃ সংসারবর্দ্ধকত্বাৎ পর্ণানি বৃক্ষো হি পর্ণৈঃ শোভতে যস্তং জানাতি স বেদজ্ঞঃ। তথাচ "ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইতি কঠবল্লী শ্রুতিঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—অতীত অধ্যায় নিচয়ে শ্রীভগবান্ যে সকল তত্ত্ব কথা পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অর্জ্জুনের নূতন তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এই জন্যই তিনি বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে কোন প্রশ্ন বিশেষের অবতারণা করেন নাই। তথাপি করুণাময় নারায়ণ স্বয়ং এ স্থলে আত্মতত্ত্ব বিষয়ক অন্যরূপ ব্যাখানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান ও তজ্জনিত ফলাফল সমস্তই শ্রীভগবানের অধীন, এবং কর্ম্মফলাসক্তি পরিশূন্য কামনা বিরহিত কর্ম্মিগণ ক্রমশঃ গুণাতীত হইয়া চরিতার্থ হইয়া থাকেন। অপি চ ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ভক্তি প্রভাবেই আত্মতত্ত্বের সম্যক্ পরিজ্ঞান সম্ভাবিত। সেই আত্মতত্ত্ব অধিকতর পরিস্ফুট করিবার বাসনায় অধুনা ভগবান্ স্বয়ং তৎপ্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ একটী মনোহর রূপক অবলম্বন করিয়া সংসারের অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। এই সংসার এক প্রকাণ্ড মহীরুহ স্বরূপ। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে এই সংসার প্রবাহ প্রবাহিত, দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, দিনে দিনে মিলিয়া মাস ও ও বৎসর অতীত হইতেছে, পর্য্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডলে স্ব স্ব ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিতেছেন, এই সকলকে লইয়া অগণ্য স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সংসার সমভাবে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যে জীব সমূহ সংসারে বাস করিত, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই হয়তো প্রস্থান করিয়াছে, নব নব জীব নবোদ্যমে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সাংসারিক নিয়ম, সংসারের গতি ও ক্রম সমানই রহিয়াছে। এই জন্যই এই সংসার অব্যয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সংসাররূপ প্রকাণ্ড পাদপ অশ্বত্থ নামে অভিহিত হইয়াছে।

অশ্বত্থ বৃক্ষ (১৮৬৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) উচ্চতায় ও বিস্তারে বনস্পতিগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত। অশ্বত্থের মূল ভূগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রোথিত এবং তাহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বহুদূর অধিকার করিয়া বিস্তৃত। অতিশয় কঠিন ও দৃঢ় মূল হইলেও অশ্বত্থ ক্ষণবিধ্বংসী। অনন্তকালের তুলনায় অশ্বত্থের আয়ুষ্কাল অতি সামান্য ভিন্ন আর কি মনে হইবে? অশ্বত্থ শব্দের ধাতুগঠিত অর্থালোচনা করিলেও এইরূপই বোধ হয়। যাহা আপনাকে স্থাপন ও রক্ষণ করিতে অশক্ত, তাহাই অশ্বত্থ।

এই সংসাররূপ বিশাল বিটপী ঊর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ অর্থাৎ এই বৃক্ষের মূলসমূহ ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত এবং শাখা সমূহ অধোদিকে প্রসারিত। সংসার বৃক্ষ এরূপ বিপরীত ভাবে কেন সংস্থাপিত, তাহারই কারণ প্রদর্শনার্থ পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, এই বৃক্ষ পরব্রহ্মের মায়াশক্তি প্রভাবে সৃষ্ট এবং তদ্দারাই ইহা পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত। পুরুষোত্তমরূপ যে পরম ক্ষেত্রাবলম্বনে সংসার-পাদপের উদ্ভব, তিনি সর্ব্বত্রগ ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও ঊর্দ্ধে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এই জন্যই সংসার-পাদপকে ঊর্দ্ধমূলরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। যে স্থান হইতে যে স্থানে বৃক্ষের মূলসমূহ প্রোথিত থাকে, যে স্থান হইতে মূল দ্বারা রসাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ পরিপুষ্ট ও সজীব থাকে, তাহাই সেই বৃক্ষের উদ্ভবস্থান, এবং এই জন্যই সংসারবৃক্ষকে ঊর্দ্ধোদ্ভূত এবং ঊর্দ্ধমূল বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। যেখানে বৃক্ষের কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প শোভা পায় ও সর্ব্ব-সমক্ষে স্বকার্য্য সাধন করে, তাহাই তাহার কার্য্যক্ষেত্র। সংসাররূপ পাদপ ঊর্দ্ধদেশ হইতে উদ্গত হইয়া অধোদেশে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, এই জন্য এই বৃক্ষকে অধঃশাখ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই বিশাল সংসার বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। পাদপের পর্ণসমূহ তাহাকে রক্ষা করিবার প্রধান সহায় স্বরূপ। পত্রেরা আচ্ছন্ন করে বলিয়া বৃক্ষ সহসা শুষ্ক হইতে পায় না, এবং বাহ্য শীত বাতাতপ তাহার দেহে বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। বেদসমূহ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও উপদেশ প্রদান দ্বারা সংসারকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এবং সেই কর্ম্মজনিত বিবিধ ফলাফল সংঘটিত করিয়া সংসারী জীবকে

ধর্ম্মকর্ম্মের অনুসরণকারী করিয়াছে। বৃক্ষপত্র যেমন সুশীতল ছায়া প্রদানে আশ্রয়ার্থী জীবগণকে বিনোদিত করে, তদ্রূপ সংসাররূপ পাদপের বেদরূপ পর্ণসমূহ বিশ্বের সমস্ত জীবকে স্বকীয় ছায়া-মধ্যস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

যে তত্ত্বদর্শী পুরুষ এইরূপে সংসার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অর্থাৎ পারমেশ্বরী মায়া সম্ভূত এই সংসারকে ক্ষণবিধ্বংসী বৃক্ষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং সাংসারিক ব্যাপার সমূহ অসার ও অকিঞ্চিৎকর বোধে তৎপ্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছেন, এবং যিনি বেদ সমূহকে সংসার বিটপীর পত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ধর্ম্মোন্নতি জ্ঞানোন্নতি রূপ সুশীতল ছায়া সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ।

এই উর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ অশ্বত্থবৃক্ষের উপমা সতত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগীরথীর তরঙ্গাভিঘাতে তটমৃত্তিকা ক্ষয়িত হইলে তদুপরিস্থ বিশালপাদপ শিথিলমূল হইয়া যায়, এবং প্রভঞ্জনপ্রভাবে উৎপাটিত হইয়া জাহ্নবীর গর্ভে নিপতিত হয়। তখন সেই বৃক্ষের মূল তটের উপর এবং শাখা অধোদিকে থাকে। গঙ্গাগর্ভপতিত বৃক্ষের সহিত এই সংসার বৃক্ষের অবস্থা তুলনীয়।

এতদুপলক্ষে পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমন্মধুসূদন নিম্নলিখিত পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "অব্যক্ত মূল প্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ। মহাভূত বিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ। আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্ ব্রহ্মবনঞ্চৈব ব্রহ্মাচরতি সাক্ষিবৎ। এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মগতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।" ইহার ভাবার্থ যথা; 'মায়োপাধিক ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে এই সংসার-বৃক্ষ উদ্ভুত এবং সেই মূলভূত অব্যক্তের অনুগ্রহেই সম্বর্দ্ধিত। বৃক্ষের স্কন্ধদেশ হইতে যেরূপ শাখাসমূহ উদ্ভুত হয়, তদ্রূপ এই সংসার বৃক্ষেরও বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ হইতে বিবিধ পরিণাম দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়-সমূহের ছিদ্রই এই বৃক্ষের কোটর, আকাশাদি মহাভূত ইহার বিবিধ শাখা। পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এই বৃক্ষকে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ছেদন

করা যায় না। ইহাই জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্য বস্তু, ব্রহ্ম স্বয়ং ইহাতে নির্লিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত। এই সংসার অরণ্যকে জ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ছেদন করিয়া আত্মগতি লাভ করা যায়। এই রূপে জীব পুনরাবর্ত্তিত হয় না।'

কঠোপনিষদে এই শ্লোকের অনুরূপ শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ যথা; "ঊর্দ্ধমূলোঽবাকশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।" (কঠোপনিষৎ ২য় অধ্যায় ৩ বল্লী) ইহার ভাবার্থ যথা; 'এই অশ্বত্থরূপ সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধ মূল, ইহার শাখা সমূহ অধোগামী এবং ইহা চিরন্তন। যিনি ইহার মূল, তিনি উজ্জ্বল, ব্রহ্ম এবং অমৃতরূপী।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকোপলক্ষে বলিয়াছেন যে, বৈরাগ্যরূপ কুঠারাঘাতে ছিন্ন করা যায় বলিয়াই সংসারকে বৃক্ষরূপে উল্লেখ করা সার্থক ও সুসঙ্গত হইয়াছে। এই সংসাররূপ বিশাল বিটপী কেবল বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রাঘাতেই নষ্ট হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার মূল চতুর্ম্মুখ মহত্তত্ত্ব স্বরূপ, অর্থাৎ প্রধান বীজ হইতে চতুর্ম্মুখ মহত্তত্ত্ব অবলম্বনে ইহা অঙ্কুরিত। অতি মহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র জীব পর্য্যন্ত এবং অতি বিশাল পদার্থ হইতে অতি সামান্য পদার্থ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাবতীয় সাংসারিক বস্তু এই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা স্বরূপ। অশ্বত্থ বৃক্ষ বনস্পতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত। এই সংসারে সাধনশীল মনুষ্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী হইতে পারেন। সংসারই চতুর্ব্বর্গের আশ্রয় স্বরূপ। অশ্বত্থ কাণ্ড প্রকাণ্ড ও শাখা প্রশাখা সহ বহু বিস্তৃত ও বহু বিষয়ের আশ্রয় স্বরূপ এই জন্যই সংসারকে অশ্বত্থ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। ছন্দঃ অর্থাৎ শ্রুতি বাক্য সমূহকে এই বৃক্ষের পর্ণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি সমূহ কাম্য কর্ম্ম বিধায়ক এবং বাসনা সংবর্দ্ধন দ্বারা বিষয়াসক্তির পরি-পোষক। বৃক্ষের পত্র সমূহও মূল বৃক্ষের সংরক্ষক। এই জন্যই বেদ-বাক্য সমূহকে সংসার বৃক্ষের পত্র রূপে নির্দ্দেশ করা সুসঙ্গত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইবে। শ্রুতি বাক্য যথা; "বায়ব্যং শ্বেত মালভেত ভূতিকামঃ। ঐন্দ্রমেকাদশ কপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ।"

ইহার ভাবার্থ; 'ঐশ্বর্য্য কামী পুরুষ বায়ুদৈবত শ্বেত ছাগ দ্বারা যজ্ঞ করিবেন। সন্ততি কামী ব্যক্তি ইন্দ্রদৈবত একাদশ কপালাত্মক যাগ করিবেন।

এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদে বহুবিধ কাম্য কর্ম্মের বিধান আছে। তদনুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করিলে সংসার বন্ধন সুদৃঢ় হইয়া থাকে। পত্রের দ্বারাও বৃক্ষের স্বাস্থ্য ও দৃঢ়তা গ্রথিত হইয়া থাকে। এই জন্য ছন্দঃ সমূহকে সংসার-বৃক্ষের পর্ণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভবাক্য। বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান অথবা ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় না, এই জন্যই ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ে বৈরাগ্য সহকৃত জ্ঞানের তত্ত্ব পরিস্ফুটরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য। বৈরাগ্য সংসার-বন্ধনের ছেদক, সনাতন জীব আমার অংশ এবং আমি (ভগবান্) সর্ব্বোত্তম শ্রীমান্ পুরুষ, ইহাই পঞ্চদশাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। সঙ্গহীনতাই সংসার-ছেদক, জীব ঈশ্বরের অংশ, ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষরাক্ষর উভয়েরই উৎকৃষ্ট পুরুষ, এই সকল তত্ত্ব পঞ্চাদশাধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

—০:):*:(:০—

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

অন্বয়।—তস্য (সংসারবৃক্ষস্য) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (সত্ত্বাদিগুণৈঃ বর্দ্ধিতাঃ) বিষয়প্রবালাঃ (শব্দস্পর্শাদিপল্লববিশিষ্টাঃ) শাখাঃ অধঃ (পশ্বাদি-যোনিষু) চ ঊর্দ্ধং (দেবাদিযোনিষু) চ প্রসৃতাঃ (বিস্তারং গতাঃ) মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি (পশ্চাৎ কর্ম্মজনকানি) মূলানি অধঃ চ অনুসন্ততানি (অনুপ্রবিষ্টানি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই-সংসার-বৃক্ষের গুণ-বর্দ্ধিত বিষয়-রূপ-পল্লব-যুক্ত

শাখাসমূহ অধো-দিকে এবং ঊৰ্দ্ধদিকেও বিস্তৃত-হইয়াছে, নরলোকে পশ্চাৎ-কৰ্ম্ম-জনক মূল-সমূহ অধো-দিকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই সংসাররূপ অশ্বত্থের শাখা সকল জলসেচনরূপ সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা বৰ্দ্ধিত, শব্দাদি বিষয়সমূহ তাহার নব নব পল্লবরূপে নিরন্তর অঙ্কুরিত হইতেছে, এবং সেই শাখা পশ্বাদি নিকৃষ্ট যোনি হইতে উত্তম দেবাদি যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহার নিম্নগত অবান্তর মুলসমূহ ভাবী কৰ্ম্মসমূহের জনক, অর্থাৎ সেগুলি বাসনা স্বরূপ, সেই মুলসমূহ অধোভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন হি সংসারবৃক্ষাদস্মাৎ সমূলাৎ জ্ঞেয়োঽন্যোঽণুমাত্রোঽপ্যবশিষ্টোঽস্ত্যতঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ স যো বেদ স বেদার্থবিদিতি, (যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সৰ্ব্বজ্ঞেয়ং অন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ) সমূলবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি, তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাপরাবয়ব(াপার)কল্পনোচ্যতে অতো মনুষ্যাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরমূৰ্দ্ধঞ্চ যাবদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধৰ্ম্ম ইত্যেতমন্তং যথা কৰ্ম্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকৰ্ম্মফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখা ইব শাখাঃ প্রসৃতাঃ প্রগতা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীকৃতা উপাদানভূতৈৰ্ব্বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালা ইব দেহাদিকৰ্ম্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যঃ অঙ্কুরা ভবন্তীব, তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং কারণং পূৰ্ব্বমুক্তমথেদানীং কৰ্ম্মফল-জনিতরাগদ্বেষাদিবাসনামূলানীব ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মপ্রবৃত্তিকারণান্যবান্তরভাবীনি, তান্যধশ্চ দেহাদ্যপেক্ষয়া মূলান্যনুসন্ততানি অনুপ্রবিষ্টানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি কৰ্ম্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলক্ষণমনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী যেষামুদ্ভূতি-মনুভবন্তীতি তানি কৰ্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে বিশেষতোঽত্র হি মনুষ্যাণাং কৰ্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—সমূলসংসারবৃক্ষজ্ঞানে অমূলং হিত্বা মূলমেব নিষ্কৃষ্য জ্ঞাতুং শক্যমিতি তজ্জ্ঞানার্থং প্রযতিতব্যমিতি মত্বা তজ্জ্ঞানস্তুতিরত্র বিবক্ষিতেত্যাহ ন হীতি। অবয়বসম্বন্ধিন্যপরা প্রাগুক্তাদতিরিক্তা কল্পনা ইতি যাবৎ। আমনুষ্যলোকাদাবিরিঞ্চেরিত্যধঃশব্দার্থমাহ মনুষ্যাদিভ্য ইতি। তস্মাদেবারভ্য সত্যলোকাদিষূৰ্দ্ধশব্দার্থমাহ যাবদিতি। শাখাশব্দার্থং দর্শয়তি জ্ঞানেতি। তেষাং হেত্বনুগুণত্বেন বহুবিধত্বং সূচয়তি যথেতি। প্রত্যক্ষাণাং শব্দাদিবিষয়াণাং প্রবালত্বং শাখাসু পল্লববদঙ্কুরত্বং স্ফোরয়তি দেহাদীতি। ঊৰ্দ্ধমূলমিত্যত্র সংসারবৃক্ষস্য মূলমুক্তং কিমিদানীমধশ্চ মূলানীত্যুচ্যতে তত্রাহ সংসারেতি। অনুপ্রবিষ্টত্বং সৰ্ব্বেষু লিঙ্গেষ্বনুগততয়া সন্ততত্বমবিচ্ছিন্নত্বং, রাগাদীনাঞ্চ কৰ্ম্মফলজন্যত্বং প্রকটয়তি কৰ্ম্মেতি। কৰ্ম্মণাং রাগাদীনাং মিথো হেতুহেতুমত্ত্বং তেষাং তথাত্বেনানবচ্ছিন্নতয়া প্রবৃত্তিঃ বিশেষতো মনুষ্যলোকে ভবতীত্যত্র হেতুমাহ অত্র হীতি। কৰ্ম্মব্যুৎপত্ত্যা প্রাণিনিকায়ো লোকঃ মনুষ্যশ্চাসৌ লোকশ্চেত্যধিকৃতো ব্রাহ্মণ্যাদিবিশিষ্টো দেহো মনুষ্যলোকঃ ॥ ২ ॥

রামানুজ।—অধ ইতি। তস্য মনুষ্যাদিশাখস্য বৃক্ষস্য তত্তৎকর্ম্মকৃতা অপরাশ্চ অধঃশাখাঃ পুনরপি মনুষ্যপশ্বাদিরূপেণ প্রসৃতা ভবন্তি। ঊর্দ্ধঞ্চ গন্ধর্ব্বযক্ষদেবাদিরূপেণ প্রসৃতা ভবন্তি। তাশ্চ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শব্দাদিবিষয়পল্লবাঃ কথমিত্যত্রাহ অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে। ব্রহ্মলোকমূলস্যাস্য বৃক্ষস্য মনুষ্যাগ্রস্যাধো মনুষ্যলোকে মূলান্যনুসন্ততানি চ কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্মাণ্যেবানুবন্ধীনি মূলান্যধো মনুষ্যলোকে চ ভবন্তীত্যর্থঃ। মনুষ্যত্বাবস্থায়াং কৃতৈর্হি কর্ম্মভিরধো মনুষ্যপশ্বাদয়ঃ ঊর্দ্ধঞ্চ দেবাদয়ো ভবন্তি॥ ২॥

হনুমান্।—অধিমহর্লোক প্রভৃতি ঊর্দ্ধং জনলোকপর্য্যন্তং প্রসৃতাঃ গতাঃ তস্য শাখাঃ কর্ম্মজ্ঞানবাসনারূপা শরীরেন্দ্রিয়বিষয়কর্ম্মফলভূতাঃ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিরুপাদানকারণভূতৈঃ প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ, বিষয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ প্রবালা ইব যাসাং শাখানাং তাঃ অধশ্চ মহর্লোক প্রভৃতি মূলানি নির্বৃত্তধর্ম্মাণি তদুপকরণানি চানুসন্ততানি অনুসৃতানি কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্মনিমিত্তানি মনুষ্যলোকগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্॥ ২॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাস্তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জ্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ মূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি। মুখ্যং মূলমীশ্বর এক এব ইমানি ত্বন্তরা বা মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি উত্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষূপভুক্ততত্তৎভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকপ্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি, তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু, অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তম্॥ ২॥

বলদেব।—কিঞ্চাধ ইতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য সংসারাশ্বত্থস্য শাখা অধ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ। অধো মনুষ্যপশ্বাদিযোনিষু দুষ্কৃতৈঃ ঊর্দ্ধঞ্চ দেবগন্ধর্ব্বাদিযোনিষু সুকৃতৈঃ বিসৃতাঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিরম্বুনিষেকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থৌল্যভাজো বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা-যাসাং তাঃ শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ শ্রোত্রাদিবৃত্তিভির্যোগাদ্রাগাধিষ্ঠানত্বাচ্চ শব্দাদীনাং পল্লবস্থানীয়ত্বম্ তস্যাশ্বত্থস্যাধশ্চশব্দাদূর্দ্ধং চাবান্তরাণি মূলান্যনুসন্ততানি বিসৃতানি সন্তি তানি চ তত্তদ্ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনারূপাণি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারিত্বান্মূলতুল্যান্যুচ্যন্তে। মুখ্যং মূলং তাদৃক্চতুর্মুখস্তত্তদ্বাসনাস্ত্বাবান্তরমূলানি ন্যগ্রোধস্যেব জটোপজটাবৃন্দানীতি ভাবঃ। তানি কীদৃশানীত্যাহ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি যতস্ততঃ কর্ম্মফলভোগাবসানে সতি পুনর্মনুষ্যলোকে কর্ম্মহেতুভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ। স লোকঃ খলু কর্ম্মভূমিরিতি প্রসিদ্ধম্॥ ২॥

মধুসূদন।—তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাবয়বসম্বন্ধিন্যপরা কল্পনোচ্যতে। পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ, ইদানীং তু তদ্গতোবিশেষ উচ্যতে। তেষু যে

কুপূয়চরণা দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ, যে তু রমণীয়চরণাঃ সুকৃতিনস্তে ঊর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ অতোঽধশ্চ মনুষ্যত্বাদারভ্যাবিরিঞ্চিপর্য্যন্তম্ ঊর্দ্ধং চ, তস্মাদেবারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ, কীদৃশ্যস্তাঃ, গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্দেহেন্দ্রিয়-বিষয়াকারপরিণতৈর্জ্জলসেচনৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীভূতাঃ কিঞ্চ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা ইব যাসাং সংসারবৃক্ষশাখানাং তাস্তথা শাখাগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সম্বন্ধাদ্রাগাধিষ্ঠানত্বাচ্চ। কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদূর্দ্ধঞ্চ মূলান্যবান্তরাণি তত্তদ্ভোগজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনালক্ষণানি মূলানীব ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারকাণি তস্য সংসারবৃক্ষস্যানুসন্ততানি, অনুস্যূতানি মুখ্যং তু মূলং ব্রহ্মৈবেতি ন দোষঃ। কীদৃশান্যবান্তরমূলানি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণমনুবন্ধুং পশ্চাজ্জনয়িতুং শীলং যেষাং তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি, কুত্র মনুষ্যলোকে মনুষ্যশ্চাসৌ লোকশ্চেত্যধিকৃতো ব্রাহ্মণ্যাদিবিশিষ্টো দেহো মনুষ্যলোকস্তস্মিন্ বাহুল্যেন কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যাণাং হি কর্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—অধশ্চ মানুষেভ্যস্তির্য্যক্স্থাবরান্ত[illegible] ঊর্দ্ধঞ্চ মানুষেভ্য এবোপরি চ গন্ধর্ব্বযক্ষাদিহিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তং প্রসৃতাঃ প্রসরং প্রাপ্তাঃ তস্য শাখাঃ গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ প্রকর্ষেণ বৃদ্ধাঃ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়া এব রঞ্জকতয়া কোমল-পল্লবরূপাণি প্রবালানি যাসাং তাঃ, সংসারবৃক্ষস্য পরং মূলং ব্রহ্ম উক্তম্, অধশ্চ ইহ মনুষ্যলোকে চ তস্য মূলানি বাসনারূপাণি অবান্তররূপাণি সন্ততানি প্রবাহনিত্যানি, যতঃ কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যম্ অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী যেষাং তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি বাসনাভ্যঃ কর্ম্মাণি কর্ম্মেভ্যো বাসনা ইত্যনবরতসন্তানোঽয়ং বৃক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—অধঃ পশ্বাদিযোনিষু ঊর্দ্ধে দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখা-গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলৈ প্রবৃদ্ধা, বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ কিঞ্চ তস্য মূলে সর্ব্বলোকৈরলক্ষিতো মহানিধিঃ কশ্চিদস্তীত্যনুমীয়তে যমেব মূলজটাভিরবলম্ব্য স্থিতস্য তস্যাশ্বত্থ-বৃক্ষস্যাপি বটবৃক্ষস্যেব শাখাস্বপি বাহ্যজটাঃ সন্তীত্যাহ অধশ্চেতি। ব্রহ্মলোকমূলস্যাপি তস্য অধশ্চ মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি কর্ম্মানুলম্বীনি মূলানি অনুসন্ততানি নিরন্তরং বিস্তৃতানি ভবন্তি। কর্ম্মফলানাং যতস্ততো ভোগান্তে পুনর্ম্মনুষ্যজন্মন্যেব কর্ম্মসু প্রবৃত্তানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—এই সংসাররূপ বিশাল বৃক্ষের সম্যক্ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তদ্বিবরণ আরও স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। এই বিশাল বৃক্ষের শাখা-সমূহ অধোদেশ এবং ঊর্দ্ধদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। আমাদিগের এই ভূলোক অধোলোক। ইহার ঊর্দ্ধে ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য এই ছয়-লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। সংসাররূপ বৃক্ষ সকল লোকেই সমানাধিষ্ঠিত, এই জন্য ইহার শাখা প্রশাখা অধঃ ও ঊর্দ্ধ লোক সমূহে বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইল। ইহার মূল ঊর্দ্ধে সন্নিবিষ্ট, সত্যাদি লোক সমূহও ঊর্দ্ধে সংস্থিত, কিন্তু যে স্থানে সংসার-পাদপের মুখ্য মূল সংস্থিত; তাহার তুলনায় অন্যান্য

লোকপরম্পরা অধস্তন, কিন্তু মনুষ্য লোকের সহিত বিচার করিলে অন্যান্য লোক ঊর্দ্ধাবস্থিত বুঝা যায়। অতএব পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং" এই বাক্যের সহিত "অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাস্তস্য শাখা" এই বাক্যের কোন বিরোধ হইতেছে না। এই সংসাররূপ বৃক্ষ সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা বিবৃদ্ধ কলেবর। জলসেক এবং বিহিত পরিচর্য্যা দ্বারা বৃক্ষ পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংসার-বৃক্ষও গুণত্রয়ের দ্বারা বিহিত রস প্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে (১৪ শ অধ্যায় ৫ শ্লোক) বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় সংসার-বন্ধনের হেতুভূত এবং এতদুভয়ের তারতম্যানুসারে জীবের বিবিধ সদসৎ গতি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে সেই গুণত্রয়কেই সংসার-বৃক্ষের পরিপোষক রস প্রদাতা-রূপে উল্লেখ করা সুসঙ্গত হইয়াছে। আর ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রলয়কালে গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। যখন পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভ হয়, যখন পরম বীজস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ হইতে পুনরায় সংসার-বৃক্ষের সূচনা আরব্ধ হয়, তখন ঐশ্বরিক চিচ্ছক্তির সহিত প্রকৃতিগত বৈষম্যপ্রাপ্ত গুণের সম্মিলন হয়। গুণের সম্মিলনেই পুনরায় সংসার-বৃক্ষ অভ্যুদিত হইয়া থাকে। অতএব গুণ-সমূহই সংসার-বৃক্ষের পরিবর্দ্ধনের হেতুভূত। ভবিষ্যৎ শাখার উৎপাদকস্বরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বিষয়সমূহ এই সংসার রূপ মহাবৃক্ষের পল্লব স্বরূপ। বিষয়-সমূহের ভোগবাসনা মনুষ্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ও নিবদ্ধ করে, এবং তদনুসরণ ক্রমেই মনুষ্য কর্ম্মফলরূপ জন্মজন্মান্তরে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা মনুষ্য বিষয় ভোগ করে, এবং বিষয় ভোগের কামনায় আচ্ছন্ন হয়। বিষয়সমূহ বিবিধ প্রলোভনজনক ও রমণীয় দর্শন। বৃক্ষের নবজাত কিশলয়সমূহও তদ্রূপ। তত্তাবতও নবীন শাখান্তরের উৎপাদক, বিবিধ নয়ন-বিনোদন বর্ণসমাবিষ্ট এবং একান্ত চিত্তাকর্ষক। এই বিশাল-বৃক্ষ ঊর্দ্ধমূল অর্থাৎ ইহার মুখ্যমূল ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত এ কথা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। কিন্তু তদ্ভিন্ন ইহার আরও অবান্তর মূল আছে। বাসনা হইতে বিধি ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন ঘটিয়া থাকে। সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কারক ঘটনা সমূহও এই সংসার বৃক্ষের অন্তরালাবস্থিত মূলস্বরূপ। যে স্থলে মুখ্য মূল প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত অনেক মূল বহির্দ্দেশ হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। সংসার-বৃক্ষের এইরূপ

অবান্তর মূলসমূহ অধো-দেশাবস্থিত, অর্থাৎ বাহ্যতঃ পরিদৃশ্যমান। এই বাসনারূপ মূল সমূহই মনুষ্য-লোকে কর্ম্ম-বন্ধনের হেতুভূত। মনুষ্য-লোকই কর্ম্ম সাধনের স্থান, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। বাসনা দ্বারাই মনুষ্য কর্ম্মাসক্ত হয়, এবং বন্ধনে আপতিত হয়। অতএব কর্ম্ম-বন্ধন বিধায়ক বাসনাজাত অনুষ্ঠানসমূহ সংসার-বৃক্ষের বাহ্য মূলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সংসার-বৃক্ষের ঊর্দ্ধশাখা গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেবতাদি স্বরূপ এবং অধঃ-শাখা মনুষ্য পশু তির্য্যগাদি রূপ। এই মনুষ্য-লোকই কর্ম্মভূমি। এই লোকে বিহিত ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা সংসার-বৃক্ষের উর্দ্ধশাখা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পাপাচরণাদি দ্বারা অধঃশাখা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, যেমন ন্যগ্রোধাদি বৃক্ষের জটারূপ মূলসমূহ বাহ্য-দেশেই পরিব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ সংসার-বৃক্ষের বাসনাদি রূপ মূলসমূহ সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ আছে।

পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় এস্থলে কপূয়চরণ ও রমণীয় চরণ (১২৫১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) মনুষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা মনুষ্য-লোকে শ্রেয়স্কর কর্ম্মসাধন-তৎপর, তাঁহারা উৎকৃষ্টতর জন্মলাভ করিয়া থাকেন, এবং যাহারা নিন্দিত কর্ম্মনিরত, তাহারা অধম জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে এই সংসার-বৃক্ষে রাগ দ্বেষাদির অধীন জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। যতক্ষণ সম্যক্ দর্শনপ্রভাবে সংসার-বৃক্ষের অসারত্ব ও অস্থায়িত্ব হৃদ্গত না হইবে, যতক্ষণ প্রকৃষ্টরূপে সংসার-বৃক্ষের তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাকে সার পদার্থের অন্বেষণে নিযুক্ত না করিবে, ততক্ষণ তাহাদিগকে এই বিশাল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা রূপে কালপাত করিতে হইবে।

মূলস্থিত "অধশ্চ মূলানি" এই বাক্যমধ্যস্থ চকার দ্বারা উর্দ্ধসূচিত হইতেছে ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৩।৪ ॥

অন্বয়।—ইহ (সংসারে) অস্য (সংসারাশ্বত্থস্য) রূপং (যাথার্থ্যং) ন উপলভ্যতে (জ্ঞায়তে) তথা অন্তঃ (অবসানং) ন, আদিঃ (আরম্ভঃ) ন, সম্প্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) চ ন, এনং সুবিরূঢ়মূলম্ (দৃঢ়বদ্ধমূলং) অশ্বত্থং দৃঢ়েন (নিশিতেন) অসঙ্গশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যাস্ত্রেণ) ছিত্ত্বা (নিকৃন্ত্য) ততঃ (অনন্তরং) তৎ (বৈষ্ণবং) পদং পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষ্টব্যং) যস্মিন্ (পদে) গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ) ন নিবর্ত্তন্তি (আবর্ত্তন্তে) যতঃ (যস্মাৎ) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ) প্রসৃতা (বিস্তৃতা), তম্ এব আদ্যং (আদিকারণং) পুরুষং চ প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ৩।৪ ॥

প্রতিশব্দ।—এই-সংসারে এই-সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধ-হয় না, সেইরূপ অন্ত নয়, স্থিতিও নয়, এই দৃঢ়-রূপে-প্রোথিত-মূল অশ্বত্থকে শাণিত বৈরাগ্যরূপ-শস্ত্র-দ্বারা ছেদন-করিয়া অনন্তর সেই-বৈষ্ণব পদ অন্বেষণ-করিবে, যে-স্থানে প্রবিষ্ট-হইলে পুনর্ব্বার আবর্ত্তন-হয় না; যাহা-হইতে অনাদি সংসার-বৃক্ষের-উৎপত্তি বিস্তৃত-হইয়াছে, সেইই আদ্য পুরুষকে শরণ-গমন-করি ॥ ৩।৪ ॥

ব্যাখ্যা।—জগতে এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, এবং ইহার আদি, অন্ত ও স্থিতিও স্থির করিতে কেহ সমর্থ নহে।

পাঠান্তর।—প্রপদ্যেৎ। প্রপদ্য ইতি বা।

দৃঢ়রূপে প্রোথিত মূল এই সংসারাশ্বত্থকে সুশাণিত বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই বৈষ্ণব পদ লাভের উপায় অন্বেষণ করিবে। যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, যাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার-বৃক্ষের প্রবৃত্তি, সেই আদি কারণ স্বরূপ পুরুষোত্তমের শরণ গ্রহণ করিলাম, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হয়॥ ৩। ৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্ত্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ ন রূপেতি। ন রূপমস্য ইহ যথা বর্ণিতং তথা নৈবোপলভ্যতে স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্ব্বনগরসমত্বাৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপো হি স ইত্যত এব ন্যন্তো ন পর্য্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তির্ব্বা বিদ্যতে. তথা ন চাদিরিত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিদ্গম্যতে, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতির্ম্মধ্যমস্য ন কেনচিদুপলভ্যতে, অশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং সুষ্ঠু বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ অসঙ্গঃ অসঙ্গতা পুত্রবিত্তলোকৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থানং তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃ পুনর্ব্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং সবীজমুদ্ধৃত্য ॥৩॥ ততঃ ইতি। ততঃ পশ্চাৎ যৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যং পরিমার্গণমন্বেষণং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়, কথং পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ তমেব চ যঃ পদশব্দেনোক্তঃ আদ্যমাদৌ ভবং (আদ্যং) পুরুষং প্রপদ্যে ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ। কোঽসৌ পুরুষ ইত্যুচ্যতে যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতৈন্দ্রজালিকাদিবৎ মায়া পুরাণী চিরন্তনী॥ ৩। ৪॥

আনন্দগিরি।—পুনঃ পুনঃ রাগাদিনা প্রবৃত্তত্বেনানাদিত্বান্ন সংসারবৃক্ষঃ স্বয়মুচ্ছিদ্যতে ন চোচ্ছেত্তুং শক্যতে কেনাপীত্যাশঙ্ক্যাহ যস্ত্বিতি। যথাপূর্ব্বং বর্ণিতং যথাচ লোকে প্রসিদ্ধং তথাস্য রূপমিহ শাস্ত্রেঽনুমীয়তে তথা চাস্য জ্ঞানাপনোদ্যত্বং যুক্তমিত্যাহ যথেতি তস্যাপ্রমিতত্বে হেতুমাহ স্বপ্নেতি। তস্য স্বপ্নাদিসমত্বে দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বং হেতুং করোতি দৃষ্টেতি। ইত্যমেয়তেতি শেষঃ। তমেবামেয়ত্বং হেতুং কৃত্যাবসানমপি তস্য ন ভাতীত্যাহ অত এবেতি। জ্ঞানং বিনা ভ্রান্তিবাসনাকর্ম্মণামন্যোন্যনিমিত্তত্বান্নাবসানমস্তীত্যর্থঃ। ইদং প্রথমত্বমপি নাস্য পরিচ্ছেত্তুং শক্যমিত্যাহ তথেতি। আদ্যন্তবন্মধ্যমপি নাস্য প্রামাণিকমিত্যাহ মধ্যমিতি। সংসারবৃক্ষস্যাশ্বত্থশব্দিতস্য ক্ষণভঙ্গুরস্য স্বয়মেবোচ্ছেদসম্ভবাত্তদুচ্ছেদার্থং ন প্রযতিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অশ্বত্থমিতি। ব্যুত্থানং বৈরাগ্যপূর্ব্বকং পারিব্রাজ্যং। দৃঢ়ীকৃতত্বমেব বিবেকপূর্ব্বত্বেন স্ফুটয়তি পুনঃ পুনরিতি। উদ্ধৃত্য কিং কর্ত্তব্যং তদাহ তত ইতি। পশ্চাদশ্বত্থাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতমিত্যর্থঃ। কিন্তৎ পদং যদন্বিষ্য জ্ঞাতব্যং তদাহ যস্মিন্নিতি। যেন সর্ব্বং পূর্ণং পুরিষু বা শয়ানং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং গতোঽস্মীত্যর্থঃ বিবর্ত্তবাদানুরোধিনং দৃষ্টান্তমাহ ঐন্দ্রেতি॥ ৩। ৪॥

রামানুজ।—ন রূপমিতি। অস্য বৃক্ষস্য চতুর্ম্মুখাদিত্বেন ঊর্দ্ধমূলত্বং তৎসন্তানপরম্পরয়া মনুষ্যাগ্রত্বেনাধঃশাখত্বং মনুষ্যত্বে কৃতৈঃ কর্ম্মভির্মূলভূতৈঃ পুনরপ্যধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতশাখত্বমিতি। যথেদং রূপং নির্দ্দিষ্টং তথা সংসারিভিরুপলভ্যতে মনুষ্যোঽহং দেবদত্তস্য পুত্রো যজ্ঞদত্তস্য পিতা তদনুরূপ পরিগ্রহশ্চ ইত্যেতাবন্মাত্রমুপলভ্যতে তথাস্য বৃক্ষস্যান্তো বিনাশোঽপি বৃক্ষগুণময়ভোগেষ্বসংগকৃত ইতি নোপলভ্যতে তথাস্য গুণসঙ্গ এবাদিরিতি নোপলভ্যতে। তস্য প্রতিষ্ঠা চানাত্মন্যাত্মাভিমান ইতি নোপলভ্যতে। প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি অজ্ঞানমেবাস্য প্রতিষ্ঠা। অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসংগশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা এনমুক্তপ্রকারং সুবিরূঢ়মূলং সুষ্ঠু বিবিধং রূঢ়মূলমশ্বত্থং সম্যক্‌জ্ঞানং মূলেন দৃঢ়েন গুণময়ভোগাসঙ্গাখ্যেন শস্ত্রেণ ছিত্বা। ততো বিষয়াসঙ্গাচ্ছেদোত্তৎপদং পরিমার্গিতব্যং অন্বেষণীয়ং যস্মিন্ গতা ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তে। কথমনাদিকাল প্রবৃত্তো গুণময়ভোগসঙ্গস্তন্মূলঞ্চ বিপরীতজ্ঞানং নিবর্ত্তত ইত্যত্রাহ তমিতি। অজ্ঞানাদিনিবৃত্তয়ে তমেব চাদ্যং কৃৎস্নস্যাদিভূতং "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। মত্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"ত্যাদিযুক্তমাদ্যং পুরুষমেব শরণং প্রপদ্যেৎ যতঃ যস্মাৎ কৃৎস্নস্য স্রষ্টুরিয়ং গুণময় ভোগসঙ্গ প্রবৃত্তিঃ পুরাণী পুরাতনী প্রসৃতা। উক্তং হি ময়ৈব পূর্ব্বমেতৎ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" ইতি যে [প্রপদ্য যতঃ প্রবৃত্তিরিতি বা পাঠঃ] [তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্য শরণমুপগম্যেত্যর্থঃ। যতঃ অজ্ঞাননিবৃত্ত্যাদেঃ কৃৎস্নস্যৈতস্য সাধনভূতা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাতনানাং মুমুক্ষূণাং প্রবৃত্তিঃ। পুরাণী পুরাতনাহি মুমুক্ষবো মাং শরণমুপগম্য নির্ম্মুক্তবন্ধাঃ সঞ্জাতা ইত্যর্থঃ॥ ৩।৪॥

হনুমান।—অস্য সংসারবৃক্ষস্য যথোপবর্ণিতস্য যথোক্তরূপং নোপলভ্যতে নান্তঃ ন চাবসানমুপলভ্যতে ন চাদিঃ আদিরিদং প্রথমতয়া প্রবৃত্তিরস্য সংসারবৃক্ষস্য নোপলভ্যতে ন চ সংপ্রতিষ্ঠা মধ্যং মায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরস্বপ্নচন্দ্রাদিস্বরূপত্বাদশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ সঙ্গস্যাভাবঃ অসঙ্গঃ শস্ত্রমিব শস্ত্রস্তেন দৃঢ়েন পরমার্থনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন ছিত্বা সংসারবৃক্ষং সমূলমুচ্ছিদ্য। ততঃ পশ্চাৎ তৎপদং বৈষ্ণবং পরিমার্গিতব্যম্ অন্বেষ্টব্যং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ কথং পরিমার্গিতব্যম্ ইত্যাহ তমেব বিষ্ণুমাদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং জগৎপূর্ব্বকং প্রপদ্যে শরণং গচ্ছামি যতঃ যস্মাৎ সংসারমায়াবৃক্ষস্য প্রবৃত্তিরাবির্ভাবঃ। প্রসৃতা নিঃসৃতা পুরাণী নিত্যা ইতি॥ ৩।৪॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা ঊর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে, যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদ্যোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং সন্তমসঙ্গোঽহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্বা পৃথক্‌কৃত্য তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু পরিমার্গিতব্যম্ অন্বেষ্টব্যং,

কীদৃশং যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকার-মেবাহ তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪ ॥

বলদেব।—ন রূপমিতি। অস্যাশ্বত্থস্য রূপমিহ মনুষ্যলোকে তথা নোপলভ্যতে যথোর্দ্ধমূলত্বাদিধর্ম্মকতয়া ময়োপবর্ণিতম্। ন চাস্যান্তো নাশ উপলভ্যতে। কথময়মনর্থব্রাত-জটিলো বিনশ্যেদিতি ন জ্ঞায়তে। ন চাস্যাদিকারণমুপলভ্যতে কুতোঽয়মীদৃশো জাতোঽস্তীতি। ন চাস্য সংপ্রতিষ্ঠা সমাশ্রয়োঽপ্যুপলভ্যতে কিং সমাশ্রিত্যাঽয়ং সংতিষ্ঠতি ইতি। কিন্তু মনুষ্যো-ঽহং পুত্রো যজ্ঞদত্তস্য পিতা চ দেবদত্তস্য তদনুরূপকর্ম্মকারী সুখী দুঃখী চাস্মিন্ দেশেঽস্মিন্ গ্রামে নিবসামি ইত্যেতাবদেব বিজ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং দুর্ব্বোধোঽনর্থব্রতে হেতুশ্চায়মশ্বত্থস্তস্মাৎ সৎপ্রসঙ্গলব্ধবস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেনৈনম্ অসঙ্গশস্ত্রেণ বৈরাগ্যকুঠারেণ দৃঢ়েন বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্ত্বা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য তৎপদং পরিমার্গিতব্যমিতি পরেণান্বয়ঃ। সঙ্গো বিষয়াভিলাষস্তদ্বিরোধ্য-সঙ্গো বৈরাগ্যং তদেব শস্ত্রং তদভিলাষনাশকত্বাৎ সুবিরূঢ়মলং পূর্ব্বোক্তরীত্যাত্যন্তং বদ্ধমূলম্ ততঃ সংসারাশ্বত্থমূলাদুপরিস্থিতং তৎপদং পরিমার্গিতব্যম্। সৎপ্রসঙ্গলব্ধৈঃ শ্রবণাদিভিঃ সাধনৈরন্বেষ্টব্যম্। তৎপদং কীদৃশং তত্রাহ যস্মিন্নিতি। যস্মিন্ গতাস্তৈঃ সাধনৈর্যৎ প্রাপ্তা জনাস্ততো ন নিবর্ত্তন্তে স্বর্গাদিব ন পতন্তি। মার্গণাবধিরাহ তমেবেতি। যতঃ পুরাণী চিরন্তনীয়ং জগৎপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা তমেব চাদ্যং সর্ব্বকারণং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইতি প্রপত্তিপূর্ব্বকৈঃ শ্রবণাদিভিস্তন্মার্গণমুক্তম্। যো জগদ্ধেতুর্যৎপ্রপত্ত্যা সংসারনিবৃত্তিঃ স খলু কৃষ্ণ এব অহং সর্ব্বস্য প্রভব ইত্যাদেঃ। দৈবী হ্যেষা গুণময়ীত্যাদেশ্চ তদুক্তেঃ। ন তস্যাসয়ত ইত্যাদিনা ব্যক্তীভাবিত্বাচ্চ ॥ ৩। ৪ ॥

মধুসূদন।—যস্ত্বয়ং সংসারবৃক্ষোবর্ণিতঃ, ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য যথা বর্ণিতমূর্দ্ধমূলত্বাদি তথা তেন প্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্ব্বনগর-বন্মৃষাত্বেন দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ তস্য, অতএব তস্যান্তোঽবসানং নোপলভ্যতে এতাবতা কালেন সমাপ্তিং গমিষ্যতীতি অপর্য্যন্তত্বাৎ, ন চাস্যাদিরুপলভ্যতে ইত আরভ্য প্রবৃত্ত ইতি অনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতির্মধ্যমস্যোপলভ্যতে আদ্যন্তপ্রতিযোগিকত্বাত্তস্য, যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসার-বৃক্ষোদুরুচ্ছেদঃ সর্ব্বানর্থকরশ্চ, তস্মাৎ অনাত্মজ্ঞানেন সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তবদ্ধমূলং প্রাগুক্তমশ্বত্থমেনং অসঙ্গশস্ত্রেণ সঙ্গঃ স্পৃহা অসঙ্গঃ সঙ্গবিরোধি বৈরাগ্যং পুত্রবিত্তলোকৈষণাত্যাগরূপং তদেব শস্ত্রং রাগদ্বেষময়সংসারবিরোধিত্বাৎ তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মজ্ঞানোৎসুক্যাদ্দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃ পুনর্বিবেকাভ্যাসনিশিতেন ছিত্ত্বা সমূলমুদ্ধৃত্য বৈরাগ্যশমদমাদিসম্পত্ত্যা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বেত্যেতৎ। ততো গুরুমুপসৃত্য ততোঽশ্বত্থাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতং তদ্বৈষ্ণবং পদং বেদান্তবাক্য-বিচারেণ পরিমার্গিতব্যং মার্গয়িতব্যমন্বেষ্টব্যং "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি" শ্রুতেঃ। তৎপদং শ্রবণাদিনা জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। কিং তৎপদং যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা জ্ঞানেন ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়। কথং তৎ পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ যঃ পদশব্দেনোক্ত-

স্তমেব চাদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং যেনেদং সর্ব্বং তং পুরিষু পূর্ব্বা শয়ানং প্রপদ্যে শরণং গতোঽস্মী-ত্যেবং তদেকশরণতয়া তদন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। তং কিং পুরুষং যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ প্রবৃত্তিঃ মায়াময়সংসারবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ চিরন্তন্যনাদিরেষা প্রসৃতা নিঃসৃতৈন্দ্রজালিকাদিব মায়াহস্ত্যাদি তং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যন্বয়ঃ॥ ৩। ৪॥

নীলকণ্ঠ।—নমু শ্বোঽপি স্থাতুমনর্হশ্চাব্যয়শ্চেত্যুক্তে প্রতিক্ষণবিনাশিবিজ্ঞানসন্তানরূপো বা ব্রীহ্যাদিবৎপ্রবাহনিত্যো বায়ং সংসারস্তর্হি দুরুচ্ছেদ্যোবাসনানাং কর্ম্মণাঞ্চ বীজাঙ্কুরবদন্যোন্য জন্মহেতুত্বস্যাবর্জ্জনীয়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্য সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়োঽয়মিত্যেবং পক্ষমাশ্রিত্য পরিহরতি ন রূপমিতি। রজ্জুরগস্যেবাস্য সম্যগ্দৃশা বীক্ষ্যমাণং সৎ নোপলভ্যতে ইহ জীবত্যেব দেহে, যথা পূর্ব্বমজ্ঞানদশায়াং তথা নোপলভ্যতে জ্ঞানদশায়াং তেনাস্য মৃষাত্বমনুভবৈকবেদ্যমিত্যুক্তম্, এতেন অনুপলভ্যরূপত্ববচনেন স্বপ্রকাশানাং বিজ্ঞানানাং বীজাদীনাং চ সাদৃশ্যস্য ব্যাবৃত্তিঃ, তর্হি শশবিষাণবৎ তুচ্ছ এবায়ং স্যাদিত্যত আহ নান্তো ন চাদিরিতি, উপাদানস্য মূলাজ্ঞানস্যাদ্যন্তশূন্যত্বা-দয়মপি আদ্যন্তশূন্য ইত্যর্থঃ, তর্হি আত্মবদপরিহার্য্যঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চ সম্প্রতিষ্ঠা অস্য প্রতিষ্ঠাখ্যং লয়স্থানং বৃক্ষস্য ভূমিরিব নাস্তি ন চায়ং ব্রহ্মণো বিকারো যেন তত্রৈব লীয়েত, ন চেষ্টাপত্তিঃ ব্রহ্মণঃ কৌটস্থ্যভঙ্গাপত্তেঃ, কিং তর্হি তুচ্ছমজ্ঞানমস্যোপাদানং তস্মিংশ্চ জ্ঞানেন বিনষ্টে সমূল-স্যাস্যোচ্ছেদো ভবতি অজ্ঞানস্য চ তুচ্ছত্বং তুচ্ছেনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ শ্রুত্যা তৎকার্য্যস্য রজ্জু-রগাদেঃ প্রলয়ে তদনুপলব্ধ্যানুভবেন চ সিদ্ধম্, তস্মাদস্য সম্প্রতিষ্ঠা নোপলভ্যত ইতি যুক্ত-মেবোক্তম্ তমিমমশ্বত্থং বাসনানাং দার্ঢ্যাৎ সুবিরূঢ়মূলং দৃঢ়তরমূলমপি অসঙ্গশস্ত্রেণ সঙ্গোদেহাদি-তাদাত্ম্যবুদ্ধিস্তদ্বর্জ্জনমসঙ্গঃ তেন দৃঢ়েন পরিপক্কেন ছিত্বা ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যমিত্যুত্তরে-ণান্বয়ঃ যদ্যপি স্থূলসূক্ষ্ময়োঃ সংসারয়োরসঙ্গঃ সুষুপ্তৌ স্বয়মেব জায়তে তেন তন্মূলবাসনাভিরপ্যা-সনোঽসঙ্গোঽনুমীয়তে যদ্যপি বাসনামূলস্যাজ্ঞানস্যানুচ্ছেদাৎ নাসঙ্গধীঢ়া ভবতি তস্মান্নির্ব্বিকল্প-সমাধ্যভ্যাসেন কারণশরীরস্যাপ্যসঙ্গঃ তেন চাসঙ্গশস্ত্রেণাস্যচ্ছেদো মূলচ্ছেদঃ লবণোদকবৎ রজ্জুরগবদ্বা প্রাবিলাপনরূপঃ কর্ত্তব্যঃ, ন তু সাংখ্যানামিব স্বরূপেণ সতঃ পরিবর্জ্জনমাত্রম্। তমিমমশ্বত্থং ছিত্বা কিং কর্ত্তব্যমিত্যাহ তত ইতি। ন কেবলং নির্ব্বিকল্পসমাধিনা তদসঙ্গমাত্রেণ কৃতার্থতা, কিং তর্হি ততোঽসঙ্গাদনন্তরং তৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধং পদং পদনীয়ং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যং শ্রুতিযুক্তিবলেনাহমেব ব্রহ্মোঽস্মীতি জ্ঞাতব্যম্, যস্মিন্ পদে নির্ব্বিকল্পে গতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তো ন নিবর্ত্তন্তি ন পুনর্নিবর্ত্তন্তে তমেব প্রত্যগানন্দমাদ্যং পুরুষং পুরি শরীরে শয়ানমপি প্রপদ্যে শরণং গতোঽস্মীতি ভাবয়েৎ, ভগবত এব বা ইদং বচনং লোকশিক্ষার্থং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণীতিবৎ কোঽসৌ পুরুষঃ যতঃ পুরাণী আদ্যা প্রবৃত্তিঃ, "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" ইত্যেবং রূপা প্রসৃতা অস্মাস্বপি ইদানীং কাময়ামহে ধনাদিনা বয়ং ভূয়াসঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি চেতি, প্রবৃত্তির্দর্শিতা তৎপ্রণামেনৈব সা নিবর্ত্তিষ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩। ৪॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চেহ মনুষ্যলোকেঽস্য রূপং স্বরূপং তথা সনিশ্চয়ং নোপলভ্যতে সত্যোঽয়ং মিথ্যায়ং নিত্যোঽয়ং ইতি বাদিমতবৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ। ন চান্তোঽবসানঃ অপর্য্যন্তত্বাৎ

ন চাদিরনাদিত্বাৎ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ কিমাধারঃ কোঽয়মিত্যপি নোপলভ্যতে তত্ত্বজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ। যথা তথায়ং ভবতু জীবমাত্রদুঃখৈকনিদানস্যাস্যচ্ছেদকং শস্ত্রম্ অসঙ্গং জ্ঞাত্বা তেনৈনং ছিত্বা এক অস্য মূলস্থো মহানিধিরন্বেষ্টব্য ইত্যাহ অশ্বত্থমিতি। সুদৃঢ়েনাত্র অনাসক্তিঃ সর্ব্বত্রবৈরাগ্যমিতি যাবৎ তেন শস্ত্রেণ কুঠারেণ ছিত্বা এব স্বতঃ পৃথক্‌কৃত্য ততস্তস্য মূলভূতং তৎপদং বস্তু মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যমন্বেষ্টব্যং, কীদৃশং তদত আহ। যস্মিন্ গতাঃ যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তে ন চাবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমাহ যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা তমেবাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভজামীতি ভক্ত্যা অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে যে সংসারাশ্বত্থ-বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা রূপকমাত্র। এই সংসার-বৃক্ষের তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে হয়। সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইলে, প্রকৃত দর্শন শক্তি সঞ্জাত হইলে উপলব্ধ হইয়া থাকে যে, এই সংসাররূপ বৃক্ষ নভোমণ্ডলে গন্ধর্ব্ব নগরাবির্ভাব দর্শনের ন্যায়, উত্তপ্ত বালুকা-পূর্ণ মরুভূমি মধ্যে সলিলপূর্ণ জলাশয় দর্শনের ন্যায়, স্বপ্নকালে কল্পনাতীত সুখৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন মায়াময় ও অলীক। পূর্ব্বে ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখা প্রভৃতি সংসার-বৃক্ষের যে বর্ণনা নিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা সেরূপে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার অন্ত অর্থাৎ অবসানস্থান নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। কারণ ইহা সীমাশূন্য ও অনন্তরূপ; সুতরাং ইহার পর্য্যবসান অবধারণ করা অসম্ভব। তদ্রূপ ইহার আদি নির্ণয় করিতেও মনুষ্য অক্ষম। যে পরম বীজ হইতে এই মহান্ বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা পল্লব পত্রাদিতে পরিপুষ্ট হইয়া লোকসমূহ অধিকার করিয়াছে। সেই বীজের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া কাহারও পক্ষেই সহজসাধ্য নহে। ইহার আদি অন্ত অবধারণ যেরূপ অসম্ভব, স্থিতিকাল নির্ণয় করাও তদ্রূপ দুরূহ ব্যাপার। কিরূপে কি ভাবে কেনই বা এই বিশালবৃক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। এই সংসাররূপ অশ্বত্থ অতি স্থির নিশ্চল ও দৃঢ়মূল। অর্থাৎ যে স্থানে ইহার মূল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহৎ তত্ত্ব যথেচ্ছভাবে বিচলিত বা রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং এই সংসারাশ্বত্থের ঝটিকাবর্ত্তে বা বাহ্য কোন কারণে শিথিল মূল হইয়া স্থানচ্যুত বা নিপতিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এইরূপ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সংসারাশ্বত্থ ছেদন করিয়া জ্ঞানোন্নতির অভিমুখে ধাবিত হওয়া আবশ্যক। যে বৃক্ষ মনুষ্যকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অথচ যাহা বস্তুতঃ অসত্য,

তাহাকে কর্ত্তন করিয়া আত্মোন্নতির পথ অন্বেষণ করা বিধেয়। অধুনা তাহারই উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। সুদৃঢ় বৈরাগ্যরূপ কুঠারাঘাতে ইহা ছেদন করা আবশ্যক। স্ত্রী পুত্র, বিষয়ৈশ্বর্য্য এবং কামনার যাবতীয় বিষয় একান্ত অসার ও নশ্বর। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একান্ত ভাবে তত্তদ্‌বিষয়ে আসক্তি-শূন্য হইবে। ঐকান্তিকী অনাসক্তি সংসার-বৃক্ষের তীক্ষ্ণধার কুঠার স্বরূপ। বৃক্ষ যেরূপ কঠিন, ছেদনঅস্ত্রও তদনুরূপ তীক্ষ্ণধার আবশ্যক। অবিচলিত অসঙ্গই এই সংসার-বৃক্ষ ছেদনোপযোগী সুশাণিত অস্ত্রস্বরূপ। এইরূপ অস্ত্র দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছেদন করার পর পরম পদের অন্বেষণ করিতে হইবে। যে স্থানে গমন করিলে মনুষ্যের আর পুনরাবর্ত্তন ঘটে না, যে স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলে জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্য পরমানন্দের অধিকারী হন, যে স্থানে উপস্থিত হইলে মানবকে কর্ম্ম-বন্ধনের আর অধীন হইতে হয় না, এবং সুখ সৌভাগ্যের ইয়ত্তা থাকে না, সেই পরম স্থান প্রাপ্তির পথ মনুষ্যকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে। বৈরাগ্যবলে সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া মানবকে পরমানন্দপূর্ণ পরম স্থান গমনের উপায় অবধারণ করিতে হইবে। এই সংসার-বৃক্ষে আসক্ত হইয়া শুভাশুভ যত কর্ম্মই কেন সম্পাদন করি না, কেবল শাখা হইতে শাখান্তর প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোন পরিণামের আশা নাই। চিরদিনই নিরুদ্ধনেত্র বলীবর্দ্দের ন্যায় সংসারচক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়াই অনন্তকাল অতিবাহিত করিতে হয়। যে পথে গমন করিলে এই নিদারুণ দুর্দ্দশার অপনোদন হইবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করা আবশ্যক। কি ভাবে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, সেই অনুকম্পাময় শ্রীহরির করুণা ব্যতীত নিস্তারের আর উপায় নাই, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারই শরণাগত না হইলে এই দারুণ দুর্গতি নিবারণের আর পথ নাই। তখন ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ে দীনভাবে সেই সর্ব্বেশ্বর জগন্নাথের শ্রীচরণের উদ্দেশে নিবেদন করিতে হইবে যে, 'হে আদ্য! হে বিশ্বনাথ! আমি অনন্যোপায়, তোমার করুণা ভিন্ন আমার উদ্ধারের কোনই আশা নাই, আমি একান্তভাবে তোমার শরণাগত হইতেছি, এবং তোমার শ্রীচরণকে আশ্রয় করিতেছি। হে আদিপুরুষ! এই সনাতনী সৃষ্টি, এই অনন্তকালব্যাপী সংসারবৃক্ষ তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তোমারই ব্যবস্থায় বিস্তৃত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনে নিযুক্ত। এই বিশ্ব ব্যাপার তোমা হইতেই বিস্তৃত ও উদ্ভূত হইয়াছে।'

সংসাররূপ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার, মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া সত্যপথে পথিক হইবার ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত আর কোনই সহায় নাই। ভক্তিসহকারে ভগবৎকৃপা লাভ করিবার প্রযত্ন না করিলে এই দুশ্ছেদ্য বন্ধন-মুক্তি অসম্ভব। এই জন্যই এস্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, বিহিতরূপে যথাযথভাবে সংসার-তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া, বৈরাগ্যবলে মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা। যদি ভাগ্যবলে ভক্তিবলে সাধনা-বলে করুণাময়ের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায়, তবেই মোক্ষরূপ পরম পদ লব্ধ হইতে পারে, নতুবা উপায়ান্তর নাই, পূর্ব্বে এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" (১০ম অধ্যায় ৮ শ্লোক) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া" (৭ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক)। পরেও বলিবেন, "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো" (১৫ শ অধ্যায় ৬ শ্লোক) ইত্যাদি। এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, এ সংসারে সকলই অসার, কেবল সেই ভগবানই সার এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত, সুতরাং তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ একমাত্র কর্ত্তব্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় বলিয়াছেন, এই সৃষ্টিব্যাপার ইন্দ্রজালবৎ *। ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বকীয় কৌশলবলে মায়াহস্তী প্রভৃতি প্রদর্শন করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর স্বকীয় অচিন্ত্যনীয় শক্তিপ্রভাবে এই বিশ্ব-ব্যাপারের সংঘটন করিয়াছেন ॥ ৩ । ৪ ॥

* ইন্দ্রজাল ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী নামে সাধারণতঃ পরিচিত। ইহা কোন আধুনিক বিদ্যা বা কৌশল নহে। দেবাদিদেব শঙ্কর পার্ব্বতীকে এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নানা প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র বিদ্যমান আছে। ভগবান্ পরম-যোগী দত্তাত্রেয়কে এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যগুণ-সাহায্যে ও মন্ত্রবলে ইন্দ্রজাল বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ হইত। সমস্ত ঐন্দ্রজালিক রহস্যের আলোচনা করিতে হইলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। দত্তাত্রেয়কে ঈশ্বর এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। এই বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করিলে মানব অসাধ্য সাধনে সক্ষম হয়, এবং অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদনে স্বকীয় উন্নতি এবং পরকীয় উপকার বা অপকার সংসাধন করিতে পারেন।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—নির্ম্মাণমোহাঃ। (মানমোহনশূন্যাঃ) জিতসঙ্গদোষাঃ (ত্যক্তসর্ব্বসঙ্গাঃ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞাননিরতাঃ) বিনিবৃত্তকামাঃ (নিবৃত্তবিষয়কামনাঃ) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখাভিধৈঃ) দ্বন্দ্বৈঃ (শীতোষ্ণাদিভিঃ) বিমুক্তাঃ (পরিত্যক্তাঃ) অমূঢ়াঃ (বিবেকিনঃ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।--মান-মোহ-শূন্য সঙ্গদোষ-রহিত আত্ম-জ্ঞান-নিরত বিষয়-কামনা-বর্জ্জিত সুখ-দুখ-নামক শীতোষ্ণাদির-দ্বারা পরিত্যক্ত বিবেকিগণ সেই অব্যয় পদকে গমন-করেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—মানমোহশূন্য সঙ্গদোষহীন আত্মজ্ঞানে তৎপর বিষয়-কামনা শূন্য এবং সুখদুঃখাভিধেয় শীতোষ্ণাদি সহনক্ষম বিবেকশালী পুরুষগণ সেই অব্যয় পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

"উলূকস্য কপালেন ঘৃতেনাহৃতকজ্জলং। তেন নেত্রাঞ্জনং কৃত্বা রাত্রৌ পঠতি পুস্তকং। অঙ্কোলবীজ-নিক্ষেপে শুরধারে মুখে গজে। মন্ত্রেণ সিঞ্চয়েন্নিত্যং যাবদ্বীজফলং হরে। ত্রিলোহ-বেষ্টিতং কৃত্বা একবীজং মুখোষিতং। মত্তমাতঙ্গবীর্য্যস্তু বায়ুতুল্য পরাক্রমঃ। দশহেম দ্বিষট্ তাম্রং ষোড়শং রূপ্যভাগকং। এবং সংখ্যা ত্রিলোহী চ জ্ঞাতব্যা সর্ব্বকর্ম্মণি। যানি কানি চ বীজানি জঙ্গমং স্থলমেব চ। অঙ্কোলবীজ-নিক্ষিপ্তে মুখে ভূমিতলে ধ্রুবং। তদ্বীজং মুখমধ্যস্থং ত্রিলোহৈর্ব্বেষ্টিতং কুরু। তদ্রূপো হি ভবেন্মর্ত্ত্যো নান্যথা শঙ্করোদিতং॥ যানি কানি চ বীজানি অঙ্কোলতৈলমেলনাৎ। সফলো জায়তে বৃক্ষঃ সিদ্ধিযোগমুদাহৃতং। শবমুখে বিন্দুমাত্রং তত্তৈলং নিঃক্ষিপেদ্ যদি। একযামং ভবেৎ জীবো নান্যথা শঙ্করোদিতং। শিগ্রূবীজস্থিতং তৈলং পারাবতপুরীষকং। বরাহস্য বসাযুক্তং গৃহীত্বা চ সমং সমং। গর্দ্দভস্য বসাযুক্তং হরিতালং মনঃশীলা। এভিস্তু তিলকং কৃত্বা যথা লঙ্কেশ্বরো নৃপঃ। উলূবিষ্ঠাং গৃহীত্বা তু এরণ্ডতৈলপেষণাৎ। যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেৎ বিন্দুং স ক্ষিপ্তো জায়তে ধ্রুবং। সর্পদন্তং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণবৃশ্চিককণ্টকং। কৃকলাসরক্তসংযুক্তং সূক্ষ্মচূর্ণন্তু

পাঠান্তর—সুখদুঃখসঙ্গৈঃ।

শঙ্করাচার্য্য।—কথম্ভূতাস্তৎপদং গচ্ছন্তীত্যুচ্যতে নির্ম্মানেতি। নির্ম্মাণমোহা মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্ম্মাণমোহাঃ মানমোহবর্জ্জিতাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ সঙ্গ এব দোষঃ সঙ্গদোষঃ জিতঃ সঙ্গদোষো যৈস্তে জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরা বিনিবৃত্তকামাঃ বিশেষতো নির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা যতয়ঃ সন্ন্যাসিনোদ্বন্দ্বৈঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভির্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তা গচ্ছন্ত্যমূঢ়া মোহবর্জ্জিতাঃ পদমব্যয়ং তদযথোক্তম্॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—পরিমার্গণপূর্ব্বকং বৈষ্ণবং পদং গচ্ছতাং সংজ্ঞান্তরাণ্যাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং কথয়তি কথমিত্যাদিনা। মানোঽহঙ্কারঃ মোহস্ত্ববিবেকঃ জিতসঙ্গদোষাঃ শত্রুমিত্রসন্নিধাবপি

কারয়েৎ। যস্যাঙ্গে নিক্ষিপেৎ চূর্ণং সদ্যো যাতি যমালয়ং॥ সিন্দূরং গন্ধকং তালম্ সমং পিষ্ট্বা মনঃশিলাং॥ তল্লিপ্তবস্ত্রং শিরসি অগ্নিবৎ দৃশ্যতে ধ্রুবং॥ অর্কক্ষীরং বটক্ষীরং ক্ষীরং ডুম্বুরসম্ভবং। গৃহীত্বা পাত্রকে লিপ্তে জলপূর্ণং করোতি চ। দুগ্ধং সংজায়তে তত্র মহাকৌতুককৌতুকম্। অঙ্কোলতৈললিপ্তাঙ্গো দৃশ্যতে রাক্ষসাকৃতঃ। পলায়ন্তে নরাঃ সর্ব্বে পশুপক্ষি গজা হয়াঃ। অঙ্কোলস্য তু তৈলেন দীপং প্রজ্বালয়েন্নরঃ। রাত্রৌ পশ্যতি ভূতানি খেচরানি মহীতলে॥ বুধে বা শনিবারে বা কৃকলাং পরিগৃহ্য চ। শত্রু মূত্রয়তে যত্র কৃকলাং তত্র নিক্ষিপেৎ। নিখনেদ্ভূমি মধ্যেষু উদ্ধৃতে চ পুনঃ সুখী। নপুংসকং ভবেৎ সত্যম্ নান্যথা শঙ্করোঽব্রবীৎ। গন্ধকম্ হরিতালঞ্চ গোমূত্রঞ্চ বিষং তথা। সূক্ষ্মচূর্ণময়ং কৃত্বা কিঞ্চিদ্বহিঃ বিনিঃক্ষিপেৎ॥ বিঘ্নাঃ সর্ব্বে পলায়ন্তে যথা যুদ্ধেষু কাতরাঃ॥" (দত্তাত্রেয় তন্ত্র, ঈশ্বর দত্তাত্রেয় সংবাদে ইন্দ্রজাল-কৌতুকদর্শন নাম ১১ শ পটল)

ইহার ভাবার্থ যথা ;—পেচকের কপালের দ্বারা ঘৃতের কজ্জল প্রস্তুত করিয়া সেই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে রাত্রিকালে বিনা দীপসাহায্যে পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়। বৃহস্পতিবারে অঙ্কোল (আঁকোড়) বীজ মুখে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোহ বেষ্টিত মন্ত্র দ্বারা সিঞ্চন করতঃ একবীজ মুখে রাখিবে। মত্তমাতঙ্গ তুল্য পরাক্রম হইবে। শতভাগ স্বর্ণ, দ্বাদশ ভাগ তাম্র, ষোড়শ ভাগ রজত ত্রিলোহ নামে অভিহিত। যে কোন বীজ অঙ্কোল তৈল সংযোগে সদ্য ফলবান বৃক্ষ হইবে। সেই তৈল যদি শব-মুখে বিন্দুমাত্র নিক্ষেপ করা যায়, তবে শব এক প্রহর কাল জীবিত থাকিবে, ইহাই শিববাক্য। শিগ্রু (সজিনা) বীজের তৈল, পারাবতের পুরীষ, বরাহের বসা, এবং গর্দ্দভের বসা হরিতাল ও মনঃশিলা (একরূপ প্রস্তর) সংযুক্ত করিয়া তিলক করিলে নৃপতি রাবণের ন্যায় প্রতাপশালী হন। পেচকের বিষ্ঠা এরণ্ড তৈলের সহিত পেষণ করিয়া যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সে ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইবে। সর্পদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ বৃশ্চিকের কণ্টক কৃকলাসের রক্তযুক্ত করিয়া যাহার অঙ্গে দিবে, সে তৎক্ষণাৎ মৃত হইবে। সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া তাহাতে বস্ত্র লিপ্ত করিবে, সেই বস্ত্র মস্তকে ধারণ করিলে তাহা অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইবে। অর্ক (আকন্দ) রস বটের রস এবং ডুমুরের রস কোন পাত্রে মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, তাহাতে জল দিলে সেই জল দুগ্ধবৎ হইবে। অঙ্কোল-তৈল অঙ্গে লেপন করিলে রাক্ষসের ন্যায় দৃষ্ট হইবে। অঙ্কোলের তৈলে দীপ জালিয়া রাত্রে খেচরাদি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। বুধ বা শনিবারে কৃকলাস গ্রহণ করিয়া যে স্থানে শত্রু মূত্রত্যাগ করে, তথায় প্রোথিত করিবে; ইহাতে শত্রু নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইবে, এবং পুনর্ব্বার সেই কৃকলাসকে তথা হইতে উত্তোলন করিলে সে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইবে। গন্ধক, হরিতাল, গোমূত্র ও বিষ সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ ভাগ বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করিবে, এই প্রকারে সকল বিঘ্ন দূরে পলায়ন করিবে।

এতদ্ব্যতীত সিদ্ধখণ্ড তন্ত্রসার, ইন্দ্রজাল তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

দ্বেষপ্রীতিবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। তৎপরত্বং শ্রবণাদিনিষ্ঠত্বং, সন্ন্যাসিনো বৈরাগ্যদ্বারা ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণ ইত্যর্থঃ, আদিশব্দেন তদ্ধেতুগ্রহঃ, মোহবর্জ্জিতত্বমুক্ত হেতুতঃ সুসংজাতসম্যগ্‌গীত্বম্‌॥ ৫ ॥

রামানুজ।—নির্ম্মাণেতি। এবং মাং শরণমুপগম্য নির্ম্মাণমোহা নির্গতানাত্মাত্মাভিমানরূপমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ জিতগুণময়ভোগসঙ্গাখ্যদোষা অধ্যাত্মনিত্যাঃ আত্মনি যৎ জ্ঞানং তদধ্যাত্মম্ আত্মধ্যাননিরতাঃ। বিনিবৃত্ত তদিতরকামাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈশ্চ দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ আত্মানাত্মস্বভাবজ্ঞাঃ তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি অনবচ্ছিন্নজ্ঞানাকারমাত্মানং যথাবস্থিতং প্রাপ্নুবন্তি। মাং শরণমুপগতানাং মৎপ্রসাদাদেব তাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ সুশক্যাঃ সিদ্ধিপর্য্যন্তা ভবন্তি-ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—বশীকৃত চেতস্কতয়া জিতসঙ্গদোষা জিতঃ বিষয়সঙ্গো বিষয়সংকল্প-রহিতা ইত্যর্থঃ অধ্যাত্মনিত্যা আত্মজ্ঞাননিরতাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ ত্যক্তকামাঃ দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসঙ্গৈঃ সুখাদিশব্দবাচ্যৈঃ গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি অমূঢ়াঃ বিবেকিনস্তৎবৈষ্ণবং পদম্ অবিনাশিনম্॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ নির্ম্মাণেতি। নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্ব্বিমুক্তাঃ অতএবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

বলদেব।—তৎপ্রপত্তৌ সত্যাং কীদৃশাঃ সন্তস্তৎপদং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ নির্ম্মাণেতি। মানঃ সৎকারজন্যো গর্ব্বঃ মোহো মিথ্যাভিনিবেশস্তাভ্যাং নির্গতাঃ জিতঃ সঙ্গদোষঃ প্রিয়ভার্য্যাদি-স্নেহলক্ষণো যৈস্তে। অধ্যাত্মং স্বপরাত্মবিষয়কো বিমর্শঃ স নিত্যো নিত্যকর্ত্তব্যো যেষাং তে। সুখাদিহেতুত্বাত্তৎসংজ্ঞৈর্দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্ব্বিমুক্তাস্তৎসহিষ্ণবঃ। অমূঢ়া প্রপত্তি-বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—পরিমার্গণপূর্ব্বকং বৈষ্ণবং পদং গচ্ছতামঙ্গান্তরাণ্যাহ নির্ম্মাণেতি। মানোঽহঙ্কারো গর্ব্বঃ মোহস্ত্ববিবেকোবিপর্য্যয়ো বা তাভ্যাং নিষ্ক্রান্তা নির্ম্মাণমোহাঃ তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে বা তথা অহঙ্কারাবিবেকাভ্যাং রহিতা ইতি যাবৎ- জিতসঙ্গদোষাঃ প্রিয়াপ্রিয়সন্নিধাবপি রাগদ্বেষ-বর্জ্জিতা ইতি যাবৎ, আধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনতৎপরাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ বিশেষতো নিরবশেষেণ নিবৃত্তাঃ কামা বিষয়ভোগা যেষাং তে বিবেকবৈরাগ্যদ্বারা ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণ ইত্যর্থঃ, দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদিভিঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখনামকৈঃ। সুখদুঃখ-সঙ্গৈরিতি পাঠান্তরে সুখদুঃখাভ্যাং সঙ্গঃ সম্বন্ধো যেষাস্তৈঃ সুখদুঃখসঙ্গৈঃ দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ পরিত্যক্তাঃ অমূঢ়াঃ বেদান্তপ্রমাণসঞ্জাতসম্যগ্‌জ্ঞাননিবারিতাজ্ঞানাঃ অব্যয়ং যথোক্তম্ পদম্ গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ ;—এবং ঐকান্তিকস্য সুখস্যাচ্ছাদকং সংসারাশ্বত্থং তচ্ছেদকমসঙ্গশস্ত্রং চোক্ত্বা তস্য সুখস্য প্রাপ্ত্যবধিকারিণস্তস্য স্বরূপঞ্চাহ দ্বাভ্যাম্ নির্ম্মাণেতি। মানোদর্পঃ, মোহো বিপর্য্যয়ঃ, তদ্রহিতাঃ নির্ম্মাণমোহাঃ, জিতঃ সঙ্গঃ কর্ত্তাহমিত্যভিমানঃ দোষোরাগাদিশ্চ যৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যাত্মম্ আত্মনি নিত্যাঃ আত্মধ্যানপরা ইতি যাবৎ, বিনিবৃত্তকামাঃ ত্যক্তসর্ব্ব-পরিগ্রহাঃ দ্বন্দ্বৈঃ সুখদুঃখেত্যুপলক্ষণং শীতোষ্ণাদীনামপি তৈর্ব্বিমুক্তাস্তিতিক্ষাবন্ত ইত্যর্থঃ অমূঢ়া বিদ্যয়াঽবিদ্যানাশং কৃতবন্তঃ তৎপদম্ অব্যয়মপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ;—তদ্ভক্তৌ সত্যাং জনাঃ কীদৃশা ভূত্বা তৎ পদং প্রাপ্নুবন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ নির্ম্মাণেতি। অধ্যাত্মনিত্যাঃ অধ্যাত্মবিচারো নিত্যোনিত্যকর্ত্তব্যো যেষাং তে পরমাত্মালোচন-তৎপরাঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ;—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, বিবেকসহকারে সংসারবৃক্ষের অসারত্ব এবং অলীকত্ব অনুভব করিয়া নিত্যস্বরূপ সত্যস্বরূপ পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত পরম পুরুষের শরণাগত হওয়া আবশ্যক। কিরূপ সাধনা হইলে, জ্ঞানের কীদৃশ পরিপাক ঘটিলে, সেই অব্যয় পুরুষের করুণা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। মনুষ্য মানের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া অশেষ দুর্গতি অর্জ্জন করে; কল্পনা বলে বা অহঙ্কার বলে বা আপনার ঐশ্বর্য্যাদির বলে মানব আপনি আপনার নিমিত্ত সমাজমধ্যে অত্যুচ্চ স্থান অবধারণ করিয়া থাকে। এই-রূপ উচ্চতাবধারণই মান। সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অনুরূপ মান প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহাকে নিরন্তর ব্যাকুল ও চেষ্টিত থাকিতে হয়। কেহ কখনও সমকক্ষ কথা কহিলে কেহ নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে, গমন কালে, কেহ অগ্রে চলিলে সেই মানী ব্যক্তি মনে করে তাহার অপমান হইল। সেই অহঙ্কারস্ফীত ক্ষুদ্রচেতা মানব সতত সর্ব্বত্র আপনার সম্মান স্থাপনের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত থাকে। এইরূপ বুদ্ধি আত্মোন্নতির একান্ত প্রতিকূল। অত্যল্প মাত্র বিচারশক্তির পরি-চালনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, এ সংসারের মান অপমান কিছুই নহে, সকলেই বিশ্ব বিধাতার সৃষ্ট সমান জীব, এই বিশ্বের সকলই অলীক, সকলই ক্ষণস্থায়ী সকলই বৃথা। স্বকীয় রূপ ঐশ্বর্য্যাদি হেতু যে মান স্থাপন করা যায়, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আপনার এই ভঙ্গুর দেহ অতি সত্বরেই বিনষ্ট হইবে। এইরূপ বুদ্ধিসহকারে যিনি মানলাভের বাসনা পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং যিনি অজ্ঞান ভ্রমপ্রমাদাদি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সাধক। মোহের প্রাবল্যে অজ্ঞতা হেতু মানবেরা এই

সংসারকেই চিরস্থায়ী ভোগভূমি এবং পরমানন্দের নিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে। পরমার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধ হয় যে, মানবের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত। সত্য জ্ঞান সহকারে মান মোহ পরিশূন্য হওয়া প্রথমেই আবশ্যক। এইরূপ মান মোহ পরিশূন্য হইলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যাহাকে অদ্য পুত্র বা পত্নী-রূপে পরমাদরের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, অথবা যে অট্টালিকা উদ্যানাদি পদার্থকে সুখবিধায়ক বোধে যত্ন করিতেছি, অথবা যে সকল বস্তু বিলাস ও আনন্দ-সংসাধক বোধে আগ্রহসহকারে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি, তত্তাবতের সহিত অদ্যই হউক বা দশদিন পরেই হউক নিশ্চয়ই সকল সম্বন্ধের শেষ হইবে। হয় সেই সকল পদার্থ অগ্রে হস্তভ্রষ্ট হইবে, না হয়, তাহারা পড়িয়া থাকিবে, আপনাকেই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চির-প্রস্থান করিতে হইবে। এই-রূপ বুঝিলে বসুন্ধরার কোন বস্তুর সহিতই সঙ্গ করিবার বাসনা থাকিবে না, এবং সঙ্গ ঘটিলেও তৎসম্বন্ধে আসক্ত বা অনুরাগ থাকিবে না। সঙ্গ রূপ দোষ এবং তজ্জনিত বহুবিধ দোষ তখন তিরোহিত হইবে। হৃদয়ের এবংবিধ অবস্থা হইলে স্বতঃপ্রবৃত্তি পরমার্থ-তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবে। যাহা নিত্য-স্বরূপ, যাহা সত্যস্বরূপ, যাহা চিরস্থায়ী, যাহা পরিণামে পরমানন্দপ্রদ, কেবল সেই চিন্তায় অন্তঃকরণ তখন পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট হইবে; আত্মার সদ্গতি কিসে হয় এবং কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লব্ধ হয়, ইহারই উপায়াবধারণে নিরন্তর চিত্তের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। তখন কামনা সমূহ বিনিবৃত্ত হইবে। অধিকতর অর্থাগম, অধিকতর ভোগৈশ্বর্য্য-বিধায়ক সামগ্রী, অধিকতর সাংসারিক সংঘটন ইত্যাদিরূপ কামনা হৃদয় হইতে নির্ম্মূলে নিঃশেষ হইবে। এতাদৃশ উন্নত-হৃদয় পুরুষের ক্ষুৎপিপাসা, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম ইত্যাকার বোধ তিরোহিত হইয়া যায়। তিনি দেখিতে পান, দুই দুই ধর্ম্ম নিয়ত মনুষ্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। শীতের পর গ্রীষ্ম আসিয়া বিব্রত করে এবং গ্রীষ্মের পর পুনরায় শীত আসিয়া ব্যস্ত করিতে থাকে। দারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোন উপায়ে তন্নিবারণ করিতে অক্ষুধা উপস্থিত হয়, কিন্তু আবার কিয়ৎকাল পরেই ক্ষুধা আসিয়া জ্বালাতন করিতে থাকে। প্রেমে বিরহ হয়, রোগে আশঙ্কা হয়, সুখে অসুখ হয়, আনন্দে নিরানন্দ হয়। এইরূপে বিভিন্ন বিপরীত ভাব নিরন্তর মনুষ্য-জীবনের নিয়ামক-রূপে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকে। জ্ঞানের উন্মেষ হইলে মানব এবংবিধ দ্বন্দ্ব-সমূহের অসারত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং তাহাদের অধীনতা বিচ্ছিন্ন

করিয়া স্বাধীন ও নির্ম্মুক্ত হইয়া উঠেন। তখন সুখ তাঁহাকে আর প্রমত্ত করিতে পারে না, এবং দুঃখও তাঁহাকে আর অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি সুখ-দুঃখাদি পরিবর্ত্তনশীল অসার বিষয়ে আপনাকে আসক্ত বলিয়া আর বোধ করেন না। সুখ বা সুখবিধায়ক পদার্থের সমাগমে তিনি আর রুষ্ট বা উৎফুল্ল হন না, এবং দুঃখ বা তজ্জনক কারণের আবির্ভাবে তিনি আর অবসন্ন বা অভিভূত হন না। যে পুরুষের চিত্ত এইরূপে গঠিত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয় এবম্প্রকারে অত্যুন্নত হইয়াছে, সেই মোহশূন্য সাধু ক্ষয়শূন্য বিকাররহিত পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পূর্ব্ব-শ্লোকে ভক্তিসহকারে ভগবচ্চরণে শরণগ্রহণ ভগবদ্ জ্ঞান লাভের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে তাঁহারই করুণা-বলে বর্ত্তমান শ্লোক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসমূহ অনায়াসেই হৃদয়ে উপজাত হয়। এইরূপ ঘটিলেই আত্মজ্ঞান আপনিই হৃদয়াকাশে পৌর্ণমাসীর শশধরের ন্যায় বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং সাধকের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া সিদ্ধি-লাভ ঘটাইয়া দেয় ॥ ৫ ॥

—০:):*:(:০—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—তৎ (পদং) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) শশাঙ্কঃ ন, পাবকঃ (অগ্নিঃ) ন, যৎ (ধাম) গত্বা (প্রাপ্য) ন নিবর্ত্তন্তে (আবর্ত্তন্তে) তৎ মম পরমং ধাম (স্থানং) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই-পদ সূর্য্য প্রকাশ-করে না, চন্দ্র না, অগ্নি না, যে-ধামকে গমন-করিয়া আবৃত্ত-হয় না, সেই আমার পরম ধাম ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে পরম ধামকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র

বা অগ্নির দ্বারাও যাহা উদ্ভাসিত হয় না; যে স্থানে একবার গমন করিলে আর পুনরাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তদেব পদং পুনর্ব্বিশিষ্যতে নেতি। তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বন্ধঃ। ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেঽপি সতি, তথা ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রো ন চ পাবকো নাগ্নিরপি। যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, যচ্চ সূর্য্যাদি র্ন ভাসয়তে, তদ্ধাম পদং পরমং বিষ্ণোর্ম্মম পদং যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তম্॥ ৬॥

আনন্দগিরি।—তচ্চেৎ পদং বেদ্যং কর্ত্তৃবদ্যৎ কর্ম্মেতি দৈতাপাত্তোঽবেদ্যং চেদপ্রমেয়ত্বাৎ প্রেপ্সিতত্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তদেবেতি। উক্তমনূদ্যাক্ষিপতি যদ্গত্বেতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—নেতি। তদাত্মজ্যোতির্ন সূর্য্যো ভাসয়তি ন শশাঙ্কো ন পাবকশ্চ, জ্ঞানমেব হি সর্ব্বস্য প্রকাশকং বাহ্যানি তু জ্যোতীংষি বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধবিরোধি তমোনিরসনদ্বারেণোপকারকানি অস্য চ প্রকাশকো যোগঃ তদ্বিরোধি চানাদিকর্ম্ম তন্নিবর্ত্তনং চোক্তং ভগবৎপ্রপত্তিমূলমসঙ্গাদি যদ্গত্বা পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং জ্যোতিঃ মম মদীয়ং মদ্বিভূতিভূতো মমাংশ ইত্যর্থঃ। আদিত্যাদীনামপি প্রকাশকত্বেনাস্য পরমত্বং আদীত্যাদীনি জ্যোতীংষি ন জ্ঞানজ্যোতিষঃ প্রকাশকানি জ্ঞানমেব হি সর্ব্বস্য প্রকাশকম্॥ ৬॥

হনুমান্।—যন্মম পরং ধাম তৎসূর্য্যো ন ভাসয়তে নাপি শশাঙ্কঃ নাপি পাবকঃ তৎগত্বা যোগিনঃ ন নিবর্ত্তন্তে নহি পুনরাগচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ ৬॥

শ্রীধর।—তদেবং গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম, স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ॥ ৬॥

বলদেব।—গন্তব্যং পদং বিশিংষন্ পরিচায়য়তি ন তদিতি। প্রপন্না যদ্গত্বা যতো ন নিবর্ত্তন্তে তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ। সর্ব্বাবভাসকা অপি সূর্য্যাদয়স্তন্ন ভাসয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতী"ত্যাদি শ্রুতেশ্চ সূর্য্যাদিভিরপ্রকাশ্যস্তেষাং প্রকাশকঃ স্বপ্রকাশকচিদ্বিগ্রহো লক্ষ্মীপতিরহমেব পদশব্দবোধ্যঃ প্রপন্নৈর্লভ্য ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

মধুসূদন।—তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি ন তদিতি। যদ্বৈষ্ণবং পদং গত্বা যোগিনো ন নিবর্ত্তন্তে, তৎপদং সর্ব্বাবভাসনশক্তিবানপি সূর্য্যো ন ভাসয়তে সূর্য্যাস্তময়েঽপি চন্দ্রো ভাসকো-দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন শশাঙ্কঃ। সূর্য্যচন্দ্রমসোরুভয়োরপ্যস্তময়েঽগ্নিঃ প্রকাশকো দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন পাবকঃ ভাসয়ত ইত্যুভয়ত্রাপ্যনুষজ্যতে। কুতঃ সূর্য্যাদীনাং তত্র প্রকাশনসামর্থ্যমিত্যত আহ তদ্ধাম জ্যোতিঃ স্বয়ং প্রকাশমাদিত্যাদিসকলজড়জ্যোতিরভাসকং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিষ্ণোঃ স্বরূপাত্মকং পদং, ন হি যে যদ্ভাস্যঃ স স্বভাসকং তং ভাসয়িতুমিষ্টে। তথা চ শ্রুতিঃ,—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য

ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। ইতি। এতেন তৎপদং বেদ্যং ন বা আদ্যে বেদ্যভিন্নবেদিতৃসাপেক্ষত্বেন দ্বৈতাপত্তির্দ্বিতীয়ে ত্বপুরুষার্থত্বাপত্তিরিত্যপাস্তম্। অবেদ্যত্বে সত্যপি স্বয়মপরোক্ষত্বাৎ, তত্রাবেদ্যত্বং সূর্য্যাদ্যভাস্যত্বেনাত্রোক্তং সর্ব্বাভাসকত্বেন তু স্বয়মপরোক্ষত্বং যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যত্র বক্ষ্যতি। এবমুভাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং শ্রুতের্দ্দলদ্বয়ং ব্যাখ্যাতমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৬॥

নীলকণ্ঠ।—ননু যদি তদূর্দ্ধ্বং পদং গচ্ছন্তি তর্হি ততঃ পাতোঽপ্যবশ্যম্ভাবী, পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ইতি ন্যায়াৎ, ততশ্চ যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তীত্যনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য তস্য পদস্য স্বরূপমাহ ন তদিতি তৎপদং সূর্য্যো ন ভাসয়তি রূপাদিহীনত্বেন চক্ষুরযোগ্যত্বাৎ এতেন সর্ব্বেষাং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং নিবৃত্তিঃ যদ্ধি রূপবচ্চক্ষুর্যোগ্যং তৎ সূর্য্যেণ চক্ষুরনুগ্রাহকেণ ভাস্যম্ ইদন্তু ন তথেত্যর্থঃ, ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রোঽপি ভাসয়তি যন্মনোগ্রাহ্যং বস্তু তচ্চন্দ্রেণ মনসোঽনুগ্রাহকেন ভাস্যম্, ইদং তু ন তথা, যন্মনসা ন মনুত ইতি শ্রুত্যাঽস্য মনোগ্রাহ্যনিষেধাৎ, নাপি পাবকঃ ভাসয়তি যদ্ধি বাচা গ্রাহ্যং তত্তদনুগ্রাহকেণ পাবকেন ভাস্যম্ ইদং তু ন তথা যদ্বাচানভ্যুদিতমিতি শ্রুত্যাস্য বাগ্গোচরত্বনিষেধাৎ, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচে"ত্যাদিশ্রুত্যন্তরঞ্চ যতশ্চক্ষুর্ম্মনোবাচামগম্যং তেন স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চাতীতং প্রত্যগদ্বয়ং নান্তঃপ্রজ্ঞং নবহিঃপ্রজ্ঞমিতি অস্থূলমনণু ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ সর্ব্ববিশেষরহিতং যৎপ্রতিপাদিতং তৎ মম পরমং ধাম বৃত্তিরূপজ্ঞানাদপরমাদন্যৎ জ্যোতিশ্চিন্মাত্রং, মমেতি সম্বন্ধোরাহোঃ শির ইতিবদুপচারাৎ, মদভিন্নং জ্যোতিঃ স্বয়ং প্রকাশমিত্যর্থঃ, অতএব যদ্গত্বা প্রাপ্য জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ন নিবর্ত্তন্তে নিবৃত্তিকারণস্য মূলাজ্ঞানস্যাভাবাৎ এবং ব্যাখ্যানে হি, "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথসোঽভয়ং গতো ভবতী"তি শ্রুত্যর্থানুগমো দৃশ্যতে, অদৃশ্যে ইতি দৃগযোগ্যত্বেন সূর্য্যাভাস্যত্বং পর্য্যুদস্যতে অনাত্ম্যে (আত্মনে) মনসো যোগ্যম্ আত্ম্যং তদন্যত্র অনাত্ম্যে ইতি মনসোঽপ্যযোগ্যত্বেন চন্দ্রভাস্যত্বং নিরস্যতে, অনিলয়নে নিলীয়তেঽস্মিন্ সর্ব্বং স্থূলসূক্ষ্মমিতি নিলয়নং কারণং তদভিন্নে, অতএবানিরুক্তে বাচামগোচর ইত্যর্থঃ, তেন পাবকাপ্রকাশ্যে ইতি সিদ্ধং, যে তু সূর্য্যাদ্যপ্রকাশ্যম্ অর্চ্চিরাদিমার্গগম্যং সত্যলোকাদপ্যুপরিতনম্ অপ্রাকৃতং বৈষ্ণবং পদং নিত্যং দেশান্তরং স্থিতং তদ্গত্বা পুনর্ন নিবর্ত্তন্ত ইতি ব্যাচক্ষতে, তেষাং ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যত ইতি দৃশ্যস্য তুচ্ছত্বাদেবতাদৃশস্যাপি তুচ্ছত্বমপরিহার্য্যং দৃশ্যত্বাবিশেষাৎ তস্মাদ্যথোক্ত এব শ্লোকার্থঃ॥ ৬॥

বিশ্বনাথ।—তৎপদমেব কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ ন তদিতি। ঔষ্ণ্যশৈত্যাদি দুঃখরহিতং তৎ স্বপ্রকাশমিতি ভাবঃ তন্মম পরমং ধাম সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ অজড়ম্ অতীন্দ্রিয়ং তেজঃ সর্ব্বপ্রকাশকং। যদুক্তং হরিবংশে। "তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত।" ইতি। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চ চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ ॥৬॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব-শ্লোকে যে পরম পদ প্রাপ্তির উপায় কীর্ত্তন করিয়াছেন, বর্ত্তমান শ্লোকে তাঁহার সেই পরম ধামের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার সেই পরম ধামে সূর্য্য আলোক প্রদান করেন না। যে দিবাকরের কিরণে বসুন্ধরার অন্ধকার অপনোদিত হয়, যাঁহার প্রভাসম্পাতে পদার্থপুঞ্জ অবভাসিত হইয়া থাকে, সে সূর্য্যের রশ্মিজাল আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করে না। মার্ত্তণ্ডের মরীচিমালা অতি প্রচণ্ড, সুধাংশুর অংশু পরম রমণীয়। হয়তো বা রমণীয়তার অনুরোধে রবিকরের প্রবেশ নিষেধ করিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণবর্ষী চন্দ্র সেই স্থানে আলোকদাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। তথায় নিশানাথের সুমধুর কিরণরাজিও বিকীর্ণ হয় না। তাহা হইলে তেজঃপ্রভা-সম্পন্ন অগ্নি সেই পরম ধামে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন? তাহাও নহে। বৈষ্ণবধামে আলোকপ্রদ কোন পদার্থেরই প্রয়োজন নাই। সেই পরম ধামে গমন করিলে আর কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। অর্থাৎ সাধনা-বলে বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞানের পরিপাকে যে ভাগ্যবান্ একবার সেই স্থানে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্ম-মরণের অধীন হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না। যে স্থানে সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি নাই, যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাই আমার পরম ধাম বলিয়া বুঝিবে।

স্বপ্রকাশ সর্ব্ব-কারণ বিভু সেই স্থানে বিরাজিত। সুতরাং সে স্থানে আলোক-প্রদ কোন পদার্থেরই প্রয়োজন হইতে পারে না। যাঁহার জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময়, যাঁহার দীপ্তিতে নক্ষত্রমালা দেদীপ্যমানা, যাঁহার তেজে হুতাশন তেজোময়, সেই পরম জ্যোতিস্বরূপ পরমেশ্বরের ধামে প্রকাশক কোন পদার্থেরই প্রয়োজন হইতে পারে না। সেই পরম স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, এবং তমঃপ্রভাবে লুপ্তদর্শন হইয়া সেই স্থান বিনির্ণয়ের কোন অসম্ভাবনা নাই। কারণ যাঁহার আলোকে বিশ্বের সর্ব্বত্র আলোকিত, তাঁহার ধাম অবশ্যই অতি রমণীয়, অতি স্নিগ্ধকারী, কল্পনাতীত সুমধুরালোকে নিরন্তর আলোকিত।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" 'তথায় সূর্য্য আলোক প্রদান করেন না, চন্দ্র বা তারকা তথায় প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না; সে স্থানে বিদ্যুতের তেজ প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নি কিরূপে সেই স্থানকে প্রকাশিত করিবে? সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান, তাঁহারই জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া সকলে জ্যোতির্ম্ময়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, কেবল জ্ঞানালোকেই সে স্থান উপ-

লভ্য, বাহ্য কোন আলোকের সাহায্যে সেই স্থলের উপলব্ধি করিতে হয় না ; জ্ঞান বলে ক্রমশঃ হৃদয়ের অন্ধকার যতই ধ্বংস হইতে থাকে, ততই সেই পরম ধামের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বোধ বিষয়ীভূত হইতে থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ শ্রীভগবানের সেই বৈষ্ণবী ধামের তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত হরিবংশীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ ; মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ॥" (১৪শ অধ্যায় ২৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—মম (পরমাত্মনঃ) এব অয়ং সনাতনঃ (নিত্যঃ) অংশঃ জীবভূতঃ (জীবরূপঃ) [সন্] জীবলোকে (সংসারে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতৌ লীনরূপেণ স্থিতানি) মনঃষষ্ঠানি (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) কর্ষতি (আকর্ষতি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—আমারই এই নিত্য অংশ জীবরূপী [হইয়া] সংসারে প্রকৃতিতে-লীন রূপে-অবস্থিত মন সহকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহকে আকর্ষণ-করে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—পরমাত্মাস্বরূপ আমারই নিত্য অংশ জীবরূপে পরিণত হইয়া, প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত মনের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে পুনর্ব্বার সংসারে বিষয় ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—নন্থ সর্ব্বা হি গতিরাগত্যন্তা সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতি প্রসিদ্ধং হি, কথমুচ্যতে, তদ্ধামগতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি, শৃণু তত্র কারণং মমৈবেতি। মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্যাংশো ভাগোঽবয়ব একদেশ ইত্যনর্থান্তরং জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে জীবভূতঃ ভোক্তা কর্ত্তেতি প্রসিদ্ধঃ সনাতনঃ (পুরাতনঃ) যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জলনিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ত্ততে, তথা অয়মপ্যংশঃ তেনৈবাত্মনা সংগচ্ছত্যেবমেব যথা বা ঘটাত্মুপাধি-পরিচ্ছিন্নো ঘটাদ্যাকাশঃ আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদিনিমিত্তাপায়ে আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তত ইত্যেবমত উপপন্নমুক্তং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইতি। নন্থ নিরবয়বস্ত পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়বঃ একদেশোঽংশ ইতি, সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গোঽবয়ববিভাগাদ্নৈষ দোষোঽবিদ্যাকৃতোপাধি-পরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব কল্পিতো দর্শিতশ্চায়মর্থঃ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বিস্তরশঃ। স চ জীবো মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরতীত্যুৎক্রামতীতি চোচ্যতে মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশঙ্কুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষত্যাকর্ষতি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—তত্র প্রসিদ্ধং প্রমাণয়তি সংযোগা ইতি। গমনস্যাগমনান্তত্বপ্রসিদ্ধে-রযুক্তং যদ্গত্বেত্যাদি ইত্যুপসংহরতি কথমিতি। আক্ষেপং পরিহরতি শৃণ্বিতি। ভগবৎপ্রাপ্তে-নিবৃত্ত্যভাবঃ সপ্তম্যর্থঃ। জীবস্য পরাংশত্বেঽপি কথমুক্তদোষসমাধিরিত্যাশঙ্ক্য প্রতিবিম্বপক্ষমাদায় দৃষ্টান্তেন প্রত্যাচষ্টে যথেতি। অবচ্ছেদপক্ষমাশ্রিত্য দৃষ্টান্তান্তরেণোক্তদোষসমাধিং দর্শয়তি যথা বেতি। আক্ষেপসমাধিমুপসংহরতি অত ইতি। পরস্য নিরবয়বত্বাত্তদংশত্বং জীবস্যাযুক্তমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। তস্য নিরবয়বত্বং সাধয়তি সাবয়বত্বে চেতি। বস্তুতো নিরংশস্যাপি পরস্য কল্পনয়া জীবোঽংশো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি, বস্তুতস্তু জীবস্য নাংশত্বং পরমাত্মনা তাবন্মাত্রত্বা দর্শিতত্বাদিত্যাহ দর্শিতশ্চেতি। যদি পরস্যাংশত্বেন কল্পিতো জীবো বস্তুতস্তদাত্মৈব ন তর্হি তস্য সংসারিত্বম্ উৎক্রান্তির্ব্বেতি শঙ্কতে কথমিতি। জীবস্য সংসরণমুৎক্রমণঞ্চোপ-পাদয়িতুমুপক্রমতে উচ্যত ইতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ ।—মমেতি। ইত্থমুক্তস্বরূপঃ সনাতনো মদংশ এব সন্ কশ্চিদনাদিকর্ম্মরূপা-বিদ্যাবেষ্টনতিরোহিতস্বরূপো জীবভূতো জীবলোকে বর্ত্তমানো দেবমনুষ্যাদিপ্রকৃতিপরিণাম-বিশেষশরীরস্থানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি কর্ষতি কশ্চিচ্চ পূর্ব্বোক্তমার্গেণাস্যা অবিদ্যায়া মুক্তঃ স্বেন রূপেণাবতিষ্ঠতে। জীবভূতস্তুতিসংকুচিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ কর্ম্মলব্ধপ্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপ শরীরস্থানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং মনঃষষ্ঠানামীশ্বরস্তানি কর্ম্মানুগুণমিতস্ততঃ কর্ষতি ॥ ৭ ॥

হনুমান্ ।—মমৈবাংশো একদেশো জীবলোকে প্রাণিসমূহে জীবভূতঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ সনাতনঃ মনঃ ষষ্ঠং যেষাস্তানি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতৌ কারণে মায়ারূপে তিষ্ঠন্তীতি প্রকৃতি-স্থানি শব্দাদি বিষয়োপলব্ধ্যর্থং তদভিমুখং কুর্ব্বতি আকর্ষতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি শব্দাদিভি-র্বিষয়ৈঃ যে চ কর্ষতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধর ।—নন্থ চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্ত্তন্তে, তর্হি "সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী

স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ অসৌ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ম্ভাবঃ, সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদন্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যাবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং, "অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তী"ত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষাস্তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥ ৭ ॥

বলদেব ;—নন্থ ত্বৎপ্রপত্ত্যা যস্তৎপদং যাতি স জীবঃ ক ইত্যপেক্ষায়ামাহ মমৈবেতি। জীবঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মমৈবাংশো ন তু ব্রহ্মরুদ্রাদেরীশ্বরস্য। স চ সনাতনো নিত্যো ন তু ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিতঃ। স চ জীবলোকে প্রপঞ্চে স্থিতো মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্ষতি পাদাদিশৃঙ্খলা ইব বহতি। তানি কীদৃশীত্যাহ প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতিবিকারভূতাহঙ্কারকার্য্যাণীত্যর্থঃ। তত্র মনঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারস্য শ্রোত্রাদিকং তু রাজসাহঙ্কারস্য কার্য্যমিতি বোধ্যম্। ভগবৎপ্রপত্ত্যা প্রাকৃতকরণহীনো ভগবল্লোকং গতস্তু ভাগবতৈর্দ্দেহকরণৈর্বিভূষণৈরিব বিশিষ্টো ভগবন্তং সংশ্রয়ন্ নিবসতীতি সূচ্যতে। "স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতীতি" মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতেঃ। "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়" ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। ভগবৎসংকল্পসিদ্ধিচিদ্বিগ্রহস্তত্র ভবতীতি। যত্তু ঘটাকাশবজ্জলাকাশবদ্বা জীবো ব্রহ্মণোঽংশোঽন্তঃকরণেনাবচ্ছেদাত্তস্মিন্ প্রতিবিম্বনাশাদ্বা ঘটজলনাশে তত্তদাকাশস্য শুদ্ধাকাশত্ববদন্তঃকরণনাশে জীবাংশস্য শুদ্ধব্রহ্মত্বমিতি বদন্তি ন তৎ সারম্। জীবভূতো মমাংশঃ সনাতন ইত্যুক্তিব্যাকোপাৎ। পরিচ্ছেদাদিবাদদ্বয়স্য দেহিনোঽস্মিন্ যথেত্যত্র প্রত্যাখ্যানাচ্চ প্রতিবিম্বসাদৃশ্যাত্তু তত্ত্বং মন্তব্যমম্বুবদধিকরণবিনির্ণয়াৎ। তস্মাদ্ব্রহ্মোপসর্জ্জনত্বং জীবস্য ব্রহ্মাংশত্বং বিধুমণ্ডলস্য শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টঃ চেদম্। একবস্ত্বেকদেশত্বং চাংশত্বমাহুঃ। ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্তু জীবো ব্রহ্মশক্তি"রিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতামিতি" পূর্ব্বোক্তেঃ অতস্তদেকদেশত্বাদংশো জীবঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ;—নন্থ যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যযুক্তং, যদি গচ্ছন্তি তর্হ্যাবর্ত্তন্ত এব স্বর্গবৎ, অথ নাবর্ত্তন্তে তর্হি ন গচ্ছন্তি, তেন গত্বেতি ন নিবর্ত্তন্ত ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধং "সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্।" ইতি হি শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্ অনাত্মপ্রাপ্তিঃ পুনরাবৃত্তিপর্য্যবসানা ন ত্বাত্মপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ন সুষুপ্তৌ "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি ইতি" শ্রুতিপ্রতিপাদিতায়া অপ্যাত্মপ্রাপ্তেঃ পুনরাবৃত্তিপর্য্যন্তত্বদর্শনাৎ অন্যথা সুষুপ্তস্য মুক্তত্বেন পুনরুত্থানং ন স্যাৎ, তস্মাদাত্মপ্রাপ্তৌ গত্বেতি নোপপদ্যতে, তস্যোপচারিকত্বেঽপ্যনিবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ, গন্তুর্জীবস্য গন্তব্যব্রহ্মাভিন্নত্বাদ্গত্বেত্যৌপচারিকম্ অজ্ঞানমাত্রব্যবহিতস্য তস্য জ্ঞানমাত্রেণৈব প্রাপ্তিব্যপদেশাৎ। যদি ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বো জীবস্তদা যথা জলপ্রতিবিম্বিতসূর্য্যস্য জলাপায়ে বিম্বভূতসূর্য্যগমনং ততোঽনাবৃত্তিশ্চ, যদি বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নো ব্রহ্ম

...গোপাধীনত্বদা যথা ঘটাকাশস্য ঘটাপায়ে মহাকাশং প্রতি গমনং ততোনাবৃত্তিশ্চ তথা জীবস্যা... ...পাধ্যপায়ে নিরুপাধিস্বরূপগমনং, ততোনাবৃত্তিশ্চেত্যুপচারাদুচ্যতে, একস্বরূপত্বাদ্ভেদভ্রমস্য ...পাধিনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তেঃ,সুষুপ্তৌতু অজ্ঞানে স্বকারণে ভাবনা কর্ম্মপূর্ব্বপ্রজ্ঞাসহিতস্যান্তঃকরণস্য জীবোপাধেঃ সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানাত্ততঃ এবাজ্ঞানাৎ পুনরুদ্ভবঃ সম্ভবতি। জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু কারণাভাবাৎ কুতঃ কার্য্যোদয়ঃ স্যাদজ্ঞানপ্রভবত্বাদন্তঃকরণাদ্যুপাধীনাং, তস্মাজ্জীবস্যাহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজন্যসাক্ষাৎকারাদহং ন ব্রহ্মেত্যজ্ঞাননিবৃত্তির্গত্বেত্যুচ্যতে, নিবৃত্তস্য ...জ্ঞানস্য পুনরুত্থানাভাবেন তৎকার্য্যসংসারাভাবেন ন নিবর্ত্তত ইত্যুচ্যত ইতি ন ...পি বিরোধঃ। জীবস্য তু পরমার্থিকং স্বরূপং ব্রহ্মৈবেত্যসকৃদাবেদিতম্। তদেতৎ সর্ব্বং প্রতিপাদ্যত উত্তরেণ গ্রন্থেন। তত্র জীবস্য ব্রহ্মরূপত্বাদজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপং প্রাপ্তস্য ততৌন প্রচ্যুতিরিতি প্রতিপাদ্যতে মমৈবাংশ ইতি শ্লোকার্দ্ধেন। সুষুপ্তৌ তু সর্ব্বকার্য্যসংস্কার-সহিতাজ্ঞানসত্ত্বাত্ততঃ পুনঃ সংসারোজীবস্যেতি মনঃষষ্ঠানীতি শ্লোকার্দ্ধেন প্রতিপাদ্যতে। ততস্তস্য বস্তুতোহসংসারিণোঽপি মায়য়া সংসারং প্রাপ্তস্য মন্দমতিভির্দ্দেহতাদাত্ম্যং প্রাপিতস্য দেহাদ্ব্যতিরেকঃ প্রতিপাদ্যতে শরীরমিত্যাদিনা শ্লোকার্দ্ধেন,শ্রোত্রং চক্ষুরিত্যাদিনা তু যথাযথং স্ববিষয়েষ্বিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকস্য তস্য তেভ্যোব্যতিরেকঃ প্রতিপাদ্যতে এবং দেহেন্দ্রিয়াদিবিলক্ষণ-মুৎক্রান্ত্যাদিসময়ে স্বাত্মরূপত্বাৎ কিমিতি সর্ব্বে ন পশ্যন্তীত্যাশঙ্কায়াং বিষয়বিক্ষিপ্তচিত্তাদর্শন-যোগ্যমপি তং ন পশ্যন্তীত্যুত্তরমুচ্যতে উৎক্রামন্তমিত্যাদিনা শ্লোকেন। তং জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তীতি বিবৃতং যতন্তোযোগিন ইতি শ্লোকার্দ্ধেন। বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তীত্যেতদ্বিবৃতং যতন্তোঽপীতি শ্লোকার্দ্ধেনেতি পঞ্চানাং শ্লোকানাং সংগতিঃ। ইদানীমক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যামঃ। মমৈব পরমাত্ম-নোঽংশঃ নিরংশস্যাপি মায়য়া কল্পিতঃ সূর্য্যস্যেব জলে নভস ইব চ ঘটে মৃষাভেদবানংশ ইবাংশোজীবলোকে সংসারে স চ প্রাণধারণোপাধিনা জীবভূতঃ কর্ত্তা ভোক্তা সংসারীতি মৃষৈব ...পসিদ্ধিমুপগতঃ সনাতনো নিত্যঃ উপাধিপরিচ্ছেদেঽপি বস্তুতঃ পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ, অতোজ্ঞানাদ-জ্ঞাননিবৃত্ত্যা স্বস্বরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্য ততোন নিবর্ত্তত ইতি যুক্তম্ এবম্ভূতোঽপি সুষুপ্তাৎ কথমাবর্ত্তত ...হ মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রস্যাত্মনোবিষয়ো-পলব্ধিকরণতয়া লিঙ্গানি জাগ্রৎস্বপ্নভোগজনককর্ম্মক্ষয়ে প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতাবজ্ঞানে সূক্ষ্মরূপেণ ...নি পুনর্জাগ্রদ্ভোগজনককর্ম্মোদয়ে ভোগার্থং কর্ষতি কূর্ম্মোঙ্গানীব প্রকৃতেরজ্ঞানাদাকর্ষতি ...যোগ্যতয়াবির্ভাবয়তীত্যর্থঃ, অতোজ্ঞানাদনাবৃত্তাবপ্যজ্ঞানাদাবৃত্তির্নানুপপন্নেতি ভাবঃ ॥৭॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বু যদি সূর্য্যাদ্যভাস্যজ্যোতিরূপস্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীতি স্বস্যৈব ...মতঃ তব ঘটাদি প্রকাশে কিমিতি সূর্য্যাদ্যপেক্ষা দৃশ্যতে নহি স্বয়ং জ্যোতীরূপঃ ...ভাসনে জ্যোতিরন্তরমপেক্ষতে দীপাদিষ্বদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্রিভিঃ মমৈবেতি। যৎ ... ঈশ্বরোজগৎস্রষ্টা শরীরম্ অবাপ্নোতি স এব ইহপ্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ "তৎস্রষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ঈশ্বর এব শরীরধারী তথা যদ্যস্মাদ্ধেতোঃ,অপি শব্দোঽবধারণার্থে, ...ঃ ...কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি

"স প্রাণমসৃজতেতি" শ্রুতেঃ,প্রাণধারণেনোপাধিনা ঈশ্বর এব চ উৎক্রামতি,ততো হেতুদ্বয়াৎ জীবলোকে সংসারে যোজীবভূতঃ প্রাণী স সনাতনঃ সর্ব্বদৈকরূপোঽহমেবেতি বক্তব্যে যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রাবিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্ব এত আত্মানোব্যুচ্চরন্তীতি বহ্নিবিস্ফুলিঙ্গন্যায়েন স মমৈবাংশ ইত্যংশাংশিভাবোক্তিঃ,যদ্যপি বহ্নৌ ভেদঃ পরিমাণং চ স্বগতং ন দৃশ্যতে তথাপিতু-পাধিগতমেব তদ্বদূভয়ং তত্রাপ্যুপচর্য্যতে অয়মস্মাদগ্নের্ভিন্নঃ অয়মস্য স্ফুলিঙ্গঃ ইতি অস্মাদল্প ইতি এবমস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমিতি শ্রুতেশ্চতুর্ব্বিধপরিমাণশূন্যে ব্রহ্মণি মমৈবাংশ ইতি অংশাংশিভাবেন ভেদোঽল্পমহত্ত্বেচোপচারাদৌপাধিকে ধ্যেয়ে, তথাচ শ্রুতিঃ, "বুদ্ধেগুণেনাত্মগুণেন চৈবহ্যারাগ্র-মাত্রোহ্যবরোঽপি দৃষ্ট" ইতি সমঃ প্লুষিণাসমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভি র্লোকৈরিতি চ তথা চ বিস্ফুলিঙ্গোবহ্নিরেব নতু বহ্ন্যংশঃ এবং জীবোঽপি ব্রহ্মৈব নতু ব্রহ্মাংশঃ ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমেকিতবা উতেতি দাসাদিষ্বপি পিণ্ডেষু গোত্বস্যেব কাৎস্ন্যেন একৈকস্মিন্ ব্রহ্মভাবপরি-সমাপ্তি দর্শনাৎ নিরংশেঽংশাংশিকল্পনায়া অযোগাচ্চ,স এবং জীবভূত এব ঈশ্বরোমমৈবাংশোরূপ-ভেদো মনঃ ষষ্ঠং যেষু তানি মনসা ষড়িন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি ইন্দ্রিয়াণাং স্বভাববিষয়প্রাবণ্যং তত্র স্থিতানি সুপ্তিপ্রলয়সমাধিকালেষু সঙ্কোচয়তি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্বদুক্ত্যা সংসারমতিক্রাম্যংস্তৎপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ মমৈবাংশ ইতি। যদুক্তং বারাহে। "স্বাংশশ্চাথবিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশমিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তুজীবঃ স্যাদিতি।" সনাতনো নিত্যঃ সচ বন্ধদশায়াং মন এব ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি কৃতাবুপাধৌ স্থিতানি কর্ষতি মমৈবেতানীতি স্বীয়ত্বাভিমানেন গৃহীতাং পাদগলশৃঙ্খলামিব কর্ষতি ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সেই পরম ধামে গমন করিলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। এ কথা আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে। যদি মনুষ্য তথায় গমন করে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহার আগমনও স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য কর্ম্মফলে স্বর্গলোকে গমন করে। সঞ্চিত পুণ্যানুরূপ ভোগ সমাপ্ত হইলে তাহার পুনরাবর্ত্তন ঘটে। যদি পুনরাবর্ত্তন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গমনও সম্ভব হয় না। সুতরাং মনে হইতে পারে, এ স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি প্রকটিত হইয়াছে। শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, "সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমু-চ্ছ্রায়াঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতং।" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'সকল পদার্থেরই ক্ষয় হয়, সকল উর্দ্ধগতিই পতনে অবসিত হয়, পদার্থ পুঞ্জের সংযোগের বিয়োগই পরিণাম, এবং জীবিতের মরণই অন্ত।' এইরূপ সংস্কার লোকপ্রসিদ্ধ। অতএব সকল প্রকার গমনই পুনরাগমন-

শীল। তবে পরমধাম গতগণের পুনরাবৃত্তি নাই, এই ভগবদুক্তির সার্থকতা কি? এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এবং লোকের হৃদয় হইতে এই সন্দেহ অপনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

এই জীবলোকে অসংখ্য প্রকার জীব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বা হস্ত পদাদি সম্পন্ন কেহ বা হস্ত পদাদি বিহীন, কেহ বা বিবেকবুদ্ধি বিভূষিত কেহ বা কেবল মাত্র অজ্ঞানাচ্ছন্ন, কেহ বা ভবিষ্যৎ চিন্তা যুক্ত কেহ বা বর্ত্তমানের ভাবনায় প্রবৃত্ত। দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ, বিহঙ্গম, জলচর ইত্যাদি ভেদে জীব অসংখ্য; কিন্তু এই কল্পনাতীত বহু ভাবাপন্ন জীব সমূহ বস্তুত: সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পূর্ণ পুরুষেরই একাংশ স্বরূপ। সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে, মনুষ্যজ্ঞানের ও নির্দ্ধারণের সম্ভাবনাতীত প্রথম সূচনা কাল হইতে পরমাত্মার অংশাবলম্বনে জীবনলোকের জীবন প্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এক যাইতেছে, তৎক্ষণাৎ অপর এক তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এক অনন্ত কাল সাগরে অদৃশ্য হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই অপর এক মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখা দিতেছে। এইরূপে সনাতন সৃষ্টিচক্রে আবদ্ধ জীব প্রবাহ পূর্ণ পুরুষের অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া-অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অখণ্ড অচ্ছেদ্য অবিভাজ্য পরমাত্মার অংশ স্বরূপে এই জীব আবির্ভূত হইল কিরূপে? তদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, পরমার্থতঃ পরমাত্মার কোনই অংশ নাই। আকাশ যেমন এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রগত হইয়া কখনও ঘটাকাশ, কখনও জলাকাশ রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এক অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। ঘট ভাঙ্গিলে, ভাণ্ড নষ্ট হইলে, যেমন তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশেই মিশিয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে আত্মবোধ জন্মিলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। যেমন অনন্তরূপ আকাশ বিশেষ রূপ মেঘের সহিত সম্মিলন হেতু কখন বা কৃষ্ণ কখন বা শ্বেত এবং কখন বা রক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবের সহিত সম্মিলন হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে অবভাসিত হন। যতক্ষণ প্রকৃত আত্ম-বোধ উপজাত না হয়, যতক্ষণ সংসারের অসত্যতা ও অসারত্ব উপলব্ধি

জনিত সম্যক্ ব্রহ্ম জ্ঞানের সমুদ্ভব না হয়, ততক্ষণ জীবাত্মার মুক্তি সম্ভবে না। ততক্ষণ তাহার গমনাগমন নিবারণের কোনই উপায় নাই, ততক্ষণ তাহাকে গমন করিলেও প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই তত্ত্বই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

সত্য বটে, প্রলয়ে সকল জীবই ব্রহ্মপদে গমন করিবে, কিন্তু জ্ঞান বিরহিত জীবে তদানীন্তন ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাহার পুনরাগমন নিবৃত্তির হেতু-ভূত হইবে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে তাহাকে পুনরায় সংসারবদ্ধ হইতে হইবে। সমালোচ্য শ্লোকের দ্বিতীয়াংশে এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। জীবের দেহ নষ্ট হইলেও তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে তৎসমস্ত জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় জীবরূপে সৃষ্টি প্রবাহের অনুসরণ ক্রমে যাতায়াত করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃতিতে লীন মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব স্ব সামর্থ্য ও উপযোগিতানু-সারে পরমাত্মা হইতে যথোপযুক্ত চিৎশক্তি আহরণ করে। এই সকল তত্ত্ব ক্ষেত্রাধ্যায়েবিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। বৈশম্যপ্রাপ্ত সত্ব রজঃ ও তমো গুণের সহিত আকৃষ্ট চিৎশক্তি বা পরমাত্মার অংশ মন ও ইন্দ্রিয় গ্রামের সহিত সম্মিলন জীবের পুনরাবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়া দেয়।

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যখন পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞান সমূহ তিরোহিত হইয়া যায়, যখন বিবেক সহকৃত ব্রহ্মাববোধ হেতু ইন্দ্রিয় সমূহ সম্পূর্ণরূপে স্ব স্ব কার্য্যসাধনে বিরত হয়, যখন মন একান্তভাবে অবিচ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মেই লীন হয়, তখন সেই মুক্ত জীবের গমনের পর আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকে না। নভোমণ্ডলে সূর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকেন, সুদূরস্থিত জলাশয় সেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া থাকে। জল যখন শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা সে আধার হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তখন সেই জলাশয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব আর প্রতিভাত হয় না। যে সূর্য্যের সেই প্রতিবিম্ব, সেই সূর্য্যেই তাহা ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, যে সকল উপাদান সম্মিলিত হইয়া জীব ও ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিতেছিল, যে যে কারণে জীব নানা প্রকারে ব্রহ্মের বিবিধ উপাধি সংঘটন করিতেছিল, সেই সেই উপাদান ধ্বংস হইলে, এবং সেই সেই কারণ নিঃশেষে অপগত হইলে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হইয়া যায় এবং

তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একান্ত মিলন ঘটে। সেই অবস্থা প্রাপ্তি না হইলে জীবের গমনাগমন অপরিহার্য্য। অতএব পূর্ব্ব শ্লোকে "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" এই উক্তি এ স্থলে সপ্রমাণ হইল।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, যাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়, সে জীব কাহারা? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। সেই জীব সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ শ্রীভগবানেরই অংশ, ব্রহ্মারুদ্রাদি ঈশ্বরের অংশ নহে। সেই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য; ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ প্রকৃত মহাকাশের অংশ হইলেও যেরূপ কল্পিত ঘটাকাশ নাম প্রাপ্ত হয়, জীব সেরূপ সর্ব্বেশ্বরের কল্পিত অংশ নহে। সেই জীব এই পঞ্চ ভূতময় জীবলোকে অবস্থিত হইয়া, লোকে যেরূপ চরণাদিতে শৃঙ্খল বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই ইন্দ্রিয় পঞ্চককে এবং ষষ্ঠ স্থানীয় মনকে আকর্ষণ করে। সেই ইন্দ্রিয় নিচয় ও মন কি ভাবে অবস্থিত থাকে, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে "প্রকৃতিস্থানি" প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তৎসমস্ত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকে; প্রকৃতির বিকারভূত অহঙ্কারেরই তৎসমস্ত কার্য্য স্বরূপ। তন্মধ্যে মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য, এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ রাজস অহঙ্কারের কার্য্য স্বরূপ। ভগবানের শরণাগত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি পরিশূন্য ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ভগবৎ সান্নিধ্যে গমন করিয়া ভাগবতদেহ ভাগবত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিভূষিত হইয়া ভগবল্লোকেই বাস করে ইহাই সূচিত হইতেছে। মাধ্যন্দিনায়ন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "সবা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্ত্যমতিসৃজ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সর্ব্বমনুভবতি।" ইহার ভাবার্থ যথা; 'সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ এই মর্ত্ত্য অর্থাৎ পার্থিব কলেবর পরিহার করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম দ্বারাই দর্শন করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই এই সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া থাকেন।' এই শ্রৌত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মপরায়ণ সাধু এই নশ্বর দেহ ও তৎসহ তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় গ্রাম ও বিষয়সমূহ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয় না, তখন ব্রহ্মকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য এবং চরাচর সমস্ত ব্যাপারের অনুভূতি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "ধমন্তি

যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তয়ঃ।" অর্থাৎ 'পুরুষেরা সেই স্থানে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাস করেন, অর্থাৎ ভক্তি প্রভাবে, আত্মজ্ঞানের প্রাবল্যে সাধক পুরুষেরা এই ভূতময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরমানন্দে কালপাত করেন। এস্থলে বক্তব্য যে, অদ্বৈতবাদিগণ এ সম্বন্ধে যে মত সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা সারগর্ভ নহে। তাঁহাদিগের মতে জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মের অংশস্বরূপ, এবং ঘটাকাশ জলাকাশ বা জল মধ্যস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব রূপে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন মাত্র। ঘটের নাশ হইলেই ঘটাকাশ যেরূপে শুদ্ধাকাশে মিলিত হয়, জল নাশ হইলে তন্মধ্যস্থ সৌর প্রতিবিম্ব যেরূপ সূর্য্য মণ্ডলে মিশিয়া যায়, দেহ নাশ হইলে জীবও সেইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মে মিলিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত অসার। কারণ এই শ্লোকেই ভগবান্ বলিতেছেন, "জীবভূতো মমৈবাংশঃ সনাতনঃ" এই বাক্যে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জীব অনাদি কাল হইতে নিত্যভাবে ব্রহ্মের অংশরূপে অবস্থিত। তাহা আবির্ভূত হয় না এবং অংশরূপে পুনর্ব্বার ব্রহ্মে মিলিত হয় না। "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে" (২য় অধ্যায় ১৩ শ্লোক) এই স্থলেও এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ এই স্থলে বরাহ পুরাণের এক অনুকূল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা; "স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধায়মিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ" ইহার ভাবার্থ যথা; 'স্বকীয় অংশ-অনন্তর বিভিন্ন অংশ ভগবানের এই দুই প্রকার ভাগের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অংশই জীবরূপে আবির্ভূত হয়॥ ৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥৮॥

অন্বয়।—ঈশ্বরঃ (দেহাদীনাং স্বামী) যৎ (যদা) শরীরম্ অবাপ্নোতি (গৃহ্ণাতি) যৎ (যস্মাৎ) চ অপি উৎক্রামতি (নির্গচ্ছতি)

বায়ুঃ আশয়াৎ (পুষ্পকোষাৎ) গন্ধান্ ইব এতানি (ইন্দ্রিয়াণি) গৃহীত্বা সংযাতি (সংগচ্ছতি) ॥৮॥

প্রতিশব্দ।—ঈশ্বর যে-সময় শরীরকে গ্রহণ-করে, যাহা হইতে নির্গমন করে, বায়ু পুষ্প হইতে গন্ধের ন্যায় এই সকলকে গ্রহন করিয়া গমন করে ॥৮॥

ব্যাখ্যা।—দেহেন্দ্রিয়াদিপতি জীব যৎকালে এই শরীরকে গ্রহণ করেন এবং যে সময়ে ইহাকে পরিত্যাগ করেন, তৎকালে বায়ু যেমন পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ গ্রহন করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ জীবও মনসহকৃত ইন্দ্রিয়গ্রামকে আকর্ষণ করিয়া গমন করেন ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মিন্ কালে শরীরমিতি। যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরোদেহাদি-সংঘাতস্বামী জীবস্তদা কর্ষতীতি শ্লোকস্য দ্বিতীয়পাদোঽর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে, যদা চ পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ শরীরান্তরমাপ্নোতি, তদা গৃহীত্বৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যক্ যাতি গচ্ছতি কিমিবেত্যাহ বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—স্বস্থানে স্থিতানামিন্দ্রিয়াণাং জীবেনাকর্ষণস্য কালং পৃচ্ছতি কস্মিন্নিতি। জীবস্যোৎক্রান্তিনেশ্বরস্যেত্যাশঙ্ক্যেশ্বরশব্দার্থমাহ দেহাদীতি। উৎক্রান্ত্যনন্তরভাবিনী গতিরিত্যে-তদর্থবশাদিত্যুক্তম্। অবশিষ্টানি শ্লোকাক্ষরাণ্যাচষ্টে যদাচেতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—শরীরমিতি। যচ্ছরীরমবাপ্নোতি যস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি তত্রায়মিন্দ্রি-য়াণামীশ্বরঃ এতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বা সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ যথা বায়ুঃ স্রক্চন্দনকস্তুরিকাদ্যাশয়াৎ তৎস্থানাৎ সূক্ষ্মাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্র সংযাতি তদ্ব-দিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান।—শরীরং যদবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি যচ্চাপি যদাচ প্রাপ্তম্ উৎক্রামতি নির্গচ্ছতীশ্বরঃ শরীরস্বামী ক্ষেত্রজ্ঞঃ তদা ~~যাতীতি~~ এতানি বক্ষ্যমাণানীন্দ্রিয়াণি গৃহীত্বা সংযাতি বায়ুরাশয়াৎ গন্ধানিব পুষ্পাদিভ্যঃ ॥

শ্রীধর।—তান্যাকৃষ্য কিং করোতীত্যাহ শরীরমিতি। যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ম্ম-বশাদবাপ্নোতি যস্মাচ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরোদেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা শরীরান্তরং সম্যগ্যাতি, শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ, আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

বলদেব। জীবঃ লোকে স্থিত ইন্দ্রিয়াণি কর্ষতীত্যুক্তং তৎ প্রতিপাদয়তি শরীরমিতি। ঈশ্বরঃ শরীরেন্দ্রিয়াণাং স্বামী জীবো যদ্ যদা পূর্ব্বশরীরাদন্যচ্ছরীরমবাপ্নোতি যদা চাস্মাচ্ছরীরাৎ

উৎক্রামতি তদৈতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বা যাতি আশয়াৎ পুষ্পকোশাদ্ গন্ধান্ গৃহীত্বা বায়ুরিব স যথান্যত্র যাতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—কস্মিন্ কালে কর্ষতীত্যুচ্যতে যৎ যদা উৎক্রামতি বহির্নির্গচ্ছতি ঈশ্বরো দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য স্বামী জীবঃ তদা যতো দেহাদুৎক্রামতি ততোমনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি কর্ষতীতি দ্বিতীয়পাদস্য প্রথমমন্বয়ঃ উৎক্রমণোত্তরভাবিত্বাদ্গমনস্য, ন কেবলং কর্ষত্যেব কিন্তু যৎ যদা চ পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরান্তরমবাপ্নোতি তদৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি গৃহীত্বা সংযাত্যপি সম্যক্ পুনরাগমন রাহিত্যেন গচ্ছত্যপি শরীরে সত্যেবেন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ আশয়াৎ কুসুমাদেঃ স্থানাৎ গন্ধান্ গন্ধাত্মকান্ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা যথা বায়ুর্যাতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—তথৈতান্যেব আশয়াৎ স্বলয়স্থানাৎ গৃহীত্বা সংযাতি বিষয়দেশং প্রতিগচ্ছতি প্রবোধসর্গব্যুত্থানকালেষু, তত্র দৃষ্টান্তঃ বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ গন্ধাশয়াৎ পুষ্পাৎ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তান্যাকৃষ্য কিংকরোতীত্যপেক্ষায়ামাহ শরীরমিতি। যৎ স্থূলশরীরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যচ্চ যস্মাচ্চ শরীরাদুৎক্রামতি নিষ্ক্রামতি ঈশ্বরঃ দেহেন্দ্রিয়াণাং স্বামী জীবঃ যস্মাত্তত্র এতানীন্দ্রিয়াণি ভূতসূক্ষ্মৈঃ সহ গৃহীত্বৈব সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুর্যথা আশয়াৎ গন্ধাশ্রয়াৎ স্রক্‌চন্দনাদেঃ সকাশাৎ সূক্ষ্মাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অন্যত্র যাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কখন কিরূপে মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া জীব পুনরায় দেহ সংবদ্ধ হয়, এবং কিরূপেই বা বর্ত্তমান দেহের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তাহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। মরণের পর অর্থাৎ দেহনাশ ঘটিলে জীব নূতন দেহকে আশ্রয় করে। যে অভিনব কলেবর তখন সে প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত তাহার পূর্ব্বাবস্থার মন ও ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া থাকে। এই দেহ হইতে দেহের ঈশ্বরস্বরূপ জীব যখন প্রস্থান করেন, তখন মন এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ও তাঁহার অনুসরণ করে। যখন পুনর্ব্বার জীব নব শরীর পরিগ্রহ করেন জীব তখন তাহাদিগকে পুনরাকর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব ইন্দ্রিয় ও মন নবীন দেহকে আশ্রয় করে। এই গভীর বিষয় পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকে একটী অতি মনোহর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। বায়ু বিভিন্ন স্থান হইতে অনায়াসেই তত্রত্য গন্ধ আহরণ করিয়া থাকে। বায়ুর ইচ্ছা না থাকিলেও আবশ্যক না থাকিলেও বিবিধ কুসুমের হৃদয়হারী গন্ধ অথবা গলিত পূতি পদার্থের ন্যক্কারজনক ঘ্রাণ স্বতই বায়ুর সহিত মিলিত হয়, কিন্তু যে যে স্থান হইতে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ আহরিত হয়, সেই স্থান সমূহ বা আধার সমূহ বায়ুর সহিত

গমন করে না। তদ্রূপ দেহ হইতে উৎক্রান্তি কালে জীবের এই শরীর নিঃসম্পর্কিতভাবে পতিত থাকিলেও জীব অনায়াসেই মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে তন্মধ্য হইতে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরে যে দেহ জীবকে অবলম্বন করিতে হয়, আকৃষ্ট মন ও ইন্দ্রিয় সেই দেহেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে।

দেহের বারংবার মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দেহ হইতে জীব বিযুক্ত বা উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অথবা যথোচিত কালাত্যয়ে সেই জীবকে পুনরাগমন অর্থাৎ নূতন দেহাশ্রয় করিতে হয়। জীবনকালে জীব মনকে যেরূপ উন্নত করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি বিবেক প্রভৃতি সাধনার দ্বারা জীব যতদূর পর্য্যন্ত উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহার জন্মান্তরও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্যই জীবনকাল অনর্থক বৃথা কর্ম্মে ব্যয় না করিয়া বিহিত মার্গের অনুসরণে চিত্তোন্নতির ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

জীবের উৎক্রান্তি কিরূপে হয়, উৎক্রান্তির পর জীবের কিরূপ গতি হয়, অনন্তর কিরূপ ভোগের পর কি ভাবে এবং কি উপায়ে জীবকে পুনরাবর্ত্তিত হইতে হয়, তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ষট্‌কে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। (৮ম অধ্যায় ২৩।২৪।২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

বেদান্ত শাস্ত্রে এই সকল ব্যাপার অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা "তদেকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যা সামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।" (বেদান্তদর্শন ৪র্থ অধ্যায় ২য় পাদ ১৭ সূত্র) এই সূত্রের অর্থ বিশদরূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এ স্থলে শারীরক ভাষ্য উদ্ধৃত হইল। "সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা। সম্প্রতি ত্বপরবিদ্যাবিষয়ামেব চিন্তামনুবর্ত্তয়তি। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদ্বিদ্বদবিদুষোরুৎক্রান্তিরিত্যুক্তং। তমিদানীং সৃত্যুপক্রমং দর্শয়তি। তস্যোপসংহৃত বাগাদিকলাপস্যোচ্চিক্রমিষতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়তনং হৃদয়ং 'স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবান্ববক্রামতি' ইতি শ্রুতেঃ তদগ্রজ্বলনং। তৎপূর্ব্বিকোৎক্রান্তিঃ। চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা চোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে 'তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধ্নো বাঽন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ' ইতি। সা কিমনিয়মেনৈব বিদ্বদবিদুষোর্ভবত্যথাস্তি কশ্চিদ্বিদুষো বিশেষ নিয়ম ইতি বিচিকিৎসায়াং শ্রুত্যবিশেষাদনিয়মপ্রাপ্তাবাচষ্টে। সমানেঽপি হি বিদ্বদবিদুষোর্হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে তৎপ্রকাশিত দ্বারত্বেন মূর্দ্ধস্থানাদেব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি

স্থানান্তরেভ্যস্থিতরে। কুতঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ। যদি বিদ্বানপীতরবৎ যতঃ কুতশ্চিদ্দেহদেশাদুৎক্রামেন্নৈবোৎকৃষ্টং লোকং লভেত তত্রানর্থিকৈব বিদ্যা স্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ বিদ্যাশেষভূতা চ মূর্দ্ধন্যনাড়ী সম্বন্ধা গতিরনুশীলয়িতব্যা বিদ্যা বিশেষেষু বিহিতা তামভ্যস্যংস্তয়ৈব প্রাতিষ্ঠত ইতি যুক্তং। তস্মাৎ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাসিতেনানুগৃহীত স্তদ্ভাবমাপন্নো বিদ্বান্ মূর্দ্ধন্যয়ৈব শতাদতিরিক্তয়া একশততময়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতরাভিরিতরে। তথাহি হার্দ্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমামনন্তি "শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিম্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ইতি।"

ইহার ভাবার্থ যথা;—প্রাসঙ্গিকী পরা বিদ্যার বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র-কথিত সৃত্যুপক্রম হেতু জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই উৎক্রান্তি সমান। এক্ষণে সেই সৃত্যুপক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব ব্যাপারশূন্য, বিজ্ঞানাত্মা জীব উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহত্যাগে উদ্যত, এই সময়ে সেই মুমুর্ষু ব্যক্তির ওক অর্থাৎ আশ্রয় বাসস্থান হৃদয় প্রথমে জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হইয়া থাকে। অনন্তর জীব ইন্দ্রিয় সমূহকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়দেশস্থ নাড়ীতে আগমন করে। তৎপরে তাহা জ্বলিত বা প্রদ্যোতিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জীব যৎকালে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইয়া উক্ত স্থানে আগমন করে, তৎকালে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্ফুরণ; ভবিষ্যতে জীব যে শরীর প্রাপ্ত হইবে, বিজ্ঞানাত্মা তদনুরূপই ভাবনা করিতে থাকে। অর্থাৎ তৎকালে তাহার ভাবনাময় শরীর হয়। যদি তাহার পশু হইবার কর্ম্ম উত্তেজিত হয়, তবে সে আপনাকে তৎকালে পশু বলিয়াই অনুভব করে; এইরূপ মনুষ্যত্ব প্রাপক কর্ম্ম প্রবল হইলে ভাবে, আমি মানব; দেবত্ব প্রাপক কর্ম্ম স্ফুরিত হইলে ভাবে, আমি দেবতা। জীবনে যে কর্ম্মের প্রাধান্য থাকে, তৎকালে সেই কর্ম্মানুরূপ ভাবনাই উপস্থিত হয়। এইরূপ ভাবনা বা ভাবিফলসূচক প্রদ্যোতনই জ্বলন্ত বা প্রদ্যোতন নামে অভিহিত হয়। এই প্রদ্যোতনের পর উৎক্রমণ হইয়া থাকে। উৎক্রমণ কাহারও চক্ষু, কাহারও মূর্দ্ধা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র, কাহারও বা শরীরের অন্যান্য স্থান দিয়া হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'এই মুমুর্ষুর হৃদয়াগ্রভাগ অর্থাৎ নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়,' অনন্তর সেই প্রদ্যোতনবিশিষ্ট আত্মা চক্ষু, মূর্দ্ধা বা দেহের অন্য কোন স্থান দিয়া বহির্গমন

করে।' ইহার নাম মৃত্যুপক্রম অর্থাৎ উৎক্রান্তি। কিন্তু এই উৎক্রান্তি সম্বন্ধে জ্ঞানীর বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে। কারণ অন্য শ্রুতি বলেন, 'জ্ঞানী মূর্দ্ধন্য নাড়ী-পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোক আক্রমণ করেন।' বস্তুতঃ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই উৎক্রমণ কখনই সমান হইতে পারে না। হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতন উভয়েরই হইয়া থাকে, কিন্তু তৎকালে জ্ঞানীর মূর্দ্ধন্য নাড়ী অর্থাৎ মোক্ষদ্বারস্বরূপ সুষুম্না নাড়ী বিকাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানী মূর্দ্ধা পথে উৎক্রমণ করেন। অজ্ঞানিগণ দেহের অন্যান্য স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। বিদ্যা-বলেই জ্ঞানী ব্রহ্ম-লোক প্রাপক ব্রহ্মরন্ধ্র পথ দীপ্যমান দেখেন। জ্ঞানীও যদ্যপি অজ্ঞানীর ন্যায় দেহের যে সে স্থান দিয়া নিষ্ক্রান্ত হন, এবং উৎকৃষ্ট লোক লাভ না করেন, তবে বিদ্যার আরাধনা নিষ্ফল। হৃদয় প্রসৃত সুষুম্না নাড়ীর অনুশীলন করাও বিদ্যার অন্যতম অঙ্গ। জ্ঞানী তাহা যাবজ্জীবন অনুশীলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে তিনি চিরাভ্যস্ত স্মৃতিপথাগত সুষুম্না পথে নির্গত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনই বিচিত্রতা নাই, এবং ইহাই যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্মকে উপাসনা করিলে তাঁহার অনুগ্রহে জ্ঞানী ক্রমে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। পরে মৃত্যুকালে একশতেয় অতিরিক্ত সুষুম্না নাম্নী মূর্দ্ধন্য নাড়ী পথে নিষ্ক্রামণ করেন। হৃদয় বিদ্যা প্রকরণেও আছে যে, হৃদয়-প্রদেশে একশত প্রধান নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী হৃদয় হইতে বিনির্গত হইয়া মূর্দ্ধা প্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। ব্রহ্মোপাসক এই নাড়ী-পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে অমৃত অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন॥ ৮॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯॥

অন্বয়।—অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং (ত্বক্) চ রসনং ঘ্রাণম্ এব চ মনঃ চ অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দাদিভোগান্) উপসেবতে (ভুঙ্ক্তে)॥ ৯॥

প্রতিশব্দ।—এই-জীব শ্রোত্র, চক্ষু-ত্বক্, রসনা ও ঘ্রাণ এবং মনকে আশ্রয়-করিয়া বিষয়কে উপভোগ-করে॥ ৯॥

ব্যাখ্যা।—এই জীব, শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই সকলকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে॥ ৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—কানি পুনস্তানীতি শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ ত্বগিন্দ্রিয়ং রসনং জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ মনশ্চ ষষ্ঠং প্রত্যেকম্ ইন্দ্রিয়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহস্থোবিষয়ান্ শব্দাদীনুপ-সেবতে॥ ৯॥

আনন্দগিরি।—মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণ্যেব প্রশ্নদ্বারা বিশেষতো দর্শয়তি কানীতি॥ ৯॥

রামানুজ।—কানি পুনস্তানীন্দ্রিয়াণীত্যাহ শ্রোত্রমিতি। এতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি অধিষ্ঠায় স্বস্ববিষয়বৃত্ত্যনুগুণানি কৃত্বা তত্তচ্ছব্দাদীন্ বিষয়ানুপসেবতে উপভুঙ্ক্তে॥ ৯॥

হনুমান্।—অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য মনশ্চায়ং ক্ষেত্রজ্ঞঃ বিষয়ান্ শব্দাদীনুপসেবতে উপলভতে॥ ৯॥

শ্রীধর।—তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব ভুঙ্ক্তে॥ ৯॥

বলদেব।—তানি গৃহীত্বা কিমর্থং যাতি তত্রাহ শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি সমনস্কান্যধি-ষ্ঠায়াশ্রিত্যায়ং জীবো বিষয়ান্ শব্দাদীনুপভুঙ্ক্তে তদর্থং তদ্গ্রহণমিত্যর্থঃ। চশব্দাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ প্রাণাংশ্চাধিষ্ঠায়েত্যবগম্যম্॥ ৯॥

মধুসূদন।—তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ। শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ চকারাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণঞ্চ মনশ্চ ষষ্ঠমধিষ্ঠায়ৈব আশ্রিত্যৈব বিষয়ান্ শব্দাদীনয়ম্ জীব উপসেবতে ভুঙ্ক্তে॥ ৯॥

নীলকণ্ঠ।—কানি তানি মনঃষষ্ঠানি, তানি গৃহীত্বা গত্বা চায়ং কিং করোতীত্যত আহ। শ্রোত্রমিতি। অধিষ্ঠায় ব্যাপারবন্তিকৃত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপসেবতে প্রকাশয়তি, যথা

দীপঃ স্বস্য বৃত্তিলাভায় তৈলবর্ত্ত্যাদ্যপেক্ষমাণোঽপি স্ববিষয়াবভাসনে স্বয়মেব প্রভুঃ, এবং জীবোঽপি ঘটাকারত্বলাভায় মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সূর্য্যাদীংশ্চাপেক্ষতে, তথাপি ঘটাবভাসং স্বয়মেব করোতি, নেতরাণি ইন্দ্রিয়সূর্য্যাদীনি স্বভাস্যত্বাৎ তৈলবর্ত্ত্যাদিবদিত্যাশয়ঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্র গত্বা কিং করোতীত্যত আহ শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন্ উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যে ইন্দ্রিয় সমূহের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, অধুনা তাহারই বিশেষ বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইতেছে। কিরূপে দেহাত্যয়ের পর পুনর্দ্দেহাগমে কার্য্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব ব্রত পুনর্গ্রহণ করে, তাহারই তত্ত্ব এই শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। আমাদিগের শরীরে কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। মন-নামক ষষ্ঠেন্দ্রিয় এই ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনকে সঙ্গে লইয়া জীব দেহত্যাগ করিয়া থাকে। পুনর্দ্দেহাগমে শৃঙ্খলবদ্ধ জীব তৎসমস্তকে আকর্ষণ করিয়া নবদেহ আশ্রয় করে। এই শ্লোকেও পরিব্যক্ত হইতেছে যে, শ্রোত্রনেত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়-সংবলিত মনকে লইয়াই জীব দেহ-মধ্যস্থ থাকিয়া কার্য্য সাধনা করে, এবং ইন্দ্রিয় গ্রামও দেহকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বিষয় ব্যাপার সংসাধনে বিনিযুক্ত হয়।

বস্তুতঃ আত্মা বিষয় ব্যাপারে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। দেহের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু বিষয় ব্যাপারের অববোধ হইয়া থাকে। মন স্বকীয় শক্তি প্রভাবে তৎসমস্ত ব্যাপার গ্রহণ ও ধারণ করে। নির্লিপ্ত আত্মাকে সেই বিষয় ব্যাপার সমূহের ভোক্তা বলিয়া আমরা অনুমান করি মাত্র। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এই সকল ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধশূন্য।

মূলস্থিত "ঘ্রাণমেব চ ও মনশ্চ" এই দুই স্থলে দুইটী চকার আছে। প্রথমোক্ত পদের চকার দ্বারা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় লক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, শেষোক্ত "মনশ্চ" পদের চকার দ্বারা বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সূচিত হইতেছে।

ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের তত্ত্ব পূর্ব্বে বহু স্থানে বাহুল্যরূপে আলোচিত হইয়াছে। (২১৩।৬ ২।৯০।১৩।১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—উৎক্রামন্তং (পরিত্যজন্তং) স্থিতং বা অপি ভুঞ্জানং (বিষয়ভোগং কুর্ব্বন্তং) গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [জীবং] বিমূঢ়ঃ (অজ্ঞাঃ) ন অনুপশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তি) জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্নাঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—উৎক্রমণকারী অথবা অবস্থিত কিম্বা বিষয়-ভোগপরায়ণ গুণ-যুক্ত [জীবকে] অজ্ঞ-গণ দেখে না, জ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন-গণ দর্শন-করেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—জীব কখন দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, কখন দেহেই অবস্থান করে, এবং ইন্দ্রিয়াদি গুণযুক্ত হইয়া বিষয় উপভোগ করে; কিন্তু অজ্ঞগণ ইহাকে দেখিতে পায় না, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন ব্যক্তি-গণই দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং দেহগতং দেহাৎ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্ব্বোপাত্তং স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং গুণান্বিতং সুখদুঃখ-মোহাদ্যৈঃ গুণৈরন্বিতমনুগতং সংযুক্তমিত্যর্থঃ এবম্ভূতমপ্যেনমত্যন্তং দর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তয়ানেকধা মূঢ়া নানুপশ্যন্ত্যহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশতি চ ভগবান্। যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্ত এনং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষো বিবিক্তদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ॥ ১০॥

আনন্দগিরি।—শরীরমিত্যাদিশ্লোকে দেহাদাত্মনোঽতিরেকমুক্ত্বা শ্রোত্রং চক্ষুরিত্যাদৌ স্বাভিলষিতে বিষয়ে যথাযথং করণানাং প্রবর্ত্তকত্বাৎ তেভ্যোঽতিরিক্তশ্চাত্মেত্যুক্তং তর্হি তমুৎ-ক্রান্ত্যাদি কুর্ব্বন্তং স্বরূপত্বাৎ কিমিতি সর্ব্বে ন পশ্যন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। সন্নিহিতমত্বেন দর্শনযোগ্যমপি বিষয়পরবশাদাত্মানং সর্ব্বে ন পশ্যন্তীতি ভগবতোঽনুক্রোশং দর্শয়তি এবম্ভূতমিতি। তর্হি কোঽয়মাত্মদর্শনং তদাহ যে তু পুনরিতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—উদিতি। য এনং গুণান্বিতং সত্ত্বাদিগুণময়প্রকৃতিপরিণামবিশেষ মনুষ্য-ত্বাদিসংস্থানপিণ্ডসংসৃষ্টং পিণ্ডবিশেষাদুৎক্রামন্তং পিণ্ডবিশেষাবস্থিতং বা গুণময়ান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা কদাচিদপি প্রকৃতিপরিণামবিশেষমনুষ্যত্বাদি পিণ্ডাদ্বিলক্ষণং জ্ঞানৈকাকারং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি। বিমূঢ়া মনুষ্যত্বাদিপিণ্ডাকারাত্মাভিমানিনঃ জ্ঞানচক্ষুষস্তু পিণ্ডাত্মবিবেকবিষয়জ্ঞানবন্তঃ। সর্ব্বাবস্থ-মপ্যেনং বিবিক্তাকারমেব পশ্যন্তি॥ ১০॥

হনুমান্।— উৎক্রামন্তং শারীরাদুদ্গচ্ছন্তং স্থিতং বাপি শারীরে, ভুঞ্জানং বা বিষয়ানুপলভমানং, গুণান্বিতং গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতৈঃ অন্বিতং বিমূঢ়াঃ কার্য্যকারণ-সংঘাতে আত্মত্বদর্শিনঃ নানুপশ্যন্তি নোপলভন্তে, জ্ঞানং চক্ষুর্যেষাং তে জ্ঞানচক্ষুষঃ, জ্ঞান-চক্ষুষো ভূত্বা কিং ন পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—নমু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবম্ভূতমাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নালোকয়ন্তি জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

বলদেব।—এবং শরীরস্থত্বেনানুভবযোগ্যমপ্যবিবেকিনস্তমাত্মানং নানুভবন্তীত্যাহ উদিতি। শরীরাদুৎক্রামন্তং তত্রৈব স্থিতং বা স্থিত্বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং সুখদুঃখ-মোহৈরিন্দ্রিয়াদিভির্ব্বান্বিতং যুক্তঞ্চ অনুভবযোগ্যমপ্যাত্মানং বিমূঢ়াশ্চিরন্তনবাসনাকৃষ্টচিত্ততয়া বিবেকাযোগ্যাঃ নানুপশ্যন্তি নানুভবন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকজ্ঞাননেত্রাস্তু তং পশ্যন্তি শরীরাদি-বিবিক্তমনুভবন্তি ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—এবং দেহগতং দর্শনযোগ্যমপি দেহাদুৎক্রামন্তং দেহান্তরং গচ্ছন্তং পূর্ব্বস্মাৎ স্থিতং বাপি তস্মিন্নেব দেহে ভুঞ্জানং বা শব্দাদীন্ বিষয়ান্ গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাত্মকৈর্গুণৈ-রন্বিতম্ এবং সর্ব্বাস্ববস্থাসু দর্শনযোগ্যমপ্যেনং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবাসনাকৃষ্টচেতস্তয়াত্মানাত্ম-বিবেকাযোগ্যা নানুপশ্যন্তি অহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যজ্ঞানানুক্রোশতি ভগবান্। যে তু প্রমাণ-জনিতজ্ঞানচক্ষুষো বিবেকিনস্ত এব পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—তমেবম্ভূতং মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রাণঞ্চাধিষ্ঠায় তেষামুৎক্রমণেনোৎক্রামন্তং তেষাং স্থৈর্য্যেণ স্থিতং তেষাং ভোগেন ভুঞ্জানং তেষাং সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তত্বেন গুণান্বিতং ঘট-সূর্য্যমিব ঘটাকাশমিব বা ঘটগমনাদিনা গমনাদিবন্তং স্বতস্তূৎক্রমণাদিশূন্যমপি বিমূঢ়াস্তাত্ত্বিকরূপং নানুপশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষস্তু পশ্যন্তি উপাধেরেবোৎক্রমণাদিকং ন তূপহিতস্যাত্মন ইতি জানন্ত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।— নমু যস্মাৎ দেহান্নিষ্ক্রামতি যস্মিন্ দেহে বা তিষ্ঠতি তত্রস্থিতো বা যথাভোগান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যত্র বিশেষং নোপলভামহে তত্রাহ। উৎক্রামন্তং দেহান্নিষ্ক্রামন্তং স্থিতং দেহান্তরে বর্ত্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভুঞ্জানঞ্চ গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিসহিতং বিমূঢ়া অবিবেকিনঃ জ্ঞানচক্ষুষো বিবেকিনঃ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—জীবাত্মা দেহমধ্যস্থ থাকিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের ব্যাপার অনুভব করেন না, এবং স্বয়ংই তৎসমস্তের কর্ত্তারূপে সুখদুঃখাদি ভোগ

করিয়া থাকেন। এই পরিদৃশ্য রহস্য বুঝাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। আনন্দ-বিধায়ক ঘটনা সমাগমে হর্ষোদয় হয় এবং বিষাদজনক ব্যাপারের আবির্ভাবে শোকের উদ্ভব হইয়া থাকে। মানব কখন আশার তাড়নায় আনন্দের রাজ্যে ছুটাছুটি করে, কখন বা বিষাদের ভয়ে অবসন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এই সকল পরিবর্ত্তনশীল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সন্দর্শনে আমরা জীবকে তত্তৎ সুখদুঃখাদির অধীন বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীব তত্তদ্ বিষয়ে নির্লিপ্ত। মন ও তৎসমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সহকৃত দেহই এই সকল দশা বিপর্য্যয়ের ভোক্তা; ভ্রম ক্রমে সেই ভোগাভোগ আমরা জীবের উপর আরোপ করিয়া থাকি।

দেহ হইতে জীবের উৎক্রমণ অর্থাৎ প্রয়াণই হউক অথবা দেহ-মধ্যে জীব অধিষ্ঠিতই বা থাকুন, গুণসম্বন্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও দেহ সম্বন্ধ হেতু সুখদুঃখাদির অধীনরূপে তিনি প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানের প্রাদুর্ভাবে যাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত না হইয়াছে, সেই বিমূঢ়গণ এই রহস্য প্রণিধান করিতে না পারিয়া জীবকেই সকল ব্যাপারের কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া অনুমান করে, কিন্তু শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়া যাঁহাদিগের অন্তর নির্ম্মল হইয়াছে, প্রকৃষ্ট সাধনা-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া যাঁহারা সংসারের অসারত্ব প্রণিধান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাগণ প্রস্ফুটিত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সকল তত্ত্বই সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারেন, এবং অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয়-গ্রামই সুখদুঃখাদির অধীন, এবং তত্তাবতেই ভোগাভোগের সংঘটক।

বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাগণই আত্মার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া সাংসারিক ব্যাপারের অসারত্ব অনুধাবন করেন এবং কিছুতেই অভিভূত হন না, কিন্তু বিষয়-পঙ্কনিমগ্ন সঙ্কীর্ণচেতাঃ মানবগণ এই তত্ত্ব প্রণিধান করিতে না পারিয়া আত্মাকেই ভোক্তা ও কর্ত্তা জ্ঞানে নিরন্তর হাহাকার-ধ্বনিতে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিতে থাকে। এই শ্লোক দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জ্ঞানপ্রভাবে প্রকৃত দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা আপনাকে নির্লিপ্ত উদাসীন বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং সংসারের হর্ষ সুখ শোক দুঃখাদি উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় হৃদয়জাত আনন্দনীরে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে শ্রীভগবান বারংবার সুস্পষ্ট ভাষায় এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। টীকা ও ভাষ্যকৃৎ মহাত্মারাও বিশেষরূপে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা নিবদ্ধ তাৎপর্য্যে এবং টীপ্পনীতেও বিবিধ প্রকারে ইহার কীর্ত্তন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

——০(ঃ*ঃ)০——

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—যতন্তঃ (প্রযতমানাঃ) যোগিনঃ চ এনম্ (আত্মানং) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং পশ্যন্তি, যতন্তঃ (যতমানাঃ) অপি অকৃতাত্মানঃ (অবিশুদ্ধচিত্তাঃ) অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রযতমান যোগি-গণ এই-আত্মাকে দেহে অবস্থিত দর্শন-করেন, যত্নশীল-হইলেও অবিশুদ্ধ-চিত্ত অবিবেকি-গণ ইঁহাকে দেখে না ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—যত্নশীল যোগিগণ এতাদৃশ জীবাত্মাকে স্বীয় দেহ-মধ্যে অবস্থিতরূপে দর্শন করেন, কিন্তু বিশেষ যত্নপরায়ণ হইলেও অবিশুদ্ধচেতাঃ বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কেচিত্তু যতন্তঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তো যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতমাত্মানং পশ্যন্ত্যয়মহমস্মীতি উপলভ্যন্তে আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধাববস্থিতং। যতন্তোঽপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানোঽসংস্কৃতাত্মানঃ তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ দুশ্চরিতাদনুপরতা অশান্তদর্পাঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তো অপি নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানচক্ষুঃশব্দেন ন্যায়ানুগৃহীতং শাস্ত্রং জ্ঞানসাধনমুক্তং তৎকিমিদানীং শাস্ত্রমাত্রেণ ন্যায়ানুগৃহীতেনাত্মানং পশ্যন্তি সর্ব্বেঽপি নেত্যাহ কেচিত্ত্বিতি। প্রযত্নঃ শ্রবণমননাত্মকঃ শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈর্যতন্তোঽপীতি সম্বন্ধঃ। অসংস্কৃতাত্মত্বং প্রকটয়তি তপসেতি। দুশ্চরিতাদবিরতি-

ফলং কথয়তি অশান্তেতি। অশুদ্ধবুদ্ধীনামবিবেকিনাং সদপি শ্রবণাদি ন ফলবদিতি মত্বাহ প্রযত্নমিতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—যতন্ত ইতি। মৎপ্রপত্তিপূর্ব্বকং কর্ম্মযোগাদিষু যতমানাস্তে নির্ম্মলান্তঃকরণাযোগিনো যোগাখ্যেন চক্ষুষাত্মনি শরীরেঽবস্থিতমপি শরীরাদ্বিবিক্তং স্বেন রূপেণাবস্থিতমেনং পশ্যন্তি। যতমানা অপ্যকৃতাত্মানো মৎপ্রপত্তি-বিরহিণস্তত এবাসংস্কৃতমনসঃ তত এবাচেতসঃ আত্মাবলোকনসমর্থচেতোরহিতাঃ নৈনং পশ্যন্তি এবং রবিচন্দ্রাগ্নীনামিন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবিরোধসন্তমস নিরসনমুখেনেন্দ্রিয়ানুগ্রাহকতয়া প্রকাশকানাং জ্যোতিষ্মতামপি প্রকাশকং জ্ঞানজ্যোতিরাত্মামুক্তাবস্থো জীবাবস্থশ্চ ভগবদ্বিভূতিরিত্যুক্তং। "তদ্ধাম পরমং মম, মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন" ইতি ॥ ১১ ॥

হনুমান্।—যতন্তো যমনিয়মাদি যোগানুষ্ঠানে প্রযত্নং কুর্ব্বাণা যতমানা যোগিনঃ যোগঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং তত্র প্রবৃত্তা এবমাত্মানং পশ্যন্ত্যুপলভন্তে আত্মনি শরীরে। যতন্তো যোগানুষ্ঠানে প্রযতমানা অপ্যকৃতাত্মানঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংস্কৃতান্তঃকরণা নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ অবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিৎ পশ্যন্তি কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাভ্যাসাদিভির্যত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অতএবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

বলদেব।—জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তীত্যেতদ্বিবৃণ্বন্ দুর্জ্ঞানতাং তস্যাহ যতন্ত ইতি। কেচিদ্ যোগিনো যতমানাঃ শ্রবণাদ্যুপায়াননুতিষ্ঠন্ত আত্মনি শরীরেঽবস্থিতমেনমাত্মানং পশ্যন্তি। কেচিদ্ যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোঽনির্ম্মলচিত্তা অতোঽচেতসোঽনুদিতবিবেকজ্ঞানা এনং ন পশ্যন্তীতি দুর্জ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষ ইত্যেতদ্বিবৃণোতি। আত্মনি স্ববুদ্ধৌ অবস্থিতং প্রতিফলিতমেনমাত্মানং যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিন এব পশ্যন্তি। চোঽবধারণে। যতমানা অপ্যকৃতাত্মানো যজ্ঞাদিভিরশোধিতান্তঃকরণাঃ অতএবাচেতসো বিবেকশূন্যা নৈনং পশ্যন্তীতি মূঢ়া নানুপশ্যন্তীত্যেতদ্বিবরণম্ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—যতন্তো যত্নশীলযোগিনশ্চ এনম্ আত্মনি বুদ্ধৌ অবস্থিতং বিভুমুৎক্রান্ত্যাদিহীনম্ অসঙ্গং পশ্যন্তি যতন্তোঽপি অকৃতাত্মানঃ যে যজ্ঞাদিভিরশোধিতচিত্তাঃ এনং ন পশ্যন্তি যতঃ অচেতসঃ অনির্জ্জিতচিত্তাঃ পাষাণতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—তে চ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবেত্যাহ যতন্ত ইতি অকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তাঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে ইহাই বিবৃত হইয়াছে যে, জ্ঞানিগণ সম্যক্ দর্শনপ্রভাবে আত্মতত্ত্বাবধারণে সক্ষম এবং বিমূঢ়চিত্ত অজ্ঞানিগণ তদ্বিষয় অবধারণে

অশক্ত। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাই পরিব্যক্ত করিতেছেন যে, কিরূপ প্রযত্নপরায়ণ হইলে সাধকগণ আত্মদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকেন, এবং কিরূপেই বা জ্ঞানহীনগণের প্রকৃষ্ট দর্শনশক্তি আচ্ছন্ন থাকে। যত্নশীল যোগিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আত্মায় প্রকৃত আত্মার সমাবেশ দর্শন করেন। আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ অনেকেই হইয়া থাকেন। অনেকেই বিহিত শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-ক্রমে জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করতঃ সাধনপরায়ণ হইয়া থাকেন। তৎসমস্ত নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানার্থীর মধ্যে তাবতেই যে প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, এরূপ নহে। বিবিধ বাহ্য কারণের উৎপীড়নে অনেকের সাধনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না, অনেকের নিষ্ঠা পথভ্রষ্ট ও বিফল হয়। অনেকে জ্ঞানভ্রমে অজ্ঞানেরই অনুসরণ করিয়া হতাশ ও ভগ্ন-মনোরথ হইয়া থাকেন। এইরূপে যাঁহাদিগের যোগভঙ্গ না ঘটে, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, সিদ্ধ, গুরূপদেশ লাভ করিয়া প্রকৃত পথের অনুসরণ করেন, এবং কোন বাহ্য কারণে বিচলিত না হইয়া সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে জ্ঞানান্বেষণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সৌভাগ্যবান সাধকগণ চরমে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের এই দেহের মধ্যে আত্মা অবস্থিত আছেন। যাহাকে আপনার জ্ঞান করিয়া আমরা ব্যাকুল হই, যে নশ্বর দেহকেই আমরা ভ্রম-ক্রমে আত্মা বলিয়া মনে করি, বস্তুতঃ তিনি আত্মা নহেন। জ্ঞাননিষ্ঠ সাধুগণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে, এই ক্ষণ-ভঙ্গুর আপনের মধ্যেই নাশ-রহিত প্রকৃত আপন বিদ্যমান আছেন। আর যাহারা বিমূঢ়াত্মা, অর্থাৎ যাহাদিগের আত্মজ্ঞান-লাভ ঘটে নাই, যাহারা বিহিত উপদেশাদি প্রাপ্ত হইয়াও প্রকৃত সৎপথ অনুসরণ করিতে পারে নাই, সেরূপ অনেক লোকও হয়তো আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রযত্ন-পরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু চেতনাশক্তির স্ফুরণ না হওয়ায় সেই অজ্ঞানান্ধগণ এই আত্ম-পদার্থ অবধারণে অক্ষম। দেহমধ্যস্থ দেহাধিষ্ঠিত হইলেও আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন জনগণ দেখিতে পায় না।

পূর্ব্ব-শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই আত্মা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। এস্থলে ইহাও কথিত হইল যে, তজ্জন্য যতমান হওয়া আবশ্যক; কিন্তু যতমান হইলেই যে সকল স্থলে আত্মদর্শন ঘটিয়া থাকে, এরূপ নহে। ভাগ্যক্রমে যাঁহার জ্ঞানচক্ষুর স্ফুরণ হয়, সেইরূপ ব্যক্তিই আত্মদর্শন করিয়া ধন্য হন। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যাঁহার জ্ঞান-চক্ষুর স্ফুরণ হয় নাই, তিনি যতমান হইলেও আত্মদর্শনের অধিকারী নহেন। আত্ম-জ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন আশা-

ততঃ বড়ই দুরূহ ও বাধাযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথমতঃ চিত্তকে স্থির করিয়া সাংসারিক সকল কর্ত্তব্য কামনা-বিহীনতা-সহকারে সম্পাদনের অভ্যাস করিতে হইবে; তদনন্তর দৈব ও নিত্য যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড হইতে বাসনার সংস্রব উচ্ছেদ করা আবশ্যক। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবদ্ভক্তিতে দেহ ও মন পরিপূরিত হইবে। তদনন্তর ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান উপজাত হইবে। এতাদৃশ সাধনা কখনই অনায়াস-সাধ্য নহে, সুতরাং সাধন-পথাবস্থিত ব্যক্তিকেও আত্মজ্ঞান-লাভে সততই বঞ্চিত হইতে হয়। যাঁহারা আত্মজ্ঞানকামী কিন্তু সাধনভ্রষ্ট, তাঁহাদিগের পক্ষে তল্লাভের কোনই উপায় নাই। এই গীতাগ্রন্থে "যততো হ্যপি কৌন্তেয়" (২য় অধ্যায় ৬০ শ্লোক) এবং "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে" (৭ম অধ্যায় ৩ শ্লোক) ইত্যাদি স্থানে এইরূপ প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে॥ ১১॥

——০:):*:(০——

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২॥

অন্বয়।—আদিত্যগতং (সূর্য্যাবস্থিতং) যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) যৎ, অগ্নৌ চ যৎ অখিলং (কৃৎস্নং) জগৎ ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তৎ তেজঃ মামকং (মদীয়ং) বিদ্ধি (জানীহি)॥ ১২॥

প্রতিশব্দ।—সূর্য্য-গত যে তেজ, চন্দ্রে যে-তেজ অগ্নিতে যে-তেজ সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত-করে, সেই তেজ আমারই জানিবে॥ ১২॥

ব্যাখ্যা।—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থ-গত যে তেজ এই বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে, সেই তেজ প্রকৃতপক্ষে আমারই তেজ বলিয়া জানিবে॥ ১২॥

শঙ্করাচার্য্য।—যৎ পদং সর্ব্বস্যাবভাসকমপ্যগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে যৎপ্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃ সংসারাভিমুখা ন নিবর্ত্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাদ্যয় ইবাকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বঞ্চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্ যদেতি। যদাদিত্যগতমাদিত্যাশ্রয়ং কিন্তৎ তেজোদীপ্তিঃ প্রকাশো জগদ্ভাসয়তে প্রকাশয়ত্যখিলং সমস্তং, যচ্চন্দ্রমসি যচ্চ শশভৃতি তেজোঽবভাসকং বর্ত্ততে, যচ্চাগ্নৌ হুতবহে, তত্তেজো বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তৎ জ্যোতিঃ। অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতির্যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তৎ জ্যোতিরিত্যাদি। ননু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিস্তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি, নৈষঃ দোষঃ, সত্ত্বাধিক্যাদাধিক্যোপপত্তেরাদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাস্বরমতস্তত্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিতি তদ্বিশিষ্যতে। ন তু তত্রৈব তদধিকমিতি, যথাহি লোকে তুল্যেঽপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি তদ্বৎ॥ ১২॥

আনন্দগিরি।—অনন্তরশ্লোকচতুষ্টয়স্য বৃত্তানুবাদদ্বারা তাৎপর্য্যার্থমাহ যৎপদমিতি। জীবাত্মত্বেন চিদ্রূপত্বমুক্ত্বা তদীয়চৈতন্যেনাদিত্যাদীনামবভাসকত্বাচ্চ ব্রহ্মণশ্চিদ্রূপত্বমিত্যাহ যদাদিত্যেতি। চিদ্রূপস্যৈব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকত্বপ্রতিপাদকত্বেন শ্লোকং ব্যাচষ্টে যদিত্যাদিনা। আদিত্যাদৌ তত্র তত্র স্থিতং ব্রহ্মচৈতন্যজ্যোতিঃ সর্ব্বাবভাসকমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বেন চিদ্রূপত্বমত্র বিবক্ষিতমিতি ব্যাখ্যান্তরমাহ অথবেতি। চৈতন্যজ্যোতিষঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাদাদিত্যাদিগতবিশেষণমযুক্তমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। সর্ব্বত্র সত্ত্বেঽপি ক্বচিদেবাভিব্যক্তিবিশেষাদ্বিশেষণমিতি পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি আদিত্যাদিষ্বিতি। সর্ব্বত্র চৈতন্যজ্যোতিষস্তুল্যত্বেঽপি ক্বচিদেবাভিব্যক্ত্যা বিশেষেণোপপত্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথাহীতি॥ ১২॥

রামানুজ।—ইদানীমচিৎপরিণামবিশেষমাদিত্যাদীনাং জ্যোতিষ্মতাং জ্যোতিরপি ভগবদ্বিভূতিরিত্যাহ যদিতি। অখিলস্য জগতো ভাসকমেতেষামাদিত্যাদীনাং যত্তেজস্তন্মদীয়ন্তেজস্তৈরারাধিতেন ময়া তেভ্যো দত্তমিতি বিদ্ধি॥ ১২॥

হনুমান।—অতো যতমানা অজ্ঞানচক্ষুষো নৈনং পশ্যন্ত্যপি। অহমাত্মা অনেকযত্নাত্মসংস্কারসাধ্যত্বাৎ দুর্বিজ্ঞেয়স্তত্রাপি সকললোকপ্রসিদ্ধোঽহমিত্যাহ। যদাদিত্যগতং তেজঃ প্রকাশঃ অখিলং জগদ্ভাসয়তে যচ্চ চন্দ্রমসি তেজঃ যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং তথাচ শ্রুতিঃ। "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধস্তদহং জ্যোতিরিতি"॥ ১২॥

শ্রীধর।—তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং, তৎপ্রাপ্তানাঞ্চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা, তত্র সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্, ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি যদিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি॥ ১২॥

বলদেব।—অথ মদংশস্য জীবস্য সংসাররক্তস্য মুমুক্ষোশ্চ ভোগমোক্ষসাধনমহমেবেতি

ভাবেনাহ যদিতি চতুর্ভিঃ। আদিত্যে স্থিতং যত্তেজো যচ্চন্দ্রেঽগ্নৌ চ স্থিতং সৎ সর্ব্বং জগৎ প্রকাশয়তি তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি। উদিতেন সূর্য্যেণ জ্বলিতেন চ বহ্নিনা দৃষ্ট ভোগসাধনানি কর্ম্মাণি নিষ্পদ্যন্তে তিমিরজাড্যনাশাদয়শ্চ সুখহেতবো ভবন্তি। উদিতেন চন্দ্রেণ চৌষধিপোষতাপশান্তিজ্যোৎস্নাবিহারাস্তথাভূতা ভবন্তি ইতি তেষাং তত্তৎসাধকং তেজো মত্তেজো বিভূতিরিত্যর্থঃ॥ ১২॥

মধুসূদন।—ইদানীং যৎ পদং সর্ব্বাবভাসনক্ষমা অপ্যাদিত্যাদয়ো ভাসয়িতুং ন ক্ষমন্তে যৎ প্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ ন পুনঃ সংসারায় প্রবর্ত্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্য কল্পিতাংশা মৃষৈব সংসারমনুভবন্তি, তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মত্বসর্ব্বব্যবহারাস্পদত্ব প্রদর্শনেন ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি প্রাগুক্তং বিবরীতুং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরাত্মনোবিভূতিসঙ্ক্ষেপমাহ ভগবান্ যদিতি। "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ" ইতি শ্রুত্যর্দ্ধং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুত্যর্দ্ধমনেন ব্যাখ্যায়তে, যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিশ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ স্থিতং তেজো জগদখিলমবভাসয়তে, তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি। যদ্যপি স্থাবরজঙ্গমেষু সমং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিস্তথাপি সত্ত্বোৎকর্ষেণাদিত্যাদীনামুৎকর্ষাত্তত্রৈবাবিস্তরাং চৈতন্যজ্যোতিরিতি তৈর্ব্বিশেষ্যতে যদাদিত্যগতমিত্যাদি। যথা তুল্যেঽপি মুখসন্নিধানে কাষ্ঠকুড্যাদৌ ন মুখমাবির্ভবতি আদর্শাদৌ চ তারতম্যেনাবির্ভবতি তদ্বৎ। যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যুক্ত্বা পুনস্তত্তেজোবিদ্ধি মামকমিতি তেজোগ্রহণাৎ যদাদিত্যাদিগতং তেজঃ প্রকাশঃ পরপ্রকাশসমর্থং সিতভাস্বরং রূপং জগদখিলরূপবদ্বস্তু অবভাসয়তে এবং যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ জগদবভাসকং তেজস্তন্মামকং বিদ্ধীতি বিভূতি কথনায় দ্বিতীয়োঽপ্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ। অন্যথা তন্মামকং বিদ্ধীত্যেতাবৎ ব্রূয়াৎ তেজোগ্রহণমন্তরেণৈবেতি ভাবঃ॥ ১২॥

নীলকণ্ঠ।—কথং তর্হি সূর্য্যাদীনামপি ভাসকত্বং লোকে দৃশ্যতে তদপি মদাবেশাদেবেত্যাহ, যদাদিত্যেতি। অত্রাপ্যাদিত্যাদিপদৈঃ করণাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাস্তদধিষ্ঠেয়ানি করণানি চ তন্ত্রেণৈব গৃহ্যন্তে, যদাদিত্যাদিষু বাহ্যকরণাধিষ্ঠাতৃষু তত্তদধিষ্ঠেয়েষু বাহ্যকরণেষু চ গতং বিদ্যমানং তেজোবিষয়প্রকাশনসামর্থ্যং তত্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তী"ত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ এবং মনশ্চন্দ্রমসোর্যদান্তরপ্রপঞ্চপ্রকাশনসামর্থ্যং তদপি মামকমেব তথা যদ্বাগগ্ন্যোঃ (সর্ব্বং জগদ্ভাসয়তে) অব্যাকৃতাদিবিষয়প্রকাশনসামর্থ্যং তদপি মামকমেবেত্যর্থঃ, অক্ষরযোজনাস্পষ্টা॥ ১২॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং জীবন্মুক্তাবস্থায়াং যৎ যৎ প্রাপ্যবস্তু তত্র অহমেব সূর্য্যচন্দ্রাদ্যাত্মকঃ সন্নুপকরোমীত্যাহ যদিতি ত্রিভিঃ। আদিত্যস্থিতং তেজ এবোদয়পর্ব্বতে প্রাতরুদিত্য জীবস্য দৃষ্টাদৃষ্টভোগসাধনকর্ম্ম প্রবর্ত্তনার্থং জগদ্ভাসয়তে এবঞ্চ যচ্চন্দ্রমসি অগ্নৌ চ তত্তদখিলং মামকমেব সূর্য্যাদিসংজ্ঞোঽহমেব ভবামীত্যর্থঃ। মত্তেজস এব তত্তদ্বিভূতিরিতি ভাবঃ॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তদীয় ধাম সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি দ্বারা আলোকিত হয় না। কারণ তথায় স্বপ্রকাশ পূর্ণ পুরুষ স্বয়ং বিরাজিত। তদনন্তর ইহাও কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানিগণকে আর সংসারে নিবৃত্ত হইতে হয় না; এবং ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সম্যক্ জ্ঞানোন্নতি ব্যতীত সেই পদ দর্শনের সম্ভাবনা নাই; বিমূঢ়াত্মা প্রকৃষ্ট দর্শনশক্তির অভাবে কখনই সেই পদ দেখিতে পায় না। এইরূপ তত্ত্বকথা পূর্ব্বে পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে ভগবান্ উপর্য্যুপরি শ্লোকচতুষ্টয়ে সংক্ষেপতঃ বিভূতিবর্ণনব্যপদেশে সেই পরম পদের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতেছেন। মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর অন্ধকাররূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া তৎসমস্তকে স্ব স্ব স্বরূপে প্রদর্শন করেন। নিশানাথ সুমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরণ করিয়া জাগতিক পদার্থপুঞ্জকে পরম রমণীয় উজ্জ্বলতায় আবরণ করিয়া প্রকাশ করেন। অতি দীপ্তিশালী হুতাশন উর্দ্ধগামী শিখা সমূহ বিস্তার করিয়া সন্নিহিত পদার্থপুঞ্জের অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। এই পদার্থ-ত্রয়ের দীপ্তি ও অন্ধকার-নাশ-শক্তি আমারই বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ শ্রীভগবানের দীপ্তিতেই তত্তাবত দীপ্তিমান এবং তাঁহারই তেজে তাহারা তেজঃসম্পন্ন। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রীভগবানের তেজে যাহারা তেজঃপুঞ্জ, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সেই দীপ্তিশালী পদার্থপুঞ্জের সাহায্য অনাবশ্যক।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি এই শ্লোকের পূর্ব্বোলিখিত অর্থ ব্যতীত অন্যরূপ অর্থও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আদিত্য, চন্দ্রমা ও পাবকে শ্রীভগবানই তেজোরূপে অধিষ্ঠিত আছেন, এই জন্যই উক্ত পদার্থ দীপ্তিশালী হইয়াছে। যাঁহার তেজে তাহারা তেজোময়, সেই ভগবানকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের তেজ বিস্তারের প্রয়োজন হয় না।

এস্থলে এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীভগবানের তেজঃশক্তি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র ও অতি সূক্ষ্ম ও অতি মহৎ, অতি বিশাল প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত। তাঁহারই শক্তিতে সকলে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহারই চৈতন্য-কণিকাসমাবেশে সকলে চৈতন্যময়। তবে এস্থলে কেবলমাত্র সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির উল্লেখ করা হইল কেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই অত্যুজ্জ্বল পদার্থত্রয়ের অবধারণ কোনরূপ দোষাবহ হয় নাই। কারণ স্পষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের মধ্যে উল্লিখিত পদার্থত্রয় অতি দীপ্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন। এই জন্য সমস্ত

পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত পদার্থত্রয়ের নির্ব্বাচন সুসঙ্গত হইয়াছে। অপিচ দর্পণাদি সূক্ষ্ম মসৃণ পদার্থ প্রতিবিম্ব ধারণে যেরূপ সক্ষম, কাষ্ঠ বা ইষ্টকের সেরূপ ক্ষমতা নাই। যাহা অত্যুজ্জ্বল, তাহাই ভগবৎ প্রতিবিম্ব ধারণক্ষম বলিয়া তত্তাবতের বিশেষরূপ নির্দ্দেশ হইলে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না।

এই উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ সরস্বতী মহোদয় যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" ইত্যাদি এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, আদিত্য শশধর ও হুতাশন স্ব স্ব তেজ ভগবানের কৃপাতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা আরাধিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে তেজঃশক্তি প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্তাবতের তেজও ভগবদ্বিভূতি মাত্র ॥ ১২ ॥

—:*:—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—অহং চ ওজসা (বলেন) গাম্ (পৃথিবীং) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি ধারয়ামি, রসাত্মকঃ (রসময়ঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ (ব্রীহিযবাদ্যাঃ) পুষ্ণামি (সংবর্দ্ধয়ামি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—আমিই বলের দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূতবর্গকে ধারণ-করিতেছি, রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধিকে বর্দ্ধিত-করিতেছি ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি স্বীয় শক্তির দ্বারা এই বিশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া জীব-সমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি, এবং আমিই রসস্বভাব সুধাকররূপে ব্রীহিযবাদি ওষধীগণের পরিপোষণ করিতেছি ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমাবিশ্য প্রবিশ্য ধারয়ামি ভূতানি জগদহমোজসা-বলেন যদ্বলং কামরাগবিবর্জ্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টং যেন গুর্ব্বী পৃথিবী নাধঃপততি ন বিশীর্য্যতে চ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ,—"যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি স দাধার-পৃথিবীম"ত্যাদিশ্চাতো গামাবিশ্য ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তং। কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সর্ব্বা ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীরসাস্বাদমতীশ্চ করোমি, সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ সোমঃ সর্ব্বরসাত্মকো রসস্বভাবঃ সর্ব্বরসানামাকরঃ সোমঃ, স হি সর্ব্বা ওষধীঃ স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন পুষ্ণাতি ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ সর্ব্বাত্মত্বং প্রকৃতপদস্য যুক্তমিত্যাহ কিঞ্চেতি। ঈশ্বরোহি পৃথিবীদেবতারূপেণ পৃথিবীং প্রবিশ্য ভূতশব্দিতং জগদেশ্বরেণৈব বলেন বিভর্ত্তি ততো গুর্ব্বপি পৃথিবী বিদীর্য্য নাধঃপততীত্যত্র প্রমাণমাহ তথাচেতি। পরস্যৈব হিরণ্যগর্ভাত্মনাবস্থানান্ন মন্ত্রয়োরন্যপরতেতি ভাবঃ, দেবতাত্মনা দ্যাবাপৃথিব্যোরুগ্রত্বমুদ্ধরণত্বসামর্থ্যং তথাপীশ্বরায়ত্তমেব স্বরূপধারণং তদপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ঈশ্বরস্য সর্ব্বাত্মত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। রসাত্মকসোমরূপতাপত্তাবপি কথমোষধীরীশ্বরঃ সর্ব্বাঃ পুষ্ণাতীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—পৃথীব্যাশ্চ ভূতধারিণ্যাঃ ধারকত্বশক্তির্ম্মদীয়েত্যাহ গামিতি। অহং পৃথিবীমাবিশ্য সর্ব্বাণি ভূতান্যোজসা মমাপ্রতিহতসামর্থ্যেন ধারয়ামি। পুষ্ণামীতি তথাহমমৃত-রসময়ঃ সোমোভূত্বা সর্ব্বৌষধীঃ পুষ্ণামি ॥ ১৩ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চাহং গাং পৃথিবীমাবিশ্য ভূতানি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি ধারয়ামি বিভর্ম্মি অহমাত্মা ওজসা বলেন কিঞ্চাত্মনঃ পুষ্ণামি সরসাঃ করোমি রসাত্মকো রসাধারভূতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমোভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—গামিতি। পাংশুমুষ্টিতুল্যাং গাং পৃথিবীমোজসা স্বশক্ত্যাহমাবিশ্য দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি স্থিরচরাণি ধারয়ামি। মন্ত্রবর্ণশ্চৈবমাহ "যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি" অন্যথাসৌ পাংশুমুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেত নিমজ্জেদ্বেতি ভাবঃ। তথাহমেব রসাত্মকঃ সোমোঽমৃতময়শ্চন্দ্রো ভূত্বা সর্ব্বা ওষধী নিখিলা ব্রীহ্যাদ্যাঃ পুষ্ণামি স্বাদুবিবিধরসপূর্ণাঃ করোমি। তথাচ ভূমিলোকে বিবিধ জনান্ প্রাসাদপ্রসাদবাটিকাতড়াগাদিক্রীড়াস্থানানি নির্ম্মায় নানারসান্ ভুঞ্জানস্য তত্তৎ-সাধনমহমেবেত্যর্থ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ গাং পৃথিবীং পৃথিবীদেবতারূপেণাবিশ্য ওজসা নিজেন বলেন পাংশুনা পাংশুমুষ্টিতুল্যাং দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি পৃথিব্যাধেয়ানি বস্তূন্যহমেব ধারয়ামি অন্যথা পৃথিবী

সিকতামুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেতাধোনিমজ্জেদ্বা "যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ "সদাধার-পৃথিবীম্" ইতি চ হিরণ্যগর্ভভাবাপন্নং ভগবন্তমেবাহ। কিং চ রসাত্মকঃ সর্ব্বরসস্বভাবঃ সোমো ভূত্বা ঔষধীঃ সর্ব্বা ব্রীহিযবাদ্যাঃ পৃথিব্যাং জাতাঃ অহমেব পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন কেবলমাদিত্যাদিগতং প্রকাশনসামর্থ্যং মামকম্, অপি তু পৃথিব্যাদিগতং ভূতধারণাপ্যায়নসামর্থ্যমপি মদীয়মেবেত্যাহ গামিতি। গাং পৃথিবীম্ আবিশ্য তাং দৃঢ়াং কৃত্বা ভূতানি অহমেব ধারয়ামি ওজসা বলেন অন্যথা পৃথিবীসিকতামুষ্টিবদ্বিশীর্য্যেত, তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ, "যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি, সদাধার পৃথিবী"মিতি চ, তথাহমেব সোমো রসাত্মকঃ, জলাত্মকঃ "রসোজলং রসোহর্ষ" ইত্যনেকার্থমঞ্জরী, জলময়ো ভূত্বা সর্ব্বা ওষধীঃ পুষ্ণামি চ রসবতীঃ পুষ্টাশ্চ করোমি সোমোহি স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন সর্ব্বা ওষধীঃ পুষ্ণাতীতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—গাং পৃথ্বীম্ ওজসা স্বশক্ত্যা আবিশ্য অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি তথাহমেবামৃতরসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—উপস্থিত শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রতিদর্শন করিতেছেন যে, ভূতসমূহের আবাসস্থানরূপা এই ধরিত্রী শ্রীভগবানেরই শক্তিতে স্বকক্ষে অধিষ্ঠিত এবং স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি এই পৃথিবীর * মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় তেজে ভূতসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। প্রত্যুত যে কল্পনাতীত মহাশক্তিপ্রভাবে এই মৃত্তিকাময়ী মেদিনী স্বকীয় উপাদানভূত সূক্ষ্ম

* পৃথিবী।—সুনীথা নামে মৃত্যুর এক কন্যা জন্মিয়াছিল, মহারাজ অঙ্গ ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। সুনীথার গর্ভে বেণ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। মৃত্যুকন্যার উদরে জন্মগ্রহণ হেতু বেণ মাতামহ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় উদ্ধত হইয়াছিলেন। বেণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীতে কেহই কখন দান, যজ্ঞ বা হোম করিতে পারিবে না। কারণ তিনিই যজ্ঞপতি, তিনি ব্যতীত আর কেহই প্রভু বা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার অধিকারী নাই। বেণের এইরূপ ঘোষণা-বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া মহারাজ বেণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শান্তবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! মনোযোগপূর্ব্বক আমাদের হিতকর বাক্যসমূহ শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে আপনি নিরাপদে ও কুশলে থাকিবেন, এবং আপনার প্রজাবর্গেরও হিতসাধন হইবে। রাজন্! আমরা দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির পূজা করিতে বাসনা করিয়াছি। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হইবে এবং আপনিও এই যজ্ঞফলের ষষ্ঠাংশভাগী হইবেন। আমরা যদি যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রীত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি তোমার সমুদায় অভিলাষ পূরণ করিবেন। মহারাজ! যে রাজার রাজ্যে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হরি সম্পূজিত হন, হরির কৃপায় তাঁহার সমস্ত বাঞ্ছিত লাভ হইয়া থাকে।" ঋষিগণের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বেণ কহিলেন, হে ঋষিগণ! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে যে, আমাকেও তাহার আরাধনা করিতে হইবে? তোমরা যাহাকে যজ্ঞেশ্বর মনে করিতেছ, সে ব্যক্তি কে? ব্রহ্মা,

সূক্ষ্ম অণুসমূহ একত্র সংযুক্ত ও সম্মিলিত করিয়া গিরি নদী জনপদ অরণ্যানী প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সহকৃত স্বকীয় বিশাল কলেবর ধারণ ও পোষণ করিয়া রহিয়াছে, সে শক্তি যে কিরূপ অচিন্তনীয়, তাহা ভাষায় বিবৃত করিতে মনুষ্যের সাধ্য নাই। বিজ্ঞান তাহাকেই প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছে; কিন্তু সেই প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তিই ঐশ্বরিক শক্তি। এইরূপ আকর্ষণীশক্তি দ্বারা সংমিলিত রহিয়াছে বলিয়াই এই বিচিত্রতাপূর্ণ অবনীমণ্ডল অশেষ প্রকার শোভা সমৃদ্ধির নিকেতন হইয়া রহিয়াছে। এই শক্তির অভাব হইলেই বসুন্ধরার উপাদানস্বরূপ অণুপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ দুর্দ্দশা সংঘটন করিত তাহা কল্পনা করিতেও সাধ্য নাই। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর স্বকীয় বিচিত্র শক্তিসহকারে এই

বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, হুতাশন, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর প্রভৃতি সকল দেবতা এবং নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ অন্যান্য দেবগণও রাজার শরীরে অবস্থিতি করেন। কারণ রাজাই সর্ব্বদেবময় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অতএব হে বিপ্রগণ! তোমরা এই সমস্ত অবগত হইয়া আমি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছি, তদনুরূপ অনুষ্ঠান কর। তোমরা কদাপি দান, হোম বা যজ্ঞ করিতে পারিবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র পতিশুশ্রূষা যেরূপ পরমধর্ম্ম, তোমাদের পক্ষেও সেইরূপ রাজাজ্ঞা পালনই পরমধর্ম্ম। রাজার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অনুমতি প্রদান করুন। ধর্ম্মলোপ করিবেন না। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে দেবরাজ বর্ষণ করেন, তাহাতেই শস্যোৎপত্তি হয়, এবং সেই শস্য আহার করিয়া প্রাণিগণ শরীর ধারণ করে। অতএব এই চরাচর বিশ্ব যজ্ঞীয় ঘৃতেরই পরিণামস্বরূপ বলিয়া জানিবেন। মহর্ষিগণ মহারাজ বেণের নিকট এইরূপ নিবেদন করিয়া অনুজ্ঞা প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও রাজা কোনরূপেই যজ্ঞানুষ্ঠানে অনুমতি দিলেন না। তখন মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই পাপিষ্ঠকে এখনই বিনাশ কর। যে দুর্ব্বৃত্ত অনাদি অনন্তপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর নিন্দা করে, সে কখনও রাজা হইবার যোগ্য নহে। বেণ ভগবন্নিন্দা দ্বারা স্বয়ং হতপ্রায় হইলেও মুনিগণ মন্ত্রপূত কুশাঘাত দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ দেখিলেন যে, ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতেছে। তখন তাঁহারা সমীপস্থিত লোকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, রাজ্য অরাজক হওয়ায় চতুর্দ্দিকেই চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের দ্রুতগমনবেগ হেতু ধূলিরাশি উত্থিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া মুনিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, এবং রাজ্যপালনার্থ রাজপুত্র উৎপাদনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে সেই অনপত্য মৃত ভূপতি বেণের উরুদেশ মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্থন করিতে করিতে উরুদেশ হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সে পুরুষের আকার দগ্ধ স্তম্ভ সদৃশ, মুখ ক্ষুদ্র, দেহ অতিশয় খর্ব্ব। এই উৎপন্ন পুরুষ ঋষিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমাকে কি করিতে আজ্ঞা করেন। ঋষিগণ কহিলেন, "নিষীদ" অর্থাৎ উপবেশন কর। ইহাতেই সে নিষাদ নাম প্রাপ্ত হইল। বিন্ধ্যাচল-নিবাসী পাপাচারনিরত নিষাদগণ ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারই নামানুসারে তাহারা নিষাদ নামে খ্যাত হইয়াছে। এইরূপে বেণের শরীরস্থ সমুদায় পাপ নিষাদরূপে নিষ্ক্রান্ত হইলে, মুনিগণ পুনর্ব্বার তাঁহার দক্ষিণ বাহু মন্থন করিতে প্রবৃত্ত

মেদিনীর মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; এবং স্বকীয় অচিন্তনীয় ক্ষমতাবলে ভূতসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই শক্তিতে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং যথাবৎ স্থানে বিরাজিত থাকিয়া সৃষ্টিপ্রবাহ সংরক্ষণে বিনিযুক্ত। মানব চরণদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমনে সক্ষম; পশুগণ পদচতুষ্টয়ের সহায়তায় ধাবন কুর্দ্দন ও বিচরণে সমর্থ; সরীসৃপগণ স্ব স্ব বক্ষের উপর নির্ভর করিয়া ইচ্ছামত পথে ভ্রমণশীল এবং বিহঙ্গমগণ পক্ষপুট সঞ্চালনে বায়ুমণ্ডলে উড্ডীয়মান। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্ষমতা কেবল সেই সর্ব্ব ক্ষমতার আধার-স্বরূপ শ্রীভগবানের ক্ষমতায় ঘটিয়াছে। এই জগন্মণ্ডলে তিনি অচিন্তনীয়

হইলেন। এই প্রকারে মথিত হইলে সেই দক্ষিণ বাহু হইতে প্রতাপশালী পৃথুর উৎপত্তি হইল। প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্ত-দেহ সেই পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে আকাশ হইতে পিনাক নামক আস্ত্র ধনুঃ, দিব্য শর ও দিব্য কবচ পতিত হইল। জগৎবাসী জীব-মণ্ডলী আনন্দিত হইল এবং তাহাতে বেণেরও স্বর্গলাভ হইল। সেই সৎপুত্র পৃথু জন্মগ্রহণ করায় বেণ নরপতি পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইলেন। অনন্তর পৃথুর রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সমুদ্রগণ ও নদীগণ বিবিধ রত্ন ও তীর্থ-সলিল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সেই স্থানে সমবেত হইয়া পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতামহ পৃথুর হস্তে চক্রাকৃতি রেখা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ-সম্ভূত জানিতে পারিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কারণ যাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তী, তাঁহারা বিষ্ণুর অংশ, এই জন্য তাঁহাদের হস্তে চক্রচিহ্ন থাকে। বেণ-তনয় পৃথু মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে তাঁহার অতুল প্রতাপে দেবলোকেও অপ্রতিহত হইল। সেই মহাতেজস্বী পৃথু ধার্ম্মিকগণ কর্তৃক যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে, যে সকল প্রজা তাঁহার পিতার অধিকারকালে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নবীন ভূপতিতে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিল। প্রজারঞ্জন দ্বারাই তিনি রাজা নাম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সমুদ্রে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে সাগরের জল তাঁহার প্রভাবে স্তম্ভিত হইত, পর্ব্বতগণ তাঁহার গমনপথ প্রদান করিত; অরণ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহার রথধ্বজ ভগ্ন হইত না। পৃথিবী প্রভৃত ফলপ্রসবিনী হইল, চিন্তা মাত্রেই ভক্ষ্য ভোজ্য উপস্থিত হইতে লাগিল, গাভীগণ কামদুঘা হইল, প্রতি পুটকে মধু পাওয়া যাইতে লাগিল। এই পৃথু জন্মিবামাত্র শুভপৈতামহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঐ যজ্ঞে যে স্থানে সোমলতার রস নিষ্পীড়িত হইয়াছিল, তথায় সূতজাতির উৎপত্তি হইল, এবং ঐ সময়েই মাগধ জন্মগ্রহণ করিল। এই সূত ও মাগধ ঋষিগণের আদেশে পৃথুর স্তব গানে নিযুক্ত হইল। সেই সকল স্তুতি শুনিয়া মহারাজ পৃথু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের বর্ণনানুসারে ভবিষ্যতে কার্য্য করিতে সংকল্প করিলেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক সময়ে প্রজাগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মহারাজ পৃথুর নিকট উপস্থিত হইল এবং নিবেদন করিল যে, যে সময় বেণ দেহত্যাগ করেন, তৎকালে রাজ্য অরাজক হওয়াতে, ধান্য যব গোধূমাদি দস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল। পৃথিবীও সমুদয় ওষধী গ্রাস করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে প্রজাগণ অন্নাভাবে বিনষ্ট হইতেছে। এক্ষণে মহারাজই আমাদের বৃত্তিদাতা ও রক্ষক। আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি

ক্ষমতা ও শক্তি বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তির সহিত তাঁহার রাগ বা দ্বেষের কোন কারণ নাই। তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রচারিত। বস্তুবিশেষে তাঁহার বিশেষ অনুরাগের পরিচয় নাই, অথবা বস্তুবিশেষে তাঁহার দ্বেষের কোন পরিচয় নাই। সর্ব্বত্র সেই সমদর্শী পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শক্তিশালী হস্ত সমভাবে বিরাজিত। শ্রীভগবান্ রসাত্মক সোমরূপে পরিণত হইয়া বৃক্ষলতাদির পোষণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রের নামান্তর সোম। চন্দ্র হইতে নিঃসৃত রসবিশেষ দ্বারা বৃক্ষলতাদি সজীব ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ এস্থলে আপনাকে চন্দ্রমণ্ডল নিঃসৃত সেই সোমরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তদ্রূপে আপনাকে উদ্ভিজ্জ সমূহের পোষণকর্ত্তা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠস্থিত বৃক্ষলতাদির ক্রিয়া ও ভাব নিরতিশয় বিস্ময়াবহ। কোন বৃক্ষের ফল অতি সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর, কিন্তু তাহারই পত্র পল্লবাদি অতি কটু ও বিস্বাদ। কোন বৃক্ষের ফল লবণাস্বাদ, কাহারও বা তিক্ত, কাহারও বা উগ্র, কাহারও বা কষায়। সম ক্ষেত্রস্থ সম যত্নে কর্ষিত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ লতাদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার স্বাদ, গুণ, ও ধর্ম্মযুক্ত ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। বৃক্ষলতাদির অবয়ব গত পার্থক্যও অত্যাশ্চর্য্য। অতি বিশাল বৃক্ষের অতি ক্ষুদ্রকায় ফল, আবার

আপনি আমাদিগের রক্ষার উপায়াবধারণ করুন। প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি পৃথু ক্রোধ সহকারে দিব্য পিনাক নামক ধনু ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পৃথিবীর বিনাশার্থ ধাবিত হইলেন। বসুন্ধরা ভীত হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন, পৃথুও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন বসুধা অনন্যোপায় হইয়া পৃথুর শর হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত অনুনয়সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী-বধে যে মহাপাপ হয়, তাহা কি আপনি জানেন না? পৃথু কহিলেন, এক অপরাধীকে বিনাশ করিলে যেখানে বহু লোকের মঙ্গল সাধিত হয়, সে স্থলে সে অপরাধীর বধে পাপ হয় না, বরং পুণ্য সঞ্চয়ই হইয়া থাকে। পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপতে! যদি প্রজা-বর্গের উপকারের নিমিত্তই আমাকে বধ করেন, তাহা হইলে অতঃপর কে আপনার প্রজাবর্গকে ধারণ করিবে? পৃথু কহিলেন, আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া স্বীয় যোগবলে আমার প্রজা-বর্গকে ধারণ করিব। পৃথুর বাক্য শ্রবণে বসুধা অতিশয় ভীতা হইয়া কম্পান্বিত-কলেবরে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! সাধু উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনাকে এক প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, ইচ্ছা হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। নরনাথ! পূর্ব্বের সমুদায় ওষধি আমি জীর্ণ করিয়াছি, কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলে দুগ্ধরূপে সে সমস্ত প্রদান করিতে পারি। হে ধার্ম্মিকোত্তম! আপনি কাহাকেও আমার বৎস কল্পনা করিয়া দিলে সেই বৎসে

হয়তো অতি সামান্য লতিকার ফল অতি বৃহৎ। কোন ফল দেখিতে অতি সুন্দর, কোন ফল অতি কুৎসিত। কোন বৃক্ষের অবয়ব অতি কঠিন, কাহারও বা শরীর সুকোমল। কোন উদ্ভিদের গন্ধ প্রাণ-বিমোহন, কাহারও বা ন্যক্কারজনক। এই বিস্ময়াবহ বিচিত্রতার আলোচনা করিলে হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্ভব হয়। এই কল্পনাতীত অদ্ভুত বিভিন্নতা যিনি সংবিধান করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা যে কি অসীম, তাহা ধারণা করিতে মনুষ্যের সাধ্য নাই। সেই বিশ্বেশ্বর সোমরূপে * অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধরণী-বক্ষে বিরাজিত অসংখ্য প্রকার ওষধি বনস্পতির রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন।

মূলে পৃথিবী অর্থে "গো" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পৃথিবীর আরও কয়েকটী নাম যথা; "ভূ র্ভূমিরচলানন্তা রসা বিশ্বম্ভরা স্থিরা। ধরা ধরিত্রী ধরণী ক্ষৌণিঃ

বৎসলা হইয়া আমি ক্ষীররূপে সমুদায় ওষধিই ক্ষরণ করিব। হে বীর! আমার বক্ষের উপরিভাগ সমতল করুন; তাহা হইলে আমি সেই সমভূমিতে সমানভাবে উত্তম উত্তম ওষধি ও বীজসমূহ প্রদান করিব। পৃথিবীর এবম্বিধ সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া নরপতি পৃথু ধনু কোটি দ্বারা পর্ব্বতসমূহকে উৎসারিত করিলেন। শৈলশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে পৃথিবী সমতল হইল। পূর্ব্বে পৃথিবী অতিশয় উন্নতাবনত ছিল। এজন্য গ্রাম নগরাদির বিশেষ বিভাগ ছিল না, রীতিমত শস্য উৎপন্ন হইত না, কৃষিকার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না, রীতিমত গোরক্ষা হইত না, পথের অভাবে বাণিজ্য হইত না। কিন্তু যদবধি পৃথু সিংহাসনে আরোহণ করেন, তদবধি এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইয়াছে, এবং এই সকলের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পৃথুর প্রযত্নে বসুধার যে যে স্থান সমতল হইতে লাগিল, মহারাজ পৃথু সেই সেই স্থলেই প্রজাবসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে প্রজাগণ কেবল ফল মূল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিত, কিন্তু তাহাও অতিকষ্টে সংগৃহীত হইত। কারণ পূর্ব্বে সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছিল। অনন্তর পৃথিবীনাথ পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তেই পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতকামনায় নানাবিধ শস্য দোহন করিলেন। তাঁহারই দোহনসম্ভূত শস্য দ্বারা অদ্যাপি সকলে জীবন ধারণ করিতেছে। পৃথু এই বসুন্ধরার প্রাণদানহেতু পিতাস্বরূপ হইয়াছিলেন, এই জন্যই ধরণী পৃথিবী নাম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দেবগণ, মুনিগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, পর্ব্বতগণ, গন্ধর্ব্বগণ, উরগগণ, যক্ষগণ, পিতৃগণ ও তরুগণ স্ব স্ব অভিলষিত পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অভিলষিত বস্তু দোহন করিলেন। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব জাতীয় এক এক ব্যক্তিকে বৎস ও দোগ্ধা কল্পনা করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী সমুদয় লোকের মাতা কর্ত্রী ও আধারস্বরূপা, ইনিই সকলের পালনকারিণী। (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১৩শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

* সোম।-প্রাচীন আর্য্যেরা সোমলতা নাম্নী ওষধি বিশেষ হইতে এক অমৃতকল্প অত্যুপাদেয় পানীয় প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা দেবতাদিগকে নিবেদন করিতেন। এই সোমরসকে স্বাস্থ্যপ্রদ, কল্যাণপ্রদ এবং সৌভাগ্যপ্রদ বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন। বেদের নানাস্থানে এই সোমরসের বহুপ্রকার স্তুতি বিন্যস্ত আছে। সোমলতা প্রস্তরে নিষ্পীড়ন করিয়া হস্তদ্বারা

জ্যা কাশ্যপী ক্ষিতিঃ। সর্ব্বংসহা বসুমতী বসুধোর্ব্বী বসুন্ধরা। গোত্রা কুঃ পৃথ্বী ক্ষমচৈব অবনি মেদিনী মহী।" (অমরকোষ)

এই শ্লোক দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, মানবগণ বসুন্ধরার বক্ষে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে বিবিধ হর্ম্ম্য উদ্যান কাননাদি নির্ম্মাণ করিয়া যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে, শ্রীভগবানই তাহার বিধায়ক, তিনিই শক্তিরূপে তত্তাবতকে ধারণ করিয়া না থাকিলে এবং বৃক্ষলতাদির মনোহর শোভা, বিচিত্র বর্ণসংযুক্ত কুসুম ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট ফলপ্রসব-ক্ষমতা না দিলে মনুষ্যেরা তজ্জনিত আনন্দভোগে বঞ্চিত হইত।

মূলে "ওষধি" শব্দের প্রয়োগ আছে। ওষধি বলিলে ফলপাকান্ত বৃক্ষ-সমূহকে বুঝায়। অর্থাৎ ফল পরিপক্ক হইলে যে সকল বৃক্ষ গুল্মাদি শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদিগকেই ওষধি বলে। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। "ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্প ফলোপগাঃ।" জ্যোতির্লতা অর্থাৎ যে সকল লতা রাত্রি-কালে জ্বলিয়া থাকে, অথবা রাত্রিকালে যাহা হইতে দীপ্তি নিঃসৃত হয়, তাহাদের নামও ওষধি। কবীন্দ্র কালীদাস কুমার-সম্ভব কাব্যে লিখিয়াছেন, "জ্বলন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যাং অতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ।"

কিন্তু এস্থলে ওষধি শব্দ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষলতাদি লক্ষিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃদ্গণ এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন॥ ১৩॥

চট্‌কাইলে সোমরস নিঃসৃত হইত, এবং সেই রস ছাঁক্‌নিতে ছাঁকিয়া দুগ্ধাদিসহকারে পান করা উচিত। সোম চন্দ্রেরও নামান্তর। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে হিমকণা সম্পৃক্ত সুশীতল রশ্মি নিঃসৃত হয়, তাহাও সোমনামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই সোমই ওষধি বৃক্ষাদির জীবন-স্বরূপ। বেদেও দৃষ্ট হয় "বনস্পতিং পরমানমধ্বা সমংগ্ধি ধারয়া। সহস্র বল্‌শং হরিতং ভ্রাজ-মানং হিরণ্যয়ং।" (ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ অষ্টক ৯ মণ্ডল ৫ সূক্ত ১০ শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ যথা;—হে পবমান সোম! তুমি স্বীয় মধু দ্বারা হরিৎবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তমান্ শাখাবিশিষ্ট বনস্পতিকে সংযুক্ত অর্থাৎ পোষণ কর।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ১৪॥

অন্বয়।—অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নিঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিত্য (অধিষ্ঠায়) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণাপানবায়ুভ্যাং সংধুক্ষিত) [সন্] চতুর্ব্বিধম্ (ভক্ষ্যভোজ্যচোষ্যলেহ্যাত্মকং) অন্নং পচামি (পক্তিং নয়ামি)॥ ১৪॥

প্রতিশব্দ।—আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয়-করিয়া প্রাণ-অপান-বায়ুর-সহিত-সংযুক্ত [হইয়া] চতুর্ব্বিধ অন্নকে পাক-করি॥ ১৪॥

ব্যাখ্যা।—আমি জঠরাগ্নিরূপে জীবের দেহমধ্যস্থ হইয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর সহযোগে ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহ্যরূপ অন্নকে পাক করিয়া থাকি॥ ১৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অহমিতি। অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোঽগ্নির্ভূত্বা "অয়মগ্নি-বৈশ্বানরোযোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতেবৈর্শ্বানরঃ সন্ প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোমি। অত্র চতুর্ব্বিধং চতুঃপ্রকারম্ অন্নমশনং ভোজ্যঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চচোষ্যঞ্চলেহ্যঞ্চ ভোক্তা বৈশ্বানরোঽগ্নির্ভোজ্যমন্নং সোমস্তদেতদুভয়মগ্নীসোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপো ন ভবতি॥ ১৪॥

আনন্দগিরি।—ভগবতঃ সর্ব্বাত্মত্বে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি অহমেবেত্যহংশব্দেন পরো লক্ষ্যতে, ভূত্বা পচামীতি সম্বন্ধঃ। পরস্যৈব জাঠরাত্মনা স্থিতৌ শ্রুতিং প্রমাণয়তি অয়মিতি। বাহ্যং ভৌমমগ্নিং ব্যাবর্ত্তয়তি যোঽয়মিতি। দেহান্তরারম্ভকতৃতীয়ং ভূতং ব্যবচ্ছিনত্তি যেনেতি। জাঠরাত্মনা পরঃ স্থিতশ্চেত্তস্য দেহাশ্রিতত্বং সিদ্ধমিতি ন পৃথগ্বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য "পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদে"তি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ প্রবিষ্ট ইতি। পরস্য জাঠরাত্মনোঽন্নপাকে সহকারিকারণমাহ প্রাণেতি। সংযুক্তত্বং সংধুক্ষিতত্বম্। অন্নস্য চাতুর্ব্বিধ্যং প্রকটয়তি ভোজ্যমিতি। ভোক্তরি বৈশ্বানরমিতি দৃষ্টির্ভোজ্যে সোমদৃষ্টিরেবং ভোক্তৃভোজ্যরূপং সর্ব্বং জগদগ্নিসোমাত্মনা ভুক্তিকালে ধ্যায়তো ভোক্তুরন্নকৃতো দোষো নেতি প্রাসঙ্গিকং সফলং ধ্যানং দর্শয়তি ভোক্তেতি॥ ১৪॥

রামানুজ।—অহমিতি অহং বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং দেহমাশ্রিত্য তৈর্ভুক্তং ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়াত্মকং চতুর্ব্বিধম্ অন্নং প্রাণাপানব্যক্তিভেদসমাযুক্তঃ পচামি॥ ১৪॥

হনুমান্।—কিঞ্চ বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণশ্চাপানশ্চ প্রাণাপানৌ তাভ্যাং সমাযুক্তঃ সন্ধুক্ষিত চতুর্ব্বিধমশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ম্॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অহমিতি। বৈশ্বানরোজাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্থান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যজ্জিহ্বায়াং নিঃক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং, যত্তু দংষ্ট্রাভির্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধস্য ভেদঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—ভোগ্যানামন্নাদীনাং পাকহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিস্তচ্ছরীরকো ভূত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমুদরমাশ্রিতঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সমাযুক্তশ্চ সন্নহং তৈর্ভুক্তং চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি পাকং নয়ামি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিনা। তথা চাহমেব জাঠরাগ্নিশরীরস্তত্তদুপকারীত্যেবমাহ সূত্রকারঃ "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানা"চ্চেত্যাদিনা। অন্নস্য চাতুর্ব্বিধ্যং চ ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যঞ্চেতি ভেদাৎ। দন্তচ্ছেদ্যং চণকাপূপাদি ভক্ষ্যম্ চর্ব্যমিতি চোচ্যতে। মোদকৌদনসূপাদি ভোজ্যম্। পায়সগুড়মধ্বাদি লেহ্যম্। পক্বাম্রেক্ষুদণ্ডাদি চোষ্যম্। সোমবৈশ্বানরয়োঃ স্বাভেদেনোক্তিঃ স্বব্যাপ্যত্বাদিতি বোধ্যম্॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ অহমীশ্বর এব বৈশ্বানরোজাঠরোঽগ্নির্ভূত্বা "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ সন্ প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমাশ্রিতঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সংযুক্তঃ সংধুক্ষিতঃ সন্ পচামি পক্তিং নয়ামি। প্রাণিভির্ভুক্তম্ অন্নং চতুর্ব্বিধং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতেঽপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং চর্ব্যমিতি চোচ্যতে, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া-বিলোড্য নিগীর্য্যতে সূপৌদনাদি তদ্ভোজ্যং যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন নিগীর্য্যতে কিঞ্চ দ্রবীভূতগুড়রসালশিখরিণ্যাদি তল্লেহ্যং, যত্তু দন্তৈর্নিষ্পীড্য রসাংশং নিগীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে যথেক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যম্, ইতি ভেদঃ। ভোক্তা যঃ সোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যদ্ভোজ্যমন্নং স সোমস্তদেতদুভয়মগ্নীসোমৌ সর্ব্বমিতি ধ্যায়তোঽন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—অহং বৈশ্বানরসংজ্ঞ উদরস্থোঽগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহম্ আশ্রিতঃ সন্ প্রাণাপানাভ্যাং বায়ুভ্যাং সমাযুক্তঃ সমুদ্দীপিতশ্চতুর্ব্বিধমন্নমদনীয়ং ভক্ষ্যং দন্তব্যাপারাপেক্ষম-পূপাদি ভোজ্যং তদনপেক্ষং পায়সাদি লেহ্যং গুড়শর্করাদি চোষ্যং নিশ্চোষ্য ত্যজ্যমানম্ ইক্ষুদণ্ডাদি এতেন সর্ব্বত্র সর্ব্বা শক্তির্যা দৃশ্যতে সা মদীয়ৈবেতি ভাবঃ, তদেবং ভোক্তা বৈশ্বানরোঽগ্নির্ভোজ্যমন্নং সোমস্তদেবমুভয়মগ্নীসোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ চতুর্ব্বিধং

ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং। ভক্ষ্যং দন্তচ্ছেদ্যং পৃষ্টচনকাদি। ভোজ্যম্ ওদনাদি। লেহ্যং গুড়াদি। চোষ্যং ইক্ষুদণ্ডাদি॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ অতঃপর ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, জীব দেহে, তিনিই ভোক্তারূপে অবস্থিত হইয়া ভোজ্যরূপ আপনাকেই আপনি জীর্ণ করিয়া থাকেন। জীবের উদরে যে ধর্ম্মে ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হয়, সর্ব্ব সাধারণেই তাহাকে অগ্নি বলিয়া জানেন। ভোজন-প্রবৃত্তির অপচয় বা ব্যাঘাত হইলে লোকে তাহা অগ্নিমান্দ্য রোগ বলিয়া উল্লেখ করে এবং চিকিৎসকেরা তন্নিবারণের নিমিত্ত অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে অগ্নি জীবের জঠর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়ার উৎপাদন করেন, তাঁহার নাম বৈশ্বানর। শরীরের পঞ্চস্থানে পঞ্চ প্রকার বায়ুর অবস্থান আছে। যথা প্রাগ্ গমনশীল প্রাণবায়ু নাসাগ্রে অবস্থিত, অধোগামী অপান বায়ু পায়ু প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত, ব্যান বায়ু সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত, ঊর্দ্ধগামী উদান বায়ু কণ্ঠদেশে বর্ত্তমান, এবং ভুক্ত অন্নাদির পরিপাককারী সমান বায়ু সর্ব্বশরীরগত। উল্লিখিত বায়ু পঞ্চকের মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া বৈশ্বানর নামাভিধেয় জঠরাগ্নি ভুক্ত দ্রব্যের পচনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বায়ুদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া বৈশ্বানর ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহ্য এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করেন। যে পদার্থ দন্তদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া অর্থাৎ চর্ব্বণ করিয়া উদরস্থ করিতে হয় তাহার নাম ভক্ষ্য; যথা অন্নব্যঞ্জনাদি; যে পদার্থ জিহ্বা দ্বারা বিলোড়ন করিয়া উদরস্থ করা হয় তাহারই নাম ভোজ্য, যথা পায়সাদি; যে সকল পদার্থ লেহন অর্থাৎ জিহ্বাদ্বারা রসগ্রহণ পূর্ব্বক উদরস্থ করিতে হয় তাহাই লেহ্য, যথা মধু প্রভৃতি; যে সকল পদার্থ দন্তদ্বারা পেষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রস উদরস্থ করিতে হয় এবং অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাই চোষ্য, যথা ইক্ষু দণ্ডাদি। ইত্যাকার চতুর্ব্বিধ খাদ্য জীবের দৈহিক পোষণ ও পরিবর্দ্ধনের সহায়। খাদ্য ব্যতীত জীবের প্রাণ দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে সক্ষম হয় না। বুঝিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে, সোমরূপে শ্রীভগবানই জীবের খাদ্যাকারে রূপান্তরিত হন। অতএব তিনিই বৈশ্বানর রূপে সোমরূপ খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া জীবের দেহরক্ষা করেন।

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি আপনিই বিশেষ আকারে আপনাকেই ভোজন করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতে তৎসম্বন্ধে অন্ন-দোষ আরোপিত হইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, "অয়মগ্নি বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে।" ইহার ভাবার্থ যথা; এই বৈশ্বানর নামা অগ্নি পুরুষের অন্তরে অবস্থিত এবং তাঁহা দ্বারাই অন্ন জীর্ণ হইয়া থাকে।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ "শব্দাদিভ্যো ঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে।" (বেদান্ত দর্শন ১ম অধ্যায় ২য় পাদ ৫ম সূত্র) এই সূত্রের একাংশ উদ্ধৃত করিয়া মূলের ভাব সমর্থন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

——(ঃ*ঃ)——

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—অহং সর্ব্বস্য হৃদি (বুদ্ধৌ) সন্নিবিষ্টঃ (অধিষ্ঠিতঃ) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) স্মৃতিঃ জ্ঞানম্ অপোহনং (স্মৃতিজ্ঞাননাশং) চ [ভবতি] সর্ব্বৈঃ বৈদৈঃ চ অহম্ এব বেদ্যঃ (জ্ঞেয়ঃ) অহম্ এব বেদান্তকৃৎ (বেদান্তসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ) বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ) চ ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, আমা-হইতে স্মৃতি জ্ঞান এবং স্মৃতি-জ্ঞান-নাশ [হয়] সকল বেদের-দ্বারা আমিই জ্ঞেয়, আমিই বেদান্তকৃৎ, এবং বেদজ্ঞ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি সকলের হৃদয় প্রদেশে অবস্থিত অতএব আমা হইতেই স্মৃতি ও জ্ঞানের বিকাশ এবং এতদুভয়ের অপগম হইয়া থাকে; আমিই সকল বেদের প্রতিপাদ্য, আমিই বেদান্তসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং আমিই বেদতত্ত্বজ্ঞ ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ সর্ব্বেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টো-ঽতোমত্তঃ আত্মনঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্মৃতির্জ্ঞানম্ তদপোহনঞ্চ যেষাং পুণ্যকর্ম্মিণাম্ পুণ্যকর্ম্মানু-রোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতস্তথা পাপকর্ম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনঞ্চ অপায়নমপ-গমনঞ্চ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যোবেদিতব্যঃ বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ বেদবিদ্বেদার্থবিদেব চাহম্॥ ১৫॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ সর্ব্বাত্মত্বেন সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বমীশ্বরস্যেত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রাণিজাতং ব্রহ্মাদিপুত্তিকান্তমাত্মতয়া বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টত্বং তদ্‌গুণদোষাণামশেষেণ দ্রষ্টৃত্বমতো বুদ্ধিমধ্যস্থগুণদোষদ্রষ্টৃত্বাদিতি যাবৎ। মত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষাজ্জগদ্‌যন্ত্রসূত্রধারাদিত্যর্থঃ। প্রাণিনাং স্মৃতিজ্ঞানয়োস্তদপায়স্য চ ভগবদধীনত্বে ভগবতো বৈষম্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যেষামিতি। স্মৃতি-র্জন্মান্তরাদাবনুভূতস্য পরামর্শঃ দেশকালস্বভাববিপ্রকৃষ্টস্যাপি জ্ঞানমনুভবঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং বিচিত্রং কার্য্যং কুর্ব্বতো নেশ্বরস্য বৈষম্যমিতি ভাবঃ। বেদবেদ্যং পরং ব্রহ্ম ভগবতোঽন্যদিতি শঙ্কাং বারয়তি বেদৈরিতি। বেদাত্মনাং পৌরুষেয়ত্বং পরিহরতি বেদেতি। তদর্থসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকত্বার্থং তদর্থ-যাথাতথ্যজ্ঞানবত্ত্বমাহ বেদার্থেতি॥ ১৫॥

রামানুজ।—অত্র পরমপুরুষবিভূতিভূতৌ সোমবৈশ্বানরৌ অহং সোমো ভূত্বা বৈশ্বা-নরো ভূত্বেতি তৎসামানাধিকরণ্যেন নির্দ্দিষ্টৌ তয়োশ্চ সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য চ পরমপুরুষসামানা-ধিকরণ্যনির্দ্দেশে হেতুমাহ সর্ব্বস্যেতি। তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়োঃ সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য চ সকলপ্রবৃত্তি(নিবৃত্তি)মূলজ্ঞানোদয়দেশে হৃদি সর্ব্বং মৎসংকল্পেন নিযচ্ছন্ অহমাত্মতয়া সন্নিবিষ্টঃ। তথাহুঃ শ্রুতয়ঃ "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-ঽন্তরো যময়তি। পদ্মকোশপ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্। অথযদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম।" স্মৃতয়শ্চ "শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো জগন্ময়ঃ। প্রশাসিতারং সর্ব্বেষা-মণীয়াংসমণীয়সাং॥ যমো বৈবস্বতো রাজা যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।" ইত্যাদ্যাঃ। অতো মত্তঃ সর্ব্বেষাং স্মৃতির্জায়তে স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতবিষয়ানুভব সংস্কারমাত্রজং জ্ঞানম্ ইন্দ্রিয়লিঙ্গা-গমযোগজো বস্তুনিশ্চয়ঃ সোঽপি মত্তঃ অপোহন জ্ঞাননিবৃত্তিঃ "অপোহনমূহনং বা উহনং উহ বা বচ্" ইতি স্মৃতেঃ উহো নাম ইদং প্রমাণমিত্থং প্রবর্ত্তিতুমর্হমীতি প্রমাণঃ প্রবৃত্ত্যার্হতাবিষয়ং-সামগ্র্যাদিনিরূপণজন্যং প্রমাণানুগ্রাহকং জ্ঞানম্। উহোনাম বিতর্কঃ। সচ মত্ত এব বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ। অতোঽগ্নির্বায়ু-সূর্য্যসোমেন্দ্রাদীনাং মদন্তর্যামিকত্বেন মদাত্মকত্বাত্তৎ-প্রতিপাদনপরৈরপি সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরহমেব বেদ্যঃ দেবমনুষ্যাদিশব্দৈর্জীবাত্মৈব বেদান্তকৃৎ বেদানা-"মিন্দ্রং যজেত বরুণম্ যজেতে"ত্যেবমাদীনামন্তঃ ফলং ফলে হি তে সর্ব্বে বেদাঃ পর্য্যবস্যন্তি অন্তকৃৎফলকৃৎ বেদোদিতফলস্য প্রদাতা চাহমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং পূর্ব্বমেব "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতী" ত্যারভ্য "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ইতি চ। বেদবিদেব চাহং বেদবিচ্চাহমেব এবং মদভিধায়িনং বেদম্ অহমেব বেদ ইতোঽন্যথা যো বেদার্থং ব্রূতে ন সবেদবিদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৫॥

হনুমান।—কিং বিশিষ্টোঽভিধীয়তে? সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সান্নিবিষ্টো অপোহনং হেয়বুদ্ধিস্তস্যোপলক্ষণার্থত্বেনোপাদেয়বুদ্ধিশ্চ। বেদান্তকৃৎনিশ্চয়কৃৎ তথাচ শ্রুতিঃ। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" ইতি প্রহিণোতি দদাত্যুপদিশতীত্যর্থঃ। বেদং বেত্তীতি বেদবিৎ বেদার্থবিদিত্যর্থঃ। তস্মাদহং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধঃ॥ ১৫॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্, অতশ্চ মত্তএব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি, জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায় প্রবর্ত্তকঃ কোজ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব॥ ১৫॥

বলদেব।—প্রাণিনাং জ্ঞানাজ্ঞানহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ সর্ব্বস্য চেতি। তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়োঃ সর্ব্বস্য চ প্রাণিবৃন্দস্য হৃদি নিখিলপ্রবৃত্তিহেতুজ্ঞানোদয়দেহেঽহমেব নিয়ামকত্বেন সন্নিবিষ্টঃ অন্তপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিত্যাদিশ্রবণাৎ। অতো মত্ত এব সর্ব্বস্য স্মৃতিঃ পূর্ব্বানুভূতবস্তুবিষয়ানুসন্ধিজ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যং জায়তে। তয়োরপোহনং প্রমোষশ্চ মত্তো ভবতি। এবমুক্তম্ উদ্ধবেন। "ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তত্র [স্তেঽত্র] শক্তিত ইতি। এবং সাংসারিকভোগসাধনতাং স্বস্যোক্ত্বা মোক্ষসাধনতামাহ বেদৈশ্চেতি। সর্ব্বৈর্নিখিলৈর্বেদৈরহমেব সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণো বেদ্যঃ "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়ত" ইতি শ্রুতেঃ। তত্র কর্ম্মকাণ্ডেন পরম্পরয়া জ্ঞানকাণ্ডেন তু সাক্ষাদিতি বোধ্যম্। কথমেবং প্রত্যেতব্যমিতি চেত্তত্রাহ বেদান্তকৃদহমেবেতি। বেদানামন্তোঽর্থনির্ণয়স্তৎকৃদহমেব বাদরায়ণাত্মনা। এবমাহ সূত্রকারঃ "তত্তু সমন্বয়াদি"ত্যাদিভিঃ। নন্বন্যে বেদার্থমন্যথা ব্যাচক্ষ্যতে তত্রাহ বেদবিদেব চাহমিতি। অহমেব বেদবিদিতি। বাদরায়ণঃ সন্ যমর্থমহং নিরণৈষং স এব বেদার্থস্ততোঽন্যথা তু ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইতি। তথাচ মোক্ষপ্রদস্য সর্ব্বেশ্বরতত্ত্বস্য বেদৈরবোধনাদহমেব মোক্ষসাধনমিতি॥ ১৫॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ সর্ব্বস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সংনিবিষ্টঃ "স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইতি" শ্রুতেঃ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি চ, অতোমত্ত আত্মন এব হেতোঃ প্রাণিজাতস্য যথানুরূপং স্মৃতিঃ এতজ্জন্মনি পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়াবৃত্তির্যোগিনাং চ জন্মান্তরানুভূতার্থবিষয়োঽপি, তথা মত্ত এব জ্ঞানং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি যোগিনাং চ দেশকালবিপ্রকৃষ্টবিষয়মপি এবং কামক্রোধশোকাদিব্যাকুলচেতসাম্ অপোহনং [illegible] জ্ঞানয়োরপায়শ্চ মত্তএব ভবতি, এবং স্বস্য জীবরূপতামুক্ত্বা ব্রহ্মরূপতামাহ। বেদৈশ্চ [illegible]দিদেবতাপ্রকাশকৈরপি অহমেব বেদ্যঃ সর্ব্বাত্মত্বাৎ "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো [illegible] স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রাবহুধাবদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ "এষ উহোব সর্ব্বে দেবা" ইতি চ শ্রুতেঃ, বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসংপ্রদায়প্রবর্ত্তকো বেদব্যাসাদিরূপেণ ন কেবলমেতাবদেব বেদবিদেব চাহং কর্ম্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডাত্মকমন্ত্রব্রাহ্মণরূপসর্ব্ববেদার্থবিচ্চাহমেব অতঃ সাধূক্তং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদি॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্যাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট আত্মেত্যর্থঃ, অতোমত্ত আত্মনস্তেষাং স্মৃতিঃ জ্ঞানঞ্চ পুণ্যবতাং, পাপিনান্ত তয়োরপোহনং বিস্মরণমজ্ঞানঞ্চ ভবতি তথা সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডাত্মকৈরহমেব পরমাত্মা বেদ্যো বেদান্তকৃৎ বেদান্তোক্তবিদ্যাসম্প্রদায়কৃৎ বেদবিৎ বেদার্থবিচ্চাহমেব এতেন বেদান্তবিদ্বেদবিচ্চ স্ববিভূতিরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ।—যথৈব জঠরে জঠরাগ্নিরহং তথৈব সর্ব্বস্য চরাচরস্য হৃদি সংনিবিষ্টো বুদ্ধি-তত্ত্বরূপোঽহমেব যতঃ মত্তোবুদ্ধি-তত্ত্বাদেব পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়ানুস্মৃতির্ভবতি তথা বিষয়েন্দ্রিয়-যোগজং জ্ঞানঞ্চ অপোহনং স্মৃতিজ্ঞানয়োরপগমশ্চ ভবতীতি। জীবস্য বন্ধাবস্থায়াং স্বসোপকারত্ব-মুক্ত্বা মোক্ষাবস্থায়াং যৎপ্রাপ্যং তত্রাপ্যুপকারকত্বমাহ বেদৈরিতি বেদব্যাসদ্বারা বেদান্তকৃদহমেব যতো বেদবিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞোঽহমেব মত্তোঽন্যোবেদার্থং নজানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে স্বকীয় বিভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিতেছিলেন; সেই সূত্রাবলম্বনে অধুনা স্বকীয় তত্ত্ব অন্য প্রকারে স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আমি সকলের হৃদয় প্রদেশে সন্নিবিষ্ট। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই চরাচরের যাবতীয় পদার্থের অন্তর প্রদেশে অন্তর্যামীরূপে অথবা প্রাণরূপে অথবা জীবরূপে অথবা চৈতন্যরূপে আমিই অধিষ্ঠিত আছি। লোকে বুঝিতে পারুক বা না পারুক, অজ্ঞানের প্রভাবে জীবগণ তাহা অনুভব করুক বা না করুক, অচেতনবর্গ জড়ধর্ম্মের, চিৎশক্তির অভাবে উপলব্ধি করিতে পারুক বা না পারুক, শ্রীভগবান্ সর্ব্বঘটে সর্ব্বাধারে নিয়ত বিরাজিত। এই ভগবদ্রূপ সৎপদার্থ সকলের হৃদয় প্রদেশে সন্নিবিষ্ট আছেন বলিয়াই জীবের স্মৃতিশক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। যিনি স্বয়ং জ্ঞানরূপ, তাঁহারই সম্মিলন হেতু মনুষ্য পূর্ব্বকৃত পূর্ব্বদৃষ্ট পূর্ব্বালোচিত বিষয়ের স্মরণ করিতে সক্ষম হয়। সাধনার পরিপাক হইলে, যোগমার্গে বিচরণশীল হইলে, এই স্মরণ শক্তি উত্তরোত্তর অতি প্রবলা হইয়া থাকে। মানবের মধ্যে যে ব্যক্তির মেধা অন্যের অপেক্ষা অধিক, সে সাধারণের অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। ঘর্ষণ দ্বারা এই স্মরণ শক্তি সংবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যোগবলে বলীয়ান্ হইলে এই স্মরণশক্তি অতীতের যবনিকা অন্তরিত করিয়া সুদূর পশ্চাদ্বর্ত্তী ঘটনাও স্মরণ ও চিন্তন করিতে পারে। যোগে সিদ্ধি লাভ করিলে ইহজন্মের ঘটনাপুঞ্জ স্মরণ করিয়াই সাধককে নিবৃত্ত হইতে হয় না; তিনি জননী-জঠর-নিবাসরূপ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া জন্মান্তরের ঘটনাও স্মরণ করিতে পারেন। হৃদয়-সন্নিবিষ্ট সর্ব্বসাধনক্ষম

শ্রীনিবাসের সাহায্যেই মনুষ্যের এবংবিধ স্মৃতিশক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। অপিচ তাঁহারই অধিষ্ঠান হেতু মানবের জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয়। হিতাহিত বিষয় নির্ব্বাচন পুরঃসর কর্ত্তব্যানুসরণ প্রবৃত্তি এবং ক্রমশঃ জ্ঞানের আতিশয্যে সর্ব্বজ্ঞানের উৎসস্বরূপ জ্ঞানময় নারায়ণের অনুসন্ধানাসক্তি সেই ভগবান্ হইতেই সংসিদ্ধ হয়। জ্ঞানরূপ পরমেশ্বর হৃদয়ে বিরাজিত আছেন বলিয়াই মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞানের প্রবাহ প্রবহমান হয়, এবং সাধনা বলে সেই জ্ঞানেচ্ছা পরিপক্ক হইয়া পরম জ্ঞান আনয়ন করে। আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অপোহন অর্থাৎ নাশও সেই ভগবান্ হইতেই সংঘটিত হয়। মানব যদি সৎসঙ্গ গ্রহণ না করে, সদুপদেশের অনুবর্ত্তী না হইয়া প্রকৃষ্ট পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, সদ্গুরুর পরামর্শে স্বকীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার উল্লিখিত রূপ স্মৃতি বা জ্ঞান সংবর্দ্ধিত না হইয়া উত্তরোত্তর অপচিত হইতে থাকে। সাংসারিক বিবিধ আসক্তি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, নানারূপ প্রলোভন তাহাকে দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করে, এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপু নিচয় তাহাকে অধীন ও অবসন্ন করিয়া রাখে। এইরূপে তাহার স্মৃতি ও জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হইয়া উত্তরোত্তর তত্তাবৎ নিস্প্রভ ও হীনতেজ হইয়া পড়ে, এবং কালক্রমে সকলই ধ্বংস হইয়া যায়। ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদনিচয়ে (৩২০। ১৩২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) যে পরম দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন, ইন্দ্র, অদিতি, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার (১৭১৬।১৮৮৮।১৯৬৪ পৃঃ টীঃ দ্রষ্টব্য) সোম প্রভৃতি দেবতার স্তুতি ব্যপদেশে যে পরম দেবতার তত্ত্ব বিনির্ণয় করিয়াছেন তিনিই শ্রীভগবান্। সেই ভগবানই বেদবেদ্য অর্থাৎ বেদ সমূহেরও জ্ঞাতব্য পদার্থ। কেবল যে তিনি বেদবেদ্য তাহা নহেন, সেই ভগবানই বেদান্তকৃৎ। বেদব্যাসাদি ঋষিগণ (১৮১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও শ্রীভগবান তাঁহাদিগের অন্তর প্রদেশে স্বয়ং প্রবিষ্ট থাকিয়া জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সেই পরম শাস্ত্রের প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে বেদান্তশাস্ত্র জগতের প্রতিপাদনের প্রধান উপায়স্বরূপ, শ্রীভগবানই স্বয়ং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হইলেও বস্তুতঃ তাহার মূল কারণ। অপিচ তিনিই বেদার্থবিৎ।

কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডাত্মক ছন্দ ও গীতিময় বেদ সমূহের প্রকৃত মর্ম্ম শ্রীভগবানই সম্যক্‌রূপে অবগত। যাঁহার নিশ্বাসে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, প্রলয়ান্তেও বেদ সমূহ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন বেদের প্রকৃষ্ট রহস্য আর কে জানিবেন।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং" (১৪শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) এক্ষণে তাঁহার সেই উক্তি সুন্দররূপে সমর্থিত হইতেছে। কারণ যে ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাই ভগবানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং সেই বেদতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীভগবানই সম্পূর্ণরূপ অভিজ্ঞ।

এতদুপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় নিম্নলিখিত শ্রৌতবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" অর্থাৎ তিনিই এই বুদ্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনিই আত্মরূপে জীবের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ সসুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (মন্ত্রবর্ণ) ইহার ভাবার্থ যথা তিনি এক হইলেও বিপ্রগণ তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গরুড় (১৪১৬ পৃষ্ঠার টীঃ দ্রঃ) যম, বায়ু ইত্যাদি রূপে বেদসমূহে স্তুতি করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ আপনাকেই সোম এবং বৈশ্বানররূপে উল্লেখ করিয়াছেন (১৩। ১৪ শ্লোক)। সেই সোমবৈশ্বানর উপলক্ষে যাবতীয় ভূতজাতের সহিত শ্রীভগবান্ স্বকীয় সামানাধিকরণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। সকল ভূতের হৃদয়ই তাহাদিগের প্রবৃত্তিমূলক জ্ঞানের নিকেতন স্বরূপ। শ্রীভগবান্ ভূত সমূহের সেই হৃদয় প্রদেশে স্বকীয় সংকল্প দ্বারা নিয়মন করতঃ তাহাতে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছেন। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং।" ইহার ভাবার্থ এই যে, আত্মা জীববর্গের অন্তর প্রদেশে শাসকরূপে অধস্থিত। (২২৫৬ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নাত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যময়তি।" অর্থাৎ যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীকে এবং আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অন্তরকে নিয়মিত করেন। "পদ্মকোশ প্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখং।" ইহার ভাবার্থ

এই যে, অধোমুখ কমলসদৃশ হৃদয় প্রদেশে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত। "অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম।" (এই শ্রুতির বিস্তারিত আলোচনা ১৫৫৮ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। অতঃপর আচার্য্য মহোদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় লিঙ্গাদির দ্বারা যে বস্তু নিশ্চয় হয়, তাহার নাম জ্ঞান। মূলস্থিত অপোহন শব্দের অর্থ জ্ঞান-নিবৃত্তি। অপ এবং উহ, এই পদদ্বয় সন্ধিদ্বারা মিলিত হইয়া অপোহ বা অপোহন শব্দে পরিণত হইয়াছে। অপ শব্দের অর্থ বিপরীত বা বিরুদ্ধ এবং উহ শব্দের অর্থ তর্ক বিতর্ক; অতএব সম্পূর্ণ পদের অর্থ বিপরীত তর্ক অর্থাৎ সত্য-জ্ঞানের নাশ। বেদে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, সোম, ইন্দ্রাদি যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে, শ্রীভগবানই তত্তাবতের অন্তর্যামী ও প্রতিপাদক এবং সেই সেই দেবতার নিকট যজমান মনুষ্যেরা যে যে বিশেষ ফলের কামনা করে, শ্রীভগবানই তৎফল সমূহের প্রদাতা। এই জন্যই এ স্থলে তিনি আপনাকে 'বেদান্তকৃৎ' অর্থাৎ বেদবিহিত ফল বিধায়করূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (এ স্থলে আচার্য্য মহোদয় মূলস্থ 'বেদান্তকৃৎ' পদের যে স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে আলোচ্য) এই ভাবের বাক্য শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তদ্‌যথা; "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।" (৭ম অধ্যায় ২১শ শ্লোক) "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।" (৭ম অধ্যায় ২২শ শ্লোক) "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা" (৯ম অধ্যায় ২৪শ শ্লোক প্রভৃতি। শ্রীভগবানই বেদবিৎ। বেদশাস্ত্রসমূহ তাঁহারই প্রতিপাদক এবং তিনি স্বয়ং বেদস্বরূপ। যদি কেহ ইহা হইতে বেদের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তিনি কখনই বেদবিৎরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকোপলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী বচ-নাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভক্তোত্তম উদ্ধব * প্রকৃতি পুরুষের বিহিত

* উদ্ধব।—বৃষ্ণিবংশসম্ভূত মহাত্মা বিশেষ। ইনি একান্ত কৃষ্ণভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা কালে উদ্ধব বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি নানা স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রশ্নদ্বারা জ্ঞানের সারস্বরূপ উপদেশরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অন্তভাগে উদ্ধব নিয়ত ভগবানের সঙ্গী ছিলেন। কুরুবংশ ধ্বংস হইলে ভক্তোত্তম বিদুর শোকাকুলিত হৃদয়ে বল্কলাজিন ধারণ পূর্ব্বক নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহসা যমুনা তীরে উদ্ধবের সহিত সম্মিলিত হন। বিবিধ জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বোপদেশপূর্ণ বাক্যদ্বারা বিজ্ঞোত্তম উদ্ধব ব্যথিত হৃদয়

তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন যে, "ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ। ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ নচাপরঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২২শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; হে ভগবন্! আপনার মায়া শক্তি প্রভাবেঃ জীবের জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই শক্তি দ্বারাই জ্ঞানের নাশ হয়; অতএব আপনিই আপনার মায়ার গতি জানেন; অন্যের তাহা জানিবার শক্তি নাই।

অতঃপর বিদ্যাভূষণ মহাশয় মূলস্থিত বেদান্তকৃৎ বাক্যের সমর্থক স্বরূপে বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত "তত্তু সমন্বয়াৎ" (বেদান্ত দর্শন ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ৪ সূত্র) এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার মহোদয় উপসংহারে ইহাও বলিয়াছেন যে বাদরায়ণ বেদব্যাস রূপে বেদপ্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের যে তত্ত্ব তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধ অন্যান্য যাবতীয় ব্যাখ্যা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত॥ ১৫॥

বিদুরকে শান্ত করিয়াছিলেন। মহাত্মা শুকদেব উদ্ধবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "স বাসুদেবানুচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং প্রতীতং। আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং স্বানামপৃচ্ছদ্ ভবগৎ প্রজানাং॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ১ম অধ্যায় ২৫ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ, বাসুদেবের অনুচর, প্রশান্তচিত্ত, বৃহস্পতির প্রিয় শিষ্যরূপে খ্যাত ভক্তোত্তম উদ্ধবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদুর সপরিজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে উদ্ধবের সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় যাচিতঃ। তন্নৈচ্ছদ্রচয়ন যস্য সপর্য্যাং বাললীলয়া॥ স কথং সেবয়া তস্য কালেন জরসং গতঃ। পৃষ্টো বার্ত্তাং প্রতিব্রুয়াদ্ভর্ত্তুঃ পাদাবনুস্মরন্॥" (ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২। ৩ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে; পঞ্চ বৎসর বয়স্ক উদ্ধব বাল্য ক্রীড়াকালে ক্রীড়া পুত্তলীকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তৎকালে তাঁহার মাতা ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান করিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এইরূপে ভগবানেরই সেবা দ্বারা তিনি কাল হরণ করিয়া এই বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি সেই চিরারাধ্য প্রভুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় স্মরণ করিয়া কোনরূপ উত্তর প্রদানে সক্ষম হইলেন না। কারণ তৎকালে ভগবান্ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬॥

অন্বয়।—ক্ষরঃ (বিনাশশীলঃ) অক্ষরঃ (অবিনাশী) চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে (জগতি) [প্রসিদ্ধৌ] সর্ব্বাণি ভূতানি (চরাচরাণি) ক্ষরঃ কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে (কথ্যতে)॥ ১৬॥

প্রতিশব্দ।—ক্ষর এবং অক্ষর দুই-ই এই পুরুষ জগতে [প্রসিদ্ধ]; সকল চরাচর ক্ষর, কূটস্থ অক্ষর রূপে কথিত-হন॥ ১৬॥

ব্যখ্যা।—জগতে ক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীল, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী এই দুই পুরুষই প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে চরাচর ভূতবর্গ ক্ষর এবং কূটস্থ অক্ষর রূপে কথিত হইয়া থাকেন॥ ১৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—ভগবত ঈশ্বরস্য নারায়ণাখ্যস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তোবিশিষ্টোপাধিকৃতঃ যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদিনা, অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরুপাধিকস্য কেবলস্যস্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়োত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে, তত্র সর্ব্বমেবাতীতানাগতানন্তরাধ্যায়ার্থজাতং ত্রিধা রাশীকৃত্যাহ দ্বাবিমাবিতি। দ্বৌ ইমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষৌ ইত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে ক্ষরশ্চ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশ্যেকোরাশিরপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্বিপরীতো ভগবতোমায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেকসংসারিজন্তুকামকর্ম্মাদিসংস্কারাশ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে, কো তৌ পুরুষাবিত্যাহ স্বয়মেব ভগবান্ ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ কূটস্থঃ কূটোরাশিরিব স্থিতঃ অথবা কূটোমায়াবঞ্চনা জিহ্মতাকুটীলতা ইতি পর্য্যায়াঃ অনেকমায়াবঞ্চনাদি প্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ সংসারবীজানন্ত্যান্ন ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকানাং তাৎপর্য্যং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি ভগবত ইতি। বিশিষ্টোপাধিরাদিত্যাদিঃ। সংপ্রত্যধ্যায়সমাপ্তেরুত্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ অথেতি। ন কেবলং নিরুপাধিকাত্মস্বরূপং নির্দ্ধারণায়োত্তরগ্রন্থঃ কিন্তু সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্য অর্থনির্ণয়ার্থমিত্যাহ তত্রেতি। ক্ষরাক্ষরোপাধিভ্যাং পরমাত্মনাচ রাশিত্রয়যুক্তেন সর্ব্বাত্মত্বেনাশুদ্ধ্যাদিদোষপ্রযুক্তা-পুরুষং দ্বাবিমৌ ইতি। পুরুষোপাধিত্বাৎ পুরুষত্বং ন সাক্ষাদিতি বিবক্ষিত্বাহ পুরুষাবিতি। পরং পুরুষং ব্যাবর্ত্তয়তি ভগবত ইতি। তত্র কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি ক্ষরাখ্যস্যেতি। মায়া-শক্তিং বিনা ভোক্তৄণাং কর্ম্মাদিসংস্কারাদেবোক্তকার্য্যোৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তস্য নিমিত্তত্বেঽপি মায়াশক্তিরুপাদানমিতি মত্বাহ অনেকেতি। কামকর্ম্মাদীত্যাদিশব্দেন জ্ঞানং গৃহ্যতে। প্রকৃতিং পুরুষং চৈবেতি প্রকৃতয়োরিহ গ্রহণমিতি শঙ্কামাকাংক্ষাদ্বারা নিবারয়তি কৌ তাবিতি।

কূটশব্দার্থমুক্ত্বা তেন স্থিতস্য কূটস্থেতি সংপিণ্ডিতমর্থমাহ অনেকেতি। তস্য কথমক্ষরত্বং বিনা ব্রহ্মজ্ঞানমনাশাদিত্যাহ সংসারেতি॥ ১৬॥

রামানুজ।—অতো মত্তএব সর্ব্ববেদানাং সারমর্থং শৃণু দ্বাবিমাবিতি। ক্ষরশ্চাক্ষর এব চেতি দ্বাবিমৌ লোকে পুরুষৌ প্রথিতৌ। তত্র ক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পুরুষো জীবশব্দাভিলপনীয় ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত ক্ষরণস্বভাবাচিৎসংসৃষ্টসর্ব্বভূতানি অত্রাচিৎসঙ্গরূপৈকোপাধিনা পুরুষইত্যেকত্ব-নির্দ্দেশঃ। অক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টঃ কূটস্থঃ অচিৎসংসর্গবিযুক্তঃ স্বেন রূপেণাবস্থিতো মুক্তাত্মা সত্ত্বচিৎসংসর্গাভাবাৎ অচিৎপরিণামবিশেষ ব্রহ্মাদিদেহসাধারণো ন ভবতীতি কূটস্থ ইত্যুচ্যতে। অত্রাপ্যেকত্বনির্দ্দেশো২চিদ্বিয়োগরূপৈকোপাধিনাভিহিতঃ পূর্ব্বমনাদৌ কালে মুক্ত একএব। যথোক্তং, "বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চেতি"॥ ১৬॥

হনুমান্।—কিঞ্চান্তৎ ক্ষর একোঽক্ষর স্তত্র ক্ষরং দর্শয়তি। ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণিনঃ অক্ষরঃ পুরুষঃ কূটস্থঃ অচলঃ অব্যাকৃতাত্মা সোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

শ্রীধর।—ইদানীং তদ্ধাম পরমং মমেতি যদুক্তং তদ্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তৎ দর্শয়তি দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ তত্র ক্ষরঃ পুরুষোনাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। কূটোরাশিঃ শিলারাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থ-শ্চেতনোভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষ ইতি উচ্যতে বিবেকিভিঃ॥ ১৬॥

বলদেব।—বাদরায়ণাত্মনা নির্ণীতং বেদার্থং সংক্ষিপ্যাহ দ্বাবিতি। লোক্যতে তত্ত্ব-মনেনেতি ব্যুৎপত্তের্লোকে বেদে দ্বৌ পুরুষৌ প্রথিতৌ ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সূচ্যতে। তৌ কাবিত্যাহ ক্ষরশ্চেতি। শরীরক্ষরণাৎ ক্ষরোঽনেকাবস্থো বদ্ধঃ। অচিৎসংসর্গৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেক-ত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। অক্ষরস্তদভাবাদেকাবস্থো মুক্তঃ। অচিদ্বিয়োগৈকধর্ম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরৌ স্ফুটয়তি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তানি ভূতানি ক্ষরঃ। কূটস্থঃ সদৈকাবস্থো মুক্তস্ত্বক্ষরঃ একত্বনির্দ্দেশঃ প্রাগুক্তযুক্তের্ব্বোধ্যঃ। বহবো জ্ঞানতপসেত্যাদেরিদং জ্ঞানমপাশ্রিত্যেত্যাদেশ্চ বহুত্বসংখ্যকঃ সঃ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—এবং সোপাধিকমাত্মানমুক্ত্বা ক্ষরাক্ষরশব্দবাচ্যকার্য্যকারণোপাধিদ্বয়বিয়োগেন নিরুপাধিকং শুদ্ধমাত্মানং প্রতিপাদয়তি কৃপয়া ভগবানর্জ্জুনায় ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্দ্বাবিমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষৌ পুরুষোপাধিত্বেন পুরুষশব্দব্যপদেশ্যৌ লোকে সংসারে, কৌ তাবি-ত্যাহ, ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ক্ষরতীতি ক্ষরোবিনাশী কার্য্যরাশিরেকঃ পুরুষঃ ন ক্ষরতীত্যক্ষরোবিনাশ-রহিতঃ, ক্ষরাখ্যস্যোৎপত্তিবীজং ভগবতোমায়াশক্তির্দ্বিতীয়ঃ পুরুষৌ তৌ ব্যাচষ্টে স্বয়মেব ভগবান্, ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সমস্তং কার্য্যজাতমিত্যর্থঃ। কূটস্থঃ কূটোযথার্থবস্ত্বাচ্ছাদনেনাযথার্থ-বস্তুপ্রকাশনং বঞ্চনং মায়েত্যনর্থান্তরং তেনাবরণবিক্ষেপশক্তিদ্বয়রূপেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ ভগবন্মায়া-শক্তিরূপঃ কারণোপাধিঃ সংসারবীজত্বেনানন্ত্যাদক্ষর উচ্যতে। কেচিত্তু, ক্ষরশব্দেনাচেতনবর্গমুক্ত্বা

কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ইত্যনেন জীবমাহুঃ তত্র সম্যক্ ক্ষেত্রজ্ঞস্থৈবেহ পুরুষোত্তমত্বেন প্রতিপাদ্যত্বাৎ, তস্মাৎ ক্ষরাক্ষরশব্দাভ্যাং কার্য্যকারণোপাধী উভাবপি জড়াবেবোচ্যেতে ইত্যেবমুক্তম্॥১৬॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বশাস্ত্রহৃদয়ং সংগৃহ্নাতি দ্বাবিতি। লোকে প্রসিদ্ধৌ ইমৌ দ্বাবেব পুরুষৌ ক্ষরোবিনাশী স চ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রাণবন্তি কর্ম্মক্ষয়ে সুপ্তিপ্রলয়কৈবল্যাদৌ উপাধিনাশমনুবিনাশশীলো জীবো ব্রহ্মপ্রতিবিম্বভূতো জলার্কোপমঃ "প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতীতি" শ্রুতেঃ,কূটস্থোনির্ব্বিকারো মায়োপাধিরক্ষরঃ তদুপাধেরক্ষরত্বেন নাশাসম্ভবাৎ উপাধিদোষেণাবশীকৃতত্বাচ্চাসৌ নক্ষরতি স্বরূপান্ন চ্যবতে ইত্যক্ষরঃ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ।—যস্মাদহমেব বেদবিৎ তস্মাৎ সর্ব্ববেদার্থ নিষ্কর্ষং সংক্ষেপেণ ব্রবীমি শৃণু ইত্যাহ দ্বাবিমাবিতি ত্রিভিঃ। লোকে চতুর্দ্দশভুবনাত্মকে জড় প্রপঞ্চে ইমৌ দ্বৌ পুরুষৌ চেতনৌস্তঃ কৌ তাবত আহ। ক্ষরঃ স্বস্বরূপাৎ ক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতি ক্ষরোজীবঃ স্বস্বরূপান্ন ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তী"তি শ্রুতেঃ। "অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্' ইতি স্মৃতেশ্চ অক্ষরশব্দো ব্রহ্মবাচক এবদৃষ্টঃ। ক্ষরাক্ষরয়োরর্থং পুন র্ব্বিশদয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি একোজীব এব অনাদ্যবিদ্যয়া স্বরূপবিচ্যুতঃ সন্ কর্ম্মপরতন্ত্রঃ সমষ্ট্যাত্মকো ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি ভূতানি ভবতীত্যর্থঃ। জাত্যাবাএকবচনং। দ্বিতীয় পুরুষোঽক্ষরস্তু কূটস্থ একেনৈব স্বরূপেণাবিচ্যুতিমতা সর্ব্বকালব্যাপী। "একরূপতয়াতু যঃ কালব্যাপী সকূটস্থ'' ইত্যমরঃ॥১৬॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে স্বকীয় পরম ধামের (৬ শ্লোক) কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদনন্তর কতিপয় শ্লোকে স্বকীয় বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিনটি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমে পুরুষের দুই স্বতন্ত্র ভাবের বৃত্তান্ত আলোচিত হইতেছে। পুরুষ শব্দের অর্থ এই গ্রন্থের বহু স্থানে বিস্তারিত রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। (১০ অধ্যায় ১২। ১৩ শ্লোক তাৎপর্য্য ৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক প্রভৃতি স্থান সকল দ্রষ্টব্য) লোকে অর্থাৎ সংসারে দুই প্রকার পুরুষের বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ আছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, পুরুষ দুই ভাবে চেতনাচেতন পদার্থের উপর নিয়ামক রূপে বিরাজিত আছেন। এই তত্ত্ব বিবেকিগণ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। পুরুষের দুই স্বতন্ত্র ভাব ক্ষর ও অক্ষর দুই স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়বর্গে পুরুষ যে ভাবে নিহিত আছেন তাহাকে ক্ষর বলে। এই অচেতনবর্গ ধ্বংসশীল পরিবর্ত্তন-প্রবণ এবং পরিণাম বিশিষ্ট। এই পদার্থপুঞ্জের এবংবিধ ক্ষয় বা ক্ষরণ আছে বলিয়াই এতন্মধ্যস্থ পুরুষ ক্ষর নামে অভিহিত। পুরুষের অপর ভাবের নাম অক্ষর। ইহাই তাঁহার

কূটস্থভাব। মায়া-মিথ্যা-বিজৃম্ভিত প্রপঞ্চের উপর সত্য ও সার স্বরূপে তিনি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই ভাবের ক্ষয় নাই, বিকার নাই, পরিণাম নাই। এই ভাবই জ্ঞানার্থিগণের অন্বেষণের বস্তু, এবং এই ভাবের অব বোধই মোক্ষ বিধায়ক।

শ্রীভগবানের দুই প্রকার ভাব। দুই ভাবেই তিনি তত্ত্বদর্শিগণের হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকেন। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ তাঁহার ক্রিয়াশীল-তার পরিচয় দিতেছে। স্বকৃত এই কার্য্যরাশির মধ্যে তিনি এক ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই পরিণাম ধর্ম্ম সংযুক্ত এবং ক্ষয়শীল। এই ভাবেই শ্রীভগবান্ ক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অপর ভাবে শ্রীভগবান্ বিশ্বের আদি কারণ বা বীজ স্বরূপে বিরাজমান। যে মায়া শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট পদার্থ সমূহ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীত হয়, শ্রীভগবান্ সেই শক্তির আবরণকারী ও বিক্ষেপক। এইরূপ কূটস্থভাবে শ্রীভগবান্ অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

এই উভয় ভাবে ভগবত্তত্ত্ব প্রণিধান করা আবশ্যক। অতি সামান্য জড় পরমাণু হইতে অতি বিশাল গিরি পর্য্যন্ত এবং অতি ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে অতি বুদ্ধিমান্ মনুষ্য পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থই শ্রীভগবানের সৃষ্ট। এই সমস্ত পদার্থই ভগবানের মায়া শক্তির পরিচয় দিতেছে, এবং অসার ক্ষণবিধ্বংসী হইলেও মায়ার প্রভাবে সার ও সত্য রূপে উপলব্ধ হইতেছে। এইরূপ পরিণামী জড়বর্গে যে ভগবান্ নাই, এরূপ কথা কোন জ্ঞানার্থী ব্যক্তি ভ্রমেও মনে করিতে সাহস করেন না। শ্রীভগবান্ এই নশ্বর জগতের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন; এই ক্ষরণশীল পদার্থের সহিত সম্মিলন হেতু তাঁহার এই ভাব ক্ষরনামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তিনি চৈতন্যময় সৎ পদার্থ। সেই ভাবেই তিনি এই জড়বর্গের সহিত সংশ্রব রহিত হইয়া স্বপ্রকাশ রহিয়া-ছেন। ইহাই তাঁহার অক্ষর ভাব। উভয় ভাবের স্বাতন্ত্র উপলব্ধি করিতে পারিলে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকৃষ্ট রূপ উপলব্ধি হয়।

সেই চৈতন্যময় আনন্দময় পরম পুরুষ জড়েও আছেন এবং জড়াতীত হইয়াও আছেন। জ্ঞানিগণ সাধনা দ্বারা দিব্য চক্ষু সম্পন্ন হইয়া এই উভয় ভাবে সেই লীলাময় বিশ্বেশ্বরের তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন।

এতাবতা ইহা সিদ্ধ হইতেছে না যে, পুরুষ দুই। কার্য্য ও কারণ এই

দুই ভাবে পুরুষের বিকাশ আছে। কিন্তু তদ্দ্বারা এরূপ বুঝিবার কোন কারণ নাই যে বস্তুতঃ তিনি দুই ও স্বতন্ত্র। এই বিশ্বের ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত স্থাবর ও অস্থাবর চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থ ভগবানেরই কার্য্য; সে কার্য্যেও তিনি আছেন, এবং কর্তৃরূপে মূলেও তিনি আছেন; কারণও তিনি ভিন্ন আর কেহই নহেন এবং কার্য্যও তিনি ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। এ স্থলে এই তত্ত্ব মাত্র পরিব্যক্ত হইতেছে যে, তিনি সর্ব্বত্র কার্য্য ও কারণ এই দুইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত এবং এই দুই বিভিন্ন ভাবে তাঁহার তত্ত্ব প্রণিধান করা তত্ত্বজ্ঞানার্থী সাধকের আবশ্যক। কার্য্যরূপ ভাবের সহিত সম্মিলিত থাকিয়া জ্ঞানলিপ্সু ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবানের পরম ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারেন। এইরূপ তত্ত্ব ভগবান্ এই সুপবিত্র গীতা শাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায় ১০ম শ্লোকে ও ১৪শ অধ্যায় ২য় শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব মূলস্থিত "লোকে" পদের অর্থ "বেদে" অবধারণ করিয়াছেন। 'বাদরায়ণ বেদব্যাস রূপে শ্রীভগবান্ বেদবেদান্তে স্বীয় তত্ত্ব যেরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে।' ভাষ্যকার এইরূপেই এই শ্লোকের সূচনা করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

—০:(*):০—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়:—অন্যঃ তু উত্তমঃ (ক্ষরাক্ষরাভ্যাং উৎকৃষ্টঃ) পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উক্তঃ), যঃ অব্যয়ঃ (নির্ব্বিকারঃ) ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবনম্) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্য উৎকৃষ্ট পুরুষ পরমাত্মা এই-রূপ কথিত-হন, যিনি অব্যয় ঈশ্বর ত্রিভুবনে অধিষ্ঠান-করিয়া ধারণ-করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—এই ক্ষরাক্ষর হইতে উৎকৃষ্টতম অন্য যে পুরুষ তিনিই পরমাত্মা, এবং তিনিই স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা এই ত্রিলোকে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ উত্তম ইতি। উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ অত্যন্তবিলক্ষণঃ আভ্যাং পরমাত্মেতি। পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাত্মভ্যঃ অন্নময়াদিভ্যঃ পঞ্চকোষেভ্যঃ আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইত্যতঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ উক্তোবেদান্তেষু স এব বিশিষ্যতে যোলোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্য (প্রবিশ্য) বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়ত্যব্যয়োন ব্যয়োবিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞোনারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ যথাব্যাখ্যাতস্যেশ্বরস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতন্নাম প্রসিদ্ধম্॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—কার্য্যকারণাখ্যৌ রাশী দর্শয়িত্বা রাশ্যন্তরং দর্শয়তি আভ্যামিতি। বৈলক্ষণ্যফলমাহ ক্ষরেতি। উপাধিদ্বয়কৃতগুণদোষাস্পর্শে ফলিতমাহ নিত্যেতি। আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামিতি যাবৎ, উত্তমোঽন্যইতি পদদ্বয়ং বস্তুতঃ সর্ব্বস্যৈব ক্ষরাক্ষরাত্মত্বাভাবদৃষ্ট্যর্থং। জড়বর্গস্যান্যত্বকৃতং স্বাতন্ত্র্যং নিরস্যতি সএবেতি। লোকত্রয়মিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বং জগদপি বিবক্ষিতঞ্চৈতন্যমেব বলং তত্র শক্তির্মায়া তয়েতি যাবৎ। জগদ্ধারণে পরস্য ব্যাপারান্তরং বারয়তি স্বরূপেতি। ন চাস্যান্যো ধারয়িতা স্বতোঽচলত্বাদিত্যাহ অব্যয়ইতি। সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশইতি শ্রুত্যর্থং গৃহীত্বাহ ঈশ্বরইতি। কিঞ্চ লোকবেদয়োর্ভগবতো নামপ্রসিদ্ধ্যা সিদ্ধমপ্রপঞ্চত্বমিত্যাহ যথেতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—উত্তম ইতি। উত্তমপুরুষস্তু তাভ্যাং ক্ষরাক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টাভ্যাং বদ্ধমুক্তপুরুষাভ্যামন্যঃ অর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু চ পরমাত্মেতি নির্দ্দেশাদেব হ্যুত্তমপুরুষো বদ্ধমুক্তপুরুষাভ্যামর্থান্তরভূত ইত্যবগম্যতে। কথং, যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। লোক্যতে ইতি লোকঃ। তৎত্রয়ং লোকত্রয়ম্ অচেতনং তৎসংসৃষ্টচেতনো মুক্তশ্চেতি প্রমাণাদবগম্যেত তত্রয়ং যঃ আত্মতয়াবিশ্য বিভর্ত্তি সএতস্মাদ্ব্যাপ্যাৎ ভর্ত্তব্যাচ্চার্থান্তরভূতঃ ইতশ্চোক্তাল্লোকত্রয়াদর্থান্তরভূতঃ যতঃ সোঽব্যয় ঈশ্বরশ্চ অব্যয়স্বভাবো হি ব্যয়স্বভাবাদচেতনভূতাৎ তৎ সংবন্ধেন তদনুসারিণশ্চ চেতনাৎ অচিৎ সম্বন্ধযোগ্যতয়া পূর্ব্বসংবন্ধিনোঽমুক্তাচ্চার্থান্তরভূতএব তথৈতস্য লোকত্রয়স্যেশ্বরঃ ঈশিতব্যাত্তস্মাদর্থান্তরভূতঃ ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—পুরুষান্তরং দর্শয়িতুমাহ উত্তমঃ প্রকৃষ্টতমঃ পূর্ণমনেন জগদিতি পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ উক্তো বেদান্তেষু বিশিনষ্টি যঃ পুরুষো লোকত্রয়ং পৃথিবীমন্তরীক্ষং স্বর্গমাবিশ্য বিভর্ত্তি বলেন ধারয়তি তথাচ শ্রুতিঃ। "যেন দ্যৌঃ (উগ্রা) পৃথিবীচ দৃঢ়া" ~~ইতি॥ ১৭॥~~ যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ; ইতি ॥১৭॥ (তৈ, সং, ৪।১।৮)

শ্রীধর।—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তদাহ উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্ষরাচ্চ (তস্মাৎ) ভোক্তুর্ব্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি যোলোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়মিদং (লোকত্রয়ং প্রমপ্রবিশ্য) দয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—যদর্থং দ্বৌ পুরুষৌ নিরূপিতৌ তমাহোত্তম ইতি। অন্যং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং ন তু তয়োরেবৈকঃ সংকল্প ইতি ভাবঃ। তত্র শ্রুতিসম্মতিমাহ পরমাত্মেতি। উত্তমতাপ্রয়োজকং ধর্ম্মমাহ যো লোকেতি। ন চৈতজ্জগদ্বিধারণপালনরূপমীশনং বদ্ধস্য জীবস্য কর্ম্মাসম্ভবাৎ। ন চ মুক্তস্য জগদ্ব্যাপারবর্জ্জমিতি প্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টোনিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ অন্য এব অত্যন্তবিলক্ষণঃ আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং জড়রাশিভ্যামুভয়ভাসকস্তৃতীয়শ্চেতনরাশিরিত্যর্থঃ। পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ অন্নময়প্রাণময়মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়েভ্যঃ পঞ্চভ্যোঽবিদ্যাকল্পিতাত্মভ্যঃ পরমপ্রকৃষ্টোঽকল্পিতোব্রহ্মপুচ্ছং প্রতি-ষ্ঠেত্যুক্ত আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইত্যতঃ পরমাত্মেত্যুক্তোবেদান্তেষু যঃ পরমাত্মা লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং সর্ব্বং জগদিতি যাবৎ, আবিশ্য স্বকীয়য়া মায়াশক্ত্যাঽধিষ্ঠায় বিভর্ত্তি সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদানেন ধারয়তি পোষয়তি চ কীদৃশঃ অব্যয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্যঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তা নারায়ণঃ স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত ইত্যন্বয়ঃ। "স উত্তমঃ পুরুষ" ইতি শ্রুতেঃ ॥১৭॥

নীলকণ্ঠ।—এতাভ্যাং কার্য্যকারণোপাধিভ্যামন্যোনিরুপাধিরুত্তমঃ পুরুষঃ যোঽসৌ পরমাত্মেতি উদাহৃতঃ শাস্ত্রে, যোঽসৌ মায়য়া ঈশ্বরোভূত্বা লোকত্রয়ম্ উত্তমমধ্যমাধমশরীররূপম্ আবিশ্য ধারয়তি শরীরত্রয়ম্, অথাপি অব্যয়ঃ সর্ব্বজ্ঞত্বেন ঈশ্বরধর্ম্মেণ অল্পজ্ঞত্বেন জীবধর্ম্মেণ বা ন ব্যেতি বর্দ্ধতে ক্ষীয়তে বেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানিভিরুপাস্যং ব্রহ্মোক্ত্বা যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমাহ উত্তম ইতি। তু শব্দঃ পূর্ব্ববৈশিষ্ট্যদ্যোতকঃ। জ্ঞানিভ্যশ্চাধিকো যোগীত্যুপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্যবৈশিষ্ট্যং চ লভ্যতে। পরমাত্মতত্ত্বমেব দর্শয়তি য ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অব্যয়ো নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি চ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে পুরুষের যে দুই ভাবের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে তদতিরিক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ পুরুষের সত্তা আছে; সেই পুরুষোত্তমের সত্তা এই শ্লোকের আলোচ্য। যে অব্যয় স্বরূপ পুরুষোত্তম ভূর্ভুবস্বঃ এই লোকত্রয়ে (১৫২৮ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রবেশ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক পদার্থপুঞ্জকে ধারণ ও পালন করেন, তিনিই পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত পুরুষ দ্বয়ের অপেক্ষা মহৎ এবং তদ্বিলক্ষণ। তিনিই উত্তম পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই উত্তম পুরুষ ক্ষরাক্ষর এই উভয় ভাবের অতীত। ক্ষর ভাবেও অপূর্ণতা আছে এবং অক্ষর ভাবেও হীনতা আছে। সেই উত্তম পুরুষ এই উভয় অপূর্ণতার অতীত। কারণ তিনি নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানময় এবং মুক্তস্বভাব। ক্ষর ও অক্ষর উভয় ভাবেই পুরুষের লিপ্ততা দোষ আছে, কিন্তু

উত্তম পুরুষে তাদৃশ কোন দোষের সংস্পর্শ নাই। ক্ষরাক্ষর ভাবে পুরুষ জড়াশ্রয়কারী, কিন্তু উত্তম পুরুষরূপে তিনি কেবল চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহারই দীপ্তিতে ক্ষরাক্ষর প্রতীয়মান এবং তিনিই তদুভয়ের ভাসক। তিনি পরমাত্মা নামে পরিব্যক্ত; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষময় যে আত্মা, তাঁহা হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট; এই জন্যই তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। সেই পরমাত্মাই সর্ব্বভূতের চেতন স্বরূপ; এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তিনি পরমাত্মা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সেই পরমাত্মা স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা ভূর্ভুবস্বঃ এই ত্রিলোকে অধিষ্ঠান করিয়া তত্তাবৎকে সত্তারূপ স্ফূর্ত্তি প্রদান দ্বারা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং পালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিকার বিরহিত; তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সকলের নিয়ন্তা। এইরূপ যে ক্ষরাক্ষর ভাবাতীত পুরুষ, তিনিই উত্তম পুরুষ নামে অভিহিত। শ্রুতিও "স উত্তমঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ তিনিই উত্তম পুরুষ, এই বাক্যে তাঁহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরম পুরুষের এই বিচিত্র তত্ত্ব প্রণিধান করা অতীব দুরূহ এবং সাতিশয় সাধনা সাপেক্ষ। ক্ষর ও অক্ষর এই যে দুই ভাবের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষের বদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষর ভাবে তিনি জড়বর্গের সহিত বদ্ধ, এবং অক্ষর ভাবে তিনি মায়াবিক্ষেপকারী ও আবরণকারী রূপে মুক্ত। যে উত্তম পুরুষের প্রসঙ্গ অধুনা আলোচিত হইতেছে, তিনি এতদুভয় ধর্ম্মাতীত। তিনি বদ্ধ বা মুক্ত নহেন, বদ্ধ বা মুক্ত হইলে যে যে দোষ সংঘটিত হয় পরম পুরুষে তাহার কিছুই নাই। বদ্ধ পুরুষের দ্বারা সৃজন বা পালনাদি কার্য্য সম্ভবিতে পারে না, এবং মুক্ত পুরুষের দ্বারা ধারণ ও রক্ষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ক্ষরাক্ষর-বিলক্ষণ অথচ সর্ব্বেশ্বর স্বরূপ পরম পুরুষের দ্বারাই পালন রক্ষণ ধারণাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এতাবতা পরম পুরুষের বৈলক্ষণ্য ও পরমত্ব প্রতিপাদিত হইল।

সেই পরম পুরুষ ক্ষরেরও ঈশ্বর এবং অক্ষরেরও ঈশ্বর। ক্ষর বা অক্ষর তাবতেই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ এবং তাঁহার ইচ্ছায় ক্রিয়াশীল। অথচ বিশ্বের কার্য্য বা কারণ তিনি কিছুই নহেন; তথাপি সেই উত্তম পুরুষ

কল্পনাতীত চৈতন্যশক্তি সহকারে ত্রিলোকের সর্ব্বত্র চৈতন্যরূপে প্রবিষ্ট, এবং তাঁহারই সত্তায় ত্রিলোকের পদার্থপুঞ্জ স্ফূর্ত্তিমান। অথচ তিনি নির্লিপ্ত ও উদাসীন। তিনি সুখদুঃখাতীত মায়ামোহাতিক্রান্ত। সর্ব্বত্র সন্নিবিষ্ট হইলেও তিনি কোন পদার্থের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না এবং তাঁহাকে কিছুতেই বিকৃত বা কলঙ্কিত করিতে পারে না। পরমেশ্বরের এই পরম ভাব প্রনিধান করা বড়ই দুষ্কর ॥ ১৭ ॥

——(ঃ০ঃ)——

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

অন্বয়। যস্মাৎ অহং ক্ষরম্ (জড়জাতং) অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাৎ (কূটস্থাৎ) অপি উত্তমঃ (উৎকৃষ্টঃ) চ অতঃ (অস্মাৎ) লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ [ইতি] প্রথিতঃ (প্রখ্যাতঃ) অস্মি ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ। যে-হেতু আমি ক্ষরকে অতিক্রম-করিয়াছি এবং অক্ষর-হইতেও উত্তম, এই-জন্য লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম [এই-নামে] প্রথিত আছি ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা। আমি ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী জড়বর্গের অতিক্রান্ত এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী চৈতন্য হইতেও উৎকৃষ্ট এই জন্যই লোক সমূহে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, অর্থাৎ আমা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেহই নহে ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্য নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধার্থবত্ত্বং নাম্নো দর্শয়ন্নিরতিশয়োঽহমীশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্ যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যমতিক্রান্তোঽহমক্ষরাদপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম ঊর্দ্ধতমোবা, অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইত্যেবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ কবয়ঃ কাব্যাদিষু চ পুরুষোত্তম ইত্যনেনাভিগৃণন্তি ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—অশ্বকর্ণাদিবদস্য নাম্না রূঢ়ত্বাদর্থবিশেষাভাবাদ্ভগবতোঽপি লৌকিকেশ্বরবদীশ্বরত্বং সাতিশয়মিতি নেত্যাহ তস্যেতি। যস্মাদিত্যস্যাপেক্ষিতং নিক্ষিপতি অতইতি। উত্তমঃ পুরুষইতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—যস্মাদিতি। যস্মাদেবমুক্তৈঃ স্বভাবৈঃ ক্ষরং পুরুষমতীতোঽহমক্ষরান্মুক্তাপ্যুক্তৈর্হেতুভিরুৎকৃষ্টতমঃ অতোঽহং লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতোঽস্মি। বেদার্থালোকনাল্লোক ইতি স্মৃতিরিহোচ্যতে। শ্রুতৌ স্মৃতৌ চেত্যর্থঃ শ্রুতৌ তাবৎ "পরং জ্যোতিরূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ" স্মৃতৌ চ। "অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য অনাদিমধ্যান্তমজস্য বিষ্ণো" রিত্যাদৌ ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—তন্নামনির্ব্বচনার্থমাহ যস্মাদিতি যস্মাৎ ক্ষরং পুরুষমতীতঃ অতিক্রম্য স্থিতঃ অক্ষরাদপি পুরুষাদুৎকৃষ্টতমঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতত্বাৎ তথাচ শ্রুতিঃ 'উদিতি নাম সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতইতি" অতোহেতোঃ অস্মিঁল্লোকে বেদেচ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ তস্মাদহং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনোনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ অতোলোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ, "সর্ব্বস্যাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—অথ পুরুষোত্তমনামনির্ব্বচনং স্বস্য তত্ত্বমাহ যস্মাদিতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ। লোকে পৌরুষেয়াগমে লোক্যতে বেদার্থোঽনেনেতি নিরুক্তেঃ বেদে "তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ" ইত্যাদৌ প্রথিতঃ। যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ। "তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাদি' ত্যাদৌ প্রথিতঃ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—ইদানীং যথাব্যাখ্যাতেশ্বরস্য ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতৎ প্রসিদ্ধনামনির্ব্বচনেন ঈদৃশঃ পরমেশ্বরোঽহমেবেত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং তদ্ধাম পরমং মমেত্যাদিপ্রাগুক্তনিজমহিমনির্দ্ধারণায়' যস্মাৎ ক্ষরং কার্য্যত্বেন বিনাশিনং মায়াময়ং সংসারবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যমতীতোঽতিক্রান্তোঽহং পরমেশ্বরঃ অক্ষরাদপি মায়াখ্যাদব্যাকৃতাদক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি পঞ্চম্যন্তাক্ষরপদেন শ্রুত্যা প্রতিপাদিতাৎ সর্ব্বকারণাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতমঃ অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পুরুষোপাধিভ্যামধ্যাসেন পুরুষপদব্যপদেশ্যাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইতি, "স উত্তমঃ পুরুষ" ইতি বেদ উদাহৃত এব, লোকে চ কবিকাব্যাদৌ "হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃত" ইত্যাদি প্রসিদ্ধং। কারুণ্যতোনরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতোনিজমীশ্বরত্বম্। সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা ন হি মানমেতি। কেচিন্নিগৃহ্য করণানি বিসৃজ্য ভোগমাস্থায় যোগমমলাত্মধিয়ো যতন্তে। নারায়ণস্য মহিমানমনন্তপারমাস্বাদয়ন্নমৃতসারমহং তু মুক্তঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্মাদিতি। ক্ষরম্ উপাধিম্ অক্ষরঞ্চ উপাধিম্ অতীতোঽতিক্রম্য স্থিতোঽহম

অতোঽক্ষরাদপি চেতি চ শব্দাৎ ক্ষরাদপি উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ জড়াৎ ক্ষররূপাত্রুপাধেঃ উৎকৃষ্টস্তদুপহিতো জীবশ্চেতনত্বাৎ ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতরোমায়োপাধিঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ততোঽপ্যুৎকৃষ্টতমোঽনুপাধিঃ অনাগন্তুকরূপত্বাৎ, অক্ষরার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ।—যোগিভিরুপাস্যং পরমাত্মানমুক্ত্বা ভক্তৈরুপাস্যং ভগবন্তং বদন্ ভগবত্ত্বেঽপি স্বস্য কৃষ্ণস্বরূপস্যাস্য পুরুষোত্তমঃ ইতি নামব্যাচক্ষাণঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাহ যস্মাদিতি। ক্ষরং পুরুষং জীবাত্মানমতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তমাৎ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং স মে যুক্ততমোমতঃ।" ইতি উপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্যবৈশিষ্ট্যলাভাৎ চকারাদ্ভগবতো বৈকুণ্ঠনাথাদেঃ সকাশাদপি। "এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি সূতোক্তে রহমুত্তমঃ। অত্র যদ্যপ্যেকমেব সচ্চিদানন্দস্বরূপং বস্তু ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ শব্দৈরুচ্যতে নতু বস্তুতঃ স্বরূপতঃ কোঽপি ভেদোঽস্তি স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠস্কন্ধোক্তেঃ, তদপি তত্তদুপাসকানাং সাধনতঃ ফলতশ্চ ভেদ দর্শনাৎ ভেদ ইব ব্যবহ্রিয়তে। তথাহি ব্রহ্মপরমাত্মভগবদুপাসকানাং ক্রমেণ তত্তৎপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানং যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োর্বস্তুতো মোক্ষ এব ভক্তেস্তু প্রেমবৎ পার্ষদত্বঞ্চ, তত্র ভক্ত্যা বিনা জ্ঞানযোগাভ্যাং "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে" ইতি "পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি। ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ স্বসাধ্যফল সিদ্ধ্যর্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কর্ত্তব্যৈব ভগবদুপাসকৈস্তু স্বসাধ্য ফলসিদ্ধ্যর্থং ন ব্রহ্মোপাসনা নাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে "ন জ্ঞানং নচবৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি।" "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চযৎ" ইত্যাদি "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি" ইতি। "যাবৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরোনারায়ণাশ্রয়ঃ।" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ। অতএব ভগবদুপাসনয়া স্বর্গাপবর্গপ্রেমাদীনি সর্ব্বফলান্যেব লব্ধুং শক্যন্তে। ব্রহ্ম পরমাত্মোপাসনয়াতু ন প্রেমাদীনি ইত্যতএব ব্রহ্মপরমাত্মভ্যাং ভগবদুৎকর্ষঃ খলু অভেদেঽপ্যুচ্যতে, যথা তেজস্ত্বেনাভেদেঽপি জ্যোতির্দীপাগ্নিপুঞ্জেষু মধ্যে শীতাদ্যার্ত্তিক্ষয়াদ্ধেতোরগ্নিপুঞ্জ এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ যথা অগ্নিপুঞ্জাদপি সূর্য্যস্য। যেন ব্রহ্মোপাসনা পরিপাকতোলভ্যো নির্ব্বাণমোক্ষঃ স্বদ্বেষ্টৃভ্যোঽপ্যঘবকজরাসন্ধাদিভ্যো মহাপাপিভ্যোদত্তঃ ইতি। অতএব ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্র যথাবদেব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী পাদৈরপি। "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাংহারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াম্। বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো বারং বারং ভজত কুশলারম্ভ কৃতিনঃ।" ইতি। "বংশীবিভূষিত করান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরৌষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্ব মহং নজানে" ইতি। "প্রমাণতোঽপিনির্ণীতং কৃষ্ণ মাহাত্ম্যমদ্ভুতং। নশক্নুবন্তি যে সোঢ়ুং তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ।" ইত্যুক্তবদ্ভিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ। দ্বাবিমৌ ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাস্য ব্যাখ্যায়ামস্যাম্ অভ্যসূয়া নাবিষ্কর্ত্তব্যা নমোঽস্তু কেবলাদ্বৈতবিদ্ভ্যঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ ক্ষর এবং অক্ষর নামধেয় পূর্ব্ব বিবৃত পুরুষদ্বয় হইতে বিলক্ষণ এবং শাস্ত্রসঙ্গত পুরুষোত্তম নামের অধিকারী, এই তত্ত্ব এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, আমি ক্ষরের অতীত, অর্থাৎ যে পুরুষ ক্ষর নামে পরিচিত ও সেই ভাবে ক্রিয়াশীল, আমি সেই পুরুষ হইতে বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র। অপিচ আমি অক্ষরের অর্থাৎ যে পুরুষ সৃষ্টি ব্যাপারে অক্ষর নামে পরিচিত ও সেই ভাবে ক্রিয়াশীল, তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পুরুষের এতদুভয় ভাব হইতেই আমার বৈলক্ষণ্য ও শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত। ক্ষররূপে পুরুষ এই মায়াময় মিথ্যাকল্পিত সংসার স্বরূপ অশ্বত্থপাদপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং অক্ষররূপে পুরুষ সেই অসত্য সংসারের মূল স্বরূপে ঊর্দ্ধে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ তদুভয়েরই অতীত, তদুভয় হইতেই পৃথক ও বিলক্ষণ। পরমেশ্বরের এই বৈলক্ষণ্য হেতু লোকে অর্থাৎ সাংসারিক মনুষ্য মধ্যে তিনি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ। সংসারে যাঁহারা উৎকৃষ্ট ভাবমালা গ্রথিত করিয়া কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করেন, অথবা, ভক্তিদ্যোতক অমৃতময় প্রবন্ধাদি নিবদ্ধ করেন তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমত্ব প্রণিধান করিয়া তাঁহাকে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেবল যে লোক মধ্যেই তাঁহার এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ নহে। সর্ব্বশাস্ত্রের সার স্বরূপ, পরম জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ, সকল তত্ত্ব কথার নিকেতন স্বরূপ, সুপবিত্র বেদশাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী নিম্নলিখিত শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সর্ব্বস্যায়মাত্মাসর্ব্বস্যবশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি।" অপিচ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তথা শ্রীমদ্বলদেব ও মধুসূদন "তাবদেষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ।" এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপিচ স্মৃতি বলিয়াছেন, "অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য হ্যনাদিমধ্যান্তমজস্য বিষ্ণোঃ।" অপিচ "তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।" এতাবতা শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরুষোত্তমত্ব সুদৃঢ়রূপে সপ্রমাণ হইতেছে।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস * রঘুবংশনামাভিধেয় জগদ্বিখ্যাত কাব্যে লিখিয়াছেন যে, 'হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ। তথা বিদুর্মাং মুনয়ঃ শতক্রতুঃ দ্বিতীয়গামী নহি শব্দ এষ নঃ॥" (রঘুবংশ ৩য় সর্গ) ভাবার্থ এই যে, হরি যেরূপ একমাত্র পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত, ত্র্যম্বক যেরূপ মহেশ্বরেরই নাম অপরের নয়, সেইরূপ মুনিগণ আমাকেই (ইন্দ্রকেই) শতক্রতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আমাদের এই শব্দত্রয় দ্বিতীয়গামী নহে, অর্থাৎ আর কেহ এ নামের যোগ্য নহে।

---

* কালিদাস।—উজ্জয়িনী দেশাধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ, মিহির ও বররুচি এই নবরত্ন বিরাজ করিতেন। ইঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত ও সুকবি। তন্মধ্যে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসই মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সুকবি তৎকালে কেহই ছিলেন না। এই ক্ষণজন্মা ভারতীর প্রিয়পুত্র কালিদাসের জীবনী বিবিধ কৌতূহলময় ঘটনাপূর্ণ। ইনি এক দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। বাল্যে ইঁহার বিদ্যা শিক্ষা কিছুই হয় নাই, বিশেষতঃ ইঁহার বুদ্ধি অতিশয় স্থূল ছিল। এমন কি ইনি বৃক্ষশাখা ছেদন কালে যে শাখার অগ্রভাগে উপবিষ্ট থাকিতেন, তাঁহারই মূলদেশ কর্ত্তনে কিছুমাত্র ইতস্তত করিতেন না। শাখা ছিন্ন হইলে তিনিও যে তৎসহিত ভূপতিত হইবেন, এ জ্ঞান তাঁহার ছিল না। এই সময়ে সেই প্রদেশে এক ধনশালী ব্যক্তির বিদুষী কন্যা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। কন্যার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা ভাটগণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন। বহু প্রদেশ হইতে পণ্ডিতগণ কন্যা লাভাশয়ে তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বিচারে পরাভব করিতে পারিলেন না। সকলেই হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতবর্গ এইরূপে পরাভূত হইলে আর কেহই সাহস করিয়া কন্যার সহিত বিচার করিতে অগ্রসর হইল না। এতদ্দর্শনে কন্যার পিতা অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন, এবং স্থির করিলেন যে এবার আগত বরকে বিনা বিচারেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আবার ভাটগণ বরের অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। তাহারা প্রতিবারেই বিফল মনোরথ হইয়া অতিশয় রুষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিল, কালিদাস বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সেই শাখারই মূলচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সকলে ভাবিল যে, ইহার অপেক্ষা মূর্খ আর জগতে নাই। অতএব ইহাকেই পাত্ররূপে লইয়া যাওয়া উচিত। এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহারা কালিদাসকে লইয়া কন্যার পিতার নিকট উপস্থিত হইল। কন্যার পিতাও বিনা বাক্যব্যয়ে বিদুষী কন্যাকে মূর্খতম কালিদাসের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া কালিদাস সুখী হইতে পারিলেন না, নিরন্তর বিদ্যাভিমানিনী পত্নী কর্ত্তৃক তিনি তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে, এবং যতদিন তিনি এ বিষয়ে সফলতা লাভ না করিবেন, ততদিন পত্নীকে মুখদর্শন করাইবেন না। এইরূপ সংকল্প করিয়া কালিদাস গৃহত্যাগ পূর্ব্বক এক গভীর অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন, এবং তথায় একান্ত মনে সরস্বতীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন অতীত হইলে সরস্বতী দেবী তাঁহার আরাধনায় প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। কালিদাস তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিলে দেবী তাঁহাকে সম্মুখস্থ সরোবরে ডুবিয়া কিঞ্চিত পঙ্ক তুলিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদে-

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে যোগিদিগের ধ্যান ও উপাসনার অবলম্বন স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে ভক্তবৃন্দের উপাস্য ভগবত্তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপধারী ভগবানের পুরুষোত্তম নামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি ক্ষর অর্থাৎ জীবাত্মারূপ পুরুষের অতীত; তিনি অক্ষর পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষাও উত্তম; বিকার রাহিত্য হেতু পরমাত্ম পুরুষ হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এই গীতাশাস্ত্রে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এতদ্দ্বারা

শানুযায়ী কালিদাস ডুব দিয়া পঙ্ক উত্তোলন করিলে দেবী তাঁহাকে ঐ বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস বলিলেন, "পাঁক।" দেবী পুনর্ব্বার ডুব দিতে আদেশ করিলেন। কালিদাস আবার ডুব দিয়া বলিলেন, "পঙ্ক।" দেবী পুনরায় ডুব দিতে বলিলেন। এবার ডুব দিয়া কালিদাস দিব্য শক্তি লাভ করিলেন। তিনি উঠিয়াই দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং অতি সুললিত বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। সে স্তব এই "কজ্জলপূরিতলোচনভারে কুচযুগলম্বিতমুক্তাহারে। বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতি ভারতি দেবি! নমস্তে।" দেবতার রূপবর্ণনা চরণ দেশ হইতে আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু কালিদাস তাহার ব্যতিক্রম করিয়া মুখ হইতেই রূপ বর্ণনা করিলেন। এজন্য রুষ্টা সরস্বতী তাঁহাকে সুদুর্লভ কবিত্ব শক্তি প্রদান করিয়া অবশেষে বলিলেন যে 'তুমি বেশ্যাসক্ত হইবে, এবং বেশ্যা গৃহেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

দেবীর প্রসাদে বিদ্যালাভ করিয়া কালিদাস হৃষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যখন বাটীতে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রিকাল। তাঁহার পত্নী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। তিনি সেই দ্বারে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী আঘাত শব্দে জাগরিতা হইয়া কে কি জন্য দ্বারে আঘাত করিতেছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস কহিলেন, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্বিশেষঃ।" তাঁহার পত্নী পতির কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৈবী কৃপায় বিদ্যালাভের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। কালিদাস পত্নীকে যে বাক্যে উত্তর দিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থ তিনটী পদ অবলম্বন করিয়া তিনখানি অতুলনীয় কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। "অস্তি" পদ অবলম্বনে "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা" প্রমুখ কুমারসম্ভব মহাকাব্য, "কশ্চিৎ" পদাবলম্বনে "কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্ত" ইত্যাদি মেঘদূত কাব্য এবং 'বাগ্‌" এই পদাংশ অবলম্বন করিয়া "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।" শীর্ষক রঘুবংশ মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জগৎ প্রসিদ্ধ অতুলনীয় 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক, বিক্রমোর্ব্বশী, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচনা নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে এত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সে সকল সংগ্রহ করিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুস্তকের প্রয়োজন হয়। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটীমাত্র প্রবাদ উদ্ধৃত করিলাম। একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্বর্গ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বররুচি ও কালিদাস উভয়েই সমান পণ্ডিত হইলেও মহারাজ কালিদাসের প্রতিই এত অনুরক্ত কেন? বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগের প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র ঈষৎ

উপাসনার বিশিষ্টত্ব সূচিত হইতেছে। যোগবলে জ্ঞান লাভার্থ পরমাত্মোপাসনা এক প্রকার এবং শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা অন্যরূপ; এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপাস্য প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। মূলস্থিত "চ" কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, এমন কি বৈকুণ্ঠনাথের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। যে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ ভাব লব্ধ হইয়া থাকে, তিনি তত্তাবৎ অপেক্ষাও উত্তম। মহামতি সূত বলিয়াছেন, "এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্থাৎ এই সকলেই পরম পুরুষের অংশ মাত্র, কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণরূপী ভগবান্। এ স্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, যদিও সেই সচ্চিদানন্দরূপ ভগবন্নামাভিধেয় পূর্ণ পুরুষের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি উপাসকগণের কামনানুসারে এবং উপাসনার পার্থক্য ক্রমে ফলতঃ সেই অভিন্ন পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিগৃহিত ও উপাসিত হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। যাঁহারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্ব স্ব অবলম্বিত সাধনার পরিপাকান্তে জ্ঞানযোগ লাভ করেন, এবং তাহারই ফল স্বরূপে পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা চরমে সেই শ্রীহরির পার্ষদরূপে পরিগৃহিত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার্য্য যে, ভক্তিবিরহিত জ্ঞান যোগ সাধনা দ্বারা মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি বিবর্জ্জিত শুষ্ক জ্ঞান এবং নীরস যোগ কখনই মোক্ষের প্রাপক হইতে পারে না। যথা "নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং।" অর্থাৎ অচ্যুত ভগবানের ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্মরূপ

হাস্ত করিলেন। পরে এক সময় সভায় নবরত্ন উপস্থিত হইলে মহারাজ অদূরস্থিত এক শুষ্কবৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বররুচিকে তাহার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। বররুচি বলিলেন "শুষ্কং কাষ্ঠস্তিষ্ঠত্যগ্রে।" তখন বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে বলিতে ইঙ্গিত করিলে কালিদাস বলিলেন, "নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি।" সভাসদগণ বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাজ কি জন্য কালিদাসের উপর অনুরক্ত।

কোন সময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভাজয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরদিন বিচার হইবে এইরূপ স্থির হইল। কালিদাস গোপনে ঐ পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা মানসে নারীবেশ ধারণ করিয়া কুম্ভ কক্ষে যথায় সেই পণ্ডিত স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাটে উপস্থিত হইলেন, এবং বারংবার তাঁহার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত জনৈক

সন্ন্যাস কখনই শোভা পায় না বা কোন ফলপ্রসূ হয় না। ব্রহ্মোপাসকই হউন বা পরমাত্মোপাসকই হউন, উভয়কেই স্ব স্ব অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু যাঁহারা মূল হইতেই ভক্তিমার্গে ভগবদুপাসনারত, তাঁহাদিগের অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত ব্রহ্মো-পাসনা বা পরমাত্মোপাসনার সহায় গ্রহণ করিতে হইবে না। "নজ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায় শ্রেয়ো ভবেদিহ।" "যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।" "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদপি বাঞ্ছতি।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২০ অধ্যায় ৩১। ৩২। ৩৩ শ্লোক) "যাবৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।" ইত্যাদি বচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইতেছে। অতএব ভগবদুপাসনা রূপ পবিত্র সাধনা অবলম্বন করিলে স্বর্গ, অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি এবং প্রেম প্রভৃতি সকল প্রকার প্রার্থনীয় ফলই লব্ধ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনার ফলে চরমে প্রেমাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণে ভেদ না থাকিলেও ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনা হইতে ভগবদুপাসনার প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। একটী সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব পাঠকের হৃদ্গত করাইবার চেষ্টা হইতেছে। অগ্নি দীপ অন্য জ্যোতি সকলই তেজস্বী পদার্থ হইলেও শীত প্রভৃতি ক্লেশবিমোচন ক্ষমতা হেতু অগ্নিরই প্রাধান্য ও প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়া

রমণীকে তাঁহার দিকে পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া প্রকৃত স্ত্রীলোক বোধে বলিলেন "কিং মাং মুহু পশ্যসি ঘটেন কটিস্থিতেন বক্ত্রেণ পরিমীলিতলোচনেন। অন্যং বিলোকয় জনং তব কর্ম্মযোগ্যং নাহং ঘটাঙ্কিতকটিং প্রমদাং স্পৃশামি॥" অর্থাৎ হে সুন্দরি! কক্ষে কুম্ভ ধারণ করিয়া মনোহর নিমীলিত লোচনে বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছ কেন? তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে, এরূপ কোন ব্যক্তির দিকে কটাক্ষপাত কর; কারণ কুম্ভ বহনে যাহার কটিদেশ অঙ্কিত হইয়াছে, এরূপ কোন রমণীকে আমি স্পর্শ করি না।' পণ্ডিতের এইরূপ কথা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন, "সত্যং ব্রবীমি মকরধ্বজবাণপীড়! নাহং ত্বদর্থমনসা পরিচিন্তয়ামি। দাসোঽন্য মে বিঘটিতস্তব তুল্যরূপী সো বা ভবেন্নহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ॥" অর্থাৎ 'হে কন্দর্পশরপীড়িত! তোমার প্রাপ্যাভিলাষে তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি না; অদ্য ঠিক তোমার ন্যায় আমার এক ভৃত্য হারাইয়া গিয়াছে, তুমিই সেই ভৃত্য কিনা, ইহাই আমি দেখিতেছি।' দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত স্ত্রীলোকের মুখে ঈদৃশ কবিতা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় সহকারে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস আপনাকে কালিদাসের পরিচারিকা বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন সেই পণ্ডিত ভাবিলেন, কালি-দাসের পরিচারিকা যখন এরূপ বিদুষী, তখন কালিদাস না জানি কত বিদ্বান্! অতএব তাহাকে জয় করা কখনই সম্ভবপর নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দিগ্বিজয়ী ঘাট হইতেই প্রস্থান করিলেন।

থাকে। কিন্তু অগ্নিপুঞ্জ হইতেও যেমন সূর্য্যের প্রাধান্য অবিসংবাদিত, তদ্রূপ ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি যে ভাবেরই ভজনা করা হউক না কেন, তত্তাবৎ অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ সুনিশ্চিত ও নিঃসংশয়িত। ব্রহ্মোপাসনারূপ সাধনার পরিপাকে যে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ (৫৮৮। ১ ৯৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) লব্ধ হইয়া থাকে, পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্দ্বেষ্টা মহাপাপী অঘ, বক, জরাসন্ধ (২২৩৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতিকে অনায়াসে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" (১৪শ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এই স্থলে শ্রীভগবান্ নিজমুখে যে তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী যেরূপ সুসঙ্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য। তদনন্তর পূজ্যপাদ টীকাকার কতিপয় সুমধুর ভক্তি ভাব সমন্বিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত ॥

——(ঃ০০ঃ)——

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত! ॥ ১৯ ॥

অন্বয়। হে ভারত! এবম্ অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিতঃ) [সন্] যঃ মাং পুরুষোত্তমং (সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠং) জানাতি, সঃ সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারেণ) মাম্ এব ভজতি (সেবতে) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ। হে ভারত! এই-রূপ মোহ-শূন্য [হইয়া] যে আমাকে পুরুষোত্তম-রূপে জানে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-প্রকারে আমাকেই ভজনা-করে ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা। হে ভারত! যে সাধক এইরূপে মোহাদি পরিশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে অবগত হন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সর্ব্ব-প্রকারে কেবল আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং যথানিরুক্তমাত্মানং যোবেদ তস্যেদং ফলমুচ্যতে যোমামিতি। যোমামীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণাসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সন্

জানাত্যয়মহমস্মীতি পুরুষোত্তমং স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বং বেত্তীতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতস্থং ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মচিত্ততয়া হে ভারত!॥ ১৯॥

আনন্দগিরি।—আত্মনোঽপ্রপঞ্চত্বং জ্ঞানফলোক্ত্যা স্তৌতি অথেতি। যথোক্তবিশেষণং সর্ব্বাত্মত্বাদিবিশেষণোপেতমিতি যাবৎ। ক্ষরাক্ষরাতীতত্বং যথোক্তপ্রকারঃ সংমোহবর্জিতঃ সংমোহেন দেহাদিষ্বাত্মাত্মীয়ত্ববুদ্ধ্যা রহিত ইত্যর্থঃ। ভগবন্তং জানতঃ সর্ব্ববিত্ত্বং তস্যৈব সর্ব্বাত্মনামেয়ত্বাদিত্যাহ স সর্ব্ববিদিতি। সর্ব্বাত্মনি ময্যেবাসক্তচিত্তত্বেনেত্যর্থঃ॥১৯॥

রামানুজ।—যোমামিতি। য এবমুক্তেন প্রকারেণ পুরুষোত্তমং মামসংমূঢ়ো জানাতি ক্ষরাক্ষরপুরুষাভ্যামব্যয়স্বভাবতয়াব্যাপনভরণৈশ্বর্য্যাদিযোগেন চ বিসজাতীয়ং জানাতি স সর্ব্ববিৎ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া এদ্বেদিতব্যং তৎসর্ব্বং বেদ। ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন যে চ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া মদ্ভজনপ্রকারা নির্দ্দিষ্টাস্তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ভজনপ্রকারৈর্মাং ভজতে সর্ব্বৈর্মদ্বিষয়ৈর্ব্বেদনৈর্মম যা প্রীতির্যা চ মম সর্ব্বৈর্মদ্বিষয়ৈর্ভজনৈরুভয়বিধা সা প্রীতিরনেন বেদনেন মম জায়ত ইত্যেতৎ পুরুষোত্তমত্ববেদনং পূজয়তি॥ ১৯॥

হনুমান্।—অথেদানীং পুনঃ পুরুষোত্তমং পুরুষং যো বেদস্তস্য ফলমুচ্যতে যোমাং পরমেশ্বরমেবমসংমূঢ়ঃ নিশ্চিতবুদ্ধিঃ বেত্তি পুরুষোত্তমং নাকর্ম্মস্বরূপবলবীর্য্যতেজোভিরিত্যর্থঃ॥১৯॥

শ্রীধর।—এবং ভূতেশ্বরজ্ঞাতুঃ ফলমাহ য ইতি এবং নিরুক্তপ্রকারেণাসংমূঢ়োনিশ্চিতমতিঃ সন্ যোমাং পুরুষোত্তমং জানাতি সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি॥ ১৯॥

বলদেব।—তাৎপর্য্যদ্যোতনায় পুরুষোত্তমত্বে বেত্তুঃ ফলমাহ যো মামিতি। এবং মদুক্তনিরুক্ত্যা ন ত্বশ্বকর্ণাদিবৎ সংজ্ঞামাত্রত্বেন যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি অসংমূঢ়ঃ প্রোক্তে পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শূন্যঃ সন্ স শ্লোকত্রয়স্যৈবার্থং জানন্ সর্ব্ববিৎ নিখিলস্য বেদস্য তত্রৈব তাৎপর্য্যাৎ। পুরুষোত্তমত্বজ্ঞো মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ ভজত্যুপাস্তে। সর্ব্ববেদার্থবেত্তরি সর্ব্বভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠাতরি চ যো মে প্রসাদঃ স তস্মিন্ ভবেদিতি মে পুরুষোত্তমত্বে সন্দিহানস্ত্বধীতসর্ব্ববেদোঽপ্যজ্ঞঃ সর্ব্বথা ভজন্নপ্যভক্ত ইতি ভাবঃ॥ ১৯॥

মধুসূদন।—এবং নামনির্ব্বচনজ্ঞানে ফলমাহ যোমামিতি। যোমামীশ্বরম্ এবং যথোক্তনামনির্ব্বচনেন অসম্মূঢ়ঃ মনুষ্য এবায়ং কশ্চিৎ কৃষ্ণ ইতি সংমোহবর্জ্জিতঃ জানাত্যয়মীশ্বর এবেতি পুরুষোত্তমং প্রাপ্ত্যাখ্যাতং স মাং ভজতি সেবতে। সর্ব্ববিৎ মাং সর্ব্বাত্মানং বেত্তীতি স এব সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবেন প্রেমলক্ষণেন ভক্তিযোগেন হে ভারত! অতোযদুক্তং "মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ইতি তদুপপন্নং। যচ্চোক্তং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি তদপ্যুপপন্নতরং "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হারং ভবজলধিপারং কৃতধিয়াং। বিহন্তুং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো মহো বারংবারং ভজতে কুশলারম্ভকৃতিনঃ"॥ ১৯॥

নীলকণ্ঠ।—এতদ্বিজ্ঞানফলং মদ্ভক্তিরেবেত্যাহ, যোমামিতি অসংমূঢ়ঃ মম পুরুষোত্ত-

মত্ত্বে সংশয়বিপর্য্যাসাদিহীনঃ স এব সর্ব্ববিৎ যতোমাং পুরুষোত্তমং জানাতি, তৎফলঞ্চ মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্ভজতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেস্মিংস্ত্বয়া ব্যবস্থাপিতেঽপ্যর্থে বাদিনো বিবদন্ত এব তত্র বিবদতাং কে মন্মায়ামোহিতাঃ সাধুস্তু ন মুহ্যতীত্যাহ যো মামিতি। অসংমূঢ়ঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্তসংমোহঃ। স এব সর্ব্ববিৎ অনধীতশাস্ত্রোঽপি সএব সর্ব্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ। তদন্যঃ কিলাধীতাধ্যাপিত সর্ব্ব শাস্ত্রোঽপি সংমূঢ়ঃ সম্যঙ্‌ মূর্খ এবেতি ভাবঃ তথা য এবং জানাতি সএব মাং সর্ব্বতোভাবেন ভজতি তদন্যোভজন্নপি ন মাং ভজতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে স্বকীয় পুরুষোত্তম নামের তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পুরুষোত্তমস্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে এবং-ভূতেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান প্রণিধান নিবন্ধন এবং আত্মাববোধে কিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে তাহাই বিবৃত করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সৌভাগ্যবান্ সাধক মায়ামোহাদি পরিশূন্য হইয়া এবং অজ্ঞানরূপ ক্ষণান্ধকারময় বিষয়কূপ হইতে জ্ঞানালোকিত রমণীয় প্রদেশে উপনীত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম বোধে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম, তিনিই ধন্য এবং তাঁহার সাধনাই সার্থক। এ সংসারে মোহের মদিরায় সকলেই মত্ত। মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া অসত্য ও অসারকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া পরম ফলপ্রদ পরমাকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে মনুষ্যের আসক্তি অল্পই দেখা যায়। একেতো বিহিত পথপ্রদর্শক ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ লাভ করা যায়; তাহার পর যদি দৈবাৎ সেরূপ সদুপদেশ প্রদানক্ষম মহাপুরুষের সহিত সম্মিলন ঘটে, তাহা হইলেও তৎপ্রদত্ত পথে বিচরণ করিবার শত সহস্র অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। সর্ব্বোপরি মনুষ্য হৃদয় এতই দুর্ব্বল এবং আপাতমনোহর প্রত্যক্ষ সুখের এতই অনুরাগী যে, সাধনালভ্য অপ্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত হৃদয় সহসা প্রস্তুত হইতে চাহে না। এই সকল কারণেই সম্মোহ মনুষ্যকে জন্ম হইতে মরণ কাল পর্য্যন্ত বিজড়িত করিয়া রাখে; কিন্তু এই মোহই পরমোন্নতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। এই জন্যই এই স্থলে শ্রীভগবান্ অসম্মূঢ় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই-রূপ সম্মোহ বর্জ্জিত হইয়া যিনি শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারই পরিজ্ঞান যথার্থ। কার্য্য ও কারণরূপে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় অপেক্ষা শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি পুরুষোত্তম। যাঁহার

এইরূপ প্রকৃষ্ট পরিজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য পুরুষোত্তমের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হেতু সকল বিষয়ের জ্ঞানই তাঁহার লব্ধ হইয়াছে। সার ও অসার বস্তু বিনির্ণয়ে তিনি সক্ষম হইয়াছেন, মোহের কুহেলিকা ভেদ করিয়া জ্ঞানের রমণীয় জ্যোতিঃপূর্ণ প্রদেশে তিনি বিচরণ করিতেছেন এবং ইহকাল ও পরকাল, জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, এ সকলের রহস্যই তিনি সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এইরূপ সর্ব্ববিৎ মহাত্মা সর্ব্বপ্রকারে সেই পুরুষোত্তম স্বরূপ শ্রীভগবানেরই ভজনা করিয়া থাকেন। আত্মানাত্ম বিবেক সহকারে অনাত্ম বস্তুর পরিহার পূর্ব্বক তিনি নিরন্তর পরমাত্মাস্বরূপ পরম পুরুষের চিন্তাতেই বিনিযুক্ত থাকেন এবং আপনার আন্তরিক উদ্যম, দৈহিক চেষ্টা, জীবনের অধ্যবসায়, সকলই সেই পুরুষোত্তমের ভজনাতে পর্য্যবসিত করেন। তাঁহারই হৃদয় সেই ভগবৎ প্রেমে সতত পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, এবং তাঁহারই অন্তর প্রদেশে সুমধুর ভক্তির প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি সহকারে সেই পুণ্যশীল সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ রহস্যবিৎ সাধক নিরন্তর ভগবন্নিষ্ঠাতেই কালাতিবাহিত করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" (১৪শ অধ্যায় ২৬শ্লোক) সেই ভগবদ্ভক্ত তত্ত্ব এই স্থলে উপপন্ন হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকোপলক্ষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যাঁহারা অত্রত্য শ্লোকত্রয় প্রতিপাদিত পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অর্থাৎ কেবল সংজ্ঞামাত্র মনে না করিয়া যথাযথরূপে তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বজ্ঞ এবং শ্রীভগবানের কৃপাভাজন। যাঁহারা উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা বেদবেদান্তের মর্ম্মাদিতে অধিকতর অভিজ্ঞ অথচ পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহযুক্ত তাঁহারা ভগবানের তাদৃশ করুণাস্পদ হইতে পারেন না।

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে শাস্ত্রজ্ঞানই চরম জ্ঞান নহে। শাস্ত্র প্রদর্শিত পথে দুষ্কর সাধনা সহকারে যথাযথ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। অশেষ শাস্ত্র-সিন্ধু অতিক্রম করিয়াও মনের নির্ম্মলতা সংঘটিত না হইতে পারে, এবং অহঙ্কার ও আত্মাভিমান অপগত না হইতেও পারে। সুতরাং

শাস্ত্রজ্ঞানের ফলেও অসম্মোহ অবস্থা না হইলেও না হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃষ্ট ব্রহ্ম জ্ঞানের অত্যল্প মাত্র হৃদয় প্রদেশে আবির্ভূত হইলে স্বতই অন্তরাত্মা পাপপ্রধৌত হইয়া যায় এবং সকল জ্ঞানের সারস্বরূপ পরম জ্ঞান উত্তরোত্তর হৃদয়কে উন্নত ও পরম ফলাভিমুখী করিতে থাকে॥ ১৯ ॥

—:(*):—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ !
এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-যোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

——(:•:)——

অন্বয়। হে অনঘ। (অপাপ।) হে ভারত। ইতি (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) গুহ্যতমম্ (অতি গোপনীয়ং) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্ (কথিতং) এতৎ বুদ্ধা (জ্ঞাত্বা) বুদ্ধিমান্ (সম্যক্ জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ (কৃতার্থঃ) চ স্যাৎ (ভবেৎ)॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ। হে অনঘ! হে ভারত! এইরূপ অতি-গোপনীয় এই শাস্ত্র আমার-কর্ত্তৃক কথিত-হইয়াছে, ইহাকে জানিয়া সম্যক্-জ্ঞানী এবং কৃতার্থ হয়॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা। হে পাপরহিত ভরতবংশাবতংস! আমি তোমাকে অতি গুহ্যতত্ত্ব বিষয়ক এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলাম; যিনি ইহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারেন, সেই জ্ঞানীই কৃতার্থ হইয়া থাকেন॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষফলমুক্ত্বাঽথেদানীং তৎ স্তৌতি ইতি গুহ্যতমমিতি। ইত্যেতৎ গুহ্যতমং গোপ্যতমম্ অত্যন্তং রহস্যমিত্যেতৎ কিন্তচ্ছাস্ত্রং যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায়ঃ ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ সর্ব্বোহি

গীতাশাস্ত্রার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তো ন কেবলং সর্ব্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তোযস্তং বেদ স বেদবিৎ, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি চোক্তমিদমুক্তং কথিতং ময়া হে অনঘ! এতচ্ছাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাদ্ভবেৎ, নান্যথা কৃতকৃত্যশ্চ ভারত! কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থ ন চান্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি চোক্তং। "এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎকৃতকৃত্যোহি দ্বিজোভবতি নান্যথা"॥ ইতি চ মানবং বচনম্। যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বং মত্তঃ শ্রুতবানসি অতঃ কৃতার্থস্ত্বং ভারতেতি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ ভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্যপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—অধ্যায়ার্থমনূদ্যোপসংহারশ্লোকমবতারয়তি অস্মিন্নিতি। সর্ব্বস্যাং গীতায়াং শাস্ত্রশব্দে বক্তব্যে কথমস্মিন্নধ্যায়ে তৎ প্রয়োগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। সন্নিহিতমধ্যায়ং স্তোতুমপি কুতস্তত্র শাস্ত্রশব্দস্তদর্থাভাবাত্তত্রাহ সর্ব্বোহীতি। গীতাশাস্ত্রার্থস্য সর্ব্বস্যাত্র সংক্ষিপ্তত্বাদেব কেবলং শাস্ত্রশব্দো ন ভবতি কিন্তু বেদার্থস্যাপি সর্ব্বস্যাত্র সমাপ্তের্যুক্তং শাস্ত্রপদমিত্যাহ নেতি; তত্র গমকমাহ যস্তমিতি। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে কৃতকৃত্যতেত্যেতদুপপাদয়তি বিশিষ্টেতি। নান্যথেত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি নচেতি। সত্যপি তত্ত্বজ্ঞানে কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যসমাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বমিতি। তত্ত্বজ্ঞানে কৃতার্থতেতি তত্র মনোরপি সম্মতিমাহ এতদ্ধীতি। ভারতেতি সম্বোধনতাৎপর্য্যমাহ যতইতি। তদনেনাত্মনো দেহাদ্যতিরিক্তত্বং চিদ্রূপত্বং সর্ব্বাত্মত্বং কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্তত্বেনাপ্রপঞ্চত্বং তস্যাথৈকরসব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাদশেষপুরুষার্থপরিসমাপ্তিরিত্যুক্তম্॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দ পূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমদানন্দগিরি বিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্য বিবেচনে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—ইতীতি। ইত্থং মম পুরুষোত্তমত্বপ্রতিপাদনং সর্ব্বেষাং গুহ্যানাং গুহ্যতমমিদং শাস্ত্রং ত্বমনঘতয়া যোগ্যতমইতি কৃত্বা ময়া তবোক্তং এতদ্বুদ্ধাবুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ মাংপ্রেপ্সুনাউপাদেয়া যা বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বোপাত্তা স্যাৎ যচ্চ তেন কর্ত্তব্যং তচ্চ সর্ব্বং কৃতং স্যাদিত্যর্থঃ। অনেন শ্লোকেনানন্তরোক্তং পুরুষোত্তমবিষয়ং জ্ঞানং শাস্ত্রজন্যমেবৈতৎ সর্ব্বং করোতি নতু সাক্ষাৎকাররূপমিত্যুচ্যতে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিতে গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্। ইত্থং গুহ্যতমং শাস্ত্রশাসনাত্প্রাননাচ্চ উক্তমভিহিতং এতচ্ছাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মবিৎস্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ কৃতং কৃত্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেবং ময়োক্তং ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রং হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অত এবৈতন্মদুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যক্‌জ্ঞানী স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ যোঽপি কোঽপি হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতিভাবঃ। সংসারশাখিনং ভিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ। পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ॥ ২০॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—অথৈতদপাত্রেষ্বপ্রকাশ্যমিতি ভাবেনাহ ইতীতি। ইত্যেবং সংক্ষেপরূপং পুরুষোত্তমত্বনিরূপকমিদং ত্রিশ্লোকীশাস্ত্রং তুভ্যং পরমভক্তায় ময়োক্তম্। হে অনঘ ত্বয়াপ্যপাত্রেষু নৈতৎ প্রকাশ্যমিতি ভাবঃ। এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ পরোক্ষজ্ঞানী স্যাৎ কৃতকৃত্যোঽপরোক্ষজ্ঞানী চেতি পুরুষোত্তমতত্ত্বজ্ঞানমভ্যর্চ্চ্যতে। বদ্ধান্মুক্তাচ্চ যঃ পুংসো ভিন্নস্তদ্ভূত্তদুত্তমঃ। স পুমান্ হরিরেবেতি প্রাপ্তং পঞ্চদশাদতঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ইদানীমধ্যায়ার্থং স্তুবন্নুপসংহরতি ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ গুহ্যতমং রহস্যতমং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব সংক্ষেপেণেদমস্মিন্নধ্যায়ে ময়োক্তং হে অনঘ! অব্যসন! এতদ্বুদ্ধাঽন্যোঽপি যঃ কশ্চিদ্বুদ্ধিমানাত্মজ্ঞানবান্ স্যাৎ কৃতং সর্ব্বং কৃত্যং যেন ন পুনঃ কৃত্যান্তরং যস্যাস্তি স কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেৎ ন ত্বন্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ হে ভারত! ত্বং তু মহাকুলপ্রসূতঃ স্বয়ং চ ব্যসনরহিত ইতি কুলগুণেন স্বগুণেন চৈতৎ বুদ্ধা কৃতকৃত্যোভবিষ্যসীতি কিমু বক্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা গূঢ়ার্থদীপিকায়াং পুরুষোত্তমযোগোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানস্য মোক্ষফলমুক্ত্বাথেদানীং তৎ স্তৌতি ইতীতি। ইতি এতৎ গুহ্যতমমত্যন্তরহস্যং শাস্ত্রং যদ্যপি ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী কৃৎস্নশাস্ত্রং তথাপি অস্মিন্নধ্যায়ে কৃৎস্নস্য শাস্ত্রার্থস্য প্রদর্শনাৎ অয়মপি শাস্ত্রম্ অত্রহি কার্য্যকারণবিভাগঃ সংসারবৃক্ষস্যানিত্যত্বং

ভগবতোবিভূতয়ঃ যস্তং বেদ স বেদবিৎ বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যাদিনা সর্ব্বশাস্ত্রার্থোদর্শিতোঽস্তি ইদং ময়া উক্তং হে অনঘ! নির্ব্ব্যসন! এতৎ রহস্যং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ জ্ঞানীস্যাৎ আত্মবিদ্ভবেৎ, তাবতা কৃতকৃত্যঃ সর্ব্বং হি কৃত্যং পরমাত্মাবগতিপর্য্যন্তং তত্রৈব কৃৎস্নপুরুষার্থসমাপ্তেঃ মৎ প্রাপ্ত্যং প্রাপণীয়শ্চ স্যাৎ ভবতি নাতঃপরং কর্ত্তব্যমবশিষ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধর চতুর্দ্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশোনাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি। বিংশত্যাশ্লোকৈরেভিরতিরহস্যং শাস্ত্রমেব সম্পূর্ণং ময়োক্তং। জড়চৈতন্যবর্গানাং বিবৃতং কুর্ব্বতাকৃতং। কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ॥ ২০॥

ইতি সারার্থ-বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। গীতাস্বয়ং পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।

তাৎপর্য্য।—সুপবিত্র পুরুষোত্তম রহস্য পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ উপসংহার কালে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। এই অত্যুদার সুমহৎ পূত তত্ত্বোপদেশ পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র অশেষ রহস্যের ভাণ্ডার স্বরূপ, পরম জ্ঞানের পেটিকাস্বরূপ এবং অতি গোপনীয় জ্ঞাতব্য রহস্য কথার আধার স্বরূপ। ইহা আমূল বিবিধ দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ হইলেও অধুনা এই পবিত্র বিংশতি শ্লোকময় পঞ্চদশাধ্যায়ে যে পরমেশ্বর স্বরূপ পুরুষোত্তমের তত্ত্বকথা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা পরম ফলপ্রদ, পরম জ্ঞেয়, একান্ত বোধিতব্য, অথচ অশেষ রহস্যজালে জড়িত এবং গোপ্যতম। অর্থাৎ এই তত্ত্ব যে সে স্থানে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। কারণ সর্ব্বসাধারণে ইহার মর্ম্ম গ্রহণে অধিকারী নহে। কেবল শিক্ষিত বিহঙ্গম বিশেষের ন্যায় এই রহস্য ধ্বনিত করিতে পারিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, ইহার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদ্গত করিতে পারিলেই অভীপ্সিত ফল লব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু সেরূপ অধিকার প্রাপ্তি সকলের ঘটিতে পারে না। এই জন্যই এই তত্ত্বোপদেশ গুহ্যতমরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ অভিন্নহৃদয় বান্ধব অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোকহিতের নিমিত্ত এই পরম তত্ত্ব কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই তত্ত্ব যথাযথ বুদ্ধি সহকারে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ সাফল্য হয় এবং যিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান্ নামে অভিহিত হইয়া

থাকেন। মনুষ্যের বুদ্ধি নিয়ত বহু বিষয়ে বিচরণ করে এবং সত্যকে অবহেলা করিয়া অনেক সময়ে অসত্যকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হয়। এরূপ নিন্দিত বুদ্ধি বুদ্ধি নামেরই অযোগ্য। যে বুদ্ধির সাহায্যে উন্নতি না হইয়া অধোগতির পথ প্রশস্ত হয়, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে এবং সেরূপ বুদ্ধিশালী মনুষ্য বুদ্ধিমান্ নামের যোগ্য নহে। যে বুদ্ধি প্রভাবে পুরুষোত্তম তত্ত্ববোধে সমর্থ হওয়া যায়, মোহের প্রলোভন বিচ্ছিন্ন করিয়া, জ্ঞানের সুমধুর আহ্বান বাণী শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিহ্বল হয়, সেই বুদ্ধিই প্রশংসনীয়, এবং সেইরূপ বুদ্ধিমান পুরুষই প্রকৃত বুদ্ধিমান্। এইরূপ বুদ্ধিমান্ হইলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ তাহার জীবনের সকল কর্ত্তব্য সকল প্রয়াস এবং সকল অধ্যবসায় সমাপ্ত হইয়া যায়। মুক্তিরূপ পরম ফলপ্রাপ্তি মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে বুদ্ধি সঞ্জাত হইলে মনুষ্য অনায়াসে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, যে পরম সাধনার প্রভাবে চরমে পরম ফলের আলেখ্য সে সম্মুখে দর্শন করে, তাহার আর কি কার্য্য থাকিবে? জীবনের পরম উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হওয়ায় তিনি কামনাশূন্য আনন্দপূর্ণ এবং ভক্তিবিহ্বল হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে "অনঘ" অর্থাৎ পাপরহিত শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। অর্জ্জুন ব্যসন শূন্য ও মহদ্বংশ প্রসূত; এই পরমোপদেশ তাঁহারই শ্রোতব্য বিদিতব্য এবং গ্রহণীয়। যে উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে যে কোন সাধকই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, সেই উপদেশ প্রভাবে অর্জ্জুনের ন্যায় মহদ্বংশসম্ভূত মহাত্মা যে অনায়াসেই কৃতকৃত্য হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

কোন কোন ব্যাখ্যাতা মহোদয় বুদ্ধিমানের এবং কৃতকৃত্যের স্বতন্ত্র রূপ ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমানেরা পরোক্ষ ভাবে এবং কৃতকৃত্যেরা অপরোক্ষ ভাবে ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪র্থ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই স্থানে সমর্থিত হইল। এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিম্নোদ্ধৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "এতদ্ধিজন্ম সাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা।" (মনুসংহিতা ১২শ

অধ্যায় ৯৩ শ্লোক) এই আত্মজ্ঞান ও বেদাদি তত্ত্ব দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্মসাফল্য সম্পাদক; দ্বিজাতিবর্গ ইহা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। অশ্বত্থরূপ সংসার বৃক্ষ ভেদ করিয়া শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম যোগ নামক এই পঞ্চদশাধ্যায়ে পরম পদ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য। যিনি বদ্ধ এবং মুক্ত এই উভয় অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, শ্রীহরিই সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ; এই তত্ত্ব পঞ্চদশাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। জড় চৈতন্যবর্গের বিশ্লিষ্ট বিবরণ বিন্যস্ত করিয়া বর্ত্তমানাধ্যায়ে ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মহোৎকর্ষ স্বরূপ।

তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—অচিন্মিশ্রাদ্বিশুদ্ধাচ্চ চেতনাৎ পুরুষোত্তমঃ। ব্যাপনাৎ ভরণাৎ স্বাম্যাদন্যঃ পঞ্চদশোদিতঃ ॥

তাৎপর্য্য।—জড় চৈতন্য এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য এতদুভয় হইতে স্বষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বব্যাপকত্ব হেতু, সর্ব্বপালকত্ব হেতু এবং সর্ব্বস্বামিত্ব হেতু পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র, এই তত্ত্ব পঞ্চদশাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত! ॥১।২।৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ভারত! অভয়ং (অভীরুতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তনির্ম্মলতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞানযোগনিষ্ঠতা) দানং দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ) চ যজ্ঞঃ চ স্বাধ্যায়ঃ (ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ) তপঃ আর্জ্জবম্ (অকৌটিল্যম্) অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনং) সত্যম্ অক্রোধঃ (ক্রোধত্যাগঃ) ত্যাগঃ (সন্ন্যাসঃ) শান্তিঃ (চিত্তোপরতিঃ) অপৈশুনং (পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং) ভূতেষু দয়া অলোলুপ্ত্বং (লোভবর্জ্জনং) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (লজ্জা) অচাপলং (অচঞ্চলত্বং) তেজঃ (প্রাগল্ভ্যং) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তর-শুচিত্বং) অদ্রোহঃ (অজিঘাংসা) নাতিমানিতা (নাত্যর্থং মানাভিলাষিতা) দৈবীং (শুদ্ধসত্ত্বময়ীং) সম্পদম্ (বাসনা-সন্ততিম্) অভিজাতস্য (অভি-লক্ষ্য উৎপন্নস্য) ভবন্তি ॥ ১ । ২ । ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ভারত! অভীরুতা, চিত্ত-শুদ্ধি, জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞাদি, তপস্যা, সরলতা,

☞ পাঠান্তর।—অলোলুত্বং।

অহিংসা, সত্য, ক্রোধ-ত্যাগ, সন্ন্যাস, শান্তি, পরদোষ-অপ্রকাশ, ভূতে দয়া, লোভ-হীনতা, লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অজিঘাংসা, অভিমান-রাহিত্য, শুদ্ধ-সাত্ত্বিকী সম্পদকে লক্ষ্য-করিয়া জাত-ব্যক্তির হয় ॥ ১। ২। ৩॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ভারত! যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময়ী দৈবী বাসনা-বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের অভয়, চিত্তের প্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমরূপ দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সারল্য, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ভাব, সন্ন্যাস, চিত্তের শান্তি, পরদোষের অপ্রকাশেচ্ছা, জীবে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, জিঘাংসা-রাহিত্য, অতিমানলাভে অনিচ্ছা প্রভৃতি গুণসমূহ স্বতই উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১। ৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়োনবমেঽধ্যায়ে সূচিতাস্তাসাং বিস্তার (বিস্তরেণ) প্রদর্শনায়াভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে, তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ, নিবন্ধনায়াসুরী রাক্ষসী চেতি দৈব্যাদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে ইতরয়োঃ পরিবর্জ্জনায় শ্রীভগবানুবাচ অভয়মিতি। অভয়মভীরুতা সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চন-মায়ানৃতাদিপরিবর্জ্জনং শুদ্ধভাবেন ব্যবহার ইত্যর্থঃ। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চাত্মাদিপদার্থানামবগমোঽবগতানামিন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসম্বেদ্যতাপাদনং যোগস্তয়োর্জ্ঞানযোগয়োর্ব্যবস্থিতিঃ ব্যবস্থানং তন্নিষ্ঠতা এষা প্রধানা দৈবী সাত্ত্বিকী সম্পৎ,যত্র চ যেষামধিকৃতানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি সাত্ত্বিকী সোচ্যতে। দানং যথাশক্তি সম্বিভাগোঽন্নাদীনাং,দমশ্চ বাহ্যকরণানাম্ উপশমোঽন্তঃকরণস্যোপশমঃ, শান্তিং বক্ষ্যতি, যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রাদিঃ স্মার্ত্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ, স্বাধ্যায় ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থং তপোবক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আর্জ্জবমৃজুত্বং সর্ব্বদা।১।

কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা অহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জ্জনং, সত্যমপ্রিয়ানৃতবর্জ্জিতং যথা-ভূতার্থবচনম্, অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্যাভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনং, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ, শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ, অপৈশুনমপিশুনতা পরস্মৈ পররন্ধ্রপ্রকটী-করণং পৈশুনন্তদভাবোঽপৈশুনং, দয়া (কৃপা) ভূতেষু দুঃখিতেষু, অলোপুপ্ত্বমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাববিক্রিয়া,মার্দ্দবং মৃদুতা অক্রৌর্য্যং, হ্রীর্লজ্জা, অচাপলমসতি প্রয়োজনে বাক্‌পাণিপাদাদীনা-মব্যাপারয়িতৃত্বম্।২। কিঞ্চ তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ন ত্বগ্‌গতা দীপ্তিঃ, ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বান্তর্ব্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ, উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনম্ অক্রোধঃ ইত্যবোচাম ইথং

ক্ষমায়া অক্রোধস্ত চ বিশেষঃ ধৃতির্দ্দেহেন্দ্রিয়েষবসাদং প্রাপ্তেষু তস্ত প্রতিষেধকোঽন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষঃ, যেনোত্তম্ভিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি শৌচং দ্বিবিধং মৃজ্জলাভ্যাং কৃতংবাহ্যম্, আভ্যন্তরঞ্চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্ম্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ এবং দ্বিবিধং শৌচম্, অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবোঽহিংসনং, নাতিমানিতাতার্থং মানোঽতিমানঃ স যস্য বিদ্যতে সোঽতিমানী তদ্ভাবোঽতিমানিতা, আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ, ভবন্ত্যভয়াদীন্যেতদন্তানি সম্পদমভিজাতস্য কিংবিশিষ্টাং সম্পদং দৈবীং দেবানাং সম্পদং তামভিলক্ষ্য জাতস্য দৈবী-বিভূত্যর্হস্য ভাবিকল্যাণস্যেত্যর্থো হে ভারত! ॥ ১। ২। ৩॥

আনন্দগিরি।—ব্যবহিতেন সম্বন্ধং বদন্নধ্যায়ান্তরমবতারয়তি দৈবীতি। দৈবী সূচিতা রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীমিত্যাদাবিতি শেষঃ। প্রকৃতীনাং বিস্তরেণ দর্শনং কুত্রো-পযোগীত্যাশঙ্ক্য বিভজ্যোপযোগমাহ সংসারেতি। অতীতে চাধ্যায়ে কর্ম্মানুবন্ধীন্যধশ্চ মূলান্য-নুসন্ততানীত্যত্র কর্ম্মব্যঙ্গ্যা বাসনাঃ সংসারস্যাবান্তরমূলত্বেনোক্তাস্তা মনুষ্যদেহে প্রাগ্‌ভবীয়-কর্ম্মানুসারেণ ব্যজ্যমানাঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন দৈব্যাদিপ্রকৃতিত্রয়ত্বেন বিভক্তাস্তা বিবিস্তিতীর্ষুর্ভগ-বাননুক্তবানিত্যাহ ভগবানিতি। অভীরুতা শাস্ত্রোপদিষ্টেঽর্থে সন্দেহং হিত্বানুষ্ঠাননিষ্ঠত্বং পরবঞ্চনা পরস্য ব্যাজেন বশীকরণং মায়া হৃদয়েঽন্যথা কৃত্বা বহিরন্যথা ব্যবহরণম্ অনৃতম-যথাদৃষ্টং কথনমাদিপদেন বিপ্রলম্ভবিভ্রমাদি গ্রহঃ। উক্তমর্থং সংক্ষিপ্যাহ শুদ্ধেতি। এষেত্য-ভয়াদ্যা জ্ঞানাদিস্থিত্যন্তা ত্রিধোক্তেতি যাবৎ। তামেব সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিং প্রকটয়তি যত্রেতি। জ্ঞানে কর্ম্মণি বাধিকৃতানামভীরুত্বাদ্যা যা প্রকৃতিঃ সা তেষামত্র সাত্ত্বিকী সম্পদিত্যর্থঃ। মহা-ভাগ্যানামত্যুত্তমা দৈবী সম্পদুক্তা, সংপ্রতি সর্ব্বেষাং যথাসম্ভবং সম্পদং ব্যপদিশতি দানমিতি। বাহ্যকরণবিশেষণে কারণমাহ অন্তঃকরণস্যেতি। দেবযজ্ঞাদিরিত্যাদিশব্দেন পিতৃযজ্ঞোভূত-যজ্ঞোমনুষ্যযজ্ঞশ্চেতি ত্রয়মুক্তং ব্রহ্মযজ্ঞস্য স্বাধ্যায়েন পৃথক্‌করণাদ্দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য বিশেষ-ণান্তরাণি দর্শয়তি কিঞ্চেতি। ত্যাগশব্দেন দানং কস্মান্নোচ্যতে তত্রাহ পূর্ব্বমিতি। লজ্জাঽ-কার্য্যান্নিবৃত্তিহেতুগর্হানিমিত্তা মনোবৃত্তিঃ ।২। দৈবীং সম্পদং প্রাপ্তস্য বিশেষণান্তরাণ্যপি সন্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। ব্যাবর্ত্ত্যং কীর্ত্তয়তি নেতি। অধ্যাত্মাধিকারাদিতিশেষঃ। ক্ষমাক্রোধয়োরেকার্থত্বেন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি উৎপন্নায়ামিতি। তয়োরেবং বিশেষান্ন পৌনরুক্ত্যং ফলতীত্যাহ ইত্থমিতি। বৃত্তিবিশেষমেব বিশদয়তি যেনেতি। শৌচস্য দ্বৈবিধ্যমেব প্রকটয়তি মৃজ্জলেত্যাদিনা। নৈর্ম্মল্যমেব স্ফোরয়তি মায়েতি। উক্তমুপসংহরতি এবমিতি। অতিমানিত্বাভাবমেব ব্যনক্তি আত্মনইতি। কস্যৈতানি বিশেষণানীতাপেক্ষায়ামাহ ভবন্তীতি। সাধকস্য মনুষ্যদেহস্থস্যৈব কথং দৈবীং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ দৈবীতি॥ ১। ২। ৩॥

রামানুজ।—অতীতেনাধ্যায়ত্রয়েণ প্রকৃতি পুরুষয়োর্ব্বিবিক্তয়োঃ সংসৃষ্টয়োশ্চ যাথাত্ম্যং তৎ সংসর্গবিয়োগয়োশ্চ গুণসঙ্গ তদ্বিপর্য্যয়হেতুকত্বং সর্ব্বপ্রকারেণাবস্থিতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভগ-বদ্বিভূতিত্বং বিভূতিমতো ভগবতো বিভূতিভূতাদচিদ্বস্তুনঃ চিদ্বস্তুনশ্চ বদ্ধমুক্তোভয়রূপাদব্যয়ত্বব্যাপন ভরণস্বাম্যৈরর্থান্তরতয়া পুরুষোত্তমত্বেন যাথাত্ম্যঞ্চ বর্ণিতম্। অনন্তরমুক্তস্যার্থস্য স্থেম্নে শাস্ত্রবশ্যতাং

বক্তুং শাস্ত্রবশ্যতদ্বিপরীতয়োর্দ্দৈবাসুরবর্গয়োর্ব্বিভাগং শ্রীভগবানুবাচ। অভয়মিতি। অহিংসেতি। তেজইতি। ইষ্টানিষ্টবিয়োগসংযোগরূপস্য দুঃখস্য হেতু দর্শনজং দুঃখং ভয়ং তন্নিবৃত্তিরভয়ং, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টত্বং, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ প্রকৃতিবিবিক্তাত্মস্বরূপ বিবেকনিষ্ঠা, দানং ন্যায়ার্জ্জিতধনস্য পাত্রে প্রতিপাদনং দমো মনসো বিষয়ৌন্মুখ্যনিবৃত্তি সংশীলনং, যজ্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিত ভগবদারাধনরূপ মহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং স্বাধ্যায়ঃ সবিভূতের্ভগবতস্তদারাধন প্রকারস্য চ প্রতিপাদকঃ কৃৎস্নো বেদ ইত্যনুসন্ধায় বেদাভ্যাসনিষ্ঠা, তপঃ কৃচ্ছচান্দ্রায়ণদ্বাদশ্যুপবাসাদের্ভগবৎপ্রীণনকর্ম্মযোগ্যতাপাদনস্য করণম্, আর্জ্জবং মনোবাক্কায়কর্ম্মপ্রবৃত্তীনামেকনিষ্ঠতা। পরেষু অহিংসা পরপীড়াবর্জনং, সত্যং যথা দৃষ্টার্থগোচরভূতহিতবাক্যম্, অক্রোধঃ পরপীড়াফলকচিত্তবিকাররহিতত্বং, ত্যাগঃ আত্মহিতপ্রত্যনীকপরিগ্রহবিমোচনং শান্তিরিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রাবণ্যনিরোধসংশীলনম্ অপৈশুনং পরানর্থকরবাক্যনিবেদনাহকরণং, দয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু দুঃখাসহিষ্ণুত্বম্ অলোলুপ্ত্বং [অলোলুত্বমিতি বা পাঠঃ] বিষয়েষু নিস্পৃহত্বমিত্যর্থঃ, মার্দ্দবমকাঠিন্যং সাধুজনবিশ্লেষানর্হতেত্যর্থঃ, হ্রীঃ অকার্য্যকরণে লজ্জা অচাপলং স্পৃহণীয় বিষয়সন্নিধাবচপলত্বং। তেজঃ দুর্জনৈরনভিভবনীয়ত্বং, ক্ষমা পরনিমিত্ত পীড়ানুভবেহপি তং প্রতি চিত্তবিকাররহিততা, ধৃতির্মহত্যামপ্যাপদি কৃত্যকর্ত্তব্যতাবধারণং, শৌচং বাহ্যান্তঃকরণানাং কৃত্যযোগ্যতা শাস্ত্রীয়া অদ্রোহঃ পরেষনুপরোধঃ পরেষু স্বচ্ছন্দবৃত্তিনিরোধরহিতত্বমিত্যর্থঃ। নাতিমানিতা স্থানে গর্ব্বোহতিমানিত্বং তদ্রহিততা এতে গুণা দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবসম্বন্ধিনী সংপৎ দৈবী দেবা ভগবদাজ্ঞানুবৃত্তিশীলাঃ তেষাং সংপৎ সাচ ভগবদাজ্ঞানুবৃত্তিরেব তামভিজাতস্য তামভিমুখীকৃত্য জাতস্য তামভিবর্ত্তয়িতুং জাতস্য ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১। ২। ৩॥

হনুমান্।—নবমে অধ্যায়ে দৈবী আসুরী রাক্ষসীচেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ঃ উক্তাঃ বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িতুমধ্যায় আরভ্যতে। শ্রীভগবানুবাচ অভয়মভীকৃতা সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যং জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেনাত্মাদি পদার্থাবগমোঽবগতানাং যোগানুষ্ঠানেন সাক্ষাৎকরণং যোগো জ্ঞানঞ্চ যোগশ্চ জ্ঞানযোগৌ তয়োর্ব্যবস্থিতিঃ, দানমর্থিভ্যঃ স্বদ্রব্যসমর্পণং দমঃ অন্তঃকরণোপরতিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্তাঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ শ্রৌতাগ্নিষ্টোমাদয়ঃ, স্বাধ্যায়ো বেদাভ্যাসঃ, তপস্ত্রিবিধং কায়িকং বাচিকং মানসং চেতি, আর্জবম্ অবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসা প্রাণিনামপীড়া অক্রোধঃ প্রসক্তস্য ক্রোধস্য ত্যাগঃ। শান্তিঃ বাহ্যেন্দ্রিয়োপরতিঃ, অপৈশুনং পররন্ধ্র প্রচ্ছাদনং দয়া ভূতেষু অতাপঃ অলোলুপ্ত্বমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাববিক্রিয়া মার্দবমক্রৌর্য্যম্। অচাপলং ব্যর্থচেষ্টা বর্জনম্। তেজঃ প্রতাপঃ ক্ষমাক্রোধকারণেষু সৎসু চিত্তস্যাবিক্রিয়া, ধৃতিঃ ক্ষুৎপিপাসাদি সহনং শৌচং মলশোধনম্ অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবঃ নাতিমানিতা আত্মনঃ পূজ্যতাপ্রতিপত্তিঃ এতেঽভয়াদয়ো ভবন্তি জায়ন্তে সংপদং লাভং দেবানামিয়ং দৈবী তামভিলক্ষ্য জাতস্য পার্থ সম্পদং লব্ধা জাতস্যেত্যর্থঃ॥ ১। ২। ৩॥

শ্রীধর।—আসুরীং সম্পদংত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ। মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেত্যুক্তং, তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে কোবা ন বুধ্যত ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবে-

কার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থে অধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ, "ভাবোদ্যোগেন বোঢ়ব্যাস প্রাগানেন্দোলিকোগৃমদা। তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্তুং নিরূপণ" মিতি। তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা, দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদের্যথোচিতদানং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ, স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ, তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি, আবর্জ্জবমবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনং, সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ ত্যাগ ঔদার্য্যং, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জ্জনমপৈশুনং, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভাভাবঃ অবর্ণলোলুপত্বার্দিঃ, মার্দ্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যং। কিঞ্চ তেজ ইতি। তেজঃ প্রগাল্ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিষূপপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতিদুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্য স্থিরীকরণং, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ, অদ্রোহোজিঘাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা, এতান্যভয়াদীনি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তিদেবযোগ্যাঃ সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসোভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১।২।৩॥

বলদেব।—দৈবীং তথাসুরীং কৃষ্ণঃ সম্পদং ষোড়শেঽব্রবীৎ। উপাদেয়ত্বহেয়ত্বে বোধয়ন্ ক্রমতস্তয়োঃ॥ পূর্ব্বত্রাশ্বত্থমূলান্যনুসন্ততানীত্যাদিনা প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তাঃ শুভাশুভবাসনাঃ সংসারতরোরবান্তরমূলত্বেনোক্তাঃ। এতা এব নবমে দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নিগদিতাঃ। তত্র বৈদিকার্থানুষ্ঠানহেতুঃ সাত্ত্বিকী শুভবাসনা মোক্ষোপযোগিনী দৈবী প্রকৃতিঃ সৈবেহ দৈবী সম্পত্তয়োরুপাদেয়ং ফলম্। স্বাভাবিকরাগদ্বেষানুসারিণী সর্ব্বানর্থহেতু রাজসী তামসী চাশুভবাসনা আসুরী রাক্ষসী চ প্রকৃতিঃ নিরয়নিপাতোপযোগিনী সা, সা চাসুরী সম্পত্তয়োর্হেয়ং ফলমিত্যেতদ্বোধয়িতুং ষোড়শস্যারম্ভঃ। অত্র দৈবীং সম্পদং ভগবানুবাচ অভয়মিত্যাদিনা ত্রিকেণ। চতুর্ণামাশ্রমাণাং বর্ণনাঞ্চ ধর্ম্মাঃ ক্রমাদিহ কথ্যন্তে। সন্ন্যাসিনাং তাবদাহ। অভয়ং নিরুদ্যমঃ কথমেকাকী জীবিষ্যামীতি ভয়শূন্যত্বম্। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানেন মনোনৈর্ম্মল্যং। জ্ঞানযোগে শ্রবণাদৌ জ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠেতি ত্রয়ম্। অথ গৃহস্থানাম্ আহ। দানং স্বভোগস্য ন্যায়ার্জ্জিতস্যান্নাদেঃ সৎপাত্রে যথাযোগ্যং সমর্পণম্। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়বর্গস্য যথাযোগ্যং সংযমঃ। যজ্ঞোঽগ্নিহোত্রাদেবিহিতস্যানুষ্ঠানমিতি ত্রয়ম্। অথ ব্রহ্মচারিণামাহ স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞঃ শান্তমতো ভগবতঃ প্রতিপাদকোঽয়মপৌরুষেয়োঽক্ষররাশিরিত্যনুসন্ধায় বেদাভ্যাসনিষ্ঠতেত্যেকং অথ বানপ্রস্থানামাহ তপ ইতি। তচ্চ শরীরাদিত্রিভেদমিত্যষ্টাদশে বক্ষ্যমাণং বোধ্যমিত্যেকম্। অথ বর্ণেষু বিপ্রাণামাহ আর্জ্জবং সারল্যম্। তচ্চ শ্রদ্ধালুশ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাগোপনং জ্ঞেয়ম্। অহিংসা প্রাণিজীবিকানুচ্ছেদকতা। সত্যমনর্থানুবন্ধিযথাদৃষ্টার্থবিষয়ং বাক্যম্। অক্রোধ দুর্জ্জনকৃতে স্বতিরস্কারেঽভ্যুদিতস্য কোপস্য নিরোধঃ। ত্যাগো দুরুক্তেরপি তত্রাপ্রকাশঃ। শান্তিমনসঃ সংযমঃ। অপৈশুনং পরোক্ষে পরানর্থকারিবাক্যাপ্রকাশনম্। ভূতেষু

দয়া তদ্দুঃখাসহিষ্ণুতা।, অলোলুপ্ত্বং নির্লোভিতা। পলোপশ্ছান্দসঃ। মার্দ্দবং কোমলত্বং সৎপাত্র সঙ্গবিচ্ছেদাসহনম্ হ্রীর্বিকর্ম্মণি লজ্জা। অচাপলং বার্থক্রিয়াবিরহ ইতি দ্বাদশ। অথ ক্ষত্রিয়াণামাহ তেজস্তচ্ছজনানভিভাব্যত্বম্। ক্ষমা সত্যপি সামর্থ্যে স্বাসমানং পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ। ধৃতিঃ শরীরেন্দ্রিয়েম্ববসন্নেম্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নঃ যেন তেষাং নাবসাদঃ স্যাদিতি ত্রয়ম্। অথ বৈশ্যানামাহ শৌচং ব্যাপারে বাণিজ্যে মায়ানৃতাদিরাহিত্যম্। অদ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া খড়্গাস্ত্র-গ্রহণমিতি দ্বয়ম্। অথ শূদ্রাণামাহ নাতিমানিতা আত্মনি পূজ্যত্বভাবনাশূন্যতা বিপ্রাদিষুত্রিষু নম্রতেত্যেকমিতি ষড়্বিংশতিঃ। এতে তত্র তত্র প্রধানভূতা বোধ্যা অনুক্তানামপ্যুপলক্ষণার্থাঃ। দেহারম্ভকালোন্মুখৈঃ সুকৃতৈর্ব্যক্তাং দৈবীং শুভবাসনামভিলক্ষীকৃত্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি উদয়ন্তে "পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি" শ্রুতেঃ। দেবাঃ খলু পরেশানুবৃত্তিশীলা-স্তেষামিয়ং সম্পদনয়া তৎপ্রাপকজ্ঞানভক্তিসম্ভবাৎ সংসারতরোরুপাদেয়ং ফলমেতৎ॥ ১। ২।৩॥

মধুসূদন।—অনন্তরাধ্যায়ে "অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোক" ইত্যত্র মনুষ্যদেহে প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মানুসারেণ ব্যজ্যমানা বাসনাঃ সংসারস্যাবান্তরমূলত্বেনোক্তাস্তাশ্চ দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়োনবমেঽধ্যায়ে সূচিতাঃ, তত্র বেদবোধিতকর্ম্মাত্ম-জ্ঞানোপায়ানুষ্ঠানপ্রবৃত্তিহেতুঃ সাত্বিকী শুভবাসনা দৈবী প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে এবং বৈদিকনিষে-ধাতিক্রমেণ স্বভাবসিদ্ধরাগদ্বেষানুসারিসর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তিহেতুভূতা রাজসী তামসী চাশুভবাসনাসুরী রাক্ষসীচ প্রকৃতিরুচ্যতে তত্রচ বিষয়ভোগপ্রাধান্যেন রাগপ্রাবল্যাদাসুরীত্বং হিংসাপ্রাধান্যেন দ্বেষ-প্রাবল্যাদ্রাক্ষসীত্বমিতিবিবেকঃ। সংপ্রতিতু শাস্ত্রানুসারেণ তদ্বিহিতপ্রবৃত্তিহেতুভূতা সাত্বিকী শুভবাসনা দৈবী সম্পৎ শাস্ত্রাতিক্রমেণ তন্নিষিদ্ধবিষয়প্রবৃত্তিহেতুভূতা রাজসী তামসী চাশুভবাসনা রাক্ষস্যাসুর্য্যোরেকীকরণেনাসুরী সম্পদিতি দ্বৈরাশ্যেন শুভাশুভবাসনাভেদং "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং শুভানামাদানায়াশুভানাং হানায় চ প্রতিপাদয়িতুং ষোড়শোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্রাদৌ শ্লোকত্রয়েণাদেয়াং দৈবীং সম্পদং শাস্ত্রোপদিষ্টেঽর্থে সন্দেহং বিনাঽনুষ্ঠাননিষ্ঠত্বং একাকী সর্ব্বপরিগ্রহশূন্যঃ কথং জীবিষ্যামীতি ভয়রাহিত্যং বাঽভয়ং। সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য শুদ্ধির্নির্মলতা তস্যাঃ সম্যক্তা ভগবত্তত্ত্বস্ফূর্ত্তিযোগ্যতা, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ পরবঞ্চনমায়া-নৃতাদিপরিবর্জ্জনং বা পরস্য ব্যাজেন বশীকরণং পরবঞ্চনং হৃদয়েঽন্যথাকৃত্বা বহিরন্যথা ব্যব-হরণং মায়া অযথাদৃষ্টকরণমনৃতমিত্যাদি, জ্ঞানং শাস্ত্রাদাত্মতত্ত্বস্যাবগমঃ চিত্তৈকাগ্রতয়া তস্য স্বানুভবারূঢ়ত্বং যোগঃ তয়োর্ব্যবস্থিতিঃ সর্ব্বদা তন্নিষ্ঠতা জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ, যদা তু অভয়ং সর্ব্বভূতাভয়দানসংকল্পপালনং এতচ্চান্যেষামপি পরমহংসধর্ম্মাণামুপলক্ষণং সত্ত্বসংশুদ্ধিশ্রবণাদিপরি-পাকেণান্তঃকরণস্যাসম্ভাবনা বিপরীতভাবনাদিমলরাহিত্যং জ্ঞানমাত্মসাক্ষাৎকারঃ যোগোমনো-নাশবাসনাক্ষয়ানুকূলঃ পুরুষপ্রযত্নস্তাভ্যাং বিশিষ্টা সংসারিবিলক্ষণা যা অত্র স্থিতির্জীবন্মুক্তিজ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতিরিত্যেবং ব্যাখ্যায়তে, তদা ফলভূতৈব দৈবী সম্পাদিয়ং দ্রষ্টব্যা ভগবদ্ভক্তিং বিনান্তঃকরণ-সংশুদ্ধেরযোগাত্তয়া সাঽপি কথিতা। "মহাত্মানস্ত-মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্য-মনসোজ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়" মিতি নবমে দৈব্যাং সংপদি ভগবদ্ভক্তেরুক্তত্বাচ্চ ভগবদ্ভক্তেরতিশ্রেষ্ঠ-

ত্বাদভয়াদিভিঃ সহ পাঠোন কৃত ইতি দ্রষ্টব্যং। মহাভাগ্যানাং পরমহংসানাং ফলভূতাং দৈবীং সম্পদমুক্ত্বা ততোন্যূনানাং গৃহস্থাদীনাং সাধনভূতামাহ দানং স্বস্বত্বপরিত্যাগপূর্ব্বকং পরস্বত্বস্থাপাদনমন্নাদীনাং যথাশক্তি শাস্ত্রোক্তঃ সংবিভাগঃ, দমোবাহেন্দ্রিয়সংযমঃ ঋতুকালাদ্যতিরিক্তকালে মৈথুনাদ্যভাবঃ। চকারোহনুক্তানাং নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ। যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদিঃ স্মার্ত্তোদেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞোভূতযজ্ঞোমনুষ্যযজ্ঞ ইতি চতুর্ব্বিধঃ, ব্রহ্মযজ্ঞস্তু স্বাধ্যায়পদেন পৃথগুক্তেঃ, চকারোহনুক্তানাং প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ। এতত্রয়ং গৃহস্থস্য স্বাধ্যায়োব্রহ্মযজ্ঞঃ অদৃষ্টার্থমৃগ্বেদাদ্যধ্যয়নরূপঃ যজ্ঞশব্দেন পঞ্চবিধমহাযজ্ঞোক্তিসম্ভবেঽপ্যসাধারণ্যেন ব্রহ্মচারিধর্ম্মত্বকথনার্থং পৃথগুক্তিঃ। তপস্ত্রিবিধং শারীরাদি সপ্তদশে বক্ষ্যমাণং বানপ্রস্থস্যাসাধারণো ধর্ম্মঃ। এবং চতুর্ণামাশ্রমাণামসাধারণান্ ধর্ম্মানুক্ত্বা চতুর্ণাং বর্ণানামসাধারণধর্ম্মানাহ আর্জ্জবম্ অবক্রত্বং শ্রদ্দধানেষু শ্রোতৃষু স্বজ্ঞাতার্থাসংগোপনং। প্রাণিবৃত্তিচ্ছেদোহিংসা তদহেতুত্বমহিংসা, সত্যমনর্থানুবন্ধি যথাভূতার্থবচনং, পরৈরাক্রোশে তাড়নে বা কৃতে সতি প্রাপ্তোযঃ ক্রোধস্তস্য তৎকালমুপশমনমক্রোধঃ, দানস্য প্রাগুক্তেঃ ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ, শমস্য প্রাগুক্তেঃ শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ, পরস্মৈ পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশং পৈশুনং তদভাবোঽপৈশুনং দয়া ভূতেষু দুঃখিতেষ্বনুকম্পা, অলোলুপ্ত্বম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধানেঽপ্যবিক্রিয়ত্বং, মার্দ্দবমক্রূরত্বং বৃথাপূর্ব্বপক্ষাদিষ্বপি শিষ্যাদিষ্বপ্রিয়ভাষণাদিব্যতিরেকেণ বোধয়িতৃত্বং, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তারম্ভে তৎপ্রতিবন্ধিকা লোকলজ্জা, অচাপলং প্রয়োজনং বিনাপি বাক্পাণ্যাদিব্যাপারয়িতৃত্বং তদভাবঃ, আর্জ্জবাদয়োঽচাপলান্তা ব্রাহ্মণস্যাসাধারণা ধর্ম্মাঃ। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং স্ত্রীবালকাদিভির্মূঢ়ৈরনভিভাব্যত্বং, ক্ষমা সত্যপি সামর্থ্যে পরিভবহেতুং প্রতি ক্রোধস্যানুৎপত্তিঃ, ধৃতির্দ্দেহেন্দ্রিয়েষ্ববসাদং প্রাপ্তেষ্বপি তদুত্তম্ভকঃ প্রযত্নবিশেষঃ যেনোত্তম্ভিতানি করণানি শরীরং চ নাবসীদন্তি, এতত্রয়ং ক্ষত্রিয়স্যাসাধারণং, শৌচমাভ্যন্তরং অর্থপ্রয়োগাদৌ মায়ানৃতাদিরাহিত্যং নতু মৃজ্জলাদিজনিতং বাহ্যমত্র গ্রাহ্যং, তস্য শরীরশুদ্ধিরূপত্বা বাহ্যত্বেনান্তঃকরণবাসনাশোধকত্বাভাবাৎ তদ্বাসনানামেব সাত্ত্বিকাদিভেদভিন্নানাং দৈব্যাসুর্য্যাদিসম্পদ্রূপত্বেনাত্র প্রতিপিপাদয়িষিতত্বাৎ, স্বাধ্যায়াদিবৎ কেনচিদ্রূপেণ বাসনারূপত্বে তদপ্যাদেয়মেব। দ্রোহঃ পরজিঘাংসয়া শস্ত্রগ্রহণাদি তদভাবোঽদ্রোহঃ, এতদ্বয়ং বৈশ্যস্যাসাধারণম্, অত্যর্থং মানিতাত্মনি পূজ্যত্বাতিশয়ভাবনাঽতিমানিতা তদভাবোনাতিমানিতা পূজ্যেষু নম্রতা, অয়ংশূদ্রস্যাসাধারণোধর্ম্মঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইত্যাদিশ্রুত্যা বিবিদিষোপায়িকতয়া বিনিযুক্তাঃ অসাধারণাঃ সাধারণাশ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম্মা ইহোপলক্ষ্যন্তে, এতে ধর্ম্মা ভবন্তি চ নিষ্পদ্যন্তে দৈবীং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং সম্পদং বাসনাসন্ততিং শরীরারম্ভকালে পুণ্যকর্ম্মভিরভিব্যক্তামভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" "পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। হে ভারতেতি সম্বোধয়ন্ শুদ্ধবংশোদ্ভবত্বেন পূতত্বাত্ত্বমেতাদৃশধর্ম্মযোগ্যোঽসীতি সূচয়তি ॥ ১। ২। ৩॥

নীলকণ্ঠ।—নবমেঽধ্যায়ে রাক্ষসী অসুরী দৈবী চেতি তিস্রঃ সম্পদ উক্তাস্তাসু রাক্ষসী

মাসুর্য্যামেবান্তর্ভাব্য দ্বে এব সম্পদাবত্র ব্যুৎপাদ্যতে"দ্বয়াহপ্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চে"তি শ্রুতৌ অভয়সত্ত্বসংশুদ্ধ্যাদিধীবৃত্তয়োদেবাঃ দম্ভদর্পাদিধীবৃত্তয়োঽসুরা ইতি দ্বৈরাশ্যদর্শনাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ইদমুক্তং ময়ানঘেত্যর্জ্জুনং সম্বোধয়তাঽনঘত্বং দৈবসম্পত্তিমত্ত্বং তদ্বিপর্য্যয়স্ত্বাসুরীসম্পদিতি দর্শয়িতুং শ্রীভগবানুবাচ, অভয়মিতি। অভয়ং স্বোচ্ছেদবুদ্ধ্যভাবঃ, সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ চিত্তনৈর্ম্মল্যম্, জ্ঞানং শ্রবণাদিজন্যং যোগোজ্ঞাতেঽর্থে চিত্তপ্রণিধানং তয়োর্ব্যবস্থিতির্নিষ্ঠা এষা মুখ্যা দৈবী সম্পৎ, দানং যথাশক্তি সংবিভাগোঽন্নাদীনাং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিয়ম, যজ্ঞঃ শ্রৌতস্মার্ত্তাদিঃ, স্বাধ্যায়োবেদাধ্যয়নম্, তপোবক্ষ্যমাণলক্ষণং শারীরাদি ত্রিবিধম্, আর্জ্জবং ঋজুত্বং সর্ব্বদা। কিঞ্চ অহিংসা প্রাণিপীড়াবর্জ্জনম্, সত্যম্ অপ্রিয়ানৃতবর্জ্জনং যথাভূতার্থভাষণম্, অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্যাভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনম্, ত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ, শান্তিঃ অন্তঃকরণস্যোপশমঃ, অপৈশুনং পররন্ধ্রপ্রকাশনং পৈশুন্যং তদ্রাহিত্যং, দয়া দুঃখিতেষু ভূতেষু কৃপা, অলোলুপত্বম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাবপ্যবিক্রিয়া, মার্দ্দবং মৃদুতা, হ্রীর্লজ্জা, অচাপলম্ অসতি প্রয়োজনে বাক্পাণিপাদাদীনামব্যাপারয়িতৃত্বম্। কিঞ্চ তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, নতূগ্রতা, ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্যবান্তর্ব্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াঃ প্রশমনমক্রোধ ইত্যুক্তং ধৃতির্দ্দেহেন্দ্রিয়েষ্ববসাদং প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ যেনোত্তম্ভিতানি দেহাদীনি নাবসীদন্তি, শৌচং দ্বিবিধং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যম্ আন্তরং মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্ম্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবঃ নাতিমানিতা অত্যন্তং মানরাহিত্যং এতানি অভয়াদীনি দৈবীং সত্ত্বপ্রধানাং সম্পদম্ অভিলক্ষ্য জাতস্য স্বভাবতো ভবন্তি হে ভারত॥ ১। ২। ৩॥

বিশ্বনাথ।—ষোড়শে সম্পদং দৈবীমাসুরীমপ্যবর্ণয়ৎ। স্বর্গঞ্চ দ্বিবিধং দৈবমাসুরং প্রভুরক্ষয়াৎ॥ অনন্তরাধ্যায়ে ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমিত্যাদিনা বর্ণিতস্য সংসারাশ্বত্থবৃক্ষস্য ফলানি ন বর্ণিতানি ইত্যনুস্মৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে তস্য দ্বিবিধানি মোচকানি বন্ধকানিচ ফলানি বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং মোচকান্যাহ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। ত্যক্তপুত্রকলত্রাদিক একাকী নির্জ্জনে বনে কথং জীবিষ্যামিতি ভয়রাহিত্যমভয়ং। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ চিত্তপ্রসাদঃ। জ্ঞানযোগে জ্ঞানোপায়ে অমানিত্বাদৌ ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা দানং স্বভোজ্যস্যান্নাদেঃ যথোচিতং সংবিভাগঃ। দমোবাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। যজ্ঞো দেবপূজা। স্বাধ্যায় বেদপাঠঃ। আদীনি স্পষ্টানি। ত্যাগঃ পুত্রকলত্রাদিষু মমতাত্যাগঃ অলোলুপত্বং লোভাভাবঃ এতানি ষড়বিংশতিরভয়াদীনি দৈবীং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতস্য সাত্ত্বিক্যাঃ সম্পদঃ প্রাপ্তিব্যঞ্জকে ক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসোভবন্তি॥ ১। ২। ৩॥

তাৎপর্য্য।—অতীত অধ্যায়ের উপসংহার কালে শ্রীভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তদীয় পুরুষোত্তম তত্ত্ব যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ হইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন। সহজেই প্রশ্নোত্থাপিত হইতে পারে যে, এইরূপ কৃতকৃত্য হইবার অধিকারী কে? কোন্ শ্রেণীর সৌভাগ্যবান্ সাধক সাধনার পরিপাকে এই পরমজ্ঞান লাভ করিয়া

ধন্য হইয়া থাকেন? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর অধুনা শ্রীভগবান্ কর্তৃক শ্লোকত্রয়ে নিবদ্ধ হইতেছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে "অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি" (১৫শ অধ্যায় ২য় শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মনুষ্যের কর্ম্মই তাহার সংসার বন্ধনের মূলস্বরূপ হইয়া থাকে। সাংসারিক প্রাণিগণের প্রকৃতি দৈবী আসুরী রাক্ষসী ভেদে ত্রিবিধ। এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে "মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণঃ" 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" (৯ম অধ্যায় ১২। ১৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ এইতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতিগত এবংবিধ বৈষম্য নিবন্ধন জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম পরম শ্রেয়স্কর, অন্য সর্ব্বব্যাপার উপেক্ষা করিয়া কেহ তাহাই অবলম্বন করে; কেহ বা আপাতমনোহর ভোগসুখে প্রমত্ত হইয়া পরম কল্যাণসাধন পরিত্যাগ করে; কেহ বা উভয় ভাবেরই অনুসরণ করিয়া ব্যামিশ্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য হেতু মনুষ্যের অধিকারিত্বেরও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। অতীত জীবনের ক্রিয়া কলাপ জাত ব্যক্তিকে সংসারাবদ্ধ করিয়া প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম সাধনে আসক্ত করিয়া দেয়। এইজন্য কেহ অনায়াসেই হয়তো পুরুষোত্তম তত্ত্ব প্রণিধান করিতে সক্ষম; কেহ বা হয়তো বহু সদুপদেশ লাভ করিয়াও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে অক্ষম; কেহ স্বতই তদ্বিষয়ক জ্ঞানে আসক্ত; কেহ শত সুযোগের মধ্যে থাকিয়াও তদ্বিষয়ে উদাসীন। যাঁহার হৃদয়ে দৈবী ভাব প্রবল; তিনিই সহজে তদাসক্ত হইয়া থাকেন, এবং যাঁহার হৃদয়ে রাক্ষসী ভাব প্রবল, তিনি তদ্বিমুখ হন। এই তত্ত্ব শ্রীভগবান্ অধুনা প্রতিপালন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন।

প্রকৃতি ত্রিবিধ হইলেও এ স্থলে রাক্ষসী ও আসুরী ভাবদ্বয়ের যথেষ্ট সাম্য হেতু তদুভয়কে আসুরী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ভাব দ্বয়ে রাজসী ও তামসী প্রকৃতির ক্রিয়া অতিশয় প্রবলরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং হিংসা, দ্বেষ, পরানিষ্টকামনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অশুভ কার্য্যেরই লীলা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার বিপরীত ভাবের নামই দৈবী প্রকৃতি। তাহাতে সাত্ত্বিকভাবের সম্পূর্ণ সমাবেশ থাকে, এবং ধর্ম্মসাধন ও জীবের হিত সম্পাদন প্রভৃতি শুভ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। এতদুভয় ভাবের রহস্য আরব্ধ অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে।

বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া মার্গানুসারে পারলৌকিক সদ্গতি বিধায়ক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান দৈবী প্রকৃতির প্রাবল্যেই হইয়া থাকে। আর শাস্ত্রাদি বিরোধী অশ্রেয়স্কর কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির প্রাবল্যে সম্পন্ন হয়। বিষয় ভোগের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই আসুরী ভাবের পরিচায়ক এবং কেবল হিংসাবৃত্তিমাত্র পরিতৃপ্তি করিবার বাসনায় যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাক্ষসী বৃত্তির পরিচায়ক। এই জন্যই শেষোক্ত প্রকৃতিদ্বয়ের নানাপ্রকার সমতা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব তদুভয়কে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ না করিয়া এই স্থলে সাধারণতঃ আসুরী নামেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কি কি রূপ লক্ষণ দ্বারা পুরুষোত্তম তত্ত্বের অধিকারী উপপন্ন হইয়া থাকে তাহাই এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তদুপলক্ষ্যে শ্রীভগবান্ এ স্থলে ষড়্বিংশতি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গুণধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে প্রত্যেকের ভাব স্পষ্টীকৃত হইতেছে। অভয় (১) অর্থাৎ ভয়াভাব ; একাকী গহনবনে বা গিরিগুহায় বা মনুষ্য সমাগম সম্ভাবনা শূন্য স্থানে কোন অবলম্বন বিশেষ গ্রহণ না করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ বা রক্ষণ করিব, ইত্যাকার আশঙ্কা-রাহিত্যের নাম অভয়। সত্ত্বসংশুদ্ধি (২) অর্থাৎ চিত্তের সুপ্রসন্নতা ; সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণের শুদ্ধিরূপ নির্ম্মলতা ; সেই অন্তঃকরণে ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্তি যোগ্যতা ; অথবা অপরকে ছলনা পূর্ব্বক বশীভূত করিয়া স্বার্থসিদ্ধিরূপ প্রবঞ্চনা, হৃদয়ে একরূপ ভাবের পোষণ করিয়া বাহ্যে ভিন্নবিধ ব্যবহাররূপ মায়া, যথাবদ্‌বিষয়ের ভিন্নরূপ বিবরণ প্রদানরূপ অনৃত, ইত্যাকার দুষ্টানুষ্ঠান রাহিত্য হেতু অন্তকরণের স্বচ্ছতার নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি (৩) অর্থাৎ আত্মজ্ঞান রূপ সাধনার পরিনিষ্ঠা ; শাস্ত্রালোচনা জনিত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে অববোধ তাহারই নাম জ্ঞান, চিত্তের একাগ্রতাহেতু সেই আত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল করার নাম যোগ, এইরূপ জ্ঞান ও যোগে বিশেষরূপে অবস্থিতি অর্থাৎ বিশেষরূপে তন্নিষ্ঠার নাম জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি। দান (৪) অর্থাৎ স্বভোজ্য অন্নাদির যথাসম্ভব বিভাগ ; ভিক্ষালব্ধ বা যদৃচ্ছা প্রাপ্ত অন্নাদি ভোজ্য বস্তুর স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম শাস্ত্রোপদেশের অনুবর্ত্তন

ক্রমে উপস্থিত অতিথি বা প্রার্থীকে প্রদানের নাম দান। দম (৫) অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম; বিবাহিতা সহধর্ম্মিণীর সহিত ঋতুকাল ব্যতীত সময়ান্তরে সংসর্গ রাহিত্যরূপ সর্ব্ব ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট বিহিত ভোগ ব্যতীত যথেপ্সিত ইন্দ্রিয় ভোগরাহিত্যের নাম দম। যজ্ঞ (৬) অর্থাৎ দেববিহিত দর্শ পৌর্ণমাসাদি যাগ, (১৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অগ্নি হোত্রাদি (১৩০।৬৪০ পৃষ্ঠার টীঃ দ্রঃ) বৈদিকযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ (৬৩৯ পৃষ্ঠার টীঃ দ্রঃ) প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ স্মার্ত্তযজ্ঞরূপ ক্রিয়ার নাম যজ্ঞ। স্বাধ্যায় (৭) অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ। তপঃ (৮) শরীরাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠান বিশেষ। সপ্তদশাধ্যায়ে এতদ্বিষয়ক বিশেষ বিবরণ বিন্যস্ত হইবে। আর্জ্জব (৯) অর্থাৎ অবক্রতা; শ্রদ্ধাবান্ শ্রোতার নিকট স্বকীয় পরিজ্ঞাত অর্থ বিশেষের অসঙ্গোপনরূপ সরলতার নাম আর্জ্জব। অহিংসা (১০) অর্থাৎ পরপীড়া বর্জ্জন; প্রাণিবৃত্তিচ্ছেদরূপ হিংসা রাহিত্যের নাম অহিংসা। সত্য (১১) অর্থাৎ যথাদৃষ্টার্থ ভাষণ। অক্রোধ (১২) অর্থাৎ তাড়িত হইলেও চিত্তে ক্রোধের অনুৎপত্তি। ত্যাগ (১৩) অর্থাৎ ঔদাস্য; দানের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এ স্থলে ত্যাগ সন্ন্যাস বোধক। শান্তি (১৪) অর্থাৎ চিত্তের উপরতি; দমের প্রসঙ্গ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অত্রত্য শান্তি চিত্তের উপরম। অপৈশুন (১৫) অর্থাৎ পরোক্ষে পরদোষ উদ্ঘোষণরূপ দোষরাহিত্য। ভূতে দয়া (১৬) অর্থাৎ দীনগণের প্রতি দয়া, অথবা কাতর বা দুঃখিতগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ। অলোলুপত্ব (১৭) অর্থাৎ লোভবিহীনতা; ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত ভোগ্য বিষয়ের ঘনিষ্ঠতা হইলেও তৎসম্বন্ধে লোভ রাহিত্য বা ঔদাসীন্য। মার্দ্দব (১৮) অর্থাৎ মৃদুতা বা অক্রূরতা; বিরক্তিশূন্য ভাবে শিষ্যাদিকে বা বৃথা পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনকারিগণকে যথাবিহিত শাস্ত্রার্থ বোধন। হ্রী (১৯) অর্থাৎ নিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎপ্রতিবন্ধক লোকলজ্জা। অচাপল (২০) অর্থাৎ অনর্থক ক্রিয়াহীনতা, প্রয়োজন বিনা বাক্য এবং হস্ত পদাদির অকারণ ব্যবহারের নাম চপলতা, তদ্বিহীনতাই অচাপল্য। তেজ (২১) অর্থাৎ প্রগল্ভতা; স্ত্রী, শিশু বা মূঢ় কাহারও দ্বারা অনভিভবত্ব। •ক্ষমা (২২) অর্থাৎ কাহারও নিকট পরিভব ঘটিলেও তজ্জন্য ক্রোধোৎপত্তি বিহীনতা। ধৃতি (২৩) দুঃখাদি জনিত অবসাদে চিত্তের

স্থৈর্য্য বিধান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং হৃদয় কারণ বিশেষে দুঃখে অবসন্ন হইলে সেই অবসাদ দূর করিয়া হৃদয়কে ও ইন্দ্রিয় গ্রামকে প্রকৃতিস্থ করিবার সামর্থ্যের নাম ধৃতি। শৌচ (২৪) বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি; কেবল মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য দৈহিক বিশোধন শৌচের লক্ষিত নহে। বিহিত অর্থ জ্ঞান সহকারে অসত্য ভাষণাদি কুপ্রবৃত্তি হইতে অন্তরের বিশোধন শৌচ শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। অদ্রোহ (২৫) অর্থাৎ পরহননেচ্ছায় অস্ত্রাদি প্রয়োগে অপ্রবৃত্তি। নাতিমানিতা, (২৬) অর্থাৎ আপনাকে অতিপূজ্য জ্ঞানের নাম অতিমানিতা, এবংবিধ অহঙ্কারসূচক প্রবৃত্তির অভাবই নাতিমানিতা অথবা পূজ্যব্যক্তিগণের সম্মুখে নম্রতা প্রকাশ।

উল্লিখিত ষড়্‌বিংশ প্রকার ধর্ম্ম দৈবী সম্পৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ দেবপ্রকৃতিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মনুষ্যগণকেই তত্তাবৎ আশ্রয় করে। জন্মান্তরীণ কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপে পুনঃ সংসার বন্ধনকালে বাসনা স্বরূপে নিহিত উল্লিখিত দৈবীসম্পৎ সমূহ অভিজাত অর্থাৎ গৃহীতজন্মা জীবের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল দৈবী সম্পদে যিনি সম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তিনিই সাধনা বলে পুরুষোত্তম তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞানের ক্রমোন্নতি এবং সাধনার পরিপাক সহকারে ক্রমশঃ সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি উত্তরোত্তর পূর্ণ জ্ঞানের অধিকার লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারেন, এবং তাঁহার সাধনা ও অধিকার রাজসী ও তামসী ভাবাপন্ন আসুরী সম্পৎশালী জীবগণের অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ কল্যাণপূর্ণ এবং নিঃশ্রেয়স বিধায়ক।

পূর্ব্বে যে সকল দৈবী সম্পদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমস্তই অশেষ কল্যানের হেতুভূত হইলেও পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমন্মধুসূদন প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ তৎসমস্তের মধ্যে প্রথম তিনটীকে প্রধান অর্থাৎ পরম হংসগণের (২৪২৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্যাগী হইয়া মনুষ্য সমাজ হইতে দূরাবস্থিত থাকিয়া নিরন্তর আত্মজ্ঞান লাভার্থ যোগ সাধনায় নিরত থাকেন। তথায় আত্মীয় বন্ধু প্রিয় পরিজন কেহই নিকটে থাকে না অথবা কাহারও সহিত মিলনের আশা থাকে না; এইরূপ অবস্থাতেও স্বভাব সঞ্জাত ভয়ের সংস্পর্শ বিরহিত হইয়া তাঁহারা প্রশান্তচিত্তে ব্রহ্মসাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের চিত্তে

স্বতঃই এইরূপ সুমধুর ভাবের উন্মেষ হইয়া থাকে যে, তাহাতে ভগবত্তত্ত্বের অতি সহজেই বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি হয়। অর্থাৎ তাঁহাদিগের সুনির্ম্মল চিত্তক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতেই এরূপ প্রস্তুত ও সারযুক্ত হইয়া থাকে যে, অতি সহজেই তাহাতে উপ্ত ব্রহ্মতত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত এবং অচিরে ফলপুষ্প-সমন্বিত পাদপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন অরণ্যবাসী ত্যাগশীল মহাত্মাগণ নিরন্তর ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মসাধনরূপ পরমনিষ্ঠায় নিরন্তর লীন হইয়া থাকেন; সুতরাং উল্লিখিত গুণত্রয় পরমহংসগণেরই প্রতিপাদক, ইহাই সূচিত হইতেছে।

অনন্তর দান, দম ও যজ্ঞ, এই যে গুণত্রয়ের উল্লেখ হইয়াছে, ইহা গৃহস্থাশ্রম-অবলম্বিত জনগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কারণ অতিথি-সেবা এবং ন্যায়ার্জ্জিত ভক্ষ্য ভোজ্যের যথোপযুক্ত পাত্রে বিভাগকরণ ও সমর্পণ গৃহস্থদিগেরই ধর্ম্ম, এবং স্ত্রী সহবাস ও অপত্যোৎপাদন গৃহীর অবশ্য-করণীয় অনুষ্ঠান; অপিচ দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ, এই চতুর্ব্বিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে গৃহস্থগণ বাধ্য। তদনন্তর যে স্বাধ্যায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞশব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতেই স্বাধ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ লক্ষিত হইয়াছিল; তথাপি স্বতন্ত্র-ভাবে তাহার উল্লেখ করায় বুঝিতে হইবে যে, ঋগ্‌বেদাদির আলোচনা ও ব্রহ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য সূচিত হইয়াছে। তদনন্তর যে তপঃ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বাণপ্রস্থের (১৫ । ১২৫০ পৃঃ টীঃ দ্রঃ) অসাধারণ ধর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে। কারণ তপস্যা দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়াদির শোষণ বাণপ্রস্থাশ্রমীরই অবলম্বনীয়।

এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়া চতুর্ব্বিধ বর্ণের * ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তদ্‌যথা; তন্মধ্যে আর্জ্জব

* বর্ণ।—"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।" (মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৩১ শ্লোক) অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রজা বৃদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন। ঋগ্‌বেদ ১০ম মণ্ডলে পুরুষ-সূক্তেও কথিত হইয়াছে, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।" (৩১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

হইতে অচাপল পর্য্যন্ত দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের অসাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তেজঃ ক্ষমা এবং ধৃতি এই গুণত্রয় ক্ষত্রিয়ের অসাধারণ ধর্ম্মরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শৌচ ও অদ্রোহ এই দুইটী বৈশ্যের অসাধারণ ধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নাতিমানিতা শূদ্রের অসাধারণ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে।

মূলস্থিত "দমশ্চ" এই পদ-মধ্যস্থিত চকার অনুক্ত নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মসমূহের সূচনা করিতেছে। অপিচ "যজ্ঞশ্চ" এই পদমধ্যস্থিত চকার নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের সূচনা করিতেছে ॥ ১। ২। ৩॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভ-বাক্য। আসুরী সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানবগণ মুক্ত হইয়া থাকেন, এই তত্ত্ব নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ ষোড়শাধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রারম্ভ-বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শাধ্যায়ে তদুভয়ের উপাদেয়ত্ব ও হেয়ত্ব বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে করিতে দৈবী এবং আসুরী সম্পদের বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ-বাক্য। ষোড়শাধ্যায়ে পরমপ্রভু আসুরী এবং দৈবী সম্পদের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর পুরুষের কৃপালব্ধ দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার সর্গের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! দম্ভঃ দর্পঃ অভিমানঃ ক্রোধঃ পারুষ্যম্ (নৈষ্ঠুর্য্যং) অজ্ঞানং চ এব আসুরীং (অসুর সম্বন্ধিনীং) সম্পদম্ অভিজাতস্য (অভিলক্ষ্য জাতস্য) [ভবন্তি] ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ। হে পার্থ! দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ নৈষ্ঠুর্য্য ও অজ্ঞান আসুরী সম্পদকে লক্ষ্য-করিয়া-জাত-ব্যক্তির [হয়] ॥

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান ক্রোধ, পুরুষভাষণ, এবং অজ্ঞান এই কয়টী আসুরী সম্পদ; যাহারা আসুরী সম্পদসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে এইগুলি আশ্রয় করে ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীমাসুরী সম্পদুচ্যতে। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পো ধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেকোঽভিমানঃ, পূর্ব্বোক্তঃ ক্রোধশ্চ, পারুষ্যমেব পরুষবচনং যথা কাণঞ্চক্ষুষ্মান্ বিরূপং রূপবান্ হীনাভিজনমুত্তমাভিজন ইত্যাদি, অজ্ঞানঞ্চাবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিমিথ্যাপ্রত্যয়বিষয়ং অভিজাতস্য পার্থ! কিমভিজাতস্যেত্যাহ অসুরাণাং সম্পদাসুরী তামভিজাতস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—আদেয়ত্বেন দৈবীং সম্পদমুক্ত্বা হেয়ত্বেনাসুরীং সম্পদমাহ অথেতি। উৎসেকো মদো মহদবধীরণা হেতুঃ, আত্মন্যুৎকৃষ্টত্বাধ্যারোপোঽতিমানঃ, ক্রোধস্তু কোপাপরপর্য্যায়ঃ। স্বপরাপকারপ্রবৃত্তিহেতুর্নেত্রাদিবিকারলিঙ্গোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ পরুষো নিষ্ঠুরঃ প্রত্যক্ষরুক্ষবাক্ তস্য ভাবঃ পারুষ্যং তদুদাহরতি যথেতি। তামভিজাতস্য দম্ভাদীন্যজ্ঞানান্তানি ভবন্তি ইত্যনুষজ্যতে ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—দম্ভোদর্পেতি। দম্ভো ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনায় ধর্ম্মানুষ্ঠানং, দর্পঃ কৃত্যাকৃত্যাবিবেককরো বিষয়ানুভবনিমিত্তো হর্ষঃ অতিমানঃ স্ববিদ্যাভিজনানুগুণোঽতিমানোঽভিমানঃ ক্রোধঃ পরপীড়াফলচিত্তবিকারঃ, পারুষ্যং সাধূনামুদ্বেগকরস্বভাবঃ অজ্ঞানং পরাবরতত্ত্বকৃত্যাকৃত্যাবিবেকঃ। এতে স্বভাবা আসুরীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি আসুরা ভগবদাজ্ঞাতিবৃত্তিশীলাঃ ॥ ৪ ॥

হনুমান্।—দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং দর্পঃ ধনাদিনিমিত্তশ্চিত্তোৎসেকঃ অভিমানঃ আত্মনঃ পূজ্যতা প্রতিক্রোধঃ কোপঃ, (এতেন ভয়াদয়ো ভবন্তি,) পারুষ্যং ক্রৌর্য্যঞ্চ অজ্ঞানমবিবেকঃ আসুরানামিয়ং সংপদাসুরী ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—আসুরীং সম্পদমাহ দম্ভ ইতি। দম্ভোধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পোধনবিদ্যাদিনিমিত্ত চিত্তস্যৌদ্ধত্যং অভিমানোব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বং, অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্ অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিস্তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তি ॥ ৪ ॥

বলদেব।—অথ নরকহেতুমাসুরীং সম্পদমাহ দম্ভ ইত্যেকেন। দম্ভো ধার্ম্মিকত্বখ্যাতয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানম্, দর্পো বিদ্যাভিজনজন্যো গর্ব্বঃ, অভিমানঃ স্বস্মিন্নভ্যর্চ্চত্ববুদ্ধিঃ, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ পারুষ্যং প্রত্যক্ষং রুক্ষভাষিতং। চকারশ্চাপলাদেঃ সমুচ্চায়কঃ। অজ্ঞানং কার্য্যাকার্য্যবিবেকধীশূন্যত্বম্। চকারোঽধৃত্যাদেঃ সমুচ্চায়কঃ। এতে দেহারম্ভকালোন্মুখৈর্দুষ্কৃতৈর্ব্যক্তামাসুরীমশুভবাসনামভিলক্ষ্য জাতস্য পুরুষস্য ভবন্তি। "পাপঃ পাপেনেতি" শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—আদেয়ত্বেন দৈবীং সংপদমুক্ত্বেদানীং হেয়ত্বেনাসুরীং সম্পদমেকেন শ্লোকেন সঙ্ক্ষিপ্যাহ। দম্ভো ধার্ম্মিকতয়াত্মনঃ খ্যাপনং তদেব ধর্ম্মধ্বজিত্বং, দর্পোধন-

স্বজনাদিনিমিত্তো মহদবধীরণাহেতুর্গর্ব্ববিশেষঃ, অভিমান আত্মন্যত্যন্তপূজ্যত্বাতিশয়াধ্যারোপঃ "দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চোভয়ে প্রাজাপত্যাঃ তং স্পৃধিরে ততোঽসুরা অভিমানেনৈব কস্মিন্ন্ বয়ং জুহবামেতি স্বেষ্বেবাস্যেষু জুহ্বতশ্চেরুস্তেঽভিমানেনৈব পরাবভূবুস্তস্মান্নাভিমন্যেত পরাভবস্য হৈতন্মুখং যদভিমান" ইতি শতপথশ্রুত্যুক্তঃ,ক্রোধঃ স্বপরাপকার প্রবৃত্তিহেতুরভিজ্বলনাত্মকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ, পারুষ্যং প্রত্যক্ষরূক্ষবদনশীলত্বম্। চকারোঽনুক্তানাং ভাবভূতানাং চাপলাদিদোষাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ। অজ্ঞানং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিবিষয়বিবেকাভাবঃ। চশব্দোঽনুক্তানামভাবভূতানামধৃত্যাদিদোষাণাং সমুচ্চয়ার্থঃ। আসুরীমসুররমণহেতুভূতাং রজস্তমোময়ীং সম্পদমশুভবাসনাসন্ততিং শরীরারম্ভকালে পাপকর্ম্মভিরভিব্যক্তামভিলক্ষ্য জাতস্য কুপুরুষস্য দম্ভাদ্যা অজ্ঞানান্তা দোষাএব ভবন্তি ন স্বভয়াদ্যা গুণা ইত্যর্থঃ। হে পার্থেতি সম্বোধয়ন্ বিশুদ্ধমাতৃকত্বেন তদযোগ্যত্বং সূচয়তি ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—অথেদানীং রজস্তমোময়ী আসুরী সম্পদুচ্যতে দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বং দর্পঃ ধনাভিজনেনিমিত্ত উৎসেকঃ, অভিমানঃ আত্মনি পূজ্যতাবুদ্ধিঃ, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং নিষ্ঠুরভাষণম্, অজ্ঞানং অবিবেকজনিতোমিথ্যাপ্রত্যয়ঃ, এতে আসুরীং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতস্য সন্তি হে পার্থ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—বন্ধকানি ফলান্যাহ। দম্ভঃ স্বস্যাধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্বপ্রখ্যাপনং। দর্পো ধনবিদ্যাদিহেতুকোগর্ব্বঃ। অভিমানোঽন্যকৃত-সংমাননাকাঙ্ক্ষিত্বং কলত্রপুত্রাদিষাসক্তির্বা। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পারুষ্যং নিষ্ঠুরতা। অজ্ঞানমবিবেকঃ। আসুরীমিত্যুপলক্ষণং রাক্ষসীমপি সম্পদমভিজাতস্য রাজস্যাস্তামস্যাশ্চ সম্পদঃ প্রাপ্তিসূচকক্ষণে জন্মলব্ধবতঃ পুংসঃ এতানি দম্ভাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্লোকত্রয়ে অভিজাতগণের দৈব সম্পত্তি প্রাপ্তির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাই পরম মঙ্গলকর, অশেষ সদ্গতির মূলস্বরূপ, এবং পরম জ্ঞানবিধায়ক। এইজন্য সেই শ্রেষ্ঠতত্ত্বের বিবরণ প্রথমে বিন্যাস করিয়া অধুনা হেয় আসুরী সম্পদের বিষয় কথিত হইতেছে। আসুরী সম্পদ্সম্পন্ন অভিজাতগণ দুর্গতিভাগী হইয়া থাকেন, একথা বলাই বাহুল্য।

কোন্ কোন্ প্রবৃত্তি আসুরী সম্পদের পরিচায়ক তাহাই এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। দম্ভ অর্থাৎ আপনাকে ধার্ম্মিক রূপে লোকসমাজে প্রতিপত্তি করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মধ্বজি ভাব। দর্প অর্থাৎ ধন সম্পদ ও আত্মীয় কুটুম্বের বাহুল্যহেতু লোকমধ্যে মহত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টারূপ গর্ব্ব। অভিমান অর্থাৎ আপনাকে লোকমধ্যে অতিশয় পূজ্যরূপে অবধারণ। অর্থাৎ অপরের অপকার-সাধন বাসনায় হৃদয়ের উত্তেজিত ভাব। পারুষ্য

অর্থাৎ লোকের সমক্ষে তাহাদিগের প্রতি রুক্ষ বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগশীলতা। অজ্ঞান অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে বিবেকের অভাব। এইগুলি আসুরী সম্পদ। যিনি পাপজন্মা কুপুরুষ, জন্মকালেই তাঁহাকে এই সকল অধোগতি-প্রাপক ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে।

এই সকল ধর্ম্ম রজঃ এবং তমোগুণবহুল সুতরাং পূর্ব্ব-কথিত অভয়েত্যাদি ধর্ম্মের অতি বিরোধী।

মূলে "পার্থ" এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইতেছে। ইহাতে সূচিত হইতেছে যে, যাহারা কুকূল-জাত যাহাদের বংশে পরম্পরাগত পাপপ্রবণতা বিদ্যমান, তাহারাই আসুরী সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকে; কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি পুণ্যশীলা পৃথা দেবীর গর্ভজাত; অতএব তোমার এই সকল অধোগতিপ্রাপক ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। যাহারা আসুরী সম্পদশালী, তাহাদিগের পুরুষোত্তম বিষয়ক জ্ঞানলাভের অধিকার সহজে সম্প্রাপ্ত হইবার নহে, কিন্তু অর্জ্জুনের সে আশঙ্কা নাই।

মূলস্থিত "এব চ" পদমধ্যস্থ চকার দ্বারা অনুক্ত চাপল্যাদি দোষেরও সূচনা হইতেছে। শেষস্থিত চকার দ্বারা অনুক্ত অভাবভূত অধৃতি প্রভৃতিও লক্ষিত হইয়াছে।

অসুরগণ দম্ভ অভিমান প্রভৃতি অসদ্ধর্ম্মে সাতিশয় স্ফীত। দেবতাদিগেরও অগ্রে আসন পাইবার নিমিত্ত এবং তদধিক মান মর্য্যাদা সুখসৌভাগ্য ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা চির বিবদমান। শাস্ত্রাদিতে এতদ্বিষয়ক ভূরি ভূরি প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র-মন্থন ব্যাপারে (১৬২৪। ১৮৭১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। অমিত-পরাক্রমশালী হইলেও কুপ্রবৃত্তি সমূহের বাহুল্যে অসুরগণ পর্য্যুদস্ত ও হীনাবস্থ হইয়াছেন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দৈহিক বল বা সাহসের আতিশয্য হইলেও হৃদয়ের প্রবৃত্তি উদার ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন না হইলে, সদ্গতি লাভের কোনই উপায় নাই।

মূলস্থিত "আসুরী" এই উপলক্ষণ দ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী রাক্ষসী ভাবাদিও লক্ষিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অসুরগণের অভিমানাতিশয্য প্রদর্শনার্থ পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী শতপথ শ্রুতির এক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মূলস্থিত অভিমান স্থলে "অতিমান" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। এবং স্বকীয় বিদ্যা ও অভিজনাদিহেতু অভিমান এইরূপ অর্থাবধারণ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব মূলস্থিত দর্প শব্দের উল্লিখিত রামানুজাচার্য্য ধৃত অতিমান শব্দের ন্যায় অর্থাবধারণ করিয়াছেন॥ ৪॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধয়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব!॥ ৫॥

অন্বয়। দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় (কৈবল্যায়) আসুরী [সম্পদ্] নিবন্ধায় (সংসার-বন্ধনায়) মতা (কথিতাঃ), হে পাণ্ডব মা শুচঃ (শোকং কার্ষীঃ) [ত্বং] দৈবীং সম্পদম্ অভি (লক্ষীকৃত্য) জাতঃ অসি॥ ৫॥

প্রতিশব্দ। দৈবী সম্পদ মোক্ষের-নিমিত্ত, আসুরী [সম্পদ] বন্ধনের-নিমিত্ত কথিত-হইয়াছে, হে পাণ্ডব! শোক-করিও না, [তুমি] দৈবী সম্পদকে লক্ষ-করিয়া জন্মিয়াছ॥ ৫॥

ব্যাখ্যা।—অভয়াদি দৈবী সম্পদ মোক্ষের সাধক এবং দম্ভাদি আসুরী সম্পদ সংসার-বন্ধনের মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে; কিন্তু হে পাণ্ডুকুলপ্রদীপ! তুমি এজন্য চিন্তিত হইও না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদকেই অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব তোমার কোন আশঙ্কা নাই॥ ৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে দৈবীতি। দৈবী সম্পৎ যা সা বিমোক্ষায় সংসারবন্ধনাৎ, নিবন্ধায় নিয়তোবন্ধোনিবন্ধস্তদর্থমাসুরী সম্পন্মতাভিপ্রেতা, তথা রাক্ষসী তত্রৈবমুক্তে সত্যর্জ্জুনস্যান্তর্গতং ভাবং কিমহংমাসুরীসম্পদ্যুক্তঃ কিম্বা দৈবীসম্পদ্যুক্ত ইত্যেবমালোচনারূপমালক্ষ্যাহ ভগবান্ মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ, সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি হে পাণ্ডব! অভিলক্ষ্য জাতোঽসি ভাবিকল্যাণস্ত্বমসীত্যর্থঃ॥ ৫॥

আনন্দগিরি।—অনয়োরিতি। কার্য্যং ফলবিভাগঃ, আসুরীত্যুপলক্ষণং রাক্ষসী

চেতি দ্রষ্টব্যমিত্যাহ তথেতি। ফলবিভাগে সম্পদোরেবমুক্তে প্রতীত্যার্জ্জুনস্তাভিপ্রায়ং ভগবতো বচনমিত্যাহ তত্রেতি। তত্রাভিজাত্যং হেতুং করোতি হে পাণ্ডবেতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—দৈবী সংপদিতি। দৈবী মদাজ্ঞানুবৃত্তিরূপা সংপদ্বিমোক্ষায় বন্ধান্মুক্তয়ে ভবতি ক্রমেণ মৎপ্রাপ্তয়ে ভবতীত্যর্থঃ। আসুরী মদাজ্ঞাতিবৃত্তিরূপা সম্পন্নিবন্ধায় ভবতি অধোগতিপ্রাপ্তয়ে ভবতীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা স্বপ্রকৃত্যনির্দ্ধারণাদতিভীতায়ার্জ্জুনায়ৈবমাহ মাশুচ ইতি শোকং মা কৃথাঃ ত্বন্তু দৈবী সম্পদমভিজাতোঽসি। হে পাণ্ডব! ধার্ম্মিকাগ্রেসরস্য হি পাণ্ডোস্তনয়স্ত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—অনয়ো সংপদোঃ ফলমাহ দৈবীতি। বিমোক্ষায় সংসারবিমোক্ষায় নিবন্ধো অবিদ্যা কামকর্ম্মনিবন্ধঃ মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ দৈবীতি। দৈবী যা সম্পত্তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতচ্ছ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহাদ্ব্যাকুলমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি হে ভারত! মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি ॥ ৫ ॥

বলদেব।—এতয়োঃ সম্পদোঃ ফলভেদমাহ দৈবীত্যর্দ্ধকেন স্ফুটম্। বাণবৃষ্ট্যা পূজ্যান্ দ্রোণাদীন্ জিঘাংসোঃ ক্রোধপারুষ্যবতো মমেয়মাসুরী সম্পন্নরকং জনয়েদিতি শোচয়ন্তং পার্থমালক্ষ্যাহ মা শুচ ইতি হে পাণ্ডবেতি। ক্ষত্রিয়স্য তে যুদ্ধে বাণনিক্ষেপপারুষ্যাদিকং বিহিতত্বাৎ দৈব্যেব সম্পত্ততোঽন্যত্র ত্বাসুরীতি মা শুচঃ শোকং মা কুরু ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—অনয়োঃ সম্পদোঃ ফলবিভাগোঽভিধীয়তে, যস্য বর্ণস্য যস্যাশ্রমস্য চ যা বিহিতা সাত্ত্বিকী ফলাভিসন্ধিরহিতা ক্রিয়া সা তস্য দৈবী সম্পৎ সা সত্ত্বশুদ্ধিভগবদ্ভক্তিজ্ঞানযোগস্থিতিপর্য্যন্তা সতী সংসারবন্ধনাদ্বিমোক্ষায় কৈবল্যায় ভবতি, অতঃ সৈবোপাদেয়া শ্রেয়োঽর্থিভিঃ, যা তু যস্য শাস্ত্রনিষিদ্ধা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বা সাহঙ্কারা চ রাজসী তামসী ক্রিয়া তস্য সা সর্ব্বাপ্যাসুরী সম্পৎ অত্রোরাক্ষস্যপি তদন্তর্ভূতৈব সা নিবন্ধায় নিয়তা সংসারবন্ধায় মতা সংমতা শাস্ত্রাণাং তদনুসারিণাং চ, অতঃ সা হেয়ৈব শ্রেয়োঽর্থিভিরিত্যর্থঃ। তত্রৈবং সত্যহং কয়া সম্পদা যুক্ত ইতি সন্দেহানমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি ভগবান্ মাশুচঃ অহমাসুর্য্যা সম্পদা যুক্ত ইতি শঙ্কয়া শোকমনুতাপং মাকার্ষীঃ, দৈবীং সম্পদমভিলক্ষ্য জাতোঽসি প্রাগর্জ্জিতকল্যাণো ভাবিকল্যাণশ্চ ত্বমসি হে পাণ্ডব! পাণ্ডুপুত্রেষ্বন্যেষ্বপি দৈবী সম্পৎ প্রসিদ্ধা কিং পুনস্ত্বয়ীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমাহ দৈবীতি। দৈবী পূর্ব্বোক্তা অর্জ্জুনস্য শঙ্কা কিমহমাসুর্য্যাং সম্পদি জাতোঽস্মীতি তামপনুদতি মাশুচ ইতি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়তি দৈবীতি। হন্ত হন্ত শর প্রহারৈর্বন্ধূন্ জিঘাংসোঃ পারুষ্যক্রোধাদিমতো মমৈবেয়মাসুরী সম্পৎ সংসারবন্ধপ্রাপিকা দৃশ্যতে ইতি খিদ্যন্তমর্জ্জুনম্ আশ্বাসয়তি মাশুচ ইতি পাণ্ডবেতি তব ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্নস্য সংগ্রামে পারুষ্য ক্রোধাদ্যাঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিতা এব তদন্যত্রৈব এব তে হিংসাদ্যা আসুরী সম্পদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে দৈবী এবং আসুরী এই উভয় প্রকার সম্পদের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে তন্মধ্যে কোন্‌টী পরম কল্যাণ-বিধায়ক এবং কোন্‌টী বা অধোগতি-প্রাপক, তাহারই নির্দ্দেশপূর্ব্বক শ্রোতা অর্জ্জুনের হৃদয়স্থিত আশঙ্কা নিবারিত হইতেছে।

শ্রীভগবান বলিতেছেন, দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতুভূত অর্থাৎ দৈবী সম্পদ-সম্পন্ন পুরুষ চরমে মোক্ষরূপ পরম-ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। দৈবী সম্পদের প্রাবল্যে চিত্তশুদ্ধিজনিত ভগবত্তত্ত্ব প্রণিধানে সম্যক্ সক্ষমতা জন্মে এবং তদ্দ্বারা পরিণামে কৈবল্য লব্ধ হইয়া থাকে। আর আসুরী সম্পদ বন্ধনের হেতু-ভূত, অর্থাৎ আসুরী সম্পদের প্রাবল্যে সংসার বন্ধন জীবকে সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ করে। ইহা রজস্তমোবহুল, এইজন্য পরম জ্ঞানলাভের প্রতিকূল। সুতরাং শাস্ত্র এবং শাস্ত্রার্থবিৎ মনস্বিগণ ইহাকে বন্ধন-বিধায়ক ও হেয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে অর্জ্জুন! তুমি দৈবী সম্পদ সম্পন্ন কিম্বা আসুরী সম্পদবিশিষ্ট, ইত্যাকার আশঙ্কা করিয়া শোক-সংক্ষুব্ধ হইও না। কারণ তুমি যে মহদ্বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, তাহাতে তোমার আসুরী সম্পদ প্রলিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তুমি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত অনেক সৎকর্ম্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠাভাজন, ভবিষ্যতেও তোমার দ্বারা অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। তুমি দৈবী সম্পদ সম্পন্ন হইয়াই জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ। অতএব এ সম্বন্ধে তোমার কোন আশঙ্কারই প্রয়োজন নাই।

এ স্থলে শ্রীভগবান্ প্রীতিসহকারে অর্জ্জুনকে পাণ্ডব নামে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অর্জ্জুনের পরম পুণ্যশীল প্রথিতনামা পাণ্ডু-নৃপতির বংশে জন্মলাভের বৃত্তান্ত সূচিত হইতেছে। এরূপ মহদ্বংশজাত ব্যক্তির পক্ষে অতি হেয় ও অকল্যাণের হেতুভূত আসুরী সম্পদ-প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই।

আসুরী সম্পদের সহিত রাক্ষসী সম্পদও বুঝিতে হইবে, এইরূপ অভিপ্রায় অনেক পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাতা পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

সহজেই আশঙ্কা হইতে পারে যে, এস্থলে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কেন শোকমুগ্ধ জ্ঞান করিয়া তন্নিবারণার্থ আশ্বাসবাণী প্রয়োগ করিতেছেন? অর্জ্জুন প্রথম হইতেই যুদ্ধাদিরূপ নিষ্করুণ কর্ম্ম অতি অকল্যাণজনক বোধে

কাতর হইয়াছেন, এবং ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনবর্গের ও দুর্য্যোধনাদি আত্মীয়গণের দেহে অস্ত্রক্ষেপ নরকবিধায়ক মনে করিয়া অবসন্ন হইয়াছেন। এই সকল দুষ্কর্ম্ম সহজেই আসুরী সম্পদের লক্ষণ বলিয়া তাঁহার মনে হইতে পারে। এজন্য তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথ দেখাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তোমার কোন শোকের অবসর নাই। যে হেতু তুমি মহৎকুলজাত; যুদ্ধাদি কার্য্য নিষ্কারুণ্যের পরিচায়ক হইলেও তাহা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম; নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম পরিপালনে তোমার আসুরী সম্পদের পরিচয় প্রদান কখনই ঘটিবে না ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ! মে শৃণু ॥ ৬ ॥

অন্বয়। হে পার্থ! লোকে (সংসারে) দৈবঃ আসুরঃ এব চ দ্বৌ ভূতসর্গৌ (জীবসৃষ্টিঃ), দৈবঃ বিস্তরশঃ (বহুধা) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) আসুরং মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! এই লোকে দৈব এবং আসুর দুই-প্রকার ভূত-সৃষ্টি, দৈব বিস্তররূপে কথিত-হইয়াছে, আসুর কে আমার-নিকট শ্রবণ-কর ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা। হে পার্থ! এ সংসারে দৈব এবং আসুর এই দুইপ্রকার জীব-সৃষ্টি হইয়াছে; তন্মধ্যে দৈবসর্গ পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে তোমাকে বলিয়াছি, এক্ষণে আসুরসর্গ আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—দ্বৌ ভূতেতি। দ্বৌ দ্বিসঙ্খ্যাকৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী ভূতসর্গৌ সৃজ্যেতে ইতি সর্গৌ ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাসুরসম্পদযুক্তানি দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুচ্যতে, "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ লোকেঽস্মিন্ সংসারে ইত্যর্থঃ সর্ব্বেষাং দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ। কৌ তৌ ভূতসর্গৌ ইত্যুচ্যতে "প্রকৃতাবেব দৈব-আসুর এব চ উক্তয়োরেব পুনরনুবাদে প্রয়োজনমাহ দৈবোভূতসর্গোঽভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতো নত্বাসুরোবিস্তরশোঽতস্তৎপরিবর্জ্জনার্থমাসুরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যমানং বিস্তরশঃ শৃণু অবধারয় ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—নির্দ্দিষ্টানাং রক্ষসাং সম্পত্তৃতীয়াস্তি সা কস্মান্নোক্তেত্যাশঙ্ক্যাসুর্য্যামন্তর্ভাবাদিত্যাহ দ্বাবিতি। ভূতানাং দ্বৈবিধ্যে মানত্বেনোদ্গীথব্রাহ্মণমুদাহরতি দ্বয়া হেতি সম্পদ্দ্বয়যুতেভ্যোঽতিরিক্তানামপি প্রাণিভেদানাং সম্ভবাৎ কুতোভূতানাং দ্বিত্বনিয়তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেষামিতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—দ্বৌ ভূতেতি। অস্মিন্ কর্ম্মলোকে কর্ম্মকরাণাং ভূতানাং সর্গৌ দ্বৌ দ্বিবিধৌ দৈব আসুরশ্চ। সর্গ উৎপত্তিঃ প্রাচীনপুণ্যপাপরূপকর্ম্মবশাৎ ভগবদাজ্ঞানুবৃত্তি-তদ্বিপরীত-করণায়োৎপত্তিকাল এব বিভাগেন ভূতান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত্র দৈবসর্গো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ দেবানাং মদাজ্ঞানুবৃত্তিশীলানামুৎপত্তির্যদাচারকরণার্থঃ স আচারঃ। কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগভক্তিযোগরূপো বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ। আসুরাণাং সর্গশ্চ যদাচারকরণার্থস্তমাচারং মে শৃণু মৎসকাশাৎ শৃণু ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—সর্গঃ সৃষ্টিঃ দেবানাময়ং দৈবো অসুরাণাময়মাসুরঃ দৈবসর্গঃ বিস্তরশঃ বিস্তরেণ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতু-মাহ দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে বচনাচ্ছৃণু; আসুররাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তং, অতোরাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্ত প্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬ ॥

বলদেব।—তথাপ্যনিবৃত্তশোকং তমালক্ষ্যাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়তি দ্বাবিতি। অস্মিন্ কর্ম্মাধিকারিণি মনুষ্যলোকে দ্বিবিধৌ ভূতসর্গৌ মনুষ্যসৃষ্টী ভবতঃ। যদাঽয়ং মনুষ্যঃ শাস্ত্রাৎ স্বাভাবিকৌ রাগদ্বেষৌ বিনির্ধূয় শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়ী তদা দৈবঃ। যদা শাস্ত্রমুৎসৃজ্য স্বাভাবিক-রাগদ্বেষাধীনোঽশাস্ত্রীয়ান্ ধর্ম্মানাচরতি তদাঽসুরঃ। ন হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যামন্যা কোটিস্তৃতীয়াস্তি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চে"ত্যাদিনা। তত্র দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্তোঽভয়মিত্যাদিনা। অথাসুরং শৃণু বিস্তরশো বক্ষ্যামি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—ননু ভবতু রাক্ষসী প্রকৃতিরাসুর্য্যামন্তর্ভূতা শাস্ত্রনিষিদ্ধক্রিয়োন্মুখত্বেন সামান্যাৎ কামোপভোগপ্রাধান্যপ্রাণিহিংসাপ্রাধান্যাভ্যাং কচিদ্ভেদেন ব্যপদেশোপপত্তেঃ প্রকৃতিস্তৃতীয়া পৃথগস্তি "ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা-অসুরা" ইতি শ্রুতেঃ, অতঃ সাপি হেয়কোটাবুপাদেয়কোটৌ বা বক্তব্যেত্যত আহ দ্বাবিতি। অস্মিল্লোঁকে সর্ব্বস্মিন্নপি সংসারমার্গে দ্বৌ দ্বিপ্রকারাবেব ভূতসর্গৌ মনুষ্যসর্গৌ ভবতঃ, কৌ তৌ দৈব আসুরশ্চ ন তু রাক্ষসোমানুষোবাঽধিকঃ সর্গোঽস্তীত্যর্থঃ। যো যদা মনুষ্যঃ শাস্ত্রসংস্কারপ্রাবল্যেন স্বভাবসিদ্ধৌ রাগদ্বেষাবভিভূয় ধর্ম্মপরায়ণোভবতি স তদা দেবঃ, যদা তু স্বভাবসিদ্ধরাগ-দ্বেষপ্রাবল্যেন শাস্ত্রসংস্কারমভিভূয়াধর্ম্মপরায়ণোভবতি স তদাঽসুর ইতি দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ। ন হি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং তৃতীয়া কোটিরস্তি। তথা চ শ্রূয়তে,—"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কনীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরা" ইতি। দমদানদয়াবিধিপরে তু বাক্যে ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যা

ইত্যাদৌ দমদানদয়ারহিতা মনুষ্যা অসুরা এব সন্তঃ কেনচিৎ সাধর্ম্ম্যেণ দেবা মনুষ্যা ইত্যুপচর্য্যন্তে ইতি নাধিক্যাবকাশঃ। একেনৈব দ ইত্যক্ষরেণ প্রজাপতিনা দমরহিতান্মনুষ্যান্ প্রতি দমোপদেশঃ কৃতঃ, দানরহিতান্ প্রতি দানোপদেশঃ, দয়ারহিতান্ প্রতি দয়োপদেশঃ, নতু বিজাতীয়া এব দেবাসুরমনুষ্যা ইহ বিবক্ষিতাঃ মনুষ্যাকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। তথা চান্তে উপসংহরতি তদেতদেবৈষা দৈবী বাগনুবদতি স্তনয়িত্নুর্দ্দ ইতি দাম্যত দয়ধ্বমিতি তদেতৎ ত্রয়ং শিক্ষেদ্দমং দানং দয়ামিতি, তস্মাদ্রাক্ষসী মানুষী চ প্রকৃতিরাসুর্য্যামেবান্তর্ভবতীতি যুক্তমুক্তং দ্বৌ ভূতসর্গাবিতি। তত্র দৈবোভূতসর্গো ময়া ত্বাং প্রতি বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে দ্বিতীয়ে, ভক্তিলক্ষণে দ্বাদশে, জ্ঞানলক্ষণে ত্রয়োদশে, গুণাতীতলক্ষণে চতুর্দ্দশে, ইহ চাভয়মিত্যাদীনা। ইদানীমাসুরং ভূতসর্গং মে মদ্বচনৈর্ব্বিস্তরশঃ প্রতিপাদ্যমানং ত্বং শৃণু হানার্থমবধারয় সম্যক্তয়া জ্ঞাতস্য হি পরিবর্জ্জনং শক্যতে কর্ত্তুমিতি হে পার্থেতি সম্বন্ধসূচনেনাপেক্ষণীয়তাং দর্শয়তি ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—দ্বৌ দ্বিসংখ্যৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং স্বভাবৌ মে মদ্বচনাৎ শৃণু ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ।—তদপি বিষণ্ণমর্জ্জুনং প্রতি আসুরী সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ দ্বাবিতি। বিস্তরশঃ প্রোক্ত ইতি অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধিরিত্যাদিঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর শ্রীভগবান্ আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ বিন্যস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দৈবী সম্পদের বাহুল্যরূপ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ তাহা এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে বারংবার বিবিধ বিধানে আলোচিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশকালে দ্বিতীয়াধ্যায়ে, ভক্তি-লক্ষণ নির্দ্দেশকালে দ্বাদশাধ্যায়ে, ত্রয়োদশাধ্যায়ে জ্ঞানলক্ষণের বিবরণ উপলক্ষে, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে গুণাতীত লক্ষণবিন্যাস প্রসঙ্গে এবং বর্ত্তমান অধ্যায়ে "অভয়ং" ইত্যাদি শ্লোকে যে সকল গুণ, ধর্ম্ম ও ভাবের সমালোচনা নিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্তই দৈবী সম্পদের লক্ষণ। সুতরাং এ গ্রন্থের নানাস্থানে যেরূপ বাহুল্যভাবে দৈবী সম্পদের উল্লেখ হইয়াছে, আসুরী সম্পদের সেরূপ উল্লেখ কুত্রাপি ঘটে নাই। এজন্য তদ্বিষয়ক সম্যক্ পরিজ্ঞান শিষ্যের একান্ত আবশ্যক বোধে সম্প্রতি শ্রীভগবান্ তাহারই বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এই লোকে অর্থাৎ মানবমণ্ডলীর কর্ম্মভূমি-স্বরূপ এই ধরাধামে ভূতসৃষ্টির সমকাল হইতে দৈব এবং আসুর এই দুই প্রকার সম্পদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, আদিকাল হইতেই এই দুই ভাব জগতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা অদ্যতন কোন নূতন কাণ্ড নহে। এই স্থলে এক বিরোধের সম্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে। শ্রুতি

বলিয়াছেন, "ত্রয়াঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দ্দেবা-অসুরাঃ" এতাবতা দেব, মনুষ্য, অসুর, এই তিন ভাবের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে। অপিচ এই গ্রন্থে নবম অধ্যায়ে "রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ" (১২ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে ত্রিবিধ ভাবেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এ স্থলে দুই প্রকারের উল্লেখ হওয়ায় সহজেই বিরোধের আশঙ্কা হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। কারণ যে সকল মনুষ্য যখন সদ্গুণের আধারস্বরূপ হইয়া পুণ্য-ময় শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে, তখন তাদৃশ মনুষ্যেরা দেব নামের উপযোগী এবং যে সকল দুর্ভাগা মনুষ্য পরপীড়ন পরস্বাপহরণ প্রভৃতি নিন্দনীয়া প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া পাপানুষ্ঠানে এবং গর্হিতাচরণে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই অসুর নাম প্রাপ্ত হয়। শ্রীভগবান্ একটীকে উপাদেয় ও অপরটীকে হেয় বুঝাইবার নিমিত্ত যে তৃতীয়টী পরিত্যাগ করিয়াছেন এরূপ নহে। বস্তুতঃ এই দুই কোটী ব্যতীত তৃতীয় কোটীর অবধারণা অনাব-শ্যক। শ্রুতিও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে দুই প্রকার ভাবের মধ্যে দেব-ভাব শ্রেষ্ঠ এবং অসুর-ভাব নিকৃষ্ট। আর উপরোক্ত নবমাধ্যায়ের বচনেও যে ত্রিবিধ স্বতন্ত্র ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তন্মধ্যে আসুরী ও রাক্ষসী ভাব-দ্বয়কে একত্র একস্বরূপে গ্রহণ করিলে দুই স্বতন্ত্র ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন বিরোধই থাকে না।

অতঃপর শ্রীভগবান্ শ্লোকের উপসংহারকালে বলিতেছেন, দৈবের কথা বিস্তারিত ভাবে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আসুর ভাবের বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর। অবহিতচিত্তে এই তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া তুমি ইহার রহস্য অবধারণ কর।

মূলস্থিত "পার্থ" এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা নিকটসম্বন্ধজনিত অনুপেক্ষণীয়ত্ব সূচিত হইতেছে।

এ স্থলে আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ করিতে শ্রীভগবান্ কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহার কারণ স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আসুরী সম্পদ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় অর্থাৎ এই ভাবে জীবের অধোগতি নিঃসংশয়িত, সুতরাং ইহার তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হওয়াই জীবের আবশ্যক।

এসম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বাক্য শ্রবণেও অর্জ্জুনকে অনিবৃত্ত-শোক বুঝিয়া শ্রীভগবান্ আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ৬ ॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—আসুরাঃ (অসুরস্বভাবাঃ) জনাঃ প্রবৃত্তিং (ধর্ম্মং) চ নিবৃত্তিং (অধর্ম্মং) চ ন বিদুঃ (জানন্তি) তেষু ন শৌচং (শুচিত্বং) ন আচারঃ অপি চ সত্যং ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—আসুর জন-গণ ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মকে জানে না, তাহাদের-মধ্যে শৌচ নাই, আচারও নাই, সত্যও বিদ্যমান নাই ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা—অসুরপ্রকৃতি মানবগণ ধর্ম্মবিষয়ক প্রবৃত্তি বা অধর্ম্মজনক নিষেধসূচক নিবৃত্তি কিছুই জানে না; তাহাদের মধ্যে শৌচ, আচার বা সত্য কিছুরই বিদ্যমানতা নাই ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অধ্যায়পরিসমাপ্তেরাসুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শ্যতে প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতে অস্যাঃ পরিবর্জ্জনং কর্ত্তুমিতি, প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিঞ্চ প্রবর্ত্তনং যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাং, নিবৃত্তিঞ্চ তদ্বিপরীতাং যস্মাদনর্থহেতোর্নিবর্ত্তিতব্যং সা নিবৃত্তিস্তাঞ্চ জনা আসুরা ন বিদুঃ ন জানন্তি। ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব ন বিদুর্ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যন্তেষু বিদ্যতে অশৌচানাচারমায়াবিনোঽনৃতবাদিনো হ্যাসুরাঃ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—নম্বধ্যায়শেষেণাসুরীসম্পদ্দর্শনমযুক্তং তস্যাস্ত্যাজ্যত্বেন পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়াবতারাদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যক্ষীকরণেনেতি। বর্জনীয়ামাসুরীং সম্পদং বিবৃণোতি প্রবৃত্তিঞ্চেতি। তাং বিহিতাং প্রবৃত্তিং ন জানন্তীত্যর্থঃ, তাঞ্চ নিষিদ্ধাং ক্রিয়াং ন জানন্তীতি সম্বন্ধঃ। ন শৌচমিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ অনাচারেতি। শৌচসত্যয়োরাচারান্তর্ভাবেঽপি ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন পৃথগুপাদানম্ ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চাভ্যুদয়সাধনং মোক্ষসাধনঞ্চ বৈদিকং ধর্ম্মমাসুরা ন বিদুঃ ন জানন্তি ন শৌচং বৈদিককর্ম্মযোগ্যত্বং শাস্ত্রসিদ্ধং তৎ বাহ্যমাভ্যন্তরং চাসুরেষু ন বিদ্যতে নাপি চাচারঃ তদ্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচং যেনাচারেণ সন্ধ্যাবন্দনাদিনা জায়তে

সোঽপি আচারস্তেষু ন বিদ্যতে। যথোক্তং। "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।" ইতি। তথাচ সত্যঞ্চ তেষু ন বিদ্যতে সত্যং যথার্থজ্ঞানং ভূতহিতরূপভাষণং তেষু ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—প্রবৃত্তিং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানং ন বিদুর্নজানন্তি তে আসুরীং সম্পদং প্রাপ্তাশ্চাসুরাঃ আচারঃ শিষ্টাচরণং সত্যমবিতথবচনম্॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদি দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম-ধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥

বলদেব।—আসুরং সর্গমাহ প্রবৃত্তিঞ্চেতি দ্বাদশভিঃ। আসুরা জনা ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম-ধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি। চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রতিপাদকে বিধিনিষেধবাক্যে চ ন জানন্তি। বেদেষাস্থাভাবাদিত্যুক্তম্। তেষু শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং তৎপ্রবৃত্তিতন্নিবৃত্ত্যুপযোগি ন বিদ্যতে। নাপ্যাচারো মন্বাদিভিরুক্তঃ। ন চ সত্যং প্রাণিহিতানুবন্ধি যথাদৃষ্টার্থবিষয়বাক্যমিতি গৃধ্রগোমায়ু-বত্তেষামুপদেশাদি ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—বর্জ্জনীয়ামাসুরীং সম্পদং প্রাণিবিশেষণতয়া তানহমিত্যতঃ প্রাক্তনৈ-র্দ্বাদশভিঃ শ্লোকৈর্বিবৃণোতি প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং প্রবৃত্তিবিষয়ং ধর্ম্মং চকারাত্তৎপ্রতিপাদকং বিধিবাক্যং চ এবং নিবৃত্তিবিষয়মধর্ম্মং চকারাত্তৎপ্রতিপাদকং নিষেধবাক্যং চ অসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতস্তেষু ন দ্বিবিধং শৌচং নাপ্যাচারোমন্বাদিভিরুক্তঃ, ন সত্যং চ প্রিয়হিতযথার্থ-ভাষণং বিদ্যতে সত্যশৌচয়োরাচারান্তর্ভাবেঽপি ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন পৃথগুপাদানম্,অশৌচাঃ অনাচারাঃ অনৃতবাদিনো হ্যসুরা মায়াবিনঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—প্রবৃত্তিং বিধিবাক্যং, নিবৃত্তিং নিষেধবাক্যং ন বিদুঃ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরিষ্টানিষ্ট-হেতুত্বজ্ঞানরহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—ধর্ম্মে প্রবৃত্তিম্ অধর্ম্মান্নিবৃত্তিম্॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—আসুর ভাবের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ শ্রীভগবান্ অসুরগণের প্রকৃতির বিবরণ বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায়ের দ্বাদশশ্লোক পর্য্যন্ত এই প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হইতেছে।

অসুরভাবাপন্ন মানবগণ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিরহিত। কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর, কিরূপ কর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিলে ইহলোকে সংসারের কল্যাণ সংসাধিত হইবে এবং পরলোকে স্বকীয় সদ্গতি সমুপস্থিত হইবে তাহা তাহারা জানে না। প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকায় তাহাদিগের সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ হয় না এবং সদ্বিষয়ক তত্ত্বাবধারণে তাহাদিগের কোন শক্তি জন্মে না। এতাদৃশ আসুরভাবাপন্ন জীবেরা নিবৃত্তির পন্থাও জানিতে পারে না। যে কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে সংসারে অমঙ্গলস্রোত প্রবাহিত হইবে,

এবং স্বকীয় উন্নতি ও ঊর্দ্ধগতির পথ নিরুদ্ধ হইবে, সেই কার্য্য হইতে যত্ন-সহকারে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া তৎসাধনে বিনিবৃত্ত থাকা যে একান্ত আবশ্যক, ইহাও তাহারা জানে না। তাহারা অন্তরকে শাসন করিতে না পারিয়া, বাসনা-স্রোতকে দমন করিতে অশক্ত হইয়া, নিয়ত আশুতৃপ্তিপ্রদ কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিয়া ইহকাল ও পরকালের অশেষ অমঙ্গল সংসাধিত করে। কেবল যে, তাহারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সম্বন্ধেই অজ্ঞানাচ্ছন্ন এরূপ নহে। অপিচ তাহারা শৌচ ভাব বিরহিত। দেবতা ব্রাহ্মণাদি* যেরূপ শুচিসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগকে দর্শন-মাত্রেই যেরূপ পূত কলেবর সম্পন্ন বলিয়া অনুমিত হয়, অসুরগণের দেহে তাহার একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রোধে হয়তো তাহাদিগের সমস্ত শরীর কম্পমান, হিংসায় হয়তো তাহাদিগের লোচনের দৃষ্টি কুটিল এবং স্বার্থান্বেষণ হেতু হয়তো তাহাদের ভাব ভঙ্গী সন্ত্রস্ত। অধিকন্তু অসুরগণ সদাচার-পরিভ্রষ্ট। সন্ধ্যাবন্দনা † দেবার্চ্চনা, ভগবানের স্তুতি পাঠ, মালিকা ধারণ, চন্দনাদির তিলক লেপন, নিয়ত পরোপকার সাধন চেষ্টা,

---

* ব্রাহ্মণ।—ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। সর্ব্ববর্ণ মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। দ্বীপ ভেদে ব্রাহ্মণের বিবিধ সংজ্ঞা আছে। প্লক্ষদ্বীপে হংস, শাল্মল দ্বীপে শ্রুতিধর, কুশদ্বীপে কুশল, ক্রৌঞ্চ দ্বীপে গুরু এবং শাক-দ্বীপে সত্যব্রত নামে অভিহিত। পুষ্কর দ্বীপে সমস্ত একবর্ণ। অধ্যয়ন, যজন ও দান, ব্রাহ্মণের এই তিন প্রকার ধর্ম্ম এবং অধ্যাপন যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিন প্রকার জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ইঁহারা আশ্রম-চতুষ্টয়ের (১৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অধিকারী। "অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা। আদ্যো রাজভৃত্যস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী। তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রাম্য যাজকঃ। পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ। অনাগতান্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং। নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ছয় প্রকার অব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম রাজসেবক, দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়কারী, তৃতীয় বহুযাজী, চতুর্থ গ্রাম্যযাজক, পঞ্চম গ্রাম বা নগর কর্ত্তৃক ভরণীয়, ষষ্ঠ ত্রিসন্ধ্যা-বিহীন। ইহারা অব্রাহ্মণ।

† সন্ধ্যা।—সন্ধ্যা ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম-বিশেষ। সূর্য্যোদয়কালে প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন-কালে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা এবং সূর্য্যাস্তকালে সায়ং-সন্ধ্যা, এই ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান দ্বিজগণের নিত্যকার্য্য। সাম, ঋক্ ও যজুঃ এই বেদত্রয় অবলম্বিভেদে ইহার অনুষ্ঠানের কিঞ্চিন্মাত্র তারতম্য আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তিনই সমান। বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসনাই সন্ধ্যার মূল উদ্দেশ্য। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাবিহীন, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সে ব্যক্তি নিয়ত অশুচি এবং সর্ব্বকর্ম্ম-বহিষ্কৃত। ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ শূদ্র-তুল্য, দেবগণ অথবা পিতৃগণ তাহার পূজা তর্পণাদি কিছুই গ্রহণ করেন না। "উপতিষ্ঠন্তি বৈ সন্ধ্যাং যেন

বাহ্যে ও অন্তরে সদ্গতির নিমিত্ত ব্যাকুলতা ইত্যাদিরূপ সদাচার অবলম্বনে অসুরগণ বিরত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকগণ যে সকল শৌচাচারের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন, অসুরভাবাপন্ন জীবগণ সতত তদনুষ্ঠানে বিরত। তাহাদিগের মধ্যে যে কেবল শৌচ ও সদাচারের অভাব পরিদৃষ্ট হয় এরূপ নহে, তাহাদের কার্য্যে সত্যেরও একান্ত অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যা ছলনা চাতুরী এবং প্রবঞ্চনা তাহাদের প্রধান অবলম্বনীয়, সত্যসম্মত সরল পথে বিচরণ করিতে তাহারা সর্ব্বথা অশক্ত। এই জন্যই তাহারা মায়াবী নামে প্রসিদ্ধ।

মূলে "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ" এই স্থলে দুইটী চকার আছে। প্রথমটী প্রবৃত্তি প্রতিপাদক বিধিবাক্যের এবং দ্বিতীয়টী নিবৃত্তি প্রতিপাদক নিষেধ বাক্যের সূচনা করিতেছে।

অসুরগণের বাহ্য ও অন্তর উভয়ই অবিশুদ্ধ। বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপে তাহাদিগের একান্ত অপ্রবৃত্তি এবং তাহারা নিষিদ্ধ কর্ম্মের বিনির্ণয়ে অক্ষমতা হেতু তদ্বিষয়ে নিবৃত্তিজ্ঞান-পরিশূন্য। বেদাদি শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধসূচক ব্যবস্থা-বিষয়ে তাহারা অনভিজ্ঞ অথবা অশ্রদ্ধাবান্, সদুপদেশ লাভ করিলেও তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠানে অনিচ্ছুক এবং তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করা ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রক্ষেপের ন্যায় অনর্থক ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বাং ন পশ্চিমাং। ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ ॥ " (বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ১১শ অধ্যায় ১০১ শ্লোক) অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করে, সেই দুরাত্মা অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। অপিচ, "গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণং। নিঃসৃতং কর্ম্ম সংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্। এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ। বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু।" (আহ্নিকাচারতত্ত্ব) অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ গাভীগণের শরীরস্থ হইয়াও তাহাদের শরীর পোষণে সহায়তা করে না, কিন্তু দেহ-নিঃসৃত হইলে তাহা তাহাদের রোগের ঔষধ হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বরও সকলের শরীরস্থ হইলেও উপাসনা ব্যতীত তিনি কাহারও মঙ্গলকারক হন না। অতএব ত্রিসন্ধ্যা তাঁহার উপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জনন মরণাশৌচকালে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে না, করিলে পিতৃহত্যার পাপ স্পর্শ করে।

অসত্যম্ প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥ ৮॥

অন্বয়।—তে (আসুরাঃ) জগৎ অসত্যম্ (বেদাদি প্রমাণরহিতম্) অপ্রতিষ্ঠম্ (অব্যবস্থিতম্) অনীশ্বরম্ (নিয়ন্তৃরহিতম্) অপরস্পর-সম্ভূতম্ (স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ জাতম্) অন্যৎ কিং কামহৈতুকং (কাম-মূলকং) প্রাহুঃ (কথয়ন্তি)॥ ৮॥

প্রতিশব্দ।—তাহারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-হইতে-জাত অন্য কি কাম-মূলক বলে॥ ৮॥

ব্যাখ্যা।—সেই অসুরস্বভাব মানবগণ এই জগৎকে বেদাদি প্রমাণ রহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাহীন, অনীশ্বর ও স্ত্রী পুরুষের অন্যান্য সংযোগে উৎপন্ন এবং ইহা কামমূলক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, এইরূপ ব্যক্ত করে॥ ৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অসত্যেতি। অসত্যং যথা বয়মনৃতপ্রায়াস্তথেদং জগৎ সর্ব্বং অসত্যমপ্রতিষ্ঠঞ্চ নাস্য ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রতিষ্ঠাতোঽপ্রতিষ্ঠঞ্চেতি তে আসুরা জনা জগদাহুরনীশ্বরং ন চ ধর্ম্মাধর্ম্মসব্যপেক্ষকোঽস্য শাসিতেশ্বরো বিদ্যত ইতি অতোঽনীশ্বরং জগদাহুঃ। কিঞ্চ অপর-স্পরসম্ভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরন্যোন্যসংযোগাৎ জগৎ সর্ব্বং সম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং কামহেতুকমেব কামহৈতুকং কিমন্যজ্জগতঃ কারণং ন কিঞ্চিৎ অদৃষ্টং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ কাম এব প্রাণিনাং কারণমিতি লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্॥ ৮॥

আনন্দগিরি।—আসুরাণাং জনানাং বিশেষণান্তরাণ্যপি সন্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। বিশ্বত ইত্যাহুরিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। শাস্ত্রৈকমগম্যমদৃষ্টং নিমিত্তীকৃত্য প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রাত্মকেন ব্রহ্মণা রহিতং জগদিষ্যতে চেৎ কথন্তদুৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ কিঞ্চেতি। কিমন্যদিত্যাদেরাক্ষেপস্য তাৎপর্য্যমাহ ন কিঞ্চিদিতি॥ ৮॥

রামানুজ।—কিঞ্চ অসত্যমিতি। অসত্যং জগদেতৎ সত্যশব্দনির্দ্দিষ্টব্রহ্মকার্য্যং তথা ব্রহ্মাত্মকমিতি নাহুঃ। অপ্রতিষ্ঠং তথা ব্রহ্মণি ন প্রতিষ্ঠিতমিতি বদন্তি ব্রহ্মণানন্তেন ধৃতাহি পৃথিবী সর্ব্বলোকান্ বিভর্ত্তি যথোক্তং "তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী। বিভর্ত্তি মালাং লোকানাং সদেবাসুরমানুষাম্" ইতি অনীশ্বরং সত্যসংকল্পেন পরব্রহ্মণা সর্ব্বেশ্বরেণ ময়ৈব নিয়-মিতমিতি চ ন বদন্তি। "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত" ইত্যুক্তং। বদন্তি চৈবম্, অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ যোষিৎপুরুষয়োঃ পরস্পরসম্বন্ধেন জাতমিদং মনুষ্যপশ্বাদিকমুপলভ্যতে

অনেবংভূতং কিমন্যদুপলভ্যতে কিঞ্চিদপি নোপলভ্যত ইত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ কামহেতুকমিতি ॥ ৮ ॥

যস্য ন বিদ্যতে। ন যতোঽস্য প্রতিষ্ঠাতদপ্রতিষ্ঠম্। ঈশ্বরঃ স্বামী

হনুমান্।—অসত্যং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ~~তথতোঽস্যা প্রতিষ্ঠাং (?) তদপ্রতিষ্ঠিতং স্বাম্যকং ন~~ বিদ্যতে তদনীশ্বরং স্ত্রীপুংসয়োর্ম্মৈথুনং সংযোগস্তেন সংভূতম্ পরস্পরসংভূতং কামহেতুরেব কামহেতুকম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—নন্থ বেদোক্তয়োর্দ্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ কুতোবা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্ ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতোজগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহ অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং,—"ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীত্যত আহ অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরং অপরস্পরতোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্ম্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমস্য নাস্তন্যৎ কিঞ্চিৎ। কিন্তু কামহেতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব।—তেষাং সিদ্ধান্তান্ দর্শয়তি তত্রৈকজীববাদিনামাহাসত্যমিতি। ইদং জগদসত্যম্ শুক্তিরজতাদিবদ্ভ্রান্তিবিজৃম্ভিতম্। অপ্রতিষ্ঠং খপুষ্পবন্নিরাশ্রয়ম্। নাস্ত্যেবেশ্বরো জন্মাদিহেতুর্যস্য তৎ। সোঽপি তদ্বদ্ভ্রান্তিরচিত এব। পারমার্থিকে তস্মিন্ স্থিতে তন্নির্ম্মিতজগতস্তদ্বদ্দৃষ্টনষ্টপ্রায়ং ন স্যাৎ। তস্মাদসত্যং জগৎ ত এব মন্যন্তে। একৈব নির্ব্বিশেষা সর্ব্বপ্রমাণাবেদ্যা চিদ্ব্রহ্মাদেকো জীবস্ততোঽন্যজ্জড়জীবেশ্বরাত্মকং তদজ্ঞানাৎ প্রতিভাসতে। আস্বরূপসাক্ষাৎকারাদবিসম্বাদি স্বাপ্নিকমিব হস্ত্যশ্বরথাদিকমাজাগরাৎ। সতি চ স্বরূপসাক্ষাৎকারে তদজ্ঞানকল্পিতং তজ্জীবত্বেন সহ নিবর্ত্তেত স্বাপ্নিকরথাশ্বাদীব সুষুপ্তাবিতি। অথ স্বভাববাদিনাং বৌদ্ধানামাহ অপরস্পরসম্ভূতমিতি স্ত্রীপুরুষসম্ভোগজন্যং জগন্ন ভবতি ঘটোৎপাদনে কুলালস্যেব বালোৎপাদনে পিত্রাদের্জ্ঞানাভাবাৎ সত্যপ্যসকৃৎসম্ভোগে সন্তানানুৎপত্তেশ্চ স্বেদজাদীনামকস্মাদুৎপত্তেশ্চ তস্মাৎ স্বভাবাদেবেদং ভবতি ইতি। অথ লোকায়তিকানামাহ কামহেতুকমিতি। কিমন্যদ্বাচ্যং স্ত্রীপুরুষয়োঃ কাম এব প্রবাহাত্মনা হেতুরস্যেতি। (স্বার্থে ঠঞ্)। অথবা জৈনানামাহ কামঃ স্বেচ্ছৈব হেতুরস্যেতি। যুক্তিবলেন যে যৎ কল্পয়িতুং শক্নুয়াৎ স তদেব তস্য হেতুং বদতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—নন্থ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়য়োঃ প্রতিপাদকং বেদাখ্যং প্রমাণমস্তি নির্দ্দোষং ভগবদাজ্ঞারূপং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধং তদুপজীবীনি চ স্মৃতিপুরাণেতিহাসাদীনি সন্তি তৎ কথং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতৎপ্রমাণাদ্যজ্ঞানং জ্ঞানে বা আজ্ঞোল্লঙ্ঘিনাং শাসিতরি ভগবতি

সতি কথং তদনুষ্ঠানেন শৌচাচারাদিরহিতত্বং দুষ্টানাং শাসিতুর্ভগবতোঽপি লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাদত আহ অসত্যমিতি। সত্যমবাধিততাৎপর্য্যবিষয়ং তত্ত্বাবেদকং বেদাখ্যং প্রমাণং তদুপজীবি পুরাণাদি চ নাস্তি যত্র তদসত্যং বেদস্বরূপস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বেঽপি তৎপ্রামাণ্যানভ্যুপগমাদ্বিশিষ্টাভাবঃ অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তদপ্রতিষ্ঠং তথা নাস্তি শুভাশুভয়োঃ কর্ম্মণোঃ ফলদাতেশ্বরো নিয়ন্তা যস্য তদনীশ্বরং তে আসুরা জগদাহুঃ বলবৎপাপপ্রতিবন্ধাদ্বেদস্য প্রামাণ্যং তে ন মন্যন্তে ততশ্চ তদ্বোধিতয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরীশ্বরস্য চানঙ্গীকারাদ্যথেষ্টাচরণেন তে পুরুষার্থভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রৈকসমধিগম্যধর্ম্মসহায়েন প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রা পরমেশ্বরেণ রহিতং জগদিষ্যতে চেৎ কারণাভাবাৎ কথং তদুৎপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অপরস্পরসম্ভূতং কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োরন্যোন্যসংযোগাৎ সম্ভূতং জগৎকামহৈতুকং কামহেতুকমেব কামহৈতুকং কামাতিরিক্তকারণশূন্যং। নমু ধর্ম্মাদ্যপ্যস্তি কারণং নেত্যাহ কিমন্যৎ, অন্যৎ অদৃষ্টং কারণং কিমস্তি নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ অদৃষ্টাঙ্গীকারেঽপি কচিদ্‌গত্বা স্বভাবে পর্য্যবসানাৎ স্বাভাবিকমেব জগদ্বৈচিত্র্যমস্তু দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ, অতঃ কাম এব প্রাণিনাং কারণং নান্যদদৃষ্টেশ্বরাদীত্যাহুরিতি লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—অসত্যং সত্যবর্জ্জিতং জগৎ প্রাণিজাতং তথাঽপ্রতিষ্ঠং ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তচ্ছূন্যম্ অনীশ্বরম্ অনিয়ন্তৃকম্ আহুঃ, অপরস্পরসম্ভূতম্ অপরস্পরাঃ (ক্রিয়াসাতত্যে ইতিসুট্) বীজাঙ্কুরবৎপরস্পরকারণীভূতানাং ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্বাসনানাং স্রুৎ সাতত্যং তস্মাৎ সম্ভূতং কিমন্যল্লোকেঽস্তি ন কিঞ্চিদপি ধর্ম্মাদ্যপেক্ষয়া উৎপদ্যতে কিন্তু সর্ব্বং কামহৈতুকং স্ত্রীপুংসয়োর্ম্মিথুনীভাবঃ কামস্তদুত্থমেবস্বভাবাদেব জন্তুর্জ্জায়তে নত্বদৃষ্টাদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—আসুরাণাং মতমাহ অসত্যং মিথ্যাভূতং ভ্রমোপলব্ধমেব জগত্তে বদন্তি অপ্রতিষ্ঠং প্রতিষ্ঠা আশ্রয়স্তদ্রহিতং। নহি খপুষ্পস্য কিঞ্চিদধিষ্ঠানমস্তীতি ভাবঃ। অনীশ্বরং মিথ্যাভূতত্বাদেব ঈশ্বরকর্ত্তৃকমেতন্ন ভবতি স্বেদজাদীনাং অকস্মাদেব জাতত্বাৎ অপরস্পরসম্ভূতম্ অন্যৎ কিং বক্তব্যং? কামহেতুকং। কামোবাদিনামিচ্ছৈবহেতুর্যস্য তৎ। মিথ্যাভূতত্বাদেব যে যথাকল্পয়িতুং শক্নুবন্তি তথৈবৈতদিতি। কেচিৎ পুনরেবং ব্যাচক্ষ্যতে অসত্যং নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিকং প্রমাণং যত্র তদুক্তং। "ত্রয়োবেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ" ইত্যাদি। নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা যত্র তৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাবপি ভ্রমোপলব্ধাবিতি ভাবঃ। অনীশ্বরম্ ঈশ্বরোঽপি ভ্রমেণৈবোপলভ্যতে ইতি ভাবঃ। নমু স্ত্রীপুংসয়োঃ পরস্পরপ্রযত্নবিশেষাৎ জগদিদম্ উৎপন্নং দৃশ্যতে তত্র নৈতদপীত্যাহ পরস্পরসম্ভূতমিতি মাতাপিতৃভ্যাং বালক উৎপদ্যত ইত্যপি ভ্রম এব কুলালস্য ঘটোৎপাদনে জ্ঞানমিব মাতাপিত্রোস্তাদৃশ বালোৎপাদনে কিল নাস্তিজ্ঞানমিতি ভাবঃ। কিমন্যৎ অন্যৎ কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। তস্মাদিদং জগৎ কামহেতুকং কামেন স্বেচ্ছয়ৈব হেতুকাঃ হেতুকল্পকা যত্র তৎ যুক্তিবলেন যেয়ং হেতুং পরমাণু ন্যায়েশ্বরাদিকং জল্পয়িতুং শক্নুবন্তি তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী অসুরগণের সম্বন্ধে

আরও বিস্তারিত বিবরণ নিবদ্ধ হইতেছে, তাহারা বেদপুরাণাদি শাস্ত্র-সঙ্গত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং তত্ত্বদ্বিষয়ে লব্ধোপদেশ হইলেও তাহারা বিদ্বেষ বুদ্ধির প্রাবল্যে উপদেশানুরূপ অনুষ্ঠানে অনিচ্ছুক। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপার এবং ইহার স্রষ্টা পরমেশ্বর সম্বন্ধে তাহাদিগের বিশ্বাস বড়ই বিচিত্র। তাহারা মনে করে, এই জগৎ অসত্য; এই জগতের সম্বন্ধে পরম পবিত্র বেদাদি শাস্ত্র সমূহে অনাদি কাল হইতে যে সকল অভ্রান্ত উক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে, তৎসমস্ত অসুর ভাবাপন্ন নাস্তিকেরা প্রমাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করে না এবং সেই সকল উক্তি অবিসংবাদিত বলিয়া বিশ্বাস করে না। যখন এই জগতকে তাহারা অসত্য বলিয়া ঘোষণা করে, তখন এই জগন্মধ্যে যে ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহাও বিশ্বাস করিতে তাহারা ইচ্ছা করে না। তাহারা মনে করে, এই বিশ্বে যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ শাসন প্রচলিত হইয়া মানবকে সংযমের পথে নিয়ত পরিচালনার চেষ্টা করিতেছে, যে ব্যবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া জগতের মানবগণ পাপপুণ্য হিতাহিত এবং ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের ব্যবস্থা করিতেছে, তাহা অমূলক এবং হেতুশূন্য। এবংবিধ বিশ্বাসের অধীন অসুরগণ এই জগতকে নিরীশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর বিহীন বলিয়া উল্লেখ করে। যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মে রবি চন্দ্র তারা আকাশ পথে ঘূর্ণ্যমান হইতেছেন, যাঁহার নিয়মাধীনতায় জীবপুঞ্জ জনন মরণরূপ চক্রপথে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার ব্যবস্থায় কালচক্র আবর্ত্তিত হইয়া দিবারাত্রি পক্ষ ঋতু এবং সংবৎসরের উদ্ভব করিতেছে, যাঁহার সত্ত্বা প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও এ জগতে সনাতন কাল হইতে জ্ঞানিগণ দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই মন্দমতিগণ অবিশ্বাসী। তাহারা এই জগতকে নিরীশ্বর অর্থাৎ কোন স্রষ্টা বা নিয়ামকের অনধীন সুতরাং স্বতঃজাত বা স্বাধীন বলিয়া উল্লেখ করে। তাহাদিগের ভ্রান্ত বুদ্ধি তাহাদিগকে অতি হাস্যজনক সিদ্ধান্তের অধীন করিয়াছে। তাহারা মনে করে, এ জগৎ অপরের সহিত পরের সম্মিলন দ্বারা সম্ভূত। জীবরাজ্যে তাহারা দেখিতে পায়, স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্মিলনপ্রভাবে অবিরত জীবান্তরের উদ্ভব হইতেছে, উদ্ভিদ রাজ্যে তাহারা দেখিতে পায়, কুসুম মধ্যস্থ কেশরের এক প্রকার রেণু অন্য কেশরে সম্মি

লিত হইয়া উদ্ভিদের বীজ উৎপন্ন করে; তাহারা দেখিতেছে, পরস্পর সম্মিলিত হইয়া ভূত সমূহ পদার্থান্তরের উদ্ভব করিতেছে। অতএব তাহারা মীমাংসা করিতেছে যে, কাম প্রবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণে বদ্ধ হইয়া একের সহিত অপরের সম্মিলন হেতু এই জাগতিক ব্যাপার সমূহের উদ্ভব হইতেছে। এই সকল ব্যাপারের নিয়ন্তা রূপে যে অপরিসীম শক্তি কার্য্য করিতেছে, যে অমিত পরাক্রান্ত মহেশ্বর সর্ব্বত্র সমুপস্থিত থাকিয়া যেরূপ কৌশলে এই সৃষ্টি প্রবাহ পরিচালিত করিতেছেন, তাহা বিনির্ণয় করিতে অসুরগণের ক্ষমতা নাই, প্রবৃত্তিও নাই। সুতরাং তাহারা সহজেই সিদ্ধান্ত করে যে, এ জগৎ কেবল কামমূলক, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মূল স্বীকার্য্য নহে।

এইরূপ জ্ঞানবিবর্জ্জিত অসুরগণ বেদকে মানব সৃষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে, "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো মুনিভণ্ডনিশাচরাঃ" অর্থাৎ মুনি, ভণ্ড ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোক বেদকর্ত্তা। এই সকল অসুরভাবাপন্ন মনুষ্য জগতে নাস্তিক লোকায়ত (২৬৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রস্টব্য) নামে প্রসিদ্ধ।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোক মধ্যস্থ সমর্থনবাক্যসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীয় অবিশ্বাসিগণের উক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "অসত্য অপ্রতিষ্ঠ অনীশ্বর" এই তিন একজীববাদিদিগের বিশ্বাস। স্বভাববাদী বৌদ্ধগণের * মতে এই বিশ্ব ব্যাপার অপরস্পার সম্ভূত। তাঁহারা

† বৌদ্ধ।—পুরাকালে এই দেশে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল। তিনি শ্রীভগবানের অবতাররূপে উল্লিখিত হইয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় কবিকুঞ্জের কোকিল স্বরূপ ভগবদনুগৃহীত জয়দেব নিম্নোদ্ধৃত অমৃতময় বাক্যে বুদ্ধদেবের স্তুতি গীতি নিবন্ধ করিয়াছেন। "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতং। কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।" অন্যান্য বহুতর প্রামাণিক পুরাণাদি গ্রন্থেও বুদ্ধদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের অবতার বুদ্ধদেবের মতানুবর্ত্তি সাধকগণ বৌদ্ধ নামে পরিচিত। একসময়ে সমগ্র ভারতবর্ষ কেবল বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমার্গের অনুসরনকারী হইয়াছিল। ভারতভূমির গৌরবস্বরূপ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত দক্ষিণে বিশাল সমুদ্র এবং উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বতের বাধা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রধাবিত হইয়াছিল এবং বসুন্ধরার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জনপদবাসিগণ ভারতকে পূণ্যতীর্থ এবং ভারতের বুদ্ধদেবকে আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

নেপালের সান্নদেশে কপিলবস্তু নগরে ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছিল। তথায় শুদ্ধোদন নামে এক ক্ষত্রিয় রাজার ঔরসে তদীয় পত্নী মায়া দেবীর গর্ভে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়। আশৈশব বুদ্ধদেব ধর্ম্মানুরাগী ও লোকহিতৈষী ছিলেন। এ সংসার অশেষ যন্ত্রণার আগার স্বরূপ, মানব-জীবন কেবল ক্লেশপূর্ণ ব্যাধিজরা

বলেন, এই বীজ প্রবাহ স্ত্রী পুরুষের সম্ভোগদ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ নহে। এরূপ বিশ্বাসের কারণ এই যে, কুলালের ঘটোৎপত্তি সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান থাকে না, পিতা মাতারও সন্তানোৎপাদন বিষয়ে তদ্রূপ জ্ঞানাভাব দৃষ্ট হয়। যদি সন্তানোৎপাদন বিষয়ক জ্ঞান সহকারে স্ত্রীপুরুষ

এবং মৃত্যুরূপ ক্লেশে পরিপূর্ণ। রোগ শোকে এবং দুর্দ্দমনীয় বাসনাস্রোতে মনুষ্য নিয়ত ভাসমান। মানবজাতির শোক নাশনের উপায়ান্বেষণে বুদ্ধদেবের হৃদয় বাল্যকাল হইতেই ব্যাকুল হয়। এই জন্য নবীন যৌবনে লাবণ্যময়ী পত্নী গোপা, হৃদয়ানন্দদায়ক পুত্র রাহুল, পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের সঙ্গত্যাগ করিয়া ভগবান বুদ্ধ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। বাল্যে ইনি গৌতম নামে পরিচিত ছিলেন।

সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার পর বহুদিন হৃদয়ের ঈপ্সিত পথ দেখিতে না পাইয়া ভগবান্ গৌতম সাতিশয় ক্লেশে কালপাত করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পরম শান্তিপ্রদ মোক্ষোপায় উদ্ভাবন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত করিয়াছিলেন। অল্পে অল্পে বহুলোক জ্ঞানার্থীরূপে ইঁহার সমীপস্থ হইতে লাগিল; এবং কালক্রমে ইঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সাধনার পদ্ধতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিল। তখন হইতে ইনি বুদ্ধদেব নামে পরিচিত হইলেন। অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর ভগবান্ বুদ্ধ লোকলীলা সংবরণ করেন।

বুদ্ধদেবের মতানুবর্ত্তী সাধকগণ কালক্রমে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মসঙ্গত জাতি ভেদ এবং আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করেন, পরমাত্মা স্বরূপ এক পরম বুদ্ধের অস্তিত্বে অঙ্গীকার করেন এবং দেবদেবীর পূজা পদ্ধতির আবশ্যকতা স্বীকার করেন। এই সম্প্রদায় আস্তিক বৌদ্ধ নামে পরিচিত। অপর সম্প্রদায় বেদাদি শাস্ত্রের প্রাধান্যে বিশ্বাস করে না, জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, দেবদেবী বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না। এই সম্প্রদায় অস্তিক বৌদ্ধ নামে পরিচিত। এ স্থলে শেষোক্ত সম্প্রদায়ই লক্ষিত হইয়াছিল। (বুদ্ধদেবের বাহুল্য জীবনচরিতাদি ললিত বিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

ভগবান্ বুদ্ধ যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া মানবমণ্ডলীকে ধন্য করিয়াছেন, তত্তাবৎ অতুলনীয়। তাঁহার তিরোধানের পর মগধরাজ অজাতশত্রু, কালাশোক, অশোক এবং তৎপরে তুরস্কজাতীয় নৃপতি কনিষ্ক বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত সমূহ একত্র বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অশোক নরপতির প্রযত্নে ভারতবর্ষের নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্যসূচক বিবিধ স্তূপ, মঠ এবং বিহারাদি স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও তাহার অনেকগুলি নানাস্থানে সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অশোকের কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। এই বিহার ও মঠের প্রাচুর্য্য হেতু সমস্ত মগধ দেশ বিহার নামে পরিচিত হইয়াছে।

গৃহী ও ত্যাগী ভেদে বৌদ্ধ সাধক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহিগণ উপাসক উপাসিকা নামে পরিচিত এবং ত্যাগিগণ শ্রবণ ও শ্রাবক নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন উদাসীন তাঁহাদের নাম ভিক্ষু। যে স্থলে ভিক্ষুরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করেন, তাহার নাম বিহার।

বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত মতামত সংকলন করিবার নিমিত্ত তিন সময়ে যে তিন মহা সভা হইয়াছিল, তাহার নাম সংঘ। সেই সংঘত্রয়ে সমবেত বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসংক্রান্ত উপদেশ অনুষ্ঠান সমূহ তিন গ্রন্থে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থত্রয়ের নাম ত্রিপিটক। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম ভেদে পিটক তিন প্রকার। সূত্র পিটকে বৌদ্ধধর্ম্মের মতামত নিবদ্ধ আছে। বিনয় পিটকে আচারপদ্ধতি বিন্যস্ত আছে, এবং অভিধর্ম্ম পিটকে ধর্ম্মতত্ত্বের যুক্তি ও আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে।

সম্ভোগ করে এরূপ বলা যায়, তাহা হইলেও অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুনঃ পুনঃ স্ত্রীপুরুষের রমণেও সন্তানোৎপন্ন হইতেছে না, অথচ অকস্মাৎ স্বেদজাদি (২৪৪২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রাণীর উদ্ভব হইতেছে। অতএব তাঁহাদের মতানুসারে এ সমস্ত ব্যাপারই স্বভাবজাত বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর লোকায়তিকদিগের (২৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মতে ইহা কামহেতুক। আরও জৈন * মতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন যে কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাই এই জগতের হেতু স্বরূপ। যুক্তিবলে যিনি যেরূপ

বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্বসমূহ নিতান্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ। তাহা বিশদরূপে বিবৃত করিতে হইলে বহুবিস্তৃত গ্রন্থের প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, "অহিংসাপরমো ধর্ম্মঃ" ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলনীতি। সর্ব্বজীবে দয়া, মনুষ্যের হিত-চেষ্টা ক্রোধ দ্বেষ রাহিত্য প্রভৃতি অমানুষী সদ্গুণ সমূহই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অনুষ্ঠান। এইরূপ বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয় নির্ম্মল হইলে সাধক মমতাশূন্য ও বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া পরিণামে নির্ব্বাণ লাভ করেন। বৌদ্ধদিগের এই নির্ব্বাণতত্ত্ব হিন্দু দার্শনিকগণের ব্যাখ্যাত নির্ব্বাণ হইতে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন।

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি কাহারও এক জন্মের সাধনাতেই হয়, কাহারও বা বহু জন্মান্তরের প্রয়োজন হয়। অতীত জন্ম সমূহে মনুষ্য নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী জন্মেও পশু পক্ষ্যাদি বিবিধ জন্ম পরিগ্রহ করেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবও অতীত জন্মে হস্তী মৃগ প্রভৃতি যোনিতে জন্মিয়াছিলেন এইরূপ অভিপ্রায় তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তদ্ভাবৎ অতীত জন্মের বৃত্তান্ত তিনি স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, যতক্ষণ নির্ব্বাণ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যুর অধীনতা অচ্ছেদ্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের পৃথ্বীব্যাপী প্রচারের ইতিহাস বড়ই বিস্ময়জনক। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ অতি ধীরভাবে সর্ব্বত্র ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। অসির শক্তি বা রাজ-শাসনের দ্বারা অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিত জনগণকে তাঁহারা স্বধর্ম্মে আনয়ন করেন নাই। সকল ধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বী জনগণকে সম্মানিত করাই বৌদ্ধদিগের নীতি ছিল। অবিরোধী নীতি সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের ভূমণ্ডলব্যাপিত্ব ইহার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। প্রত্যুত বৌদ্ধগণের সদয়ভাব কোমলতা ও সহৃদয়তা ইহাকে কঠোর হৃদয় হইতে অতি কোমল প্রাণ পর্য্যন্ত এবং অতি জ্ঞানসম্পন্ন হইতে অতি বর্ব্বর পর্য্যন্ত তাবতেরই আদরভাজন করিয়াছে।

ভারতবর্ষ এই ধর্ম্মের জন্মভূমি হইলেও এদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় তিরোহিত হইয়াছে বলিলেই হয়। নেপাল প্রদেশে এখনও ইহা প্রচলিত রহিয়াছে। সিংহল প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ভারতের পূর্ব্বসীমা ব্রহ্ম শ্যাম মালয় প্রভৃতি দেশে, উত্তরে তিব্বত প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রচার রহিয়াছে। চীন, জাপান, মাঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

* জৈন।—বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসানকালেই জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বৌদ্ধের কঙ্কালের উপর অন্যরূপ অবয়ব গঠন করিয়া জৈন ধর্ম্ম প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্থূলতঃ জৈনধর্ম্ম অনেক বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত একরূপ। অহিংসা জৈনধর্ম্মের মূল মন্ত্র। পাছে অতি ক্ষুদ্র জীবেরও জীবন নষ্ট হয়, এই ভয়ে জৈনগণ দৈনিক ক্রিয়া-কলাপে অতিমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাদিগের যতিগণ চামরহস্তে পরিভ্রমণ করেন এবং সেই চামর ব্যজন করিয়া গন্তব্যপথের জীবকুলকে অপসারিত করেন। পাছে মুখ-বিবরে কোন

কল্পনা করিতে সমর্থ, তিনি এই জগতের তদ্রূপই হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বেদাদি প্রামাণিক শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস না থাকায় বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহ যদৃচ্ছা ক্রমে জগতের হেতু অবধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—নষ্টাত্মানঃ (মলীমসচিত্তাঃ) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রমতয়ঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্রকর্ম্মাণঃ) এতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য (অবলম্ব্য) অহিতাঃ (শত্রবঃ) [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় (বিনাশায়) প্রভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) ॥ ৯ ॥

জীব প্রবেশ করিয়া গতাসু হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বস্ত্রদ্বারা মুখ বাঁধিয়া রাখেন। রাত্রিকালে আহার করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অলক্ষ্যে ভোক্তব্য পদার্থের সহিত মিশিয়া মরিয়া যাইতে ও উদরস্থ হইতে পারে এই ভয়ে রাত্রিতে ইহারা আহার করেন না। কোন তরল পানীয় অনাচ্ছাদিত রাখিবার নিয়ম নাই, কারণ তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পতিত হইয়া মৃত্যু-কবলিত হইতে পারে। বৌদ্ধগণের প্রবর্ত্তিত "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই নীতি জৈনগণের মধ্যে অতিশয় পূর্ণতা ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

যে যে সাধক সাধনা প্রভাবে নির্ব্বাণপদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তীর্থঙ্কর নামে অভিহিত। জৈনগণ তীর্থঙ্করের বিগ্রহ সুসমৃদ্ধ দেবে বা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্চ্চনা করেন। পূজার বিশেষ কোন পদ্ধতি নাই। কেবল কতকগুলি প্রার্থনা-বাক্য ও স্তোত্র মাত্র উচ্চারণ করিলেই আরাধনা সম্পন্ন হয়। একটী পুষ্প বা একটী যে কোন ফল হস্তে লইয়া জৈনেরা তীর্থঙ্করের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন। পরেশনাথ বর্ত্তমান-কালে সকল জৈনাধিষ্ঠানে পূজিত হইতেছেন।

হিন্দুর দেবদেবী জৈনগণ সম্মানের সহিত দর্শন করেন। বিশেষতঃ হরপার্ব্বতীর প্রতি ইহারা শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ইহাদিগের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহেন; প্রত্যুত পরেশনাথের মন্দিরে ব্রাহ্মণেরাই সেবকরূপে নিয়োজিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রার সময় জৈনগণ পরেশনাথকে অতি সমারোহে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যান।

জৈনদিগের মধ্যে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। দিগম্বরগণ নগ্নতার পক্ষপাতী এবং শ্বেতাম্বরিগণ শুভ্র পরিচ্ছদ ধারণের অনুরাগী। এক সম্প্রদায় তীর্থঙ্করকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, অপর সম্প্রদায় পরেশনাথকে নিরবচ্ছিন্ন নগ্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখেন। জৈনদিগের সাধুগণের নাম শ্রাবক। বৌদ্ধ শ্রমণগণের ন্যায় শ্রাবকগণও অনেক কঠোর নিয়মের অধীন।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে জৈনদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সর্ব্বত্রই ধনশালী ও প্রতাপান্বিত।

প্রতিশব্দ।—মলিন-চিত্ত অল্প-বুদ্ধি হিংস্র-স্বভাব [ব্যক্তিগণ] এই দৃষ্টিকে অবলম্বন-করিয়া শত্রু [হইয়া] জগতের ক্ষয়ের-নিমিত্ত উৎপন্ন-হয় ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—নষ্টাত্মা ক্ষুদ্রবুদ্ধি ক্রূরকর্ম্মা অসুরগণ এই দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া শত্রুরূপে জগতের বিনাশের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো নষ্টস্বভাবা বিভ্রষ্টপরলোকসাধনাঃ অল্পবুদ্ধয়ো বিষয়বিষয়া অল্পৈব বুদ্ধির্যেষাম্তে অল্পবুদ্ধয়ঃ প্রভবন্ত্যুদ্ভবন্তি উগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণো হিংসাত্মকাঃ ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ জগতোঽহিতাঃ শত্রব ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তা দৃষ্টির্ন্দৃষ্টবদিষ্টৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ এতামিতি। প্রাগুপদিষ্টামেতাং লোকায়তিকদৃষ্টিমবলম্ব্যেতি যাবৎ। নষ্টস্বভাবত্বমেব স্পষ্টয়তি বিভ্রষ্টেতি। বিষয়বুদ্ধেরল্পত্বং দৃষ্টমাত্রোদ্দেশেন প্রবৃত্তত্বং, জগতঃ প্রাণিজাতস্যেতি যাবৎ ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যাবলম্ব্য নষ্টাত্মানঃ অদৃষ্টদেহাতিরিক্তাত্মানঃ। অল্পবুদ্ধয়ঃ ঘটবৎ জ্ঞেয়ভূতে দেহে জ্ঞাতৃত্বেন দেহব্যতিরিক্ত আত্মোপলভ্যত ইতি বিবেকাকুশলাঃ। উগ্রকর্ম্মাণঃ সর্ব্বেষাং হিংসকাঃ জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—~~(আশ্রিত্য নষ্টাত্মানঃ বন্ধাদি কর্ম্মণি নিরতা)~~ এতাং দৃষ্টিং লোকায়ত ~~দর্শন~~মবষ্টভ্য আশ্রিত্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ো বিষয়েষু ভোগ্যভোক্তৃমাত্রযুক্তাঃ প্রভবন্তি জায়ন্তে উগ্রকর্ম্মাণঃ ~~বন্ধাদিকর্ম্ম~~ নিরতাঃ ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ, অহিতাঃ আপৎকরাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো-মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বলদেব।—স্ব স্বমতনির্ণায়কানি দর্শনানি চ তৈঃ কৃতানি যান্যাশ্রায় জগদ্বিনশ্যতীত্যাহ এতামিতি। (জাত্যেকবচনং) এতানি দর্শনান্যবষ্টভ্যালম্ব্যাল্পবুদ্ধয়স্তুচ্ছমতয়ো নষ্টাত্মানোঽদৃষ্টদেহাদিবিবিক্তাত্মতত্ত্বা উগ্রকর্ম্মাণো হিংসাপৈশুন্যপারুষ্যাদিকর্ম্মনিষ্ঠা জগতোঽহিতাঃ শত্রবশ্চ সন্তস্তস্য ক্ষয়ায় প্রভবন্তি পরমার্থাজ্জগদ্ভ্রংশয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—ইয়ং দৃষ্টিঃ শাস্ত্রীয়দৃষ্টিবদিষ্টৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ এতামিতি। এতাং প্রাগুক্তাং লোকায়তিকদৃষ্টিমবষ্টভ্যাবলম্ব্য নষ্টাত্মানো ভ্রষ্টপরলোকসাধনাঃ অল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টমাত্রোদ্দেশ্য প্রবৃত্তমতয়ঃ উগ্রকর্ম্মাণো হিংস্রাঃ অহিতাঃ শত্রবো জগতঃ প্রাণিজাতস্য ক্ষয়ায় ব্যাঘ্রসর্পাদিরূপেণ প্রভবন্তি উৎপদ্যন্তে। তস্মাদিয়ং দৃষ্টিরত্যন্তাধোগতিহেতুতয়া সর্ব্বাত্মনা শ্রেয়োঽর্থিভিরেব হেয়ৈবেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতামনুপদোক্তাং লোকায়তিকানামভিপ্রেতাং দৃষ্টিম্ অবষ্টভ্য তামাশ্রিত্য নষ্টাত্মানঃ কামাদিবশত্বেন নষ্টধৈর্য্যাঃ যতোঽল্পে ক্ষুদ্রে দৃষ্টসুখে এব বুদ্ধির্যেষাং তে অল্পবুদ্ধয়ঃ অহিতা হিংস্রাঃ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ।—এবং বাদিনোঽসুরাঃ কেচিন্নষ্টাত্মানঃ কেচিদল্পজ্ঞানাঃ কেচিদুগ্রকর্ম্মাণঃ স্বচ্ছন্দাচারাঃ মহানারকিনো ভবন্তীত্যাহ এতামিত্যেকাদশভিঃ। অবষ্টভ্য আলম্ব্য॥ ৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব কথিতরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের কিরূপ ভয়াবহ পরিণাম হয় এবং তদ্দ্বারা জগতের কি প্রকার ঘোর অনিষ্ট সংসাধিত হয়, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ ভ্রমাত্মক দৃষ্টির বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ তাদৃশ অমূলক প্রমাণ-বিরহিত এবং শাস্ত্রসিদ্ধ বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবগণ অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। এরূপ আপাতমনোহর অথচ অসার দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবের আত্মা চিরদিনের নিমিত্ত নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ তাহার সদসৎ নির্ব্বাচনশক্তি তিরোহিত হইয়া তাহাকে ভ্রমের কূপে নিপাতিত করিয়া রাখে। অপিচ এরূপ ভ্রান্তদর্শনের প্রভাবে তাহাদের বুদ্ধি অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা উচ্চাভিলাষে ও উন্নতিসাধক কর্ম্মসাধনে বঞ্চিত হইয়া পড়ে। তাহারা বুদ্ধির অল্পতাহেতু, আত্মার সঙ্কীর্ণতাহেতু উগ্রকর্ম্মা অর্থাৎ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি জঘন্য কর্ম্মনিরত হইয়া পড়ে। এবম্বিধ ভ্রষ্টমতি অসাধুদর্শী দুরাচারেরা মানবের ঘোর অনিষ্টকারীরূপে জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র-জীবকুল যেরূপ জগতের অনিষ্টকারী, উল্লিখিত অসত্য পথাবলম্বী মানব-গণও তদ্রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নিরন্তর জগতের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বোল্লিখিত কুপথ-গামিগণের দৃষ্টি নিতান্ত অধোগতি বিধায়ক। অতএব যাঁহারা শ্রেয়োভিলাষী, যাঁহারা ইহত্র ও পরত্র কল্যাণ কামনা-পরায়ণ, তাঁহাদিগের পক্ষে এইরূপ দৃষ্টি সর্ব্বথা হেয় ও বর্জ্জনীয়॥ ৯॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

অন্বয়।—দুষ্পূরং (পূরয়িতুমশক্যং) কামম্ (বাসনাম্) আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভমানমদযুক্তাঃ) অশুচিব্রতাঃ [সন্তঃ] মোহাৎ (অবিবেকাৎ) অসদ্গ্রাহান্ (অশুভনিশ্চয়ান্) গৃহীত্বা প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—দুষ্পূরণীয় বাসনাকে আশ্রয়-করিয়া দম্ভ-মান-মদ-যুক্ত অশুচি-ব্রত [হইয়া] মোহ-হেতু অশুভ-নিশ্চয়কে গ্রহণ-করিয়া প্রবৃত্ত-হয় ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—আসুরজনগণ দুষ্পূরণীয় বাসনাকে আশ্রয়করতঃ দম্ভমান-মদযুক্ত এবং অশুচিপরায়ণ হইয়া অবিবেকহেতু অশুভ সঙ্কল্পসমূহকে গ্রহণপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তে চ কামেতি। কামম্ ইচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাবষ্টভ্য দুষ্পূরমশক্যপূরণং দম্ভমানমদান্বিতাঃ দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাস্তৈরন্বিতাঃ মোহাদবিবেকতঃ গৃহীত্বোপাদায় অসদ্গ্রাহানশুভনিশ্চয়ান্ প্রবর্ত্তন্তে লোকেঽশুচিব্রতাঃ অশুচীনি ব্রতানি যেষাস্তে অশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

আনন্দগিরি।—তানেব দুরাচারানসুরান্ প্রকারান্তরেণ বিশিনষ্টি তে চেতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—কামমিতি। দুষ্পূরং দুষ্প্রাপবিষয়ং কামমাশ্রিত্য তৎসিসাধয়িষয়া মোহাদজ্ঞানাৎ অসদ্গ্রাহান্ অন্যায়গ্রহীতান্ পরিগ্রহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ অশাস্ত্রবিহিতব্রতযুক্তাঃ দম্ভমানমদান্বিতাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ১০ ॥

হনুমান্।—দুষ্পূরমশক্যপূরং দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ তৈরন্বিতাঃ দম্ভো ধর্ম্মধ্বজঃ ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনং মানঃ আত্মনি সংভাবনং মদোদর্পঃ মোহাদবিবেকাৎ গৃহীত্বা উপাদায় অসদ্গ্রাহানশুভ বিশ্বাসাৎপ্রবর্ত্তন্তে লোকে অশুচীনি ব্রতান্যেষাং তে অশুচিব্রতাঃ ক্ষিপণকাদি (?) বৃত্তানুসারিণঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথম্ অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে, অশুচিব্রতা অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০ ॥

☞ পাঠান্তর। গৃহীত্বাসদ্গ্রহান্।

বলদেব।—অথ তেষাং দুর্বৃত্ততাং দুরাচারতাঞ্চাহ কামমিতি। দুষ্পূরং কামং বিষয়তৃষ্ণামাশ্রিত্য মোহান্ন তু শাস্ত্রাদসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা অশুচিব্রতাঃ সন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে। অসদ্গ্রাহান্ দুষ্টনক্রবদাত্মবিনাশকান্ কল্পিতদেবতাতন্মন্ত্রতদারাধননিমিত্তককামিনীপার্থিবনিধ্যাকর্ষণরূপান্দুরাগ্রহানিত্যর্থঃ। অশুচীনি শ্মশাননিষেবণ মদ্যমাংসবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে দম্ভেনাধর্ম্মিষ্ঠত্বেঽপি ধর্ম্মিষ্ঠত্বখ্যাপনেন মানেনাপূজ্যত্বেঽপি পূজ্যত্বখ্যাপনেন মদেনানুৎকৃষ্টত্বেঽপ্যুৎকৃষ্টত্বারোপণেন চান্বিতাঃ॥ ১০॥

মধুসূদন।—তে যদা কেনচিৎ কর্ম্মণা মনুষ্যযোনিমাপদ্যন্তে তদাহ কামমিতি। কামং তত্তদ্দৃষ্টবিষয়াভিলাষং দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং দম্ভেনাধার্ম্মিকত্বেঽপি ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনেন মানেন অপূজ্যত্বেঽপি পূজ্যত্বখ্যাপনেন মদেন উৎকর্ষরাহিত্যেঽপ্যুৎকর্ষবিশেষাধ্যারোপেণ মহদবধীরণাহেতুনাঽন্বিতাঃ অসৎগ্রাহান্ অশুভনিশ্চয়ান্ অনেন মন্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ্য কামিনীনামাকর্ষণং করিষ্যামঃ, অনেন মন্ত্রেণেমাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদিদুরাগ্রহরূপান্ মোহাদবিবেকাৎ গৃহীত্বা ন তু শাস্ত্রাৎ অশুচীনি শ্মশানাদিদেশোচ্ছিষ্টত্বাদ্যবস্থাদ্যশৌচসাপেক্ষাণি বামাগমাদ্যুপদিষ্টানি ব্রতানি যেষাং তেঽশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে যত্র কুত্রাপ্যবৈদিকে দৃষ্টফলে ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদাবিতি শেষঃ, এতাদৃশাঃ পতন্তি নরকেঽশুচাবিত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ॥ ১০॥

নীলকণ্ঠ।—অসদ্গ্রাহান্ বশ্যাকর্ষণনিধ্যঞ্জনকায়সিদ্ধ্যাদিসাধনেষু অসমীচীনেষু গ্রাহাঃ নির্ব্বন্ধাত্যন্তাভিনিবেশাঃ তান্ গৃহীত্বা অশুচীনি মদ্যমাংসাদিসাপেক্ষাণি ব্রতানি নিয়মাবশেষা যেষাং তে তথাভূতাঃ সন্তঃ কুমার্গপ্রবর্ত্তনেন প্রবর্ত্তন্তে জগৎক্ষয়ায়েতি সম্বন্ধঃ॥ ১০॥

বিশ্বনাথ।—অসদ্গ্রহান্ প্রবর্ত্তন্তে কুমতে এব প্রবৃত্তা ভবন্তি। অশুচীনি শৌচাচারবর্জ্জিতানি ব্রতানি যেষাং তে॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—অসুরভাবাপন্ন মানবগণ কিরূপ ভাবে সংসারে বিচরণ করে এবং কিরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কোন্ কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহাই অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে। এ সংসারে কামনার পূরণ নাই, এক কামনার অবসান হইতে না হইতেই অন্য এক কামনা আসিয়া মানবকে বিব্রত করিতে থাকে। রমণীয় অট্টালিকা, সুন্দরী নারী, বিবিধ ধনরত্ন, শোভনোদ্যান, হয় হস্তী প্রভৃতি বাহন, ভোগৈশ্বর্য্য-বিধায়ক বহু-সামগ্রী, মনুষ্যের অবিশ্রান্ত কামনার বিষয়। এই কামনার কোনই অন্ত নাই। এখনই ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভোজ্যবস্তুলাভে ক্ষুন্নিবারণজনিত শান্তি উপজাত হয় বটে, কিন্তু অচিরকালমধ্যেই আবার জঠর-জ্বালা উৎপীড়িত করিতে থাকে। রমণী-সঙ্গলোভে ব্যাকুল হইয়া মনুষ্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, এবং যতক্ষণ সেই কামনার বস্তুকে সম্ভোগ করিতে না পায়, ততক্ষণ সে স্থির হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ ভোগবাসনা

একবার নিবৃত্ত হইলেই মনুষ্যের কামনার অবসান হয় না। পুনরায় সেইরূপ ভোগের নিমিত্ত তাহাকে উন্মাদপ্রায় হইতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাম বস্তুতঃই দুষ্পূরণীয়। এইরূপ শান্তি-সম্ভাবনাবিরহিত কামকে আশ্রয় করিয়া, অপিচ দম্ভ, মান এবং মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া অসুরভাবাপন্ন মানবগণ অনেক অনর্থের উৎপাদন করে। অকারণ অনর্থক আত্মপ্রতিষ্ঠা পরিস্থাপনের চেষ্টার নাম দম্ভ; পাণ্ডিত্যের একান্ত অভাব হইলেও তজ্জন্য গৌরবপ্রকাশ, সততা-বিহীন হইলেও সর্ব্বতোভাবে আপনার সচ্চরিত্রতার ঘোষণা প্রভৃতি অলীক অনুষ্ঠানকে দম্ভ বলে। সাংসারিক মান মর্য্যাদা অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও প্রত্যেক বিষয়ে আপনার সম্মান স্থাপনপূর্ব্বক অভিমান প্রকাশ করা মূঢ়ের কার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানজনিত অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া সর্ব্বত্র আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম গৌরবান্বিত বোধে অন্যান্য তাবতের প্রতি তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন নিতান্ত হীনতার কার্য্য। এ সকল ব্যাপারই উন্নতির প্রতিকূল এবং অধোগতি-বিধায়ক। অসুরভাবাপন্ন মানবগণ উল্লিখিতরূপ নিয়ত-বর্দ্ধনশীল কামের অধীন হইয়া, অপিচ দম্ভ মান এবং মোহযুক্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করে এবং অতি নিকৃষ্ট বিবেক-বিহীনতা-পাশে বদ্ধ হইয়া অসদবলম্বনীয় ঘৃণিত কর্ম্মসমূহকে পরম প্রার্থিত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে। অজ্ঞানের প্রাবল্যে হেয় উপায়-বিশেষ অবলম্বন করিয়া তাহারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াসী হয়; মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নিন্দিত আভিচারিক * অনুষ্ঠানসমূহকে জীবনের অতি সুখপ্রদ

---

* অভিচার।—অভিচার ছয় প্রকার; মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন, বশীকরণ। স্বার্থসাধনের নিমিত্ত বা শত্রুনাশের অভিপ্রায়ে দেবতাবিশেষের উদ্দেশে পশুপক্ষী বিশেষকে হত্যা অথবা নির্দ্ধারিত দ্রব্যাদি সাহায্যে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রাদির দ্বারা অভীষ্ট দেব বা দেবীর স্তুতি ও পূজা বা সাধনের নাম অভিচার। নানাতন্ত্রে নানাভাবে বিবিধ আভিচারিক বিধান আছে। বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে তৎসমস্ত উদ্ধৃত করা হইল না। সংক্ষেপে নিম্নে কিঞ্চিৎ স্থূল বিবরণ বিন্যস্ত হইতেছে। মারণ কার্য্যের নিমিত্ত মঙ্গলবারযুক্ত অষ্টমী-তিথিতে রাত্রিকালে খদিরকাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা লৌহফলকে শত্রুর প্রতিকৃতি লিখিতে হইবে। তদনন্তর বিধানক্রমে সেই চিত্রের নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে মন্ত্র লিখিয়া দেবীর পূজা করিতে হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান সুনির্ব্বাহিত করিলে একাদশ দিবসে শত্রু রোগাক্রান্ত হইবে এবং বিংশদিন উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই সে যমালয়ে গমন করিবে। (যোগিনীতন্ত্র দ্রষ্টব্য) মোহন কার্য্যের নিমিত্ত নানাবিধ নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসহকারে বিধিবিহিত মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক কনিষ্ঠা, মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলীত্রয়ের দ্বারা হোম করিবে (বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য)

কর্ত্তব্য বোধে অবলম্বন করে। এই দেবতার ভজনা করিলে বহু ধনলাভ হইবে, এই মন্ত্রের সাধনা করিলে নারী-বিশেষ অধীন হইবে এবং এই উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে ভোগের আশা সফল হইবে, ইত্যাকার অলীক অসার চিন্তায় এবং নিন্দিত অনুষ্ঠানে তাহারা জীবনপাত করে। এই সকল অসুর-ভাবাপন্ন জীব নিতান্ত অশুচিব্রত অর্থাৎ নিন্দিত আচরণ-পরায়ণ। কদর্য্য ভোগ, সুরাসেবন, মাংসভোজন, পরকীয়া গমন, মিথ্যাভাষণ, ধর্ম্মমার্গের বিরুদ্ধাচরণরূপ অপবিত্র অকল্যাণকর গর্হিত আচরণই তাহাদিগের বিলাস। এই হীনজনেরা জগন্মণ্ডলে উল্লিখিতরূপ অসদনুষ্ঠানে রত থাকিয়া তাহারা আপনাদের সর্ব্বনাশ করে এবং জগন্মণ্ডলে অসদ্দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া সমাজের ঘোর অমঙ্গল সাধন করে।

গ্রাহশব্দে কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুকে বুঝায়। কোন কোন পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাতা উল্লিখিতরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া যে সকল ব্যাপার মনুষ্যের অধোগতিরূপ একান্ত সর্ব্বনাশ সংঘটিত করে, তাহাদিগকে গ্রাহরূপে অবধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

বিদ্বেষণ কার্য্যের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে পূর্ণিমা তিথিতে মধ্যাহ্নে মহিষ এবং অশ্বের পুরীষের সহিত গোমূত্র সংযুক্ত করিয়া যাহার সহিত বিদ্বেষ ঘটাইতে হইবে তাহার নাম লিখিতে হইবে। অথবা মহিষ এবং অশ্বের রক্ত দ্বারা শ্মশান-বস্ত্রে কাকপক্ষ সাহায্যে তাহার নাম লিখিবে। তদনন্তর দ্বিজ অথবা চণ্ডালের কেশ দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। তৎপরে মৃত্তিকা নির্ম্মিত কাঁচা শরায় স্থাপন করিয়া তাহা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে রক্ষা করিবে। তদনন্তর বিহিত পদ্ধতিক্রমে ভৈরবের পূজা করিলে নিশ্চয়ই বিদ্বেষ ঘটিবে। (ষট্‌কর্ম্ম দীপিকা) স্তম্ভন কার্য্যের নিমিত্ত কাক ও পেচকের পক্ষ দ্বারা শরাবে নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র বিধানক্রমে লিখিয়া ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপকরতঃ নিশা-কালে চতুষ্পথে নিহিত করিবে। এই উপায়ে জগতের স্তম্ভন হইতে পারে। (ফেৎকারিণী তন্ত্র দ্রষ্টব্য) উচ্চাটন কার্য্যের নিমিত্ত কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে শনিবারে অশ্বদন্তনির্ম্মিত কেশসূত্র দ্বারা গ্রথিত মালায় বিহিতমন্ত্র নির্দ্দিষ্টবার জপ করিতে হইবে। তাহাতে যাহাকে উদ্দেশ করিয়া এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, সে ব্যক্তি স্বদেশ স্বজনাদি ভ্রষ্ট হইবে। (শারদাতন্ত্র দ্রষ্টব্য) বশীকরণ কার্য্যের নিমিত্ত রজত ও পলা সহযোগে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দেড় হস্ত পরিমিত গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিবে। গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে রক্তপতাকা স্থাপন করিতে হইবে। তদনন্তর রক্তাসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া জপ আরম্ভ করিবে। তিলপূর্ণ ঘটস্থাপন করিয়া বিহিত পূজা করিতে হইবে। তদনন্তর নানাবিধ অনুষ্ঠান সহকারে অনেক জপ ও ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে প্রার্থিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশতাপন্ন হইবে। (বৃহন্নীলতন্ত্র দ্রষ্টব্য) এই সকল আভিচারিক অনুষ্ঠান ধর্ম্মশাস্ত্রে অতিশয় নিন্দিত এবং উপপাতক মধ্যে পরিগণিত। যথা ; "হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ।" (মনুসংহিতা ১১শ অধ্যায় ৬৪ শ্লোক) অর্থাৎ ওষধী সকলের হিংসা, উপপতি সহযোগে পত্নীর উপার্জ্জনে জীবিকাপাত, আভিচারিক ক্রিয়া দ্বারা অপরের অনিষ্ট সাধন এবং মন্ত্রাদি দ্বারা বশীকরণ, এই সমস্তকে উপ-পাতক বলা হয়।

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥ ১১।১২॥

অন্বয়।—অপরিমেয়াং (অপরিমিতাং) প্রলয়ান্তাং (মরণান্তাং) চ চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) কামোপভোগপরমাঃ (কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থঃ যেষাং তে) এতাবৎ (ভোগ এব পুরুষার্থঃ) ইতি নিশ্চয়াঃ (কৃতনিশ্চয়াঃ), আশাপাশশতৈঃ (অসংখ্য-আশাজালৈঃ) বদ্ধাঃ (নিবদ্ধাঃ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কামক্রোধযুক্তাঃ) কামভোগার্থম্ (বাসনাতৃপ্ত্যৈ) অন্যায়েন পরপীড়নাদিনা (অর্থসঞ্চয়ান্) ধনরাশীন্ ঈহন্তে (চেষ্টন্তে)॥ ১১। ১২॥

প্রতিশব্দ।—অপরিমিত ও মরণান্ত চিন্তাকে আশ্রয়-করতঃ কাম-ভোগ-পরায়ণ ভোগই-পুরুষার্থ—এইরূপ কৃতনিশ্চয়, অসংখ্য-আশা-পাশ-দ্বারা বদ্ধ, কাম-ক্রোধ-যুক্ত [আসুরগণ] কাম-ভোগ-নিমিত্ত অন্যায়ের-দ্বারা অর্থ-সঞ্চয়কে চেষ্টা-করে॥ ১১। ১২॥

ব্যাখ্যা। এই সকল আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ অপরিমিত এবং মরণান্ত-স্থায়ী চিন্তাকে অবলম্বনপূর্ব্বক কামভোগপরায়ণ হইয়া কামভোগই পরমপুরুষার্থ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হয়, এবং অসংখ্য আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কামক্রোধপরায়ণ ইহারা পরপীড়নাদি অন্যায়ের দ্বারা ধনসঞ্চয়ে যত্নবান্ হয়॥ ১১॥ ১২॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ চিন্তেতি। চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ ন পরিমাতুং শক্যতে অস্যাশ্চিন্তায়া ইয়ত্তা সা অপরিমেয়া তামপরিমেয়াং প্রলায়ান্তাং মরণান্তামুপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ, কামোপভোগপরমাঃ কাম্যন্ত ইতি কামাঃ শব্দাদয়স্তদুপভোগপরমাঃ অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থো যঃ কামোপভোগ ইত্যেবং নিশ্চিতাত্মান এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ। আশাপাশেতি। আশাপাশশতৈঃ আশা এব পাশাস্তচ্ছতৈরাশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বতঃ আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধ-পরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নং পর আশ্রয়োর্যেষাস্তে কামক্রোধপরায়ণাঃ ঈহন্তে কাম-

ভোগার্থং কামভোগপ্রয়োজনায় ন ধর্ম্মার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ অর্থপ্রচয়ান্ অন্যায়েন পরস্বাপহরণাদিনেত্যর্থঃ॥ ১১। ১২॥

আনন্দগিরি।—তানেব বিধান্তরেণ বিশিনষ্টি কিঞ্চেতি। চিন্তামাত্মীয়যোগক্ষেমোপায়ালোচনাত্মিকামপরিমেয়বিষয়ত্বাৎ পরিমাতুমশক্যামাশ্রিতা ইতি সম্বন্ধঃ। এষ কামোপভোগঃ পরময়নং সুখস্যেত্যেতাবৎ পারত্রিকং তু নাস্তি সুখমিতি নিশ্চয়বন্ত ইত্যাহ এতাবদিতীতি। আসুরানেব পুনঃ বিশিনষ্টি আশেতি। অশক্যোপায়ার্থবিষয়া অনবগতোপায়ার্থবিষয়া বা প্রার্থনা আশা স্তাঃ পাশা ইব পাশাস্তেষাং শতৈর্ব্বদ্ধা ইব শ্রেয়সঃ প্রচ্যাব্যেত ততো নীয়মানায় ইত্যাহ আশা এবেতি॥ ১১। ১২॥

রামানুজ।—চিন্তেতি। অগুখো বা মুমূর্ষবঃ চিন্তামপরিমেয়াঞ্চাপরিচ্ছেদ্যাং প্রলয়ান্তাং প্রাকৃতপ্রলয়াবধিকসাধ্যবিষয়ামুপাশ্রিতাঃ। তথা কামোপভোগপরমাঃ কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থ ইতি মন্বানাঃ। এতাবদিতি নিশ্চিতা ইতোঽধিকঃ পুরুষার্থো ন বিদ্যতে ইতি সঞ্জাতনিশ্চয়াঃ। আশাপাশেতি। আশাপাশশতৈঃ আশাখ্যপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৈকনিষ্ঠাঃ কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ প্রতীহন্তে॥ ১১। ১২॥

হনুমান্।—অপরিমেয়াং বিচ্ছেদরহিতাং প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ কামোপভোগপরমাঃ বিষয়োপভোগপ্রধানাঃ এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ এতাবান্ পুরুষার্থঃ শব্দাদিবিষয়োপভোগমিতি নিশ্চিতা কৃতাধ্যবসায়াঃ। আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ আকৃষ্যমাণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নং যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধবশা ইত্যর্থঃ ঈহন্তে অর্জয়ন্তি কামভোগ প্রয়োজনার্থমন্যায়েন অশাস্ত্রবিহিতোপায়েনার্থসঞ্চয়ান্ দ্রব্যসঞ্চয়ান্॥ ১১। ১২॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়োমরণমেবান্তোযস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ নিত্যচিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে, এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ, তথা চ বার্হস্পত্যসূত্রং "কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ ইতি চ"। অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতৈর্ব্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ, কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি॥ ১১। ১২॥

বলদেব।—অপরিমেয়ামপারাং প্রলয়ান্তাঞ্চ মরণকালাবধি সাধ্যবস্তুবিষয়াং চিন্তামুপাশ্রিতাঃ কামোপভোগঃ সম্যগ্বিষয়সেবৈব পরমঃ পুমর্থো যেষাং তে। এতাবদেব কামোপভোগমাত্রমেবৈহিকং ন ত্বতোঽন্যৎ পারলৌকিকং সুখমস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ। আশেতি স্পষ্টম্। ঈহন্তে কর্ত্তুং চেষ্টন্তে। অন্যায়েন কূটসাক্ষ্যেণ চৌর্য্যেণ চ॥ ১১। ১২॥

মধুসূদন।—তানেব পুনর্ব্বিশিনষ্টি চিন্তামিতি। চিন্তামাত্মীয়যোগক্ষেমোপায়ালোচনাত্মিকাং অপরিমেয়াং অপরিমেয়বিষয়ত্বাৎ পরিমাতুমশক্যাং প্রলয়োমরণমেবান্তো যস্যাস্তাং প্রলয়ান্তাং যাবজ্জীবমনুবর্ত্তমানামিতি যাবৎ,ন কেবলমশুচিব্রতাঃ প্রবর্ত্তন্তে কিন্ত্বেতাদৃশীং চিন্তাং

চোপাশ্রিতা ইতি সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ সদানন্তচিন্তাপরা অপি ন কদাচিৎ পারলৌকিকচিন্তাযুতাঃ, কিং তু কামোপভোগপরমাঃ কাম্যন্ত ইতি কামাঃ দৃষ্টাঃ শব্দাদয়োবিষয়াস্তদুপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো ন ধর্মাদির্যেষাং তে তথা পারলৌকিকমুত্তমং সুখং কুতো ন কাময়ন্তে তত্রাহ এতাবদৃষ্টমেব সুখং নাস্ত্যদেতচ্ছরীরবিয়োগে ভোগ্যং সুখমস্তি এতৎ কায়াতিরিক্তস্য ভোক্তুরভাবাদিতি নিশ্চিতাঃ এবং নিশ্চয়বন্তঃ। তথা চ বার্হস্পত্যং সূত্রং,—"চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ" ইতি চ। ত ঈদৃশা অসুরাঃ অশক্যোপায়ার্থবিষয়া অনবগতোপায়ার্থবিষয়া বা প্রার্থনা আশাস্তা এব পাশা ইব বন্ধনহেতুত্বাৎ পাশাস্তেষাং শতৈঃ সমূহৈর্বদ্ধা ইব শ্রেয়সঃ প্রচ্যাব্যেতস্তত আকৃষ্য নীয়মানাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ স্ত্রীব্যতিকরাভিলাষপরানিষ্টাভিলাষাভ্যাং সদা পরিগৃহীতা ইতি যাবৎ কর্ত্তুং চেষ্টন্তে কামভোগার্থং অন্যায়েন পরস্বাহরণাদিনা অর্থসঞ্চয়ান্ ধনারাশীন্। সঞ্চয়ানিতি বহুবচনেন ধনপ্রাপ্তাবপি তত্তৃষ্ণানুবৃত্তের্বিষয়প্রাপ্তিবর্দ্ধনতৃষ্ণাত্মকপোলোভো দর্শিতঃ॥ ১১। ১২।

নীলকণ্ঠ।—চিন্তাং যোগক্ষেমবিষয়াং প্রলয়ান্তাং মরণাবধিং এতাবৎ দেহ এবাত্মা কামোভোগ এব পুরুষার্থ ইতোঽন্যন্নাস্তীতি নিশ্চিতাঃ নিশ্চয়বন্তঃ, তথাচ বার্হস্পত্যং সূত্রং "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ" ইতি চ। অন্যায়েন পরবঞ্চনাদিনা অর্থসঞ্চয়ান্ ধনরাশীন্ ঈহন্তে লিপ্সন্তে॥ ১১। ১২॥

বিশ্বনাথ।—প্রলয়ান্তাং প্রলয়োমরণং তৎ পর্য্যন্তাম্। এতাবদিতি ইন্দ্রিয়াণি বিষয়সুখে মজ্জন্ত নাম কা চিন্তা ইত্যেতাবৎ এব শাস্ত্রার্থ তাৎপর্য্যমিতি নিশ্চিতং যেষাং তে॥ ১১।১২। ১৩। ১৪। ১৫॥

তাৎপর্য্য।—অসুরভাবাপন্ন অশুচিব্রত মানবগণের আরও কতকগুলি চেষ্টার বিষয় অধুনা দুই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। তাহাদের চিন্তা অপরিমেয় এবং প্রলয়ান্তকালস্থায়ী। কোন সৎকর্ম্ম ও সাধু উদ্দেশ্য না থাকায় তাহারা যাবজ্জীবন কেবল কুচিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। যতদিন তাহাদিগের দেহের নাশ না হয়, ততদিন নিরন্তর রাশীকৃত কুচিন্তা তাহাদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের ধনশালিতা দেখিয়া তাহারা হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া সেই আঢ্যব্যক্তির অনিষ্ট-চিন্তায় মগ্ন হয়; কাহারও পত্নীর সহিত অপরিমিত অকৃত্রিম প্রণয় প্রবাহ দেখিয়া তাহারা সেই প্রেম-স্রোত নিরুদ্ধ বা শুষ্ক করিবার প্রয়াসে চিন্তাকুল হয়; কাহাকেও বিদ্যাধর্ম্ম বা সৎকীর্ত্তির নিমিত্ত যশোভাজন দেখিয়া তাহারা সেই গুণান্বিত পুরুষকে অপদস্থ করিবার চিন্তায় মগ্ন হয়; ইত্যাকার সীমাশূন্য চিন্তাসাগরে তাহারা নিয়ত নিমগ্ন। কোন সময়েই জ্ঞানের উন্মেষ না হওয়ায় জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত এই সকল দুর্ভাবনা কখনই তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ

করে না। এই সকল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি কামোপভোগকেই পরম পদার্থ জ্ঞান করে। যেরূপ কামনা কেন উপস্থিত হউক না, তাহার ভালমন্দ বিচারে তাহারা অশক্ত, তাহাদিগের বোধে সকল কামনাই পরমসুখের হেতুভূত, এবং তাহা উপভোগ করিতে পারিলেই পরম সৌভাগ্যোদয় হইবে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। ন্যায় বা অন্যায়, হিত বা অহিত চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক তাহারা কাম্য-বস্তু লাভ ও তাহার উপভোগ করিতে পারিলেই জীবন ধারণ সার্থক বলিয়া মনে করে। বয়স্থের শোভাময়ী সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়াও তাহারা ভোগের নিমিত্ত বিচলিত হয় এবং যতক্ষণ সেই কুৎসিত বাসনার পরিতৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ তাহারা উন্মত্তভাবে কামোপভোগের চেষ্টায় বিনিযুক্ত থাকে। কামনামাত্রেরই পরিতৃপ্তি তাহারা পুরুষার্থসিদ্ধির লক্ষণ বলিয়া জানে। তাহারা অজ্ঞতা হেতু অতি তুচ্ছ ও অবৈধ পার্থিব সুখের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইয়া জীবনপাত করে। পারমার্থিক অতুলনীয় পরম সুখের তত্ত্ব তাহারা কিছুই জানে না। তাহারা বিশ্বাস করে, এই দেহই সর্ব্বস্ব। এই দেহমধ্যে দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোন বস্তুর অস্তিত্বে তাহাদিগের বিশ্বাস নাই। দেহান্ত হইলেই সকল ভোগের অন্ত হইবে বলিয়া তাহারা জানে এবং দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, এইরূপ ভ্রমই তাহারা সত্য বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখে, তজ্জন্যই তাহারা দৈহিক ভোগ ব্যতীত অন্য কোন উচ্চাভিলাষের অনুসরণ করে না। এই দেহ নাশের পর দেহাতীত আত্মা যে অবিনশ্বর-ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে এবং অত্রত্য কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া সেই আত্মাকে যে বারংবার ক্লেশময় অপ্রার্থিত সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইবে, সুতরাং এই জীবনেই নিতান্ত সাবধানতার সহিত পারলৌকিক শ্রেয়স্কর ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করা বিধেয়, ইত্যাকার অভ্রান্ত সত্য-তত্ত্ব তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। এই দুর্বৃত্তগণ নিয়ত বিবিধ আশায় বদ্ধ। এই কার্য্য করিলে এইরূপ সুখ হইবে, তাহার পরে, এইরূপ সৌভাগ্যোদয় ঘটিবে, তদনন্তর এইরূপে জগম্মান্য হইব, ইত্যাকার অসংখ্য আশা এই অসুরভাবাপন্ন মানবগণের হৃদয়কে নিয়ত আবদ্ধ করিয়া রাখে। আশার বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইতে তাহাদিগের আর সাধ্য নাই। ব্যাধের স্থাপিত বাগুরায় যেমন বিহঙ্গমকুল বদ্ধ হয়, ধীবরের জালে যেমন

মীনসমূহ আবদ্ধ হয়, সেইরূপে এই হতভাগ্যেরা আশার পাশে বদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যান্য জীবকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত নিষাদেরা একখানি মাত্র জাল বিস্তার করিয়া থাকে; কিন্তু এই দুরাচারগণকে আশার শত ফাঁদ নিয়ত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহারা কামনা এবং ক্রোধের অধীন। বস্তুবিশেষ প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহারা নিয়তই কামনাপরায়ণ। তদ্বিষয়ে অসিদ্ধি সম্ভাবনা ঘটিলে তাহারা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। পার্শ্বস্থ প্রতিবাসীর ক্ষুদ্র-ভূখণ্ড কৌশলে ঘিরিয়া লইয়া আপনার করিতে অভিলাষী; কিন্তু যদি কৌশল প্রকাশ হওয়ায় সে মনোরথ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে নিদারুণ ক্রোধে সেই প্রতিবাসীকে নির্য্যাতন করিবার প্রবৃত্তি, এইরূপ যুগপৎ কামনা ও ক্রোধপরায়ণতা এই ভ্রষ্টাচারী মানবগণের অবিশ্রান্ত ব্যবহার। স্বকীয় কামভোগের নিমিত্ত অর্থাৎ কাম্যবস্তু প্রাপ্তির অভিলাষে তাহারা অপরের অনিষ্ট সাধনে নিয়ত চেষ্টাশীল। কাহারও কোন অতি তৃপ্তিপ্রদ ভোগ্যবস্তু আত্মসাৎ করিবার বাসনায় এই দুর্বৃত্তেরা সেই বস্তুর অধিকারীকে অশেষ বিপদে ফেলিয়া, এমন কি তাহাকে বিনাশ করিয়াও প্রার্থিত পদার্থ অপহরণ ও আত্মসাৎ করিতে পশ্চাৎপদ নহে।

ভ্রান্তদর্শিগণ কেবল কামভোগকেই এই শরীরের সার্থকতা জ্ঞান করে, এই কথা প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে কোন কোন টীকাকার নিম্নলিখিত বার্হস্পত্য সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্‌যথা; "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, এই চৈতন্যময় শরীরই পুরুষ, আর কেবল কামই একমাত্র পুরুষার্থ॥ ১১। ১২॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩॥

অন্বয়।—অদ্য ময়া ইদং (ধনাদিকং) লব্ধম্ (প্রাপ্তম্) ইদং মনোরথং (মনস্তুষ্টিকরং) প্রাপ্স্যে (প্রাপ্স্যামি) ইদম্ অস্তি পুনঃ অপি মে (মম) ইদং ধনং ভবিষ্যতি॥ ১৩॥

প্রতিশব্দ।—অদ্য আমার-কর্ত্তৃক ইহা লব্ধ-হইয়াছে, এই মনোরথকে পাইব, ইহা আছে, পুনর্ব্বারও আমার এই ধন হইবে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—তাহারা মনে করে, সম্প্রতি আমি এই ধনাদি লাভ করিয়াছি, পরে এই মনস্তুষ্টিকর পদার্থকে লাভ করিতে পারিব; সম্প্রতি আমার এই ধন আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার আমার অধিক পরিমাণে ধন বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ঈদৃশশ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ ইদমিতি। ইদং দ্রব্যম্ অদ্য ইদানীং ময়া লব্ধম্ ইমঞ্চ অন্যৎ প্রাপ্স্যে মনোরথং মনস্তুষ্টিকরং, ইদমস্তি ইদমপি মে ভবিষ্যত্যাগামিনি সম্বৎসরে পুনর্ধনং তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—তেষামভিপ্রায়োঽপি বিবেকবিরোধীত্যাহ ঈদৃশশ্চেতি। দ্রব্যং গোহিরণ্যাদি। ইদমন্যদ্বুদ্ধৌ প্রার্থ্যমানত্বেন বিপরিবর্ত্তমানমিত্যেতৎ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—ইদমিতি। ইদং ক্ষেত্রপুত্রাদিকং সর্ব্বং ময়া মৎসামর্থ্যেন লব্ধং নাদৃষ্টাদিনা ইমং চ মনোরথমহমেব প্রাপ্স্যে নাদৃষ্টাদিসহিতঃ মৎসামর্থ্যলব্ধমিদং ধনং মেঽস্তি ইদমপি পুনর্মে মৎসামর্থ্যেন ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

হনুমান্।—ইদং দ্রব্যং সুবর্ণাদি অস্মিন্নহনি প্রাপ্তমিমং মনোরথং প্রাপ্স্যে অহং মনোরথম্ অভিমতং ইতি ইদমপি ধনং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর।—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ ইদমদ্যেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি মনোরথং মনসঃ প্রিয়ং, স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—তেষাং ধনাশানুবৃত্তিং মনোরাজ্যোক্ত্যা বিবৃণ্বন্ নরকনিপাতমাহেদমিতি চতুর্ভিঃ। ইদং ক্ষেত্রং পশুপুত্রাদি ময়ৈবাদ্য স্বধীবলেন লব্ধম্। ইমং মনোরথং মনঃপ্রিয়মর্থমহমেব স্ববলেন প্রাপ্স্যামি। স্ববলেনৈব লব্ধমিদং ধনং মম সংপ্রত্যস্তি। ইদমিষ্যমাণং ধনম্ আগামিবর্ষে মদ্বলেনৈব মে ভবিষ্যতি ন ত্বদৃষ্টবলেন ঈশ্বরপ্রসাদেন বেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন।—তেষামীদৃশীং ধনতৃষ্ণানুবৃত্তিং মনোরাজ্যকথনেন বিবৃণোতি ইদমিতি। ইদং ধনম্ অদ্য ইদানীমনেনোপায়েন ময়া লব্ধং, ইদং তদন্যৎ মনোরথং মনস্তুষ্টিকরং শীঘ্রমেব প্রাপ্স্যে ইদং পুরৈব সঞ্চিতং মম গৃহেঽস্তি ইদমপি বহুতরং ভবিষ্যত্যাগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনম্ এবং ধনতৃষ্ণাকুলাঃ পতন্তি নরকেঽশুচাবিত্যগ্রিমেণান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—আশাপাশান্ বিবৃণোতি ইদমদ্যেতি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শত আশা-পাশবদ্ধ ধনতৃষ্ণাকুল জীবগণ মনে মনে

কিরূপ অভিসন্ধির পোষণ করিয়া থাকে, তাহাই অতঃপর শ্লোক চতুষ্টয়ে কথিত হইতেছে। বহু যত্নে ও আয়াসে কিঞ্চিন্মাত্র ধন বা কাম্য অন্য কোন বস্তু লাভ করিয়া তাহারা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কল্পনা করে যে, অদ্য অর্থাৎ সম্প্রতি আমি বিত্ত লাভ বা অর্জ্জন করিয়াছি। তাহার পর সে মনে মনে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া অবধারণা করে যে, চেষ্টা বা যত্নসহকারে প্রয়াসবান্ হইলে আমি এই এই অভীষ্ট শীঘ্রই প্রাপ্ত হইব। তদনন্তর সে চিন্তা করিতে থাকে যে, বর্ত্তমানে আমার এই আছে, এবং ভবিষ্যতে অর্থাৎ সংবৎসর পরে বা নিয়মিত কালাত্যয়ে পুনরায় এই এই ধন অর্থাৎ প্রার্থিত পদার্থসমূহ আমি প্রাপ্ত হইব।

এতাবতা ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, এইরূপ আশা-পাশবদ্ধ জীবের বাসনার অবসান নাই, এবং ধনতৃষ্ণারও শান্তি নাই। সে নিরন্তর আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে থাকে এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সম্মিলন করিয়া সুখময় রাজ্যের সংগঠন করে। এইরূপ হতভাগ্যগণের নরকনিবাস হয়, একথা শ্রীভগবান্ অচিরে ব্যক্ত করিবেন।

তাহারা যে কিছু ধনধান্য, গাভিগৃহাদির অধিকারী, তত্তাবৎ স্বকীয় বাহুবলে ও ক্ষমতা দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া জ্ঞান করে। ভবিষ্যতে সেইরূপ ক্ষমতা দ্বারা আর যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারও কল্পনায় তাহারা প্রমত্ত হয়। তাহারা একবারও মনে করে না যে, এই সকল ব্যাপারে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব একমাত্র নিয়ামক অথবা তাঁহার প্রসাদেই এই সকল অর্জ্জিত হইয়াছে বা হইবে॥ ১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥ ১৪॥

অন্বয়।—ময়া অসৌ শত্রুঃ হতঃ অপরান্ (শত্রূন্) অপি হনিষ্যে (নাশয়িষ্যামি) চ, অহম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) অহং ভোগী (বিবিধ ভোগসম্পন্নঃ) অহং সিদ্ধঃ (সিদ্ধমনোরথঃ) বলবান্ সুখী॥ ১৪॥

প্রতিশব্দ।—আমার-কর্ত্তৃক এই শত্রু হত হইয়াছে, অপরকেও নাশ-করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, সুখী ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, পরে অন্যান্য শত্রুগণকেও বিনষ্ট করিব; কারণ আমিই সর্ব্বনিয়ন্তা, বিবিধ ভোগোপকরণ বেষ্টিত, সিদ্ধমনোরথ, বলবান্ এবং সুখী ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অসৌ ময়েতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতঃ দুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ হনিষ্যে চান্যানরাকান্ পরানপি কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ সর্ব্বথাপি নাস্তি মত্তুল্য ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সর্ব্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোঽহং সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভির্ন কেবলং মানুষোঽহং বলবান্ সুখী চাহমেব অন্যে তু ভূমিভারায়াবতীর্ণাঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তে মদভিপ্রায়ে প্রতিবন্ধকঃ শত্রুরপি ন সম্ভবতীত্যাহ অসাবিতি। স্বত্তোবিহীনানাং ত্বয়া পরিভবেঽপি স্বতুল্যানাং শত্রূণাং পরিভবো নিশ্চিতো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বথেতি। ঐশ্বর্য্যাতিরেকেঽপি কুতস্তেষাং ভোগসামর্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অহমিতি। সিদ্ধত্বমেব স্ফুটয়তি সম্পন্ন ইতি। বলবানোজস্বী সুখী রোগরহিতঃ ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—অসাবিতি। অসৌ ময়া বলবতা হতঃ শত্রুঃ অপরানপি শত্রূনহং শূরোধীরশ্চ হনিষ্যে কিমত্র মন্দধীভির্দুর্ব্বলৈঃ পরিকল্পিতেনাদৃষ্টাদি পরিকরেণ তথাচ ঈশ্বরোঽহং স্বাধীনোঽহমন্যেষাং চাহমেব নিয়ন্তা। অহং ভোগী স্বত এব ভোগী নাদৃষ্টাদিভিঃ। সিদ্ধোঽহং স্বতঃ সিদ্ধোঽহং ন কদাচিদদৃষ্টাদেঃ। তথা স্বত এব বলবান্ স্বতএব সুখী ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—ঈশ্বরোঽহং সর্ব্বপ্রকারেণ বরঃ ভোগী বিষয়োপভোগবান্ সিদ্ধঃ সম্পন্নঃ বলসংপন্নঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—এবং ধনতৃষ্ণাং প্রপঞ্চ্য দুষ্টং ভাবং প্রপঞ্চয়তি অসাবিতি। যজ্ঞদত্তাখ্যোঽসৌ শত্রুর্ময়াতিবলিনা হতঃ অপরানপি শত্রূনহমেব হনিষ্যামি তেষাং দারধনাদি চ নেষ্যামীতি চ শব্দাৎ। মত্তো ন কোঽপি জীবেদিতি ভাবঃ। নন্বীশ্বরেচ্ছামদৃষ্টং চ কেচিজ্জয়হেতুমাহুস্তত্রাহ অহমেবেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো যদহং ভোগী স্বতো নিখিলভোগসম্পন্নঃ সিদ্ধোঽস্মীতি। যদি কশ্চিদীশ্বরং কল্পয়তি তর্হি স মামেবেশ্বরং কল্পয়তু ন তু মত্তোঽন্যমনুপলব্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—এবং লোভং প্রপঞ্চ্য তদভিপ্রায়কথনেনৈব তেষাং ক্রোধং প্রপঞ্চয়তি অসাবিতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতঃ শত্রুরতিদুর্জ্জয়ঃ, অত ইদানীমনায়াসেনৈব হনিষ্যে চ হনিষ্যামি অপরান্ সর্ব্বানপি শত্রূন্ ন কোঽপি মৎসকাশাজ্জীবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। চকারান্ন কেবলং হনিষ্যামি তান্ কিন্তু তেষাং দারধনাদিকমপি গ্রহীষ্যামীত্যভিপ্রায়ঃ। কুতস্তবৈতাদৃশং

সামর্থ্যং ত্বত্তুল্যানাং শত্রূণাং ত্বদধিকানাং শত্রূণাং সম্ভবাদিত্যত আহ। ঈশ্বরোঽহং ন কেবলং মানুষো যেন মত্তুল্যোঽধিকো বা কশ্চিৎ স্যাৎ কিমেতে করিষ্যন্তি বরাকাঃ, সর্ব্বথা নাস্তি মত্তুল্যঃ কশ্চিদিত্যনেনাভিপ্রায়েণ ঈশ্বরত্বং বিবৃণোতি। যস্মাদহং ভোগী সর্ব্বৈর্ভোগোপকরণৈরুপেতঃ সিদ্ধোঽহং পুত্রভৃত্যাদিভিঃ সহায়ৈঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽপি বলবান্ তেজস্বী সুখী সর্ব্বথা নীরোগঃ ॥১৪॥

নীলকণ্ঠ।—ক্রোধপরায়ণত্বং কামপরায়ণত্বঞ্চ পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং শ্লোকাভ্যামাহ অসাবিতি। ঈশ্বরঃ সমর্থঃ সর্ব্বেষাং নিগ্রহে, সিদ্ধঃ লব্ধাখিলভোগসাধনঃ, বলবান্ বিষয়োপভোগে সমর্থঃ, অতএব সুখী ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপ ধনতৃষ্ণাপরায়ণ ভোগরত অধম মনুষ্যগণ কি প্রকারে সংসারে আপনার প্রাধান্য স্থাপন করে, তাহারই বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। এই দুষ্টদলের কোন এক ব্যক্তি শত্রু-বিশেষকে হত্যা করিয়া সগৌরবে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের নিমিত্ত ব্যক্ত করিয়া থাকে যে, আমার দ্বারা ঐ শত্রু নিহত হইয়াছে। সে সহজেই বিশ্বাস করে যে, যখন একজন শত্রুকে নিপাত করিতে পারিয়াছে, তখন অন্যান্য শত্রুকেও বধ করিতে পারিবে। এই বিশ্বাসে সে জগৎ-সমক্ষে বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক আপনার বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে করিতে সকল শত্রু-নিপাতের সঙ্কল্প ব্যক্ত করিয়া থাকে। এইরূপ অহঙ্কার-স্ফীত বলগর্ব্বিত দুর্জ্জন আপনাকেই ঈশ্বর জ্ঞান করে। স্বকীয় বিক্রম, প্রভুত্ব ও ক্ষমতা অপরিমিত বলিয়া সে অনুভব করে, এবং যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিয়মে বিশ্ব-চক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাঁহাকেও তুচ্ছ বোধ করিয়া আত্মমর্য্যাদা প্রখ্যাপন করিতে থাকে। তাহার চারিদিকে অকিঞ্চিৎকর ঐহিক ভোগোপকরণ এবং অন্যায়ার্জ্জিত অতিঘৃণিত বিলাসের সামগ্রী দর্শন করিয়া সে আপনাকে পরম ভোগী বলিয়া মনে করে। অপিচ সে বাসনানুযায়ী বস্তুসংগ্রহে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া আপনাকে সিদ্ধমনোরথ মনে করিয়া থাকে। অবিহিত উপায়ে পার্শ্বস্থ প্রতিবাসিগণের বা সমীপাগত মনুষ্যগণের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিতে পারিলেই যে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, এ বোধ সে দুর্ব্বৃত্তের নাই। সে ধর্ম্ম-বিগর্হিত অসদুপায়ে অর্জ্জিত বিত্তাদিবেষ্টিত দেখিয়া আপনাকে সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে। আর আপনার বহুসন্তান, দাসদাসী, বহুরক্ষকাদি দর্শন করিতে করিতে সে আপনাকে বলবান বলিয়া জ্ঞান করিতে থাকে। কিন্তু এ বোধ তাহার একবারও উদিত হয় না যে, এই সকল তুচ্ছ

সহায় সম্পদ অতি দুর্ব্বল। কারণ এ সকলের কিছুই তাহার মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে না, অথবা পরকালের কোন সদুপায় করিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপ বলদৃপ্ত মূঢ় আপনার পুত্র পৌত্র, দুহিতা দৌহিত্রাদিবেষ্টিত হইয়া চারিদিকে ঐহিক সৌভাগ্যসূচক পদার্থপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে মনে করিতে থাকে যে, আমি পরম সুখী। এইরূপ অলীক অসার সুখে প্রমত্ত থাকিয়া সেই হতভাগ্য মূঢ় পরিণাম-চিন্তার সময় পায় না, অথবা তাহার কোন আবশ্যকতাও অনুভব করে না। এখনই বিধি-নিয়োজিত শমন তাহার ক্রোড়স্থ প্রেম-পুত্তলী নপ্তৃকে নাশ করিতে পারে, অথবা হুতাশন এক মুহূর্ত্তেই তাহার সমস্ত অট্টালিকা বিত্তাদি ভস্মসাৎ করিয়া দিতে পারে, এরূপ চিন্তা একবারের নিমিত্তও তাহার হৃদয়মধ্যে উদিত হয় না।

মূলস্থিত "হনিষ্যে চ" এই বাক্যাংশস্থিত চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সেই দুর্ব্বৃত্ত কেবল হত্যা করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, তাহার ধনসম্পত্তি ও স্ত্রী প্রভৃতিকেও সবলে গ্রহণ করিবে।

মূলস্থিত বাক্য-পরম্পরার একটী কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে। প্রথমতঃ কথিত হইয়াছে যে, আমার দ্বারা দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত নামাভিধেয় কোন শত্রু হত হইয়াছে, সুতরাং এই এক ক্রিয়ার পরিণামস্বরূপে সেই অহঙ্কার-স্ফীত দুষ্ট মনে করিতেছে যে, যখন একজনকে অনায়াসে হত্যা করিতে পারিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই অপরাপরের হত্যা করিতে পারিব। লোকে যদি মনে করে যে, সেই প্রতাপশালী ব্যক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় এই সকল কার্য্য সংসাধনে সক্ষম হইয়াছে, তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, সে ঈশ্বরের প্রাধান্য অঙ্গীকার না করিয়া আপনাকেই ঈশ্বররূপে ব্যক্ত করে এবং আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অপরের নিয়ন্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অতঃপর যদি কেহ মনে করে যে, তাহার এই ভোগ বা সিদ্ধি অদৃষ্ট-বশতঃ সাধিত হইতেছে, তদুত্তরে সেই পাষণ্ড বলে যে, স্বকীয় ক্ষমতাতেই সে এই সকল সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে; এ সম্বন্ধে অদৃষ্ট বা অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়—[অহম্] আঢ্যঃ (ধনবান্) অভিজনবান্ (কুলীনঃ) অস্মি, ময়া সদৃশঃ (তুল্যঃ) অন্যঃ (অপরঃ) কঃ অস্তি (বর্ত্ততে), [অহং] যক্ষ্যে (যাগং করিষ্যামি) দাস্যামি মোদিষ্যে (হর্ষাতিশয়ং প্রাপ্স্যামি) ইতি (ইত্থং) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অবিবেকবিভ্রান্তাঃ) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—[আমি] ধনবান্ কুলীন হই, আমার সদৃশ অন্য কে আছে, [আমি] যাগ-করিব, দান-করিব, হর্ষ-লাভ-করিব এই-রূপ অজ্ঞান-দ্বারা-বিমুগ্ধ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—তাহারা মনে করে, আমি ধনবান্, আমি কুলীন, আমার সমান পৃথিবীতে আর কে আছে? আমি যশোলাভের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, দান করিব, বিবিধ আনন্দ সম্ভোগ করিব; অসুরগণ এইরূপ অবিবেকের দ্বারা বিমুগ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনেনাভিজনবান্ সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদি-সম্পন্নস্তেনাপি ন মম তুল্যোঽস্তি কশ্চিৎ সদৃশস্তুল্যো ময়া, কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যানভি-ভবিষ্যামি দাস্যামি নটাদিভ্যঃ মোদিষ্যে হর্ষাতিশয়ং প্রাপ্স্যামীত্যেবং অজ্ঞানেন বিমোহিতাঃ অজ্ঞানবিমোহিতাঃ অবিবেকভাবমাপন্নাঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—বিদ্যাবৃত্তধনাভিজনৈঃ মত্তুল্যো নাস্তীত্যাহ আঢ্য ইতি। তথাপি যাগদানাভ্যাং তৎফলেন বা কশ্চিদধিকো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ কিঞ্চেতি। নচ তেষামেষোঽভি-প্রায়ঃ সাধীয়ানিত্যাহ ইত্যেবমিতি ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—আঢ্য ইতি। অহং স্বতশ্চাঢ্যোঽস্মি। অভিজনবানস্মি স্বত এবোত্তমকুলে প্রসূতোঽস্মি। অস্মিঁল্লোকে ময়া সদৃশঃ কেঽন্যঃ স্বসামর্থ্যলব্ধসর্ব্ববিভবো বিদ্যতে যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ। ঈশ্বরানুগ্রহনিরপেক্ষেণ স্বয়মেব যাগদানাদিকং কর্ত্তুং শক্যমিত্যজ্ঞানবিমোহিতা মন্যন্তে ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—অভিজনবান্ বর্দ্ধিতবান্ দাস্যামি গোভূহিরণ্যাদিকমর্থিভ্যো বিতরি-

স্যামি মোদিষ্যে হর্ষাতিশয়ঞ্চ প্রাপ্স্যামীতি এবমজ্ঞানবিমোহিতা অবিবেকেন বিমোহিতাঃ সন্তঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ আঢ্য ইতি। আঢ্যোধনাদিসম্পন্নঃ, অভিজনবান্ কুলীনঃ, যক্ষ্যে যাগান্ত-নুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ, মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—নন্থ সম্পদা কুলেন চান্যে ত্বৎসমা বীক্ষ্যন্তে তৎ কথমীশ্বরস্ত্বমিতি। আঢ্যঃ সম্পন্নঃ স্বতোঽহমস্ম্যভিজনবান্ কুলীনশ্চ ন তু কেনচিন্নিমিত্তেন অতো মৎসদৃশোঽন্যঃ কোঽস্তি ন কোঽপীত্যহমেবেশ্বরঃ। অতোঽহং স্ববলেনৈব যক্ষ্যে দিব্যাঙ্গনানাং সঙ্গতিং করিষ্যে দাস্যামি তাসামধরাদি খণ্ডয়িষ্যাম্যেবং মোদিষ্যে ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীত্য-গ্রিমেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—নন্থ ধনেন কুলেন বা কশ্চিত্ত্বত্তুল্যঃ স্যাদিত্যত আহ আঢ্যো ধনী অভিজনবান্ কুলীনোঽপ্যহমেবাস্মি অতঃ কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া ন কোঽপীত্যর্থঃ। যাগেন দানেন বা কশ্চিত্তুল্যঃ স্যাদিত্যত আহ। যক্ষ্যে যজ্ঞেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি দাস্যামি ধনং স্তাবকেভ্যো নটাদিভ্যশ্চ ততশ্চ মোদিষ্যে মোদং হর্ষং লপ্স্যে নর্ত্তক্যাদিভিঃ সহেত্যেবমজ্ঞানেনা-বিবেকেন বিমোহিতাঃ বিবিধং মোহং ভ্রমপরম্পরাং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—আঢ্যো ধনী, অভিজনবান্ কুলীনঃ, অজ্ঞানেন অবিবেকেন মোহিতাঃ বিবিধং ভ্রমং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—উল্লিখিত রূপ দুষ্টেরা আরও কোন্ কোন্ কারণে আত্ম-মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করে, তাহাই অতঃপর বিবৃত হইতেছে। উল্লিখিত রূপ অহঙ্কারী ব্যক্তি মনে করে যে, আমি আঢ্য অর্থাৎ ধনশালী। কিন্তু কেবল ধনশালিত্বই আমার একমাত্র গৌরব নহে; আমি অভিজন-বান্। অর্থাৎ অতিশ্রেষ্ঠ বা সম্মানিত কুলীনবংশে * আমার জন্ম।

* কুলীন।—বর্ত্তমানকালে কুলীন শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বকালেও এই শব্দের অর্থ তদ্রূপই ছিল। কিন্তু মহারাজা বল্লাল সেনের প্রবর্ত্তিত যে কৌলিন্য-প্রথা ইদানীং এতদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা পুরাকালে ছিল না। পূর্ব্বকালে সভ্য, আর্য্য, সজ্জন ও সাধুগণ কুলীন নামে অভিহিত হইতেন। কোষকার অমরসিংহও কুলীন শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ করিয়াছেন। বংশবাচক কুল শব্দের উত্তর জাতার্থে অথবা অপত্যার্থে ঈন প্রত্যয় দ্বারা কুলীনশব্দ নিষ্পন্ন হয়।

কুলীনের নয় প্রকার লক্ষণ এদেশে প্রচলিত আছে। যথা; "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।" এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া সেনবংশীয় নরপতি বল্লাল বঙ্গদেশস্থ সদাচারসম্পন্ন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের কুলবন্ধন করিয়াছেন। বহুকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি এখনও সেই বন্ধন এদেশ হইতে তিরোহিত হয় নাই। কৌলিন্যের প্রথম প্রবর্ত্তনাকালে যেরূপ সর্ব্বগুণান্বিত মহাপুরুষগণ

অতএব আমার সমান ব্যক্তি আর কেহই নাই। আমি যখন নানাপ্রকার অনুষ্ঠান জ্ঞাত আছি, তখন কেবল যে ধনশক্তি দ্বারাই আমাকে শত্রুনিপাত করিতে হইবে, এরূপ নহে, আমি যাগ-বিশেষ দ্বারা অপরকে পরাভব করিতে সমর্থ। যাহারা আমার স্তুতিগান করিয়া থাকে, যাহারা আমাকে প্রীত করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে আমি ধন দান করিব। ইহার ভাবার্থ এই যে, নট, চাটুকার প্রভৃতি ঘৃণিত জীবেরাই আমার দানের পাত্র। এইরূপে জীবনপাত করিতে আমার আমোদের অভাব কোন সময়ই হইবে না। আমি নর্ত্তকী প্রভৃতি বিলাসিনীগণের সহিত নিরন্তর পরমানন্দে কালপাত করিতে থাকিব। এইরূপ অজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ ভ্রমপরম্পরা দ্বারা তাহারা বিমোহিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানতাহেতু কুৎসিত ও নিন্দনীয় আচরণকেই তাহারা শ্লাঘার বিষয় মনে করে এবং সাধু সংকল্প পরিহার করিয়া মোহাচ্ছন্নভাবে কালপাত করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (বিবিধ মনোরথেন বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) মোহজালসমাবৃতাঃ (অজ্ঞানজালেন আবৃতাঃ) কামভোগেষু (বিষয়োপভোগেষু) প্রসক্তাঃ (নিরতাঃ) [সন্তঃ] অশুচৌ (অপবিত্রে) নরকে পতন্তি (গচ্ছন্তি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—বিবিধ-মনোরথ-দ্বারা-বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, অজ্ঞান-জালের-দ্বারা-আবৃত, বিষয়-ভোগে অভিনিবিষ্ট [হইয়া] অপবিত্র নরকে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তদধিকারিবর্গের মধ্যে সেরূপ গুণ ধর্ম্মের সমাবেশ আর দেখা যায় না। অপিচ অনেক স্থলেই সর্ব্বপ্রকার দোষেরই প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। ইত্যাদিরূপ বিবিধ কারণে মহাত্মা বল্লাল সেনের প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য প্রথা ক্রমেই শিথিলমূল হইয়া যাইতেছে। নৃপতি বল্লাল সেনের তিরোধানের অনেক পরে দেবীবর ঘটক নামে এক কুলাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বল্লাল-কৃত কৌলিন্য ব্যবস্থা নানারূপে বিধিবদ্ধ ও নিয়মিত করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা।—এই সকল মানবগণ বিবিধ বাসনার দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া মোহজালে আবৃত এবং বিষয়ভোগে একান্ত নিবিষ্ট হইয়া অপবিত্র বৈতরণী প্রভৃতি নরকে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অনেকেতি। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈর্ব্বিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ মোহোঽবিবেকোঽজ্ঞানন্তদেব জালমিবাবরণাত্ম-কত্বাত্তেন সমাবৃতাঃ প্রসক্তাঃ কামভোগেষু কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তেষামুপভোগেষু কাম-ভোগেষু তত্রৈব নিষণ্ণাঃ সন্তস্তেনোপচিতকল্মষাঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তপ্রকারবিপর্য্যয়েণ কৃত্যাকৃত্যবিবেকবিকলানাং কিং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ অনেকেতি। কামা বিষয়াস্তেষাং ভোগেষু তৎপ্রযুক্তেষূপভোগেষ্বিতি যাবৎ ॥১৬॥

রামানুজ।—অনেকেতি। অদৃষ্টেশ্বরাদি সহকারমৃতে স্বেনৈব কর্ত্তুং শক্যমিতি কৃত্বা এবং কুর্য্যামেতচ্চ কুর্য্যামন্যচ্চ কুর্য্যামিত্যনেকচিত্তবিভ্রান্তা অনেকচিত্ততয়া বিভ্রান্তাঃ। এবংরূপেণ মোহজালেন সমাবৃতাঃ। কামভোগেষু প্রকর্ষেণ সক্তাঃ, মধ্যে মৃতা অশুচৌ নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

হনুমান্।—অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ অনবস্থিতাঃ মোহং জালমিব জালং মোহজ্ঞ পদ্ম কামভোগেষু পতন্তি নিষীদন্তি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তং অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—অনেকেষু চিরপ্রযত্নসাধ্যেষু বস্তুষু যচ্চিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ মোহ-ময়েন জালেন সমাবৃতা মৎস্যা ইব ততো নির্গন্তুমক্ষমাঃ। কামভোগেষু প্রসক্তা মধ্যে মৃতাঃ সন্তো নরকে পতন্ত্যশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈস্তত্তদ্দুষ্টসংকল্পৈর্ব্বিবিধং ভ্রান্তাঃ যতো মোহজাল-সমাবৃতাঃ মোহো হিতাহিতবস্তুবিবেকাসামর্থ্যং তদেব জালমাবরণাত্মকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ তেন সমাগাবৃতাঃ সর্ব্বতোবেষ্টিতাঃ মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন পরবশীকৃতা ইত্যর্থঃ অতএব স্বানিষ্টসাধনেষ্বপি কামভোগেষু প্রসক্তাঃ সর্ব্বদা তদেকপরাঃ প্রতিক্ষণমুপচীয়মানকল্মষাঃ পতন্তি নরকে বৈতরণ্যাদৌ বিন্মূত্রশ্লেষ্মাদিপূর্ণে ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—অনেকং নাস্তি একং চিন্তনীয়ং যস্য তৎ অনেকং বহুষু বিষয়েষু পূর্ব্বোক্তেষু লগ্নং চিত্তং যেষাং তে অনেকচিত্তাঃ তে চ তে বিভ্রান্তাশ্চ কিমিদমাদৌ সাধনীয়মিদমাদৌ

সাধনীয়মিতি বিশেষেণ ভ্রান্ত্যাকুলাঃ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহোঽসৎস্বপি সদ্বুদ্ধিঃ তদেব জালং তেন আবৃতাঃ প্রসক্তাঃ প্রকর্ষেণ লগ্নাঃ অশুচৌ বিন্মূত্রাদিময়ে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ —অশুচৌ নরকে বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য। —এইরূপ হীনচরিত্র মানবগণের পরিণাম কিরূপ হইয়া থাকে, তাহাই অতঃপর কথিত হইতেছে। উল্লিখিতরূপ বিবিধ-বিষয়িণী চিন্তার দ্বারা এইরূপ ব্যক্তির চিত্ত নিয়ত সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাচ্ছন্ন থাকে। কখনও মোহিনী আশার মধুময় আশ্বাসে বিমোহিত হইয়া সে কুপথে ধাবিত হয়, কখনও পরকীয় বিত্তলোভে মত্ত হইয়া সে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কখনও শত্রুনাশের বাসনায় ব্যাকুল হইয়া সে নরহত্যায় রত হয়, কখনও বা সৌন্দর্য্য ভোগ-লালসায় বিকলচিত্ত হইয়া সে সতীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়। এবম্ভূত অসংখ্যপ্রায় কুচিন্তায় সেই পাপিষ্ঠের চিত্ত সতত বিভ্রান্ত। সেই অধমজন অজ্ঞানরূপ জালে সতত আচ্ছন্ন। মৎস্য যেমন সূত্রজালে নিবদ্ধ হইয়া কোনদিকেই নিষ্কৃতির পথ দেখিতে পায় না, সেই-রূপে এই পাপপরায়ণ মনুষ্যগণ মোহরূপ জালে সমাবৃত থাকে; সেই জাল ভেদ করিয়া জ্ঞানালোকে উপনীত হইতে তাহার আর সাধ্য নাই। ইহারা কামভোগেই আসক্ত-চিত্ত। ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতৃপ্তিসাধক পদার্থের উপভোগ করিতেই ইহাদিগের একমাত্র প্রবৃত্তি। অন্য কোন প্রকার উচ্চাভিলাষ বা উচ্চ প্রবৃত্তি কোন সময়েই ইহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না। এই হতভাগ্য অশুচিগণকে অপবিত্রভাবে নরকে নিপতিত হইতে হয়। পুণ্যলেশের একান্ত অভাবহেতু এই পাপপরায়ণগণের কলেবর মলমূত্রাদি-সংবলিত অপবিত্রভাবে বৈতরণী * প্রভৃতি অস্থানে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

বৈতরণী।—যমদ্বার সমীপস্থ পাপতোয়া নদীর নাম বৈতরণী। পাপী বা পুণ্যাত্মা সকলকেই এই বৈতরণী অতিক্রম করিয়া কর্ম্মোচিত ফলভোগের নিমিত্ত যম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। যে পাপের প্রাবল্যে মনুষ্য খরস্রোতা আবর্ত্তময়ী বৈতরণী-নীরে নিপতিত হয়, সেই দুরিতরাশি ক্ষয় করিবার নিমিত্ত গো প্রভৃতি বিবিধ দানকর্ম্মের বিধান আছে। বৈতরণী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। "নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা রুধিরাবহা। তপ্ততোয়া মহাবেগা অস্থিকেশতরঙ্গিণী।" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক) অর্থাৎ বৈতরণী নাম্নী নদী দুর্গন্ধযুক্ত এবং শোণিতবহা; এই স্রোতস্বতী প্রতপ্ত বারিপূর্ণা, মহাবেগশালিনী এবং অস্থি ও কেশযুক্ত তরঙ্গসমাবৃত। এই ভীষণ নদী সম্বন্ধে কালিকা-পুরাণে নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা আছে। তদ্যথা;— "নানাযানবিমানেন ন দ্রোণ্যা স্যন্দনেন চ। তর্ত্তুং শক্যা সা তু নদী তপ্ততোয়া বিভীষণা। দুঃখেন তাং তু

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭।

অন্বয়।—আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মনৈব অহঙ্কৃতাঃ) স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধনমানমদযুক্তাঃ) তে (অসুরা) দম্ভেন (ধর্ম্ম-ধ্বজিতয়া) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্রযজ্ঞৈঃ) অবিধিপূর্ব্বকং (শাস্ত্রবিধি-বর্জ্জিতং) [যথা স্যাৎ তথা] যজন্তে (যাগং কুর্ব্বন্তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—আপনার-মনে-অহঙ্কৃত, অনম্র, ধন-মান-মদ-যুক্ত তাহারা দম্ভ-সহকারে নাম-মাত্র-যজ্ঞের-দ্বারা অবিধি-পূর্ব্বক যাগ-করে ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই সকল আসুর ব্যক্তি আপনা আপনি অহঙ্কৃত, অনম্র এবং ধন, মান ও মদসমন্বিত হইয়া কেবল নামমাত্র প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দম্ভ-সহকারে বিধিবর্জ্জিতভাবে যাগানুষ্ঠান করে ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আত্মেতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টতয়াত্মনৈবাত্মনি সম্ভাবিতাঃ ন সাধুভিঃ স্তব্ধা অপ্রণতাত্মানো ধনমানমদান্বিতা ধননিমিত্তোমানোমদশ্চ তাভ্যাং ধনমানমদাভ্যা-মন্বিতা যজন্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈস্তৈর্দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া অবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতি-কর্ত্তব্যতারহিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—ননু তেষামপি কেষাঞ্চিদ্বৈদিকে কর্ম্মণি যাগদানাদৌ প্রবৃত্তিপ্রতিপত্তে-রযুক্তং বৈতরণ্যাদৌ পতনমিতি চেত্তত্রাহ আত্মেতি। আসুরীসম্পদমভিজাতৈরধর্ম্মজাতমেব সঙ্কীর্য্যতে প্রবৃত্তেরপি বৈদিকে কর্ম্মণি নৈব পুণ্যমিত্যুক্তম্ ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ। আত্মনৈবাত্মানং সম্ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ স্তব্ধাঃ পরি-পূর্ণং মন্যমানা ন কিঞ্চিৎকুর্ব্বাণাঃ কথং ধনমানমদান্বিতাঃ ধনেন বিদ্যাভিজনাভিমানেন চ জনিত-

---

পৃথিবী বিভর্ত্তি মহতাধুনা। সদা চোর্দ্ধগতৈর্বাষ্পৈর্বিক্ষিপন্তি নভশ্চরান্। তস্যা উপরি ন যান্তি দেবা অপি ভয়াতুর। যমদ্বারং সমাবৃত্য যোজনদ্বয়বিস্তৃতা। নিম্নং বহতি সংপূর্ণা ভীমরূপী জগত্রয়ম্।" (কালিকাপুরাণ ১৮শ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ এই যে, বিবিধ বৈমানিক যান বা রথদ্বারা এই ভীষণা তপ্ততোয়া বৈতরণী তরণ করিতে কেহ সমর্থ হয় না। পৃথিবী অতি দুঃখে এই ভীষণ নদীকে ধারণ করিতেছে। এই নদী সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগত বাষ্পদ্বারা বিমানচারিগণকে আপনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। এইজন্য দেবগণও ভয়ে ইহার উপর গমন করেন না। এই ভয়ঙ্কর নদী যমদ্বারে যোজনদ্বয় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। তরণী দ্বারা পার হওয়া যায় না বলিয়া ইহার নাম বৈতরণী।

মদান্বিতাঃ। নামযজ্ঞৈর্নামপ্রয়োজনৈর্যষ্টেতি নামমাত্রপ্রয়োজনৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তে তদপি দম্ভেন হেতুনা যষ্টৃত্বখ্যাপনায় অবিধিপূর্ব্বকম্ অযথোদিতং যজন্তে ॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—আত্মনা সংভাবিতাঃ পূজিতাঃ স্তব্ধা গুরু দৈবতে অপ্যপ্রণতাঃ ধনমানো ধনমানশ্চ মদশ্চ ধনমানমদৌ তাভ্যামন্বিতাঃ যজন্তে পূজয়ন্তি নামপ্রধানযজ্ঞৈঃ। দম্ভেন ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনেন অবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—যক্ষ্য ইতি চ যস্তেষাং মনোরথ উক্তঃ, স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ নতু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ, অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানোমদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ তে নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ যদ্বা দীক্ষিতঃ সোমযাজীত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে, কথং দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া অবিধিপূর্ব্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

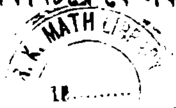
বলদেব।—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ শ্রৈষ্ঠ্যং নীতা ন তু শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সদ্ভিঃ স্তব্ধাঃ অনম্রা ধনেন সম্পদা মানেন চ পরমহংসো মহাশ্রমণঃ শ্রীপূজ্যপাদো মহাপূজাবিদিত্যেবংলক্ষণেন সৎকারেণে যো মদো গর্ব্বস্তেনান্বিতাঃ। নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রেণ যজ্ঞৈঃ পূজাবিধিভিঃ স্বকল্পিতা দেবতা যজন্তে। স্বস্বকানাং গৃহিণামভ্যুদয়ায় দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিত্বেন বিশিষ্টা বিরক্তিবেশাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। অবিধিপূর্ব্বকমবেদবিহিতং যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—নহু তেষামপি কেষাঞ্চিদ্বৈদিকে কর্ম্মণি যাগদানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাদযুক্তং নরকে পতনমিতি নেত্যাহ আত্মেতি। সর্ব্বগুণবিশিষ্টা বয়মিত্যাত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং প্রাপিতা ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ,স্তব্ধা অনম্রাঃ যতো ধনমানমদান্বিতাঃ ধননিমিত্তো যো মানঃ আত্মনি পূজ্যত্বাতিশয়াধ্যাসঃ তন্নিমিত্তশ্চ যো মদঃ পরস্মিন্ গুর্ব্বাদাবপূজ্যত্বাভিমানস্তাভ্যামন্বিতাস্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈর্ন সাত্ত্বিকৈর্দীক্ষিতঃ সোমযাজীত্যাদি নামমাত্রসম্পাদকৈর্ব্বা যজ্ঞৈরবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতৈর্দ্দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া ন তু শ্রদ্ধয়া যজন্তে অতস্তৎফলভাজো ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—আত্মনৈবাত্মানং মহান্তং মন্যন্তে তে আত্মসম্ভাবিতাঃ, স্তব্ধাঃ অপ্রণতাঃ ধননিমিত্তোমানোগর্ব্বো মদ উন্মত্ততা তাভ্যাম্ অন্বিতাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ, নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈঃ দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া অবিধিপূর্ব্বকং যথোক্তধনজ্ঞানস্বয়মৃত্বিক্‌প্রাদি শুদ্ধিরহিতং যজন্তে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ। নামমাত্রেণৈব যে যজ্ঞা স্তে নামযজ্ঞাস্তৈ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকনিচয়ে যে সকল ব্যক্তি নরকে নিপাতিত হয় বলিয়া



নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর যজ্ঞানুষ্ঠানকারীর প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যজ্ঞরূপ পুণ্যকর্ম্ম সাধন করিয়াও কেন তাহারা অনুরূপ শুভফল প্রাপ্ত না হইয়া নিদারুণ অশুভা গতি লাভ করিয়া থাকে, ইহা জানিবার নিমিত্ত সহজেই লোকের চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে। সেই আকাঙ্ক্ষা নিবারণোদ্দেশে এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সহজেই উপলব্ধ হইতেছে যে, দুষ্টগণ কখনই হৃদয়ের দীনতা-সহকারে বিধিপূর্ব্বক কোনই সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করে না। তাহারা আপনাকে আপনিই বড় বলিয়া স্থির করে, অর্থাৎ আপনিই অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া আপনাকে পরম বিজ্ঞ ও পরম জ্ঞানী বলিয়া অবধারণ করে। এ সংসারে সাধু মহাপুরুষগণ বা বিজ্ঞ বিচারনিপুণ সামাজিকগণ যাহাকে শ্রেষ্ঠ ও সদ্‌গুণান্বিত বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, তিনিই বস্তুতঃ তদ্রূপে সম্মান-লাভের যোগ্যপাত্র। এই দুর্ব্বৃত্তগণ তাদৃশ কোন মহাজনের সমর্থনোক্তির অপেক্ষা না করিয়া আপনিই আপনাকে সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানবিত্তম বলিয়া স্থির করে। এরূপ যাহার হৃদয়ভাব, সে কখনই মনুষ্য-সমাজের সমক্ষে বিনয়নম্রভাব প্রদর্শন করিতে পারে না। সে জ্ঞানিগণের উপদেশবাণী বিদ্রূপের সহিত উপেক্ষা করে, সজ্জনগণের হিতকথা সগর্ব্বে অবহেলা করে এবং সামাজিক বিধিব্যবস্থা সাহঙ্কারে অগ্রাহ্য করে। এরূপ ব্যক্তি আপনার ধনসম্পত্তি এবং তজ্জনিত মান ও অহঙ্কারে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হৃদয় হইয়া স্ফীতবক্ষে লোকসমক্ষে বিচরণ করে। সে জানে, ধনশালিতার অপেক্ষা গৌরবের পরিচয় এ জগতে আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি বিত্ত-সম্পন্ন, সেই সকল মানের অধিকারী; সুতরাং তাহার অহঙ্কার সীমাশূন্য হইয়া থাকে। এরূপ অহঙ্কৃত ব্যক্তি যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহা কেবল নাম মাত্র। তাহারা হয়তো বা শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতির অনুসরণ করে না, হয়তো বা আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করে না, এবং হয়তো বা গুরূপদিষ্ট মার্গের অনুসরণ করে না। এইরূপ ব্যক্তির অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কখনই প্রকৃত যজ্ঞ-নামে পরিচিত হইতে পারে না। তাহাদের পূজ্য দেবতা হয়তো স্বকপোল-কল্পিত, অনুষ্ঠানসমূহ হয়তো অশাস্ত্রবিহিত এবং মন্ত্রাদিও নিজের অজ্ঞতাসূচক। এইরূপ অনুষ্ঠান সাত্ত্বিকভাব বিবর্জ্জিত। দম্ভ-সহকারে বিধিবিরহিত ভাবে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে,

সুতরাং এরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অনুষ্ঠাতার কোন শুভফল না হইয়া অধোগতির পথই প্রশস্ত হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মূলস্থিত "স্তব্ধ" শব্দের ভাবার্থ লিখিয়াছেন যে আপনাকে পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-ধর্ম্মাদি সম্পন্ন বোধে অন্য কোন-রূপ অনুষ্ঠানে অপ্রবৃত্ত। নামযজ্ঞ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার মহোদয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেবল 'যজ্ঞানুষ্ঠানকারী' এই নাম অর্থাৎ খ্যাতিমাত্র লাভের নিমিত্ত যে অনুষ্ঠান তাহাই নামযজ্ঞ। কোন কোন ব্যাখ্যাতা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কেবল যশের জন্য বা আমি দীক্ষিত, আমি সোমযাজী ইত্যাকার নাম প্রচারের জন্য যে অনুষ্ঠান, তাহাই নামযজ্ঞ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী তথা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী "দীক্ষিতঃ সোমযাজী" এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, এস্থলে অনুষ্ঠানকারীর কিছুই করিতে হয় না; ইহা কেবল নামমাত্র যজ্ঞ বিশেষ ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—[তে] অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) আত্মপরদেহেষু (স্বদেহপরদেহেষু) মাং (ভগবন্তং) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষং কুর্ব্বন্তঃ) অভ্যসূয়কাঃ (সাধূনাং গুণনিন্দকাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—[তাহারা] অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধকে আশ্রয়-করিয়া স্বদেহ-ও-পর-দেহে আমাকে দ্বেষ-করতঃ সাধুগণের-গুণের-নিন্দক [হয়] ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেহে এবং পরদেহে চিদংশরূপে স্থিত আমাকে দ্বেষ

করতঃ সাধুগণের গুণাবলীতে বিবিধ প্রতারণাদি দোষের উদ্ঘাটন করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অহমিতি। অহঙ্কারমহঙ্করণমহঙ্কারঃ বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈশ্চ গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈর্বিশিষ্টমাত্মানমহমিতিমন্যতে সোঽহঙ্কারোঽবিদ্যাখ্যঃ কষ্টতমঃ সর্ব্বদোষাণাং মূলং সর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তীনাঞ্চ মূলং তং পরিগৃহ্য তথা বলং পরাভিভবনিমিত্তং কামরাগান্বিতং দর্পং দর্পোনাম যস্যোদ্ভবে ধর্ম্মমতিক্রামতীতি সোঽয়মন্তঃকরণাশ্রয়োদোষবিশেষঃ, কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ং, ক্রোধমনিষ্টবিষয়ং, এতানন্যাংশ্চ মহতোদোষান্ সংশ্রিতাঃ, কিঞ্চ তে মামীশ্বরম্ আত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্ম্মসাক্ষিভূতং মাং প্রদ্বিষন্তোমচ্ছাসনাতিবর্ত্তিত্বং প্রদ্বেষস্তং কুর্ব্বন্তোঽভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষু অসহমানাঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পুনরাসুরা দূরাদেবোদ্বিজন্ত ইত্যাহ অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারমেব স্ফোরয়তি বিদ্যমানৈরিতি। অধ্যারোপিতবৈশিষ্ট্যবিষয়ত্বাদহঙ্কারস্যাবিদ্যামূলত্বেনা বিদ্যাত্বমাহ অবিদ্যাখ্যইতি। বিবেকিভিস্তস্যাতিযত্নাদেব হেয়ত্বং সূচয়তি কষ্টতমইতি। তদেব স্পষ্টয়তি সর্ব্বেতি। তৎসংশ্রিতাইতি সম্বন্ধঃ। কার্য্যকারণসামর্থ্যযুক্তবিশেষণং বলম্ অহঙ্কারএব মহদবধীরণাপর্য্যন্তত্বেন পরিণতো দর্পস্তং ব্যাকরোতি দর্পোনামেত্যাদিনা। অন্যাংশ্চ দোষান্মাৎসর্য্যাদীন্ কেবলম্ উক্তমেব তেষাং বিশেষণং কিন্তু কষ্টতমমস্তি বিশেষণান্তরমিত্যাহ কিঞ্চেতি যদ্যপীশ্বরম্প্রতি দ্বেষস্তেষাং সম্ভাব্যতে তথাপি কথং স্বদেহে পরদেহেষু চ তং প্রতি দ্বেষঃ নহি তত্র ভোক্তারমন্তরেণেশ্বরস্যাবস্থানমিতাশঙ্ক্যাহ তদ্বুদ্ধীতি। তেষামীশ্বরং প্রতি দ্বেষমেব প্রকটয়তি মচ্ছাসনেতি। ঈশ্বরস্য শাসনং শ্রুতিস্মৃতিরূপস্তদতিবর্ত্তিত্বং তদুক্তার্থজ্ঞানানুষ্ঠানপরাঙ্মুখত্বম্॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—তে চেদৃক্ ভূতা যজন্ত ইত্যাহ অহমিতি। অনন্যাপেক্ষোঽহমেব সর্ব্বং করোমীত্যেবংরূপমহংকারমাশ্রিতাঃ। তথা সর্ব্বস্য করণে মদ্বলমেব পর্য্যাপ্তমিতি চ বলম্। অতো মৎসদৃশো ন হি কশ্চিদস্তীতি দর্পঞ্চ। এবংভূতস্য মম কামমাত্রেণ সর্ব্বং সম্পৎস্যত ইতি কামং। মম যেঽনিষ্টকারিণস্তান্ হনিষ্যামীতি চ ক্রোধম্। এবমেতান্ সংশ্রিতাঃ। স্বদেহেষু পরদেহেষু চাবস্থিতং সর্ব্বস্য কর্য়িতারং পুরুষোত্তমং মাম্ অভ্যসূয়কাঃ প্রদ্বিষন্তঃ কুযুক্তিভিঃ মৎস্থিতৌ দোষমাবিষ্কুর্ব্বন্তো মামসহমানাঃ অহঙ্কারাদিকান্ সংশ্রিতা যাগাদিকং সর্ব্বং ক্রিয়াজাতং কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—অবিদ্যমানৈরপি গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈরপ্যহং গুণবানিতি প্রতিপত্তিরহংকার স্তমাশ্রিতাঃ মামীশ্বরমাত্মপরদেহেষু ব্যবস্থিতং প্রদ্বিষন্তো অসহমানাঃ অভ্যসূয়কাঃ আত্মপরদেহেষু ব্যবস্থিত ঈশ্বরেঽপ্যন্যবদ্ গুণদোষানাবিষ্কুর্ব্বন্তিঃ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে, দম্ভযজ্ঞেষু

শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনোবৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহস্ম এবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্ অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—সর্ব্বদা বেদতৎপ্রতিপাদ্যেশ্বরাবমন্তারস্তে ইত্যাহ অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাস্তে আত্মনঃ পরেষাঞ্চ দেহেষু নিয়ামকতয়া ভর্ত্তৃতয়া চাবস্থিতং মাং সর্ব্বেশ্বরং মদ্বিষয়কং বেদঞ্চ প্রদ্বিষন্তোঽবজ্ঞয়াপকুর্ব্বন্তো ভবন্তি, অভ্যসূয়কাঃ কুটিলযুক্তিভির্মম বেদস্য চ গুণেষু দোষানারোপয়ন্তঃ, অহমেব স্বতন্ত্রঃ করোমীত্যহঙ্কারঃ, অহমেব পরাক্রমীতি বলং, মত্তুল্যো ন কোঽপ্যস্তীতি দর্পঃ। মদিচ্ছৈব সর্ব্বসাধিকেতি কামঃ। মৎপ্রতীপমহমেব হনিষ্যামীতি ক্রোধশ্চ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—যক্ষ্যে দাস্যামীত্যাদিসঙ্কল্পেন দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধানেন প্রবৃত্তানামাসুরাণাং বহিরঙ্গসাধনমপি যাগদানাদিকং কর্ম্ম ন সিধ্যতি অন্তরঙ্গসাধনং তু জ্ঞানবৈরাগ্যভগবদ্ভজনাদি তেষাং দূরাপাস্তমেবেত্যাহ অহমিতি। অহমভিমানরূপো যোঽহঙ্কারঃ স সর্ব্বসাধারণঃ এতৈরারোপিতৈ র্গুণৈরাত্মনোমহত্ত্বাভিমানমহঙ্কারং তথাবলং পরপরিভবনিমিত্তং শরীরগতসামর্থ্যবিশেষং,দর্পং পরাবধীরণারূপং গুরুনৃপাদ্যতিক্রমকারণং চিত্তদোষবিশেষং, কামমিষ্টবিষয়াভিলাষং, ক্রোধমনিষ্টবিষয়দ্বেষং চকারাৎ পরগুণাসহিষ্ণুত্বরূপং মাৎসর্য্যম্ এবমন্যাংশ্চ মহতোদোষান্ সংশ্রিতাঃ এতাদৃশা অপি পতিতাস্তব ভক্ত্যা পূতাঃ সন্তোনরকে ন পতিষ্যন্তীতি চেন্নেত্যাহ। মামীশ্বরং ভগবন্তম্ আত্মপরদেহেষু আত্মনাং তেষামাসুরাণাং পরেষাং চ তৎপুত্রভার্য্যাদীনাং দেহেষু প্রেমাস্পদেষু তত্তৎবুদ্ধিকর্ম্মসাক্ষিতয়া সন্তমতিপ্রেমাস্পদমপি দুর্দ্দৈবপরিপাকাৎ প্রদ্বিষন্তঃ ঈশ্বরস্য মম শাসনং শ্রুতিস্মৃতিরূপং তদুক্তার্থানুষ্ঠানপরাঙ্মুখতয়া তদতিবর্ত্তনং মে প্রদ্বেষস্তং কুর্ব্বন্তঃ নৃপাদ্যাজ্ঞালঙ্ঘনমেব হি তৎপ্রদ্বেষ ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। ননু গুর্ব্বাদয়ঃ কথং তাননুশাসতি তত্রাহ অভ্যসূয়কাঃ গুর্ব্বাদীনাং বৈদিকমার্গস্থানাং কারুণ্যাদিগুণেষু প্রতারণাদিদোষারোপকাঃ, অতস্তে সর্ব্বসাধনশূন্যা নরক এব পতন্তীত্যর্থঃ। মামাত্মপরদেহেষ্বিত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা। স্বদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তোগজন্তে দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়াঃ অভাবাদ্দীক্ষাদিনাত্মনোবৃথৈব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসয়া চৈতন্যদ্রোহমাত্রমবশিষ্যত ইতি। অপরা ব্যাখ্যা, আত্মদেহে জীবনাবিষ্টে ভগবল্লীলাবিগ্রহে বাসুদেবাদিসমাখ্যে মনুষ্যত্বাদিভ্রমান্মাং প্রদ্বিষন্তঃ তথা পরদেহেষু প্রহ্লাদাদিসমাখ্যেষু সর্ব্বদাবির্ভূতং মাং প্রদ্বিষন্ত ইতি যোজনা উক্তং হি নবমে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তোমম ভূতমহেশ্বরম্॥ মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণোমোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ" ॥ ইতি। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়" ইতি চান্যত্র। তথা চ ভজনীয়দ্বেষান্ন ভক্ত্যা পূততা তেষাং সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—অহঙ্কারোঽহমেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতি বুদ্ধিঃ, বলং শারীরং, জাতিধনাভিজন নিমিত্তঞ্চ দর্পং পরাবজ্ঞাং,কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ, মাং সর্ব্বদেহেষু আবিষ্টম্ আত্মদেহে স্বদেহশোষণেন "কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ, মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ানিতি"

বক্ষ্যমাণদিশা পরদেহে চ হিংসাদিনাপ্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ সর্ব্বত্র গুণেষু বেদোক্তেষু শমাদিষু অশক্তত্বাদিলক্ষণং দোষমারোপয়ন্তঃ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—মাং পরমাত্মানম্ অমানয়ন্ত এব প্রদ্বিষন্তঃ। যদ্বা,আত্মপরাঃ পরমাত্মপরায়ণাঃ সাধবস্তেষাং দেহেষু স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তঃ সাধুদেহ দ্বেষাদেব মদ্দ্বেষ ইতি ভাবঃ। অভ্যসূয়কাঃ সাধুনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ॥ ১৮॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—আসুরস্বভাব সম্পন্ন জীবগণ অবিধি পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও নরকস্থ হইয়া থাকে। কারণ তাহাদিগের অনুষ্ঠান সর্ব্বথা ধর্ম্ম মার্গ পরিভ্রষ্ট এবং অহঙ্কারাদি বিজৃম্ভিত। এই তত্ত্ব পূর্ব্ব শ্লোকে পরিব্যক্ত হইলেও অধুনা তাহা আরও স্পষ্টরূপে প্রকীর্ত্তিত হইতেছে। এই অসুর ভাবাপন্ন মানবগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম এবং ক্রোধের অধীন। আপনাকে বিদ্যমান ও অবিদ্যমান গুণসমূহের আধার বলিয়া জ্ঞান করা, এবং সেইরূপ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাপর তাবতকে হেয় বা তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করার নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারই সকল অনর্থের মূলীভূত। যত কিছু পাপে মনুষ্য প্রলিপ্ত হইয়া সংসারে পিশাচের অপেক্ষা অধম ভাবে ব্যবহার করে, যত কিছু দুষ্কর্ম্মের স্রোতে বসুন্ধরাকে কলুষপ্লাবিত করিয়া থাকে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্তাবতের মূলে সেই দুরাচারগণের দুর্দ্দমনীয় অহঙ্কার সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। স্বকীয় দৈহিক শক্তির, ধনশালিতার, লোকবলের, বিদ্যাবত্তার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ভোগপরায়ণ দুরাচারেরা পাপাচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অপরকে পরিভব করিবার নিমিত্ত অহঙ্কৃত মানব সততই প্রয়াসবান্ হইয়া থাকে। যে দৈহিক শক্তি প্রভাবে তাহারা অন্যকে পরাভূত ও পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হয়, তাহারই নাম বল। এই বলের অপব্যবহারে সংসারে প্রতিনিয়ত যে কতই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দৈহিকবল থাকিলেই যে, কারণে বা অকারণে পরনিপীড়ন করিতে হইবে, ইহা কদাপি ধর্ম্মনীতি সম্মত নহে। মনুষ্য পদে পদে এই ধর্ম্মনীতি উপেক্ষা করিয়া সহসা অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করে। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা মনুষ্য অনেক সময়ে শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন গুরুদেবের উপদেশ বা দেশপালক নরপতির আদেশ অবহেলা করিয়া স্বকীয় স্বাধীনেচ্ছা সম্মত কার্য্য করে। যে প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এইরূপ নিন্দনীয় আচরণ করিয়া থাকে, তাহার নাম দর্প। শ্রেয়োভিলাষী মনুষ্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ পালনে বাধ্য, এবং মনুষ্য সমাজের মঙ্গল সাধনার্থ রাজকীয়

শাসন প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত দায়ী। দর্পভাবে এই সকল ব্যবস্থার মস্তকে পদাঘাত করা একান্ত গর্হিত কার্য্য। সাধারণতঃ কামশব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কামনা উভয় প্রকার অর্থের মূলীভূত হইলেও স্থূলতঃ স্ত্রীবিষয়ক ভোগাভিলাষ কাম শব্দের সাধারণ অর্থ এবং ইষ্ট অনুকূল ও ভোগসুখপ্রদ বস্তু সমূহের লাভার্থ ঐকান্তিক অভিলাষ ইহার অপরার্থ। শেষোক্ত অর্থের মধ্যেই প্রথমোক্ত ভাব সন্নিবিষ্ট আছে ইহা বলাই বাহুল্য। এই ভোগাভিলাষ কখনই নিবৃত্তি হইবার নহে। মহারাজ যযাতি (২৪৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" এই প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপতঃ ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই কাম-প্রবৃত্তি সংসারে অশেষ অনর্থের মূল এবং অধোগতির প্রকৃষ্ট সোপান। অপরের দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে মনুষ্য ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, এবং সেই ক্রোধের প্রাবল্যে হয়তো মহদনর্থের সংঘটন করে। অমূলক বা সমূলক কোন কারণেই ক্রোধকে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া অনাবশ্যক। কেন না একাল পর্য্যন্ত সংসারে যত পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই ক্রোধকে মূলভূতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত অহঙ্কারাদি ভয়ানক দোষ সমূহের যাহারা আস্পদ তাহাদিগের দ্বারা ভূমণ্ডলে কোন শুভকার্য্য সংসিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রবল পাপের কালিমা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; অধিকন্তু ধরিত্রীকে পাপভার প্রপীড়িতা করে। তাহারা স্ব স্ব দেহে তদতিরিক্ত অন্যান্য যাবতীয় জীবদেহে যে শ্রীভগবান্ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহার তত্ত্ব কদাপি প্রণিধান না করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করে। অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে অতি মহৎদেবতা পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মময়, এই পরমতত্ত্ব প্রণিধান না করিয়া দুরাচারেরা জীব হিংসায় প্রমত্ত হয়, এবং পরমেশ্বরের বিদ্রোহাচরণ করে। তাহারা আপনার পদে আপনি কুঠারাঘাত করিয়া ক্ষান্ত হয় না, অপরেরও সর্ব্বনাশ সাধনার্থ দুষ্ক্রিয়ায় রত থাকিয়া জীবনপাত করে। তাহাদের এইরূপ অনুষ্ঠান কেবল ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধির পরিচায়ক তাহারা

শ্রৌত ব্যবস্থাদি অবহেলা পূর্ব্বক যাহাকে যাহাকে পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া জ্ঞান করে, তত্তাবৎ বস্তুতঃ কেহই নহে, যিনি তাহার প্রকৃত আপনার যাঁহাকে চিনিতে পারিলে তাহার পরম মঙ্গল সংসিদ্ধ হইবে এবং যাহার সহিত সম্বন্ধ চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর, তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া এই দুষ্টেরা আত্ম ও পরনিগ্রহ করিয়া থাকে এবং তদ্ধেতু তাহাদের চিৎস্বরূপ ভগবানের বিদ্বেষ প্রকাশ হয়। এস্থলে আত্মপর শব্দ উপলক্ষে কোন কোন পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাতা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, লীলাপ্রকাশচ্ছলে শ্রীভগবান্ বাসুদেব নাম গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ হইলেও দুর্ব্বুদ্ধি সম্পন্ন দুষ্টেরা তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। অথবা ভক্তোত্তম ধ্রুব* প্রহ্লাদাদির দেহে কারুণ্য পরবশ হইয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা না বুঝিয়া সেই সকল ভগবন্নিষ্ঠ মহাত্মার প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলে শ্রীভগবানের

---

* ধ্রুব।—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র ছিলেন। রাজা উত্তানপাদের সুনীতি ও সুরুচি নাম্নী দুই মহিষী ছিলেন। সুরুচির গর্ভে উত্তম ও সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা উত্তানপাদ প্রথমা মহিষীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন এবং তদ্‌গর্ভজাত উত্তম কুমারকে অতিশয় স্নেহের সহিত লালন পালন করিতেন। সুনীতি এবং তাঁহার সন্তান ধ্রুব কখনই নরপতির অনুগ্রহ বা সমাদর ভোগ করিতে পাইতেন না। একদা রাজা উত্তানপাদ প্রিয়পুত্র উত্তমকে অঙ্কে ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। পঞ্চ-বর্ষ বয়স্ক বালক ধ্রুব সেই স্থানে সমাগত হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের সৌভাগ্য দর্শন করিলেন এবং আপনিও পিতৃক্রোড়ে আরোহণ করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকিলেন। উত্তমজননী সুরুচি নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন, সপত্নীতনয় ধ্রুবের এইরূপ আকিঞ্চন দর্শনে সুরুচি তাঁহাকে অনেক বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করিলেন। অভিমান-স্ফুরিতাধর ধ্রুব সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া জননী সুনীতির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিমাতৃ বাক্য সমূহ মাতৃচরণে নিবেদন করিলেন। সুনীতি তাঁহাকে প্রিয়বাক্যে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলে ধ্রুব কহিলেন আমি বসুন্ধরার সম্রাটের পদও আর প্রার্থনা করি না। যে পদের তুলনা নাই, যে স্থানের তুল্য পবিত্র নিকেতন, মানব কল্পনাও করিতে পারে না, আমি অতঃপর তাহারই প্রার্থী। তদনন্তর ধ্রুব মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মধুবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, অরণ্য মধ্যে কুশাসনোপরি সপ্ত মহর্ষি উপবিষ্ট। মহর্ষিগণকৃত প্রশ্নের উত্তরে ধ্রুব স্বকীয় অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া বলিলেন, আমি অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ পদলাভের প্রয়াসী। তখন সপ্তর্ষি একে একে ভগবান অচ্যুতের আরাধনা করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং মন্ত্র বিশেষ জপ করিতেও শিক্ষা দিলেন। তদনন্তর ধ্রুব গহন-কাননে একাকী দৃঢ়ব্রত হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অলৌকিক সাধনা দেখিয়া দেবগণও ত্রাসাকুল হইলেন এবং তাঁহাকে ভগ্নোদ্যম করিবার প্রয়াস করিলেন। কিন্তু সকলকেই বিফল প্রযত্ন হইতে হইল। তখন ভগবান বিষ্ণু বালকের সম্মুখীন হইলেন এবং প্রেম সহকারে তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন।

প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা হয়। ইহারা তাবতেই সন্মার্গের পরিপন্থী। অর্থাৎ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থবিৎ তত্ত্বদর্শী গুরু প্রভৃতির করুণাপ্রণোদিত সহৃদয় বাক্যের কদর্থ কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগের স্কন্ধে প্রতারণা প্রভৃতি কদর্থের আরোপ করিয়া থাকে।

কোন কোন ভাষ্যকার বলিয়াছেন, আমিই সমস্ত করিয়াছি, আমার তুল্য আর কেহই নাই, ইহাই অহঙ্কার; আর আমিই পরাক্রান্ত ইহাই বল; আমার সমকক্ষ কেহই নাই, এইরূপ বিশ্বাস দর্প; আমার ইচ্ছাই সর্ব্ব সাধনক্ষম, ইহাই কাম; আর যে আমার অনিষ্টকারী, আমি তাহাকেই নিপাত করিব, ইহাই ক্রোধ।

মূলস্থিত "ক্রোধঞ্চ" পদমধ্যগত চকার ইহাই সূচিত করিতেছে যে, পর গুণের অসহিষ্ণুতারূপ মাৎসর্য্য এবং অন্যান্য মহৎদোষও এস্থলে লক্ষিত ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—অহং দ্বিষতঃ (দ্বেষং কুর্ব্বতঃ) ক্রূরান্ (হিংসাপরান্) নরাধমান্ (অতিনিন্দিতান্) অশুভান্ (অশুভকর্ম্মকারিণঃ) তান্

দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ধ্রুব মধুর বাক্যে শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান বলিলেন, হে ধ্রুব! তোমার মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। তোমার নিমিত্ত এই ত্রিলোকাতীত এক নূতনলোক স্থাপিত হইবে। তুমি তথায় পরমানন্দে এককল্পকাল অবস্থান করিবে, আর তোমার জননী সুনীতিও তোমার সমক্ষে নক্ষত্ররূপে সদানন্দিতা থাকিবেন। তুমি জন্মান্তরে ব্রাহ্মণকুমার ছিলে। সেই সময় এক রাজনন্দনের সহিত বন্ধুত্ব হেতু রাজৈশ্বর্য্যভোগের নিমিত্ত তোমার বাসনা জন্মিয়াছিল। সেই বাসনা নিবন্ধন অধুনা তুমি রাজচক্রবর্ত্তী উত্তানপাদের পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে সে পদকেও তুমি তুচ্ছ বোধ করিতেছ। তোমার প্রার্থনায় আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি এবং যাহা তুমি অভিলাষ করিয়াছ, তাহাই অচিরে পূরণ করিয়া দিতেছি! এই ধ্রুবোপাখ্যানের মাহাত্ম্য যথেষ্ট। প্রতিদিন যে ব্যক্তি ধ্রুবোপাখ্যান আলোচনা করেন, তাঁহার চরমে সদ্গতি লাভ হয়। (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(আসুরান্) সংসারেষু আসুরীষু (ক্রুরস্বভাবব্যাঘ্রসর্পাদিষু) যোনিষু এব অজস্রং (নিরন্তরং) ক্ষিপামি (ভ্রাময়ামি) ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি দ্বেষকারী হিংস্রক নরাধম অশুভ-কর্ম্ম-পরায়ণ তাহাদিগকে সংসারে আসুরী যোনিতেই নিরন্তর নিক্ষেপ-করি ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—মদ্বিদ্বেষক হিংসাপরায়ণ অশুভকর্ম্মকারী সেই সকল নরাধম মনুষ্যগণকে আমি সংসারে নিয়ত ব্যাঘ্রসর্পাদি আসুর যোনিতে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকি ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তানহমিতি। তানহং সর্ব্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বেষিণোদ্বিষতশ্চ মাং ক্রূরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমান্ অধর্ম্মদোষবত্ত্বাৎ ক্ষিপামি প্রক্ষিপামি অজস্রং সন্ততমশুভান্ অশুভকর্ম্মকারিণ আসুরীষ্বেব ক্রূরকর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু ক্ষিপামীত্যনেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—তেষামুক্তবিশেষণবতামাসুরাণাং কিং স্যাদিতি তদাহ তানিতি। ভগবতোনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গং প্রত্যাদিশতি অধর্ম্মেতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—তানিতি। এবং মাং যে দ্বিষন্তি তান্ ক্রূরান্নরাধমান্ অশুভানহমজস্রং সংসারেষু জন্মজরামরণাদিরূপেণ পরিবর্ত্তমানেষু সংসারেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেব যোনিষু ক্ষিপামি মদানুকূল্যপ্রত্যনীকেষু যোনিষু ক্ষিপামি তত্তজ্জন্মপ্রাপ্ত্যনুগুণপ্রবৃত্তিহেতুভূত বুদ্ধিষু ক্রূরাস্বহমেব সংযোজয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—আসুরীষু সিংহব্যাঘ্রবরাহাদিষু ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানিতি দ্বাভ্যাং। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—এষামাসুরস্বভাবাৎ ক্বচিদপি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ তানিতি দ্বাভ্যাম্। আসুরীষ্বেব হিংসাতৃষ্ণাদিযুক্তাসু ম্লেচ্ছব্যাধযোনিষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণফলদঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহমজস্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপাম্যি ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—তেষাং ত্বৎকৃপয়া কদাচিন্নিস্তারঃ স্যাদিতি নেত্যাহ। তান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ দ্বিষতঃ সাধূন্ মাং চ ক্রূরান্ হিংসাপরান্ অতোনরাধমান্ অতিনিন্দিতান্ অজস্রং সন্ততমশুভান্ অশুভকর্ম্মকারিণঃ অহং সর্ব্বকর্ম্মফলদাতেশ্বরঃ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু ক্ষিপামি পাতয়ামি নরকগতাশ্চ আসুরীষ্বেব অতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষু তত্তৎকর্ম্মবাসনানুসারেণ ক্ষিপামীত্যনুষজ্যতে, এতাদৃশেষু নাস্তি মমেশ্বরস্য কৃপেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ,—"অথ কপূয়চরণাঃ

অভ্যাশেহ কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি"। কপূয়-চরণাঃ কুৎসিতকর্ম্মাণঃ অভ্যাশেহ শীঘ্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যন্ত ইতি শ্রুতেরর্থঃ, অতএব পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুসারিত্বান্নেশ্বরস্য বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং বা। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তী"তি এবং চ পাপকর্ম্মাণ্যেব তেষাং কারয়তি ভগবান্ তেষু তদ্বীজসত্বাৎ কারুণিকত্বেঽপি তানি ন নাশয়তি তন্নাশকপুণ্যোপচয়াভাবাৎ, পুণ্যোপচয়ং ন কার-য়তি, তেষামযোগ্যত্বাৎ। নহীশ্বরঃ পাষাণেষু যবাঙ্কুরান্ করোতি ঈশ্বরত্বাদযোগ্যস্যাপি যোগ্যতাং সম্পাদয়িতুং শক্নোতীতি চেৎ শক্নোত্যেব সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ, যদি সঙ্কল্পয়েৎ, ন তু সঙ্কল্পয়তি আজ্ঞালঙ্ঘিষু স্বভক্তদ্রোহিষু দুরাত্মস্বপ্রসন্নত্বাৎ অতএব শ্রূয়তে "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমুন্নিনীষতে এষ উএবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধোনিনীষত" ইতি। যেষু প্রসাদকারণমস্ত্যাজ্ঞাপালনাদি তেষু প্রসীদতি যেষু তু তদ্বৈপরীত্যং তেষু ন প্রসীদতি, সতি কারণে কার্য্যং কারণাভাবে কার্য্যাভাব ইতি কিমত্র বৈষম্যং। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেরিতি" ন্যায়াচ্চ অন্ততোগত্বা কিঞ্চিদ্বৈষম্যা-পাদনে মাহামায়ত্বাদদোষঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—তেষাং ফলমাহ তানিতি। সর্ব্বভূতসমোঽপ্যহং তান্ বেদোক্তশাসনাতিগান্ ভূতদ্রোহকর্ত্তৃন্ অহমন্তরাত্মা ন তু তটস্থো যেন মে বৈষম্যং স্যাৎ, পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্কারাত্তে তথৈব পাপং কুর্ব্বন্তি তদনুরূপং ফলঞ্চ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—ঈশ্বরে বিদ্বেষ বুদ্ধি বিশিষ্ট অসুর ভাবাপন্ন জীবগণের পরিণামে কি দুর্গতি হইয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিতেছেন। ভগবান্ বলিতেছেন, আমার প্রতি যাহারা দ্বেষপরায়ণ অর্থাৎ আমি লীলাপ্রকাশের নিমিত্ত অথবা পাপিগণের দণ্ডবিধান এবং পুণ্যাত্মাগণের উদ্ধারসাধনাভিপ্রায়ে সময়ে সময়ে যখন অবতাররূপে আবির্ভূত হই, তখন তাহারা নিরতিশয় দুর্ব্ব্যবহারে আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করে এবং আমার লীলার সাময়িক অবসান হইলেও পরাগত দুষ্টেরা সেই অবতারের উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ নিন্দা ও তাচ্ছীল্য প্রকাশ করে। তাহারা মদ্ভক্ত একান্ত মদাসক্তজন-গণকে আমার নিতান্ত কৃপাপাত্র এবং মৎস্বরূপ জ্ঞান না করিয়া নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করে। ইহাতে আমার প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ প্রকাশ করা হয়। অধিকন্তু মৎপ্রবর্ত্তিত বিধি ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়া, মৎপ্রতিষ্ঠিত সদাচার ও সুনীতির উল্লঙ্ঘন করিয়া এবং মন্নিয়োজিত ধর্ম্ম-মার্গের পরিপন্থী হইয়া তাহারা

বিবিধ বিধানে আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তিগণ নিতান্ত ক্রূর ও নরাধম; যেহেতু তাহারা দুষ্ট-বুদ্ধির সাহায্যে কেবল পরকীয় অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত থাকে এবং খল-ব্যবহারের দ্বারা অপরের অন্তরে তীব্র যন্ত্রণা উৎপাদন করে। এইরূপ ক্রূরেরা যে নরাধম, একথা বলাই বাহুল্য। কারণ মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যে মানবীয় কোন কর্ত্তব্য-সাধনে সমর্থ হইল না, যে লীলাময় নারায়ণের মধুর চরিত-কথা স্মরণ করিয়া প্রেমবিহ্বল হইল না, জগতের জীববর্গের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত যাহার হৃদয় উন্মত্ত হইল না, ধর্ম্ম সদাচার ও সৎকার্য্যে যাহার প্রবৃত্তি জন্মিল না, যে দুর্লভ মানব-জীবন পশুর অপেক্ষাও ঘৃণিত-ভাবে অতিবাহিত করিল, তাহার মানব-জীবন নিরবচ্ছিন্ন অসার এবং সে অপদার্থ-রূপে পরিগণিত। এই সকল ব্যক্তি অতিশয় অশুভকারী; কারণ তাহারা নিন্দিত আচরণ-পরায়ণ এবং জীবের অমঙ্গলের নিদানস্বরূপ, এরূপ ব্যক্তিবর্গকে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর নিরতিশয় অশুভ ফলভাগী করিয়া থাকেন। তাহাদিগের শিরে অমঙ্গলের প্রবাহ নিপতিত হইতে থাকে। যে সকল অমঙ্গলকে আমরা নিতান্ত ক্লেশকর বলিয়া মনে করি, তদপেক্ষাও গুরুতর অতি ভয়ানক অমঙ্গল আমাদিগের অলক্ষ্যে চারিদিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পারলৌকিক এবং জন্মান্তরীণ অশুভই নিতান্ত অকল্যাণকর। আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, আমাদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার পারলৌকিক ফলাফলের ব্যবস্থাপক। যখনই আমরা ধর্ম্ম-বিগর্হিত আচরণ করি, তখনই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভবিষ্যৎ অকল্যাণ আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবানের নিয়মানুসারে জন্মান্তরে সেই আসুরভাবাপন্ন মনুষ্যগণকে আসুরী-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র খল ও জীবলোকের নিতান্ত ভীতি-বিধায়ক নিকৃষ্ট জীবরূপে তাহাদিগকে আবির্ভূত হইতে হয়।

এতদুপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। যিনি পরম করুণাময়, যাঁহার ব্যবস্থায় জীবের যাবতীয় শুভাশুভ অনায়াসে সংঘটিত হইতে পারে, তিনি কাহারও অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার দুর্গতির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিলে তাঁহার প্রতি বৈষম্য দোষারোপ করা হয়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাঁহার পক্ষপাতের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। কারণ মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারেই উত্তমাধমগতি লাভের অধিকারী

হইয়া থাকে। পরন্তু যাহারা ভগবদ্‌দ্রোহী তাহাদের প্রতি তাঁহার কৃপা হওয়া অসম্ভব। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অথ কপূয়চরণা অভ্যাশেহ শীঘ্রমেব কপূয়াং কুৎসিতাং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম প্রপাঠক ১০ম খণ্ড ৭ম শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ যথা; 'যাহারা কপূয়চরণ অর্থাৎ পাপ-কর্ম্মনিরত, ক্রূর, মিথ্যাবাদী, মায়া মদাদিসংযুক্ত, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অধম-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে; পরে অবশিষ্ট কর্ম্মফলানুসারে কুক্কুরযোনি, শূকরযোনি অথবা চণ্ডালযোনিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই জীবগণ উত্তমাধম গতি লাভ করিয়া থাকে; এ বিষয়ে ঈশ্বরের উপর বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষের আরোপ করা যায় না। বেদান্তসূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণি বলিয়াছেন, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।" (বেদান্তসূত্র ২য় অধ্যায় ১ম পাদ ৩৪ সূত্র) অর্থাৎ 'বিষম সৃষ্টি দর্শনে ঈশ্বরে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষের আরোপ করা যায় না, কারণ এ সমস্ত বৈষম্য নিমিত্তান্তরের দ্বারা উদ্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।' (বিস্তৃত ব্যাখ্যা ৯ম অধ্যায় ৯ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভগবান্ এই সকল দুরাচার আসুর-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে আসুর-সুলভ পাপকর্ম্মেরই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন; কারণ এই সকল দুর্ব্বৃত্তগণ পাপেরই বীজ রোপণ করিয়াছে, অতএব তাহাদের তদ্বীজানুরূপ ফলভোগই অবশ্যম্ভাবী। নিম্ববৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া তাহাতে সুমিষ্ট আম্রফলের প্রত্যাশা করা বাতুলতামাত্র। কিন্তু ঈশ্বর পরম-কারুণিক হইলেও তাহাদের সেই সকল পাপবীজ বিনষ্ট করেন না। কারণ তাহাদের তদ্বীজনাশক পুণ্য-সঞ্চয়ের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। পরম-করুণাময় পরমেশ্বর স্বীয় করুণা-প্রভাবে তাহাদিগের পুণ্যসঞ্চয়-প্রবৃত্তিও প্রদান করেন না, যে হেতু এই সকল দুরাচার ব্যক্তি পুণ্যসঞ্চয়ের একান্ত অযোগ্য। তাহাদের পাপ-প্ররোচিত হৃদয় পাপপথে ধাবিত হইতেই একান্ত অভিলাষী; সন্মার্গের অনুসরণে তাহারা অনিচ্ছুক এবং অশক্ত। স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও পাষাণে যবাঙ্কুরের উদ্ভব করেন না। এ স্থলে সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন তিনি স্বেচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান্, যখন তাঁহার ইচ্ছা-প্রভাবেই এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছায় এই জগদ্‌যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, এবং তিনি ইচ্ছা করিলে

এক মুহূর্ত্তে এই জগৎ ধ্বংসমুখে নিপতিত হইতে পারে, তখন তিনি স্বীয় ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে অযোগ্যেরও যোগ্যতা সম্পাদনে সমর্থ। অতএব তিনি এই সকল আসুর-স্বভাব মানবগণের পাপবীজ বিনষ্ট করিয়া পুণ্যবীজ রোপণে অসমর্থ কেন? এতদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, তিনি সত্যসঙ্কল্প হেতু অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে সমর্থ। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অযোগ্যও যোগ্যতা লাভে কৃতার্থ হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে তিনি তদাজ্ঞালঙ্ঘনকারী স্বভক্তদ্রোহী দুরাত্মা আসুর-গণের প্রতি অতিশয় অপ্রসন্ন, এই জন্য করুণাময় হইলেও তিনি এই সকল মানবের উপর স্বকীয় কৃপাবারি বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগের পাপকালিমা বিধৌত করিয়া তাহাদিগকে পুণ্যপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করেন না। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "এষ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমুন্নিনীষতে এষ উ এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধোনিনীষতে।" ইহার ভাবার্থ যথা; 'ঈশ্বরই পুণ্যকর্ম্ম করাইয়া জীবকে ঊর্দ্ধলোকে আনয়ন করেন এবং তিনিই নিন্দিত কার্য্য করাইয়া মানবকে অধোগতি প্রদান করিয়া থাকেন।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা তৎপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী, যিনি নিরন্তর তদ্ভজন, তদ্ধ্যান, তৎকীর্ত্তন, পরহিত, সর্ব্বভূতে দয়া বিতরণ প্রভৃতি মঙ্গলজনক কার্য্যের দ্বারা শ্রীভগবানের অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকেন, তিনিই তৎপ্রসাদে সর্ব্বলোকাকাঙ্ক্ষিত অসুলভ পরমপদ লাভ করিয়া ধন্য হইতে সমর্থ হন। কিন্তু যে ব্যক্তি তাঁহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী নহে, যে নিয়ত ভগবদ্বিদ্বেষ-পরায়ণ, ভগবদ্ভক্তের নিন্দা, প্রতারণা, পরস্বাপহরণ, সতীর ধর্ম্মনাশ, সুরাপান, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যাগমন, পরদ্রোহ প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক নিন্দিত কার্য্যের দ্বারা নিয়ত জগতে অশান্তি এবং অমঙ্গল বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সংসার ধ্বংস করিতে সমুদ্যত, তাদৃশ কুৎসিতাচারী দুরাত্মা মানব তৎপ্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইয়া আপনাকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি সতত তাঁহার আজ্ঞাপালনে তৎপর, তিনি তাহাদের উপর যে প্রসন্ন হইবেন এবং যাহারা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে বিমুখ, তাহাদের উপর যে অপ্রসন্ন হইবেন ইহা স্বাভাবিক। প্রভু আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের প্রতি করুণা-পরায়ণ হইয়া থাকেন এবং আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী ভৃত্যের উপর রুষ্ট হন, ইহা প্রতিনিয়তই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রসন্নতা-লাভের কারণ থাকিলেই কৃপালাভ করা যায়, কিন্তু কারণ না থাকিলে কৃপারূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বরে বৈষম্য দোষ কখনই আরোপিত হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আরও একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত পুরাণাদিতে শ্রুত

হওয়া যায়। অগ্নির শীতনিবারক শক্তি থাকিলেও যে ব্যক্তি অগ্নির নিকটস্থ হয়, তাহারই শীত-নিবারণ হইয়া থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি অগ্নি হইতে দূরে অবস্থান করে, তাহার শীত-নিবারণ কখনই সম্ভব নহে। এস্থলে অগ্নির কোন বৈষম্যতা না থাকিলেও যেরূপ সমীপস্থ এবং দূরস্থ ভেদে শীতের নাশ ও নাশাভাব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে পারে, সেই তাঁহার কৃপা-লাভে সক্ষম, এবং যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম দ্বারা উত্তরোত্তর তাঁহা হইতে দূরস্থ হয়, সে কদাপি তাঁহার করুণালাভ করিতে পারে না। এ বিষয়ে ঈশ্বরের কিছুমাত্র বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই ॥ ১৯ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মাম প্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

অন্বয়।— হে কৌন্তেয়! (কুন্তীতনয়!) মূঢ়াঃ (অবিবেকিনঃ) জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ [সন্তঃ] মাম্ (ভগবন্তম্) অপ্রাপ্য (অনাসাদ্য) এব ততঃ (তস্মাৎ) অধমাং (নিকৃষ্টতমাং) গতিং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।— হে কৌন্তেয়! মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী-যোনিকে প্রাপ্ত [হইয়া] আমাকে না পাইয়াই তাহা-হইতে নিকৃষ্টতম গতিকে গমন-করে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।— হে কুন্তীতনয়! এতাদৃশ মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী-যোনিকেই প্রাপ্ত হয়, এবং কোনও জন্মে আমাকে না পাইয়া উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আসুরীমিতি। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ প্রতিপন্নাঃ মূঢ়া জন্মনি জন্মনি অবিবেকিনঃ প্রতিজন্ম তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানা অধোগচ্ছন্তি তে মূঢ়া মামীশ্বরম্ অপ্রাপ্য অনাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয়! ততস্তস্মাদপি যান্তি অধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিং, মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদপ্যাশঙ্কাস্ত্যতো মচ্ছিষ্টসাধুমার্গমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ॥ ২০॥

আনন্দগিরি।—নন্বু তেষামপি ক্রমেণ বহূনাং জন্মনামন্তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি নেত্যাহ আসুরীমিতি। তেষামীশ্বরপ্রাপ্তিশঙ্কাভাবে কথং তন্নিষেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মামিত্যাদিনা। যস্মাদাসুরী সম্পদনর্থপরম্পরয়া সর্ব্বপুরুষার্থপরিপন্থিনী তস্মাদ্যাবৎ পুরুষঃ স্বতন্ত্রো ন কাঞ্চিৎ পারবশ্যকরীং যোনিমাপন্নস্তাবদেব তেনাসৌ পরিহরণীয়েতি সমুদায়ার্থঃ॥ ২০॥

রামানুজ।—আসুরীমিতি। মদানুকূল্য প্রত্যনীকজন্মাপন্নাঃ পুনরপি জন্মনি জন্মনি মূঢ়াঃ মদ্বিপরীতজ্ঞানা মামপ্রাপ্যৈবাস্তি ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বেশ্বর ইতি জ্ঞানমপ্রাপ্য ততস্ততো জন্মনোঽধমামেব গতিং যান্তি॥ ২০॥

হনুমান্।—আপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ মাং সর্ব্বগমীশ্বরম্ অধমাং নিকৃষ্টাং নরক-মিত্যর্থঃ॥ ২০॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাং মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং গতিং যান্তীত্যুক্তং। শেষং স্পষ্টম্॥ ২০॥

বলদেব।—নন্বু বহুজন্মান্তে তেষাং কদাচিত্ত্বদনুকম্পয়াসুরযোনের্বিমুক্তিঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহাসুরীযোনিমিতি। তে মূঢ়া জন্মনি জন্মন্যাসুরযোনিমাপন্না মামপ্রাপ্যৈব ততোঽপ্যধমামতি-নিকৃষ্টাং শ্বাদিযোনিং যান্তি। মামপ্রাপ্যৈবেবকারেণ মদনুকম্পায়াঃ সম্ভাবনাপি নাস্তি তল্লাভো-পায়যোগ্যা সজ্জাতিরপি দুর্লভেতি শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "অথ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বে"ত্যাদিকাঃ। নন্বীশ্বরঃ সত্য-সংকল্পত্বাদযোগ্যস্যাপি যোগ্যতাং শক্নুয়াৎ কর্ত্তুমিতি চেৎ শক্নুয়াদেব যদি সংকল্পয়েৎ বীজাভাবান্ন সংকল্পয়তীত্যতস্তস্য বৈষম্যমাহ সূত্রকারঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেনেত্যাদিনা। ততশ্চ তানহমিত্যাদিদ্বয়ং সূপপন্নম্। এতে নাস্তিকাঃ সর্ব্বদা নারকিণো দর্শিতাঃ। যে তু শাপাদসুরাস্তদনুযায়িনশ্চ রাজন্যাঃ প্রত্যক্ষে উপেন্দ্রনৃহরিবরাহাদৌ বিষ্ণৌ স্বশক্রপক্ষিত্বেন বিদ্বেষিণোঽপি বেদবৈদিক-কর্ম্মপরাঃ সর্ব্বনিয়ন্তারং কালশক্তিকমপ্রত্যক্ষং সর্ব্বেশ্বরং মন্যন্তে তে ভূপেন্দ্রাদিভির্নিহতাঃ ক্রমাৎ ত্যক্তস্যাসুরীযোনিং কৃষ্ণেন নিহতাস্ত বিমুচ্যন্তে চেতি ন তে বেদবাহ্যাঃ॥ ২০॥

মধুসূদন।—নন্বু তেষামপি ক্রমেণ বহূনাং জন্মনামন্তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি নেত্যাহ আসুরীমিতি। যে কদাচিদাসুরীং যোনিমাপন্নাস্তে জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্মনি মূঢ়াস্তমো-বহুলত্বেনাবিবেকিনস্ততস্তস্মাদপি যান্ত্যধমাং গতিং নিকৃষ্টতমাং গতিং মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদাশঙ্কাপ্যস্তি অতো মদুপদিষ্টং বেদমার্গমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ। এবকারস্তির্য্যক্স্থাবরাদিষু বেদমার্গপ্রাপ্তিস্বরূপাযোগ্যতাং দর্শয়তি, তেনাত্যন্ততমোবহুলত্বেন বেদমার্গপ্রাপ্তিস্বরূপাযোগ্যাঃ ভূত্বা পূর্ব্বপূর্ব্বনিকৃষ্টযোনিতো নিকৃষ্টতমামধমাং যোনিমুত্তরোত্তরং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ হে কৌন্তেয়েতি

নিজসংবন্ধকথনেন ত্বমিতোনিস্তীর্ণ ইতি সূচয়তি। যস্মাদেকদা আসুরীং যোনিমাপন্নানামুত্তরোত্তরং নিকৃষ্টতরনিকৃষ্টতমযোনিলাভো ন তু তৎপ্রতীকারসামর্থ্যমত্যন্ততমোবহুলত্বাৎ, তস্মাদ্যাবন্মনুষ্য-দেহলাভোঽস্তি তাবন্মহতাঽপি প্রযত্নেনাসুর্য্যাঃ সম্পদঃ পরমকষ্টতমায়াঃ পরিহারায় ত্বরয়ৈব যথা-শক্তি দৈবী সংপদনুষ্ঠেয়া শ্রেয়োঽর্থিভিস্তথা তির্য্যগাদিদেহপ্রাপ্তৌ সাধনানুষ্ঠানাযোগ্যত্বান্নকদাপি নিস্তারোঽস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপদ্যেতেতি সমুদায়ার্থঃ। তদুক্তং, "ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিষ্যতি" ॥ ইতি ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—আসুরযোনিপ্রাপ্তেরপি ফলমাহ আসুরীমিতি। অধমাং নারকীং তির্য্যক্ স্থাবরাদিরূপাং বা ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—মামপ্রাপ্যৈব ইতি নতু মাং প্রাপ্যেতি বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ চতুর্যুগ-দ্বাপরান্তেঽবতীর্ণং মাং কৃষ্ণং কংসাদিরূপাস্তে প্রাপ্য প্রদ্বিষন্তোঽপি মুক্তিমেব প্রাপ্নুবন্তীতি। ভক্তিজ্ঞানপরিপাকতো লভ্যামপি মুক্তিং তাদৃশপাপিভ্যোঽপ্যহম্ অপারকৃপাসিন্ধুর্দদামি। নিভৃত মরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগ যুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণা"দিতি শ্রুতয়োপ্যাহুঃ অতঃ পূর্ব্বোক্তো মমৈব সর্ব্বোৎকর্ষোবরীবর্ত্তীতি ভাগবতামৃতকারিকা যথা। "মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মমদ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তী"তি ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এতাদৃশ অধর্ম্মাচারী আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ আমার কৃপালাভে অসমর্থ হইয়া নিরন্তর নিকৃষ্টতম-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সেই সকল ভগবদ্ভক্তি-বিহীন কুৎসিতাচার মানবগণের পরিণাম কিরূপ ভয়ানক হইয়া থাকে, তাহাই অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে। এস্থলে যদিই অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এই সকল পতিত মানবগণ জন্ম-জন্মান্তরে নিদারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া যদিই পরিশেষে আত্মকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়, যদি সে ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কৃতির ভীষণ পরিণাম দর্শনে সভয় চিত্তে অসন্মার্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হয়, যদি কদাচিৎ সে আত্মহৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাতর-কণ্ঠে তোমার করুণা ভিক্ষা করে, তাহা হইলেও কি সেই পতিত ব্যক্তির উদ্ধার হইতে পারে না? সেই অধম মানব তোমার কৃপাকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে সক্ষম হয় না? অর্জ্জুনের হৃদয়জাত এতাদৃশ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! এতাদৃশ আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ অতিশয় মূঢ়, অর্থাৎ তাহারা বিবেকজ্ঞান বিরহিত। তাহাদের বুদ্ধি

তমোগুণবহুল। তমোগুণ সর্ব্বদা বিবেক-শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, এই জন্যই তাহারা কদাচিৎ সৎপথের অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় না। তাহাদের প্রবৃত্তি বেদমার্গে পরিভ্রমণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় নিরন্তর অসৎপথে ধাবিত হইয়া তাহাদিগের মলিন চিত্তক্ষেত্রকে অধিকতর কলুষিত করিতে থাকে। এতাদৃশ ক্ষুদ্র-বুদ্ধি কলুষিত-চিত্ত মানবগণ নিরন্তর আসুরী-যোনিতেই জন্মপরিগ্রহ করিয়া থাকে। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, এইরূপে নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণায়মান চক্র আবর্ত্তিত হইতে থাকে, সেই চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া হতভাগ্য মানব উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর-যোনিতে গমন করে। একবার এই নিকৃষ্ট আসুরী-যোনিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিলে আর সহজে উদ্ধার হইবার উপায় থাকে না; আসুরী-জন্ম লাভ করিয়া মানবের আসুর-ভাবই প্রবলতর হয় এবং তাহাতে সে উত্তরোত্তর নিকৃষ্ট কার্য্যে রত হইয়া থাকে। সৎশিক্ষা, সাধুসঙ্গ, ধর্ম্মানুরাগ, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সুকৃতিপ্রদ প্রবৃত্তিনিচয় ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যায়; অসৎ-সংসর্গ, অকার্য্যের অনুষ্ঠান, অসৎপ্রবৃত্তির অনুসরণ প্রভৃতি নরক-বিধায়ক ভাবসমূহই তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে। সেই সকল ভাবের প্রাবল্যে সে যে উত্তরোত্তর জন্ম জন্মান্তরে নিকৃষ্ট গতিই লাভ করিবে, তাহা নিশ্চিত। এতাদৃশ দুষ্কৃতিপরায়ণ মানবগণ কখনই শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য ক্ষুদ্র কলুষিত-হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীভগবানের অলৌকিক মহিমাকে তাহারা বাতুলের প্রলাপোক্তি বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাঁহার দৈবী লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া তৎসমূহকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করে এবং দয়াময় শ্রীহরির অপার গুণরাশির মধ্যে বিবিধ দোষের আবিষ্কার করিয়া তাঁহার নিন্দা প্রচার করিতে থাকে। এই মূঢ় মানবগণ কখনই ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস স্থাপন বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারে না। এইরূপ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার অভাবে তাহাদের হৃদয়ে কদাপি ভগবদ্ভক্তি উপজাত হয় না। গুরূপদেশে বা বেদান্তবাক্যে তাহা-দিগের আস্থা থাকে না। তাহারা নিয়ত কদাচারী, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ, ভগব-দ্দ্বেষী হইয়া সংসারে বিচরণ করে। এতাদৃশ মূঢ় মানবগণ কোনকালেই শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে পারে না; তাহাদের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তিরূপ শান্তি-স্রোতস্বতী কোনদিনই প্রবাহিত হয় না। এই সকল দুরাত্মা মানব

চিরদিনই ভীষণ মরুভূমি সদৃশ হৃদয় লইয়া, অতৃপ্ত বাসনার মোহে পতিত হইয়া সংসারে বিচরণ করে, আশার শতপাশে বেষ্টিত হইয়া উত্তরোত্তর কৃমিকীটাদি জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়, কিরূপ আসুরগণ চিরদিনের নিমিত্ত নরকগামী হয় এবং কীদৃশ আসুরগণ ভগবৎকৃপায় উদ্ধারলাভ করে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রূরকর্ম্মা, ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিক আসুরগণ চিরদিন নরকভোগ করে, কোন কালেই তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু যাহারা শাপবশতঃ আসুর-কুলে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিরূপে অথবা তদনুযায়ী রাজকুলে শিশুপালাদি-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষ বামন (১৪৪৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) নরসিংহ (২৬১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি শ্রীহরির অবতার-বিশেষকে স্ব-শত্রুপক্ষ জ্ঞান করিয়া বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইলেও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত ছিল, এবং সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। এই জন্যই তাহারা বামনাদি অবতার কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ক্রমে আসুরযোনি ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে দেহত্যাগপূর্ব্বক্ মোক্ষলাভ করিয়াছে। অতএব তাহারা পূর্ব্বোল্লিখিত আসুরগণের ন্যায় বেদ-বহিষ্কৃত নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী পরিশেষে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা আত্মার শ্রেয়োভিলাষী, তাঁহারা একান্ত অধোগতি প্রাপ্তির পূর্ব্বেই দৈবী কার্য্যানুষ্ঠানের চেষ্টা করিবেন। কারণ তির্য্যগাদি জন্মপ্রাপ্ত হইলে, আর কোন সাধনারই অবসর বা শক্তি থাকিবে না। অতএব সেই সঙ্কটপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই তন্নিস্তারের উপায়ানুষ্ঠান করা উচিত। এতৎসম্বন্ধে সরস্বতী মহোদয় নিম্নলিখিত শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা; "ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ। গত্বা নিরৌষধং স্থানং সরুজঃ কিং করিষ্যতি ॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইহলোকে নরকরূপ ব্যাধির চিকিৎসা না করে, সেই ব্যক্তি পরে রোগযুক্ত হইয়া ঔষধবিহীন স্থানে গমনকরতঃ কি করিবে?

পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেই সকল

আসুরভাবাপন্ন মানব যতদিন না আমাকে প্রাপ্ত হয়, ততদিনই তাহারা এইরূপে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আমার করুণালাভ করিতে পারিলে তাহাদিগকে আর এরূপ যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না; তাহারা অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। বৈবস্বত মন্বন্তরে (৭৫১। ১১৩৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মদ্বিদ্বেষী কংসাদি আমার শত্রুতাচরণ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ভক্তি এবং জ্ঞানের পরিপাকে যে মুক্তিলাভ করা যায়, অপার করুণাসিন্ধু আমি তাদৃশ পাপিদিগকেই সেই অসুলভ মুক্তি প্রদান করিয়াছি। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "ভূতমরুত্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি যম্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।" অর্থাৎ প্রাণায়ামাদির দ্বারা বায়ুনিরোধ করিয়া কঠোর যোগপরায়ণ মুনিগণ সুবিশুদ্ধ চিত্তে যাঁহাকে উপাসনা করেন, পাপিগণ তাঁহাকে শত্রুরূপে স্মরণ করিয়াও সেই যোগলভ্য গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মৎপ্রাপ্তিই সর্ব্বানর্থ বিনাশের হেতু। ভাগবতামৃতকারীকা গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে যে, "মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তি" ইহার ভাবার্থ যথা; যে পর্য্যন্ত আমার শত্রুগণ কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা উত্তরোত্তর অধম যোনিকেই লাভ করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মৎপ্রাপ্তিই সর্ব্বোৎকর্ষসাধিকা।

মূলস্থিত "এব" কারের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভগবানকে লাভকরা দূরে থাক, তাহাদের কদাপি ভগবৎ-কৃপালেশ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও নাই ॥ ২০ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ২১॥

অন্বয়।—কামঃ ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং (ত্রিপ্রকারং) নরকস্য দ্বারম্ (সাধনম্) আত্মনঃ নাশনং (নীচযোনিপ্রাপকং) তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ (পরিহরেৎ)॥ ২১॥

প্রতিশব্দ।—কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিন-প্রকার নরকের দ্বার, আত্মার নাশক, অতএব এই তিনকে ত্যাগ-করিবে॥ ২১॥

ব্যাখ্যা।—কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিন প্রকার প্রবৃত্তিই নরকের প্রশস্ত দ্বারস্বরূপ এবং আত্মার নীচযোনিগমনরূপ বিনাশের কারণ; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নসহকারে এই প্রবৃত্তিত্রয়কে ত্যাগ করা বিধেয়॥ ২১॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সম্পদঃ সংক্ষেপোঽয়মুচ্যতে, যস্মিংস্ত্রিবিধে সর্ব্বাসুরীসম্পদ্ভেদোঽনন্তোঽপ্যন্তর্ভবতি যৎপরিহারেণ পরিহৃতশ্চ ভবতি, যন্মূলং সর্ব্বস্যানর্থস্য তদেতদুচ্যতে ত্রিবিধমিতি। ত্রিবিধং নরকদ্বারং ত্রিঃপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তিদ্বারং নাশনমাত্মনঃ যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব নশ্যতি আত্মা কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতীত্যেতদুচ্যতে দ্বারং নাশনমাত্মনস্তস্মাৎ কামাদিত্রয়মেতৎ ত্যজেৎ ত্যাগস্তুতিরিয়ম্॥ ২১॥

আনন্দগিরি।—কথমাসুরী সম্পদনন্তভেদবতী পুরুষায়ুষেণাপি পরিহর্ত্তুং শক্যেত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বস্যেতি। সংক্ষেপোক্তিফলমাহ যস্মিন্নিতি। কামাদৌ ত্রিবিধে সর্ব্বস্যাসুরসম্পদ্ভেদস্যান্তর্ভাবেঽপি কথমসৌ পরিহ্রিয়তে তত্রাহ যৎপরিহারেণেতি। কামাদিপরিহারেণাসুরীসম্পদ্ভেদপরিহারেঽপি কথং সর্ব্বানর্থপরিবর্জ্জনমিত্যাশঙ্ক্যাহ যন্মূলমিতি। কথমাত্মনো নাশ্যত্ব নাশাশঙ্কেতি তত্রাহ কস্মৈচিদিতি। ত্রিবিধমপি সামান্যতো দর্শিতমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা বিশেষতো দর্শয়তি কিং তদিতি। তস্মাদিতি ব্যাচষ্টে যত ইতি। কামাদিত্যাগে সতি অনর্থানুবন্ধপ্রতিবন্ধনিবৃত্তী স্যাতামিতি ভাবঃ॥ ২১॥

রামানুজ।—অস্যাসুরস্বভাবস্যাত্মনাশস্য মূলহেতুমাহ ত্রিবিধমিতি। অস্যাসুরস্বভাবরূপস্য নরকস্যৈতৎ ত্রিবিধং দ্বারং তচ্চাত্মনো নাশনং কামঃ ক্রোধো লোভ ইতি ত্রয়াণাং স্বরূপং পূর্ব্বমেব ব্যাখ্যাতং দ্বারং মার্গো হেতুরিত্যর্থঃ তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজ তস্মাদতিঘোরনরকহেতুত্বাৎ কামক্রোধলোভানাম্ এতৎ ত্রয়ং দূরতঃ পরিত্যজ॥ ২১॥

হনুমান্।—ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারং দ্বারং পন্থাঃআত্মনোনাশকারণং এতৎ ত্রয়ং জহি॥২১॥

শ্রীধর।—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধোলোভশ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্ অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকং তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ॥ ২১॥

বলদেব।—নন্বাসুরীং প্রকৃতিং নরকহেতুং শ্রুত্বা যে মনুষ্যাস্তাং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্তি তৈঃ কিমনুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ ত্রিবিধমিতি। এতত্ত্রয়পরিহারে তস্যাঃ পরিহারঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ২১॥

মধুসূদন।—নন্বাসুরী সম্পদনন্তভেদবতী কথং পুরুষায়ুষেণাপি পরিহর্ত্তুং শক্যেতেত্যাশঙ্ক্য তাং সঙ্ক্ষিপ্যাহ ত্রিবিধমিতি। ইদং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তৌ দ্বারং সাধনং সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সম্পদোমূলভূতম্ আত্মনোনাশনং সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যতা সম্পাদনেনাত্যন্তাধমযোনিপ্রাপকং কিং তদিত্যত আহ কামক্রোধস্তথা লোভ ইতি প্রাগ্ব্যাখ্যাতং, যস্মাদেতত্ত্রয়মেব সর্ব্বানর্থমূলং তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ এতত্ত্রয়ত্যাগেনৈব সর্ব্বাপ্যাসুরীসম্পত্ত্যক্তা ভবতি, এতত্ত্রয়ত্যাগশ্চ উৎপন্নস্য বিবেকেন কার্য্যপ্রতিবন্ধঃ, ততঃ পরং চানুৎপত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২১॥

নীলকণ্ঠ।—সংক্ষেপমাসুর্য্যাঃ সম্পত্তেরাহ ত্রিবিধমিতি॥ ২১॥

বিশ্বনাথ।—তদেব আসুরীঃ সম্পত্তির্বিস্তার্য্য প্রোক্তা ইত্যতঃ সাধুক্তং। "মাশুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি ভারত" ইতি কিংবাসুরানামেতত্ত্রিকমেব স্বাভাবিকমিত্যাহ ত্রিবিধমিতি॥ ২১। ২২॥

তাৎপর্য্য।—বর্ত্তমান অধ্যায়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকসমূহে আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ বিন্যস্ত করিয়া অধুনা ভগবান্ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণের উল্লেখ করিতেছেন, এবং কি উপায়ে সেই সর্ব্বানর্থকরী আসুরী-সম্পদ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহাও ব্যক্ত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এই সম্পদ্ অনন্তভেদবিশিষ্ট, মহাশক্তিশালী এবং যাবতীয় অশুভের নিদানস্বরূপ; অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নসহকারে ইহার ত্যাগই বিধেয়। কিন্তু অল্পায়ুষ ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব কিরূপে এই মহাভয়ঙ্কর সম্পদের অতুলনীয় শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহার করাল-কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে, কোন্ উপায়ে এই সম্পদের আপাত-মনোহর প্রলোভনসমূহ পরিত্যাগ করিয়া মানব আত্মোন্নতি লাভের উপায়ান্বেষণ করিবে এবং কিরূপেই বা আসুরীসম্পদ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া তাহারা শ্রীহরির কৃপাভাজন হইবে, পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ এক্ষণে সেই উপায়ের পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্যই বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এ সংসারে কাম ক্রোধ এবং লোভের আকর্ষণ অতি প্রবল। মানবের হৃদয় কামনার আধার। অতুল ঐশ্বর্য্য, রমণীয় অট্টালিকা, সুন্দরী ভার্য্যা, সুকুমার নন্দন, অসংখ্য দাসদাসী প্রভৃতি যে সকল কাম্যবস্তু সুখোপভোগের কারণ, মানব সর্ব্বদাই তাহাদের চিন্তায় আকুল। এই আকুলতাই তাহার কামনাকে ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত করে। কিরূপে তাহার ঐশ্বর্য্য বৰ্দ্ধিত হইবে এই চিন্তার প্রাবল্যে ক্রমে তাহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; সে তখন যে কোন উপায়ে আপনার সঙ্কল্প পূরণ করিতে চেষ্টা করে। সেই ক্ষুদ্রচেতা মানব কামনার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া প্রতারণা, পরপীড়ন, অত্যাচার, নরহত্যা প্রভৃতি নীচবৃত্তিসমূহ অবলম্বন করিয়া আপনার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টিত হয়। সুন্দরী স্ত্রী দর্শন করিলেই তাহাকে উপভোগের নিমিত্ত তাহার হৃদয়ে অত্যুৎকট কামনার উদয় হয়, সেই কামনার তাড়নায় বিবিধ নারকীয়-লীলার অভিনয় করিতে সে কদাপি পশ্চাৎপদ হয় না। এইরূপে কামনার তাড়নায় অন্ধ-ব্যক্তির যদি কামনা পূরণে কোন বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়, তখনই তাহার হৃদয় ক্রোধে উন্মত্ত হয়; সে সেই বিঘ্নকারী ব্যক্তিকে অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত করে, তাহার উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়া আপনার প্রতিশোধ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করে, এবং তজ্জন্য বিবিধ পৈশাচিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সংসারে বিবিধ অমঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকে। এই ক্রোধের প্রাবল্যে মানবের হিতাহিত-জ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা সে আপনাকেও হত্যা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। লোভ মানবের পরম শত্রু। কাহারও অর্থরাশি, সুন্দরী স্ত্রী, মনোরম উদ্যান প্রভৃতি যে কোন সুন্দর বস্তু সে দর্শন করে, তাহাই আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার হৃদয় প্রলুব্ধ হয়, এবং তজ্জন্য সে বিবিধ ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করে। এই লোভের প্রাবল্যেই এক নরপতি অন্য এক নরপতির রাজ্য গ্রহণের নিমিত্ত লালায়িত হয়, অসংখ্য মানবের শোণিত-স্রোতে ধরণীকে প্লাবিত করিয়া, অসংখ্য অর্থ-ব্যয়ে আপনার ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়া সেই লোভ-প্রবৃত্তির চরিতা-র্থতা করিতে সমুদ্যত হয়। এই নীচ প্রবৃত্তির তাড়নায় দস্যুগণ শত শত নরহত্যা করিয়া আপনার হস্তকে কলঙ্কিত করে, কামুক, সতী স্ত্রীর

সর্ব্বনাশসাধন করে এবং প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর অযথা অত্যাচার করে। সংসারে যত কিছু অনর্থ সংঘটিত হয়, প্রায় সকলেরই মূল কারণ লোভ। এই লোভ একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আর তাহার রক্ষা নাই; সে যতক্ষণ না অধোগতির চরমসীমায় উপনীত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনই যাবতীয় অনর্থের মূল। এই প্রবৃত্তি-ত্রয়ই নরকের দ্বারস্বরূপ; এই তিনটী দ্বারের যে কোনটীতেই প্রবেশ করিলে পরিণামে ভীষণ নরকভোগ সুনিশ্চিত। এই তিন প্রবৃত্তিই আত্মবিনাশের মূল কারণ, অর্থাৎ একবার ইহাদের মধ্যে যে কোন প্রবৃত্তির বশীভূত হইলেই আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে, এবং শেষে কৃমি-কীটাদি নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। একবার এই দ্বারে প্রবেশ করিলে মানব সর্ব্বকার্য্য বহির্ভূত এবং সর্ব্ব পুরুষার্থভ্রষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহারা উন্নতিকামী, যাহারা এই দুঃখময় সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিয়া মুক্তিলাভের অভিলাষী, যাহারা ক্ষণিক সুখ, ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া অনন্ত সুখ, চিরানন্দ, চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে প্রয়াসী, সেই সকল উন্নতি-প্রয়াসী মানব যত্নসহকারে নরকদ্বারস্বরূপ এই প্রবৃত্তিত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবে। কারণ ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সমস্ত আসুরী সম্পদ পরিত্যক্ত হইবে। হৃদয়ক্ষেত্র হইতে কাম ক্রোধের মলিনতা একবার বিদূরিত হইলেই তথায় বিবেকের অভ্যুদয় হইবে। এই বিবেক-বলে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মলভাব ধারণ করিলে যেরূপে আত্মোন্নতি সাধিত হইবে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বিবৃত হইবে।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানবের সর্ব্ব-প্রযত্নসহকারে কাম, ক্রোধ এবং লোভ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব চেষ্টা এবং অভ্যাস দ্বারা সতত এই প্রবৃত্তিত্রয়কে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিতে যত্ন করিবে। এই প্রবৃত্তিত্রয় হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারিলেই আত্মোন্নতি অবশ্যম্ভাবী ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥ ২২ ॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ (নরকসাধনভূতৈঃ) বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (তপোযোগাদিকং) আচরতি (অনুতিষ্ঠতি) ততঃ (তস্মাৎ) পরাং (উৎকৃষ্টাং) গতিং যাতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয়! এই তিন নরক-দ্বারি-কর্ত্তৃক বিমুক্ত মানব আপনার হিতকে অনুষ্ঠান-করে, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট গতিকে প্রাপ্ত-হয়॥ ২২

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয়! এই তিনপ্রকার নরকদ্বার হইতে বিমুক্ত মানব আপনার শ্রেয়ঃসাধক তপোযোগাদির অনুষ্ঠান করে, এবং সেই অনুষ্ঠানের ফলে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২২॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতৈরিতি। এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয়! তমোদ্বারৈস্তমসো নরকস্য দুঃখমোহাত্মকস্য দ্বারাণি কামাদয়স্তৈরেতৈস্ত্রিভির্ব্বিমুক্তো নর আচরত্যনুতিষ্ঠতি কিমাত্মনঃ শ্রেয়ো যৎপ্রতিবন্ধঃ পূর্ব্বং নাচরতি তদপগমাদাচরতি ততস্তদাচরণাত্তস্মা যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপি ইতি॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—ন কেবলং শ্রেয়ঃ সমাচরন্নাসুরীং চ সম্পদং বর্জয়ন্মোক্ষমেব সম্যগ্ধীদ্বারা লভতে কিন্তু লৌকিকমপি সুখমিত্যপেরার্থঃ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—এতৈরিতি। এতৈঃ কামক্রোধলোভৈস্তমোদ্বারৈর্ম্মদ্বিপরীতজ্ঞানহেতুভির্ব্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি লব্ধমদ্বিজ্ঞানো মদানুকূল্যে প্রবর্ত্ততে। ততো মামেব পরাং গতিং যাতি॥ ২২ ॥

হনুমান্।—এতৎত্রয়ত্যাগে কিং ফলমিত্যত্রাহ এতৈরিতি। এতৈস্তমোদ্বারৈর্নরকদ্বারৈর্বিমুক্তঃ আচরতি তিষ্ঠতি অনুগচ্ছতি সিদ্ধিং পুরুষার্থপ্রাপ্তিযোগ্যতাম্॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্ব্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥ ২২ ॥

বলদেব।—তত্ত্যাগে ফলমাহ এতৈরিতি। শ্রেয়ঃ স্বাশ্রমকর্ম্মাদিশ্রেয়ঃসাধনম্। পরাং [illegible]॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—এতত্ত্রয়ং ত্যজতঃ কিং স্যাদিতি তত্রাহ এতৈরিতি। এতৈঃ কামক্রোধ-লোভৈস্তমোদ্বারৈর্নরকসাধনৈর্বিমুক্তো বিরহিতঃ পুরুষ আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়োযদ্ধিতং বেদবোধিতং হে কৌন্তেয়! পূর্ব্বং হি কামাদিপ্রতিবদ্ধঃ শ্রেয়ো নাচরতি যেন পুরুষার্থঃ সিধ্যেৎ অশ্রেয়শ্চাচরতি যেন নিরয়পাতঃ স্যাৎ, অধুনা তৎপ্রতিবন্ধরহিতঃ সন্নশ্রেয়ো নাচরতি শ্রেয়শ্চাচরতি, ততশ্চ ঐহিকীং সুখমনুভূয় সম্যগ্ধীদ্বারা যাতি পরাং গতিং মোক্ষম্॥ ২২॥

নীলকণ্ঠ।—কামাদিত্রয়ত্যাগে কিং স্যাদত আহ এতৈরিতি। তমোদ্বারৈঃ তমসোনরকস্য দুঃখমোহাত্মকস্য দ্বারভূতৈর্বিমুক্তঃ সন্নাত্মনঃ শ্রেয়ঃ কল্যাণং ভগবদারাধনাদিকম্ আচরতি ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং যাতি তস্মাৎ কামাদিত্রয়ং ত্যজেদিতি॥ ২২॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনই আসুরযোনি প্রাপ্তির কারণ এবং নরকের দ্বার-স্বরূপ। অতএব যত্নসহকারে এই তিনটীকে ত্যাগ করা বিধেয়। এইরূপ ত্যাগ দ্বারা কিরূপ ফলোৎপত্তি হয়, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! কাম ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটী নরকের দ্বারস্বরূপ ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই প্রবৃত্তিত্রয় হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই পুরুষ আপনার হিতসাধক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। পুরুষ যৎকালে এই প্রবৃত্তিত্রয়ের বশীভূত থাকে, তৎকালে সে কোনও হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। সে সময়ে তাহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং কোন্ কর্ম্ম তাহার কল্যাণ-জনক, কোন্ কর্ম্ম করিলে সে পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে, কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহার সুদৃঢ় সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে এবং সে পরম-মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে, তাহা তাহার বোধগম্য হয় না। এইজন্যই সে ব্যক্তি নিয়ত বিবিধ বীভৎস কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, পশুবৎ নিন্দিত আচরণ দ্বারা পরলোকের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়, এবং তন্তুকীট যেরূপ আপনার কার্য্যের দ্বারা আপনিই বন্দী হয়, তদ্রূপ সেও স্বীয় নিন্দিত কার্য্যের দ্বারা আপনাকে সংসারে নিবদ্ধ করে। সে তৎকালে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাই তাহার নিরতিশয় অকল্যাণকর, এবং পুরুষার্থ সিদ্ধির প্রতিকূল। এইরূপ অসৎপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সে ব্যক্তি প্রতি-নিয়ত এবম্বিধ কার্য্য-কলাপের অনুসরণ করে, যাহা তাহার নরকনিপাতের নিরতিশয় অনুকূল। কিন্তু সেই পুরুষ যৎকালে এই কামাদিকে পরিত্যাগ

করিতে সমর্থ হয়, তৎকালে অসদনুষ্ঠানের প্রতিকূল এবং সদনুষ্ঠানের অনুকূল প্রবৃত্তি নিচয় তাহাকে আশ্রয় করে, এবং সেই সৎপ্রবৃত্তি নিচয়ের অনুসরণ করিয়া সে ব্যক্তি আপনার শ্রেয়স্কর কার্য্য সমূহ অনায়াসে সাধন করিতে পারে। এক্ষণে যদিও সে সংস্কার বশে কদাচিৎ কোন অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, যদিই সে কখনও আত্মার অহিতজনক কোনও দুষ্কর্ম্ম সাধন করিতে অভিলাষ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বিবেক আসিয়া তাহার অভিলষিত কার্য্যের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হয়, এবং তাহার উন্মার্গগামী চিত্তকে শাসিত করিয়া পুনর্ব্বার সৎপথে চালিত করে। তৎকালে কামক্রোধাদি আসিয়া আর তদনুষ্ঠিত সৎপ্রবৃত্তির বিঘ্ন স্বরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে না, সে যে কোন শ্রেয়স্কর আত্মোন্নতি সাধক কার্য্য করিতে সমুদ্যত হয়, তাহাই তাহার বিনা বাধায় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন বিবিধ সদ্গুণ আসিয়া তাহার চিত্তক্ষেত্রেকে আশ্রয় করে। সেই সকল গুণের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ সর্ব্বজীবে দয়া, ভগবদ্ভক্তি, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি সাধু অনুষ্ঠানে রত হয়। এই সমস্ত কার্য্যই পরম শ্রেয়স্কর এবং আত্মার পরমোন্নতি সাধক; এই সকলের অনুষ্ঠান দ্বারা পরলোকে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে এবং ইহলোকেও বিবিধ সুখ সন্তোষ লাভ হয়। এই রূপে সেই মানব স্বস্ব আশ্রম বিহিত বেদানুমোদিত কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ক্রমে তাহার হৃদয়ের যাবতীয় মলিনতা বিদূরিত হইয়া তাহা বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি অনায়াসে গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এই ভগবদ্ভক্তির প্রাবল্যে ঈশ্বরের প্রীতিজনক কার্য্য সমুহের অনুষ্ঠান করিতে করিতে মানব ক্রমশঃ কামনা বিহীন হইয়া জ্ঞানের উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে থাকে। এবম্বিধ কার্য্যের দ্বারা তাহার সংসারবন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া থাকে, এবং পরিশেষে পুরুষ পরমাগতি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া কৃত-কার্য্য হয়।

[illegible] ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাম, ক্রোধ, লোভই যাবতীয় [illegible] মূল এবং ইহাদের পরিহারই সকল পুরুষার্থের হেতু। কামাদির [illegible] [illegible] প্রাপ্তির কারণ, এবং তন্নির্ম্মুক্ততাই পরমাগতি লাভের [illegible]

প্রকৃষ্ট পথ। অতএব মানবের সর্ব্বদাই এই প্রবৃত্তিনিচয় হইতে দূরে অবস্থান পূর্ব্বক বিবেকের সহায়তা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥

——ঃ০ঃ——

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

অন্বয়।—যঃ শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রানুশাসনম্) উৎসৃজ্য (পরিহৃত্য) কামকারতঃ (স্বেচ্ছাপরতন্ত্রঃ) [সন্] বর্ত্ততে (তিষ্ঠতি) স সিদ্ধিং (তত্ত্বজ্ঞানং) ন অবাপ্নোতি (লুব্ধুং শক্যতে) ন সুখং ন পরাং (প্রকৃষ্টাং) গতিম্ (মোক্ষম্) [অবাপ্নোতি] ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—যে শাস্ত্র-বিধিকে ত্যাগ-করিয়া স্বেচ্ছা-পরতন্ত্র [হইয়া] থাকে, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত-হয় না, সুখ না, উৎকৃষ্ট গতি [প্রাপ্ত-হয়] না ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুশাসন বাক্যসমূহ উলঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকে, সে ব্যক্তি কখনও তত্ত্বজ্ঞান ঐহিকসুখ বা মোক্ষ কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বস্যৈতস্যাসুরীসম্পৎপরিবর্জ্জনস্য শ্রেয় আচরণস্য শাস্ত্রং কারণং, শাস্ত্রপ্রমাণাদুভয়ং শক্যং কর্ত্তুং নান্যথা, অতঃ যঃ শাস্ত্রেতি। যঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রং বেদঃ তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যমুৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা বর্ত্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্ ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্যতামাপ্নোতি। নাপ্যস্মিন্ লোকে সুখং নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—আসুর্য্যাঃ সম্পদোর্ব্বর্জ্জনে শ্রেয়সশ্চ করণে কিং কারণং তদাহ সর্ব্বস্যেতি। তস্য কারণত্বং সাধয়তি শাস্ত্রেতি। উক্তমুপজীব্যানন্তরশ্লোকং প্রবর্ত্তয়তি অতইতি। শিষ্যতে অনুশিষ্যতে বোধ্যতেঽনেনাপূর্ব্বোঽর্থ ইতি শাস্ত্রং তচ্চ বিধিনিষেধাত্মকমিত্যুপেত্য ব্যাচষ্টে কর্ত্তব্যেতি। কামস্য করণং কামকারঃ তস্মাদ্ধেতোরিত্যুপেত্য কামাধীনা শাস্ত্রবিমুখস্য প্রবৃত্তিরিত্যাহ কামেতি। কামাধীনপ্রবৃত্তেঃ সদা পুমর্থাযোগস্য সর্ব্বপুরুষার্থাসিদ্ধিরিত্যাহ নাপীতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—শাস্ত্রানাদরো অস্য নরকস্য প্রধানহেতুরিত্যাহ য ইতি। শাস্ত্রং বেদাঃ বিধিরনুশাসনং বেদাখ্যং মদনুশাসনমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো বর্ত্ততে স্বচ্ছন্দানুগুণমার্গেষু

বর্ত্ততে। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন কামপ্যামুষ্মিকীং সিদ্ধিমবাপ্নোতি ঐহিকমপি ন সুখং কিঞ্চিদাপ্নোতি কুতঃ পরাং গতিং প্রাপ্নোতীতার্থঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—সুখং স্বর্গং পরাং গতিং মোক্ষম্॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতোযথেষ্টং বর্ত্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রপ্নোতি ন চ সুখমুপশমং ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—কামাদিত্যাগঃ স্বধর্ম্মাদ্বিনা ন ভবেৎ স্বধর্ম্মশ্চ শাস্ত্রাদ্বিনা ন সিধ্যেদতঃ শাস্ত্রমেবাস্থেয়ং সুধিয়েত্যাহ য ইতি। কামকারতঃ স্বাচ্ছন্দ্যেন যো বর্ত্ততে বিহিতমপি ন করোতি নিষিদ্ধমপি করোতীত্যর্থঃ। স সিদ্ধিং পুমর্থোপায়ভূতাং হৃদ্বিশুদ্ধিং নৈবাপ্নোতি সুখমুপশমাত্মকং চ পরাং গতিং মুক্তিং কুতো বাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—যস্মাদশ্রেয়সোনাচরণস্য শ্রেয় আচরণস্য চ শাস্ত্রমেব নিমিত্তং তয়োঃ শাস্ত্রৈক-গম্যত্বাৎ, তস্মাৎ শিষ্যতেঽপূর্ব্বাহর্থোবোধ্যতেঽনেনেতি শাস্ত্রং বেদঃ তদুপজীবিস্মৃতিপুরাণাদি চ তৎসম্বন্ধি বিধির্লিঙাদিশব্দঃ কুর্য্যান্ কুর্য্যা দিত্যেবং প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহেতুর্বিধি-নিষেধাখ্যস্তং শাস্ত্রবিধিং বিধিনিষেধাতিরিক্তমপি ব্রহ্মপ্রতিপাদকং শাস্ত্রমস্তীতি সূচয়িতুং বিধিশব্দঃ। উৎসৃজ্য অশ্রদ্ধয়া পরিত্যজ্য কামকারতঃ স্বেচ্ছামাত্রেণ বর্ত্ততে বিহিতমপি নাচরতি নিষিদ্ধমপ্যা-চরতি যঃ স সিদ্ধিং পুরুষার্থপ্রাপ্তিযোগ্যামন্তঃকরণশুদ্ধিং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি নাপ্নোতি ন সুখমৈহিকং নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ।। ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন কেবলং কাষ্ঠতপস্বিবৎ কামাদিত্যাগমাত্রেণ উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তীসিদ্ধ্যতীত্যাহ য ইতি। শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রেণ ইষ্টসাধনতয়ানিষ্টসাধনতয়া চ জ্ঞাপিতং "ব্রাহ্মণোযজেত ন সুরাং পিবেদি" ত্যাদিনা বিহিতং নিষিদ্ধং চ উৎসৃজ্য বিহিতমকরণেন নিষিদ্ধম্ আচরণেন চ উৎসৃজ্য যোবর্ত্ততে কামকারত ইচ্ছয়া সঃ সিদ্ধিং চিত্তশুদ্ধিং সুখং বৈরাগ্যাদিজনিতাং তৃপ্তিং পরাং গতিং মোক্ষং চ নাবাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—আস্তিক্যবত এব শ্রেয় ইত্যাহ য ইতি কামকারতঃ কামচারতঃ। আস্তিকা এববিন্দন্তি সদ্গতিং সন্ত এবতে। নাস্তিকা নরকং যান্তীত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥ ২৩ ॥ ॥ ২৪ ॥

ইতি সারার্থ বর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাম্। গীতাসুষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কাম ক্রোধাদি আসুরী সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়ঃসাধক শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এক্ষণে শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিতেছেন যে, যে সকল ব্যক্তি স্বধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্র * নির্দ্দিষ্ট মার্গের অনুসরণ করে, তাহারাই চরমে পরমা সিদ্ধি

* শাস্ত্র।—যাহা শাসন করে অর্থাৎ সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করে, তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র অষ্টাদশ প্রকার। যথা ;—"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থ শাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টা-

লাভ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু যাহারা তদ্বিরোধী, তাহারা কদাপি মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। যদ্দারা অপূর্ব্ব অর্থ বোধগম্য তাহাই শাস্ত্র। বেদ, তদুপজীবি স্মৃতি পুরাণাদি এবং এতদ্দ্বয়নির্দ্দিষ্ট বিধিলিঙাদি তিঙ্ প্রত্যয়যুক্ত "কর" এইরূপ প্রবর্ত্তনাত্মক কর্ত্তব্যসূচক বিধিবাক্য ও "করিও

দশৈব তাঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব) অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দ এই ষড়ঙ্গ, সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র অষ্টাদশ পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র, এই অষ্টাদশ প্রকার শাস্ত্র। ১ শিক্ষা; অকারাদি হকারান্ত সমুদায়ে চতুষষ্ঠি ৬৪ (কাহারও মতে ৬৩) বর্ণ আছে। ইহাদের প্রত্যেকের উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ ভেদে বিভিন্ন প্রকার উচ্চারণ। যথাযথরূপে সেই উচ্চারণ শিক্ষা না করিলে বেদপাঠে অধিকারী হয় না। এই উচ্চারণ শিক্ষা যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাই শিক্ষা শাস্ত্র। ২ কল্প; এই শাস্ত্রে বৈদিক যাগ ক্রিয়ার বিশেষরূপ উপদেশ আছে। ৩ ব্যাকরণ; সাধ্য, সাধন, কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, সমাস প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান যদ্দারা উৎপন্ন হয়, তাহাই ব্যাকরণ; ব্যাকরণ জ্ঞান জন্মিলে সাধুশব্দ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। ইহাতে শব্দের পরস্পর সন্ধিপ্রকরণ, সুবন্তপ্রকরণ, তিঙন্তপ্রকরণ, কৃদন্তপ্রকরণ, কারক, সমাস এবং তদ্ধিত-প্রকরণ সন্নিবিষ্ট আছে। ব্যাকরণ জ্ঞান না হইলে কোন শাস্ত্র পাঠেরই অধিকার জন্মে না। গরুড় পুরাণে এক কুমারব্যাকরণ এবং অগ্নি পুরাণে কার্ত্তিকেয় কৃত এক ব্যকরণের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ব্যাকরণ আছে। মহেশ প্রণীত মহেশ ব্যাকরণ অধুনা এতদ্দেশে প্রচলিত নাই। ভগবান্ পাণিনি মুনিকৃত পাণিনি, সর্ব্ববর্ম্ম কৃত কলাপ, ক্রমদীশ্বর প্রণীত সংক্ষিপ্তসার, বোপদেব রচিত মুগ্ধবোধ, ভট্টোজী দীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদী, পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত সুপদ্ম গোস্বামী কৃত হরিনামামৃত, এবং স্বরূপাচার্য্য প্রণীত সারস্বত ব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যাকরণ সমূহই এক্ষণে এতদ্দেশে অধীত হইয়া থাকে। ৪ নিরুক্ত; যাহাতে বর্ণাগম এবং বর্ণ বিপর্য্যয় প্রভৃতির বিশেষ বিধান আছে, তাহা নিরুক্ত। ৫ জ্যোতিষ; গ্রহণাদি গণনা বিধায়ক শাস্ত্র। হোরা, গণিত, সংহিতা কেরলি এবং শাকুন, ইহার এই পঞ্চ স্কন্ধ। এই শাস্ত্র অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ ইহার দ্বারা জগতে শুভাশুভ নির্ণয় এবং যজ্ঞ, অধ্যয়ণ, গ্রহ, সংক্রমণ ও অন্যান্য বিবিধ কর্ম্মের কালাদি নিরূপিত হইয়া থাকে। দ্বিজগণের ইহা অধ্যয়ণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। "সিদ্ধান্ত সংহিতা হোরারূপ স্কন্ধত্রয়াত্মকং। বেদস্য নির্ম্মলং চক্ষু র্জ্যোতিঃশাস্ত্রমকল্মষং। বিনৈতদখিলং শ্রৌতং স্মার্ত্তং কর্ম্ম ন সিধ্যতি। তস্মাজ্জগদ্ধিতায়েদং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা। অতএব দ্বিজৈরেতদধ্যেতব্যং প্রযত্নতঃ॥" অর্থাৎ সিদ্ধান্তসংহিতা হোরারূপ স্কন্ধ ত্রয়াত্মক জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদের সুনির্ম্মল চক্ষুস্বরূপ। এই শাস্ত্র ব্যতীত শ্রৌত বা স্মার্ত্ত কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। অতএব জগতের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মা ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিজগণের প্রযত্ন সহকারে ইহার অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক। অপিচ, "বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তা কালানুপূর্ব্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ। তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞান্॥" (বেদাঙ্গ জ্যোতিষ) অর্থাৎ বেদসমূহ যজ্ঞার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং যজ্ঞ সকল কাল নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিহিত হইয়াছে। অতএব যে এই কাল বিধানক জ্যোতিষ শাস্ত্র অবগত হয়, সে সমস্ত যজ্ঞই অনায়াসে জানিতে পারে। এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা মানবের সাময়িক শুভাশুভ নিরূপিত হইয়া থাকে। ৬ ছন্দ;

না" ইত্যাকার নিবর্ত্তনাত্মক অকর্ত্তব্য বোধক নিষেধ বাক্য শাস্ত্র নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি প্রাষণ্ড, সে গর্ব্ব বা অশ্রদ্ধা সহকারে এই শাস্ত্র বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হয়। সে মনে করে, এই সমস্ত শাস্ত্র কল্পনা-প্রসূত উপন্যাস মাত্র, ইহার কোন মূল বা সারবত্তা নাই। ইহা ভণ্ড

চারিচরণাত্মক পদ্যের নাম ছন্দ। ইহা বৃত্ত ও জাতি ভেদে দ্বিবিধ। অক্ষরের গণনানুসারে যে ছন্দ হয় তাহা বৃত্ত এবং মাত্রাগণনানুসারে যাহা হয় তাহা জাতি। সম, অর্দ্ধসম এবং বিষম ভেদে বৃত্ত তিন প্রকার। যাহার চারিচরণ সমান, তাহাই সম; যাহার প্রথম চরণ ও তৃতীয় চরণে এবং দ্বিতীয়চরণ ও চতুর্থচরণে সমতা থাকে তাহা অর্দ্ধসম, এবং যাহার চারিচরণই বিভিন্ন রূপ তাহাই বিষম। ছন্দ বিবিধ, এ স্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান অসম্ভব। (ছন্দোমঞ্জরী, শ্রুতবোধ প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য) শিক্ষা হইতে ছন্দ পর্য্যন্ত এই ষড়্‌বিধ শাস্ত্র বেদের অঙ্গস্বরূপ, এই জন্যই ইহার নাম অঙ্গশাস্ত্র। "ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোহথ পঠ্যতে। জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে। শিক্ষা ঘ্রাণন্তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং।" (অগ্নিপুরাণ) অর্থাৎ ছন্দ বেদের চরণস্বরূপ, কল্প হস্ত, জ্যোতিষ চক্ষু, নিরুক্ত শ্রোত্র, শিক্ষা ঘ্রাণ এবং ব্যাকরণ মুখরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এই ষড়ঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী না হইলে বেদে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় না। (বেদের বিশেষ বিবরণ ১৩২৯ পৃষ্ঠার টীপ্পিনীতে দ্রষ্টব্য) মীমাংসা; পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা; জৈমিনিকৃত পুর্ব্বমিমাংসা কর্ম্মকাণ্ড, বেদব্যাস কৃত উত্তর মীমাংসা আত্মজ্ঞান নিরূপক; ইহাই বেদান্ত নামে অভিহিত। (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ন্যায়; ষড়দর্শনান্তর্গত দর্শন বিশেষ। ইহা তর্ক শাস্ত্র ও আন্বীক্ষিকী বিদ্যা নামে অভি-হিত। মহর্ষি গোতম এই শাস্ত্রের প্রণেতা। তিনি, চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণের মত খণ্ডন করিয়া ইহাতে জগৎকারণ ঈশ্বরের সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সংশয়াদি নিরূপণ দ্বারা বেদার্থের নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ স্থান, এই ষোড়শ পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে। বাৎস্যায়ন ইহার ভাষ্যকার। কাত্যায়ন সেই ভাষ্যের বার্ত্তিকসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং বাচস্পতি মিশ্র তাহার টীকা রচনা করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের ছাত্র উদয়নাচার্য্য কুসুমা-ঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। এতদ্ভিন্ন গঙ্গেশ উপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এতদ্বিষয়ক বিস্তর গ্রন্থ এবং বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শাস্ত্রে অন্ধপঙ্গুন্যায় কৈমুতিক ন্যায়, বীজাঙ্কুর ন্যায়, দণ্ডাপূপন্যায়, সূচী কটাহন্যায়, লূতাতন্তু ন্যায় প্রভৃতি বহুবিধ প্রসিদ্ধ ন্যায়ের অবতারণা আছে। (২৫৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ধর্ম্মশাস্ত্র; মন্বাদি প্রণীত শাস্ত্রের নাম ধর্ম্ম শাস্ত্র। স্মৃতি ইহার নামান্তর। "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্কোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতি। পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপ বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ।" অর্থাৎ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং বশিষ্ঠ এই বিংশতিজন ঋষি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা। ইঁহারাই প্রধান, তদ্ভিন্ন আরও অনেকে বহু ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্দেশে মনু প্রণীত স্মৃতিরই প্রাধান্য। "বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।" (কুল্লুকভট্ট) অর্থাৎ বেদার্থের নিবন্ধ্‌ কারি মনুর স্মৃতির প্রধান। মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি, তাহা প্রশস্ত নয়। অধুনা বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত স্মৃতির ব্যবস্থাই প্রচলিত। তিনি বিবিধ শাস্ত্রের সার

ব্রাহ্মণগণের উর্বর মস্তিষ্কজাত মিথ্যা রচনা মাত্র। এইরূপ মনে করিয়া সেই পাষণ্ড নাস্তিক ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে সকল শাস্ত্রবিধি অতি ক্লেশজনক বা বহুব্যয়সাধ্য, তৎসমস্তকে সে পরিত্যাগ করে, এবং যাহা অনায়াসসাধ্য বা ক্লেশজনক নহে, তাহারই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। যে সকল নিষেধ বাক্য পালন করিতে হইলে বিবিধ অসু-বিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার অজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে সুখপ্রদ এবং আনন্দ

সংকলন পূর্ব্বক তাহাদের সামঞ্জস্য করিয়া তিথিতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রণয়ন করিয়াছেন। দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তিনি যে সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহা আধুনিক কালানুরূপ। (১৮৮ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) পুরাণ; ব্যাসাদি মুনিগণ বেদার্থ বর্ণিত আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে শাস্ত্র সমূহ রচনা করিয়াছেন, তাহাই পুরাণ শাস্ত্র। ইহা সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণাত্মক। মহাপুরাণের সর্গ, বিসর্গ, বৃত্তি প্রভৃতি আরও দশবিধ লক্ষণ আছে। ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবত, নারদপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, স্কন্দ-পুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, এইগুলি অষ্টাদশ মহাপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে সমুদায়ে চারিলক্ষ শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বায়ুপুরাণ, শাম্বপুরাণ প্রভৃতি আরও অনেক উপপুরাণ আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, নারদপুরাণ, ভাগবত, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং বরাহ পুরাণ এই ছয়টী সাত্ত্বিকপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন এবং ব্রহ্ম এই ছয়টী রাজসপুরাণ; মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এবং অগ্নি এই ছয় তামসপুরাণ। সাত্ত্বিকপুরাণ সমূহ মোক্ষপ্রদ, রাজসপুরাণ সমূহ স্বর্গপ্রদ এবং তামসপুরাণ সমূহ নরকবিধায়ক। ব্রহ্মপুরাণের শ্লোক সংখ্যা দশ সহস্র; ইহা পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগে বিভক্ত। পদ্মপুরাণ; ইহাতে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র (৫৫ হাজার) শ্লোক নিবদ্ধ আছে। ইহা সৃষ্টিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, পাতালখণ্ড, এবং উত্তরখণ্ড নামক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োবিংশতি সহস্র (২৩ হাজার) শ্লোকাত্মক। ইহাতে দুইটী ভাগ আছে। প্রথম ভাগ ষষ্ঠাংশে বিভক্ত। বায়ু-পুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র (২৪ হাজার) শ্লোক। ইহাতে পূর্ব্বভাগ এবং উত্তরভাগ এই দুই ভাগ আছে। ভাগবত; ইহা অষ্টাদশ সহস্র (১৮ হাজার) শ্লোক বিশিষ্ট এবং দ্বাদশটী স্কন্ধে বিভক্ত। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয়। নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র (২৫ হাজার) শ্লোক এবং পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগ এই দুই ভাগ আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বভাগ চতুর্থ পাদে বিভক্ত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ নবম সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট। অগ্নিপুরাণ; ইহাতে দশসহস্র শ্লোক নিবদ্ধ আছে। ভবিষ্যপুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র পঞ্চশত শ্লোকাত্মক। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকবিশিষ্ট। ইহা ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতি খণ্ড, গণেশখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, এই চারি-খণ্ডে বিভক্ত।

লিঙ্গপুরাণ; ইহার শ্লোক সংখ্যা একাদশ সহস্র (১১ হাজার) ইহার পূর্ব্বভাগ এবং উত্তর ভাগ এই দুই বিভাগ আছে। বরাহ পুরাণ; ইহা চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক নিবদ্ধ। ইহাও পূর্ব্বভাগ এবং উত্তর ভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। স্কন্দপুরাণ; ইহাতে একাশীতি সহস্র

দায়ক হইলেও যাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া আপাততঃ ক্ষণিক সুখলাভ আশায় সেই সকল শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি তাহার ইচ্ছাকেই শাস্ত্রবিহিত এবং অনিচ্ছাকেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ জ্ঞান করে। এইরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ-

---

একশত (৮১ হাজার ১ শত) শ্লোক আছে। ইহাতে মাহেশ্বর খণ্ড, বৈষ্ণব খণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড, কাশীখণ্ড, অবন্তী খণ্ড, নাগর খণ্ড, এবং প্রভাস খণ্ড এই সপ্তম খণ্ড আছে। বামন পুরাণ; ইহাতে দশসহস্র সংখ্যক শ্লোক আছে। ইহাও পূর্ব্ব ভাগ এবং উত্তর ভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। কূর্ম্মপুরাণ; ইহার শ্লোক সপ্তদশ সহস্র (১৭ হাজার) সংখ্যক। ইহাতেও পূর্ব্ব ভাগ এবং উত্তর ভাগ এই ভাগদ্বয় আছে। মৎস্যপুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকাত্মক এবং পূর্ব্ব খণ্ড ও উত্তর খণ্ড এই দুই খণ্ডদ্বয়াত্মক। গরুড় পুরাণ; ইহাতে ঊনবিংশতি সহস্র (১৯ হাজার) শ্লোক আছে। ইহাও পূর্ব্ব খণ্ড এবং উত্তর খণ্ডাত্মক। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ; ইহার শ্লোক সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র ইহা পূর্ব্ব মধ্যম এবং উত্তর ভাগত্রয়ে বিভক্ত। এই সমস্ত পুরাণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে বিবিধ পাপ ক্ষয় এবং অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হয়। আয়ুর্ব্বেদ ইহা চিকিৎসা শাস্ত্র। "আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধিনিদানং শমনং তথা। বিদ্যন্তে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে। অনেন পুরুষো যস্মাৎ আয়ুর্ব্বিদন্তি বেত্তি চ। তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতিস্মৃতঃ।" (ভাবপ্রকাশ) অর্থাৎ আয়ু, হিতাহিত এবং ব্যাধির নিদান ও প্রশমন যাহাতে বিদ্যমান, তাহাই আয়ুর্ব্বেদ। এই শাস্ত্রের দ্বারা পুরুষ আয়ুকে জানিতে পারে এই নিমিত্তই ইহা আয়ুর্ব্বেদ। ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ নামক এক বেদ প্রণয়ন করিলেন। এবং ঐ বেদ তিনি সূর্য্যকে প্রদান করিলেন। সূর্য্যদেব সেই বেদ হইতে আর একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিয়া তাহা আপনার শিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইলেন। শিষ্যগণ তাহা অধ্যয়ন করিয়া সকলে এক একখানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে ধন্বন্তরী চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দিবোদাস চিকিৎসা দর্পণ, কাশীরাজ চিকিৎসা কৌমুদী, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় চিকিৎসা সারতন্ত্র, নকুল বৈদ্যকসর্ব্বস্ব এবং সহদেব ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দন নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। অনন্তর যম জ্ঞানার্ণব, মহর্ষি চ্যবন জীবদান নামক তন্ত্র, যোগীবর জনক বৈদ্য সন্দেহ ভঞ্জন, বুধ সর্ব্বসার, জাবাল তন্ত্রসার এবং জাজালি ঋষি বেদাঙ্গসার নামে গ্রন্থ প্রকাশিত করেন; তৎপরে পৈল নিদান নামক তন্ত্র, করথ ঋষি সর্ব্বধর এবং অগস্ত্য দ্বৈধনির্ণয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ষোড়শ ঋষি প্রণীত এই ষোড়শ গ্রন্থ চিকিৎসা শাস্ত্রের বীজস্বরূপ; ইহাদের মধ্যে ব্যাধিনাশ এবং বলাধানের বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ধনুর্ব্বেদ; ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ। ইহাতে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ক উপদেশ ও উপায় সমূহ আছে। গন্ধর্ব্ব বিদ্যা; ইহা সঙ্গীত শাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। সোমেশ্বর, ভরত, হনুমান্, এবং কল্লিনাথ এই চারিজন প্রণীত, চতুর্ব্বিধ সঙ্গীত শাস্ত্র আছে। তন্মধ্যে অধুনা হনুমৎ প্রণীত শাস্ত্রই প্রচলিত। ইহাতে স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, তালাধ্যায়, নৃত্যাধ্যায়, ভাবাধ্যায়, কোকাধ্যায়, এবং হস্তাধ্যায়, এই সপ্ত অধ্যায় আছে। (বিশেষ বিবরণ সঙ্গীত শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য) অর্থ শাস্ত্র; অর্থাৎ চাণক্যাদি প্রণীত নীতি শাস্ত্র। যে শাস্ত্র দ্বারা সংসারে বৈষয়িক ব্যাপার সমূহ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয়, তাহাই অর্থশাস্ত্র।

বিরহিত সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারের বশতাপন্ন হইয়া শাস্ত্রবিহিত পারত্রিক মঙ্গলপ্রদ কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিতে একান্ত বিরত হয়, এবং শাস্ত্রে নিষিদ্ধ রূপে পরিগণিত ঐহিক ক্ষণিক সুখপ্রদ কিন্তু পরিণামে নরকপ্রদ বেদবিগর্হিত কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকে। এতাদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা সে সর্ব্ব পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। তাহার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর কলুষিত হইতে থাকে। এইরূপ ব্যক্তি কোনকালেই সিদ্ধি লাভের অধিকারী হয় না। সে ঐহিক সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, অর্থাৎ উত্তরোত্তর শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার চিত্ত ক্রমেই অনির্ম্মল হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা সে কোন দিনই সংসারে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে ঐহিক সুখে বঞ্চিত হইয়া সে পরম গতি অর্থাৎ স্বর্গ বা মোক্ষ লাভেরও অধিকারী হয় না। অতএব সতত স্বধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক শাস্ত্র বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর ॥২৩॥

——:০:——

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

——:০:——

অন্বয়।—তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাবধারণে) শাস্ত্রং তে (তব) প্রমাণং (নিয়ন্তৃ) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টং) জ্ঞাত্বা (বিজ্ঞায়) ইহ (কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ) কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥২৪॥

প্রতিশব্দ।—সেই-হেতু কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-নিশ্চয়ে শাস্ত্র তোমার-সম্বন্ধে প্রমাণ, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্টকে জানিয়া এই-কর্ম্মাধিকার-ভূমিতে কর্ম্ম করিবার-নিমিত্ত যোগ্য-হও ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে শাস্ত্রকেই প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য; তুমিও এক্ষণে এই কর্ম্মাধিকার অবস্থায় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্মাদিতি। তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনন্তে তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যব্যবস্থায়ামতোজ্ঞাত্বা বুদ্ধা শাস্ত্রবিধানোক্তং বিধির্ব্বিধানং শাস্ত্রমেব বিধানং শাস্ত্রবিধানং কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিত্যেবংলক্ষণং তেনোক্তং স্বকর্ম্ম যত্তৎ কর্ত্তুমিহার্হসি ইহ ইতি কর্ম্মাধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থম্ ইতি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—শাস্ত্রাদৃতে কর্ম্মণো নিষ্ফলত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তত্র শাস্ত্রস্য প্রমাণত্বেঽপি মম কিং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অত ইতি। স্বকর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদি, ইতি শব্দোঽধ্যায়সমাপ্ত্যর্থঃ। তদনেনাধ্যায়েন প্রাগ্‌ভবীয় কর্ম্মবাসনানুসারেণাভিব্যজ্যমানসাত্ত্বিকাদি—প্রকৃতিত্রয়বিভাগেন—দৈব্যাসুরীতি সম্পৎদ্বয়মাদানহানাভ্যামুপদিশ্য কামক্রোধলোভানপহায় পুরুষার্থিনা শাস্ত্রশ্রবণেন তদুক্তকারিণা ভবিতব্যমিতি নিৰ্দ্ধারিতম্ ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দ পূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দগিরি-বিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্য-বিবেচনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—তস্মাদিতি। তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ উপাদেয়াঽনুপাদেয়ব্যবস্থায়াং তব শাস্ত্রমেব প্রমাণং। ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণোপবৃংহিতা বেদা যদেব পুরুষোত্তমাখ্যং পরং তত্ত্বং তৎ প্রীণনরূপং তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ভূতঞ্চ কর্ম্মাববোধয়ন্তি। তৎ শাস্ত্রবিধানোক্তং তত্ত্বং কর্ম্ম চ জ্ঞাত্বা যথাবদন্যূনাতিরিক্তং বিজ্ঞায় কর্ত্তুমর্হসি তদেবোপাদাতুমর্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্গীতাভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কার্য্যাকার্য্য-

হনুমান্।—তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে তব ব্যবস্থায়াম্। শাস্ত্রবিধানোক্তং, বিধানং বিধিঃ শাস্ত্রমেব বিধানং তেনোক্তং কর্ম্ম ক্রিয়ামিহসংসারে কর্ত্তুমর্হসি যোগ্যো ভবসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—ফলিতমাহ তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্, অতঃ শাস্ত্রবিধিনোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ। দেব-দৈত্যেয়সম্পত্তিসন্বিভাগেন ষোড়শে। তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—যস্মাচ্ছাস্ত্রবিমুখতয়া কামাধীনা প্রবৃত্তিঃ পুমর্থাদ্বিভ্রংশয়তি তস্মাত্তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যমিত্যস্মিন্ বিষয়ে নির্দ্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্ত্রমেব প্রমাণম্ ন তু ভ্রমাদিদোষবতা পুরুষেণোৎপ্রেক্ষিতং বাক্যম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিতি প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনাত্মকেন লিঙ্তব্যাদিপদেনোক্তম্ কর্ম্ম বিহিতং নিষিদ্ধঞ্চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং তৎ পরিত্যজন্ ইহ কর্ম্মভূমৌ বিহিতকর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদি যুদ্ধাদি চ কর্ত্তুমর্হসি লোকসংগ্রহায় ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—যস্মাদেবং যস্মাচ্ছাস্ত্রবিমুখতয়া কামাধীনপ্রবৃত্তিরৈহিকপারত্রিকসর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যা তস্মাত্তে তব শ্রেয়োঽর্থিনঃ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কার্য্যং কিমকার্য্যমিতি বিষয়ে শাস্ত্রং বেদ তদুপজীবিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব বোধকং প্রমাণং নান্যৎ স্বোৎপ্রেক্ষাবুদ্ধবাক্যাদীত্যভিপ্রায়ঃ। এবং চ ইহ কর্ম্মাধিকারভূমৌ শাস্ত্রবিধানেন কুর্য্যান্ন কুর্য্যাদিত্যেবং প্রবর্ত্তনানিবর্ত্তনারূপেণ বৈদিকলিঙাদিপদেনোক্তং কর্ম্ম বিহিতং প্রতিষিদ্ধং চ জ্ঞাত্বা নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্ বিহিতং ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদিকর্ম্ম ত্বং কর্ত্তুমর্হসি সত্ত্বশুদ্ধিপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। তদেবমস্মিন্নধ্যায়ে সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সংপদামূলভূতাৎ সর্ব্বাশ্রেয়ঃপ্রাপকাৎ সর্ব্বশ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকান্মহাদোষান্ কামক্রোধলোভানপহায় শ্রেয়োঽর্থিনা শ্রদ্দধানতয়া শাস্ত্রপ্রবণেন তদুপদিষ্টার্থানুষ্ঠানপরেণ ভবিতব্যমিতি সংপদ্দ্বয়বিভাগপ্রদর্শনমুখেন নির্দ্ধারিতম্॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-বিরচিতায়াং গীতার্থগূঢ়দীপিকায়াং দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—যস্মাচ্ছাস্ত্রাতিগঃ শুদ্ধ্যাদিকং ত্রয়ং নাপ্নোতি তস্মাত্তে তব শুদ্ধ্যাদিকামস্য শাস্ত্রমেব প্রমাণং কিং কার্য্যং কিং ন কার্য্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াম্, এবং জ্ঞাত্বা শাস্ত্রম্ ইদং কর্ত্তব্যমিদং ন কর্ত্তব্যমিতি শাসনং বেদাজ্ঞারূপং বিধানঞ্চ তদুল্লঙ্ঘনে প্রতিসমাধানম্ অগ্নিহোত্রাস্তকরণেহয়ং দোষস্তৎপরিহারার্থমিদং কৃচ্ছ্রাদিকং প্রায়শ্চিত্তং ব্রহ্মহত্যাদিকরণেহয়ং দোষস্তৎপরিহারার্থমিদং বা অশ্বমেধাদি অন্যদ্বা প্রায়শ্চিত্তং শাস্ত্রঞ্চ বিধানঞ্চ তাভ্যামুক্তং কর্ম্ম ইহ মনুষ্যলোকে কর্ত্তুমর্হসি, লোকান্তরে কর্ম্মস্বনধিকারং দর্শয়িতুমিহেত্যুক্তং তদেবং শাস্ত্রানুবর্ত্তিন এব চিত্তশুদ্ধ্যাদিকং নান্যস্যেতি॥ ২৪॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্য প্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধর বংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে বর্ত্তমান অধ্যায়ের উপসংহার কালে শ্রীভগবান্ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থারই বিশেষরূপে অনুসরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। যখন শাস্ত্র বিধি-বিমুখ ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া কামাদির বশীভূত হয় এবং কামাদির অধীন হইয়া ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তখন যাঁহারা আত্মার উন্নতিকামী এবং পরমপদলাভে সমুৎসুক, তাঁহারা যত্নসহকারে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট মার্গেরই অনুসরণ করিবেন, ইহাতে তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক পরম মঙ্গললাভে সমর্থ হইবেন। শ্রীভগবান্ অধ্যায়ান্তে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুগমন করিলে অর্জ্জুন যে শাস্ত্রবিহিত স্বধর্ম্ম পরিপালনরূপ যুদ্ধ করিতে একান্ত বাধ্য, এই শ্লোকে এতাদৃশ ভাবও প্রদর্শন করিতে তিনি অভিলাষী হইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্ব স্ব ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে পরিভ্রমণ করে, তাহারা কোনরূপ পুরুষার্থলাভ করিতে অথবা সুখ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে সক্ষম হয় না, ইহাই পূর্ব্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব তুমি যখন পুরুষার্থলাভের জন্য একান্ত সমুৎসুক, যখন ধর্ম্মমার্গে অবস্থানপূর্ব্বক ঐহিক এবং পারত্রিক পরম মঙ্গললাভ করিবার জন্য তোমার হৃদয় চিরদিনই ব্যাকুল,

তখন শাস্ত্র-বিধির অনুসরণ পূর্ব্বক তন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠানই তোমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে একান্ত মঙ্গলভাজন হওয়া যায়, যে কার্য্যদ্বারা সংসারে হিতসাধন বা ধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হয়, সাধুগণ বা মহাজনগণ যে কার্য্যের অনুমোদন বা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই কার্য্য; আর যে কার্য্য নিন্দিত বা ঘৃণিত, যে কার্য্যানুষ্ঠানের ফলে ইহলোকে অশেষ দুর্গতি এবং পরলোকে ভীষণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, যে কার্য্য সংসারের অমঙ্গলজনক বা ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্ট, সাধুগণ ঈশ্বরের অপ্রীতিকর বোধে যে কার্য্যকে পরিহার করিয়া থাকেন, তাহাই অকার্য্য। এ সংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য এতাদৃশ কার্য্যমধ্যে পরিগণিত এবং কোন্ কার্য্য অকার্য্য বোধে পরিত্যাজ্য, এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র তার-স্বরে ইহার ঘোষণা করিতেছে, কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণে অশক্ত মানবগণকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সুগমমার্গের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের সুন্দর ব্যবস্থাদ্বারা ভ্রান্ত মানবকুলকে পরম সদ্গতির উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছে। অতএব সেই শাস্ত্র-বিহিত যে কার্য্য, তাহাই কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। হে অর্জ্জুন! তুমি শাস্ত্রবিহিত এই সমস্ত কার্য্যাকার্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া যাহা শাস্ত্রানুমোদিত তাহার অনুষ্ঠান কর এবং যাহা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ তাহা পরি-বর্জ্জন কর। এখনও তোমার চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হয় নাই। তুমি এখনও সম্পূর্ণ কর্ম্মাধিকারী। অতএব যাবৎ তোমার চিত্ত পরিশুদ্ধ না হয়, তাবৎ তুমি স্বধর্ম্ম পরিপালনরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য। শাস্ত্রাদিতে যুদ্ধই ক্ষত্রি-য়ের স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তুমিও সেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মের পরিপালন করিয়া ইহলোকে যশস্বী এবং পরলোকে মঙ্গল লাভের অধিকারী হও।

এতাবতা সমগ্র অধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাঁহারা আত্মার একান্ত শ্রেয়োভিলাষী, তাঁহারা যাবতীয় আসুরী সম্পদের মূল কারণ, সকল অমঙ্গলের নিদান এবং যাবতীয় শ্রেয়ঃসাধক ফলের প্রতিবন্ধকস্বরূপ কাম, ক্রোধ এবং লোভের পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মার্গের অনুসরণ করিবেন, এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা

আত্মার পরম কল্যাণ সাধিত করিবেন। বর্ত্তমান অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরী সম্পদের বিভাগ প্রদর্শন দ্বারা এই তত্ত্বই নিরূপিত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি শুদ্ধ্যাদি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্যই শুদ্ধ্যাদি লাভে অভিলাষী ব্যক্তির সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। অর্থাৎ কোন্ কার্য্য করণীয় এবং কোন্ কার্য্য অকর্ত্তব্য, এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রের ব্যবস্থা অবগত হইয়া শাস্ত্রশাসনানুসারে কার্য্য করাই বিধেয়। শাস্ত্রে যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ হইয়াছে, বেদে যে সকল অগ্নিহোত্রাদি (১৩০।৬৪০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) কার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়াছে, তৎসমুদায়ই কর্ত্তব্য এবং এই সকল কার্য্যের অকরণে বিশেষ দোষ হয়। এই দোষ পরিহারের নিমিত্ত শাস্ত্রে কৃচ্ছ্রাদি বিবিধ প্রায়-শ্চিত্তের নির্দ্দেশ আছে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপজনক কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিলে পরিণামে নরকাদিগমনরূপ অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রবিহিত অশ্বমেধাদি (১২৬৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বা অন্যবিধ দ্বাদশ বার্ষিকাদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা এই সকল মহাপাপের ক্ষয় হয় এবং তদ্দ্বারা মানব নরকাদি ভীষণ পরিণাম হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যথোক্ত শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া এই কর্ম্মক্ষেত্র মনুষ্যলোকে বিবিধ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। কারণ এই সংসারই কর্ম্মক্ষেত্র, শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্ম এই স্থানেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার পরে তুমি যে লোকে গমন করিবে, তোমার আর কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকিবে না; সেখানে কেবল কর্ম্মানুযায়ী শুভাশুভ ফলের ভোগমাত্র অধিকার। এখানে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, লোকান্তরে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। অতএব তুমি যাবৎ এই কর্ম্ম-ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিয়া কর্ম্ম করিবার সুযোগ লাভ করিতেছ, তাবৎ সাবধান-চিত্তে বিবিধ শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা লোকান্তরে সদ্গতির উপায় কর। অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে চিত্তশুদ্ধ্যাদি সহকারে বেদানুমোদিত কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। বর্ত্তমান ষোড়শাধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরী সম্পত্তির বিভাগের দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার-বাক্য। যাঁহারা বেদনিষ্ঠ, তাঁহারাই স্বর্গ এবং শাশ্বত মোক্ষকে লাভ করেন, এবং যাহারা বেদ-বহিষ্কৃত তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে, ষোড়শোঽধ্যায়ে ইহাই নিরূপিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার-বাক্য। যাঁহারা আস্তিক, তাঁহারাই সদ্গতিকে প্রাপ্ত হন এবং যাহারা নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করে, ইহাই অধ্যায়ার্থ নিরূপিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—দেবাসুর বিভাগোক্তিপূর্ব্বিকা শাস্ত্রবশ্যতা। তত্ত্বানুষ্ঠানবিজ্ঞানস্থেম্নে ষোড়শ উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য।—দৈব এবং আসুর সম্পৎ বিভাগের দ্বারা শাস্ত্রবশ্যতা এবং তদুপদেশ সমূহের বিজ্ঞান, ইহাই ষোড়শাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) হে কৃষ্ণ! যে (জনাঃ) তু শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রব্যবস্থাম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (যুক্তাঃ) যজন্তে (উপাসন্তে) তেষাং নিষ্ঠা (স্থিতিঃ) কা (কীদৃশী) সত্ত্বং রজঃ আহো (অথবা) তমঃ? ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্র-বিধিকে ত্যাগ-করিয়া শ্রদ্ধার-সহিত যুক্ত-হইয়া যজনা-করে, তাহাদের স্থিতি কিরূপ? সত্ত্ব, রজঃ অথবা তমঃ? ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! যে সকল শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তি যথাবিহিত শাস্ত্রবিধিকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধা-সহকারে যথাশ্রুত ভাবে উপাসনা করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ? তাহা কি সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা, অথবা রাজসী নিষ্ঠা কিম্বা তামসী নিষ্ঠা? ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে ইতি ভগবদ্বাক্যাৎ লব্ধপ্রশ্নবীজোঽর্জ্জুন উবাচ যে শাস্ত্রেতি। যে কেচিৎ অবিশেষিতাং শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনামুৎসৃজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যান্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কিঞ্চিৎ শাস্ত্রবিধিমপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়া দেবাদীন্ পূজয়ন্তি, তে ইহ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা ইত্যেবং গৃহ্যন্তে যে পুনঃ কঞ্চিৎ শাস্ত্রবিধিমুপলভমানা এব তমুৎসৃজ্যাযথাবিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি তে ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইতি ন পরিগৃহ্যন্তে কস্মাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতত্ববিশেষণাৎ দেবাদিপূজাবিধিপরং কিঞ্চিৎ শাস্ত্রং পশ্যন্ত এব

তদুৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ প্রবর্ত্তন্তে ইতি ন শক্যং পরিকল্পয়িতুং যস্মাত্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তা এব যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ইত্যত্র গৃহ্যন্তে তেষামেবম্ভূতানাং নিষ্ঠা তু অবস্থানং কা কৃষ্ণ! সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ কিং সত্ত্বনিষ্ঠাবস্থানমাহোস্বিৎ রজোঽথবা তম ইতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি।—আস্তিকানাং নাস্তিকানাঞ্চ শাস্ত্রৈকচক্ষুষাং গতিরুক্তা সম্প্রত্যাস্তিকানামেব শাস্ত্রানভিজ্ঞানাং গতিং জিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতীত্যাহ তস্মাদিতি। যজন্ত ইতি যাগগ্রহণং দানাদেরুপলক্ষণং। যদি বেদোক্তং বিধিমপশ্যন্তস্তমুৎসৃজন্তি কথং তর্হি শ্রদ্দধানা যাগাদি কুর্ব্বন্তি নহি মানং বিনা শ্রদ্ধয়া যাগাদি কর্ত্তুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রুতীতি। ননু শাস্ত্রীয়ং বিধিং পশ্যন্তোঽপি কেচিত্তমুপেক্ষ্য স্বোৎপ্রেক্ষয়া যাগাদি কুর্ব্বন্তো দৃশ্যন্তে তেষামিহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্যেতি গ্রহো ভবিষ্যতি নেত্যাহ যে পুনরিতি তেষামত্রাপরিগ্রহে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ কস্মাদিতি। শাস্ত্রজ্ঞানাত্তদুপেক্ষাবতাং গ্রহেঽপি বিশেষণমবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য ব্যাঘাতান্মৈবমিত্যাহ দেবাদীতি। অশ্রদ্দধানতয়া তদুৎসৃজ্যেতি সম্বন্ধঃ শাস্ত্রোক্তং বিধিমধিগচ্ছতামপি তমবধীর্য্য স্বেচ্ছয়া দেবপূজাদৌ প্রবৃত্তানামাসুরেষেবান্তর্ভাবো যস্মাদনন্তরাধ্যায়ে সিদ্ধস্তস্মাদাস্তিকাধিকারে তেষাং প্রসঙ্গো নাস্তীত্যুপসংহরতি যস্মাদিতি। পূর্ব্বোক্তাঃ শাস্ত্রানভিজ্ঞা বৃদ্ধব্যবহারানুসারিণ ইতিযাবৎ। তৈঃ শ্রদ্ধয়া ক্রিয়মাণং কর্ম্ম কুত্র পর্য্যবস্যতীতি পৃচ্ছতি তেষামিতি। কা নিষ্ঠেত্যেতদ্বিবৃণোতি সত্ত্বমিতি ॥ ১ ॥

রামানুজ।—দৈবাসুরবিভাগোক্তিমুখেন প্রাপ্য তত্ত্বজ্ঞানং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়জ্ঞানং চ শাস্ত্রৈকমূলমিত্যুক্তম্। ইদানীমশাস্ত্রবিহিতস্যাসুরত্বেনাফলত্বং শাস্ত্রবিহিতস্য চ গুণতস্ত্রৈবিধ্যং তস্য লক্ষণঞ্চোচ্যতে। তত্রাশাস্ত্রবিহিতস্য নিষ্ফলত্বমজানন্ শাস্ত্রবিহিতে শ্রদ্ধাসংযুক্তে যাগাদৌ সত্ত্বাদিনিমিত্তফলভেদবুভুৎসয়ার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি অর্জ্জুন উবাচ য ইতি। শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতা যে যজন্তে তেষাং নিষ্ঠা কা। কিং সত্ত্বমাহোস্বিৎ রজঃ অথ তমঃ। নিষ্ঠাস্থিতিঃ স্থীয়তেঽস্মিন্নিতি স্থিতিঃ সত্ত্বাদিরেব নিষ্ঠেত্যুচ্যতে। তেষাং কিং সত্ত্বে স্থিতিঃ কিং বা রজসি কিং বা তমসীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

হনুমান্।—জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ইতি ভগবদ্বচনং শ্রুত্বা অর্জ্জুন উবাচ। শাস্ত্রবিধানমনাদৃত্য যে দেবতাঃ পূজয়ন্তি তেষাং নিষ্ঠাস্থিতিঃ কা সত্ত্বমথবা রজঃ আহো তম ইত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী। ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতীত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তং, তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুৎসৃজ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ, আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞান-

বতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধেতি," 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানি"ত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ, অতোনাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা বা আলস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া ক্বচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবৃত্তমানা গৃহ্যন্তে, অতোঽয়মর্থঃ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্বা অনাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে, তেষান্তু কা নিষ্ঠা কা স্থিতিঃ ক আশ্রয়ঃ। তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি, কিং সত্ত্বম্ আহো কিং বা রজঃ অথবা তম ইতি তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা রজঃসংশ্রিতা বা তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ, শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসি তামসত্বাৎ ত্রেধাসন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্‌যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাদন্যথা নেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১॥

বলদেব।—সাত্ত্বিকং রাজসং বস্তু তামসঞ্চ বিবেকতঃ। কৃষ্ণঃ সপ্তদশেঽবাদীৎ পার্থপ্রশ্নানুসারতঃ॥ বেদমধীত্য তদ্বিধিনা তদর্থানুতিষ্ঠন্তঃ শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তা দেবাঃ; বেদমজ্ঞায় যথেচ্ছাচারিণো বেদবাহ্যাস্ত্বসুরা ইতি পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে ত্বয়োক্তম্। অথেয়ং মে জিজ্ঞাসা যে শাস্ত্রেতি। যে জনাঃ পাঠতোঽর্থতশ্চ দুর্গমং বেদং বিদিত্বালস্যাদিনা তদ্বিধিমুৎসৃজ্য লোকাচারজাতয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ সন্তো দেবাদীন্ যজন্তে তেষাং শাস্ত্রবিধ্যুপেক্ষাশ্রদ্ধাভ্যাং পূর্ব্বনির্ণীতদেবাসুরবিলক্ষণানাং কা নিষ্ঠা সত্ত্বং সংশ্রয়া তেষাং স্থিতিরথবা রজস্তমঃ সংশ্রয়েতি কোটীদ্বয়াববোধায়াহোশব্দো মধ্যে নিবেশিতঃ॥ ১॥

মধুসূদন।—ত্রিবিধাঃ কর্ম্মানুষ্ঠাতারোভবন্তি কেচিচ্ছাস্ত্রবিধিং জ্ঞাত্বাপ্যশ্রদ্ধয়া তমুৎসৃজ্য কামকারমাত্রেণ যৎকিঞ্চিদনুতিষ্ঠন্তি, তে সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যত্বাদসুরাঃ কেচিত্তু শাস্ত্রবিধিং জ্ঞাত্বা শ্রদ্দধানতয়া তদনুসারেণৈব নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্তোবিহিতমনুতিষ্ঠন্তি তে সর্ব্বপুরুষার্থযোগ্যত্বাদ্দেবাইতি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সিদ্ধং, যে তু শাস্ত্রীয়ং বিধিমালস্যাদিবশাদপেক্ষ্য শ্রদ্দধানতয়ৈব বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ নিষিদ্ধং বর্জ্জয়ন্তোবিহিতমনুতিষ্ঠন্তি তে শাস্ত্রীয়বিধ্যুপেক্ষালক্ষণেনাসুরসাধর্ম্ম্যেণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকানুষ্ঠানলক্ষণেন চ দেবসাধর্ম্ম্যেণান্বিতাঃ কিমসুরেষন্তর্ভবন্তি কিং বা দেবেষ্বিত্যুভয়ধর্ম্মদর্শনাদেককোটিনিশ্চায়কাদর্শনাচ্চ সন্দিহানোঽর্জ্জুন উবাচ য ইতি। যে পূর্ব্বাধ্যায়েন নির্ণীতাঃ ন দেববচ্ছাস্ত্রানুসারিণঃ কিন্তু শাস্ত্রবিধিং শ্রুতিস্মৃতিচোদনামুৎসৃজ্য আলস্যাদিবশাদনাদৃত্য নাসুরবদশ্রদ্দধানাঃ, কিং তু বৃদ্ধব্যবহারানুসারেণ শ্রদ্ধয়ান্বিতা যজন্তে দেবপূজাদিকং কুর্ব্বন্তি, তেষাং তু শাস্ত্রবিধ্যুপেক্ষাশ্রদ্ধাভ্যাং পূর্ব্বনিশ্চিতদেবাসুরবিলক্ষণানাং নিষ্ঠা কা কীদৃশী তেষাং শাস্ত্রবিধানপেক্ষা শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা চ সা যজনাদিক্রিয়াব্যবস্থিতিঃ হে কৃষ্ণ! ভক্তাঘকর্ষণ! কিং সাত্ত্বিকী তথা সতি সাত্ত্বিকত্বাত্তে দেবাঃ।আহো ইতি পক্ষান্তরে।কিং রজস্তমঃ রাজসী তামসী চ। তথা সতি রাজসতামসত্বাদসুরাস্তে।সত্ত্বমিত্যেকা কোটিঃ রজস্তমঃ ইত্যপরা কোটিরিতি বিভাগজ্ঞাপনায়াহোশব্দঃ॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—শাস্ত্রং প্রমাণং তে ইতি প্রশ্নবীজমুপলভ্যার্জ্জুন উবাচ য ইতি। যে পুরুষাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রপদেনাত্র শ্রুতিস্মৃতিশিষ্টাচারকুলাচারা গৃহ্যন্তে সর্ব্বেষাং শ্রেয়ঃ ধর্ম্মে প্রমাণত্বাৎ

তত্র যো বিধির্বিধেয়ং তদুৎসৃজ্য সর্বাত্মনা পরিত্যজ্য যজন্তে পূজয়ন্তি তাভকূপাদীন্ মৎপিত্রা কৃতোঽয়ং কূপো গঙ্গাশতাদপ্যধিকোঽত্রৈবস্নানপানাবগাহনপরিচর্যা প্রদক্ষিণপ্রক্রমরূপাদে তৎসেবনাদহমিষ্টং ফলমবশ্যং প্রাপ্স্যামীতি দৃঢ়তরয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তঃ তেষাং নিষ্ঠা ইয়ং কা কীদৃশী কিং সত্ত্বং সাত্ত্বিকী বা পিত্রো কূপে শ্রদ্ধাধিক্যদর্শনাৎ কিং রজঃ রাজসী বা তেষাং নিষ্ঠা শাস্ত্রাতিক্রমেণ কামকাররূপত্বাৎ আহো ইতি প্রশ্নে কিং তমঃতামসী বা সা নিষ্ঠা রঙ্গে রজতধীরিবাশাস্ত্রীয়ায়া অপ্নে মহত্ত্ববুদ্ধের্বিপর্য্যাসরূপায়াঃ দর্শনাৎ, যদপিতু ভাষ্যে বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়া দেবাদীন্ যজন্ত ইত্যুক্তং তত্রাপ্যবিগীত এব বৃদ্ধব্যবহারোগ্রাহ্যঃ অবিগীতেঽপিস্বস্যামসত্ত্বাদিশঙ্কায়া অযোগাৎ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—অথ সপ্তদশে বস্তু সাত্ত্বিকং রাজসং তথা। তামসঞ্চ বিবিচ্যোক্তং পার্থ প্রশ্নোত্তরং যথা ॥ ননু আসুর সর্গমুক্ত্বা তদুপসংহারে "যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্।" ইতি ত্বয়োক্তং তত্রাহমিদং জিজ্ঞাসে ইত্যাহ যে ইতি। যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারতোবর্ত্তন্তে কিন্তু কামভোগরহিতা এব শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তপোযজ্ঞজ্ঞানযজ্ঞজপযজ্ঞাদিকং কুর্ব্বন্তি তেষাং কা নিষ্ঠা স্থিতিঃ কিমালম্বনমিত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্ত্বম্ আহোস্বিৎ রজঃ অথবা তম তৎ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যাহারা শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা কোন কালে সিদ্ধি লাভের অধিকারী হয় না; এস্থলে অর্জ্জুনের মনে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, যাহারা আলস্যাদি বশে শাস্ত্রার্থ জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু স্বকীয় অজ্ঞতা প্রযুক্ত শাস্ত্রার্থাববোধে অসমর্থ হইয়া শাস্ত্রবিহিত বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম্পরাগত বৃদ্ধগণের অনুষ্ঠিত কার্য্যকেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বোধে শ্রদ্ধা সহকারে তাহাদের অনুষ্ঠান করে, তাহারাও কি এই অসুর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত? সেই সকল শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিও কি সিদ্ধি লাভে অনধিকারী? এতাদৃশ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন সর্ব্বসন্দেহ ভঞ্জনকারী সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণকে আপনার হৃদয়জাত সংশয় বিজ্ঞাপিত করিতেছেন এবং তাহার আপনোদনার্থ তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। এস্থলে অর্জ্জুনের প্রশ্ন স্বাভাবিকই হইয়াছে। কারণ শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে" অর্থাৎ শাস্ত্র বিহিত মার্গের অনুসরণই তোমার কর্ত্তব্য। এস্থলে কিরূপ ভাবে শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার প্রশ্নের বীজ। এই প্রশ্ন বীজ অবলম্বন

করিয়াই তিনি বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ সমগ্র অধ্যায়ে এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া অর্জ্জুনের সংশয়ান্বিত হৃদয়কে আশ্বস্ত করিবেন।

অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! হে ভক্তদুঃখ নিবারক! আপনি এই ভীষণ সমরক্ষেত্র মধ্যস্থলে আমার গুরুরূপে, আমার সংশয়চ্ছেদকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া যে সমস্ত উপদেশামৃত বর্ষণ করিতেছেন, তদ্দারা আমার হৃদয়ের সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হইয়াছে এবং অশান্ত চিত্ত শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনার এই উপদেশ সমূহ অসাধারণ এবং অলৌকিক। আমার সংশয়-জালবদ্ধ হৃদয়ে যখন যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, তখনই পরম গুরু আপনি উপদেশরূপ সুশানিত অস্ত্রের দ্বারা সে আশঙ্কার অপনোদন করিয়াছেন। অতএব আমার চিত্তদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত আপনার পূর্ব্ব কথিত সংশয়হীন বাক্যে আমার যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই আপনার চরণে বিজ্ঞাপিত করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতেছি। আপনি অনুগত শিষ্য জ্ঞানে আমার সেই আশঙ্কার মোহান্ধকার বিদূরিত করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন। হে মধুসূদন! সংসারে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা আলস্য বা প্রমাদাদির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান লাভে প্রযত্ন করে না। কোন্ কার্য্য শাস্ত্রানুমোদিত এবং কোন্ কার্য্য শাস্ত্রবিগর্হিত, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না; অথচ তাহারা শ্রদ্ধা সহকারে তোমার উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা স্বয়ং কিছু না জানিলেও পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত, বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপকেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানে অনুষ্ঠান করে এবং তাহা শাস্ত্র বিগর্হিত হইলেও অবিচলিত চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে ঐ মার্গেরিই অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। এই সকল ব্যক্তি আপনাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যকেই অভ্রান্ত ও শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া জ্ঞান করে, এবং কোন দিনই তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হয় না। অতএব দৃষ্ট হইতেছে যে, এই সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা শ্রদ্ধাশীল। অতএব এই সকল ব্যক্তি যে হৃদয়জাত নিষ্ঠা সহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহা সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা অথবা তাহা রাজসী নিষ্ঠা কিম্বা তামসী নিষ্ঠা ?

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। বর্ত্তমান

শ্লোকে "যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে" এই উক্তির দ্বারা যাহারা শাস্ত্রার্থ জ্ঞান সহকারে শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করে, তাহারা এ স্থলে লক্ষিত নহে। কারণ তাহাদের শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা অসম্ভব। আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা; ইহা শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কখনই তদ্বিরুদ্ধে সম্ভব হইতে পারে না। পরে ইহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা" "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদি শ্লোকনিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে এতাদৃশ শাস্ত্র বিধ্যুল্লঙ্ঘনকারিগণ লক্ষিত নহে। যাহারা দেবাদি পূজাবিষয়ক শাস্ত্র দর্শন করিয়া অশ্রদ্ধা সহকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই পুনর্ব্বার শ্রদ্ধাসহকারে তন্নির্দ্দিষ্ট দেব পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইবে, ইহা একবারেই অসম্ভব। পরন্তু যাহারা ক্লেশবোধে বা আলস্য প্রযুক্ত শাস্ত্রার্থজ্ঞানে কোনও প্রযত্ন না করিয়া কেবল প্রচলিত আচারের বশবর্ত্তী হইয়া বৃদ্ধাদির ব্যবহার দর্শনে শ্রদ্ধা সহকারে দেব পূজাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এস্থলে লক্ষিত। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধেই সন্দিহান অর্জ্জুন শ্রীভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ইহাদের যে নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি, তাহা কি সত্ত্বাশ্রিত, অথবা রাজসী কিম্বা তামসী; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যদি ইহা দেব পূজাদিতে শ্রদ্ধাসহকারে প্রবৃত্তিহেতু সত্ত্বাশ্রিতা হয়, তাহা হইলে এই সকল ব্যক্তিও আত্মজ্ঞানে অধিকারী এবং যদি শাস্ত্রে অনাদর প্রযুক্ত রাজস বা তামস হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার আত্মজ্ঞান জন্মিতে পারে না। এ স্থলে অর্জ্জুনের মনে ত্রিবিধ সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহারা পাঠের দ্বারা এবং অর্থের দ্বারা দুর্গম বেদকে অবগত হইয়া আলস্যাদি বশতঃ বেদোক্ত বিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল লোকাচার দর্শনে জাত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবাদি যজনা করে, শাস্ত্রবিধিতে উপেক্ষা এবং দেবপূজাদিতে শ্রদ্ধা, এই দুই ভাবের প্রাবল্যে পূর্ব্ব নির্ণীত দৈব এবং আসুর সম্পদ হইতে বিলক্ষণ তাহাদের নিষ্ঠা সত্ত্বাশ্রিত অথবা রজস্তমোগুণাবলম্বিনী? এই কোটিদ্বয় বোধনের নিমিত্তই মধ্যে "আহো" শব্দ নিবেশিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। কর্ম্মানুষ্ঠানকারী দ্বিবিধ। তাহাদের মধ্যে এক পক্ষ শাস্ত্রবিধি অবগত হইয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ইচ্ছানুসারে যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। তাহারা সর্ব্ব পুরুষার্থভ্রষ্ট আসুর নামে পরিচিত। আর এক পক্ষ শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ এবং বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ইহারা সর্ব্ব পুরুষার্থসম্পন্ন হেতু দৈবী সম্পদ বিশিষ্ট। এই তত্ত্ব পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা আলস্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রীয় বিধিকে উপেক্ষা করিয়া থাকে, এবং কেবল মাত্র বৃদ্ধগণ যে কার্য্যকে নিষিদ্ধ বোধে পরিত্যাগ করেন, তাহারা সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হয়, আর বৃদ্ধগণ যে কার্য্য সমূহকে কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করেন, তাহারা অন্ধবিশ্বাসের বশতাপন্ন হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাহারই আচরণ করিয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র বিধ্যুল্লঙ্ঘনকারী আসুর গণের সাধর্ম্ম্য এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি পরিপালনকারী দেবগণের সাধর্ম্ম্য, এই উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। এক্ষণে শেষোক্ত ব্যক্তিগণের উভয় ধর্ম্ম দর্শনে তাহারা বিশেষরূপে কোন্ ভাবাক্রান্ত অর্থাৎ এই সকল ব্যক্তি কি আসুরগণের অন্তর্ভূত অথবা দেবগণের অন্তর্ভূত, ইহা নিশ্চয়ে অসমর্থ হইয়া সন্দিগ্ধ হৃদয় অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিতেছেন। যাহারা পূর্ব্বাধ্যায় নির্ণীত দেবগণের ন্যায় শাস্ত্রমার্গানুসারী, কিন্তু শাস্ত্রবিধিকে অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতিবিহিত উপদেশ সমূহকে আলস্যবশে পরিহার করিয়া থাকে, অথচ যাহারা আসুরগণের ন্যায় শ্রদ্ধাবিহীন নহে, পরন্তু বৃদ্ধগণের ব্যবহারানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেবপূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, শাস্ত্রবিধির উপেক্ষা এবং পূজাদিতে শ্রদ্ধা এই উভয় ভাবাপন্ন হেতু পূর্ব্বাধ্যায় নির্ণীত দেবাসুর হইতে বিভিন্ন ভাবাক্রান্ত এই সকল ব্যক্তির নিষ্ঠা কিরূপ? তাহাদের শাস্ত্রবিধিকে উপেক্ষা পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে সেই যজনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কি সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত, অথবা তাহা রাজস বা তামসভাবাপন্ন? যদি তাহা সাত্ত্বিক হয়, তবে তাহারা দেব এবং যদি তাহা রাজস বা তামস হয়, তবে তাহারা অসুর। এস্থলে সত্ত্ব এক কোটি, এবং রজস্তম অপর কোটি। এই উভয় কোটির বিজ্ঞাপনের নিমিত্তই "আহো" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের আরম্ভ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "নান্যংগুণেভ্যং কর্ত্তরং" (১৪শ অধ্যায় ১৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে সমস্ত পরিণামই যে

গুণকৃত ইহা সামান্যত প্রদর্শন প্ররিয়াছেন। এক্ষণে বর্ত্তমানাধ্যায়ে সেই গুণকৃত সৎ অসৎরূপ শ্রদ্ধাসমূহের আহারের এবং তপঃ প্রভৃতি কার্য্যের বিষয় ভিন্ন ভিন্নরূপে বিশদভাবে কীর্ত্তিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। অধিকারানুসারে মুখ্য সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে সপ্তদশাধ্যায়ে গৌণশ্রদ্ধার ত্রিবিধ ভেদ কথিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের প্রারম্ভ বাক্য। সপ্তদশাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পার্থের প্রশ্নানুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক শ্রদ্ধা বিবেক সহকারে ব্যক্ত করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। শ্রিভগবান্ সপ্তদশাধ্যায়ে পার্থকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে বিচার পূর্ব্বক সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

– —:(:*:):——

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

অন্বয়:—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) দেহিনাং (প্রাণিনাং) সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা (ত্রিঃ প্রকারা) এব শ্রদ্ধা ভবতি, সা শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (জন্মান্তরসংস্কারজাতা), তাং শৃণু ॥২॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, দেহিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়, তাহা জন্মান্তর-সংস্কার-জাত, তাহাকে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, দেহিগণের 'সাত্ত্বিকী রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; এই শ্রদ্ধা পূর্ব্ব

জন্মের সংস্কার হইতেই উদ্ভূত হয়; এক্ষণে ইহারই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতদুক্তং ভবতি যা তেষাং দেবাদিবিষয়া পূজা সা কিং সাত্ত্বিক্যাহো-স্বিদ্রাজস্যুত তামসীতি সামান্যবিষয়োঽয়ং প্রশ্নোনাপ্রবিভজ্য প্রতিবচনমর্হতীতি ত্রিবিধেতি শ্রীভগবানুবাচ। ত্রিবিধা ত্রিঃপ্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি দেহিনাং সা স্বভা-বজা জন্মান্তরকৃতোধর্ম্মাদিসংস্কারোমরণকালেঽভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে, ততোজাতা স্বভাবজা সাত্ত্বিকী সত্ত্বনির্বৃ্তা দেবপূজাদিবিষয়া, রাজসী রজোনির্বৃতা যক্ষরক্ষঃপূজাদিবিষয়া, তামসী তমোনির্বৃতা প্রেতপিশাচাদিপূজাবিষয়ৈবং ত্রিবিধাতামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণু সৈবং ত্রিবিধা ভবতি ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—কার্য্যাণাং কারণৈর্ব্যপদেশমাশ্রিত্য তাৎপর্য্যমাহ এতদিতি। বিশেষনিষ্ঠমুত্তরং সামান্যেন বক্তুং ন শক্যমিত্যাশয়েন পরিহরতি সামান্যেতি। কিমিতি শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যং প্রশ্নানুপযুক্তমুচ্যতে তত্রাহ যস্যামিতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকায়াং ক্রিয়ায়ামিতি যাবৎ। শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যে হেতুমাহ সা স্বভাবজেতি। স্বভাবশব্দার্থং প্রকৃতোপযোগিতয়া কথয়তি জন্মান্ত-রেতি। কথং ত্রিবিধেত্যপেক্ষায়ামাহ সাত্ত্বিকীত্যাদিনা। কথমুক্তা শ্রদ্ধা স্বভাবজেতি তত্রাহ তামিতি ॥ ২ ॥

রামানুজ।—এবং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ। অশাস্ত্রবিহিতশ্রদ্ধায়াস্তৎপূর্ব্বকস্য চ যাগাদের্নিষ্ফলত্বং হৃদি নিধায় শাস্ত্রীয়স্যৈব যাগাদের্গুণতস্ত্রৈবিধ্যং প্রতিপাদয়িতুং শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা-ত্রৈবিধ্যং তাবদাহ ত্রিবিধেতি। সর্ব্বেষাং দেহিনাং শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি সা চ স্বভাবজা। স্বভাবঃ স্বাসাধারণো ভাবঃ প্রাচীনবাসনানিমিত্তস্তত্তদ্রুচিবিশেষঃ, যত্র রুচিস্তত্রশ্রদ্ধা জায়তে। শ্রদ্ধা হি স্বাভিমতং সাধয়ত্যেতদিতি বিশ্বাসপূর্ব্বিকাসাধনে ত্বরা বাসনা রুচিশ্চ শ্রদ্ধা চাত্মধর্ম্মাঃ গুণসং-সর্গজাস্তেষামাত্মধর্ম্মাণাং বাসনাদীনাং জনকা দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণবিষয়গতাঃধর্ম্মাঃ কার্য্যৈকনিরূপ-ণীয়াঃ সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ সত্ত্বাদিগুণযুক্তদেহাদ্যনুভবইত্যর্থঃ। ততশ্চেয়ং শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা তামিমাং শ্রদ্ধাং শৃণু সা শ্রদ্ধা যৎস্বভাবা তৎস্বভাবং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

হনুমান।—তস্য প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ।শ্রদ্ধাআস্তিক্যবুদ্ধিঃ, স্বভাবজা জন্মান্তরা-নুষ্ঠিত পুণ্যাপাপসংস্কারো মরণকালেঽভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে সা চ সত্ত্বে ভবা সাত্ত্বিকী ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্ত-মানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্ত-মানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ স্বভাবজা স্বভাবঃ পূর্ব্বসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানং তত্তু তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাববশতঃ ভবন্তী শ্রদ্ধাত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি, তদুক্তং 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনে" ত্যাদিনা ॥ ২ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। আলস্যাৎ ক্লেশাচ্চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যে শ্রদ্ধয়া দেবাদীন্ যজন্তে দেহিনঃ সা তেষাং স্বভাবজা বোধ্যা। প্রাক্তনঃ শুভাশুভসংস্কারঃ স্বভাবস্তস্মাজ্জাতেত্যর্থঃ। অনাদিত্রিগুণপ্রকৃতিসংসৃষ্টানাং দেহিনামনাদিতোঽনুবৃত্তস্য সংসারস্য সাত্ত্বিকত্বাদিনা ত্রৈবিধ্যাত্তজ্জাতশ্রদ্ধাপি ত্রিবিধেত্যাহ। সাত্ত্বিকীত্যাদি স্বভাবমন্যথয়িতুং সমর্থা খলু সদুপদিষ্টশাস্ত্রজন্যা বিবেকসম্বিৎ সা চেষাং নাস্ত্যতঃ স্বভাবজা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তাদৃক্শাস্ত্রজন্যা শ্রদ্ধা স্বস্থৈব যথা তদুক্তিবিধিনৈব তদর্থানুষ্ঠানম্॥ ২॥

মধুসূদন।—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া যজন্তে তে শ্রদ্ধাভেদাদ্ভিদ্যন্তে, তত্র যে সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়ান্বিতাস্তে দেবাঃ শাস্ত্রোক্তসাধনেঽধিক্রিয়ন্তে তৎফলেন চ যুজ্যন্তে, যে তু রাজস্যা চ শ্রদ্ধয়ান্বিতাস্তেঽসুরা ন শাস্ত্রীয়সাধনেঽধিক্রিয়ন্তে ন বা তৎফলেন যুজ্যন্ত ইতি বিবেকেন অর্জুনস্য সন্দেহমপনিনীষুঃ শ্রদ্ধাভেদং যয়া শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে সা দেহিনাং স্বভাবজা জন্মান্তরকৃতোধর্ম্মাধর্ম্মাদিশুভাশুভসংস্কার ইদানীন্তনজন্মারম্ভকঃ স্বভাবঃ স ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি তেন জনিতা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ কারণানুরূপত্বাৎ কার্য্যস্য। যা ত্বারব্ধে জন্মনি শাস্ত্রসংস্কারমাত্রজা বিদুষাং সা কারণৈকরূপত্বাদেকরূপা সাত্ত্বিক্যেব, ন রাজসী তামসী চেতি প্রথমচকারার্থঃ। শাস্ত্রনিরপেক্ষা তু প্রাণিমাত্রসাধারণী স্বভাবজা সৈব স্বভাবত্রৈবিধ্যাত্রিবিধেত্যেবকারার্থঃ, উক্তবিধাত্রয়সমুচ্চয়ার্থশ্চরমশ্চকারঃ যতঃ প্রাগ্ভবীয়বাসনাখ্যস্বভাবস্যাভিভাবকং শাস্ত্রীয়ং বিবেকবিজ্ঞানমনাদৃতশাস্ত্রাণাং দেহিনাং নাস্তি অতস্তেষাং স্বভাববশাত্রিধা ভবন্তীং তাং শ্রদ্ধাংশৃণু শ্রুত্বা চ দেবাসুরভাবং স্বয়মেবাবধারয়েত্যর্থঃ॥২॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সামান্যতঃ পৃষ্টে সামান্যমেবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, ত্রিবিধেতি। স্বভাবঃ প্রাক্তনৌ যৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ততোজাতা স্বভাবজা যদি প্রাগ্ভবে সাত্ত্বিকোদেবতাপূজাদিধর্ম্মোঽনেনানুষ্ঠিতস্তর্হি তস্য সাত্ত্বিক্যেব শ্রদ্ধা ভবতি, যদি রাজসো যক্ষাদিপূজারূপস্তর্হি রাজস্যেব, যদি তামসোভূতপ্রেতাদিপূজারূপস্তর্হি তামসী শ্রদ্ধা ভবতি, এবং ত্রিবিধা শ্রদ্ধা দেহিনাং দেহাভিমানবতাং ভবতি, তাং ময়া ব্যাখ্যাস্যমানাং শৃণু॥ ২॥

বিশ্বনাথ।—ভো অর্জ্জুন প্রথমং শাস্ত্রবিধিমনুৎসৃজ্য যজতাং নিষ্ঠাং শৃণু পশ্চাৎ শাস্ত্রবিধিত্যাগিনাং নিষ্ঠা তে বক্ষ্যামীত্যাহ ত্রিবিধেতি। স্বভাবঃ প্রাচীন সংস্কারবিশেষঃ তস্মাৎ জাতা শ্রদ্ধা সাচ ত্রিবিধা॥ ২॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যাহারা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাসহকারে কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহারা শাস্ত্রোক্ত সাধনে অধিকারী এবং তাহারাই শাস্ত্রবিহিত ফললাভে সমর্থ। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহারাও কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কার্য্যসাধনে অধিকারী এবং তত্তৎ কার্য্যসম্ভূত ফললাভে সমর্থ? অর্জ্জুনের এবম্বিধ সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্যই শ্রীভগবান্ অতঃপর শ্লোক সমূহের অবতারণা

করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, দেহিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে শ্রদ্ধার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা নিয়ত পরমেশ্বরনিষ্ঠ এবং তাহা এক প্রকারই। এই শ্রদ্ধার আর কোন ভেদ বা রূপান্তর নাই। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানে অধিকার না থাকায় যে সকল ব্যক্তি কেবল লোকাচার দর্শনে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয, তাহাদেরই শ্রদ্ধা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধা কাহারও সাত্ত্বিক কাহারও রাজসিক এবং কাহারও তামসিক হয়। কারণ এতাদৃশ শ্রদ্ধা স্বভাবজা। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মসমূহের যে সংস্কার ইহ জন্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম স্বভাব। আমরা অদ্য যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, রজনীতে নিদ্রকালে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়া থাকি; কিন্তু পরদিবস প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া আবার সেই সমস্ত কার্য্যের স্মৃতি আমাদের মনে জাগরিত হইয়া থাকে। এমন কি, শৈশবে জ্ঞানোন্মেষ হওয়া অবধি আমরা যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছি, যে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহুদিবস পরে বৃদ্ধকালেও সেই সমস্ত স্মৃতি হইতে কদাপি আমরা পরিভ্রষ্ট হই না। এইরূপে আমরা ইহজন্মে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, শুভ হউক বা অশুভ হউক, যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবনপাত করি, মৃত্যুরূপ মহানিদ্রাভোগের পর পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হইলেও সেই সমস্ত আচরিত কর্ম্মের সংস্কার আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। পরজন্মে এই সংস্কারই আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া থাকে, এবং ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া আমরা শুভাশুভ বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়া থাকি। এই সংস্কারই অদৃষ্ট বা স্বভাব নামে অভিহিত। এই স্বভাবের দ্বারাই মানবের হৃদয়ে সত্ত্বাদি গুণের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। যদি জন্মান্তরে সত্ত্বগুণবর্দ্ধক কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে ইহ জন্মে সংস্কার বশে স্বভাবতই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হইবে। এই রূপে পূর্ব্বজন্মে রজঃ বা তমঃ গুণবর্দ্ধক যেরূপ কার্য্য অর্চ্চিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান জন্মে তদনুরূপই রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধার উদ্ভব হয়। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কার্য্যের যেরূপ সংস্কার থাকিবে, মানব তদনুযায়ী শ্রদ্ধাই লাভ করিতে পারিবে। এই জন্যই এই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। এই সংস্কার কোনরূপেই অন্যথা হইবার নহে। কেবল

শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানের সাহায্যেই এই স্বভাবকে অন্যথা করিতে সমর্থ হওয়া যায়। বিবেকজ্ঞানের প্রাবল্য হইলেই মানব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় এবং তদনুষ্ঠান দ্বারা এই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা ক্রমশঃ হৃদয় হইতে অপগত হয় এবং তথায় কেবল নিরন্তর সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধারই আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই শ্রদ্ধার আর ভেদ বা পরিবর্ত্তন নাই; কিন্তু সংস্কার বশতঃ আপনা হইতে যে শ্রদ্ধার উদ্ভব হয়, তাহা চিরদিনই সাত্ত্বিকাদি ভেদবিশিষ্ট এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে। এক্ষণে এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বিষয় বিশেষরূপে পরিকীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীভগবান্ অশাস্ত্র বিহিত শ্রদ্ধার এবং সেই শ্রদ্ধা সহকৃত যাগাদির নিষ্ফলতাকে বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রীয় যাগাদির গুণানুসারে শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্যকে ব্যক্ত করিতেছেন। স্বীয় অসাধারণ ভাবের নাম স্বভাব অর্থাৎ প্রাচীন বাসনাজনিত রুচি বিশেষ। যে বিষয়ে রুচি হয়, তাহাতেই শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; এই শ্রদ্ধা দ্বারাই মানব স্বীয় অভিপ্রেত কার্য্যকে সাধনা করে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়, আত্মধর্ম্ম, গুণসংসর্গজাত এবং বাসনা সমষ্টির জনক, দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণগত ধর্ম্মসমূহকে প্রবল করিয়া থাকে, এতাদৃশ গুণজাত শ্রদ্ধা কার্য্যদ্বারা নিরূপণীয়। সত্ত্বাদি গুণযুক্ত হইয়াই এই শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মূলস্থিত চকার দ্বয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান জন্মে পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসংস্কার মাত্র জাত শ্রদ্ধা এক কারণ হইতে সঞ্জাত হেতু একরূপ অর্থাৎ তাহা কেবল সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী নহে, ইহাই প্রথম চকারের অর্থ। শাস্ত্র নিরপেক্ষ, প্রাণিমাত্রের সাধারণ সংস্কারজাত যে শ্রদ্ধা, তাহা গুণভেদে স্বভাবের ত্রৈবিধ্য হেতু ত্রিবিধ, ইহাই "এব" কারের অর্থ। উক্ত ত্রিবিধ ভাবের সমুচ্চয়ের নিমিত্তই অন্ত্য চকার প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

——(:*:)——

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত!।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩॥

অন্বয়।—হে ভারত! সর্ব্বস্য (লোকস্য) সত্ত্বানুরূপা (অন্তঃকরণানুসারিণী) শ্রদ্ধা ভবতি, অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাবিকারঃ) যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ (যাদৃশশ্রদ্ধাসম্পন্নঃ) সঃ (পুরুষঃ) সঃ (তাদৃশনিষ্ঠঃ) এব॥ ৩॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! সকলের অন্তঃকরণানুরূপ শ্রদ্ধা হয়, এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়, যে যাদৃশ-শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তাদৃশ-নিষ্ঠই॥ ৩॥

ব্যাখ্যা—হে ভারত! সকল লোকেরই অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; এই পুরুষের অন্তঃকরণ সত্ত্বাদি শ্রদ্ধার বিকার মাত্র, অতএব, যে পুরুষ যেরূপ অন্তঃকরণ সম্পন্ন, তাহার তাদৃশ শ্রদ্ধাই হইয়া থাকে॥ ৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত! যদ্যেবন্ততঃ কিং স্যাদিত্যুচ্যতে শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায়ঃ অয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ কথং যোযচ্ছ্রদ্ধো যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব তচ্ছ্রদ্ধানুরূপঃ স এব স জীবঃ॥ ৩॥

আনন্দগিরি।—প্রাচীনকর্ম্মোদ্বোধিতা ত্রিবিধা বাসনা স্বভাবশব্দিতা ত্রিবিধায়াঃ শ্রদ্ধায়া নিমিত্তমিত্যুক্তমিদানীমুপাদানমস্যা দর্শয়তি সত্ত্বেতি। বিশিষ্টচিত্তোপাদানা শ্রদ্ধা তত্ত্রৈবিধ্যে ত্রিবিধেতি পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থঃ। কথং নিষ্ঠায়াঃ সাত্ত্বিকাদিপ্রশ্নদ্বারা শ্রদ্ধায়াস্ত্রৈবিধ্যনিরূপণমুপযুক্তমিতি মন্বানঃ শঙ্কতে যদ্যেবমিতি। শ্রদ্ধেয়ং বিষয়মভিধায়ংস্তয়া তত্রৈব বর্ত্ততইতি মন্বানঃ পরিহরতি উচ্যতইতি। শ্রদ্ধাময়ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং কথয়তি কথমিতি। শ্রদ্ধা খল্বধিকৃতে পুরুষে প্রাচুর্য্যেণ প্রকৃতেরপি তস্য শ্রদ্ধাময়ত্বসিদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৩॥

রামানুজ।—সত্ত্বেতি। সত্ত্বমন্তঃকরণং সর্ব্বস্য পুরুষস্যান্তঃকরণানুরূপা শ্রদ্ধা ভবতি অন্তঃকরণং যাদৃশগুণযুক্তং তদ্বিষয়া শ্রদ্ধা জায়ত ইত্যর্থঃ। সত্ত্বশব্দঃ পূর্ব্বোক্তানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং প্রদর্শনার্থঃ। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপরিণামঃ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যঃ পুরুষো যাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স এব সঃ স তাদৃশ শ্রদ্ধাপরিণামঃ। পুণ্যকর্ম্মবিশয়ে শ্রদ্ধাযুক্তশ্চেত্ততঃপুণ্যকর্ম্মফলসংযুক্তো ভবতীতি শ্রদ্ধাপ্রধানঃ ফলসংযোগ ইত্যুক্তং ভবতীতি॥ ৩॥

হনুমান্।—সত্ত্বানুরূপা স্বভাবানুরূপা শ্রদ্ধা প্রাচুর্য্যেণ যস্মিন্ পুরুষে স শ্রদ্ধাময়ঃ সা শ্রদ্ধা যা ধর্ম্মাদাবস্তীতি বুদ্ধিঃ। শ্রদ্ধা যস্য সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী বা স যচ্ছ্রদ্ধঃ স পুরুষঃ স এব সৈব শ্রদ্ধা

তৎশ্রদ্ধানুরূপকর্ম্মফলমারভতে তয়া বৈ সেতি বক্তব্যং, কথং স এব সঃ ইতি নায়ং দোষঃ, সর্ব্বনাম্নাভিধেয়ং বদন্ ক্রিয়ত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—ননু শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভাগবতে উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং,—"শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ॥ ইত্যেতাঃ সত্ত্ববৃত্তয়" ইতি। অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে, সত্যং, তথাপি রজস্তমোমিশ্রত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ ঘটত ইত্যাহ সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি, তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ। ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ যোযচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য এব সঃ তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ স এব সঃ ইতি যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্ত এব ভবতি, যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা, শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাস্তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥

বলদেব।—যদ্যপি শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণবৃত্তিস্তথাপ্যন্তঃকরণধর্ম্মস্য স্বভাবস্যান্তঃকরণস্য চ ধর্ম্মিণস্ত্রৈবিধ্যাত্তদুদিতায়াস্তস্যাস্ত্রৈবিধ্যং সিদ্ধেদিতি ভাবেনাহ সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বমন্তঃকরণং ত্রিগুণাত্মকং তদনুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি। সত্ত্বপ্রধানান্তঃকরণস্য শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী। রজঃপ্রধানান্তঃকরস্য রাজসী। তমঃপ্রধানান্তঃকরণস্য তু তামসীতি। অতোঽয়ং পূজ্যপূজকরূপো লৌকিকঃ পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়স্ত্রিবিধশ্রদ্ধাপ্রচুরঃ। যঃ পুরুষো যচ্ছ্রদ্ধঃ যস্মিন্ পূজ্যে দেবাদৌ যক্ষাদৌ প্রেতাদৌ চ শ্রদ্ধাবান্ ভবতি স পূজকোঽপি স এব তত্তচ্ছব্দেন ব্যপদেশ্য পূজ্যগুণবান্ পূজক ইত্যর্থঃ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—প্রাগভবীয়ান্তঃকরণগতবাসনারূপনিমিত্তকারণবৈচিত্র্যেণ শ্রদ্ধাবৈচিত্র্যমুক্ত্বা তদুপাদানকারণান্তঃকরণবৈচিত্র্যেণাপি তত্ত্রৈবিধ্যমাহ সত্ত্বেতি। সত্ত্বং প্রকাশশীলত্বাৎ সত্ত্বপ্রধান ত্রিগুণাপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতারব্ধমন্তঃকরণং, তচ্চ কচিদুদ্রিক্তসত্ত্বমেব যথা দেবানাং কচিদ্রজসাভিভূতসত্ত্বং যথা যক্ষাদীনাং, কচিত্তমসাভিভূতসত্ত্বং যথা প্রেতভূতাদীনাং, মনুষ্যাণাং তু প্রায়েণ ব্যামিশ্রমেব, তচ্চ শাস্ত্রীয়বিবেকজ্ঞানেনোদ্ভূতসত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় ক্রিয়তে শাস্ত্রীয়বিবেকবিজ্ঞান শূন্যস্য তু সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য সত্ত্বানুরূপা শ্রদ্ধা সত্ত্ববৈচিত্র্যাদ্বিচিত্রা ভবতি সত্ত্বপ্রধানেঽন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী, রজঃপ্রধানে তস্মিন্ রাজসী, তমঃপ্রধানে তু তস্মিংস্তামসীতি। হে ভারত! মহাকুলপ্রসূত। ধর্ম্মনিরতেতি বা শুদ্ধসাত্ত্বিকত্বং দ্যোতয়তি। যত্ত্বয়া পৃষ্টং তেষাং নিষ্ঠা কেতি তত্রোত্তরং শৃণু। অয়ং শাস্ত্রীয়জ্ঞানশূন্যঃ কর্ম্মাধিকৃতঃ পুরুষঃ ত্রিগুণান্তঃকরণসংপিণ্ডিতঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (প্রাচুর্য্যেণাস্মিন্ শ্রদ্ধা প্রস্তুতেতি তৎপ্রস্তুতবচনে ময়ট্ অন্নময়োযজ্ঞ ইতি বৎ) অতোযোযচ্ছ্রদ্ধঃ যা সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী বা শ্রদ্ধা যস্য স এব শ্রদ্ধানুরূপ এব সঃ সাত্ত্বিকোরাজসস্তামসোবা শ্রদ্ধৈব নিষ্ঠা ব্যাখ্যাতেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু শ্রদ্ধান্বিতোভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেদিতি শ্রদ্ধয়া "আত্মদর্শনসাধনেষন্তরঙ্গত্বমুচ্যতে কথং তস্য রাজসত্বং তামসত্বঞ্চোচ্যত ইত্যাহ সত্বেতি। প্রাক্কর্ম্মসংস্কারোপেতং যাদৃশং বুদ্ধিসত্বং সাত্বিকং রাজসং তামসং বা তদনুরূপৈব সাত্বিক্যাদিরূপদেবতাদিপূজায়ং ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়া শ্রদ্ধাপি ভবতি, তথায়ং পুরুষোঽপি শ্রদ্ধাপ্রধানো যোযচ্ছ্রদ্ধোযোযয়া শ্রদ্ধয়োপেতঃ স এব স ইতি সাত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া উপেতঃ সাত্বিকঃ এবং রাজস্যা রাজস স্তামস্যা স্তামস ইতি এবং সতি যদি তাতকূপভক্তঃ পূর্ব্বপুণ্যবশাত্তং দেববন্মন্যতে তর্হি তং সাত্বিকং পুণ্ডরীকমিব দেবা অনুগৃহ্নন্তি নিত্যকর্ম্মত্যাগনিমিত্তমপি দোষমস্যাপনুদন্তি, যদিত্বেনং মন্ত্রতন্ত্রাদিনা সিদ্ধং পূর্ব্ববাসনাবশাদ্যক্ষাদিরূপং মন্যতে তদা তং রাজসং যক্ষা এবানুগৃহ্নন্তি নাস্য কামকারবতো নিত্যকর্ম্মত্যাগজং দোষমপনেতুমর্হন্তি, নহি দেবতাপরাধী যক্ষৈস্ত্রাতুং শক্যতে, যদিত্বয়ং প্রেতঃ পিতা মৎকুটুম্বং মা বাধিষ্টেতি সর্ব্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা এনমস্য প্রিয়ং কূপং পূজয়ামীতি মন্যতে তদা তং পিতরি প্রেতত্ববুদ্ধিযোগাদ্বিপর্য্যস্তং তামসং প্রেতা এবানুগৃহ্নন্তি ক্ষুদ্রভোগৈঃ দৈবাশ্চ নরকে পাতয়ন্তি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—সত্বম্ অন্তঃকরণং ত্রিবিধং সাত্বিকং রাজসং তামসঞ্চ তদনুরূপা। সাত্বিকান্তঃকরণানাং সাত্বিক্যেব শ্রদ্ধা রাজসান্তঃকরণানাং রাজস্যেব তামসান্তঃকরণানাং তামস্যেব ইত্যর্থঃ যচ্ছ্রদ্ধ যস্মিন যজনীয়দেবে অসুরে রাক্ষসে বা শ্রদ্ধাবান্ যোভবতি স স এব ভবতি তত্তৎশব্দেনৈব ব্যপদিশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জন্মান্তরীণ সংস্কার বশেই অন্তঃকরণে সত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যৎকালে যে গুণের প্রাধান্য হয়, তৎকালে তত্তৎগুণানুযায়ী শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে। অতএব জন্মান্তরীন শ্রদ্ধা বিবিধ। অধুনা বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, সেই অন্তঃকরণও বিচিত্রতাময়, অতএব সেই অন্তঃকরণরূপ উপদান কারণ হইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধাও সত্বাদি ভেদে ত্রিবিধ। অপিচ এস্থলে অর্জ্জুনের মনে এরূপ সন্দেহেরও উদয় হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা কেবল সত্ব গুণেরই কার্য্য, রজঃ বা তমোগুণের প্রাবল্য থাকিলে হৃদয়ে শ্রদ্ধার আবির্ভাব অসম্ভব। এতদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ স্বয়ং ভক্তোত্তম উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে, "শমোদমস্তিতিক্ষা চ তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদি স্বনির্ব্বৃতিঃ॥ কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্। মদোৎসাহো যশঃ প্রীতির্হাস্যং বীর্য্যং বলোদ্যমঃ॥ ক্রোধলোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ। শোকমোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশাভীরনুদ্যমঃ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৫শ অধ্যায় ২—৪ শ্লোক) ইহার

ভাবার্থ এই যে, 'শম, দম, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা তপস্যা, সত্য, দয়া, স্মৃতি, তুষ্টি, দান, অস্পৃহা শ্রদ্ধা, লজ্জা প্রভৃতি গুণ সমূহ এবং স্বনির্ব্বৃতি অর্থাৎ আত্মরতি এই সমস্ত সত্ত্বগুণের কার্য্য। কামনা, চেষ্টা, দর্প; তৃষ্ণা, গর্ব্ব, প্রার্থনা, ভেদ বুদ্ধি, বিষয়ভোগ, মদোৎসাহ অর্থাৎ যুদ্ধাদি প্রবৃত্তি, যশোলাভে সন্তোষ, হাস্য, বীর্য্য এবং শক্তি প্রদর্শন এই সমস্ত রজোগুণের কার্য্য। ক্রোধ লোভ, মিথ্যা, হিংসা, যাচ্ঞা, দম্ভ, ক্লান্তি, কলহ, শোক, মোহ, বিষাদ, দুঃখ, নিদ্রা, আশা, ভয় এবং উদ্যমহীনতা, এই সকল তমোগুণের কার্য্য।' ইহাতে শ্রদ্ধা যে সত্ত্বগুণেরই কার্য্য, ইহাই কথিত হইয়াছে। অতএব এতাদৃশ শ্রদ্ধা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো ভেদে কিরূপে ত্রিবিধ হইতে পারে? অর্জ্জুনের এবম্বিধ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়া ইহাই পরিব্যক্ত করিতেছেন যে, এই সত্ত্বগুণও বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ এই ভাবদ্বয় সম্পন্ন। যৎকালে সত্ত্বগুণ অন্যগুণ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট না হইয়া কার্য্য করে, তখনই ইহা বিশুদ্ধ এবং যখন ইহা রজস্তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যোৎপাদন করে, তৎকালে ইহা অবিশুদ্ধ। সেই অবিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে যে শ্রদ্ধার উদ্ভব হয়, তাহা কারণবৈচিত্র্যে সুতরাং বিবিধ হইয়া থাকে। এতাদৃশ অভিপ্রায় পরিস্ফুট করিবার নিমিত্তই তিনি বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ভারত! অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বগুণশালি মহাবংশ-প্রসূত অর্জ্জুন! সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণ প্রধান অপঞ্চীকৃত (১৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) পঞ্চ মহাভূত হইতে উদ্ভূত। যৎকালে ইহাতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হয়, তখন ইহা দেবগণের অন্তঃকরণ; যখন ইহা রজোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন ইহা যক্ষাদির অন্তঃকরণ এবং যৎকালে ইহাতে তমোগুণের প্রাবল্য হইয়া থাকে, তৎকালে ইহা ভূতপ্রেতাদির অন্তঃকরণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের অন্তঃকরণ প্রায়ই ত্রিগুণাধিকৃত অর্থাৎ বিবিধ কর্ম্মাবলম্বী মানবলম্বী মানবগণের অন্তঃকরণে প্রায়ই সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়েরই তারতম্যানুসারে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ শাস্ত্রজ্ঞানজনিত বিবেকের প্রাবল্যে সুনির্ম্মল, তাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণেরই আধিপত্য লক্ষিত হয়; তাহাকে রজঃ বা তমোগুণ আশ্রয়

করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি এতাদৃশ শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞান বিরহিত, তাহাদের অন্তঃকরণ অনির্ম্মল, সুতরাং তজ্জাত সত্ত্বও অবিশুদ্ধ। এবম্বিধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা আক্রান্ত। অতএব ঈদৃশ সত্ত্বগুণ-সমুদ্ভূত শ্রদ্ধাও সত্ত্বানুরূপ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রধান অন্তঃকরণে যে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়, তাহা সাত্ত্বিকী, রজোগুন প্রধান অন্তঃকরণে সমুৎপন্ন শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমোগুণ প্রধান অন্তঃকরণজাত শ্রদ্ধা তামসী শ্রদ্ধা নামে অভিহিত। এক্ষণে পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তি কোন্ নিষ্ঠাসম্পন্ন, সেই প্রশ্নেরই উত্তর শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য, কিন্তু লোকাচার দর্শনেই কর্ম্মানুষ্ঠানে রত, তাদৃশ পুরুষের অন্তঃকরণ ত্রিগুণের দ্বারা অধিকৃত জানিবে। এবম্বিধ পুরুষ শ্রদ্ধাময়, অর্থাৎ ইহার অন্তঃকরণে প্রচুর রূপে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে। যে পুরুষ যাদৃশ শ্রদ্ধা সম্পন্ন, তাহার তদ্বিষয়েই নিষ্ঠা হইয়া থাকে। পুরুষের অনুষ্ঠিত কার্য্য দর্শনেই এই নিষ্ঠা অনুমিত হয়। সত্ত্বগুণের আসক্তি সত্ত্ব বিষয়ে, রজোগুণের আসক্তি রজোবিষয়ে এবং তমোগুণের আসক্তি তমোবিষয়ে। পুরুষের অন্তঃকরণ যাদৃশ গুণসম্পন্ন, পুরুষ তাদৃশ বিষয়েই আসক্ত হইবে। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে ব্যক্তি যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহার নিষ্ঠাও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। পুরুষ যদি সাত্ত্বিক কার্য্যে শ্রদ্ধাবান্ হয়, তবে সে সাত্ত্বিকী নিষ্ঠাসম্পন্ন, রাজসিক বিষয়ে অনুরক্ত হইলে রাজসী নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং তামসী কার্য্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে তামসী নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

মূলে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে "ভারত" শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। অর্জ্জুন মহাকুলপ্রসূত মহাত্মা ভরতের বংশজাত এবং জ্ঞাননিরত; অতএব তাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হেতু সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত ইহাই এই সম্বোধনের অভিপ্রায়।

মূলস্থিত "শ্রদ্ধাময়" শব্দ উপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। "তৎ প্রস্তুতবচনে ময়ট্" *

* মূল ব্যাকরণে "তৎ প্রকৃতবচনে ময়ট্" এই সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতী মহোদয় 'প্রকৃত' স্থলে 'প্রস্তুত' পাঠ করিয়াছেন।

(সিদ্ধান্তকৌমুদী ৫। ৪। ২১) অর্থাৎ প্রস্তুত বচনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। এই সূত্রানুসারে শ্রদ্ধা শব্দের উত্তর ময়ট্ প্রত্যয় দ্বারা শ্রদ্ধাময় শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যেমন অন্ন হইতে যাহা প্রস্তুত হয় তাহা অন্নময়, তদ্রূপ যাহা শ্রদ্ধাসমুৎপন্ন বা শ্রদ্ধাবিকার তাহাই শ্রদ্ধাময় ॥ ৩ ॥

——— ০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০ ———

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥

অন্বয়।—সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বনিষ্ঠাঃ) দেবান্ যজন্তে (পূজয়ন্তি) রাজসাঃ (রজোনিষ্ঠাঃ) যক্ষরক্ষাংসি [যজন্তে] অন্যে তামসাঃ (তমোনিষ্ঠাঃ) জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (অর্চয়ন্তি) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—সাত্ত্বিকগণ দেবতাদিগকে পূজা করেন, রাজসগণ যক্ষ-রক্ষ-সমূহকে [উপাসনা-করে] অন্য তামস-ব্যক্তি-গণ প্রেতগণ এবং ভূতগণকে অর্চ্চনা করে ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, তাঁহারা দেবগণকে পূজা করিয়া থাকেন রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষগণের উপাসনা করে এবং তমোগুণশালী মানবগণ ভূতপ্রেতাদির অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ততশ্চ কার্য্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠানুমেয়েত্যাহ যজন্ত-ইতি। যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ, প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চ অন্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—তথাপি কথং সত্ত্বাদিনিষ্ঠা যথোক্তস্য পুরুষস্য জ্ঞাতুং শক্যেত্যাশঙ্ক্যাহ ততশ্চেতি। অধিকৃতস্য পুরুষস্য শ্রদ্ধাপ্রধানত্বাদিতি যাবৎ, দেবা বস্বাদয়ো যক্ষাঃ কুবেরাদয়ো রক্ষাংসি নৈর্ঋতাদয়ঃ স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতা বিপ্রাদয়ো দেহপাতাদূর্দ্ধং বায়ুদেহমাপন্নাঃ প্রেতাঃ। এভ্যশ্চ যথাযথমারাধ্যদেবাদয়ঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসান্ প্রকামান্ প্রযচ্ছন্তীতি সামর্থ্যাদবগন্তব্যম্ ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—তদেব বিবৃণোতি। সত্ত্বগুণপ্রচুরাঃ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তা দেবান্ যজন্তে দুঃখাসংভিন্নোৎকৃষ্টসুখহেতুভূতদেবযাগবিষয়া শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীত্যুক্তা ভবতি রাজসা জনা যক্ষরক্ষাংসি যজন্তে অন্যে তামসা জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ যজন্তে দুঃখসংভিন্নাল্পসুখজননী রাজসী শ্রদ্ধা, দুঃখপ্রায়াত্যল্পসুখজননী তামসীত্যর্থঃ। ৪ ॥

হনুমান্।—লিঙ্গবচনাভাবাত্তদেব দর্শয়তি যজন্ত ইতি। পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ শ্রদ্ধোপেতাঃ ॥ ৪। ৫ ॥

শ্রীধর।—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি, রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে, সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বলদেব।—কার্য্যভেদেন সাত্ত্বিকাদিভেদং প্রপঞ্চয়তি যজন্ত ইতি। শাস্ত্রীয়বিবেক-সম্বিদ্বিহীনা যে জনাঃ স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া দেবান্ সাত্ত্বিকান্ বসুরুদ্রাদীন্ যজন্তে তেঽন্যে সাত্ত্বিকাঃ। যে যক্ষরক্ষাংসি কুবেরনির্ঋত্যাদীনি রাজসানি যজন্তে তেঽন্যেরাজসাঃ। যে প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ তমসা যজন্তে তেঽন্যে তামসাঃ। দ্বিজাঃ স্বধর্ম্মবিভ্রষ্টাঃ দেহপাতোত্তরলব্ধবায়বীয়দেহ উল্কামুখ-কটপূতনাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা মনুক্তাঃ পিশাচবিশেষা বেতি ব্যাখ্যাতারঃ। তাং সপ্তমাতৃকাদয়ঃ এবমালস্যাত্ত্যক্তবেদবিধীনাং স্বভাবাৎ সাত্ত্বিকতাদ্যা নিরূপিতাঃ। এতে চ বলবদ্বৈদিকসৎপ্রসঙ্গাৎ স্বভাবান্ বিজিত্য কদাচিদ্বেদেঽপ্যধিকৃতো ভবন্তীতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—শ্রদ্ধা জ্ঞাতা সতী নিষ্ঠাং জ্ঞাপয়িষ্যতি, কেনোপায়েন সা জ্ঞাতব্যামিত্য-পেক্ষিতে দেবপূজাদিকার্য্যলিঙ্গেনানুমেয়েত্যাহ যজন্ত ইতি। জনাঃ শাস্ত্রীয়বিবেকহীনাঃ যে স্বাভাবিক্যা শ্রদ্ধয়া দেবান্ বসুরুদ্রাদীন্ সাত্ত্বিকান্ যজন্তে তেঽন্যে সাত্ত্বিকা জ্ঞেয়াঃ, যে চ যক্ষান্ কুবেরাদীন্ রক্ষাংসি চ রাক্ষসান্ নির্ঋতি প্রভৃতীন্ রাজসান্ যজন্তে তেঽন্যে রাজসা জ্ঞেয়াঃ, যে চ প্রেতান্ বিপ্রাদয়ঃ স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতা দেহপাতাদূর্দ্ধ্বং বায়বীং দেহমাপন্নাঃ উল্কামুখকটপূত-নাদিসংজ্ঞাঃ প্রেতা ভবন্তীতি মনুক্তান্ পিশাচবিশেষান্ বা ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদাংশ্চ তামসান্ যে যজন্তে তেঽন্যে তামসাজ্ঞেয়াঃ। অন্যে ইতি পদং ত্রিষ্বপি বৈলক্ষণ্যদ্যোতনায় সম্বধ্যতে ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ। —কুত এতদেবং কল্প্যতে যস্মাদ্যস্মাৎ সাত্ত্বিকাদয়ো দেবাদীনেব যজন্তে ইত্যাহ যজন্ত ইতি যজন্তে পূজয়ন্তি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমর্থং স্পষ্টয়তি যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বগুণাঃ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিকশাস্ত্রবিধিনা সাত্ত্বিকান্ দেবানেব যজন্তে দেবেষ্বেব শ্রদ্ধাবত্ত্বাৎ দেবা এবোচ্যন্তে। এবং রাজসাঃ রাজসাস্তঃকরণাঃ ইত্যাদি বিবরীতব্যম্। ৪ ॥

তাৎপর্য্য—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকদ্বয়ে শ্রদ্ধার বিবরণ পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে তজ্জাত নিষ্ঠার বিষয় পরিকীর্ত্তন করিতেছেন। কোন

উপায়ে কি কি কার্য্য দ্বারা এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধানিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জানিতে পারা যায়, অতঃপর তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! মানবগণ স্বভাবতই জন্মান্তর সংস্কারের অধীন; জন্মান্তরে সে যেরূপ কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কামনাবিজড়িত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরজন্মভোগ্য যাদৃশ শুভাশুভ সংস্কারের বীজ রোপণ করিয়াছে, ক্ষণস্থায়ী ঐহিক সুখ বা নশ্বর স্বর্গাদি ভোগকেই বাসনার চরমসীমা জ্ঞান করিয়া আপনাকে যেরূপ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে, ইহজন্মে তত্তৎ কার্য্যসম্ভূত ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই সংস্কার দ্বারা শকটনিবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় পরিচালিত হইতে একান্ত বাধ্য। সংস্কার তাহাকে যে পথে চালিত করিবে, অন্ধের ন্যায় তাহাকে পরবশবর্ত্তী হইয়া সেই পথেই গমন করিতে হইবে। সেই গমন পথ সুগমই হউক বা কণ্টকাকীর্ণই হউক, সংস্কারের বশে তাহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে, তাহার স্বেচ্ছায় একপদ মাত্র অগ্রসর বা প্রত্যাবৃত্ত হইতে শক্তি নাই। সংস্কার তাহাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবে, সৎ হউক বা অসৎ হউক প্রভু-নির্দ্দেশ-নিয়ন্ত্রিত ভৃত্যের ন্যায় তাহাকে সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইতে হইবে। শাস্ত্রজ্ঞান—উপজাত বিবেকের সহায়তা ব্যতীত মানব কোনরূপেই সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। এইরূপ শাস্ত্রীয় বিবেকজ্ঞানহীন কেবল সংস্কারচালিত মানব সৌভাগ্যবলে যদি কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়, যদি সে জন্মান্তরানুষ্ঠিত শুভ কার্য্যের পরিণাম স্বরূপে বর্ত্তমান জন্মে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই মানব শ্রদ্ধা সহকারে দেবগণকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার বশে সে ব্যক্তি কামনা সহকারে স্বর্গাদি লাভের প্রত্যাশায় বিবিধ শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। সে নিয়ত বিষ্ণুপূজা, নামজপ, যজ্ঞ, হোম, দোল, দুর্গোৎসবাদি পারত্রিক শুভ ফলদায়ক কর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত থাকে। তাহার প্রবৃত্তি এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তরীণ সংস্কার বশে রাজসী নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাহারা ঐহিক সুখলাভের প্রত্যাশায় ধনাদির কামনা করিয়া যক্ষরক্ষগণের উপাসনা করিয়া থাকে। তাহারা কুবেরাদি যক্ষগণকে (১৮৫৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এবং নির্ঋতি প্রভৃতি রাক্ষসগণকে আপনাদের অভীপ্সিত ফল

প্রধানে সর্ব্ব জানিয়া রাজস শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের উপাসনায় রত হয়। দেবগণ সাত্ত্বিক প্রকৃতি এবং যক্ষ রক্ষঃ প্রভৃতি রাজসপ্রকৃতি। যে সকল লোক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহারা সাত্ত্বিক দেবগণের আরাধনায় সমর্থ হয়: কিন্তু যাহারা রাজসী শ্রদ্ধাবিশিষ্ট তাহারা কখনও তাঁহাদের উপাসনার অধিকারী নহে। প্রত্যুত তাহারা রাজস প্রকৃতি যক্ষরক্ষগণকেই উপাসনা করিতে সক্ষম হয়। আর যাহারা তামসী নিষ্ঠাযুক্ত; তাহাদের হৃদয় প্রদেশ একান্ত অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন। এই সকল ব্যক্তি ভূত * প্রেতগণকেই †

---

* ভূত। দেবযোনি বিশেষ। ইহারা অধোমুখ উর্দ্ধমুখ প্রভৃতি আকৃতি বিশিষ্ট। ভূতগণ রুদ্রের অনুচর নামে খ্যাত। এই ভূতগণের সম্বন্ধে এতদ্দেশে বহুবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা ছায়াময় দেহসম্পন্ন এবং কামচারী।

† প্রেত।—ভূতযোনির নামান্তর। মরণের পর জীব এই প্রেতদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল জীবের যথা বিধানে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, অথবা যে সকল ব্যক্তি বিষ্ণুদ্বেষী, তাহারা কর্ম্মোচিত নরকভোগের পর প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। প্রেতগণের মুখ বিকট এবং বিষাদভাবাপন্ন, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ কেশসমূহ উর্দ্ধভাবে অবস্থিত, দেহের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, জিহ্বা লেলিহমান, ওষ্ঠ লম্বিত দীর্ঘ জঙ্ঘা শিরাবেষ্টিত, দীর্ঘ পদ, তুণ্ড শুষ্ক, চক্ষু কোটরগত এবং অস্থিপঞ্জর সমূহ দৃশ্যমান। অগ্নিপুরাণে কথিত আছে, একদা এক ব্রাহ্মণ পঞ্চ প্রেতের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বিকৃত দেহ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে এতাদৃশ আকৃতি লাভের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রশ্নে প্রেতগণ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা; "প্রেতা ঊচুঃ। অহং স্বাদু সদা ভুক্ত্বা দত্তবান্‌ পর্য্যুষিতং সদা। এতৎকারণমুদ্দিশ্য নাম পর্য্যুষিতং মম॥ সূচিতা বহবোঽনেন বিপ্রাদ্যা হ্যন্নকাঙ্ক্ষিণঃ। এতদকারণমুদ্দিশ্য সূচীমুখ নিমং বিদুঃ॥ শীঘ্রং গচ্ছতি বিপ্রেণ যাচিতঃ ক্ষুধিতেন বৈ। পশ্চাদ্ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজঃ শিষ্টমেষ শীঘ্রক উচ্যতে॥ গৃহোপরি সদাভুঙ্‌ক্তে স্বাদু বিজভয়েন হি। দ্বিজায় কুৎসিতং দত্ত্বা এষ রোহক উচ্যতে॥ মৌনেনাপি স্থিরো নিত্যং যাচিতো বিলিখেন্মহীং। অস্মাকমপি পাপিষ্ঠো লেখকো নাম এষ বৈ॥ মেঢ্রেণ লেখকো যাতি রোহকঃ পার্শ্বতঃ শিরাঃ! শীঘ্রকঃ পঙ্গুতাং প্রাপ্তঃ সূচ্যাং সূচীমুখোঽভবৎ॥' (অগ্নিপুরাণ) অর্থাৎ প্রেতগণ বলিল, আমি স্বয়ং সর্ব্বদা স্বাদু দ্রব্য ভোজন করিতাম, কিন্তু পর্য্যুষিত (বাসি) অন্ন দান করিতাম, এই জন্যই আমার নাম পর্য্যুষিত। এই ব্যক্তি বিপ্রাদিকে অন্নাদি দান করিবার সূচনা করিত, কিন্তু পরিশেষে তাহাদিগকে বিমুখ করিত এই নিমিত্তই তাহার নাম সূচক। যখন বিপ্র বা ক্ষুধিত ব্যক্তি ইহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে এই ব্যক্তি শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিত, এই জন্যই ইহার নাম শীঘ্রক। এই ব্যক্তি দ্বিজগণকে কুৎসিতান্ন দান করিয়া তাহাদের ভয়ে স্বগৃহ মধ্যে গোপনে উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করিত, এই নিমিত্ত ইহার নাম রোহক। এই ব্যক্তি কাহারও কর্ত্তৃক যাচিত হইলে মৌনভাবে বসিয়া ভূমি লিখন করিত, অতএব আমাদের অপেক্ষা পাপিষ্ঠ এই ব্যক্তি লেখক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই লেখক মেঢ্রদ্বারা এবং রোহক পার্শ্বদ্বারা গমন করে, শীঘ্রক পঙ্গুত্ব এবং সূচীমুখ সূচীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

আপনাদের অভীষ্ট ফলদাতা জ্ঞানে তাহাদের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণাদি মৃত্যুর পর বায়বীয় প্রেত দেহ প্রাপ্ত হয়, এবং তৎকালে তাহারা উল্‌কামুখ, কটপূতনাদি নামে অভিহিত হয়। তামসী শ্রদ্ধানিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই ভূতপ্রেতগণকে শুভাশুভ ফলপ্রদাতা বলিয়া মনে করে.

এই স্থলে প্রেতগণের আহার্য্যও কথিত হইয়াছে। যথা; "দ্বিজ উবাচ। হে জীবা ভুবি তিষ্ঠান্তি সর্ব্বে আহারমূলকাঃ। যুষ্মাকমপি আহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ প্রেতা উচুঃ। শৃণু আহারমস্মাকং সর্ব্বসত্ত্ববিগর্হিতং। শ্লেষ্মমূত্রপুরীষেণ যোষিতাস্তু মলেন চ। গৃহাণ্যত্যক্তশৌচানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ॥ স্ত্রীভির্জগ্ধানি জীর্ণানি সংকীর্ণাপহতানি চ। মলেনাতিজুগুপ্সানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ। ভয়লজ্জাবিহীনানি পতিতৈঃ সেবিতানি চ। অন্যোন্যদস্যুবৃত্তানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ। কলহান্বিতশোকানি ত্যক্তশোভানি মণ্ডনৈঃ। সবর্চ্চস্কানি ভাণ্ডানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ। বলিমন্ত্রবহীনানি বিষ্ঠাদৃষ্টানি যানি চ। নিয়মব্রতহীনানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ। গুরবো নৈব পূজ্যন্তে স্ত্রিজিতানি যানি চ। সক্রোধান্যোপবিত্রানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ। ভুঞ্জন্তি ভিন্নভাণ্ডেষু মর্য্যাদারহিতেষু চ। অন্যোন্যোচ্ছিষ্টযুক্তেষু তত্র প্রেতাস্তু ভুঞ্জতে। সকেশ মাক্ষিকোচ্ছিষ্টং পূতি পর্য্যুষিতং তথা। সক্রোধঞ্চ সশোকঞ্চ তত্র প্রেতেষু ভোজনং। সনগ্নং ভোজনং যচ্চ নোত্তরীয়ং পদাসনং। নোষ্ণীষং সাস্তরী কক্ষং তচ্চ প্রেতেষু ভোজনং। অর্দ্ধগ্রাসং মহাগ্রাসং সোৎক্ষিপ্তং পতিতং তথা। দুর্ভুক্তং গোষ্ঠিকঞ্চৈব তচ্চ প্রেতেষু ভোজনং। সৌতিকং মৃতকঞ্চৈব রজসং কলুষাকৃতং। নিদ্রান্ধঃ কৃমিবচ্চাগ্রে যদ্ভুক্তঃ প্রৈতিকন্তু তৎ॥" ইহার ভাবার্থ যথা; ব্রাহ্মণ বলিলেন, পৃথিবীতে যাবতীয় জীবই আহার প্রভাবে জীবিত থাকে, অতএব তোমাদেরও কোনরূপ আহার নিশ্চয়ই নিরূপিত আছে, তোমরা আমার নিকট সেই আহারের বিষয় ব্যক্ত কর। ব্রাহ্মণের বাক্যে প্রেত কহিল, হে বিপ্র! যাহা সর্ব্বজীবের পক্ষে নিন্দিত খাদ্য এবং যাহা শ্লেষ্মা মূত্র বা পুরীষ সংস্পৃষ্ট, তাহাই আমাদের আহার্য্য। যে গৃহ প্রতিদিন পরিষ্কৃত না হয়, সেই গৃহই আমাদের ভোজনের স্থান। যে গৃহে কেবল স্ত্রীজাতি ভোজন করে, যাহা জীর্ণ সঙ্কীর্ণ এবং মলাদি দ্বারা দূষিত, সেই গৃহেই প্রেতগণ ভোজন করে। যে গৃহে ভয় বা লজ্জা নাই, যাহাতে পতিতব্যক্তি বাস করে, যাহা দস্যুগণের বাসভূমি, সেই গৃহেই প্রেতগণ ভোজন করে। যে স্থান শোক কলহাদিযুক্ত, যেখানে মণ্ডনাদি শোভা নাই, এবং যে ভাণ্ড বিষ্ঠামূত্রাদি সংযুক্ত তাহাতেই প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। যে স্থান বলি, মন্ত্র নিয়ম ব্রতাদি বিহীন, যে স্থানে গুরু ব্যক্তি পূজিত হয় না, যেখানে স্ত্রীজাতির প্রভুত্ব, যাহা ক্রোধযুক্ত এবং অপবিত্র, সেই স্থানেই প্রেতগণ ভোজন করে। ভগ্নপাত্র, এবং পরস্পরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য, মক্ষিকাস্পৃষ্ট, দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত প্রভৃতি কদন্ন প্রেতগণের খাদ্য। উলঙ্গভাবে ভোজন, উত্তরীয় বিহীন বা নিরাসনে ভোজন প্রেতের আহার। অর্দ্ধগ্রাসে, বৃহৎ গ্রাসে বা উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ভোজন এবং মুখ হইতে পতিতান্ন, সূতকান্ন বা মৃতকাশৌচান্ন, ধূলিদ্বারা কলুষিতান্ন, এই সমস্ত প্রেতের আহার। অন্ধকারে কৃমির ন্যায় যে আহার তাহাও প্রেতের আহার।

পদ্ম পুরাণে প্রেতত্বজনক কর্ম্মসমূহের উল্লেখ আছে। যথা; "হবি র্জুহ্বতি নাগ্নৌ যে গোবিন্দং নার্চ্চয়ন্তি যে সভান্তে নাত্মবিদাঞ্চ সুতীর্থবিমুখাশ্চ যে। সুবর্ণবস্ত্রতাম্বূলং রত্ন-

এবং যত্ন সহকারে রোগ শান্তি, কার্য্যসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করিয়া তাহাদের পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এতাদৃশ তামসপ্রকৃতি সম্পন্ন

মন্নং ফলং জলং। আর্ত্তেভ্যোন প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বে স্বকৃতদারকাঃ। ব্রহ্মস্বঞ্চ স্ত্রীধনানি লোভাদেব হরন্তি যে। বলেন ছদ্মনা বাপি ধূর্ত্তাশ্চ পরবঞ্চকাঃ। নাস্তিকাঃ কুহকাশ্চৌরা যে চান্যে বকবৃত্তয়ঃ। বালবৃদ্ধাতুরস্ত্রীষু নির্দ্দয়াং সত্যবর্জ্জিতাং দেবোপদেবদনুজ রক্ষোযক্ষাদিসেবিনঃ। সর্ব্বদা মাদকদ্রব্যপান রতা হরিদ্বিষঃ। দেবতোচ্ছিষ্টপতিতনৃপশ্রাদ্ধান্নভোজিনঃ। অসৎকর্ম্মরতো নিত্যং সর্ব্বপাতকপাপিনঃ। পাষণ্ডধর্ম্মাচরণঃ পুরোধাবৃত্তিজীবনং। পিতৃমাতৃস্বস্রাপত্যস্বদারত্যাগিনশ্চ যে। যে কদর্য্যাশ্চ লুব্ধাশ্চ নাস্তিকাঃ ধর্ম্মদূষকাঃ। ত্যজন্তি স্বামিনং যুদ্ধে ত্যজন্তি শরণাগতং। গব্যং ভূমেশ্চ হর্ত্তারো যে চান্যে রত্নদূষকাঃ। মহাক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে। পরদ্রোহরতা যে চ তথা যে প্রাণিহিংসকাঃ। পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতাগুরুনিন্দকাঃ। কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ। প্রেতরাক্ষসপৈশাচতির্য্যকবৃক্ষ কুযোনিষু। ন তেষাং সুখলেশোঽস্তি ইহলোকে পরত্র চ॥" (পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড) ইহার ভাবার্থ যথা ; যে সকল ব্যক্তি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না, গোবিন্দকে অর্চ্চনা করে না, যাহারা আত্মাবস্থা লাভে বা সুতার্থ গমনে বিমুখ, যাহারা আর্ত্ত ব্যক্তিকে সুবর্ণ, বস্ত্র, তাম্বুল রত্ন অন্ন ফল বা জল দান করে না, যে সকল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক লোভ হেতু বলে বা ছলে ব্রহ্মস্ব এবং স্ত্রীধন হরণ করে, যাহারা নাস্তিক, কুহক বিদ্যাশালী, বকবৃত্তি অর্থাৎ বকধার্ম্মিক,যাহারা বালক বৃদ্ধ আতুর এবং স্ত্রীলোকের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে, যাহারা গৃহে অগ্নি দান করে, বিষ প্রয়োগে নরহত্যা করে এবং মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, যাহারা অগম্যাগামী গ্রামযাজী, যাহারা ব্যাধের ন্যায় হিংসাবৃত্তি পরায়ণ এবং বর্ণাদি ধর্ম্মবিহীন, যাহারা উপদেবতা দৈত্য যক্ষ রাক্ষসাদিকে ভজনা করে যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা মাদক পানে মত্ত এবং হরিদ্বেষী, যাহারা উচ্ছিষ্টান্ন, পতিতান্ন, রাজান্ন বা শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, যাহারা নিয়ত অসৎ কর্ম্মনিরত, যাহারা পাষণ্ডধর্ম্মাচারী এবং পুরোহিত বৃত্তিজীবী, যে সকল ব্যক্তি পিতা, মাতা, ভগিনী, পুত্র এবং দারাকে পরিত্যাগ করে, যাহারা কদর্য্য কার্য্যকারী, লুব্ধ নাস্তিক এবং ধর্ম্মদূষক, যাহারা প্রভুকে পরিত্যাগ করে, যাহারা শরণাগতকে ত্যাগ করে, যে সকল ব্যক্তি গো বা ভূমি হরণ করিয়া থাকে, যাহারা রত্নদূষক, যাহারা গঙ্গাদি মহাক্ষেত্রে দান গ্রহণ করে, যে সকল মানব পরানিষ্ট নিরত এবং প্রাণ হিংসক, যাহারা পরের অপবাদ কীর্ত্তন করে এবং দেবতা বা গুরুর নিন্দা ঘোষণা করে, যাহারা নীচ প্রতিগ্রাহী, তাদৃশ ব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ তির্য্যক, বৃক্ষ এবং অন্যান্য নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তিগণের ইহলোক বা পরলোকে কোন স্থানেই সুখসম্ভাবনা নাই। অগ্নিপুরাণে কথিত আছে যে, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, দেবপূজা ঈশ্বরে ভক্তি, সর্বভূতে দয়া, অতিথি সৎকার, বেদাধ্যয়ন, ক্রোধাদি রিপুজয়, তীর্থাদি দর্শন প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে মানবকে প্রেতযোনি লাভ করিতে হয় না। মানব মৃত্যুর পরই আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয় এবং অশৌচান্ত দিনে দশম পিণ্ড প্রদান করিলে সে প্রেতদেহ লাভ করিয়া থাকে। ইহার পর সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে প্রেত নামেই অভিহিত করা হয়। সপিণ্ডকরণের পর সে প্রেতযোনি পরিহার পূর্ব্বক স্বকর্ম্মোচিত লোকে গমন করিয়া থাকে। (১৩৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধাসহকারে ভূতপ্রেত পিশাচাদির * অর্চ্চনা করিলেও তাদৃশ অর্চ্চনা যে নিতান্ত হেয় এবং অজ্ঞানবর্দ্ধক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলেন যে, দেবপূজানিরতা সাত্ত্বিকী নিষ্ঠা দুঃখহীন উৎকৃষ্ট সুখের হেতুভূত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হেতু সুখ বিধায়িনী; রাজসী শ্রদ্ধাদ্বারা দুঃখমিশ্রিত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তামসী শ্রদ্ধাদ্বারা দুঃখবহুল অত্যল্প মাত্র সুখ জন্মে।

মূলস্থিত চকার দ্বারা তামসগণ সপ্তমাতৃকাদিরও অর্চ্চনা পরায়ণ, ইহাই সূচিত হইতেছে। "অন্য" পদ ত্রিবিধনিষ্ঠার পরস্পর বৈলক্ষণ্য দ্যোতন হেতু তিন বাক্যের সহিতই সম্বন্ধ, ইহাই পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের অভিপ্রায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদিও রাজসশ্রদ্ধানিষ্ঠ এবং তামস শ্রদ্ধানিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যজ্ঞকালে ইন্দ্রাদি দেবতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তথাপি যক্ষাদিই তাহাদের ইষ্ট হেতু যক্ষাদিই সে যজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলপ্রদাতা হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাসম্পন্নব্যক্তিগণ দেবপূজা দ্বারা ক্রমশঃ বিষ্ণুভক্তি লাভ করিয়া মোক্ষফল প্রাপ্ত হয়, রাজসী শ্রদ্ধাদ্বারা সাংকল্পিক স্বর্গ এবং তামসী শ্রদ্ধাদ্বারা শিবানুচর ভূতাদি যোনি লাভ করিয়া থাকে। স্মৃতি বলিযাছেন, "মোক্ষঃ সাংকল্পিকঃ স্বর্গো ভূতাদিত্বং ফলং ক্রমাৎ।" অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার ফল মোক্ষ; রাজসী শ্রদ্ধার ফল সাংকল্পিক স্বর্গ এবং তামসী শ্রদ্ধার ফল রুদ্রানুচররূপ ভূতাদিত্ব প্রাপ্তি ॥ ৪ ॥

* পিশাচ।—পিশাচগণও দেবযোনি বিশেষ, ইহারা কুৎসিতাঙ্গ, কদর্য্যভোগী এবং কদাচারী। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, "অন্তরীক্ষচরা যে চ ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ! বর্জ্জয়িত্বা রুদ্রগণাংস্তে তত্রৈব চরন্তি হি। নোর্দ্ধং বিক্রমণে শক্তিস্তেষাং সন্তপাপ্মনাং। অতউর্দ্ধং হি বিপ্রেন্দ্র রাক্ষসা যে ক্রূরতমসঃ। তে তু সূর্য্যাদধঃ সর্ব্বে বিহরন্ত্যূর্দ্ধ বর্জ্জিতাঃ।" (পদ্মপুরাণ স্বর্গ খণ্ড) অর্থাৎ রুদ্রসহচরগণ ব্যতীত ভূত প্রেত পিশাচগণ অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধে গমন করিতে তাহাদের শক্তি নাই। পাপপরায়ণ রাক্ষসগণ ইহাদের উর্দ্ধে বাস করে। কিন্তু ইহারা সকলেই সূর্য্যের নিম্নভাগে অবস্থান করিয়া থাকে, তদূর্দ্ধে যাইতে পারে না। "আশৌচান্তাদ্দ্বিতীয়েঽহ্নি যস্য নোৎসৃজ্যতে বৃষঃ। পিশাচত্বং ধ্রুবং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি।" (শুদ্ধি তত্ত্ব) অর্থাৎ অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে যে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ না করা হয়, শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইবে।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৫।৬॥

অন্বয়।—দম্ভ হঙ্কারসংযুক্তাঃ (গর্ব্বাভিমানযুক্তাঃ) কামরাগ-বলান্বিতাঃ (বিষয়ানুরক্তিবলসম্পন্নাঃ) অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) যে জনাঃ শরীরস্থং (স্বদেহস্থং) ভূতগ্রামং (ইন্দ্রিয়সমুদায়ং) কর্শয়ন্তঃ (কৃশং কুর্ব্বন্তঃ) অন্তঃশরীরস্থং (বুদ্ধিবৃত্ত্যবস্থিতং) মাং (ঈশ্বরং) চ [কর্শয়ন্তঃ] অশাস্ত্রবিহিতং (বেদবিরুদ্ধং) ঘোরং (অত্যুগ্রং) তপঃ তপ্যন্তে (আচরন্তি) তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ (অতিক্রূরনিশ্চয়ান্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৫।৬ ॥

প্রতিশব্দ।—দম্ভ-এবং-অহঙ্কার যুক্ত, অভিলাষ-আসক্তি-আগ্রহ-সম্পন্ন অবিবেকী যে-সকল ব্যক্তি দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণকে কৃশ-করতঃ অন্তঃকরণ-স্থিত আমাকেও [ক্লেশ-দান-করিয়া] বেদ-বিরুদ্ধ ঘোর তপস্যার অনুষ্ঠান-করে তাহাদিগকে অতি-ক্রূর-স্বভাব জানিবে ॥ ৫।৬ ॥

ব্যাখ্যা।—দম্ভ এবং অহঙ্কারাদি সম্পন্ন কামাদি সংযুক্ত যে সকল বিবেক জ্ঞানহীন ব্যক্তি স্বশরীরস্থ ইন্দ্রিয়রূপ আকাশাদি ভূতবর্গকে ক্লিষ্ট করতঃ এবং হৃদয়স্থিত আত্মাকেও ক্লেশ প্রদানপূর্ব্বক বেদাদি বিগর্হিত অতিশয় উগ্র তপোযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে আসুরস্বভাব বলিয়া জানিবে ॥ ৫।৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং কার্য্যতো নির্ণীতাঃ সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধ্যুৎসর্গে. তত্র কশ্চিদেব সহস্রেষু পূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠো ভবতি বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাস্তমোনিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনো-ভবন্তি, কথম্ অশাস্ত্রেতি। অশাস্ত্রবিহিতং ন শাস্ত্রবিহিতং অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ তপস্তপ্যন্তে নিবর্ত্তয়ন্তি যে তপো জনাস্তে চ দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা দম্ভশ্চাহঙ্কারশ্চ দম্ভা-

☞ পাঠান্তর।—কর্ষয়ন্তঃ।

হঙ্কারৌ তাভ্যাং সংযুক্তা দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ তৎকৃতং বলং কামরাগবলং তেনান্বিতাঃ কামরাগবলৈরন্বিতাঃ। কর্শয়ন্ত ইতি। কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং করণসমুদায়মচেতসোঽবিবেকিনো মাঞ্চৈব তৎকর্ম্মবুদ্ধিসাক্ষিভূতমন্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তঃ মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্শনং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরো নিশ্চয়ো যেষাং তে আসুরনিশ্চয়াস্তান্ পরিহরণার্থং বিদ্ধি ইত্যুপদেশঃ ॥ ৫ । ৬ ॥

আনন্দগিরি।—ননু সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রেণ জ্ঞাতুং শক্যন্তে কুতঃ কার্য্যলিঙ্গকানুমানেনেতি তত্রাহ এবমিতি। সত্ত্বাদিনিষ্ঠানাং জন্তূনামবান্তরবিশেষং প্রচুরত্বাপ্রচুরত্বরূপং দর্শয়তি তত্রেত্যাদিনা। রাজসানাং তামসানাঞ্চ প্রাচুর্য্যং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কথমিত্যাদিনা। কামশ্চ কামমানবিষয়োরাগশ্চ তদ্বিষয়ভোগাভিলাষঃ, তৎকৃতং তন্নিমিত্তমিতি যাবৎ। রাজোনিষ্ঠান্ প্রাধান্যেন প্রদর্শ্য তমোনিষ্ঠান্ প্রাধান্যেন দর্শয়তি কর্শয়ন্ত ইতি। কথং শরীরাদিসাক্ষিণমীশ্বরং প্রতি কৃশীকরণং প্রাণিনাং প্রকল্প্যতে তত্রাহ মদনুশাসনেতি। তেষাং বিপর্য্যাসনিশ্চয়বতাং পরিজ্ঞানং কুত্রোপযুজ্যতে তত্রাহ পরিহরণার্থমিতি ॥ ৫ । ৬ ॥

রামানুজ।—এবং শাস্ত্রীয়েষ্বেব যাগাদিষু শ্রদ্ধাযুক্তেষু গুণতঃ ফলবিশেষঃ অশাস্ত্রীয়েষু তপোযাগপ্রভৃতিষু মদনুশাসনবিপরিতত্বেন ন কশ্চিদপি সুখলবঃ অপি ত্বনর্থ এবেতি হৃদি নিহিতং ব্যঞ্জয়ন্নাহ অশাস্ত্রেতি। অশাস্ত্রবিহিতমতিঘোরমপি তপো যে জনাস্তপ্যন্তে প্রদর্শনার্থমিদম্। অশাস্ত্রবিহিতং বহ্বায়াসং যাগাদিকং যে কুর্ব্বতে দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ শরীরস্থং পৃথিব্যাদিভূতং কর্শয়ন্তো মদংশভূতং জীবং মাং চান্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তো যে তপান্তে যাগাদিকঞ্চ কুর্ব্বতে তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি আসুরাণাং নিশ্চয়ঃ আসুরনিশ্চয়ঃ অসুরা হি মদাজ্ঞাবিপরীতকারিণঃ। মদাজ্ঞাবিপরীতকারিত্বাচ্চৈষাং সুখলবসংবন্ধো ন বিদ্যতে অপি ত্বনর্থব্রাতে পতন্তীতি পূর্ব্বমেবোক্তং "পতন্তি নরকেঽশুচাবিতি" ॥ ৫ । ৬ ॥

হনুমান্।—কর্শয়ন্তস্তনুং কৃশীকুর্ব্বন্তঃ ভূতগ্রামং পৃথিব্যাদিসংঘাতম্। শরীরান্তরস্থং মাং কর্শয়ন্তঃ ইত্যাসুরো নিশ্চয়ো যেষাং তে আসুরনিশ্চয়াস্তানমন্ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—রাজসতামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাং। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি অধমাস্তু তামসা ভবন্তি যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং আরম্ভকত্বেন দেহেস্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চাপ্যংশমিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তো যে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫ । ৬ ॥

বলদেব।—বেদাবাহ্যানাং কদাচিদপি দুর্গতের্নিস্তারো নেতি পূর্ব্বাধ্যায়োক্তম্ দৃঢ়য়ন্নাহ অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাম্। অশাস্ত্রেণ বেদবিরুদ্ধেন স্বাগমেন বিহিতং ঘোরং পরপীড়কং তপো যে তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। কামরাগো বিষয়স্পৃহা বলং চ ময়া শক্যমেতৎ সিদ্ধং কর্ত্তুমিতি দুরাগ্রহঃ। শরীরস্থমারম্ভকতয়া শরীরে স্থিতং ভূতগ্রামং পৃথিব্যাদিসংঘাতং কর্ষয়ন্তো বৃথোপবাসাদিনা কৃশং কুর্ব্বন্তঃ অন্তঃশরীরস্থং শরীরমধ্যগতান্তর্যামিণং মাং চাবজ্ঞয়া কর্ষয়ন্তঃ। অচেতসঃ শাস্ত্রীয়বিবেকসম্বিদ্বিহীনাঃ। তান্ বেদবাহ্যানাসুরনিশ্চয়ান্ নিশ্চয়েনাসুরান্ বিদ্ধীতি পূর্ব্বোক্তাঃ তেষাং দুর্গতিরবর্জ্জনীয়েবেতি ভাবঃ। স্বভাবজয়া শ্রদ্ধয়া যক্ষরক্ষঃপ্রেতাদীন্ যজতাং বলবদ্বৈদিকসদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধয়াসুরভাববিনাশঃ স্যাদেব দেবান্ যজতাং তু বস্তুতঃ সাত্ত্বিকত্বাত্তদনুগ্রহে সতি শাস্ত্রীয়া সুলভেতি স্থিতম্॥ ৫।৬॥

মধুসূদন।—এবমনাদৃতশাস্ত্রাণাং সত্ত্বাদিনিষ্ঠা কার্য্যতো নির্ণীতা, তত্র কেচিদ্রাজসতামসা অপি প্রাগ্ভবীয়পুণ্যপরিপাকাৎ সাত্ত্বিকা ভূত্বা শাস্ত্রীয়সাধনেঽধিক্রিয়ন্তে, যে তু দুরাগ্রহেণ দুর্দ্দৈবপরিপাকপ্রাপ্তদুর্জ্জনসঙ্গাদিদোষেণ চ রাজসতামসতাং ন মুঞ্চন্তি, তে শাস্ত্রীয়মার্গাদ্ভ্রষ্টা অসন্মার্গানুসরণেনেহ লোকে পরত্র চ দুঃখভাগিন এবেত্যাহ দ্বাভ্যাম্ অশাস্ত্রবিহিতং শাস্ত্রেণ বেদেন প্রত্যক্ষেণানুমিতেন বা ন বিহিতম্ অশাস্ত্রেণ বুদ্ধাগমেন বোধিতং বা ঘোরং পরস্যাত্মনঃ পীড়াকরং তপস্তপ্তশিলারোহণাদি তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি যে জনাঃ। দম্ভো ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনম্ অহঙ্কারোঽহমেব শ্রেষ্ঠ ইতি দুরভিমানঃ তাভ্যাং সম্যগ্যুক্তাঃ যোগস্য সম্যক্‌ক্রমনায়াসেন বিয়োগজননাসামর্থ্যং কামে কাম্যমানবিষয়ে যো রাগস্তন্নিমিত্তং বলমত্যুগ্রদুঃখসহনসামর্থ্যং তেনান্বিতাঃ কামোবিষয়েঽভিলাষঃ রাগঃ সদাতদভিনিবিষ্টরূপোঽভিষঙ্গঃ বলমবশ্যমিদং সাধয়িষ্যামীত্যাগ্রহঃ তৈরন্বিতা ইতি বা, অত এব বলবদ্দুঃখদর্শনেঽপ্যনিবর্ত্তমানাঃ কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তো বৃথোপবাসাদিনা শরীরস্থং ভূতগ্রামং দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাকারেণ পরিণতং পৃথিব্যাদিভূতসমুদায়ম্ অচেতসো বিবেকশূন্যাঃ মাং চান্তঃশরীরস্থং ভোক্তৃরূপেণ স্থিতং ভোগ্যস্য শরীরস্য কৃশীকরণেন কৃশীকুর্ব্বন্ত এব মামন্তর্য্যামিত্বেন শরীরান্তঃস্থিতং বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষীভূতমীশ্বরমাজ্ঞালঙ্ঘনেন কর্শয়ন্ত ইতি বা, তানৈহিকসর্ব্বভোগবিমুখান্ পরত্র চাধমগতিভাগিনঃ সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্টানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরো বিপর্য্যাসরূপো বেদার্থবিরোধিনিশ্চয়ো যেষাং তান্ মনুষ্যত্বেন প্রতীয়মানানপ্যসুরকার্য্যকারিত্বাদসুরান্ বিদ্ধি জানীহি পরিহরণায় নিশ্চয়স্যাসুরত্বাত্তৎপূর্ব্বিকাণাং সর্ব্বাসামন্তঃকরণবৃত্তীনামাসুরত্বম্ অসুরত্বজাতিরহিতানাং চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মণৈবাসুরত্বাত্তানসুরান্ বিদ্ধীতি সাক্ষান্নোক্তমিতি চ দ্রষ্টব্যম্॥ ৫।৬॥

নীলকণ্ঠ।—সাত্ত্বিকানাং দৌর্লভ্যমভিপ্রেত্যাহ অশাস্ত্রেতি। শাস্ত্রং বেদাদি তদ্বিরোধিনা কৌলিকাদ্যাগমেন বিহিতং ঘোরং স্বমাংসহোমেন ব্রাহ্মণলোহিতাদিনা বা দেবতাসন্তর্পণাত্মকং যে জনাঃ তপস্তপ্যন্তে তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ, দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্ অহঙ্কারঃ স্বস্মিন্ পূজ্যতাবুদ্ধিঃ তাভ্যাং সংযুক্তাঃ কামরাগো বিষয়াভিলাষঃ বলং সাহসেনাপি বিষয়সাধনে উৎসাহঃ তাভ্যাম্ অন্বিতাঃ কর্ষয়ন্ত কৃশংকুর্ব্বন্তঃ ভূতগ্রামং করণসমুদায়ম্ অচেতসো মূঢ়াঃ মাঞ্চ

অন্তঃশরীরস্থং ভোক্তৃরূপেণ শরীরান্তঃস্থং মাং পরমেশ্বরং বা ভোগ্যস্য শরীরস্য কৃশীকরণেন মদাজ্ঞালঙ্ঘনেন বা কৃশীকুর্ব্বন্তঃ তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৫। ৬॥

বিশ্বনাথ।—যত্ত্বয়া পৃষ্টং যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামভোগরহিতাঃ শ্রদ্ধয়া যজন্তে তেষাং কা নিষ্ঠেতি তস্যোত্তরমধুনা শৃণ্বিত্যাহ অশাস্ত্রেতি দ্বাভ্যাং। ঘোরং প্রাণিভয়করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তীত্যুপলক্ষণমিদং জপযাগাদিকমপি অশাস্ত্রীয়ং কুর্ব্বন্তি। কাম্যাচরণরাহিত্যং শ্রদ্ধান্বিতত্বঞ্চ স্বত এব লভ্যতে। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তা ইতি। দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং বিনা শাস্ত্রবিধ্যুল্লঙ্ঘনানুপপত্তেঃ। কামঃ স্বস্যাজরামরত্বরাজ্যাদ্যভিলাষঃ, রাগস্তপস্যাসক্তিঃ, বলং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতীনামিব তপঃকরণসামর্থ্যং তৈরন্বিতাঃ। শরীরস্থমারম্ভকত্বেন দেহস্থিতং। ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্ষয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ মাঞ্চ মদংশভূতং জীবঞ্চ দুঃখয়ন্তঃ। আসুরনিশ্চয়ান্ অসুরাণামেব নিষ্ঠায়াং স্থিতানিত্যর্থঃ॥ ৫। ৬॥

তাৎপর্য্য।—যাহারা শাস্ত্রাদি জ্ঞানে প্রযত্ন না করিয়াই কেবল জন্মান্তরীয় সংস্কার বশে সত্ত্বাদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা এবং কার্য্য পূর্ব্বশ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ শ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাহারা রাজস বা তামস শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাহারা শ্রদ্ধাসহকারে রাজসী বা তামসী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে হয়তো ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে পারে, হয়তো এইরূপ শ্রদ্ধাসহকৃত কার্য্যানুষ্ঠানের ফলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চিত হইয়া, বহু জন্মান্তরে সেই সঞ্চিত পুণ্য সমূহের পরিপাকস্বরূপে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হয়, এবং সেই শ্রদ্ধা দ্বারা শাস্ত্রীয় সাধনে অধিকার লাভ করে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্দ্দৈব ক্রমে দুর্জ্জন সঙ্গে পতিত হয়, সেই সঙ্গ দোষে উন্নতির পথে ধাবিত না হইয়া উত্তরোত্তর অবনতি মার্গেই অগ্রসর হইয়া থাকে, এবং নিকৃষ্ট বাসনার বশতাপন্ন হইয়া কদাচিৎ রাজস বা তামস ভাবকে পরিহার করিতে সমর্থ না হয়, তাহারা এককালে শাস্ত্রীয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়, এবং অসৎ মার্গানুসরণ দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে এজন্মে বা পরজন্মে অত্যল্প মাত্র সুখলাভেও সমর্থ হয় না, প্রত্যুত নিরন্তর দুঃসহ দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তি কোন কালেই জ্ঞান লাভে সমর্থ বা অধিকারী না হইয়া নিরন্তর অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকার মার্গেই বিচরণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ এতাদৃশ ব্যক্তিগণের পরিণাম নির্দ্দেশ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, কতকগুলি রাজস এবং তামস কার্য্যনিষ্ঠ

ব্যক্তি অশাস্ত্র বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। যাহা শাস্ত্র, (২৭১৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বেদ, (৩২০।১৩২৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা অবিহিত বা গর্হিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই অশাস্ত্র বিহিত। এই সকল ব্যক্তি অশাস্ত্র বিহিত ঘোর অর্থাৎ পরপীড়াকর এবং আত্মার ক্লেশজনক তপস্যার অনুষ্ঠান করে, তপ্তশীলারোহণ, স্বদেহ মাংস দ্বারা হোম, নররক্ত দানে দেবতার তৃপ্তিসাধন প্রভৃতি ভয়ঙ্কর কার্য্যের দ্বারা আপনার অভিষ্ট ফল লাভের কামনা করিয়া থাকে। আমি ধার্ম্মিক, আমি দাতা, আমি পুণ্যাত্মা, ইত্যাকার খ্যাপনের নাম দম্ভ, এবং আমি শ্রেষ্ঠ, আমার সদৃশ ধনশালী বা সুখী কেহই নাই, ইত্যাদি অভিমানের নাম অহঙ্কার। এই সকল মানব এই দম্ভ এবং অহঙ্কার সম্পন্ন। কাম্য বস্তুতে অনুরাগ এবং তন্নিবন্ধন সেই কাম্য বস্তুর প্রাপ্তি আশায় বল অর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখসহিষ্ণুতা; অথবা তাহার কাম অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ, রাগ অর্থাৎ তাহাতে একান্ত আসক্তি এবং বল অর্থাৎ তত্তৎ অভিলষিত বিষয় লাভের নিমিত্ত একান্ত আগ্রহ, এই সমস্ত ভাবাপন্ন। তাহারা যখন যে সুন্দর বস্তু বা সুখজনক অর্থাদি সন্দর্শন করে, তখনই তাহাদের দুর্ব্বল হৃদয় দুরাকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয় এবং অচিরাৎ সেই বস্তু লাভ করিয়া আপনার বাসনা চরিতার্থ করিতে অভিলাষ জন্মে। ইত্যাকার অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া সেই সকল মানব তত্তদ্ বস্তুতে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া পড়ে, এবং যে উপায়ে হইক, এই বস্তু লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বা সুখী করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকে। সম্মুখে ভীষণ বাধা বা ভয়ঙ্কর দুঃখ দর্শনেও তাহারা পূর্ব্ব সঙ্কল্প হইতে বিচলিত বা তদনুসরণ মার্গ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় না। বরং অধিকতর আগ্রহান্বিত হইয়া ছলে বলে কৌশলে, যে কোন উপায়েই হউক সেইঅভীপ্সিত দ্রব্য লাভের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। এতাদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষার দাস মানবগণ যে অভিলষিত বস্তু লাভের নিমিত্ত আত্মা ও সর্ব্বপ্রাণীর পীড়াজনক ঘোর তপস্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার শরীরস্থ ভূত গ্রামকে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় রূপে পরিণত পৃথিব্যাদি ভূতসমুদায়কে বৃথা উপবাসাদির দ্বারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে। এই সমস্ত বিবেকবুদ্ধি বিহীন মানবগণ অন্তঃশরীরস্থিত আমাকে কর্শন করে, অর্থাৎ ভোগায়তন শরী-

রের কর্শন দ্বারা তত্তৎ শরীরে ভোক্তারূপে অবস্থিত আত্মাকেও ক্ষীণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। অথবা অন্তর্য্যামিরূপে শরীরস্থ বুদ্ধি বৃত্তির সাক্ষীভূত ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের দ্বারা তাঁহাকে কর্শন করে। এতাদৃশ ব্যক্তিগণ ইহলোকে সর্ব্বসুখভোগ হইতে বঞ্চিত হয় এবং পরলোকেও অতি নিকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। ইহারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট। এই সকল মানব মনুষ্যরূপী হইলেও আসুরনিশ্চয় অর্থাৎ ইহাদের অভিলাষ, সঙ্কল্প, অনুষ্ঠানাদি সমস্তই বেদার্থের বিরোধী এবং সর্ব্বদা অসুর যোগ্য কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান নিরত। এই সকল মানবকে অসুর বলিয়াই জ্ঞান করিবে। কারণ ইহারা দৃষ্টতঃ মনুষ্য বটে, কিন্তু ইহাদের অন্তঃকরণ বৃত্তি অসুরভাবে পরিপূর্ণ। অতএব ইহারা অসুর জাতি না হইলেও কার্য্যদর্শনে ইহাদিগকে অসুর বলিয়া জানা যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে; কৌলিক প্রভৃতি তন্ত্রচারিগণ বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে * স্বদেহমাংস দ্বারা বা বিপ্ররক্তাদির দ্বারা হোম করিয়া ইষ্টদেবতাকে যে তর্পণাদি করে, তাহাই অশাস্ত্র বিহিত। এই অশাস্ত্রবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানকারিগণই আসুর নামে অভিহিত।

এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাদৃশ গুণসম্পন্নই হউন বা দোষযুক্তই হউন; যদি সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এবং যদি দুর্ভাগ্যবশে অসৎসঙ্গে নিপতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে। অতএব যাহাতে ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারা যায়, রাজস তামস ভাব বর্জ্জন করিয়া যদ্দারা সাত্ত্বিকভাবে উপনীত হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাদৃশ সংসর্গে অবস্থানই বিধেয়॥ ৫। ৬॥

* তন্ত্রশাস্ত্র।—প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিশেষ। মহাদেব স্বয়ং এই শাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া খ্যাত। এই শাস্ত্র চতুঃষষ্টি ৬৪ সংখ্যক। যথা; সিদ্ধীশ্বরং মহাতন্ত্রং কালীতন্ত্রং কুলার্ণবং। জ্ঞানার্ণবং নীলতন্ত্রং ফেৎকারী তন্ত্রমুত্তমং। দেব্যাগমং উত্তরাখ্যং শ্রীক্রমং সিদ্ধি যামলং। মৎস্যসূক্তং সিদ্ধসারং সিদ্ধি সারস্বতং তথা। বারাহীতন্ত্রং দেবেশি যোগিনী তন্ত্রমুত্তমং। গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রং নিত্যাতন্ত্রং শিবাগমং। চামুণ্ডাখ্যং মহেশানি মুণ্ডমালাখ্য তন্ত্রকং। হংসমাহেশ্বরং তন্ত্রং নিরুত্তরমনুত্তমং। কুলপ্রকাশকং দেবি কল্পং গান্ধর্ব্বকং শিবে। ক্রিয়াসারং

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥

অন্বয় ।—সর্ব্বস্য আহারঃ অপি ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ (প্রীতিকরঃ) ভবতি তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং [ত্রিবিধং প্রিয়ং ভবতি] তেষাম্ ইমং (বক্ষ্যমাণং) ভেদং শৃণু (আকর্ণয়) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—সকলের আহারও ত্রিবিধ প্রিয় হয়, সেই—রূপ যজ্ঞ, তপস্যা, দান [ত্রিবিধ প্রিয় হয়] তাহাদের এই ভেদকে শ্রবণ-কর ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে সকলের আহারও তিন প্রকারে প্রিয় হইয়া থাকে, এইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা দান এই সকলও সত্ত্বাদিভেদে তিন প্রকারে সকলের প্রিয় হয় ; ইহাদের ভেদ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—আহারাণাঞ্চ রস্যস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ ভিন্নানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিক-রাজসতামসপুরুষপ্রিয়ত্বদর্শনমিহ ক্রিয়তে যতোরস্যস্নিগ্ধাদিষ্বাহারবিশেষেষ্বাত্মনঃ প্রীত্যতি-রেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বং তামসত্বঞ্চ বুদ্ধ্বা রজস্তমোলিঙ্গানামাহারাণাং পরিবর্জ্জ-

---

সিদ্ধাখ্যাং স্বতন্ত্রং তন্ত্রমুত্তমং । সম্মোহনং তন্ত্ররাজং ললিতাখ্যং তথাশিবে । রাধাখ্যং মালিনী তন্ত্রং রুদ্রযামল মুত্তমং । বৃহৎ শ্রীক্রমং তন্ত্রং গবাক্ষং স্বকুমুদিনী । বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রঞ্চমালিনী বিজয়ং তথা । সময়াচার তন্ত্রঞ্চ ভৈরবী তন্ত্রমুত্তমং । যোগিনীহৃদয়ং তন্ত্র, ভৈরবং পরমেশ্বরি । সনৎকুমারকং তন্ত্রং যোনিতন্ত্রং প্রকীর্ত্তিতং । তন্ত্রান্তরঞ্চ দেবেশি নবরত্নেশ্বরং তথা । কুলচূড়ামণি তন্ত্রং ভাবচূড়ামণীয়কং । তন্ত্রদেব প্রকাশঞ্চ কামাখ্যা নামকং তথা । কামধেনু কুমারী চ ভূতডামর সংজ্ঞকং । মালিনীবিজয়ং তন্ত্রং যামলং ব্রহ্মযামলং । বিশ্বসারং মহাতন্ত্রং মহাকালং কুলামৃতং । কুলোড্ডীনং কুব্জিকাখ্যং যন্ত্রচিন্তামণীয়কং । এতানি তন্ত্ররত্নানি সকলানি যুগে যুগে ॥" (মহাসিদ্ধি-সারস্বত) এতদ্ব্যতীত ইদানীং আরও বহুবিধ তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । তন্ত্রগ্রন্থসমূহ অতিশয় দুর্ব্বোধ্য, গুরূপদেশ ব্যতীত এতন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিপরীত ফলপ্রদ হইয়া থাকে । এই তন্ত্রানুসারে কার্য্য করিলে অতি সংক্ষেপে এবং সত্বর কার্য্যসিদ্ধি হয় । অভিচার, মারণ, উচ্চাটনাদি কার্য্যে তন্ত্রই প্রধান সহায় । এতদ্ভিন্ন ভূতপ্রেতাদি সাধন, পিশাচসিদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ সিদ্ধি লাভও তন্ত্রে বর্ণিত আছে । ষট্চক্রাদি ভেদ, যোগ, মুদ্রা প্রভৃতি বিষয় সমূহও ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে । বৈদিক কার্য্যে অশক্ত বহু মূঢ় মানব এই তন্ত্রের সাহায্যে আপন অভীষ্টলাভের নিমিত্ত বিবিধ অনর্থের উদ্ভাবন করিয়া থাকে । শব সাধন, পঞ্চমকার, প্রভৃতি নানাবিধ ভীষণ ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান তন্ত্রে কথিত হইয়াছে । পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রসমূহ ব্যতীত আরও অসংখ্য তন্ত্র বা উপতন্ত্র এতদ্দেশে প্রচলিত রহিয়াছে ।

নার্থং সত্ত্বলিঙ্গানাঞ্চোপাদানার্থং, তথা যজ্ঞাদীনামপি সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেবানুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থমাহ আহারস্ত্বিতি। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ভোক্তুস্ত্রিবিধোভবতি প্রিয় ইষ্টস্তথা যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষামাহারাদীনাম্ভেদমিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধতাৎপর্য্যমাহ আহারাণামিতি। রস্যাদিবর্গস্য সাত্ত্বিকপুরুষপ্রিয়ত্বং কট্‌বাদিবর্গস্য রাজসপ্রিয়ত্বং যাতযামাদিবর্গস্য তামসপ্রিয়ত্বমিতি দর্শনং কুত্রোপযুজ্যতে তত্রাহ রস্যেতি। শ্লোকোত্তরার্দ্ধতাৎপর্য্যমাহ তথেতি। আহারত্রৈবিধ্যবদিতি যাবৎ। কথমেতেষাং প্রত্যেকং ত্রৈবিধ্যন্তত্রাহ তেষামিতি। ৭ ॥

রামানুজ।—অথ প্রকৃতমেব শাস্ত্রীয়েষু যাগাদিষু গুণতো বিশেষং প্রপঞ্চয়তি। তত্রাপ্যাহারমূলত্বাৎ সত্ত্বাদিবৃদ্ধেরাহারত্রৈবিধ্যং প্রথমমুচ্যতে। "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ, আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি"রিতি শ্রূয়তে। আহারোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য সত্ত্বাদিগুণান্বয়েন ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি। তথৈব যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধঃ তথা তপো দানঞ্চ। তেষাং ভেদমিমং শৃণু তেষামাহারযজ্ঞতপোদানানাং সত্ত্বাদিভেদেনেমমুচ্যমানং ভেদং শৃণু ॥ ৭ ।

হনুমান।—ইদানীং সাত্ত্বিকরাজসতামসানাং প্রাণিনামাহারং দর্শয়িতুমাহ আহারস্ত্বিতি আহ্রিয়ত ইত্যাহার অভ্যবহার্য্যং সর্ব্বস্য সাত্ত্বিকরাজসতামসস্য প্রাণিনঃ ত্রিবিধঃ ত্রিপ্রকারঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি ভবতি জায়তে প্রিয়ঃ অভিমতঃ তথা তদ্বত্ত্রিবিধস্য প্রাণিনঃ ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকঃ রাজসস্তামসোঃ যজ্ঞো প্রিয়ো ভবতি। তথা তপস্তথা দানং তেষামাহারযজ্ঞতপোদানানাং ভেদমিমং সাত্ত্বিকরাজসতামসলক্ষণং শৃণু আকর্ণয় ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়োভবতি, তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি ভবন্তি, তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে। ৭ ॥

বলদেব।—এবং স্থিতে তদাহারাদীনামপি ত্রৈবিধ্যজ্ঞাপকং ত্রৈবিধ্যমাহ আহারস্ত্বিতি। শ্রদ্ধাবৎ সর্ব্বস্য প্রিয়োঽন্নাদিরাহারোঽপি ত্রিবিধো ভবতি। এবং যজ্ঞাদীনি চ ত্রিবিধানি। তেষামাহারাদীনাং চতুর্ণাম্। ৭ ॥

মধুসূদন।—যে সাত্ত্বিকাস্তে দেবা, যে তু রাজসাস্তামসাশ্চ তে বিপর্য্যস্তত্বাদসুরা ইতি স্থিতে সাত্ত্বিকানামাদানায় রাজসতামসানাং হানায় চাহারযজ্ঞতপোদানানাং ত্রৈবিধ্যমাহ আহারেতি। ন কেবলং শ্রদ্ধৈব ত্রিবিধা আহারোঽপি সর্ব্বস্য প্রিয়স্ত্রিবিধ এব ভবতি সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বেন চতুর্থবিধায়াঃ অসম্ভবাৎ। যথা দৃষ্টার্থঃ আহারস্ত্রিবিধস্তথা যজ্ঞতপোদানান্যদৃষ্টার্থান্যপি ত্রিবিধানি, তত্র যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামো,দ্রব্যং দেবতাত্যাগ ইতি কল্পকারৈর্দ্দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগোযজ্ঞ ইতি নিরুক্তঃ,স চ যজতি-জুহোতি-নাচ চোদিতত্বেন যাগোহোমশ্চেতি দ্বিবিধঃ উত্তিষ্ঠদ্ধোমাবষট্‌কারপ্রয়োগান্তা যাজ্যাপুরোনুবাক্যাবন্তোযজতয়ঃ, উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রয়ো-

গাত্মায়াজ্যাপুরোনুবাক্যারহিতাঃ জুহোতয়” ইতি কল্পকারৈর্ব্যাখ্যাতোযজ্ঞশব্দেনোক্তঃ,তপঃ কায়েন্দ্রিয়শোষণং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি দানং পরস্বত্বাপত্তিফলকঃ স্বস্বত্বত্যাগঃ তেষামাহারযজ্ঞতপোদানানাং সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদং ময়া ব্যাখ্যায়মানমিমং শৃণু॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ। —অত্র সাত্ত্বিকানাং শ্রদ্ধারাধ্যাহারযজ্ঞতপোদানানাং পরিগ্রহার্থং রাজসতামসানাং বর্জনার্থং চ তেষাম্প্রত্যেকং ত্রৈবিধ্যং বিবিচ্যতে, তথাপি শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যম্ আরাধ্যত্রৈবিধ্যঞ্চ প্রাগেবোক্তম্ আহারাদীনাং ত্রৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকমাহ আহারস্ত্বিতি আহ্রীয়ত ইত্যাহারোঽন্নম্,অতঃপরং প্রায়েণ পদার্থঃ স্পষ্টঃ, তথাপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ ব্যাখ্যায়তে॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং যে শাস্ত্রবিধিত্যাগিনঃ কামচারেণ বর্ত্তন্তে পূর্ব্বাধ্যায়োক্তাঃ, যে চাস্মিন্নধ্যায়ে আসুরশাস্ত্রবিধিনা যক্ষরক্ষপ্রেতাদীন্ যজন্তে, যে চ অশাস্ত্রীয়ং তপআদিকং কুর্ব্বন্তি তে সর্ব্বে আসুরসর্গমধ্যগতা এব ভবন্তি ইতি প্রকরণার্থঃ। তথাপ্যাহারাদীনাং বক্ষ্যমাণানাং ত্রৈবিধ্যাৎ তদ্বতাং যথাযোগং দৈবমাসুরঞ্চ সর্গং স্বয়মেব বিবিচ্য জানীহি ইত্যাহ আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে সত্ত্বাদিভেদে শ্রদ্ধার ত্রৈবিধ্য পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ সত্ত্বাদি গুণানুসারে আহারে ত্রৈবিধ্য প্রদর্শন করিতেছেন। আহারই জীবের জীবন। ভুক্ত অন্নাদি রসরক্তাদি রূপে পরিণত হইয়া জীবের শরীরপোষণ এবং আয়ুর বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আহার পরিত্যাগ করিয়া কেহই জীবন ধারণে সমর্থ হয় না। অপিচ এই আহারও চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। যেরূপ আহার করিবে, তাহার অন্তঃকরণও তদনুযায়ী হইবে। সাত্ত্বিক আহার, রাজসিক আহার এবং তামসিক আহার এই ত্রিবিধ আহারানুসারে মানবের হৃদয় সাত্ত্বিকাদি ভাবাপন্ন হইবে। অতএব আত্মার প্রীতিজনক রস্যাদি আহার বিশেষের পরিগ্রহ এবং রাজস তামস আহারের পরিবর্জ্জন একান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে এই ভাবই পরিব্যক্ত করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সাত্ত্বিকাদি ভেদে শ্রদ্ধাই যে ত্রিবিধ এরূপ নহে, আহারও সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। জগতে যাবতীয় বস্তুই গুণত্রয় হইতে সমুদ্ভূত, অতএব তাহারা সকলেই ত্রিগুণাত্মক। যে মানব যাদৃশ গুণসম্পন্ন, তদ্‌গুণাত্মক আহারই তাহার প্রিয়। যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণসম্পন্ন সে সাত্ত্বিক আহারকেই প্রীতির বিষয় বলিয়া মনে করে এবং রাজসিক বা তামসিক আহারকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে। যাদৃশ আহারে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, যে আহার দ্বারা হৃদয় রাজস তামস ভাব পরিবর্জ্জন

করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বসম্পন্ন হয়, সাত্ত্বিক প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবগণ সেইরূপ রস্যাদি গুণযুক্ত আহারের অনুরাগী। যাহারা রাজস প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহারা রজোগুণবর্দ্ধক অন্নাদি আহার করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে রজোগুণই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। আর যাহারা তমোগুণবিশিষ্ট, তাহারা তামস আহারকে আপনাদের অতিশয় প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে, এবং তাদৃশ্ আহারের নিমিত্তই তাহারা আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। এইরূপ আহার তাহাদের তমোগুণ বৃদ্ধির পক্ষেই সহায়তা করে। আহারের ন্যায় মানব যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণশালী, সে সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সাত্ত্বিক তপস্যা এবং সাত্ত্বিক দানের অনুরাগী। যে ব্যক্তি রাজস ভাবাপন্ন, রাজসিক যজ্ঞ, রাজসিক তপস্যা এবং রাজসিক দানই তাহার প্রিয়। আর যে মানব তমোগুণসম্পন্ন, সে তামসিক যজ্ঞ, তামসিক তপস্যা এবং তামসিক দানের অনুষ্ঠান করে। সত্ত্বাদি ভেদে আহার, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের যে বিভিন্নতা আছে তাহা অতঃপর ব্যক্ত করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে তৎসমূহ শ্রবণ কর। শ্রবণান্তে এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ে প্রণিধান পূর্ব্বক রাজসিক এবং তামসিক আহারাদির পরিবর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক আহারাদির অনুষ্ঠানে রত হও।

আহারই যে চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের মূল কারণ তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সংসারে প্রতিনিয়তই আমরা এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া থাকি। সুপরিস্কৃত বিশুদ্ধ অন্নাদি ভোজন করিলে চিত্ত যেরূপ প্রফুল্ল এবং দেহ যেমন সুস্থ থাকে, অনির্ম্মল অবিশুদ্ধ অন্নাদি আহার করিলে মনের বা দেহের সেরূপ প্রফুল্লতা বা সুস্থতা থাকে না। ইহার কারণ এই যে, লোকে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ভোজন করে, সেই সমস্ত দ্রব্য পরিপাকান্তে রসাদি রূপে শরীরের সর্ব্বস্থানে সঞ্চালিত হয়, এবং সেই রসাদির অনুরূপে চিত্তের এবং দেহের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। গব্যরসাদি পদার্থ ভোজন করিলে চিত্ত এবং দেহ উন্নত হইতে থাকে, কিন্তু মদ্যাদি উগ্র পদার্থের পান দ্বারা তাহাদের বিকৃতি এবং অবনতি পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ নিয়মিত বিশুদ্ধ আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং তাঁহারাও সেইরূপ আহারাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যোগসিদ্ধি এবং দীর্ঘজীবনাদি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বিহিত

বিহিত আহারের অনুষ্ঠান এবং অবিহিত অবিশুদ্ধ আহারের পরিবর্জ্জন একান্ত শ্রেয়স্কর এবং সকলেরই তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

এতৎ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামনুজাচার্য্য দুইটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা; "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।" অর্থাৎ হে সৌম্য! এই মন অন্নময় অর্থাৎ অন্নবিকার মাত্র। ইহা যাদৃশ অন্নজাত হইবে, তাদৃশ বিকৃতি প্রাপ্ত হইবে। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।" অর্থাৎ বিশুদ্ধ আহার দ্বারাই সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা জন্মে। মুণ্ডকোপনিষদে অন্নসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততো ঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম খণ্ড ৮ম শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, তপস্যা অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে প্রথমে অন্নের উৎপত্তি হইল; পরে অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত, ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকসমূহ এবং অবিনাশী কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইল। অন্যান্য উপনিষদে ও বহু স্থলে অন্ন বিষয়ক বিবিধ শ্রুতি উক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

—:):*:(:—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

অন্বয়।—আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (জীবনোৎসাহশক্তিনিরাময়ত্বচিত্তপ্রসাদাভিরুচীনাং বর্দ্ধকাঃ) রস্যাঃ (রসযুক্তাঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (স্থিতিশীলাঃ) হৃদ্যাঃ (মনোরমাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকানাম্ ইষ্টাঃ [ভবন্তি] ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—আয়ু-সত্ত্ব-বল-আরোগ্য-সুখ-প্রীতির-বর্দ্ধক-রস-যুক্ত স্নিগ্ধ-বহু-কাল-স্থায়ী মনোরম আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয় [হয়] ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা—আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, নিরোগিতা সুখ এবং সন্তোষের বর্দ্ধক, রসশালী, স্নিগ্ধ, রসরক্তাদিরূপে দেহে চিরকাল স্থায়ী এবং মনোরম আহারসমূহ সাত্ত্বিকগুণশালী ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আয়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ত্বঞ্চ বলঞ্চ আরোগ্যঞ্চ সুখঞ্চ প্রীতিশ্চ তাসাং বিবর্দ্ধনাঃ আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবর্দ্ধনাঃ(রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ)তে চ রস্যা রসোপেতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনোদেহে,হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়া আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকস্যেষ্টাঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—সাত্ত্বিকপ্রীতিবিষয়মাহারবিশেষমুদাহরতি আয়ুরিতি। আয়ুর্জ্জীবনং সত্ত্বং চিত্তস্থৈর্য্যং বীর্য্যং বা, বলং কার্য্যকরণসামর্থ্যম্ আরোগ্যম্ নীরোগতা, সুখং অন্তরাহ্লাদঃ, প্রীতিঃ পরেষামপি সম্পন্নানাং দর্শনাৎ পরমোহর্ষস্তাসাং বিবর্দ্ধনাঃ বিবর্দ্ধয়ন্তীতি ব্যুৎপত্তেঃ রসোপেতা রসন্বিতব্যাঃ স্নেহবত্ত্বং স্নেহ চিরকালস্থায়িত্বং চিরশরীরোপকারহেতুত্বং ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—আয়ুরিতি। সত্ত্বগুণোপেতস্য সত্ত্বময়া আহারাঃ প্রিয়া ভবন্তি। সত্ত্বময়াশ্চাহারা আয়ুর্ব্বিবর্দ্ধনাঃ পুনরপি সত্ত্বস্য বিবর্দ্ধনাঃ। সত্ত্বমন্তঃকরণম্ অন্তঃকরণকার্য্যং জ্ঞানমিহ সত্ত্বশব্দেনোচ্যতে। সত্ত্বাৎসঞ্জায়তে জ্ঞানমিতি সত্ত্বস্য জ্ঞানবিবৃদ্ধিহেতুবচনাৎ। আহারোঽপি সত্ত্বময়ো জ্ঞানবিবৃদ্ধিহেতুঃ। তথা বলারোগ্যয়োরপি বিবর্দ্ধনাঃ সুখপ্রীত্যোরপি বিবর্দ্ধনাঃ পরিণামকালে স্বয়মেব সুখস্য বিবর্দ্ধনাঃ তথা প্রীতিহেতুভূতকর্ম্মারম্ভদ্বারেণ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যা মধুররসোপেতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ স্থিরাঃ স্থিরপরিণামাঃ হৃদ্যা রমণীয়বেষা এবংবিধাঃ সত্ত্বময়া আহারাঃ সাত্ত্বিকস্য পুরুষস্য প্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—আয়ুর্জ্জীবনকালঃ সত্ত্বংপ্রকৃতিঃ পূর্ব্বসংস্কারজাতা, বলং প্রাণবায়োঃ স্থৈর্য্যং, সুখমানন্দং সন্তোষঃ প্রীতিস্তেষাং বিবর্দ্ধনাঃ, রস্যাঃ মধুরাঃ, স্নিগ্ধাঃস্নেহবন্তঃ, স্থিরাঃ দীর্ঘকালপরিণামিনঃ হৃদ্যা দর্শনমাত্রেণ প্রীতিহেতবঃ এবংভূতাঃ আহারাঃ স্বয়ং সাত্ত্বিকা সাত্ত্বিকস্য প্রিয়া ভবন্তি ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জ্জীবনং, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রস্যা রসবন্তঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ হৃদ্যাঃ দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব।—তত্র সাত্ত্বিকাহারমাহ আয়ুরিতি। আয়ুশ্চিরজীবনং সত্ত্বং চিত্তধৈর্য্যং বলং দেহসামর্থ্যং সুখং তৃপ্তিঃ প্রীতিরভিরুচিঃ। এতাসাং বিবর্দ্ধনাঃ রস্যত্বাদিগুণবন্তঃ সগব্যশর্করাঃ শালিগোধূমাদয়ঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াস্তৈরুপাদেয়া ইত্যর্থঃ। রস্যা ইতি নীরসানাং চণকাদীনাম্ স্নিগ্ধা ইতি রূক্ষাণাং গুড়াদীনাং স্থিরা ইত্যস্থিরাণাং দুগ্ধফেনাদীনাং হৃদ্যেত্যহৃদ্যানাং পনসফলাদীনাঞ্চ ব্যাবৃত্তিঃ। ক্ষুদ্রদরাদ্যহিতত্বমহৃদ্যত্বম্। অত্র পবিত্রা ইতি জ্ঞেয়ং। তামসপ্রিয়েষ্বমেধ্যপদদর্শনাৎ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—আহারযজ্ঞতপোদানানাং ভেদঃ পঞ্চদশভির্ব্যাখ্যায়তে, তত্রাহারভেদস্ত্রিভিঃ। আয়ুশ্চিরজীবনং সত্ত্বং চিত্তধৈর্য্যং, বলবতি দুঃখেঽপি নির্ব্বিকারত্বাপাদকং বলং শরীরসামর্থ্যং স্বোচিতে কার্য্যে শ্রমাভাবপ্রয়োজকং আরোগ্যং বাধ্যভাবঃ, সুখং ভোজনানন্তরাহ্লাদস্তৃপ্তিঃ প্রীতির্ভোজনকালেঽনভিরুচিরাহিত্যমিচ্ছোৎকণ্ঠ্যং তেষাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষণ

গাঢ়চেতসঃ, রস্যাঃ আস্বাদ্যাঃ মধুররসপ্রধানাঃ স্নিগ্ধাঃ সহজেনাগন্তুকেন বা স্নেহেন যুক্তাঃ স্থিরাঃ রসাংশেন শরীরে চিরকালস্থায়িনঃ হৃদ্যাঃ হৃদয়ঙ্গমাঃ দুর্গন্ধাশুচিত্বাদিদৃষ্টাদৃষ্টদোষশূন্যাঃ আহারাশ্চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়াঃ সাত্ত্বিকানাং প্রিয়াঃ এতৈর্লিঙ্গৈঃ সাত্ত্বিকা জ্ঞেয়াঃ সাত্ত্বিকত্বমভিলষদ্ভিশ্চৈত আদেয়া ইত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—আয়ুর্জ্জীবনং সত্ত্বমুৎসাহঃ বলং শক্তিঃ আরোগ্যং রোগরাহিত্যং সুখং চিত্তপ্রসাদঃ প্রীতিঃ অভিরুচিঃ এতেষাং বিবর্দ্ধনাঃ বৃদ্ধিকরাঃ তে আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ রস্যাঃ রসোপেতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ স্থিরাঃ দেহে রসাংশেন চিরকালস্থায়িনঃ হৃদ্যাঃ দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়প্রিয়াঃ আহারাঃ ঘৃতক্ষীরসিতাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—আয়ুরিতি। সাত্ত্বিকাহারবতাম্ আয়ুর্ব্বর্দ্ধতে ইতি প্রসিদ্ধিঃ। সত্ত্বমুৎসাহঃ রস্যা ইতি কেবলগুড়াদীনাং রসত্বেঽপি রুক্ষত্বম্ অত আহ স্নিগ্ধা ইতি। দুগ্ধফেনাদীনাং রসত্বস্নিগ্ধত্বেঽপি অস্থৈর্য্যম্ অত আহ স্থিরা ইতি। পনসফলাদীনাং রসত্বস্নিগ্ধত্বস্থিরত্বেঽপি দুর্হৃদয়াগ্রহিতত্বম্ অত আহ হৃদ্যা হৃদ্দরহিতা ইতি। তেন সগব্যশর্করা শালিগোধূমান্নাদয় এব রসত্বাদি চতুষ্টয়গুণবত্বাৎ সাত্ত্বিকলোকপ্রিয়া জ্ঞেয়াঃ তেষাং প্রিয়ত্বে সত্যেব সাত্ত্বিকত্বঞ্চ জ্ঞেয়ং। কিঞ্চ গুণচতুষ্টয়বত্বেঽপি অপাবিত্র্যে সতি সাত্ত্বিকপ্রিয়ত্বাদর্শনাৎ অত্র পবিত্রা ইত্যপি বিশেষণং দেয়ং তামসপ্রিয়েষু অমেধ্যপদদর্শনাৎ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি আহার, যজ্ঞ, তপঃ এবং দান ইহাদের সাত্ত্বিকাদি ভেদ প্রদর্শন করিবেন। এক্ষণে তিনি পঞ্চদশ শ্লোকে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাত আহারাদির-ভেদ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অধুনা শ্লোকত্রয়ে সাত্ত্বিক রাজসিক এবং তামসিক আহারের বিষয় নিরূপণ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা সাত্তিক আহারের অনুরাগী। যে আহারের দ্বারা আয়ুঃ অর্থাৎ জীবন কালের বৃদ্ধি হয়, তাহাই সত্ত্বিক আহার। সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য, মহৎ দুঃখ আপতিত হইলেও চিত্তের যে নির্ব্বিকার ভাব, তাহারই নাম সত্ত্ব; আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে শ্রান্তিবোধ-বিরহিত দৈহিক সামর্থ্যের নাম বল; রোগের * অভাব বা উপশমের নামই আরোগ্য, সুখ অর্থাৎ ভোজন শেষে

---

* রোগ।—দেহের স্বাভাবিক অবস্থার বৈপরিত্যের নাম রোগ। রুক্, রুজা, উপতাপ, ব্যাধি, গদ এবং আময় ইহার নামান্তর। "জনকঃ সর্ব্বরোগানাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ। শিবভক্তশ্চ যোগী চ নিষ্ঠুরো বিকৃতাকৃতিঃ। ত্রীপাদ ভীমত্রিশিরাঃ ষড়ভুজো নবলোচনঃ। ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ। মন্দাগ্নিস্তু জনকো মন্দাগ্নের্দ্দাতাপ্রয়ঃ। পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ। বায়ুজঃ পিত্তজশ্চৈব

যে অন্তরের তৃপ্তিজনক ভাব; আহারকালে ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি যে অভিরুচি অর্থাৎ অনুরাগ, তাহাই প্রীতি। সাত্ত্বিক আহার এই সমস্ত গুণের বর্দ্ধক। অপিচ যাহা রস্য অর্থাৎ মধুর রসাস্বাদ বিশিষ্ট, যাহা স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য সংযুক্ত; যাহা রস, মেদাদিরূপে দেহে বহুকাল অবস্থিত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে তাহাই স্থির, যাহাকে দৃষ্টিমাত্রই হৃদয়ের প্রীতিকর ও মনোরম বলিয়া বোধ হয় তাহাই হৃদ্য

শ্লেষ্মজশ্চ তথৈব চ। জ্বরভেদাশ্চ ত্রিবিধাশ্চতুর্থশ্চ ত্রিদোষজঃ। পাণ্ডুশ্চ কামল কুষ্ঠঃ শোথঃ প্লীহা চ শূলকঃ। জ্বরাতিসার গ্রহণী কাসব্রণহলীমকাঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রশ্চ গুল্মশ্চ রক্তদোষবিকারজঃ। বিষমেহশ্চ কুব্জশ্চ গোদশ্চ গলগণ্ডকঃ। ভ্রমরী সন্নিপাতশ্চ বিসূচী দারুণী সতি। এষাং ভেদপ্রভেদেন চতুঃষষ্ঠী রুজঃ স্মৃতাঃ। মৃত্যুকন্যা— সুতশ্চৈতে জরা তস্যাশ্চ কন্যকা। জরা চ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং শশ্বদ্ভ্রমতি ভূতলং। এতে চোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতং। পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১৬ শ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ যথা; উপবর্হন নামক গন্ধর্ব্বের পত্নী মালাবতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্মণকুমার রোগ সমূহের বৃত্তান্ত পরিকীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, হে সাধ্বি! যাবতীয় রোগের মধ্যে জ্বর অতিশয় ভয়ঙ্কর ব্যাধি; এই জ্বরই অন্যান্য রোগ সমূহের জনক। এই জ্বর শিবভক্ত, যোগী, কিন্তু অতিশয় নিষ্ঠুর এবং বিকৃতদেহ। ইহার তিনপাদ, তিন মস্তক, ছয় হস্ত এবং নয়টী চক্ষু, ভস্ম ইহার প্রহরণ, এই ভীমদর্শন জ্বর সাক্ষাৎ প্রলয়কারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর। মন্দাগ্নি জ্বরের জনক এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিন মন্দাগ্নির জনক। ইহারা সকলেই জীবগণের পীড়াদায়ক। জ্বর চতুর্ব্বিধ, বায়ুজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ এবং ত্রিদোষজ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা এই তিনের দোষ হইতেই উৎপন্ন। এতদ্ভিন্ন পাণ্ডু, কামল, কুষ্ঠ, শোথ, প্লীহা, শূল, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, কাস, ব্রণ, হলীমক, মূত্রকৃচ্ছ্র গুল্ম, বিষমেহ, কুব্জ, গোদ, গলগণ্ড, ভ্রমরী, সন্নিপাত এবং ভয়ঙ্করী বিসূচী প্রভৃতি চতুঃষষ্ঠী ৬৪ প্রকার মূল ব্যাধি আছে। ইহারা মৃত্যুকন্যার পুত্র, জরা মৃত্যুকন্যার তনয়া। এই জরা ভ্রাতৃগণের সহিত ভূতলে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু উপায়জ্ঞ সংযমী জীবগণকে ইহারা আক্রমণ করিতে পারে না; গরুড়দর্শনে সর্পগণ যেরূপ পলায়ন করে, এই সকল ব্যাধিও উপায়জ্ঞ জীবগণের নিকট হইতে তদ্রূপে পলায়িত হয়। অতঃপর যে যে উপায়ে মানব জরাক্রান্ত হয় না বা যে যে কারণে অকালে জরা দ্বারা পীড়িত হয় তাহাও কথিত হইয়াছে। যথা; "চক্ষুর্জলঞ্চ ব্যায়াম পাদাধস্তৈলমর্দ্দনং। কর্ণয়োর্ম্মূর্দ্ধ্নি তৈলঞ্চ জরাব্যাধি বিনাশনং। বসন্তে ভ্রমণং বহ্নিসেবাং স্বল্পং করোতি যং। বালার্কঞ্চ সেবতে কালে জরা তং নোপগচ্ছতি। খাতশীতোদকস্নায়ী সেবতে চন্দনদ্রবং। নোপযাতি জরা তঞ্চ নিদাঘেঽনিলসেবকম্। প্রাবিষ্যুষ্ণোদকস্নায়ী ঘনতোয়ং ন সেবতে। সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি। শরদৌদ্রম্ ন গৃহ্নাতি ভ্রমণম্ তত্র বর্জয়েৎ। খাতস্নায়ী সমাহরো জরা তং নোপগচ্ছতি। খাতস্নায়ী চ হেমন্তে কালে বহ্নিঞ্চ সেবতে। ভুঙ্‌ক্তে নবান্নমুষ্ণঞ্চ জরা তং নোপগচ্ছতি। শিশিরেঽংশুকবহ্নিঞ্চ নবোষ্ণান্নঞ্চ সেবতে। য এবোষ্ণোদকস্নায়ী জরা তন্ কোনগচ্ছতি। সদ্যো মাংসং নবান্নঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনং। ঘৃতঞ্চ সেবতে যো হি জরা তং নোপগচ্ছতি। ভুঙ্‌ক্তে সদন্নং ক্ষুৎকালে তৃষ্ণায়াং পীয়তে জলং। নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ তাম্বূলং জরা তং নোপগচ্ছতি। দধি হৈয়ঙ্গবীনঞ্চ নবনীতং তথা গুড়ং। নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে সংযমী যো জরা তং নোপগচ্ছতি। শুষ্ক মাংসং স্ত্রিয়ম্ বৃদ্ধাম্ বালার্কম্ তরুনম্ দধি। সংসেবন্তম্ জরা যাতি প্রহৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ। রাত্রৌ যে দধি সেবন্তে পুংশ্চলীশ্চ রজস্বলাঃ। তানুপৈতি জরাঃ হৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ সুন্দরি। রজস্বলা চ কুলটা চাবীরা জারদূতিকা। শূদ্রাযাজকপত্নী যা ঋতুহীনা চ যা সতি। যোহি তাসামন্ন ভোজী ব্রহ্মহত্যাম্ লভেত্‌ সঃ। তেন পাপেন সার্দ্ধম্ সা জরা তমুপগচ্ছতি। পাপানাম্ ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধম্ মিত্রতা

এবং যাহা দুর্গন্ধ অশুচিত্ব প্রভৃতি দৃষ্টাদৃষ্ট দোষ পরিশূন্য, তাদৃশ চর্ব্য-চোষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহারের প্রতি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ অনুরাগী। অর্থাৎ যাঁহারা এতাদৃশ সুপবিত্র খাদ্য সমূহ আহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই সত্ত্বগুণশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিবে। এইরূপ আহারের দ্বারা তাঁহাদের সত্ত্বগুণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাঁহারা স্থিরচিত্তে ক্রমশঃ আত্মোন্নতি সহকারে বিবিধ সদ্গুণ বিশিষ্ট

সততং ক্রবম্। পাপম ব্যাধিজরাবীজম, বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতম্। পাপেন জায়তে ব্যাধি পাপেন জায়তে জরা। পাপেন জায়তে দৈন্যং দুঃখম শোকো ভয়ঙ্কর॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্মখণ্ড ১৬শ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ যথা; চক্ষুর্দ্বয়ে জলসেক, ব্যায়াম, পদতলে তৈল মর্দ্দন, কর্ণদ্বয়ে তৈল দান এবং মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে সহসা জরা আক্রমণ করিতে পারে না। যাহারা বসন্ত কালে ভ্রমণ করে, অল্প বহ্নি সেবন করে এবং যথাকালে যুবতী নারীকে উপভোগ করে, তাহাদিগকে জরা আক্রমণ করিতে পারে না। যাহারা সরোবরের শীতল জলে স্নান করে, অঙ্গে চন্দনদ্রব বিলেপন করেএবং নিদাগ কালে মন্দানিল সেবন করে, জরা দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হয় না। যাহারা বর্ষাকালে বৃষ্টিজলে স্নান না করিয়া উষ্ণজলে স্নান করে এবং সময়ে পরিমিত আহার করে, জরা তাহাদিগের নিকট গমন করে না। যাহারা শরৎকালে রৌদ্রসেবন বা ভ্রমণ পরিত্যাগ করে এবং খাত জলে স্নান ও সমাহার করিয়া থাকে, জরা তাহাদিগের কোন অনিষ্টই করিতে পারে না। যাহারা হেমন্তকালে পুষ্করিণীর জলে স্নান এবং বহ্নিসেবা পূর্ব্বক উষ্ণ নবান্ন ভোজন করে, তাহারা জরার আক্রমন হইতে রক্ষা পায়। যাহারা শীতকালে উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার, অগ্নিসেবা ও নব উষ্ণ অন্ন ভোজন করে এবং উষ্ণ জলে স্নান করে, জরা তাহাদিগের কি করিবে? যাহারা সদ্য প্রস্তুত মাংস,নবান্ন ও ঘৃত ভোজন এবং দুগ্ধপান করে, যুবতী রমণীর সহিত বিহার করে, তাহাদিগের দেহে জরার কোন অধিকার থাকে না। ক্ষুধা হইলে যাহারা উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও তৃষ্ণা হইলে সুশীতল জল পান করে এবং সর্ব্বদা তাম্বুল ব্যবহার করে, জরা তাহাদিগকে আক্রমন করিতে পারে না। যাহারা নিত্য দধি, সদ্যোৎপন্ন ঘৃত, নবনীত এবং গুড় ভোজন করিয়া থাকে, জরা তাহাদের নিকট গমন করিতে পারে না। আর যে সকল ব্যক্তি শুষ্ক মাংস, বৃদ্ধা স্ত্রী, শরতের রৌদ্র এবং পুরাতন দধি সেবা করে, জরা আনন্দ সহকারে ভ্রাতৃগণের সহিত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহারা রাত্রিকালে দধি ভোজন এবং পুংশ্চলী অর্থাৎ ভ্রষ্টা বা রজস্বলা কামিনী উপভোগ করে, ভ্রাতৃগণের সহিত জরা তাহাদের দেহে প্রবেশ করে। যাহারা রজঃস্বলা কুলটা অবীরা অর্থাৎ পতিপুত্রহীনা, জারদূতিকা (কুটনী) শূদ্রযাজক পত্নী এবং বন্ধুহীনা স্ত্রীলোকের অন্ন ভোজন করে, তাহারা ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয়, এবং সেই পাপে জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ব্যাধি সমূহের সহিত পাপের পরম মিত্রতা আছে। পাপই ব্যাধি, জরা এবং বিঘ্ন সমূহের বীজস্বরূপ। পাপ হইতেই ব্যাধি, জরা, দৈন্য, দুঃখ এবং শোক জন্মিয়া থাকে। "রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষ সাম্যমরোগতা। রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বর প্রভৃতয়ো হি তে। তে চ স্বাভাবিকা কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ। মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেঽপি কায়িকাঃ।" (বাগভট) অর্থাৎ দোষসমূহ বিষমতা প্রাপ্ত হইলে রোগের উৎপত্তি এবং শমতা প্রাপ্ত হইলেই রোগনিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্বর প্রভৃতি রোগসমূহ দুঃখদায়ক; ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানস এবং কায়িক এই চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা স্বভাবতই দেহোৎপত্তির সহিত উদ্ভূত হয় তাহাই স্বাভাবিক। যথা; ক্ষুধা, পিপাসা; মৃত্যু প্রভৃতি। অস্ত্রাঘাত

সৎকার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভের অভিলাষী, তাঁহারা প্রযত্ন সহকারে এতাদৃশ আহারের অনুষ্ঠান করিবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রস্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট গব্য ও শর্করাযুক্ত শালিতণ্ডুল এবং গোধূমাদি সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয় আহার। নীরস চণক (ছোলা) আদির ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত রস্যপদ প্রযুক্ত হইয়াছে; রুক্ষ গুড়াদির নিষেধ জন্য স্নিগ্ধ পদ দত্ত হইয়াছে, অস্থির দুগ্ধ ফেন প্রভৃতির ব্যাবর্ত্তন জন্য স্থির পদ এবং অহৃদ্য পনস (কাঁঠাল) ফলাদির ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত হৃদ্য পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা ক্ষুধা এবং উদরের অহিতকর, তাহাই অহৃদ্য। পরে তামসিক আহারে অমেধ্য পদ দর্শন হেতু এ স্থলে পবিত্র পদ উহ্য করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

——(:•:)——

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়। —কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখদৌর্ম্মনস্যরোগ জনকাঃ) আহারাঃ রাজসস্য (রজোগুণযুক্তস্য) ইষ্টাঃ (প্রিয়াঃ) [ভবন্তি] ॥ ৯ ॥

পতন প্রভৃতি আগন্তুক। কাম ক্রোধ লোভাদি অথবা উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি মানস রোগ। পাণ্ডু-কুষ্ঠাদি কায়িক ব্যাধি। এতদ্ভিন্ন কর্ম্মজ রোগও আছে। যথাবিধানে চিকিৎসিত হইয়াও যে রোগের উপশম হয় না, তাহাই কর্ম্মজ। পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম হইতে ইহার উৎপত্তি। জন্মান্তরীয় দুষ্কর্ম্মের তারতম্যানুসারে বিবিধ রোগের উদ্ভব হয় যথা; "কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী কাশা অতিসারভগন্দরৌ। দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ। জ্বরোদর যকৃৎপ্লীহা শূলরোগ ব্রণানি চ। শ্বাসাজীর্ণ জ্বরচ্ছর্দ্দি ভ্রমমোহগলগ্রহাঃ। রক্তার্ব্বুদ বিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ। দণ্ডাবতানক শ্বিত্রবপুঃকম্প বিচর্চ্চিকাঃ। বাল্মীকপুণ্ডরীকাদ্যা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ। অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগ অতিপাপাদ্ভবন্তি হি। অন্যে চ বহুধা রোগা জায়ন্তে রোগসঙ্করাঃ॥" (মলমাসতত্ত্বধৃত শাতাতপীয় কর্ম্মবিপাক) পাপানুসারে সুবর্ণাদি দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই সকল রোগের উপশম হইয়া থাকে।

প্রতিশব্দ।—কটু-অম্ল-লবণ-উষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রূক্ষ-বিদাহি-গুণ-যুক্ত দুঃখ শোক-রোগ-জনক আহার রাজস-গণের প্রিয় (হয়) ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিলবণ, অতি-উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ অত্যন্ত-নীরস এবং অতি সন্তাপকর, দুঃখ চিত্তবিকার এবং রোগ এই সকলের জনক আহার সমূহ রাজসিক বক্তিগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কট্বিতি। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণঃ অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বত্র যোজ্যোঽতি-কটুরতিতীক্ষ্ণ ইত্যেবং কট্বলবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ এবম্বিধা আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদা দুঃখঞ্চ শোকঞ্চ আময়ঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—রাজসপ্রীতিবিষমাহারবিশেষং দর্শয়তি কট্বিতি। কটুস্তিক্তঃ কটুকস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তত্বাৎ রূক্ষোবিস্নেহঃ বিদাহী সন্তাপকঃ অতিশব্দস্য সর্ব্বত্র যোজনামেবাভিনয়তি অতি—কটুরিতি। দুঃখং তাৎকালিকী পীড়া ইষ্টবিয়োগজং দুঃখং শোকঃ আময়ো রোগঃ ॥ ৯।

রামানুজ।—কট্বিতি। কটুরসা অম্লরসাঃ লবণোৎকটাঃ অত্যুষ্ণাঃ অতিতীক্ষ্ণাঃ রূক্ষা বিদাহিনশ্চেতি কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ অতিশৈত্যাতিতৈক্ষ্ণ্যাদিনা দুরুপযোগাস্তীক্ষ্ণাঃ শোষকরাঃ রূক্ষাস্তাপকরাঃ বিদাহিনো দাহকরাঃ এবংবিধা আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ। তেচ রজোময়ত্বাৎ দুঃখশোকাময়বিবর্দ্ধনা রজোবর্দ্ধনাশ্চ ॥ ৯ ॥

হনুমান।—কট্বম্লবর্ণাঃ রসবিশোষাঃ অতিশব্দ উষ্ণাদিভিঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে এতে কট্বাদয়ঃ আহারাঃ দুঃখশোকাময়প্রদাঃ রাজসস্য পুরুষস্য প্রিয়াঃ ইষ্টাঃ অভিমতাঃ স্বয়মপি রাজসাঃ। ৯ ॥

শ্রীধর।—তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে,তেন অতিকটুর্নিম্বাদিঃ অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ অতিতীক্ষ্ণোমরিচাদিঃ অতিরূক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ অতি-বিদাহীসর্ষপাদিঃ, অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকহৃদয়সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যম্ ,আময়োরোগঃ এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥

বলদেব।—রাজসাহারমাহ কট্বিতি। সপ্তস্বতিশব্দো যোজ্যঃ। অতিকটুরতি তিক্তো নিম্বাদির্ন চ মরিচাদিস্তস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তেঃ। অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ খ্যাতঃ। অতিতীক্ষ্ণো মরীচাদিঃ অতিরূক্ষঃ কঙ্গুকাদিঃ অতিবিদাহী রাজিকাদিঃ এতে রাজসস্যেষ্টাঃ সাত্ত্বিকানাং ত্যাজ্যাঃ। দুঃখং তাৎকালিকং জিহ্বাকণ্ঠাদিশোষণজং। শোকো দৌর্ম্মনস্যং পশ্চাত্যম্ আময়ো ব্যাধিরকোপঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—কট্বিতি অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি যোজনীয়ঃ। কটুস্তিক্তঃ কটুরসস্য তীক্ষ্ণশব্দেনোক্তত্বাৎ তত্রাতিকটুর্নিম্বাদিঃ অত্যম্লাতিলবণাত্যুষ্ণাঃ প্রসিদ্ধাঃ অতি-

তীক্ষ্ণোমরীচাদিঃ, অতিরূক্ষঃ স্নেহশূন্যঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সন্তাপকো রাজিকাদিঃ, দুঃখং তৎকালিকীং পীড়াং, শোকং পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যম্, আময়ং রোগঞ্চ ধাতুবৈষম্যদ্বারা প্রদদতীতি তথাবিধা আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ, এতৈর্লিঙ্গৈঃ রাজসা জ্ঞেয়াঃ সাত্ত্বিকৈশ্চৈত উপেক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৯॥

নীলকণ্ঠ।—কট্বিতি অতিশব্দঃ সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে অতিকটুঃ নিম্বাদিঃ অত্যম্লাতিলবণাত্যুষ্ণাঃ প্রসিদ্ধাঃ অতিতীক্ষ্ণো মরীচাদি অতিরূক্ষঃ স্নেহশূন্যঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ অতিবিদাহী রাজিকাদিঃ দুঃখং তাৎকালিকীং পীড়াং শোকং পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যম্ আময়ো ধাতুবৈষম্যাপাদনেন রোগস্তৎপ্রদাঃ ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ।—অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। অতিকটু নিম্বাদিঃ অত্যম্ললবণোষ্ণঃ প্রসিদ্ধ এব অতি তীক্ষ্ণো মূলিকাবিষাদিঃ মরীচ্যাদির্বা অতিরূক্ষো হিঙ্গুকোদ্রমাদিঃ দাহকরো ভৃষ্টচনকাদিঃ এতে দুঃখাদিপ্রদাঃ তত্র দুঃখং তাৎকালিকরসনা দাহাদি (সন্তাপঃ) বিদাহী সন্তাপঃ শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্ম্মনস্যম্ আময়োরোগঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে রাজস আহারের বিষয় কথিত হইতেছে। মূলস্থিত "অতি" শব্দ কট্বাদি সপ্ত পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইবে। যাহা নিম্বাদির ন্যায় তিক্ত গুণবিশিষ্ট পদার্থ তাহাই অতিকটু; যে সকল ভক্ষ্য অতি কটু, অতিশয় অম্লগুণ বিশিষ্ট, যাহা অতি লবণযুক্ত এবং অতিশয় উষ্ণ, যাহা মরীচাদির ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ গুণশালী, এবং যাহা স্নেহ পদার্থশূন্য কঙ্গুকদ্রবাদির সদৃশ অতিশয় রুক্ষ, যাহা অতিবিদাহী অর্থাৎ সর্ষপাদির ন্যায় অতিশয় দাহকার, সেই সকল আহার্য্যই রাজস প্রকৃতি ব্যক্তিগণের অতি প্রিয়। এতাদৃশ কটু তিক্ত নীরসাদি দ্রব্যের দ্বারা তাহাদের অন্তঃকরণ সমূহ অতিশয় বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহাতে দৈহিক বিকার উৎপন্ন হয়। দেহের স্বাভাবিক অবস্থার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই তাহাতে বহুবিধ রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। রোগবিজড়িত হইলেই তাহার আয়ু, উৎসাহ, শক্তি চিত্তপ্রসাদ প্রভৃতি সকল গুণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। উক্ত গুণসমূহের হ্রাসতানিবন্ধন সে পরিণাম-সুখকর আপাত-দুঃখজনক কার্য্য সমূহের অনুষ্ঠান বিরত হয়। তাহার সঙ্কুচিত হৃদয় সেই সকল মহৎ ভাবের অনুসরণ করিতে সাহস করে না। সে কেবল যে সমস্ত কার্য্যকে আশুফলদায়ক বিবেচনা করে, যাহাতে সে প্রত্যক্ষ সুখজনক বিষয় সমূহ দেখিতে পায়, যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা সে তাৎকালিক প্রীতি বা সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে বলিয়া স্থির করে, সে সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে তাদৃশ

কার্য্যকলাপ সমূহের অনুষ্ঠানে একান্ত আসক্ত হয়। অতএব এতাদৃশ আহার বা কার্য্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা রাজস প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে প্রকৃত সুখ বা সন্তোষ লাভে সমর্থ হয় না, তাহা নিশ্চিত। পূর্ব্বোক্ত কটু তীক্ষ্ণাদি আহার দ্বারা সে ভোজন কালেও জিহ্বা শোষণাদি দুঃখ বা পীড়া প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামেও শোক অর্থাৎ দৌর্ম্মনস্য রোগ প্রভৃতি নানা প্রকার চিত্ত বিকার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব সাত্ত্বিকগণ এতাদৃশ আহারেকে সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবেন॥ ৯॥

——ঃ০ঃ——

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥

অন্বয়।—যাতযামং (অর্দ্ধপক্কং) গতরসং (রসরহিতং) পূতি (দুর্গন্ধং) পর্য্যুষিতম্ (দিনান্তরপক্বম্) উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যম্ (অপবিত্রম্) অপি যৎ ভোজনং তৎ চ তামসপ্রিয়ম্ (তামসানাং ইষ্টং) [ভবতি] ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্দ্ধপক্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র যে ভোজন তাহাই তামস-গণের-প্রিয় [হয়] ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—যাহা অর্দ্ধপক্ক, রসবিহীন দুর্গন্ধবিশিষ্ট, যাহা পর্য্যুষিত (বাসি), যাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র, তাদৃশ ভোজনই তমোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যাতযামমিতি। যাতযামং মন্দপক্কং নির্ব্বীর্য্যস্য গতরসেনোক্তত্বাৎ গতরসং রসবিযুক্তং পূতি দুর্গন্ধি পর্য্যুষিতঞ্চ পক্কং সৎ রাত্র্যন্তরিতঞ্চ যৎ উচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তাবশিষ্টমপ্যমেধ্যমযজ্ঞার্হং ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥

আনন্দগিরি।—তামসপ্রিয়মাহারমুদাহরতি। ননু নির্ব্বীর্য্যং যাতযামমুচ্যতে ন পুনঃ মন্দপক্কমিতি নেত্যাহ নির্ব্বীর্য্যস্যেতি॥ ১০॥

রামানুজ।—যাতেতি। যাতযামং চিরকালাবস্থিতং গতরসং ত্যক্তস্বাভাবিকরসং পূতি দুর্গন্ধোপেতং পর্য্যুষিতং কালান্তরাপত্ত্যা রসান্তরাপন্নম্। উচ্ছিষ্টং গুর্ব্বাদিভ্যোঽন্যেষাং

ভুক্তশিষ্টম্ অমেধ্যমযজ্ঞার্হম্ অযজ্ঞশিষ্টমিত্যর্থঃ। এবংবিধং তমোময়ং ভোজনং তামসস্য প্রিয়ং ভবতি। ভুঞ্জীত ইত্যাহার এব ভোজনং পুনশ্চ তমসো বর্দ্ধনম্ অতো হিতৈষিভিঃ সত্ত্ববৃদ্ধয়ে সাত্ত্বিকাহারা এব সেব্যাঃ॥ ১০॥

হনুমান্।—যাতযামঙ্গতরসং গতবীর্য্যং পূতি ক্লিন্নং বিষসংযুক্তং পর্য্যুসিতং পক্কমুষসাতীতং ক্লান্তমুচ্ছিষ্টং ভুক্তাবিশিষ্টম্ অপিচেতি সমুচ্চয়ে অমেধ্যমযজ্ঞার্হং তামসানাং প্রিয়ং তামসপ্রিয়ং স্বমপি তামসম্॥ ১০॥

শ্রীধর।—যাতযামমিতি। যাতোযামঃ প্রহরোযস্য পক্কস্যৌদনাদেঃ যদ্যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং পূতি দুর্গন্ধং পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কং উচ্ছিষ্টং অন্যভুক্তাবশিষ্টং অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্॥ ১০॥

বলদেব।—তামসাহারমাহ যাতেতি। যাতোঽতিক্রান্তো যামঃ প্রহরো যস্য রান্ধস্যান্নাদে স্তদ্যাতযামং, গতরসং বৈরস্যবৎ, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং পূর্ব্বেঽহ্নি রান্ধম্, উচ্ছিষ্টং গুরোরন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যমপবিত্রং কলঞ্জাদি। ঈদৃগ্ভোজনং তামসানাং প্রিয়ং সাত্ত্বিকানাং ত্বতিদূরতো হেয়ম্॥ ১০॥

মধুসূদন।—যাতযামমিতি যাতযামমর্দ্ধপক্কং নির্বীর্য্যস্য গতরসপদেনোক্তত্বাদিতি ভাষ্যং। গতরসং বিরসতাং প্রাপ্তং শুষ্কং যাতযামং পক্কং সৎ প্রহরাদিব্যবহিতমোদনাদি শৈত্যং প্রাপ্তং গতরসমুদ্ধৃতসারং মথিতদুগ্ধাদীত্যন্যে পূতি দুর্গন্ধং পর্য্যুষিতং পক্কং সদ্রাত্র্যন্তরিতং চেতসঃ তৎকালোন্মাদকরং ধুস্তুরাদি সমুচ্চীয়তে যদতি প্রসিদ্ধং দুষ্টত্বেন উচ্ছিষ্টং ভুক্তাবশিষ্টম্ অমেধ্যম্ অযজ্ঞার্হমশুচি মাংসাদি অপি চেতি বৈদ্যকশাস্ত্রোক্তমপথ্যং সমুচ্চীয়তে এতাদৃশং যদ্ভোজনং ভোজ্যং তত্তামসস্য প্রিয়ং সাত্ত্বিকৈরতিদূরাদুপেক্ষণীয়মিত্যর্থঃ। এতাদৃশভোজনস্য দুঃখশোকাময়প্রদত্বমতিপ্রসিদ্ধমিতি কণ্ঠতো নোক্তম্। অত্র চ ক্রমেণ রস্যাদিবর্গঃ সাত্ত্বিকঃ কট্বাদিবর্গোরাজসঃ যাতযামাদিবর্গস্তামস ইত্যুক্তমাহারবর্গত্রয়ং। তত্র সাত্ত্বিকবর্গবিরোধিত্বমিতরবর্গদ্বয়ে দ্রষ্টব্যং। তথা হ্যতিকটুত্বাদি রস্যত্ববিরোধিতাদৃশস্যানাস্বাদ্যত্বাৎ রূক্ষত্বং স্নিগ্ধত্ববিরোধি তীক্ষ্ণত্ববিদাহিত্বে ধাতুপোষণবিরোধিত্বাৎ স্থিরত্ববিরোধিনী অত্যুষ্ণত্বাদিকং হৃদ্যত্ববিরোধি আময়প্রদত্বমায়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যবিরোধি দুঃখশোকপ্রদত্বং সুখপ্রীতিবিরোধি এবং সাত্ত্বিকবর্গবিরোধিত্বং রাজসবর্গে স্পষ্টং তথা তামসবর্গেঽপি গতরসত্বযাতযামত্বপর্য্যুষিতত্বানি যথাসম্ভবং রস্যত্বস্নিগ্ধত্বস্থিরত্ববিরোধীনি পূতিত্বোচ্ছিষ্টত্বামেধ্যত্বানি হৃদ্যত্ববিরোধীনি আয়ুঃসত্ত্বাদিবিরোধিত্বং তু স্পষ্টমেবা রাজসবর্গে দৃষ্টবিরোধমাত্রং তামসবর্গে তু দৃষ্টাদৃষ্টবিরোধ ইত্যতিশয়ঃ॥ ১০॥

নীলকণ্ঠ।—যাতযামং প্রহরাৎপ্রাকৃকৃতং শীতলতাং গতমিত্যর্থঃ যাতযামমর্দ্ধপক্কং নির্ব্বীর্য্যস্য গতরসেনৈবোক্তত্বাদিতিভাষ্যং গতরসং রসবিমুক্তং পূতি দুর্গন্ধি পর্য্যুষিতং পক্কং সদ্রাত্র্যন্তরিতম্ উচ্ছিষ্টং ভুক্তাবশিষ্টম্ অমেধ্যং যজ্ঞানর্হং ভোজনম্ অন্নং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০॥

বিশ্বনাথ।—যাতঃ যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্যোদনাদেস্তৎ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্ত

মিত্যর্থঃ। গতরসং ত্যক্তস্বাভাবিকরসং নিষ্পাড়িতরসং পক্কাম্রত্বগষ্ট্যাদিকং বা পূতি দুর্গন্ধং। পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কম্। উচ্ছিষ্টং গুর্ব্বাদিভ্যোঽন্যেষাং ভুক্তাবশিষ্টম্ অমেধ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি। ততশ্চৈবং পর্য্যালোচ্য স্বহিতৈষিভিঃ সাত্ত্বিকাহার এব সেব্য ইতি ভাবঃ। বৈষ্ণবৈস্তু সোঽপি ভগবদনিবেদিত স্ত্যাজ্য এব; ভগবন্নিবেদিতমন্নাদিকন্তু নির্গুণ ভক্তলোকপ্রিয়ম্ ইতি শ্রীভাগবতাজ্ জ্ঞেয়ম্॥ ১০॥

তাৎপর্য্য।—অধুনা শ্রীভগবান্ তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণের আহারের বিষয় নিরূপণ করিতেছেন। যে সকল অন্নাদি প্রহরাতীত কালে পক্ক হইয়াছে অর্থাৎ অত্যন্ত শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিম্বা যাহা সুসিদ্ধ না হইয়া অর্দ্ধপক্ক হইয়াছে, তাহাই যাতযাম। যাহার সমস্ত রস বা দেহপোষক সারাংশ বহির্গত হইয়া গিয়াছে, যাহা ভোজন কালে অত্যন্ত নীরস বা শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গতরস। কেহ কেহ বলেন, উদ্ধৃতসার (মাখন তোলা) দুগ্ধাদিও গতরস। পূতি অর্থাৎ যাহা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। যে ভক্ষ্য দ্রব্য দিনান্তরে পক্ক হইয়াছে, তাহাই পর্য্যুষিত। মূলস্থিত চকার দ্বারা যাহা তাৎকালিক চিত্তোন্মাদকর, অর্থাৎ ভোজনান্তে চিত্তের বিকৃতাবস্থা আনয়ন করে, তাদৃশ ধুস্তুরাদিকেও এস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ যাহা গুরুব্যক্তি ব্যতীত অন্যের ভোজনাবশিষ্ট। যে সকল দ্রব্য যজ্ঞীয় বা শাস্ত্রবিহিত নহে, যাহার ভোজন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ কলঞ্জ অর্থাৎ বিষাক্ত শস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ পশুপক্ষ্যাদি এবং পলাণ্ডু লশুন প্রভৃতি দ্রব্য অমেধ্য। অপিচ কেবল আহারোদ্দেশে যজ্ঞাদি ব্যতীত যে সকল পশুকে নিহত করা হয়, তাহাদের মাংস এবং বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য অপথ্যও অমেধ্য। যাতযামাদি এ সমস্ত আহার অতি নিকৃষ্ট। ইহাতে আয়ুক্ষয়, চিত্তবৈকল্য, দৈহিক ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ শারীরিক অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে। এই সকল অতি নিকৃষ্ট আহার দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ অধিকতর কলুষিত হইয়া আত্মার অধোগতি সম্পাদন করাইয়া থাকে, এবং পরিণামে বিবিধ দুর্গতি ভোগ হয়। কিন্তু তামসিক ব্যক্তিগণ এইরূপ আহারেরই পক্ষপাতী; তাহারা এই সমস্ত কদর্য্য আহারকেই আপনার প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকে। এই সকল মানব এতাদৃশ কুৎসিৎ আহার সমূহকেই সুখভোগ্য জ্ঞানে ব্যবহার করিয়া কোনদিনই আত্মার সদ্গতি বিধায়ক কোনরূপ

কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, কেবল উত্তরোত্তর দুঃখজনক বা নরকপ্রদ কার্য্য কলাপের অনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাঁহারা ঘৃণাবোধে এতাদৃশ আহারকে পরিত্যাগ করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এস্থলে রস্যাদি বর্গ সাত্ত্বিকাহার, কট্বাদিবর্গ রাজসাহার এবং যাতযামাদিবর্গ তামসাহার। এতন্মধ্যে রাজস ও তামস এই বর্গদ্বয় সাত্ত্বিক-বর্গের বিরোধী। আস্বাদ বিহীনতা হেতু অতি কটু প্রভৃতি আহার রস্য গুণযুক্ত আহারের বিরোধী; ধাতু পোষণ গুণাভাব প্রযুক্ত তীক্ষ্ণত্ব এবং বিদাহিত্ব স্থিরগুণসম্পন্ন আহারের বিরোধী; অত্যুষ্ণত্বাদি হৃদ্যত্বের বিরোধী, যাহা আময় অর্থাৎ রোগপ্রদ আহার, তাহা আয়ু, সত্ত্ব, বল এবং আরোগ্যের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; এবং দুঃখপ্রদ ও শোকপ্রদ আহার সুখ বা প্রীতির বিরোধী। এইরূপে রাজস আহার স্পষ্টই সাত্ত্বিকাহা-রের বিরোধী। তামাসাহারের মধ্যেও গতরসত্ব রস্যত্বের বিরোধী, যাতযামত্ব স্নিগ্ধত্বের বিরোধী, এবং পর্য্যুষিতত্ব স্থিরত্বের বিরোধী পূতি, উচ্ছিষ্ট, অপবিত্র আহার হৃদ্যত্বের বিরোধী। অপিচ এই সমস্ত তামস আহার যে আয়ু সত্ত্ব বল প্রভৃতির বিরোধী, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। রাজস আহার সমূহ দৃষ্ট বিরোধী মাত্র, অর্থাৎ ভোজন কালে বা ইহলোকে দুঃখোৎপাদক; কিন্তু তামসিক আহার সমূহ দৃষ্টাদৃষ্ট বিরোধী অর্থাৎ ইহলোকে রোগাদি বিবিধ দুঃখ এবং পরকালে নরকাদিরূপ ভীষণ পরিমাণাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই জন্যই তামস আহার অতিশয় দুঃখজনক জ্ঞানে সর্ব্বথা পরিহার করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১০ ॥

——:০:——

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥

অন্বয়।—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলকামনারহিতৈঃ) যষ্টব্যম্ (যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং) এব ইতি মনঃ সমাধায় (নিশ্চিত্য) বিধিদিষ্টঃ

(শাস্ত্রবিহিতঃ) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) সঃ সাত্ত্বিকঃ [যজ্ঞঃ] ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ ।—ফল-কামনা-রহিত [ব্যক্তি-কর্ত্তৃক] যজ্ঞানুষ্ঠান-কর্ত্তব্যই এই-রূপে মন নিশ্চয়-করিয়া শাস্ত্র-বিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত-হয়, তাহা সাত্ত্বিক [যজ্ঞ] ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—ফলকামনাবিরহিত পুরুষ নিষ্কাম যজ্ঞই অবশ্যানুষ্ঠেয় এইরূপ স্থির করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত হয় ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য । অথেদানীং যজ্ঞস্ত্রিবিধ উচ্যতে অফলেতি। অফলাকাঙ্ক্ষিভিরফলার্থিভির্যজ্ঞোবিধিদৃষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদৃষ্টোযোযজ্ঞ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞস্বরূপ নির্ব্বর্ত্তনমেব কার্য্যমিতি মনঃ সমাধায় নানেন পুরুষার্থোমম কর্ত্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য স সাত্ত্বিকোযজ্ঞ উচ্যতে ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি । হানাদানার্থম্ আহারত্রৈবিধ্যমেবং বিভজ্য ক্রমপ্রাপ্তং যজ্ঞত্রৈবিধ্যং কথয়তি অথেতি। তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞং জ্ঞাপয়তি অফলেতি। ফলাভিসন্ধিং বিনা যজ্ঞস্বরূপমেব ভাব্যমিতি বুদ্ধা শাস্ত্রতোঽনুষ্ঠীয়মানোযজ্ঞঃ সাত্ত্বিকইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ । অফলেতি। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈঃ বিধিদৃষ্টঃ শাস্ত্রদৃষ্টঃ মন্ত্রদ্রব্যক্রিয়াদিভির্যুক্তঃ। যষ্টব্যমেবেতি ভগবদারাধনত্বেন স্বয়ং প্রয়োজনতয়া যষ্টব্যমিতি মনঃসমাধায় যো যজ্ঞ ইজ্যতে স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান্ । যষ্টব্যমেবেতি মনঃ কৃত্বা যজ্ঞঃ সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর । যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্ব্বিধানাদিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতোযোযজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকোযজ্ঞঃ, কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলদেব । অথ যজ্ঞত্রৈবিধ্যমাহ অফলেতি ত্রিভিঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলেচ্ছাশূন্যৈর্যো যজ্ঞ ইজ্যতে ক্রিয়তে বিধিদৃষ্টো বিধিবাক্যাজ্জাতঃ স সাত্ত্বিকঃ। ননু ফলেচ্ছাং বিনা তত্র কথং প্রবৃত্তিঃ তত্রাহ যষ্টব্যমেবেতি মাং প্রতি বেদেনোক্তত্বাৎ তৎ যজনমেব কার্য্যং ন তু তেন ফলং সাধ্যমিতি মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন । ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তং ত্রিবিধং যজ্ঞমাহ ত্রিভিঃ। অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসচাতুর্মাস্যপশুবন্ধজ্যোতিষ্টোমাদির্যজ্ঞোদ্বিবিধঃ কাম্যোনিত্যশ্চ ফলানিশ্চয়েন চোদিতঃ কাম্যঃ সর্ব্বা-

ঙ্গোপসংহারেণৈব মুখ্যকল্পেনানুষ্ঠেয়ঃ, ফলসংযোগং বিনা জীবনাদিনিমিত্তসংযোগেন চোদিতঃ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারাসম্ভবে প্রতিনিধ্যাদ্যুপাদানেনামুখ্যকল্পেনাপ্যনুষ্ঠেয়োনিত্যঃ, তত্র সর্ব্বাঙ্গোপসংহারাসম্ভবেঽপি প্রতিনিধিমুপাদায়াবশ্যং যষ্টব্যমেব প্রত্যবায়পরিহারায়াবশ্যকজীবনাদি নিমিত্তেন চোদিতত্বাদিতি মনঃ সমাধায় নিশ্চিত্য অফলাকাঙ্ক্ষিভিরন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিতয়া কাম্যপ্রয়োগবিমুখৈর্বিধিদৃষ্টোযথাশাস্ত্রং নিশ্চিতোযোযজ্ঞ ইজ্যতেঽনুষ্ঠীয়তে স যথাশাস্ত্রমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠীয়মানো নিত্যপ্রয়োগঃ সাত্ত্বিকো জ্ঞেয়ঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—যজ্ঞত্রৈবিধ্যমাহ অফলেতি। বিধিদৃষ্টঃ আবশ্যকতয়া বিহিতঃ যষ্টব্যমেব নতু যজ্ঞাদ্‌ দৃষ্টমদৃষ্টং বা ফলং প্রাপ্তব্যমিতি মনঃ সমাধায় সমাহিতং কৃত্বা যোযজ্ঞ ইজ্যতে স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—অথ যজ্ঞস্য ত্রৈবিধ্যমাহ অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি। ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যে কথং যজ্ঞে প্রবৃত্তিরত আহ যষ্টব্যমেবেতি স্বানুষ্ঠেয়ত্বেন শাস্ত্রোক্তত্বাদবশ্যকর্ত্তব্যমেতদিতি মনঃ সমাধায় ॥ ১১ । ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিকভেদে যজ্ঞ ত্রিবিধ। অধুনা শ্লোকত্রয়ে সেই ত্রিবিধ যজ্ঞ নিরূপিত হইতেছে। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক যজ্ঞের বিষয় প্রদর্শন করিতেছেন। সত্ত্বগুণাবলম্বী পুরুষ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বিধিবিহিত যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। সাত্ত্বিকপ্রকৃতি মানবগণ কখনই ফলের কামনা করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানাদিজনিত বিবেক সহকারে দর্শন করে যে, কামনা বিজড়িত কর্ম্ম সমূহ স্বর্গাদি বিবিধ সুখফল প্রদানের সমর্থ হইলেও তাহা অতিশয় নিন্দিত এবং আত্মোন্নতির একান্ত প্রতিকূল। এতাদৃশ কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় উত্তরোত্তর অবনত হয় এবং তাহাতে পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধন ঘটিয়া থাকে। এবংবিধ বিবেক সহকারে তাঁহারা সর্ববিধ ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া বেদোদিত নিষ্কাম কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করেন। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, যদি তাঁহাদের হৃদয়ে ফল কামনা না থাকে; তাহা হইলে তাঁহারা কি জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন? যাঁহারা কর্ম্মের শুভাশুভ ফলের আকাঙ্ক্ষী নহেন, তাহারা কোন্ উদ্দেশে কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকিবেন? এতাদৃশ আশাঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সাত্ত্বিকপ্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ফলকামনা পরিশূন্য হইলেও তাঁহারা যজ্ঞাদি কার্য্যের অনু-

ষ্ঠানে বিরত হন না। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, কর্ম্মের ফলকামনা বিগর্হিত হইলেও বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যখন এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বিধান এবং উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তখন ইহা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে শাস্ত্রানুশাসন উল্লঙ্ঘন এবং তাহার বিরোধী হইতে হয়। এই সকল কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় অথচ ইহাদের অনুষ্ঠান করিলেই যে ফলোৎপত্তি হইবে তাহা নহে। কর্ম্ম কামনাযুক্ত হইলেই ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, অন্যথা তাহা চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। অতএব ফলকামনা পরিহার পূর্ব্বক এই সকল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আমি একান্ত বাধ্য। সাত্ত্বিকগণ এইরূপ বিচার সহকারে ফল কামনা না করিলেও কেবল অবশ্যা-নুষ্ঠেয় জ্ঞানে একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রোদিত কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতাদৃশ বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্য্যেই সাত্ত্বিক কার্য্য নামে অভিহিত এবং সত্ত্বগুণশালী বিশুদ্ধচিত্ত সাধুগণ এবংবিধ কর্ম্মেই অনুরক্ত তাঁহার মন্ত্র, দ্রব্য, ক্রিয়াদি সম্পন্ন হইয়া কেবল অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে এতা-দৃশ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। অগ্নিহোত্র (১৩০।৬৪০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) দর্শপৌর্ণমাস (১৯২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) চাতুর্ম্মাস্য *

* চাতুর্ম্মাস্য।—ইহা ব্রত বিশেষ। আষাঢ়ের শুক্লাদ্বাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকের পূর্ণিমাতে সমাপ্ত করিতে হয়। চারি মাস এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় বলিয়া ইহা চাতুর্ম্মাস্য নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইলে এক একটী দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। যথা; "চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্যোত্থাপনাবধি। মধুস্বরো ভবেন্নিত্যং নরো গুড়বিবর্জ্জনাৎ। তৈলস্য বর্জ্জনাদেব সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে। কটুতৈলপরি-ত্যাগাৎ শত্রুনাশঃ প্রজায়তে। লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং স্থালীপাকমভক্ষয়ন্। সদা মুনিঃ সদা যোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ। নিরাধির্নীরুগোজস্বী বিষ্ণু ভক্তশ্চ জায়তে। একান্তরোপবাসেন বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ। ধারণান্নখলোম্নাঞ্চ গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে। তাম্বুলবর্জ্জনাৎ ভোগী রক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে। ঘৃতত্যাগাৎ সুলাবণ্যং সর্ব্বং স্নিগ্ধং বপুর্ভবেৎ। ফলত্যাগাত্তু মতিমান বহুপুত্রশ্চ জায়তে। নমো নারায়ণায়েতি জপ্তানশনজং ফলং। পাদাভিবন্দানাদ্বিষ্ণোর্লভেৎ গোদানজং ফলং॥" (মৎস্য পুরাণ) অর্থাৎ শ্রীহরির শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত বর্ষা চারি মাস গুড়ভোজন ত্যাগ করিলে মানব মধুর স্বর লাভ করে। তৈল বর্জ্জন করিলে সুন্দরাঙ্গ এবং কটু তৈল (সর্ষপাদি তৈল) ত্যাগে শত্রুনাশ হয়। স্থালীপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ না করিলে দীর্ঘসন্ততি লাভ করে। মধু এবং মাংস বর্জ্জন দ্বারা মানব মুনিত্ব বা যোগিত্ব প্রাপ্ত হয়। একদিন অন্তর উপবাস করিলে, আধি অর্থাৎ মনঃপীড়াশূন্য নিরোগী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন

পশুবন্ধন, জ্যোতিষ্টোম (১৭৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি যজ্ঞ সমূহ কাম্য ও নিত্যভেদে দ্বিবিধ। যে যজ্ঞ ফলনিশ্চয় সহকারে শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই কাম্য। এই কাম্য যজ্ঞাদি সর্ব্বাঙ্গোপেত ভাবে মুখ্যকল্প দ্বারা অনুষ্ঠেয়, অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের যে সমস্ত অঙ্গ বা উপকরণাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের যথাবিধানে অনুষ্ঠান করা একান্ত আবশ্যক। কারণ ইহার কোন অঙ্গের হানি হইলে ফলবিষয়ে

করে। নখলোম ধারণ করিলে প্রত্যহ গঙ্গা স্নানের ফল পাওয়া যায়। তাম্বূল ত্যাগ করিতে ভোগী এবং রক্তকণ্ঠ হইয়া থাকে। ঘৃতত্যাগ দ্বারা লাবণ্যবিশিষ্ট অতি সুন্দর দেহ লাভ করা যায়। ফলত্যাগ করিলে বহু পুত্র লাভ করে। 'নমো নারায়ণায়' এই মন্ত্র জপ করিলে উপবাসের ফল হয় এবং শ্রীহরির চরণ বন্দনা দ্বারা গোদানের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। ভবিষ্য পুরাণেও এতৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "মধুরস্বরসম্পন্নো ভবেল্লবণবর্জ্জনাৎ। লভতে সন্ততিং দীর্ঘাং তৈলস্য পরিবর্জ্জনাৎ। অভ্যঙ্গ বর্জ্জনাৎ পার্থ সুন্দরাঙ্গঃ প্রজায়তে। পক্বতৈল পরিত্যাগাচ্ছত্রুনাশমবাপ্নুয়াৎ। মধুক তৈলত্যাগেন সৌভাগ্যমতুলং ভবেৎ। পুষ্পোপভোগ ত্যাগেন স্বর্গে বিদ্যাধরো ভবেৎ। যোগাভ্যাসী ভবেদ্‌যস্তু স ব্রহ্মপদমাপ্নুয়াৎ। কটুম্লতিক্ত-মধুরক্ষারকাষায়জান্ রসান্। যো বর্জ্জয়েৎ স বৈরূপ্যং বৈগন্ধ্যং নাপ্নুয়াৎ ক্বচিৎ। তাম্বূল-বর্জ্জনাৎ ভোগী অপক্বাদোহমলো ভবেৎ। পাদাভ্যঙ্গ শিরোহভ্যঙ্গ পরিত্যাগাচ্চ পার্থিব। দীপ্তিমান দীপ্তচরণো যক্ষো দ্রব্যপতির্ভবেৎ। দধিদুগ্ধতক্রনিয়মাৎ গোলোকং লভতে নরঃ। ইন্দ্রাতিথিত্বমায়াতি স্থালীপাকবিবর্জ্জনাৎ। লভেচ্চ সন্ততিং দীর্ঘাং তাপপক্বস্য বর্জ্জনাৎ। ভূমৌ প্রস্তরশায়ী চ বিষ্ণোরনুচরো ভবেৎ। সদামুনিঃ সদাযোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ। নির্ব্ব্যাধি নীরুগোজস্বী সুরামদ্যবিবর্জ্জনাৎ। একান্তরোপবাসেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ধারণান্নখ লোমানাং গঙ্গাস্নানং দিনে দিনে। মৌনব্রতীভবেদ্‌যস্তু তস্যাজ্ঞাস্খলিতা ভবেৎ। ভূমৌ ভুঙ্‌ক্তে সদাযস্তু স পৃথিব্যাঃ পতির্ভবেৎ। নমো নারাণায়েতি জপ্ত্বা দানশতং ফলং। পাদাভিবন্দনা-দ্বিষ্ণোর্ভবেৎ গোদানজং ফলং। বিষ্ণুপাদাম্বুজস্পর্শাৎ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। বিষ্ণোর্দ্দেবকুলে কুর্য্যাদুপলেপনমার্জ্জনে। কল্পস্থায়ী ভবেদ্রাজা স নরো নাত্র সংশয়ঃ। প্রদক্ষিণত্রয়ং যস্তু করোতি স্তুতিপাঠকঃ। হংসযুক্তবিমানেন স চ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ। গীতাবাদ্যকরো বিষ্ণোর্গান্ধর্ব্বং লোকমাপ্নুয়াৎ। নিত্যং শাস্ত্রবিনোদেন লোকান্ যস্তু প্রবোধয়েৎ। স ব্যাস-রূপী ভগবানস্তে বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। পুষ্পমালাকুলং পূজাং কৃত্বা বিষ্ণোঃ পুরং ব্রজেৎ। কৃত্বা প্রেক্ষণীকং দিব্যং স্থানমপ্সরসাং লভেৎ। তীর্থাম্ভসি কৃতস্নানো নির্ম্মলং দেহমাপ্নুয়াৎ। পঞ্চগব্যাশনাৎ পার্থ চান্দ্রায়ণফলং লভেৎ। একভক্তাশনান্নিত্য মগ্নিহোত্র ফলং লভেৎ। নক্তভোজী সমগ্রস্তু তীর্থযাত্রা ফলং লভেৎ। অযাচিতেন চাপ্নোতি বাপীকূপপ্রপাফলং। ষষ্ঠ কালেহন্নভোজী সঃ স্থায়ী স্বর্গে নরো ভবেৎ। নিত্যস্নায়ী নরো যস্তু নরকং স নপশ্যতি। ভাজনং বর্জ্জয়েৎ যস্তু স স্থানম্ পৌষ্করং লভেৎ। পত্রেষু যো নরো ভুঙ্‌ক্তে কুরুক্ষেত্রফলং লভেৎ। শিলায়াং ভোজনম্ নিত্যম্ ভবেৎ স্নানং প্রয়াগজং। যামদ্বয়জলত্যাগান্ন রোগৈঃ পরিভূয়তে। এবমাদি ব্রতৈঃ পার্থ তুষ্টিমায়াতি কেশবঃ॥" ইহার ভাবার্থ যথা ;—লবণ বর্জ্জন দ্বারা মধুর স্বর লাভ করে এবং তৈল পরিত্যাগ করিলে দীর্ঘ সন্ততি প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পার্থ! (যুধিষ্ঠির) অভ্যঙ্গ দ্বারা সুন্দর দেহ এবং পক্ব তৈল ত্যাগে শত্রুনাশ হয়। মধুক তৈল ত্যাগ

তারতম্য হইয়া থাকে। যে সকল যজ্ঞাদি কর্ম্ম ফলনিশ্চয় ব্যতিরেকে কেবল জীবনাদি নিমিত্ত সংযোগদ্বারা কথিত হইয়াছে, যাহা সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন রূপে অনুষ্ঠানের অভাব হইলেও প্রতিনিধি নিয়োগ পূর্ব্বক গৌণ কল্পের দ্বারা অনুষ্ঠেয় তাহাই নিত্য। অর্থাৎ নিত্য কর্ম্মের কোনরূপ ফল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই; অপিচ ইহার সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান অসম্ভব হইলেও যথা-সাধ্য রূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, এবং স্বয়ং অসমর্থ হইলে পুত্র পুরোহিতাদি প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারাও ইহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। কাম্য কর্ম্ম স্বয়ং

করিলে অতুল সৌভাগ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুষ্পভোগ বর্জ্জন দ্বারা বিদ্যাধরত্ব এবং যোগাভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মপদ লব্ধ হয়। যে কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার এবং কষায় রস ত্যাগ করে সে সুরূপ ও সৌগন্ধ্য লাভ করে। তাম্বুল বর্জ্জন করিলে ভোগী হইয়া থাকে। পাদাভ্যঙ্গ এবং শীর্ষা-ভ্যঙ্গ ত্যাগ করিলে দীপ্তিশালী দীপ্তপদ ধনপতি যক্ষ হয়। দধি দুগ্ধ এবং তক্র নিয়মপূর্ব্বক বর্জ্জন করিলে মানব গোলোকে গমন করে। স্থালীপাক ত্যাগ করিলে ইন্দ্রলোকে বাস হয়। তপ্তপক্কদ্রব্য পরিত্যাগ দ্বারা বংশ বিস্তৃত হইয়া থাকে। ভূমিতে কিম্বা প্রস্তরে শয়ন করিলে বিষ্ণুর অনুচরত্ব এবং মধু মাংস ত্যাগে মুনিত্ব ও যোগিত্ব লাভ হয়। সুরা ও মদ্য ত্যাগ করিলে নিরোগী ও বলবান হইয়া থাকে। একদিবস অন্তর উপবাস করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং নখলোম ধারণ দ্বারা গঙ্গাস্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি মৌনব্রত অব লম্বন করে তাহার বাক্য অব্যর্থ হয়। যে ভূমিতে ভোজন করে সে পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। "নমো নারায়ণায়" এই মন্ত্র জপ দ্বারা শত দানফল এবং বিষ্ণুর পাদবন্দনা দ্বারা গোদানের ফল লাভ হয়। শ্রীহরির পাদপদ্ম স্পর্শ দ্বারা মানব কৃতার্থ হয়। যে ব্যক্তি বিষ্ণু মন্দির লেপন বা মার্জ্জনা করে সে কল্প কালস্থায়ী রাজ্য লাভ করিয়া থাকে। যিনি স্তুতি পাঠ সহকারে বিষ্ণু প্রদক্ষিণ করেন, তিনি হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণু পদে গমন করেন। যিনি বিষ্ণুর সমক্ষে গীতবাদ্য করেন তিনি গন্ধর্ব্ব লোক প্রাপ্ত হন এবং যিনি প্রত্যহ শাস্ত্রালাপ দ্বারা লোক সমূহকে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি ব্যাসরূপে অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করেন। পুষ্পমালা দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিলে বিষ্ণুপুরবাসী হয়। তীর্থে স্নান করিলে মানব নির্ম্মল দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পঞ্চগব্য ভোজন দ্বারা মানব চন্দ্রায়ণের ফল লাভ করে। দিবসে একবার ভোজন করিলে অগ্নিহোত্রের ফল লাভ হয়। যে নক্তভোজী অর্থাৎ রাত্রিকালে একবার মাত্র ভোজন করে, সে সমগ্র তীর্থযাত্রার ফল লাভ করে। যে অযাচিত অর্থাৎ যথালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করে, সে বাপী কূপ এবং প্রপা অর্থাৎ পানীয় শালা প্রতিষ্ঠার ফল প্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠকালে অন্নভোজী ব্যক্তি স্থায়ী স্বর্গ লাভ করে। নিত্যস্নায়ী ব্যক্তি নরক দর্শন করে না। যে অন্নপাত্র ত্যাগ করে সে পুষ্কর তীর্থে স্নানের ফল প্রাপ্ত হয়। পাত্রে ভোজন করিলে মানব কুরুক্ষেত্র গমন ফল এবং শিলাতে ভোজন করিলে নিত্য প্রয়াগ স্নানের ফল লাভ করে। প্রহরদ্বয় জল ত্যাগ দ্বারা রোগাক্রান্ত হইতে হয় না। হে যুধিষ্ঠির! এই সমস্ত ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা মানব শ্রীহরির প্রীতি-পাত্র হয়। এতদ্ব্যতীত মাসে মাসে এক একটী দ্রব্য ত্যাগের ও বিধান আছে। যথা;—
"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥"
(স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড) অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিবে।

করা আবশ্যক, ইহাতে সর্ব্বত্র প্রতিনিধি নিযুক্ত করা যাইতে পারে না; অতএব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ভাবে অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হইলে, কাম্য কর্ম্ম ফলদায়ক হয় না। কিন্তু নিত্যকর্ম্ম সমূহ অবশ্য করণীয়। স্বয়ং অশক্ত হইলেও প্রতিনিধির দ্বারা ইহার অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যবায় নাশের নিমিত্ত বা আবশ্যকীয় জীবনাদি কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট নিত্য কর্ম্ম সমূহ মানবগণের একান্ত অনুষ্ঠেয় কার্য্য। সাত্ত্বিক-প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিত হইয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ১১॥

——:০:——

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥১২॥

অন্বয়।—ফলম্ (স্বর্গাদি) অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্য) অপি তু দম্ভার্থম্ (স্বমহত্ত্বখ্যাপনার্থম্) এব চ যৎ [যজ্ঞম্] ইজ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং রাজসং যজ্ঞং বিদ্ধি (জানীহি)॥ ১২॥

প্রতিশব্দ।—ফলকে উদ্দেশ-করিয়া এবং দম্ভের—নিমিত্তই যে [যজ্ঞ] অনুষ্ঠিত-হয়, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! তাহাই রাজস যজ্ঞ জানিবে॥ ১২॥

ব্যাখ্যা।—স্বর্গাদি ফল কামনা সহকারে অথবা কেবল নিজ মহত্ত্বাদি খ্যাপনের নিমিত্ত যে যজ্ঞ সম্পাদন করা হয় হে ভরতকুল প্রদীপ! তাহাকেই রাজস যজ্ঞ বলিয়া জানিবে॥ ১২॥

শঙ্করাচার্য্য।—অভিসন্ধায়েতি। অভিসন্ধায়োদ্দিশ্য ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥

আনন্দগিরি।—রাজসং যজ্ঞং হানার্থং দর্শয়তি অভিসন্ধায়েতি। স্বর্গাদ্যুদ্দিশ্য ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনার্থঞ্চ যদ্‌যজনং ক্রিয়তে তদ্‌যজ্ঞং রজসা নির্ব্বৃত্তং ত্যাজ্যমবগচ্ছেত্যর্থঃ॥ ১২॥

রামানুজ।—অভিসন্ধায়েতি। ফলাভিসন্ধিযুক্তৈর্দম্ভগর্ভোযশঃ—ফলশ্চ যো যজ্ঞ ইজ্যতে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২॥

হনুমান্।—অভিসন্ধায়তু ফলং এতৎফলং মেহস্ত্বিত্যভিসন্ধায় সঙ্কল্প্য দম্ভার্থমপি চৈব যৎধার্ম্মিকত্বখ্যাপনার্থমেব যো যজ্ঞঃ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—রাজসং যজ্ঞমাহ অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য যদ্বিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে দম্ভার্থঞ্চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২॥

বলদেব।—ফলং স্বর্গাদিকমভিসন্ধায় যদিজ্যতে দম্ভার্থং বা স্বমহিমখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—ফলং কাম্যং স্বর্গাদি অভিসন্ধায় উদ্দিশ্য ন ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিং। তুর্নিত্যপ্রয়োগবৈলক্ষণ্যসূচনার্থঃ। দম্ভোলোকে ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনং তদর্থমপি চৈবেতি বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং ত্রৈবিধ্যসূচনার্থৌ। পারলৌকিকং ফলমভিসন্ধায়ৈবাদম্ভার্থত্বেঽপি। পারলৌকিকফলানভিসন্ধানে অপি দম্ভার্থমেবেতি বিকল্পেন দ্বৌ পক্ষৌ পারলৌকিকফলার্থমৈহিকলৌকিকদম্ভার্থমপীতি সমুচ্চয়েনৈকঃ পক্ষঃ। এবং দৃষ্টাদৃষ্টফলাভিসন্ধিনান্তঃকরণশুদ্ধিমনুদ্দিশ্য যদিজ্যতে যথাশাস্ত্রং যোযজ্ঞোঽনুষ্ঠীয়তে তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি হানায় হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইতি যোগ্যত্বসূচনম্॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—"বিধিদিষ্টঃ" ইতি স্বামিধৃত পাঠঃ। রাজসং যজ্ঞমাহাভিসন্ধায়েতি॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে শ্রীভগবান্ রাজস যজ্ঞের বিষয় পরিকীর্ত্তন করিতেছেন। রজোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সক্ষম হয় না। তাহারা স্বর্গাদি বিবিধ ফলের কামনা সহকারে শাস্ত্রোদিত যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যে সকল কার্য্য দ্বারা ইহলোকের স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য্যাদি সুখজনক পদার্থ সমূহ এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখ-সম্পদ্ লাভ হইবে, তাহারা বিহিত বিধানে তাদৃশ ফল জনক কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়। অপিচ তাহারা জগতে স্বীয় মহত্ত্ব খ্যাপন অথবা সর্ব্বজন-প্রশংসিত যশোলাভের নিমিত্ত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে। যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোকের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া যায়; যে সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ সৎকার্য্য দ্বারা সকলে তাহাকে ধার্ম্মিক দাতা মহৎ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করে, সে যত্ন সহকারে তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হয়। পরলোকে শুভফল জনক হউক বা না হউক, কেবল ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি ফল লাভেই সে সন্তুষ্ট হয়, এবং আপনাকে সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য জ্ঞান করে। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ঈদৃশ ফল কামনা সহকারে এই সকল ব্যক্তি যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাই রাজস যজ্ঞ। রাজোগুণাশ্রিত ব্যক্তিগণ এতাদৃশ যজ্ঞেরই পক্ষপাতী।

রাজস ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিধিবিগর্হিত না হইলেও ইহা নশ্বর ফল কামনা সংযুক্ত হেতু সাত্ত্বিকগণের অবলম্বনীয় নহে। কারণ এতাদৃশ কার্য্যের দ্বারা স্বর্গাদি বিবধ সুখজনক ফল লব্ধ হইলেও ইহা চিত্ত শুদ্ধির কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে না। প্রত্যুত উত্তরোত্তর বহুবিধ কামনা দ্বারা চিত্ত অধিকতর কলুষিত হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি লাভ করা; কিন্তু যে কার্য্য কামনাবিজড়িত, যাহা দ্বারা উত্তরোত্তর ফলাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ কার্য্য দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা সুদূর পরাহত। অতএব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানবর্জ্জিত না হইলেও এই সমস্ত কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকামী, আত্মার উন্নতি লাভাকাঙ্ক্ষী সাধুগণের অবশ্য পরিত্যাজ্য।

মূলে যে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিত্য প্রয়োগ হইতে কাম্য প্রয়োগের বিভিন্নতা সূচিত হইতেছে। "অপি" "চ" "এব" এই পদত্রয় বিকল্প এবং সমুচ্চয় দ্বারা ত্রিবিধ পক্ষ সুচনার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। দম্ভ বিরহিত ভাবে পারলৌকিক ফল লাভের নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, ইহা একপক্ষ; পারলৌকিক ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়াই কেবল মহত্বাদি খ্যাপনের নিমিত্ত যে যজ্ঞাচরণ, তাহা একপক্ষ; বিকল্প দ্বারা এই দুই পক্ষ সূচিত হইল। এতদ্ব্যতীত পারলৌকিক ফলোদ্দেশে এবং মহত্বাদি খ্যাপনের নিমিত্তও যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও একপক্ষ; সমুচ্চয় দ্বারা এই পক্ষ সূচিত হইতেছে। অতএব রাজস ব্যক্তিগণ এই ত্রিবিধ পক্ষাশ্রিত; ইহাই শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের অভিপ্রায়। "ভরতশ্রেষ্ঠ" এই সম্বোধন পদদ্বারা অর্জ্জুনের সাত্বিক যজ্ঞানুষ্ঠানের যোগ্যতাই সূচিত হইতেছে॥ ১২॥

——:০:——

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

অন্বয়।—বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্) অসৃষ্টান্নং (অন্ন দানহীনং) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবিযুক্তম্) অদক্ষিণং (দক্ষিণারহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশূন্যং) যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি)॥ ১৩॥

প্রতিশব্দ।—শাস্ত্র-বিধি-শূন্য অন্ন—দান-হীন মন্ত্র-বিরহিত দক্ষিণা-হীন শ্রদ্ধা-শূন্য যজ্ঞকে তামস [যজ্ঞ] বলেন॥ ১৩॥

ব্যাখ্যা।—শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য, অন্নদান রহিত, মন্ত্রবর্জ্জিত দক্ষিণা-হীন এবং শ্রদ্ধা-বিরহিত যে যজ্ঞ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ বলিয়া থাকেন॥ ১৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যথাচোদিতবিধিবিপরীতম্, অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যোন সৃষ্টমন্নং যস্মিন্ যজ্ঞে সোঽসৃষ্টান্নস্তমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনং মন্ত্রতঃ স্বরতোবর্ণতশ্চ বিযুক্তং মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্ব্বৃত্তং কথয়ন্তি॥ ১৩॥

আনন্দগিরি।—তামসং যজ্ঞং হানার্থমেবোদাহরতি বিধীতি॥ ১৩॥

রামানুজ।—বিধীতি বিধিহীনং ব্রাহ্মণোক্তিবিধিহীনং সদাচারযুক্তৈর্ব্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈর্যজস্বেত্যুক্তিহীনমিত্যর্থঃ অসৃষ্টান্নম্ অচোদিতদ্রব্যং মন্ত্রহীনমদক্ষিণং শ্রদ্ধাবিরহিতং চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩॥

হনুমান্।—বিধিহীনং অশাস্ত্রচোদিতমসৃষ্টান্নমন্নদানাদিরহিতং মন্ত্রহীনং মন্ত্রবর্জ্জিতম্ অদক্ষিণং দক্ষিণারহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি॥ ১৩॥

শ্রীধর।—তামসং যজ্ঞমাহ বিধীতি বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্ অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যোঽসৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রৈর্হীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥ ১৩॥

বলদেব।—বিধীতি। অসৃষ্টান্নমন্নদানরহিতং মন্ত্রহীনং স্বরতো বর্ণতশ্চ হীনেন মন্ত্রেণোপেতং শ্রদ্ধাবিরহিতং ঋত্বিগ্‌দ্বেষাৎ॥ ১৩॥

মধুসূদন।—যথাশাস্ত্রবোধিতবিপরীতম্ অন্নদানহীনং স্বরতোবর্ণতশ্চ মন্ত্রহীনং যথোক্তদক্ষিণাহীনং ঋত্বিগ্‌দ্বেষাদিনা শ্রদ্ধাবিরহিতং তামসং যজ্ঞং পরিচক্ষতে শিষ্টাঃ। বিধিহীনত্বাদ্যেকৈকবিশেষণঃ পঞ্চবিধঃ সর্ব্ববিশেষণসমুচ্চয়েন চৈকবিধ ইতি ষট্ দ্বিত্রিচতুর্ব্বিশেষণসমুচ্চয়েন চ বহবোভেদাস্তামসযজ্ঞস্য জ্ঞেয়াঃ, রাজসে যজ্ঞেঽন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবেঽপি ফলোৎপাদকমপূর্ব্বমস্তি যথাশাস্ত্রমনুষ্ঠানাৎ তামসে ত্বযথাশাস্ত্রানুষ্ঠানান্ন কিমপ্যপূর্ব্বমস্তীত্যতিশয়ঃ॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিহীনম্ অসৃষ্টং অদত্তম্ অন্নং যস্মিন্ তৎ অসৃষ্টান্নম্॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—অসৃষ্টান্নম্ অন্নদানরহিতম্॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্লোকদ্বয়ে সাত্ত্বিক ও রাজসিক যজ্ঞের নিরূপণ করিয়া অধুনা শ্রীভগবান্ নিকৃষ্টতম তামস যজ্ঞের বিষয় পরিকীর্ত্তন করিতেছেন

তামসিক ব্যক্তিগণ যে সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহা অতিশয় নিন্দিত এবং ফলপরিশূন্য। এই সকল যজ্ঞ বিধিহীন, অর্থাৎ বেদে বা অন্যান্য শাস্ত্রে যজ্ঞাদির যাদৃশ অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে যে ভাবে সম্পন্ন হইলে যজ্ঞসমূহ ফলপ্রদ হয়, তামসিকগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি তাহার বিপরীত ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও বিধি বা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ইহা নিষ্পন্ন হয় না। অপিচ এই যজ্ঞ অসৃষ্টান্ন, অর্থাৎ ইহার নিমিত্ত যে সমস্ত অন্নাদির আয়োজন করা হয় তৎসমূহ দেবোদ্দেশে নিবেদিত হয় না বা ব্রাহ্মণ কিম্বা অতিথিদিগকেও তাহা দান করা হয় না। পরন্তু তাহারা স্বয়ং ঐ সমস্ত অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকে এবং তাহাতেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল এই রূপ জ্ঞান করে। এই সমস্ত যজ্ঞ মন্ত্রহীন অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যের নিমিত্ত বেদে বা তন্ত্রে যে সমস্ত মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা তদ্ব-র্জ্জিত। মন্ত্র প্রভাবেই দেবতাগণ যজ্ঞাধিষ্ঠিত এবং ফলপ্রদ হইয়া থাকেন, কিন্তু তামসযজ্ঞ সমূহ মন্ত্রবর্জ্জিতত্ব হেতু ফলজনক হইতে পারে না। অপিচ এই সমস্ত কার্য্য দক্ষিণা বিহীন অর্থাৎ যজ্ঞসমাপনান্তে যে দক্ষিণার বিধান আছে, ইহা তদ্বিরহিত, দক্ষিণা দ্বারাই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু তামসগণানুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহ দক্ষিণা বিহীন, এজন্য তৎসমস্ত অসম্পূর্ণ। এই যজ্ঞ সমূহ শ্রদ্ধা বিরহিত। অর্থাৎ হৃদয়জাত শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না। শ্রদ্ধার একান্ত অভাব হেতু এই সমস্ত যজ্ঞ যে পূর্ব্বোক্ত দোষ সম্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব পণ্ডিতগণ এতাদৃশ যজ্ঞকেই তামস যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন।

তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত শাস্ত্রোক্ত বিধিসমূহ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক স্বকপোল কল্পিত বিবিধ যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে সকল অন্নাদির আয়োজন করে, তৎসমূহ বিধানানুসারে দেবতাকে নিবেদন না করিয়া আপনারাই পরিতৃপ্তি সহ-কারে ভোজন করে, এবং অভ্যাগত অতিথিগণকে বিমুখ করিয়া তৎসমস্ত কেবল আপনাদের সেবাতেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। তাহারা কেবল আত্মোদর পরিতৃপ্তির উদ্দেশেই ছাগাদি বলিদান করে, এবং মদ্যাদি সহকারে তাহা আহার করিয়া উন্মত্ত ভাবে নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। এই সমস্ত যজ্ঞে ঋত্বিকগণ কর্তৃক কোনরূপ বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয় না,

এবং দক্ষিনাদি দ্বারা যাজকগণ পরিতৃপ্ত হন না। তামসিকগণের অনুষ্ঠিত এবম্বিধ শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ কোনই শুভ ফল প্রদানে সমর্থ নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তামসিকগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিধিহীনত্বাদি এক একটী বিশেষণ যুক্ত বা সর্ব্ব সমুচ্চয়ে পঞ্চবিধ বিশেষণ যুক্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোন যজ্ঞ বিধিহীন, কোন যজ্ঞ বা শ্রদ্ধা বিরহিত; অথবা কোন যজ্ঞ এই পঞ্চবিধ বিশেষণ যুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে তামস যজ্ঞের বহুবিধ ভেদ আছে। রাজস যজ্ঞে চিত্তশুদ্ধির অভাব হইলেও যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান হেতু স্বর্গাদি ফললাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তামস যজ্ঞ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব ইহার দ্বারা কোনরূপ শুভ ফলের উৎপত্তি হয় না। ইহাই রাজস ও তামস যজ্ঞের বিভিন্নতা ॥ ১৩ ॥

——:o:——

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচম্ (শরীরশোধনম্) আর্জ্জবং (অকৌটিল্যং) ব্রহ্মচর্য্যম্ অহিংসা (প্রাণিপীড়নাভাবঃ) চ শারীরং (কায়িকং) তপঃ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—দেবতা-ব্রাহ্মণ-গুরু প্রাজ্ঞ-গণের-পূজন শৌচ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা কায়িক তপস্যা উক্ত-হয় ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ব্যক্তি এবং প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা, এই সকলই কায়িক তপস্যা বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে দেবেতি। দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাস্তেষাং পূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ঋজুত্বং ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং শরীরপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যকারণৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং শারীরন্তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—সাত্ত্বিকাদিভাবং নিরূপয়িতুং সর্ব্বস্য তপসঃ স্বরূপং ত্রিবিধং নিরূ-

পয়তি অথেতি। তত্র শারীরন্তপোনির্দ্দিশতি দেবেতি। দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ দ্বিজাঃ পূজ্যত্বাৎ দ্বিজোত্তমাঃ গুরবঃ পিত্রাদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদিতব্যাস্তেষাং পূজনং প্রণামশুশ্রূষাদি শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং শরীরশোধনম্ আর্জ্জবমৃজুত্বং বিহিতপ্রতিষিদ্ধয়োরেকরূপ-প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমত্বং ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনাসমাচরণম্ অহিংসা প্রাণিনামপীড়নং শরীরমাত্রস্য নির্ব্বর্ত্ত্য-ত্বমস্য তপসোন সম্ভবতীতি মত্বা বিশিনষ্টি শারীরেতি। ১৪॥

রামানুজ।—অথ তমঃসোগুণতস্ত্রৈবিধ্যং বক্তুং তস্য শরীরবাঙ্মনোভির্নিষ্পাদ্যতয়া তত্তৎস্বরূপভেদং তাবদাহ। দেবেতি। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞানাং পূজনং শৌচং তীর্থস্নানাদিকম্ আর্জ্জবং যথামনঃশারীরবৃত্তং ব্রহ্মচর্য্যং যোষিৎসু ভোগ্যতাবুদ্ধিযুক্তেক্ষণাদিরহিতত্বম্। অহিংসা অপ্রাণিপীড়া এতচ্ছারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥

হনুমান্।—ইদানীং ত্রিবিধং কায়িকাদি ~~তৎসাত্ত্বিকং~~ দর্শয়িতুমাহ। দেবঃ চ দ্বিজাঃ চ গুরবঃ চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেব-দ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ দেবা অগ্ন্যাদয়ঃ প্রাজ্ঞাস্তত্ত্ববিদস্তেষাং পূজনং শৌচং মৃজ্জলাদিসাধ্যম্ আর্জ্জবম্ অবক্রতা ব্রহ্মচর্য্যং স্ত্রীভোগবর্জ্জিতত্বম্ অহিংসা অপীড়নং ~~অনসূয়া~~ প্রাণিনাম্। ~~১৪~~॥ শারীরসাধ্যং তপঃ নিগদ্যতে॥১৪॥

শ্রীধর।—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দেবেত্যাদিত্রিভিঃ, তত্র শরীরমাহ দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শারীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে। ১৪॥

বলদেব।—ক্রমপ্রাপ্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং বক্তুং তস্যাদৌ শারীরাদিভাবেন ত্রৈবিধ্যমাহ দেবেতি ত্রিভিঃ। দেবা বসুরুদ্রাদয়ঃ দ্বিজা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠাঃ গুরবো মাতৃপিতৃ-দৈশিকাঃ প্রাজ্ঞা বিদিতবেদবেদাঙ্গাঃ পরেঽত্র তেষাং পূজনং শৌচং দ্বিবিধমুক্তম্ আর্জ্জবং বিহিতনিষিদ্ধয়োরৈক্যরূপ্যেণ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমত্বং। ব্রহ্মচর্য্যং বিহিতমৈথুনঞ্চ এতচ্ছারীরং শরীরনির্বর্ত্ত্যং তপঃ॥ ১৪॥

মধুসূদন।—ক্রমপ্রাপ্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং কথয়িতুং শারীরবাচিকমানসভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিভিঃ। দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবসূর্য্যাগ্নিদুর্গাদয়ঃ,দ্বিজাঃ দ্বিজাতয়োব্রাহ্মণাঃ, গুরবঃ পিতৃমাত্রাচার্য্যাদয়ঃ,প্রাজ্ঞাঃ পণ্ডিতা বিদিতবেদতদুপকরণার্থাঃ,তেষাং পূজনং প্রণামশুশ্রূষাদি যথা-শাস্ত্রং,শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং শরীরশোধনম্ আর্জ্জবমকৌটিল্যং ভাবশুদ্ধিশব্দেন মানসে তপসি বক্ষ্যতি শারীরং ত্বার্জ্জবং বিহিতপ্রতিষিদ্ধয়োরেকরূপপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিশালিত্বং ব্রহ্মচর্য্যং নিষিদ্ধমৈথুননিবৃত্তিঃ অহিংসা অশাস্ত্রপ্রাণিপীড়নাভাবঃ চকারাদস্তেয়াপরিগ্রহাবপি শারীরং শরীরপ্রধানৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং ন তু কেবলেন শরীরেণ পঞ্চৈতে তস্য হেতব ইতি হি বক্ষ্যতি ইত্থং শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥

নীলকণ্ঠ।—দেবাঃ বিষ্ণ্বাদ্যাঃ দ্বিজাঃ ব্রাহ্মণাঃ, গুরবোমাতৃপিত্রাচার্য্যাদয়ঃ প্রাজ্ঞাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ তেষাং পূজনম্ আর্জ্জবমকৌটিল্যম্॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ।—তপসস্ত্রৈবিধ্যং বদন্ প্রথমং সাত্ত্বিকস্য তপসস্ত্রৈবিধ্যমাহ দেবেত্যাদি ত্রিভিঃ॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর শ্রীভগবান্ ত্রিবিধ তপস্যার তত্ত্ব বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তন্মধ্যে প্রথমতঃ শারীরিক তপস্যার বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। এই শারীরিক তপস্যা কতকগুলি অনুষ্ঠান দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দেব দ্বিজ গুরু এবং প্রাজ্ঞগণের পূজন একতম। দেব অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সূর্য্য অগ্নি কালী* দুর্গা† প্রভৃতি নানা প্রকার নানারূপধারী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মগণের পূজা করা একান্ত

* কালী।—"ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি। কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদা। ভ্রুকুটীকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতং। কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥" (চণ্ডী) অর্থাৎ চণ্ডমুণ্ডের সহিত যুদ্ধকালে অম্বিকা অতিশয় ক্রোধপরায়ণা হইলে তাঁহার বদন মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার ভ্রুকুটী-ভীষণ ললাট দেশ হইতে তৎক্ষণাৎ কালী নাম্নী এক ভীষণা দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ইঁহার মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর। ইনি করালবদনা, অসিধারিণী, বিচিত্র খট্বাঙ্গহস্তা, মনুষ্য মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা, তাঁহার ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, দেহের মাংস সমূহ শুষ্ক এবং ভৈরব দর্শন, বদন অতিশয় বিস্তৃত, ভীষণ জিহ্বা লেলিহমান, কোটরগত চক্ষু আরক্ত এবং ইঁহার শব্দ দ্বারা দিক্ সকল কম্পিত।

†দুর্গা।—দুর্গাদেবী আদ্যা প্রকৃতি শক্তিস্বরূপিণী। ইঁহার নামের বিবিধ প্রকার ব্যুৎপত্তি আছে। যথা;—"দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি। শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি। মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ। এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায়) অর্থাৎ দুর্গ শব্দ দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কুকর্ম্ম শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ অর্থে প্রযুক্ত হয়। আ শব্দ নাশার্থ বাচক। যিনি পূর্ব্বোক্ত দুঃখসমূহ নাশ করেন তিনিই দুর্গা। অপিচ, "দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ। রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ। ভয়শত্রুবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স্মৃত্যুক্তি শ্রবণাদ্যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতং। ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা॥ দুর্গেতি দৈত্যবচনোঽপ্যাকারো নাশবাচকঃ। দুর্গং নাশয়তি নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্ত্তিতা॥ বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা॥" অর্থাৎ দকার দৈত্যনাশার্থবাচক, উকার বিঘ্ননাশক, রেফ রোগনাশক, গকার পাপনাশক, আকার ভয় ও শত্রুনাশবাচী; যাঁহার স্মরণ কীর্ত্তন বা শ্রবণ দ্বারা এই সমস্ত বিঘ্ন নাশ হয়, তিনিই বিষ্ণুশক্তি দুর্গা। দুর্গ শব্দ দৈত্যবাচক, আকার তন্নাশবাচী, যিনি দুর্গ নাশ করেন তিনিই দুর্গা। দুর্গ শব্দ বিপত্তিবাচী, আকার নাশবাচী, যিনি বিপত্তিকে নাশ করেন তিনিই দুর্গা। "আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী। করোমি চ যয়া সৃষ্টিং যয়া ব্রহ্মাদি দেবতাঃ। যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে। যয়া বিনা জগন্নাস্তি ময়া দত্তা শিবায় সা। দয়া নিদ্রা ক্ষুধা তৃপ্তিঃ তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ। তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতাহি সা। বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী। মর্ত্তলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষ কন্যা সতী চ সা। সা দুর্গা মেনকা কন্যা দৈন্য দুর্গতিনাশিনী। স্বর্গলক্ষ্মী চ দুর্গা সা শত্রুাদীনাং গৃহে গৃহে। সা বাণী সা চ সাবিত্রীবিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা। বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে। শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা। শস্যপ্রসূতা শক্তিশ্চ ধারণাচ ধরাসু সা। ব্রহ্মণ্যশক্তিবিপ্রেষু দেবশক্তি সুরেষু সা। তপস্বিনাং

আবশ্যক। দেববিদ্বেষী বা দেবতায় অবিশ্বাসী হইয়া বিবিধ প্রকার শারীরিক তপশ্চর্য্যা করিলে বিফলপ্রয়াস হইয়া থাকে। শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ক্রিয়াশীল, সতত বিদ্যমান দেবতাগণের প্রতি ভক্তিমান না হইলে নাস্তিক-পদ বাচ্য হইতে হয়। নাস্তিকের সকল সাধনাই নিস্ফল হইয়া থাকে। দেবতাগণের পূজন পরায়ণতা যেমন আবশ্যক, দ্বিজপ্রমুখ ব্রাহ্মণের সৎকার ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদিগের সম্মাননা করা একান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মণগণ ভূদেব নামে পরিচিত এবং তাঁহারা অশেষ সুকৃতিশালী; বহু পুণ্য ফলে ব্রাহ্মণ জন্ম লব্ধ হইয়া থাকে, এবং বহু অসাধারণ সৎকীর্ত্তির দ্বারা তাঁহারা জগতে পূজার পাত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই অমোঘ তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণের পূজন শারীরিক তপস্যার একতম অঙ্গ। গুরু পূজনও নিষ্ঠাবান্ সাধুর পরম সেবনীয় কর্ত্তব্য। যে জনক জননীর

তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা। মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানামাশা সাংসারিকস্য সা। মদ্ভক্তানাং ভক্তি শক্তির্ম্ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা। নৃপানাং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী। পারে সংসারসিন্ধুনাং ত্রয়ী তত্ত্বাবতারিণী। সৎসু সদ্বুদ্ধিরূপা সা মেধাশক্তি স্বরূপিণী। ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু। ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তিঃ সতীষু চ। এবংরূপা চ যা শক্তির্ম্ময়া দত্তা শিবায় সা॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরণে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড ৭৫ম অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ যথা;—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্যান্য উপদেশের সহিত দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, যে আদ্যা বৈষ্ণবীশক্তি সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়কারিণী, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করেন, যাঁহা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, যে শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্ট ও বিজিত হইয়াছে এবং যে শক্তি ব্যতীত জগৎ থাকিতে পারে না, আমি সেই শক্তি শিবকে প্রদান করিয়াছি। সেই শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, পুষ্টি, শান্তি এবং লজ্জার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, গোলকে রাধিকা, ক্ষীরোদসাগরে মর্ত্ত্যলক্ষ্মী এবং দক্ষকন্যা সতী। তিনি মেনকা কন্যা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এবং সেই দুর্গাদেবীই স্বর্গলক্ষ্মীরূপে ইন্দ্রাদি দেবতার গৃহে অধিষ্টীতা। তিনিই বাণী, তিনিই সাবিত্রীরূপে ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি অগ্নির দাহিকা শক্তি, সূর্য্যের প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শীতলা শক্তি এবং ধরণীতে শস্যপ্রসূ ও ধারণা শক্তি তিনি ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মণ্যশক্তি, দেবগণের মধ্যে দেবশক্তি, তপস্বি-গণের তপোশক্তি, এবং গৃহিগণের গৃহদেবতারূপে বিরাজিতা। তিনি মুক্তগণের মুক্তিশক্তি, সাংসারিকগণের আশা, ঈশ্বর ভক্তগণের ভক্তিশক্তি। তিনি নৃপগণের রাজলক্ষ্মী, বণিকগণের লাভ রূপিণী, সংসার সমুদ্র পারের বেদতত্ত্ব-নৌকারূপিণী। তিনি সাধুগণের সদ্বুদ্ধি এবং মেধাশক্তি, শাস্ত্রে ব্যাখ্যা শক্তি এবং দাতার দান শক্তি। তিনি ক্ষত্রিয়াদিতে বিপ্রভক্তিরূপিণী সতীর হৃদয়ে পতিভক্তি। এতাদৃশী শক্তিকেই আমি শিবকে প্রদান করিয়াছি। যে প্রকারে দুর্গাদেবীর পূজা জগতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও অতঃপর বর্ণিত হইয়াছে। যথা;— "প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে॥ মধু-

কৃপায় মনুষ্য সংসারে জন্মলাভ করিয়া থাকে, যাঁহারা অশেষ আয়াস ও ত্যাগ স্বীকার সহকারে মনুষ্যকে লালন পালন ও পরিপুষ্ট করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের অনুকম্পায় জড়পিণ্ডবৎ অপোগণ্ড শিশু অশেষ বিঘ্নবাধার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বর্দ্ধমান হয়, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ। তদ্রূপ যে আচার্য্যের উপদেশে মনুষ্যের অন্তর হইতে ভ্রমান্ধকার অপগত হইয়া সুনির্ম্মল জ্ঞানালোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহার সাহায্যে নশ্বর জগতের অসারত্ব অনুধাবন করিয়া মনুষ্য প্রকৃত সত্য ও সার পদার্থের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় তিনি পরম দেবতা। যিনি মন্ত্রোপদেশ দ্বারা ও অনুষ্ঠান পদ্ধতির শিক্ষা দানদ্বারা মনুষ্যকে সন্মার্গগামী করিয়া থাকেন তিনিও পরম গুরু। এই সকল পরম গুরু দেব

কৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ। ত্রিপুর প্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা। ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্ব্বাসাঃ পুরা। চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥ তদামুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্দেবৈশ্চ মনুমানবৈঃ। পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা॥ তেজঃসু সর্ব্ব দেবানামাবির্ভূতা পুরা মুনে। সর্ব্বে দেবা দদুস্তস্যৈ শস্ত্রাণি ভূষণানিচ॥ দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া। দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতং॥ কালান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা। রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেন মৃন্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥ মেষাদিভিশ্চ মহিষৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চ গণ্ডকৈঃ। ছাগৈর্মীনৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈ পক্ষীভির্ব্বলিভির্মুনে। বেদোক্তানি য দত্ত্বৈব মুপচারিণি ষোড়শ। ধ্যত্বা চ কবচং ধাত্বা সংপূজ্য চ বিধানতঃ। রাজা কৃত্বা পরিহারং বরং প্রাপ যথেপ্সিতং। মুক্তিং সংপ্রাপ বৈশ্যশ্চ সংপূজ্য চ সরিত্তটে॥ তুষ্টাব রাজা বৈশ্যশ্চ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ। বিসসর্জ্জ মৃন্ময়ীন্তাং গম্ভীরে নির্ম্মলে জলে॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায়) অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাসমণ্ডলে দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। পরে মধুকৈটভ ভীত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার এবং ত্রিপুর নাশ সময়ে ত্রিপুরারি কর্ত্তৃক তৃতীয়বার তিনি পূজিতা হন। দুর্ব্বাসার শাপে ভ্রষ্টলক্ষ্মী ইন্দ্র ভক্তি সহকারে চতুর্থবার পূজা করেন। অনন্তর মুনীন্দ্র সিদ্ধেন্দ্র এবং ঋষিগণ কর্ত্তৃক তিনি পূজিতা হন। এইরূপে সমগ্র বিশ্বে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইল। হে মুনিবর ! সেই দুর্গাদেবী দেবগণের তেজ হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছিলেন এবং দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র এবং ভূষণাদি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই দেবী দুর্গ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে স্বর্গ রাজ্য এবং অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়াছিলেন (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী দ্রষ্টব্য) কল্পান্তরে মেধস শিষ্য সুরথ নদীতটে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন এবং মেষ, মহিষ, কৃষ্ণসার ছাগাদি বিবিধ বলি ও উপচারাদির দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। এইরূপ আরাধনা দ্বারা মহারাজ সুরথ অভীপ্সিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী সমাধি নামক বৈশ্যও এইরূপ পূজা দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। রাজা এবং বৈশ্য দেবীর স্তব করিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাকে নদীজলে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্যে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শরৎকালে দুর্গা পূজা উপলক্ষে ব্রতদ্দেশে মহা মহোৎসব হইয়া থাকে।

দেবীকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে মনুষ্য বাধ্য। ইহার অন্যথা ঘটিলে তাহারা নিন্দিতকর্ম্মা নামে পরিচিত হয়, এবং তাহাদের সকল সাধনাই বিফল হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাজ্ঞ অর্থাৎ পণ্ডিত গণের পূজা করাও মানবের ধর্ম্ম। যাঁহার নিকট মনুষ্য কোন উপদেশ লাভ করে নাই, অথচ তিনি যদি বেদার্থবিৎ জ্ঞানী মহাপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহারও সম্মান করিতে মনুষ্য বাধ্য। সম্মানার্হ ব্যক্তির প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শন করাই আবশ্যক। কেবল যে আচার্য্য বা গুরুর অথবা জনক জননীর সম্মান করিলেই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হইল এরূপ নহে। দৃষ্ট বা অদৃষ্ট যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সংবাদ মনুষ্য জানিতে পারে, জগতের যে কোন স্থানে সেই তত্ত্বদর্শী মহাত্মা অবস্থান করুন না কেন, তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এইরূপ ভক্তিমান হইয়া দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক শোধন একান্ত বিধেয়। মৃত্তিকাবিশেষের সহিত জলদ্বারা দেহ সমুচিত রূপে প্রক্ষালিত করিলে শারীরিক শৌচ লব্ধ হইয়া থাকে। ক্ষারবৎ একপ্রকার মৃত্তিকাদ্বারা কেশাদি ধৌত করিলে তত্তাবৎ নির্ম্মল হয়। অন্য একপ্রকার মৃত্তিকাদ্বারা দেহ ধৌত করিলে লোমকূপ সমূহ মলনির্ম্মুক্ত হয় এবং দেহ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই সকল বিশো-ধনকারী পদার্থের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা দৈহিক শৌচ সংসাধিত করা উচিত। দৈহিক বিশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক নির্ম্মলতা নিতান্ত আবশ্যক। অন্তরকে সর্ব্বতোভাবে কুটিলতা শূন্য সরল করাই শ্রেয়। হৃদয় যদি নিরন্তর পরস্ত্রীদর্শনে কাতর হয়, পরের প্রশংসা শ্রবণে অবসন্ন হয়, সম্পদ ও ভোগসুখলালসায় প্রমত্ত হয়, তাহা হইলে সকল সাধনাই বিফল। অতএব যাহাতে হৃদয় কুটিলতা পরিহার করিয়া ঋজু ভাবা-পন্ন হয়, তজ্জন্য নিরন্তর চেষ্টাশীল থাকা আবশ্যক। এতৎসহ ইন্দ্রিয় শাসন বিধেয়। পরস্ত্রীতে উপগত হওয়া বা অবৈধ মৈথুনে প্রবৃত্ত হওয়া মর্নির্বৈর অধোগতি বিধায়ক। এজন্য মনুষ্যের নিষিদ্ধ মৈথুনে অপ্রবৃত্তি রূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর। আর অহিংসা অর্থাৎ অকারণ প্রাণিনাশাদি দুর্ব্বৃত্ততা পরিহার করাই ধর্ম্ম। এই সকলকে শারীর তপঃ বলা হইয়া থাকে। কেন এই সকল অনুষ্ঠানকে শারীর তপ নামে নির্দ্দেশ

করা হয়, তাহা এই গ্রন্থের অষ্টাদশাধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

মূলে 'অহিংসা" শব্দের পরে যে চকার আছে, তদ্দ্বারা অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ এই দুই ধর্ম্ম সূচিত হইতেছে। মূলস্থিত "আর্জ্জব" শব্দের তত্ত্ব পরবর্ত্তী মানস তপস্যা বিচার স্থলে অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য শৌচশব্দে বিবিধ তীর্থ জলে স্নানাদি এবং ব্রহ্মচর্য্যশব্দে ভোগবাসনা প্রবৃত্তি পরিশূন্য ভাবে যোষিৎগণকে দর্শন, এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

——:(:*:):——

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—অনুদ্বেগকরং (ন প্রাণিপীড়কং) সত্যং প্রিয়হিতং (মধুরহিতকরং) চ যৎ বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং (বেদাভ্যাসঃ) চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—অনুদ্বেগ-কারক সত্য ও মধুর-হিত-কর যে বাক্য এবং বেদ-পাঠ-ও বাঙ্ময় তপস্যা কথিত হয় ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যে বাক্য কাহারও ক্লেশকর নহে, যাহা সত্য, শ্রুতি-সুখকর অথচ হিতকর যে বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা নামে অভিহিত ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পঠ্যতে তপ হেতব ইতি হি বক্ষ্যতি অনুদ্বেগেতি। অনুদ্বেগকরং প্রাণিনাম্ অদুঃখকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে অনুদ্বেগকরত্বাদিভি-র্ধর্ম্মৈর্ব্বাক্যং বিশিষ্যতে। বিশেষণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ পরপ্রত্যায়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্য সত্যপ্রিয়হিতানুদ্বেগকরত্বাদীনামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা হীনতা স্যাৎ, যদি ন তদ্বাঙ্ময়ন্তপস্তথা সত্যবাক্যস্যেতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনতায়াং ন বাঙ্ময়ং তপস্ত্বং তথা প্রিয়বাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্হীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বন্তথাহিতবাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিযুক্তস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বং কিং পুনস্তত্তপোযৎ সত্যং বাক্যমনুদ্বেগকরং

প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ তৎ পরমতপোবাঙ্ময়ং যথা শান্তো ভব বৎস! স্বাধ্যায়ং যোগংবানুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়োভবিষ্যতি স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব যথাবিধি বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—কথং কর্ত্রাদিসাধ্যত্বে তপসঃ শারীরত্বম্ শারীরত্বে বা কথম্ কর্ত্রাদি-সাধ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ পঞ্চেতি। সম্প্রতি বাঙ্ময়ম্ তপো ব্যপদিশতি অনুদ্বেগকরমিতি। সত্যম্ যথাদৃষ্টার্থবচনম্ প্রিয়ং শ্রুতিসুখং হিতং পরিণামপথ্যম্। প্রিয়হিতয়োর্ব্বিধান্তরেণ বিভাগমাহ প্রিয়েতি। কথমত্র বিশেষণবিশেষ্যত্বম্ তদাহ অনুদ্বেগেতি। বিশেষণানাং ধর্ম্মাণামনুদ্বেগকরত্বা-দীনাং বিশেষ্যণবাক্যেন সমুদিতানাং পরস্পরমপি সমুচ্চয়দ্যোতী চকার ইত্যাহ বিশেষণেতি। কিমিতি বাক্যমেতৈর্ব্বিশিষ্যতে কিমিতি বা তেষাং মিথঃ সমুচ্চয়স্তত্রাহ পরেতি। যদ্যপি বিধায়কবাক্যমাত্রস্যাবিশেষিতস্য বাঙ্ময়তপস্ত্বানুপপত্তিস্তথাপি সত্যবাক্যস্য [illegible] বিশেষণান্তরা-ভাবেঽপি বাঙ্ময়তপস্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। তথাপি প্রিয়বাক্যমাত্রস্য তথাত্বম্ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ তথেতি। তথাপি পরিণামপথ্যং বাক্যমাত্রম্ তপো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তথাহিতেতি। কীদৃক্ তর্হি তয়োর্ব্বাঙ্ময়ত্বমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি কিং পুনরিতি। বিশিষ্টে বাঙ্ময়ে তপসি দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। প্রাঙ্মুখত্বম্ পবিত্রপাণিত্বমিত্যাদি বিধানমনতিক্রম্য স্বাধ্যায়স্যাবর্ত্তনমপি বাঙ্ময়ে তপস্যান্তর্ভবতীত্যাহ স্বাধ্যায়েতি। বাক্প্রাচুর্য্যেণপ্রস্তুতাস্মিন্নিতি বাঙ্ময়ম্ বাক্-প্রধানমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—অনুদ্বেগেতি। পরেষামনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়ং হিতংচ যদ্বাক্যং স্বাধ্যায়াভ্যসনং চেত্যেতদ্বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—(শরীরসাধ্যং তপোবিধায়েদানীং) উদ্বেগো দুঃখং নোদ্বেগকরং সত্যম্ অবিতথং প্রিয়ং চ হিতং চ প্রিয়হিতং স্বাধ্যায়ঃ বেদস্য সদাপাঠঃ স্বাধ্যায়াভ্যাসনমিত্যেতদ্বাঙ্ময়ম্ [illegible] বাচা নির্ব্বর্ত্যম্॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—বাচিকম্ তপ আহ অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনু-দ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখ করং, স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—অনুদ্বেগকরম্ উদ্বেগং ভয়ং কস্যাপি যন্ন করোতি। সত্যং প্রামাণিকং শ্রোতুঃ প্রিয়ং পরিণামে হিতং চ। এতদ্বিশেষণচতুষ্টয়বদ্বাক্যং তপো স্বাধ্যায়স্য বেদস্যাভ্যসনঞ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—অনুদ্বেগকরং ন কস্যচিদ্দুঃখকরং সত্যং প্রমাণমূলমবাধিতার্থং প্রিয়ং শ্রোতুস্তৎকালশ্রুতিসুখং হিতং পরিণামে সুখকরং, চকারো বিশেষণানাংসমুচ্চয়ার্থঃ, অনুদ্বেগকর-ত্বাদিবিশেষণচতুষ্টয়েন বিশিষ্টং নত্বেকেনাপি বিশেষণেন ন্যূনং যদ্বাক্যং যথা শান্তোভব বৎস! স্বাধ্যায়ং যোগং চানুতিষ্ঠ তথা তে শ্রেয়োভবিষ্যতীত্যাদি তদ্বাঙ্ময়ং বাচিকং তপঃ শারীরবৎ স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ যথাবিধিবেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে। এবকারঃ প্রাক্ বিশেষণসমুচ্চয়া-বধারণে ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ। —প্রিয়ঞ্চ তৎ হিতঞ্চ প্রিয়হিতং শ্রবণকালে পরিণামে চ সুখদমিত্যর্থঃ॥১৫॥

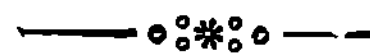
বিশ্বনাথ।—অনুদ্বেগকরং সম্বোধ্য-ভিন্নানামন্যানুদ্বেজকম্॥ ১৫। ১৬॥

তাৎপর্য্য—পূর্ব্ব শ্লোকে শারীর তপের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে সমালোচ্য শ্লোকে বাঙ্‌ময় তপের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। যেরূপ বাক্য দ্বারা কাহারও হৃদয়ে উদ্বেগ উৎপন্ন না হয় অর্থাৎ যে বাক্য শুনিয়া কেহই চিন্তায় প্রপীড়িত বা আন্তরিক ক্লেশে অভিভূত অথবা কোন প্রকার মর্ম্ম ব্যথায় অবসন্ন না হয়, তাহাই অনুদ্বেগকর বাক্য। এইরূপ অনুদ্বেগকর বাক্য ব্যবহার করাই বাঙ্‌ময় তপের একটী প্রধান লক্ষণ। কিন্তু কেবলমাত্র অনুদ্বেগকর বাক্যের ব্যবহারই যথেষ্ট নহে। বাক্য সত্য হওয়া আবশ্যক। অনুদ্বেগকর বাক্য মিথ্যা হইতে পারে; তাহা হইলে সাধনা বিফল। কারণ মিথ্যাভাষণ সর্ব্ব প্রকার উন্নতির প্রতিকুল। অপিচ সেই সত্য বাক্য সর্ব্বথা প্রিয় হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ শ্রোতা তাহা শ্রবণ মাত্রেই যাহাতে প্রীতি লাভ করেন, এইরূপ বাক্যের ব্যবহার করাই সুসঙ্গত। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, রূঢ় কর্কশ ও কটু বাক্যের ব্যবহার সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়। অধিকন্তু ব্যবহৃত বাক্য শ্রোতার হিত-সাধক হওয়া বিধেয়। যে বাক্যের মূলে কোনপ্রকার হিতোপদেশ নাই, সেরূপ বাক্য কোন প্রয়োজনে আইসে না। লোককে শান্তভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত উপদেশ অথবা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবার উপায় প্রদর্শন অথবা পরিণামে হিতকর পরামর্শ দানই সাধুজনের কর্ত্তব্য। এই স্থলে একটী চকারের প্রয়োগ হইয়াছে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায় এই যে, অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয়, এবং হিত এই বিশেষণ সমূহের সমুচ্চয়ার্থ এই চকার প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বাক্যের উল্লিখিত বিশেষণ সমূহের কোন একটী গুণ থাকিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না। বাক্য কেবল যদি সত্য হয়, অথচ প্রিয়হিত না হয়, তাহা হইলে ফলদায়ক হইবে না। এবং যদি বাক্য কেবল মাত্র হিত হয়, তাহা হইলেও কোন ফলোপধায়ক হইবে না। এই প্রত্যেক গুণ বিশিষ্ট বাক্যই প্রকৃত ফলপ্রদ। এইরূপ সুসংযত বাক্য ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃষ্ট গুরু সমীপে যথারীতি বেদাভ্যাস করিতে হইবে।- বেদই (৩২০।১৩২৯) পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য পরম পবিত্র অপৌরুষেয় বাক্য। প্রলয়েও তাহার ধ্বংস নাই এবং কখনই তাহার

কোন ক্ষয় নাই! সেই পরম বাক্যের অভ্যাসই বাঙ্ময় তপের পরম লক্ষণ। এই সকল বাঙ্নিষ্ঠা ও অভ্যাসমূলক যে তপঃ তাহাই বাঙ্ময় তপঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মূলে "স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব" স্থলে যে এবকার প্রযুক্ত হইয়াছে, পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী পাদের তৎসম্বন্ধে অভিপ্রায় এই যে, সমস্ত বিশেষণের সমুচ্চয় অবধারণ করাই তাহার উদ্দেশ্য।

যে তিন প্রকার সাধনার উল্লেখ করিতে শ্রীভগবান্ এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার প্রথমে শারীর তপের বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। তদনন্তর বাঙ্ময় তপের প্রসঙ্গও কীর্ত্তিত হইল এবং অচিরে মানস তপের বিষয় আলোচিত হইবে। ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে প্রথমত শরীরকে পবিত্র করাই আবশ্যক। মনুষ্য নিরন্তর যে পাপসাগরে ভাসমান হয়, তাহার অধিকাংশই শরীর দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে। যৌন সংসর্গ, পরস্বাপহরণ, কুস্থানে ভ্রমণ, সুরাপান প্রভৃতি গর্হিতাচরণ, নিন্দিত ও নিষিদ্ধ ভোজন ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম শরীর দ্বারা আচরিত হয়। এই জন্য শরীরকে পাপমুক্ত ও বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক তদনন্তর বাক্‌শুদ্ধি বিধেয়। এই বাক্য শরীর ও মনের সন্ধিস্থল স্বরূপ; বাগ্ যন্ত্রস্বরূপ কণ্ঠ তালু জিহ্বা দন্ত ওষ্ঠ এই কয়েক প্রকার শারীর অঙ্গের সাহায্যে মনের ভাব পরিব্যক্ত করার নামই বাক্য। শরীর বিশুদ্ধ হইলে বাক্য বিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ন করাই সমীচীন। কারণ এই বাক্য ক্রমশঃ মানসিক বিশুদ্ধির সহায়তা করিবে। মানসিক বিশুদ্ধি হইলেই চরম ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা প্রথমতঃ শরীর তদনন্তর বাক্য বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে॥ ১৫॥



মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬॥

অন্বয়। মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তপ্রশান্তিঃ) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনম্ (ভাষণরহিতত্বম্) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযমঃ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (অকপটব্যবহারঃ) ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥১৬॥

প্রতিশব্দ। চিত্ত-প্রসন্নতা সৌম্যত্ব মৌন মনঃ-সংযম অকপট-ব্যবহার ইহাই মানস তপ কথিত-হয় ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্য ব্যবহার, বাক্‌সংযমরূপ মৌন, মনের সংযম এবং ব্যবহার কালে কাপট্যহীনতা, এই সকলই মানস তপঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মন ইতি। মনঃপ্রসাদোমনসঃ প্রশান্তিঃ স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং যৎ সৌমনস্যমাহুর্মুখাদিপ্রসাদকার্য্যান্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ মৌনং বাক্‌সংযমো হপি মনঃসংযমপূর্ব্বকোভবতি ইতি কার্য্যেণ কারণমুচ্যতে মনঃসংযমো মৌনমিতি আত্মবিনিগ্রহোমনোনিরোধঃ সর্ব্বতঃ সামান্যরূপ আত্মবিনিগ্রহোবাগ্বিষয়স্যৈব মনসঃ সংযমোমৌনমিতি বিশেষঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ পরৈর্ব্ব্যবহারকালেঽমায়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেত্তপোমানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—মানসন্তপঃ সংক্ষিপতি মন ইতি। প্রশান্তিফলমেব ব্যনক্তি স্বচ্ছতেতি। মনসঃ স্বাচ্ছ্যমনাকুলতা নৈশ্চিন্ত্যমিত্যর্থঃ। সৌমনস্যং সর্ব্বেভ্যো হিতৈষিত্বমহিতাচিন্তনঞ্চ তৎকথম্ গম্যতে তত্রাহ মুখাদীতি। তস্য স্বরূপমাহ অন্তকরণস্যেতি। নমু মৌনম্ বাঙ্‌নিয়মনম্ বাঙ্ময়ে তপস্যান্তর্ভবতি তৎকথম্ মানসে তপসি ব্যপদিশ্যতে তত্র বাচঃ সংযমস্য কার্য্যত্বান্মনঃসংযমস্য কারণত্বাৎ কার্য্যেণ কারণগ্রহণাৎ মানসে তপসি মৌনমুক্তমিত্যাহ বাগিতি। যদ্বা মৌনম্ মুনিভাবো মননম্ আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো নিরোধঃ নন্বেবং মৌনস্য মনোনিগ্রহস্য চ মনঃসংযমত্বেনৈকত্বাৎ পৌনরুক্ত্যম্ নেত্যাহ সর্ব্বতইতি। ভাবস্য হৃদয়স্য সংশুদ্ধী রাগাদি মলবিকলতেতি ব্যাচষ্টে পরৈরিতি। মানসং মনসা প্রধানেন নির্ব্বর্ত্ত্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—মন ইতি। মনঃ প্রসাদঃ মনসঃ ক্রোধাদিরহিতত্বম্ সৌম্যত্বং মনসঃ পরেষামভ্যুদয়প্রাবণ্যং মৌনং মনসা বাক্‌প্রবৃত্তিনিয়মং আত্মবিনিগ্রহঃ মনোবৃত্তের্ধ্যেয়বিষয়ে হবস্থাপনং ভাবসংশুদ্ধিরাত্মব্যতিরিক্তবিষয়চিন্তারহিতত্বমেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬ ॥

হনুমান্।—মনঃ প্রসাদঃ মনঃস্বচ্ছতা সৌমত্বং সৌমনস্যতা দুঃখাদৌ প্রসাদকারিণী অন্তঃকরণবৃত্তিঃ মৌনং বাক্‌সংযমঃ আত্মবিনিগ্রহঃ মনসোনিরোধঃ ভাবসংশুদ্ধি মায়ারাহিত্যমিতি এতন্মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—মানসং তপ আহ মন ইতি। মনঃপ্রাসাদঃ স্বচ্ছতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনম্ মুনের্ভাবোমননমিত্যর্থঃ, আত্মনোমনসোবিনিগ্রহোবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—মনসঃ প্রসাদো বৈমল্যং বিষয়স্মৃত্যবৈয়গ্রং। সৌম্যত্বমক্রৌর্য্যং সর্ব্বসুখেচ্ছুত্বং। মৌনমাত্মমননম্। আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ। ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে নিষ্কপটতা। এতন্মানসম্ মনসা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—মনসঃ প্রসাদঃ স্বচ্ছতা বিষয়চিন্তাব্যাকুলত্বরাহিত্যং, সৌম্যত্বম্ সৌমনস্যম্ সর্ব্বলোকহিতৈষিত্বম্ প্রতিষিদ্ধাচিন্তনম্ চ মৌনং মুনিভাব একাগ্রতয়াত্মচিন্তনম্ নিদিধ্যাসনাখ্যং বাক্সংযমহেতুর্ম্মনঃসংযমোমৌনমিতি ভাষ্যম্, আত্মবিনিগ্রহ আত্মনোমনসোবিশেষেণ সর্ব্ববৃত্তি-নিগ্রহোনিরোধঃ সমাধিরসংপ্রজ্ঞাতঃ, ভাবস্য হৃদয়স্য শুদ্ধিঃ কামক্রোধলোভাদিমলনিবৃত্তিঃ পুনরশুদ্ধ্যুৎপাদরাহিত্যেন সম্যক্তেন বিশিষ্টা সা ভাবশুদ্ধিঃ পরৈঃ সহ ব্যবহারকালে মায়ারাহিত্যং সেতি ভাষ্যম্ ইত্যেতৎএবং প্রকারম্ তপোমানসম্ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—মনঃপ্রসাদঃ রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং, সৌম্যত্বং পরহিতৈষিত্বং মৌনং বাক্-সংযমঃ, আত্মনিগ্রহোমনোনিরোধঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ পরৈর্ব্যবহারকালে মায়ারাহিত্যম্ ইতি এবম্প্রকারম্ অন্যৎ দয়াদিকম্ এতন্মানসং তপ উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—যে তিনপ্রকার তপের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে শ্রীভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে মানস তপের বিবরণ দ্বারা তাহার উপসংহার করিতেছেন। প্রথমতঃ প্রদর্শন করিতেছেন যে, মনঃপ্রসাদ আবশ্যক। মন আসক্তি শূন্য এবং সকল প্রকার বিষয় ব্যাপারের সহিত নির্লিপ্ত হইলেই সম্পূর্ণ প্রসন্নতা লাভ করে। তখন তাহা নির্ম্মল স্বচ্ছ পদার্থের ন্যায় ভাবাপন্ন হয়। তখন তাহার বাহ্য ও অভ্যন্তর ভাব আর প্রচ্ছন্ন থাকে না; তাহার গূঢ়তম প্রদেশেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর অভ্যাস দ্বারা চিত্তোন্নতি সহকারে সৌম্যভাব ধারণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ক্রূরতা রহিত হইয়া নিরন্তর লোকহিতের চেষ্টা করিতে হইবে এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্নিষ্ঠার পরিপাকান্তে মৌন ভাব অবলম্বন করা বিধেয়। বিষয়ব্যাপার লিপ্ত মনুষ্যেরা নানাবিধ প্রিয়াপ্রিয় সত্যাসত্য বাক্যের ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু চিত্তোন্নতির পথে যিনি অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহার আর তাদৃশ অসার বিষয়ানুসরণে অলীকবাক্য ব্যবহারের প্রয়োজন থাকে না। তিনি তখন মুনিব্রতাবলম্বন করিয়া নির্ব্বাক্ থাকেন। তদনন্তর আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ বিষয়

ব্যাপার হইতে সর্ব্ব প্রকারে চিত্তের নির্লিপ্ততা সাধন, মানস সমাধির প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। বিষয় ব্যাপার যখন মনকে আর কোনরূপেই বিচলিত করিতে পারে না, কৌটিল্যরহিত পরহিতরত মহাত্মার স্বচ্ছ দর্পণ তুল্য অন্তঃকরণে যখন বাহ্য সুখদুঃখ ঘটিত কোন অঙ্কপাত হয় না, এবং যখন অনর্থক বাক্য পরিহার করিয়া তিনি মৌন ব্রতাবলম্বন করেন তখন স্বতই তাঁহার আত্মনিগ্রহ উপস্থিত হইয়া থাকে। মৌনাবস্থা যোগপথারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে নিদিধ্যাসন (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং আত্মনিগ্রহ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) অবস্থা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দ্বিবিধ, এইসকল প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের নানা স্থানে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরালোচনা অনাবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তের মায়া মোহ কাম ক্রোধাদি রাহিত্য ভাব আবশ্যক। পরের সহিত ব্যবহারে বা নিজের প্রতি পরের ব্যবহার দর্শনে যাহাতে কোন প্রকার চিত্তচাঞ্চল্য না হয়, অথবা তৎকালে বা পরবর্ত্তী সময়েও তজ্জন্য চিত্তের কোন প্রকার উদ্বেগ যাহাতে না জন্মে সেইরূপ অবস্থাই প্রকৃত ভাবশুদ্ধি। পূর্ব্বে যে সকল অন্তরোন্নতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহার পরিণামে এই রূপ ভাবশুদ্ধি অপরিহার্য্য। এই প্রকার যে তপ, তাহাই মানস তপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সকল উন্নতির একটী মাত্র লব্ধ হইলে মানস তপ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলা যায় না। যে অবস্থায় ইহার সকল গুলিই সংসাধিত ও পরিপক্ক হয়, সেই অবস্থাই শ্লাঘনীয়। এবং তল্লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যে তিন প্রকার তপ অর্থাৎ বিশুদ্ধীকরণের ব্যবস্থা এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা পরস্পরসাপেক্ষ। পরাকাষ্ঠারূপ মানস তপ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে শরীর ও বাক্য তপের সিদ্ধি প্রথমেই প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত পূর্ণাবস্থারূপ মানসতপে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব। মনুষ্যকে প্রতিনিয়ত প্রথমাবস্থায় শারীর বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বাক্যসংযমরূপ পবিত্র অনুষ্ঠান তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলেই পরিণামে তাঁহার মন বিষয় ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত ও অপ্রিয় অনিষ্টকর অলীক

ভাষণে বিরত হইয়া পরম প্রার্থনীয় মানস তপঃসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই মানস তপের অবস্থা যখন মনুষ্য প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাকে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তখন তিনি সংসারির পরম হিতৈষী নির্লিপ্ত নিষ্কাম সাধু॥ ১৬ ॥

——(ঃ০ঃ)——

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥

অন্বয় অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলকামনারহিতৈঃ) যুক্তৈঃ (সমাহিতৈঃ) নরৈঃ পরয়া (প্রকৃষ্টয়া) শ্রদ্ধয়া তপ্তং (অনুষ্ঠিতং) তৎ (প্রাগুক্তং) ত্রিবিধং (কায়িকবাচিকমানসং) তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি) [ধীরাঃ] ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ। ফল-কামনা-রহিত সমাহিত মনুষ্য-কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধা-দ্বারা আচরিত সেই ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলেন [পণ্ডিতগণ] ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য একাগ্রচিত্ত পুরুষ প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধাসহকারে যে কায়িক বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সাত্ত্বিক তপস্যা বলিয়া থাকেন॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্ত্বাদিভেদেন কথং ত্রিবিধন্তবতীত্যুচ্যতে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তৎ প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারম্ অধিষ্ঠানং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুক্তৈঃসমাহিতৈর্যদীদৃশস্তপস্তৎ সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্ব্বৃত্তং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—ত্রিবিধস্য তপসো যথাসম্ভবং সাত্ত্বিকাদিভাবেন তত্রৈবিধ্যমাকাঙ্ক্ষাদ্বারা নিক্ষিপতি যথোক্তমিতি। তত্রৈব অধিষ্ঠানং দেহবাত্মনো নির্ব্বর্ত্ত্যমিত্যর্থঃ সমাহিতৈঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারৈরিতি যাবৎ॥ ১৭ ॥

রামানুজ।—শ্রদ্ধয়েতি। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুক্তৈঃ পরমপুরুষারাধনরূপমিদমিতি চিন্তাযুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া যৎত্রিবিধং তপঃ কায়বাঙ্মনোভিস্তপ্তং তৎসাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭ ॥

হনুমান্।—শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমর্জিতং ত্রিবিধং তপঃকায়িকাদি নরৈঃ পুরুষৈঃ ফলনিরপেক্ষৈঃ যুক্তৈঃ সাত্ত্বিক মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—তদেবং শরীবাত্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধম্ তপোদর্শিতং, তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ শ্রদ্ধয়েত্যাদিত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তম্ সাত্ত্বিকম্ কথয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—উক্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিতয়া ত্রৈবিধ্যমাহ শ্রদ্ধয়েতি ত্রিভিঃ। তদুক্তং ত্রিবিধং তপঃ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্ত্বিকম্॥১৭ ॥

মধুসূদন।—শারীরবাচিকমানসভেদেন ত্রিবিধস্যোক্তস্য তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি ত্রিভিঃ। তৎপূর্ব্বোক্তং ত্রিবিধং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ তপঃ শ্রদ্ধয়া আস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া অপ্রমাণ্যশঙ্কাকলঙ্কশূন্যয়া ফলাভিসন্ধিশূন্যৈর্যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারৈর্নরৈরধিকারিভিস্তপ্তমনুষ্ঠিতং সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে শিষ্টাঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—ত্রিবিধং কায়িকবাচিকমানসভেদেন যুক্তৈঃ অবহিতৈঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্রিবিধম্ উক্তলক্ষণং কায়িকবাচিকমানসম্॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে যে শারীর, বাচিক এবং মানস তপের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। অধুনা এস্থলে প্রথমতঃ সাত্ত্বিক তপের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ তপঃ শ্রদ্ধা সহকারে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধি সহকারে পূর্ব্বকথিত লক্ষণ সমূহের অনুসরণ করা বিধেয়। যদি বেদ ও শাস্ত্রাদির বিধান সমূহে বিশ্বাস না থাকে, যদি দেবতা ও ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি না থাকে, তাহা হইলে অনুষ্ঠিত আচরণ সমূহ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্য বুদ্ধির একান্ত আবশ্যক। অপিচ পূর্ব্বোল্লিখিত তপঃ সমূহ অপ্রমাণ্য অথবা প্রমাণবিহীনতারূপ কলঙ্ক সংলিপ্ত বলিয়া মনে করিলে সকল অনুষ্ঠানই নিস্ফল হইয়া থাকে। তৎসমস্ত প্রকৃষ্ট বোধে অবলম্বন ও অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এই ভাবে ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া অর্থাৎ আচরিত যাবতীয় কার্য্য পরিণামে কিরূপ শুভাশুভ ফল প্রদান করিবে, তদ্বিষয়ে আসক্তি বা কামনা শূন্য হইয়া যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত ভাবে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক আচরিত যে তপ, তাহাই শিষ্টগণ কর্ত্তৃক সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, অন্তরকে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরি-

শূন্য করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন মনুষ্যগণ যদি উল্লিখিত রূপ তপশ্চর্য্যা করিয়া থাকেন, তবেই তাহা পরম শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে। মনুষ্য মধ্যে সকল সাধকই যে এইরূপ সাত্ত্বিক ভাবে তপোঽনুষ্ঠান করিতে সমর্থ, এরূপ নহে। যেমন সোপান পরম্পরা অবলম্বন করিয়া সৌধে আরোহণ করিতে হয়, তদ্রূপ জ্ঞানরাজ্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অতি নিম্নতম স্থান হইতে সাধনার সূত্রপাত করিতে হয়। এইরূপ সাধনা বলে ক্রমোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। সুদৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সাধনার অনুসরণ করিলে মানব ক্রমে অত্যুন্নতি লাভ করিতে পারেন। যিনি যতদূর অগ্রসর হন তিনি তদপেক্ষা উচ্চতর সাধনার অধিকারী হইয়া থাকেন। এই অধিকারী ভেদে উন্নতি অবনতির ভেদ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মূলস্থিত "যুক্ত" পদের অর্থ নির্দ্দেশ কালে লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত অনুষ্ঠান পরম পুরুষের প্রাপক এইরূপ চিন্তাযুক্ত ॥ ১৭ ॥

——(ঃ০ঃ)——

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥১৮॥

অন্বয়। সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন (ধার্ম্মিকত্বখ্যাপনেন) চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ (লোকে) চলম্ (অনিয়তম্) অধ্রুবং (ক্ষণিকং) তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তম্ (অভিহিতং) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ। সৎকার-মান-পূজার নিমিত্ত দম্ভ-হেতু ও যে তপঃ কৃত-হয়, ইহ-লোকে চঞ্চল ক্ষণ-স্থায়ী সে তপস্যা রাজস কথিত-হয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা। সৎকার মান এবং পূজা লাভের আশায় বা দম্ভ হেতু যে তপস্যার অনুষ্ঠান করা হয়, সেই তপঃ সংসারে অতি চঞ্চল এবং ক্ষণিক ফলযুক্ত, এই তপস্যাই রাজস তপঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণঃ ইত্যেবমর্থং মানোমাননং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদি তদর্থং পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনাশয়িতৃত্বাদি তদর্থঞ্চ তপঃ সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেনৈব চ ক্রিয়তে তপস্তদিহ প্রোক্তং কথিতং রাজসঞ্চলঙ্কাদাচিৎকফলত্বেনাধ্রুবম্॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—রাজসন্তোপো নির্দ্দিশতি সৎকারেতি। সাধুকারমেব স্ফোরয়তি সাধুরিতি। দম্ভেন চৈব নাস্তিক্যেন কেবলধর্ম্মধ্বজিত্বেনেত্যর্থঃ তদিহ প্রোক্তমস্মিন্নেব লোকে ফলপ্রদমিত্যর্থঃ কাদাচিৎকফলত্বং ক্ষণিকফলত্বমধ্রুবমনিয়তমনৈকান্তিকফলমিতি যাবৎ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—সৎকারেতি। মনসাদরঃ সৎকারঃ বাচা প্রশংসা মানঃ শারীরো নমস্কারাদি পূজা ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকং সৎকারাদ্যার্থঞ্চ দম্ভেন হেতুনা যত্তপঃ ক্রিয়তে তদিহ রাজসং প্রোক্তং স্বর্গাদিফলত্বেনাস্থিরত্বাচ্চলমধ্রুবং চলত্বং পাতভয়েন চলনহেতুত্বম্ অধ্রুবং ক্ষয়িষ্ণুত্বম্॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—সৎকারশ্চ মানশ্চ পূজাচ সৎকারমানপূজাঃ সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বীতিপ্রত্যয়ঃ মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ পূজা ~~॥ ১৮ ॥~~ পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনাদিঃ ॥১৮॥

শ্রীধর।—রাজসমাহ সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি তাপসোঽয়মিত্যাদিবাক্পূজা মানঃ অভ্যুত্থানাভিবাদনাদির্দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্॥ ১৮ ॥

বলদেব।—সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বীতি স্তুতিঃ, মানঃ প্রত্যুত্থানাদিরাদরঃ, পূজা চরণপ্রক্ষালনধনদানাদিঃ, তদর্থং যত্তপো দম্ভেন চ ক্রিয়তে তদ্রাজসং প্রোক্তং। চলং কিঞ্চিৎ কালিকম্ অধ্রুবমনিয়তসৎকারাদিফলকম্॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—সৎকারঃ সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণ ইত্যেবমবিবেকিভিঃ ক্রিয়মাণা স্তুতিঃ মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনধনদানাদিঃ তদর্থং দম্ভেনৈব চ কেবলং ধর্ম্মধ্বজিত্বেনৈব চ ন ত্বাস্তিক্যবুদ্ধ্যা যত্তপঃ ক্রিয়তে তদ্রাজসং প্রোক্তং শিষ্টৈঃ ইহ অস্মিন্নেব লোকে ফলদং ন পারলৌকিকং চলমত্যল্পকালস্থায়িফলম্ অধ্রুবং ফলজনকতানিয়মশূন্যম্॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—সৎকারঃ লোকে সাধুরয়মিতি বাক্পূজা মানঃ অভ্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ কায়িকী পূজা পূজালাভাদিঃ, এতদর্থং দম্ভেনচ যত্তপঃ ক্রিয়তে তৎ রাজসং চলং বিনাশি অধ্রুবম্ অনিশ্চিতফলম্॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ।—সৎকারঃ সাধুরয়মিত্যন্যৈঃ কর্ত্তব্যা বাক্পূজা, মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিভিরন্যৈঃ কর্ত্তব্যা দৈহীকী পূজা, পূজা অন্যৈর্দীয়মানৈধনাদিভি র্ভাবিনী যা মানসী পূজা। তদর্থং দম্ভেন চ যৎ ক্রিয়তে তদ্রাজসংতপঃ চলং কিঞ্চিৎকালিকম্ অধ্রুবম্ অনিয়তসৎকারাদিফলকম্॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে রাজস তপের বিবরণ কীর্ত্তিত হইতেছে। সাধু, ব্রাহ্মণাদি রূপে বিহিত সমাদর ও সম্মান লাভার্থ রাজস তপোনিরত ব্যক্তিগণ বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আমি সাধু আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাকার বোধে তাঁহারা আড়ম্বর সহকারে আপনাদিগের অভ্য-র্থনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। রাজস তপোনিরত ব্যক্তিগণ বিবিধ অনুষ্ঠান সহকারে দেবতাদিগের পূজা করিয়া থাকেন। দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাঁহারা অনেক অর্থব্যয় ও সমারোহ করেন। এইরূপ অনুষ্ঠান পরম্পরা প্রায়ই অহঙ্কার প্রকাশের জন্য আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের অভিপ্রায়ে দাম্ভিকতার সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার মূলে প্রকৃত আস্তিক্য বুদ্ধি অতি বিরল। প্রায়শঃ লোক সমাজে আত্মগরিমা সংস্থাপনই এই সকল অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইরূপ অহঙ্কার সহকারে যে সকল সৎকার্য্য আচরিত হইয়া থাকে, তাহাই শিষ্টগণ কর্ত্তৃক রাজস তপ নামে অভিহিত হয়। এইরূপ রাজস তপের ফল অস্থায়ী। কারণ ইহলোক ব্যতীত কোন পারলৌকিক শুভ-ফল ইহার দ্বারা লব্ধ হয় না। মনুষ্যমণ্ডলী মধ্যে প্রশংসা এবং শ্লাঘা ইহার প্রধান ফল। সে ফল পরিনামে হিতকর হইতে পারে না। কারণ ইহ-লোকের মনুষ্য মন অতিক্রম করিয়া পরলোকে তাহা প্রবেশ করে না। অপিচ এই ফল অধ্রুব অর্থাৎ অনিশ্চিত। কারণ তজ্জনিত শুভাশুভ নিয়মশূন্য। যে কার্য্য স্থান বিশেষে বড়ই গৌরবজনক ও প্রশংসা বিধায়ক হইয়া থাকে, স্থানান্তরে তাহাই আবার নিন্দিত ও অপ্রশংসার কারণ রূপে পরিগণিত হইতে পারে। অপিচ সেই গৌরব বা অগৌরবের স্থায়িত্ব কালেরও কোন নিয়ম নাই। হয়তো অল্প কালেই মনুষ্য মন হইতে সেই সৎকীর্ত্তি জনিত প্রশংসার অঙ্ক প্রধৌত হইয়া যাইতে পারে অথবা ঘটনাক্রমে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ কার্য্যের বিশেষ কোন মূল্য নাই। কারণ যাহা পারলৌকিক হিতকর নহে, তাহা বিশেষ সমাদৃত হইবার যোগ্য নহে।

এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আস্তিক্য বুদ্ধি সহকারে দেব দ্বিজ ও বেদাদি শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট বিশ্বাস পূর্ব্বক যে যে কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই চরমে পরমফলপ্রদ হইয়া থাকে। কেবল দাম্ভিকতা সহকারে

।। প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার ফল অস্থায়ী ও অনিশ্চিত। এই লোকেই এই শ্রেণীর কার্য্যাকার্য্যের পরিণাম ফল পর্য্যবসিত হয়, পারলৌকিক বিশেষ কোন হিতকর সহায়তা তাহা দ্বারা হইতে পারে না।

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য নিম্নলিখিত রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। মনের দ্বারা আদর প্রকাশ করার নাম সৎকার; বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করার নাম মান; শরীর দ্বারা নমস্কারাদি করার নাম পূজা। ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক দম্ভসহকারে এই সকল আচরণ অনুষ্ঠিত হইলে রাজস বলা যায়। এই সকল কার্য্য দ্বারা স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, সুতরাং এতাদৃশ অনুষ্ঠান চল। কারণ তাহা অস্থির এবং তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান, এবং তাহা অধ্রুব অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু।

এতদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, উল্লিখিত রূপ কার্য্য স্বর্গাদি ফল প্রদানক্ষম হইলেও মুক্তিরূপ পরম ফল প্রদানে সক্ষম নহে। স্বর্গাদি ফল সকাম ব্যক্তিরই আদরণীয়, কারণ তাহা ভোগস্থান; কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি ভোগস্থান প্রাপ্তির অভিলাষী নহেন। কারণ অনুষ্ঠিত পুণ্যের ক্ষয় হইলেই পুনরায় সেই ভোগ স্থান হইতে মর্ত্ত্য লোকে আগমন অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং সে পরিণাম অনিশ্চিত ও ক্ষয়শীল। নাশরহিত ক্ষয়রহিত বিচ্যুতি-রহিত অতুলনীয় ফল দাম্ভিকতা সহকৃত রাজস তপ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাত্ত্বিক তপ কামনাহীন কিন্তু রাজস তপ কামনাযুক্ত এইজন্য পরিণাম সম্বন্ধে এতদুভয়ের পার্থক্য যথেষ্ট। দাম্ভিকতাসহকৃত সৎকর্ম্ম অপেক্ষা দীনতাসহকৃত অনুষ্ঠানই প্রশস্য। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব সৎকারাদি শব্দত্রয়ের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইনি সাধু বা তপস্বী ইত্যাকার স্তুতির নাম সৎকার; প্রত্যুত্থানাদি পূর্ব্বক আদরের নাম মান; চরণ প্রক্ষালন ও ধনদানাদির নাম পূজা॥ ১৮॥



——(:০:)——

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯॥

অন্বয়—মূঢ়গ্রাহেণ (দুরাগ্রহেণ) আত্মনঃ (দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য) পীড়য়া (ক্লেশপ্রদানেন) পরস্য উৎসাদনার্থং (নাশার্থং) বা যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (কথিতং)॥ ১৯॥

প্রতিশব্দ।—দুরাগ্রহ-দ্বারা আপনার পীড়া-দ্বারা বা পরের বিনাশের-নিমিত্ত যে তপস্যা কৃত-হয়, তাহা তামস-রূপে কথিত-হয়॥ ১৯॥

ব্যাখ্যা—দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার দেহেন্দ্রিয় সমুদায়কে ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক অথবা অপরের বিনাশাদি অনিষ্ট সাধনার্থ যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামস তপঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য়া ক্রিয়তে যত্তপঃ পরস্য উৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসন্তপ উদাহৃতম্॥ ১৯॥

আনন্দগিরি।—তামসন্তপঃ সংগৃহ্লাতি মূঢ়েতি। মূঢ়োঽত্যন্তাবিবেকী তস্যগ্রহো-নামাগ্রহাভিনিবেশস্তেনেত্যাহ অবিবেকেতি। আত্মনঃ স্বস্য দেহাদেরিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

রামানুজ। মূঢ়েতি। মূঢ়া অবিবেকিনঃ মূঢ়গ্রাহেণ মূঢ়ৈঃ কৃতেনাভিনিবেশেনাত্মনঃ শক্ত্যাদিকমপরীক্ষ্যাত্মপীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং চ যৎক্রিয়তে তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯॥

হনুমান্। মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেকনিশ্চয়েন আত্মনঃ স্বস্য পীড়য়া যৎ তপঃ ক্রিয়তে পরস্যান্যস্য উৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতমুক্তমিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

শ্রীধর।—তামসং তপ আহ মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থম্বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্॥ ১৯॥

বলদেব।—মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকজেন দুরাগ্রহেণ আত্মনো দেহেন্দ্রিয়াদেঃ পীড়য়া চ যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশায় বা ক্রিয়তে তত্তামসম্॥ ১৯॥

মধুসূদন।—মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেকাতিশয়কৃতেন দুরাগ্রহেণ আত্মনোদেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্য পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং বা তত্তামসমুদাহৃতং শিষ্টৈঃ॥ ১৯॥

নীলকণ্ঠ।—মূঢ়গ্রাহেণ অবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণ আত্মনঃ শরীরস্য উৎসাদনার্থং বিনাশার্থম্॥ ১৯॥

বিশ্বনাথ।—মূঢ়গ্রাহেণ মৌঢ্যগ্রহণেন পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশার্থম্॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর তামস তপের বিষয় আলোচিত হইতেছে। অবিবেকিতা সহকারে অজ্ঞানান্ধকারের প্রাবল্যে দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের উৎপীড়ন দ্বারা বা পরানিষ্ট সাধনোদ্দেশে যে অভিচারাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামস তপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অবিবেকিতা হেতু মনুষ্যগণ কোন্ কার্য্য শ্রেয়স্কর অথবা কোন্ কার্য্য অধোগতি বিধায়ক তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। অবিবেকিতা দ্বারা পরাভূত ও গ্রস্ত হইয়া তাহারা নিন্দনীয় কার্য্যকে পরম অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করে, এবং স্বার্থসিদ্ধির বাসনাপ্রণোদিত হইয়া দুষ্কর্ম্মে প্রমত্ত হয়। কদভিসন্ধি সিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা অনেক সময়ে নানা প্রকারে শারীর নিগ্রহ করিয়া থাকে। কখনও উপবাস, কখনও বা কুখাদ্য ভোজন, কখনও বা দৈহিক শোণিত পাত, কখনও বা অবৈধ ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যাদি বিবিধ প্রকারে আত্মনিগ্রহ করিয়া পরম ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইবে বলিয়া মনে করে। কোন কোন ব্যক্তি ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরম পুণ্যানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস করে। কেহ কেহ বা বাহুদ্বয়কে ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া বিশুষ্ক বিকৃত ও অকর্ম্মণ্য করে। কোথাও বা কোন ব্যক্তি আম মাংস বা নিষিদ্ধ খাদ্য ভোজন করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া বিশ্বাস করে। কোন কোন স্থলে মনুষ্য সুরা সেবন ও অবৈধ সংসর্গে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া পারলৌকিক সদ্গতির পথ মুক্ত হইতেছে বলিয়া বিশ্বাস করে। এইরূপে নানা ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান উদ্দেশে মনুষ্য আত্মনিগ্রহ করিয়া থাকে, অথবা অপরের ঘোরতর অনিষ্ট সাধনোদ্দেশে তাহারা বিবিধ জঘন্য আচরণ করিয়া থাকে। মারণ, উচাটন, বশীকরণ আদি (১৬৬৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) নানা প্রকার আভিচারিক ক্রিয়া কেবল স্বার্থ সিদ্ধির বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যেরা সংসাধন করে। কাহাকেও নির্ব্বংশ করিবার উদ্দেশে, কোনও সুন্দরী ললনাকে প্রেমপাশে বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে, কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে অপমানিত করিবার কল্পনায়, অথবা কাহারও সম্পত্তি রাশি হস্তগত করিবার বাসনায় মানবেরা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তত্তাবতই ভ্রমপূর্ণ ও অবিবেকিতা-বিজৃম্ভিত। তজ্জন্য তাহারা দেবতাকে

আহ্বান করে এবং পূজাদি দ্বারা দেবতাকে প্রীত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে রূপেই কেন অনুষ্ঠিত হউক না, এই সকল কর্ম্ম নিন্দিত এবং বুধগণ কর্ত্তৃক তামস নামে অভিহিত ॥ ১৯ ॥

——(ঃ০ঃ)——

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

অন্বয়।—দাতব্যম্ (দানং কর্ত্তব্যম্) ইতি (এবং) [নিশ্চিত্য] দেশে (কুরুক্ষেত্রাদৌ) কালে (গ্রহণাদৌ) চ পাত্রে (সৎপাত্রে) চ অনুপকারিণে (উপকারাসমর্থায়) যৎ দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (উক্তম্) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ—দান-করিব এইরূপ [নিশ্চয়-করিয়া] পুণ্য-দেশে পুণ্য-কালে ও সৎ-পাত্রে অনুপকারীকে যে দান, সেই দান সাত্ত্বিক-নামে কথিত ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি দান করিব, এইরূপ স্থির করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্য ভূমিতে, গ্রহণাদি পুণ্যকালে এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে উপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইদানীন্দানভেদমুচ্যতে দাতব্যমিতি। দাতব্যমিতি এবং মনঃ কৃত্বা যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় সমর্থায়াপি নিরপেক্ষন্দীয়তে দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে সংক্রান্ত্যাদৌ পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগাইত্যাদৌ (আচার নিষ্ঠায় ইত্যর্থঃ) তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব ত্রৈবিধ্যমাহ দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে গ্রহণাদৌ পাত্রে চেতি দেশমিতি। দাতব্যমিত্যেবং মনঃ কৃত্বা দানমেব মম্বা ভাব্যং ন ফলমিত্যভিসন্ধ্যা য়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—দাত্যবমিতি। ফলাভিসন্ধিরহিতং দাতব্যমিতি দেশে কালে পাত্রে চানুপকারিণে যদ্দানং দীয়তে তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

হনুমান্‌ ।—দাতব্যমিতি দানং কর্ত্তব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে হিরণ্যাদি অনুপকারিণে অনুপকারকায় দেশে পুণ্যদেশে কালে চ গ্রহণসংক্রান্ত্যাদৌ পাত্রে যজ্ঞবেদবিদাদৌ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে গ্রহণাদৌ (পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা চতুর্থ্যৈবৈষা পাত্রে ইতি তৃজন্তং, রক্ষকায় ইত্যর্থঃ স হি সর্ব্বস্মাদাপদ্গণাদ্দাতারং পাতীতি পাত, তস্মৈ) যদেবং ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্‌ ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—অথ দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দাতব্যমিতি। নিশ্চয়েন যদ্দানমনুপকারিণে পাত্রে বিদ্যাতপোভ্যাং দাতু রক্ষকায় ব্রাহ্মণায় যদ্দীয়তে তদ্দানং সাত্ত্বিকম্‌ অনুপকারিণে প্রত্যুপকারমনুদ্দিশ্যেত্যর্থং দেশে তীর্থে কালে চ সংক্রান্ত্যাদ্যৌ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তস্য দানস্য ত্রৈবিধ্যং দর্শয়তি ত্রিভিঃ। দাতব্যমেব শাস্ত্রচোদনাবশাদিত্যেবং নিশ্চয়েন ন তু ফলাভিসন্ধিনা যদ্দানং তুলাপুরুষাদি দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাজনকায় দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে চ পুণ্যে সূর্য্যোপরাগাদৌ (পাত্রে চেতি চতুর্থ্যর্থে সপ্তমী) কীদৃশায়ানুপকারিণে দীয়তে পাত্রায় চ বিদ্যাতপোযুক্তায় পাত্রে রক্ষকায়েতি বা বিদ্যাতপোভ্যামাত্মনোদাতুশ্চ পালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্ণীয়াদিতি শাস্ত্রাৎ তদেবংভূতং দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্‌ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—দাতব্যমেবেতি বুদ্ধ্যা যদ্দানং প্রদেয়দ্রব্যং দীয়তে নতু ফলমুদ্দিশ্য দীয়তে কস্মৈ অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায় দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ কালে সংক্রান্ত্যাদৌ যদ্দীয়তে তৎ সাত্ত্বিকমিতি সম্বন্ধঃ যচ্চ পাত্রে দানং সমর্পণং তদপি সাত্ত্বিকমিতি যোজনা (অন্যত্র আদ্যোদানশব্দ কর্ম্মণি ব্যুৎপন্নঃ প্রদেয়দ্রব্যবাচী কর্ম্মভূতঃ তৎসংযোগাৎ সম্প্রদানে চতুর্থ্যপেক্ষাদ্বিতীয়স্তু ভাবব্যুৎপন্নঃ ত্যাগমাত্রবাচী তেন তত্র পাত্রভূতে পুংসি নচতুর্থ্যপেক্ষা, "কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানমিতি"হি পারিভাষিক্যাঃ সম্প্রদানসংজ্ঞায়া অত্র কর্ম্ম বিভক্ত্যভাবেনাপ্রবৃত্তেঃ তেন পাত্রে ইতি চতুর্থ্যর্থে সপ্তমীতিবা পাতৃশব্দস্যচতুর্থীয়মিতি বা কল্পনং) ব্যর্থমেব দানশব্দস্যাবৃত্ত্যাচ দেশকালানুপকারিত্ব বিশিষ্টে দানমিত্যেকাকোটিঃ পাত্রে দানমিত্যপরা উভয়সমুচ্চয়েতু মহান্‌ গুণ ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—দাতব্যমিত্যেবং নিশ্চয়েন নতু ফলাভিসন্ধিনা যদ্দানম্‌ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতঃপর শ্রীভগবান্‌ দান কার্য্যের সাত্ত্বিকাদি ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন। পরোপকারার্থ আত্মবস্তু উৎসৃজনের নাম দান। এই দান সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই সৎকর্ম্মরূপে পরিগণিত। তথাপি ঘটনা ও অবস্থা বিশেষে ইহার সাত্ত্বিকাদি ভেদ হইয়া থাকে। এই শ্লোকে কেবল সাত্ত্বিক দানের প্রসঙ্গই কীর্ত্তিত হইতেছে। দান করিতে

হইবে, দান করাই অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান, এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রত্যুপকার প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই, অথবা যাহা দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট লাভের কোন আশা নাই, তাহাকে প্রয়োজনীয় পদার্থাদি সমর্পণ করাই যথার্থ সাত্ত্বিকদান। কোন প্রকার কামনা মনে না রাখিয়া কোন প্রকার প্রতিদান বা প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া, হিতের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট সম্ভাবনা জানিয়াও অকাতরে যে দান, তাহাই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান। লোকে সাধারণতঃ তুলাপুরুষদান [২৯৭ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য] প্রভৃতি নানা প্রকার শাস্ত্র সঙ্গত দান কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু সে সকল স্থলেই কোন না কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যেরা সেই কার্য্য সম্পন্ন করে। কোথাও স্বর্গভোগ কামনায়, কোথাও বা জন্মান্তরে আশানুরূপ সুখপ্রাপ্তির বাসনায়, কোথাও বা ব্যাধি গ্রহপীড়া প্রভৃতি শান্তির অভিপ্রায়ে দান করা হয়। এরূপ দান সৎকর্ম্ম হইলেও যথার্থ সাত্ত্বিক নামের অযোগ্য। কেবল যে নিষ্কাম ভাবে দান করিলেই সাত্ত্বিকদান হইবে এরূপ নহে। দানকালে দেশ কাল পাত্রেরও বিচার করিয়া দান করা আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র [৫১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য] গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ, মহাদেবের লীলাভুমি স্বরূপ বারাণসী, পরলোক গত প্রেতাত্মার সদ্গতিপ্রদ গয়াধাম প্রভৃতি দেশব্যাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন পুণ্যতীর্থে* দান করাই বিধেয়। দান সম্বন্ধে কালের বিচার করাও আবশ্যক। যখন সূর্য্য বা চন্দ্র রাহুগ্রস্থ হইয়া থাকেন, সেই গ্রহণকালই [১৬৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য] দানের প্রকৃষ্ট সময়। অপিচ সংক্রান্তি দিনে, হরিবাসরে [১৬৬৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য] এবং অন্যান্য পুণ্যাহে দান করাই আবশ্যক। দান করিবার সময় পাত্র বিচার করাও

---

* তীর্থ।—ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং ভারতের ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অনেক স্থানে আর্য্যদিগের সুপবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র অতি পুরাকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল পুণ্যতীর্থে ভ্রমণ, তত্রত্য পূতসলিলে অবগাহণ, তথায় পিতৃপুরুষের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন, দান, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্ম অপরিসীম ফলপ্রদ। মহাভারতের বনপর্ব্বে বহুল তীর্থের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নিম্নে তাহার সার সংগৃহীত হইতেছে। সর্ব্ব তীর্থ প্রধান পুষ্কর তীর্থ তীর্থরাজ নামে খ্যাত। এই পবিত্র তীর্থে তপস্যা করিয়া দেব দৈত্য, ঋষিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এই তীর্থে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে স্নান দানাদি অশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই পুণ্যতীর্থে স্নান করিলে শতবৎসরের

উচিত। যিনি বিদ্যা ও তপোযুক্ত অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রার্থদর্শী সাধু, অথবা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ তিনিই দানের যথোপযুক্ত পাত্র। এইরূপ পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া দান করাই সুসঙ্গত। উল্লিখিত রূপে কামনাশূন্য হৃদয়ে উপকার প্রত্যাশা না করিয়া দেশ কাল ও পাত্রানুসারে যে দান তাহাই সাত্ত্বিক।

এস্থলে দানার্থ শব্দ থাকিলেও "পাত্র" শব্দে চতুর্থী বিভক্তি না হইয়া সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, "দেশে কালে" এই সপ্তম্যন্ত পদদ্বয়ের সাহচর্য্য হেতু "পাত্রে" পদেও সপ্তমী প্রয়োগ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যরূপ মীমাংসাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রক্ষা-কর্ত্তা এই অর্থে [পা-তৃ] পাতৃ পদ সিদ্ধ হইতে পারে; এবং তাহারই চতুর্থীতে "পাত্রে" পদ উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রও বলিতেছেন, "বিদ্যাতপোভ্যা-মাত্মনো দাতুশ্চ পালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, বিদ্যা এবং তপস্যা দ্বারা যিনি আপনাকে ও দাতাকে পালন করিতে সক্ষম তিনিই প্রতিগ্রহ করিবেন।

দানমাত্রই বিধেয় হইলেও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যগণ সকল দানকে সাত্ত্বিক বলিয়া মনে করিতেন না। এ সংসারে দুঃখ অনন্ত, অভাব অপরিমিত। অধিকাংশ স্থলেই পাপাচরণ হেতু দুঃখ ও অভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে, সুতরাং তত্তৎস্থলে অভাব জনিত যাতনা ভোগ করা সেই পাপিদিগের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সেই অনন্ত অভাবের অপনো-

অগ্নিহোত্র ফল লব্ধ হইয়া থাকে। হিমালয়ের শৃঙ্গত্রয় হইতে যে প্রস্রবণত্রয় নির্গত হইতেছে, তাহাই পুষ্কর তীর্থ। এই তীর্থে দ্বাদশ রাত্রি বাস এবং তীর্থ প্রদক্ষিণাদি কর্ত্তব্য। জম্বুমার্গ তীর্থ স্থানে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। এই তীর্থে পঞ্চরাত্রি বাস করা বিধেয়। তণ্ডুলিকাশ্রম তীর্থে গমন করিলে অশেষ দুর্গতি নাশ হইয়া থাকে। অগস্ত্য সরোবর তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস বা দেবার্চ্চনা দ্বারা অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোক প্রসিদ্ধ কণ্বাশ্রম পরম পবিত্র তীর্থ। তথায় প্রবেশ মাত্র সর্ব্বপাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। যযাতিপতন ও রুদ্র বট তীর্থ পরম পবিত্র। নর্ম্মদা তীর্থে গমন পূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করা বিধেয়। হিমবৎ সুত অর্ব্বুদ তীর্থ বশিষ্ঠের আশ্রম। এই সুমহৎ তীর্থে একরাত্রি বাস দ্বারা গোসহস্র দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। পিঙ্গ তীর্থ গমনে বহুপুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুপবিত্র প্রভাস তীর্থ সোম তীর্থ নামে খ্যাত। এই তীর্থে ভগবান্ হুতাশন সদা সন্নিহিত। এই তীর্থ স্নানে অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্রের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। সরস্বতী-সাগরসঙ্গম তীর্থ বহুপুণ্যজনক। বরদান তীর্থে ভগবান বিষ্ণুকে মহর্ষি দুর্ব্বাসা বর প্রদান করিয়াছিলেন। এ স্থলে স্নান দানাদির দ্বারা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বারাবতীতে পিণ্ডারক তীর্থে স্নান দান করিলে বহু

দান করিতে চেষ্টা করিলে বিধিনিয়োজিত ব্যবস্থার অন্যথা করিতে হয়, অথবা পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই জন্যই আর্য্য শাস্ত্রকৃদ্গণ তাদৃশ দানকে সাত্ত্বিক বলিয়া মনে করিতেন না। যাহারা মনুষ্যসমাজের কল্যাণ সাধনার্থ জীবনকে দীক্ষিত করিয়াছেন, যাঁহারা পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া জগৎকে আলোকিত করিতেছেন, যাঁহারা সৎ সঙ্কল্প ও সাধুচেষ্টা দ্বারা ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই যথার্থ দানের পাত্র। তাঁহাদিগের অভাব পরিজ্ঞাত হইয়া পুণ্যক্ষেত্রে পবিত্রদিনে সেই অভাব বিমোচন করাই যথার্থ সাত্ত্বিকদান। এইরূপ মহাপুরুষদিগের অভাব বিমোচন করিবার নিমিত্ত শুভাশুভ কালের বা পুণ্যতীর্থাদির অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও বাধ্য হইয়া দাতাকে তাহাই করিতে হয়। দাতা নিষ্কাম হইয়া দান করিবেন সত্য, কিন্তু পুণ্যাত্মা গ্রহীতা তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্য ফল লাভে তাঁহাকে কখনই বঞ্চিত করিবেন না। সেই সাধু গ্রহীতা শাস্ত্রশাসনের মর্ম্মজ্ঞ। তিনি জানেন যে, পুণ্যতীর্থে ও পুণ্য কালে দানগ্রহণ করিলেই দাতা তজ্জনিত অবশ্য প্রাপ্য ফলের অধিকারী হইবেন, সুতরাং অকালে পাপ-ক্ষেত্রে তিনি ভিক্ষার্থী রূপে কখনই দাতার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। অতএব দেশ কালের বিচার করিয়াই দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় ॥ ২০ ॥

সুবর্ণ লাভ হয়। অদ্যাপি ঐ তীর্থে পদ্মচিহ্নিত মুদ্রা এবং ত্রিশূলাঙ্কিত পদ্ম দৃষ্ট হয়। সাগরসিন্ধুসঙ্গম স্নানে বরুণ লোক প্রাপ্তি হয়। শঙ্কুকর্ণেশ্বর, দমী এবং বসুধারা তীর্থ গমনে অশেষ ফল লাভ হয়। সিন্ধুত্তম ভদ্রতুঙ্গ ও কুমারিকা তীর্থ স্নানে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। পঞ্চনদতীর্থ স্নানে পঞ্চযজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে। ভীমা স্থান গিরিকুঞ্জ এবং বিমল তীর্থে স্নান দানাদি বিশেষ ফলপ্রদ। বিমল তীর্থে অদ্যাপি সুবর্ণ ও রজতময় মৎস্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। শশপান তীর্থ, কুমারকোটী, রুদ্রকোটী তীর্থ গমনে অশেষ পুণ্যসঞ্চিত হয়। কুরুক্ষেত্র তীর্থ গমনে সর্ব্বপাপের ক্ষয় হয়। (৫১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বরাহতীর্থে বরাহরূপী ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন। এস্থলে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জয়ন্ত্য তীর্থ, একহংস তীর্থ, মুক্তাবটতীর্থ এই সকল তীর্থে স্নান ও উপবাসাদির দ্বারা অশেষবিধ ফললাভ হয়। রামহ্রদ অতি সুপবিত্র তীর্থ, ভগবান্ পরশুরাম এই স্থানে ক্ষত্রিয় রক্তের দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া পিতৃগণ বর প্রদানে ইচ্ছুক হইলে ভার্গব আপনার ক্ষত্রিয় বধজনিত পাপ বিমোচন এবং এই স্থানের পবিত্রতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃগণ তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই তীর্থে পিতৃলোকের তর্পণাদি তাঁহাদের ও আপনার উত্তমা গতি বিধায়ক। কায়শোধন, কপিলাতীর্থ, লোকদ্বার, শ্রীতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ গোভবন, শঙ্খিনীতীর্থ, এই সকল তীর্থে গমন স্নান ও উপবাসাদি অশেষ পুণ্যদায়ক। ব্রহ্ম-

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

অন্বয়।—যৎ (দানং) তু প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারলাভায়) ফলম্ উদ্দিশ্য বা পুনঃ পরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশযুক্তং) দীয়তে তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ (কথিতং) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—যে দান প্রত্যুপকার-লাভের নিমিত্ত বা ফলকে উদ্দেশ-করিয়া পুনর্ব্বার চিত্ত-ক্লেশ-যুক্ত-ভাবে দত্ত হয় সেই দান রাজস কথিত-হয় ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রত্যুপকার লাভের নিমিত্ত কিম্বা ফলোদ্দেশে যে দান করা হয়, অথবা যাহাতে শেষে ব্যয় হেতু চিত্ত দুঃখিত হয়, সেই দান রাজস নামে অভিহিত ॥ ২১ ॥

লোক প্রাপক ব্রহ্মতীর্থ, পিতৃলোকপ্রদ সুতীর্থ, অম্বুমতী, শীতবন, দশাশ্বমেধিক, এই সকল তীর্থও বিশেষ পুণ্যজনক। ব্যাধপীড়িত কৃষ্ণসার মৃগগণ মানুষতীর্থে অবগাহন করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই তীর্থ স্নানে সর্ব্বপাপ বিমুক্তি হয়। আপগানদী, ব্রহ্মোড়ুম্বর, ইলাস্পদ প্রভৃতি তীর্থে স্নানাদির দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ হয়। অনাজন্ম নামক নারদ প্রতিষ্ঠিত তীর্থে প্রাণত্যাগ করিলে অত্যুত্তম লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বৈতরণী নদীতে স্নান এবং মহাদেব পূজার দ্বারা পরমপদ লব্ধ হয়। এতভিন্ন আরও কতকগুলি তীর্থের নাম সংক্ষেপে লিখিত হইল। নৈমিষকুঞ্জ, ব্রহ্মযোনি, রেণুকাতীর্থ, পঞ্চবট তীর্থ, তৈজস, কুরুতীর্থ, স্বর্গদ্বার, অহি-পুর, স্থাম্বুবট, বদরী পাচন, ইন্দ্রমার্গ, আদিত্যাশ্রম, সোমতীর্থ, কন্যাশ্রম, দধীচি তীর্থ, গঙ্গাহ্রদ, ধর্ম্মতীর্থ, কুরু-ক্ষেত্র, ধূমাবতী, রথাবর্ত্ত, গঙ্গাদ্বার, সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ. সপ্তাবর্ত্ত, গঙ্গাযমুনাসঙ্গম, কনখল, কপিলাবট, সুগন্ধা, রুদ্রাবর্ত্ত, ভদ্রকর্ণহ্রদ, কুব্জাম্রক, দর্ব্বীসংক্রমণ, অর্থবেদী, ঋষিকুল্যা, ভৃগুতুঙ্গ, বিদ্যাতীর্থ, মহাশ্রম, নৈমিষারণ্য, বাহুদানদী, রামতীর্থ, গোতমবন, বিশল্যা, নারায়ণস্থান, জাতিস্মর, বামনতীর্থ, চম্পকারণ্য, দেবকূট, গৌরী-শিখর, নন্দা, ঔদ্দালকতীর্থ, চম্পা তীর্থ, করতোয়া, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, বিরজা, মহেন্দ্রপর্ব্বত, কাবেরী, গোকর্ণতীর্থ গোদাবরী, বরদাসঙ্গম, কুশপ্লবন, দেবহ্রদ, দণ্ডকারণ্য, শরভঙ্গাশ্রম. কুশাশ্রম, কালঞ্জর পর্ব্বত, ত্রিকূটপর্ব্বত, মুঞ্জাবট, বাসুকীতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ সমূহে স্নান, দান, উপবাসাদি বিশেষ ফলজনক এবং স্বর্গাদি প্রাপক। (মহাভারত বনপর্ব্ব ৮২ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কাশী প্রসিদ্ধ তীর্থ। স্বয়ং মহাদেব এই তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তথায় পূর্ণভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। ইহা অসি ও বরুণাদ্বারা বেষ্টিত বলিয়া বারাণসী নামে খ্যাত। এই পুণ্যধামে মৃতব্যক্তি শিবপদ প্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে। এই স্থানে দেবদর্শন যাত্রার বিশেষ বিধান আছে। যথা ;—"ব্যাস উবাচ। নিশাময় মহাপ্রাজ্ঞ লোমহর্ষণ বচ্মিতে। যথা প্রথমতো যাত্রা কর্ত্তব্যা যাত্রিকৈর্মুদা। সচেলমাদৌ সংস্নায় চক্রপুষ্করিণী জলে। সন্তর্প্য দেবান্ সপিতৄন্ ব্রাহ্মণাংশ্চ তপস্বিনঃ। আদিত্যং দ্রৌপদীং বিষ্ণুং দণ্ডপাণি মহেশ্বরং। নমস্কৃত্য ততো গচ্ছেৎ দ্রষ্টুং ঢুণ্ডিবিনায়কং। জ্ঞান-

শঙ্করাচার্য্য।—যত্বিতি। যত্তু দানং প্রত্যুপকারার্থং কালে ত্বয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতী-ত্যেবমর্থং ফলং বাস্য দানস্য মে ভবিষ্যত্যদৃষ্টমিতি তদুদ্দিশ্য পুনর্দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং খেদসংযুক্তং তদ্রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥

আনন্দগিরি।—রাজসতামসদানবিভজনং স্পষ্টার্থম্॥ ২১। ২২॥

রামানুজ।—যদিতি। প্রত্যুপকারকটাক্ষগর্ভং ফলমুদ্দিশ্য চ পরিক্লিষ্টম্ অকল্যাণ-দ্রব্যকং যদ্দানং দীয়তে তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২১॥

হনুমান্।—দীয়তে প্রত্যুপকারার্থমুপকৃতবানুপকরিষ্যতীতি প্রত্যুপকারং ফলং স্বর্গাদি ফলমুদ্দিশ্য বা পরিক্লিষ্টং ক্লেশযুক্তং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥

শ্রীধর।—রাজসং দানমাহ যত্বিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকারং করিষ্যতীত্যেব-মর্থং, ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবংভূতং, তৎদানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্॥ ২১॥

বলদেব।—যত্তু প্রত্যুপকারার্থং দৃষ্টফলার্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমদৃষ্টমুদ্দিশ্যানুসন্ধায় দীয়তে তদ্দানং রাজসম্। পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতব্যমিতি পশ্চাত্তাপযুক্তং যথা স্যাত্তথা গুরুবাক্যানুরোধাদ্বা যদ্দীয়তে তদ্রাজসম্॥ ২১॥

মধুসূদন।—প্রত্যুপকারার্থং কালান্তরে মাময়মুপকরিষ্যতীত্যেবং দৃষ্টার্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎপুনর্দ্দানং সাত্ত্বিকবিলক্ষণং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চ কথমেতাবদ্ব্যয়িতমিতি পশ্চা-ত্তাপযুক্তং যথা ভবত্যেবং চ যদ্দীয়তে, তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥

নীলকণ্ঠ।—পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যাকুলতাযুক্তং যথাস্যাত্তথা দীয়তে ইতি ক্রিয়াবিশেষণম্॥ ২১॥

বিশ্বনাথ।—পরিক্লিষ্টং কথমেতাবদ্ব্যয়িতম্ ইতি পশ্চাত্তাপযুক্তং। যদ্বা দিৎসায়া অভাবেঽপি গুর্ব্বাদ্যাজ্ঞানুরোধবশাদেব দত্তং। পরিক্লিষ্টং অকল্যাণদ্রব্যকর্ম্মকং বা॥ ২১॥

বাপীমুপস্পৃশ্য নন্দিকেশং ততোঽর্চ্চয়েৎ। তারকেশং ততোঽভ্যর্চ্চ্য মহাকালেশ্বরং ততঃ। ততঃ পুনর্দণ্ডপাণি-মিত্যেষা পঞ্চ তীর্থিকা। দৈনন্দিনী বিধাতব্যা মহাফলমভীপ্সুভিঃ। ততো বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা কার্য্যা সর্ব্বার্থ-সিদ্ধয়ে। দ্বিসপ্তায়তনানাঞ্চ কার্য্যা যাত্রা প্রযত্নতঃ। কৃষ্ণাং প্রতিপদং প্রাপ্য ভূতাবধি যথাবিধি। অথবা প্রতি-ভূতঞ্চ ক্ষেত্রশুদ্ধিমভীপ্সুভিঃ। তত্তত্তীর্থকৃতস্নানস্তত্তল্লিঙ্গকৃতার্চ্চনঃ। মৌনেন যাত্রাং কুর্ব্বাণঃ ফলং প্রাপ্নোতি যাত্রিকঃ। ওঙ্কারং প্রথমং পশ্যেৎ মৎসোদর্য্যাং কৃতোদকঃ। ত্রিপিষ্টপং মহাদেবং ততো বৈকৃত্তিবাসসং। রত্নেশঞ্চাথ চন্দ্রেশং কেদারঞ্চ ততো ব্রজেৎ। ধর্ম্মেশ্বরঞ্চ বীরেশং গচ্ছেৎ কামেশ্বরং ততঃ। বিশ্বকর্ম্মেশ্বরং চাথ মণিকর্ণীশ্বরং ততঃ। অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা ততো বিশ্বেশমর্চ্চয়েৎ। এষা যাত্রা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ক্ষেত্রবাসিভিঃ। যস্তু ক্ষেত্রে মুষিত্বাপি নৈতাং যাত্রাং সমাচরেৎ। বিঘ্নাস্তস্যোপজায়ন্তে ক্ষেত্রোচ্চাটন সূচকাঃ॥' ইহার ভাবার্থ যথা ;—মহাপ্রাজ্ঞ লোমহর্ষণকে ব্যাসদেব বলিলেন, অগ্রে চক্রসরোবর জলে স্নান করিয়া তীর্থগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ তপস্বী সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ্বর প্রভৃতিকে নমস্কার করিবে। পরে ঢণ্ঢিগণেশ দর্শনপূর্ব্বক জ্ঞানবাপী স্পর্শ

তাৎপর্য্য—অতঃপর রাজস দানের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে। সংসারে প্রায়শঃ কোন না কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে দানাদি সদনুষ্ঠান করিয়া থাকে। যে স্থলে জনসমাজের প্রশংসালাভ বা কোনরূপ প্রত্যুপকার প্রাপ্তির কামনা না থাকে সে স্থলেও দাতার হৃদয়ে দানজনিত স্বর্গাদি প্রাপ্তির কামনা প্রায়ই নিহিত থাকে। এইরূপ দান রাজস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। যে স্থলে দাতা পারলৌকিক শুভফল অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগ কামনায় দান করিয়া থাকেন, অথবা যে স্থলে দাতা কোন না কোন সময়ে গ্রহীতার নিকট হইতে কোন না কোনরূপ প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা করিয়া দান করেন, অথবা যে স্থলে দান

করিয়া নন্দিকেশ্বরের অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর তারকেশের পূজা করিয়া মহাকালেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক দণ্ডপাণি মহেশ্বরের অর্চ্চনাদি করিবে। এই পঞ্চ তীর্থিকা তীর্থগামী ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্য্য। অনন্তর বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা আবশ্যক। কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অথবা প্রতি চতুর্দ্দশীতে প্রতি তীর্থে স্নানার্চ্চনাদি বিধেয়। যাত্রাকালে মৌনভাব অবলম্বন করিবে। প্রথমে ওঙ্কারেশ্বর দর্শনানন্তর যথাক্রমে ত্রিপিষ্টপ মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ, চন্দ্রেশ, কেদারনাথ, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণীশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরকে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ ক্ষেত্র যাত্রা না করিলে বিবিধ বিঘ্ন হয়। এতদ্ভিন্ন অষ্টায়তন যাত্রা আছে। যথা ;—"অষ্টায়তনযাত্রান্যা কর্ত্তব্যা বিঘ্নশান্তয়ে। দক্ষেশঃ পার্ব্বতীশশ্চ তথা পশুপতীশ্বরঃ। গঙ্গেশো নর্ম্মদেশশ্চ গভস্তীশঃ সতীশ্বরঃ। অষ্টমস্তারকেশশ্চ প্রত্যষ্টমী বিশেষতঃ। দৃশ্যান্যেতানি লিঙ্গানি মহাপাপোপশান্তয়ে॥" (কাশীখণ্ড দ্রষ্টব্য) গয়াক্ষেত্র ; এই স্থানে গয়াসুর নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুর অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি বহু বর্ষব্যাপী তপস্যায় নিরত হইলে দেবগণ অতিশয় ভীত হইয়া ব্রহ্মাও শঙ্করের সহিত বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান বাসুদেব গয়াসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদানে উদ্যত হইলে গয়াসুর প্রার্থনা করিলেন যে, যাবতীয় দেব দ্বিজ যজ্ঞ তীর্থ মন্ত্র এবং যোগী প্রভৃতি হইতে আমি পবিত্র হইতে ইচ্ছা করি। বিষ্ণু তাঁহাকে তৎপ্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই অতি পবিত্র দৈত্যকে দর্শন করিয়া সকলেই নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিতে লাগিল। যমপুরী শূন্য হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে চিন্তিত দেবগণ পুনরায় বিধাতার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা গয়াসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেহ যজ্ঞের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। গয়াসুর তাঁহার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইয়া সেই স্থানে শয়ন করিলে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রহ্মার আদেশে ধর্ম্মরাজ স্বীয় ভবন হইতে শিলা আনয়ন করিয়া দৈত্যরাজের মস্তকে স্থাপন করিলেন। তখন গয়াসুরও শিলাত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার শরীর তখনও বিচলিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনায় গদাধর বিষ্ণু আসিয়া সেই শিলোপরি উপবিষ্ট হইলে গয়াসুর স্থির হইল। তখন দেবগণ গয়াসুরকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন যে, এই শিলোপরি যাহার উদ্দেশে পিণ্ড প্রদত্ত হইবে, সে সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যত দিন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র থাকিবে, ততদিন এই শিলোপরি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এবং সকল লোককে পবিত্র করিবেন। গয়াসুরের মস্তক স্থানের পরিমাণ যথা ; "নাগাজনার্দ্দনাদ্‌ ব্রহ্মযুপাচ্চোত্তর

করিয়া দাতা পশ্চাত্তাপে দগ্ধ হইতে থাকেন অর্থাৎ কেন আপনার ন্যায়ার্জ্জিত বস্তু অকারণ এরূপে ক্ষয় করা হইল ভাবিয়া পরিতপ্ত হইতে থাকেন, তত্তৎস্থলে সেই দান কার্য্য রাজস নামে অভিহিত হয়।

সাত্ত্বিক দানের প্রধান লক্ষণ কামনা হীনতা, রাজস দানের প্রধান নিদর্শন কামনাপূর্ণতা। অধিকন্তু সাত্ত্বিক দানে আদৌ পশ্চাত্তাপের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু রাজস দানের অনেক স্থলে দানের পর দাতার

মানসাৎ। এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে। পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তরমানসং। ফল্গুতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং দেবানামপি দুর্লভং। ক্রৌঞ্চপাদাৎ ফল্গুতীর্থং যাবৎসাক্ষাদ্গয়াশিরঃ। মুখং গয়াসুরস্যৈতত্তস্মাৎ শ্রাদ্ধমথাক্ষয়ম্। মুণ্ডপৃষ্ঠাচ্চ পূর্ব্বস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে। শ্রাদ্ধে ক্রোশদ্বয়ং মানং গয়ায়াং ব্রহ্মণেরিতং। পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ। তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্য যানি সন্তিবৈ॥" বহু স্থানে গয়ার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। "গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডান্ যেষাং নাম্না তু নির্ব্বপেৎ। নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ॥ গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ। অধিমাসে জন্মদিনে চাস্তেঽপি গুরু শুক্রয়োঃ। ন ত্যক্তব্যাং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেঽপি বৃহস্পতৌ। তথা দৈব প্রমাদেন প্রবহৎসু ব্রণেষু চ। পূতঃ কর্ম্মাধিকারী চ শ্রাদ্ধকৃদ্ব্রহ্মলোকভাক্। মীনে মেষে স্থিতে সূর্য্যে কন্যায়াং কার্ম্মুকে ঘটে। নারদ ত্রিষু লোকেষু গয়াশ্রাদ্ধং সুদুর্লভং॥" (বায়ুপুরাণ গয়ামাহাত্ম্য) প্রয়াগ; এই স্থানে স্নান দানাদি অশেষ পুণ্যজনক। এই তীর্থে মুণ্ডন অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা, "গঙ্গায়াং ভাস্করক্ষেত্রে মুণ্ডনং যো নকারয়েৎ। স কোটিকুলসংযুক্তং আকল্পং রৌরবে বসেৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব) অর্থাৎ গঙ্গা তীর্থে ও ভাস্করক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রয়াগে যে ব্যক্তি মুণ্ডন না করে. সে কল্পকাল পর্য্যন্ত রৌরব নরকে বাস করে। এই স্থলে স্ত্রীলোকগণেরও কেশ মুণ্ডন আবশ্যক। পদ্মপুরাণ কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণ উপপুরাণে প্রয়াগের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম; এই সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে জগন্নাথ বিরাজমান। দক্ষিণে উৎকল দেশে সমুদ্রতীরে এই তীর্থ বিরাজিত। "সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে। স প্রদেশঃ পৃথিব্যাং হি সর্ব্বতীর্থফলপ্রদং। একাম্রকাননাদ্ যাবদ্দক্ষিণোদধি তীরভূঃ। পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমঃ ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ সমুদ্রের উত্তরে মহানদীর দক্ষিণে এই তীর্থ অবস্থিত, ইহা সর্ব্বতীর্থফলপ্রদ। একাম্রকানন হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ড প্রতিপদে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠতম। (উৎকলখণ্ড দ্রষ্টব্য) এতদ্ভিন্ন চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ তীর্থ, সেতুবন্ধে রামেশ্বর তীর্থ, হরিদ্বার প্রভৃতি অনেক তীর্থ আছে। তন্মধ্যে কএকটী তীর্থ মোক্ষবিধায়ক। যথা; "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥" (পদ্মপুরাণ) সকল তীর্থে শ্রাদ্ধ, উপবাস, দান প্রভৃতি কার্য্য সকল অবশ্যানুষ্ঠেয়। "অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্ন সংশয়ঃ। হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে নতীর্থফলভাগিনঃ॥" (কাশীখণ্ড) অর্থাৎ শ্রাদ্ধাহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, সংশয়ী এবং হেতুনিষ্ঠ অর্থাৎ কারণবশতঃ তীর্থযাত্রী ব্যক্তি তীর্থের ফললাভে সমর্থ হয় না। তীর্থযাত্রাকালে এবং তীর্থ হইতে প্রতিগমন করিয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা;—"তীর্থযাত্রা সমারম্ভে তীর্থাৎ প্রত্যাগমেঽপি চ। তীর্থশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিঃ সমন্বিতং॥" (কূর্ম্মপুরাণ) এতদ্ভিন্ন তীর্থযাত্রাদির অন্যান্য বিধি কাশীখণ্ড, ব্রহ্মপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণসমূহে দ্রষ্টব্য।

চিত্ত পরিতপ্ত হইতে থাকে। এই ভাব দানরূপ সদনুষ্ঠানের নিতান্ত প্রতিকূল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মূলস্থিত "পরিক্লিষ্ট" শব্দের অকল্যাণ-দ্রব্যক, এইরূপ অর্থাবধারণ করিয়াছেন। যে দ্রব্য শ্রেয়স্কর নহে, যাহার ব্যবহারে বা যাহার সাহায্যে লোকের অধোগতি অবশ্যম্ভাবী, তাদৃশ পদার্থ অকল্যাণরূপে পরিগণিত। এরূপ পদার্থের দান সাত্ত্বিকরূপে গণ্য হইতে পারে না।

কোন কোন পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃৎ মূলস্থিত "প্রত্যুপকারার্থং" ও "ফলমুদ্দিশ্য" এই দুই শব্দ অবলম্বন করিয়া দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই প্রকার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যুপকার স্বরূপে পরিণামে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই দানের দৃষ্ট ফল, এবং এই দেহ নাশের পর স্বর্গভোগাদি যে পারলৌকিক ফল উপস্থিত হইতে পারে, তাহাই অদৃষ্ট ফল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব "পরিক্লিষ্টং" শব্দের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, গুরু-বাক্যানুসারে যে দান তাহাই পরিক্লিষ্ট দান। স্বকীয় হৃদয়ের উত্তে-জনায় পরদুঃখ বিমোচনার্থ আন্তরিক আগ্রহাতিশয্যে দান না করিয়া সম্মানার্হ ব্যক্তি বিশেষের বাক্যের বশবর্ত্তিতায় ইচ্ছার অভাবেও যে দান তাহাই পরিক্লিষ্ট

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি মহোদয় "পরিক্লিষ্টং" শব্দের অন্যায়া-র্জ্জিত ধন এইরূপ অর্থাবধারণ করিয়াছেন। চৌর্য্য বা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া যে ধন সংগ্রহ করা হয়, তাহা ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত নহে। তাদৃশ অসদুপায় লব্ধ বিত্ত দান করিলে সাত্ত্বিক দানরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, এইরূপ দান রাজস নামে পরিচিত॥ ২১॥

——ঃ০ঃ——

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—অদেশকালে (অপবিত্রদেশকালে) অপাত্রেভ্যঃ (মূর্খতস্করাদিভ্যঃ) চ অসৎকৃতম্ (সৎকাররহিতম্) অবজ্ঞাতং (পাত্র-পরিভবযুক্তং) যৎদানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (কথিতং) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—অপবিত্র-দেশ-কালে মূর্খ-তস্করাদিকে সৎকার-রহিত পাত্র-তিরস্কার-যুক্ত যে দান প্রদত্ত-হয় তাহা তামস দান কথিত-হয় ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।---অপবিত্র দেশে অশুচি কালে মুর্খ তস্করাদি অপাত্র-গণকে অসৎকারের সহিত অবজ্ঞাযুক্ত যে দান, তাহাই তামস দান নামে অভিহিত ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অদেশেতি। অদেশকালে অপুণ্যে দেশে ম্লেচ্ছাশুচ্যাদিসংকীর্ণে অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাহপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে অপাত্রেভ্যশ্চ মূর্খতস্করাদিভ্যো দেশাদিসম্পত্তৌ বা অসৎকৃতং প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনপূজাদিরহিতমবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তঞ্চ, তদ্দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

রামানুজ।— অদেশকালেতি। অদেশকালে অপাত্রেভ্যশ্চ যদ্দানং দীয়তে। অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিগৌরবরহিতমবজ্ঞাতং সাবজ্ঞম্ অনুপচারযুক্তং যদ্দীয়তে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

হনুমান্।—অদেশকালে পুণ্যদেশকালানপেক্ষ্যে অপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে অপাত্রং সংপ্রদানং চাসৎকৃতং প্রিয়বচনপূজারহিতং সংপ্রদানসংপ্রদেয়য়োরবজ্ঞাযুক্তং যদেবংদানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—তামসং দানমাহ অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে অকালে অশৌচাদি-সময়ে অপাত্রেভ্যো বিটনটনর্ত্তকাদিভ্যোযদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদ-প্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং পাত্রতিরস্কারযুক্তং এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

বলদেব।—অদেশেঽশুচিস্থানে অকালেঽশুচিসময়ে যদপাত্রেভ্যো নটাদিভ্যো দীয়তে। দেশাদিসম্পত্তাবপি যদসৎকৃতং চরণপ্রক্ষালনাদি সৎকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং তুংকারা-ত্তনাদরভাষণোপেতং চ যদ্দানং তত্তামসম্ ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—অদেশে স্বতোবা দুর্জ্জনসংসর্গাদ্বা পাপহেতাবশুচিস্থানে অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাপ্রসিদ্ধে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ অশৌচকালে বা অপাত্রেভ্যশ্চ বিদ্যাতপোরহিতেভ্যো

নটাদিভ্যঃ যদ্দানং দীয়তে দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসংকৃতং প্রিয়ভাষণপাদপ্রক্ষালনপূজাদি-সৎকারশূন্যম্ অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং চ, তদ্দানং তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—অসৎকৃতং প্রিয়ভাষণপাদপ্রক্ষালনাদিপূজাসৎকাররহিতম্ অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং দানং প্রদেয়ং হিরণ্যাদি।। ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—অসৎকারোঽবজ্ঞায়াঃ ফলম্॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে তামস দানের বিবরণ বিন্যস্ত হইতেছে। সংক্ষেপতঃ তামস দান সাত্ত্বিক দানের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজসদান এই বিরোধী অনুষ্ঠান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। যে দান স্থান বিচারের অনুবর্ত্তী নহে অর্থাৎ যে দেশ পুণ্যতীর্থ বা পবিত্র ক্ষেত্র রূপে পরিগণিত না হওয়ায় দানানুষ্ঠানের অনুকূল নহে, অথবা যে স্থান ম্লেচ্ছাদি * সমাকীর্ণ বা অশুচি-ব্যাপার ও অশৌচ লোক পরিপূর্ণ, তাদৃশ স্থলে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস দান। অপিচ অকালে অর্থাৎ সংক্রান্তি† প্রভৃতি পুণ্যদিনের অপেক্ষা না করিয়া অথবা নিজের অশুচি অবস্থায় যে কোন প্রতিষিদ্ধ সময়ে যে

* ম্লেচ্ছ।—কিরাত শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি সকল ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত। "গোমাংস খাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥" (প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব) অর্থাৎ যে গোমাংস-ভোজী, ধর্ম্মবিরুদ্ধ বহুবিধ বাক্য উচ্চারণ করে এবং যে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয়াচারবিহীন, সেই ম্লেচ্ছ নামে অভি-হিত। মহারাজ চক্রবর্ত্তী সগর পিতৃবৈরী শক জবনাদিগণকে বিনাশার্থ উদ্যত হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের আদেশা-নুসারে বিনাশের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। "সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ। ধর্ম্মং জঘান বৈ তেষাং বেশান্যত্বং চকারহ। অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ। জবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ। পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্ববাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ। নিঃস্বাধ্যায় বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা। শকা যবনকাম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্ববাস্তথা। কোলিসর্পাঃ সমহিষা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ। বশিষ্ঠবচনাৎ রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥" (হরিবংশ) অর্থাৎ সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞা এবং গুরুর আদেশ উভয় বিবেচনা করিয়া পিতৃশত্রুগণের ধর্ম্মনষ্ট ও বেশ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শকদেশবাসী ক্ষত্রিয়গণের অর্দ্ধ মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। জবনগণের এবং কাম্বোজগণের সমস্ত মস্তক মুণ্ডিত হইয়াছিল। পারদ গণের কেশ মুক্ত হইয়াছিল, পহ্লবগণ শ্মশ্রু ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে শক, জবন কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলিসর্প, কেরল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ সগর কর্তৃক বেদাধ্যয়ন ও বষট্কারাদি রহিত হইল। বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে, তাহা দ্রষ্টব্য। "চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে। ম্লেচ্ছদেশঃ সবিজ্ঞেয়ঃ আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরঃ॥" অর্থাৎ যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা নাই, তাহাই ম্লেচ্ছদেশ, তদিতর দেশই আর্য্যাবর্ত্ত। অসংস্কৃত বাক্যোচ্চারণ হেতুই ইহারা ম্লেচ্ছনামে অভিহিত।

† সংক্রান্তি।—যৎকালে সূর্য্য একরাশি হইতে অন্য রাশিতে সংক্রমণ অর্থাৎ গমন করেন, তাহাই সংক্রান্তি নামে অভিহিত। রাশিভেদে সংক্রান্তির নামভেদ হয়। যথা; মৃগকর্কটসংক্রান্তি দ্বে তুদগ-

দান অনুষ্ঠিত হয় তাহাও তামস দান। আর কেবল দুঃখ বা কাতরতা দর্শনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া দানের পাত্রত্ব বিচার না করিয়া চৌর, নট, তস্কর ও মূর্খাদিকে দান করা অবৈধ। এইরূপ অপাত্রে দান অবিধেয়। কিরূপ পাত্রে দান করা উচিত এবং তজ্জন্য কি প্রকার দেশ ও কাল অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, তাহার কথা সাত্ত্বিক দানের প্রসঙ্গে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। দানের পাত্রকে বিহিত বিধানে সৎকৃত করা উচিত অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক চরণ প্রক্ষালনাদি করাইয়া দান করাই ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত সুব্যবস্থা। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দাতা নিতান্ত বিরক্তি সহকারে বারংবার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহীতাকে বক্রমুখে ও অনিচ্ছায় দান করেন। এরূপ দানও তামস দান।

দান মাত্রই ধর্ম্মানুষ্ঠান বটে, কিন্তু তন্মধ্যে এই প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট কেন হইল, তাহা প্রত্যেকের লক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রত্যুত প্রত্যেক সৎকর্ম্ম মানবের আভ্যন্তরিক উন্নতির পরিচায়ক। সৎকর্ম্ম এক হইলেও কোন কোন স্থলে তাহা অনুষ্ঠাতার অভ্যুন্নতি কোথাও বা তাঁহার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘোষণা করে। এই দানরূপ পুণ্যকার্য্যও সেইরূপ করিয়া থাকে।

কেন নট, তস্কর ও মূর্খাদি দানের অপাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। যে শ্রেণীর লোকেরা নিরন্তর মনুষ্য সমাজের অকল্যাণ সাধিত করিয়া আসিতেছে, তাহাদের দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া তাহাদের অভাব দূর করিতে উদ্যত হওয়া অনাবশ্যক। কারণ সংসারে পাপ প্রবাহ নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করাই সদ্ব্যক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত। দুর্নীতিপরায়ণ ক্লিষ্ট জীবের অভাব বিমোচন করিতে যদি সদয়হৃদয় ব্যক্তি আকৃষ্টচিত্ত হন, তাহা হইলে পাপেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং দুর্নীতির সহায়তা করা হয়। সুতরাং দানকালে পাত্রাপাত্রের নির্ব্বাচন অত্যাবশ্যক ॥ ২২ ॥

দক্ষিণায়নে। বিষুবতী তুলামেষে গোলমধ্যে তথাপরাঃ ॥ ধনুর্ম্মিথুনকন্যাসু মীনে চ ষড়শীতয়ঃ। বৃষবৃশ্চিকসিংহেষু কুম্ভে বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥" (জ্যোতিষ) ইহার ভাবার্থ এই যে, মকর অর্থাৎ মাঘসংক্রান্তি উত্ত-

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩॥

অন্বয়।—ওঁ তৎসৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (কথিতঃ) তেন (নির্দ্দেশেন) ব্রাহ্মণাঃ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা (পূর্ব্বং) বিহিতাঃ (নির্ম্মিতাঃ)॥ ২৩॥

প্রতিশব্দ।—ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্মের ত্রিবিধ নাম-কথিত হইয়াছে, সেই-নাম-দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণ ও বেদ-সমূহ এবং যজ্ঞ-সমূহ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে॥ ২৩॥

ব্যাখ্যা।—"ওঁ তৎসৎ" ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম শিষ্টগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, এই নামত্রয় দ্বারাই ব্রাহ্মণ বেদ এবং যজ্ঞ সমূহ পূর্ব্বে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে॥ ২৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনাং সাদ্গুণ্যকরণায়ায়মুপদেশ উচ্যতে ওঁ তৎসদিত্তি! এষ নির্দ্দেশঃ নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতি নির্দ্দেশঃ ত্রিবিধোনাম নির্দ্দেশোব্রহ্মণঃ স্মৃতশ্চি-

---

রায়ণ এবং কর্কট অর্থাৎ শ্রাবণের সংক্রান্তি দক্ষিণায়ন নামে অভিহিত। তুলা অর্থাৎ কার্ত্তিক সংক্রান্তি জলবিষুব এবং মেষ অর্থাৎ বৈশাখ সংক্রান্তি মহাবিষুব সংক্রান্তি নামে কথিত। বৃষ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, বৃশ্চিক অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, সিংহ অর্থাৎ ভাদ্র কুম্ভ অর্থাৎ ফাল্গুন সংক্রান্তি বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি, এবং ধনু অর্থাৎ পৌষ, মিথুন অর্থাৎ আষাঢ়, কন্যা অর্থাৎ আশ্বিন, মীন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তি ষড়শীতি সংক্রান্তি নামে কথিত। এতদ্ভিন্ন নক্ষত্রানুসারে সংক্রান্তির আরও নামান্তর আছে। যথা;—"মন্দা মন্দাকিনী ধাঙ্ক্ষী ঘোরা চৈব মহোদরী। রাক্ষসী মিশ্রিতা প্রোক্তা সংক্রান্তিঃ সপ্তধা নৃপ॥ মন্দা ধ্রুবেষু বিজ্ঞেয়া মৃদৌ মন্দাকিনী তথা। ক্ষিপ্রে ধ্বাঙ্ক্ষীং বিজানীয়াৎ উগ্রে ঘোরা প্রকীর্ত্তিতা॥ চরে মহোদরী জ্ঞেয়া ক্রুরৈশ্চৈক্ষ্চ রাক্ষসী। মিশ্রিতা চৈব বিজ্ঞেয়া মিশ্রিতর্ক্ষেস্তু সংক্রমে॥" অর্থাৎ মন্দা, মন্দাকিনী, ধাঙ্ক্ষী, ঘোরা, মহোদরী, রাক্ষসী এবং মিশ্রিতা এই সপ্ত প্রকার সংক্রান্তি ধ্রুব অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এবং রোহিণী এই সকল নক্ষত্রে সংক্রমণ হইলে মন্দা, মৃদু অর্থাৎ চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা এবং রেবতী নক্ষত্রে মন্দাকিনী, ক্ষিপ্রা অর্থাৎ পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তানক্ষত্রে ধ্বাঙ্ক্ষী, উগ্র অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং মঘা নক্ষত্রে ঘোরা, চর অর্থাৎ স্বাতী, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা এবং শতভিষা নক্ষত্র সংক্রমণে মহোদরী, ক্রূর অর্থাৎ অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা এবং মূলা নক্ষত্রে রাক্ষসী এবং মিশ্রিত অর্থাৎ কৃত্তিকা ও বিশাখা নক্ষত্র সংক্রমণে মিশ্রিতা সংক্রান্তি হয়। সংক্রমণের সময় ভেদে পুণ্যকালের তারতম্য হইয়া থাকে। সংক্রান্তি মন্বন্তরা নামে অভিহিত। ইহাতে স্নানদানাদি পুণ্য কর্ম্ম সমূহ অশেষ ফলজনক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আষাঢ়ী,

স্থিতোবেদান্তেষু ব্রহ্মবিদ্ভির্ব্রাহ্মণাস্তেন নির্দ্দেশেন ত্রিবিধেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা নির্ম্মিতাঃ পুরা পূর্ব্বমিতি ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—বিহিতানাং কর্ম্মণাং প্রমাদযুক্তে বৈগুণ্যে কথং পরিহারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্ঞেতি। ওমিতি ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতেঃ ওমিতি তাবদ্ব্রহ্মণোনামনির্দ্দেশঃ। তত্ত্বমসীতিশ্রুতেঃ তদিত্যপি ব্রহ্মণোনামনির্দ্দেশঃ "সদেব সৌম্যেদ"মিতি শ্রুতেঃ সদিত্যপি তস্য নামেতি মত্বাহ ওমিতি। কথং নির্দ্দেশেন তেষাং বিধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্দ্দিশ্যতি। যজ্ঞাদীনাং বৈগুণ্যং প্রতীতিকালে যথোক্তানাম্নস্তমোচ্চারণাদ্বৈগুণ্যং সিধ্যতীতি ভাবঃ কর্ম্মসাদ্গুণ্যকারণং ত্রিবিধং নাম স্তৌতি ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—এবং বৈদিকানাং যজ্ঞতপোদানানাং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ভেদ উক্তঃ। ইদানীং তস্যৈব বৈদিকস্য যাগাদেঃ প্রণবসংযোগেন তৎসচ্ছব্দব্যপদেশ্যতয়া চ লক্ষণমুচ্যতে ওমিতি। ওঁ তৎসদিতি ত্রিবিধোঽয়ং নির্দ্দেশঃ শব্দঃ ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ব্রহ্মণোঽন্বয়ী ভবতি ব্রহ্ম চ বেদঃ বেদশব্দেন বৈদিকং কর্ম্মোচ্যতে। বৈদিকং যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ওঁ তৎসদিতি শব্দান্বিতং ভবতি। ওমিতি শব্দস্যান্বয়ো বৈদিককর্ম্মাঙ্গত্বেন প্রয়োগাদৌ প্রযুজ্যমানতয়া তৎসদিতি শব্দয়োরন্বয়ঃ পূজ্যত্বায় বাচকতয়া তেন ত্রিবিধেন শব্দেনান্বিতা ব্রাহ্মণা বেদান্বিত্রৈবর্ণিকাঃ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ময়ৈব নির্ম্মিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—নির্দ্দিশ্যতেঽনেন নির্দ্দেশঃ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ব্রহ্মবিদ্ভিরোমিতি তদিতি সদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ অভিধানং স্মৃতমিত্যর্থঃ তেন ত্রিবিধেন নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণা বেদিনশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ সৃষ্টাঃ পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে সকলং জগৎ স্রষ্ট্রা হিরণ্যগর্ভেণ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থোযজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ ওমিতি। ওঁ তৎসদিতি ত্রিবিধোব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোনির্দ্দেশোনাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ, তত্র তাবদোমিতি ত্রিবৃদ্ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ বিদুষাম্ অপরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণোনাম, পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণোনাম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি"ত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশোবিগুণমপি সগুণং কর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণোনির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা, যদ্বা যস্যায়ং ত্রিবিধোনির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—তদেব যজ্ঞতপোদানানাং ত্রৈবিধ্যকথনেন সাত্ত্বিকানাং তেষামুপাদেয়ত্বং রাজসাদীনাং হেয়ত্বঞ্চ দর্শিতম্। অথ সাত্ত্বিকাধিকারিণাং যজ্ঞাদীনি নিষ্ফলানি পূর্ব্বকাণ্যেব

কার্ত্তিকী, মাঘী এবং বৈশাখী সংক্রান্তিতে দান অনন্ত ফলদায়ক। সংক্রান্তি দিবসে স্নান অত্যাবশ্যক। সংক্রান্তি দিবসে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ।

ভবন্তীত্যুচ্যতে ওমিতি। ওমিত্যাদিকস্ত্রিবিধো ব্রহ্মণো বিষ্ণোর্নির্দ্দেশো নামধেয়ং শিষ্টৈঃ স্মৃতঃ "ওমিত্যেতদ্‌ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি" শ্রুতেঃ ওমিত্যেকং নাম। "তত্ত্বমসীতি" শ্রুতেঃ তদিতি দ্বিতীয়ং নাম "সদেব সৌম্যেতি" শ্রুতেঃ সদিতি তৃতীয়ং নাম। উপলক্ষণমিদং বিষ্ণ্বাদিনাম্নাং তেন ত্রিবিধেন নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণা দেবা যজ্ঞাশ্চ পুরা চতুর্ম্মুখেন বিহিতাঃ প্রকটিতা তস্মান্মহা-প্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশস্তৎপূর্ব্বকাণাং যজ্ঞাদীনাং নাঙ্গবৈগুণ্যং তেন ফলবৈগুণ্যঞ্চ নেতি॥ ২৩॥

মধুসূদন।—তদেবমাহারযজ্ঞতপোদানানাং ত্রৈবিধ্যকথনেন সাত্ত্বিকানি তান্যাদেয়ানি রাজসতামসানি তু পরিহর্ত্তব্যানীত্যুক্তং, তত্রাহারস্য দৃষ্টার্থত্বেন নাস্ত্যঙ্গবৈগুণ্যেন ~~ফলে~~ ফলাভাবশঙ্কা, যজ্ঞতপোদানানাং ত্বদৃষ্টার্থানামঙ্গবৈগুণ্যাদপূর্ব্বানুৎপত্তৌ ফলাভাবঃ স্যাদিতি সাত্ত্বিকানামপি তেষামানর্থক্যং প্রাপ্তং প্রমাদবহুলত্বাদনুষ্ঠাতৃণাং, অতস্তদ্বৈগুণ্যপরিহারায় ওঁ তৎসদিতি ভগবন্নামোচ্চারণরূপং সামান্যপ্রায়শ্চিত্তং পরমকারুণিকতয়োপদিশতি ভগবান্। ওঁ তৎসদিত্যেবংরূপোব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোনির্দ্দেশঃ নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতি নির্দ্দেশঃ প্রতিপাদকশব্দঃ নামেতি যাবৎ ত্রিবিধঃ ত্রিস্রোবিধা অবয়বা যস্য স ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ বেদান্তবিদ্ভিঃ, একবচনান্ত্রয়াত্মকমেকং নাম প্রণববৎ যস্মাৎপূর্ব্বৈর্ম্মহর্ষিভিরয়ং ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ স্মৃতস্তস্মাদিদানীন্তনৈরপি স্মর্ত্তব্য ইতি বিধিরত্র কল্প্যতে। বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমভক্ষ্য ইত্যাদিম্বিব বচনানিত্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াৎ যজ্ঞ-দানতপঃক্রিয়াসংযোগাচ্চাস্য তদবৈগুণ্যমেব ফলং নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ পরস্পরাকাঙ্ক্ষায়া কল্প্যতে "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাৎ ইতি শ্রুতি" রিতি স্মৃতেস্তথৈব শিষ্টাচারাচ্চ ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ স্তূয়তে কর্ম্মবৈগুণ্যপরিহারসামর্থ্যকথনায় ব্রাহ্মণাস্তাঃ কর্ত্তারঃ বেদাঃ করণানি যজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি তেন ব্রহ্মণোনির্দ্দেশেন করণভূতেন পুরা বিহিতাঃ প্রজা-পতিনা তস্মাদ্যজ্ঞাদিসৃষ্টিহেতুত্বেন তদ্বৈগুণ্যপরিহারসমর্থোমহাপ্রভাবোঽয়ং নির্দ্দেশ ইত্যর্থঃ॥২৩॥

নীলকণ্ঠ।—অদৃষ্টার্থানাং যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনাং বৈকল্যশঙ্কায়াং সাদ্‌গুণ্যসিদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তমুপদিশ্যতে ওঁ তৎসদিতি। ওমিতি তদিতি সদিতি চ ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারোঽয়ং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশোনাম্নাংপাঠঃ যথা সহস্রনামপাঠে সহস্রং নামানি এবমস্মিন্নপি নামপাঠে ত্রীণ্যেব নামানী-ত্যর্থঃ, ওমিতি ব্রহ্মেতি তৈত্তিরীয়কে তদিতি "এতস্য মহতোভূতস্য নাম ভবতীতি" ঐতরেয়কে, "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি"তি ছান্দোগ্যে চ, এতেষাং শব্দানাং ব্রহ্মনামত্বপ্রসিদ্ধেঃ, যেন নামত্রয়েণ ব্রাহ্মণাদয়োবিহিতাঃ পুরা সর্গাদৌ ব্রহ্মণাঃ এতন্নামত্রয়োচ্চারণসামর্থ্যেনৈব বিধাত্রা বিপ্রাদয়োবিহিতাঃ প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং তপোযজ্ঞাদীনাং ত্রৈবিধ্যং সামান্যতো মনুষ্যমাত্রমধিকৃত্যোক্তং তত্র যে সাত্ত্বিকেম্বপি মধ্যে ব্রহ্মবাদিনঃ তেষান্তু ব্রহ্মনির্দ্দেশপূর্ব্বিকা এব যজ্ঞাদয়ো ভবন্তীত্যাহ ওমিতি। ওঁতৎসদিত্যেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ নাম্না ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈর্দ্দর্শিতঃ। তত্র ওমিতি সর্ব্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধমেব ব্রহ্মণোনাম। জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধেঃ অতন্নিরসনেন চ প্রসিদ্ধেস্তদিতি চ। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিতি" শ্রুতেঃ সদিতি চ। যস্মাৎ ওঁ তৎসৎশব্দবাচ্যেন ব্রহ্মণৈব ব্রাহ্মণা বেদাঃ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ কৃতাঃ॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ আহার, যজ্ঞ, তপ এবং দানের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তত্তাবতের সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর সেই সকল অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য স্থাপনের উদ্দেশে তত্ত্ব-কথার অবতারণা করিতেছেন। অপিচ পূর্ব্বোল্লিখিত ভগবদ্বাক্যের আলোচনা করিলে সিদ্ধান্ত হয় যে, রাজস ও তামস অনুষ্ঠান সমূহ কোনই শুভ ফল প্রসব করে না; সুতরাং তত্তাবৎ বৃথা কার্য্য। বাস্তবিক রাজস ও তামসানুষ্ঠানের পরম ফল প্রদানে সক্ষমতা না থাকিলে ও তদ্দ্বারা কাল সহকারে শুভফলপ্রদ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইতে পারে, সুতরাং বুঝিয়া দেখিলে শেষোক্ত দুইপ্রকার অনুষ্ঠান প্রথমোক্ত অনুষ্ঠানরূপ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিবার সোপান স্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে। যাহা এক্ষণে বিগুণ, তাহা কালে সগুণের প্রাপক হইয়া থাকে। এই জ্ঞাতব্য তথ্যের নিরূপণ করাও অতঃপর শ্রীভগবানের অভিপ্রেত। তাহারই সূচনা অধুনা আরব্ধ হইতেছে।

"ওঁ তৎসৎ" একটী ভগবন্নির্দ্দেশক সনাতন বাক্য। এই বাক্যের ওঁ, তৎ এবং সৎ এই তিনটী অঙ্গ। ওঙ্কারের বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের নানা স্থানে নিবদ্ধ হইয়াছে (৮৯৯। ১৫৩৩ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তৎবাক্যেরও আলোচনা এই গ্রন্থের সূচনা ও অন্যান্য স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। সৎ শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বিতীয়াধ্যায়ে বহু তাৎপর্য্যে বিন্যস্ত আছে। সর্ব্ব সাকল্যে এই পবিত্র বাক্য ইহাই প্রতিপাদন করে যে, সেই ব্রহ্মাই সৎ অর্থাৎ নিত্য, সত্য, অচল, ধ্রুব এবং অবিনাশী। এই পরম নির্দ্দেশক বাক্য ব্রহ্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভকালে ব্রহ্ম এই তিন শব্দাত্মক পবিত্র বাক্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বাক্যের যে তিন অঙ্গ আছে, তাহার প্রত্যেকটীই ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ওঙ্কার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মের নামান্তর। তৎ শব্দ অপরোক্ষ জ্ঞানলব্ধ ব্রহ্মের পরিচায়ক এবং সৎশব্দ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।" অর্থাৎ হে সৌম্য! এই সকলের আদিতে কেবল সৎ-ই ছিলেন। এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক ত্রিবিধ শব্দাত্মক ওঁ তৎ সৎ বাক্য ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহাই বেদান্তাদি শাস্ত্র (৪৪ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) কর্ত্তৃক চিন্তিত ও অবধারিত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শী শিষ্টগণও ইহারই

অনুমোদন করিয়াছেন। পুরাকালে অর্থাৎ যে সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা লোকমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সনাতন সময়ে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক ব্রহ্মের নির্দ্দেশমূলক ওঁ তৎসৎ বাক্যাবলম্বনে বেদ এবং যজ্ঞ-বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ অক্ষয়, প্রলয়ান্তেও স্থায়ী, পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসস্বরূপ বেদ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকই যুগে যুগে ভূতলে বিহিত অর্থাৎ পরিগৃহীত ও অনুসৃত হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি সাধনপরম্পরাও পরিব্রাজ্য ব্রাহ্মণগণেরই বিধানক্রমে মনুষ্যলোকের হিতার্থ অবলম্বিত ও আচরিত হয়। এই সকল কারণে সর্ব্বত্যাগী পুণ্যপরায়ণ লোকহিতব্রত ব্রাহ্মণগণ ভূদেব-নামে পরিচিত ও সম্পূজিত হইয়া থাকেন। ওঁ তৎসৎ এই মধুর বাক্যের অভ্যন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানের বেদের এবং ধর্ম্মের সাধন-পরম্পারার বিবরণ নিহিত আছে। এই পবিত্র বাক্যের আলোচনা করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। এই ত্রিবিধ ব্রহ্ম নামের নির্দ্দেশ দ্বারা বিগুণও সগুণ হইতে পারে। যাহা আপাততঃ নিন্দনীয় সুতরাং পরিবর্জ্জনীয় তাহাও কালে পরম সমাদৃত ও নিতান্ত অবলম্বনীয়রূপে পরিণত হইতে পারে। এই জন্যই এই ত্রিবিধ বাক্যের প্রশংসা কীর্ত্তনার্থ প্রথমতঃ এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী তথা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়গণের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে আহার যজ্ঞ তপ দান এই সকল কার্য্যের সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাব কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবই অবলম্বনীয় এবং রাজস ও তামস ভাব পরিবর্জ্জনীয়, এই তত্ত্বও প্রকটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আহারের ফলাফল আপাততঃ পরিদৃশ্য-মান সুতরাং তাহার অঙ্গবৈগুণ্যজনিত কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। কিন্তু যজ্ঞ তপ দানাদি অনুষ্ঠান অদৃষ্টার্থ অর্থাৎ তাহার ফলাফল পরিদৃশ্যমান নহে। এই জন্য সেই সকল অনুষ্ঠানের অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিলে অপূর্ব্বের উৎপত্তি হয় না, অথবা ফলের অভাব হইয়া থাকে। কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের প্রমাদ-বাহুল্য হেতু অর্থাৎ আরব্ধ কার্য্যে বহুবিধ ভ্রমজনিত অঙ্গহীনতা হেতু সাত্ত্বিক ভাবাপন্নগণেরও ক্রিয়া অনর্থক হইয়া থাকে। ইত্যাকার বৈগুণ্য পরিহারের অভিপ্রায়ে অনুকম্পা-পরায়ণ শ্রীভগবান্ ওঁ তৎসৎ রূপ সহজ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। পরব্রহ্মের ওঁ তৎসৎ এই

নাম বেদান্তবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যখন পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মের এই পবিত্র নাম স্মৃত অর্থাৎ উচ্চারিত ও আলোচিত হইয়াছে, তখন ইদানীন্তন কালের ধর্ম্মনিষ্ঠগণেরও তাহাই কর্ত্তব্য। স্মৃতি বলিয়াছেন, "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সংপূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥" অর্থাৎ প্রমাদবশতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে কোন অঙ্গহানি ঘটিলে বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হয়, ইহাই শ্রুতিসম্মত। কর্ম্মবৈগুণ্য নিবারণ করিতে সুমহৎ ব্রহ্ম নামের সামর্থ্য আছে বলিয়া তাহারই স্তুতি কীর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তৃস্বরূপ বেদাদি করণস্বরূপ এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মস্বরূপ সেই ব্রহ্মের নির্দ্দেশক্রমে পুরাকালে প্রজাপতি দ্বারা তৎসমস্ত বিহিত হইয়াছে। অতএব এই ওঁ তৎসৎ স্বরূপ পবিত্র বাক্য যজ্ঞাদির সৃষ্টির হেতু স্বরূপ, এই জন্যই তত্তৎ কার্য্যের বৈগুণ্যনাশপক্ষে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে বৈদিক যজ্ঞ তপ দানাদির সাত্ত্বিকাদি ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ওঙ্কার সহকৃত তৎসৎ শব্দের বিবরণ নির্দ্দেশ করিতে করিতে বেদ-বিহিত যজ্ঞাদির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ওঁ তৎসৎ এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মের সম্বন্ধে স্মৃত অর্থাৎ যুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মই বেদ স্বরূপ। বেদ শব্দদ্বারা বৈদিক কর্ম্ম যজ্ঞাদি ওঁ তৎসৎ এই শব্দের সহিত অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত। যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ব্বে প্রথমেই ওঁ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। এই জন্যই ওঙ্কার যজ্ঞের সহিত যুক্ত; তৎসৎ শব্দ পূজ্যত্ব প্রতিপাদনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ এই তিন, উক্ত ত্রিবিধ শব্দাত্মক ওঁ তৎ সৎ বাক্যের সহিত অন্বিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের, বেদ ও যজ্ঞ এই তিনের পূর্ব্বরূপ সম্বন্ধ স্থাপন পুরাকালে আমার দ্বারাই ঘটিয়াছে। আচার্য্য মহোদয়ের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, ওঁ তৎসৎ এই ত্রিশব্দাত্মক বাক্য বেদস্বরূপ। সেই বেদ যজ্ঞাদি বিবিধকর্ম্ম সাধনো-পদেশবিধায়ক। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সেই সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্ত্তা। অতএব ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞ এই তিনের নিত্য সম্বন্ধ। মূলতঃ ওঁ তৎসৎ এই বাক্য অবলম্বনে এই সম্বন্ধ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। পূর্ব্বে আচার্য্যগণ ওঁ তৎসৎকে কর্ম্মবৈগুণ্য নিবারণের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রামানুজাচার্য্য সে ভাবের কোনই উল্লেখ করেন নাই। ওঁ তৎসৎ এই সনাতন পবিত্র বাক্য হইতেই সকল পুণ্য-ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। যজ্ঞ, তপ, দান, এই সকলের বিবরণ ব্যপদেশে শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিকাদি ভেদের কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের উপাদেয়ত্ব এবং রাজসাদি ভাবের হেয়ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, সাত্ত্বিকভাবাপন্নগণ বিষ্ণুর পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ওঁ তৎসৎ এই ত্রিবিধ শব্দাত্মক বাক্য বিষ্ণুর নির্দ্দেশ অর্থাৎ ধ্যানোপযোগী নামস্বরূপ। শিষ্টগণ অর্থাৎ শাস্ত্র-শাসনানুবর্ত্তী বিজ্ঞগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্টং নাম।" ইহার ভাবার্থ এই যে, ওঁ এই শব্দ ব্রহ্মের অতি নিকটবর্ত্তী নাম। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনন্তস্বরূপ বিষ্ণুর অনন্ত নাম থাকিতে পারে, কিন্তু সকল নামের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সম্বন্ধ না থাকিতেও পারে। কিন্তু ওঁ এই নাম সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার অববোধক। অতএব ওঁ একটী নাম। তৎ তাঁহার দ্বিতীয় নাম। শ্রৌত "তত্ত্বমসি" বাক্য (৪২। ৩৮৮ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ইহার প্রমাণ। সৎ এই শব্দ বিষ্ণুর তৃতীয় নাম। "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" এই শ্রৌত বাক্যই ইহার প্রমাণ। ওঁ তৎসৎ এই বাক্য ব্রহ্মাববোধক হইলেও বিষ্ণ্বাদি নামের উপলক্ষণ স্বরূপ। (২৩০০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ এই তিন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে। অতএব ওঁ তৎসৎ রূপ নির্দ্দেশ মহাপ্রভাবসম্পন্ন। এই ত্রিবিধ শব্দাত্মক বাক্য পূর্ব্বেই উচ্চারণ করিয়া যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অঙ্গবৈগুণ্য ঘটিবার কোনই আশঙ্কা থাকে না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ওঙ্কার শ্রীহরিরই নামান্তর। তাঁহাতে প্রবিষ্ট অর্থাৎ তদাশ্রিত, অথবা যাঁহাতে জগৎ অথবা যিনি জগতে প্রবিষ্ট, এই অর্থে অব ধাতু গ্রহণ করা যাইতে পারে।

অব ধাতুর দ্বারা সাধারণত রক্ষণ, কান্তি, গতি ও প্রবেশ এই কয় অর্থ ব্যক্ত হয়। শ্রীহরির সম্বন্ধে এই বিভিন্ন অর্থাত্মক শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। অব ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া ওঁ পদ সিদ্ধ হইতে পারে। যথা ;—"টিলোপশ্চ" এই পাণিনী সূত্র দ্বারা মন্ প্রত্যয় করিলে অব+ম, তৎপরে টিলোপে অ+ম্, অনন্তর "জ্বরত্বর" এই সূত্রদ্বারা উট্ আদেশে উ+ম্, পরে "সার্ব্বধাতুক" এই সূত্রানুসারে উকারের গুণ হইলে ও+ম্ এক্ষণে ওম্ পদ সিদ্ধ হইল। যাহা রক্ষণশীল, গতিশীল এবং প্রবেশক্ষম তাহাই ওম্। ওঙ্কারের এই অভিনব ব্যুৎপত্তি ও পদ নিষ্পাদন অতিশয় ব্যাকরণ জ্ঞানের পরিচায়ক বোধে আমরা এস্থলে ইহা উদ্ধৃত করিলাম।

এই শ্লোকের বিবিধ ভাষ্য ও টীকা আলোচনা করিয়া আমরা তিনটী উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথমতঃ ওঁ তৎসৎ এই ত্রিপদাত্মক বাক্য ব্রহ্মেরই নাম স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ এই সনাতন বাক্য হইতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞসমূহের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ; তৃতীয়তঃ ওঁ তৎসৎ এই বাক্য স্মরণ করিয়া যজ্ঞ তপ দানাদি অনুষ্ঠিত হইলে সর্ব্বপ্রকার বৈগুণ্য তিরোহিত হয়। এই তিন উপদেশ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যজ্ঞ তপ দান ব্যাপারে সাত্ত্বিকগণের অনুষ্ঠান পরম ফলপ্রদ সত্য, এবং তদ্ধেতু তাহাই অত্যুপাদেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজস বা তামস ভাবান্বিতগণেরও হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। ওঁ তৎসৎ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগেরও যজ্ঞ তপ দান সফল হইবে, এবং সাত্ত্বিক বা তামস সকলেরই অনুষ্ঠানের অঙ্গবৈগুণ্য দূর হইবে। পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে এই তত্ত্ব আরও স্পষ্টীকৃত হইবে ॥ ২৩ ॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ [হেতোঃ] ওঁ ইতি উদাহৃত্য (উচ্চার্য্য) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদজ্ঞানাং) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্তাঃ) যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ সততং (সর্ব্বদা) প্রবর্ত্তন্তে (প্রকৃষ্টতয়া বর্ত্তন্তে)॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—এই-হেতু ওঁ ইহা উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ-গণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়া-সমূহ সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত-হয়॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ ওঁ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নির্দ্দেশস্তুত্যর্থমুচ্যতে তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচোদিতাঃ সততং সর্ব্বদা ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাম্॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বং সর্গাদৌ নির্ম্মাণঞ্চ প্রজাপতিকর্ত্তৃকং। যস্মাদ্ব্রাহ্মণাদীনাং কারণং যস্মাচ্চ ব্রহ্মণো নির্দ্দেশস্তস্মাদিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। ব্রহ্মবাদিনামিত্যত্র ব্রহ্ম বেদঃ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—ত্রয়াণাং ওঁ তৎসদিতি শব্দানামন্বয়প্রকারো বর্ণ্যতে। প্রথমমোমিতি শব্দস্যান্বয়প্রকারমাহ তস্মাদোমিতি। তস্মাদ্ব্রহ্মবাদিনাং বেদবাদিনাং ত্রৈবর্ণিকানাং যজ্ঞদান-তপঃক্রিয়াঃ বিধানোক্তাঃ বেদবিধানোক্তাঃ আদাবোমিত্যুদাহৃত্য সততং সর্ব্বদা প্রবর্ত্তন্তে। বেদাশ্চোমিত্যুদাহৃত্যারভ্যন্তে। এবং বেদানাং বৈদিকানাং চ যজ্ঞাদীনাং কর্ম্মণামোমিতি শব্দান্বয়ো বর্ণিতঃ। ওমিতি শব্দান্বিত বেদধারণাত্তদন্বিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকরণাচ্চ ব্রাহ্মণশব্দনির্দ্দিষ্টানাং ত্রৈবর্ণিকানামপ্যো-মিতি শব্দান্বয়ো বর্ণিতঃ॥ ২৪ ॥

হনুমান্।—তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য প্রবর্ত্তন্ত ইত্যস্য উদাহৃত্য প্রবর্ত্তয়িতব্যাঃ, কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রোক্তা সততং ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবাদিভিরিত্যর্থঃ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্নোঙ্কারস্য তদেবাহ তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃতা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—যস্মাদেবং তস্মাদোমিতি নির্দ্দেশমুদাহৃত্যোচ্চার্য্যানুষ্ঠিতা ব্রহ্মবাদিনাং সাত্ত্বিকানাং ত্রৈবর্ণিকানাং যজ্ঞাদ্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে অঙ্গবৈকল্যেঽপি সাঙ্গতাং ভজন্তীতি ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—ইদানীমকারোকারব্যাখ্যানেন তৎসমুদায়োঙ্কারব্যাখ্যানবদোঙ্কারতচ্ছব্দসচ্ছব্দব্যাখ্যানেন তৎসমুদায়রূপং ব্রহ্মণোনির্দ্দেশঃ স্তুত্যতিশয়ায় ব্যাখ্যাতুমারভতে চতুর্ভিঃ, তত্র প্রথমমোঙ্কারং ব্যাচষ্টে যস্মাদোমিতি। ব্রহ্মেত্যাদিযু শ্রুতিষোমিতি ব্রহ্মণোনামপ্রসিদ্ধং তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য ওঙ্কারোচ্চারণানন্তরং বিধানোক্তাঃ বিধিশাস্ত্রবোধিতাঃ ব্রহ্মবাদিনাং বেদবাদিনাং যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে প্রকৃষ্টতয়া বৈগুণ্যরাহিত্যেন বর্ত্তন্তে যস্যৈকাবয়বোচ্চারণামপ্যবৈগুণ্যং কিং পুনস্তস্য সর্ব্বাস্যোচ্চারণাদিতি স্তুত্যতিশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্মাদেতন্নামত্রয়পূর্ব্বকং এতেষাং বিধানং সর্গাদৌ দৃষ্টং তস্মাৎ ত্রিষেতেষু নামসু ওমিত্যেকমেব নাম উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং বৈদিকানাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞাদয়ঃ ক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে তথাচ শ্রুতিঃ "ওমিতি ব্রহ্মা প্রস্তৌতি ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসতি ওমিত্যধ্বর্য্যুঃ প্রতিগিরং প্রতিগৃণাতি ওমিতি সামানি গায়ন্তী"তি যজ্ঞে সর্ব্বেষামৃত্বিজাং ক্রিয়া ওঙ্কারপূর্ব্বিকা ইত্যেতদ্দর্শয়তি ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাৎ ওমিতি ব্রহ্মণোনাম উদাহৃত্য উচ্চার্য্য বর্ত্তমানানাং ব্রহ্মবাদিনাং যজ্ঞাদয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে ওঁ তৎসৎ এই পবিত্র বাক্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে তাহার অঙ্গীভূত এক একটী স্বতন্ত্র বাক্যের মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিতেছেন। প্রথমে ওঙ্কার দ্বারা যেরূপ ফলাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আলোচিত হইতেছে। ওঁ এই পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদিগণ সতত শাস্ত্রবিধানোক্ত যে যজ্ঞ তপ ও দানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোনই বৈগুণ্য উপস্থিত হয় না। যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ, তাঁহারাই ব্রহ্মবাদী। এই ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা গার্হস্থধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তন করুন অথবা বাণপ্রস্থ (১৫। ১২৫০ পৃঃ টীঃ দ্রষ্টব্য)। ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অরণ্যবাসীই হউন, প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে বিধিবিহিত যজ্ঞ তপদানাদির অনুষ্ঠানে তাঁহারা সর্ব্বদা রত। অবিহিত প্রণালী ক্রমে সাধুজন অবলম্বিত পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছুক। এই সকল সদাচারসম্পন্ন পুরুষ যখন যজ্ঞ দানাদি কোন শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তখন প্রারম্ভ কালে ওঙ্কার স্বরূপ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই নামে পরব্রহ্ম পরিচিত, সুতরাং এই নামের স্মরণ মনন চিন্তন ও উচ্চারণে অশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপিচ, অবলম্বিত ব্রতে যে কোন ত্রুটী বা ভ্রমপ্রমাদাদিরূপ অঙ্গবৈগুণ্য সংঘটিত হয়, তত্তাবৎ নিবারিত হইয়া অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ও সফল হইয়া থাকে। সমস্ত বাক্যের একমাত্র অংশ যখন এরূপ ফলপ্রদ, তখন ওঁ তৎসৎ এই পূর্ণ বাক্য যে অপরিসীম ফল প্রদানক্ষম, একথা বলাই বাহুল্য।

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য ওঁ তৎসৎ এই বাক্যের অন্তর্গত পদত্রয়ের সংযোগের বিবরণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপস্থিত শ্লোকে তিনি দেখাইতেছেন যে, বেদসমূহও ওঁ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক আরব্ধ হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বেদসমূহের এবং বৈদিক কর্ম্মসমূহের সহিত ওঙ্কারের অন্বয় অর্থাৎ যোগ প্রতিপন্ন হইতেছে। ওঁ শব্দ সংযুক্ত বেদপরায়ণতা এবং বেদবিহিত কর্ম্মসাধনত্ব হেতু ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ও ওঙ্কারের সহিত অন্বিত। এতাবতা আচার্য্য মহোদয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ওঙ্কারের সহিত বেদ, বৈদিককর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ সকলই সংযুক্ত রহিয়াছে।

মূলে "ব্রহ্মবাদী" শব্দের উল্লেখ আছে। এতদ্দ্বারা কেবল সাত্ত্বিকগণই লক্ষিত হইয়াছেন। কারণ ব্রহ্মবাদিগণ সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া থাকেন। এস্থলে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, কেবল তাঁহারাই কি তপ যজ্ঞ দানাদির পূর্ব্বে ওঙ্কারের উচ্চারণ করেন এবং তজ্জনিত কর্ম্মবৈগুণ্য তিরোধান হেতু পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? আর রাজস ও তামস কর্ম্মিগণের কি ওঙ্কার রূপ পবিত্র মন্ত্র কর্ম্মারম্ভে উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই? এবং তাহাদের কি বৈগুণ্যনাশজনিত ফলপ্রাপ্তির আশা নাই? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, পবিত্র ব্রহ্মনামোচ্চারণের পবিত্র ফল সকলেরই প্রাপ্য। সেই সুপবিত্র নামোচ্চারণজনিত কর্ম্মবৈগুণ্য তিরোধান রূপ পরম ফল সকলেরই লভ্য। কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার মানসিক উন্নতির তারতম্যানুসারে ফলের যে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান মনুষ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত যে ফল লাভ করিয়া থাকেন, তমোগুণান্বিত ক্ষুদ্রচেতা মানব কখনই সে ফল লাভ করিতে পারে না। ওঙ্কার মন্ত্রোচ্চারণের ফল সর্ব্বত্র সমান হইলেও অনুষ্ঠাতার গুণধর্ম্মানুসারে ফলাফলের যে বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তাহার ব্যতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সাধক অনুষ্ঠান দ্বারা, নিরন্তর

সাধনা দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করিয়া তমো ও রজোগুণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সত্ত্বগুণাবলম্বী না হইলে পূর্ণ ফল প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। ওঙ্কাররূপ পবিত্র মন্ত্রের সার্থকতা অবিসংবাদিত হইলেও অনুষ্ঠাতার ভক্তি শ্রদ্ধা ও একান্ত তন্ময়তা সহকৃত উচ্চারণ ব্যতীত সেই ব্রহ্মনামরূপ মহা মন্ত্র সমুচিত ফল প্রদান করিতে পারে না। কেবল লৌকিক নিয়মানুসারে, কেবল গুরু পুরোহিতের* নির্দেশানুসারে, কেবল পদ্ধতির অনুবর্ত্তন ক্রমে অনিচ্ছায় অশ্রদ্ধায় বিহঙ্গের ন্যায় অর্থজ্ঞানশূন্যভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে তাহার কোন ফল লব্ধ হইতে পারে না। এই গ্রন্থের উপসংহারকালে শ্রীভগবান্ স্বয়ং এইরূপ প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন।

লোকে এই পরম মন্ত্র সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে এই পাপপ্লাবিত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত কলিকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বকালেই সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভেই উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখনকার ধর্ম্মহীন বিহিতমার্গ-পরিভ্রষ্ট ক্রিয়াকুশল উপদেষ্টাশূন্য আগ্রহবিহীন উৎসাহবিহীন দায়গ্রস্ত যজমান পুরাকালের পবিত্রচেতা ব্রহ্মপরায়ণ মহাত্মাগণের আচরিত কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছে কি? সেই মন্ত্র সমানই আছে, সেই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এখনও বিদ্যমান, মন্ত্রের দোষ হয় নাই, বিধির হীনতা ঘটে নাই, অপূর্ণতা ঘটিয়াছে

* পুরোহিত।—যিনি গৃহস্থদিগের দশকর্ম্ম সম্পাদন করেন, যিনি মন্ত্রাদি উপদেশ দিয়া এবং অনুষ্ঠান-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া কৃতীকে ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করান এবং যিনি আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা নিয়ত যজমানের শুভচিন্তায় নিবিষ্ট থাকেন, তিনিই পুরোহিত। পুরোহিতের নিম্নলিখিত লক্ষণ নীতিজ্ঞ চাণক্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা; "বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ। আশীর্ব্বাদবচোযুক্ত এষ রাজ পুরোহিতঃ।" অর্থাৎ যিনি বেদ বেদাঙ্গ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যিনি নিয়ত জপহোমপরায়ণ, এবং যিনি সদা আশীর্ব্বাদ বাক্যযুক্ত তিনিই রাজপুরোহিত হইবার উপযুক্ত। "কাণং খঞ্জমপুত্রং বানভিজ্ঞমজিতেন্দ্রিয়ং। ন হ্রস্বং ব্যাধিতং বাপি নৃপঃ কুর্য্যাৎ পুরোহিতম্।" অর্থাৎ চক্ষুহীন, বিকলাঙ্গ, অপুত্রক, শাস্ত্রানভিজ্ঞ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অতি দীর্ঘাকার এবং ব্যাধিযুক্ত ব্রাহ্মণকে রাজা পুরোহিত পদে বরণ করিবেন না। সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের পুরোহিত ছিলেন এবং মহাপ্রভাবসম্পন্ন ধৌম্য দ্বাপরে পাণ্ডবগণের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

গুরু এবং পুরোহিতের পার্থক্য যথেষ্ট। শিষ্যকে জ্ঞানসাধনের উপায় প্রদর্শন এবং তাহার জ্ঞানের উন্নতিবিধায়ক সাধন পরম্পরার উপদেশ প্রদান, তাহার ধ্যান ও জপাদির নিমিত্ত বিহিত সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান গুরুর কার্য্য। আর যজমানের অনুষ্ঠীয়মান নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন, তাহার বিবিধ সংস্কারাদি নির্ব্বাহ করা এবং ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে তাহাকে মন্ত্র উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি পুরোহিতের কার্য্য। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত দক্ষিণা গ্রহণে গুরু এবং পুরোহিত উভয়েরই অধিকার আছে।

অনুষ্ঠাতৃগণের, অভাব হইয়াছে ভক্তি শ্রদ্ধা ও আগ্রহের। এই অভাবেই দেশ ঋত্বিক্‌শূন্য, গৃহস্থ পুরোহিতশূন্য এবং কর্ম্মসমূহ পণ্ড হইতেছে। এই জন্যই ফলাফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ॥ ২৪ ॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুভিঃ) তৎ ইতি [উচ্চার্য্য] ফলম্ অনভিসন্ধায় (অনুদ্দিশ্য) বিবিধাঃ (বহুপ্রকারাঃ) যজ্ঞতপঃ-ক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠীয়ন্তে) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—মুমুক্ষুগণ-কর্ত্তৃক তৎ ইহা [উচ্চারণ-করিয়া] ফল কামনা না-করিয়া বিবিধ যজ্ঞ-তপঃ-কার্য্য ও দান-কার্য্য অনুষ্ঠিত-হয় ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ 'তৎ' এই বাক্য উচ্চারণ-পূর্ব্বক ফল কামনা পরিহার করিয়া বিবিধ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তদিতি। তদিত্যনভিসন্ধায় তদিতি ব্রহ্মাবিধানমুচ্চার্য্য অনভিসন্ধায় চ কর্ম্মণঃ ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ যজ্ঞক্রিয়াস্তপঃক্রিয়াশ্চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—ওঁ শব্দস্য বিনিয়োগমুক্ত্বা তচ্ছব্দস্য বিনিয়োগমাহ তদিত্যাদিনা ॥২৫ ॥

রামানুজ।—অথৈতেষাস্তদিতি শব্দান্বয়প্রকারমাহ তদিতি। ফলমনভিসন্ধায় বেদাধ্যয়নযজ্ঞদানতপঃক্রিয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিস্ত্রৈবর্ণিকৈর্যাঃ ক্রিয়ন্তে তাঃ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া ব্রহ্মবাচিনা তদিতি শব্দেন নির্দ্দেশ্যাঃ "স্যুঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তম"মিতি। তচ্ছব্দোহি ব্রহ্মবাচী প্রসিদ্ধঃ এবং বেদাধ্যয়নযজ্ঞাদীনাং মোক্ষসাধনভূতানাং তচ্ছব্দনির্দ্দেশ্যতয়া তদিতি শব্দান্বয় উক্তঃ। ত্রৈবর্ণিকানামপি তথাবিধ বেদাধ্যয়নাদ্যনুষ্ঠানাদেব তচ্ছব্দান্বয় উপপন্নঃ ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—ক্রিয়ন্তে কর্ম্মা ইতি (ক্রিয়াঃ) দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ তদিতি ওঁ তৎসদিত্যুপলক্ষণার্থং ওঁ তৎসদিতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদ্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াণাং

ফলং চানভিসম্বন্ধায় ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ মুমুক্ষুভিঃ ক্রিয়ন্তে কর্ত্রা ইত্যর্থঃ দান ক্রিয়া বিবিধাঃ গোহিরণ্যাদি বিষয়াঃ।দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা ইতি। (পুনঃ ক্রিয়াশ্চ বিবিধা ইতি) পুনঃ ক্রিয়াগ্রহণং যত্তৎ দানস্য মোক্ষং প্রতি প্রকৃষ্টকারকত্বপ্রদর্শনার্থম্॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে অতশ্চিত্তশোধনদ্বারা ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—তদিতি নির্দ্দেশমুদাহৃত্য ফলমনভিসন্ধায় যজ্ঞাদিক্রিয়া মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিস্তৈঃ ক্রিয়ন্তে অনুষ্ঠীয়ন্তে। নিষ্কামতয়া মুমুক্ষাসংপাদনান্মহাপ্রভাবস্তচ্ছব্দঃ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—দ্বিতীয়ং তচ্ছব্দং ব্যাচষ্টে তদিতি। তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধং তদিতি ব্রহ্মণো নামোদাহৃত্য ফলমনভিসন্ধায়ান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ বিবিধা মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ক্রিয়ন্তে তস্মাদতিপ্রশস্তমেতৎ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—ওমিতি নাম্নঃ কাম্যকর্ম্মসাধারণ্যেন যজ্ঞাদৌ বিনিয়োগমুক্ত্বা তদিতি নাম্নো নিষ্কামেষু মুমুক্ষুকর্ম্মসু বিনিয়োগং দর্শয়তি, তদিতি। মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে ইতি যোজনা, ননু ফলং চেন্নাভিসন্ধীয়তে তর্হি কিমভিসন্ধায় ক্রিয়ন্ত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদিতি। ক্রিয়ন্তে ইতি সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তদিতি ব্রহ্মেতি ক্রিয়ন্তে, যথা ব্রহ্মবাদিভি"র্ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনে"ত্যুক্তদিশা সর্ব্বাঃ সসাধনফলাঃ ক্রিয়াঃ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিতি বুদ্ধ্যা ক্রিয়ন্তে, তথা মুমুক্ষুভিরপীত্যর্থঃ যদেব হি মুক্তানাং স্বাভাবিকং শীলং তদেব মুমুক্ষূণাং শাস্ত্রেণ বিধীয়তে ইতি প্রসিদ্ধেঃ, ফলমনভিসন্ধায়েতি সান্নিধ্যাত্তদিতীত্যত্রাপি সামর্থ্যাদভিসন্ধায়েতি লভ্যতে তেন ফলমনভিসন্ধায় তদিত্যভিসন্ধায় ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্ত ইত্যন্বয়েঽপি সুলভ এব তদিতি ব্রহ্মাভিধানমুচ্চার্য্যেতি ভাষ্যেঽপি উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তক্রিয়ানুবৃত্ত্যা যোজনমস্মদুক্তাভিপ্রায়েণৈব ব্যাখ্যেয়ম্ উচ্চারণস্যাপি ব্রহ্মানুসন্ধানার্থত্বাদিতি দিক্॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—তদিতি উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ অনভিসন্ধায় ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা॥২৫॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে ওঁ তৎসৎ এই ব্রহ্ম নামের স্তুতি চলিতেছে এবং তদুপলক্ষে তৎ এই দ্বিতীয় পদের প্রসঙ্গ অবতারিত হইতেছে। তৎপদ ব্রহ্মবাচক। এই তৎপদ "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ মহাবাক্যের অন্তর্ভূত এবং ব্রহ্ম পরিচায়করূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত; যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ এবং ব্রহ্মসাধক, তাঁহারা তৎস্বরূপ ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাদৃশ মহাত্মারা কর্ম্মফলের কামনা করেন না। কর্ম্মমাত্রই করণীয় বোধে ফলাভিসন্ধি পরিহারপূর্ব্বক তাঁহারা কর্ত্তব্যসাধন করিয়া থাকেন। এইরূপ অভিসন্ধি পরিশূন্য হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞ-

গণ যজ্ঞ, তপ, দানাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। যে সকল যজ্ঞ সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ কামনা সহকারে যজমান কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ কামনাপূর্ণ-হৃদয়ে তপ ও দানাদি কার্য্যও সম্পাদিত হয়। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহারা মরণান্তে বা জন্মান্তরে কোন প্রকার শুভফলের কামনা হৃদয়ে রাখিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন না। পরকালে স্বর্গাদি ভোগ হইবে, জন্মান্তরে রাজৈশ্বর্য্য লাভ করা যাইবে, ভবিষ্যতে গ্রহীতার নিকট হইতে প্রভূত প্রতিদান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইত্যাকার কোন কামনা হৃদয়ে রাখিয়া কার্য্য সম্পাদন করিলে নিষ্কাম কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ কোন কামনার লেশ হৃদয়ে রাখিয়া এই প্রকার পবিত্র কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

এই শ্লোকদ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ তপ দান এই সকল কর্ম্মের সহিত তৎশব্দের সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং তৎশব্দ যে ব্রহ্মবাচক, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব উপসংহারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই তৎশব্দ মহাপ্রভাবসম্পন্ন।

মূলে তৎশব্দের পরে স্মরণ বা উচ্চারণসূচক কোন অসমাপিকা ক্রিয়া পদের উল্লেখ নাই। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি মহোদয়গণ পূর্ব্বশ্লোকের অনুবৃত্তি অনুসারে এস্থলে "উদাহৃত্য" পদ গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! সদ্ভাবে (অস্তিত্বে) সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ (শব্দঃ) প্রযুজ্যতে, তথা (এবং) প্রশস্তে (বিহিতে) কর্ম্মণি সৎ শব্দঃ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! সদ্ভাবে এবং সাধুভাবে সৎ এই-শব্দ প্রযুক্ত-হয়, এবং প্রশস্ত কর্ম্মে সৎ শব্দ প্রযুক্ত-হয় ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! সৎশব্দ সদ্ভাবে অর্থাৎ অস্তিত্ব বিষয়ে এবং সাধুভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপ মাঙ্গলিক বিবাহাদি কার্য্যেও সৎশব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ওঁতচ্ছব্দয়োর্ব্বিনিয়োগ উক্তোঽথেদানীং সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগঃ কথ্যতে সদ্ভাব ইতি।অসতঃ সদ্ভাবে যথা অবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি তথা সাধুভাবে অসদ্বৃত্তস্যাসাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবস্তস্মিন্ সাধুভাবে চ সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুজ্যতে তত্রোচ্যতেঽভিধীয়তে প্রশস্তে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ! যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—বৃত্তমনূদ্যানন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ ওঁ তচ্ছব্দয়োরিতি ॥ ২৬॥

রামানুজ।—অথৈতেষাং সচ্ছব্দান্বয়প্রকারং বক্তুং লোকে সচ্ছব্দব্যুৎপত্তিপ্রকারমাহ সদিতি। সদ্ভাবে বিদ্যমানতায়াং সাধুভাবে কল্যাণভাবে চ সর্ব্ববস্তুষু সদিত্যেতৎপদং প্রযুজ্যন্তে লোকবেদয়োঃ তথা যেন কেনচিৎ পুরুষেণানুষ্ঠিতে লৌকিকে প্রশস্তে কল্যাণে কর্ম্মণি সৎকর্ম্মেদমিতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্—কিঞ্চান্যৎ সদ্ভাবে অসতঃ পুত্রাদেঃ উৎপাদনকর্ত্তব্যে তথা সাধুভাবেঽসত এব সাধুত্বস্য সদ্বৃত্ততায়াং কর্ত্তব্যায়াং ওঁ তৎসদিতি ব্রহ্মণো নির্দ্দেশত্রয়ং প্রযুজ্যতে প্রযোক্তব্যমিত্যর্থঃ। প্রশস্তে কর্ম্মণি উপনয়নাদিকর্ম্মণি পুরুষার্থরূপে চ ভাবে সদিত্যেতৎ পদত্রয়ং ব্রহ্ম ধ্যানসাধনং তু প্রযোক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাং। সদ্ভাবে অস্তিত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদি কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—সদিতি নির্দ্দেশঃ প্রশস্তেষর্থান্তরেষু বর্ত্ততে তস্মাৎ প্রশস্তে কর্ম্মমাত্রে স প্রযোজ্য ইতি ভাবেনাহ সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে চ ব্রহ্মজ্ঞত্বেঽভিধায়কতয়া সচ্ছব্দঃ প্রযুজ্যতে সদেব সৌম্যেত্যাদৌ। সতাং প্রসঙ্গাদিত্যাদৌ চ। তথা প্রশস্তে উপনয়নবিবাহাদিকে চ মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি সচ্ছব্দো যুজ্যতে সঙ্গচ্ছতে ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—তৃতীয়ং সচ্ছব্দং ব্যাচষ্টে দ্বাভ্যাম্। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং সদিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নাম সদ্ভাবে অবিদ্যমানত্বশঙ্কায়াং বিদ্যমানত্বে সাধুভাবে চ অসাধুত্বশঙ্কায়াং সাধুত্বে চ প্রযুজ্যতে শিষ্টৈঃ, তস্মাদ্বৈগুণ্যপরিহারেণ যজ্ঞাদেঃ সাধুত্বং তৎফলস্য চ বিদ্যমানত্বং কর্ত্তুং ক্ষমতে তদিত্যর্থঃ, তথা সদ্ভাবসাধুভাবয়োরিব প্রশস্তে অপ্রতিবন্ধেনাশু সুখজনকে মাঙ্গলিকে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ সচ্ছব্দো হে পার্থ! যুজ্যতে প্রযুজ্যতে তস্মাদপ্রতিবন্ধেনাশু ফলজনকত্বং বৈগুণ্যপরিহারেণ যজ্ঞাদেঃ সমর্থমেতন্নামেতি প্রশস্ততরমেতদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ওঁ তচ্ছব্দয়োর্নিয়োগমুক্ত্বা সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগমাহ দ্বাভ্যাং সদ্ভাবে ইতি সদ্ভাবে অস্তিত্বে, সাধুভাবে সমীচীনত্বে চ সচ্ছব্দঃ সদিদং কর্ম্মেতি প্রশস্তে কর্ম্মণি সৎ সত্বং বেদোক্তত্বাদস্ত্যেবেতি সৎ শব্দঃ প্রযুজ্যতে আস্তিকৈঃ॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—ব্রহ্মবাচকঃ সৎশব্দঃ প্রশস্তেষ্বপি বর্ত্ততে তস্মাৎ প্রশস্তমাত্রে কর্ম্মণি প্রাকৃতেঽপি সৎশব্দঃ প্রযোক্তব্যঃ ইত্যাশয়েনাহ সদ্ভাবে ইতি দ্বাভ্যাং। সদ্ভাবে ব্রহ্মত্বে সাধুভাবে ব্রহ্মবাদিত্বে প্রযুজ্যতে সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর উপর্য্যুপরি দুই শ্লোকে সৎ শব্দের প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বে ওঁ তৎসৎ ত্রিবিধ শব্দাত্মক বাক্যের তদনন্তর ওঁকার এবং তৎ এই শব্দের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শিষ্টগণ অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানিগণ বিদ্যমানতা অর্থে সৎশব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহা সর্ব্বপ্রকার প্রমাণসিদ্ধ, যাহা অখণ্ডনীয় ও অবিসংবাদিত, তাহা সৎ। এই জন্যই পরমাত্মতত্ত্ব পরম সদ্রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সতের ভাবই সত্য। যাহা অলীক, যাহা কল্পিত, তাহাই অসৎ। যাহা তাহার বিরোধী তাহাই সত্য। এইজন্য শ্রুতি, সৎকেই ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ জগতের সকল পদার্থই অসৎ, কিন্তু পরব্রহ্মই পরম সৎ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ।" বর্ত্তমান অর্থেও সৎপদের ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন দেবদত্তের পুত্র আছে, ইত্যাদিরূপ স্থলে বর্ত্তমানত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত সৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

বিজ্ঞ মহাত্মাগণ সাধুভাব পরিব্যক্ত করিতেও সৎশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। দেবদত্তের পুত্রগণ সাধু, এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য সৎশব্দ প্রযুক্ত হয়। ব্যক্তিবিশেষ সচ্চরিত্র, ক্রিয়াবিশেষ সৎকর্ম্ম, চিন্তাবিশেষ সচ্চিন্তা, লোকবিশেষ সল্লোকনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। ইত্যাকার সকল স্থলেই সাধুতার সমর্থনার্থ সৎশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত সৎশব্দের আরও প্রয়োগস্থল আছে। বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সৎকর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে সকল সংস্কারের * সহিত মনুষ্যের

* সংস্কার।—সংস্কার দশবিধ। যথা ;—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, সমাবর্ত্তন। আর্য্যগণ এই দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া থাকেন। বিবাহ অষ্টবিধ ; "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ। গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ বাস্ত্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ।"

জীবনান্তব্যাপী সম্বন্ধ, যে সকল মাঙ্গলিক সদাচার পালন করিতে গৃহস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনগণ বাধ্য, তত্তাবতের সম্বন্ধেও সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বহুক্ষণ পরে এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ প্রিয়বন্ধুকে আত্মীয়তাসূচক নামে সম্বোধন করিয়াছেন।

সৎশব্দ দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন এবং ব্রহ্মজ্ঞও নির্দ্দিষ্ট হন। "সতাং প্রসঙ্গ" ইত্যাদিরূপ স্থলে যে সৎপদের ব্যবহার হইতেছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণকে বুঝাইতেছে, আর "সদেব সৌম্য" এস্থলে সৎশব্দে ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

(বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ১০ম অধ্যায়) অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহ। ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ। গুণান্বিত পাত্রকে যথাশক্তি অলঙ্কৃতা কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। দৈব, আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহের অধুনা প্রচলন নাই। অর্থগ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদানের নাম আসুর-বিবাহ, ইহা অতিশয় নিন্দিত। বরকন্যার পরস্পর মনোমিলন হইলে গোপনে তাহাদিগের যে বিবাহ তাহাই গান্ধর্ব্ব। যুদ্ধ করিয়া কন্যা হরণের নাম রাক্ষস। ইহা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহাই পৈশাচ। এই বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সমানগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। অপিচ, "সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ।" (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১০) অর্থাৎ পিতৃপক্ষ হইতে এবং পিতৃবন্ধু পক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষান্তরিতা এবং মাতামহ পক্ষ হইতে ও মাতৃবন্ধু পক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষান্তরিতা কন্যাকে বিবাহ করিবে। পিতার পিতৃষ্বসৃ পুত্র (পিসতুত ভাই), মাতৃষ্বসৃ পুত্র (মাসতুত ভাই) এবং মাতুলপুত্র পিতৃবন্ধু। এইরূপ মাতার পিতৃষ্বসৃ পুত্র, মাতৃষ্বসৃ পুত্র এবং মাতুলপুত্র মাতৃবন্ধু। মাতৃনাম্মা কন্যাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অপিচ কপিলবর্ণা, অধিক অঙ্গবিশিষ্টা বা অল্পাঙ্গবিশিষ্টা, রোগযুক্তা, লোমশূন্যা বা বহুলোমা, বহুভাষিণী, নক্ষত্র বৃক্ষ নদী বা নীচ পর্ব্বতনামধারিণী, পক্ষি সর্প বা ভীষণ নামিকা কন্যাকে বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, বৃক্ষের মধ্যে মালতী বা তুলসী, নক্ষত্র মধ্যে রেবতী অশ্বিনী বা রোহিণী নামধারিণী কন্যা বিবাহে প্রশস্ত। দশম বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহকাল। যথা; "অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা।" অর্থাৎ অষ্টম বর্ষে কন্যা গৌরী, নবমবর্ষে রোহিণী এবং দশমবর্ষে কন্যা নামে অভিহিতা। ইহার পর তাহাকে রজস্বলা বলা হয়। অতএব দশমবর্ষের মধ্যে কন্যাদান কর্ত্তব্য। ইহার পর বিবাহে অকালাদি দোষ বিশেষ নিষিদ্ধ নহে। বিশেষ বিবরণ উদ্বাহতত্ত্বে দ্রষ্টব্য। স্ত্রীলোকের আদ্য-ঋতু কালে গর্ভাধান সংস্কার কর্ত্তব্য। আদ্য ঋতুদিবস হইতে ষোড়শ দিবসের মধ্যে গর্ভাধান সংস্কার কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে আদ্য চতুর্থদিন পরিত্যাজ্য। ইহার পর একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন ত্যাগ করিয়া যুগ্মদিবসে বিহিত দিনে সংস্কার কর্ত্তব্য। প্রথম গর্ভকালে তৃতীয় মাসে পুংসবন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন বিধেয়। পুত্র জন্মিলেই তাহার নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে পিতা জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। পুত্র জন্মের দশম, একাদশ, দ্বাদশ বা শত দিবসে অথবা মতান্তরে সংবৎসর মধ্যে শুভদিনে পুত্রের নামকরণ বিধেয়। শিশুর প্রথম অন্নভক্ষণরূপ যে সংস্কার

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের বৈগুণ্য পরিহারপূর্ব্বক তাহাকে সাধুত্ব সম্পন্ন এবং সেই যজ্ঞাদির ফলের বিদ্যমানতার বিধান করিতে এই সৎবাক্যের নিশ্চয়ই সামর্থ্য আছে। আশু সুখপ্রদ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমূহের সম্বন্ধেও সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে,আশু মঙ্গল-বিধানে এই সৎশব্দের সামর্থ্য আছে ॥ ২৬ ॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—যজ্ঞে তপসি দানে চ [যা] স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) [সা] সৎ ইতি চ উচ্যতে (কথ্যতে) তদর্থীয়ম্ (ঈশ্বরোদ্দেশ্যম্) এব কর্ম্ম চ সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (কথ্যতে) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ —যজ্ঞে তপস্যায় এবং দানে [যে] নিষ্ঠা [তাহা] সৎ, ইহা উক্ত-হয়, ঈশ্বর-উদ্দেশক-ই কর্ম্ম সৎ ইহা-ই অভিহিত হয় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান কার্য্যে যে একান্ত নিষ্ঠা, তাহা সৎরূপে নির্দ্দিষ্ট এবং ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল যে সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সৎ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

তাহাই অন্নপ্রাশন। "ততোঽন্নপ্রাশনং ষষ্ঠেমাসি কার্য্যং যথাবিধি। অষ্টমে বাথ কর্ত্তব্যং যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে।" অর্থাৎ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শুভদিনে বালকের অন্নপ্রাশন কর্ত্তব্য। কুলপ্রথানুসারে দশমাদি মাসেও উপনয়ন নির্দ্দিষ্ট আছে। কন্যার পঞ্চম বা সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশন বিধেয়। প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে বিহিত দিবসে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য। প্রথানুসারে কোন কোন স্থলে উপনয়নকালেও চূড়াকরণ হইয়া থাকে। উপনয়ন দ্বিজাতির প্রধান সংস্কার। এই সংস্কার দ্বারা তাহার বেদপাঠে অধিকার জন্মে এবং দ্বিজ নামের অধিকারী হয়। "গর্ভাষ্টমেঽষ্টমে বাব্দে ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং। রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে যথাকুলং।" (মনু) অর্থাৎ গর্ভ হইতে অষ্টমবর্ষে কিম্বা জন্মাবধি অষ্টমবর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের একাদশবর্ষে এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন বিধেয়। ইহা মুখ্য কাল। ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি এবং বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের গৌণকাল। ইহার পর তাহারা সাবিত্রীপতিত হইয়া থাকে। শুভকালে শুভদিনে উপনয়ন-সংস্কার বিধেয়। উপনয়নান্তে সমাবর্ত্তন সংস্কার নির্দ্দিষ্ট আছে। এই দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া আর্য্য সন্তানগণ সমস্ত বৈদিকাদি কর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকেন।

শঙ্করাচার্য্য।—যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্মণি যা স্থিতিস্তপসি চ যা স্থিতির্দানে চ যা স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্ম চ এবং তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোঽর্থীয়মথবা যস্যাভিধানত্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়মীশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ সদিত্যেবাভিধীয়তে, তদেতৎ যজ্ঞদানতপ-আদিকর্ম্ম অসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেন সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকারান্তরেণ সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগমাহ যজ্ঞ ইতি। নামত্রয়োচ্চারণেন সাদ্গুণ্যং সিধ্যতীতি প্রকরণার্থমুপসংহরতি তদেতদিতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।— যজ্ঞ ইতি। অতো বৈদিকানাং ত্রৈবর্ণিকানাং যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ কল্যাণতয়া সদিত্যুচ্যতে। কর্ম্ম চ তদর্থীয়ং ত্রৈবর্ণিকার্থীয়ং [ত্রিবর্ণেভ্যো হিতং] যজ্ঞদানাদিকং সদিত্যেবাভিধীয়তে। তস্মাদ্বেদা বৈদিকানি কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণশব্দনির্দ্দিষ্টাস্ত্রৈবর্ণিকাশ্চ ওঁ তৎসদিতি শব্দান্বয়রূপলক্ষণেনাবেদেভ্যশ্চাবৈদিকেভ্যশ্চ ব্যাবৃত্তা বেদিতব্যাঃ॥ ২৭ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চান্যৎ যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ নৈরন্তর্য্যেণ প্রবৃত্তিঃ সা যজ্ঞসাধ্যা ভবতি তদা ওঁ তৎসদিতি পদত্রয়েণ ব্রহ্মোচ্যতে নৈরন্তর্য্যেন নির্দ্দেষ্টব্যমিত্যর্থঃ কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং কর্ম্ম যজ্ঞদানতপস্স্বাধ্যায়লক্ষণং তদর্থীয়ং তদর্থং (স্বার্থে যৎ প্রত্যয়) স্তদর্থোঽয়ং যদা ক্রিয়তে তদানেন পদত্রয়েণ ব্রহ্মাভিধীয়তে অভিধানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু চ যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং সএব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনরঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়ন্তে উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ং তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং, তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে বিধেয়ং স্তূয়তে বস্ত্বিতি ন্যায়াৎ। অপরে তু প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিরিত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুস্তত্তু সদ্ভাবে সাধুভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্তার্থত্বান্ন সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—যজ্ঞাদৌ যা তেষাং স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থিতিস্তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্যেদং নামত্রয়ং তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ তন্মন্দিরনির্ম্মাণতদ্বিমার্জ্জনাদি সদিত্যভিধীয়তে। অত্র ত্রিবিধোঽয়ং নির্দ্দেশঃ স্মর্ত্তব্য ইতি বিধিঃ কল্প্যতে। বষট্‌কর্ত্তুঃ প্রথমঃ ভক্ষ্য ইত্যাদাবিব বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি ন্যায়াৎ যজ্ঞদানাদিসংযোগাচ্চাস্য তদ্বৈগুণ্যমেব ফলম্। "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতাং কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতি"রিতি স্মরণাচ্চ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—যজ্ঞে তপসি দানে চ যা স্থিতিস্তৎপরতয়াবস্থিতির্নিষ্ঠা সাপি সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং তেষু যজ্ঞদানতপোরূপেষ্বর্থেষু ভবং তদনুকূলমেব চ কর্ম্ম অথবা যস্য ব্রহ্মণো নামেদং প্রস্তুতং তদেবার্থো বিষয়ো যস্য তদর্থং শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানং তদনুকূলং কর্ম্ম তদর্থীয়ং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম বা তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে তস্মাৎ সদিতি নাম কর্ম্মবৈগুণ্যাপ-

নোদনসমর্থং প্রশস্ততরং যস্তৈকৈকোঽপ্যেতাদৃশঃ কিং বক্তব্যং তৎসমুদায়স্তোম্‌তৎসদিতি নির্দ্দেশস্ত মাহাত্ম্যমিতি সম্পিণ্ডিতার্থঃ॥ ২৭॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ যজ্ঞাদৌ স্থিতির্নিষ্ঠা সদিতি সমীচীন ইতি উচ্যতে তদর্থঃ সচ্ছব্দার্থো ব্রহ্ম কৃতং তদর্থীয়ং পরমেশ্বরপ্রাপ্ত্যর্থং কৃতং কর্ম্ম সদিত্যেব সমীচীনমিত্যেবাভিধীয়তে লোকে তদেবম্ অসাত্ত্বিকং বিগুণং বা যজ্ঞাদিকং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়োচ্চারণেন সাত্ত্বিকং সদ্গুণঞ্চ সম্পাদিতং ভবতি॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ।—যজ্ঞাদৌ স্থিতিঃ যজ্ঞাদিতাৎপর্য্যেণাবস্থানমিত্যর্থঃ। তদর্থীয়ং কর্ম্ম ব্রহ্ম পরিচর্য্যোপযোগি যৎকর্ম্ম ভগবন্মন্দিরমার্জ্জনাদিকং তদপি॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—সৎশব্দের মাহাত্ম্যপূর্ণ-রূপে পরিব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয় নাই। এজন্য এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে।

যজ্ঞে তপস্যায় এবং দানে যে স্থিতি অর্থাৎ তৎসম্পাদনে আগ্রহ সহকৃত যে নিষ্ঠা তাহাও সৎনামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্থিতি অর্থাৎ অবস্থান শব্দের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। যজ্ঞে তপস্যায় ও দানে স্থিতি বা অবস্থান বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, একান্ত বাসনাসহকারে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত উল্লিখিত কর্ম্মসমুহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার যে প্রবৃত্তি বা আগ্রহ এবং অচ্যুতি বা অধৈর্য্য বিরহিত ভাবে আরব্ধ কার্য্যের সৌষ্ঠবযুক্ত সমাপ্তির জন্য যে নিষ্ঠা। এই অবস্থান পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিদ্যমানতা ভাবেরই পোষণ করিতেছে। অতএব এতৎসম্বন্ধেও বিদ্বান্‌গণ কর্ত্তৃক সৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আর সূক্ষ্মদর্শিগণ উল্লিখিতরূপ যজ্ঞ তপস্যা ও দান সংসিদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মসমুহকেও সৎশব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কথিত অনুষ্ঠানত্রয় সুসম্পন্ন করিতে নানা প্রকার কর্ম্মের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই সকল কর্ম্মও সৎনামে অভিহিত হয়। এই স্থলে কোন কোন পূজ্যপাদ ব্যাখ্যাতা আরও দুই প্রকার অর্থের অবতারণা করিয়াছেন। মূলে "তদর্থীয়ং কর্ম্মচ" এই বাক্যের ব্যবহার আছে। তৎ-শব্দ ব্রহ্মাববোধক, একথা পূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মের নিমিত্ত অর্থাৎ সেই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুকূল ও সহায় স্বরূপ যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তত্তাবৎ সৎনামে অভিহিত হয়। অথবা ভগবানে অর্পণ করিবার বুদ্ধিসহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাও সৎ। এই স্থলে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী, দেবতার উদ্দেশে পূজা, উপহার, তন্মন্দি-

রাদির পরিমার্জ্জন, উপলেপন, বিগ্রহের বেশবিন্যাস ও মাঙ্গলিক ক্রিয়া-সমূহের অনুষ্ঠানকে কর্ম্ম সুতরাং সৎশব্দের বাচ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এইরূপ পূজার্চ্চনাদি ভগবৎ সেবা সুসম্পাদনের নিমিত্ত যে উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রাদির দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ধনার্জ্জন রূপ যে কর্ম্ম, তাহাও সৎকর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর কর্ম্ম সমূহ ভগবৎসেবনের সহিত প্রত্যক্ষত সম্পর্কশূন্য অতি· ব্যবহিত হইলেও বস্তুত যদি তত্তাবৎ কেবল ভগবৎ সাধনার উদ্দেশেই প্রধানত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে সকল কর্ম্মও সৎনামে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

ব্যাখ্যার উপসংহারকালে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, সৎ এই শব্দ কর্ম্মবৈগুণ্য নাশকল্পে প্রশস্ততর অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের অঙ্গহীনতা নিবারণ পক্ষে সৎ এই শব্দ অতিশয় শক্তিশালী। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন ওঁ তৎসৎ এই বাক্যের এক এক অংশ উল্লিখিত রূপ ফলপ্রদানে সমর্থ, তখন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সেই ওঁ তৎসৎ রূপ পূর্ণ বাক্য যে অপরিসীম ফল প্রদানে সক্ষম একথা বলাই বাহুল্য।

ব্রহ্মস্মরণপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কারণ ব্রহ্মস্মরণ-নিবন্ধন সেই কর্ম্মের ফলবৈগুণ্য নিবারিত হয়। আর্য্য-সমাজে কেবল ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম ব্যতীত সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ দেবতার নাম স্মরণ* করিবার ব্যবস্থা আছে। লোকে এইরূপ অকারণ দেবতার নামগ্রহণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ মনে করা নাস্তিকতার প্রকার ভেদ মাত্র। সনাতন-ধর্ম্মে ও সনাতন আচার ব্যবহারে শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্য এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিলে পাপভাগী হইবেন। পথপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষমূলস্থিত সিন্দূর-লেপিত শিলাখণ্ড হইতে, পবিত্রতাপূর্ণ তীর্থ ক্ষেত্রস্থিত অপূর্ব্ব মন্দিরমধ্যে

* ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং। যুদ্ধে চক্রধরঞ্চৈব প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমং। নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনং। কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনং। জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং। গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

সুদক্ষ শিল্পিগঠিত মঞ্চাসীন মনোহর ভগবদ্বিগ্রহ, সকলই সেই পরম পুরুষের বিকাশ এবং তাঁহারই বিভূতি বা পরিচয়স্বরূপ। সুতরাং তত্তাবতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে সেই পরম পুরুষের প্রতি আসক্তির পরিচয় দেওয়া হয়। অতএব সাংসারিক সকল ব্যাপারে সর্ব্বশক্তির মূলস্বরূপ পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ কখনই দোষাবহ হইতে পারে না।

ওঁ তৎসৎ এই পবিত্র ভগবন্নাম অশেষ শক্তিসম্পন্ন। পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানের সূচনায় এই নামের স্মরণ ও উচ্চারণ করিলে কর্ম্মবৈগুণ্য নষ্ট হইয়া যায় অথবা বৈগুণ্য থাকিলেও অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম যথোপযুক্ত ফলপ্রদান করে। এই পবিত্র বাক্য স্মরণ করিলে যখন পুণ্যকর্ম্ম দোষশূন্য হয়, তখন সাংসারিক ব্যাপারে এই নামের নিত্যস্মরণ ও উচ্চারণ যে পরমোন্নতি-বিধানে সমর্থ তাহাতে আর সন্দেহ কি। ইহার গৌণ-ফল যাহাই হউক, মুখ্যফল সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই অবসর নাই। নিয়ত ব্রহ্মাববোধক এই শব্দের স্মরণ ও উচ্চারণ করিতে করিতে স্বতঃ ব্রহ্ম-নিষ্ঠা হৃদয়ে উপজাত হয়। সুকঠিন শিলাখণ্ডের উপর সতত সুকোমল সলিল-সম্পাতে পাষাণে অঙ্কপাত হয়। অতএব সকল ব্যাপারেই সতত ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ ও ব্রহ্মনামের স্মরণ পরম ফলপ্রদ। মুখ্য উদ্দেশ্য পরিদৃশ্যমান, তৎসিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই অবিসংবাদিত ফল প্রাপ্ত হওয়ার পর ইহার গৌণ-ফল সম্বন্ধে মনুষ্যকে আর কোন কথাই বুঝাইতে হইবে না। কারণ তখন তিনি স্বয়ং বিশ্বাসরূপ পরম ধন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন এবং গৌণ-ফল যে অবশ্যম্ভাবী, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। অতএব ওঁ তৎসৎ রূপ ব্রহ্মনাম সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে উচ্চারণ করা সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৭ ॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ! ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়।—হে পার্থ! (পৃথাতনয়!) অশ্রদ্ধয়া (অসাত্ত্বিক্যবুদ্ধ্যা) যৎ হুতং (হবনং) দত্তং তপঃ তপ্তং (নিবর্ত্তিতং) [অন্যৎ] চ কৃতম্ [তৎ] অসৎ ইতি উচ্যতে (কথ্যতে) তৎ প্রেত্য (লোকান্তরে) ন, ইহ (অস্মিন্ লোকে) চ নো (ন ফলতি) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! অশ্রদ্ধাদ্বারা যাহা হুত দত্ত তপস্যা অনুষ্ঠিত [অন্য] ও কৃত-হয়, [তাহা] অসৎ ইহা উক্ত-হয় তাহা লোকান্তরে নয়, ইহ-লোকেও ফল-জনক নয় ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহকারে যাহা হুত হয়, যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, এবং অন্য যে সমস্ত কর্ম্ম কৃত হয়, তাহাই অসৎরূপে নির্দ্দিষ্ট, এতাদৃশ কর্ম্ম ইহলোকে বা পরলোকে ফলদায়ক নহে ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অত্র চ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সর্ব্বং সম্পাদ্যতে যস্মাৎ অশ্রদ্ধয়েতি। তস্মাৎ অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং কৃতং দত্তঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যোঽশ্রদ্ধয়া তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া তথা অশ্রদ্ধয়ৈব কৃতং যৎ স্তুতিনমস্কারাদি তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে মৎপ্রাপ্তিসাধনমার্গবাহ্যত্বাৎ পার্থ! ন চ তদ্বহুলায়াসমপি প্রেত্য ফলায় নাপীহার্থং সাধুভির্নিন্দিতত্বাদিতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ ভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর ভগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—অশ্রদ্ধান্বিতস্যাপি কর্ম্মণো নামত্রয়োচ্চারণাদবৈগুণ্যে শ্রদ্ধাপ্রাধান্যং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্র চেতি। সপ্তমীভ্যাং প্রকৃতং যজ্ঞাদি গৃহ্যতে সর্ব্বং যজ্ঞাদি সগুণমিতিশেষঃ। তস্যাসত্ত্বং সাধয়তি মৎপ্রাপ্তীতি। ঐহিকামুষ্মিকস্য ফলমশ্রদ্ধিতেনাপি কর্ম্মণা সংপৎস্যতে কুতোঽস্যাসত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। তস্যোভয়বিধফলাহেতুত্বে হেতুমাহ সাধুভিরিতি। নিন্দন্তি হি সাধবঃ শ্রদ্ধারহিতং কর্ম্ম অতো নৈতদুভয়ফলোপধায়িকমিত্যর্থঃ, তদনেন শাস্ত্রানভিজ্ঞানামপি শ্রদ্ধাবতাং শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিকত্বাদিত্রৈবিধ্যভাজাং রাজসতামসাহারাদিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সত্ত্বৈকশরণানাং প্রাপ্তমপি যজ্ঞাদিবৈগুণ্যং ব্রহ্মনামনির্দ্দেশেন পরিহরতাং পরিশুদ্ধবুদ্ধীনাং শ্রবণাদিসামগ্রীসঞ্জাততত্ত্বসাক্ষাৎকারবতাং মোক্ষোপপত্তিরিতি স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দ পূজ্যপাদশিষ্য ভগবদানন্দগিরিবিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্য বিবেচনে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া কৃতং শাস্ত্রীয়মপি হোমাদিকম্ম্ অসদিত্যুচ্যতে। কুতঃ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ন মোক্ষায় ন সাংসারিকায় চ ফলায়েতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—অশ্রদ্ধয়া নাস্তিক্যবুদ্ধ্যাহুতং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যং স্বাধ্যায়াদি তদসদিত্যুচ্যতে তদারাধনমপি সন্ন সদসত্তদারাধনং তৎ ন ভবতীত্যুচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ কিং তদিত্যত্রাহ নচ তৎপ্রেত্য ন খলু পরলোকেঽপি তস্যোপকারকং নো ইহ তস্মাদদৃষ্টং দানং তপঃ স্বাধ্যায়াদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা প্রকৃতপদত্রয়নিদেশেন পদত্রয়েণ ব্রহ্মস্বরূপং ধ্যাত্বা শ্রদ্ধয়া তদারাধনত্বেন কর্ত্তব্যং মোক্ষার্থিভিরিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং যচ্চান্যদপি কৃতং তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে, যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিগুণত্বাৎ নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অযশস্কর-ত্বাৎ। রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—অথ সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রবর্ত্তিতব্যম্। তয়া বিনা কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিতি নিন্দতি অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হোমঃ, দত্তং দানং, তপ্তমনুষ্ঠিতম্। যচ্চান্যদপি স্তুতিপ্রণত্যাদিকর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বমসদ্বিন্দ্যমিত্যুচ্যতে। কুত ইত্যত্রাহ ন চেতি। হেতৌ চশব্দঃ যতোঽশ্রদ্ধয়া কৃতং তৎ প্রেত্য পরলোকে ন ফলতি বিগুণত্বস্মাদপূর্ব্বানুৎপত্তেঃ নাপীহ লোকে কীর্ত্তিঃ সদ্ভির্নিন্দিতত্বাৎ। শ্রদ্ধাং স্বভাবজং হিত্বা শাস্ত্রজাং তাং সমাশ্রিতঃ। নিঃশ্রেয়সাধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশী স্থিতিঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—যস্ত্বালস্যাদিনা শাস্ত্রীয়ং বিধিমুৎসৃজ্য শ্রদ্দধানতয়ৈব বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ যজ্ঞতপোদানাদি কুর্ব্বতাং প্রমাদাদ্বৈগুণ্যে প্রাপ্তে ওঁ তৎসদিতি ব্রহ্মনির্দ্দেশেন তৎপরিহারস্তদ্বৎ-শ্রদ্দধানতয়া শাস্ত্রীয়ং বিধিমুৎসৃজ্য কামকারেণ যৎকিঞ্চিদ্যজ্ঞাদি কুর্ব্বতামসুরাণামপি তেনৈব বৈগুণ্যপরিহারঃ স্যাদিতি কৃতং শ্রদ্ধয়া সাত্ত্বিকত্বহেতুভূতয়েত্যত আহ অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া যদ্ধুতং হবনং কৃতমগ্নৌ দত্তং যৎ ব্রাহ্মণেভ্যঃ যত্তপস্তপ্তং যচ্চান্যৎকর্ম্মকৃতং স্তুতিনমস্কারাদি তৎসর্ব্বমশ্রদ্ধয়া কৃতম্ অসৎ অসাধ্বিত্যুচ্যতে। অতঃ ওঁতৎসদিতিনির্দ্দেশেন ন তস্য সাধুভাবঃ শক্যতে কর্ত্তুং সর্ব্বথা তদযোগ্যত্বাচ্ছিলায়া ইবাঙ্কুরঃ। তৎকস্মাদসদিত্যুচ্যতে শৃণু হে পার্থ! চোহেতৌ যস্মাত্তদ-শ্রদ্ধাকৃতং ন প্রেত্য পরলোকে ফলতি বিগুণত্বেনাপূর্ব্বাজনকত্বাৎ, নো ইহ নাপীহ লোকে যশঃ সাধুভির্নিন্দিতত্বাৎ অত ঐহিকামুষ্মিকফলবিকলত্বাদশ্রদ্ধাকৃতস্য সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়ৈব সাত্ত্বিকং যজ্ঞাদি কুর্য্যাদন্তঃকরণশুদ্ধয়ে তাদৃশস্যৈব শ্রদ্ধাপূর্ব্বকস্য সাত্ত্বিকস্য যজ্ঞাদের্দৈবাদ্বৈগুণ্যাশঙ্কায়াং ব্রহ্মণো নামনির্দ্দেশেন সাদ্গুণ্যং সম্পাদনীয়মিতি পরমার্থঃ। শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমসাত্ত্বিকমপি যজ্ঞাদি বিগুণম্ ব্রহ্মণোনামনির্দ্দেশেন সাত্ত্বিকং সগুণং সম্পাদিতং ভবতীতি ভাষ্যম্। তদেবমস্মিন্নধ্যায়ে আলস্যা-দিনাঽনাদৃতশাস্ত্রাণাং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং বৃদ্ধব্যবহারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানানাং শাস্ত্রানাদরেণাসুরসাধর্ম্ম্যেণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বকা-নুষ্ঠানেন চ দেবসাধর্ম্ম্যেণ কিমসুরা অমী দেবা বেত্যর্জ্জুনসংশয়বিষয়াণাং রাজসতামসশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং রাজসতামসযজ্ঞাদিকারিণোঽসুরাঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনানধিকারিণঃ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাপূর্ব্বকং সাত্ত্বিক-যজ্ঞাদিকারিণস্তু দেবাঃ শাস্ত্রীয়জ্ঞানসাধনাধিকারিণ ইতি শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যপ্রদর্শনমুখেনাহারাদিত্রৈবিধ্য-প্রদর্শনেন চ ভগবতা নির্ণয়ঃ কৃত ইতি সিদ্ধম্॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা গূঢ়ার্থদীপিকায়াং শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ-যোগোনাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বত্র শ্রদ্ধৈব সাদ্গুণ্যহেতুরিতি ব্যতিরেকমুখেনাহ অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হোমঃ দত্তং দানং তপঃ তপ্তম্ অনুষ্ঠিতং কৃতম্ অশ্রদ্ধয়া বিহিতং ভগবন্নামস্মরণমপি যচ্চান্যৎ তৎসর্ব্বমসৎ অভাবভূতমিত্যুচ্যতে পার্থ অতএব তৎপ্রেত্য মৃত্বা পরলোকে নোপযুজ্যতে ইহ অস্মিল্লোঁকে বা নৈব উপযুজ্যতে তস্মাচ্ছ্রদ্ধৈব সাত্ত্বিকী মাতেব সুখকামৈঃ শরণীয়েতি ভাবঃ॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশো

নাম সপ্তদশোঽধ্যায়।

বিশ্বনাথ।—সৎকর্ম্ম শ্রুতং তথা অসৎকর্ম্ম কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ অশ্রদ্ধয়া ইতি। হুতং হবনং, দত্তং দানং, তপস্তপ্তম্। কৃতং যদন্যচ্চাপি কর্ম্ম কৃতং তৎ সর্ব্বমসদিতি হুতমপ্যহুতমেব দত্তমপ্যদত্তমেব তপোঽপ্যতপ্তমেব কৃতমপ্যকৃতমেব যতস্তৎ ন প্রেত্য পরলোকে ফলতি নাপীহ লোকে ফলতি। উক্তেষু ত্রিবিধেষ্বিব সাত্ত্বিকং শ্রদ্ধয়াকৃতম্। যৎ স্যাত্তদেবমোক্ষার্হমিত্যধ্যায়ার্থঃ ঈরিতঃ॥ ২৮॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। গীতাস্বয়ং সপ্তদশঃসঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে ওঁ তৎসৎ এই বাক্যমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আলস্য অনবধানতা প্রভৃতি কারণে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে যদি কোন বৈগুণ্য সংঘটিত হয়, ভগবন্নাম মাহাত্ম্যে সেই বৈগুণ্য অপনোদিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, অশ্রদ্ধা সহকারে হৃদয়ের যথার্থ আসক্তি বিরহিত-ভাবে কেবল মাত্র সনাতন ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে। শ্রদ্ধা সহকৃত যে যজ্ঞতপদানাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে যদি দৈবাৎ কোন বৈগুণ্য উপস্থিত হয়, ওঁ তৎসৎ এই নাম-মাহাত্ম্যে সেই বৈগুণ্য তিরোহিত হইয়া থাকে এবং কর্ম্মজনিত ফলপ্রাপ্তির কোনই অসম্ভাবনা থাকে না। যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, শাস্ত্রীয় বিধি অবহেলা করিয়া কেবল কামনা পরতন্ত্র হইয়া অশ্রদ্ধা সহকারে অসুরগণ অসাত্ত্বিকভাবে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাতেও কি বৈগুণ্য ঘটিলে ওঁ তৎসৎ

নাম প্রভাবে কর্ম্মোচিত ফল লব্ধ হইবে? এইরূপ আশঙ্কা পরিহার করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের উপসংহারকালে শ্রদ্ধাসহকৃত কর্ম্মের স্তুতি কীর্ত্তন করিতেছেন।

অশ্রদ্ধা সহকারে আন্তরিক আগ্রহ, আসক্তি ও পবিত্র ভাব বিরহিত হইয়া যে হোমকার্য্য সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যজ্ঞীয় পবিত্র অগ্নিতে যে হব্যাদি হবনরূপে প্রদত্ত হয়, আর ব্রাহ্মণাদি যথোচিত পাত্রকে দেশ কালাদি বিধি লঙ্ঘন না করিয়া যে দান করা যায়, তাহার মূলে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, আর তপ যদি যথার্থ বিধি সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, অথচ যদি সেই অনুষ্ঠানের সহিত আন্তরিক শ্রদ্ধার সংযোগ না থাকে, আর অন্য যে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায় অর্থাৎ গুরু-ব্রাহ্মণাদির সৎকার, দেবপূজার্চ্চনাদির সুব্যবস্থা, দেবালয়-প্রাঙ্গণাদির পরিমার্জ্জন, ভগবন্নামকীর্ত্তনাদি, অতিথি-সেবা, আশ্রিত-বাৎসল্য প্রভৃতি যে কোন সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, তত্তাবতের সহিত যদি হৃদয়ের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা মিশ্রিত না থাকে, তাহা হইলে সেই হোম, দান, তপস্যা এবং অন্যান্য কর্ম্ম অসৎ বলিয়া পরিগণিত হয়। শিষ্টগণ তত্ত্বদর্শী মহানুভবগণ অশ্রদ্ধা সহকৃত উল্লিখিত কার্য্যসমূহ অসৎ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব এতাদৃশ শ্রদ্ধাবিরহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকালে ওঁতৎসৎ বাক্য স্মরণ বা উচ্চারণ করিলে সেই কর্ম্মের সাধুত্ব সংঘটন সম্ভবপর নহে। কারণ তাদৃশ কর্ম্ম সাধুত্ব প্রাপ্তির সর্ব্বথা অনুপযোগী। যেমন শিলার উপর নিপতিত বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদনের সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ শ্রদ্ধাবিরহিত অসৎ কর্ম্মের সাধুরূপে পরিগণিত হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এই সকল কার্য্য কেন অসৎরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, হে পার্থ! তাহা শ্রবণ কর। উল্লিখিতরূপ শ্রদ্ধাবিরহিত কর্ম্ম পারলৌকিক কোন শুভফল প্রদান করিতে পারে না। কারণ বৈগুণ্য-হেতু অপূর্ব্ব উৎপাদনের শক্তি সে কর্ম্মের থাকিতে পারে না। অপিচ ইহলোকেও তদ্দ্বারা কোন শ্রেয়ঃ লব্ধ হয় না। কারণ সাধুগণ কর্ত্তৃক তাদৃশ অনুষ্ঠান নিন্দিত। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, যখন অশ্রদ্ধা-সহকৃত কর্ম্মের অত্র বা অমুত্র কোনই শুভফল প্রদান করিবার সামর্থ্য নাই, তখন চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই আবশ্যক। তাদৃশ শ্রদ্ধাসহকৃত সাত্ত্বিকভাবে অনুষ্ঠিত

কর্ম্মের বৈগুণ্য সম্ভাবনা অতি বিরল। যদি বা তাহাতে দৈবাৎ কোনরূপ বৈগুণ্য উপস্থিত হয়, ওঁতৎসৎ এই প্রভাবশালী ভগবন্নামোচ্চারণে সেই বৈগুণ্য তিরোহিত হইয়া থাকে, ইহাই এই শ্লোকের মুখ্যার্থ।

অতঃপর প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত অসাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের প্রারম্ভকালে যদি ওঁ তৎসৎ রূপ ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে সেই মাহাত্ম্যপূর্ণ নামের শক্তিতে কোন প্রকার উপকার অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধি ঘটিতে পারে না কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত সাত্ত্বিকভাব-বিরহিত-কর্ম্মেরও প্রাক্কালে ওঁ তৎসৎ নামোচ্চারণ করিলে ক্রমশঃ কর্ম্মকর্ত্তার হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এবং কালক্রমে তিনি যথার্থ সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হইতে পারেন।

এই অধ্যায়ে ত্রিবিধ ব্যবহার ও তাহার ত্রিবিধ ফলাফলের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ আহারের বিষয় শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। আহারের সহিত জ্ঞানোন্নতির, অন্তরোন্নতির ও নৈতিকোন্নতির অতি নিকট সম্বন্ধ। এ বিষয়ের অধিক বাদানুবাদ অনাবশ্যক। কারণ স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে যে, যাহারা অজ্ঞানান্ধ দুরাচার ও সংসারের নিষ্করুণ শত্রুবিশেষ তাহারা অতিশয় নিন্দিত খাদ্যপ্রিয়। তাহারা বৃথা মাংসভোজী, অতি অপকৃষ্ট জীবমাংসলোলুপ, গলিত ও পূতি-পদার্থাশী, সুরা গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকানুরক্ত, বহ্বাহারী, এবং সর্ব্বথা নিন্দিত আচরণের অনুরাগী। আহারের অনুরূপ হীন কুকার্য্যেই তাহারা রত। আবার যাহারা সময়ে সময়ে নিকৃষ্ট ভোজ্যে আসক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সতত তাদৃশ জঘন্য খাদ্য-গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় না, সেই মাধ্যমিক অবস্থাপন্ন লোকেরা সদসৎ উভয় কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। আর যাঁহারা কেবল মাত্র পবিত্র পদার্থ পরিমিতরূপে আহার করেন, সতত সংযম ও ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করেন, নিত্য যথাকালে শান্তচিত্তে অহিংসার্জ্জিত দ্রব্যাদি উদরস্থ করেন, মাদকাদি নিন্দিত সামগ্রী স্পর্শও করেন না, তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের অকল্যাণকর কোন কর্ম্ম কদাপি অনুষ্ঠিত হয় না। তাঁহারা শান্তমূর্ত্তিতে মনুষ্য-লোকে বিচরণ করেন, এবং বাক্যে ও কার্য্যে নিরন্তর মানবের হিত-

চেষ্টাই করিয়া থাকেন। আহারের এবংবিধ পার্থক্যে যেরূপ ফলবৈষম্য স্পষ্টতঃ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যজ্ঞাদি নিঃশ্রেয়সপ্রাপক ক্রিয়া-কলাপেরও ত্রিবিধ ভাব এবং তত্তাবতেরও ত্রিবিধ ফলবৈষম্য হইয়া থাকে। যজ্ঞ, তপ, দান এই তিনই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সেই ত্রিবিধের মধ্যে সাত্ত্বিকানুষ্ঠানই যথার্থ ফলপ্রদানে সক্ষম, তদ্ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রকৃত ফলপ্রদানে অসমর্থ। মনুষ্যের সকল কর্ম্মই সাত্ত্বিক ভাবে আচরিত হওয়া আবশ্যক, এবং সাত্ত্বিক ভাবকেই লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। যদিও ভগবন্নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম যথাকালে সর্ব্ব-বৈগুণ্য অপনোদন করিয়া প্রভূত ফল-প্রদানে সক্ষম, তথাপি সেই কর্ম্মের মূলে যদি সাত্ত্বিক ভাব না থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা শাস্ত্রবিহিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ওঁ তৎসৎ বাক্যও সেই শ্রদ্ধারহিত অসাত্ত্বিক অনুষ্ঠানের বৈগুণ্য নাশ করিয়া পরম ফল প্রদান করিতে পারে না। এই শ্রদ্ধামূলক কর্ম্মতত্ত্ব এই অধ্যায়ে আমূল আলোচিত হইয়াছে, এই জন্যই ইহা "শ্রদ্ধাত্রয়যোগবিভাগ" নামে অভি-হিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে জ্ঞানার্থীরূপে অর্জ্জুন জ্ঞানার্ণব সদৃশ বাসুদেবকে সুমধুর ও পরম প্রিয় কৃষ্ণনামে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এ সংসারে যাহারা আলস্যাদিপরতন্ত্র হইয়া শাস্ত্রার্থ পরি-জ্ঞানে অসমর্থ, অথচ যথানির্দ্দিষ্ট পরম্পরাগত কর্ম্মপরায়ণ তাহাদিগের সেই নিষ্ঠা কিরূপে পরিগণিত হইবে? তাহারা একদিকে শাস্ত্র পরিবর্জ্জন-হেতু আসুরভাবসম্পন্ন, এবং অন্যদিকে শ্রদ্ধাসহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু দেবভাববিশিষ্ট। অতএব এরূপ উভয় ভাববিশিষ্ট মনুষ্যগণকে দেব বা অসুর কোন্ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? এ বিষয়ে অর্জ্জুনের ন্যায় লব্ধজ্ঞান মহাপুরুষের কোন প্রকার সন্দেহ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি লোকহিতার্থ তিনি অজ্ঞের ন্যায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পরম-পুরুষের মুখারবিন্দবিগলিত উপদেশ-সুধা জনসমাজে প্রচাররূপ করিয়া রাখিয়াছেন। গীতা-মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে যে, "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥" (এই গ্রন্থের উপসংহারখণ্ড গীতামাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য) এই স্থলে পার্থকে

বৎসরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, বৎস যেমন মাতৃস্তনে আঘাত করিয়া দুগ্ধ-আনয়ন করে, যেরূপে স্বয়ং পান করিয়া অপরের দুগ্ধ লাভের উপায় করিয়া দেয়, বসুন্ধরার কল্যাণব্রত অর্জ্জুন সেইরূপে গীতামৃত প্রবহমান করিবার নিমিত্ত বারংবার আবশ্যকস্থলে প্রশ্নরূপ আঘাত প্রদান করিয়াছেন। অভিন্নহৃদয় বান্ধবের এই মঙ্গলময় প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, মনুষ্যেরা ত্রিবিধ শ্রদ্ধার অনুবর্ত্তী। কেহ বা সাত্ত্বিক, কেহ বা রাজসিক কেহ বা তামসিক শ্রদ্ধার অনুসরণ করিয়া ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে। এক্ষণে অধ্যায়োপসংহারকালে পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ শ্রদ্ধার ফলবৈষম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা সহকারে রাজস ও তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানসাধনে অনধিকারী এবং অসুর নামে অভিহিত; আর যাঁহারা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সহকারে সাত্ত্বিকী যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানসাধনে অধিকারী এবং দেব নামে অভিহিত।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, কর্ম্ম যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহার মূলে শ্রদ্ধা নিহিত থাকা একান্ত আবশ্যক। যথার্থ শ্রদ্ধাসহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক; সাত্ত্বিক কর্ম্মকারিগণের যদি অনবধানতা হেতু কার্য্যে কোন বৈগুণ্য জন্মে, তাহা বিদূরিত হইয়া শুভফল উপস্থিত হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা-বিরহিতভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বৈগুণ্য অপচিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

মূলে "ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ" স্থলে যে চকার প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হেতুবোধক ॥ ২৮ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। রজঃ তমোময়ী শ্রদ্ধা পরিহারপূর্ব্বক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করিলে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার লাভ করা যায়, এই প্রসঙ্গেই সপ্তদশাধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার বাক্য। স্বভাবজা শ্রদ্ধা

পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রজা শ্রদ্ধা অবলম্বন করিলে নিঃশ্রেয়স লাভের অধিকারী হওয়া যায়, এই তত্ত্ব সপ্তদশাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। বিবিধপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা সহকারে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই মোক্ষবিধায়ক হয়, ইহাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।

যামুনমুনি।—"অশাস্ত্রমাসুরং কৃৎস্নং শাস্ত্রীয়ং গুণতঃ পৃথক্। লক্ষণং শাস্ত্রসিদ্ধস্য ত্রিধা সপ্তদশোদিতং॥"

তাৎপর্য্য।—আসুরভাব সকলই শাস্ত্রবিগর্হিত; গুণানুসারে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিভিন্ন; শাস্ত্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের তিনপ্রকার লক্ষণ সপ্তদশাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ! পৃথক্ কেশিনিসূদন! ॥ ১ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) হে হৃষীকেশ! (ইন্দ্রিয়-নিয়ামক!) মহাবাহো! (মহাশক্তিশালিন্!) কেশিনিসূদন! (কেশিবিনাশক!) সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং (যাথাত্ম্যং) পৃথক্ বেদিতুম্ (জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি (অভিলষামি) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! হে কেশি-বিনাশিন্! সন্ন্যাসের এবং ত্যাগের তত্ত্বকে পৃথক্-রূপে জানিবার-নিমিত্ত ইচ্ছা-করি ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে হৃষীকেশ! হে মহাবাহো! হে কেশিনিসূদন! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এতদুভয়ের যাথার্থ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে জানিতে বাসনা করি ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে উপসংহৃত্য সর্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্বেষু হ্যতীতেষধ্যায়েষু উক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতেঽর্জ্জুনস্তু সন্ন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ সন্ন্যাসস্যেতি। সন্ন্যাসস্য সন্ন্যাসশব্দার্থস্য ইত্যেতৎ হে মহাবাহো! তত্ত্বন্তস্য ভাবস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুং ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্যেত্যেতৎ হৃষীকেশ! পৃথক্ ইতরেতরবিভাগতঃ কেশিনিসূদন! কেশিনামা কশ্চিৎ অসুরস্তন্নিষূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবস্তেন তন্নাম্না সম্বোধ্যতেঽর্জ্জুনেন ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বৈরধ্যায়ৈর্ব্বিস্তরেণ যতস্ততোবিক্ষিপ্ততয়োক্তমর্থং সুখপ্রতিপত্ত্যর্থং সংক্ষেপেণোপসংহৃত্যাভিধাতুমধ্যায়ান্তরমবতারয়তি সর্ব্বস্যৈবেতি। উপসংহৃত্য বক্তব্য ইতি

সম্বন্ধঃ। কিঞ্চোপনিষৎসু যতস্ততো বিস্তৃতস্যার্থস্য বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থমস্মিন্নধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাভিধানং কর্ত্তব্যমুপনিষদাং গীতানাঞ্চৈকার্থত্বাদিত্যাহ সর্ব্বশ্চেতি। কথং সর্ব্বোঽপি শাস্ত্রার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে সংক্ষিপ্যোপসংহ্রিয়তে তত্রাহ সর্ব্বেষু হীতি। নমু বেদার্থশ্চেদশেষতোঽত্রোপসংহ্রিয়তে তর্হি কিমিতি ত্যাগেনৈকে সন্ন্যাসযোগাদিতি চ বেদার্থৈকদেশবিষয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনস্তত্রাহ অর্জ্জুনস্থিতি। পৃথগ্নয়োস্তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামীতি বিশেষণাদপৃথগর্থস্তয়োরস্তীতি গম্যতে বুভুৎসিতস্য প্রষ্টব্যত্বাদেকদেশে তদ্ভাবাদুক্ত প্রশ্নোপপত্তিরিতি ভাবঃ॥ ১॥

রামানুজ।—অতীতেনাধ্যায়দ্বয়েনাভ্যুদয়শ্রেয়সসাধনভূতং বৈদিকমেব যজ্ঞতপোদানাদিকং কর্ম্ম নান্যৎ বৈদিকস্য কর্ম্মণঃ সামান্যলক্ষণং প্রণবান্বয়ঃ। তত্র মোক্ষাভ্যুদয়সাধনয়োর্ভেদস্তৎসচ্ছব্দনির্দ্দেশ্যত্বেন মোক্ষসাধনং চ কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতং যজ্ঞাদিকং তদারম্ভশ্চ সত্ত্বোদ্রেকাৎ ভবতি সত্ত্ববৃদ্ধিশ্চ সাত্ত্বিকাহারসেবয়েত্যুক্তম্। অনন্তরং মোক্ষসাধনতয়া নির্দ্দিষ্টয়োস্ত্যাগসংন্যাসয়োরৈক্যং ত্যাগস্য সন্ন্যাসস্য চ স্বরূপং ভগবতি সর্ব্বেশ্বরে চ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্তৃত্বানুসন্ধানং সত্ত্বরজস্তমসাং কার্য্যবর্ণনেন সত্ত্বগুণস্যাবশ্যোপাদেয়ত্বং স্ববর্ণোচিতানাং কর্ম্মণাং পরমপুরুষারাধনভূতানাং পরমপুরুষপ্রাপ্তিনির্ব্বর্ত্তনপ্রকারঃ কৃৎস্নস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারার্থো ভক্তিযোগ ইত্যেতে প্রতিপাদ্যন্তে তত্র তাবৎ ত্যাগসংন্যাসয়োঃ পৃথক্‌ত্বৈকত্বেন স্বরূপনির্ণয়ায় চার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি অর্জ্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি। ত্যাগসংন্যাসৌ হি দ্বৌ মোক্ষসাধনায় বিহিতৌ, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ। বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।" ইত্যাদিষু সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং যাথাত্ম্যং পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি। অয়মভিপ্রায়ঃ কিমেতৌ সংন্যাসত্যাগশব্দৌ পৃথগর্থৌ উত একার্থৌ বা যদা পৃথক্ত্বেন স্বরূপং বেদিতুমিচ্ছামি একত্বেঽপি তস্য স্বরূপং বক্তব্যমিতি॥ ১॥

হনুমান্।—সর্ব্বেষধ্যায়েষু ভগবতা বহুশঃ সংন্যাসযোগো নির্দ্দিষ্টঃ অতো বিবেকেন তস্য স্বরূপবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি। সংন্যাসলক্ষণস্যার্থস্য তত্ত্বং তদ্ভাবম্ বেদিতুমিচ্ছামি পৃথক্ ত্যাগস্বরূপব্যাবৃতং ত্যাগস্যাপি স্বরূপং বেদিতুমিচ্ছামি। কেশীনাম কশ্চিৎ অসুরস্তন্নিসূদিতবান্ বাসুদেবস্তস্য সম্বোধনম্॥ ১॥

শ্রীধর।—ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্। স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে॥ অত্র চ, "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মে"ত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টস্তথা "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবানি"ত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টং, নচ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ অতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! কেশিনাম্নো মহতোঽশ্বাকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষয়িতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তমুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্, অতএব

হে মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১ ॥

বলদেব।—গীতার্থানিহ সংগৃহ্ণন্ হরিরষ্টাদশেঽখিলান্। ভক্তেস্তত্র প্রপত্তেশ্চ সোঽব্রবীদতিগোপ্যতাম্॥ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী"ত্যাদৌ সন্ন্যাসশব্দেন কিমুক্তং "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গ"মিত্যাদৌ ত্যাগশব্দেন চ কিমুক্তং ভগবতা তত্র সন্দিহানোঽর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাসস্যেতি। সন্ন্যাসত্যাগশব্দৌ শৈলতরুশব্দাবিব বিজাতীয়ার্থৌ কিংবা কুরুপাণ্ডবশব্দাবিব সজাতীয়ার্থৌ। যদ্যাদ্যস্তর্হি সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতুমিচ্ছামি। যদ্যন্ত্যস্তর্হি তত্রাবান্তরোপাধিমাত্রং ভেদকং ভাবি তচ্চ বেদিতুমিচ্ছামি। হে মহাবাহো কৃষ্ণ! হৃষীকেশেতি ধীবৃত্তিপ্রেরকত্বাত্ত্বমেব মৎসন্দেহমুৎপাদয়সি। কেশিনিসূদনেতি ত্বম্ মৎসন্দেহম্ কেশিনমিব বিনাশয়েতি ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্যেনাহারযজ্ঞতপোদানত্রৈবিধ্যেন চ কর্ম্মিণাং ত্রৈবিধ্যমুক্তং সাত্ত্বিকানামাদানায় রাজসতামসানাং চ হানায়, ইদানীং তু সংন্যাসত্রৈবিধ্যকথনেন সন্ন্যাসিনামপি ত্রৈবিধ্যং বক্তব্যং, তত্র তত্ত্ববোধনানন্তরং যঃ ফলভূতঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ স চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে গুণাতীতত্বেন ব্যাখ্যাতত্বান্ন সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদমর্হতি, যোঽপি তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ তদর্থং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসস্তত্ত্ববুভুৎসয়া বেদান্তবাক্যবিচারায় ভবতি সোঽপি "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুনে"ত্যাদিনা নির্গুণত্বেন ব্যাখ্যাতঃ, যস্ত্বনুৎপন্নতত্ত্ববোধানামনুৎপন্নতত্ত্ববুভুৎসূনাং চ কর্ম্মসংন্যাসঃ স সংন্যাসী চ যোগী চেত্যাদিনা গৌণোব্যাখ্যাতস্তস্য ত্রৈবিধ্যসম্ভবাত্তদ্বিশেষং বুভুৎসুঃ অবিদুষামনুৎপন্নবিবিদিষাণাং চ কর্ম্মাধিকৃতানামেব কিঞ্চিৎকর্ম্মগ্রহণে কিঞ্চিৎকর্ম্মপরিত্যাগো যঃ স ত্যাগাংশগুণযোগাৎ সংন্যাসশব্দেনোচ্যতে, এতাদৃশস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমবিদ্বৎকর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকস্য সংন্যাসস্য কেনচিদ্রূপেণ কর্ম্মত্যাগস্য তত্ত্বং স্বরূপং পৃথক্ সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন বেদিতুমিচ্ছামি ত্যাগস্য চ তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামি, কিং সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ঘটপটশব্দাবিব ভিন্নজাতীয়ার্থৌ, কিম্বা ব্রাহ্মণপরিব্রাজকশব্দাবিবৈকজাতীয়ার্থৌ, যদ্যাদ্যস্তর্হি ত্যাগস্য তত্ত্বং সংন্যাসাৎ পৃথক্ বেদিতুমিচ্ছামি, যদি দ্বিতীয়স্তর্হ্যবান্তরোপাধিভেদমাত্রং বক্তব্যম্ এক ব্যাখ্যানেনৈবোভয়ং ব্যাখ্যাতং ভবিষ্যতি। মহাবাহো কেশিনিসূদন ইতি সম্বোধনাভ্যাম্ বাহ্যোপদ্রবনিবারণস্বরূপযোগ্যতাফলোপধানে প্রদর্শিতে, হৃষীকেশেত্যান্তরোপদ্রবনিবারণসামর্থ্যমিতি ভেদঃ, অত্যনুরাগাৎ সম্বোধনত্রয়ম্। অত্রার্জ্জুনস্য দ্বৌ প্রশ্নৌ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃত্বেন পূর্ব্বোক্তযজ্ঞাদিসাধর্ম্ম্যেণ সংন্যাসশব্দপ্রতিপাদ্যত্বেন চ গুণাতীতসংন্যাসধর্ম্মসাধর্ম্ম্যেণ ত্রৈগুণ্যসম্ভবাসম্ভবাভ্যাম্ সংশয়ঃ প্রথমস্য প্রশ্নস্য বীজং, দ্বিতীয়স্য তু সংন্যাসত্যাগশব্দয়োঃ পর্য্যায়ত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগরূপেণ চ বৈলক্ষণ্যোক্তেঃ সংশয়ঃ বীজম্ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যামষ্টাদশাধ্যায়ায়াং প্রথমে উপোদ্ঘাতিতানাং দ্বিতীয়ে সূত্রিতানাং শেষৈর্ব্যুৎপাদিতানামর্থানাং কাৎস্নেনোপসংহারার্থোঽয়মন্তিমোঽধ্যায় আরভ্যতে, তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ান্তেঽশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিত্যুক্তং তত্র ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়ঃ শ্রদ্ধা সা চ ফলবতাং কর্ম্মণা-

মেবাঙ্গং নতু কর্ম্মবিরহরূপস্য সন্ন্যাসস্য ভাবরূপফলবর্জ্জিতস্য, অভাবাৎ ভাবোৎপত্তেরযোগাৎ, তস্মাচ্ছ্রদ্ধাসাপেক্ষকর্ম্মাপেক্ষয়া শ্রদ্ধানপেক্ষঃ সন্ন্যাসঃ শ্রেয়ান্, ন চাস্যৈবংরূপস্য শ্রদ্ধাত্রৈবিধ্য-প্রযুক্তং সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যং সংভবতি যেন ফলে তারতম্যং স্যাৎ তৎফলস্য দৃষ্টিবিক্ষেপ-নিবৃত্তিরূপস্য সর্ব্বত্র তুল্যত্বাৎ, স চ সংন্যাসো যদি কর্ম্মত্যাগ এব তর্হি সিদ্ধং নঃ সমীহিতং যদি তু তৌ ভিন্নৌ তর্হি তয়োর্ব্বৈলক্ষণ্যং বিচার্য্যমিত্যাশয়েনার্জ্জুন উবাচ সংন্যাসস্যেতি। হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদনেতি বহুকৃত্বঃ সম্বোধয়ন্ জিজ্ঞাসিতেঽর্থে-ঽত্যাদরং দর্শয়তি, সন্ন্যাসস্য তত্ত্বং যাথাত্ম্যং ত্যাগাৎ পৃথগ্ভূতং বেদিতুমিচ্ছামি ত্যাগস্য যাথাত্ম্যং সন্ন্যাসাৎ পৃথগ্ভূতং বেদিতুমিচ্ছামীতি চকারেণানুবর্ত্ততে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ।—সন্ন্যাসজ্ঞানকর্ম্মাদেস্ত্রৈবিধ্যং মুক্তিনির্ণয়ঃ। গুহ্যসারতমা ভক্তিরিত্য-ষ্টাদশ উচ্যতে। অনন্তরাধ্যায়ে "তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্খিভিঃ।" ইত্যত্র ভগবদ্বাক্যে মোক্ষকাঙ্খিশব্দেন সন্ন্যাসিন এবোচ্যন্তে অন্যে বা, যদান্যে এব তে তর্হি "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।" ইতি ত্বদুক্তানাং সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগিনাং তেষাং স ত্যাগঃ কঃ সন্ন্যাসিনাঞ্চ কো বা সন্ন্যাস ইতি বিবেকতো জিজ্ঞাসুরাহ সন্ন্যাসস্যেতি। পৃথগিতি যদি সন্ন্যাসত্যাগশব্দৌ ভিন্নার্থৌ তদা সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বেদিতু-মিচ্ছামি। হে হৃষীকেশেতি মদ্বুদ্ধেঃ প্রবর্ত্তকত্বাৎ ত্বমেব ইমং সন্দেহমুত্থাপয়সি। কেশিনিসূদন ইতি ত্বং মহাবাহুবলান্বিতোঽহং কিঞ্চিদ্বাহুবলান্বিত ইত্যেতদংশেনৈব ময়াসহ সখ্যং তব, নতু সার্ব্বজ্ঞাদিভিরংশৈঃ অতস্ত্বদ্দত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবাদেব প্রশ্নে মম নিঃশঙ্কতা ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানোপদেশপূর্ণ তত্ত্ব কথার নিকেতনস্বরূপ সুপবিত্র গীতাশাস্ত্রের শেষ অধ্যায়ে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সারসমূহ আলোচিত হই-তেছে। গ্রন্থোপসংহার কালে যে যে স্থল সন্দেহসঙ্কুল অথবা দুর্ব্বোধ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, শ্রীভগবান্ তত্তাবতের প্রাঞ্জল ও সরল মীমাংসা বিন্যাস করিতেছেন। গত অধ্যায়ের উপসংহারকালে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন অবলম্বন করিয়াই উত্তরস্বরূপে ভগবান্ বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এই অষ্টাদশ অধ্যায়ও অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে আরব্ধ হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। সমগ্র গীতাশাস্ত্রের যাবতীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া সকল বেদের যথাবৎ অর্থ ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। অতীত অধ্যায়নিচয়ে যে সকল তত্ত্বার্থ প্রকটিত হইয়াছে, তাহার রহস্য এই অধ্যায়ে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এই উভয়ের বিশেষত্ব প্রণিধান

করিবার আকাঙ্ক্ষায় অর্জ্জুন বাক্যারম্ভ করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে মহাবাহো! সন্ন্যাস শব্দের তত্ত্ব অর্থাৎ যাথাত্ম্য আমি জানিতে অভিলাষ করি। অপি চ ত্যাগ শব্দেরও ইতরেতর বিশেষ নির্দ্দেশ সহকৃত যাথাত্ম্য আমি জানিতে বাসনা করি। হে হৃষীকেশ, হে কেশিনিসূদন, এই সম্বোধন বাক্যের মধ্যে শেষ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, কেশি নামক কোন দুষ্ট অসুরকে বধ করিয়া ভগবান্ বাসুদেব কেশিনিসূদন নামে পরিচিত হইয়াছেন। সেই নাম অবলম্বনে অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। অতীত অধ্যায়দ্বয়ে মানবের অভ্যুদয় এবং শ্রেয়ঃসাধক বৈদিক যজ্ঞতপোদানাদির প্রসঙ্গোপলক্ষে বেদবিহিত কর্ম্মের সহিত প্রণবের সম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে। তথায় মোক্ষরূপ অভ্যুদয় এবং তৎসাধনের ভেদ বর্ণনব্যপদেশে কথিত হইয়াছে যে, তৎসৎ শব্দ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কামনা-বিরহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাদৃশ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষরূপ অভ্যুদয় লব্ধ হয়। ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক আহারাদির সেবনেই সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অনন্তর মোক্ষ সাধনের হেতুভূত ত্যাগ ও সন্ন্যাসের ঐক্য, ত্যাগ ও সন্ন্যাসের স্বরূপ, শ্রীভগবানকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে অনুসন্ধান, সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বর্ণন দ্বারা সত্ত্ব-গুণের উপাদেয়ত্ব, পরম পুরুষের আরাধনভূত স্ববর্ণোচিত কর্ম্ম সাধন দ্বারা পরম পুরুষ প্রাপ্তির প্রকার, সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারস্বরূপ ভক্তিযোগ, এই সকল প্রসঙ্গ এই অধ্যায়ে প্রতি-পাদিত হইতেছে। অধ্যায়ারম্ভে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের একত্ব ও পৃথকত্ব নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে, এবং তদুভয়ের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত অর্জ্জুন প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন। ত্যাগ এবং সন্ন্যাস এতদুভয়ই মোক্ষসাধনের উপায়স্বরূপে বিহিত হইয়াছে। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ। বেদান্ত-বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥" ইহার ভাবার্থ যথা; 'কেবল ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লব্ধ হইয়া থাকে, কর্ম্ম দ্বারা ধনদ্বারা বা প্রজা দ্বারা

তাহা লাভ করা যায় না। বেদান্ত বিজ্ঞান দ্বারা সুনিশ্চিত জ্ঞানসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব-যতিগণ সন্ন্যাসযোগ দ্বারা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরিমুক্ত হইয়া থাকেন।' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচন, ত্যাগ ও সন্ন্যাসের মোক্ষ-বিধায়কত্ব সমর্থন করিতেছেন। এই সন্ন্যাস ও ত্যাগের পৃথক্ যাথাত্ম্য জানিতে আমি ইচ্ছা করি। অর্জ্জুনের ইহাই অভিপ্রায়, সন্ন্যাস এবং ত্যাগ পৃথকার্থবোধক অথবা উভয়ই একার্থক। যদি এই দুই পৃথকার্থবোধক হয়, তাহা হইলে আমি পৃথক্‌ভাবে তদুভয়ের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি ; আর যদি তদুভয়ের ভাব একই হয়, তাহা হইলে আপনি তাহাও ব্যক্ত করুন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। অতীত অধ্যায় নিচয়ের নানা স্থানে শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসযোগের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। বিবেকসহকারে সেই সন্ন্যাসের স্বরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষায় অর্জ্জুন প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। এই গ্রন্থে "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংনস্যাস্তে" (৫ম অধ্যায় ১৩ শ্লোক) "সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা" (৯ম অধ্যায় ২৮ শ্লোক) ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মসন্ন্যাসের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।" (৪র্থ অধ্যায় ২০ শ্লোক) "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" (১২শ অধ্যায় ১১শ শ্লোক) ইত্যাদি স্থলে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। পরম কারুণিক সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের মুখ হইতে কখনই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব নির্গত হওয়া সম্ভাবিত নহে। এক্ষণে শ্রীমদর্জ্জুন সেই কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মসাধন এতদুভয়ের অবিরোধিতা পরিজ্ঞানের কামনায় এ স্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। হে হৃষীকেশ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন অর্থাৎ কেশি নামক অশ্বাকৃতি অতি দুরন্ত দৈত্যের ব্যাদিত মুখগহ্বরে বাহু প্রবিষ্ট করিয়া এবং সেই বাহু পরিবর্দ্ধন করিয়া সেই অসুরকে তৎক্ষণাৎ অনায়াসে যিনি কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলের ন্যায় বিদারণ পূর্ব্বক হনন করিয়াছিলেন (৩০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য), তিনি নিশ্চয়ই মহাবাহু ; অতএব মহাবাহো! এই সম্বোধন সুসঙ্গত হইয়াছে। সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ ভাবে জানিতে আমি ইচ্ছা করি।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" (৫ম অধ্যায় ১৩ শ্লোক) এইস্থলে শ্রীভগবান্ সন্ন্যাস শব্দ দ্বারা কিরূপ অর্থ পরিব্যক্ত করিয়াছেন, এবং "তক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং" (৪র্থ অধ্যায় ২০ শ্লোক) এই স্থলেই বা শ্রীভগবান্ ত্যাগ শব্দ দ্বারা কোন অর্থ নিরূপিত করিয়াছেন, এতদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন প্রশ্নোত্থাপন করিতেছেন। সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দ, শৈল ও বৃক্ষ শব্দের ন্যায় বিজাতীয় অর্থবোধক, অথবা কুরু-পাণ্ডব শব্দ তুল্য সজাতীয় অর্থবাচক? যদি পূর্ব্বার্থ বোধক হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাস এবং ত্যাগের যে পৃথক্ অর্থ, তাহা পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। অথবা, যদি এই উভয় শব্দ শেষার্থবাচী হয়, তাহা হইলে ইহার সজাতীয় ভেদ না থাকিলেও যে অবান্তর উপাধিমাত্র ভেদ আছে, তাহাও জানিবার নিমিত্ত আমি বাসনা করি। হে মহাবাহো! কৃষ্ণ! হৃষীকেশ অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ামক! অতএব তুমিই আমার হৃদয়জাত সন্দেহের উত্থাপক, অপিচ তুমি কেশিনিসূদন, এই জন্য তুমিই আমার এই সন্দেহকে কেশিনামক অসুরের ন্যায় বিনাশ কর।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। পূর্ব্বাধ্যায়ে ত্রিবিধ শ্রদ্ধার প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবিধ আহার যজ্ঞ তপোদানের ভেদ নির্দ্দেশ দ্বারা তিন প্রকার ভেদের বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। তাহাতে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিক ভাবই গ্রহণীয় এবং রাজস ও তামস ভাব পরিত্যজ্য। অধুনা সন্ন্যাসের ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দেশ দ্বারা সন্ন্যাসিগণেরও ত্রিবিধ ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই গ্রন্থের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে, তত্ত্ব-বোধ উপজাত হওয়ার পর ফলভূত স্বরূপ যে সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসের আবির্ভাব হয়, সে অবস্থায় সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক গুণের কোন প্রলেপ থাকে না। অর্থাৎ সেই গুণাতীত অবস্থায় সত্ত্বাদি কোন গুণজনিত ভেদের সম্ভাবনা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে তল্লাভার্থ তত্ত্বজ্ঞান কামনা প্রণোদিত বেদান্তবাক্য বিচারজনিত যে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস, তাহাও "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" (২য় অধ্যায় ৪৫ শ্লোক) এই স্থলে নিগুর্ণত্বরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে স্থলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, যাঁহাদের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা জন্মে নাই, তাদৃশ স্থলে ব্যক্তিগণের যে কর্ম্ম-

সন্ন্যাস, তাহা "স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" (৬ষ্ঠ অঃ ১ শ্লোক) এই বাক্যে গৌণরূপে নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসীর সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ-সম্ভাবিত। সেই ভেদেরই বিশেষত্ব জানিবার বাসনায় অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন। যাহাদিগের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, অথবা যাহাদের জ্ঞানেচ্ছার আবির্ভাব হয় নাই, তাদৃশ কর্ম্মাধিকারিগণের যে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম অবলম্বন এবং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ, তাহাতে ত্যাগাংশের সহিত গুণযোগ হওয়ায় তাহাও সন্ন্যাস নামে অভিহিত হয়। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধির নিমিত্ত অপরিজ্ঞাতকর্ম্মতত্ত্ব কর্ম্মাধিকারি-গণের যে তাদৃশ সন্ন্যাস, তাহার স্বরূপ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ তাহার সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ জানিতে আমি ইচ্ছা করি। এইরূপ সন্ন্যাসের তত্ত্ব জানিতে আমার যেরূপ অভিলাষ, সেইরূপ ত্যাগের তত্ত্ব জানিতেও আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার অভিপ্রায় এই যে, এই সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দ কি ঘটপটাদিবৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুর বোধক অথবা তদুভয় শব্দ কি ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক শব্দবৎ এক জাতীয় বস্তুর পরিচায়ক? যদি আদ্য অর্থাৎ ঘটপটাদিবৎ পৃথক্ জাতীয়-বাচক হয়, তাহা হইলে ত্যাগের তত্ত্ব সন্ন্যাস হইতে পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি, অর্থাৎ সন্ন্যাসের সহিত ত্যাগের যে পার্থক্য তাহা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে বাসনা করি। আর যদি দ্বিতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পরিব্রাজকবৎ তদুভয়ের একজাতীয় বিভিন্নতা থাকে, তাহা হইলে তাহার অবান্তর উপাধি ভেদমাত্র আমার নিকট প্রকাশ করুন। একের ব্যাখ্যা হইলে উভয়ের তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হইবে, অর্থাৎ সন্ন্যাস ও ত্যাগ এতদুভয়ের পরস্পর ভেদ না থাকিলে একতরের তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিলে অপরের তত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হইবে। মহাবাহো ও কেশিনিসূদন এই দুই সম্বোধন বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানের বাহ্যোপদ্রব নিবারণ-যোগ্যতা সূচিত হইয়াছে, আর হৃষীকেশ সম্বোধন দ্বারা তাঁহার অন্তর-উপদ্রব নিবারণ-যোগ্যত্ব সূচিত হইয়াছে। অনুরাগের আতিশয্য হেতু এ স্থলে তিনটী সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই স্থলে অর্জ্জুন যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা দুইটী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের উত্থাপন করিতেছে। কর্ম্মাধিকারি-গণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ত্রৈগুণ্যাশ্রয়ের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু গুণাতীত সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসিগণের পক্ষে কোন কর্ম্মেই গুণাশ্রয়ের সম্ভাবনা নাই, ইহাই অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নের

বীজস্বরূপ, অর্থাৎ সন্ন্যাসতত্ত্ব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে এইরূপ গুণাশ্রিত ও গুণাতীত সন্ন্যাসিগণের তত্ত্ব যথার্থতঃ প্রণিধান করা যাইবে, সুতরাং তৎপরিজ্ঞানের নিমিত্ত প্রশ্ন আবশ্যক। আর সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দ সমার্থবাচক, তন্মধ্যে কর্ম্মফল ত্যাগরূপ যে বৈলক্ষণ্য আছে, তাহারই মর্ম্ম পরিজ্ঞানের নিমিত্ত সংশয় উপস্থিত হওয়ায় দ্বিতীয় প্রশ্ন সূচিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। এই গ্রন্থে দ্বিতীয়াদি অধ্যায়ে যে সকল প্রসঙ্গ সূচিত হইয়াছে এবং পরে যাহার নানাপ্রকার আলোচনা হইয়াছে, তৎসমস্ত এই উপসংহার স্বরূপ অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত হইতেছে। পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে অর্থাৎ সপ্তদশাধ্যায়ান্তে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অশ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া থাকে। কর্ম্মসমূহের ফলসম্ভাব নিশ্চয়তা অর্থাৎ কর্ম্মজনিত ফল প্রাপ্তির যে অবশ্যম্ভাবিতা তাহাই শ্রদ্ধা। ইহার ভাবার্থ এই যে, সেই শ্রদ্ধাই কর্ম্মজনিত ফলাফল আনয়ন করে, এবং তাহার সম্ভাব ও অসম্ভাবে ফলের ব্যতিক্রম ঘটে। সেই শ্রদ্ধা ফলপরিণামী কর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ, অর্থাৎ যে কর্ম্ম যথাকালে বিহিত ফল প্রদান করিবে, শ্রদ্ধা সেই কর্ম্মেরই নিত্য সঙ্গিনী। শ্রদ্ধাবিরহিত ভাবে সম্পাদিত কোন ক্রিয়া ফল প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু কর্ম্মবিরহরূপ সন্ন্যাসের সহিত শ্রদ্ধার সেরূপ সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ কর্ম্ম শ্রদ্ধাহীনরূপ সন্ন্যাসের সঙ্গিনী নহে। কারণ, কর্ম্মজনিত যে ফল, তাহা ভাব অর্থাৎ বিদ্যমান রূপে পরিগণিত; সুতরাং যেখানে সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মের অভাব, সেখানে ভাবরূপ ফলের বিদ্যমানতা অসম্ভব, অতএব শ্রদ্ধাও তথায় থাকিতে পারে না। কারণ অভাবের সহিত ভাবের সঙ্গ নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রদ্ধাসহকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ পরিণামে ফলপ্রদানক্ষম শ্রদ্ধাযুক্ত যজ্ঞ দানাদি ব্যাপার এবং শ্রদ্ধা নিরপেক্ষ সন্ন্যাস অর্থাৎ শ্রদ্ধার আবশ্যকতাবিহীন সর্ব্বকর্ম্মরাহিত্য, এতদুভয়ের মধ্যে সন্ন্যাস শ্রেয়। এই সন্ন্যাসের ত্রিবিধ শ্রদ্ধার সহিত সংযোগ অথবা সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ অসম্ভব। এইরূপ শ্রদ্ধার সংযোগ ও সাত্ত্বিকাদি ভেদানুসারে ফলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ স্থলে তাদৃশ কোন সংস্রব না থাকায় ফলতারতম্যেরও কোন আশঙ্কা নাই। কারণ সংন্যাসের পরিণামে দৃষ্টিবিক্ষেপরাহিত্য অর্থাৎ সমদর্শিতা উপস্থিত হয়। সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাস সর্ব্বত্র তুল্যবোধ-

সম্পন্ন। অতএব সংন্যাস অর্থে যদি কেবল কর্ম্মত্যাগই বুঝায়, তাহা হইলে আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে; কিন্তু যদি ত্যাগ ও সংন্যাস এই দুইটী ভিন্ন হয়, অর্থাৎ ত্যাগের লক্ষণের সহিত সংন্যাসের লক্ষণের সমত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বৈলক্ষণ্য বিচারের বিষয় হইয়া পড়ে। এইরূপ মনে করিয়া এ স্থলে অর্জ্জুন তদ্বিষয়ক উপদেশপ্রার্থী হইয়াছেন। ইত্যাদি।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। সপ্তদশাধ্যায়ে "তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।" (২৫ শ্লোক) এই ভগবদ্বাক্যে যে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা কি সংন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে? অথবা অন্য কাহারও উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে? যদি সংন্যাসিগণকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষিত পাত্র কে? শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।" (১২শ অধ্যায় ১১ শ্লোক) এই বাক্য মধ্যে যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিদিগের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাদিগের ত্যাগই বা কি? সংন্যাসিদিগের সংন্যাসই বা কাহাকে বলে? এই সকল বিষয় বিবেকসহকারে জানিবার আকাঙ্ক্ষায় এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। যদি সংন্যাস ও ত্যাগ শব্দ ভিন্নার্থবাচী হয়, তাহা হইলে তাহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। যদি তোমার মতে তদুভয় একার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাও আমি জানিতে বাসনা করি। হৃষীকেশ, এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমিই মদ্‌বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অতএব আমার চিত্তে এই সন্দেহ তোমারই ব্যবস্থায় জন্মিয়াছে। কেশিনিসূদন, এই সম্বোধনে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি যেরূপে কেশিকে নাশ করিয়াছিলে, সেইরূপে আমারও এই সন্দেহ বিনাশ কর। মহাবাহো, এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তুমি অতি বলশালী, আমি কিঞ্চিন্মাত্র বলসম্পন্ন। এই অংশে সাম্য হেতুই তোমার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ, তোমার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের সহিত আমার তুল্যতা নাই, অতএব তজ্জন্য আমাদের সখ্যভাব নহে। এই হেতু তোমার প্রদত্ত কিঞ্চিৎ সখ্যভাবের প্রভাবেই আমি নিঃশঙ্কিত চিত্তে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি॥ ১॥

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস)। কবয়ঃ (পণ্ডিতাঃ) কাম্যানাং (স্বর্গাদিকামনাযুক্তাশ্বমেধাদীনাং) কর্ম্মণাং ন্যাসং (ত্যাগং) সন্ন্যাসং বিদুঃ (জানন্তি), বিচক্ষণাঃ (বিদ্বাংসঃ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলবর্জ্জনং) ত্যাগং প্রাহুঃ (কথয়ন্তি)॥ ২॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ কামনা-যুক্ত কর্ম্ম-সমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস [বলিয়া] জানেন, বিদ্বান্-গণ সমস্ত-কর্ম্মের ফল-ত্যাগকে ত্যাগ বলেন॥ ২॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মসমূহের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফল পরিহার করাকেই ত্যাগ বলেন॥ ২॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র তত্র নির্দ্দিষ্টৌ সন্ন্যাসত্যাগশব্দৌ ন নির্লুণ্ঠিতার্থৌ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষ্বতোঽর্জ্জুনায় পৃষ্টবতে তন্নির্ণয়ায় ভগবানুবাচ কাম্যেতি। কাম্যানামশ্বমেধাদীনাং কর্ম্মণান্ন্যাসম্পরিত্যাগং সন্ন্যাসং সন্ন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তস্যানুষ্ঠানং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিদ্বিদুর্বিজানন্তি নিত্যনৈমিত্তকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সর্ব্বকর্ম্মাণামাত্মসম্বন্ধিতয়া প্রাপ্তস্য ফলস্য ত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ তমাহুঃ কথয়ন্তি ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ॥ ২

আনন্দগিরি।—নন্ন পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু তত্র সংন্যাসত্যাগয়োরুক্তত্বাৎ কিমিতি পুনস্তৌ পৃচ্ছ্যেতে জ্ঞানে তদযোগাৎ তত্রাহ তত্র তত্রেতি। ন নির্লুণ্ঠিতার্থৌ ন নিকৃষ্টার্থৌ ন বিবিক্তার্থাবিত্যর্থঃ। বুভুৎসয়া প্রশ্নস্য প্রবৃত্তত্বাৎ প্রষ্টুরভিপ্রায়ং প্রশ্নেন প্রতিপদ্য ভগবানুত্তরমুক্তবানিত্যাহ অত ইতি। পক্ষদ্বয়োপন্যাসেন সংন্যাসত্যাগশব্দয়োরর্থভেদং কথয়তি কাম্যানামিতি॥ ২॥

রামানুজ।—অথানয়োরেকমেব স্বরূপং তচ্চেদৃশং ইতি নির্ণেতুং বাদিবিপ্রতিপত্তিং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ। কেচন বিদ্বাংসঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপত্যাগং সংন্যাসং বিদুঃ। কেচিচ্চ বিচক্ষণা নিত্যানাং নৈমিত্তিকানাং কাম্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগ এব মোক্ষশাস্ত্রেষু ত্যাগশব্দার্থ ইতি প্রাহুঃ। তত্র শাস্ত্রীয়ত্যাগঃ কাম্যকর্ম্মস্বরূপবিষয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মফলবিষয় ইতি বিবাদং প্রদর্শয়ন্নেকত্র সংন্যাসশব্দমিতরত্র ত্যাগশব্দং প্রযুক্তবান্। অতস্ত্যাগসংন্যাসশব্দয়োরেকার্থত্বমঙ্গীকৃতমিতি জ্ঞায়তে। তথা "নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তমে"তি

ত্যাগশব্দেনৈব নির্ণয়বচনাৎ "নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সংন্যাসিনাং ক্বচিদি"তি চ পরস্পরপর্য্যায়তাদর্শনাচ্চ তয়োরেকার্থং প্রতীয়ত ইতি নিশ্চীয়তে ॥ ২ ॥

হনুমান্ —অর্জ্জুনেন বুভুৎসিতমর্থং যথাবদুক্তকামঃ শ্রীভগবানুবাচ কাম্যেতি। কাম্যানাং কর্ম্মণাং ফলানাং কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তানাং শাস্ত্রতোরাগতোবা ন্যাসং সন্ন্যাসং বিদুঃ জানন্তি কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ। নন্ন চ কাম্যানামিতি বিশেষণমনর্থকং যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদি শ্রুতিচোদিতানাং ব্যাবৃতমিতি চেৎ, এতেষামপি কর্ম্মণাং ফলত্বেন কাম্য কর্ত্তৃত্বা "দথ ত্রয়োলোকা বৈলোকানিং শ্রেষ্ঠতমাস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তীতি" শ্রুতেঃ তথা "সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানানাং পরমিতিশ্রুতং সুখ"মিতি স্মৃতেশ্চ তথা ইহৈব বক্ষ্যতি ভগবান "অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফল"মিতি তস্মাৎ কমনীয়ফলত্বাৎ কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্ত নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যপ্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মাণি কাম্যান্যেবাতঃ কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তানাং কর্ম্মবাচ্যানাং স্বরূপানুবাদঃ সর্ব্বাণি তানি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি সংজ্ঞিতানি তেষাং ফলত্যাগং ইদং মে ফলং স্যাদিতি সংকল্পত্যাগং ত্যাগমাহুর্ব্বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ সর্ব্বগ্রহণেন কাম্যকর্ম্মগ্রহণং যস্মাৎ তস্মাৎ কাম্য-কর্ম্মত্যাগেন তৎফলত্যাগস্য সিদ্ধত্বাৎ ত্যাগয়োঃ সাংকর্য্য প্রশংসা ন স্যাৎ। তন্নিত্যনৈমিত্তিক ফলত্যাগঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কাম্যানামিতি। কাম্যানাং পুত্রকামোযজেত স্বর্গকামোযজেতেত্যাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়োবিদুঃ সম্যক্ফলৈঃ সহ কর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা জানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্। নন্ন নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি, উচ্যতে, যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্, বিধির্বিশ্বজিতা যজেতেত্যাদিষ্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীবগুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতিবাং পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেদুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদিষ্বপি ফলম্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি, 'কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ' ইতি, ধর্ম্মেণ পাপমপনু-দতীত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা ইতি। নন্ন ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন, সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদি-ষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ। "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনে"তি। ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্য-ভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎপর্য্যন্তঞ্চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং

কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগোন্নয়ম, ন স্বরূপেণ। তথা চ শ্রুতিঃ। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বতএব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধৌ,—"প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥" উক্তঞ্চ ভগবতা যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং, "ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা। তদুক্তং শ্রীভাগবতে, "তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইত্যাদিষু অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ। অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্ম্মত্যাগ ইতি॥ ২॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ কাম্যানামিতি। পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেতেত্যেবং কামোপনিবন্ধেন বিহিতানাং পুত্রেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণ ত্যাগং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ সন্ন্যাসং বিদুর্ন তু নিত্যানামগ্নিহোত্রাদীনামিত্যর্থঃ। তেষু বিচক্ষণাস্তু সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব ন তু স্বরূপতস্ত্যাগং সন্ন্যাসলক্ষণং ত্যাগং প্রাহুঃ। নিত্যকর্ম্মণাং চ ফলমস্তি "কর্ম্মণা পিতৃলোকো, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতী"ত্যাদি শ্রবণাৎ। যদ্যপ্যহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত যাবজ্জীবনমগ্নিহোত্রং জুহোতি ইত্যাদৌ পুত্রকামো যজেতেত্যা-দাবিব ফলবিশেষো ন শ্রুতস্তথাপি বিশ্বজিতা যজেতেত্যাদাবিব বিধিঃ কিঞ্চিৎ ফলমাক্ষিপেদেব। ইতরথা পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেদুষ্পরিহরতাপত্তিঃ। তথা চ কাম্যকর্ম্মণাং স্বরূপতস্ত্যাগো নিত্য-কর্ম্মণাং তু ফলত্যাগঃ সন্ন্যাসশব্দার্থঃ, সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলেচ্ছাং ত্যক্ত্বানুষ্ঠানং-খলু ত্যাগ-শব্দার্থঃ। পূর্ব্বোক্তরীত্যা জ্ঞানোদয়ফলস্য সম্বাদপ্রবৃত্তেদুষ্পরিহরত্বং প্রত্যুক্তম্॥ ২॥

মধুসূদন।—তত্রাস্তিমস্য সূচীকটাহন্যায়েন নিরাকরণায়োত্তরং কাম্যানামিতি। কাম্যানাং ফলকামনয়া চোদিতানামন্তঃকরণশুদ্ধাবনুপযুক্তানাং কর্ম্মণামিষ্টিপশুসোমাদীনাং ন্যাসং ত্যাগং সংন্যাসং বিদুর্জ্জানন্তি কবয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ, কেচিৎ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেনতপসাঽনাশকেন" ইতি বাক্যেন বেদানুবচনশব্দোপলক্ষিতস্য ব্রহ্মচারিধর্ম্মস্য যজ্ঞদান-শব্দাভ্যামুপলক্ষিতস্য গৃহস্থধর্ম্মস্য তপোঽনাশকশব্দাভ্যামুপলক্ষিতস্য ব্রহ্মচারিধর্ম্মস্য নিত্যস্য নিত্যোন বিহিতেন পাপক্ষয়েণ দ্বারেণাত্মজ্ঞানার্থত্বং বোধ্যতে, ন চ বিনিয়োগবৈয়র্থ্যং "জ্ঞানমুৎ-পদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণ" ইত্যনেনৈব লব্ধত্বাদিতি বাচ্যং, বিনিয়োগাভাবে হি সত্যপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানং স্যাদ্বা ন বা স্যাৎ, সতি তু বিনিয়োগে জ্ঞানমবশ্যং ভবেদেবেতি নিয়মার্থত্বাৎ, তস্মান্নিত্যকর্ম্মণামেব বেদনে বিবিদিষায়াং বা বিনিয়োগাৎ সত্ত্বশুদ্ধিবিবিদিষোৎ-পত্তিপূর্ব্বকবেদনার্থিনা নিত্যান্যেব কর্ম্মাণি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠেয়ানি, কাম্যানি তু সর্ব্বাণি সফলানি পরিত্যাজ্যানীত্যেকং মতম্, অপরং মতং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানাং চ শ্রুতিপদোক্তফলত্যাগং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থিতয়া বিবিদিষা সংযোগেনা-নুষ্ঠানং বিচক্ষণা বিচারকুশলাস্ত্যাগং প্রাহুঃ "খাদিরো যূপোভবতি খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং

করোতী"ত্যত্র যথৈকস্য খাদিরত্বস্য ক্রতুপ্রকরণপাঠাৎ ফলসংযোগাচ্চ ক্রত্বর্থত্বং পুরুষার্থত্বঞ্চ প্রমাণভেদাৎ তথাঽগ্নিহোত্রেষ্টিপশুসোমানাং সর্ব্বেষামপি শতপথপঠিতানাং স্বোৎপত্তিবিধিসিদ্ধানাং তত্তৎফলসংযোগঃ প্রত্যেকবাক্যেন বিবিদিষাসংযোগশ্চ যজ্ঞাদিবাক্যেন ক্রিয়ত ইত্যুপপন্নম্, "একস্য তূভয়ত্বে সংযোগপৃথক্ত্ব"মিতি ন্যায়াৎ। তদুক্তং সঙ্ক্ষেপশারীরকে, "যজ্ঞেনেত্যাদিবাক্যং শতপথবিহিতং কর্ম্মবৃন্দং গৃহীত্বা স্বোৎপত্ত্যাম্নায়সিদ্ধং পুরুষবিবিদিষামাত্রসাধ্যে যুনক্তীতি," তস্মাৎ কাম্যান্যপি ফলাভিসন্ধিমকৃত্বাঽন্তঃকরণশুদ্ধয়ে কর্ত্তব্যানি ন হ্যগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং স্বতঃ কাম্যত্বনিত্যত্বরূপো বিশেষোঽস্তি পুরুষাভিপ্রায়ভেদকৃতস্তু বিশেষঃ ফলাভিসন্ধিত্যাগে কৃতস্ত্যাঃ নিত্যকর্ম্মণাং প্রাতিস্বিকফলসম্ভাব"মনিষ্টং মিষ্টমিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফল"মিত্যত্র বক্ষ্যতি। নিত্যানামেব বিবিদিষাসংযোগেন কাম্যানাং কর্ম্মণাং ফলেন সহ স্বরূপতোঽপি পরিত্যাগঃ পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থঃ, কাম্যানাং নিত্যানাঞ্চ সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষাসংযোগাত্তদর্থং স্বরূপতোঽনুষ্ঠানেঽপি প্রাতিস্বিকফলাভিসন্ধিমাত্রপরিত্যাগ ইত্যুত্তরার্দ্ধস্যার্থঃ। তদেতদাহুর্ব্বার্ত্তিককৃতঃ,—"বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে। তমেতমিতি বাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ॥ যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্। তমেতমিতি বাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ॥" ইতি। তদেবং সফলকাম্যকর্ম্মত্যাগঃ সংন্যাসশব্দার্থঃ, সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং ফলাভিসন্ধিত্যাগস্ত্যাগশব্দার্থ ইতি ন ঘটপটশব্দয়োরিব সংন্যাসত্যাগশব্দয়োর্ভিন্নজাতীয়ার্থত্বং, কিং ত্বন্তঃকরণশুদ্ধ্যার্থকর্ম্মানুষ্ঠানে ফলাভিসন্ধিত্যাগ ইত্যেক এবার্থ উভয়োরিতি নির্ণীত একঃ প্রশ্নোঽর্জ্জুনস্য॥ ২॥

নীলকণ্ঠ।—শ্রীভগবানুবাচ কাম্যানামিতি। কাম্যানাং রাগতঃ প্রাপ্তানাং পুত্রকামেষ্ট্যাদীনাম্। নন্বু ফলস্য কামনাবিষয়ত্বাৎ সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ ফলবত্ত্বনিয়মাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম কাম্যমেবেতি নিত্যাদীনামপি মুমুক্ষোস্ত্যাগঃ স্যাদিতি সিদ্ধং নঃ সমীহিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব ত্যাগং বিচক্ষণাঃ প্রাহু র্ন স্বরূপতঃ ত্যাগং প্রাহুঃ অতো ন ত্বদিষ্টঃ সন্ন্যাসঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। অয়মাশয়ঃ যদ্যপি সন্ন্যাসত্যাগশব্দৌ নিবৃত্তিমেব ব্রূতঃ তথাপি সা বৈরাগ্যাদ্বা কায়ক্লেশভয়াদ্বা মৌঢ্যাদ্বা ভবতীতি তৎকারণানাং সাত্ত্বিকাদিভেদেন ভিন্নত্বাৎ তস্যা অপি সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন ত্রৈবিধ্যং ত্রিবিধশ্রদ্ধাপ্রধানত্বঞ্চ দুর্ব্বারং, নচাস্তিরিক্তোঽশ্রদ্দধানশ্চ ত্যক্তকর্ম্মাপি দৃষ্টবিক্ষেপহীনো দৃশ্যতে, যথোক্তং বার্ত্তিকাচার্য্যৈ "প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ॥' ইতি তস্মাদবিরক্তকৃত সন্ন্যাসাপেক্ষয়া নিষ্কামকর্ম্মাচরণমেব শ্রেয় ইত্যাশয়েন ভগবতা কাম্যকর্ম্মত্যাগঃ সন্ন্যাসত্বেন নিত্যাদিকর্ম্মণাং ফলানভিসন্ধানঞ্চ ত্যাগত্বেন স্তূয়তে ইতি, তস্মাদশ্রদ্ধয়া কৃতঃ সন্ন্যাসোঽপ্যসন্নেবেতি সন্ন্যাসাদুব্রহ্মণঃ স্থানমিতি স্মৃতং সফলং দাতুং ন সমর্থ ইতি যুক্তমুক্তং ভগবতা অশ্রদ্ধয়াকৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিতি। ততো নিত্যানামেব বিবিদিষা যোগাৎ কাম্যানাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ পূর্ব্বার্দ্ধস্যার্থঃ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলতস্ত্যাগ ইত্যুত্তরার্দ্ধ ইতি ব্যাখ্যানং পক্ষদ্বয়প্রদর্শনপরং তদগ্রিমেণ শ্লোকেন পৌনরুক্ত্যমাবহতীত্যুপেক্ষিতম্॥ ২॥

বিশ্বনাথ।—প্রথমং প্রাচ্যং মতমাশ্রিত্য সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োর্ভিন্নজাতীয়ার্থত্বমাহ

কাম্যানামিতি। "পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবং কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং স্বরূপেণৈব ত্যাগং সন্ন্যাসং বিদুঃ নতু নিত্যানামপি সন্ধ্যোপাস্ত্যাদীনামিতি-ভাবঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলত্যাগমেব নতু স্বরূপত্যাগং কেষাম-পীতিভাবঃ। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ফলং "কর্ম্মণা পিতৃলোক" ইতি "ধর্ম্মেণ পাপমপনু-দতীত্যাদ্যাশ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্ত্যেব। ইত্যতঃ ত্যাগে ফলাভিসন্ধিরহিতং সর্ব্বকর্ম্মকরণম্। সন্ন্যাসেতু ফলাভিসন্ধিরহিতং নিত্যকর্ম্মকরণং কাম্যকর্ম্মণাং তু স্বরূপেণৈব ত্যাগ ইতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ ২॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। অর্জ্জুনের জ্ঞানেচ্ছা-সহকৃত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানের বাসনায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। শাস্ত্রোপদেশ বিহিত অথবা রাগপ্রাপ্ত কাম্যকর্ম্মের এবং কর্ম্মজনিত ফলের ত্যাগকে কবিগণ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। যদি বলা যায়, মূলে "কাম্যানাং" এই যে বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অনর্থক। শ্রুতিতে 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র করিবে' ইত্যাকার যে সকল ব্যবস্থা আছে এ স্থলে তাহা ব্যাবৃত্ত হইতেছে। তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, এই সকল কর্ম্মও ফল প্রদানত্ব হেতু কাম্যরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতিও নানা স্থানে এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনতিকাল পরে শ্রীভগবানও বলিতেছেন যে, কর্ম্মের ফল তিন প্রকার, অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র। অতএব কমনীয় ফল প্রদান করে বলিয়া নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কাম্যরূপেই পরিগণিত। নিত্য নৈমিত্তিকাদি সকলই কর্ম্ম শব্দে সংজ্ঞিত। তৎসমূহের অনুষ্ঠানকালে, 'আমার এই ফল হউক,' ইত্যাকার যে সঙ্কল্প তাহারই পরিত্যাগের নাম ত্যাগ, বিচক্ষণ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এ স্থলে কাম্যগ্রহণ দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ দ্বারা তৎফলেরও ত্যাগসিদ্ধত্ব হেতু নিত্যনৈমিত্তিক ফল ত্যাগের বিষয়ও এ স্থলে নিরূপিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। অর্জ্জুনকৃত সংন্যাস ও ত্যাগ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, কবিগণ অর্থাৎ ক্রান্তদর্শি-গণ জানেন যে, কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, যথা 'পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিবে,' 'স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিবে,' ইত্যাদি কামনা দ্বারা বিহিত কর্ম্ম মাত্রের যে ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ, তাহারই নাম সংন্যাস। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পণ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন যে সর্ব্ব প্রকার ফল ত্যাগের সহিত কর্ম্মেরও

যে ত্যাগ তাহাই সংন্যাস। বিচক্ষণ অর্থাৎ নিপুণ অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্ব প্রকার কাম্যকর্ম্মের একমাত্র ত্যাগের নামই ত্যাগ। কিন্তু এতদ্দ্বারা স্বরূপত কর্ম্ম ত্যাগ বিহিত হইতেছে না। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের কোনই ফল নাই, তখন সেই অবিদ্যমান ফলের ত্যাগ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? বন্ধ্যার যেমন পুত্র ত্যাগ অসম্ভব, তদ্রূপ ফলহীন কর্ম্মের ফলত্যাগও অসম্ভব। ইহার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, 'পশুকাম' 'স্বর্গকাম' প্রভৃতি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ ফলের বিধান আছে, 'অহরহঃ সন্ধ্যাবন্দনা করিবে' 'যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবে,' ইত্যাদি ব্যবস্থায় যদিও ফলের কোন বিধান নাই, তথাপি ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে কার্য্যে কোনই পুরুষার্থ নাই, তাহাতেও মানবকে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত কিছু না কিছু ফলের বিধান আছে। "বিধির্বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদিরূপ যজ্ঞীয় ব্যবস্থাতেও ফলের সম্বন্ধ আছে। সে ফলের বিধান অতীব গুরু নহে সত্য, কিন্তু কথঞ্চিৎ ফলসম্বন্ধ সূচনা করিতেছে সন্দেহ নাই। এই সকল সামান্য ফলের বিধান মানবের মনে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া ভদভিমুখী করিবার নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে। কারণ পুরুষের প্রবৃত্তির কর্ম্মে অনাসক্তি দুর্লঙ্ঘনীয়। শ্রুতিও নিত্য কর্ম্মের ফল কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা; "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" "ধর্ম্মেণ পাপমনুদতি" অর্থাৎ এই সকল কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়; কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়; ধর্ম্ম করিলে পাপ উদিত হয় না। অতএব বিচক্ষণগণ সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই যে ত্যাগ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত হইয়াছে। যদি পুনরায় নিষ্ফল কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্তি না হয়, তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ সকল কর্ম্ম-সংযোগ পৃথক ন্যায়ানুসারে জ্ঞানার্থ বিনিযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ কোন কোন কর্ম্ম অবস্থা বিশেষে জ্ঞানেরই সহায়, আবার অন্যত্র ফলবিধায়ক হইয়া থাকে। (এই প্রসঙ্গের বিস্তারিত আলোচনা ৪৩৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনীতে দ্রষ্টব্য) শ্রুতি বলিয়াছেন, "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।" (৪৩৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এই শ্রৌত প্রমাণ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সকল ফল বন্ধন

হেতুভূত বোধে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানের নিমিত্তই কর্ম্ম সাধিত হয়। নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিবেকজনিত দেহাদির অভিমান নিবৃত্ত হইলে বুদ্ধির আত্মাভি-মুখী হওয়ার নামই বিবিদিষা অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা। যতক্ষণ সেইরূপ জ্ঞানেচ্ছা বলবতী না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সত্বশুদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানের অবিরোধী যথোচিত আবশ্যক কর্ম্ম সম্পাদন কালে তত্তৎ কর্ম্মজনিত ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করার নাম কর্ম্ম-ত্যাগ। স্বরূপত কর্ম্ম ত্যাগ বাস্তবিক সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মহীনতারূপ ত্যাগ শব্দে লক্ষিত নহে। শ্রুতি বলিতেছেন, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জীজিবিষেচ্ছতং সমাঃ।" (ঈশোপনিষৎ ২য় শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিবে। এতদ্দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করাই শাস্ত্রের উপদেশ। এইরূপ ভাবে ফলাভিসন্ধি পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ আপনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ ঘটিবে, অর্থাৎ ফলকামনা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুসরণ করিতে থাকিলে উত্তরোত্তর জ্ঞানের পরিপাকানুসারে কর্ম্মসংন্যাস স্বতঃ উপজাত হইবে। তথাচ উক্ত হইয়াছে যে, "প্রত্যেক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥" ইহার ভাবার্থ এই যে 'কর্ম্মসমূহ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বুদ্ধিকে প্রত্যগভিমুখী করিয়া কৃতার্থ হয়, অর্থাৎ যে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাদিগের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তৎসিদ্ধির পর সেই সকল কর্ম্মের প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়া যায়। তদনন্তর বর্ষাকালের অবসানে মেঘসমূহ যেরূপ তিরোহিত হয়, তদ্রূপে তাহাদেরও অবসান হইয়া থাকে।' শ্রীভগবানও এই গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এই স্থলে ভগবান্ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, যে মানব আত্মাবস্থায় তৃপ্ত, এবং আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, তাঁহার আর কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্‌যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।" অর্থাৎ যোগী কর্ম্মসমূহকে পরিত্যাগ করেন না, তিনিই কর্ম্মসমূহ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত

হইয়াছে যে, "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২০শ অধ্যায় ৯ শ্লোক) "জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বাঽনপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" (ভাগবত) অর্থাৎ 'যে পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে বিরক্তি না হয়, কিম্বা যাবৎ কাল মৎপ্রসঙ্গ শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপজাত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অন্যত্র যথা; জ্ঞাননিষ্ঠ এবং বিরক্ত অথবা মদ্ভক্ত কিম্বা সর্ব্বাপেক্ষা রহিত ব্যক্তি আশ্রমাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিধিবিরহিত ভাবে বিচরণ করেন।' অনন্তর প্রস্তাব অধিকতর পল্লবিত না করিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে ফলত্যাগ মাত্রই ত্যাগ শব্দ দ্বারা লক্ষিত, কর্ম্মত্যাগ লক্ষিত নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। অন্তিমে অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সূচীকটাহ ন্যায়ানুসারে অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। কর্ম্মকারের নিকট কটাহ প্রস্তুত করাইয়া লইবার নিমিত্ত এক ব্যক্তি উপস্থিত; সঙ্গে সঙ্গেই অপর ব্যক্তি সূচী প্রস্তুত করাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইলে কর্ম্মকার কটাহপ্রার্থী ব্যক্তিকে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া অগ্রে সূচী প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অচিরে তাহা সমাপ্ত করিয়া কটাহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। এক বৃহৎ কার্য্য আরব্ধ করিবার অবকাশে কৌশলী লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য বিশেষ সম্পন্ন করিয়া লইতে পারেন। ইহাকেই সূচীকটাহ ন্যায় বলে। পূর্ব্বশ্লোকের টীকায় দুইটী প্রশ্নাভাষ কথিত হইয়াছে; তন্মধ্যে উল্লিখিত সূচীকটাহ ন্যায়ানুসারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর অগ্রে প্রদত্ত হইতেছে। কামনা সহকৃত চিত্তশোধনক্ষম ইষ্টি পশু সোমাদি কর্ম্মের পরিত্যাগই সংন্যাস। সূক্ষ্মদর্শী বিদ্বদ্গণ এইরূপই জানেন, অর্থাৎ, ইষ্টি যাগ, সোম যাগ প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম ফলাভিসন্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত এবং তদ্ধেতু অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি সংঘটন করিতে যে সকল কর্ম্ম অক্ষম, কবিগণ তাহার ত্যাগকেই সংন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" (৪৩৯ পৃষ্ঠার

তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এই বেদাধ্যয়ন শব্দ দ্বারা কেহ কেহ ব্রহ্মচারিগণের আত্মজ্ঞানলাভার্থ অনুষ্ঠান লক্ষিত করিয়াছেন, এবং যজ্ঞ ও দান এই দুই শব্দ দ্বারা লক্ষিত গৃহস্থগণের আত্মজ্ঞান বিষয়ক কর্ম্মসাধন স্বীকার করিয়াছেন; আর তপ অনাশক শব্দদ্বয়ের দ্বারা লক্ষিত বাণপ্রস্থদিগের (১৫।১২৫০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) আত্মজ্ঞানবিধায়ক কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াছেন; অর্থাৎ উক্ত শ্রৌত বচনে বেদাধ্যয়ন, দান ও যজ্ঞ, তপ ও অনাশক, এই কয়টী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাধকগণ লক্ষিত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মচারিদিগেরই অবলম্বনীয়, যজ্ঞ ও দান গৃহস্থদিগেরই করণীয় এবং তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ কামের অনশন বাণপ্রস্থগণেরই কর্ত্তব্য। কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি মনে করেন যে, উল্লিখিতরূপ আশ্রমত্রয়ে অবস্থিত জনগণের পক্ষে উল্লিখিত বিহিত সাধন সমূহ দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিই এ স্থলে লক্ষিত। উক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপক্ষয়রূপ হিত সংসাধিত হয় এবং তজ্জন্য আত্মজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। কর্ম্ম সম্বন্ধে এক প্রকার মত এই যে, নিত্য কর্ম্ম সমূহ ভগদর্পণ বুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক এবং কাম্যকর্ম্মসমূহ তত্তৎ কর্ম্মজাত ফলাফলের সহিত পরিত্যাগ করা বিধেয়। অপর এক মতে বিচক্ষণগণ বলিয়া থাকেন যে, সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগই ত্যাগ। সর্ব্বপ্রকার কাম্য ও নিত্যকর্ম্মের শ্রুতি বিহিত ফলত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বশুদ্ধির বাসনায় জ্ঞানেচ্ছা সহকারে অনুষ্ঠানকে বিচারকুশল বিজ্ঞগণ ত্যাগ বলিয়া উল্লেখ করেন। ব্যবস্থা আছে যে, "খাদিরো যূপো ভবতি" এবং "খাদিরং বীর্য্যকামস্য যূপং করোতি" অর্থাৎ 'খদির কাষ্ঠের যূপ করিবে,' 'বীর্য্যকাম ব্যক্তির নিমিত্ত খদির কাষ্ঠের যূপ করিবে।' এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, একই খাদির যূপ এক স্থানে যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং অন্য স্থানে যজ্ঞকর্ত্তার কামনা সিদ্ধির সহায় হইয়াছে, সুতরাং দেখিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত স্থলে ফলের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানে তাহা ফলসংযুক্ত রহিয়াছে। অতএব একই অনুষ্ঠান কোথাও ক্রত্বর্থ অর্থাৎ যজ্ঞ সাধনার্থ প্রযুক্ত, অন্যত্র ফলবিধানার্থ বিনিযুক্ত। শতপথ শ্রুতিতে অগ্নিহোত্র (১৩০। ৬৪০ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) পশুসোম প্রভৃতি স্থলে বিবিদিষা অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা এবং কর্ম্মজনিত ফল উভয়েরই বিধান আছে। একেরই উভয়ত্বের বিধান, সংযোগপৃথকত্ব ন্যায়ানুসারে (৪৩১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) ঘটিতেছে। অর্থাৎ এক স্থলে উভয় ব্যবস্থাই সংযুক্ত ভাবে অথবা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ

করা যায়। সংক্ষিপ্ত শারীরক ভাষ্যে কথিত আছে যে, "শতপথ ব্রাহ্মণনির্দ্দিষ্ট 'যজ্ঞেন' ইত্যাদি বাক্য সমূহকে গ্রহণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনান্তে পুরুষের জ্ঞানেচ্ছা সাধনে নিযুক্ত হয়।" অতএব ফলাভিসন্ধি না করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় কাম্যকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিকক্রিয়ার স্বতঃ কাম্য বা নিত্যরূপ বিশেষত্ব নাই, অর্থাৎ কাম্য ভাব ও নিত্য কর্ত্তব্যতা এই সম্বন্ধ তাহার সহিত স্বতঃ সংযুক্ত নহে; পুরুষের অভিপ্রায় ভেদানুসারে তাদৃশ বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা যদি তাহা কোন কামনা সিদ্ধির সহায় ভাবিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই তাহার কাম্যরূপ বিশেষত্ব ঘটে; আর যদি অবশ্য গ্রহণীয় নিত্যকর্ম্ম বোধে তিনি তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাহার নিত্যস্বরূপ বিশেষত্ব ঘটিয়া থাকে। ফলাভিসন্ধি যদি পরিহার করা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত রূপ ভেদের সম্ভাবনা আর কোথায় আছে? নিত্য কর্ম্মের সহিত ফল সদ্ভাবের অসাধারণ সম্বন্ধ। কর্ম্মের ইষ্ট অনিষ্ট মিশ্র ভেদে ত্রিবিধ ফল শ্রীভগবান্ পরে "অনিষ্ট মিষ্টং মিশ্রঞ্চ" (১২শ শ্লোক) এই স্থলে বলিবেন। জ্ঞানেচ্ছা দ্বারা নিত্য কর্ম্মের এবং কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগই প্রথমার্দ্ধের অর্থ। প্রথমার্দ্ধে শ্রীভগবান্ সন্ন্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলের সহিত কাম্য-কর্ম্মের পরিহারই সেইরূপ সন্ন্যাসের লক্ষণ। কাম্য ও নিত্য কর্ম্মের সহিত জ্ঞানেচ্ছার সংযোগ হেতু সুদূরবর্ত্তী ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করাই দ্বিতীয়ার্দ্ধে লক্ষিত। শ্লোকের দ্বিতীয়াংশে ত্যাগের লক্ষণ বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানেচ্ছা বলবতী হইলে তুচ্ছ ফল প্রাপ্তির কামনা আর থাকে না, তখন ফলা-ভিসন্ধি পরিহার পূর্ব্বক কেবল জ্ঞান লাভেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষেরা কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন। সেই অবস্থার নাম ত্যাগ। বার্ত্তিককারও এইরূপ অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন। অতএব ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, ফলের সহিত কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগের নামই সন্ন্যাস। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগের নামই ত্যাগ। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ঘট, পট, যেরূপ পরস্পর ভিন্ন জাতীয়, সন্ন্যাস ও ত্যাগ সেরূপ ভিন্ন জাতীয় নহে। কিন্তু

অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগ উভয়েরই সমান প্রয়োজন। অর্জ্জুনকৃত এক প্রশ্নের উত্তর এস্থলে প্রদত্ত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। মনুষ্য পুত্রাদি কামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সেই সকল অনুষ্ঠানের মূলে কামনা নিহিত রহিয়াছে। সর্ব্ব কর্ম্মই কোন না কোন প্রকার ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং তত্ত্বাবতই কাম্যরূপেই পরিগণিত। নিত্যাদিও কাম্য শ্রেণীর অন্তর্ভূত, অতএব মুক্তিকামিদিগের নিত্যাদিকেও ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলত্যাগই ত্যাগ, বিচক্ষণেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ কেবল কর্ম্মজনিত ফলত্যাগই ত্যাগ, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মত্যাগও ত্যাগ শব্দে লক্ষিত নহে। এতদ্দ্বারা সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার ভাবার্থ এই যে, সন্ন্যাস এবং ত্যাগ এতদুভয়কে যদিও নিবৃত্তিমাত্র বোধক বলা হয়, তাহা হইলেও ইহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইতেছে যে, সেই নিবৃত্তি কেবল বৈরাগ্য, কায়ক্লেশ-ভীতি বা মূঢ়তা হইতে কখনই জন্মিতে পারে না। সাংসারিক বিবিধ বিরোধী ঘটনার সংঘর্ষে অবসন্ন ও বিরক্ত হইয়া যদি কেহ ত্যাগের পথ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার সেই ত্যাগবলে যে নিবৃত্তি উপজাত হইবে, অথবা যদি কেহ আলস্য-পরতন্ত্র ও দৈহিক শ্রমবিমুখ হইয়া ত্যাগাবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই ত্যাগের দ্বারা যে তাহার নিবৃত্তি জন্মিবে, অথবা কেহ যদি মূঢ়তা হেতু কর্ম্ম বিমুখ হইয়া ত্যাগাশ্রয় করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে তাহার নিবৃত্তি লাভ ঘটিবে এরূপ মনে করা অসঙ্গত। দেখিতে হইবে যে, নিবৃত্তির কারণ স্বরূপ ত্যাগ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ, সুতরাং সেই নিবৃত্তিকেও ত্রিবিধা বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেই তিন ভাগ শ্রদ্ধাপ্রধান অর্থাৎ ত্রিবিধ শ্রদ্ধামূলক। প্রকৃত শ্রদ্ধার আবির্ভাব না হইলে, প্রকৃত বিরক্তি হৃদয়ে না জন্মিলে, ত্যাগাশ্রয় করিলেও চিত্ত সতত শান্তভাবে ত্যাগানুরত থাকে না, এবং বহু বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এইজন্য বার্ত্তিকাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎ-সুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়ঃ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'ভ্রমপরায়ণ বিক্ষিপ্তচিত্ত ক্রূর বিবাদপ্রিয় সন্ন্যাসীরা কলুষিতান্তঃকরণ।' অতএব হৃদয়ে যথার্থ বিরক্তি না জন্মিলেও যে সন্ন্যাস অবলম্বিত হয়, তাহার অপেক্ষা

নিষ্কাম কর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীভগবান্ কাম্য কর্ম্ম ত্যাগকে সন্ন্যাসরূপে এবং নিত্যাদি কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগকে ত্যাগরূপে প্রশংসা করিতেছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, সন্ন্যাসে কেবল কাম্যকর্ম্ম ত্যাগেরই প্রয়োজন, এবং ত্যাগে কেবল নিত্য কর্ম্মাদির ফলকামনা পরিহার করা আবশ্যক। অতএব অশ্রদ্ধা সহকৃত যে সন্ন্যাস, তাহা অসৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহারকালে শ্রীভগবান্ যে বলিয়াছেন, অশ্রদ্ধা দ্বারা কৃত সমস্ত কার্য্যই ব্যর্থ, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নিত্যকর্ম্ম সমূহের সহিত জ্ঞানেচ্ছা মিলিত হইলে তত্তৎকর্ম্মজনিত ফলাকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া যায়, সুতরাং তত্তাবৎ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না, এইরূপে নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ এবং স্বরূপত অর্থাৎ কামনাসহ কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ, এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ দ্বারা লক্ষিত। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে লক্ষিত। পক্ষদ্বয় প্রদর্শন অর্থাৎ ত্যাগ ও সন্ন্যাস এই উভয় ভাব প্রদর্শনের নিমিত্ত এই ব্যাখ্যা অবতারিত হইল। এস্থানে এতদ্বিষয়ক অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। কারণ পূর্ব্বশ্লোকে এতদ্বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়াছে।

এই গীতা শাস্ত্র প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত তত্ত্বকথার আলোচনায় পরিপূরিত, ত্যাগ ও সন্ন্যাস বিষয়ক তত্ত্ব তন্মধ্যে প্রধানতম বলিয়া উল্লেখ করিলে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞানের নিমিত্তই এই পরম পবিত্র শাস্ত্র জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অথবা জ্ঞানেচ্ছা বলবতী হইলে মনুষ্য স্বতঃ সন্ন্যাস বা ত্যাগ এতদুভয়ের একতর পথ আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সন্ন্যাস কাহাকে বলে এবং ত্যাগই বা কি, ইহা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করা সকলেরই আবশ্যক। সন্ন্যাস শব্দ ত্যাগবাচক, অতএব সহজেই উভয় শব্দ সমানার্থ-বাচী বলিয়া মনে হইতে পারে। এই জন্যই শ্রীমদর্জ্জুন স্পষ্টরূপে এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান্ এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগের নামই সন্ন্যাস, এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগের নামই ত্যাগ। ভগবদুক্তি বিশদ ও পরিষ্কার হইলেও পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃদ্গণের অনেকে নানা প্রকার কূটার্থের অবতারণা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যা-সমুদ্র মন্থন করিলে ইহাই লব্ধ হয় যে, যত কিছু অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে কামমূলক কর্ম্ম সমূহ অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মের মূলে ভাবী কামনা বিশেষের বীজ নিহিত আছে, তত্তাবতের পরিত্যাগ করাই সন্ন্যাস। অনুষ্ঠেয় বিস্তর কর্ম্মই

কামনামূলক। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র কামনা বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; সেই সকল কর্ম্মের অনুসরণ সন্ন্যাসীর পক্ষে অবিধেয়। আর ত্যাগ শব্দদ্বারা শ্রীভগবান্ কোন কর্ম্মত্যাগ লক্ষ্য করেন নাই। সামান্য ও মহৎ, নিত্য ও নৈমিত্তিক, মনুষ্যের তাবৎ কর্ম্মের মূলে কামনা রহিয়াছে। সেই কামনাই তাহার উন্নতির অন্তরায়। মনুষ্য যত ইচ্ছা কার্য্য করুক, অবিচ্ছেদে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতে থাকুক, কিন্তু তজ্জনিত ফলাভিসন্ধি পরিহার করাই তাহার পক্ষে বিধেয়। এইরূপ ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম ত্যাগ।

মোক্ষলাভার্থী মানবের পক্ষে প্রথম হইতেই সাংসারিক কার্য্য সাধন কালে ত্যাগ অভ্যাস করা আবশ্যক। বৈষয়িক ব্যাপারে, লৌকিক উন্নতি সাধনে সর্ব্বত্রেই ধীরে ধীরে হৃদয়ে ত্যাগের ভাব বদ্ধমূল করা শ্রেয়ঃ। অধ্যবসায়ের বিফলতায়, আরব্ধ ব্রতের অসমাপ্তিতে, আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিতে এবং অভিসন্ধির অসাফল্যে হতাশ না হইয়া, কাতর না হইয়া, এবং ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সমভাবে গন্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই মনুষ্যের পক্ষে পরম কল্যাণকর। ক্ষুদ্র ত্যাগ অভ্যস্ত হইলে, ফলাফলের সহিত সম্বন্ধ অন্তর হইতে অন্তরিত হইলে ক্রমশঃ মহৎ ত্যাগ আয়ত্ত হইবে এবং যে ত্যাগের ফলে নির্লিপ্ততা উপজাত হইয়া মনুষ্যকে আত্মানন্দে উন্মত্ত করিয়া রাখিবে, পারলৌকিক নিঃশ্রেয়সের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, সেই অতি প্রার্থিত পরম ত্যাগ অভ্যস্ত হইবে। এই সংসার আমাদিগের শিক্ষাস্থল। আমরা যেসকল অসার অলীক বিষয়ের অনুসরণে সংসারে জীবনপাত করি, সতর্ক থাকিলে তত্তাবতের মধ্য হইতেই নিরন্তর পরম শিক্ষা লাভ করিতে পারি। আমরা চক্ষু কর্ণ যথোপযুক্তরূপে ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারি যে, আশার সাফল্য ও বৈফল্য সমানই কথা। কারণ যে রঙ্গভূমিতে আমরা অভিনয় করিতেছি, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং তাহার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ অত্যল্পকালব্যাপী, সেখানে সফলতা ও বিফলতা জনিত কোন ক্ষতি বৃদ্ধি আমাদিগের ঘটে না। আজি যে জন্য লালায়িত হইতেছি, কালি তাহা ফুরাইয়া যাইবে। অতএব

প্রণিধান করিয়া এই শিক্ষাক্ষেত্রে ত্যাগ অভ্যাস করা আবশ্যক। কারণ সেই ত্যাগ আমাদিগকে পরম হিতকর পথে লইয়া যাইবে ॥ ২ ॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—একে মনীষিণঃ (সাংখ্যবাদিনঃ) কর্ম্ম দোষবৎ (দোষ-যুক্তং) ইতি (হেতোঃ) ত্যাজ্যং (ত্যাগার্হং) প্রাহুঃ (বদন্তি) অপরে (মীমাংসকাঃ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ (পরিত্যক্তব্যং) ইতি [কথয়ন্তি] ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—কোন সাংখ্য-বাদিগণ কর্ম্ম দোষ-যুক্ত এই-হেতু ত্যাজ্য বলেন, অন্য-মীমাংসকগণ যজ্ঞ-দান-তপ-রূপ-কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে ইহা [বলেন] ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—সাংখ্যবাদিগণ বলেন, সকল কর্ম্মই দোষযুক্ত, অতএব ইহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য ; মীমাংসকগণ বলেন যে, যজ্ঞ দান তপ প্রভৃতি কর্ম্ম কথনই পরিত্যাজ্য নহে, ইহা অবশ্যানুষ্ঠেয় ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদি কাম্যকর্ম্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বার্থো বক্তব্যঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগমাত্রং সংন্যাসত্যাগশব্দয়োরেকোঽর্থঃ স্যাৎ ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ। ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্ম্মণাং ফলমেব নাস্তীত্যাহুঃ কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ ইতি যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগো, নৈষ দোষঃ নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ভগবতা ফলবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ, বক্ষ্যতি হি ভগবান্ অনিষ্টমিতি ন তু সন্ন্যাসিনামিতি চ। সন্ন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্ম্মফলাসম্বন্ধং দর্শয়ন্ সন্ন্যাসিনাং নিত্যকর্ম্মফলপ্রাপ্তিং দর্শয়তি ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্যেতি ॥ ২ ॥ ত্যাজ্যং দোষেতি। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যং দোষবৎ দোষোঽস্যাস্তীতি দোষবৎ কিং তৎ কর্ম্ম বন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব অথবা দোষো যথা-

রাগাদিমত্ত্বাত্তে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাঙ্খ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতাঃ অধিকৃতানাঞ্চ কর্ম্মিণামপীতি। তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে কর্ম্মিণ এবাধিকৃতানপেক্ষ্যেতে বিকল্পাঃ ন তু জ্ঞাননিষ্ঠান্ ব্যুত্থায়িনঃ সন্ন্যাসিনোঽপেক্ষ্য। জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তা ইতি কর্ম্মাধিকারাদপোদ্ধৃতা যে ন তান্ প্রতি বিহিতা চিন্তা, ননু কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি অধিকৃতাঃ পূর্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সর্ব্বশাস্ত্রোপসংহারপ্রকরণে যথা বিচার্য্যন্তে তথা সাঙ্খ্যা অপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্য্যন্তামিতি, ন তেষাং মোহক্লেশদুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তের্ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাঙ্খ্যা আত্মনি পশ্যন্তি, ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ, অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম্ম পরিত্যজন্তি নাপি তে কর্ম্মাণ্যাত্মনি পশ্যন্তি যেন নিয়তং কর্ম্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুর্গুণানাং কর্ম্ম নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি হি তে সন্ন্যস্যন্তি। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যেত্যাদিভির্হি তত্ত্ববিদঃ সন্ন্যাসপ্রকার উক্তস্তস্মাদ্ যেঽন্যেঽধিকৃতাঃ কর্ম্মণ্যনাত্মবিদো যেষাঞ্চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি কায়ক্লেশভয়াচ্চ ত এব তামসাস্ত্যাগিনো রাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে কর্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিদনিকেতঃ স্থিরমতিরিতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থসন্ন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ, বক্ষ্যতি চ জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠেতি, তস্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ কর্ম্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সন্ন্যাস উচ্যতে, ন মুখ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবে চ ন হি দেহভৃতেতি হেতুবচনান্মুখ্য এবেতি চেন্ন হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ। যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরেব যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তম্ অর্জ্জুনং প্রতি বিধানাৎ তথেদমপি নহি দেহভৃতা শক্যমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং বচনম্। ন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্তে ইত্যস্য পক্ষস্যাপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যস্তস্মাৎ কর্ম্মণ্যধিকৃতান্ প্রত্যেবৈষ সন্ন্যাসত্যাগবিকল্পঃ যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাঙ্খ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসলক্ষণায়ামধিকারো নান্যত্রেতি ন তে বিকল্পার্হাস্তথোপপাদিতমস্মাভির্বেদাবিনাশিনমিত্যস্মিন্ প্রদেশে তৃতীয়াদৌ চ॥ ৩॥

আনন্দগিরি।—তৎ কিমিদানীং সন্ন্যাসত্যাগশব্দয়োরাত্যন্তিকং ভিন্নার্থত্বং তথা চ প্রসিদ্ধিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাবান্তরভেদেঽপি নাত্যন্তিকভেদোঽস্তীত্যাহ যদীতি। পুত্রাভাবাদ্বন্ধ্যায়াস্ত্যাগাযোগবন্নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণামফলানাং ফলত্যাগানুপপত্তেরুক্তস্ত্যাগশব্দার্থো ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে নন্বিতি। নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মফলস্য বন্ধ্যাপুত্রসাদৃশ্যাভাবাত্তত্যাগসম্ভবাদুক্তস্ত্যাগশব্দার্থঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে নৈষ দোষ ইতি। ভগবতা তেষাং ফলবত্ত্বমিষ্টমিত্যত্র বাক্যশেষমনুকূলয়তি বক্ষ্যতীতি। তর্হি সন্ন্যাসিনামসন্ন্যাসিনাঞ্চ নিত্যাদ্যনুষ্ঠায়িনামবিশেষেণ তৎফলং স্যাদিতি চেন্নৈবেত্যাহ ন ত্বিতি। বক্ষ্যতীত্যনুকর্ষণঞ্চকারার্থঃ। প্রসক্তস্য বচসোঽর্থং প্রকৃতোপযোগিত্বেন সংগৃহ্য স্মারয়তি সন্ন্যাসিনামিতি॥২॥ কাম্যানি বর্জ্জয়িত্বা নিত্যনৈমিত্তিকানি ফলাভিলাষাদৃতে কর্ত্তব্যানীত্যুক্তং পক্ষং প্রতিপক্ষনিরাসেন দ্রঢ়য়িতুং বিপ্রতিপত্তিমাহ ত্যাজ্যমিতি। কর্ম্মণঃ সর্ব্বস্য দোষবত্ত্বে হেতুমাহ বন্ধেতি। দোষবদিত্যেতদ্দৃষ্টান্তত্বেন ব্যাচষ্টে অথবেতি।

কর্ম্মণ্যনধিকৃতানামকর্ম্মিণামেব কর্ম্ম ত্যাজ্যং কর্ম্মিণাস্তত্ত্যাগে প্রত্যবায়াদিত্যাশঙ্ক্যাহ অধিকৃতানামিতি। ন হি তেষামপি কর্ম্ম ত্যজতাং প্রত্যবায়োহহিংসাদিযুক্তস্য কর্ম্মণোহনুষ্ঠানে পরং প্রত্যবায়াদিতি ভাবঃ, সাঙ্খ্যাদিপক্ষসমাপ্তাবিতিশব্দঃ। মীমাংসকপক্ষমাহ তত্রৈবেতি। কর্ম্মাধিকৃতেষ্বেবেতি যাবৎ, কর্ম্ম নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ। কাম্যানাং কর্ম্মণামিত্যারভ্য শ্লোকাভ্যাং কর্ম্মিণোহধিকৃতাননধিকৃতাংশ্চাপেক্ষ্য দর্শিতবিকল্পানাং প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মিণ ইতি। এবকারব্যবচ্ছেদ্যমাহ নত্বিতি। তদেব স্ফুটয়তি জ্ঞানেতি। কর্ম্মাধিকৃতানাং জ্ঞাননিষ্ঠাতোবিভক্তনিষ্ঠাবত্ত্বেন পূর্ব্বোক্তানামপি শাস্ত্রার্থোপসংহারে পুনর্বিচার্য্যত্ববজ্জ্ঞাননিষ্ঠানামপি বিচার্য্যত্বমত্রাবিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে নত্বিতি। সাঙ্খ্যানাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং নাত্র বিচার্য্যতেত্যুত্তরমাহ ন তেষামিতি। নন্থ তেষামপি স্বাত্মনি ক্লেশদুঃখাদিপশ্যতান্তদনুরোধেন রাজসকর্ম্মত্যাগসিদ্ধের্ব্বিচার্য্যত্বং নেত্যাহ ন কায়েতি। তত্র ক্ষেত্রাধ্যায়োক্তং হেতুং কথয়তি ইচ্ছাদীনামিতি। স্বাত্মনি সাঙ্খ্যাদীনাং ক্লেশাদ্যপ্রতিপত্তৌ ফলিতমাহ অত ইতি। নন্থ তেষাং ক্লেশাদ্যদর্শনেহপি স্বাত্মনি কর্ম্মাণি পশ্যতাস্তত্ত্যাগোযুক্তস্তেষাং কায়ক্লেশাদিকরত্বান্নেত্যাহ নাপীতি। অজ্ঞানাম্মোহমাহাত্ম্যাৎ নিয়তমপি কর্ম্ম ত্যক্তুং শক্যং ন তত্ত্ববিদাং স্বাত্মনি কর্ম্মাদর্শনেতত্ত্যাগে হেত্বভাবাদিতি মত্বাহ মোহাদিতি। কথং তর্হি তেষামাত্মনি কর্ম্মাণ্যপশ্যতাং প্রাপ্ত্যভাবে তত্ত্যাগঃ সন্ন্যাসস্তত্রাহ গুণানামিতি। অবিবেকপ্রাপ্তানাং কর্ম্মণাং ত্যাগস্তত্ত্ববিদামিত্যুক্তং স্মারয়ন্নপ্রাপ্তপ্রতিষেধং প্রত্যাদিশতি সর্ব্বেতি। তত্ত্ববিদামত্রাবিচার্য্যত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। যেনাত্মবিদস্তত এবেত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণ্যধিকৃতানামনাত্মবিদাং কর্ম্মত্যাগসম্ভাবনাং দর্শয়তি যেষাঞ্চেতি। তন্নিন্দা কুত্রোপযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মিণামিতি। কিঞ্চ পরমার্থসন্ন্যাসিনাং প্রশস্তত্বোপলম্ভান্ন নিন্দাবিষয়ত্বমিত্যাহ সর্ব্বেতি। কিঞ্চাত্রাপি সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথেত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়া বক্ষ্যমাণত্বাত্তদ্বতান্নেহ বিচার্য্যতেত্যাহ বক্ষ্যতীতি। কর্ম্মাধিকৃতানামেবাত্র বিবক্ষিতত্বং ন জ্ঞাননিষ্ঠানামিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। নন্থ সন্ন্যাসশব্দেন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য গ্রাহত্বাত্তথাবিধসন্ন্যাসিনামিহ বিবক্ষিতত্বম্ প্রতিভাতি তত্রাহ কর্ম্মেতি। সন্ন্যাসশব্দেন মুখ্যস্যৈব সন্ন্যাসস্য গ্রহণঙ্গৌণমুখ্যয়োর্ম্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয়াদন্যথা তদসম্ভবে হেতূক্তিবৈয়র্থ্যাদপ্রাপ্তপ্রতিষেধাদিতি শঙ্কতে সর্ব্বেতি। নেদং হেতুবচনং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবসাধকং কর্ম্মফলত্যাগস্তুতিপরত্বাদিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। এতদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি। দৃষ্টান্তেহপি যথাশ্রুতার্থত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যথোক্তেতি। নহি ফলত্যাগাদেব জ্ঞানং বিনা মুক্তির্যুক্তা মুক্তের্জ্ঞানৈকাধীনত্বসাধকশ্রুতিস্মৃতিবিরোধাদদ্বেষ্টেত্যাদিনা চানন্তরমেব জ্ঞানসাধনবিধানানর্থক্যাদতস্ত্যাগস্তুতিরেবাত্র গ্রাহ্যেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তগতমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তথেতি। প্রাগুক্তপক্ষাপবাদবিবক্ষয়া হেতূক্তের্ম্মুখ্যার্থত্বমেব কিম্ নস্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদপবাদে হেত্বভাবান্নৈবমিত্যাহ সর্ব্বেতি। নচেয়মেব হেতূক্তিস্তদপবাদিকান্যথা সিদ্ধেরুক্তত্বাদিতিভাবঃ। মুখ্যসন্ন্যাসাপবাদাসম্ভবে সন্ন্যাসত্যাগবিকল্পস্য কথম্ সাবকাশতেত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। জ্ঞাননিষ্ঠান্ প্রত্যুক্তবিকল্পানুপপত্তৌ কুত্র তেষামধিকারস্তত্রাহ যে ত্বিতি। সন্ন্যাসিনাং বিকল্পানর্হত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেবাধিকারস্য ভূয়ঃসু প্রদেশেষু সাধিতত্বান্ন সাধনীয়ত্বাপেক্ষেত্যাহ তথেতি ॥ ৩॥

রামানুজ।—ত্যাজ্যমিতি। ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ। একে মনীষিণঃ কাপিলাবৈদিকাশ্চ তন্মতানুসারিণো রাগাদিদোষবদ্বন্ধকত্বাৎ সর্ব্বং যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ। [অপরে পণ্ডিতা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ] ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যং দোষবৎ কর্ম্ম তস্মাৎ বন্ধহেতুত্বাৎ ত্যাজ্যমিত্যেকে মনীষিণঃ প্রাহুঃ অথবা দোষশব্দেন রাগদ্বেষৌ উচ্যন্তে দোষবৎ রাগদ্বেষবন্ধাভ্যাং তুল্যং কর্ম্মত্যাজ্যমেব বন্ধকত্বাদিত্যেকে মনীষিণঃ প্রাহুঃ। নিত্যং যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানব" ইতি বচনাৎ মোক্ষার্থিনামপি ন ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—এতদেব মতান্তরনিরাসেন দ্রঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্ম্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ, মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যাহ অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদিপ্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারত্বমাহ অতোভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাৎ দ্রব্যসাধ্যেষু সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত" ইতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ, ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্ত্তব্যা সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি বিধির্ব্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেষত্বস্য, নত্বেবং নিষেধোনিষেধ্যস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিত্বাৎ অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধা নাস্তি দোষবত্ত্বম্ অতোনিত্যং যজ্ঞাদিকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি ॥ ৩ ॥

বলদেব।—ত্যাগে পুনরপি মতভেদমাহ ত্যাজ্যমিতি। একে মনীষিণো ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি শ্রুতিদর্শিনঃ কাপিলাঃ কর্ম্ম দোষবৎ পশুহিংসাদিদোষযুক্তং ভবত্যতস্ত্যাজ্যং স্বরূপতো হেয়মিত্যাহুঃ। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেতেতি শ্রুতিস্তু হিংসায়াঃ ক্রত্বঙ্গত্বমাহ ত্বনর্থহেতুত্বং তস্যা নিবারয়তি। তথা চ দ্রব্যসাধ্যত্বেন হিংসায়াঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম ত্যাজ্যমিতি। অপরে জৈমিনীয়াস্ত যজ্ঞাদিকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তস্য বেদবিহিতত্বেন নির্দ্দোষত্বাদিত্যাহুঃ। যদ্যপি হিংসানুগ্রহাত্মকং কর্ম্ম তথাপি তস্য বেদেন ধর্ম্মত্বাভিধানান্ন দোষবত্ত্বমতঃ কার্য্যমেবেত্যর্থঃ। ন হিংস্যাদিতি সামান্যতো নিষেধস্তু ক্রতোরন্যত্র তস্যাঃ পাপতামাহেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—অধুনা দ্বিতীয়প্রশ্নপ্রতিবচনায় সংন্যাসত্যাগশব্দার্থস্য ত্রৈবিধ্যং নিরূপয়িতুং তত্র বিপ্রতিপত্তিমাহ ত্যাজ্যমিতি। সর্ব্বং কর্ম্ম বন্ধহেতুত্বাৎ দোষবৎ দুষ্টম্ অতঃ কর্ম্মাধিকৃতৈরপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেত্যেকে মনীষিণঃ প্রাহুঃ যদ্বা দোষবৎ দোষ ইব যথাদোষোরাগাদিস্ত্যজ্যতে তদ্বৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যমনুৎপন্নবোধৈরনুৎপন্নবিবিদিষৈঃ কর্ম্মাধিকারিভিরপীত্যেকঃ পক্ষঃ, অত্র দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ কর্ম্মাধিকারিভিরন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা বিবিদিষোৎপত্ত্যর্থং যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে মনীষিণঃ প্রাহুঃ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইদমেব পক্ষদ্বয়মাহ ত্যাজ্যমিতি। একে মুখ্যাঃ মনীষিণো মনোনিগ্রহসমর্থাঃ পরমাত্মন্যুৎপন্ন বিবিদিষাণাং পুরুষাণাং দোষবৎ রাগাদয়ো যথা ত্যাজ্যাস্তদ্বৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ। অপরে তু বিবিদিষার্থিনা যজ্ঞাদিকম্ ন ত্যাজ্যমিতি বা প্রাহুরিত্যনুবর্ত্ততে। তথাচ দ্বিবিধাঃ শ্রুতয়ঃ উপলভ্যন্তে "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ইত্যাদ্যাঃ। অচিদ্বিষয়মেবৈতৎ পক্ষদ্বয়ং বিদুষাস্তু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিকারণস্যাজ্ঞানস্য নষ্টত্বাৎ স্বতঃ সিদ্ধ এব ত্যাগঃ ইতি ন তান্ প্রতি কর্ম্ম বিধির্ব্বা তৎত্যাগবিধির্ব্বা প্রবর্ত্ততে। যথোক্তং "ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসা"বিতি ॥ ৩॥

বিশ্বনাথ।—ত্যাগে পুনরপি মতভেদমুপক্ষিপতি ত্যাজ্যমিতি। দোষবৎ হিংসাদিদোষবত্বাৎ কর্ম্ম স্বরূপত এব ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ। অপরে মীমাংসকাঃ যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম শাস্ত্রে বিহিতত্বাৎ ন ত্যাজ্যমিত্যাহুঃ ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর শ্রীভগবান্ ত্যাগের তত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পূর্ব্বশ্লোকে সন্ন্যাসীর পক্ষে কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ এবং ত্যাগীর পক্ষে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগের কথা কথিত হইয়াছে। উভয়ত্রই ত্যাগ সাধারণ লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এই ত্যাগের প্রসঙ্গ আরও স্পষ্টরূপে বিবৃত করা বিধেয়; নতুবা ত্যাগের তত্ত্ব প্রণিধান করিতে ভ্রম হওয়া সম্ভবপর।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। যদি কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ অথবা ফলপরিত্যাগ করাই ভগবদুক্তির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের পরিত্যাগ এক অর্থরূপে পরিগণিত হইতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ঘট ও পটের ন্যায় সন্ন্যাস ও ত্যাগের অর্থ জাত্যন্তরভূত। এতদুভয়ের অবান্তর ভেদ থাকিলেও আত্যন্তিক ভেদ নাই। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার কোন ফল নাই, অতএব তৎসম্বন্ধে ফল পরিত্যাগের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। যেমন বন্ধ্যার পুত্রত্যাগ অলীক, তদ্রূপ ফলহীন কর্ম্মের ফলত্যাগের প্রস্তাবও অনর্থক। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এরূপ ফল ত্যাগের প্রসঙ্গে কোন দোষ হইতেছে না। ভগবান্ নিত্য কর্ম্মেরও ইষ্টস্বরূপ ফল বিধান করিয়াছেন বলিয়া ফলত্যাগের প্রসঙ্গ দোষাবহ হইতে পারে না। এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে "অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ" এই বাক্যে শ্রীভগবান্ কর্ম্মজনিত ফলের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুতরাং কোন প্রকার কর্ম্মই সম্পূর্ণ নিষ্ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সন্ন্যাসী অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মত্যাগী এবং অসন্ন্যাসী অর্থাৎ নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, এতদুভয়ই কি নিত্যাদি কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিলে সমান ফলভাগী হইবে? তাহা হইতে পারে না। উল্লিখিত ১২শ শ্লোকের মধ্যে সন্ন্যাসিদিগেরই কেবল কর্ম্ম ফলের সহিত অসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া অসন্ন্যাসিদিগের নিত্যকর্ম্মজনিত ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্ম দোষবৎ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। দোষাবহ মনে করিয়া কর্ম্মের সংস্রব পরিত্যাজ্য অথবা রাগাদি দোষ যেরূপ পরিহার করা উচিত, তদ্রূপ কর্ম্মের সংস্রব পরিত্যাজ্য। কারণ তাহা বন্ধনের হেতুভূত। সাঙ্খ্যদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞানবান্ বিচক্ষণগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাই এক শ্রেণীর অর্থাৎ সাংখ্য সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় (২৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। যাহারা কর্ম্মে অধিকারী এবং যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, উভয়েরই কর্ম্ম ত্যাগ করা আবশ্যক। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অকর্ম্মিদিগের ন্যায় কর্ম্মাধিকারীরা যদি কর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যবায় ঘটিতে পারে? এরূপ আশঙ্কা অনর্থক; অধিকারিদিগেরও কর্ম্ম ত্যাগ করা আবশ্যক। অপর এক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। যে ত্যাগের কথা আলোচিত হইতেছে, তাহা কর্ম্মিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইতেছে। কর্ম্মত্যাগী জ্ঞাননিষ্ঠ শুদ্ধ বুদ্ধসন্ন্যাসিগণ ইহার লক্ষ্যস্থল নহে। পূর্ব্বে "জ্ঞানযজ্ঞেন সাংখ্যানাং" (৩য় অধ্যায় ৩য় শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, জ্ঞানযোগিদিগের পক্ষে অর্থাৎ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাদিগের পক্ষে কোন কর্ম্মের বিধান নাই। সুতরাং যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী হইতে অতীত, তাঁহাদিগের পক্ষে কোনই কর্ম্মের ব্যবস্থা নাই। যদি বলা যায় পূর্ব্বোল্লিখিত ৩য় অধ্যায় স্থিত ৩য় শ্লোকে "কর্ম্মযোগেন যোগিনাং" এই বাক্যে কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থের উপসংহারাধ্যায়ে সেই কর্ম্মাধিকারিগণের প্রসঙ্গ যেরূপ ভাবে শ্রীভগবান্ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গও সেইরূপ বিচার্য্য বুঝিতে হইবে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, এরূপ অনুমান অসম্মত। কারণ সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ দুঃখ ক্লেশ বা মোহ নিবন্ধন ত্যাগাবলম্বন করেন না,

অর্থাৎ কোন প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তাঁহারা ত্যাগপরায়ণ হন না। কেবল জ্ঞাননিষ্ঠার প্রাবল্যে মোক্ষ লাভার্থ তাঁহারা ত্যাগধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনার মধ্যে কোনরূপ শারীরিক ক্লেশজনিত দুঃখ দর্শন করেন না, অর্থাৎ দৈহিক কোনরূপ ক্লেশ তাঁহাদিগকে কোন-রূপে অভিভূত করিতে পারে না। ইচ্ছা দ্বেষ প্রভৃতি সকলই ক্ষেত্রের ধর্ম্ম (১৩ অধ্যায় ৫। ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ইহা পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদিগের জ্ঞান তাঁহাদিগকে ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত সম্মিলিত করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা 'কায়ক্লেশ' দুঃখ নিমিত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। মনুষ্যেরা সাধারণতঃ কর্ত্তব্য পালনে দুঃখ ও ক্লেশ বোধ করিয়া থাকে। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠাসম্পন্ন তাঁহারা সেই ক্লেশের অতীত; অতএব সে ভয়ে তাঁহাদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না। অথবা তাঁহারা আত্মার মধ্যে কোন কর্ম্ম দর্শন করেন না, অর্থাৎ জ্ঞানবলে তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, আত্মা কোন কর্ম্মের সহিত লিপ্ত নহেন। অতএব মোহের বশবর্ত্তী হইয়া এবং আত্মাকে কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় না। কর্ম্মসমূহ গুণাশ্রিত, অর্থাৎ গুণের দ্বারাই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, আত্মা কিছুই করেন না, গুণাতীত পুরুষেরা এইরূপ জ্ঞান-সহকারে কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যসেৎ" (৫ম অধ্যায় ১৩শ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে তত্ত্ববিদ্‌গণের সন্ন্যাসের প্রকার বিবৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেরূপ ভাবে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে তাহার কীর্ত্তন করিয়াছেন। জ্ঞাননিষ্ঠ ত্যাগিগণের কথা কথিত হইল। অন্য যে এক প্রকার কর্ম্মাধি-কারী আছেন, তাঁহাদিগের কথা অতঃপর বিবেচিত হইতেছে। তাঁহারা অনাত্মবিৎ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, সুতরাং মোহপ্রযুক্ত তাঁহা-দিগের পক্ষে ত্যাগ সম্ভব। অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত না থাকায় আত্মাকে কর্ম্মী বা কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া মোহ হেতু তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন। কায়ক্লেশ ভয়েও তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাগ সম্ভব। এইরূপ কর্ম্মত্যাগিগণকে তামসত্যাগী অথবা রাজসত্যাগী বলিয়া বিজ্ঞগণ নিন্দা করিয়া থাকেন। কারণ তাহারা অনাত্মজ্ঞ কর্ম্মী। কর্ম্ম ফল-ত্যাগের স্তুতি অর্থাৎ প্রশংসা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে বহু স্থানে

ভগবান্ বহু প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। "সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী" "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ" (১২শ অধ্যায় ১৬। ১৯ শ্লোক) প্রভৃতি স্থান সমূহ দ্রষ্টব্য। অপিচ গুণাতীত লক্ষণেও (১৪শ অধ্যায় ১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) পরমার্থ সন্ন্যাসীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে শ্রীভগবানের বিবিধ উক্তির দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা সহকৃত বুদ্ধিযোগসম্পন্ন সন্ন্যাসিদিগের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মত্যাগিগণের প্রসঙ্গ এস্থলে বিবক্ষিত নহে। সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগরূপ মুখ্য সন্ন্যাসের কথা এস্থলে আলোচিত হইতেছে না। সাত্ত্বিকগুণপ্রভাবে কর্ম্মফলত্যাগকারী সন্ন্যাসীই যে তামস ত্যাগীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে বলিয়াছেন, "নহি দেহভৃতা শক্যং" ইত্যাদি। অর্থাৎ দেহধারিদিগের পক্ষে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ সম্ভব নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, সর্ব্বত্যাগী জ্ঞানী মুখ্য সন্ন্যাসিদিগের কথা এস্থলে বিচার্য্য নহে, অনাত্মবিদ্ গৌণ সন্ন্যাসিগণের প্রসঙ্গই এস্থলে আলোচ্য। এই গ্রন্থে পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে যে, "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগের পরিণামে শান্তি হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা কর্ম্মফলত্যাগেরই স্তুতি প্রকটিত হইয়াছে। সে স্থলেও অনেক কর্ত্তব্যোপদেশ পালনে অক্ষম অর্জ্জুনের প্রতি সামান্য বিধি দ্বারা কর্ম্মফলত্যাগেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এস্থলেও "নহি দেহভৃতা" এই বাক্যে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব বুঝিয়া কেবল কর্ম্মফলত্যাগেরই প্রসংসা নিবদ্ধ করিয়াছেন। "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি" (১২ অধ্যায় ৬ শ্লোক) "নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্" এই সকল স্থলে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগেরই প্রসঙ্গ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল ভগবদুক্তির প্রতি অপবাদ আরোপ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অর্থাৎ এই সকল বাক্য অবিসংবাদিত সত্যরূপে পরিগৃহীত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মাধিকারিগণের পক্ষেই বিকল্পরূপে সন্ন্যাস ও ত্যাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য সন্ন্যাসী, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগেরই অধিকারী এবং তাঁহারা অত্রত্য সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই বিকল্পদ্বয়ের অন্তর্ভূত নহেন। "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" (২য় অধ্যায়

২১ শ্লোক) ও তৃতীয়াধ্যায়, ইত্যাদি স্থলে আমরা এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছি।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মহোদয়ের ভাষ্যালোচনায় ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, মূলস্থিত সন্ন্যাস ও ত্যাগ এতদুভয় শব্দ দ্বারা কেবল কর্ম্ম-ফলত্যাগই লক্ষিত। যাঁহারা কর্ম্মাধিকারী, তাঁহারাই এস্থলে আলোচনার বিষয়ীভূত; যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী, তাঁহারা এই কর্ম্মিগণের শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট নহেন, এবং তাঁহারা নিত্য কর্ম্মত্যাগী ও কর্ম্ম ত্যাগের অধিকারসম্পন্ন। কর্ম্মাধিকারিগণের মধ্যেও দুই প্রকার বিভাগ সম্ভব, এক সাত্ত্বিক গুণপ্রভাবে কর্ম্মফলত্যাগী, আর অপর রাজস বা তামস ত্যাগী। এতদুভয়ই এস্থলে লক্ষিত। তন্মধ্যে প্রথমোক্তগণের কর্ম্মফলত্যাগ সংন্যাস নামে অভিহিত।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। মতান্তরের নিরাস করিয়া সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশে শ্রীভগবান্ মতভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হিংসাদি কর্ম্ম যেরূপ দোষবৎ, সুতরাং বন্ধনের হেতুভূত, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মও তদ্রূপ দোষযুক্ত, সুতরাং বর্জ্জনীয়। অতএব হিংসাদিযুক্ত সর্ব্বকর্ম্ম পরি-ত্যাজ্য। এইরূপ অভিপ্রায় বিচক্ষণ জ্ঞানী মহোদয়গণ ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য যথা; "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" অর্থাৎ কোন জীবকে হিংসা করিবে না, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রীয় নিষেধ। কারণ হিংসাই পুরুষের অনর্থের হেতুভূত অর্থাৎ হিংসা দ্বারা পুরুষের জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধন দূর হয় না, অধিকন্তু তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। "অগ্নিসোমীয় যজ্ঞে পশু হনন করিবে' এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা হিংসামূলক কার্য্যে যজ্ঞের উপ-কারোপায় বিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ পশু হনন হিংসাপ্রধান কার্য্য হইলেও এবং সর্ব্বপ্রকার হিংসা পরিবর্জ্জনীয় বিধি হইলেও বিশেষ বিশেষ স্থলে বিশেষ বিশেষ উপকার লাভার্থ হিংসারও ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হিংসা বিষয়ক যে সাধারণ ব্যবস্থা অর্থাৎ "কোন জীবকে হিংসা করিবে না,' এই নিষেধসূচক আদেশের বলে সর্ব্ববিধ হিংসাই পরিত্যাজ্য। তদ্রূপ সর্ব্বএই কর্ম্ম-বন্ধনের হেতুভূত এইরূপ জানিয়া বিশেষ

বিশেষ স্থলেও কর্ম্ম করিবে না। কারণ সকল কর্ম্মেই হিংসার সম্ভাবনা আছে। যাহা কিছু করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহার অনেক স্থলেই কোন না কোন পরানিষ্টের সম্ভাবনা আছে। অতএব, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।" (সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী) ইহার ভাবার্থ এই যে, দৃষ্ট অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান স্ত্রী, পুত্র, বসন, ভূষণ অট্টালিকাদি যেরূপ অবিশুদ্ধ ও নশ্বর, সেইরূপ আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদবিহিত স্বর্গ, বিদেহত্ব, প্রকৃতি লয় প্রভৃতিও অবিশুদ্ধ ও ক্ষয়শীল। বর্ত্তমান সুখবিধায়ক দ্রব্যসমূহ যেমন নিত্যসঙ্গী নহে, সেইরূপ স্বর্গাদি ভোগও চিরস্থায়ী নহে। লৌকিক ভোগ্যপদার্থ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া অচিরকাল মধ্যেই যেমন মানবকে পরলোকের অভিমুখে ধাবিত হইতে হয়, সেইরূপ পারলৌকিক স্বর্গাদি-ভোগও নিয়মিত কালাবসানে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয়। (১৭৬ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) জ্ঞানিগণের অভি-প্রায়সঙ্গত যজ্ঞাদি কর্ম্মের পরিবর্জ্জনের কথা আলোচিত হইল, এক্ষণে অপর পক্ষ অর্থাৎ মীমাংসকগণ যাহা বলেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। মীমাংসকগণের মতানুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে। তাঁহারা বলেন, ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্ত এইরূপ হিংসা পুরুষের কর্ত্তব্য। যজ্ঞীয় ইষ্টসাধনোদ্দেশে এইরূপ হিংসাচরণ মনুষ্যের পক্ষে আবশ্যক। যদি সেই হিংসা যজ্ঞোদ্দেশ ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশে সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে পুরুষকে তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। অর্থাৎ যদি রসনাতৃপ্তির জন্য বা লোকরঞ্জনের জন্য বা সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান জন্য বা অন্য কোন কারণে জীবের প্রতি হিংসা করা হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য মনুষ্যকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। বিধানানুরূপ কর্ম্মসাধন বিষয়ে বিধি বিধেয়কে নিয়োজিত করিয়া থাকে। যজ্ঞীয় পশুহনন শাস্ত্রীয় বিধি, এতদ্দ্বারা লোককে সেই বিধিসম্মত কার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত করা হই-তেছে। কারণ সেই বিধিবিহিত লক্ষণ তদুদ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনমাত্রেই পর্য্যবসিত। এবম্প্রকার নিষেধ তদুদ্দিষ্ট নিষেধের অপেক্ষা করে না। নিষেধসূচক আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাহার পর্য্যবসান হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিধি প্রাপ্ত হইলে, সেই

কর্ম্মের সেইরূপ বিধিসঙ্গত অনুষ্ঠান দ্বারা বিধানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়। নিষেধ সম্বন্ধে সেরূপ করিতে হয় না। নিষেধ স্থলে আর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, কেবল নিষেধপ্রাপ্তিই তদ্বিষয়ক শেষ ব্যবস্থা। এরূপ না হইলে অজ্ঞান-প্রমাদাদিকৃত কার্য্যে দোষাভাবের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংসা বিষয়ক বিধি এবং হিংসা বিষয়ক নিষেধ, বিষয়ানুসারে উভয়েই সমান। সমান বিষয়-স্থলে বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধির বাধ হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মে কোনই দোষ হইতে পারে না, সুতরাং যজ্ঞাদি কার্য্য নিত্য কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকের ভাষ্য ও টীকা সমূহ আলোচনা করিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাজনিত সন্ন্যাস এ শ্লোকের আলোচ্য নহে। কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ ও ফলাভিসন্ধির পরিবর্জ্জন এতদুভয়ই এই শ্লোকের আলোচনার বিষয়। কোন কোন মহাত্মা অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, জ্ঞানবান্ সন্ন্যাসিদিগের প্রসঙ্গ এই শ্লোকে উপস্থিত করা হয় নাই। কাম্য ও নিত্যকর্ম্মত্যাগী এবং ফলাভিসন্ধি ত্যাগপরায়ণ কর্ম্মী এতদুভয়ের প্রসঙ্গই এই শ্লোকের বিচার্য্য। ফলকামনা যুক্ত নিত্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করা উচিত কিনা, অনেকেই ইহার বিচার করিয়াছেন। কামনাবিশিষ্ট সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই সকলেরই অভিপ্রেত। কেবল ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত কামনা ব্যতীত অন্য সকল কামনাই বন্ধনের হেতুভূত ও অধোগতিপ্রাপক। মূলে তাদৃশ কাম্য কর্ম্ম দোষবৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র! ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—হে ভরতসত্তম! (ভরতশ্রেষ্ঠ!) হে পুরুষব্যাঘ্র! (পুরুষপ্রবর!) তত্র (ত্যাগে) মে (মম) নিশ্চয়ং (অভিমতং) শৃণু (অবধারয়) হি (যস্মাৎ) ত্যাগঃ ত্রিবিধঃ (ত্রিপ্রকারঃ) সম্প্রকীর্ত্তিতঃ (শাস্ত্রেষু নির্দ্দিষ্টঃ) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! হে পুরুষ-প্রবর! ত্যাগ-বিষয়ে

আমার অভিমত শ্রবণ-কর, যে হেতু ত্যাগ ত্রিবিধ, শাস্ত্রে–কীর্ত্তিত-হইয়াছে ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতকুলোত্তম! হে পুরুষপ্রবর! তুমি যে ত্যাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তৎসম্বন্ধে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর; এই ত্যাগ তত্ত্ব দুর্ব্বোধ, কারণ তাহা শাস্ত্রে সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্রৈতেষু বিকল্পভেদেষু নিশ্চয়মিতি নিশ্চয়ং শৃণু অবধারয় মে মম বচনাৎ তত্র ত্যাগে ত্যাগসন্ন্যাসবিকল্পে যথা দর্শিতে ভরতানাং সাধুতম! ত্যাগোহি ত্যাগসন্ন্যাস-শব্দবাচ্যোহি যোঽর্থঃ স এক এবেত্যভিপ্রেত্যাহ ত্যাগোহীতি। পুরুষব্যাঘ্র! ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকার-স্তামসাদিপ্রকারৈঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ শাস্ত্রেষু সম্যক্ কথিতঃ যস্মাত্তামসাদিভেদেন ত্যাগসন্ন্যাসশব্দ-বাচ্যোঽর্থোঽধিকৃতস্য কর্ম্মিণোঽনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি ন পরমার্থদর্শিন ইত্যয়মর্থোদুর্জ্ঞানস্তস্মাৎ অত্র তত্ত্বং নান্যোবক্তুং সমর্থস্তস্মান্নিশ্চয়ং পরমার্থশাস্ত্রার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মে মম শৃণু ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মাধিকৃতান্ প্রত্যেবোক্তবিকল্পপ্রবৃত্তাবপি কুতোনির্দ্ধারণসিদ্ধি-স্তত্রাহ তত্রেতি। তমেব নিশ্চয়ং দর্শয়িতুমাদৌ ত্যাগগতমবান্তরবিভাগমাহ ত্যাগোহীতি। নন্বু ত্যাগসন্ন্যাসয়োরুভয়োরপি প্রকৃতত্বাবিশেষে ত্যাগস্যৈবাবান্তরবিভাগাভিধানে সন্ন্যাসস্যাপেক্ষিক-ত্বমাপদ্যেত নেত্যাহ ত্যাগোহীতি। সাত্ত্বিকোরাজসস্তামসশ্চেত্যুক্তেঽর্থে ত্রৈবিধ্যেঽপি স্বয়মেব নিশ্চয়স্য বাক্যমত্র ভাগবতেন নিশ্চয়েনেত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। ভগবতোঽন্যেনোক্তবিভাগে তত্ত্বানিশ্চয়াদ্ভাগবতনিশ্চয়স্য শ্রোতব্যতেতি নিগময়তি তস্মাদিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—নিশ্চয়মিতি। তত্রৈবং বাদিপ্রতিপন্নে ত্যাগে ত্যাগবিষয়ং নিশ্চয়ং মে মত্তঃ শৃণু। ত্যাগঃ ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মস্বেব বৈদিকেষু ফলবিষয়তয়া কর্ম্মবিষয়তয়া কর্ত্তৃত্ববিষয়তয়া চ (মমতা-বিষয়তয়া চ) পূর্ব্বমেব ময়া ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম-চেতসা। নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥" ইতি কর্ম্মজন্যং স্বর্গাদিকং ফলং মম নস্যাদিতি ফলত্যাগঃ মদীয় ফলসাধনতয়া মদীয়মিদং কর্ম্মেতি কর্ম্মণি মমতায়াঃ পরিত্যাগঃ কর্ম্মবিষয়ঃ ত্যাগঃ সর্ব্বেশ্বরে কর্ত্তৃত্বানুসন্ধানেনাত্মনঃ কর্ত্তৃতায়াস্ত্যাগঃ কর্ত্তৃত্ববিষয়ঃ ত্যাগঃ ॥ ৪ ॥

হনুমান্।—তস্মাৎ ত্রৈবিধ্যত্যাগমতভেদাচ্চ তত্র ত্যাগে মে মতং নিশ্চয়ং শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ নিশ্চয়ং শৃণ্বিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু, ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোহি দুর্ব্বোধঃ হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগ-স্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ, ত্রৈবিধ্যঞ্চ "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

বলদেব।—এবং মতভেদমুপবর্ণ্য স্বমতমাহ নিশ্চয়মিতি। মতভেদগ্রস্তে ত্যাগে মে পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য নিশ্চয়ং শৃণু। নমু ত্যাগস্য খ্যাতত্বাত্তত্র শ্রোতব্যং কিমস্তি তত্রাহ ত্যাগো হীতি। হি যতস্ত্যাগস্তামসাদিভেদেন বিজ্ঞৈস্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতো বিবিচ্যোক্তঃ। তথা চ দুর্ব্বোধোঽসৌ শ্রোতব্য ইতি ত্যাগত্রৈবিধ্যং নিয়তস্য ত্বিত্যাদিভিরগ্রে বাচ্যম্॥ ৪॥

মধুসূদন।—এবং বিপ্রতিপত্তৌ তত্র ত্বয়া পৃষ্টে কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকে সংন্যাসত্যাগশব্দাভ্যাং প্রতিপাদিতে ত্যাগে ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগে মে মম বচনান্নিশ্চয়ং পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কৃতং শৃণু হে ভরতসত্তম! কিং তত্র দুর্জ্ঞেয়মস্তীত্যত আহ হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! হি যস্মাৎ ত্যাগঃ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককর্ম্মত্যাগঃ ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদিভেদেন সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। অথবা বিশিষ্টাভাবরূপস্ত্যাগোবিশেষণাভাবাদ্বিশেষ্যাভাবাদুভয়াভাবাচ্চ ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ তথাহি ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগঃ সত্যপি কর্ম্মণি ফলাভিসন্ধিত্যাগাদেকঃ, সত্যপি ফলাভিসন্ধৌ কর্ম্মত্যাগাদ্দ্বিতীয়ঃ, ফলাভিসন্ধেঃ কর্ম্মণশ্চ ত্যাগাত্তৃতীয়ঃ। প্রথমঃ সাত্ত্বিক আদেয়ঃ দ্বিতীয়স্তু হেয়োদ্বিবিধঃ দুঃখবুদ্ধ্যা কৃতোরাজসঃ বিপর্য্যাসেন কৃতস্তামসঃ এতাবান্ কর্ম্মাধিকারিকর্ত্তৃকস্ত্যাগোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নবিষয়ঃ, তৃতীয়স্তু কর্ম্মানধিকারিকর্ত্তৃকোনৈর্গুণ্যরূপো নার্জ্জুন প্রশ্নবিষয়ঃ, সোঽপি সাধনফলভেদেন দ্বিবিধঃ, তত্র সাত্ত্বিকেন ফলাভিসন্ধিত্যাগপূর্ব্বককর্ম্মানুষ্ঠানরূপেণ ত্যাগেন শুদ্ধান্তঃকরণস্যোৎপন্নবিবিদিষস্যাত্মজ্ঞানসাধন শ্রবণাখ্যবেদান্তবিচারস্য ফলাভিসন্ধিরহিতস্যান্তঃকরণশুদ্ধৌ সত্যাং তৎসাধনস্য কর্ম্মণোবৈতুষ্যে জাত ইবাবহন্যস্য পরিত্যাগঃ স একঃ সাধনভূতোবিবিদিষাসংন্যাস উচ্যতে তমগ্রে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমামিতি বক্ষ্যতি। দ্বিতীয়স্তু জন্মান্তরকৃত সাধনাভ্যাসপরিপাকাদস্মিন্ জন্মন্যাদাবেবোৎপন্নাত্মবোধস্য কৃতকৃত্যস্য স্বতঃ এব ফলাভিসন্ধেঃ কর্ম্মণশ্চ পরিত্যাগঃ ফলভূতঃ স বিদ্বৎসংন্যাস ইত্যুচ্যতে, স তু যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি শ্লোকাভ্যাং প্রাগ্ব্যাখ্যাতঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণাদিভিশ্চ বহুধা প্রপঞ্চিতঃ। যস্মাদেবং ত্যাগস্য তত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়ং ত্বয়া চোক্তং বেদিতুমিচ্ছামীতি অতোমম সর্ব্বজ্ঞস্য বচনাদ্বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। সম্বোধনদ্বয়েন কুলনিমিত্তোৎকর্ষঃ পৌরুষনিমিত্তোৎকর্ষশ্চ যোগ্যতাতিশয়সূচনায়োক্তঃ॥ ৪॥

নীলকণ্ঠ।—নিশ্চয়মিতি। তত্র কর্ম্মণাং ত্যাগাত্যাগবিষয়ে নিশ্চিতং বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং প্রথমোপাত্তে ত্যাগে বিষয়ে মে মদ্বচনান্নিশ্চয়ং শৃণু হি যস্মাৎ হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগস্ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন ত্রিপ্রকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ/ শাস্ত্রে। দৃঢ়বৈরাগ্যপূর্ব্বকঃ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ সাত্ত্বিকঃ, আয়াসভয়াৎ তু তত্ত্যাগঃ রাজসঃ, মৌঢ্যাৎ তত্ত্যাগস্তামস ইতি, তথাতিগহনত্বাৎ ত্যাগো নিশ্চয়েন বিবেচনীয় (বিচারণীয়) ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

বিশ্বনাথ।—স্বমতমাহ নিশ্চয়মিতি। ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চেতি অত্র ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমুৎক্রম্য "নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" ইতি তস্য এব তামসভেদৈঃ সন্ন্যাসশব্দপ্রয়োগাৎ ভগবন্মতে ত্যাগসন্ন্যাসশব্দয়োরৈকার্থ্যমেবেত্যবগম্যতে॥ ৪॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়স্কর এবং অবলম্বনীয়, ইহাই জানিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের মনে স্বতঃই বলবতী বাসনা জন্মিতে পারে। এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীভগবান্ অধুনা ত্যাগের প্রসঙ্গ স্পষ্টরূপে বিবৃত করিতেছেন। ত্যাগের প্রকারভেদ এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করাই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে ত্যাগ সম্বন্ধে যেরূপ অভিপ্রায় বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে মতান্তরের অবতারণা ঘটিয়াছে। অতএব তদ্বিষয়ে সুনিশ্চিত অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়া অর্জ্জুনের আবশ্যক। এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আমার নিশ্চিত অভিপ্রায় তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি অনুষ্ঠীয়মান বৈদিক কর্ম্মাদি সম্বন্ধে ফলবিষয়ক ত্যাগ, কর্ত্তৃত্ববিষয়ক ত্যাগ এবং মমতা বিষয়ক ত্যাগ, এই ত্রিবিধ ত্যাগের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুদ্ধস্ব বিগতজ্বরঃ॥" (৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক) এই বাক্যে আমার অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে। যে ত্রিবিধ ত্যাগের কথা উপরে নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার মর্ম্ম যথা; স্বর্গাদি ফল আমার না হউক, এইরূপ সঙ্কল্পই ফলত্যাগ; আমার ফলপ্রদ, অতএব এই কর্ম্ম আমার, এইরূপ ত্যাগ মমতা ত্যাগ; এবং সর্ব্বেশ্বর ভগবানকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বব্যাপারে আপনার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করার নাম কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ। এই ত্রিবিধ ত্যাগ সংসাধিত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বকালে মনুষ্যহৃদয় হইতে ফলাভিসন্ধি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও মমতার আকর্ষণ তিরোহিত হইলেই তাঁহাকে যথার্থ ত্যাগী বলিয়া মনে করিতে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ের যে শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়া যিনি তদনুসরণক্রমে ত্যাগনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। অর্জ্জুন কর্ম্মাধিকারী, তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহার নিকট ত্যাগ ও সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়াছেন। সেই ত্যাগের অর্থাৎ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগের বিষয় শ্রীভগবান্ এক্ষণে আচার্য্যগণের উপদেশ প্রণালীর সহিত সঙ্গতিক্রমে নিশ্চয়রূপে

বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রবণার্থী অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত হে ভরতসত্তম, এই বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক আকৃষ্টচিত্ত করিতেছেন। সহজেই মনে হইতে পারে যে, এই প্রসঙ্গের মধ্যে দুর্জ্জেয় তত্ত্ব আর কি আছে এবং যে জন্য ভগবানের এরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক সুদৃঢ় সমর্থন-বাক্যের প্রয়োজনই বা কি হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ তিন প্রকারে বিভক্ত, সুতরাং তাহার মর্ম্ম প্রণিধান করা অনায়াসসাধ্য নহে। কর্ম্মাধিকারী কর্ত্তৃক ফলকামনা-সহকৃত কর্ম্মত্যাগ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার। এইরূপ ত্যাগের ত্রৈবিধ্যের প্রসঙ্গ-শাস্ত্র সমূহে পরিব্যক্ত আছে। অথবা বিশিষ্টা-ভাবরূপ ত্যাগ বিশেষ্যের অভাব, বিশেষণের অভাব, এবং বিশেষ্য-বিশেষণ উভয়েরই অভাবরূপ তিন ভাগে বিভক্ত। ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগই বিশিষ্টাভাবরূপে পরিগণিত। তাদৃশ রূপ ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগর মধ্যেও কামনা হীনতা ত্যাগের এক প্রকার ভেদ; ইহাই ত্যাগের বিশেষণাভাবরূপে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলাভিসন্ধি থাকিলেও যদি কর্ম্মত্যাগ ঘটে, তাহা হইলে তাহা ত্যাগের দ্বিতীয় প্রকার ভেদরূপে পরিগণিত; ইহাই বিশেষ্যাভাব রূপে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর যে স্থলে ফলাভিসন্ধি এবং কর্ম্ম উভয়েরই ত্যাগ ঘটে, সেই স্থলে ত্যাগের তৃতীয় প্রকার ভেদ উপস্থিত হয়; ইহাই বিশেষ্যবিশেষণাভাব-রূপে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিলেও ফল কামনার অভাবরূপ যে প্রকার, তাহাই আদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়। দ্বিতীয় হেয় এবং তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। দুঃখ বুদ্ধি সহকারে অবলম্বিত যে ত্যাগ, তাহা রাজস; বিপরীত ভাবে অর্থাৎ কোন প্রকার মোহাদি-ঘটিত কারণজনিত যে ত্যাগ, তাহার নাম তামস। কর্ম্মাধিকারিকৃত এবম্প্রকার ত্যাগসমূহই অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয়ীভূত। কর্ম্মের অনধিকারি-গণকৃত নৈগুর্ণ্যরূপ ত্যাগই তৃতীয় প্রকার, অর্থাৎ ফল কামনা এবং কর্ম্ম, উভয়েরই ত্যাগ, এই তৃতীয় রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা অর্জ্জুনের প্রশ্নের বিষয়ীভূত নহে। এই শেষোক্ত প্রকার ত্যাগই জ্ঞাননিষ্ঠাসহকৃত সন্ন্যাস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রকার ত্যাগও সাধনফল ভেদানু-সারে দুই প্রকার। সাত্ত্বিক ভাব সহকারে ফলাভিসন্ধিপরিশূন্য হৃদয়ে

কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি উপজাত হইয়া থাকে। এইরূপ চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞানেচ্ছা উৎপন্ন হয়। তখন আত্মজ্ঞান সাধনার্থ শ্রবণরূপ বেদান্তবিচারনিষ্ঠ সেই ফলাভিসন্ধিশূন্য শুদ্ধচিত্তের কর্ম্মসম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মবিতৃষ্ণ ব্যক্তি যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহাই উল্লিখিত কর্ম্মসন্ন্যাসিগণের একপ্রকার ভেদ। ইহাকে সাধনভূত জ্ঞানেচ্ছাযুক্ত সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। আর জন্মান্তরকৃত সাধন পরিপাকে বর্ত্তমান জন্মে অনায়াসে অগ্রেই আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবে সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। তাদৃশ কৃতকৃত্য জন্মান্তরার্জ্জিত-আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মারা স্বতঃই ফলাভিসন্ধি শূন্য এবং কর্ম্মত্যাগী হইয়া থাকেন। ইহাই কর্ম্মত্যাগের দ্বিতীয় ভাগ; এইরূপ ত্যাগকে ফলভূত বিদ্বৎসন্ন্যাস নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত সাধনভূত বিবিদিষাজনিত সন্ন্যাসের বিষয় শ্রীভগবান্ অনতি-কাল পরে "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং" (১৮শ অধ্যায় ৪৯ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে বিশদব্যাখ্যা বিন্যস্ত করিবেন। আর দ্বিতীয় প্রকার ফলভূত বিদ্বৎসন্ন্যাসের বিষয় "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ কালে এবং অন্যান্য অনেকস্থলেও এই বিষয় বহু প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। ত্যাগের তত্ত্ব যখন এরূপ দুরবগম্য, এবং যখন শ্রীমদ-র্জ্জুনও নিজ মুখে বলিয়াছেন যে, "তত্ত্বং বেদিতুমিচ্ছামি" (১৮শ অধ্যায় ১ শ্লোকে) অর্থাৎ 'এই তত্ত্ব আমি জানিতে ইচ্ছা করি,' তখন সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বকীয় দুর্লভ বচন দ্বারা অর্জ্জুনের জ্ঞানবর্দ্ধন মানসে তাহার তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছেন।

মূলে "ভরতসত্তম" "পুরুষব্যাঘ্র" এই দুই সম্বোধন পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্জ্জুনের অতিশয় যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানো-পদেশ গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রবোধে, তাঁহার বংশগত শ্রেষ্ঠতা এবং দৈহিক সামর্থ্য নিমিত্ত ঔৎকর্ষ্য খ্যাপনার্থ এই দুই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকে ত্রিবিধ ত্যাগের কথা অনেকেই উত্থাপন করিয়াছেন। শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাদির প্রতি দৃঢ় অনুরাগ সহকারে যে ত্যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। আর কায়ক্লেশাদি ভয়ে যে ত্যাগা-

চরণ করা হয়, তাহার নাম রাজসিক ত্যাগ। আর মূঢ়তা বশতঃ যে ত্যাগ অনুসৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম তামস ত্যাগ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ত্যাগই প্রশংসনীয় এবং অবলম্বনীয়। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জ্ঞাননিষ্ঠাসহকৃত ফলাভিসন্ধি এবং কর্ম্ম উভয়েরই পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস, এ স্থলে লক্ষিত নহে। অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ ত্যাগের তত্ত্ব বিশদরূপে পরিব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তজ্জন্য উল্লিখিত প্রকার সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া সাধারণতঃ ত্যাগের প্রসঙ্গই এস্থলে বিবৃত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫ ॥

অন্বয়।—যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং (ত্যক্তব্যং) তৎ কার্য্যম্ (করণীয়ম্) এব যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ মনীষিণাং (বিবেকিনাং) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকরাণি) [ভবন্তি] এব ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—যজ্ঞ-দান-তপঃ-কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, তাহা করণীয়ই; যজ্ঞ দান এবং তপস্যা বিবেকি-গণের চিত্ত-শোধক [হয়]॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ কখনই পরিত্যাগ করা উচিত নহে, বরং তাহাদের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; কারণ যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্মনিচয় ফলকামনা শূন্য বিবেকি-গণের চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব ইহার অনুষ্ঠান অতীব বিধেয় ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কঃ পুনরসৌ নিশ্চয় ইত্যাহ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞোদানস্তপ ইত্যেতৎ ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যং, কার্য্যং করণীয়মেব তৎ, কস্মাৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাং ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—তমেব ভগবতোনিশ্চয়ং বিশেষতোনির্দ্ধারয়িতুং প্রশ্নপূর্ব্বকমনন্তর-শ্লোক প্রবৃত্তিং দর্শয়তি কঃ পুনরিতি। যজ্ঞাদীনাং কর্ত্তব্যত্বে হেতুমাহ যজ্ঞ ইতি, ন কেবলং ন

ত্যাজ্যং কিন্তু কর্ত্তব্যমেবেত্যাহ কার্য্যমিতি। প্রতিজ্ঞামেবং বিভজ্য হেতুং বিভজতে কস্মাদিতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—যজ্ঞেতি। যজ্ঞদানতপঃ প্রভৃতি বৈদিকং কর্ম্ম মুমুক্ষুণা কদাচিদপি নত্যাজ্যং অপিত্বাপ্রয়াণাদহরহঃ কার্য্যমেব কুতঃ যজ্ঞদানতপঃ প্রভৃতীনি বর্ণাশ্রমসম্বন্ধীনি কর্ম্মাণি মনীষিণাং মননশীলানাং পাবনানি। মননম্ উপাসনং মুমুক্ষূণাং যাবজ্জীবম্ উপাসনং কুর্ব্বতা-মুপাসননিষ্পত্তিবিরোধি প্রাচীন কর্ম্মবিনাশনার্থানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমীশ্বরারাধনার্থঞ্চ কার্য্যমেব তৎ। যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি উপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থানি মনীষিণাং জ্ঞানিনাং যস্মান্নিত্যানি যজ্ঞদান-তপাংস্যুপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থং তস্মাৎ কার্য্যাণ্যেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাং। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫ ॥

বলদেব।—প্রথমং তস্মিন্ স্বনিশ্চয়মাহ যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাং। যজ্ঞাদীনি মনীষিণাং কার্য্যাণ্যেব ন ত্যাজ্যানি যদমূনি বিসতন্তুবদন্তরভ্যুদিতজ্ঞানদ্বারা পাবনানি সংসৃতিদোষবিনাশ-কানি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—কোঽসৌ নিশ্চয়ো বিপ্রতিপত্তিকোটিভূতয়োঃ পক্ষয়োর্দ্বিতীয়ঃপক্ষ ইত্যাহ যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাং। চোহেতৌ যস্মাৎ যজ্ঞদানতপাংসি মনীষিণামকৃতফলাভিসন্ধীনাং পাবনানি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপমলক্ষালনেন জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপপুণ্যগুণাধানেন চ শোধকানি অকৃত-ফলাভিসন্ধীনামেব যজ্ঞদানতপাংস্যেব শোধকানি ভবন্ত্যেব উপাধিশুদ্ধ্যৈবোপহিতশুদ্ধিরত্রাভি-প্রেতা, তস্মাদন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিভিঃ কর্ম্মাধিকৃতৈর্যজ্ঞোদানং তপ ইতি যৎ ফলাভিসন্ধিরহিতং কর্ম্ম তন্ন ত্যাজ্যং কিন্তু কার্য্যমেব, তৎ, অত্যাজ্যত্বেন কার্য্যত্বে লব্ধেঽপ্যত্যাদরার্থং পুনঃ কার্য্য-মেবেত্যুক্তং, যস্মাৎ কার্য্যং কর্ত্তব্যতয়া শাস্ত্রবিহিতং তস্মান্ন ত্যাজ্যমেবেতি বা ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—সূচীকটাহন্যায়েন ত্যাগস্বরূপকথনাৎ প্রাক্‌পরমতমত্যাগপক্ষমুপন্যস্যতি যজ্ঞেতি। যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কিন্তু কার্য্যমেব বিপ্রগৃহীতেনেব পুংসাবশ্যমনুষ্ঠেয়মেব তৎ অকরণেপ্রত্যবায়শ্রবণাৎ, চকারো হেত্বর্থঃ, যস্মাৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব মনীষিণাং নিষ্কামাণাং দম্ভাদিরহিতানাং পাবনানি চিত্তশোধকানি, তথাচ শ্রুতিঃ, "ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়োব্রহ্মচর্য্যা আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ, সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি যজ্ঞাদীনাং গৃহস্থধর্ম্মাণাং তপসো বনস্থধর্ম্মস্যাচার্য্যকুলবাসস্য ব্রহ্মচারিধর্ম্মস্য চ পাবনত্বং দর্শয়তি। অত্রাপি যজ্ঞদানশব্দেন গৃহস্থধর্ম্মা জ্ঞেয়াঃ তপ ইতি বানপ্রস্থধর্ম্মাঃ পরিশেষাৎ কর্ম্মেতি ব্রহ্মচারি-ধর্ম্মাশ্চ জ্ঞেয়াঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—কাম্যানামপি মধ্যে ভগবন্মতে সাত্ত্বিকানি যজ্ঞদানতপাংসি ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিতৈঃ কর্ত্তব্যানি ইত্যাহ যজ্ঞাদিকং কর্ত্তব্যমেব তত্র হেতুঃ পাবনানীতি চিত্তশুদ্ধিকরত্বা-দিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে ত্যাগের তত্ত্ব নিশ্চয় রূপে পরিব্যক্ত করিতে শ্রীভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণে উপর্য্যুপরি শ্লোকদ্বয়ে সেই নিশ্চয়তা বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন। মনীষী অর্থাৎ বিজ্ঞগণ ফলাভি-সন্ধি পরিশূন্য হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করেন। এইরূপ ফলকামনা রাহিত্য হেতু কাল সহকারে চিত্ত নির্ম্মল হয়। তদনন্তর আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব কামনাহীন কর্ম্ম অত্যুন্নতির প্রধান সহায় স্বরূপ। এই জন্যই তাদৃশ কর্ম্ম বর্জ্জনীয় নহে, বরং আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে অবলম্বনীয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যজ্ঞ দান তপ কর্ম্ম কখনই ত্যক্তব্য নহে, অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। বরং তত্তাবৎ কার্য্য, অর্থাৎ অবশ্য করণীয়। কারণ এই যজ্ঞ দান তপ, বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ মহাত্মাগণের পাবন স্বরূপ অর্থাৎ পবিত্রতা বিধায়ক। এইরূপ কামনা শূন্য অনুষ্ঠানবলে হৃদয় বিশুদ্ধ হয় অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি জন্মে। এই চিত্তশুদ্ধিই জ্ঞানরূপ পরম মঙ্গলময় বৃক্ষোৎপাদনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্রস্বরূপ। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম বতীত চিশুদ্ধি ঘটে না। সুতরাং কামনা বিহীন কর্ম্মকেই সেই সেই প্রার্থিত অবস্থা প্রাপ্তির একমাত্র অনুকূল সহায় বলিয়া মনে করিতে হইবে। এরূপ কল্যাণ বিধা-য়ক ফলাভিসন্ধি শূন্য যজ্ঞদান তপাদি রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কদাপি পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। অধিকন্তু অশেষ শুভ সংসাধক কর্ত্তব্য বোধে তাহা অবলম্বনীয়।

এইরূপ নিষ্কাম যজ্ঞতপদানাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপরূপ মলিনতা প্রধৌত হইয়া থাকে। অধিকন্তু তদ্দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্রে জ্ঞানাবির্ভাবের অনুকূল পুণ্যগুণাদির সঞ্চার হয়। এইরূপে ফলাভিসন্ধি শূন্য যজ্ঞতপদানাদি কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত হয়। এই উপায়ে উপাধি ও উপহিত উভয়েরই বিশুদ্ধি সংঘটিত হয়।

মূলে "তপশ্চৈব" এই স্থানে যে চকার আছে, কোন কোন পূজ্যপাদ টীকাকারের মতে তাহা হেতু বাচক। "কার্য্যমেব" এইস্থলে যে এবকার প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সমর্থন প্রকাশক। কারণ যখন ভগবান্ উল্লিখিতরূপ যজ্ঞতপ দানাদি ত্যাজ্য নহে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

তখনই উপপন্ন হইয়াছে যে, তত্তাবত অবশ্য কর্ত্তব্য। তথাপি পুনরায় "কার্য্যমেব" অর্থাৎ অবশ্য করণীয়, এইরূপ নির্দ্দেশ করায় বুঝিতে হইবে যে, তিনি স্বকীয় অভিপ্রায় বিশেষরূপে সমর্থন করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। সূচীকটাহন্যায়ানুসারে (গত শ্লোকে মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়ে ইহার বিবরণ আছে) এস্থলে ভগবান্ পরমতম ত্যাগের পক্ষ উপন্যস্ত করিতেছেন। যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে কিন্তু কর্ত্তব্যই বুঝিতে হইবে। পরিগৃহীত ভার বহন করিতে মনুষ্য যেরূপ বাধ্য, যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদনেও তদ্রূপ বাধ্য। যে কর্ত্তব্য ভার বল পূর্ব্বক কোন প্রতাপশালী ব্যক্তি স্কন্ধে আরোপ করিয়াছে, তাহা সমাপ্ত করিলে কোন লাভ থাকুক বা না থাকুক, তথাপি পুরুষ তাহা সম্পাদন করিতে দায়ী। তাহা সমাপ্ত না হইলে মনুষ্যকে নিয়োজকের নিকট অপরাধী হইতে হয়; তদ্রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে অশক্ত হইলে মনুষ্যকে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হয়। যজ্ঞ তপ দানাদি দম্ভরহিত নিষ্কাম মনীষিদিগের পাবন অর্থাৎ চিত্তশোধক। শ্রুতিও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। যথা; "ত্রয়ো ধর্ম্ম-স্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি, প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যা আচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ, সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি।" অর্থাৎ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, ধর্ম্মের এই তিনটী স্কন্ধ স্বরূপ; তপই প্রথম, ব্রহ্মচর্য্য দ্বিতীয়, আচার্য্য কুলবাস তৃতীয়; এই সকলের দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই শ্রুতি দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম গৃহস্থেরই অনুষ্ঠেয়, অতএব তদ্দ্বারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সূচিত হইতেছে। তপ বনস্থদিগের ধর্ম্ম এবং আচার্য্যকুলবাস ব্রহ্মচারিধর্ম্মের পরিচায়ক। এতাবতা যজ্ঞদান তপ এই সকল কর্ম্ম সকল অবস্থাতে যে পাবন স্বরূপ, তাহাই প্রদর্শিত হইল। এস্থলেও যজ্ঞদান এই দুই শব্দ গৃহস্থের ধর্ম্ম জানিতে হইবে। আর তপ বাণপ্রস্থ অবস্থার ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। শেষস্থিত কর্ম্ম এই শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম জানিতে হইবে। সুতরাং যজ্ঞদান তপ কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে; তাহা সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের চিত্ত বিশুদ্ধিকর পরম ধর্ম্ম ॥ ৫ ॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ! নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥

অন্বয়।—হে পার্থ! এতানি (বন্ধহেতুভূতানি) অপি কর্ম্মাণি (যজ্ঞদানাদীনি) তু সঙ্গং (আসক্তিং) ত্যক্ত্বা (বর্জ্জয়িত্বা) ফলানি চ [ত্যক্ত্বা] কর্ত্তব্যানি (অনুষ্ঠেয়ানি) ইতি মে (মম) নিশ্চিতম্ (স্থিরম্) উত্তমং মতম্ (অভিপ্রায়ং) ॥ ৬ ॥

প্রতিপদ।—হে পার্থ! এই-সকল কর্ম্ম সঙ্গ ত্যাগ-করিয়া এবং ফল [বর্জ্জন-করিয়া] অনুষ্ঠেয় ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভি-প্রায় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! বন্ধনের হেতুভূত হইলেও আসক্তি এবং ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম সমূহকে অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই আমার স্থির এবং উৎকৃষ্ট অভিমত জানিবে ॥ ৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতান্যপীতি। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনান্যুক্তানি সঙ্গমাসক্তিস্তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং পরিত্যজ্য কর্ত্তব্যানীতি অনুষ্ঠেয়ানীতি মে মম নিশ্চিতং মতমুত্তমং "নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্রেতি" প্রতিজ্ঞায় পাবনত্বং চ সহেতুমুক্ত্বা এতান্যপি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতম্ অনুত্তমমিতি প্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহার এব নাপূর্ব্বার্থং বচনমেতান্যপীতি প্রকৃতসন্নিকৃষ্টার্থতোপপত্তেঃ সাসঙ্গস্য ফলার্থিনোবন্ধহেতুন্যেতান্যপি (হেতবঃ) কর্ম্মাণি মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যানীতি অপিশব্দস্যার্থঃ, নত্বন্যানি কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যৈতান্যপীত্যুচ্যন্তে। অন্যে বর্ণয়ন্তি নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চেতি নোপপদ্যতে। এতান্যপীতি যানি কাম্যানি কর্ম্মাণি নিত্যেভ্যোঽন্যানি এতানি অপি কর্ত্তব্যানি কিমুত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানি ইতি তদসৎ, নিত্যানামপি কর্ম্মাণাং ফলবত্বস্যোপপাদিতত্বাৎ যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানীত্যাদিবচনেন নিত্যান্যপি কর্ম্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কয়া জিহাসোর্ম্মুমুক্ষোঃ কুতঃ কাম্যেষু প্রসঙ্গঃ, দূরেণ হ্যবরঙ্কর্ম্মেতি চ নিন্দিতত্বাৎ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেতি চ কাম্যকর্ম্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাস্ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তীতি" চ দূরব্যবহিতত্বাচ্চ ন কাম্যেষ্বেতান্যপীতি ব্যপদেশঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—প্রতিজ্ঞাতমর্থমুপসংহরতি এতান্যপীতি। উপসংহারশ্লোকাক্ষরাণি ব্যাকরোতি এতানীত্যাদিনা। অক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ নিশ্চয়মিতি। প্রকৃতার্থোপসংহারে গমকমাহ এতান্যপীতি। অপিশব্দস্য বিবক্ষিতমর্থং দর্শয়তি সাসঙ্গস্যেতি। ব্যাবর্ত্ত্যং কীর্ত্তয়তি নত্বিতি। এতান্যপীত্যাদিবাক্যং ন নিত্যকর্ম্মবিষয়মিতি মতমুপন্যস্যতি অন্যইতি। ন চেদি-

দপ্রিত্যকর্ম্মবিষয়ং কিং বিষয়ন্তর্হি ইত্যাশঙ্ক্য বাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি এতানীত্যাদিনা ।নিত্যানামফলত্বমুপেত্য যচ্চোদ্যন্তদযুক্তমিতি দূষয়তি তদসদিতি। যত্তু কাম্যান্যপি কর্ত্তব্যানীতি তন্নিরস্যতি নিত্যান্যপীতি। কিঞ্চ কাম্যানাং ভগবতা নিন্দিতত্বান্ন তেষু মুমুক্ষোরনুষ্ঠানমিত্যাহ দূরেণেতি। কিঞ্চ মুমুক্ষোরপেক্ষিতমোক্ষাপেক্ষয়া বিরুদ্ধফলবত্ত্বাৎ কাম্যকর্ম্মণাং ন তেষু তস্যানুষ্ঠানমিত্যাহ যজ্ঞার্থাদিতি। কাম্যানাং বন্ধহেতুত্বং নিশ্চিতমিত্যত্রৈব পূর্ব্বোত্তরবাক্যানুকূল্যং দর্শয়তি ত্রৈগুণ্যেতি। কিঞ্চ পূর্ব্বশ্লোকে যজ্ঞাদিনিত্যকর্ম্মণাং প্রকৃতত্বাদেতচ্ছব্দেন সন্নিহিতবাচিনা পরামর্শাৎ কাম্যকর্ম্মণাঞ্চ কাম্যানাং কর্ম্মণামিতি ব্যবহিতানাং সন্নিহিতপরামর্শকৈতচ্ছব্দাবিষয়ত্বান্ন কাম্যকর্ম্মাণ্যেতান্যপীতি ব্যপদেশমর্হন্তীত্যাহ দূরেতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—এতানীতি। যস্মান্মনীষিণাং যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনি পাবনানি তস্মাদুপাসনবদেতান্যপি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি। মদারাধনরূপাণি সঙ্গং কর্ম্মণি মমতাং ফলানি চ ত্যক্ত্বা অহরহ আপ্রয়াণাদুপাসননির্ব্বৃত্তয়ে মুমুক্ষুণা কর্ত্তব্যানীতি মম নিশ্চিতমুত্তমং মতম্‌॥ ৬ ॥

হনুমান্।—এবং তু কর্ত্তব্যানি কথমেতানি কর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি সঙ্গং ফলং স্পৃহাং ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি নিশ্চিতমসন্দিগ্ধমুত্তমং শ্রেষ্ঠম্‌॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তান্যেতান্যপ্যেবং কর্ত্তব্যানি কথং সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং তক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি মে মতং নিশ্চিতম্‌ অতএবোত্তমম্‌॥ ৬ ॥

বলদেব।—যজ্ঞাদীনাং পাবনতাপ্রকারমাহ এতান্যপীতি। সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলানি চ প্রতিপদোক্তানি পিতৃলোকাদীনি চ সর্ব্বাণি ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরার্চ্চনধিয়া কর্ত্তব্যানীতি মে ময়া নিশ্চিতমত উত্তমমিদং মতং। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগস্যাপি প্রবেশাৎ পার্থসারথের্মতিং বরীয়ঃ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—যদি যজ্ঞদানতপসামন্তঃকরণশোধনে সামর্থ্যমস্তি তর্হি ফলাভিসন্ধিনা কৃতান্যপি তানি তচ্ছোধকানি ভবিষ্যন্তি কৃতং ফলাভিসন্ধিত্যাগেনেত্যাহ এতান্যপীতি। তুশব্দঃ শঙ্কানিরাকরণার্থঃ। যদ্যপি কাম্যান্যপি শুদ্ধিমাদধতি ধর্ম্মস্বাভাব্যাৎ তথাপি সা তৎফলভোগোপযোগিন্যেব ন জ্ঞানোপযোগিনী। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ "কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা। বিড়্‌বরাহাদিদেহেন নহ্যৈন্দ্রং ভুজ্যতে ফলম্‌॥" ইতি। জ্ঞানোপযোগিনীং তু শুদ্ধিমাদধতি যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি এতানি ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বকত্বেন বন্ধনহেতুভূতান্যপি মুমুক্ষুভিঃ সঙ্গমহমেবং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলানি চাভিসন্ধীয়মানানি ত্যক্ত্বাঽন্তঃকরণশুদ্ধয়ে কর্ত্তব্যানীতি মে মম নিশ্চিতম্‌। অতএব হে পার্থ! কর্ম্মাধিকৃতৈঃ কর্ম্মাণি ত্যাজ্যানি ন ত্যাজ্যানি বেতি দ্বয়োর্ম্মতয়োর্ন ত্যাজ্যানীতি মম নিশ্চিতং মতমুত্তমং শ্রেষ্ঠং। যদুক্তং নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্রেতি সোঽয়ং নিশ্চয় উপসংহৃতঃ, "ভগবৎপূজ্যপাদানামভিপ্রায়োঽয়মীরিতঃ। অনিষ্ণাততয়া ভাষ্যে দুরাপোমন্দবুদ্ধিভিঃ"॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমত্যাগপক্ষানুক্ত্বা ঔৎসুক্যাৎপ্রথমং স্বাভিমতং ত্যাগাত্যাগসমুচ্চয়পক্ষং দর্শয়তি এতানীতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বোপন্যস্তাৎ পক্ষাৎ বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি অপিশব্দ এবশব্দার্থঃ, এতান্যেব কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি সঙ্গং ত্যক্ত্বা অহমেতেষাং কর্ত্তা ময়াবশ্যমেতানি কর্ত্তব্যানীতি অভিমানং বয়োবর্ণাদ্যধ্যাসনিমিত্তং ত্যক্ত্বা এতৈঃ কৃতৈরহং স্বর্গং বা চিত্তশুদ্ধিং বা জ্ঞানং বা প্রাপ্স্যামীতি ফলানি চ ত্যক্ত্বা চকারাদেষামকরণে মম প্রত্যবায়োভবিষ্যতীত্যেতমপ্যভিসন্ধিং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠেনেবাসঙ্গস্বভাবেন পুরুষেণ কর্ত্তব্যানি, ইতি এবং প্রকারং মে মম মতমুত্তমং পূর্ব্বমতাৎ শ্রেষ্ঠং তত্র হি কর্ত্তৃত্বাভিগানরূপেণ সঙ্গেন প্রত্যবায়োৎপাদভয়াচ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানং বিহিতম্। অত্র তু তদভাবাদসঙ্গত্বাত্ত্বংশেন কর্ম্মণাং ত্যাগঃ স্বরূপেণাত্যাগ ইতি ভেদঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ।—যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়তি। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিঞ্চ। ফলাভিসন্ধিকর্ত্তৃত্বাভিনিবেশয়োস্ত্যাগ এব ত্যাগঃ সন্ন্যাসশ্চোচ্যতে ইতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে ফলকামনা বিরহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা শ্রীভগবান্ উপসংহার করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ং শৃণু মে" অর্থাৎ এসম্বন্ধে আমার নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ কর। অধুনা তাঁহার বদনারবিন্দ হইতে উপসংহার কালে সেই নিশ্চয়াত্মিকা বাক্যসুধা বিগলিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীমদানন্দগিরি অভিপ্রায়। যজ্ঞ, দান, তপ, এই সকল কর্ম্ম পাবন রূপে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আসক্তি শূন্য হইয়া এবং তত্তৎ কর্ম্ম জনিত ফলাফল ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম অভিপ্রায় জানিবে। "নিশ্চয়ং শৃণুমে তত্র" এই প্রতিজ্ঞার পর, কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের পাবনত্ব ব্যক্ত করিয়া, এই সকল যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য করণীয়, এই নিশ্চিত অভিপ্রায় প্রকটন সহকারে প্রতিজ্ঞাত অর্থের উপসংহার করা হইল। এ স্থলে শ্রীভগবান্ কোন অপূর্ব্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এরূপ নহে। "এতান্যপি" এই পদ মধ্যস্থ অপি শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, আসক্তি ও ফলাভিসন্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে এই সকল কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে; তথাপি মুমুক্ষুগণের এই সকলেরই অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। ত্যাগানর্হ অন্যান্য কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যে "এতান্যপি" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে,

তাহা নহে। কেহ কেহ বলেন নিত্য কর্ম্মের কোন ফল না থাকায় "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ" শ্রীভগবানের বর্ত্তমান শ্লোকস্থ এই উক্তি অসঙ্গত হইতেছে। কারণ যাহার ফলসম্ভাবনা নাই, তৎসম্বন্ধে ফল ত্যাগের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। "এতান্যপি" এই বাক্য দ্বারা নিত্যকর্ম্ম ব্যতীত তদতিরিক্ত যাবতীয় কাম্য কর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে। এই সকল কাম্য কর্ম্মই যখন করণীয়, তখন যজ্ঞদান প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মসমূহ কেনই না করণীয় হইবে? প্রতিপক্ষদিগের এইরূপ অভিপ্রায় অসৎ। কারণ নিত্য কর্ম্মেরও যে ফল আছে, তাহা পূর্ব্বে উপপাদিত হইয়াছে। "যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যখন যজ্ঞাদি কর্ম্মেও বন্ধনের আশঙ্কা আছে বলিয়া মুমুক্ষুগণ তত্তৎকর্ম্ম ত্যাগের প্রয়াসী হইয়া থাকেন, তখন অন্যান্য কাম্য কর্ম্মের কথা অবতারণা করাই যাইতে পারে না। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" (২য় অধ্যায় ৪৯ শ্লোক) এ স্থলেও কর্ম্মের নিন্দা ঘোষিত হইয়াছে। অপি চ "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র" (৩য় অধ্যায় ৯ম শ্লোক) ইত্যাদি স্থলেও কাম্য কর্ম্ম সমূহের বন্ধহেতুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (২য় অধ্যায় ৪৫শ শ্লোক) ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ" (৯ম অধ্যায় ২০শ শ্লোক) "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" (৯ম অধ্যায় ২১ শ্লোক) এই সকল কাম্য প্রতিপাদক হইলেও অতি দূরস্থিত নির্দ্দেশ। অচিরপূর্ব্ব গত শ্লোক নিত্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে মূলে 'এতদ্' শব্দের ব্যবহার থাকায় তাহার সন্নিহিত প্রসঙ্গের সহিতই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। দূর ব্যবহিত কাম্য কর্ম্মের সহিত পরামর্শ সম্ভবপর নহে। কারণ এতদ্ শব্দ সন্নিহিতবাচী। অতএব এতান্যপি শব্দ দ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত নিত্য কর্ম্ম লক্ষিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যদি যজ্ঞদান এবং তপস্যার অন্তঃকরণ শোধন সামর্থ্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কামনা সহকারে তত্তৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও কেন চিত্তশুদ্ধি না ঘটিবে? অনর্থক ফলাভিসন্ধি ত্যাগ না করিলেও তত্তৎকর্ম্ম দ্বারা স্বতঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত

হইয়াছে। শঙ্কা নিরাকরণ নিমিত্ত "এতান্যপি তু" এই "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যদি অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম কামনা যুক্ত হইলেও স্বাভাবিক ধর্ম্মানুসারে শুদ্ধিরূপ ফল প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে সেই ফল জ্ঞানোৎপাদনের কোনই সহায়তা করিতে পারে না, কেবল সেই শুদ্ধি কাম্য কর্ম্মজনিত ফল ভোগোপযোগী হইয়া থাকে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, "কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা। বিড়্-বরাহাদিদেহেন নহ্যৈন্দ্রং ভুজ্যতে ফলং॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলও শুদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু সেই শুদ্ধি ভোগসিদ্ধিতেই পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। সামান্য মূষিক বরাহাদির দেহে ইন্দ্রতুল্য ভোগ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ যে অবস্থায় যে পরিমাণে ভোগ সম্ভবপর, সেই অবস্থায় তাহাই ঘটিতে পারে। কামনামূলক কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যের যতটুকু ভোগফল প্রাপ্তি সঙ্গত, তাহাই সে প্রাপ্ত হয়।' যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্তির উপযোগী চিত্তশুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে, সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম ফলাভিসন্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। এরূপ হইলেও মুক্তিকামগণের পক্ষে তত্তৎবিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ আমি এইরূপ করিতেছি, ইত্যাকার কর্তৃত্বাভিনিবেশ এবং কর্ম্ম জনিত ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্তই তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। ইহাই আমার নিশ্চয় অর্থাৎ অবধারিত বক্তব্য। অতএব হে পার্থ! কর্ম্মাধিকারিগণের পক্ষে কর্ম্ম ত্যাজ্য কি না, এই দুই বিরোধী প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে আমি নির্দ্দেশ করিতেছি যে, কর্ম্ম কখনই ত্যাজ্য নহে। ইহাই আমার নিশ্চিত এবং উত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অভিপ্রায়। পূর্ব্বে যে, "নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র" বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার উপসংহার হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে অত্যাগ পক্ষের আলোচনা করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ ঔৎসুক্য নিবারণ হেতু প্রথমেই ত্যাগ ও অত্যাগের সমুচ্চয় বিষয়ক স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকটিত করিতেছেন। মূলস্থিত "তু" শব্দ পূর্ব্বোপন্যস্ত বিষয়ের সহিত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। মূলস্থিত "অপি" শব্দ এব শব্দের ভাব ব্যঞ্জক। যজ্ঞদানতপ এই সকল কর্ম্মও সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করা পুরুষের কর্ত্তব্য। অর্থাৎ

সকলের আমি কর্ত্তা, এ সকলই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; বয়স, জাতি-শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি অধ্যাস জনিত উল্লিখিত রূপ অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুসরণ করা উচিত। অপিচ, এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে আমি স্বর্গলাভ করিব, অথবা চিত্তশুদ্ধি বা জ্ঞান প্রাপ্ত হইব, ইত্যাকার রূপ ফল সমূহ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। এস্থলে মূলে যে চকার আছে, তাহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই সকল কর্ম্ম না করিলে আমার প্রত্যবায় ঘটিবে, অর্থাৎ যজ্ঞদানাদির অকরণ হেতু আমি পাপ-ভাগী হইব, এইরূপ অভিসন্ধিও পরিহার করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষেরা যেরূপ নির্লিপ্ত অনাসক্ত ও নিষ্কাম হইয়া থাকেন, তদ্রূপে উল্লিখিত কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। আমার এবম্প্রকার মত উত্তম, অর্থাৎ পূর্ব্বপরিব্যক্ত মতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ যুক্ত, আসক্তি যুক্ত এবং প্রত্যবায়োৎপাদনভীতি সংযুক্ত। অর্থাৎ সেই সকল কর্ম্মের মূলে আমি কর্ত্তা এইরূপ অহঙ্কার ভাবের সমাবেশ আছে, আসক্তি এবং কামনা নিহিত আছে, আর অকরণ জনিত অপরাধ ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কার অবসর আছে। এরূপ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইতে পারে না। এস্থলে যেরূপ কর্ম্মের বিধান করা হইতেছে, তাহাতে উল্লিখিতরূপ কোন দোষের সম্ভাব নাই। অসঙ্গত্বাদি কর্ম্মের সহিত সংলিপ্ত ভাবসমূহের পরিত্যাগ হেতু স্বরূপত কর্ম্ম ত্যাগ হয় না, তাহা বস্তুতঃ কর্ম্মের অত্যাগ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বকথিত ত্যাগের সহিত সমালোচ্য ত্যাগের প্রভেদ এই যে, তাহাতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ও সঙ্গত্বাদি দোষের সংলেপ আছে। অধুনা যে ত্যাগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইতেছে, তাহার সহিত উল্লিখিত দোষ নিচ-য়ের সংশ্রব নাই। কর্ম্ম উভয়ত্রই বিহিত হইয়াছে, কর্ম্মত্যাগের প্রসঙ্গ কুত্রাপি নাই ॥ ৬ ॥

(*)

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—নিয়তস্য (নিত্যস্য) তু কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) ন উপপদ্যতে (সম্ভবতি) মোহাৎ (অজ্ঞানাৎ) তস্য (কর্ম্মণঃ) পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ সম্ভব-হয় না, মোহ হেতু তাহার পরিত্যাগ তামস কথিত-হয় ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—নিত্য কর্ম্মসমূহের পরিত্যাগ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, মোহ প্রযুক্ত নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ তামস-ত্যাগ নামে অভিহিত হয় ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্মাদজ্ঞস্যাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ, নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য তু নিত্যস্য সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে অজ্ঞস্য পাবনত্বস্যেষ্টত্বাৎ মোহাদজ্ঞানাত্তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগো, নিয়তঞ্চাবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধমতো মোহনিমিত্তঃ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতো মোহশ্চ তম ইতি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—নিত্যকর্ম্মণামবশ্যকর্ত্তব্যত্বমুক্তমুপজীব্যাপেক্ষিতং পূর্ব্বমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি তস্মাদিতি। ননু কশ্চিন্নিয়তমপি কর্ম্ম ত্যজন্নুপলভ্যতে তত্রাহ মোহাদিতি। অজ্ঞানং পাবনত্বাপরিজ্ঞানম্ অজ্ঞস্য নিত্যকর্ম্মত্যাগো মোহাদিত্যেতদুপপাদয়তি নিয়তঞ্চেতি। নিত্যকর্ম্মত্যাগস্য মোহকৃতত্বে কুতস্তামসত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ মোহশ্চেতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য নিত্যনৈমিত্তিকস্য মহাযজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণ" ইতি শরীরযাত্রা এবাসিদ্ধেঃ। শরীরযাত্রা হি যজ্ঞশিষ্টাশনেননির্ব্বর্ত্ত্যমানা সম্যক্ জ্ঞানায় প্রভবতি। অন্যথা "তেত্বঘং ভুঞ্জতে পাপা" ইত্যযজ্ঞশিষ্টাঘরূপাশনাপ্যায়নং মনসো বিপরীতজ্ঞানায় ভবতি। "অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ" ইত্যন্নেন হি মন আপ্যায়তে। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি ব্রহ্মপ্রসাক্ষাৎকাররূপং জ্ঞানং আহারশুদ্ধ্যায়ত্তমিতি শ্রূয়তে। তস্মান্মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্মা প্রায়াণাৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়ৈবোপাদেয়মিতি। তস্য ত্যাগো নোপপদ্যতে। এবং জ্ঞানোৎপাদিনঃ কর্ম্মণো বন্ধকত্বমোহাৎ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। তমোমূলস্ত্যাগস্তামসঃ তমঃকার্য্যাজ্ঞানমূলত্বেন ত্যাগস্য তমোমূলত্বং। তমো হ্যজ্ঞানস্য মূলং "প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ" ইত্যত্রোক্তম্। অজ্ঞানন্তু জ্ঞানবিরোধিবিপরীতজ্ঞানং তথা চ বক্ষ্যতে, "অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান্বি-

পরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী”তি। অতো নিত্যনৈমিত্তিকাদেঃ কর্ম্মণস্ত্যাগো বিপরীতজ্ঞান মূলএবেত্যর্থঃ॥ ৭॥

হনুমান্।—কাম্যকর্ম্মণস্ত্যাগোহস্তু নিত্যস্য নিয়তস্য কর্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যতে, সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং মুমুক্ষূণাং, কর্ত্তব্যত্বমোহাদজ্ঞানাত্তস্য নিয়তস্য কর্ম্মণস্ত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭।

শ্রীধর।—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥

বলদেব।—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমাহ নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাত্তত্ত্যাগো যুক্তঃ। নিয়তস্য নিত্যনৈমিত্তিকস্য মহাযজ্ঞাদেঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে। আত্মোদ্দেশাদ্বিশোর্ণাদিবদন্তর্গতজ্ঞানস্য তস্য মোচকত্বাৎ দেহযাত্রাসাধকত্বাচ্চ তত্ত্যাগো ন যুক্তঃ। তেন হি দেবতাভগবদ্বিভূতিরর্চ্চিতাং তচ্ছেষৈঃ পূতৈঃ সিদ্ধা দেহযাত্রা তত্ত্বজ্ঞানায় সংপদ্যতে। বৈপরীত্যে পূর্ব্বমভিহিতং নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বমিত্যাদিভিস্তু তীয়ে তস্যাপি মোহাদ্বন্ধকমিদমিত্যজ্ঞানাৎ পরিতঃ স্বরূপেণ ত্যাগস্তামসো ভবতি মোহস্য তমোধর্ম্মত্বাৎ॥ ৭॥

মধুসূদন।—তদেবং যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপর ইতি স্বপক্ষঃ স্থাপিতঃ, ইদানীং ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণ ইতি পরপক্ষস্য পূর্ব্বোক্তত্যাগত্রৈবিধ্য-ব্যাখ্যানেন নিরাকরণমারভতে নিয়তস্যেতি। কাম্যস্য কর্ম্মণোঽন্তঃকরণশুদ্ধিহেতুত্বাভাবেন বন্ধহেতুত্বেন চ দোষবত্ত্বাদ্বন্ধনিবৃত্তিহেতুবোধার্থিনা ক্রিয়মাণস্ত্যাগ উপপদ্যত এব, নিয়তস্য তু নিত্যস্য কর্ম্মণঃ শুদ্ধিহেতুত্বেনাদোষস্য সংন্যাসস্ত্যাগোমুমুক্ষুণান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থিনা নোপপদ্যতে শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং তস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। তথাচোক্তং প্রাক্, “আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে”ইতি। ননু দোষবত্ত্বং কাম্যস্যেব নিত্যস্যাপি দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদের্ব্রীহিপশ্বাদিহিংসামিশ্রত্বেন সাঙ্খ্যৈরভিহিতং, ন চ “ব্রীহীনবহন্তি অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদি বিশেষবিধি-গোচরত্বাৎ ক্রত্বঙ্গহিংসায়া “ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীতি”সামান্যনিষেধস্য তদিতরপরত্বমিতি সাম্প্রতং ভিন্নবিষয়ত্বেন বিধিনিষেধয়োরবাধেনৈব সমাবেশসংভবাৎ নিষেধেন হি পুরুষস্যানর্থহেতুর্হিংসেত্যভিহিতং ন ক্রত্বর্থা সেতি, বিধিনা চ ক্রত্বর্থা সেত্যভিহিতং ন ত্বনর্থহেতুর্নেতি, তথা চ ক্রতূপকারকত্বপুরুষানর্থহেতুত্বয়োরেকত্র সংভবাৎ ক্রত্বর্থাপি হিংসা নিষিদ্ধৈবেতি হিংসাযুক্তং দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদি সর্ব্বং দুষ্টমেব, বিহিতস্যাপি নিষিদ্ধত্বং নিষিদ্ধস্যাপি চ বিহিতত্বং শ্যেনাদিবদুপপন্নমেব। যথাহি শ্যেনেনাভিচরন্ যজেতেত্যাভিচারবিধিনা বিহিতোঽপি শ্যেনাদিন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীতি নিষেধবিষয়ত্বাদনর্থহেতুরেব, তদ্দোষসহিষ্ণোরেব চ রাগদ্বেষাদি-বশীকৃতস্য তত্রাধিকারঃ এবং জ্যোতিষ্টোমাদাবপি। তথা চোক্তং মহাভারতে,—“জপস্তু সর্ব্ব-ধর্ম্মেভ্যঃ পরমোধর্ম্ম উচ্যতে। অহিংসয়া হি ভূতানাং জপযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে॥” ইতি। মনুনাপি,— “জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণ উচ্যতে॥”

ইতি বদতা মৈত্রীমহিংসাং প্রশংসতা হিংসায়া দুষ্টত্বমেব প্রতিপাদিতম্, অন্তঃকরণশুদ্ধিশ্চেদৃশেন গায়ত্রীজপাদিনা সুতরামুপপৎস্যত ইতি। হিংসাদিদোষদুষ্টং জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্যং কর্ম্ম দোষাসহিষ্ণুনা শ্যেনাদিকমিব কর্ম্মাধিকারিণাপি ত্যাজ্যমিতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ, ন ক্রত্বর্থা হিংসা অনর্থহেতুঃ বিধিস্পৃষ্টে নিষেধানবকাশাৎ। তথাহি বিধিনা বলবদিচ্ছাবিষয়সাধনতাবোধরূপাং প্রবর্ত্তনাং কুর্ব্বতাঽনর্থসাধনে তদনুপপত্তেঃ স্ববিষয়স্য প্রবর্ত্তনাগোচরস্যানর্থসাধনত্বাভাবোঽ-প্যর্থাদাক্ষিপ্যতে, তেন বিধিবিষয়স্য নানর্থহেতুত্বং যুজ্যতে ন হি ক্রত্বর্থত্বং সাক্ষাদ্বিধ্যর্থঃ, যেন বিরোধো ন স্যাৎ, কিন্তু প্রবর্ত্তনাকর্ম্মভূতা তু পুরুষপ্রবৃত্তিঃ পুরুষার্থমেব বিষয়ীকুর্ব্বতী কচিৎ ক্রতুমপি পুরুষার্থসাধনত্বেন পুরুষার্থভাবমাপন্নং বিষয়ীকরোতীত্যন্যৎ, পুরুষপ্রবৃত্তিশ্চ বলব-দিচ্ছোপধানদশায়াং জায়মানা ন ভাব্যস্যার্থহেতুতামাক্ষিপতি ন বাঽনর্থহেতুতাং প্রতিক্ষিপতি, কিন্তু যথাপ্রাপ্তমেবালম্বতে বলবদিচ্ছাবিষয়ে স্বত এব প্রবৃত্তেঃ স্বর্গাদৌ বিধানপেক্ষণাৎ, অতএব বিহিতশ্যেনফলস্যাপি শত্রুবধরূপস্যাভিচারস্যার্থহেতুত্বমুপপদ্যত এব ফলস্য বিধিজন্যপ্রবৃত্তি-বিষয়ত্বাভাবাৎ, বিধিজন্যপ্রবৃত্তিবিষয়ং তু ধাত্বর্থং করণং প্রবর্ত্তনাবলম্বতে, সা চানর্থহেতুং ন বিষয়ীকরোতীতি বিশেষবিধিবাধিতং সামান্যনিষেধবাক্যং রাগদ্বেষাদিমূলাক্রত্বর্থলৌকিকহিংসা-বিষয়ং তেন শ্যেনাগ্নীষোমীয়য়োর্বৈষম্যাদুপপন্নমদুষ্টত্বং জ্যোতিষ্টোমাদেঃ। বিধিস্পৃষ্টস্যাপি নিষেধ-বিষয়ত্বে ষোড়শিগ্রহণস্যাপ্যনর্থহেতুত্বাপত্তির্নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতীতি নিষেধাৎ, তস্মান্ন কিঞ্চিদেতদিতি ভাট্টং দর্শনং, প্রাভাকরং তু দর্শনং ফলসাধনে রাগত এব প্রবৃত্তিসিদ্ধের্ন নিয়ো-গস্য প্রবর্ত্তকত্বং, তেন শ্যেনস্য রাগজন্যপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বেন বিধেরৌদাসীন্যান্ন তস্যানর্থ-হেতুত্বং বিধিনা প্রতিক্ষিপ্যতে অগ্নীষোমীয়হিংসায়াং তু ক্রত্বঙ্গভূতায়াং ফলসাধনত্বাভাবেন রাগাভাবাদ্বিধিরেব প্রবর্ত্তকঃ, স চ স্ববিষয়স্যানর্থহেতুতাং প্রতিক্ষিপতীতি প্রধানভূতা হিংসা-নর্থং জনয়তি, ন ক্রত্বর্থেতি ন হিংসামিশ্রত্বেন জ্যোতিষ্টোমাদের্দুষ্টত্বমিতি সমমেব, এতাবন্মাত্রে তু বিশেষঃ চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্ম ইত্যত্রার্থপদব্যাবর্ত্তত্বেনাধর্ম্মত্বং শ্যেনাদেঃ প্রাভাকরমতে, ভাট্টমতে তু শ্যেনফলস্যৈবাভিচারস্যানর্থহেতুত্বাদধর্ম্মত্বং, শ্যেনস্য তু বিহিতস্য সমীহিতসাধনস্য ধর্ম্মত্বমেব অর্থপদব্যাবর্ত্ত্যত্বং তু কলঞ্জভক্ষণাদের্নিষিদ্ধস্যৈবেতি ফলতোঽনর্থহেতুত্বেন তু শিষ্টানাং শ্যেনাদৌ ন ধর্ম্মত্বেন ব্যবহারঃ। তদুক্তং,—"ফলতোঽপি চ যৎকর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবল প্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥" ইতি। তার্কিকাণাং তু দর্শনং কৃতিসাধ্যত্বমর্থহেতুত্বমনর্থা-হেতুত্বং চেতি ত্রয়ং বিধ্যর্থঃ, তত্র ক্রত্বর্থহিংসায়াং সাক্ষান্নিষেধাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তানুপদেশাচ্চ কৃতিসাধ্যত্বার্থহেতুত্ববদনর্থাহেতুত্বমপি বিধিনা বোধ্যত ইতি ন তস্যানর্থহেতুত্বং শ্যেনাদেস্ত্বভিচা-রস্য সাক্ষাদেব নিষেধাৎ প্রায়শ্চিত্তোপদেশাচ্চানর্থহেতুত্বাবগমাত্তাবন্মাত্রং তত্র বিধিনা ন বোধ্যত ইত্যুপপন্নং শ্যেনাগ্নীষোমীয়য়োর্বৈলক্ষণ্যম্। ঔপনিষদৈস্তু ভাট্টমেব দর্শনং ব্যবহারে প্রায়েণাবলম্বিতং। তথা চ ভগবদ্বাদরায়ণপ্রণীতং সূত্রং,—"অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দা"দিতি। জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্ম অগ্নীষোমীয়হিংসাদিমিশ্রিতত্বেন দুষ্টমিতি চেৎ ন অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদিবিধিশব্দাদি-ত্যক্ষরার্থঃ জপপ্রশংসাপরং তু বাক্যং ন ক্রত্বর্থহিংসায়া অধর্ম্মত্ববোধকং তস্য তত্রাতাৎপর্য্যাৎ।

তথাচ সাংখ্যানং বিহিতে নিষিদ্ধত্বজ্ঞানমনর্থাহেতাবনর্থহেতুত্বজ্ঞানং ধর্ম্মে চাধর্ম্মত্বজ্ঞানমনুষ্ঠেয়ে চাননুষ্ঠেয়ত্বজ্ঞানং বিপর্য্যাসরূপোমোহঃ তস্মান্মোহান্নিত্যস্য কর্ম্মণোষঃ পরিত্যাগঃ স তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ মোহো হি তমঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—প্রাক্‌প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমাহ নিয়তস্যেতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বোক্তপক্ষ-দ্বয়বৈলক্ষণ্যার্থঃ যস্মাদধিকৃতস্য মুমুক্ষো র্নিয়তস্যাবশ্যানুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসঃ স্বরূপেণ ত্যাগো নোপপদ্যতে ন যুজ্যতে অজ্ঞস্য শুদ্ধ্যপেক্ষত্বাৎ। এবং সতি যো মোহাদজ্ঞানাৎ তস্য নিয়তস্য কর্ম্মণঃ পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ, আবশ্যকঞ্চ ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষেধাৎ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—প্রক্রান্তস্য ত্রিবিধত্যাগস্য তামসং ভেদমাহ নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য নিত্যস্য মোহাৎ শাস্ত্রতাৎপর্য্যাজ্ঞানাৎ। সন্ন্যাসো কাম্যকর্ম্মাণি আবশ্যকত্বাভাবাৎ পরিত্যজতু নাম নিত্যস্য তু কর্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যতে ইতি তু শব্দার্থঃ। মোহাদজ্ঞানাৎ। তামস ইতি তামসত্যাগস্য ফলং অজ্ঞানপ্রাপ্তিরেব নত্বভীপ্সিতজ্ঞান প্রাপ্তিরিতিভাবঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ যজ্ঞ দানাদি কর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অধুনা তিনি প্রদর্শন করিতেছেন যে, নিত্য-কর্ম্ম * সমূহ কখনই পরিত্যাজ্য নহে। তদনুষ্ঠানে বিরত হইলে মানবের মোহাতিশয্যের পরিচয় প্রদান করা হয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, নিয়ত অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের পরিত্যাগ কখনই সমীচীন নহে। অর্থাৎ তাদৃশ নিত্যকর্ম্মের পরিহার করিলে মানবের

* নিত্যকর্ম্ম।—"নিত্যানি, অকরণে প্রত্যবায়সাধকানিসন্ধ্যাবন্দনাদীনি।" (বেদান্তসার) অর্থাৎ যাহা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাহাই নিত্য কর্ম্ম; যথা, সন্ধ্যা বন্দনাদি।" "নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিকন্তথা। গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক। পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব। নৈমিত্তিকং তথা চান্যৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকং। নিতনৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি, পণ্ডিতৈঃ॥" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক, এবং নিত্যনৈমিত্তিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম গৃহস্থদিগের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চযজ্ঞাদি (৬৩৯ পৃঃ টিঃ দ্রঃ) কর্ম্ম নিত্য, পুত্র জন্মাদি নিমিত্তক ক্রিয়া নৈমিত্তিক, এবং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক এই উভয় প্রকার। সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চযজ্ঞ, শিবপূজা প্রভৃতি কার্য্য সমূহ নিত্য। নৈমিত্তিক যথা; "পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্টাদীনি" (বেদান্তসার) অর্থাৎ পুত্রজন্মাদি নিমিত্তকে প্রাপ্ত হইয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই নৈমিত্তিক। যথা, পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার, পিতৃশ্রাদ্ধাদি; পাপশান্তির নিমিত্ত যে দান তাহা নৈমিত্তিক দান; গ্রহণাদিতে বা চাণ্ডালাদি স্পর্শনিমিত্ত যে স্নান, তাহা নৈমিত্তিক স্নান, ইত্যাদি। কোন কামনা সহকারে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কাম্য। "কাম্যানি স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি।" (বেদান্তসার) অর্থাৎ স্বর্গাদি শুভ-ফলজনক জ্যোতিষ্টোমাদি কার্য্য সমূহ কাম্য। কাম্য কর্ম্ম বহুবিধ। অনেক কর্ম্ম নিত্য ও কাম্য উভয় মিশ্রিত। অর্থাৎ সেই সকল কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, এবং অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যথা; দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রিব্রত প্রভৃতি কর্ম্ম সমূহ নিত্য ও কাম্য।

অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট সম্ভাবনা কিছুই নাই। কারণ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি উপজাত হয়, এবং সেই চিত্তশুদ্ধি হইতে কালে পরম: জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। যাহা এবম্বিধ হিতকর, তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হওয়া কখনই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না। মানব দূরদর্শিতার অভাবে এবং স্বকীয় সামান্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় নিত্যানুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্মে বহুবিধ দোষ দর্শন করিয়া থাকে, এবং তাদৃশ দোষের নিদান বোধে নিত্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগ করে। মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানের প্রাবল্যে ইত্যকার নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ তামস ত্যাগ নামে পরিগণিত হয়। এরূপ ত্যাগে সনাতন শাস্ত্রাদির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয় এবং আপনার অজ্ঞানেরই পরিচয় প্রদান করা হয়। যে ব্যবস্থা অপৌরুষেয়, বেদসম্মত, তাহার অন্যথাচরণ করিলে মানবের শ্রেয়ঃ কখনই সাধিত হইতে পারে না। এই জন্যই উল্লিখিতরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ত্যাগ তামস ত্যাগ নামে অভিহিত হয়।

যাঁহারা যথার্থ জ্ঞানার্থী, তাঁহারা কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির কামনা করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানকে চিত্তশুদ্ধির একমাত্র পন্থা জানিয়া বিহিত প্রযত্নে তদনুসরণ করেন। নিত্য ক্রিয়াকে অবৈধ বোধে পরিত্যাগ করিতে তাঁহারা কখনই সাহসী হন না, প্রত্যুত তদনুসরণ ক্রমে তাঁহারা পরমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। নিত্য নৈমিত্তিক মহাযজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করা যাইতে পারে না। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ।" (৩য় অধ্যায় ৮ শ্লোক) সুতরাং শরীরযাত্রার নিমিত্তও কর্ম্মত্যাগ অসিদ্ধ। যে হেতু নিয়ত শরীরযাত্রার নিমিত্ত যজ্ঞাদিজনিত বিহিত অশনাদি জ্ঞানবর্দ্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, লৌকিক ধর্ম্মরক্ষার অনুরোধে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট পবিত্র অন্ন ভোজন করিতে থাকিলে ক্রমশঃ চিত্ত পবিত্র হইয়া উঠে এবং জ্ঞানের উন্মেষ হয়। যাহারা ইহার অন্যথাচরণ করে, অর্থাৎ যাহারা যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন না করিয়া ইচ্ছামত খাদ্যাদি উপভোগ করে, শ্রীভগবান্ তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" (৩য় অধ্যায় ১৩শ

শ্লোক) সুতরাং এই অম্বরূপ অশিষ্ট ভোজনাদি মনের প্রকৃষ্ট জ্ঞান উৎপাদন না করিয়া বিপরীত জ্ঞানেরই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ" অর্থাৎ হে সৌম্য! মন অন্নময়। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে যে, অন্ন দ্বারাই মন গঠিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" অর্থাৎ 'আহারশুদ্ধির প্রভাবেই অন্তঃকরণশুদ্ধি সংঘটিত হয়, সত্ত্বশুদ্ধি হইতে ধ্রুবা স্মৃতির উদ্ভব হয়, সেই স্মৃতি লব্ধ হইলে সকল গ্রন্থির বিপ্রমোক্ষ হইয়া থাকে।' অতএব শ্রুতির বিধানদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আহার শুদ্ধির ফলে কালে ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। এতাবতা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, প্রয়াণকাল পর্য্যন্ত মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা মানবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তৎসমস্তের পরিত্যাগ কখনই বিধেয় নহে। এইরূপ জ্ঞানোৎপাদন কর্ম্ম মোহপ্রযুক্ত বন্ধনের হেতুভূত মনে করিয়া পরিত্যাগ করিলে সে ত্যাগ তামস নামে অভিহিত হয়। তমোমূলক যে ত্যাগ তাহাই তামস। অজ্ঞান তমোগুণের কার্য্য, অতএব তজ্জনিত ত্যাগ তমোমূলক ত্যাগরূপে পরিগণিত। যে হেতু তমোগুণই অজ্ঞানের মূল; শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।" (১৪শ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) জ্ঞানের বিরোধী বিপরীত জ্ঞানই অজ্ঞান। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকেও শ্রীভগবান্ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব ইহাই অবধারিত হইতেছে যে, নিত্যনৈমিত্তাদি কর্ম্মত্যাগ বিপরীত জ্ঞানমূলক। আচার্য্য মহোদয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ আহার হইতে পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রৌত প্রমাণাদি দ্বারা তিনি স্বকীয় অভিপ্রায় নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন। আহার সংযমের এবং তদ্বিশুদ্ধির প্রতি সতত লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী এক সুদীর্ঘ টীকা বিন্যস্ত করিয়াছেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ইতঃপূর্ব্বে বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ব্যাখ্যাস্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। অধুনা সরস্বতীপাদের অভিপ্রায় সংক্ষিপ্ত ভাবে সমাহৃত হইতেছে।

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।" (১৮।৩) পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক দ্বারা সেই মত সম্যক্‌রূপে সমর্থিত হইয়াছে। অতঃপর "ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ" (১৮।৩) এই মতান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। কাম্যকর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি সংঘটিত হয় না এবং তাহা বন্ধনের হেতুভূত; এই জন্য তত্তাবৎ দোষযুক্ত; সুতরাং যাঁহারা বন্ধনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানের অভিলাষী অর্থাৎ যাঁহারা বন্ধনের কারণে বিজড়িত হইতে বাসনা করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে তাদৃশ কর্ম্মের পরিত্যাগ সুসঙ্গত। কিন্তু নিয়ত অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম সমূহ শুদ্ধির হেতুভূত সুতরাং দোষরহিত। যাঁহারা মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তিকামী তাঁহাদিগের পক্ষে শুদ্ধি বিধায়ক তাদৃশ নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগ যুক্তিসিদ্ধ নহে। শাস্ত্রীয় বিধান ও যুক্তি অনুসারেও সেই সকল চিত্ত শুদ্ধিকর নিত্যকর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "আরুরুক্ষো মুর্নের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩য় শ্লোক) ইত্যাদি। ভগবানের এই পূর্ব্ব কথিত বাক্যেও ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যোগমার্গে আরো-হণকামী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মই প্রধান সহায়। যদি আপত্তি করা যায় যে, কাম্য কর্ম্মের ন্যায় দর্শপৌর্ণমাস (১৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) জ্যোতিষ্টোমাদি নিত্যকর্ম্মেও ব্রীহি পশ্বাদির হিংসা বিহিত হইয়াছে, সুতরাং সাঙ্খ্যগণের মতানুসারে সেই হিংসামূলক কর্ম্ম সমূহ উন্নতির বিরোধী বিবেচনায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদিও "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা হিংসামূলক কার্য্য বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং যদিও সেই বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে নিত্যানুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি কর্ম্মে পশু বধাদি হিংসামূলক কার্য্য সহসা অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, তথাপি বুঝিয়া দেখা উচিত যে, পরানিষ্টের বাসনায় বিশেষ কোনরূপ প্রবল কামনার অধীন হইয়া অথবা কোনরূপ আসক্তি বা অনুরাগের প্রাবল্যে যে স্থলে হিংসামূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তথায় তাহা দোষাবহরূপে পরিগণিত হইতে পারে। কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে তজ্জনিত ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মূলে হিংসা থাকিলেও সে হিংসা দোষাবহরূপে পরি-

গণিত হইতে পারে না। বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি নিয়মিত হয় বটে, কিন্তু এ স্থলে সেরূপ বাধা ঘটিতে পারে না। যদিও মহাভারতে উক্ত আছে যে, "জপস্তু সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ পরমোধর্ম্ম উচ্যতে। অহিংসয়া হি ভূতানাং জপযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে ॥" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব) ইহার ভাবার্থ এই যে জপই সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, কারণ প্রাণি সমূহের অহিংসা দ্বারাই জপযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয়।' ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন; "জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যা-ন্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥" (মনু ২য় অধ্যায়ঃ ৮৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; 'কেবল জপ দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ নিঃসংশয় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, অন্য বৈদিক যাগাদির অনুষ্ঠান না করিলেও মৈত্র অর্থাৎ হিংসাবৃত্তিশূন্য হইয়া সর্ব্বজীবে মিত্রভাবাপন্ন হইলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।' এই সকল পবিত্র শাস্ত্রোক্তির দ্বারা অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব এবং হিংসার দুষ্টত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে সত্য, এবং ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, কেবল গায়ত্রী (১৯১২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) জপাদির দ্বারাই অন্তঃকরণ শুদ্ধি সংসাধিত হইতে পারে সুতরাং হিংসাদিবহুল জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ ত্যাজ্য। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে যে হিংসার ব্যবস্থা আছে, তাহার সহিত কামনার কোনও সংশ্রব নাই। উপরে যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তত্তাবতের মর্ম্ম এই যে, কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসাপ্রধান কার্য্যানুষ্ঠান করিলে চিত্ত শুদ্ধ না হইয়া অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে সুতরাং মুক্তির পথ উন্মুক্ত না হইয়া বন্ধই সংঘটিত হয়। কিন্তু নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য যজ্ঞাদি কার্য্যে চিত্তশুদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর আত্মজ্ঞান জন্মিতে থাকে, ইহারও সুস্পষ্ট বিধান আছে। অপি চ অভিচারাদি (১৬৬৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ক্রিয়ার ন্যায় তাহার মূলে কোন লৌকিক স্বার্থসিদ্ধির বাসনা নিহিত নাই এবং কোনরূপ কাম-নার পরতন্ত্র হইয়া তাহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। অতএব তজ্জন্য চিত্তশুদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। ক্রত্বর্থ যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অনর্থোৎপাদক নহে। জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ায় ক্রত্বর্থই হিংসাচরণ করা হয়, সুতরাং সে হিংসা অনর্থজনক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে, শ্যেনযজ্ঞেও ক্রত্বর্থ হিংসা আচরিত

হইয়া থাকে, সুতরাং সে হিংসাও অর্থজনক নহে। অতি সহজেই এ ভ্রম নিরস্ত হইবে। কারণ শ্যেনযজ্ঞ যজ্ঞ সত্য, কিন্তু তাহা আভিচারিক ক্রিয়াবিশেষ, এবং শত্রু নিপাতের উদ্দেশে তাহা অনুষ্ঠিত হয়। জ্যোতিষ্টোমাদি ব্যাপার, কেবল ধর্ম্মমূলক এবং তাহার সহিত পরানিষ্ট সাধনেচ্ছার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব শ্যেনযজ্ঞের সহিত জ্যোতিষ্টোমাদির সমতা কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। অতঃপর সরস্বতীপাদ, ভাট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগেরও মত উল্লিখিত সিদ্ধান্তের অনুকূল। তার্কিক সম্প্রদায়ও বলেন যে, বিধির অভিপ্রায় মাত্রেরই তিনটী লক্ষণ থাকে, কৃতিসাধ্যত্ব, অর্থহেতুত্ব এবং অনর্থের অহেতুত্ব। ক্রত্বর্থ হিংসা বিষয়ে সাক্ষাৎ কোন নিষেধ নাই, এবং তজ্জন্য কোন প্রায়শ্চিত্তের ও ব্যবস্থা নাই, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সে স্থলে কৃতিসাধ্যত্ব, অর্থ হেতুত্ব এবং অনর্থাহেতুত্ব বিদ্যমান। অতএব এরূপ যজ্ঞে অনর্থ নাই শ্যেনাদি যজ্ঞসম্বন্ধে সাক্ষাৎ নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান আছে, সুতরাং তাহাতে অনর্থের হেতুত্ব বিদ্যমান। এতদ্দ্বারা শ্যেন যজ্ঞে ও অগ্নিসোমীয় যজ্ঞে যে বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। ভগবান্ বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত সূত্রে নিবদ্ধ আছে যে "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ।" (৩য় অধ্যায় ১ম পাদ ২৫ সূত্র) এই সূত্রের শঙ্করভাষ্য সঙ্গত ভাবার্থ যথা; 'পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হিংসাদি সম্বন্ধহেতু যজ্ঞ কার্য্য অশুদ্ধ; অতএব তাহা অনিষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে। এই জন্যই অনুষ্ঠায়িদিগের ধ্যানাদি জন্ম মুখ্য, কিন্তু গৌণ নহে; ইহার গৌণত্ব কল্পনা অনর্থক। বর্ত্তমান সূত্রে পূর্ব্ব কথিত সেই দোষের পরিহার করা হইতেছে। যজ্ঞাদি জনিত অপূর্ব্ব অশুদ্ধ নহে। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের প্রতি শাস্ত্রই একমাত্র হেতু অর্থাৎ অববোধক। ধর্ম্মাধর্ম্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, অতএব শাস্ত্র ব্যতীত তাহা জানিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মের দেশ কালাদির নিয়ম নাই। যে কার্য্য একদেশে এককালে একনিমিত্তের বশে ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হয়, তাহাই আবার অন্য দেশে অন্য কালে নিমিত্তান্তরে অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক বিজ্ঞান

জন্মিতে পারে না। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, হিংসা এবং অনুগ্রহাদি যুক্ত জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম ধর্ম্মজনক। অতএব শাস্ত্রনির্ণিত ধর্ম্ম ক্রিয়াকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে পারা যায়। যদি বলা যায় যে "সর্ব্বভূতে হিংসা করিবে না" এই নিষেধ শাস্ত্র ভূতবিষয়ক হিংসার অধর্ম্মকারিতা বোধ করাইতেছে? সত্য, কিন্তু ইহা উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র। এই সামান্য শাস্ত্রের অপবাদ স্বরূপে "অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পশুহনন করিবে" এই বিশেষ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সামান্য ও বিশেষ এই উভয়বিধ শাস্ত্রে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। যে বিষয় বিশেষ বিধির অন্তর্ভূত নহে, তাহাই সামান্য শাস্ত্রের দ্বারা অধিকৃত। অতএব এস্থলে নিরূপিত হইতেছে যে, বৈধ হিংসা ধর্ম্মজনক, অবৈধ হিংসা অধর্ম্মজনক। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈদিক্ ধর্ম্ম অশুদ্ধ নহে, তাহা বিশুদ্ধ এবং তজ্জন্যই শিষ্টগণ তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন শাস্ত্রেও বেদোক্ত কর্ম্ম সমূহের নিন্দা কথিত হয় নাই। ইত্যাদি।' অতএব মহাভারতাদিতে যে, জপপ্রশংসাত্মক বাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা ধর্ম্মার্থানুষ্ঠিত হিংসার অধর্ম্মত্ববোধক নহে। মহাভারতের যেস্থলে জপের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় যজ্ঞজনিত হিংসার প্রসঙ্গ অবতারিত হয় নাই। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাংখ্যদিগের বিধেয় কর্ম্মে নিষিদ্ধত্ব বোধ, অনর্থের অহেতুতে অনর্থ হেতুত্বজ্ঞান, ধর্ম্ম কার্য্যে অধর্ম্মত্ব জ্ঞান, অনুষ্ঠেয় বিষয়ে অননুষ্ঠেয়ত্ব বোধ বিপরীত রূপ মোহ; তাদৃশ মোহের প্রাবল্যে নিত্য কর্ম্মের যে পরিত্যাগ, তাহা তামস ত্যাগ বলিয়া স্বীকার্য্য ॥ ৭ ॥

——(:※:)——

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

অন্বয়।—দুঃখম্ ইতি এব [মত্বা] যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ (শরীরায়াসভয়াৎ) ত্যজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং ন লভেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) এব ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—দুঃখ ইহাই [বোধ-করিয়া] যে কর্ম্মকে শরীর-আয়াস-ভয়-হেতু ত্যাগ-করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগ-ফল প্রাপ্ত-হয়ই না ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—দুঃখকর বোধে কায়ক্লেশ ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করিলে পুরুষ সেইরূপ রাজস ত্যাগের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ ত্যাগফল প্রাপ্ত হয় না ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ দুঃখমিতি। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ শরীরদুঃখভয়াত্যজেৎ স কৃত্বা রাজসং রজোনির্ব্বর্ত্ত্যং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং জ্ঞানপূর্ব্বকস্য সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগস্য ফলং মোক্ষাখ্যং ন লভেন্নৈব লভতে ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ নিত্যকর্ম্মত্যাগো নাজ্ঞস্য সম্ভবতীত্যাহ কিঞ্চেতি। ননু মোহং বিনৈব দুঃখাত্মকং কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্যজতি করণানি হি কার্য্যং জনয়ন্তি শ্রাম্যন্তি চ তথাচ ন তত্ত্যাগস্তামসো যুক্তস্তত্রাহ দুঃখমিত্যেবেতি। যৎ কর্ম্ম দুঃখাত্মকমশক্যসাধ্যমিত্যেবালোচ্য সত্যেব কর্ত্তে দেহস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্লেশাত্মনো ভয়াত্তজতি স তত্ত্যক্ত্বা রজোনিমিত্তং ত্যাগং কৃত্বাপি ন তৎফলং মোক্ষং লভতে কিন্তু কৃতেনৈব রাজসেন ত্যাগেন তদনুরূপং নরকং প্রতিপদ্যেতেত্যাহ দুঃখমিত্যেবেত্যাদিনা। কর্ম্মত্যাগস্তামসো রাজসশ্চেতি দ্বিবিধো দর্শিতঃ ॥ ৮।

রামানুজ।—দুঃখমিতি। যদ্যপি পরম্পরয়া মোক্ষসাধনভূতং কর্ম্ম তথাপি দুঃখাত্মক-দ্রব্যার্জ্জনসাধ্যত্বাৎ বহ্বায়াসরূপতয়া কায়ক্লেশকরত্বাচ্চ মনসোঽবসাদকরমিতি তদ্ভীত্যা যোগ নিষ্পত্তয়ে জ্ঞানাভ্যাস এব যতনীয় ইতি যো মহাযজ্ঞাদ্যাশ্রমকর্ম্ম পরিত্যজেৎ, স রাজসং রজোমূলং ত্যাগং কৃত্বা তদ্যথাবস্থিতং শাস্ত্রার্থরূপমিতি জ্ঞানোৎপত্তিরূপং ত্যাগফলং ন লভেত্। "অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী"তি হি বক্ষ্যতে। নহি কর্ম্মাদৃষ্টদ্বারেণ মনঃ প্রসাদহেতুঃ অপিতু ভগবৎপ্রসাদদ্বারেণ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ দুঃখং দুঃখতরমিত্যনেন ত্যজেৎ স রাজসং রাজসি ভবং ত্যাগং কৃত্বা নৈব জ্ঞানপূর্ব্বত্যাগফলং মোক্ষ্যং লভেৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—রাজসং ত্যাগমাহ দুঃখমিতি। আত্মজ্ঞানং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যস্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো দুঃখস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ॥ ৮ ॥

বলদেব।—নিষ্কামতয়ানুষ্ঠীতং বিহিতং কর্ম্ম মুক্তিহেতুরিতি জানন্নপি দ্রব্যোপার্জ্জন-প্রাতঃস্নানাদিনা দুঃখরূপমিতি কায়ক্লেশভয়াচ্চৈতন্মুমুক্ষুরপি ত্যজেৎ। স ত্যাগো রাজসঃ দুঃখস্য রজোধর্ম্মত্বাৎ। তং ত্যাগং কৃত্বাপি জনস্তস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন লভতে ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বোক্তমোহাভাবেঽপি অনুৎপন্নজ্ঞানান্তঃকরণশুদ্ধিতয়া কর্ম্মাধিকৃতোঽপি

দুঃখমেবেদমিতি মত্বা কায়ক্লেশভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যৎস ত্যাগোরাজসঃ দুঃখং হি রজঃ অতঃ স মোহরহিতোঽপি রাজসঃ পুরুষস্তাদৃশং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা নৈব ত্যাগফলং সাত্ত্বিকত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভেৎ ন লভেত ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তামসং ত্যাগমুক্ত্বা রাজসং ত্যাগমাহ দুঃখমিতি। যো দুঃখরূপমেবেদং কর্ম্মেতি মত্বা কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ ত্যজেৎ স পুমান্ তস্মাদেব হেতোঃ রাজসং রজোগুণনির্বৃত্তং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষং নৈব লভেৎ লভেত॥ ৮॥

বিশ্বনাথ।—দুঃখমিত্যেবেতি। যদ্যপি নিত্যকর্ম্মণামাবশ্যকমেব তৎকরণে গুণএব নতু দোষ ইতি জানাম্যেব তদপি স্বৈঃ শরীরং ময়া কথং বৃথা ক্লেশয়িতব্যম্ ইতিভাবঃ। ত্যাগফলং জ্ঞানং ন লভেত ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বশ্লোকে তামস ত্যাগের বিবরণ কথিত হইয়াছে। অতঃপর রাজস ত্যাগের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে। যে ত্যাগে চিত্তের বিশুদ্ধি জন্মে না, যে ত্যাগে রাগ দ্বেষ বা আসক্তি অনুরাগ বিদূরিত হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয় না, যে ত্যাগে জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া হৃদয় ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হয় না, সে ত্যাগ কোনই পরমার্থ সাধনের হেতু নহে। এইরূপ ত্যাগে মনুষ্যের সংসার বন্ধন মুক্তি ঘটে না, এবং কোনই শ্রেয়ঃ লব্ধ হয় না।

নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমূহ বিবিধ কঠোরতা ও শারীরিক আয়াস সাপেক্ষ। যথাকালে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পবিত্রতোয়া সুরধুনী নীরে অবগাহন করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে হইলে ঋতুবিশেষে নিদারুণ শীতে অভিভূত হইয়া কষ্ট পাইতে হয়, অথবা সময়ান্তরে বর্ষার বারিধারা দেহকে প্রপীড়িত করে। বিবিধ বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অতিথি সেবাদির পর মধ্যাহ্ন কালে ভোজন করিতে হইলে ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসন্ন হয়। নিয়মিত কালে বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলে শীতবাতাতপ জনিত অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, এবং যথা সময়ে ভোজন বিশ্রামাদির ব্যতিক্রম ঘটায় দৈহিক অনেক ক্লেশ অনুভব করিতে হয়। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর যথাকালে তাঁহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সন্তানকে অনেক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কোন ঋতু বা কালের শাসন না মানিয়া পুত্রকে বিনামাবিহীন পদে বিচরণ করিতে হয়, যথাকালে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ রূপে উদর পূরণ করিতে হয়। স্রকচন্দন বনিতা প্রভৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চর্ম্মাসনে বিশ্রাম

করিতে হয়। ইত্যাকার বিবিধ ক্লেশ নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অপরিহার্য্য সহচর। যিনি অনুরাগী, যিনি এ সকল কর্ম্ম ধর্ম্মসাধনের সহায় বলিয়া অনুভব করেন, যিনি এই সকল অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সংসারে বহু লোকই ইত্যাকার ক্লেশ পরম্পরা ভোগ করিতে নিতান্ত বিমুখ। অনেকেই এই সকল অনুষ্ঠানকে ভারভূত ও বিড়ম্বনাময় জ্ঞান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা এই নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানসমূহ দুষ্কর ও দৈহিক দুঃখপ্রদ বোধে পরিহার করেন, তাঁহাদিগের সে ত্যাগ কোনই ফলবিধায়ক হয় না। সেই দুঃখবোধ-জনিত ত্যাগ-রাজস ত্যাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কারণ রজোগুণই দুঃখস্বরূপ। এইরূপ দুখবোধ জনিত রাজস ত্যাগ দ্বারা ত্যাগজনিত কোনই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যখন চিত্তশুদ্ধির পর আত্মজ্ঞান হয়, তখন কর্ম্ম আপনিই সরিয়া যায়। তখন কর্ম্ম অকর্ম্ম, প্রয়োজন অপ্রয়োজন, সকলই মনুষ্যের পক্ষে সমান হইয়া যায়। তৎকালে আসক্তি বা আকর্ষণ, দ্বেষ বা হিংসা, লোভ বা মোহ কিছুতেই মনুষ্য-মন বিচলিত হয় না। সেইরূপ অসুলভ অবস্থায় যে কর্ম্মত্যাগ, তাহাই যথার্থ ত্যাগরূপে পরিগণিত; কারণ সেই কর্ম্মত্যাগে যে ফল আনয়ন করিয়াছে, তাহা তুলনা রহিত, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তাহা দেবতারও প্রার্থনীয়। সেরূপ জ্ঞানের অভ্যুদয় না হইলে কেবল দুঃখবোধে বা দৈহিক কায়ক্লেশ ভয়ে যে রাজস কর্ম্ম ত্যাগ তাহা অনর্থক ॥ ৮ ॥

——০ঃ*ঃ০——

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন!।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! সঙ্গং (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং) ফলং চ এব ত্যক্ত্বা (পরিহায়) কার্য্যম্ (কর্ত্তব্যম্) ইতি [মত্বা] এব যৎ নিয়তং (নিত্যং) কর্ম্ম ক্রিয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ (কথিতঃ) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ। —হে অর্জ্জুন! সঙ্গ ও ফলকে ত্যাগ-করিয়া কর্ত্তব্য ইহা [বোধ করিয়া]ই যে নিত্য কর্ম্ম কৃত-হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক কথিত-হয় ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! কর্ম্মের আমি কর্ত্তা ইত্যাকার জ্ঞান এবং ফল পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই যে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগঃ? কার্য্যমিতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্ব্বর্ত্ত্যতে হে অর্জ্জুন! সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চ এব। নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বে ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচামাথবা যদ্যপি ফলং ন শ্রূয়তে নিত্যস্য কর্ম্মণস্তথাপি নিত্যং কর্ম্ম কৃতমাত্মসংস্কারং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং করোত্যাত্মন ইতি কল্পয়ত্যেবাজ্ঞস্তত্র তামপি কল্পনাং নিবারয়তি ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেনাতঃ সাধূক্তং সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চেতি স ত্যাগো নিত্যকর্ম্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনিবৃত্তো মতোঽভিমতঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতি সাত্ত্বিকং ত্যাগং প্রশ্নপূর্ব্বকং বর্ণয়তি কঃ পুনরিতি কর্ত্তব্যমিত্যেবেত্যেবকারেণ নিত্যস্য ভাব্যান্তরং নিষিধ্যতে। নিত্যানাং বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রবণাৎ তেষাং ফলং ত্যক্ত্বেত্যযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিত্যানামিতি। ফলং ত্যক্ত্বেত্যস্য বিধান্তরেণ তাৎপর্য্যমাহ অথবেতি। নহি বিধিনা কৃতং কর্ম্ম অনর্থকং বিধ্যানর্থক্যাত্তেন শ্রৌতফলাভাবেঽপি নিত্যং কর্ম্ম বিধিতোঽনুতিষ্ঠন্নাত্মজ্ঞানমনুপহতমনস্থোক্ত্যা তস্মিন্ কর্ম্মণ্যাত্মসংস্কারং ফলং কল্পয়তি তদকরণে প্রত্যবায়স্মৃত্যা তৎকরণং কর্ত্তুরাত্মনস্তন্নিবৃত্তিং করোতীতি বা নিত্যে কর্ম্মণ্যুক্তাং কল্পনামনুনিষ্পাদিতফলকল্পনাঞ্চ ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেন ভগবান্নিবারয়তীত্যর্থঃ। নিত্যকর্ম্মসু ফলত্যাগোক্তেঃ সত্ত্বে ফলিতমাহ অতইতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—কার্য্যমিত্যেবেতি। নিত্যনৈমিত্তিকমহাযজ্ঞাদিবর্ণাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম মদারাধনরূপতয়া কার্য্যং স্বপ্রয়োজনমিতি মত্বা সঙ্গং কর্ম্মণি মমতাং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা যৎ ক্রিয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ সত্ত্বমূলঃ যথাবস্থিতশাস্ত্রার্থজ্ঞানমূলইত্যর্থঃ। সত্ত্বং হি যথাবস্থিতজ্ঞানমুৎপাদয়তীত্যুক্তং। "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞান"মিতি। বক্ষ্যতে চ "প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী"তি ॥ ৯ ॥

হনুমান।—কার্য্যং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যেব যৎ যজ্ঞাদি নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্ব্বর্ত্ত্যতে সঙ্গং ফলেচ্ছাং তথাবিধ মানসঃ ফলত্যাগো সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্বৃত্তঃ নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানিচ ত্যক্ত্বা যদাক্রিয়তে ইতি ঈশ্বরবচনাৎ নিত্যকর্ম্মণাং সফলত্বং সিদ্ধম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেব বুদ্ধ্যা নিয়তমবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥ ৯॥

বলদেব।—কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম নিয়তং যথা ভবতি তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলং চ নিখিলং ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে ইতি যৎ স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকস্তাদৃশজ্ঞানস্য সত্ত্বধর্ম্মত্বাৎ॥ ৯॥

মধুসূদন।—কর্ম্মত্যাগস্তামসো রাজসশ্চ হেয়োদর্শিতঃ। কীদৃশঃ পুনরুপাদেয়ঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইত্যুচ্যতে কার্য্যমিতি। বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রবণেঽপি কার্য্যং কর্ত্তব্যমেবেতি বুদ্ধ্যা নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বৈব যৎক্রিয়তেঽন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তং স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্বৃত্তোমত আদেয়ত্বেন সম্মতঃ শিষ্টানাং। নন্বু নিত্যানাং ফলমেব নাস্তি কথং ফলংত্যক্ত্বেত্যুক্তমুচ্যতে অস্মাদেব ভগবদ্বচনাৎ নিত্যানাং ফলমস্তীতি গম্যতে নিষ্ফলস্যানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ। তথাচাপস্তম্বঃ। "তদ্যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থাঽনূৎপদ্যন্তে" ইত্যানুষঙ্গিকং ফলং নিত্যানাং দর্শয়তি, অকরণে প্রত্যবায়স্মৃতিশ্চ নিত্যানাং প্রত্যবায়পরিহারং ফলং দর্শয়তি। "ধর্ম্মেণ পাপনপনুদতি তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" যেন কেন চ যজেতাপি বা দর্ব্বিহোমেনানুপহতমনাএব ভবতি তদাহুর্দেবযাজী ইত্যাত্মযাজীতি ক্রয়াৎ সহবা আত্মযাজী যোবেদেদমনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়ত ইদমনেনাঙ্গমুপধীয়ত" ইত্যাদিশ্রুতয়শ্চ জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপক্ষয়লক্ষণং জ্ঞানযোগ্যতারূপপুণ্যোৎপত্তিলক্ষণঞ্চাত্মসংস্কারং নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলং দর্শয়ন্তি। তদভিসন্ধিং ত্যক্ত্বা তাননুতিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। যদুক্তং ত্যাগসন্ন্যাসশব্দৌ ঘটপটশব্দাবিব ন ভিন্নজাতীয়ার্থৌ কিন্তু ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক-কর্ম্মত্যাগ এব তয়োরর্থ ইতি তন্ন বিস্মর্ত্তব্যম্। তত্র সত্যপি ফলাভিসন্ধৌ মোহাদ্বা কায়ক্লেশভয়াদ্বা যঃ কর্ম্মত্যাগঃ স বিশেষ্যাভাবকৃতো বিশিষ্টাভাবস্তামসত্বেন রাজসত্বেনচ নিন্দিতঃ, যস্তু সত্যপি কর্ম্মণি ফলাভিসন্ধিত্যাগঃ স বিশেষণাভাবকৃতো বিশিষ্টাভাবঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়ত ইতি বিশেষ্যাভাবকৃতে বিশেষণাভাবকৃতেচ বিশিষ্টাভাবত্বস্য সমানত্বান্ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ উভয়াভাবকৃতস্তু নির্গুণত্বান্ন ত্রিবিধমধ্যে গণনীয় ইতি চাবোচাম। এতেন "ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিত" ইতি প্রতিজ্ঞায় কর্ম্মত্যাগলক্ষণে দ্বেবিধে দর্শয়িত্বা প্রতিজ্ঞানানুরূপাং কর্ম্মানুষ্ঠান-লক্ষণাং তৃতীয়াং বিধাং দর্শয়তো ভগবতঃ প্রকটমকৌশলমাপতিতং। নহি ভবতিত্রয়ো ব্রাহ্মণাভোজয়িতব্যা দ্বৌকঠকৌণ্ডিন্যৌ তৃতীয়ঃ ক্ষত্রিয়ঃ ইতি তদ্বদিতি পরাস্তং, তিসৃণামপি বিধানং বিশিষ্টাভাবরূপত্বেন ত্যাগসামান্যেনৈকজাতীয়তয়া প্রাথ্যাখ্যাতত্বাৎ, তস্মাদ্ভগবদকৌশলোদ্ভাবনমেব মহদকৌশলমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৯॥

নীলকণ্ঠ।—এবং দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং তামসরাজসৌ মুখ্যাবেব ত্যাগাবুক্তৌ। তামসরাজসয়োরমুখ্যত্যাগয়োরসম্ভবস্য ভগবতৈব মোহাৎ তস্য পরিত্যাগ ইতি কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেদিতি চ সূচনাৎ, ন হ্যেবং সম্ভবতি, মূঢ়শ্চ করোতি চেতি বিপ্রতিষেধাৎ, যদি করোতি নৈব

মূঢ়ো, যদি মূঢ়স্তর্হি নৈব করোতি, এবং যদি কায়ক্লেশাদ্বিভেতি নৈব করোতি, যদি করোতি নৈব কায়ক্লেশাদ্বিভেতি তস্মাৎ করোতি চ কায়ক্লেশাদ্বিভেতি চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্, অতস্তামসরাজসয়োঃ মুখ্যত্যাগয়োরসম্ভবাৎ তৌ নৈবোক্তৌ সাত্ত্বিকস্তুমুখ্যত্যাগঃ সম্ভবতি, যথা স্ফটিকে জবা কুসুমাশ্রিতে লৌহিত্যং বিবেকিনাং প্রতীতিত এব অস্তি ন বস্তুত এবমাত্মনি ঈশ্বরাধীনে বিবেকিনাং কর্তৃত্বং প্রতীতিত এবাস্তি ন বস্তুত ইতি বক্তুং শক্যম্ এবঞ্চ কর্তৃত্বাভিনিবেশশূন্যঃ পুমান্ প্রতীতঃ কারোত্যেব ন বস্তুত ইতি সম্ভবত্যমুখ্যোঽপি সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইতি তমেব মুখ্যত্যাগেঽধিকারহেতুং প্রথমমাহ কার্য্যমিতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যেবং যৎ কর্ম্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে, হে অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বৈবেত্যবধারণং প্রাগুক্তস্যাত্যাগপক্ষস্য ব্যাবৃত্ত্যর্থং স এবস্তু তস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতো বেদে দৃষ্টঃ, তথাচ শ্রুতিঃ "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনমিতি॥" ঈশা ঈশেন পরমেশ্বরেণ সর্ব্বকার্য্যকরণকর্ত্তাত্মপ্রবর্ত্তকেন ইদং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমং জগত্যাং ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতং বাস্যমাচ্ছাদিতং ব্যাপ্তং, যেন হেতুনা সর্ব্বং তদধীনং তেন কারণেন ত্যক্তেন ত্যাগেন কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানবর্জ্জনেন ভুঞ্জীথাঃ বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব মাগৃধঃ গর্দ্ধং মাকার্ষীঃ কস্যস্বিদ্ধনং ন কস্যাপি তত্র স্বামিত্বমস্তীতি বৃথৈব তত্র গর্দ্ধ ইত্যর্থঃ। এবং কর্ম্মাণ্যপি যজ্ঞাদীনি কর্তৃত্বাভিমানং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বতস্তব কর্ম্মলেপো ন ভবিষ্যতি এতদ্ব্যতিরেকেণ তবোপায়ান্তরঞ্চ নাস্তীত্যগ্রিমমন্ত্রেণ প্রদর্শ্যতে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥" ইতি, ইদমেব মুখ্যং স্বমতং ভগবতা প্রদর্শিতং এতান্যপি তু কর্ম্মাণীতি শ্লোকে। ননু নিত্যানাং ফলমেব নাস্তি কিং ত্যক্তব্যমিতি চেৎ ইত এব ভগবদ্বচনাৎ তেষামপি ফলমস্তি ইতি জানীহি নিষ্ফলস্য বেদেনানুষ্ঠাপনাসম্ভবাৎ। তথাচাপস্তম্বস্তথা, "আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনূৎপদ্যন্তে" ইতি আনুষঙ্গিকং ফলং নিত্যানাং দর্শয়তি অকরণে প্রত্যবায়স্মৃত্যাপি তেষাং প্রত্যবায়পরিহারঃ ফলমিতি প্রদর্শ্যতে ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ইত্যাদিনা চ নিত্যেষ্বপি কর্ম্মসু ফলং দৃশ্যতে তদেব বক্তব্যমিতি ন কোঽপি দোষঃ॥ ৯॥

বিশ্বনাথ।—কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সাত্ত্বিক ইতি ত্যাগাত্যাগফলং জ্ঞানং স লভেতৈবেতিভাবঃ॥ ৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে তামস ও রাজস ত্যাগের বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে এবং ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, তদুভয় প্রকারই হেয়। এক্ষণে সহজেই মন তৃতীয় প্রকার ত্যাগের বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে এবং কোন্ প্রকার ত্যাগ আদেয়, তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারে। এইজন্য শ্রীভগবান্ তৃতীয় প্রকার ত্যাগের প্রসঙ্গ অবতারণা করিতেছেন।

শাস্ত্রীয় বিধির যথারীতি অনুসরণ ক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক।

সেই কর্ম্মজন্য কি ফল উদ্ভব হইবে তাহা না জানিয়াও কেবল তাহা কর্ত্তব্য সুতরাং অবশ্য সম্পাদ্য, এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পাদন করা বিধেয়। কর্ম্ম মাত্রই ফলপ্রসূ, অতএব সেই অনুষ্ঠীয়মান কার্য্য অবশ্যই কোন না কোন ফল প্রসব করিবে, ইত্যাকার অভিসন্ধি ত্যাগ, এবং কার্য্যসম্বন্ধে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করাই যথার্থ সাত্ত্বিক ত্যাগ। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে যে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পাদন করিতে মনুষ্য বাধ্য, তদনুষ্ঠানজনিত পরিণামে কি হইবে, তাহার বিচার না করিয়া অথবা তাহা জানিবার নিমিত্ত হৃদয়ে কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করিয়া তৎসম্পাদন করাই মানবের আবশ্যক। কর্ম্মজনিত যে ফল জন্মিতে পারে, তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিবর্জ্জন এবং তদ্বিষয়ে অনুরাগ ও কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন করাই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগের পরিচায়ক।

এস্থলে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে, নিত্য কর্ম্মের কোনই ফল নাই, তবে মূলে "ফলং ত্যক্ত্বা" অর্থাৎ ফলত্যাগ করিয়া, এরূপ বাক্য কেন প্রযুক্ত হইল? কিন্তু শ্রীভগবান্ এই স্থলে যখন নিত্যকর্ম্মের সহিত ফলত্যাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তখন উপলব্ধ হইতেছে যে, অবশ্যই নিত্য কর্ম্মেরও ফল আছে। এ সংসারে যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই কোন না কোন ফলের উদ্ভব হয়। আমরা সকল সময়ে সকল কর্ম্মের ফলাফল অবধারণ করিতে পারি না সত্য, কিন্তু কর্ম্মমাত্রই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে ফল প্রসব করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর সঞ্চালন করিলে বায়ু সঞ্চালিত হয়, কোন স্থানে আঘাত করিলে শব্দ উৎপন্ন হয়, অথবা প্রত্যাহত হইতে হয়। ইত্যাকারে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নিষ্ফল কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, "তদ্‌যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধ ইত্যনুৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, ফলের নিমিত্ত আম্রবৃক্ষ রোপিত হইলেও যেমন ছায়া ও সুগন্ধ লব্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়া দ্বারা তজ্জনিত অর্থাৎ স্বাভাবিক ফল স্বতঃ লব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা নিত্য কর্ম্মেরও অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ফল

সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিত্য কর্ম্মের অকরণে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। তৎসম্বন্ধে অনেক সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিবদ্ধ আছে যথা; "নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশং। অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে॥ প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি। পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ॥ সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোঽভিজায়তে। তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা॥ স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্ম্মহামতে। পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ॥" (বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ১৮শ অধ্যায় ৩৭—৪০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; 'সক্ষম হইয়া যে ব্যক্তি একদিন মাত্র বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, সে সেইদিনেই পতিত হয় এবং তাহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত সমস্ত নিত্য কর্ম্মের নাশ হয়। হে মৈত্রেয়! আপৎকাল ব্যতীত যে একপক্ষ নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সে উৎকট প্রায়শ্চিত্তভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একবৎসর কাল নিত্যক্রিয়ানুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহাকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে সাধুগণ সবস্ত্র স্নান করিয়া শুদ্ধ হন, কিন্তু সেই পাপাত্মা ব্যক্তি কোনরূপেই শুদ্ধ হইতে পারে না।' নিত্যকর্ম্ম করণে ফল যথা; "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি" অর্থাৎ ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা পাপ উদিত হয় না; পরন্তু তাহা হইতে পরম ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। অপিচ, "সন্ধ্যামুপাসতে যে চ নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥" অর্থাৎ যাঁহারা নিত্য সংযত ভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহারা সমস্ত পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ পাপের ক্ষয় এবং জ্ঞানের উৎপাদনোপযোগী পুণ্যোৎপত্তিরূপ আত্মসংস্কার নিত্য কর্ম্মের ফল। অর্থাৎ পাপ জ্ঞানোন্নতির প্রতিবন্ধক, নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই পাপ সমূলে নিঃশেষ হয়, আর পুণ্যদ্বারা জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান ফলে সেই পুণ্যাবির্ভাবে মানবহৃদয় সম্যক্রূপে জ্ঞানলাভের উপযোগী হয়। নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের এইরূপ অপরিসীম ফলবিধায়িনী শক্তি থাকিলেও সেই ফল বিষয়ে কোনরূপ লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধে তত্তৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঘট পটের ন্যায় ত্যাগ ও সন্ন্যাস ভিন্ন জাতীয়ত্ব বোধক নহে সত্য, কিন্তু ফলাভিসন্ধি পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগই তদুভয়ের উদ্দেশ্য। এই কথা এস্থলেও স্মরণ করা আবশ্যক। পূর্ব্বে ৪র্থ শ্লোকের তাৎপর্য্যে কর্ম্মত্যাগের ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফলাভিসন্ধি থাকিলেও মোহপ্রযুক্ত বা দুঃখ ভয়ে যে কর্ম্মত্যাগ তাহাই রাজস ও তামস ত্যাগরূপে নিন্দিত হইয়া থাকে। আর যে স্থলে কর্ম্ম থাকিলে ও ফলাভিসন্ধি থাকে না, সেই স্থলে ত্যাগ সাত্ত্বিকরূপে প্রশংসিত হয়। দৈহিক ক্লেশ ভয়ে বা মূঢ়তাবশতঃ কর্ত্তব্য পরিহার করা ধর্ম্ম নহে। ফলকামনা না রাখিয়া এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া যথাবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান করাই জ্ঞানোন্নতির উপায় ॥ ৯ ॥

———০:০:০———

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্নঃ) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধিঃ) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়রহিতঃ) ত্যাগী অকুশলং (দুঃখাবহং) কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি (প্রতিকূলং মন্যতে) কুশলে (সুখকরে) [কর্ম্মনি] ন অনুষজ্জতে (অনুরক্তো ভবতি) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—সত্ত্ব-গুণ-সম্পন্ন স্থির-বুদ্ধি সংশয়-হীন ত্যাগী দুঃখ-জনক কর্ম্মকে দ্বেষ-করেন না, সুখকর [কর্ম্মে] অনুরক্ত-হন না ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—সত্ত্বগুণশালী, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, অবিদ্যাজনিত সংশয়হীন ত্যাগী ব্যক্তি দুঃখজনক কার্য্য সমূহকে বিদ্বেষ করেন না, অথবা সুখকর বা শোভন কর্ম্ম সমূহে অনুরক্ত হন না, অর্থাৎ তাঁহারা সকল কর্ম্মকেই কর্ত্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ননু কর্ম্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সন্ন্যাস ইতি চ প্রকৃতস্তত্র তামসোরাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে যথাত্রয়োব্রাহ্মণা আগতাস্তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ ক্ষত্রিয়স্তৃতীয় ইতি তদ্বৎ নৈষদোষস্ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাদস্তি হি কর্ম্মসন্ন্যাসস্য ফলাভি-

সন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যন্তত্র রাজসতামসত্বেন কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতইতি॥৯॥যস্ত্বধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিঞ্চ নিত্যং কর্ম্ম করোতি তস্য ফলরাগাদিনাঽকলুষীক্রিয়মাণমন্তঃকরণং নিত্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ সংস্ক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি তৎ বিশুদ্ধং প্রসন্নমাত্মালোচনক্ষমন্তবতি তস্যৈব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্যাত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্ঠা স্যাত্তদ্বক্তব্যমিত্যাহ ন দ্বেষ্টীতি। ন দ্বেষ্টি অকুশলম্ অশোভনং কাম্যং কর্ম্ম শরীরারম্ভদ্বারেণ সংসারকারণং কিমনেনেত্যেবং কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেবং নানুষজ্জতে তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্যন্ননুষঙ্গং প্রীতিং ন করোতীত্যেতৎ। কঃ পুনরসৌ ত্যাগী পূর্ব্বোক্তেন সঙ্গফলপরিত্যাগেন তদ্বাংস্ত্যাগী যঃ কর্ম্মণি সঙ্গং তক্ত্বা তৎফলে চ নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠায়ী স ত্যাগী। কদা পুনরসাবকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে চ নানুষজ্জত ইত্যুচ্যতে সত্ত্বসমাবিষ্টো যদা সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞানহেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ সংযুক্ত ইত্যেতৎ। অতএব চ মেধাবী মেধয়াত্মজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তস্তদ্বান্মেধাবী মেধাবিত্বাদের ছিন্নসংশয়ঃ ছিন্নোঽবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ো যস্য আত্মস্বরূপাবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যেবং নিশ্চয়েন ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মতৎফলত্যাগস্য ত্যাগসন্ন্যাসশব্দাভ্যাং প্রকৃতস্য ত্যাগোহীতি ত্রৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞানুরোধেন দ্বিবিধে ব্যুৎপাদ্য তৃতীয়াং বিধাং তদ্বিরোধেন ব্যুৎপাদয়তো ভগবতোঽকৌশলমাপতিতমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। প্রক্রমপ্রতিকূলমুপসংহারবচনমনুচিতমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। পূর্ব্বোত্তরবিরোধেন প্রাপ্তমকৌশলং প্রত্যাদিশতি নৈষদোষইতি। কর্ম্ম ত্যাগফলত্যাগয়োস্ত্যাগত্বেন সাদৃশ্যাৎ কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া তৎফলত্যাগস্তুত্যর্থমিদম্বচনমিত্যুপগমাৎ ন বিরোধোঽস্তীত্যুক্তমেব ব্যক্তীকুর্ব্বন্নাদৌ ত্যাগসামান্যং বিশদয়তি অস্তীতি। সতি সামান্যে নির্দ্দেশস্য স্তুত্যর্থত্বং সমর্থয়তে তত্রেতি॥৯॥এবং পূর্ব্বাপরবিরোধং পরাকৃত্য অনন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ যস্ত্বিতি। ফলরাগাদিনেত্যাদিশব্দেন কর্ম্মস্বরূপাসঙ্গো গৃহ্যতে অন্তঃকরণমকলুষীক্রিয়মাণমিতিচ্ছেদঃ। বিশুদ্ধেঽন্তঃকরণে কিংস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিশুদ্ধমিতি। মলবিকলত্বং বিশুদ্ধত্বং, সংস্কারবত্বং প্রসন্নত্বমিতি ভেদঃ, ক্রমেণ শ্রবণাদ্যাবৃত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠেত্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠোক্তা। কাম্যকর্ম্মণি ত্যাজ্যত্বেন দ্বেষমভিনয়তি কিমিতি। উভয়ত্র দ্বেষং প্রীতিঞ্চ ন করোতীতি সামান্যেনোক্তং কর্ত্তারং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশেষতো নির্দ্দিশতি কঃ পুনরিতি। ত্যাগীত্যুক্তং ত্যাগিনমভিব্যনক্তি পূর্ব্বক্তে/নেতি। কর্ম্মণি সঙ্গস্য তৎফলস্যচ ত্যাগেনেতি যাবৎ। উক্তমেব ত্যাগিনং বিবৃণোতি যঃ কর্ম্মণীতি। তৎফলং ত্যক্তেতি সম্বন্ধঃ। কাম্যে নিষিদ্ধেচ কর্ম্মণি বন্ধহেতুরিতি ন দ্বেষ্টি নিত্যে নৈমিত্তিকে চ মোক্ষহেতুরিতি ন প্রীয়তে। তত্র কালবিশেষং পৃচ্ছতি কদেতি। নিত্যাদিকর্ম্মণা ফলাভিসন্ধিবর্জিতেন ক্ষপিতকল্মষস্য প্রবুদ্ধং যথার্থগ্রহণসমর্থমুদ্বুধ্যতে তেন সমাবেশদশায়ামুক্তপ্রীতিদ্বেষয়োরভাবো ভবতীত্যাহ উচ্যতইতি। চতুর্থপাদং ব্যাকরোতি অতএবেতি। সমুদ্বুদ্ধযথার্থগ্রহণসামর্থ্য সমাবিষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। ছিন্নসংশয়ত্বমেব বিশদয়তি আত্মেতি! পরং নিঃশ্রেয়সস্য চ সাধনং সম্যগ্জ্ঞানমেবেতি যোজনা॥ ১০ ॥

রামানুজ।—নদ্বেষ্টীতি। এবং সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী যথাবস্থিততত্ত্বজ্ঞানস্তত এব ছিন্নসংশয়ঃ কর্ম্মণি সঙ্গফলকর্তৃত্বত্যাগী ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে চ কর্ম্মণি নানুষজ্জতে। অকুশলং কর্ম্মানিষ্টফলং কুশলং চ কর্ম্মেষ্টরূপস্বর্গপুত্রপশ্বন্নাদিফলং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি মমতা রহিতত্বাত্ত্যক্তব্রহ্মব্যতিরিক্তসর্ব্বফলত্বাত্ত্যক্তকর্তৃত্বাচ্চ তয়োঃ ক্রিয়মাণয়োঃ প্রীতিদ্বেষৌ ন করোতি অনিষ্টফলং পাপং কর্ম্মাত্র প্রামাদিকমভিপ্রেতং। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়া"দিতি দুশ্চরিতাবিরতের্জ্ঞানোৎপত্তিবিরোধিত্ব-শ্রবণাৎ অতঃ কর্ম্মণি কর্তৃত্বসঙ্গফলানাং ত্যাগঃ শাস্ত্রীয়স্ত্যাগঃ ন কর্ম্মস্বরূপত্যাগঃ॥ ১০॥

হনুমান্।—ন দ্বেষ্টি ন ক্রুধ্যতি অকুশলং দুঃখসাধনং কর্ম্ম হেমন্তে প্রাতঃস্নানাদিকং সুখ-সাধনেঽপি তস্মিন্নেবকালে অগ্নিসেবাদৌ নানুষজ্জতে। ত্যাগী কর্ম্মফলানাং। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সাত্ত্বিকো মেধাবী বিবেকী অতএব ছিন্নসংশয়ঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং নিত্যানি কর্ত্তব্যানি ইতি নিশ্চয়াৎ॥১০॥

শ্রীধর।—এবংভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে চ সুখ-করে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি তত্র কিয়দেতত্তাৎ-কালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিক-সুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ॥ ১০॥

বলদেব।—সাত্ত্বিকত্যাগিনো লক্ষণমাহ ন দ্বেষ্টীতি। অকুশলং দুঃখদং হেমন্তপ্রাতঃ-স্নানাদি ন দ্বেষ্টি কুশলে সুখদে নিদাঘমধ্যাহ্নে স্নানাদৌ ন সজ্জতে। যতঃ সত্ত্বসমাবিষ্টোঽতিধীরঃ মেধাবী স্থিরধীঃ ছিন্নো বিহিতানি কর্ম্মাণি ক্লেশেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানং জনয়েয়ুর্বেত্যেবংলক্ষণঃ সংশয়ো যেন সঃ। ঈদৃশঃ সাত্ত্বিকত্যাগী বোধ্যঃ॥ ১০॥

মধুসূদন।—সাত্ত্বিকস্য ত্যাগস্যাবান্তর সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাং ফলমাহ ন দ্বেষ্টীতি। যস্ত্যাগী সাত্ত্বিকেন ত্যাগেন যুক্তঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশং ফলাভিসন্ধিং চ ত্যক্ত্বান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠায়ী স যদা সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানহেতুনা চিত্তগতেনাতিশয়েন সম্যগ্জ্ঞানপ্রতিবন্ধকরজস্তমোমলরাহিত্যেনাসমন্তাৎ ফলাব্যভিচারেণা-বিষ্টো ব্যাপ্তোভবতি ভগবদর্পিতনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপমলাপকর্ষলক্ষণেন জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্য-তারূপপুণ্যগুণাধানলক্ষণেন চ সংস্কারেণ সংস্কৃতমন্তঃকরণং যদা ভবতীত্যর্থঃ, তদা মেধাবী শম-দমসর্ব্বকর্ম্মোপরমগুরূপসদনাদিসামবায়িকাঙ্গযুক্তেন মনননিদিধ্যাসনাখ্যফলোপকার্য্যঙ্গযুক্তেন চ শ্রবণাখ্যবেদান্তবাক্যবিচারেণ পরিনিষ্পন্নঃ বেদান্তমহাবাক্যকরণকং নিরস্তসমস্তাপ্রামাণ্যাশঙ্কং চিদভ্যাবিষয়কমহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানমেব মেধা তয়া নিত্যযুক্তো মেধাবী স্থিতপ্রজ্ঞো-ভবতি তদা ছিন্নসংশয়ঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি বিদ্যারূপয়া মেধয়া তদবিদ্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যসংশয়বিপর্য্যয়-শূন্যোভবতি তদা ক্ষীণকর্ম্মত্বাৎ ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম অশোভনং কাম্যংনিষিদ্ধং বা কর্ম্ম ন প্রতিকূল-তয়া মন্যতে, কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি নানুষজ্জতে ন প্রীতিং করোতি, কর্তৃত্বাদ্যভিমানরহি

ত্বেন কৃতকৃত্যত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে" ইতি। যস্মাদেবং সাত্ত্বিকস্য ত্যাগস্য ফলং তস্মান্মহতাতিশয়েন স এবোপাদেয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমমুখ্যং সাত্ত্বিকং ত্যাগমুক্ত্বা মুখ্যমাহ ন দ্বেষ্টীতি। সত্ত্বেন সম্যগাবিষ্টো ব্যাপ্তস্ত্যাগী মুখ্যঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগী সংন্যাসীত্যর্থঃ অকুশলমসুখপ্রদং কর্ম্ম ত্রিষবণস্নানচতুর্গুণশৌচভিক্ষাটনাদিপ্রয়াসরূপং ন দ্বেষ্টি কুশলে মিষ্টান্নভিক্ষাদৌ নানুষজ্জতে ন সঙ্গং কাকবৎ প্রীতিং করোতি। যদ্বা কর্ম্মকুশলে সেবাদিকর্ম্মকুশলে শিষ্যাদৌ ন সজ্জতে তত্রাকুশলং বা তং ন দ্বেষ্টি তেন রাগদ্বেষশূন্যত্বমস্য দর্শিতং। তদপি কুত ইত্যপেক্ষায়ামাহ মেধাবীতি। উহাপোহকুশলতয়া নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাদৌ প্রজ্ঞাবান্ অতএব ছিন্নসংশয়ঃ কিং কর্ম্মাণ্যেব মুক্তিসাধনানি উত সন্ন্যাস এবেতি বিচিকিৎসারহিতঃ এবঞ্চ ত্যাগীত্যনেন যজ্ঞোদানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্য"মিত্যুক্তাদত্যাগাদ্ব্যাবৃত্তিঃ। মেধাবীত্যনেন 'মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ" ইত্যুক্তাৎ তামসত্যাগাদ্ব্যাবৃত্তিঃ। পূর্ব্বার্দ্ধেন রাগদ্বেষাভাবপ্রতিপাদনেন কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেদিত্যুক্তাদ্রাজসত্যাগাদ্ব্যাবৃত্তিঃ। ছিন্নসংশয় ইত্যনেন কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম ইত্যুক্তাদমুখ্যসাত্ত্বিকত্যাগাদ্ব্যাবৃত্তিঃ। ন হ্যসৌ কর্ম্মণাং তুচ্ছত্বং সংন্যাসস্য মহাভাগ্যত্বঞ্চ তত্ত্বতো বেদ চেৎ ক্ষণমপি কর্ম্মসু নতিষ্ঠেৎ নহি দাহোপশমার্থী নিকটস্থং জাহ্নবীমহাহ্রদং জানন্ গ্রীষ্মোষ্মপ্রতপ্তপাংশুপল্বলে ক্ষণমপি রমেত। সংশয়চ্ছেদেহপি হেতুঃ সত্ত্বসমাবিষ্ট ইতি যতঃ সত্ত্বেনৈব কর্ম্মী সম্যগাবিষ্টোঽয়ং ন ত্বয়ং সত্ত্বমাশ্রিত ইতি মহান্ বিশেষঃ, এবঞ্চ পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্য সাত্ত্বিকত্যাগরূপস্য কর্ম্মযোগস্য ফলভূতোঽয়ং মুখ্যঃ সংন্যাসঃ বিবিদিষুণামমুষ্ঠেয়ো "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী"তি শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ। ভাষ্যেতু "নন্ত কর্ম্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতস্তত্র তামসো রাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ কথমিহসঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বোনোচ্যতে যথা ত্রয়ো ব্রাহ্মণা আগতাস্তত্রষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ ক্ষত্রিয় স্তৃতীয় ইতি তদ্বৎ নৈষদোষঃ ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাৎ অস্তি কর্ম্মসংন্যাসস্য ফলাভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্ব সামান্যং তত্র রাজসতামসত্বেন কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমত" ইতি গ্রন্থেন ত্যাগত্রৈবিধ্যং সমাধায়ৈবং সঙ্গফলত্যাগপূর্ব্বকং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্যাত্মজ্ঞানাভিমুখস্য তন্নিষ্ঠাক্রমকথনার্থোঽয়ং শ্লোক ইত্যুক্তং তথৈব শ্লোকং ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্তস্য কর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোক্তমিত্যুপসংহৃতম্। অন্যে তু ফলাভিসন্ধিবিশিষ্টস্য কর্ম্মণস্ত্যাগস্ত্রিবিধঃ বিশেষণাভাবাৎ বিশেষ্যাভাবাদুভয়াভাবাচ্চ আদ্যোঽত্রৈব বিধিৎসিতো দ্বিতীয়স্তু তামসরাজসভেদেন দ্বিবিধোঽপ্যত্রৈব নিন্দিতঃ তৃতীয়স্তু কর্ম্মানধিকারিণা বিবিদিষুণা বিদুষা চ কর্ত্তুং যোগ্যঃ দ্বিবিধঃ তত্রাদ্যঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণাদৌ প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতঃ, আদ্যস্তু নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমামিত্যত্র বক্ষ্যতে তত্র ভাষ্যে তিস্রস্ত্যাগবিধাঃ প্রতিজ্ঞায় দ্বে যথাবৎ প্রদর্শ্য তৃতীয়াপি কেনচিৎ সামান্যেন প্রতিপাদিতা অত্র তু একস্যাং দ্বয়োরন্তর্ভাবং কৃত্বা দ্বে এব বিধে উপপাদ্য তৃতীয়া প্রদেশান্তরে প্রক্ষিপ্তেতি প্রকৃতে প্রতিজ্ঞায়া অনির্ব্বাহ ইতি বিশেষঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—এবম্ভূত সাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ ন দ্বেষ্টীতি। অকুশলমসুখদং শীতে প্রাতঃস্নানাদিকং ন দ্বেষ্টি কুশলে সুখে গ্রীষ্মস্নানাদৌ॥ ০॥

তাৎপর্য্য।—সাত্ত্বিক ত্যাগিগণের কিরূপ ভাব হইয়া থাকে, তাঁহারা কিরূপ প্রশান্ত চিত্তে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাই অতঃপর শ্রীভগবান্ বিবৃত করিতেছেন। তাঁহারা কার্য্যবিশেষকে ক্লেশপ্রদ বোধে তৎসাধনে বীতস্পৃহ হন না, অথবা কার্য্যান্তরকে সুখ-বিধায়ক জ্ঞান করিয়া তৎসম্পাদনে আগ্রহান্বিত হন না। নিষ্কাম কর্ম্মসাধন ফলে এবং আসক্তি ও অনুরাগের অভাব হেতু তাঁহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং সর্ব্বসংশয়বিহীন হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়। তিন প্রকার কর্ম্মত্যাগের বিবরণ ব্যক্ত করিতে শ্রীভগবান্ উদ্যত হইয়াছেন। তন্মধ্যে রাজস ও তামস কর্ম্মত্যাগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া তৃতীয় প্রকার কর্ম্মত্যাগের প্রসঙ্গ স্থলে কর্ম্মফল ও সঙ্গ ত্যাগের বিবরণ কেন ভগবান্ উত্থাপন করিতেছেন? অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের কথা কহিতে কহিতে কর্ম্মফল ত্যাগের কথা কেন অবতারিত হইতেছে? যদি বলা যায় যে, তিনজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইজন ষড়ঙ্গবিদ্ ব্রাহ্মণ, এবং তৃতীয় ব্যক্তি ক্ষত্রিয়; তাহা হইলে সে উক্তি যেরূপ অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, বর্ত্তমান স্থলেও কর্ম্ম ত্যাগের প্রসঙ্গ মধ্যে কর্ম্মফলত্যাগের কথা সেইরূপ অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ ক্ষেত্রে কোনই দোষ উপলব্ধ হইবে না এবং এতাদৃশ উক্তি অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না। কারণ কর্ম্মত্যাগ ও ফলত্যাগ উভয়ত্রই ত্যাগসামান্য বিদ্যমান, অর্থাৎ উভয় স্থলেই ত্যাগধর্ম্ম সমানরূপে লক্ষিত হইতেছে। কর্ম্মসন্ন্যাস বলিলেও কর্ম্মত্যাগ বুঝায়, এবং কামনাশূন্য কর্ম্ম বলিলেও কামনা ত্যাগ বুঝায়। সুতরাং উভয়ত্রই ত্যাগের কথা সমানই রহিয়াছে। রাজস তামস কর্ম্মত্যাগের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রীভগবান্ কর্ম্মফলাভিসন্ধি শূন্য সাত্ত্বিক ত্যাগের প্রশংসা পূর্ব্ব শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে কর্ম্মাধিকারী সঙ্গশূন্য হইয়া ও ফলকামনা পরিহার করিয়া নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার চিত্তক্ষেত্র হইতে কর্ম্মানুরাগাদি জনিত কলুষরাশি বিধৌত হইতে থাকে, এবং অনুষ্ঠীয়মান

নিত্য কর্ম্মাদি অন্তঃকরণকে সংস্কৃত করিতে করিতে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। এইরূপ হইলে মানব বিশুদ্ধ প্রসন্ন এবং আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইরূপ নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ আত্ম-জ্ঞানাভিমুখ ব্যক্তির ক্রমে ক্রমে যেরূপে সেই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা উপ-স্থিত হয়, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে আলোচিত হইতেছে। যিনি অশোভন কাম্যকর্ম্মাদি সম্বন্ধে কোন দ্বেষ প্রকাশ করেন না অর্থাৎ তৎসমস্ত কেবল সংসারের হেতুভূত, অতএব তাহাতে কি প্রয়োজন, ইত্যাদি রূপ বাক্য দ্বারা তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না, অথবা শোভন নিত্যকর্ম্ম সমূহ চিত্তশুদ্ধিবিধায়ক, সুতরাং আত্মজ্ঞানপ্রদ ও মোক্ষের হেতুভূত বলিয়া তদনুষ্ঠানে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন না, তিনিই যথার্থ ত্যাগী। তাদৃশ ত্যাগী কর্ম্মবিশেষের প্রয়োজনহীনতা লক্ষ্য করিয়া তৎপ্রতি বীতস্পৃহ হন না, অথবা কর্ম্মান্তরের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিয়া তৎপ্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রকাশ করেন না। কে এবংপ্রকার ত্যাগী রূপে পরিগণিত? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, যিনি পূর্ব্ব কথিত শ্লোকের মর্ম্মানুসারে ফলকামনা ও আসক্তি শূন্যভাবে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তিনিই উল্লিখিত রূপ ত্যাগী। কখন্ এইরূপ ত্যাগনিষ্ঠ পুরুষ অকুশল কর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করেন না, এবং কুশল কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না, তাহাই কথিত হইতেছে। যখন আত্মানাত্মবিবেক-জনিত সত্ত্ব-গুণের সমাবেশ হয়, তখনই তাঁহার দ্বেষানুরাগরহিত সাম্যভাবের অভ্যুদয় হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মেধাবী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। মেধা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলক্ষণা প্রজ্ঞা যিনি তদ্বিশিষ্ট তিনি মেধাবী। এইরূপ মেধাবী ব্যক্তি নিশ্চয়ই ছিন্নসংশয় হইয়া থাকেন। যাঁহার অবিদ্যাজনিত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, আত্মস্বরূপাবস্থানই পরম নিঃশ্রেয়স বিধায়ক, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার সাধন নহে, এইরূপ সুদৃঢ়বিশ্বাসে যাঁহার অন্তরের যাবতীয় সংশয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই ছিন্নসংশয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্বকথিত প্রকারে সত্ত্ব-গুণাবিষ্ট পুরুষ মেধাবী অর্থাৎ যথাবস্থিত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সুতরাং সংশয়-পরিশূন্য হইয়া থাকেন। তিনি অকুশল কর্ম্মের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ

করেন না, এবং কুশল কর্ম্মের প্রতিও অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। অকুশল কর্ম্মসমূহ অনিষ্ট ফলপ্রদ, এবং কুশল কর্ম্মসমূহ স্বর্গ, পুত্র, পশু, অন্ন প্রভৃতি ইষ্ট ফলপ্রদানক্ষম। সকল কর্ম্মের প্রতি তিনি মমতা শূন্য; ব্রহ্মপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা বিবর্জ্জিত; এবং সর্ব্বব্যাপারে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিশূন্য। এই জন্য অনুষ্ঠীয়মান কোন কর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রীতি বা দ্বেষ থাকিতে পারে না। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি সম্পন্ন ও মমতারহিত হওয়ায় তিনি আপনাকে কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না এবং ব্রহ্মাববোধ ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্য কোন অভিসন্ধিও হৃদয়ে পোষণ করেন না; সুতরাং কর্ম্ম বিশেষকে কুশল বোধে অবলম্বন করিতে এবং কর্ম্মান্তরকে অকুশল বোধে পরিহার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। অত্রত্য অকুশল কর্ম্ম অনিষ্ট ফলবাচক। পাপ কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে অনিষ্ট আর কিছুই নাই। মূলের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া উপলব্ধ হইতেছে যে, অনিষ্টফলরূপ পাপ কর্ম্মেও মেধাবী ছিন্নসংশয় ব্যক্তিগণের দ্বেষ থাকে না। পাপাচরণে বিদ্বেষহীনতা জ্ঞানলাভের অন্তরায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, প্রামাদিক পাপকর্ম্ম এস্থলে লক্ষিত। অর্থাৎ প্রমাদ বা ভ্রম-প্রযুক্ত যে পাপ কর্ম্ম সংসাধিত হয় তৎপ্রতিও জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বেষ বা প্রীতি থাকিতে পারে না। পাপকর্ম্ম যে জ্ঞানোন্নতির প্রতিকূল, শাস্ত্র তাহার সমর্থন করিয়াছেন। যথা; "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" (কঠোপনিষৎ ২য়বল্লী ২৪শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, 'দুষ্কর্ম্মাচরণে অবিরত, অশান্ত, অসমা-হিতচিত্ত, অশান্তহৃদয়, ব্যক্তি প্রজ্ঞা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না।' এত-দ্দ্বারা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণের অথবা পাপাচারী মানবগণের জ্ঞানপ্রাপ্তি অসম্ভব, ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। অতএব কর্ম্ম সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব, সঙ্গ এবং ফলের ত্যাগই যথার্থ শাস্ত্রীয় ত্যাগ; কর্ম্মস্বরূপ ত্যাগ অর্থাৎ কর্ম্ম সন্ন্যাস প্রকৃত ত্যাগ নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। সাত্ত্বিকত্যাগের অনু-সরণ ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি উপজাত হইলে যেরূপ পরিণাম ঘটে, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। যে ত্যাগী পুরুষ সাত্ত্বিক ত্যাগযুক্ত অর্থাৎ যিনি

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ এবং ফলাভিসন্ধি পরিহার পূর্ব্বক কেবল অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি সত্ত্বগুণধর্ম্মানুসারে জ্ঞানলাভ করেন; আত্মানাত্ম বিবেকজ্ঞানপ্রভাবে চিত্তের জ্ঞানোন্নতির নিদারুণ প্রতিবন্ধকস্বরূপ রজস্তমঃ-মল নিঃশেষ রূপে রাহিত্য হেতু সর্ব্বত্র তাহার ফলের অব্যভিচারী ভাবে তাঁহার চিত্ত পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ তাঁহার বিশুদ্ধ হৃদয় ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উদাসীন ভাবে সকল ব্যাপার দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তিনি ভগবানে অর্পণ করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করেন; অর্থাৎ স্বকীয় কোন ফল কামনার লেশমাত্র হৃদয়ে পোষণ না করিয়া কেবল ভগবদর্পণ-বুদ্ধি সহকারে নিত্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে পাপমলা নিঃশেষে অপগত হইয়া থাকে, এবং জ্ঞানোন্নতি যোগ্যতারূপ পুণ্যগুণের সম্পূর্ণ সমাবেশ হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত পুরুষই মেধাবী। তিনি শমদমসম্পন্ন (৪৩পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সর্ব্বকর্ম্মোপরতিযুক্ত এবং যথাযথ গুরূপদেশ অনুসারে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পরায়ণ (৪৪। ৫০। ৫৯০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য); শ্রুতি ও বেদান্ত মহাবাক্য (৪৩। ৯৯০ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিচার দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভ্রম ও আশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। চিৎ ব্যতীত অন্য সমস্ত অসত্য অপ্রামাণিক বলিয়া সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ বেদান্ত মহাবাক্যানুসারে তিনি আপনাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন! এইরূপ বুদ্ধির নামই মেধা। এতাদৃশ মেধার সহিত যিনি নিত্যযুক্ত, তিনিই মেধাবী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ! এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে পুরুষ ছিন্নসংশয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যার উচ্ছেদ হইয়া থাকে, এবং অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ সংশয় বিপর্য্যয়শূন্য হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাপন্ন পুরুষ ক্ষীণকর্ম্ম হইয়া থাকেন, সুতরাং তিনি অশোভন অর্থাৎ কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম সমূহকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন না, অথবা শোভন অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম সমূহের প্রতি প্রীতিপ্রকাশ করেন না। কারণ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানবিহীনতা হেতু তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডোপনিষৎ ২য় খণ্ড ৮ শ্রুতি

অর্থাৎ সেই পরম পুরুষকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয়ের ছেদ হইয়া যায়, এবং দ্রষ্টার সকল কর্ম্মই ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। (৯৫।১।৬৪৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) সাত্ত্বিক ত্যাগের যখন এতই মাহাত্ম্য, তখন পর উপাদেয় জ্ঞানে তাহা অবলম্বনীয়, ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্ব্বশ্লোকে অমুখ্য সাত্ত্বিক ত্যাগের বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে; এক্ষণে মুখ্য সাত্ত্বিক ত্যাগের বিষয় আলোচিত হইতেছে। যিনি সত্ত্ব দ্বারা আবিষ্ট অর্থাৎ সেই ভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, তিনিই সাত্ত্বিক ত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী। তাদৃশ মহাত্মারা অকুশল অর্থাৎ ত্রিষবণ স্নান *

---

* স্নান সপ্তবিধ। "মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ। বারুণং মানসঞ্চৈবং সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতং॥ আপোহিষ্ঠেতি বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভন্তু পার্থিবং। আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ স্মৃতং। যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে। বারুণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং বিষ্ণুচিন্তনং॥" অর্থাৎ মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য দিব্য, বারুণ এবং মানস এই সপ্তবিধ স্নান। আপোহিষ্ঠা প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণে স্নানের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, ইহাই মান্ত্র স্নান। গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা তিলকাদিরূপ যে স্নান তাহা ভৌম। সংস্কৃত ভস্মলেপনে যে স্নান তাহা আগ্নেয়। গো পদধূলি দ্বারা মার্জ্জন বায়ব্য। বৃষ্টিজলে স্নান দিব্য। জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক যে স্নানতাহা বারুণ এবং বিষ্ণুচিন্তা মানস স্নান। এতন্মধ্যে অবগাহন স্নানই প্রশস্ত, অন্যান্য স্নান কালদোষ অসামর্থ প্রভৃতি কারণেই ব্যবহৃত। কোন কোন পুরাণে ষোড়শ প্রকার স্নানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অস্নাত ব্যক্তি কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারী নহে। যথা, "অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাদিহবনাদিষু।" (গরুড়পুরাণ ১০৫ অধ্যায়) "ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি। ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে॥" (মনু ৪।১২০) অর্থাৎ 'ভোজনান্তে, পীড়িতাবস্থায় এবং মহানিশাকালে স্নান বিধেয় নহে। বহু বস্ত্রাদি বেষ্টিত হইয়া বা অজ্ঞাত জলাশয়ে স্নান করা উচিত নহে। কিন্তু গ্রহণাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মে মহানিশাতেও স্নানের ব্যবস্থা আছে। রাত্রির মধ্যম প্রহরদ্বয়ের নাম মহানিশা। স্নানের নিয়মাদি যাজ্ঞবল্ক বিধান করিয়াছেন। যথা; স্রোতসাং সম্মুখো মজ্জেৎ যত্রাপঃ প্রবহন্তি বৈ। স্থাবরেষু গৃহে চৈব সূর্য্যসম্মুখঃ আপ্লবেৎ॥" অর্থাৎ প্রবহমান নদ্যাদি জলে, স্রোতের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়া স্নান করিবে, আর স্থির জলাশয়ে অথবা গৃহে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। বামনপুরাণে আছে, "নাভিমাত্র জলে গত্বা কৃত্বা কেশান্ দ্বিধা দ্বিজঃ। নিরুদ্ধ্য কর্ণৌ নাসাঞ্চ ত্রিঃকৃত্বো মজ্জনং ততঃ॥" অর্থাৎ নাভি পরিমিত জলে দণ্ডায়মান হইয়া কেশ সমূহকে দ্বিধা বিভক্ত করণান্তর কর্ণ এবং নাসাছিদ্রকে হস্ত দ্বারা রোধ করিয়া বারত্রয় মজ্জন করিবে। প্রাতঃস্নান অতি প্রশস্ত। যথা, "অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং। প্রাতঃস্নানেন তৎসর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥" অর্থাৎ অজ্ঞান বা মোহপ্রযুক্ত রাত্রিকালে আচরিত পাপসমূহ প্রাতঃস্নানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্নানের কাল যথা; "প্রাতঃস্নায়ারুণাকরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ।" অর্থাৎ পূর্ব্বদিক অরুণকিরণ দ্বারা রঞ্জিত দর্শন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে। অপিচ, "সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্যস্তু মানবঃ। সপ্তজন্মস্বসৌ রোগী নির্ধনশ্চোপজায়তে॥" অর্থাৎ সংক্রান্তি দিবসে এবং গ্রহণকালে যে ব্যক্তি স্নান না করে, সে সপ্তজন্ম যাবৎ রোগী এবং দরিদ্র হইয়া

চতুর্ব্বিধ শৌচ * এবং ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম অতিশয় আয়াসসাধ্য ও অসুখকর বোধে তৎসম্বন্ধে দ্বেষ প্রকাশ করেন না, অথবা কুশল অর্থাৎ মিষ্টান্ন ভিক্ষাদি কর্ম্মের প্রতি আসক্তি প্রকাশ বা কাকবৎ প্রীতি প্রকাশ করেন না। অন্যরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কর্ম্মকুশল অর্থাৎ সেবাদি কর্ম্মে তৎপর শিষ্যাদির প্রতি তিনি অনুরাগ প্রকাশ করেন না, অথবা তদ্বিষয়ে অকুশল অর্থাৎ অপটুগণের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন না। এতদ্দ্বারা তাঁহার আসক্তি ও দ্বেষরাহিত্য সূচিত হইতেছে। এইরূপ ভাব কোথা হইতে জন্মে, তাহাই পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত মেধাবী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তর্কবিতর্ক পটুতা হেতু মেধাবী ব্যক্তি নিত্যানিত্য বস্তু বিবেচনা পূর্ব্বক প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছে। এইরূপ লব্ধপ্রজ্ঞ হওয়ায় তিনি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ কর্ম্মসাধনই মুক্তি লাভের উপায় কিম্বা কর্ম্ম সন্ন্যাসই মুক্তির হেতুভূত, ইত্যাকার মতদ্বৈধ রহিত। মূলস্থিত "ত্যাগী" শব্দ দ্বারা 'যজ্ঞ, দান, তপঃ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে' (১৮।৫) পূর্ব্বোক্ত এই বাক্যনির্দ্দিষ্ট অত্যাগ হইতে পার্থক্য প্রদর্শিত হইল।

জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অস্পৃশ্য স্পর্শনে স্নান করা উচিত। জীবৎ-পিতৃক ব্যক্তির অমাবস্যা নিমিত্তক স্নান নিষেধ। স্নানের অন্যান্য বিধি ও মন্ত্রাদি স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

* শৌচ।—সত্যশৌচ, মনঃশৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, এবং সর্ব্বভূত দয়া এই চতুর্ব্বিধ শৌচ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন জলাদি দ্বারা শৌচও পঞ্চম শৌচ নামে গরুড়পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন, "জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বার্য্যুপাঞ্জনং। বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৃণি দেহিনাং॥ সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং পরং স্মৃতং। যোঽর্থে শুচির্হি স শুচির্ন মৃদ্বারিশুচিঃ শুচিঃ॥ ক্ষান্ত্যা শুদ্ধ্যন্তি বিদ্বাংসো দানেন কার্য্যকারিণঃ। প্রচ্ছন্নপাপা জপ্যেন তপসা বেদবিত্তমাঃ॥ মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি। রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সন্ন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥ অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥" (মনু ৫ম অধ্যায় ১০৫—১০৯ শ্লোক) অর্থাৎ জ্ঞান, তপস্যা, অগ্নি, বিশুদ্ধ আহার, মৃত্তিকা, মন, জল, উপলেপন, বায়ু, সৎকর্ম্ম, সূর্য্য এবং নিরূপিত কাল, ইহারা মানবগণের শুদ্ধির হেতুভূত। সকল শৌচ অপেক্ষা অর্থ শৌচ অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করাই উৎকৃষ্ট শৌচ; যে মানব অর্থশৌচ সম্পন্ন, সেই যথার্থ শুচি, মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা শুচি ব্যক্তিকে প্রকৃত শুচি বলা যায় না। বিদ্বানগণ ক্ষমা দ্বারা, দুষ্কর্ম্মকারিগণ দান দ্বারা গুপ্তপাপানুষ্ঠায়িগণ জপ দ্বারা এবং বেদজ্ঞগণ তপস্যা দ্বারা শৌচ সম্পন্ন হইয়া থাকেন। মলিন দ্রব্য মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা, নদী স্রোতের দ্বারা, মনে মনে পাপসঙ্কল্পকারিণী স্ত্রীজাতি ঋতু দ্বারা এবং পাপী ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা শুচিসম্পন্ন হন। জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্যবাক্যের দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা জীবাত্মা শুদ্ধ হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া থাকে। মহাভারতেও কথিত হইয়াছে, যথা;

"মেধাবী" এই শব্দ দ্বারা মোহপ্রযুক্ত তামস ত্যাগের (১৮।৭) সহিত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থাৎ "ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে" এই অংশে অনুরাগ ও দ্বেষের অভাব প্রদর্শিত হওয়ায় কায়ক্লেশ ভয়হেতু রাজস কর্ম্মত্যাগ (১৮।৮) হইতে ব্যাবৃত্তি নিরূপিত হইল। "ছিন্নসংশয়" এই শব্দ দ্বারা পূর্ব্বকথিত "কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম" (১৮।৯) এই অমুখ্য সাত্ত্বিকত্যাগ হইতে ব্যাবৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। উল্লিখিতরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি কর্ম্মকে অতিশয় তুচ্ছ এবং সন্ন্যাসকে মহা ভাগ্যস্বরূপ জ্ঞান করেন না। যদি তিনি এরূপ মনে করিতেন, তাহা হইলেও ক্ষণকালও কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন না

ভীষ্ম কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির, অতঃপর ব্রাহ্মণের হিতকর শৌচ বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ভোজনের পূর্ব্বে এবং ভোজন শেষে ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা আচমন করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য; অন্যান্য শৌচকার্য্যেও ব্রাহ্মতীর্থই গ্রহণীয়। নিষ্ঠীবন ত্যাগ ও ক্ষুৎকার্য্যের (হাঁচির) পর আচমন দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়। দরিদ্র, জ্ঞাতি, বৃদ্ধ এবং মিত্রগণকে স্বীয় আলয়ে রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শুক শারিকা পারাবত ও তৈলপায়িক (তেলপোকা) গৃহে অবস্থান করিলে গৃহস্থের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। খদ্যোৎ, গৃধ্র, উৎক্রোশ (কুরর পক্ষী) বনকপোত এবং ভ্রমর গৃহে প্রবিষ্ট হইলে তজ্জন্য শান্তিকার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। মহাত্মাগণের গোপনীয় বিষয় সমূহ ব্যক্ত করা অকর্ত্তব্য। রাজা, বৈদ্য, বালক, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, আশ্রিত এবং স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তির পত্নীর সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে গৃহনির্ম্মাণ ও তন্মধ্যে বাস করাই কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাকালে শয়ন, ভোজন বা বিদ্যালোচনা করা অনুচিত। রাত্রিকালে পিতৃকার্য্য, স্নান ও শক্তু ভোজন করা বিধেয় নহে এবং ভোজন শেষে কেশ বিন্যাসাদি করাও নিষিদ্ধ। পানভোজনাবশিষ্ট উপাদেয় দ্রব্যও পরিত্যাজ্য। রাত্রিকালে আহারের সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান উচিত। মস্তকনিমর্জ্জন পূর্ব্বক স্নানান্তে দৈব ও পৈতৃক কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। জন্মনক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুচিত। এতদ্ব্যতীত জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত কৃত্তিকাদি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অবিহিত এবং বিহিত নক্ষত্র ও সময়ে তদনুষ্ঠান বিধেয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া ক্ষৌর কার্য্য করিবে। পরগ্লানি সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। শাস্ত্র নির্দ্দেশ ক্রমে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য। নিত্য বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা উচিত। যত্ন সহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে। ঈর্ষা প্রদর্শন দিবানিদ্রা এবং সূর্য্যোদয়ের পর শয়ন আয়ুঃক্ষয়কর, অতএব সর্ব্বতোভাবে তাহা পরিত্যাগ করিবে। প্রভাতে শয়ন, রাত্রিকালে অশুচি অবস্থায় শয়ন এবং পরদারে অনুরাগ প্রদর্শন কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। সন্ধ্যা সময়ে বেদপাঠ, বেদাধ্যান, ভোজন বা স্নান অকর্ত্তব্য, তৎকালে প্রযতভাবে অবস্থানই উচিত। স্নানান্তে বিপ্রগণের পূজা, দেবগণকে নমস্কার এবং গুরু ব্যক্তিবর্গকে অভিবাদন করা বিধেয়। কেবল যজ্ঞ দর্শন ব্যতীত অনিমন্ত্রিত ভাবে কোন স্থলেই গমন উচিত নহে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞা অবিচলিত ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। ঋতুকালে ভার্য্যাতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিবে। ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল পালনে গৃহস্থ পবিত্র ও পুণ্যলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। (মহাভারত আনুশাসনিক পর্ব্ব ১৪৪ অধ্যায়)

দৈহিক দাহ নিবারণের নিমিত্ত সুশীতল জাহ্নবীখাত নিকটস্থ জানিয়াও কেহ কখন গ্রীষ্মতপ্ত সামান্য জলাশয়ে শান্তির জন্য ক্ষণকালের নিমিত্তও অবস্থান করে কি? সংশয়চ্ছেদ সম্বন্ধে সত্ত্বসমাবেশই কারণ, যে হেতু তিনি সত্ত্ব দ্বারাই আবিষ্ট, তিনি সত্ত্বাশ্রিত নহেন। ইহাই প্রধান বিশেষ। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত সাত্ত্বিকত্যাগরূপ কর্ম্মযোগের ফলভূত এই মুখ্য সন্ন্যাস বিবিদিষু অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছুগণের অনুষ্ঠেয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।" ইহার ভাবার্থ যথা, 'যে দিন বিরাগ উৎপাদন হইবে, সেই দিনই প্রব্রজিত হইবে, পরিব্রাজকগণ এই লোককে ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করিবে।' অতঃপর পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাংশ এস্থলে আলোচিত হইয়াছে। তদনন্তর পূজ্যপাদ মধুসূদনের গত চতুর্থ শ্লোকে বিশেষ্যাভাব, বিশেষণাভাব এবং উভয়াভাব ইত্যাদি কথার অবতারণা করা হইয়াছে। তত্তৎ প্রসঙ্গ পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এজন্য এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ বিশেষণাভাব বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। দ্বিতীয় অর্থাৎ বিশেষ্যাভাব তামস রাজস ভেদে দ্বিবিধ, তাহা এই স্থলে নিন্দিত হইল। তৃতীয় অর্থাৎ উভয়াভাব কর্ম্মের অধিকারী জ্ঞানেচ্ছু এবং জ্ঞানী এই উভয় ভেদে দ্বিবিধ, ইহার শেষোক্ত অর্থাৎ জ্ঞানীর বিবরণ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণে (২য় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং আদ্যভাগ "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং" (১৮।৪৯) শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইবে। ভগবান্ ভাষ্যকার তিন প্রকার ত্যাগের প্রসঙ্গ প্রদর্শন করিতে গিয়া দুই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তৃতীয় প্রকার ফলসামান্য হেতু তদন্তর্ভূত করিয়াছেন। এস্থলে একটী বিধিকে দুইটীর অন্তর্ভূত করিয়া এবং দুইটী মাত্র প্রকার স্থাপন করিয়া তৃতীয় প্রকারকে প্রদেশান্তরে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। ইহাই এই ব্যাখ্যার বিশেষত্ব ॥ ১০ ॥

——(*)——

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्म्माण्यशेषतः।
यस्तु कर्म्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—দেহভৃতা (দেহধারিণা) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) কর্ম্মাণি ত্যক্তুং নহি শক্যং যঃ তু কর্ম্মফলত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—দেহ-ধারি-কর্তৃক নিঃশেষরূপে কর্ম্ম-সকল ত্যাগ-নিমিত্ত শক্য নহে, যে কর্ম্ম-ফল-ত্যাগী সেই ত্যাগী ইহা কথিত-হয় ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—দেহধারী মানব নিঃশেষরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কর্ম্মফলত্যাগী, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ত্যাগী নামে অভিহিত ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন সম্বুদ্ধঃ স সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাসীনো নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুত ইত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তস্য কর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোক্তম্। যঃ পুনরধিকৃতঃ সন্ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞো বাধিতাত্মকর্তৃত্ববিজ্ঞানতয়াহং কর্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্যাশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগেন চোদিতকর্ম্মানুষ্ঠান এবাধিকারো ন ত্যাগ ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ ন হীতি। ন হি যস্মাদ্দেহভৃতা দেহং বিভর্ত্তীতি দেহভৃদ্দেহাত্মাভিমানবান্ দেহভৃদুচ্যতে, ন হি বিবেকী স হি বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনা কর্তৃত্বাধিকারান্নিবর্ত্তিতোঽতস্তেন দেহভৃতাজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্তুং সন্ন্যসিতুং কর্ম্মাণ্যশেষতো নিঃশেষেণ তস্মাদজ্ঞোঽধিকৃতো নিত্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মফলাভিসন্ধিমাত্রসন্ন্যাসী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে কর্ম্মীপি সন্নিত্যভিপ্রায়েণ তস্মাৎ পরমার্থদর্শিনৈবাদেহভৃতা দেহাত্মভাবরহিতেনাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসঃ শক্যতে কর্ত্তুম্ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—নদ্বেষ্টীত্যাদিনা শ্লোকেনোক্তমর্থং সংক্ষিপ্যানুবদতি যোঽধিকৃতইতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণেতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গত্যাগেনেত্যর্থঃ, কর্ম্মাত্মযোগস্যানুষ্ঠানেন সংস্কৃতাত্মা সন্ ক্রমেণ শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানদ্বারেণ কূটস্থং ব্রহ্ম প্রত্যক্ত্বেন সম্বুদ্ধইতি সম্বন্ধঃ। পরস্য নিষ্ক্রিয়ত্বে হেতুমাহ জন্মাদীতি। উক্তজ্ঞানবতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগদ্বারা মুক্তিভাক্ত্বং দর্শয়তি স সর্ব্বেতি। আত্মজ্ঞানবতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগসম্ভাবনামুক্ত্বা তদ্ধীনস্য তদসম্ভবে হেতুবচনত্বেন অনন্তরশ্লোকমবতারয়তি যঃ পুনরিতি। ন বাধিতমাত্মনি কর্তৃত্ববিজ্ঞানমস্যেত্যজ্ঞস্তস্য ভাবস্তত্তা তয়েতি যাবৎ এতমর্থং দর্শয়িতুমিচ্ছা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবে হেতুমাহেতি যোজনা, যস্মাদিত্যস্য তস্মাদিত্যুত্তরেণ

সম্বন্ধঃ। বিবেকিনোঽপি দেহধারিতয়া দেহভৃত্ত্বাবিশেষে কর্ম্মাধিকারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। কর্ত্তৃত্বাধিকারস্তৎপূর্ব্বকং কর্ম্মানুষ্ঠানং তস্মাদিতি যাবৎ। জ্ঞানবতো দেহধারণেঽপি তদভিমানিত্বাভাবোঽতঃ শব্দার্থঃ। অজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগাযোগমুক্তং হেতূকৃত্য ফলিতমাহ তস্মাদিতি। কর্ম্মানুষ্ঠায়িনস্ত্যাগিত্বোক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মেতি। কর্ম্মিণোঽপি ফলত্যাগেন ত্যাগিত্ববচনং ফলত্যাগস্তুত্যর্থমিত্যর্থঃ। কস্য তর্হি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিবেকবৈরাগ্যাদিমতো দেহাভিমানহীনস্যোত্যুক্তং নিগময়তি তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—নহীতি। নহি দেহভৃতা ধ্রিয়মাণশরীরেণ কর্ম্মাণ্যশেষতস্ত্যক্তুং শক্যং দেহধারণার্থানামশনপানাদীনাং তদনুবন্ধিনাঞ্চ কর্ম্মণামবর্জ্জনীয়ত্বাৎ। তদর্থঞ্চ মহাযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানমবর্জ্জনীয়ং। যস্তু তেষু মহাযজ্ঞাদিকর্ম্মসু ফলত্যাগী সএব "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু"রিত্যাদি শাস্ত্রেষু ত্যাগীত্যভিধীয়তে। ফলত্যাগীতি প্রদর্শনার্থঃ। ফলকর্ত্তৃত্বকর্ম্মসঙ্গানাং ত্যাগীতি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিত ইতি প্রক্রমাৎ ॥ ১১ ॥

হনুমান।—অমুখ্যমেব সাত্ত্বিকং ত্যাগমনূদ্য তৎ প্রয়োজনমাহ স্বাভ্যাং নহীতি। দেহভৃতা দেহভিমানিনা হি যস্মাৎ অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন শক্যম্ অশক্যং প্রাণযাত্রালোপপ্রসঙ্গাৎ তস্মাদধিকৃতঃ সন্ যঃ কর্ম্মফলত্যাগশীলঃ, স তুশব্দ এবার্থে, স এব ত্যাগীত্যুচ্যতে যস্ত্বশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং শক্নোতি পরমার্থদর্শী স মুখ্য ত্যাগীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—নম্বেবংভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সংপদ্যতে তত্রাহ ন হীতি। দেহভৃতা দেহাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং, ন হি শক্যম্। তদুক্তং, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃদি"ত্যাদিনা। তস্মাদ্যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী সএব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥

বলদেব।—নন্বীদৃশাৎ ফলত্যাগাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগো বরীয়ান্ বিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সাধকত্বাদিতি চেত্তত্রাহ ন হীতি। দেহভৃতা কর্ম্মাণ্যশেষতস্ত্যক্তুং ন হি শক্যং ন শক্যানি। যদুক্তং ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপীত্যাদি তস্মাদ্যঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেব তৎফলত্যাগী স এব ত্যাগীত্যুচ্যতে। তথাচ সনিষ্ঠোঽধিকারী কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছাশূন্যো যথাশক্তি কর্ম্মাণি জ্ঞানার্থী সন্ কুর্য্যাদিতি পার্থসারথের্মতম্ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—তদেবমাত্মজ্ঞানবতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ সম্ভাব্যতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতো রাগদ্বেষয়োরভাবাদিত্যুক্তং, সংপ্রত্যজ্ঞস্য কর্ম্মত্যাগাসম্ভবে হেতুরুচ্যতে নহীতি। মনুষ্যোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং গৃহস্থোঽহমিত্যাদ্যভিমানেনাবাধিতেন দেহং কর্ম্মাধিকারহেতুবর্ণাশ্রমাদিরূপং কর্তৃভোক্তৃত্বাদ্যাশ্রয়ং স্থূলসূক্ষ্মশরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং বিভর্ত্তি অনাদ্যবিদ্যাবাসনাবশাদ্ব্যবহারযোগিত্বেন কল্পিতমসত্যমপি সত্যতয়া স্বভিন্নমপি স্বাভিন্নতয়া পশ্যন্ ধারয়তি পোষয়তি চেতি দেহভৃদবাধিতকর্ম্মাধিকারহেতুর্দ্দেহাভিমানস্তেন বিবেকজ্ঞানশূন্যেন দেহভৃতা কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরাগদ্বেষপৌষ্কল্যেন সততং কর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানেন কর্ম্মাণ্যশেষতঃ নিঃশেষেণ ত্যক্তুং হি যস্মান্ন শক্যানি

সত্যাং কারণসামগ্র্যাং কার্য্যস্যাগন্তাশক্যত্বাৎ, তস্মাৎ যস্তজ্জোঽধিকারী সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি ভগবদনুকম্পয়া তৎফলত্যাগী তুশব্দস্তস্য দুর্লভত্বদ্যোতনার্থঃ স ত্যাগীত্যভিধীয়তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা স্তুত্যর্থমত্যাগ্যপি সন্ অশেষকর্ম্মসংন্যাসস্তু পরমার্থদর্শিত্বেনৈব দেহভৃতা শক্যতে কর্ত্তুমিতি সএব মুখ্যয়া বৃত্ত্যা ত্যাগীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—দেহং বিভর্ত্তীতি দেহভৃদবিদ্যাবান্, দেহাত্মদর্শী। তেন দেহভৃতা কর্ম্মাণ্যশেষতঃ ত্যক্তুং ন শক্যং যস্তু বিদ্বয়া সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী স কর্ম্ম-সংন্যাসীতি উচ্যতে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—ইতোঽপি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ইত্যাহ নহীতি। ত্যক্তুং ন শক্যং নশক্যানি তদুক্তং "নহিকশ্চিৎক্ষণমপিজাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর কর্ম্মফল ত্যাগের প্রশংসা কীর্ত্তনচ্ছলে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন যে, দেহধারী সাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় কর্ম্মফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মনুষ্যের জীবিত প্রয়োজন সুনির্ব্বাহিত করিবার নিমিত্ত অশেষ কর্ম্মসাধনের আবশ্যক। কর্ম্ম ব্যতীত জীবনের দৈনন্দিন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। অন্নবস্ত্র প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইলেও কর্ম্মের আবশ্যক। তীর্থ পর্য্যটনাদি ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতেও কর্ম্মের প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক শ্রেয়স্কর পুণ্য লাভ করিবার নিমিত্তও কর্ম্মসাধন আবশ্যক। ভিক্ষাটনাদির নিমিত্তও কর্ম্ম সংসাধন বিধেয়। ফলতঃ জীবনের কোন ব্যাপারই কর্ম্ম ভিন্ন সংসিদ্ধ হইবার নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল লাভের নিমিত্ত কর্ম্মই মানবের একমাত্র অবলম্বনীয়। কর্ম্ম যদি মানবজীবনের এরূপ অবিচ্ছিন্নসহচর, কর্ম্ম ব্যতীত মনুষ্যের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোনই শ্রেয়ঃ লব্ধ হইতে পারে না, তাহা হইলে ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, এই কর্ম্মই মানবের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী। পাপ হউক, পুণ্য হউক, ধর্ম্ম হউক, অধর্ম্ম হউক, সুখ হউক, দুঃখ হউক, ভোগ হউক, ত্যাগ হউক, সকল অবস্থাতেই কর্ম্ম রাশি মনুষ্যের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধাবিত হইতেছে।

যদি কর্ম্মের সহিত মানবের এইরূপ সুদৃঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা হইলে স্বতই প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেন তবে ত্যাগের প্রসঙ্গ বার বার আলোচিত হইতেছে? কর্ম্মত্যাগ যখন অসম্ভব, কর্ম্ম সাধন ব্যতীত

যখন গত্যন্তর নাই, তখন ত্যাগের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক এবং তাহার তত্ত্ব-বিনির্ণয়ের চেষ্টাও নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ সমালোচ্য শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষায় পরিব্যক্ত করিতেছেন যে, কর্ম্মত্যাগ মানবের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ তাহার সাধ্যতীত নহে। ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিতে কর্ম্মাধিকারী মানব অনায়াসেই সক্ষম। সেই অবস্থাই তাহার ত্যাগের অবস্থা। অভ্যাস দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা মনকে গঠিত করিয়া ক্রমশঃ ফলকামনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্মসাধন করিতে পারিলেই মানবকে ত্যাগশীল বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে, এবং তাদৃশ ফলাভিসন্ধি বিরহিত ত্যাগনিষ্ঠ পুরুষই ত্যাগীরূপে সম্মানিত হইবেন। এইরূপ ত্যাগের ফলে তিনি চিত্তশুদ্ধিরূপ পরম অবস্থা লাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের উপযোগী হইবেন এবং এই কামনা ত্যাগের পথ দিয়াই তিনি পরমোন্নতি অর্জ্জন করিবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। যে কর্ম্মধিকারী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রণালী ক্রমে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সংস্কৃতাত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন, জন্মাদি বিক্রিয়ারাহিত্য হেতু ক্রিয়ারহিত আত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই পুরুষ সকল কর্ম্ম মনের দ্বারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, "নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্" (৫।১৩) এই তত্ত্বাববোধজনিত নিষ্ক্রিয়ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া নৈষ্কর্ম্মলক্ষণা জ্ঞাননিষ্ঠাকে প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব কিছুই তিনি স্কন্ধে গ্রহণ করেন না, জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি লৌকিক কার্য্যাকার্য্যের প্রয়োজ-নীয়তা পরিহার করিয়াছেন। পূর্ব্বশ্লোকে ইত্যাকার বাক্যে কর্ম্মযোগের প্রয়োজনীয়তা পরিব্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকে ইহাই প্রদর্শিত হই-তেছে যে, যে ব্যক্তি কর্ম্মধিকারী হইয়াও দেহাদির অহঙ্কার প্রযুক্ত দেহভৃৎ অর্থাৎ অজ্ঞ, সেই ব্যক্তি আত্মাতেই কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিয়া এবং প্রকৃষ্ট আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া আপনাকেই সকল ব্যাপারের কর্ত্তা বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তি অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগে অশক্ত, অর্থাৎ যে অশেষ কর্ম্ম-জালে সে আবদ্ধ, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া কর্ম্ম-নির্ম্মুক্ত হইতে তাহার সাধ্য নাই। তাদৃশ কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তির পক্ষে ফলত্যাগ দ্বারা

কর্ম্মানুষ্ঠান করাই বিধেয়, কর্ম্মত্যাগ তাহার পক্ষে আবশ্যক নহে। এই তত্ত্বই এই স্থলে পরিস্ফুট হইতেছে। যাঁহারা দেহকে ধারণ করেন তাঁহারাই দেহভৃৎ; যাঁহারা দেহাত্মাভিমানপরায়ণ, অর্থাৎ দেহকেই আত্মা বোধে তৎসেবায় যাঁহারা আসক্ত, তাঁহারাই দেহভৃৎ। যাঁহারা বিবেকী অর্থাৎ বিবেকবলে যাঁহারা সারাসার বিনির্ণয়ে সমর্থ, তাঁহারা দেহভৃৎ— পদের বাচ্য নহেন। কারণ তাঁহারা "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" (২য় অধ্যায় ২১ শ্লোক) ইত্যাদি রূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে কর্তৃত্বাভিমান হইতে নিবর্ত্তিত, অর্থাৎ এ সংসারের সকল ব্যাপারই নশ্বর ও অসারবোধে এবং আত্ম একমাত্র সৎ ও অবিক্রিয় পূর্ণ পদার্থ জ্ঞানে তাঁহারা অনুষ্ঠীয়মান যাবতীয় কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য। আমি করিতেছি, আমি দেখিতেছি, ইত্যাকার বুদ্ধি সেই বিবেকী পুরুষদিগের নাই। কিন্তু যাঁহারা দেহভৃৎ- অর্থাৎ অজ্ঞ, তাঁহারা নিঃশেষ রূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে কদাপি সমর্থ নহেন। অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের অভাবে তাঁহারা সত্যাসত্য বিনির্ণয়ে অক্ষম, সুতরাং প্রকৃষ্টরূপে সকল কর্ম্মত্যাগ তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অতএব যাঁহারা এতাদৃশ অজ্ঞ কর্ম্মাধিকারী, অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানোন্নতিলিপ্সু অথবা সম্যক্ জ্ঞানালোকাভাবে প্রকৃত তত্ত্বাব- বোধে অক্ষম, তাঁহারা নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে যদি কর্ম্মজনিত ফলত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই কর্ম্মফলাভিসন্ধিমাত্র ত্যাগ হেতু তাঁহারা ত্যাগী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ না করিয়া কেবল ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক যদি নিত্যাদি শ্রেয়ঃসাধক কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে ত্যাগী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা অদেহভৃৎ অর্থাৎ বিবেক জ্ঞানসম্পন্ন এবং দেহে আত্মভাবের আরোপজনিত ভ্রান্তি বিরহিত, তাঁহারা নিঃশেষে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে সমর্থ। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ, যাঁহারা আত্মানাত্মবোধসম্পন্ন, তাঁহাদিগের উল্লিখিত অজ্ঞদিগের ন্যায় কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ থাকিতে হয় না, তাঁহারা আত্মাববোধজনিত নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বন করিয়া নিঃশেষে নিত্য নৈমিত্তিক সর্ব্ব- প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। যদি কেহ বলেন যে

এবম্ভূত কর্ম্মফল ত্যাগের অপেক্ষা বরং সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগই প্রশংসনীয়, কারণ সেরূপ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী হইলে কর্ম্মজনিত বিক্ষেপাভাবে অতি সহজেই হৃদয়ে জ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারিবে, অর্থাৎ কর্ম্মসাধনে নিবিষ্ট থাকিলে তাহা মনুষ্যের চিত্তকে নানা দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখে, কিন্তু এক বিষয়াভিমুখী না হইলে চিত্তের তদ্বিষয়ক সম্যক্ উন্নতি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, কর্ম্মসাধন চিত্তের বিক্ষেপকত্ব হেতু জ্ঞানোন্নতির প্রতিকূল। এরূপ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মসন্ন্যাসই জ্ঞানোন্নতির অনুকুল সহায়। এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার উদ্দেশে এই শ্লোক উপস্থিত করা হইতেছে। দেহভৃৎ অর্থাৎ দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ করিতে কখনই সক্ষম নহেন। শ্রীভগবানই পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" (৩য় অধ্যায় ৫ শ্লোক) অতএব যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্ম ফলত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই মুখ্য ত্যাগী।

পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় ও স্বামী মহোদয়ের উপরিস্থিত অভিপ্রায়দ্বয় অলোচনা করিলে উপলব্ধ হয় যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠরূপে অবধারণ করিয়াছেন, এবং অজ্ঞ কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে কর্ম্ম ফলত্যাগই বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বামী মহোদয় দেখাইয়াছেন যে, কর্ম্মানুষ্ঠান পরায়ণ থাকিয়াও যদি কর্ম্মফল সন্ন্যাস হয়, তাহা হইলেই মুখ্য ত্যাগ বলিতে হইবে। এই মহাত্মাদ্বয়ের এতাদৃশ পার্থক্য আলোচনার বিষয়॥ ১১॥

——(ঃ০ঃঃ০ঃ)——

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২॥

অন্বয়।— অত্যাগিনাং (কামনাযুক্তানাং) প্রেত্য (শরীরপাতানন্তরং) অনিষ্টম্ (নারকিত্বম্) ইষ্টং (দেবত্বং) মিশ্রং (মনুষ্যত্বং) চ ত্রিবিধং (ত্রিপ্রকারং) কর্ম্মণঃ ফলং ভবতি, সন্ন্যাসিনাং (প্রকৃতত্যাগীনাং) তু ক্বাচিৎ (কদাচিৎ) ন [ভবতি]॥ ১২॥

প্রতিশব্দ।—ত্যাগাশক্ত-গণের দেহপাতের-পর অনিষ্ট ইষ্ট এবং মিশ্র তিন-প্রকার কর্ম্মের ফল হয়, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের কখনও [হয়] না॥ ১২॥

ব্যাখ্যা।—কামনাপরায়ণ অত্যাগী ব্যক্তি মৃত্যুর পর নরকাদি প্রাপ্তিরূপ অনিষ্ট স্বর্গভোগাদি রূপ ইষ্ট এবং মনুষ্যলোক প্রাপ্তি লক্ষণ মিশ্র, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের এই ত্রিবিধ ফল লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু যথার্থ ত্যাগী ব্যক্তিগণকে আচরিত কর্ম্মের ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ হেতু ইত্যাকার ফল লাভ করিতে হয় না॥ ১২॥

শঙ্করাচার্য্য।— কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎসর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগাৎ স্যাদিত্যুচ্যতে। অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিলক্ষণং ইষ্টং দেবাদিলক্ষণং মিশ্রং ইষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণঞ্চৈবং ত্রিবিধং ত্রিঃপ্রকারং কর্ম্মণোধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকব্যাপারনিষ্পন্নং সদবিদ্যাকৃতমিন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পীব ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি ফলনির্ব্বচনং তদেতদেবংলক্ষণং ফলং ভবত্যত্যাগিনামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামপরমার্থসন্ন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতদূর্দ্ধং, ন তু পরমার্থসন্ন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং ক্বচিন্ন হি কেবলসম্যগ্দর্শননিষ্ঠাঽবিদ্যাদিসংসারবীজং নোন্মূলয়ন্তি কদাচিদিত্যর্থঃ॥ ১২॥

আনন্দগিরি।—উক্তাধিকারিণঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাসম্ভবেঽপি ফলাভাবে কুতস্তস্য কর্ত্তব্যতেতিশঙ্কতে কিংপুনরিতি। গৌণস্য মুখ্যস্য বা সন্ন্যাসস্য ফলং পিপৃচ্ছিষিতমিতি বিকল্পয়তি উচ্যতইতি। সর্ব্বকর্ম্মত্যাগোনাম তদনুষ্ঠানেঽপি তৎফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সূচামুখ্যঃ সন্ন্যাসস্তস্য ফলমাহ অনিষ্টমিতি। মুখ্যে তু সন্ন্যাসে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগে সম্যগ্ধীদ্বারা সর্ব্বসংসারোচ্ছিত্তিরেব ফলমিত্যাহ নত্বিতি। পাদত্রয়ং ব্যাকরোতি অনিষ্টমিত্যাদিনা। তির্য্যগাদীত্যাদিপদমবশিষ্টনিকৃষ্টযোনিসংগ্রহার্থং দেবাদীত্যাদিপদং বিশিষ্টোৎকৃষ্টযোনিগ্রহণায়েতি বিভাগঃ। ফলশব্দং ব্যুৎপাদয়তি বাহ্যেতি। কারণদ্বারকমনেকবিধত্বমুক্ত্বা মিথ্যাত্বমাহ অবিদ্যেতি। তৎকৃতত্বেন দৃষ্টিমাত্রদেহত্বে দৃষ্টান্তমাহ ইন্দ্রেতি। প্রতীতিতোরমণীয়ত্বং সূচয়তি মহামোহেতি। অবিদ্যোত্থস্য অবিদ্যাশ্রিতত্বাদাত্মাশ্রিতত্বং বস্তুতোনাস্তীত্যাহ প্রত্যগিতি। উক্তং ফলং কর্ম্মিণামিষ্যতে চেদমুখ্যসন্ন্যাসফলোক্তিপরত্বং পাদত্রয়স্য কথমিষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ অপরমার্থেতি। ফলাভিসন্ধি বিকলানাং কর্ম্মিণাং দেহপাতাদূর্দ্ধং কর্ম্মানুরোধিফলমাবশ্যকমিত্যর্থঃ কর্ম্মিণামেব সতামফলাভিসন্ধীনামমুখ্যসন্ন্যাসিত্বাত্তদীয়ামুখ্যসন্ন্যাসস্য ফলমুক্ত্বা চতুর্থপাদং ব্যাচষ্টে নত্বিতি। অমুখ্যসন্ন্যাসমনন্তরপ্রকৃতং ব্যবচ্ছিনত্তি পরমার্থেতি তেষাং প্রধানং ধর্ম্মমুপদিশতি কেবলেতি। ক্বচিদ্দেশে কালে বা নাস্তি যথোক্তং ফলং তেষামিতি সম্বন্ধঃ। তর্হি পরমার্থসন্ন্যাসোঽফলত্বাৎ নানুষ্ঠীয়েতেত্যাশঙ্ক্য তস্য মোক্ষাবসায়িত্বান্নৈবমিত্যাহ নহীতি॥ ১২॥

রামানুজ।—নন্থ কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদীনি মহাযজ্ঞাদীনি চ স্বর্গাদিফলসম্বন্ধতয়া শাস্ত্রৈর্ব্বিধীয়ন্তে নিত্যনৈমিত্তিকানামপি প্রাজাপত্যং গৃহস্থানামিত্যাদি ফলসম্বন্ধিতয়ৈব হি চোদনা অতস্তত্তৎফলসাধনস্বভাবতয়াবগতানাং কর্ম্মণামনুষ্ঠানে বীজাবাপাদীনামিবানভিসংহিতফলস্যাপীষ্টানিষ্টরূপফলসম্বন্ধোঽপরিবর্জ্জনীয়ঃ। অতো মোক্ষবিরোধিফলত্বেন মুমুক্ষুণা ন কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিত্যত উত্তরমাহ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকাদিফলম্ ইষ্টং স্বর্গাদি ফলং মিশ্রমনিষ্টসংভিন্নং পুত্রপশ্বন্নাদি এতৎ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলমত্যাগিনাং কর্ত্তৃত্বমমতাফলত্যাগরহিতানাং প্রেত্য ভবতি প্রেত্য কর্ম্মানুষ্ঠানোত্তরকালমিত্যর্থঃ। নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ নতু কর্ত্তৃত্বাদিপরিত্যাগিনাং ক্বচিদপি মোক্ষবিরোধিফলং ভবতি। এতদুক্তং ভবতি। যদ্যপ্যগ্নিহোত্রমহাযজ্ঞাদীনি নিত্যান্যেব তথাপি জীবনাধিকারকামাধিকারয়োরিব মোক্ষাধিকারেচ বিনিয়োগঃ পৃথক্ত্বেন পরিহ্রিয়তে। মোক্ষবিনিয়োগশ্চ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেনে"ত্যাদিভিরিতি। তদেবং ক্রিয়মাণেষু স্বকর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বাদিপরিত্যাগঃ শাস্ত্রসিদ্ধঃ সন্ন্যাসঃ সএব চ ত্যাগ ইত্যুক্তঃ॥ ১২॥

হনুমান্।—অনিষ্টং দ্বেষ্যম্ ইষ্টমিষ্যমাণং মিশ্রমুভয়াত্মকম্, ইষ্টানিষ্টকর্ম্মণঃ ফলং ফল্গুতয়া লীয়ত ইতি ফলং তত্র ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং ভবতি জায়তে অত্যাগিত্বাদজ্ঞানাং কর্ম্মিণাং পরমার্থসংন্যাসিনাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাংতু কৃতসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসানাং ন ভবতিইতি প্রকৃতেন সম্বন্ধঃ ইতি কর্ম্মনুষ্ঠানেন ফলাভিসন্ধিরহিতেন প্রাপ্তসত্ত্বশুদ্ধীনাং সকলকর্ম্মসংন্যাসো বিধীয়তে॥ ১২॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্ ইষ্টং দেবত্বং মিশ্রং মনুষ্যত্বং এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণোযৎ ফলং প্রসিদ্ধং তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি তেষাং ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ নতু সংন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী চে" ত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২॥

বলদেব।—ঈদৃশত্যাগাভাবে দোষমাহানিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং স্বর্গিত্বম্, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্। দুঃখসুখযোগীতি ত্রিবিধং কর্ম্মফলম্। অত্যাগিনামুক্তত্যাগরহিতানাং প্রেত্য পরকালে ভবতি ন তু সন্ন্যাসিনামুক্তত্যাগবতাং তেষাং তু কর্ম্মান্তর্গতেন জ্ঞানেন মোক্ষো ভবতীতি ত্যাগফলমুক্তম্॥ ১২॥

মধুসূদন।—নন্থ দেহভৃতঃ পরমাত্মজ্ঞানশূন্যস্য কর্ম্মিণোঽপি কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগিত্বেন গৌণসংন্যাসিনঃ পরমাত্মজ্ঞানবতোদেহাভিমানরহিতস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনোমুখ্যসংন্যাসিনশ্চ কঃ ফলে বিশেষো যদলাভেন গৌণত্বমেকস্য যল্লাভেন চ মুখ্যত্বমন্যস্য, কর্ম্মফলত্যাগিত্বং তু দ্বয়োরপি তুল্যমিত্যন্যোবিশেষোবাচ্যঃ, উচ্যতে, অত্যাগিনাং কর্ম্মফলত্যাগিত্বেঽপি কর্ম্মানুষ্ঠায়িনামজ্ঞানাং গৌণসংন্যাসিনাং প্রেত্য বিবিদিষাপর্য্যন্তসত্ত্বশুদ্ধেঃ প্রাগেব মৃতানাং পূর্ব্বকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং

শরীরগ্রহণং ভবতি মায়াময়ং ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি নিরুক্তেঃ (কর্ম্মণ ইতি জাত্যভিপ্রায়মেকবচনম্) একস্য ত্রিবিধফলত্বানুপপত্তেঃ তচ্চ ফলং কর্ম্মণস্ত্রিবিধত্বাৎ ত্রিবিধং পাপস্যানিষ্টং প্রতিকূলবেদনীয়ং নারকতির্য্যগাদিলক্ষণং পুণ্যস্য ইষ্টমনুকূলবেদনীয়ং দেবাদিলক্ষণং, মিশ্রস্য তু পাপপুণ্যযুগলস্য মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মানুষ্যলক্ষণমিত্যেবং ত্রিবিধমিত্যনুবাদোহয়ন্ত্বার্থঃ এবং গৌণসংন্যাসিনাং শরীরপাতাদূর্দ্ধং শরীরান্তরগ্রহণমাবশ্যকমিত্যুক্তা মুখ্যসংন্যাসিনাং পরমাত্মসাক্ষাৎকারেণাহবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ বিদেহকৈবল্যমেবেত্যাহ ন তু সংন্যাসিনাং পরমাত্মজ্ঞানবতাং মুখ্যসংন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকাণাং প্রেত্য কর্ম্মণঃ ফলং শরীরগ্রহণমনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ কচিদ্দেশে কালে বা ন ভবেত্যেবেত্যবধারণার্থস্তুশব্দঃ। জ্ঞানেনাজ্ঞানস্যোচ্ছেদে তৎকার্য্যাণাং কর্ম্মণামুচ্ছিন্নত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ,—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবর ইতি।" পারমর্ষং চ সূত্রম্। "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি।" পরমাত্মজ্ঞানাদশেষকর্ম্মক্ষয়ং দর্শয়তি তেন গৌণসংন্যাসিনাং পুনঃ সংসারঃ মুখ্যসংন্যাসিনাং তু মোক্ষ ইতি ফলে বিশেষ উক্তঃ। অত্র কশ্চিদাহ "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চে"ত্যাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগাৎ কর্ম্মিণ এবাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসিশব্দেন গৃহ্যন্তে, তেষাং চ সাত্ত্বিকানাং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন নিষিদ্ধকর্ম্মাননুষ্ঠানেন চ পাপাসম্ভবাৎ নানিষ্টং ফলং সম্ভবতি,নাপীষ্টং কাম্যাননুষ্ঠানাৎ ঈশ্বরার্পণেন ফলস্য ত্যক্তত্বাচ্চ, অতএব মিশ্রমপি নেতি ত্রিবিধকর্ম্মফলাসম্ভবঃ। অতএবোক্তং,—"মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া॥" ইতি। স বক্তব্যঃ শব্দস্যার্থস্য চ মর্য্যাদা ন নিরধারি ভবতেতি। তথাহি গৌণমুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্য্যসংপ্রত্যয় ইতি শব্দমর্য্যাদা, যথা "অমাবস্যায়ামপরাহ্নে পিণ্ডপিতৃযজ্ঞেন চরন্তী"ত্যত্র অমাবস্যাশব্দঃ কালে মুখ্যঃ, তৎকালোৎপন্নে কর্ম্মণি চ গৌণঃ, য এবং বিদ্বানমাবাস্যায়াং যজত ইত্যাদৌ তত্রামাবাস্যামিতি কর্ম্মগ্রহণে পিতৃযজ্ঞস্য তদঙ্গত্বান্ন ফলং কল্পনীয়মিতি বিধেরাঘবমিতি পূর্ব্বপক্ষিতং কাত্যায়নেন অঙ্গং বা সমভিব্যাহারাদিতি গৌণার্থস্য মুখ্যার্থোপস্থিতিপূর্ব্বকত্বান্মুখ্যার্থস্য চেহাবাধাদমাবাস্যাশব্দেন কাল এব গৃহ্যতে ফলকল্পনাগৌরবং তূত্তরকালীনং প্রমাণত্বাদঙ্গী কার্য্যমিতি সিদ্ধান্তিতং জৈমিনিনা। পিতৃযজ্ঞঃ স্বকালত্বাদনঙ্গং স্যাদিতি। এবং স্থিতে সংন্যাসিশব্দস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনি মুখ্যত্বাৎ কর্ম্মিণ চ ফলত্যাগসাম্যেন গৌণত্বান্মুখ্যার্থস্য চেহাবাধাত্তস্যৈব সংন্যাসিশব্দেন গ্রহণমিতি শব্দমর্য্যাদয়া সিদ্ধং। সত্যাং কারণসামগ্র্যাং কার্য্যোৎপাদ ইতি চার্থমর্য্যাদা। তথাহি ঈশ্বরার্পণেন ত্যক্তকর্ম্মফলস্যাপি সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং নিত্যানি কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠতোহন্তরালে মৃতস্য প্রাগর্জ্জিতৈঃ কর্ম্মভিস্ত্রিবিধং শরীরগ্রহণং কেন বার্য্যতে—"যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ" ইতি শ্রুতেঃ। অন্ততঃ সত্ত্বশুদ্ধিফলজ্ঞানোৎপত্ত্যর্থং তদধিকারিশরীরমপি তস্যাবশ্যকমেব, অতএব বিবিদিষাসংন্যাসিনঃ শ্রবণাদিকং কুর্ব্বতোহন্তরালে মৃতস্য যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যস্য "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়ত" ইত্যাদিনা জ্ঞানাধিকারিশরীরপ্রাপ্তিরবশ্যংভাবিনীতি নির্ণীতং বচে। যত্র সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনোঽপ্যজ্ঞস্য শরীরগ্রহণমাবশ্যকং তত্র কিং বক্তব্যমজ্ঞস্য কর্ম্মিণইতি,

তস্মাদজ্ঞস্যাবশ্যং শরীরগ্রহণমিত্যর্থমর্য্যাদয়া সিদ্ধং পুরাক্রান্তং চৈকভবিকপক্ষনিরাকরণে সূরিভিঃ। তস্মাদ্‌যথোক্তং ভগবৎপূজ্যপাদভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যানমেব জ্যায়ঃ। তদয়মত্র নিষ্কর্ষঃ, অকর্ত্র-ভোক্তৃ পরমানন্দাদ্বিতীয়সত্যপ্রকাশব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারেণ নির্ব্বিকল্পেন বেদান্তবাক্যজন্যেন বিচারনিশ্চিতপ্রামাণ্যেন সর্ব্বপ্রকারাপ্রামাণ্যশঙ্কাশূন্যেন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেনাত্মাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তৎকার্য্য-কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানরহিতঃ পরমার্থসংন্যাসী সর্ব্বকর্ম্মোচ্ছেদাচ্ছুদ্ধঃ কেবলঃ সন্নবিদ্যাকর্ম্মাদিনিমিত্তং পুনঃ শরীরগ্রহণমনুভবতি, সর্ব্বভ্রমাণাং কারণোচ্ছেদেনোচ্ছেদাৎ। যস্ত্ববিদ্যাবান্ কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী দেহভৃৎ স ত্রিবিধঃ রাগাদিদোষপ্রাবল্যাৎ কাম্যনিষিদ্ধাদিযথেষ্টকর্ম্মানুষ্ঠায়ী মোক্ষশাস্ত্রানধিকার্য্যেকঃ, অপরস্তু প্রাক্তনসুকৃতবশাৎ কিঞ্চিৎ প্রক্ষীণরাগাদিদোষঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুমশক্নুবন্নিষিদ্ধানি কাম্যানি চ পরিত্যজ্য নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি ফলাভিসন্ধিত্যাগেন সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমনুতিষ্ঠন্ গৌণসংন্যাসী মোক্ষশাস্ত্রাধিকারী দ্বিতীয়ঃ সঃ, ততোনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানেনান্তঃকরণশুদ্ধ্যা সমুৎপন্নজাতবিবিদিষঃ শ্রবণাদিনা বেদনং মোক্ষসাধনং সংপিপাদয়িষুঃ সর্ব্বাণি বিধিতঃ পরিত্যজ্য ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসর্পতি বিবিদিষাসংন্যাসিসমাখ্যস্তৃতীয়ঃ, তত্রাদ্যস্য সংসারিত্বং সর্ব্বপ্রসিদ্ধং, দ্বিতীয়স্য ত্বনিষ্টমিত্যাদিনা ব্যাখ্যাতং, তৃতীয়স্য তু অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেত ইতি প্রশ্নমুত্থাপ্য নির্ণীতং ষষ্ঠে, অজ্ঞস্য সংসারিত্বং ধ্রুবং কারণসামগ্র্যাঃ সত্ত্বাৎ তত্তু কস্যচিজ্‌জ্ঞানাননুগুণং কস্যচিজ্-জ্ঞানানুগুণমিতি বিশেষঃ, বিজ্ঞস্য তু সংসারকারণাভাবাৎ স্বত এব কৈবল্যমিতি দ্বৌ পদার্থৌ সূত্রিতাবস্মিন্ শ্লোকে ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ। --এবম্ভূতস্য ত্যাগস্য ফলমাহ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিরূপম্ ইষ্টং দেবতাদিরূপং মিশ্রং মানুষভাব ইতি কর্ম্মণঃ কর্ম্মজাতীয়স্য ফলং ত্রিবিধং প্রেত্য মরণান্তর-মত্যাগিনাং পূর্ব্বোক্তমুখ্যসংন্যাসহীনানাং ভবতি মুখ্যসংন্যাসিনান্তু ন ক্বচিৎ তদ্ভবতি তেষাং কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাৎ। অন্যেতু গৌণসন্ন্যাসিনামেবায়ং কর্ম্মালেপ ইত্যাহুঃ। তথাচ ব্যাখ্যাতং "কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম" ইত্যত্র, অন্যথা সন্ন্যাসিনাং গৌণসংন্যাসিনাঞ্চ বিশেষো ন স্যাৎ, ন চৈবং মুখ্যসন্ন্যাসিনাং গৌণসন্ন্যাসিনাঞ্চাবিশেষাপত্তিরিতি বাচ্যম্ উভয়েষামুত্তরকর্ম্মাশ্লেষসাম্যেঽপি পূর্ব্বকর্ম্মদাহাদাহকৃতস্য বিশেষস্য সত্ত্বাৎ গৌণসংন্যাসিনাং জন্মান্তরাদিকমপি পূর্ব্বকর্ম্মভিরেব ভবিষ্যতি আপস্তম্বোক্তাম্রনিদর্শনেন যোগভ্রষ্টগতিবন্নান্তরীয়কং বা নতু তস্য প্রধানং ফলং স্বর্গাদি ভবিতুমর্হত্যনুদ্দিষ্টত্বাৎ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ। -- এবম্ভূত ত্যাগাভাবে দোষমাহ অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকদুঃখম্ ইষ্টং স্বর্গসুখং মিশ্রং মনুষ্যজন্মনি সুখদুঃখম্ অত্যাগিনাং এবম্ভূত ত্যাগরহিতানাং এব ভবতি প্রেত্য পরলোকে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে কর্ম্ম ফলত্যাগীকেই প্রকৃত ত্যাগী নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অধুনা সেই ফলত্যাগের কিরূপ পরিণাম উপ-স্থিত হইয়া থাকে, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। মরণোত্তর কালে কর্ম্মের

যেরূপ ফলাফলের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। তাহারই বিবরণ এই শ্লোকে বর্ণনীয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু কি হইয়া থাকে, এবং সেরূপ কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজনই বা কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ; অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র। নরক-তির্য্যগাদি লক্ষণ ফলই অনিষ্ট, অর্থাৎ যে কর্ম্ম দ্বারা নরক প্রাপ্তি বা তির্য্যগাদিরূপ জন্মান্তর সংঘটিত হয়, তাহাই অনিষ্ট। দেবাদিলক্ষণ অর্থাৎ দেবাদির ভাব প্রাপ্তি বা তল্লোকপ্রাপ্তি ইষ্টফল রূপে গ্রহণীয়। আর ইষ্টানিষ্টযুক্ত মনুষ্যলক্ষণ যে ফল, তাহাই মিশ্র। ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ কর্ম্মের উল্লিখিত রূপ তিন প্রকার ফল নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল ফল বাহ্যতঃ অনেককারকরূপ, অর্থাৎ বহুপ্রকার কারণ যুক্ত, অনেক ব্যাপারের পরিণাম স্বরূপ, এবং ইন্দ্রজাল (২৫৪৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যেমন অলীক, তদ্বৎ সেই সমস্ত ফল মায়াচ্ছন্ন অবিদ্যাকৃত; ইহার ভাবার্থ এই যে, উপরে যে ত্রিবিধ ফলের প্রসঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইল, তৎ-সমস্ত অবিদ্যাকৃত মিথ্যাভূত অর্থাৎ তাহার কোন ফলই চিরস্থায়ী নহে এবং কিছুরই সহিত অবিনাশী সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ নিয়মিত ভোগাবসানে নরকত্ব বা তির্য্যকত্বের অবসান হয়, দেবত্বেরও শেষ হয় এবং মনুষ্যত্বেরও সমাপ্তি হয়। সুতরাং তৎসমস্ত ফল মহামোহকর; দারুণ মোহপ্রযুক্ত লোকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, অথবা সেই ফলসমূহই লোকের হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় মোহের উদ্ভাবনা করিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্টচিত্ত করিয়া থাকে। এই কারণে প্রত্যাগাত্মার অর্থাৎ দেহবদ্ধ আত্মার সহিত সেই সকল ফলের কোনই সম্বন্ধ নাই। তত্তাবৎ অসার ও নিরর্থক রূপে স্বতই লয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল ফল অত্যাগী অর্থাৎ অজ্ঞানী, কর্ম্মাধিকারী, অপরমার্থ সন্ন্যাসিদিগেরই ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদিগের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় নাই, যাঁহারা বিবেক বলে সারাসার অবধারণ করিতে সক্ষম হন নাই, তাদৃশ কর্ম্মনিষ্ঠ অপরমার্থ সন্ন্যাসিগণই মরণের পর উল্লিখিত রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই শরীরপাতের পর উল্লিখিতরূপে নানা প্রকার ফল কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে। কিন্তু যাঁহারা পরমার্থ সন্ন্যাসী, যাঁহারা

পরমহংস, পরিব্রাজক*, যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহাদিগকে মরণোত্তর কালে কদাচ এরূপ ফলাফলের অধীন হইতে হয় না। তাঁহাদিগের সম্যক্ দর্শন প্রভাবেই অবিদ্যাজনিত সংসার-বীজ উন্মূলিত হইয়া থাকে। এতাবতা অজ্ঞান কর্ম্মিগণের কর্ম্মের অপেক্ষা জ্ঞানবান্‌গণের কর্ম্মত্যাগ প্রশংসিত হইল। অজ্ঞানিগণের কৃত কর্ম্ম সমূহ যে ফল প্রসব করে, তাহা অনর্থক; কিন্তু জ্ঞানিগণ বিবেক বলে পরমার্থ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া পরম তত্ত্ব লাভ করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আশঙ্কা হইতে পারে যে, অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস (১৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) জ্যোতিষ্টোমাদি ও মহাযজ্ঞাদি ক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠান স্বর্গাদি ফলজনক রূপে শাস্ত্রাদিতে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সমূহ গৃহস্থদিগের ফলবিধায়ক রূপে বিহিত হইয়াছে। অতএব বীজ-বপন করিলে কাল সহকারে যেমন তাহার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়াও কর্ম্মনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই যথা কালে তাহার বিহিত ফল উপস্থিত হইবে। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তিগণ মনে করিতে পারেন যে, কর্ম্মসমূহ মোক্ষের বিরোধী, সুতরাং তত্তাবতের অনুষ্ঠান না করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহাদিগের মনে হইতে পারে যে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্মের অপরিবর্জ্জনীয় ফল তাঁহাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় করিবে। তিনি এরূপও জানেন যে, সেই ফল মোক্ষ নহে, তাহা রূপান্তরিত বন্ধন মাত্র। অতএব এতাদৃশ মোক্ষবিরোধী ফলপ্রসূ কর্ম্মসাধনে মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির কেন আকাঙ্ক্ষা হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল;

* পরিব্রাজক।—সন্ন্যাসীর নামান্তর। যে চারি আশ্রমে পারম্পর্য্য ক্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ বাধ্য, পরিব্রাজকাশ্রম তাহারই চতুর্থ। এই সময়ে তাঁহারা ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। পরিব্রাজক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগী, অনির্দ্দিষ্ট বাস, বহুতির্থাদি ভ্রমণনিষ্ঠ। গরুড় পুরাণে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ দৃষ্ট হয়। "সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ভৈক্ষ্যাশ্চঃ ব্রহ্মমূলতা। নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহ সমতা সর্ব্বজন্তুষু। প্রিয়াপ্রিয়পরিষঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা। সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং সুখদুঃখাবিকারিতা। সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহারো ধারণাধ্যাননিত্যতা। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড়্‌বর্য্য উচ্যতে॥" (গরুড় পুরাণ)

নরকাদি ফল অনিষ্ট, স্বর্গাদি ফল ইষ্ট এবং অনিষ্ট মিশ্রিত পুত্র, পশু, অন্নাদি ফল মিশ্র। সংসারে পুত্র, পশু, অন্ন প্রভৃতি পদার্থ মানবের পরম সুখবিধায়ক সামগ্রী হইলেও যে পরমার্থ লাভ করা মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য, তত্তাবৎ তাহার প্রতিকূল। এই জন্যই তৎসমস্তকে অনিষ্টসংভিন্ন শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। যাঁহাদের হৃদয় হইতে মমত্ব, কর্ত্তৃত্ব এবং ফলাভিসন্ধি দূর হয় নাই, সেই অত্যাগিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানোত্তর কালে উল্লিখিত তিন প্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যতদিন দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ, ততদিনই কর্ম্মানুষ্ঠান; কালে মৃত্যুর দ্বারা সেই সম্বন্ধ অবসিত হইলে মনুষ্যের কর্ম্মোচিত ফলাফল প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের কখনই এরূপ হয় না। যাঁহারা কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পরিত্যাগী, তাঁহাদিগকে কখনই মোক্ষ বিরোধী ফল প্রাপ্ত হইতে হয় না। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যদিও অগ্নিহোত্র, মহাযজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ কেবল ফলপ্রদ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি তত্তাবৎ পৃথক্ ভাবে মোক্ষ বিধায়ক রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, অর্থাৎ সেই সকল নিত্যকর্ম্মের যেমন ফল প্রদান শক্তি আছে, সেইরূপ মোক্ষপ্রদান সামর্থ্যও আছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।২২) এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উল্লিখিত কর্ম্মসমূহ কামনামূলক বা ফলপ্রদ হইলেও তত্তাবৎ যে ব্রহ্মপ্রাপক সুতরাং মোক্ষবিধায়ক তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, অনুষ্ঠীয়মান স্বকর্ম্ম হইতে স্বকীর কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পরিহার করাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সন্ন্যাস, তাহাই ত্যাগ নামেও অভিহিত।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। উল্লিখিত রূপে কর্ম্মফল ত্যাগের ফল কি, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। মনুষ্যের কর্ম্ম সমূহ পাপপুণ্য উভয় মিশ্রিত। এই পাপপুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। নারকিত্বরূপ অনিষ্ট, দেবত্ব রূপ ইষ্ট এবং মনুষ্যত্ব রূপ মিশ্র। যাঁহারা অত্যাগী অর্থাৎ সকাম, তাঁহাদিগেরই পরত্র উল্লিখিত ত্রিবিধ ফল ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের কখনও এরূপ ফল হয় না। এস্থলে সন্ন্যাসী শব্দ দ্বারা প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্মফল ত্যাগিদিগেরই

উল্লেখ করা হইয়াছে। কর্ম্মফল ত্যাগ ও কর্ম্মত্যাগ এই উভএই ত্যাগের সাম্য আছে। সেই সাম্য হেতু ফলত্যাগিগণই এস্থলে লক্ষিত। শ্রীভগবান্ও পূর্ব্বে সন্ন্যাসী শব্দের এইরূপই অর্থ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা; "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ১ম শ্লোক) এতদ্দ্বারা কর্ম্মফল ত্যাগিগণই সন্ন্যাসী নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সেই সত্ত্বগুণালম্বী মহাত্মাগণের পক্ষে পাপোদয় অসম্ভব; কারণ তাঁহারা কর্ম্মমাত্রেরই ফলত্যাগী, তজ্জন্য যদি কোন পুণ্য ফল থাকে, তাহাও তাঁহারা ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন। এজন্য কর্ম্মজনিত উক্ত ত্রিবিধ ফল তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে না।

এতাবতা ইহাই লব্ধ হইতেছে যে, ফলকামনা পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করাই যাবতীয় অনিষ্টের হেতুভূত। ইষ্টানিষ্ট বা মিশ্রফল সকলই অকিঞ্চিৎকর। সেই সামান্য ফললোভে অন্ধ হইয়া মনুষ্য আপনার অধোগতি আনয়ন করে। ঐহিক কামনায় ব্যাপৃত হইয়া বারংবার মনুষ্য অথবা তদপেক্ষাও হীনতর জন্ম পরিগ্রহ করে, অথবা নরকাদি বাসরূপ নিদারুণ ক্লেশে দগ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু যাঁহারা ফলত্যাগী, তাঁহাদের এরূপ কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই। এই জন্য মানবের কর্ম্মসাধন কালে ফলত্যাগ এবং কর্ম্মজনিত পুণ্যাদি শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পণ করিবার অভ্যাস করা উচিত। হৃদয় হইতে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিহার করিবার অভ্যাস সহসা সঞ্জাত হয় না, ধীরে ধীরে সতত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সেই অভ্যাস কালক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে পারে॥ ১২॥

——:):*:(:——

পঞ্চেমানি মহাবাহো! কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং ১৩॥

অন্বয়। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে (নিষ্পত্তয়ে) কৃতান্তে (কর্ম্মান্তপ্রতিপাদকে) সাংখ্যে (বেদান্তে) প্রোক্তানি (কথি-

☞ পাঠান্তর।—পঞ্চৈতানি।

তানি) এতানি (বক্ষ্যমাণানি) পঞ্চ কারণানি মে (মম সকাশাৎ) নিবোধ (জানীহি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে মহাবাহো ! সকল-কর্ম্মের সিদ্ধির-নিমিত্ত কর্ম্মান্ত-প্রতিপাদক বেদান্তে কথিত এই পঞ্চ কারণ আমার-নিকট জ্ঞাত-হও ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে মহাবাহো অর্জ্জুন ! কর্ম্মসমূহের সিদ্ধিবিষয়ে, কর্ম্ম-সমাপ্তি প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট, বক্ষ্যমাণ পঞ্চবিধ কারণ আমি নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়, সবিশেষ জ্ঞাত হও ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অতঃ পরমার্থদর্শিন এবাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসিত্বং সম্ভবত্যবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাদাত্মনি ক্রিয়াকারকফলানাং, ন ত্বজ্ঞস্যাধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়াকর্তৃণি কারকাণ্যাত্মত্বেন পশ্যতোঽশেষকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সম্ভবতি। তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দর্শয়তি পঞ্চেতি। পঞ্চ ইমানি বক্ষ্যমাণানি হে মহাবাহো! কারণানি নিবর্ত্তকানি নিবোধ মে মম ইত্যুত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং বস্তুবৈষম্যপ্রদর্শনার্থং চ, তানি চ কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি, সাঙ্খ্যে জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সঙ্খ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাঙ্খ্যং বেদান্তঃ, কৃতান্ত ইতি তস্যৈব বিশেষণং কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ কর্ম্মান্তঃ ইত্যেতৎ "যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি, অতস্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাঙ্খ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—ননু অপরার্থসন্ন্যাসবদবিশেষাদজ্ঞানাং পরমার্থসন্ন্যাসোঽপি কিং ন স্যাত্ত্যাগস্য সুকরত্বাত্তত্রাহ অতঃপরমার্থেতি। তস্য সম্যগ্দর্শনাদবিদ্যানিবৃত্তৌ তদারোপিতক্রিয়াকারকাদিনিবৃত্তেরিতি হেত্বর্থঃ। বিদ্যাবতঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিত্বসম্ভাবনামুক্ত্বা এবকারব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়তি নত্বিতি। অবিদুষোঽশেষকর্ম্মণাং তদ্ধেতূনাঞ্চ রাগাদীনাং ত্যাগাযোগে কারকেষ্বধিষ্ঠানাদিষ্বাত্মদর্শনং হেতুমাহ ক্রিয়েতি। কথমধিষ্ঠানাদীনাং ক্রিয়াকর্তৃত্বং কথম্বা বিদুষস্তেষ্বাত্মত্বধীরিত্যাশঙ্ক্যানন্তরশ্লোকচতুষ্টয়স্য তাৎপর্য্যমাহ তদেতদিতি। কর্ম্মার্থানামধিষ্ঠানাদীনামপ্রামাণিকত্বাশঙ্কামাদাবুদ্ধরতি পঞ্চেতি। উত্তরত্রেত্যধিষ্ঠানাদিষু বক্ষ্যমাণেষ্বিত্যর্থঃ। বস্তূনাং তেষামেব বৈষম্যং নির্দ্দিদর্শয়িষিতং ন হি চেতঃসমাধানাদৃতে জ্ঞাতুং শক্যং তৎসাঙ্খ্যশব্দং ব্যুৎপাদয়তি জ্ঞাতব্যেতি। আত্মা ত্বং পদার্থস্তৎপদার্থোব্রহ্ম তয়োরৈক্যধীস্তদুপযোগিনশ্চ শ্রবণাদয়ঃ পদার্থাস্তে সংখ্যায়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে কৃতান্তশব্দস্য বেদান্তবিষয়ত্বং বিভজতে কৃতমিত্যাদিনা। বেদান্তস্য তত্ত্বধীদ্বারা কর্ম্মাবসানভূমিত্বে বাক্যোপক্রমানুকূল্যং দর্শয়তি যাবানিতি। উদপানে কূপাদৌ যাবানর্থঃ স্নানাদিঃ তাবানর্থঃ সমুদ্রে সম্পদ্যতে অতো যথা

কূপাদিকৃতং কার্য্যং সর্ব্বং সমুদ্রেঽন্তর্ভবতি তথা সর্ব্বেষু কর্ম্মার্থেষু যাবৎ ফলং তাবৎ জ্ঞানবতো ব্রাহ্মণস্য জ্ঞানেঽন্তর্ভবতি জ্ঞানং প্রাপ্য ন কর্ত্তব্যানবশেষাদিত্যর্থঃ। তত্রৈব ব্যাখ্যান্তরমনুক্রামতি সর্ব্বমিতি। উদাহৃতবাক্যয়োস্তাৎপর্য্যমাহ আত্মেতি। আত্মজ্ঞানে সতি সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তাবপি কথং বেদান্তস্য কৃতান্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ অতইতি। তানি মদ্বচনতো নিবোধেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—ইদানীং ভগবতি পুরুষোত্তমেঽন্তর্যামিণি কর্ত্তৃত্বানুসন্ধানেনাত্মনাকর্ত্তৃত্বানুসন্ধানপ্রকারমাহ। অতএব ফলকর্ম্মণোরপি মমতাপরিত্যাগো ভবতীতি। পরমপুরুষো হি স্বকীয়েন জীবাত্মনা স্বকীয়ৈশ্চ করণকলেবরপ্রাণৈঃ স্বলীলাদিপ্রয়োজনায় কর্ম্মাণ্যারভতে অতো জীবাত্মগতং ক্ষুন্নিবৃত্ত্যাদিকমপিফলং তৎসাধনভূতং চ কর্ম্ম পরমপুরুষস্যৈবেতি (সাংখ্যাবুদ্ধিঃ) সাংখ্যে কৃতান্তে যথাবস্থিততত্ত্ববিষয়য়া বৈদিক্যা বুদ্ধ্যা সংহিতে নির্ণয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে উৎপত্তয়ে প্রোক্তানি পঞ্চেমানি কারণানি তানি নিবোধ মে মত্ত সকাশাৎ অনুসন্ধৎস্ব। বৈদিকীহি বুদ্ধিঃ শরীরেন্দ্রিয়প্রাণজীবাত্মোপকরণং পরমাত্মানমেব কর্ত্তারমবধারয়তি "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানাঽন্তরোঽয়মাত্মা নবেদ, যস্যাত্মাশরীরং, য আত্মানমন্তরোযময়তি সত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ, অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মে"ত্যাদিষু॥ ১৩ ॥

হনুমান।—সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং, সাংখ্যে কৃতান্তে পুরুষার্থ ইতি সাংখ্যো বেদঃ স এব সাংখ্যং (স্বার্থে অণ্) যত্র কৃতোনিশ্চয়ো কৃতান্তং তত্র কৃতান্তে প্রোক্তানি নিশ্চয়প্রোক্তানি কথিতানি। নিশ্চিতার্থে বেদে প্রোক্তানীত্যর্থঃ সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং শরীরাদীনাম্॥ ১৩ ॥

শ্রীধর।—নন্বু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনোনিরহঙ্কারস্যতঃ কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানং তস্মিন্ প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যঃ তস্মিন্, কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং কৃতোঽন্তোনির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—নন্বু কর্ম্মানি কুর্ব্বতাং তৎফলানি কুতো ন স্যুরিতি চেৎ স্বস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশত্যাগেন পরমেশ্বরে মুখ্যকর্ত্তৃত্বনিশ্চয়েন ভবন্তীত্যাশয়েনাহ পঞ্চৈতানীতি পঞ্চভিঃ। হে মহাবাহো সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে এতানি পঞ্চকারণানি মে মত্তো নিবোধ জানীহি। প্রমাণমাহ সাংখ্যে ইতি। সাংখ্যং জ্ঞানং তৎপ্রতিপাদকং বেদান্তশাস্ত্রং সাংখ্যং তস্মিন্। কিদৃশীত্যাহ। কৃতান্তে কৃতনির্ণয়ে সর্ব্বেষাং কর্ম্মহেতূনাং প্রবর্ত্তকঃ পরমাত্মেতি নির্ণয়-

কারিণীত্যর্থঃ। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে বিদিতমেতৎ। ইহাপি সর্ব্বস্য চাহং হৃদীত্যাদ্যুক্তং বক্ষ্যতে চেশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামিত্যাদি ॥ ১৩।

মধুসূদন।—তত্রাত্মজ্ঞানরহিতস্য সংসারিত্বে হেতুঃকর্ম্মত্যাগাসম্ভব উক্তঃ "ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষত" ইতি। তত্রাজ্ঞস্য কর্ম্মত্যাগাসম্ভবে কোহেতুঃ কর্ম্মহেতাবধিষ্ঠানাদিপঞ্চকে তাদাত্ম্যাভিমান ইতীমমর্থং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রপঞ্চয়তি, তত্র প্রথমেনাধিষ্ঠানাদানি পঞ্চ বেদান্তপ্রমাণমূলানি হেয়ত্বার্থমবশ্যং জ্ঞাতব্যানীত্যাহ পঞ্চেতি। ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে কারণানি নির্ব্বর্ত্তকানি হে মহাবাহো! মে মম পরমাপ্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য চ বচনান্নিবোধ বোদ্ধুং সাবধানোভব ন হ্যত্যন্তদুর্জ্ঞানান্যেতান্যনবহিতচেতসা শক্যন্তে জ্ঞাতুমিতি চেতঃসমাধানবিধানেন তানি স্তৌতি, মহাবাহুত্বেন চ সৎপুরুষ এব শক্তোজ্ঞাতুমিতি সূচয়তি স্তুত্যর্থমেব। কিমেতান্য প্রমাণকান্যেব তব বচনাজ্ জ্ঞেয়ানি নেত্যাহ সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি নিরতিশয়পুরুষার্থ প্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যর্থং চ জ্ঞাতব্যানি জীবোব্রহ্ম তয়োরৈক্যং তদ্বোধোপযোগিনশ্চ শ্রবণাদয়ঃ পদার্থাঃ সঙ্খ্যায়ন্তে বুৎপাদ্যন্তেহস্মিন্নিতি সাংখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং তস্মিন্নাত্মবস্তুমাত্রপ্রতিপাদকে কিমর্থমনাত্মভূতান্যবস্তূনি লোকসিদ্ধানি চ কর্ম্মকারণানি পঞ্চ প্রতিপাদ্যন্ত ইত্যতঃ শাস্ত্রবিশেষণং কৃতান্ত ইতি। কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তিস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যা যত্র তস্মিন্ কৃতান্তে শাস্ত্রে প্রোক্তানি প্রসিদ্ধান্যেব লোকেঽনাত্মভূতান্যেবাত্মতয়া মিথ্যাজ্ঞানারোপেণ গৃহীতান্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানেন বাধসিদ্ধয়ে হেয়ত্বেনোক্তানি যদা হ্যন্যধর্ম্মএব কর্ম্মাত্মন্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিতমিত্যুচ্যতে, তদা শুদ্ধাত্মজ্ঞানেন তদ্বাধাৎ কর্ম্মণোঽন্তঃকৃতোভবতি, অতঃ আত্মনঃ কর্ম্মাসম্বন্ধপ্রতিপাদনায়ানাত্মভূতান্যেব পঞ্চ কর্ম্মকারণানি বেদান্তশাস্ত্রে মায়াকল্পিতান্যনূদিতানীতি নাদ্বৈতাত্মমাত্রতাৎপর্য্যহানিস্তেষাং তদঙ্গত্বেনৈবেতর প্রতিপাদনাৎ, ইহাপি চ সর্ব্বকর্ম্মান্তরত্বং জ্ঞানস্য প্রতিপাদিতং "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যত" ইতি, তস্মাজ্ জ্ঞানশাস্ত্রস্যকর্ম্মান্তত্বমমুপপন্নম্॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বাত্মনঃ কর্ম্মলেপনিমিত্তং যদকর্ত্তৃত্বানুসন্ধানং তৎ কিং যোষিদগ্নিদৃষ্ট্যাদিবদাহার্য্যমুত বাস্তবমেব সদবিদ্যাধ্যস্তকর্ত্তৃত্বেনাবৃতমিতি শাস্ত্রদৃষ্ট্যা কর্ত্তৃত্বতিরোধানেনাকর্ত্তৃত্বমেব ভাব্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাগ্নিত্বেন দৃষ্টায়াং যোষিতি দগ্ধৃত্বাদর্শনেনেব কল্পিতেনাকর্ত্তৃত্বেন বাস্তবস্য কর্ম্মলেপস্যাসম্ভবাদাদ্যং নিরস্য দ্বিতীয়মুপপাদয়িষ্যন্ পীঠিকাং রচয়তি পঞ্চেতি। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চকারণানি নির্ব্বর্ত্তকানি মে মদ্বচনান্নিবোধ বুধ্যস্ব স্ববচনে বিশ্বাসোৎপাদনার্থং কারণানাং সমূলত্বমাহ সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানীতি। সম্যগ্বিবিচ্য খ্যায়ন্তে প্রকটীক্রিয়ন্তে তত্ত্বান্যাত্মানাত্মপদার্থরূপানি যস্মিংস্তৎ সাংখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং তদেব বিশিনষ্টি কৃতান্তে কৃতস্য কর্ম্মণোঽন্তঃ পরিসমাপ্তির্যস্মিন্ "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইত্যাত্মজ্ঞানে সতি সর্ব্বকর্ম্মণাং সমাপ্তিদর্শনাৎ। তস্মিন্ সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং নভবেদিতি আশঙ্ক্য নিরহংকারত্বে সতি

কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ পঞ্চেমানীতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি পঞ্চকারণানি মে মমবচনান্নিবোধ জানীহি সম্যক্ পরমাত্মানং খ্যাপি কথয়তীতি সংখ্যং সংখ্যমেব সাংখ্যং বেদান্তশাস্ত্রং তস্মিন্ কীদৃশে কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তোনাশো যস্মাত্তস্মিন্ প্রোক্তানি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর শ্লোকপঞ্চকে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, নিরহঙ্কারী সঙ্গশূন্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে। কর্ম্মত্যাগ না করিয়াও কর্ম্ম-ফলত্যাগ আপাতত অসম্ভব মনে হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা তিরোহিত করিবার নিমিত্ত উপর্য্যুপরি কয়েকটী শ্লোক অবতারিত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। যাঁহারা পরমার্থদর্শী, তাঁহাদের পক্ষেই নিঃশেষে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব; কিন্তু যাহারা অজ্ঞান, যাহারা আপনাকেই কর্ম্মসমূহের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ কখনই সম্ভব নহে। সেই তত্ত্বই এক্ষণে কতিপয় শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। হে মহাবাহো! এইরূপ ঘটিবার পাঁচটি কারণ আছে, অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! পাঁচটী কারণে সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি এই তত্ত্ব বোধগম্য কর। অর্জ্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত এবং বস্তু বৈষম্য প্রদর্শনার্থ "নিবোধ মে" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই সকল কারণ যে অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তত্তাবতের প্রশংসাবাদ করিতেছেন। যে শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য পদার্থের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম সাংখ্য। ইহা বেদান্ত শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সাংখ্য শাস্ত্র বিশেষিত করিবার নিমিত্ত কৃতান্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃত অর্থাৎ কর্ম্মের অন্ত অর্থাৎ পরিসমাপ্তি বুঝাইবার নিমিত্তই এই শব্দের প্রয়োগ। ভগবান্ পূর্ব্বে "যাবান্ অর্থ উদপানে" (২য় অধ্যায় ৪৬ শ্লোক) এবং "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪র্থ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) ইত্যাদি স্থলে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞান সঞ্জাত হইলে সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান বিধায়ক কর্ম্মান্তপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে এই তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, এবং তখন সর্ব্বকর্ম্মের সিদ্ধি বা নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

অপিচ সাংখ্য শাস্ত্রে ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সমালোচ্য করণ পঞ্চকের দ্বারাই কর্ম্মসিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। অধুনা সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে অনুসন্ধান করা এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সর্ব্বব্যাপারে অকর্ত্তারূপে অনুমান করার প্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। এইরূপ ভাবেই চিত্তকে প্রস্তুত করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন অভ্যাস করিলে ফলপ্রসূ কর্ম্ম সমূহের প্রতি মমতা রহিত হইয়া যায় অর্থাৎ সেই কর্ম্ম বা তাহার ফলের সহিত মমত্ব বোধ তিরোহিত হয়। পরম পুরুষ আপনার জীবাত্মার দ্বারা, আপনার ইন্দ্রিয়াদি কলেবর এবং প্রাণ দ্বারা স্বকীয় লীলাদি প্রয়োজনে কর্ম্ম সমূহ আরম্ভ করিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যখন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ লীলা প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তখন তিনি স্বকীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা কর্ম্মারম্ভ করিয়া থাকেন। অতএব এ সংসারে যত কর্ম্ম এবং কর্ম্মজনিত ফল, সকলই সেই পরম পুরুষ। জীবাত্মাগত ক্ষুন্নিবৃত্তিরূপ ফল এবং তাহার সাধন স্বরূপ কর্ম্ম, উভয়ই সেই পরম পুরুষ। কৃতান্ত সাংখ্যে বৈদিক বুদ্ধিনিষ্ঠ মনীষিগণ যথাবস্থিত বস্তুতত্ত্ব ধারণ সম্বন্ধে বৈদিকী বুদ্ধির দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন যে, সর্ব্বকর্ম্মের উৎপত্তি পক্ষে এই পাঁচটীই (যে কথা পরে বলা হইতেছে) কারণ। সেই কারণ নিচয় আমার নিকট হইতে বুঝিয়া লও অর্থাৎ আমার সকাশে সেই কারণ বিষয়ক জ্ঞানের নিমিত্ত অনুসন্ধিৎসু হও। বৈদিকী বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং জীবাত্মা উপকরণাদি সর্ব্বব্যাপারের কর্ত্তা বলিয়া অবধারিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা নবেদ" "যস্যাত্মা শরীরং," "য আত্মানমন্তরো যময়তি" "স আত্মান্তর্যাম্যমৃত" "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" ইত্যাদি।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞান রহিতগণের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। এই জন্যই তাহার সংসারিত্ব ঘটিয়া থাকে। "নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।" (১৮।১১) তাদৃশ অজ্ঞজনের কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব কেন? ইহার উত্তরে কথিক হইতেছে যে, কর্ম্মের হেতুভূত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকে তাদাত্ম্যাভিমানই

তাহার হেতু। অর্থাৎ শরীরেন্দ্রিয়াদি পঞ্চের উপর কর্ত্তৃত্বের আরোপ করায় অজ্ঞানী মানবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব হইয়া থাকে। অধুনা শ্লোক চতুষ্টয়ে এই অর্থ পরিব্যক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ, বেদান্তাদি শাস্ত্রানুসারে প্রমাণিত। তত্তাবৎকে হেয় রূপে জানিয়া রাখা আবশ্যক। এ তত্ত্ব পরিজ্ঞান নিতান্ত অসম্ভব নহে, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিলে এই জ্ঞাতব্য প্রসঙ্গ বোধগম্য হইতে পারিবে। "মহাবাহো" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সৎপুরুষের পক্ষে এ তত্ত্ব-জ্ঞান দুষ্কর নহে। হে অর্জ্জুন! যদি তোমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, আমি যে জ্ঞাতব্য তথ্যের কথা ব্যক্ত করিব, তাহা প্রমাণসিদ্ধ কি না, এইরূপ সন্দেহ নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছি যে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। কারণ এই তত্ত্ব কর্ম্মান্তবিধায়ক সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। নিরতিশয় পুরুষার্থ প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ এবং সর্ব্বানর্থ নিবারণের নিমিত্ত এই বস্তু জ্ঞাতব্য। জীব ও ব্রহ্ম এবং তদুভয়ের ঐক্যবিষয়ক বোধোপ-যোগী শ্রবণাদি পদার্থ সমূহের সংখ্যা বা বুৎপত্তি যাহাতে সাধিত হইয়াছে সেই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য। এইরূপ অর্থ দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত শাস্ত্রই এস্থলে সাঙ্খ্য শব্দে লক্ষিত। সেই আত্মবস্তুমাত্র প্রতিপাদক পরমশাস্ত্রে অনাত্মভূত অবস্তু সমূহ এবং লোকপ্রসিদ্ধ কর্ম্মের পঞ্চ কারণ প্রতিপাদিত হওয়ায় পাছে তৎসম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জন্মে, এই জন্য বিশেষণ রূপে কৃতান্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃতশব্দে কর্ম্মকে বুঝায়। জ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা যে স্থলে সেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়, তাহারই নাম কৃতান্ত। সেই কৃতান্ত শাস্ত্রে এই কারণ লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও হেয়রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ তত্তাবৎ অনাত্মভূত হইলেও লোকে ভ্রমপ্রযুক্ত আত্মস্বরূপে গ্রহণ করে এবং মিথ্যাভূত হইলেও সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, এজন্য তত্তাবৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। যদি এরূপ বলা যায় যে, অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহা অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মায় অধ্যারোপিত মাত্র, তাহা হইলে সহজেই বুঝা যাইতেছে, প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে সেই অবিদ্যার অধ্যারোপ তিরোহিত হইয়া যায় এবং কর্ম্মেরও পরি-সমাপ্তি হয়। অতএব আত্মার সহিত কর্ম্মের সম্বন্ধহীনতা প্রতিপাদন

করিবার নিমিত্ত কর্ম্মের, অনাত্মভূত পঞ্চ কারণকে বেদান্ত শাস্ত্রে মায়াকল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যে পঞ্চকে কর্ম্মের কারণ বলিয়া লোকে অবধারণ করিয়া থাকে এবং আত্মস্বরূপে গ্রহণ করে, বাস্তবিক সে গুলি অনাত্মভূত এবং মায়াকল্পিত। এতাবতা সেই কারণ নিচয়ই ইতররূপে প্রতিপাদিত হইতেছে, অদ্বৈত আত্মার কোন তাৎপর্য্য হানি ঘটিতেছে না। এই গ্রন্থেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মের অন্ত হইয়া থাকে। যথা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" (৪র্থ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) জ্ঞানই সর্ব্বকর্ম্মাত্মক।

যে কারণ পঞ্চকের নিমিত্ত মনুষ্য সঙ্গরহিত ও ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেনা, তাহার প্রসঙ্গ পরবর্ত্তী শ্লোকে বিন্যস্ত হইতেছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণ সেই কারণ পঞ্চকে সর্ব্ব ব্যাপারের হেতু বলিয়া অনুভব করে এবং তজ্জন্য প্রকৃত কর্ত্তাকে অন্বেষণ করিতে বিরত হয়। যে পরম পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি এবং লয়ের কর্ত্তা তাঁহারই উপর সমস্ত ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিলে মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, এসংসারে তাহারা কেবল যন্ত্রচালিত পুত্তলিবৎ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছে, প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব সেই সর্ব্বমঙ্গলময় পরম কর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। এইরূপ বুদ্ধির উন্মেষ হইলে অভিমান দূর হইয়া যায়, ফলকামনা তিরোহিত হয়, মমতা ও আসক্তি হৃদয় হইতে প্রস্থান করে। যে কারণ পঞ্চ মনুষ্যকে এরূপ ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার তত্ত্ব অবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক; কারণ রোগের নিদান বুঝিতে পারিলেই ঔষধ নির্ণীত হয়। এই জন্য শ্রীভগবান্ সেই কারণ নিচয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন এবং তত্তাবৎ তাঁহার মতানুসারে অপিচ বেদান্তশাস্ত্রানুসারে নিতান্ত হেয় বলিয়া পরিব্যক্ত করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

——(:*:)——

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—অধিষ্ঠানং (শরীরং) তথা কর্ত্তা (অহঙ্কারঃ) পৃথগ্‌বিধং (অনেকপ্রকারং) করণং (শ্রোত্রাদিকং) চ বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টাঃ (প্রাণাদিব্যাপারাঃ) চ অত্র (এতেষু) পঞ্চমং দৈবম্ এব চ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—শরীর সেই-রূপ অহঙ্কার, বহুবিধ শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়, ও বিবিধ পৃথক্ প্রাণাদি-ব্যাপার, এবং ইহাদের-মধ্যে, এই পঞ্চম দৈবও॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, কর্ত্তা অহঙ্কার, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ, বিবিধ প্রকার চেষ্টা এবং তন্মধ্যে পঞ্চম দৈব, এই পঞ্চম কারণই কর্ম্মসিদ্ধির হেতু॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কানি তানীত্যুচ্যতে অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োঽধিষ্ঠানং শরীরন্তথা কর্ত্তা উপাধিলক্ষণোভোক্তা করণঞ্চ শ্রোত্রাদিকং শব্দাদ্যুপলব্ধয়ে পৃথগ্‌বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসঙ্খ্যং বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা বায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদ্যা দৈবঞ্চৈব দৈবমেবাত্র এতেষু চতুর্ষু পঞ্চমং পঞ্চানাং পূরণমাদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মার্থান্যধিষ্ঠানাদীনি মানমূলত্বাৎ জ্ঞেয়ানীত্যুক্তমিদানীং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশেষতস্তানি নির্দ্দিশতি কানীত্যাদিনা। প্রতীকমাদায় ব্যাকরোতি অধিষ্ঠানমিতি। উপাধিলক্ষণো বুদ্ধ্যাদিরূপাধিস্তল্লক্ষণস্তৎস্বভাবো বুদ্ধ্যাদ্যনুবিধায়ী তদ্ধর্ম্মাত্মনি পশ্যন্নুপহিতস্তৎপ্রধান ইত্যর্থঃ। তত্র কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি শব্দাদীতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চেতি দ্বাদশসংখ্যাত্বং চেষ্টায়া বিবিধত্বং নানাপ্রকারত্বং তদেব স্পষ্টয়তি বায়বীয়াইতি। পৃথক্ত্বমসঙ্কীর্ণত্বং নহি প্রাণাপানাদিচেষ্টানাং মিথঃ সঙ্করোঽস্তি। দৈবমেব বিশদয়তি আদিত্যাদীতি॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—তদিদমাহ অধিষ্ঠানমিতি শরীরবাঙ্‌মনোভিরিতি। ন্যায্যে শাস্ত্রসিদ্ধে বিপরীতে প্রতিষিদ্ধে বা সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি শারীরে বাচিকে মানসে চ পঞ্চৈতে হেতবঃ। অধিষ্ঠানং শরীরম্। অধিষ্ঠীয়তে জীবাত্মনেতি মহাভূতসংঘাতরূপং শরীরমধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা জীবাত্মা অস্য জীবাত্মনো কর্তৃত্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ "জ্ঞোতএব কর্ত্তা শস্ত্রার্থবত্ত্বাদি"তি চ সূত্রোপপাদিতং। করণঞ্চ পৃথগ্বিধং বাক্‌পাণিপাদাদিপঞ্চকং সমনস্কং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং পৃথগ্বিধং কর্ম্মনিষ্পত্তৌ পৃথগ্ব্যাপারং বিবিধা চ পৃথক্‌চেষ্টা চেষ্টাশব্দেন পঞ্চাত্মা বায়ুরভিধীয়তে তদ্গতবৃত্তিবাচিনা শরীরেন্দ্রিয়াধারণস্ত

প্রাণাপানাদিভেদভিন্নস্য চ বায়োঃ পঞ্চাত্মনো বিবিধা চ চেষ্টা বিবিধা বৃত্তিঃ। দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ অত্র কর্ম্মহেতুকলাপে দৈবং পঞ্চমং পরমাত্মান্তর্যামী কর্ম্মনিষ্পত্তৌ প্রধানহেতুরিত্যর্থঃ। উক্তং হি "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চে"তি। বক্ষ্যতি চ "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়ে'তি। পরমাত্মায়ত্তং জীবাত্মনঃ কর্তৃত্বং "পরাত্তু তচ্ছ্রুতে"রিত্যুপপাদিতম্। ॥১৪॥ নন্বেবং পরমাত্মায়ত্তে জীবাত্মনঃ কর্তৃত্বে জীবাত্মা কর্ম্মণ্যনিয়োজ্যো ভবতীতি বিধিনিষেধ শাস্ত্রাণ্যনর্থকানি স্যুঃ। ইদমপি চোদ্যং সূত্রকারেণ পরিহৃতং "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্য" ইতি। এতদুক্তং ভবতি পরমাত্মনা দত্তৈস্তদাধারৈশ্চকরণকলেবরাদিভিঃ তদাহিতশক্তিভিঃ স্বয়ং চ জীবাত্মা তদাধারস্তদাহিতশক্তিঃ সন্ কর্ম্মনিষ্পত্তয়ে স্বেচ্ছয়া করণাগ্যধিষ্ঠানাকারং প্রযত্নং চারভতে। তদন্তরবস্থিতঃ পরমাত্মা স্বানুমতিদানেন তং প্রবর্ত্তয়তীতি জীবস্যাপি স্ববুদ্ধ্যৈব প্রবৃত্তিহেতুত্বমস্তি। যথা গুরুতরশিলামহীরুহাদিচলনাদি প্রবৃত্তিষু বহুপুরুষসাধ্যাসু বহূনাং হেতুত্বং বিধিনিষেধভাক্ত্বঞ্চেতি ॥ ১৪॥১৫ ॥

হনুমান্।—তানি কানীত্যত্রোচ্যতে। অধিষ্ঠানং শরীরং, তথা কর্ত্তা যোঽহমহমীশ্বরোঽহমস্মীতি মন্যতে, করণঞ্চ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ং পৃথগ্বিধং বিবিধা পঞ্চধা, নানা প্রকারা পৃথকচেষ্টা প্রাণাদি বায়ুনাং প্রবৃত্তিঃ অত্রকারণবর্গে পঞ্চানাং পূরণং দৈবম্॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—তান্যোবাহ অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্ত্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ চিজ্জড়, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাশ্চ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ, অত্র চ এতেষ্বেব পঞ্চমংদৈবং চ কারণং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—তানি গণয়তি অধীতি। অধিষ্ঠীয়তে জীবেনেত্যধিষ্ঠানং শরীরম্। কর্ত্তা জীবঃ অস্য জ্ঞাতৃত্বকর্ত্তৃত্বে শ্রুতিরাহ"এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টে"ত্যাদিনা। সূত্রকারশ্চ। "জ্ঞোঽত এবে"তি "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাদি"ত্যাদি চ। করণং শ্রোত্রাদিসমনস্কম্। পৃথগ্বিধং কর্ম্মনিষ্পত্তৌ পৃথক্ব্যাপারং। বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং নানাবিধা ব্যাপারাঃ। দৈবঞ্চেতি। অত্রকর্ম্মনিষ্পাদকে হেতুপ্রচয়ে দৈবং সর্ব্বারাধ্যং পরং ব্রহ্ম পঞ্চমম্। কর্ম্মনিষ্পত্তাবর্ন্তর্যামী হরির্মুখ্যো হেতুরিত্যর্থঃ। দেহেন্দ্রিয়প্রাণজীবোপকরণোঽসৌ কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ইতি নিশ্চয়বতাং কর্ম্মতৎফলেষু কর্তৃত্বাভিনিবেশস্পৃহাবিরহিতানাং কর্ম্মাণি ন বন্ধকানীতি ভাবঃ। ননু জীবস্য কর্তৃত্বে পরেশায়ত্তে সতি তস্য কর্ম্ম স্বনিযোজ্যত্বাপত্তিঃ। কাষ্ঠাদিতুল্যত্বাৎ। বিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ ব্যর্থানি স্যুঃ। স্বধিয়া প্রবর্ত্তিতুং নিবর্ত্তিতুং চ শক্তো নিযোজ্যো দৃষ্টঃ। উচ্যতে। পরেশেন দত্তৈর্দেহেন্দ্রিয়াদিভিস্তৈরেবাহিতশক্তিভিস্তদাধারভূতো জীবস্তদাহিতশক্তিকঃ সন্ কর্ম্মসিদ্ধয়ে স্বেচ্ছয়ৈব দেহেন্দ্রিয়াদিকমধিতিষ্ঠতি পরেশস্তু তৎ সর্ব্বান্তঃস্থস্তস্মিন্ননুমতিং দদানস্তং প্রেরয়তীতি জীবস্য স্বধিয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিমত্ত্বম্ অস্তীতি ন কিঞ্চিচ্চোদ্যম্। এবমেব সূত্রকারো নির্ণীতবান্। "পরাত্তু তচ্ছ্রুতে"রিত্যাদিনা। নন্বু মুক্তস্য কর্তৃত্বং ন স্যাৎ তস্য দেহেন্দ্রিয়প্রাণানাং বিগমাদিতি চেন্ন। তদা সংকল্পসিদ্ধানাং দিব্যানাং তেষাং সত্ত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন। —প্রমাণমূলানি কর্ম্মকারণানি পঞ্চাত্মনোকর্তৃত্বসিদ্ধ্যর্থং হেয়ত্বেন জ্ঞাতব্যানী-ত্যুক্তে কানি তানীত্যপেক্ষায়াং তৎস্বরূপমাহ দ্বিতীয়েন। ইচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখচেতনাভিব্যক্তেরা-শ্রয়োঽধিষ্ঠানং শরীরং তথা কর্ত্তা যথাধিষ্ঠানমনাত্মা ভৌতিকং মায়াকল্পিতং স্বাপ্নগৃহরথাদিবৎ তথা কর্ত্তাঽহং করোমীত্যাদ্যভিমানবান্ জ্ঞানশক্তিপ্রধানাপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যোঽহঙ্কারোঽন্তঃ-করণং বুদ্ধির্বিজ্ঞানমিত্যাদিপর্য্যায়শব্দবাচ্য স্তাদাত্ম্যাধ্যাসেনাত্মনি কর্তৃত্বাদি ধর্ম্মাধ্যারোপহেতুরনাত্মা ভৌতিকোমায়াকল্পিতশ্চেতি তথা শব্দার্থঃ স্থূলশরীরস্য লোকায়তিকৈরাত্মত্বেন পরিগৃহীতস্যাপ্যন্যৈঃ পরীক্ষকৈরনাত্মত্বেন নিশ্চয়াত্তদ্দৃষ্টান্তেন তার্কিকাদিভিরাত্মত্বেন পরিগৃহীতস্য কর্ত্তুরপ্যনাত্মত্ব-নিশ্চয়ঃ সুকর ইত্যর্থঃ। করণং চ শ্রোত্রাদিশব্দাদ্যুপলব্ধিসাধনং। চ শব্দস্তথেত্যনুকর্ষার্থঃ। পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চেতি দ্বাদশসঙ্খ্যং করণকর্ত্তা মনোবুদ্ধিশ্চেতি বৃত্তিবিশেষে বৃত্তিমাংস্ত্বহঙ্কারঃ কর্ত্তৈব চিদাভাসস্ত সর্ব্বত্রৈবাবিশিষ্টঃ বিবিধা নানাপ্রকারাঃ পঞ্চধা দশধা বা প্রসিদ্ধাঃ, চশব্দস্তথেত্যনুকর্ষার্থঃ। পৃথক্ অসঙ্কীর্ণাঃ চেষ্টাঃ ক্রিয়ারূপাঃ ক্রিয়া-শক্তিপ্রধানা পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যাঃ ক্রিয়াপ্রাধান্যেন বায়বীয়ত্বেন ব্যপদিশ্যমানাঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাশ্চ তদন্তর্ভূতা এব। অত্র চ সুষুপ্তাবন্তঃকরণস্য কর্তুর্লয়েঽপি প্রাণব্যাপারদর্শনাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চান্তঃকরণাদত্যন্তভিন্ন এব প্রাণ ইতি কেচিৎ। ক্রিয়াশক্তিজ্ঞানশক্তিমদেকমেব জীবস্যোপাধিভূতমপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যং ক্রিয়াশক্তিপ্রাধান্যেন প্রাণ ইতি জ্ঞানশক্তিপ্রাধান্যেন চান্তঃকরণমিতি ব্যপদিশ্যত ইত্যভিযুক্তাঃ। "স ঈক্ষাংচক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তোভবিষ্যামি কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজতেতি" শ্রুতাবুৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধিত্বং প্রাণস্যোক্তং, তথা "স ধীঃ স্বপ্নোভূত্বেমং লোকমতি-ক্রামতি মৃত্যোরূপাণি ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি শ্রুতাবুৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধিত্বং বুদ্ধেরুক্তং স্বতন্ত্রো-পাধিভেদে চ জীবভেদপ্রসঙ্গঃ. তস্মাৎ বুদ্ধিপ্রাণয়োরেকত্বেনৈবোৎক্রান্ত্যাদ্যুপাধিত্বং যুক্তং, ভেদব্যপদেশশ্চ শক্তিভেদাৎ সুষুপ্তৌ চ জ্ঞানশক্তিভাগলয়েঽপি ক্রিয়াশক্তিভাগদর্শনমেকত্বেঽপি ন বিরুদ্ধমনুভবসিদ্ধত্বাৎ দৃষ্টিসৃষ্টিপক্ষে সর্ব্বলয়েঽপি প্রাণব্যাপারবচ্ছরীরস্য সুষুপ্তোঽয়মিত্যেবং রূপেণ পরৈঃ কল্পিতত্বাচ্চ, তস্মাদুভয়থাপি ব্যপদেশভেদ উপপন্নঃ দৈবং চ অনুগ্রাহকদেবতাজাতং, চ শব্দস্তথেত্যনুকর্ষণার্থঃ। অত্র কারণবর্গে পঞ্চমং পঞ্চসংখ্যাপূরণং। এবশব্দস্তথাশব্দেন সম্বধ্যমানোঽনাত্মত্বভৌতিকত্বকল্পিতত্বাদ্যবধারণার্থঃ/ পঞ্চানামপি। তত্র শরীরস্যকর্তৃকরণক্রিয়া-ধিষ্ঠানস্য দৈবতা পৃথিবী "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং দিশঃ শ্রোত্রং মনশ্চন্দ্রং পৃথিবীং শরীরম্" ইতি শ্রুতৌ বাগাদ্যধিষ্ঠাত্র্যগ্ন্যাদিভিঃ সহ শরীরাধিষ্ঠাতৃত্বেন পৃথিবীপাঠাৎ। কর্ত্তুরহঙ্কারস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্রঃ পুরাণাদিপ্রসিদ্ধঃ। করণানাং চাধিষ্ঠাত্র্যোদেবতা সুপ্রসিদ্ধাঃ। শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনঘ্রাণানাং দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিনঃ। বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানাং বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রপ্রজাপতয়ঃ। মনোবুদ্ধ্যোশ্চন্দ্রবৃহস্পতী ইতি। পঞ্চপ্রাণানাং ক্রিয়ারূপাণাং সদ্যো-জাতবামদেবাঘোরতৎপুরুষেশানাঃ পুরাণপ্রসিদ্ধাঃ। ভাষ্যে দৈবমাদিত্যাদিচক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমিত্য-ধিষ্ঠানাদিদেবতানামপ্যুপলক্ষণম্॥ ১৪॥

নীলকণ্ঠ।—তান্যেব পঞ্চ গণয়তি অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়ো দেহঃ তস্যানাত্মত্বং চার্ব্বাকব্যতিরিক্ত সমস্ত বাদিসিদ্ধং, তথা কর্ত্তা বুদ্ধিবিশিষ্টশ্চিদাভাসঃ প্রমাতা নামাহম্প্রত্যয়বিষয়োঽহঙ্কার স্তথেত্যনেন তদ্বদেবানাত্মত্বেন জ্ঞেয় ইত্যুক্তং দেহস্যেব সৃষ্টৌ প্রলয়ে চ তস্যাপ্যুৎপত্তি বিনাশয়োর্দর্শনাৎ এতচ্চ বিশেষণনাশাৎ বিশিষ্ট নাশং বিশেষণোৎপত্ত্যা চ বিশিষ্টোৎপত্তিমভিপ্রেত্য শ্রূয়তে "বিজ্ঞান ঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতী"তি "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্ব এত আত্মানোব্যুচ্চরন্তী"তি চ বিশিষ্টস্যোত্থানতিরেকাদর্শনাদনাত্মত্বং সিদ্ধং, করণঞ্চ শব্দাদ্যুপলব্ধি সাধনং পৃথগ্বিধং দ্বাদশবিধং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ তথা বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা বায়বীয়াঃ প্রাণনাদি রূপাঃ দৈবং পুণ্যপাপরূপং তত্তৎকরণানুগ্রাহক সূর্য্যাদিদেবতারূপং পঞ্চমং পঞ্চানাং পূরণম্॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—তান্যেব গণয়তি অধিষ্ঠানং শরীরং। কর্ত্তা চিজ্জড়গ্রন্থিরহঙ্কারঃ। করণং চক্ষুশ্রোত্রাদি পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারং। পৃথক্ চেষ্টা প্রাণাপানাদীনাং পৃথকব্যাপারাঃ। দৈবং সর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্যামীচ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে যে পঞ্চবিধ কারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই বিষয় পরিব্যক্ত হইতেছে। ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, মনুষ্য যে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করে, এই পঞ্চই তাহার হেতু।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। যে পঞ্চ কারণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কি কি, তাহাই এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখাদির অভিব্যক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া হয়, সেই শরীরের নাম অধিষ্ঠান। উপাধি লক্ষণাক্রান্ত ভোক্তার নাম কর্ত্তা। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের নাম করণ; এই ইন্দ্রিয় নানা প্রকার; শব্দগ্রহণাদি কার্য্যভেদে তাহা দ্বাদশবিধ। প্রাণ অপানাদি দেহস্থিত বায়ু সমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ চেষ্টা অর্থাৎ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। দৈব পঞ্চম কারণ। আদিত্যাদি দেবতা, দর্শনাদি ব্যাপারের কারণ স্বরূপ, এজন্য দৈব পঞ্চম করণ নামে অভিহিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদশ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। সেই পঞ্চ কারণ গণনা পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেছেন। জীব যাহাতে অধিষ্ঠান করে, তাহারই নাম শরীর। জীবই কর্ত্তা। জীবের জ্ঞাতৃত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন, "এষহি দ্রষ্টা স্রষ্টা" (প্রশ্নোপনিষৎ ৪র্থ প্রশ্ন) ইনিই দ্রষ্টা, ইনিই স্রষ্টা, ইত্যাদি।

বেদান্ত সূত্রেও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "জ্ঞোঽত এব" (বেদান্তসূত্র ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ১৮ সূত্র) ইহার ভাবার্থ এই যে, 'আত্মার উৎপত্তি ও লয় নাই, ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব আত্মা নিত্য চৈতন্য।' "কর্ত্তাশাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ।" (বেদান্তসূত্র ২য় অঃ ৩য় পাঃ ৩৩ সূঃ) ইহার ভাবার্থ যথা, 'জীবই কর্ত্তা, ইহাই শাস্ত্র-সমূহে নিরূপিত। (২৩৬২।২৩৬৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) করণ অর্থাৎ মন সহকৃত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ। ইহারা পৃথগ্বিধ, অর্থাৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তির নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যাপার বিশিষ্ট। বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদির বিবিধ ব্যাপার। দৈব অর্থাৎ সর্ব্বারাধ্য পরব্রহ্ম পঞ্চম কারণ; যে হেতু সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে তিনিই হেতু, অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্পত্তি সম্বন্ধে অন্তর্যামী শ্রীহরিই মুখ্য হেতু স্বরূপ। সেই ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং জীব উপকরণ বিশিষ্ট শ্রীহরি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ইহা যাঁহারা নিশ্চয় রূপে অবধারণ করিয়াছেন, কর্ম্ম তাঁহাদিগের বন্ধনের হেতুভূত নহে। কারণ তাঁহারা কর্ম্ম এবং তৎফলে স্পৃহাবিরহিত হইয়া থাকেন। যদি বলা যায় যে, কর্ম্ম সম্পাদন পরেশায়ত্ত অর্থাৎ শ্রীহরির অধীন, তাহা হইলে জীবের স্বনিযোজ্যত্ব আপত্তির বিষয় হইতেছে। কারণ কাষ্ঠতুল্য সামর্থ্যহীন জীব অপরের নিযোজনে কার্য্য সম্পাদন করে মাত্র, সুতরাং কার্য্য বিষয়ে তাহার কর্ত্তৃত্ব ও বিধি নিষেধ সূচক শাস্ত্র বিফল হইতেছে। কিন্তু জীব কর্ম্ম বিষয়ে নিযোজিত হইলেও স্বকীয় বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত হইতে সক্ষম, ইহাও পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই বিরোধের উত্তরে কথিত হইতেছে যে, পরেশ প্রদত্ত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা এবং তাঁহারই প্রভাবে শক্তিমান্ হইয়া, শ্রীহরির আধারভূত জীব কর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু পরেশ সেই সকলের অন্তরাবস্থিত থাকিয়া জীবকে কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে অনুমতিদাতারূপে কর্ম্মে প্রেরণ করেন, অর্থাৎ এই শরীর ও ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং জীব, সকলই সেই পরেশ-প্রেরিত এবং তাঁহারই নিযোজন ক্রমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও জীবের নিজ বুদ্ধির স্বাধীনতা আছে। জীব স্বকীয় বুদ্ধি সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিরোধের কোনই কারণ নাই। বেদান্ত সূত্রেও নির্ণীত হইয়াছে যে, "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ।" (বেদান্ত সূত্র ২য় অঃ ৩ পাঃ

৪১ সূঃ) অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি যাবতীয় কার্য্যই পরমাত্মার অধীন, কারণ শ্রুতিও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সূত্রোপলক্ষে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্যে যে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অত্রত্য অভিপ্রায়ের পোষক। যদি বলা যায় যে, মুক্ত জীবের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই, কারণ তাঁহার দেহ ও প্রাণ বিগত হইয়াছে। এরূপ উক্তিও সঙ্গত নহে। কারণ তদবস্থায় জীব সংকল্পসিদ্ধ ও দিব্য হইলেও তাঁহার সত্তা নাশ হইতেছে না সুতরাং কর্ত্তৃত্ব নাশ কেন হইবে?

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। কর্ম্মের কারণস্বরূপ যে ব্যাপার পঞ্চক কর্ত্তৃত্বসিদ্ধ করে, তত্তাবৎকে হেয় বলিয়া জানিতে হইবে। সে গুলি কি কি তাহাই বুঝাইবার জন্য তত্তাবতের স্বরূপ বিবৃত হইতেছে। ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং চেতনা অভিব্যক্তির আশ্রয় স্বরূপ এই শরীরের নাম অধিষ্ঠান। যেমন এই অধিষ্ঠান অনাত্মস্বরূপ মায়াকল্পিত ভৌতিক স্বপ্নদৃষ্ট গৃহ রথাদির ন্যায়, সেইরূপ কর্ত্তা অর্থাৎ 'আমি করিতেছি' ইত্যাদি রূপ অহঙ্কারযুক্ত। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানরূপ অহঙ্কার জ্ঞানশক্তি-প্রধান, অপঞ্চীকৃত (১৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) পঞ্চ মহাভূতের কার্য্যস্বরূপ, এবং অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দবাচ্য। এই অহঙ্কারই অধ্যাসবলে আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপ করিবার হেতু স্বরূপ। মুলস্থিত "তথা" শব্দ দ্বারা ইহাও অনাত্মা ভৌতিক এবং মায়া-কল্পিত সূচিত হইতেছে। যদিও লোকায়তিকগণ কর্ত্তৃক (২৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) স্থূল শরীর আত্মারূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, তথাপি অন্য পরীক্ষকেরা অর্থাৎ উপনিষৎ বেদান্তাদি জ্ঞাননিষ্ঠ সাম্প্রদায়িকেরা তাহা নিশ্চিতরূপে অনাত্মা বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ ক্রমে তার্কিকাদিগণ কর্ত্তৃক আত্মা কর্ত্তৃরূপে পরিগৃহীত হইলেও উল্লিখিত জ্ঞানসম্পন্ন মেধাবিগণের মতানুসারে আত্মার প্রতি কর্ত্তৃত্বের আরোপ অনায়াসেই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। শব্দাদি উপলব্ধির সাধন স্বরূপ শ্রবণাদির নামই করণ। এস্থলে মূলে যে "চ" কার প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা তথা শব্দবাচক। তত্তাবৎ পৃথগ্বিধ অর্থাৎ নানাপ্রকার। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তৎসহ বুদ্ধি, মন এই দ্বাদশ প্রকার করণ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বুদ্ধি ও মন বৃত্তি বিশেষ

বৃত্তিযুক্ত অহঙ্কার কর্ত্তার ন্যায় অবভাসিত হইয়া থাকে। বিবিধ অর্থাৎ নানাপ্রকার, পঞ্চধা অথবা দশধারূপে প্রসিদ্ধ। এস্থলেও যে "চ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা "তথা" শব্দের ভাব প্রকাশ করিতেছে। পৃথক্ অর্থাৎ অসঙ্কীর্ণ চেষ্টা; এই চেষ্টা ক্রিয়ারূপা এবং কার্য্যপ্রধানা; ইহা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য স্বরূপ। ক্রিয়াপ্রাধান্য হেতু এই চেষ্টা বায়বীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বায়ু পঞ্চ প্রকার। যথা; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় ইহারা প্রাণাদিরই অন্তর্ভূত। (৯২২। ১৪৮৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) কোন কোন দার্শনিক সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের কর্ত্তৃত্ব ব্যাপার লয় প্রাপ্ত হইলেও প্রাণের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এতদুভয়ের ভেদ দর্শনে প্রাণকে অন্তঃকরণ হইতে অত্যন্ত ভেদযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানশক্তি অন্তঃকরণের লক্ষণ, এবং ক্রিয়াশক্তি প্রাণের লক্ষণ। এতদুভয়ের একত্বে অবস্থানই জীবত্ব। ইহার একাংশের লয় হইলেও অপরাংশের বিদ্যমানতা সর্ব্বথা সুসঙ্গত। সুষুপ্তিতে যে লয় পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে প্রকৃত লয় কাহারও হয় না। আপাততঃ যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত ভেদ নহে, ভেদের ব্যপদেশ মাত্র। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "স ইক্ষাঞ্চক্রে কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামি ইতি স প্রাণমসৃজত।" (প্রশ্নোপনিষৎ ৬।৩) ইহার ভাবার্থ যথা; 'তিনি দেখিয়াছিলেন, কোন্ উৎক্রান্তের উত্তর আমি প্রতিষ্ঠিত হইব; ইহা দেখিয়া তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন। এই শ্রুতি দ্বারা প্রাণের উৎক্রান্তিরূপ উপাধির কথা পরিব্যক্ত হইতেছে। অপিচ, "সধীঃ স্বপ্নোভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি মৃত্যো রূপাণি ধ্যায়তীব লেলায়তীব" অর্থাৎ সেই বুদ্ধি স্বপ্নরূপে এই লোক অতিক্রম করেন, মৃত্যুর রূপকে যেন ধ্যান করেন এবং তদ্রূপে যেন গমন করেন। এই শ্রুতি দ্বারা বুদ্ধির উৎক্রান্তি লক্ষণ প্রতিপাদিত হইতেছে। এই দুই শ্রৌত প্রমাণে উপপন্ন হইতেছে যে, বুদ্ধি এবং প্রাণ উভয়েরই একত্রে উৎক্রান্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। উভয়ের যে ভেদ ব্যপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা কেবল শক্তিভেদেরই পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ একের জ্ঞানশক্তি অপরের ক্রিয়া শক্তি, এই শক্তি ভেদেই উভয়ের ভেদ ব্যপদেশ, অন্যথা উভয়েই এক।

দৈব অর্থাৎ অনুগ্রাহক দেবতাজাত। 'চ'শব্দ 'তথা' শব্দের অর্থ-বাচক। এই স্থলে কারণ বর্গের পঞ্চম সংখ্যা পূরণ হইল। "এব" শব্দ তথা শব্দের ন্যায় ভৌতিকত্ব অনাত্মত্ব এবং কল্পিতত্ব প্রতিপাদক। সেই পঞ্চ কারণের মধ্যে কর্ত্তৃ করণ ক্রিয়ার অধিষ্ঠান স্বরূপ শরীরের দেবতা পৃথিবী। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং দিশ শ্রোত্রং মনশ্চন্দ্রং পৃথিবীং শরীরং।" অর্থাৎ এই মৃত পুরুষের বাক্য অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, আদিত্যে চক্ষু, দিক্ সমূহে শ্রোত্র, চন্দ্রে মন এবং পৃথিবীতে শরীর গমন করে। এই শ্রুতিতে বাগাদির অধিষ্ঠাতা অগ্ন্যাদি দেবতার উল্লেখের সহিত শরীর ও পৃথিবীর উল্লেখ হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীই শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অহঙ্কাররূপ কর্ত্তার অধিষ্ঠাতা দেবতা রুদ্র, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সর্ব্ব পরিচিত। যথা; শ্রোত্রের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, রসনার বরুণ, ঘ্রাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাক্যের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র এবং বুদ্ধির বৃহস্পতি। ক্রিয়ারূপ বায়ু পঞ্চকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা যথা; সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ, ঈশান। এইরূপ অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের বৃত্তান্ত পুরাণপ্রসিদ্ধ।

এই সমস্ত ভাষ্য ও টীকা অলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, শরীর, জীব, ইন্দ্রিয় সমূহ, তত্তাবতের বিবিধ চেষ্টা এবং তত্তদিন্দ্রিয়ের দেবতা মনুষ্যের কর্ম্মপ্রয়োজক। বাস্তবিক এই শরীর বিবিধ কর্ম্ম সম্পাদন করে, কারণ তাহার অন্তরস্থ জীব কর্ত্তৃরূপে দেহকে কর্ম্ম বিষয়ে উত্তেজিত করিয়া থাকে। দেহস্থিত ইন্দ্রিয়নিচয় বিশেষ বিশেষ ভোগাসক্তিতে বা কামনায় জীবকে বিচলিত করে এবং সেই চাঞ্চল্য-প্রণোদিত বুদ্ধি ও মন শরীরকে অনুরূপ কার্য্যে বিনিযোজিত করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রামের চেষ্টা অনেক; যে হেতু বহু ব্যাপারের অবরোধ ইন্দ্রিয় দ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যাখ্যাতা মহোদয় মূলস্থিত "দৈব" পরমেশ্বর বাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা বিবিধ ইন্দ্রিয়াদিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত দেবতা লক্ষ্য করিয়াছেন। ফলিতার্থ সমানই হইতেছে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতাও পরমেশ্বরেরই অংশ। প্রত্যেক ইন্দ্রি-

য়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা কার্য্যের প্রযোজক অথবা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই কর্ম্ম বিধানকর্ত্তা, এতদুভয়ই সমান ভাব ব্যঞ্জক। এইরূপ দৈবপ্রেরিত শরীরী জীব ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাপথে নিরন্তর প্রধাবিত হইয়া বহুবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে ॥ ১৪ ॥

——(:০:)——

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ ন্যায্যং (ধর্ম্ম্যং) বা বিপরীতং (অধর্ম্ম্যং) বা যৎ কর্ম্ম প্রারভতে (নির্ব্বর্ত্তয়তি) এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) পঞ্চ (অধিষ্ঠানাদয়ঃ) তস্য (কর্ম্মণঃ) হেতবঃ (কারণানি) [ভবন্তি] ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—মানব শরীর-বাক্য-মনের-দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কর্ম্মকে সম্পাদন-করে, এই পঞ্চ তাহার কারণ [হয়] ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—মানব দেহ বাক্য ও মনের দ্বারা ধর্ম্মযুক্ত বা অধর্ম্মযুক্ত যে কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করে, পূর্ব্বোক্ত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই তাহার কারণ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শরীরেতি। শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম ত্রিভিরেতৈঃপ্রারভতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নরঃ ন্যায্যং বা ধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ং, বিপরীতং বা অশাস্ত্রীয়ম্ অধর্ম্ম্যং, যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুস্তদপি পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব কার্য্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেব গ্রহণেন গৃহীতং, পঞ্চৈতে যথোক্তাস্তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণোহেতবঃ কারণানি। ননু অধিষ্ঠানাদীনি সর্ব্বকর্ম্মণাং কারণানি কথমুচ্যতে শরীরবাঙ্মনোভিঃ কর্ম্ম প্রারভতে ইতি। নৈষ দোষঃ, বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং সর্ব্বং কর্ম্ম শরীরাদিত্রয়প্রধানং তদঙ্গতয়া দর্শনশ্রবণাদি চ জীবনলক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃতমুচ্যতে শরীরাদিভিরারভতে ইতি ফলকালেঽপি তৎপ্রধানৈর্ভুজ্যত ইতি পঞ্চানামেব হেতুত্বং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—পঞ্চানামধিষ্ঠানাদীনামুক্তানাং সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং স্ফুটয়তি শরীরেতি। ননু জীবনকৃতং নিমেষোন্মেষাদি কর্ম্মান্তরং সাধারণমস্তি তৎ কথং রাশিদ্বয়করণমিতি তত্রাহ যচ্চেতি। অধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মমাত্রহেতুত্বং প্রতিজ্ঞায় শরীরাদিত্রিবিধকর্ম্মহেতুত্বোক্তিরযুক্তেতি শঙ্কতে নন্বিতি। পূর্ব্বাপরবিরোধং পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি। ননু জীবনকৃতানি স্বাভাবিকানি

কর্ম্মাণি দর্শনাদীনি বিধিনিষেধবাহ্যত্বান্ন দেহাদিনির্বর্ত্ত্যানীত্যাশঙ্ক্যাহ তদঙ্গতয়েতি। তস্য দেহাদিত্রয়স্য প্রধানস্যাঙ্গঞ্চক্ষুরাদি তন্নিষ্পাদ্যত্বেন জীবনকৃতং দর্শনাদি প্রধানকর্ম্মণ্যন্তর্ভূতমিতি ত্রৈবিধ্যমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। দেহাদ্যারব্ধে ত্রিবিধে কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মান্তর্ভাবেঽপি কথং পঞ্চানামেবাধিষ্ঠানাদীনাং তত্র হেতুত্বং ফলোপভোগকালে করণান্তরাপেক্ষাসত্ত্বাদিত্যাশঙ্ক্য জন্মকালভাবিনো ভোগকালভাবিনশ্চ সর্ব্বস্য কারণস্য তেষ্বেবান্তর্ভাবাদেবমিত্যাহ ফলেতি ॥ ১৫ ॥

হনুমান।—শরীরং চ বাক্যং চ মনশ্চ শারীরবাঙ্মানসৈঃ যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ ন্যায্যং বাশাস্ত্রীয়ং বা তস্য কর্ম্মণঃ পঞ্চহেতবঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব্যশরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তং শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধঃ, শরীরাদিভির্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য সর্ব্বস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—শরীরেতি। ন্যায্যং শাস্ত্রীয়ং বিপরীতমশাস্ত্রীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—স্বরূপমুক্ত্বা তেষাং পঞ্চানাং কর্ম্মহেতুত্বমাহ তৃতীয়েন। শারীরং বাচিকং মানসিকং চ বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং ত্রিবিধং কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধং অক্ষপাদেন চোক্তং—"প্রবৃত্তির্ব্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভ" ইতি। বুদ্ধির্মনঃ অতঃ প্রাধান্যাভিপ্রায়েণোচ্যতে শরীরেণ বাচা মনসা বা যৎকর্ম্ম প্রারভতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নরঃ মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য কীদৃশং কর্ম্ম ন্যায্যং বা শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্ম্যং বিপরীতং বা অশাস্ত্রীয়মধর্ম্ম্যং যচ্চ নিমিষিতচেষ্টিতাদি জীবনহেতুরন্যদ্বা বিহিতপ্রতিষিদ্ধসমং তৎসর্ব্বং পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব কার্য্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেবান্তর্ভূতং পঞ্চৈতে যথোক্তা অধিষ্ঠানাদয়স্তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণো হেতবঃ কারণানি ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—শরীরেতি। ন্যায্যং ধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ং বিপরীতমন্যায্যমধর্ম্ম্যমশাস্ত্রীয়ং নন্থ শরীরাদিভিস্ত্রিভিরারভ্যতে পঞ্চৈতে তস্য হেতব ইতি চ বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে নৈষ দোষঃ অত্র শরীরপদেনাধিষ্ঠানস্য নরপদেন কর্ত্তুর্ব্বাঙ্মন ইতি করণস্যারভত ইতি চেষ্টানাং ন্যায্যমিতি। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপস্য দৈবস্য চ সংগ্রহাৎ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু পঞ্চানাং সমানেঽপ্যুপযোগে বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং ত্রিবিধমেব কর্ম্ম শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমিতি ইদং শারীরং কর্ম্মেদং মানসমিদং বাচিকমিতিব্যপদেশো দেহাদীনাং প্রাধান্যাপেক্ষ ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ।—শরীরাদিভিরিতি। শারীরং বাচিকং মানসং চেতি কর্ম্ম ত্রিবিধং তচ্চ সর্ব্বং দ্বিবিধং ন্যায্যং ধর্ম্ম্যং বিপরীতমন্যায্যং অধর্ম্ম্যং তস্য সর্ব্বস্যাপি কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যে পঞ্চকের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, তত্তাবতই যে মনুষ্যের যাবতীয় কর্ম্মের কারণ তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। শরীর বাক্য এবং মনের দ্বারা মনুষ্য যে যে ন্যায্য বা তদ্বিপরীত কর্ম্ম আরম্ভ

করে, পূর্ব্বোল্লিখিত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই তাহার হেতু। প্রথমতঃ শরীরের কথা; এই শরীর দ্বারা মনুষ্য বহুবিধ ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন করে। স্বার্থের জন্য দস্যুতা চৌর্য্য নরহত্যা প্রভৃতি পাপ কার্য্য মনুষ্যেরা দেহের দ্বারাই সংসাধিত করিয়া থাকে, আবার লোকহিতের নিমিত্ত শ্রমস্বীকার, ভার বহন, শবদাহনাদি পুণ্য কর্ম্মও লোকে শরীর দ্বারাই সম্পন্ন করে। বাক্য দ্বারাও মনুষ্য বিবিধ হিতাহিত সাধিত করিয়া থাকে। সত্যবাদিতা, প্রিয়ভাষিতা এবং ধর্ম্মমূলক মন্ত্রাদির উচ্চারণ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। আবার মিথ্যাভাষণ, কটু বাক্য প্রয়োগ এবং অহিতকর মন্ত্রণা বাগ্‌যন্ত্রের সহায়ে নিষ্পন্ন হয়। সর্ব্বোপরি মনের কথা। হিতাহিত সমস্ত কার্য্যের মনই প্রবর্ত্তক। মনের প্ররোচনায় মনুষ্য হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়া সকল প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সকল অবলম্বনে মনুষ্য যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা ন্যায্য বা তদ্বিপরীত অর্থাৎ ন্যায়বিরুদ্ধ হইতে পারে। যে যে কার্য্য শাস্ত্রীয় বিধিসঙ্গত, অথবা যে যে কার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যোপদেশানুগত, তত্তাবতই ন্যায্য বা ধর্ম্মসঙ্গত রূপে পরিগণিত। যে যে কার্য্য তদ্বিরুদ্ধ, অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ বা জ্ঞানী আচার্য্যের অননুমোদিত তৎসমস্তই অন্যায্য বা অধর্ম্ম কর্ম্মরূপে পরিগণিত। মনুষ্যানুষ্ঠিত প্রায় সকল কার্য্যই এই দুই বিভাগের অন্তর্ভূত। স্বাভাবিক জীবিতচেষ্টাদি কতকগুলি কার্য্য পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য, অতএব সে সকল ন্যায্য বা অন্যায্যের অন্তর্ভূত। এবম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি নিষেধ সঙ্গত কার্য্যাকার্য্য সমূহ সম্বন্ধে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই হেতুস্বরূপ; অর্থাৎ সেই পঞ্চকারণ দ্বারাই মানবের ন্যায্য বা তদ্বিপরীত কার্য্যসমূহ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বশ্লোকে অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকে কারণ বলা হইয়াছে, সমালোচ্য শ্লোকেও সেই পঞ্চকেই হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইল, অথচ শরীর, বাক্ ও মনের দ্বারা মনুষ্য কার্য্যারম্ভ করে বলিয়া উল্লেখ করা হইতেছে। পঞ্চ কারণের উল্লেখের সহিত তিনটীকে বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করা আপাতত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে ইহাতে অসঙ্গতি কিছুই ঘটে নাই। পূর্ব্বে অধিষ্ঠানাদি যে পঞ্চকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, শরীর বাক্য ও মন তত্তাবতের মধ্যে

প্রধান। অতএব সকলের পৃথক্‌রূপে উল্লেখ না করিয়া প্রধানত্রয়ের উল্লেখ কোনরূপ দোষাবহ নহে। ন্যায়দর্শন প্রণেতা ভগবান্ গৌতম বলিয়াছেন, "প্রবৃত্তির্ব্বাগ্ বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'বাক্য, বুদ্ধি এবং শরীর দ্বারা প্রবৃত্তির আরম্ভ হইয়া থাকে। এস্থলে বুদ্ধি শব্দ মনেরই বাচক ॥ ১৫ ॥

——(০)——

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—এবং সতি (অধিষ্ঠানাদৌ কার্য্য-কারণে সতি) যঃ তত্র (কর্ম্মণি) কেবলং (শুদ্ধং) আত্মানং তু অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত-বুদ্ধিত্বাৎ) কর্ত্তারং পশ্যতি সঃ দুর্ম্মতিঃ (দুষ্টবুদ্ধিঃ) ন [সম্যক্] পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—এই—রূপ হইলে যে সেই—কর্ম্মে কেবল আত্মাকে অসংস্কৃত—বুদ্ধি—হেতু কর্ত্তা দর্শন—করে, সেই দুর্ম্মতি [সম্যক্] দর্শন—করে না ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—এইরূপ অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কার্য্য সম্পাদনে কর্ত্তা হইলেও অবিবেক হেতু যে ব্যক্তি শুদ্ধ আত্মাকেই কর্ত্তৃরূপে দর্শন করে, সেই দুর্ম্মতি ব্যক্তি সম্যক্ দর্শনে অক্ষম অর্থাৎ সেই নষ্টবুদ্ধি মানব সম্যক্ দৃষ্টির অভাবে ইষ্টানিষ্ট বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্রেতি। তত্রেতি প্রকৃতেন সম্বধ্যতে, এবং সতি এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভির্হেতুভির্নির্ব্বর্ত্ত্যে সতি কর্ম্মণি। তত্রৈবং সতীতি দুর্ম্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সম্বধ্যতে তত্রৈতেষ্বাত্মানমনন্যত্বেনাবিদ্যয়া পরিকল্পিতৈঃ পরিকল্প্যাতৈঃ (দ্বি, সং) ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যত্যবিদ্বান্ কস্মাদ্বেদান্তাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈরকৃতবুদ্ধিত্বাদসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্যোঽপি দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবাদ্যন্যমাত্মানমেব কেবলং কর্ত্তারং পশ্যত্যসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেবাতোঽকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যত্যাত্মনস্তত্ত্বং কর্ম্মণো বেত্যর্থোঽতো দুর্ম্মতিঃ কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টাজস্রং জননমরণপ্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ স পশ্যন্নপি ন পশ্যতি যথা তৈমিরিকোঽনেকং চন্দ্রং যথা বাভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তং যথা বা বাহন উপবিষ্টোঽন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং ধাবন্তম্॥১৬॥

আনন্দগিরি।—ক্রিয়াকর্তৃত্বমধিষ্ঠানাদীনামাপাদ্য বিদ্বৎস্বেষামদৃষ্টিমনুবদতি তত্রেতি। তৎপদপরামর্শযোগ্যং প্রকৃতং সর্ব্বং কর্ম্ম। প্রতীকমাদায় পূর্ব্বেণ সহাক্ষরার্থং কথয়তি এবমিতি। অধিষ্ঠানাদীনামুক্তরীত্যা কর্তৃত্বে সত্যঙ্গগতং কর্তৃত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য পশ্যতি দুর্ম্মতিরিত্যাত্মনি কর্তৃত্বং পশ্যন্নিত্যাহ তত্রৈবমিতি। কর্ত্তারমিত্যাদি ব্যাচষ্টে তত্রেত্যাদিনা। তেষ্বধিষ্ঠানাদিষু তৈরধিষ্ঠানাদিভিরারোপিতাত্মভাবৈরিত্যর্থঃ। অকর্ত্তারমাত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতীত্যত্র প্রশ্নদ্বারা হেতুমাহ কস্মাদিতি। ননু শাস্ত্রসংস্কৃতবুদ্ধিরেবাতিরিক্তাত্মবাদী কর্তৃত্বং তস্যানুমন্যতে নাসৌ কর্তৃত্বমাত্মনি পশ্যন্নপি ভবত্যকৃতবুদ্ধিস্তত্রাহ যোহপীতি। তস্যাপি শাস্ত্রপূর্ব্বকমাচার্য্যোপদেশেন তদনুসারিন্যায়ৈশ্চানাহিতবুদ্ধিত্বাদকৃতবুদ্ধিত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। কৌটস্থ্যমাত্মনস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যং কর্ম্মণোহপি তত্ত্বমবিদ্যাকৃতাধিষ্ঠানাদিকৃতত্বেনাত্মস্পর্শিত্বমাত্মকর্ম্মণোস্তত্ত্বদর্শনাভাবোহতঃ শব্দার্থঃ। দুষ্টত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুং দুর্ম্মতিত্বং বিবৃণোতি জনেনেতি। অহং কর্ত্তেত্যাত্মদর্শনবতোহপি নাবিদুষস্তত্ত্বদর্শনমস্তীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। তিমিরোপহতচক্ষুরনেকশ্চন্দ্রং পশ্যন্নপি তত্ত্বতো ন তং পশ্যত্যেবমবিদ্বানাত্মানং কর্ত্তারং পশ্যন্নপি তত্ত্বতো ন তং পশ্যতীত্যর্থঃ। অধিষ্ঠানাদিষ্ববিদ্যয়া সম্বদ্ধাত্মনঃ স্বাত্মনি তদ্গতক্রিয়ারোপে দৃষ্টান্তমাহ যথাবেতি। অন্যেষু বাহকেষু পুরুষেষু ধাবনকর্তৃষু বাহনে স্থিতঃ স্বাত্মানং প্রধাবনকর্ত্তারমবিবেকাদভিমন্যতে তথাধিষ্ঠানাদিষু ক্রিয়াকর্তৃষু তদ্গতং স্বাত্মানং কর্ত্তারং মন্যমানো দুর্ম্মতিরিত্যর্থঃ॥ ১৬॥

রামানুজ।—তত্রৈবমিতি। এবং বস্তুতঃ পরমাত্মানুমতিপূর্ব্বকে জীবাত্মনঃ কর্তৃত্বে সতি তত্র তত্র কর্ম্মনি কেবলমাত্মানমেব কর্ত্তারং যঃ পশ্যতি স দুর্ম্মতিঃ বিপরীতমতিঃ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ অনিষ্পন্নযথাবস্থিতবস্তুবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ন যথাবস্থিতং কর্ত্তারং পশ্যতি॥ ১৬॥

হনুমান্।—তত্র কর্ম্মণঃ এবং সতি কর্ত্তারং ক্রিয়ানিবৃত্তিকারণং প্রত্যগ্বোধরূপং কেবলং হেতুং তু যঃ পশ্যতি যো জানাতি অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি ন স জানাতি দুর্ম্মতিস্তস্যাত্মনঃ কর্তৃত্বমবিদ্যাকৃতং ন বাস্তবং কর্তৃত্বমস্তীতি আত্মানং নিত্যসিদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপং প্রতিপদ্যমানস্য সাংখ্যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য যোগিনঃ সকলকর্ম্মসংন্যাস এবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৬॥

শ্রীধর।—ততঃকিমতআহ তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলমনিরূপাধিমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্দুর্ম্মতিরসৌ সম্যঙ্ন পশ্যতি॥ ১৬॥

বলদেব।—ততঃ কিমত অহ তত্রেতি। এবং সতি জীবস্য কর্তৃত্বে পরেশাদনুমতিপূর্ব্বকে তদ্দত্তদেহাদিসাপেক্ষে চ সতি তত্র কর্ম্মণি কেবলমেবাত্মানং জীবমেব যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি স দুর্ম্মতিরকৃতবুদ্ধিত্বাদলব্ধজ্ঞানত্বান্ন পশ্যতি যথান্ধঃ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—ইদানীমেতেষামেব কর্ম্মকর্তৃত্বাদাত্মনোন কর্তৃত্বমিত্যধিষ্ঠানাদিনিরূপণফলমাহ তত্রেতি। তত্র কর্ম্মণি প্রাগুক্তে সর্ব্বস্মিন্ এবং সতি অধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকে সতি তৈর্নির্ব্বর্ত্তমানে আত্মানং সর্ব্বজড়প্রপঞ্চস্য ভাসকং সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপং স্বপ্রকাশপরমানন্দমবাধ্যং কেবলমসঙ্গো

দাসীনমকর্ত্তারমবিক্রিয়মদ্বিতীয়ং তু এব পরমার্থতঃ অবিদ্যয়া ত্বধিষ্ঠানাদৌ প্রতিবিম্বিতমাদিত্যমিব তোয়ে তদ্ভাসকত্বনত্বেন পরিকল্প্য তোয়চলনেনাদিত্যশ্চলতীতিবদধিষ্ঠানাদিকর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি সাক্ষিণমপি সন্তং কর্ত্তারং ক্রিয়াশ্রয়ং যঃ পশ্যত্যবিদ্যয়া কল্পয়তি রজ্জুমিব ভুজঙ্গং স এবং পশ্যন্নপি ন পশ্যত্যাত্মানং তত্ত্বেন স্বরূপাজ্ঞানকৃতত্বাদধ্যাসস্য স ভ্রান্ত্যা বিপরীতমেব পশ্যতি ন যথাতত্ত্বমিত্যত্র কো হেতুরত আহ অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈরনুপজনিতবিবেকবুদ্ধিত্বাৎ, ন হি রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারাভাবে ভুজঙ্গভ্রমং কশ্চন বাধতে এবং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈঃ পরিনিষ্ঠিতেঽহমস্মি সত্যং জ্ঞানমনন্তমকর্ত্রভোক্তৃপরমানন্দমনবস্থমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকারেঽনুপজনিতে কুতো মিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবাধঃ এতাদৃশং সাক্ষাৎকারমেব গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারেণ কুতো ন জনয়তীত্যত আহ। দুর্ম্মতিঃ দুষ্টা বিবেকপ্রতিবন্ধকপাপেন মলিনা মতির্যস্য সঃ অতোঽশুদ্ধবুদ্ধিত্বান্নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিশূন্যত্বেন তত্ত্বজ্ঞানাযোগ্যত্বাদকর্ত্তারমপি কর্ত্তারং কেবলমপ্যকেবলমাত্মানমবিদ্যয়া কল্পয়ন্ সংসারী কর্ম্মাধিকারী দেহভৃদকৃতবুদ্ধিঃ কর্ম্মকর্ত্তৃষু তাদাত্ম্যাভিমানাৎ কর্ম্মত্যাগাসমর্থঃ সর্ব্বদা জননমরণপ্রবন্ধেনানিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ কর্ম্মফলমনুভবতি, এতেন যস্তার্কিকো দেহাদিব্যতিরিক্তমাত্মানমেব কর্ত্তারং কেবলং পশ্যতি সোঽপ্যকৃতবুদ্ধিত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। অন্যস্ত্বাহ আত্মা কেবলো ন কর্ত্তা কিন্ত্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতঃ সন্ পরমার্থতঃ কর্ত্তৈব, কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং পশ্যন্ দুর্ম্মতিরিতি কেবলশব্দপ্রয়োগাদিতি, তন্ন পরমার্থতঃ সর্ব্বক্রিয়াশূন্যস্যাসঙ্গস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহত্যনুপপত্তেঃ, জলসূর্য্যকাদিবত্ত্বাবিদ্যকেন সংহতত্বেন কর্ত্তৃত্বমপি তাদৃশমেব অধিষ্ঠানাদীনামপ্যাবিদ্যকত্বাচ্চ, কেবলশব্দস্তু স্বভাবসিদ্ধমাত্মনোঽসঙ্গাদ্বিতীয়রূপত্বমনুবদতি। কর্ত্তৃত্বদর্শিনো দুর্ম্মতিত্বহেতুত্বেনেত্যদোষঃ॥ ১৬॥

নীলকণ্ঠ।—এতৎপ্রতিপাদনফলং কর্ত্তৃত্বস্যারোপিতত্বসিদ্ধিরকর্ত্তৃত্বস্য স্বাভাবিকত্বসিদ্ধিশ্চেতি দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাং দর্শয়তি তত্রেতি। তত্র তস্মিন্ কর্ম্মণি এবমুক্তরীত্যা পঞ্চভির্নির্ব্বর্ত্ত্যে সতি কেবলং ত্বকর্ত্তারমপ্যাত্মানং চেতনং "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চেতি" শ্রুতেঃ, অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকপ্রচারদর্শিনমুদাসীনমপি যঃ কর্ত্তারং কর্ত্তৃত্বাশ্রয়ং পশ্যতি স দুর্ম্মতিঃ পাপাভিভূতমতির্ন পশ্যত্যন্ধ এব সঃ, অদর্শনে হেতুরকৃতবুদ্ধিত্বাদিতি। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশশমদমাদিসংস্কৃতা বুদ্ধির্যস্য স কৃতবুদ্ধিস্তদ্বিপরীতোঽকৃতবুদ্ধিস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ যথা স্বমুখস্যোদপাত্রসাংসর্গিকত্বং পশ্যতা জলচাঞ্চল্যমপি তত্রারোপ্যত এবমাত্মনো বুদ্ধিসংসৃষ্টত্বং পশ্যতা বুদ্ধিধর্ম্মঃ কর্ত্তৃত্বাদিরপ্যাত্মন্যারোপ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ। ততঃ কিমত আহ তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি পঞ্চৈব হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং বস্তুতো নিঃসঙ্গমেবাত্মানং জীবং যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি সোঽকৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্ম্মতির্নৈব পশ্যতি সোঽজ্ঞানী অন্ধ এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ৬।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে যে যে বস্তুকে কর্ম্মের কারণ নির্দ্দেশ

করা হইল, তদ্বিষয়ক জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হইলে আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া আর ভ্রম জন্মিতে পারে না। এই তত্ত্বই উপস্থিত শ্লোকে প্রতিপাদিত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। ইদানীং অধিষ্ঠানাদির ফল নিরূপণস্বরূপে ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, তৎ সমস্তের কর্ম্মকর্তৃত্ব হেতু আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই। পূর্ব্বোক্তরূপ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের উল্লিখিত পঞ্চ প্রকারই কারণ। এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বতঃ উপজাত হইলে আত্মাকে আর কর্ত্তা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। আত্মা সর্ব্বজড়প্রপঞ্চের ভাসক, যাবতীয় জড় পদার্থ আত্মার দ্বারাই প্রকাশিত; তিনি সত্তাস্ফূর্ত্তিরূপ অর্থাৎ বস্তু সমূহের অস্তিত্ব আত্মার দ্বারাই স্ফূরিত হইতেছে; স্বপ্রকাশ অর্থাৎ আত্মা আপনিই প্রকাশিত, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্য পদার্থান্তরের সাহায্য অনাবশ্যক; পরমানন্দ অর্থাৎ তিনি ঘন আনন্দস্বরূপ; অবাধ্য অর্থাৎ কিছুতেই তাঁহাকে অধীন করিতে পারে না, এবং তিনিও কোন বস্তুরই বাধ্য নহেন; কেবল অর্থাৎ সঙ্গরহিত উদাসীন, অকর্ত্তা অবিক্রিয়, অদ্বিতীয়। ইহাই আত্মতত্ত্বের পরমার্থ ভাব। কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে আত্মবিষয়ক এরূপ পরমার্থ জ্ঞান দূরাপসারিত হইয়া যায়। আত্মা বস্তুতঃ অধিষ্ঠানাদিতে আদিত্যের ন্যায় অবভাসিত হইলেও অবিদ্যা প্রভাবে যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে প্রকৃত সূর্য্যের ন্যায় ভ্রম হয় এবং জল চলিতেছে দেখিয়া সূর্য্য চলিতেছে বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ অধিষ্ঠানাদিকে আত্মারূপে ভ্রম হয় এবং তৎকৃত কার্য্য সমূহকে আত্মার কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা সেই সাক্ষী স্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি রূপে উল্লেখ করে, তাহারা অবিদ্যাপ্রযুক্ত মিথ্যা জ্ঞানের বশীভূত হইয়া রজ্জুতে ভুজঙ্গকল্পনার ন্যায় দেখিয়াও দেখিতে পায় না; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে তাহারা মিথ্যা বিষয়কে সত্যরূপে দর্শন করে। এইরূপ ভ্রান্তিজনিত অসত্যকে সত্যরূপে দর্শন এবং নির্লিপ্তকে লিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার হেতু কি? শাস্ত্রাচার্য্য উপদেশ দ্বারা বিবেক বুদ্ধি উপজাত না হওয়াই এবংবিধ মিথ্যা জ্ঞানের কারণ। রজ্জু যতক্ষণ পরিদৃষ্ট না হয় অথবা রজ্জু বলিয়া বোধ না জন্মে, ততক্ষণ ভুজঙ্গভ্রম নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। পথি মধ্যে বক্রাকারে ভুজঙ্গবৎ নিপতিত রজ্জু

দর্শনে যে সর্পভ্রম ও ভীতি জন্মে, কোন কারণে—হয় কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্যে অথবা স্বকীয় তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহকৃত স্থির বুদ্ধি সহকারে—যতক্ষণ রজ্জু নির্ণয় না হইবে, ততক্ষণ সেই ভ্রম বা ভীতি অপগত হইবে না। তদ্রূপ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদির দ্বারা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, অকর্ত্তা, অভোক্তা, পরমানন্দ, অনবস্থ, অদ্বয়, ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষত উপজাত না হইলে, মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইবে কিরূপে? এরূপ অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞান গুরুসমীপস্থ হইয়া তন্মুখ-নিঃসৃত উপদেশাদি সহকৃত বেদান্ত বাক্যাদি বিচার দ্বারা কেন লোকে অর্জ্জন করিতে প্রয়াসপর হয় না? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তাহারা দুর্ম্মতি অর্থাৎ পাপপ্রভাবে তাহাদের বুদ্ধি দুষ্ট ও মলিন হইয়াছে। অতএব তাদৃশ অশুদ্ধ বুদ্ধি হেতু তাহারা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক বিহীনতা প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অযোগ্য। সুতরাং অবিদ্যা দ্বারা অকর্ত্তাকে কর্ত্তা, কেবলকে অকেবল কল্পনা করিতে করিতে সংসারী দেহধারী অকৃতবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহারা কর্ম্ম কর্ত্তা সমূহকে আত্মবোধ করিয়া কর্ম্মত্যাগে অসমর্থ হয়, সুতরাং সর্ব্বদা জনন মরণ প্রবন্ধসংমিশ্রিত অনিষ্ট ইষ্ট এবং মিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। যে তার্কিক সম্প্রদায় দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারাও অকৃতবুদ্ধিরূপে পরিগণিত। অন্যেরা বলিয়া থাকেন, আত্মা একাকী কর্ত্তা নহেন, অধিষ্ঠানভূত দেহাদিতে সংযুক্ত হইয়া পরমার্থত তিনিই কর্ত্তারূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবল আত্মাকে কর্ত্তারূপে অবধারণ করা দুর্ম্মতির কার্য্য। এই বাক্যে মূলস্থিত "কেবল" শব্দ দ্বারা ইহাই উপপন্ন হইতেছে। সর্ব্বক্রিয়া শূন্য অসঙ্গ আত্মার অধিষ্ঠানাদি সহযোগেও কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। জলমধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবিদ্যা সংযোগ হেতু আত্মার কর্ত্তৃত্ব দর্শন অমূলক। অর্থাৎ জলমধ্যস্থিত সূর্য্যের কম্পনাদি কার্য্য যেমন প্রকৃত সূর্য্যের কার্য্য নহে, তদ্রূপ দেহাদিতে অধিষ্ঠিত অবিদ্যাকৃত আত্মাও প্রকৃত কর্ত্তা নহেন। এ স্থলে কেবল শব্দ দ্বারা আত্মার স্বভাবসিদ্ধ অসঙ্গত্ব অদ্বিতীয়ত্ব পরিব্যক্ত হইতেছে। দুর্ম্মতি প্রযুক্তই লোকে আত্মার কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকে।

সাংসারিক কার্য্যসমূহ অধিষ্ঠানাদি কারণ পঞ্চক দ্বারাই সাধিত হইয়া

থাকে। কিন্তু যাহাদিগের সম্যক দর্শন শক্তি জন্মে নাই সেই দুর্ম্মতিগণ প্রকৃত কারন দেখিতে না পাইয়া আত্মাকে সেই কার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করে। বস্তুতঃ আত্মা, মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাম সংবলিত এই দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইলেও ক্রিয়া রহিত, নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বিকার। এই তত্ত্ব হৃদয় মধ্যে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভ্রমপরায়ণ মানবগণ সেই অকর্ত্তারূপ আত্মাতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের আরোপ করিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি! তৈমিরিক নামক নেত্ররোগ ঘটিলে লোকে নভোমণ্ডলে বহুচন্দ্র দর্শন করিয়া থাকে লোকে বেগগামী যানে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে মনে করে পার্শ্বস্থ বস্তুনিচয় ধাবিত হইতেছে অথবা মেঘ সমূহ নভোমণ্ডলে বেগে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া লোকে মনে করে নিশানাথ ধাবিত হইতেছেন। এই সকলই ভ্রম মাত্র। এইরূপ ভ্রমের বশীভূত হইয়া স্থির নিষ্ক্রিয় আত্মাকে অজ্ঞ মনুষ্যেরা কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। প্রকৃত জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব ভ্রমই এরূপ বোধের কারণ। এই জন্যই যাহারা আত্মাকে কর্ত্তৃরূপে অনুভব করে, তাহাদিগকে দুর্ম্মতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বুদ্ধিহীনতা বশতঃ তাহারা কোন বিষয়ই যথার্থরূপে দর্শন করিতে সমর্থ নহে ॥ ১৬ ॥

——(:০:)——

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যস্য অহঙ্কৃতঃ (অহং কর্ত্তেতি) ভাবঃ (বুদ্ধিঃ) ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (কর্ম্মসু সজ্জতে), স ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে (বন্ধনং প্রাপ্নোতি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ। যাহার অহঙ্কৃত বুদ্ধি নাই, যাহার বুদ্ধি কর্ম্ম-লিপ্ত-হয় না, সে এই সকল লোককে হনন করিলেও হনন-করে না, বদ্ধ-হয় না ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা। যাহার "আমি কর্ত্তা" এইরূপ জ্ঞান নাই এবং যাহার

বুদ্ধি কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, সেই নিরহঙ্কারী নির্লিপ্ত ব্যক্তি লোকসমূহকে হত্যা করিলেও তজ্জন্য প্রত্যবায়ভাগী হয় না এবং তৎকর্ম্মজনিত বন্ধনও প্রাপ্ত হয় না ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কঃ পুনঃ সুমতির্যঃ সম্যক্ পশ্যতীত্যুচ্যতে যস্যেতি। যস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্মনো ন ভবত্যহংকৃতোঽহং কর্ত্তেত্যেবংলক্ষণো ভাবনা প্রত্যয় এত এব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়োঽবিদ্যয়াত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারো নাহমহন্তু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোঽবিক্রিয় ইত্যেবং পশ্যতীতি এবং বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্যাত্মন উপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশয়িনী ভবতীদমহকার্ষং তেনাহং নরকং গমিষ্যামীত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে স সুমতিঃ স পশ্যতি, হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ সর্ব্বান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ। ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি ন নিবধ্যতে, নাপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সম্বধ্যতে। নন্বু হত্বাপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে, যদ্যপি স্তুতিঃ, নৈষ দোষঃ লৌকিকপারমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ দেহাদ্যাত্মবুদ্ধ্যা হন্তাহমিতি লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাপীত্যাহ যথা দর্শিতাং পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি তদুভয়মুপপদ্যত এব। নন্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সম্ভূয় করোত্যেবাত্মা কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং ত্বিতি কেবলশব্দপ্রয়োগান্নৈষ দোষঃ আত্মনোঽবিক্রিয়স্বভাবত্বেঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ বিক্রিয়াবতো হ্যন্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি সংহত্য বা কর্তৃত্বং স্যান্নত্ববিক্রিয়স্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংহননমস্তি ইতি ন সম্ভূয় কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে, অতঃ কেবলত্বং আত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দোঽনুবাদমাত্রম্, অবিক্রিয়ত্বঞ্চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্ অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে গুণৈরেব কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে শরীরস্থোঽপি ন করোতী-ত্যাদ্যসকৃদুপপাদিতং গীতাস্বেব তাবৎ। শ্রুতিষু চ ধ্যায়তীব লেলায়তীবেত্যেবমাদ্যাসু (যানি বাক্যানি দর্শিতং) ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রমবিক্রিয়মাত্মতত্ত্বমিতি রাজমার্গঃ। বিক্রিয়াবত্ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্বস্য ভবিতুমর্হতি নাধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মাণ্যাত্মকর্তৃকানি স্যুর্ন হি পরস্য কর্ম্ম পরেণাকৃতমাগন্তুমর্হতি যত্ত্ববিদ্যয়া গমিতং ন তত্তস্য যথা রজতত্বং ন শুক্তিকায়াং যথা বা তলমলবত্ত্বং বালৈর্গমিতমবিদ্যয়া নাকাশস্য তথাধিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াপি তেষামেবেতি নাত্মনঃ, তস্মাৎ যুক্তমুক্তং অহংকৃতত্ববুদ্ধিলেপাভাবাৎ বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি নায়ং হন্তি ন হন্যত ইতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যাদিহেতুবচনেনাবিক্রয়ত্বমাত্মন উক্ত্বা বেদাবিনাশিনমিতি বিদুষঃ কর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিশাস্ত্রাদৌ সংক্ষেপত উক্তা মধ্যে প্রসারিতাঞ্চ, তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বা ইহোপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি, এবঞ্চ সতি দেহভৃত্ত্বাভিমানানুপপত্তাববিদ্যাকৃতাশেষকর্ম্মসন্ন্যাসোপপত্তেঃ সন্ন্যাসিনামনিষ্টাদি ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নং তদ্বিপর্য্যয়াচ্চেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাপরিহার্য্যমিত্যেষ গীতাশাস্ত্রস্যার্থ উপসংহৃতঃ, স এষ সর্ব্ববেদার্থসারো নিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈর্বিচার্য্য প্রতিপত্তব্য ইতি তত্র তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতোঽস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়ানুসারেণ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—বিপরীতদৃষ্টের্দুর্ম্মতিত্বং শিষ্ট্বা সম্যগদৃষ্টেঃ সুমতিত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ কঃ পুনরিত্যাদিনা। অহং কর্ত্তেত্যাত্মনি কর্তৃত্বপ্রত্যয়াভাবে কুত্র কর্তৃত্বধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ এক্ত্রেতি। কথং তর্হি অকর্তৃত্বধীরাত্মনীত্যাশঙ্ক্যধিষ্ঠানাদীনাং তদ্ব্যাপারাণাঞ্চ সাক্ষিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অহংকৃতিতি। আত্মনোন স্বতোঽস্তি ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বমিত্যত্র প্রমাণমাহ অপ্রাণোহীতি। নাপি তস্য স্বতোজ্ঞানশক্তিত্বমিত্যাহ অমনাইতি উপাধিবিষয়াসম্বন্ধে শুদ্ধত্বং ফলিতমাহ, শুভ্রইতি। কারণসম্বন্ধাদশুদ্ধিমাশঙ্ক্যোক্তম্ অক্ষরাদিতি কার্য্যকারণয়োরাত্মাস্পর্শিত্বেন পার্থক্যে সদ্বিতীয়ত্বমাশঙ্ক্য তয়োরবিদ্যাকল্পিতত্বাদদ্বৈতমিত্যাহ কেবলইতি। জন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন কৌটস্থ্যমাহ অবিক্রিয়ইতি। বুদ্ধির্যস্যেত্যাদি ব্যাচষ্টে বুদ্ধিরিতি। নানুশায়িনী নানুশয়বতী ন ক্লেশশালিনীত্যর্থঃ। দ্বিতীয়পাদস্যাক্ষরার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ ইদমিতি। পাপং কর্ম্ম ইদমাপরামৃশ্যতে। লোকানাং প্রাণসম্বন্ধাভাবে কুতোহিংসেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাণিনইতি। বিরুদ্ধার্থোক্ত্যা স্তুতিরপি ন যুক্তেতি শঙ্কতে নম্বিতি। বিরোধং পরিহরতি নৈষদোষইতি। লৌকিকদৃষ্টিমবষ্টভ্যাহ হত্বাপীতি। নির্দ্দেশং বিশদয়তি দেহাদীতি। তাত্ত্বিকীং দৃষ্টিমাস্থায় ন হন্তীতি নির্দ্দেশমুপপাদয়তি যথেতি। নাহং কর্ত্তা কিন্তু কর্তৃতদ্ব্যাপারয়োঃ সাক্ষী ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিমদুপাধিদ্বয়বিনির্ম্মুক্তঃ শুদ্ধঃ সন্ কার্য্যকারণাসম্বন্ধোঽদ্বিতীয়োঽবিক্রিয়ইত্যেবং পারমার্থিকদৃষ্টৈর্যথাদর্শিতত্বং দ্রষ্টব্যং। হত্বাপীত্যেতন্ন হন্তীত্যাদি চোভয়ং দৃষ্টিদ্বয়াবষ্টম্ভাদুপপন্নমিত্যুপসংহরতি তদুভয়মিতি। কেবলমেবাত্মানং কর্ত্তারং পশ্যন্ দুর্ম্মতিরিত্যত্রাত্মবিশেষণসমর্পককেবলশব্দসামর্থ্যাদাত্মনোবিশিষ্টস্য কর্তৃত্বমিতি শঙ্কতে নম্বিতি। আত্মনো বৈশিষ্ট্যাযোগান্ন বিশিষ্টস্যাপি কর্তৃত্বমিতি দূষয়তি নৈষদোষ ইতি। অবিক্রিয়স্বাভাব্যেঽপি কথমাত্মনোঽসংহতত্বমিত্যাশংক্যাহ অবিক্রিয়েতি। অধিষ্ঠানাদিভিরাত্মনঃ সংহননেঽপি ন কর্তৃত্বমবিক্রিয়স্য ক্রিয়ান্বয়ব্যাঘাতাদিত্যাহ সংহত্যেতি। সংহত্যানুপপত্তিং ব্যক্তীকরোতি নম্বিতি। অসংহতত্বে ফলিতমাহ ইতি নেতি। কথং তর্হি কেবলত্বমাত্মনি কেবলশব্দাদুক্তং তদাহ অতইতি। কর্তৃত্বমাত্মনোঽভ্যুপপন্নং নাস্যাবিক্রিয়ত্বমুপৈতীত্যাশঙ্ক্যাহ অবিক্রিয়ত্বঞ্চেতি। তত্র স্মৃতিবাক্যানুদাহরতি অবিকার্য্যোঽয়মিতি। নায়ং হন্তি ন হন্যত ইত্যাদিবাক্যমাদিশব্দার্থঃ। উক্তবাক্যানামাত্মাবিক্রিয়ত্বে তাৎপর্য্যং সূচয়তি অসকৃদিতি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদি বাক্যং শ্রুতাবাদিশব্দার্থঃ যানি বাক্যানি তৈরাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং দর্শিতমিতি যোজনা, ন্যায়তশ্চ তদ্দর্শিতমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ন্যায়মেব দর্শয়তি নিরবয়বমিতি। ন তাবদাত্মা স্বতোবিক্রিয়তে নিরবয়বত্বাদাকাশবন্নাপি পরতোঽসঙ্গস্য কার্য্যস্য পরাধীনত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। কিং চাত্মনঃ স্বনিষ্ঠা বা বিক্রিয়াধিষ্ঠানাদিনিষ্ঠা বা নাদ্যঃ স্বনিষ্ঠবিক্রিয়ানুপপত্তেরাত্মনোদর্শিতত্বাদিত্যাশয়েনাহ বিক্রিয়াবত্ত্বেতি। সা চাযুক্তেত্যুক্তমিতিশেষঃ। দ্বিতীয়ং দূষয়তি নেত্যাদিনা। অধিষ্ঠানাদিকৃতমপি কর্ম্ম তদ্যোগাদাত্মানং গচ্ছতীত্যাশঙ্ক্য তদাগমনং বাস্তবমাবিদ্যং বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি নহীতি। দ্বিতীয়ং নিরস্যতি যত্ত্বিতি। আত্মন্যবিদ্যাপ্রাপিতং কর্ম্ম নাত্মীয়মিত্যেতদ্দৃষ্টান্তাভ্যামুপপাদয়তি যথেত্যাদিনা। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেন কর্তৃত্বাভাবে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। নন্থ প্রাগেবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং প্রতিপাদিতং

তদিহ কস্মাদুচ্যতে তত্রাহ নাগমিতি। শাস্ত্রাদৌ প্রতিজ্ঞাতং হেতুপূর্ব্বকং সংক্ষিপ্যোক্তা মধ্যে তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বা প্রসারিতাং কর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিমিহোপসংহরতীতিসম্বন্ধঃ। প্রতিজ্ঞাতস্ত হেতুনোপপাদিতস্যান্তে নিগমনং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রার্থেতি। কর্ম্মাধিকারো বিদুষোনেতি স্থিতে তস্য দেহাভিমানাভাবে সত্যবিদ্যোত্থসর্ব্বকর্ম্মত্যাগসিদ্ধেরনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চেতি ত্রিবিধং কর্ম্মফলং সন্ন্যাসিনাং নেতি প্রাগুক্তং যুক্তমেবেতি পরমপ্রকৃতমুপসংহরতি এবঞ্চেতি। যে পুনরবিদ্বাংসো দেহাভিমানিনস্তেষাং ত্রিবিধং কর্ম্মফলং ভবত্যেবেতি হেতুবচনসিদ্ধমর্থং নিগময়তি তদ্বিপর্য্যয়াচ্চেতি। অধিষ্ঠানাদিকৃতং কর্ম্ম আত্মকৃতমবিদুষামেব কর্ম্মাধিকারোদেহাভিমানিত্বেন তত্ত্যাগাযোগাদ্দেহাভিমানাভাবাত্তু বিদুষাং কর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিরিত্যুপসংহৃতমর্থং সংক্ষিপ্যাহ ইত্যেষইতি। উক্তশ্চ গীতার্থো মোক্ষার্থত্বাদুপাদেয় ইত্যাহ স এষইতি। কথময়মর্থোবেদার্থোঽপি প্রতিপত্তুং শক্যতে তত্রাহ নিপুণেতি। ভাষ্যকৃতা মানযুক্তিভ্যাং বিভজ্যানুক্তত্বান্নাস্যার্থস্যোপাদেয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি॥ ১৭॥

রামানুজ।—যস্যেতি। পরমপুরুষকর্তৃত্বানুসন্ধানেন যস্য ভাবঃ কর্তৃত্ববিশেষবিষয়ো মনোবৃত্তিবিশেষো নাহংকৃতঃ অহং করোমীতি জ্ঞানং যস্য ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে অস্মিন্ কর্ম্মণি মম কর্তৃত্বাভাবাদেতৎ ফলং ন ময়া সংবধ্যতে নচ মদীয়মিদং কর্ম্মেতি যস্য বুদ্ধির্জায়ত ইত্যর্থঃ স ইমাঁল্লোকান্ যুদ্ধে হত্বাপি তান্ ন হন্তি ন কেবলং ভীষ্মাদীনিত্যর্থঃ। ততস্তেন যুদ্ধাখ্যেন কর্ম্মণা ন নিবধ্যতে তৎফলং নানুভবতীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

হনুমান্।—নকেবলং তস্য যোগিনঃ সকলকর্ম্মসংন্যাস এব যস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈঃ সংস্কৃতাত্মনঃ অহং কর্ত্তেত্যেবংভূতোভাবঃ প্রত্যয়ো ন ভবতি এতএবাধিষ্ঠানাদয়ো ঽধিষ্ঠানকর্তৃকরণচেষ্টাদৈবানি সর্ব্বকর্ম্মণাং কারণানি অবিদ্যয়ৈবৈবং কল্পিতানি সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারো নাহমহন্তেষাং সাক্ষিভূত ইতি পশ্যতীতি বুদ্ধিঃ নিশ্চয়ো যস্য নানুশোচিতা ভবতি তদহং অকার্য্যং কৃত্বা তেন নরকং গমিষ্যামীতি ন লিপ্যতে হত্বাপি ইমান্ লোকান্ প্রাণিনঃ ন হন্তি ন চ হননৈককর্ম্মণা নিবধ্যতে। ননু হত্বাপি ন হন্তি ননিবধ্যতে ইতি এতদ্বচনং বিরুদ্ধং নৈষদোষঃ লৌকিকপরমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেস্তস্মাদুক্তং ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি॥ ১৭॥

শ্রীধর।—কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহঙ্কর্ত্তেত্যেবংভূতোভাবোঽভিপ্রায়োযস্য নাস্তি, যদ্বা অহংকৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশোযস্য নাস্তি শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে স এবংভূতোদেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধনং প্রাপ্নোতি কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য বন্ধাশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসে"তি॥ ১৭॥

বলদেব।—কস্তর্হি চক্ষুষ্মান্ সুমতিস্তত্রাহ যস্যেতি। যস্য পুরুষস্য মনোবৃত্তিলক্ষণো

ভাবো নাহংকৃতং স্বকর্তৃত্বে পরেশায়ত্তেঽনুসন্ধিতে সতি কর্ম্মাণ্যহমেব করোমীত্যভিমানকৃতো ন ভবেৎ। যস্য চ বুদ্ধির্ন লিপ্যতে কর্ম্মফলস্পৃহয়া স ইমাল্লোঁকান্ন কেবলং ভীষ্মাদীন্ হত্বাপি ন হন্তি। ন চ তেন সর্ব্বলোকহননেন কর্ম্মণা নিবধ্যতে লিপ্যতে ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—তদেবং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্। ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্যেতি চরণত্রয়ং ব্যাখ্যাতমিদানীং ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিদিতি তুরীয়ং চরণমেকেন ব্যাচষ্টে, যস্য পূর্ব্বোক্তবিপরীতস্য পুণ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্ষপিতেষু বিবেকবিরোধিপাপেষু নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিসাধনচতুষ্টয়ং প্রাপ্তবতঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়জনিতা কর্ত্রভোক্তৃস্বপ্রকাশপরমানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারস্যাজ্ঞানে সকার্য্যে বাধিতেন ভবতাহং কর্ত্তেত্যেবং রূপোভাবঃ প্রত্যয়ঃ যস্য ভাবঃ সদ্ভাবঃ প্রত্যয়ঃ অহংকৃতোঽহমিতি ব্যপদেশার্হোন অহঙ্কারবাধেন শুদ্ধস্বরূপমাত্রপরিশেষাদিতি বা অহংকৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ তত্তাদাত্ম্যং যস্য ন বিবেকেন বাধিতত্বাদিতি বা বাধিতানুবৃত্তাবপি এত এব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়ো মায়য়া ময়ি সর্ব্বাত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারো ময়া স্বপ্রকাশচৈতন্যেনাসঙ্গেন কল্পিতসংবন্ধেন প্রকাশ্যমানা অহং তু ন কর্ত্তা কিন্তু কর্তৃতদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিমদুপাধিদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বকার্য্যকারণাসংবদ্ধঃ কূটস্থনিত্যোনির্দ্বয়ঃ সর্ব্ববিকারশূন্যঃ—'অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ, অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ, অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ সলিল একোদ্রষ্টাঽদ্বৈতঃ, অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ, নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতিমন্যতে॥ তত্ত্ববিত্তু ন সজ্জতে, শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। তস্মান্নাহং কর্ত্তেত্যেবং পরমার্থদৃষ্টেঃ বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য ন লিপ্যতে নানুশয়িনী ভবতি ইদমহমকার্ষমেতৎ ফলং ভোক্ষ্য ইত্যনুসন্ধানং কর্তৃত্ববাসনানিমিত্তং লেপোঽনুশয়ঃ সচ পুণ্যে কর্ম্মণি হর্ষরূপঃ পাপে পশ্চাত্তাপরূপঃ ঈদৃশেন দ্বিবিধেনাপি লেপেন বুদ্ধির্ন যুজ্যতে কর্তৃত্বাভিমানবাধাৎ, তথা চ জ্ঞানিনং প্রকৃত্য শ্রুতিঃ—"এতমুহৈবৈতে ন তরত ইত্যতঃ পাপমকরবমিত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উহৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।" তদেতদৃতাচাভ্যুক্তং "মেষ নিত্যোমহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নোকনীয়ান্, তস্যৈব স্যাৎ পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেনে'তি। পাপকেনেতি পুণ্যস্যাপ্যুপলক্ষণং, বর্দ্ধতে কনীয়ানিতি চ পুণ্যপাপয়োঃ পরিতোষপরিতাপাভিপ্রায়ম্। এবং যস্য নাহংকৃতোভাবোবুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে স পূর্ব্বোক্তদুর্ম্মতিবিলক্ষণঃ সুমতিঃপরমার্থদর্শী পশ্যন্নকর্ত্তারমাত্মানং কেবলংন কর্তৃত্বাভিমানাভাবাদনিষ্টাদিত্রিবিধকর্ম্মফলভাগী ন ভবতীত্যেতাবতি শাস্ত্রার্থেঽহঙ্কারাভাববুদ্ধিলেপাভাবৌ স্তোতুমাহ হত্বা হিংসিত্বাপি স ইমান্ লোকান্ প্রাণিনঃ ন হন্তি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ন ভবতি অকর্তৃত্বরূপসাক্ষাৎকারাৎ, ন নিবধ্যতে নাপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সংবধ্যতে। অত্র নাহংকৃতোভাব ইত্যস্য ফলং ন হন্তীতি বুদ্ধির্ন লিপ্যত ইত্যস্য ফলং ন নিবধ্যত ইতি অনেন চ কর্ম্মালেপ প্রদর্শনেঽতিশয়মাত্রমুক্তং, ন তু সর্ব্বপ্রাণিহননং সম্ভবতি হত্বাপীতি কর্তৃত্বাভ্যুক্ত্যা-

বাধিতকর্তৃত্বদৃষ্ট্যা লৌকিক্যা ন হন্তীতি কর্তৃত্বনিষেধঃ শাস্ত্রীয়য়া পরমার্থদৃষ্ট্যেতি ন বিরোধঃ শাস্ত্রাদৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে ইতি সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শিত্বমাত্মনঃপ্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যাদিহেতুবচনেন সাধয়িত্বা বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনা বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মধিকারনিবৃত্তিঃ সংক্ষেপেণোক্তা। মধ্যে চ তেন তেন প্রসঙ্গেন প্রসারিতেহশাস্ত্রার্থৈতাবত্ত্বপ্রদর্শনায়োপসংহৃতা, ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি এবং চাবিদ্যাকল্পিতানামধিষ্ঠানাত্মনাত্মকৃতানাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণামাত্মবিদ্যয়া সমুচ্ছেদোপপত্তেঃ পরমার্থসন্ন্যাসিনাম্ অনিষ্টাদিত্রিবিধং কর্ম্ম ন ভবতীত্যুপপন্নম্,পরমার্থসন্ন্যাসশ্চাকর্ত্রাত্মসাক্ষাৎকার এব জনকাদীনামেতাদৃশসন্ন্যাসিত্বেহপি বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ বাধিতানুবৃত্ত্যা পরপরিকল্পনয়া বা কর্ম্মদর্শনং ন বিরুদ্ধং পরমহংসানামীদৃশানাং ভিক্ষাটনাদিবৎ, অতএব জ্ঞানফলভূতো বিদ্বৎসন্ন্যাস উচ্যতে, সাধনভূতস্তু বিবিদিষাসন্ন্যাসোঽনৈববম্বিধোহপি প্রথমমুত্তরকালে জ্ঞানোৎপত্তাবেবংবিধো ভবতীতি বক্ষ্যতে ॥ ১৭॥

নীলকণ্ঠ।—দ্বিতীয়ং প্রয়োজনমাহ যস্যেতি। যস্য প্রমাতুর্ভাবঃ প্রত্যয়মাত্রস্বরূপ আত্মা নাহংকৃতঃ অহমিবকৃতোঽহঙ্কারত্তাদাত্ম্যং প্রাপিতোঽহংকৃতস্তথা ন,যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে আত্মভাবেন রঞ্জিতা ন ভবতি যস্য বুদ্ধে র্ব্যতিরিক্তমাত্মানং পশ্যতো বুদ্ধিধর্ম্মাঃ কর্তৃত্বাদয়ো নাত্মনি প্রতীয়ন্তে ইতি কর্ত্তাত্মবাদি তার্কিকনিরাসঃ। যস্য চাত্মধর্ম্মাশ্চৈতন্যাদয়ো বুদ্ধৌ ন সংসর্জ্জন্ত ইতি বুদ্ধিমেব চেতনাং বদতো বৌদ্ধস্য নিরাসঃ। চিদচিতোরন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যধর্ম্মাধ্যাসো বাধ্যত ইতি দুঃখাদিসংসর্গনিষেধেন ভোক্তৃত্বাভাবো দর্শিতঃ, হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি তু স্তুতিমাত্রং কর্তৃত্বস্যৈব বাধেন হন্তৃত্বাযোগাৎ দগ্ধপটবৎ কর্তৃত্বানুবৃত্তাবপি হননক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তকস্য রাগদ্বেষাদেরভাবাচ্চ, এতেনাত্মন স্তাত্ত্বিকমকর্তৃত্বং ভাবয়তা কৃতং কর্ম্মাতাত্ত্বিককর্তৃত্বাভিমাননিমিত্তং স্বফলং প্রস্তোতুং নার্হতীতি দর্শিতং। নহি রজ্জুসর্পে রজ্জুবুদ্ধিং কৃত্বা প্রহরতঃ সর্পক্ষোভজং দংশনাদিফলং ভবতি সর্পে তু তথা কুর্ব্বতস্তদ্ভবত্যেব তদ্বদিদমপি জ্ঞেয়ম্॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—কস্তর্হি সুমতিশ্চক্ষুষ্মান্ ইত্যত আহ যস্যেতি। অহংকৃতোঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি। অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু নসজ্জতি সহি কর্ম্মফলং ন প্রাপ্নোতীতি কিংবক্তব্যং সহি কর্ম্ম ভদ্রাভদ্রং কুর্ব্বন্নপি নৈব করোতীত্যাহ হত্বাপীতি স ইমান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি স্বদৃষ্ট্যা নৈব হন্তি নিরভিসন্ধিত্বাদিতিভাবঃ অতোন নিবধ্যতে কর্ম্ম ফলং ন প্রাপ্নোতীতি ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে সম্যক্‌দর্শিদিগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। চিত্তের কিরূপ পরিণতি হইলে সেই মহদ্ভাব উপজাত হইতে পারে এবং তদন্তর তাদৃশ ব্যক্তির কিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাই সমালোচ্য শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। যাঁহার কোনরূপ অহঙ্কারের ভাব নাই, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে আমি করিতেছি, আমি ভোক্তা ইত্যাকার

কোন অভিমান নাই এবং যিনি কোন কর্ম্মেই আসক্ত নহেন, অর্থাৎ যাবতীয় কর্ত্তব্য সাধনে যিনি ফলাভিসন্ধি ও অনুরাগশূন্য ভাবে বিনিযুক্ত হইয়া থাকেন. সুতরাং কর্ম্মের প্রলেপ যাঁহার অন্তরকে কদাপি কলঙ্কিত করে না, তিনিই সম্যক্‌দর্শী। তাদৃশ পুরুষের পক্ষে কোনরূপ পাপাচরণ সম্ভব নহে। এইরূপ ব্যক্তি হত্যাদি লোক-বিগর্হিত মহাপাপের অনুষ্ঠান করিলেও যথার্থতঃ কোন প্রাণিহিংসা করেন না এবং তজ্জন্য কোনরূপে বদ্ধ হন না। কেবল হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বা স্বার্থসাধনোদ্দেশে যে হত্যা কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহাই "পাপের" হেতুভূত হইয়া থাকে। আসক্তিবিহীন পাপশূন্য কর্ম্ম, বন্ধন বিধায়ক হইতে পারে না, সুতরাং ফলাভিসন্ধিশূন্য, অহঙ্কার বিরহিত, অনুরাগ বিবর্জ্জিত সাধুগণ পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত। অধিষ্ঠানাদি পঞ্চই কর্ম্মের কারণ, এইরূপ ধ্রুব বিশ্বাস সঞ্জাত হইলে মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, আমি করিতেছি, আমি ভোগ করিতেছি, ইত্যাকার যে অহঙ্কার, তাহা সর্ব্বথা ভ্রমাত্মক। কারণ অধিষ্ঠানাদি কোন বস্তুই 'আমি' নহে, 'আমি' বলিলে যাঁহাকে বুঝায়, তিনি এ দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত এবং এতাবতের সহিত সম্পর্ক রহিত। তিনি কোন কর্ম্ম করেন না এবং কিছুতেই লিপ্ত হন না। এইরূপ আত্মতত্ত্ব প্রণিধান করিলে মনুষ্য অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে, আত্মা কদাপি কর্ম্মসম্পাদক নহেন এবং তজ্জনিত বন্ধনেও বদ্ধ নহেন। তিনি কর্ম্মসমূহ ব্রহ্মে সমাধান পূর্ব্বক আপনাকে ক্রিয়ারহিত সুতরাং কর্ম্মজনিত ফলাফলের অনধীন বলিয়া জানেন। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥" (৫ ম অধ্যায় ১০ম শ্লোক)

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি এবং শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। কর্ম্মের ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফলের বিষয়, অত্রত্য শ্লোক চতুষ্টয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা চতুর্থ চরণোক্ত "নতু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ" এই শেষাংশের অভিপ্রায় এক শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহাদিগকে দুর্ম্মতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্বদর্শনের অভাবে যাহারা সংসার-কূপে নিয়ত নিমজ্জিত, সেই ভ্রমান্ধগণের বিপরীত ভাবাপন্নগণ অহঙ্কারের অধীন হন না। কারণ পুণ্যানুষ্ঠান

প্রভাবে জ্ঞানোন্নতির প্রতিকুল পাপসমূহ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে; তাঁহারা নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক সহকৃত সাধন চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ প্রণিধান হেতু আপনাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা, বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। এতাদৃশ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে অজ্ঞান এবং তজ্জনিত কর্ত্তৃত্বাভিমানের কোনই সমাবেশ হইতে পারে না। তাঁহাদিগের নির্ম্মলচিত্ত অজ্ঞানজনিত অহঙ্কারাদি মালিন্যকণা বিরহিত এবং তাহা নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধ স্বরূপে পর্য্যবসিত। তাদাত্ম্যবোধ অর্থাৎ সম্যক্ আত্মজ্ঞান প্রভাবে অথবা বিবেকের প্রাবল্যে যাঁহার অহঙ্কারের ভাব এককালে নির্ম্মূল হইয়াছে, তিনি নিরহঙ্কৃত। এই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ প্রকৃত কর্ত্তা হইলেও মায়া দ্বারা সর্ব্বাত্মরূপ আমাকে অর্থাৎ জীবকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু আমি স্বপ্রকাশ অসঙ্গ চৈতন্য দ্বারা, কল্পিত সম্বন্ধ সহকারে প্রকাশিত মাত্র, সুতরাং বস্তুতঃ আমি কর্ত্তা নহি; কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তৃগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তত্তৎ ব্যাপারের সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিত। অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের জ্ঞানশক্তি আমার আছে, এই জন্যই আমি সাক্ষী। অপিচ আমি উপাধিদ্বয় শূন্য, শুদ্ধ, সর্ব্বকার্য্য বা কারণের সহিত অসংবদ্ধ, কুটস্থ, (২০৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) নিত্য, অদ্বয় এবং সর্ব্ববিকার রহিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ এই পুরুষ অসঙ্গ। "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬ অধ্যায় ১১ শ্রুতি) অর্থাৎ এই আত্মা চিত্তের সাক্ষী মাত্র, অদ্বিতীয় এবং নিগুণ। "অপ্রাণোহ্যমনা শুদ্ধঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" (মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।২) অর্থাৎ তিনি অপ্রাণ, অমনাঃ, শুদ্ধ এবং পরম অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ। "অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ" অর্থাৎ তিনি অজ, আত্মা, মহান্ এবং ধ্রুব। "একো দ্রষ্টা অদ্বৈতঃ" অর্থাৎ তিনি এক, দ্রষ্টা, অদ্বিতীয়। "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণঃ" (কঠোপনিষৎ ১।২।১৮) তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত এবং আদি। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" (শ্বেতাশ্বতরোপমিষৎ ,৬ অধ্যায় ১৯ শ্রুতি) অর্থাৎ আত্মা অংশ রহিত, ক্রিয়ারহিত, শান্ত, নিরবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ, এবং নিরঞ্জন। এই গীতা শাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ এইরূপ অভিপ্রায় পুনঃ

পুনঃ প্রকটীকৃত করিয়াছেন। যথা; "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (২য় অধ্যায় ২৪ শ্লোক) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" (৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক) "তত্ত্ববিত্তু ন সজ্জতে" (৩।২৮) "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" (১৩শ অধ্যায় ৩১শ শ্লোক) ইত্যাদি। অতএব 'আমি কর্ত্তা নহি' ইত্যাকার পরমার্থ দৃষ্টি বশতঃ তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, আমি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি, ইহার ফলভোগ করিব, ইত্যাদি রূপ অনুসন্ধান ও কর্ত্তৃত্ববাসনাজনিত লেপের নাম অনুশয়। পুণ্য - কর্ম্মানুষ্ঠানে হর্ষরূপ অনুশয়ের উদ্ভব হয় এবং পাপ কর্ম্ম নিমিত্ত পশ্চাত্তাপরূপ অনুশয় জন্মিয়া থাকে। এই দুই প্রকার লেপ অর্থাৎ অনুশয়ের সহিত তাঁহার বুদ্ধি যুক্ত হয় না, তিনি এই দ্বিবিধ অনুশয়ের অতীত। কারণ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত হইয়াছে। জ্ঞানিগণের সম্বন্ধে শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা; "এতমুহৈবৈতেন তরত ইত্যতঃ পাপমকরব-মেত্যতঃ কল্যাণমকরবমিত্যুভে উহৈবৈষ এতে তরতি নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, পাপানুষ্ঠান বা পুণ্যানুষ্ঠান এই উভয় প্রকার পক্ষ হইতে জ্ঞানিগণ অতীত; অনুষ্ঠিত বা অননুষ্ঠিত কোন প্রকার কার্য্য দ্বারাই তাঁহারা প্রতপ্ত হন না। অপিচ, "এষো নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্। তস্যৈবাত্মা পদবিত্তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ নিত্য মহিমা প্রতিষ্ঠিত আছে যে, তিনি কর্ম্ম দ্বারা পরিতোষ প্রাপ্ত হন না, অথবা কর্ম্মান্তর দ্বারা পরিতাপভাগীও হন না; আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া তিনি কোন পাপজনক কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না। ইহাও সূচিত হইতেছে যে, পুণ্যজনক কোন কর্ম্মলেপও তাঁহার ঘটে না। যাঁহার ভাব এইরূপ অহঙ্কার বিরহিত এবং যাঁহার বুদ্ধি পূর্ব্বকথিত প্রণালী ক্রমে কিছুতেই লিপ্ত হয় না, তিনিই পূর্ব্বোক্তরূপ দুর্ম্মতির বিপরীত অর্থাৎ সুমতি। তাদৃশ সম্যক্ আত্মতত্ত্বদর্শী, অদ্বিতীয় আত্মাকে অকর্ত্তা রূপেই দর্শন করেন। এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান রাহিত্য হেতু তিনি পূর্ব্বকথিত রূপ ত্রিবিধ ফলভাগী হন না। এইরূপ শাস্ত্রার্থানুসারে অহঙ্কারের অভাব এবং বুদ্ধিলেপ রাহিত্যের প্রশংসা কীর্ত্তনাভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে যে,

এই লোক সমূহের যাবতীয় প্রাণীর হিংসাচরণ করিলেও তিনি হনন ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে পরিগণিত হন না। কারণ অকর্ত্তৃ স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎ-কার সংঘটিত হওয়ায় তিনি পাপপুণ্যাতীত হইয়াছেন। তিনি নিবদ্ধ হন না, অর্থাৎ তাদৃশ হিংসা রূপ পাপকার্য্যজনিত ফলের সহিত সংবদ্ধ হন না। এস্থলে নিরহঙ্কারী ও নির্লিপ্ত ব্যক্তির প্রশংসা কীর্ত্তন ব্যপদেশে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিশয় বলিয়া বোধ করিতে হইবে। কারণ সহজেই অনুমিত হইবে যে, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্ব প্রাণীর হিংসা সাধন কখনও সম্ভবপর নহে। এস্থলে "হত্বাপি" এই মূলস্থিত পদদ্বারা হত্যারূপ হিংসা কার্য্য সূচিত হইতেছে বটে, কিন্তু লৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন, কর্ত্তৃত্বাভিমানী লোকের দৃষ্টিতেই তাদৃশ বিধি, যাঁহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞান সহকারে পরমার্থ দৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে এ বাক্য হনন না করারই পোষক। সুতরাং এস্থলে কোন বিরোধ শঙ্কা নাই। এই গীতা শাস্ত্রেও পূর্ব্বে, "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" (২।১৯) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আত্মার সর্ব্বকর্ম্ম-সংস্পর্শ শূন্যতা ব্যক্ত করিয়া তদনন্তর, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (২।২০) ইত্যাদি বাক্যে তদ্বিষয়ক হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া এবং "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" (২য় অধ্যায় ২১ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে বিদ্বান্‌গণের অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্মাধিকার নিবৃত্তির বিষয় সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্য ভাগেও স্থানে স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে এই শাস্ত্রার্থ সমর্থিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থের উপসংহার কালেও "ন হন্তি ন নিবধ্যতে" এই বাক্য দ্বারা সেই অভিপ্রায়ই পুনরায় প্রকটীকৃত হইতেছে। অপিচ, অবিদ্যাকল্পিত অধিষ্ঠানাদি অনাত্ম বস্তুর দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম সমূহের আত্মবিদ্যা প্রভাবে সমুচ্ছেদ হইয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ অবিদ্যালেপ রহিত জ্ঞানবান্ পরমার্থ সন্ন্যাসিদিগের অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল সংঘটিত হয় না, ইহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইল। আত্মাকে অকর্ত্তারূপে সাক্ষাৎকারই পরমার্থ-সন্ন্যাসের লক্ষণ। আপত্তি হইতে পারে যে, জনকাদির ন্যায় পরমার্থ সন্ন্যাসীরাও কর্ম্মনিরত ছিলেন, সুতরাং পরম জ্ঞানের পরও কর্ম্ম অসম্ভব নহে। কিন্তু বুঝিতে হইবে যে, হয় বলবান্ প্রারব্ধ কর্ম্মের বশবর্ত্তিতা হেতু অথবা জ্ঞান বলে কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে সমদৃষ্টি হেতু তাঁহারা নির্লিপ্তভাবে

কর্ম্ম সাধন করায় কোন বিরোধ ঘটিতেছে না। জ্ঞানী পরমহংসেরা (১১২৭।২৪২৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যেরূপ অনাসক্ত ভাবে ভিক্ষাটনাদি করিয়া থাকেন, ইহাও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব এস্থলে জ্ঞান-ফলভূত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের প্রসঙ্গই কীর্ত্তিত হইল, সাধনভূত জ্ঞানেচ্ছাযুক্ত অপরিপক্ক সন্ন্যাস এ প্রকার নহে। সাধনের পরিপাকে জ্ঞান লাভের পর এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই তত্ত্ব পরে পরিব্যক্ত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। যে অধিকারীর ভাব অহঙ্কৃত নহে অর্থাৎ যাঁহার প্রত্যয় মাত্রস্বরূপ আত্মা 'আমি করিয়াছি' এইরূপ অহঙ্কৃত ভাবরহিত, যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত অর্থাৎ আত্মভাবে রঞ্জিত হয় না, যাঁহার বুদ্ধি তদ্ব্যতিরিক্ত আত্মাকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে কোন কর্ত্তৃত্বের আরোপ করে না, যিনি আত্মাতে কর্ত্তৃত্বাদি অনুভব করেন না, তিনি নিবদ্ধ হন না। এইরূপ আত্মজ্ঞানতত্ত্ব দ্বারা আত্মবাদী তার্কিকগণের মত নিরস্ত হইল। তাঁহার আত্মধর্ম্মস্বরূপ চৈতন্যাদি, বুদ্ধির সহিত সংসৃষ্ট হয় না। এই উক্তি দ্বারা যে বৌদ্ধগণ (২৬৬৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বুদ্ধিকে চেতনারূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন, সেই বৌদ্ধগণের মতও খণ্ডিত হইল। চিৎ ও অচিৎ উভয়ই অসংসৃষ্ট, সুতরাং তাহাতে পরস্পর ধর্ম্মারোপও অসিদ্ধ; অতএব দুঃখাদি ব্যাপারের সহিত অসংমিশ্রণ হেতু আত্মার ভোক্তৃত্বের অভাব প্রদর্শিত হইতেছে। দুঃখাদি ব্যাপার অচিৎবস্তুই ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু যখন অচিৎ বস্তুর ধর্ম্ম চিদ্বস্তুতে যাইতে পারে না, তখন অচিদ্‌গুণ দুঃখাদিরও চিদ্বস্তু ভোক্তা হইতে পারে না। 'এই লোকসমূহের জীববৃন্দকে হত্যা করিয়াও তিনি হত্যা করেন না বা নিবদ্ধ হন না' এই ভগবদুক্তি কেবল স্তুতিরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কর্ত্তৃত্বেরই যখন অভাব হইতেছে, তখন তৎসহ কর্ত্তৃত্বের যোগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। জ্ঞানোদয়ে কর্ত্তৃত্ব যখন ধ্বংস হইয়াছে, তখন তৎসহ হন্তৃত্বাদি কর্ম্মও ধ্বংস হইয়াছে। পট যদি দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিকৃতি অঙ্কিত, তাহাও দগ্ধ হইয়া থাকে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কর্ত্তৃত্বের অনুবৃত্তি আছে, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, যে রাগ দ্বেষাদির প্ররোচনায় মনুষ্য হিংসাদি কর্ম্মে রত হইয়া থাকে, তাহার সমাবেশ কুত্রাপি নাই। সুতরাং হিংসা কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইবে?

এতদ্দ্বারা ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, যিনি আত্মাকে পরমার্থতঃ অকর্তৃ-রূপে ভাবনা করেন, তাঁহার কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনও অপরমার্থ কর্তৃত্বা-ভিমান নিমিত্ত নিষ্ফল দান করে না। অর্থাৎ পরমার্থদর্শী কর্ম্মিগণের কর্তৃত্বাভিমান রাহিত্য হেতু কোনই কর্ম্মফল ঘটে না। কিন্তু যাহারা ফলাভিসন্ধিযুক্ত অপরমার্থদর্শী, তাহারাই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্পরূপে অবস্থিত রজ্জুকে রজ্জু জানিয়াও যদি প্রহার করা যায়, তাহা হইলে সে রজ্জু কদাপি ফণা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে আইসে না। কিন্তু প্রকৃত সর্পকে সেরূপ আঘাতাদি করিলে সে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া দংশন করিতে আইসে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, কর্ম্ম ফল-প্রসূ নহে, এইরূপ স্থির বিশ্বাস সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিলে কোনরূপ ফলোপলেপ ঘটে না; কিন্তু তাহা ফলপ্রদ বুঝিয়া অনুসরণ করিলে তজ্জন্য বন্ধন অবশ্যম্ভাবী ॥ ১৭ ॥

——(ঃ০ঃ)——

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—জ্ঞানং (বোধঃ) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) পরিজ্ঞাতা (জ্ঞানা-শ্রয়ঃ) [ইতি] ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুঃ) করণং কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ (কর্ম্মাশ্রয়ঃ) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, [এই] ত্রিবিধ কর্ম্ম—প্রবৃত্তির —হেতু, কারণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের—আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—বস্তু বিষয়ক জ্ঞান, জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ ভোক্তা, ইহারাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া প্রবৃত্তি বিষয়ে মূল কারণ, অর্থাৎ এই তিন করণ দ্বারাই ইন্দ্রিয় সমুহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আর শ্রোত্রাদি করণ, ঈপ্সিত কর্ম্ম এবং ক্রিয়াসম্পাদক কর্ত্তা এই তিনই ক্রিয়ার আশ্রয়, অর্থাৎ এই আশ্রয় দ্বারাই কর্ম্ম সংগৃহীত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং তেষাং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকমুচ্যতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেনেতি সর্ব্ববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে, তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং তদপি সামান্যেনৈব সর্ব্বমুচ্যতে তথা পরিজ্ঞাতোপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতোভোক্তা ইত্যেতত্রয়মেষামবিশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রবর্ত্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কর্ম্মচোদনা জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাত্ততঃ পঞ্চভিরধিষ্ঠানাদিভিরারব্ধং বাঙ্মনঃকায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধারাশীভূতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যতে ইত্যেতদুচ্যতে করণং ক্রিয়তেঽনেনেতি বাহ্যং শ্রোত্রাদ্যন্তস্থবুদ্ধ্যাদিকর্ম্মেপ্সিততমং কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানং কর্ত্তা করণানাং ব্যাপারয়িতোপাধিলক্ষণ ইতি ত্রিবিধঃ ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ সংগৃহ্যতে অস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্ম এষু হি ত্রিষু সমবৈতি তেনায়ং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥

আনন্দগিরি।—শাস্ত্রার্থোপসংহারানন্তর্য্যমথেত্যুক্তমিদানীমিতি। প্রবর্ত্তকাপদেশাপেক্ষাবস্থোক্তা কর্ম্মণাং যেষু বিদুষাং নাধিকারোঽবিদুষঞ্চাধিকারস্তেষামিত্যর্থঃ। জ্ঞানশব্দস্য করণব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞানমাত্রার্থত্বমাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞেয়শব্দস্যাপি তদ্বদেব জ্ঞাতব্যমাত্রার্থত্বমাহ তথেতি। উপাধিলক্ষণত্বং তৎপ্রধানত্বমুপহিতত্বং তস্যাবস্তুত্বার্থমবিদ্যাকল্পিতবিশেষণমেতদেব ত্রয়ং সর্ব্বকর্ম্ম প্রবর্ত্তকমিত্যাহ ইত্যেতদিতি। সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকমিত্যধ্যাহর্ত্তব্যং। চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমিতি ভাষ্যানুসারেণচোদনাশব্দার্থমাহ প্রবর্ত্তিকেতি। সর্ব্বকর্ম্মণামিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, ত্রৈবিধ্যং জ্ঞানাদীনাং প্রাগুক্তং কর্ম্মণাং চোদনেতি বিগ্রহঃ। তেষাং সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বমনুভবেন সাধয়তি জ্ঞানাদীনামিতি। হানোপাদানাদীত্যাদিপদেনোপেক্ষাবিবক্ষিতা। করণমিত্যাদেস্তাৎপর্য্যমাহ ততইতি। জ্ঞানাদীনাং প্রবর্ত্তকত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে শ্লোকভাগমবতারয়তি ইত্যেতদিতি। বাহ্যমন্তস্থঞ্চ দ্বিবিধং করণব্যুৎপত্ত্যা কথয়তি করণমিতি। উক্তলক্ষণং কর্ম্মৈব স্ফুটয়তি কর্ত্তুরিতি। স্বতন্ত্রোহি কর্ত্তা স্বাতন্ত্র্যঞ্চ কারকাপ্রযোজ্যস্য তৎপ্রযোক্তৃত্বমিত্যাহ কর্ত্তেতি। কথমুক্তে ত্রিবিধে কর্ম্ম সংগৃহ্যতে তত্রাহ কর্ম্মেতি। কর্ম্মনোহি প্রসিদ্ধং কারকাশ্রয়ত্বমিতি ভাবঃ॥ ১৮॥

রামানুজ।—সর্ব্বমিদম কর্ত্তৃত্বাদ্যনুসন্ধানং সত্ত্বগুণবৃদ্ধ্যৈব ভবতীতি সত্ত্বস্যোপাদেয়তাং জ্ঞাপনায় কর্ম্মণি সত্ত্বাদিগুণকৃতং বৈষম্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ কর্ম্মচোদনাপ্রকারং তাবদাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং কর্ত্তব্যকর্ম্মবিধিবিষয়জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং চ কর্ত্তব্যং কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা কর্ম্মণস্তস্য বোদ্ধেতি ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা বোধবোদ্ধব্যবোদ্ধৃযুক্তা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মবিধিরিত্যর্থঃ। তত্র বোদ্ধব্যরূপং কর্ম্ম ত্রিবিধং সংগৃহ্যতে [হস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ] করণং কর্ম্মকর্ত্তেতি। করণং সাধনভূতং দ্রব্যাদিকং, কর্ম্ম যাগাদি, কর্ত্তানুষ্ঠাতেতি॥ ১৮॥

হনুমান্।—জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং প্রকাশনং, জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞেয়ং জ্ঞানক্রিয়াযাস্ কর্ম্ম ভোক্তা পরিজ্ঞাতা জ্ঞানক্রিয়াকর্ত্তা অবিদ্যাকল্পিতঃ।এতত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ক্রিয়ায়াঃচোদনা প্রবর্ত্তিকা।এতত্রিতয়সন্নিধৌ প্রবৃত্তঃ দৃশ্যতে অতঃ ইয়ং কর্ম্মচোদনা জ্ঞানজ্ঞেয়পরিজ্ঞাতাত্মিকা।ক্রিয়তেঽনেনেতি করণং শ্রোত্রাদি বুদ্ধীন্দ্রিয়ং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চ। কর্ম্ম কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়াপ্তুম্

মিষ্টতমং কর্ত্তায়ঃঅহং কারোমীতি প্রতীয়তে এতত্ত্রিতয়ং কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্ম ক্রিয়ালক্ষণং সংগৃহ্যতে আত্মনি ব্যবস্থাপ্যতে অনেনেতি সংগ্রহঃ করণকর্ম্মকর্ত্তৃষু হি সর্ব্বং কর্ম্ম সমবেতমতোঽয়ং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যত ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধোনাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ঞ্চাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ, জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম্ম, .পরিজ্ঞাতা এতজ্জ্ঞানাশ্রয়ঃ। এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা,চোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়েতি চোদনা,জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, চোদনেতি বিধিরুচ্যতে তদুক্তং ভট্টৈঃ,—"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ ইতি।" ততশ্চায়মর্থঃ, উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি তদুক্তং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা" ইতি, তথাচ করণং সাধকতমং কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ত্তা ক্রিয়ানিবর্ত্তকঃ, কর্ম্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ,করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদিকারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলং ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্॥ ১৮ ॥

বলদেব।—জ্ঞানকাণ্ডবৎ কর্ম্মকাণ্ডেঽপি জ্ঞানাদিত্রয়মস্তি। তচ্চ সনিষ্ঠেন কর্ম্মিণা বোধ্যমিতি উপদিশতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতেত্যেবংত্রিকযুক্তা কর্ম্মচোদনা জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মবিধিঃ। "চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন" ইত্যভিযুক্তোক্তেঃ। তন্ত্রিকং স্বয়মেব ব্যাখ্যাতি করণমিতি। যজ্জ্ঞানং তৎ করণং জ্ঞায়তেঽনেনেতি নিরুক্তেঃ করণকারকমিত্যর্থঃ। যজ্জ্ঞেয়ং কর্ত্তব্যং জ্যোতিষ্টোমাদি তৎ কর্ম্মকারকম্। যস্তু তস্য পরিতোঽনুষ্ঠানেন জ্ঞাতা স কর্ত্তেতি কর্ত্তৃকারকম্। এবং কর্ম্মসংগ্রহো জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মবিধিস্ত্রিবিধঃ। করণাদিকারকত্রয়সাধ্যঃ। চোদনাসংগ্রহশব্দয়োরৈক্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বমধিষ্ঠানাদিপঞ্চকস্য ক্রিয়াহেতুত্বেনাত্মনঃ সর্ব্বকর্ম্মাসংস্পর্শিত্বমুক্তং, সম্প্রতি তমেবার্থং জ্ঞানজ্ঞেয়াদিপ্রক্রিয়ারচনয়া ত্রৈগুণ্যভেদব্যাখ্যয়া চ বিবরীতুমুপক্রমতে। জ্ঞানং বিষয়প্রকাশক্রিয়া, জ্ঞেয়ং তস্য কর্ম্ম, পরিজ্ঞাতা তস্যাশ্রয়োভোক্তান্তঃকরণোপাধিপরিকল্পিতঃ এতেষাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হি হানোপাদানাদিসর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাদত এতত্ত্রয়ং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকং, তদেতদাহ ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনেতি প্রবর্ত্তকমুচ্যতে চোদনেতি চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুরিতি শাবরে "চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন' ইতি। ভাট্টে চ বচনে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকবচনত্বং যদ্যপি চোদনাপদশক্যতয়া প্রতীয়তে তথাপি বচনত্বং বিহায় প্রবর্ত্তকমাত্রমিহ লক্ষ্যতে জ্ঞানাদিষু বচনত্বাভাবাৎ, এবঞ্চ প্রেরণীয়ত্বং প্রেরকত্বং চানাত্মন এব নাত্মন ইত্যভিপ্রায়ঃ। তথা করণং সাধকতমং বাহ্যং শ্রোত্রাদ্যন্তস্থং বুদ্ধ্যাদি, কর্ম্ম কর্ত্তুরীপ্সিততমং ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানমুৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যঞ্চ, কর্ত্তা চ ইতরকারকাপ্রয়োজ্যত্বে সতি সকলকারকাণাং প্রয়োক্তা ক্রিয়ায়া নির্ব্বর্ত্তকশ্চিদচিদ্গ্রন্থিরূপ, ইতি ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্ম সংগৃহ্যতে সমবৈত্যত্রেতি কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মাশ্রয়ঃ চকারার্থাদিতি শব্দাৎ সম্প্রদানমপাদানমধিকরণঞ্চ

রাশিত্রয়ান্তর্ভূতম্ এবং কারকষট্কমেব ত্রিবিধং ক্রিয়ায়া আশ্রয়ো ন তু কূটস্থ আত্মেত্যর্থঃ। কর্ম্মপ্রেরকস্য কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কারকরূপত্বাৎ ত্রৈগুণ্যাত্মকত্বাচ্চাকারকস্বভাবো গুণাতীতশ্চাত্মা জ্ঞানং প্রেরণারূপং লিঙ্গাদিশব্দজন্যং জ্ঞেয়ং তস্য জ্ঞানস্য বিষয়ত্বেন লিঙ্গাদিশব্দরূপং প্রেরকং পরিজ্ঞাতা তস্য জ্ঞানস্যাশ্রয়ঃ প্রেরণীয়ঃ ইত্যেবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা কর্ম্ম ক্রিয়া পুরুষব্যাপাররূপার্থীভাবনা তদ্বিষয়া চোদনা প্রেরণা বিধিরূপা শাব্দীভাবনেত্যর্থঃ, তথা করণং সেতিকর্ত্তব্যতাকং সাধনং ধাত্বর্থঃ, কর্ম্ম ভাব্যং স্বর্গাদিফলং কর্ত্তা ফলকামনাবান্ পুরুষঃ ক্রিয়ায়া নির্ব্বর্ত্তক ইত্যেবং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মণঃ পুংব্যাপাররূপস্য সংগ্রহঃ সংক্ষেপঃ তদেবমর্থভাবনারূপপুংপ্রযত্নস্য বিধেয়স্যাভাবাচ্ছব্দভাবনারূপোবিধির্ন শুদ্ধমাত্মানং গোচরয়তি কারকাশ্রয়ত্বাদ্বিধিবিধেয়য়োঃ। তদুক্তং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদানিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুনেতি" কারিকাণাং চ ত্রৈগুণ্যরূপত্বমনন্তরমেব ব্যাখ্যাস্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র প্রসঙ্গাদ্বিধিশ্চিন্ত্যতে প্রবৃত্তিহেতুত্বেন প্রেরণা তাবৎসর্ব্বলোকানুভবসিদ্ধা রাজ্ঞা প্রেরিতো বালেন প্রেরিতো ব্রাহ্মণেন প্রেরিতোঽহমিতি হি প্রবর্ত্তমানা বক্তারোভবন্তি, সা চ প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তকরাজাদিনিষ্ঠা, তত্রোৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্টং প্রতি প্রবর্ত্তনা আজ্ঞা প্রেষণেতি চোচ্যতে, নিকৃষ্টস্যোৎকৃষ্টং প্রতি প্রবর্ত্তনাঽধ্যেষণেতি চোচ্যতে সমস্য সমং প্রত্যুৎকর্ষনিকর্ষৌদাসীন্যেন প্রবর্ত্তনাঽনুজ্ঞাঽনুমতিরিতি চোচ্যতে, তে চাজ্ঞাদয়ো জ্ঞানবিশেষা ইচ্ছাবিশেষা বা চেতনধর্ম্মা এব লোকে প্রসিদ্ধাঃ, বেদে তু বিধিনাঽহং প্রেরিতঃ করোমীতি ব্যবহর্ত্তারোভবন্তি, তত্র স্বয়মচেতনত্বাদপৌরুষেয়ত্বাচ্চ বৈদিকস্য বিধের্ন চৈতনধর্ম্মেণাজ্ঞাদিনা প্রেরকতা সম্ভবত্যতঃ স্বধর্ম্মেণৈব সাভ্যুপগন্তব্যা গত্যন্তরাসম্ভবাৎ, স এব চ ধর্ম্মশ্চোদনা প্রবর্ত্তনা প্রেরণা বিধিরুপদেশঃ শব্দভাবনেতি চোচ্যতে। তত্র কেচিদলৌকিকমেব শব্দব্যাপারং কল্পয়ন্তি, অন্যে তু ক্লৃপ্তেনৈবোপপত্তৌ নালৌকিককল্পনাং সহন্তে, প্রবর্ত্তনা হি প্রবৃত্তিহেতুর্ব্যাপারো বিধিশব্দস্য চাখ্যাতত্বেন দশলকারসাধারণেনোপাধিনা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনাং প্রতি বাচকত্বং তজ্জ্ঞানহেতুত্বমিতি যাবৎ, সা চ জ্ঞাতৈবানুষ্ঠাতুং শক্যত ইতি তদ্ধীহেতোরপি শব্দস্য তদ্ধেতুত্বং পরম্পরয়া ভবত্যেব, তত্র বিধিশব্দস্য পুরুষপ্রবৃত্তিরূপভাবনাজ্ঞানহেতুর্ব্যাপারঃ পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকত্বদ্বাচকশক্তিমত্তয়া বিধিশব্দজ্ঞানং, স এব চ তস্য প্রবৃত্তিহেতুর্ব্যাপার ইতি প্রবর্ত্তনাভিধানীয়কং লভতে জ্ঞানদ্বারেণৈব শব্দস্য প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ জ্ঞানজনকব্যাপারাতিরিক্তব্যাপারকল্পনে মানাভাবাৎ, জ্ঞানজনকশ্চ ব্যাপারস্তস্য স্বজ্ঞানং শক্তিজ্ঞানং শক্তিবিশিষ্টস্বজ্ঞানঞ্চ, তত্রাদ্যয়োরন্যতরস্য শব্দভাবনাত্বং তৃতীয়স্য তু তত্র করণত্বমিতি বিবেকঃ। এবং স্থিতে নিষ্কর্ষঃ, বিধিনা স্বজ্ঞানং জন্যতে প্রবর্ত্তনাত্বেনাভিধীয়তে অপীতি বিধিজ্ঞানমেব শব্দভাবনা তস্যাঞ্চ পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনৈব ভাব্যতয়ান্বেতি করণতয়া চ প্রবৃত্তিবাচকশক্তিমদ্বিধিজ্ঞানমেব ভাবনাসাধ্যস্যাপি ফলাবচ্ছিন্নাং ভাবনাং প্রতি করণত্বং ফলকরণত্বাদেব যাগস্যেব স্বর্গভাবনাং প্রতি ন বিরুধ্যতে। তথা চ পুরুষস্য প্রবৃত্তিং ভাবয়েৎ কেনেত্যপেক্ষায়াং পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকশক্তিমত্তয়া জ্ঞাতেন বিধিশব্দেনেতি করণাংশপূরণং কথমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামর্থবাদৈঃ স্তুত্যেতীতিকর্ত্তব্যতাংশপূরণং ইয়ং গৌঃ ক্রয্যতি লৌকিকে বিধৌ বহুক্ষীরা জীবদ্বৎসা সুপত্যা সমাংসমীনে-

ত্যাদিলৌকিকার্থবাদবৎ।সমাং সমাং প্রতিবর্ষং প্রসূয়তে সা গৌ। নন্বাখ্যাতত্বেন বিধিশব্দাদুপস্থিতা পুরুষপ্রবৃত্তির্ভাব্যতয়ান্বেতু,করণং তু কথমনুপস্থিতমন্বেতি। উচ্যতে বিধিশব্দস্তাবচ্ছ্রবণেনোপস্থাপিতস্য পুরুষপ্রবৃত্তিবাচকশক্তিরপি স্মরণেনোপস্থাপিতা, তদুভয়বৈশিষ্ট্যং তন্নিষ্ঠাজ্ঞাততা চ মনসেতি বাচকশক্তিমত্তয়া জ্ঞাতোবিধিশব্দ উপস্থিত এব।অনেন যচ্ছব্দাত্তদ্ভাবয়েদিতি প্রতিশব্দং স্বাধ্যায়বিধিতাৎপর্য্যাচ্ছব্দাতিরিক্তেনোপস্থিতমপি শাব্দবোধেভাসত এব, যথা জ্যোতিষ্টোমাদি নামধেয়ং যথা বা লিঙ্গবিনিযোজ্যোমন্ত্রঃ। তদুক্তমাচার্য্যৈরুদ্ভিদধিকরণে অনুপস্থিতবিশেষণাবিশিষ্টে বুদ্ধির্ন ভবতি ন ত্বনভিহিতবিশেষণেতি, এবমর্থবাদানামুপস্থিতিঃ, শ্রোত্রেণ প্রাশস্ত্যস্য তু তৈরেব লক্ষণয়া তদুভয়নিষ্ঠজ্ঞাততায়াস্ত মনসেত্যর্থবাদৈঃ প্রশস্তত্বেন জ্ঞাপ্যেতীতি কর্ত্তব্যতাংশান্বয়োঽপ্যুপপন্ন এব। নমু কিং প্রাশস্ত্যং ন তাবৎ ফলসাধনত্বং তস্য যাগেনভাবয়েৎ স্বর্গমিত্যর্থভাবনান্বয়বশেন বিধিবাক্যাদেব লব্ধত্বাৎ নান্যৎ প্রবৃত্তাবনুপযোগাৎ, উচ্যতে বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বং প্রাশস্ত্যং,তচ্চ নেষ্টহেতুত্বজ্ঞানাল্লভ্যতে ইষ্টহেতাবপি কলঞ্জভক্ষণাদাবনিষ্টহেতুত্বস্যাপি দর্শনাৎ,বিহিতশ্যেনফলস্য চ শত্রুবধাদ্যানিষ্টানুবন্ধিত্বং দৃষ্টং, অতো যাবৎ সাধনস্য ফলস্য চানিষ্টহেতুত্বং নোচ্যতে, তাবদিষ্টহেতুত্বেন জ্ঞাতেঽপি তত্র পুরুষো ন প্রবর্ত্ততে,অতএবোক্তং"ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্মনানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যত॥" ইতি। অতঃ স্বতঃ ফলতোবানর্থানুবন্ধিত্বরূপপ্রাশস্ত্য-বোধনেনার্থবাদা বিধিশক্তিমুত্তম্ভন্তি, ক উত্তম্ভঃ স্বতঃ ফলতোবার্থাননুবন্ধিত্বশঙ্কায়াঃ প্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধিকায়া বিগমঃ, ইদমেব চ বিধেঃ প্রবৃত্তিজননে সাহায্যমর্থবাদৈঃ ক্রিয়ত ইতি বিধিরর্থবাদসাকাঙ্ক্ষঃ। এবমর্থবাদা অপ্যভিধয়া গৌণ্যা বা বৃত্ত্যাভূতমর্থং বদন্তোঽপি স্বাধ্যায়বিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনবত্ত্বলাভায় বিধিসাকাঙ্ক্ষাঃ, সোঽয়ং নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ সম্প্রয়োগঃ। যথৈকস্য দগ্ধরথস্য জীবদ্ভিরশ্বৈরন্যস্য বিদ্যমানস্য রথস্যাবিদ্যমানাশ্বস্য সম্প্রয়োগঃ পরস্পরস্যার্থবত্ত্বায়, তথার্থবাদানাং প্রয়োজনাংশো-বিধিনা পূর্য্যতে, বিধেশ্চ শব্দভাবনায়া ইতিকর্ত্তব্যতাংশোঽর্থবাদৈরিতি তদিদমুভয়োঃ শ্রবণে পূর্ণমেব বাক্যম্। একস্য শ্রবণে ত্বন্যস্য কল্পনয়া পূরণীয়ং। যথা বসন্তায় কপিঞ্জলানালভত ইতি বিধাবর্থবাদাংশোঽশ্রুতোঽপি কল্প্যতে, প্রতিতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরুপয়ন্তীত্যাদ্যর্থবাদে বিধ্যংশঃ। তথা চ সূত্রং "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎস্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যু" রিতি বিধিনা স্তুতিসাকাঙ্ক্ষেণ প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষাণামর্থবাদানামেকবাক্যত্বাদ্বিধীনাং বিধেয়ানাং স্তুত্যর্থেন স্তুতি-প্রয়োজনেন স্তুতিরূপেণ প্রয়োজনসাকাঙ্ক্ষেণ লাক্ষণিকেনার্থেন বানর্থক্যাভাবাদর্থবাদা ধর্ম্মে প্রমাণানি স্যুরিতি তস্যার্থঃ। নমু "য এব লৌকিকাঃ,শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্তএব চামীষামর্থা" ইতি ন্যায়াদ্বিধিশব্দস্য লোকে যত্র শক্তির্গৃহীতা বেদেঽপি তদর্থকেনৈব তেন ভবিতব্যং, লোকে চ প্রেষণাদি পুরুষধর্ম্মবাচিত্বং ক্লৃপ্তমিতি বেদে শব্দভাবনাবাচিত্বং কথমুপপদ্যতে। উচ্যতে লোকবেদয়োরৈকরূপ্যমেব। তথাহি লোকে প্রেষণাদিকং ন তেন রূপেণ বিধিপদবাচ্যম্, অননুগমেন নানার্থত্বপ্রসঙ্গাত্তদ্বদেব ভাবনাবাচিত্বোপপত্তেশ্চ, কিন্তু প্রেষণাধ্যেষণানুজ্ঞাস্বস্তি প্রবর্ত্তনাত্বমেকং তচ্চ শব্দব্যাপারেঽপি তুল্যমিতি তদেব লিঙ্গাদিপদবাচ্যং, তচ্চ লৌকিকশব্দে-নাপ্তেব, তত্র রাজাদীনামেব প্রবর্ত্তকত্বাৎ প্রবর্ত্তকব্যাপার এব হি প্রেষণাত্বেন ইত্যাদিনা ন

বিধিপদবাচ্যং কিন্তু প্রবর্ত্তনাত্বেন বাচ্যং প্রবর্ত্তনা প্রবর্ত্তকত্বং চ রাজাদেরিব বেদস্যাপ্যনুভবসিদ্ধং। নন্ বেদেঽপি প্রবর্ত্তনাবানীশ্বরঃ কল্প্যতাং লোকে রাজাদিবৎ তদুক্তং বিধিরেব তাবদ্গর্ভইব শ্রুতিকুমার্য্যাঃ পুংযোগে মানমিতি। ন, বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বাৎ, ন হি বেদস্য কর্ত্তা পুরুষো লোকে বেদে বা প্রসিদ্ধঃ, তৎ কল্পনে চ তজ্জ্ঞানপ্রামাণ্যাপেক্ষয়া বেদপ্রামাণ্যে নিরপেক্ষত্বেন স্থিতং স্বতঃ প্রামাণ্যং ভগ্নং স্যাৎ। বুদ্ধবাক্যেঽপি প্রামাণ্যপ্রসঙ্গাচ্চ, ঈশ্বরবচনত্বে সমানেঽপি বুদ্ধবাক্যং ন প্রমাণং, বেদবাক্যং তু প্রমাণমিতি সুভগাভিক্ষুকন্যায়প্রসঙ্গঃ মহাজনানামুভয়সিদ্ধত্বাভাবেন তৎপরিগ্রহাভ্যামপি বিশেষানুপপত্তেঃ, ঈশ্বরপ্রেরণায়াঃ লোকবেদসাধারণত্বেন লোকেঽপি রাজাদীনাং প্রেরকত্বং স্যাৎ, ঈশ্বরপ্রেরণায়াং স্থিতায়ামেব রাজাদিরপ্যসাধারণতয়া প্রেরক ইতি চেৎ হন্ত সা তিষ্ঠতু ন বা, কিং ত্বিহাপ্যসাধারণঃ প্রেরকো বেদ এব রাজাদিস্থানীয় ইত্যাগতং মার্গে। ঈশ্বরপ্রেরণায়াঃ সাধারণায়া অসাধারণপ্রেরণাসহকারেণৈব প্রবর্ত্তকত্বাৎ। কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রেরণায়াং সর্ব্বোঽপি বিহিতং কুর্য্যাদেব ন তু কশ্চিদপি লঙ্ঘয়েৎ নিষিদ্ধেঽপি চেশ্বরপ্রেরণাস্ত্যেব অন্যথা ন কোঽপি তত্র প্রবর্ত্তেতেতি তদপি বিহিতং স্যাৎ। তথা চোক্তং—"অজ্ঞোজন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥" —তস্মাদ্রাজাদিরিব বেদোঽপি স্বপ্রবর্ত্তনাং জ্ঞাপয়ন্নিচ্ছোপহারমুখেন প্রবর্ত্তয়তীতি সিদ্ধং লোকবেদয়োরৈকরূপ্যং, পূর্ব্বমীমাংসকানাং স্বতন্ত্রোবেদো, ব্রহ্মমীমাংসকানাং তু ব্রহ্মবিবর্ত্তস্তৎপরতন্ত্রোবেদ ইতি যদ্যপি বিশেষস্তথাপি শ্বসিততুল্যত্বেন বেদস্যাপৌরুষেয়ত্বমুভয়েষামপি সমানম্। অত্র চ প্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারবত্ত্বং প্রবর্ত্তনাত্বং সুখত্বোঽথদুঃখত্বোবোপাধিস্তস্মিন্ বিধিপদশক্যেঽপি তদাশ্রয়বিশেষোপস্থিতির্গবাদিতুল্যৈব অনুকূলব্যাপারত্বং বা শক্যং প্রবৃত্ত্যংশস্ত্বাখ্যাতত্বেন শক্যন্তরলভ্যৈব দণ্ডীত্যত্র সংবন্ধিনি মতুবর্থে প্রকৃত্যর্থং দণ্ডাংশবৎ ফলসাধনতাবোধএব প্রেরণা তামেব কুর্ব্বন্ প্রেরকোবিধিস্তঃ ফলসাধনতৈব প্রেরণাত্বেন বিধিপদশক্যেতি মণ্ডনাচার্য্যাঃ। ফলসাধনতা চার্থভাবনান্বয়ালভ্যেত্যুক্তং প্রাক্। ইমমেব চ পক্ষং পার্থসারথিপ্রভৃতয়ঃ পণ্ডিতাঃ প্রতিপন্নাঃ। ঔপনিষদামপি কেষাঞ্চিদিষ্টসাধনতাবাদোঽনেনৈব মতেনোপপাদনীয়ঃ। ইষ্টসাধনত্বং স্বরূপেণৈব লিঙাদিপদশক্যং ন প্রেরণাত্বেনেতি তার্কিকাঃ। তন্ন, গৌরবাদন্যলভ্যত্বাদন্বয়াযোগ্যত্বাচ্চ, ইচ্ছাবিষয়সাধনত্বাপেক্ষয়া প্রবর্ত্তনাত্বমতিলঘু ইচ্ছাতদ্বিষয়য়োরপ্রবেশাৎ ইচ্ছাজ্ঞানস্যাপি প্রবৃত্তিজ্ঞানবৎ প্রবৃত্তিহেতুত্বাপাতাৎ বস্তুগত্যা য ইচ্ছাবিষয়স্তৎসাধনমিতিশব্দেন প্রতিপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ সাধনত্বমাত্রস্যৈব শক্যত্বে চ তেনৈব প্রত্যয়েনোপস্থাপিতয়া প্রবৃত্ত্যা সহ শ্রুত্যা তদন্বয়সম্ভবে পদান্তরোপস্থাপিতস্বর্গেন সহ বাক্যেন তদন্বয়াসম্ভবাৎ প্রবর্ত্তনাত্ব এব পর্য্যবসানং শ্রুত্যা বাক্যস্য বাধাৎ। প্রত্যয়শ্রুতেঃ পদশ্রুতিতোঽপি বলীয়স্ত্বেন পশুনা যজেতেত্যত্র প্রকৃত্যর্থং পশুং বিহায় প্রত্যয়ার্থেন করণেন সহৈবৈকত্বস্যান্বয়াদেকং করণং পশুরিতি বচনব্যক্ত্যা ক্রত্বঙ্গত্বমেকত্বস্য স্থিতং কিমুবক্তব্যং পদান্তরসমভিব্যাহাররূপাদ্বাক্যাদ্বলীয়স্ত্বমিতি বাক্যার্থান্বয়লভ্যত্বাচ্চ নেষ্টসাধনত্বং পদার্থঃ, তথা হি প্রবর্ত্তনা কর্ম্মভূতা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপার্থভাবনা কিং কেন কথমিত্যংশত্রয়বতী বিধিনালম্বত্বেন প্রতিপাদ্যত ইত্যুক্তং প্রাক্।

অপুরুষার্থকর্ম্মিকায়াং চ তস্যাং প্রবর্ত্তনানুপপত্তেরেকপদোপস্থাপিতমপ্যপুরুষার্থং ধাত্বর্থং বিহায় ভিন্নপদোপাত্তমন্যবিশেষণমপি কামপদসম্বন্ধেন সাধ্যতান্বয়যোগ্যং স্বর্গমেব পুরুষার্থং সা ভাব্যতয়ালম্বতে, (স্বর্গং কাময়তে স্বর্গকাম ইতি কর্ম্মণ্যণি) দ্বিতীয়ায়া অন্তর্ভূতত্বাৎ, যজতেরকর্ম্মকত্বেন স্বর্গমিত্যুক্তেনানন্বয়াচ্চ, অতএব যত্র কামিপদং ন শ্রূয়তে, তত্রাপি তৎ কল্প্যতে যথা প্রতিষ্ঠন্তি হ বা য এতা রাত্রীরুপয়ন্তীত্যাদৌ, প্রতিষ্ঠাকামারাত্রিসত্রমুপেয়ুরিত্যাদি, এবং চ লব্ধভাব্যায়াং তস্যাং সমানপদোপস্থাপিতোধাত্বর্থ এব করণতয়াম্বেতি ভাব্যাংশস্য কর্ম্মবিষয়েণাবরুদ্ধত্বাৎ সুপ্ বিভক্তিযোগ্যে ধাত্বর্থনামধেয়ে জ্যোতিষ্টোমাদৌ তৃতীয়াশ্রবণাৎ, যত্রাপি নামধেয়ে দ্বিতীয়া শ্রূয়তে, তত্রাপি ব্যত্যয়ানুশাসনেন তৃতীয়াকল্পনাৎ। তদুক্তং মহাভাষ্যকারৈ "রগ্নিহোত্রং জুহোতীতি তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়েতি।" অতএব তৈঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ প্রত্যয়ার্থং সহ ব্রূতস্তয়োঃ প্রত্যয়ার্থঃ প্রাধান্যেন প্রকৃত্যর্থোগুণত্বেনেতি প্রত্যয়ার্থং ভাবনাং প্রতি ধাত্বর্থস্য গুণত্বেন করণত্বমুক্তম্ আখ্যাতং ক্রিয়াপ্রধানমিতি বদদ্ভির্নিরুক্তকারৈরপ্যেতদেবোক্তং। ভাবার্থাধিকরণে চ তথৈব স্থিতং, তেন সর্ব্বত্র প্রত্যয়ার্থং প্রতি ধাত্বর্থস্য করণত্বেনৈবান্বয়নিয়মঃ। অতএব, গুণবিশিষ্টধাত্বর্থবিধৌ ধাত্বর্থানুবাদেন কেবলগুণবিধৌ চ মত্বর্থলক্ষণাবিধের্ব্বিপ্রকৃষ্টবিষয়ত্বং চ যথা সোমেন যজেতেতি বিশিষ্টবিধৌ সোমবতা যাগেনেতি দধ্না জুহোতীতি গুণবিধৌ দধিমতা হোমেনেতি নামধেয়ান্বয়ে তু সামানাধিকরণ্যোপপত্তের্ধাত্বর্থমাত্রবিধানাচ্চ ন মত্বর্থলক্ষণা ন বা বিধিবিপ্রকর্ষঃ, তদেবং জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকাম ইত্যত্রাখ্যাতার্থোভাবয়েদিতি কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং কর্ম্মবিষয়ং স্বর্গমিতি বিধিশ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাদাকাঙ্ক্ষায়া উৎকটত্বাচ্চ তথাবস্থিতং ষষ্ঠান্তে ততঃ কেনেত্যপেক্ষিতে যাগেনেতি তৃতীয়ান্তপদসমানাধিকরণত্বাৎ করণত্বেনৈবান্বনিয়মাচ্চ কিংনাম্নেত্যপেক্ষিতে জ্যোতিষ্টোমেনেতি তন্নাম্নেত্যর্থঃ শব্দাদনুপস্থিতোঽপি জ্যোতিষ্টোমশব্দোভাসত এব শাব্দবোধে শ্রবণেনোপস্থাপিতত্বাৎপর্য্যাবশাৎ নামধেয়ান্বয়ে চ ন বিভক্ত্যর্থোদ্বারং নাপ্যবাচ্যার্থান্বয় ইব তেনমত্বর্থলক্ষণামন্তরেণৈব জ্যোতিষ্টোমশব্দবতেত্যন্বয়লাভঃ। তথা চ কবিপ্রয়োগঃ "হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ" ইতি হিমালয়নামবানিত্যর্থঃ, এবং "ইহ প্রভিন্নকমলোদরে মধূনি মধুকরঃ পিবতী" ত্যাদাবগৃহীতসঙ্গতিকৈকপদবতি বাক্যে মধুকরাদিপদং স্বরূপেণৈব ভাসতে নামধেয়বৎ নার্থমুপস্থাপয়তি প্রাগগৃহীতসঙ্গতিকত্বাৎ, অতএব মধুকরশব্দবাচ্য ইত্যপি লক্ষণা স্যান্নয়ঃ। শক্যজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাল্লক্ষ্যজ্ঞানস্য, স্বরূপতস্তু শব্দে ভাতে বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃপশ্চাৎ কল্প্যতে সংসর্গনির্ব্বাহায়েতি। তদয়ং বাক্যার্থঃ। জ্যোতিষ্টোমনাম্না যাগেন স্বর্গমিষ্টং ভাবয়েদিতি কথমিত্যপেক্ষিতে শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যাভিঃ সামবায়িকারাদুপকারকাঙ্গগ্রামঃ পূর্ব্বোক্তি বিকৃতৌ প্রকৃতিবদিত্যুপবন্ধেন নিত্যে যথাশক্তীত্যুপবন্ধেন মুখ্যালাভে প্রতিনিধায়াপীতি যাবন্নায়লভ্যং তৎপূরণং, এবং চ যাগস্য স্বর্গাবচ্ছিন্নভাবনাকরণত্বেন চ সাক্ষাৎকর্ত্তৃব্যাপারবিষয়ত্বরূপং কৃতিসাধ্যত্বং শ্রুত্যার্থাভ্যাং লভ্যত ইতি তদুভয়মপি ন লিঙ্গাদিপদবাচ্যম্ অপ্রাপ্তে শাস্ত্রমর্থবদিতি ন্যায়াৎ অনন্বয়াচ্চ। ইষ্টসাধনমিতি সমাসে গুণভূতমিষ্টপদং স্বর্গকাম ইতি সমাসান্তরগুণভূতেন স্বর্গপদেন কথমন্বিয়াৎ ইষ্টস্বর্গসাধন-

মিতি । ন হি রাজপুরুষো বীরপুত্র ইত্যত্র বীরপদরাজপদয়োরন্বয়োঽস্তি । "পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেনে"তি ন্যায়াৎ করণত্বিত্যুক্তে জ্যোতিষ্টোমাদিনামধেয়ানন্বয়প্রসঙ্গাদিদোষাশ্চাস্মিন্ পক্ষে দ্রষ্টব্যাঃ। এতেনেষ্টসাধনত্বমনিষ্টাসাধনত্বং কৃতিসাধ্যত্বমিতি ত্রয়মপি বিধ্যর্থ ইত্যপাস্তম্ অতিগৌরবাদর্থবাদানাং, সর্ব্বথা বৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ, অতএব কৃতিসাধ্যত্বমাত্রং বিধ্যর্থ ইত্যপি ন ভাবনাকরণত্বেনার্থলভ্যত্বাদিত্যুক্তেঃ অলৌকিকোনিয়োগস্ত্বলৌকিকত্বাদেব ন বিধ্যর্থঃ পরাক্রান্তং চাত্রসূরিভিঃ, তস্মাদুল্লভ্যা লঘুত্বা চ প্রেরণৈব লিঙাদিপদবাচ্যেতি স্থিতং, প্রবর্ত্তকং তু জ্ঞানম্বাক্যার্থমর্য্যাদালভ্যমন্যদেব সর্ব্বেষামপি বাদিনাম্ আখ্যাতার্থ এব চ বিশেষ্য তয়া ভাসতে ন ধাত্বর্থো ন নামার্থঃ, স্বর্গকামোবেতি চোক্তপ্রায়মেব, তেন চ যাগানুকূলকৃতিমান্ স্বর্গকাম ইতি তার্কিকমতং পুরুষবিশেষ্যকবাক্যার্থজ্ঞানমপাস্তং সংক্ষেপেণ মতং ভাট্টমিদমত্রোপপাদিতং যদ্বক্তব্যমিহান্যত্তদনুসন্ধেয়মাকরাৎ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সমাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগোপপাদনোপযোগী আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বোপপাদনপ্রকারঃ, অত্রাহ সাংখ্যঃ যদুক্তং "পঞ্চৈতে তস্য হেতব" ইতি যচ্চোক্তং ন হন্তীতি তন্মৃষ্যামহে ন হ্যপরিণামী চেতনঃ পরিস্পন্দাত্মকস্য কায়িকাদি ভেদেন ত্রিবিধস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তা ভবতীতি বক্তুংযুজ্যতে, যত্তু ন নিবধ্যত ইতি ভোক্তৃত্বমুক্তমপি প্রত্যাখ্যাতং তন্নমৃষ্যামহে নহি কুলালাদয়ঃ স্বপ্রযুক্তাএব ঘটাদীন্ নির্বর্ত্তয়ন্তি কিন্তু ভোক্তৃপুরুষপ্রযুক্তাঃ,অন্যথা ভোক্তৄণামভাবে ব্যর্থৈব তৎপ্রবৃত্তিরিত্যাপততি এবং প্রধানমাত্রাভূতাঃ কর্ত্রাদয়ঃ পুরুষস্য ভোগাপবর্গসাধনপ্রযুক্তাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিবর্ত্তয়ন্তি তস্মাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃস্বভাবত্বাদকর্ত্তৃত্বানুসন্ধানপূর্ব্বকমপি কৃতং কর্ম্ম ভোক্তুঽবশ্যমেব ভোক্তব্যমিতি সাত্ত্বিকত্যাগেঽপি কর্ম্মালেপবচনমসঙ্গতমিতি অত্র প্রতিবিধত্তে জ্ঞানং জ্ঞেয়মিতি। জ্ঞানং জ্ঞায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনেনেতি প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণজন্যোঘটাদিপ্রকাশঃ স চ বর্ত্তমানোঽতীতোবা, জ্ঞেয়ং বোধবিষয়োঘটাদিঃ, পরিজ্ঞাতা বিষয়ী সাভাসধীরূপো যো ভোক্তেত্যুচ্যতে । এবংরূপপ্রকারত্রয়বতী ত্রিবিধা কর্ম্মণাং চোদনা ত্রয়ং সমুচ্চিতং সৎ কর্ম্মণি প্রবর্ত্তকমিত্যর্থঃ । সত্যপি জ্ঞেয়ে জ্ঞাতরি বা জ্ঞানে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, জ্ঞানে জ্ঞাতরি চ সতি দেশকালব্যবহিতে জ্ঞেয়ে প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ সত্যপি সংস্কারাত্মকে জ্ঞানে জ্ঞেয়ে চ সন্নিহিতে তথাপি সুষুপ্তৌ প্রমাত্রভাবাৎ প্রবৃত্ত্যদর্শনাদেতৎ ত্রয়ং ত্রিদণ্ডবিষ্টম্ভবদন্যোন্যাপেক্ষং সৎ হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিরূপং কার্য্যং জনয়িত্বা হানাদ্যনুকূলে ব্যাপারে প্রবর্ত্তয়তীতি কর্তৃপদাভিধেয়মিত্যর্থঃ। (চোদনেতি কর্ত্তরি নন্দ্যাদি ল্যুপ্রত্যয়ান্তত্বেন চোদনাশব্দঃ কর্ত্তৃবাচী লিঙ্গং তথা করণমিন্দ্রিয়ং, কর্ম্ম তেন যৎ ক্রিয়মাণং বিষয়গ্রহণং কর্ত্তা পূর্ব্বোক্ত এব পরিজ্ঞাতা এতৎত্রয়ং সমুদিতং সৎ কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মণ ঈপ্সিততমস্য ভোগাস্য সংগ্রহঃ সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি সংশ্লেষস্থানং ভোক্তেত্যর্থঃ। সত্যপি ভোক্তরি করণে চ ক্রিয়াং বিনা ভোগাসম্ভবাৎ ক্রিয়ায়াশ্চাশ্রয়ং বিনা স্বরূপালাভাদাশ্রয়স্য করণং বিনা ভোক্তৃত্বানুপপত্তেশ্চৈতৎত্রয়ং মিলিতং সৎ ভোক্তেত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" ইতি । ইন্দ্রিয়ং প্রসিদ্ধং, মন ইত্যনেন বুদ্ধিরেব গৃহ্যতে, যুক্তমিন্দ্রিয়দ্বারা মতের্ভোগ্যেন

সহ সম্বন্ধক্রিয়া (ইন্দ্রিয়ঞ্চ মনশ্চ যুক্তঞ্চেতি বিগ্রহে ইন্দ্রিয়মনোযুক্তমিতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ) এতৎ ত্রয়ং ভোক্তা আত্মেত্যাহুর্মনীষিণ ইতি শ্রুত্যর্থঃ। এবং হি শ্রুতিস্মৃত্যোর্ব্যাখ্যানে তয়োর্মূলমূলিভাবো যুজ্যতে নান্যথা তথাচ কর্ত্তৃবৎ ভোক্তৃরপ্যনাত্মগণপতিতত্বাদ্ভোক্তৃত্বং ভোগকর্ত্তৃত্বমিতি নির্ব্বাচনাদ্যঃ কর্ত্তা স এব ভোক্তেতি প্রতিপাদনাদহমকর্ত্তা অভোক্তেতি চানুসন্ধানপূর্ব্বকং কর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বকৃতঃ কর্ম্মলেপো নাস্তীতি সিদ্ধং, ভাষ্যস্য চায়মেবার্থঃ। যেতু করণং ক্রিয়ায়াঃ সাধকতমং দশবিধং ব্যাহ্যং, মনোবুদ্ধিরূপমান্তরং, কর্ম্ম কর্ত্তুরীপ্সিততমং ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানমুৎপাদ্যমাপ্যং বিকার্য্যং সংস্কার্য্যঞ্চেতি চতুর্ব্বিধং, কর্ত্তা কারকান্তরপ্রয়োজকশ্চিদচিদ্গ্রন্থিঃ এতৎত্রয়ং কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মাশ্রয়ঃ কর্ত্তেত্যর্থঃ। তথা জ্ঞানং বিষয়প্রকাশনশক্তিঃ, জ্ঞেয়ং বিষয়ঃ, পরিজ্ঞাতা জ্ঞানাশ্রয়ো ভোক্তা এতৎত্রয়ং কর্ম্মণি প্রবর্ত্তকমিতি ব্যাচক্ষতে তেষামপ্যাত্মা ন কর্ত্তা নাপি সাংখ্যানামিব ভোক্তৃত্বেন প্রকৃতেঃ প্রবর্ত্তক ইত্যেবাশয়ঃ। তথাপি ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানস্য বক্ষ্যমাণসাত্ত্বিকাদিভেদানর্হস্য ঘটাদিরূপস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃকোটৌ প্রবেশাযোগঃ তস্য ক্রিয়াশ্রয়ত্বমাত্রবিবক্ষায়াং প্রকৃতে তৎ কথনানুপযোগশ্চ স্পষ্টঃ। তথাস্মাকন্তু ঘটাদিব্যাপকক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মশব্দবাচ্যত্বং মুখ্যং কর্ত্তৃকোটিপ্রবেশশ্চ ক্রিয়াক্রিয়াবতোর্ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদাপেক্ষয়া যুজ্যতে তথা জ্ঞানং প্রকাশনক্রিয়েতি মতে ক্রিয়ারূপেঽস্মিন্ প্রবর্ত্তকজ্ঞানান্তরস্যাপেক্ষেতি তত্রতত্রান্যস্যান্যস্যাপেক্ষেত্যনবস্থা দুর্নিবারা॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং ভগবন্মতে উক্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনাং। ভক্তানান্তু কর্ম্মযোগস্য স্বরূপেণৈব ত্যাগোঽবগম্যতে। যদুক্তং একাদশে ভগবতৈব। "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ।" ইত্যস্যার্থঃ স্বামিচরণৈর্ব্যাখ্যাতো যথা, ময়া বেদরূপেণাদিষ্টানপি স্বধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যো মাংভজেৎ সচ সত্তম ইতি কিমজ্ঞানত নাস্তিক্যাদ্বা নধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে দোষান্ প্রত্যবায়াংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপকতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সংতজ্য ইতি। অত্র ধর্ম্মান্ ধর্ম্মফলানি সংত্যজ্য ইতিতু ব্যাখ্যানং ঘটতে নহি ধর্ম্মফলত্যাগে কশ্চিদত্র প্রত্যবায়ো ভবেদিত্যবধেয়ম্। অয়ং ভাবঃ ভগবদ্বাক্যানাং তদ্বাপ্যাতৃণাঞ্চ, জ্ঞানং হি চিত্তশুদ্ধিমবশ্যমেবাপেক্ষতে নিষ্কামকর্ম্মভিঃ চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে বৃত্তে এব জ্ঞানোদয়তারতম্যং ভবেন্নান্যথা অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয়সিদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসিভিরপি নিষ্কামং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমেব, কর্ম্মভিঃ সম্যকৃতয়া চিত্তশুদ্ধৌ বৃত্তায়াংতু তৈরপি কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমেব। যদুক্তম্ "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" ইতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেবচ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে।" ইতি। ভক্তিস্তু পরমাস্বতন্ত্রা মহা প্রবলা চিত্তশুদ্ধিং নৈবাপেক্ষতে, যদুক্তং। "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদনুবর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।" ইতি। অত্রত্বাত্মপ্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্ত্বেঽপ্যধিকারিণি পরমায়া ভক্তেরপি প্রথমমেব প্রবেশঃ ততস্তত্রৈব কামাদীনামপগমশ্চ। তথা। "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব-

সরোরুহং। ধুনোতি মলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথাশরদি"তি চেত্যতো ভক্ত্যৈব যদি তাদৃশী চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ তদা ভক্তেঃ কথং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। কিঞ্চ ন কেবলং দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনো জ্ঞানমেব জ্ঞানং তথাত্মতত্ত্বমপি জ্ঞেয়ং তাদৃশ—জ্ঞানশ্রয় এব জ্ঞানী কিন্ত্বেতত্রিকং কর্ম্ম সম্বন্ধো বর্ত্ততে তদপি সন্ন্যাসিভিৰ্জ্ঞেয়ম্ ইত্যাহ জ্ঞানমিতি। অত্র চোদনা শব্দেন বিধি রুচ্যতে। যদুক্তং ভট্টৈঃ। "চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ"ইতি। উক্তং শ্লোকার্দ্ধং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে করণমিতি। যজ্‌জ্ঞানং তৎকরণং কারকম্ জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং ইতি বুৎপত্তেঃ। যজ্‌জ্ঞেয়ং জীবাত্মতত্ত্বং তদেব কর্ম্ম কারকং। যস্তস্য পরিজ্ঞাতা স কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ "করণং" "কর্ম্মকর্ত্তা" ইতি ত্রিবিধং কারকমিত্যর্থঃ। কর্ম্মসংগ্রহঃ কর্ম্মণো নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈবসংগৃহ্যত ইতি কর্ম্মচোদনা পদব্যাখ্যা। জ্ঞানত্বং জ্ঞেয়ত্বং জ্ঞাতৃত্বংচ এতত্ত্রয়ং নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানমূলকমিতিভাবঃ ॥১৮।১৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে আত্মার অকর্তৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বিন্যস্ত হইলেও এই দুরবগম্য তত্ত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পুনরায় সেই কথা এইস্থলে বিশদীকৃত হইতেছে। প্রথমতঃ বিবৃত হইতেছে যে, মনুষ্য সতত যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার প্রয়োজক কে, অর্থাৎ কাহার প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া মানবেরা কার্য্য সাধনে বিনিযুক্ত হয়। অনুধাবন সহকারে দেখিলেই উপলব্ধ হয় যে, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য কখনই তাহাতে বিনিযুক্ত হইত না। অতএব জ্ঞান যে কর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তদ্রূপ জ্ঞেয় অর্থাৎ অবলম্বনীয় কর্ম্মের তত্ত্বাববোধ এবং পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদুভয়ের বিষয়ীভূত কর্ম্মের ভোক্তাও কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। এই তিনের সমবায়েই কর্ম্মসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়। অপিচ, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিন আবার আর তিন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে। করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা এই তিনকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম সমূহ সম্পন্ন হয়। এ-সকলের বিশদ ব্যাখ্যা পরে বিনিবিষ্ট হইতেছে। আপাতত সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য যে, যেরূপ ভাবেই আলোচনা করা হউক না কেন, আত্মাকে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সমূহের কর্তৃরূপে গ্রহণ করিবার কোনই অবসর নাই। যে দিক দিয়া যে ভাবেই দর্শন করা যাউক, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আত্মা সকল ব্যাপারেই নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে "হত্বাপি ন নিবধ্যতে" অর্থাৎ হনন করিলেও বদ্ধ হন না, এই যে উক্তি নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই উৎপাদন করিবার নিমিত্ত কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, এবং কর্ম্মাশ্রয়ের বিবরণ বিন্যস্ত হইতেছে। এই সমস্ত ত্রিগুণাত্মক, কিন্তু আত্মা নিগুর্ণ; অতএব সেই নিগুর্ণ আত্মার ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই ইহাও এই স্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে। এই বস্তু বা এই কার্য্য ইষ্ট সাধক এইরূপ বোধের নাম জ্ঞান; ইষ্ট সাধনরূপ কর্ম্মের নাম জ্ঞেয়; উল্লিখিত জ্ঞানের আশ্রয়ের নাম পরিজ্ঞাতা। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা, এই তিন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক। মূলস্থিত "চোদনা" শব্দ বিধিবাচকও হইতে পারে। ভট্টপাদ বলিয়াছেন, "চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ।" অর্থাৎ চোদনা, উপদেশ ও বিধি এই শব্দত্রয় একার্থবাচক। যদি এই নির্দ্দেশ অনুসারে বিধি অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত লক্ষণানুরূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা ত্রিগুণাত্মক এই তিন প্রকারকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই গীতা শাস্ত্রে ও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা" (২য় অধ্যায় ৪৫ শ্লোক) বেদশাস্ত্র কর্ম্ম বিধায়ক; সেই বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়স্বরূপ, সুতরাং কর্ম্মসমূহও যে ত্রিগুণাত্মক, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহার দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহাই করণ; যাহা কর্ত্তার ঈপ্সিত বা বাঞ্ছিত, তাহাই কর্ম্ম; আর যাহা ক্রিয়ার নিবর্ত্তক বা সম্পাদক, তাহাই কর্ত্তা। এই তিনই কর্ম্ম সংগ্রহ অর্থাৎ এই তিনই কর্ম্মের আশ্রয়। সম্প্রদানাদি কারক * ত্রয় পরম্পরা

* কারক।—যাহা ক্রিয়ার নিমিত্ত, তাহাই কারক। কারক ছয় প্রকার কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। যাহা ক্রিয়াকে নিষ্পন্ন করে,তাহাই কর্ত্তা। কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। যাহা ক্রিয়ার বিষয়ীভূত বা কর্ত্তার ঈপ্সিত অর্থাৎ কর্ত্তা যে কার্য্যকে সম্পন্ন করে তাহাই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম আবার চতুর্ব্বিধ। যথা; নির্ব্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য এবং ঈপ্সিততম। কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যদ্দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়,তাহাই সাধন বা করণ। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। নিজ স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়, তাহাই সম্প্রদান কারক। সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যাহা হইতে চলন, পতন, ভয়, নিবৃত্তি, গ্রহণ প্রভৃতি বুঝায়,তাহা অপাদান কারক। অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। অধিকরণ তিন প্রকার কাল, ভাব এবং আধার। যে সময় বা কালকে ব্যাপিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কালাধিকরণ। ভাববাচক ক্রিয়া যুক্ত হইয়া যে অধিকরণ হয়, তাহাই ভাবাধিকরণ। আর যাহাতে কোন বস্তু বা বিষয়ের অবস্থিতি বুঝায় তাহাই আধারাধিকরণ। এই আধারাধি-

ভাবে ক্রিয়া প্রবর্ত্তক, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারা ক্রিয়ার আশ্রয় নহে। কিন্তু করণাদি কারকত্রয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রিয়ার প্রযোজক।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। জ্ঞানকাণ্ডের ন্যায় কর্ম্মকাণ্ডেও জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা এই তিনটী ভেদ আছে। যিনি নিষ্ঠাবান্ ও কর্ম্মপরায়ণ তিনিই তাহা বোধগম্য করিতে সমর্থ। এই তত্ত্বই এস্থলে উপদিষ্ট হইতেছে। জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধি, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং পরিজ্ঞাতা এই তিন যুক্ত। শ্রীধর স্বামীর তাৎপর্য্যে নির্দ্দিষ্ট চোদনা শব্দের বিধি অর্থই এস্থলে গৃহীত হইল। সেই তিনের ব্যাখ্যা শ্রীভগবান্ স্বয়ংই করিতেছেন। যাহা জ্ঞান তাহাই করণ, নিরুক্তকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে যাহা দ্বারা জানা যায় তাহাই জ্ঞান, অর্থাৎ করণ কারক। যাহা জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাই কর্ম্মকারক। অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি তাহা জানেন, তিনিই জ্ঞাতা অর্থাৎ কর্তৃকারক। এই রূপে জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্মবিধি তিন প্রকার, অর্থাৎ করণাদি কারকত্রয় সাধ্য। "চোদনা" ও "সংগ্রহ" শব্দ একার্থ বাচক।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে অধিষ্ঠানাদি কারণ পঞ্চকে সকল কর্ম্মের হেতু স্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সর্ব্বকর্ম্ম সম্পর্ক শূন্যতাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞান জ্ঞেয়াদি প্রক্রিয়া রচনা দ্বারা এবং ত্রৈগুণ্য ভেদ ব্যাখ্যা পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ সম্প্রতি সেই অর্থ বিবৃত করিতে উপক্রম করিতেছেন। বিষয় প্রকাশক ক্রিয়ার নাম জ্ঞান; তাহার কর্ম্মের নাম জ্ঞেয়; পরিজ্ঞাতা তাহার আশ্রয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ-উপাধিপরিকল্পিত ভোক্তা। এই তিনের সন্নিপাতে ভাল মন্দ সকল কর্ম্মই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অতএব এই তিনই সকল প্রকার কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক। এই জন্যই ত্রিবিধ কর্ম্মচোদনা অর্থাৎ তৎপ্রবর্ত্তকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শবরস্বামীর (দার্শনিক গ্রন্থকার বিশেষ) মতে ক্রিয়া

করণ আবার চারিপ্রকার। সামীপ্য, উপশ্লেষ, বিষয় এবং ব্যাপ্তি। যে আধারের সমীপে থাকিয়া ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহাই সামীপ্যাধার। যে আধারের একদেশে আধেয় অবস্থিতি করে, তাহা উপশ্লেষ অধিকরণ। যে আধার কোনও বস্তু বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হয়, তাহাই বিষয়াধিকরন। যে আধারের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া আধেয় অবস্থিত থাকে, তাহাই ব্যাপ্তাধিকরণ। অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

প্রবর্ত্তকই চোদনা; ভাট্টের এতদ্বিষয়ক অভিপ্রায় অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক বিধি বাক্য চোদনা, এইরূপ অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যদিও প্রবর্ত্তক বচনই এতদুভয় মতে চোদনা শব্দের প্রকৃতার্থ, তথাপি বচনাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবর্ত্তক অর্থই এস্থলে গৃহীত হইয়াছে। কারণ জ্ঞানাদির পক্ষে বচনত্ব অসম্ভব। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রেরণীয়ত্ব ও প্রবর্ত্তকত্ব উভয়ই অনাত্ম বস্তুর ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে। করণ সাধক স্বরূপ; যাহা দ্বারা কর্ম্ম সাধিত হয় তাহাই করণ। এই করণ বাহ্য শ্রোত্রাদি এবং অন্তঃস্থ বুদ্ধ্যাদি। কর্ত্তার ঈপ্সিত বিষয়ই কর্ম্ম, এই কর্ম্ম ক্রিয়া দ্বারা ব্যাপ্যমান এবং উৎপাদ্য, আপ্য, বিকার্য্য ও সংস্কার্য্য ভেদে চতুর্ব্বিধ। কর্ত্তা স্বয়ং কোন কারকের দ্বারা প্রযুক্ত না হইয়া স্বয়ং সকল কারকের প্রযোক্তা, অর্থাৎ ক্রিয়ার নিবর্ত্তক; সেই কর্ত্তা চিৎ এবং অচিতের গ্রন্থিস্বরূপ। এই ত্রিবিধই কর্ম্মসংগ্রহ অর্থাৎ কর্ম্মের আশ্রয়। মূলস্থিত "ইতি" শব্দ চকারার্থ বাচক। এতদ্দারা সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ কারক এই রাশিত্রয়ের অন্তর্ভূত হইয়াছে। এই রূপে ষট্ কারক তিন প্রকারে ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু কূটস্থ আত্মা এইরূপ ক্রিয়াশ্রয়ী নহেন। কর্ম্ম-প্রেরক এবং কর্ম্মাশ্রয় উভয়েই কারকরূপ, সুতরাং ত্রৈগুণ্যাত্মক; কিন্তু আত্মা অকারক স্বরূপ এবং গুণাতীত। জ্ঞান প্রেরণারূপ, জ্ঞেয় তাহার বিষয় স্বরূপ, পরিজ্ঞাতাই প্রেরক। এবম্প্রকার কর্ম্ম বিষয়ে পুরুষব্যাপার রূপ যে ভাবনা বা বিধিরূপ প্রেরণা তাহাই কর্ম্মচোদনা। ইতি কর্ত্তব্যতা সহকৃত সাধনই করণ, সম্ভাবিত স্বর্গাদি ফলই কর্ম্ম। যে ফলকামনাবান্ পুরুষ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তিনিই কর্ত্তা। এই তিন প্রকারই কর্ম্ম সংগ্রহ অর্থাৎ পুংব্যাপার রূপ। এই সকল পুংব্যাপারাদি ক্রিয়া ও তৎসাধন করণাদি সমূহ ত্রিগুণাত্মক। কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সর্ব্ব গুণাতীত; এজন্য এসকল কখনই আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। এই জন্যই গীতায় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (২য় অধ্যায় ৪৫ শ্লোক) প্রবৃত্তিহেতুক প্রেরণার কথা সকল লোকেই অনুভব করিতে পারেন। কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান ব্যক্তিরা, 'রাজপ্রেরিত' 'শিশুপ্রেরিত' বা 'ব্রাহ্মণ-প্রেরিত' এইরূপ বলিয়া থাকে। সেই যে কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা তাহা প্রবর্ত্তক

রাজাদিনিষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উৎকৃষ্ট ব্যক্তির নিকৃষ্টের প্রতি যে প্রবর্ত্তনা, তাহা আজ্ঞা ও প্রেষণা নামে অভিহিত হয়; আর নিকৃষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উৎকৃষ্টের প্রতি যে প্রবর্ত্তনা, তাহা অধ্যেষণা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; সম পর্য্যায়স্থ ব্যক্তির সমানের প্রতি যে প্রবর্ত্তনা তাহা অনুজ্ঞা বা অনুমতি নামে কথিত হইয়া থাকে। উপরে আজ্ঞাদি যে সকল প্রসঙ্গ লিখিত হইল, তৎ সমস্তই চেতনের কার্য্য, অর্থাৎ চিৎ সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্ত্তনা বা বিধিপরতন্ত্র হইয়া অপর এক চিৎ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদের যে সকল বিধি পালন করিয়া মনুষ্যকে কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, তত্তৎ স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের, চিৎশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্ত্তনা থাকে না। কারণ বেদ অচেতন এবং অপৌরুষেয় অর্থাৎ তাহা কোন পুরুষ বিশেষের দ্বারা রচিত বা নিবদ্ধ নহে। প্রলয়ান্তে ও তত্তাবৎ পরব্রহ্মে লীন থাকে, এবং পরে নিশ্বাসরূপে উদ্ভূত হইয়া জগতে আবির্ভূত হয়। অতএব তাহার চৈতন্যসম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় প্রবর্ত্তনা করিবার শক্তি নাই। কিন্তু এ স্থলে চেতন শক্তি না থাকিলেও বিধির প্রবর্ত্তনায় লোকে বেদবিহিত কার্য্য সম্পাদন করে। অতএব বিধিকেই বলবান বলিয়া বুঝিতে হইবে। এবং ইহাও স্থির করিতে হইবে যে প্রেরণা বিধির স্বধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মই চোদনা, প্রবর্ত্তনা, প্রেরণা, বিধি, উপদেশ এবং শব্দ ভাবনা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অতঃপর সরস্বতীপাদ বিধি ও ষট্‌কারকের সহিত জ্ঞানাদির সম্বন্ধ বিষয়ক সুদীর্ঘ বিচারান্তে ব্যাখ্যার সমাপ্তি করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। সাত্ত্বিক ত্যাগের উপপাদনোপযোগী আত্মার অকর্ত্তৃত্ব উপপাদন প্রকার সমাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মার অকর্ত্তৃত্ব বিষয়ক বোধপ্রভাবে কামনা ও সঙ্গাদি শূন্য ভাবে যে সাত্ত্বিক ত্যাগ বুদ্ধির উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহার প্রণালী পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাংখেরা বলেন যে, "পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ" (১৮।১৫) এবং "ন হন্তি" (১৮।১৭) এই গীতোক্ত অভিপ্রায় সমীচীন নহে। এতদ্বিষয়ে তাঁহারা কারণ স্বরূপে ইহাই বলেন যে, পরিণাম ধর্ম্মপরিশূন্য চেতন কখন পরিস্পন্দাত্মক কায়িকাদি ত্রিবিধ কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে

পারে না, এইরূপ উক্তি কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। ইহার ভাবার্থ এই যে, মনুষ্য কায়িক, বাচিক ও মানসিক যে ত্রিবিধ কার্য্য সতত সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা প্রচলন শীল, অর্থাৎ চিরস্থির নহে, তাহার আরম্ভ ও সমাপ্তি আছে এবং তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। চেতন আত্মা পরিণাম ধর্ম্মশূন্য, অর্থাৎ সর্ব্ব কালে ও সর্ব্বাবস্থায় তিনি সমভাবাপন্ন, এই জন্য তাদৃশ আত্মাকে পরিণাম ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম সমূহের কর্ত্তৃরূপে অবধারণ করা অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞানিগণ মনে করেন। সাংখ্যেরা বলিতেছেন, এরূপ মীমাংসা যুক্তি বিগর্হিত। তাঁহারা আরও বলেন যে, পূর্ব্বে আত্মার সম্বন্ধে "ন নিবধ্যতে" অর্থাৎ নিবদ্ধ হন না এই যে উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত নহে। বন্ধন সম্ভাবনা থাকিলেই বন্ধন বিহীনতার উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে। যাহার কখনই বন্ধন বা কর্ম্মলেপ নাই, তাহার পক্ষে এরূপ উক্তি নিতান্ত অনাবশ্যক। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কুলালচক্র স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঘটাদি নির্ম্মাণোদ্যোগ করে না। ভোক্তা রূপ কর্ত্তার ইচ্ছা প্রযুক্ত হইয়াই তাহারা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। ভোক্তার অভাব হইলে তাহাদিগের সেই প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইত। ইহার অভিপ্রায় এই যে, চেতন আত্মা যদি ভোক্তা বা কর্ত্তারূপে পরিগণিত না হন, তাহা হইলে শরীরাদি যন্ত্র সমূহের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মসাধনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করে না, ভোক্তৃ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াই তাহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব ইহা স্থির বুঝিতে হইবে যে, পুরুষ ভোক্তৃস্বভাব, এই জন্যই তিনি আপনাকে কর্ত্তৃরূপে অবধারণ করুন বা না করুন, অনুষ্ঠিত সকল ব্যাপারের তিনিই যে ভোক্তা তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না; সাত্ত্বিকত্যাগে আত্মায় কর্ম্মলেপ হয় না, এই যে বাক্য তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। সাংখ্যদিগের এইরূপ মত নিরাস করিবার জন্য এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। যাহা দ্বারা বস্তুতত্ত্ব প্রকাশিত হয় তাহাই জ্ঞান; প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ জন্য ঘটাদি প্রকাশ অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান বর্ত্তমান বিষয় সম্বন্ধীয় বা অতীত বিষয়াদি সম্বন্ধীয় হইতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা অতীত অদৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যেমন জন্মিতে পারে,

সেইরূপ বর্ত্তমান সম্মুখস্থ বিষয় বিশেষের জ্ঞান ও উপজাত হইতে পারে। ঘটাদিরূপ বোধের বিষয় সমূহই জ্ঞেয় অর্থাৎ যে বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানের উদ্ভব হয় সেই বিষয়ই জ্ঞেয়। আর যিনি বিষয়ী অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ক জ্ঞানগ্রহীতা, তিনিই ভোক্তারূপে কথিত হইয়া থাকেন। এই পরিজ্ঞাতা আভাসযুক্ত বুদ্ধিরূপ, এইরূপ তিন প্রকার বিশিষ্টই কর্ম্ম-চোদনা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক। এই তিন সমুচ্চিত হইয়া কর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই তিনের সম্মিলনে মনুষ্যের কর্ম্ম প্রবর্ত্তনা ঘটিয়া থাকে। জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা থাকিলেও যদি জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। আর জ্ঞান এবং জ্ঞাতা থাকিলেও যদি জ্ঞেয় দেশকাল ব্যবহিত থাকে তাহা হইলে কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। আর যদি সংস্কারাত্মক জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সন্নিহিত থাকে, অথচ প্রমাতৃস্বরূপ জ্ঞাতা যদি মোহাচ্ছন্ন বা সুষুপ্ত থাকে, তাহা হইলেও প্রবৃত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। এতাবতা ইহাই নির্দ্ধি হইতেছে যে, এই তিন পরস্পর সাপেক্ষ, অর্থাৎ একের অভাব হইলে অপর দুইয়ের কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এই তিন সম্মিলিত হইয়া হিতাহিত বিষয়ে মনুষ্যের বুদ্ধি উৎপাদন করে এবং শ্রেয়ঃ ও অশ্রেয়ঃ কর্ম্মে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করে। এই জন্য এই তিনটী কর্ত্তৃরূপে কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া থাকে। করণ শব্দ ইন্দ্রিয় বাচক; তাহার দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কর্ম্ম অর্থাৎ বিষয়গ্রহণ; পূর্ব্বে যাহাকে পরিজ্ঞাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই কর্ত্তা। এই তিন সম্মিলিত হইয়া কর্ম্মসংগ্রহ অর্থাৎ কর্ম্মের সংশ্লেষ স্থান রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ ভোক্তা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যদি ভোক্তা এবং করণ থাকে, অথচ ক্রিয়া না থাকে, তাহা হইলে ভোগ সম্ভব হইতে পারে না। ক্রিয়ার যদি আশ্রয় না থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বরূপ লব্ধ হয় না। আর আশ্রয়ের যদি করণ না থাকে, তাহা হইলে ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহার অর্থ এই যে, এই তিন মিলিত হইলেই ভোক্তা নামে অভিহিত হইতে পারে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহু মনীষিণঃ।" (কঠোপনিষৎ ১।৩।৪) ইহার ভাবার্থ এই যে, ইন্দ্রিয় মন এবং ক্রিয়া এই তিনকে মনীষিগণ ভোক্তা আত্মা নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় শব্দের প্রসিদ্ধার্থই এ স্থলে লক্ষিত। মনঃ শব্দ

বুদ্ধি রূপে গ্রহণীয়। আর শ্রুত্যুক্ত যুক্ত শব্দের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের ভোগ্য বিষয়ের সহিত সংযোগরূপ ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়, মন এবং যুক্ত অর্থাৎ ক্রিয়া এই তিনটি ভোক্তা আত্মা। অতএব ইহাই দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতি স্মৃতিতে সর্ব্বত্রই তদুভয়ের মূলমূলি ভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যে যে পদার্থ ভোক্তৃরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তই অনাত্মবস্তু। কিন্তু যিনি কর্ত্তা তিনিই ভোক্তা। আমি অর্থাৎ আত্মা কোন বিষয়েরই কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে, কারণ অনাত্মবস্তু জ্ঞানাদিই কর্ত্তা, তন্মধ্যে আত্মার সমাবেশ অসম্ভব। এই রূপে আত্মাকে অকর্ত্তৃরূপে অবধারণ করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সে কর্ম্মের প্রলেপ আত্মায় কখন লিপ্ত হইতে পারে না। এ স্থলে মতান্তর আলোচনা উপলক্ষে করণাদি শব্দের যেরূপ আলোচনা করা হইতেছে, তাহা পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়ে দ্রষ্টব্য। সেই রূপ অর্থাবধারণকারিদিগের মতে ও আত্মা কর্ত্তা নহেন। সাংখ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মা ভোক্তৃত্ব ভাবে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ; ইহাও অসিদ্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রীভগবানের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, জ্ঞানিদিগের পক্ষে সাত্ত্বিক ত্যাগরূপ সন্ন্যাসই অবলম্বনীয়। আর ভক্তবৃন্দের পক্ষে স্বরূপতঃ কর্ম্মযোগের পরিহারই বিধেয়। শ্রীভগবান্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥" (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১১শ অধ্যায় ৩২ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, 'আমার কর্ত্তৃক বেদরূপে নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণদোষ সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, হে উদ্ধব! তিনি সত্তম।' এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ যথা; 'মৎ কর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে, সে ব্যক্তি ও পূর্ব্বোক্ত (পূর্ব্ব শ্লোকে যে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন) সত্তম। অজ্ঞান প্রযুক্ত বা নাস্তিক্য হেতু বেদবিহিত স্বধর্ম্ম পরিহার করিলে কি সত্তমরূপে পরিগণিত হইবেন ? উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, না। ধর্ম্মাচরণ

বিষয়ে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণসমূহ এবং বিরোধী দোষসমূহের বৃত্তান্ত যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, অন্যান্য কর্ম্ম মদ্ধ্যানের বিক্ষেপক বুঝিয়া এবং কেবল মদ্ভক্তির দ্বারা সকলই সিদ্ধ হইবে এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই সত্তম নামে অভিহিত হইবেন।' এই পর্য্যন্ত পূজ্যপাদ স্বামী মহোদয়ের টীকার উদ্ধৃতাংশ। অতঃপর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুসরণ করা হইতেছে। এস্থলে 'ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া,' এইরূপ অভিপ্রায় লক্ষিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এরূপ স্থলে ধর্ম্মফলত্যাগে কোনই প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না, ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। ভগবদ্বাক্য এবং তদ্ব্যাখ্যাতৃগণের এইরূপ অভিপ্রায়। যেহেতু জ্ঞান নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। নিষ্কামকর্ম্ম দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, এবং তাহার তারতম্যানুসারে জ্ঞানোদয়ের ও তারতম্য উপস্থিত হয়। ইহার অন্যথা নাই। অতএব সম্যক্ জ্ঞানোদয় নিমিত্ত সন্ন্যাসিদিগেরও নিষ্কামকর্ম্ম সাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইলে তাঁহাদিগের আর কর্ম্মের আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩ শ্লোক) অপিচ, "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।" ইত্যাদি (৩য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক) কিন্তু ভক্তির ভাব অন্যরূপ। তাহা পরমা স্বতন্ত্রা, মহাপ্রবলা; তাহা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। মধুময় শ্রীবৃন্দাবনে যে মধুর রাসলীলার *

* রাসলীলা—পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে যে মধুর লীলা বিস্তার করিয়া পুরুষোত্তম প্রেমের অত্যদ্ভুত নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন, এবং যে লীলায় অকৈতব প্রেমমিশ্রা ভক্তি সহকারে গোপিকাগণ দেবদুর্ল্লভ ভগবচ্চরণারবিন্দে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন, তাহা ভক্তবৃন্দের হৃদয়-সরসিজে চিরদিনই প্রেমের সুন্দর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া থাকে। সেই রাসলীলা প্রেমিক ভক্তগণ ভক্তিকণ্টকিত কলেবরে প্রেমাশ্রুপরিপূরিত নয়নে নিরন্তর আলোচনা করিয়া থাকেন এবং গোপিগণের ন্যায় অকিঞ্চনা ভক্তি সহকারে ভগবচ্চরণে আত্ম সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সতত প্রয়াসবান্ হইয়া থাকেন। স্ব স্ব অন্তরে সেই পুরুষোত্তমের সহিত অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধন সংঘটন করিয়া নিরন্তর তন্ময়তা অনুভব করা এবং সেই জগৎপতির সহিত সতত অন্তরের পূতকন্দরে প্রেমলীলা সম্ভোগ করা তাঁহাদিগের প্রাণের ঐকান্তিকী কামনা। পবিত্র বিষ্ণু-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এই ভগবল্লীলার বিস্তারিত বিবরণ বিন্যস্ত আছে। কিন্তু

অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবান্ বসুন্ধরাকে ধন্য করিয়াছেন তদ্বিবরণে উপসংহার কালে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদনুবর্ণয়েৎ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত

ভক্তগণের পরম আদরের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার যেরূপ বিবরণ আছে, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। এই লীলার গূঢ় ভাব ও ব্যাখ্যাতৃ মহোদয়গণের অভিপ্রায় সঙ্কলন করিতে হইলে এক প্রকাণ্ড পুস্তকের প্রয়োজন হয়, সুতরাং সেই প্রীতিপ্রদ হৃদয়ানন্দবর্দ্ধক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া আমরা এস্থলে কেবল মূলের ভাব সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিতেছি মাত্র।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শারদীয়া পৌর্ণমাসী যামিনী সমাগত দর্শন করিয়া যোগমায়া অবলম্বন পূর্ব্বক মধুর রাসক্রীড়া করিতে বাসনা করিলেন। তৎকালে চন্দ্রদেব পূর্ব্বগগণে সমুদিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ বিরহাবসানে সমাগত প্রণয়ী যেরূপ অরুণ কুঙ্কুম দ্বারা প্রিয়ার বদনমণ্ডল রঞ্জিত করে, নিশানাথ ও তদ্রূপ স্বীয় স্নিগ্ধ অরুণ কররাজি দ্বারা রবিকরতপ্ত পূর্ব্বাশার বদনমণ্ডল অনুরঞ্জিত করিতে করিতে দর্শন দিলেন। তাঁহার আগমনে রজনী অতি মনোহারিণী কান্তি ধারণ করিল। কুমুদ কহ্লার পরিশোভিত সরসী সমূহ হাসিয়া উঠিল, বিবিধ পুষ্পপল্লবাদি শোভিত বনস্থলী নব চন্দ্রকিরণমণ্ডিত হইয়া নবকুঙ্কুম-রাগরঞ্জিত লক্ষ্মীর বদন শোভা ধারণ করিল। ভগবান্ যামিনী সুন্দরীর এতাদৃশ শোভা দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন এবং স্ত্রীজনমনোহর বংশীধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই কলমধুর বংশী নিনাদ শ্রবণ করিয়া গোপবালাগণ বিমুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণ দর্শন লালসায় অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণ দর্শন মানসে, যে স্থান হইতে বংশী-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, তৎস্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা যে যে কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সেই কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াই বন মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ গাভী দোহন করিতেছিলেন, কিন্তু যেমনই শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীরব কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল, অমনিই তিনি দোহন ত্যাগ করিয়া ধাবিত হইলেন; কেহ বা দুগ্ধ পাক করিতেছিলেন, তিনি ব্যস্ততা বশতঃ চুল্লীর উপর হইতে দুগ্ধভাণ্ড না নামাইয়াই প্রস্থান করিলেন; কেহ বা অর্দ্ধসিদ্ধ যবান্ন ফেলিয়াই ছুটিলেন, কেহ বা পরিবেশন করিতে করিতে অন্নপাত্র রাখিয়াই চলিলেন, কেহ বা দুগ্ধপাননিরত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ বা পতিসেবা করিতে করিতে তাহা ছাড়িয়া, কেহ বা ভোজন করিতে করিতে অন্ন ফেলিয়া কৃষ্ণের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। যিনি অবগাহন করিতেছিলেন, তিনি সেই সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াই, যিনি নয়নে অঞ্জন লেপন করিতেছিলেন, তিনি একটী মাত্র চক্ষুতে অঞ্জন পরিয়াই কেহ বা ব্যস্ততা প্রযুক্ত গাত্রবস্ত্র পরিধান ও পরিধেয় বস্ত্র গায়ে দিয়াই ছুটিলেন। এইরূপে কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধা গোপরমণীগণ পতি, পিতা, ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, কারণ তৎকালে তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক হৃষীকেশের প্রতি এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহাতে লজ্জা, ভীতি, সম্ভ্রম প্রভৃতি কোন রূপ সাংসারিক ভাব স্থান পায় নাই। যে সকল গোপবালা আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক গৃহ মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণ সন্নিধানে গমন করিতে না পাইয়া সেই গৃহ মধ্যেই পড়িয়া পড়িয়া নিমীলিত নেত্রে কৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুঃসহ কৃষ্ণবিরহতাপে তাঁহাদিগের পাপ সমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল এবং ধ্যান দ্বারাই কৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্তি হওয়ায় পুণ্যের ও ক্ষয় হইল।

১০ম স্কন্ধ ৩৩ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রজাঙ্গনাগণ সহ শ্রীভগবানের এই ক্রীড়ালীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রবণ ও বর্ণন করেন, তিনি শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিয়া শীঘ্রই বাসনাজনিত পাপতাপাদি হৃদ্রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। পবিত্র ভাগবত গ্রন্থের

এইরূপে শ্রীভগবানকে উপপতি বোধে ও একান্ত ভাবে ভাবনা করিতে করিতে তাঁহারা পুণ্য-পাপাতীত হইয়া এই গুণময় দেহ ত্যাগ করিলেন; তাঁহাদের সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এই স্থলে সন্দেহযুক্ত হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! সেই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে জানিতেন, তাঁহারা কখনও তাঁহাকে ব্রহ্মভাবে ভজনা করেন নাই, তবে কি জন্য গুণময় চিত্ত হইতে গুণের বিরতি হইল? শুকদেব বলিলেন, মহারাজ! এ বিষয় আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপে কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপালও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব ভগবানকে দ্বেষ করিয়াও যখন শিশুপাল মুক্ত হইল, তখন যাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়া তাঁহারা যে মুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? মহারাজ! এইরূপে অজ্ঞমানবগণের কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়েই অব্যয় অপ্রমেয়, নির্গুণ পরমাত্মার অবতার রূপে আবির্ভাব। কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সৌহৃদ্য প্রভৃতি যে কোন কারণেই হউক, চিত্ত ভগবানে একান্ত আসক্ত হইলেই মানব তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। মহা-যোগেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কার্য্যে এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। কারণ তাঁহার কার্য্য কলাপ সমস্তই অদ্ভুত। তাঁহারই কৃপায় গোপীগণ মুক্তি লাভ করিলেন। হে মহা-রাজ! অনন্তর ভগবান্ ব্রজ স্ত্রীগণকে সমাগতা দর্শন করিয়া মনোহর বাক্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন, অয়ি ভাগ্যবতিগণ! তোমাদের মঙ্গল তো? তোমরা রজনীকালে এরূপ ব্যস্তভাবে আগমন করিতেছ কেন? ব্রজের কোন অকুশল হয় নাই তো? বল আমি তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব? এই গভীরা রজনী, হিংস্র জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অতএব তোমাদের এস্থানে অবস্থান উচিত নহে, তোমরা শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন কর। তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা এবং স্বামী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এই কানন কুসুমিত এবং পূর্ণ শশধরের কিরণ দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়াছে, যমুনা সলিল-শীকরবাহী মৃদু অনিল দ্বারা তরুপল্লব কম্পিত; এই সমস্ত দর্শন করিয়া তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হও। তোমরা শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া পতির শুশ্রূষা কর, তোমাদের শিশুসন্তানগণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগকে স্তনদানে সান্ত্বনা কর এবং গোদোহনাদি গৃহকর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবতী হও। বুঝিয়াছি, আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃই তোমরা এ স্থলে আগমন করিয়াছ। ইহা যুক্ত, কারণ যাবতীয় জীবই আমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তোমাদের এরূপ অনুরাগ উচিত নহে। অকপট ভাবে পতিশুশ্রূষা, গুরুজনের সেবা এবং সন্তানগণের পালনই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। পতি যদিও দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী অথবা নির্ধন হন, তথাপি তাঁহাকে ত্যাগ করা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে। কুলস্ত্রীগণের উপপতি সঙ্গ অস্বর্গকর, অযশস্কর, অতি ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত। অতএব তোমরা আমার সন্নিধি ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। আর যদি তোমরা আমাতেই একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাক, তবে আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তন দ্বারা আমাকে ভজনা কর। কারণ এই সকলের দ্বারা আমাতে যেরূপ ভাবোদয় হয়, আমার নিকটে থাকিলে তাহা হয় না। শুকদেব কহিলেন, গোপীগণ গোবিন্দের এবম্বিধ

এই শ্লোক আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, যাঁহারা পাপতাপাদি-রূপ হৃদ্রোগে পরিক্লিষ্ট তাদৃশ অধিকারিগণের হৃদয়ে প্রথমে পরমাভক্তি প্রবেশ লাভ করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের হৃদয় নির্ম্মল করিতে থাকে এবং তদ্দারা কামাদি তিরোহিত হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ের অনুকুল

অপ্রিয় বাক্যবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং চিন্তাযুক্ত হইলেন। তাঁহারা শুষ্কমুখে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন, নয়নাঞ্জন মিশ্রিত অশ্রুপ্রবাহ তাঁহাদের বক্ষস্থলের কুঙ্কুমরাগ বিধৌত করিতে লাগিল। গভীর দুঃখে তাঁহারা তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের নিমিত্তই সমস্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রিয় কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপ অপ্রিয় ভাবে ভাষিতা হইয়া নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! এরূপ নৃসংশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত হয় নাই। কারণ ভক্তগণ সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণমাত্র আশ্রয় করে। অতএব হে নাথ! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আপনি বলিলেন, পতিপুত্র সুহৃদ্-গণের সেবা করাই পরম ধর্ম্ম। কিন্তু হে সর্ব্বলোকেশ! আপনার অপেক্ষা জীবগণের আর কে শ্রেষ্ঠ বন্ধু আছে যে, তোমার উপদেশানুসারে তোমাকে ছাড়িয়া তাহার সেবন করিব? যখন সর্ব্বজনপ্রিয় তোমাতে অনুরক্ত হইলে পরম মঙ্গল লাভ হয়, তখন শোক দুঃখ প্রভৃতি পীড়াদায়ক স্বামী পুত্রাদিতে আসক্ত হইবার প্রয়োজন কি? অতএব হে প্রভো! আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও, আমাদিগের চিরবর্দ্ধিতা আশালতিকাকে ছেদন করিও না। আমাদের চিত্ত তুমি হরণ করিয়াছ, এক্ষণে তাহা আর গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট হইতে পারে না, আমাদের হস্তদ্বয় আর সাংসারিক কার্য্য করিতে চাহে না, পদদ্বয়ও তোমার চরণমূল হইতে দূরে যাইতেছে না। এক্ষণে আমরা কিরূপে ব্রজে যাইব এবং গিয়াই বা কি করিব? এক্ষণে তোমার অধরামৃত দানে,তোমার হাস্য, মনোহর কটাক্ষ এবং বংশীধ্বনি দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত কর। নতুবা হে সখে! আমরা তোমাকেই ধ্যান করিতে করিতে বিরহানলে দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার চরণসন্নিধি লাভ করিব। হে পদ্মপলাশলোচন! যখন হইতে আমরা তোমার ঐ কমলাবাঞ্ছিত পদযুগল দর্শন করিয়াছি তখন হইতেই উহাকে অরণ্যবাসি আমাদের জানিয়া উহাতে অনুরক্ত হইয়াছি, এক্ষণে উহাকে ত্যাগ করিব কিরূপে? তোমার বক্ষবাসিনী হইয়াও লক্ষ্মী, তুলসীসেবিত যে চরণকমল সেবা করিতে অভিলাষ করে, আমরাও এক্ষণে সেই পদরেণুর আশ্রিত। আমরা সমস্ত ত্যাগ করিয়া এক্ষণে একমাত্র তোমার চরণযুগলই প্রার্থনা করিতেছি, হে পুরুষভূষণ! আমাদিগকে তাহার দাস্য প্রদান কর। তোমার মুখমণ্ডল অলকাবৃত, শ্রুতিযুগল কুণ্ডলালঙ্কৃত, হাস্যযুক্ত দৃষ্টিতে সুধাক্ষরিত, ভুজযুগ অভয়প্রদ, বক্ষঃ কমলার বাসভূমি; এই সমস্ত দর্শন করিয়া আমরা তোমারই দাস্য প্রার্থনা করি। তোমার কলমধুর এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবনে কোন্ রমণী স্থির থাকিতে পারে? তোমার এই ত্রিলোকদুর্ল্লভ রূপ দর্শন করিয়া গাভীগণ, পক্ষিগণ, বৃক্ষসমূহ এবং মৃগগণও পুলকিত হইয়া তোমার অনুসরণ করে; অতএব আমরা যে এইরূপে মুগ্ধ হইব, তাহাতে বিচিত্র কি। ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ সুরলোক রক্ষা করেন, তদ্রূপ তুমিও ব্রজভূমিকে রক্ষা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। অতএব হে দীনবন্ধো! আমরা মদনপীড়িত, আমাদিগকে রক্ষা কর। ভগবান্ গোপীগণের এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য সহকারে তাঁহাদিগের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সকল উৎফুল্লমুখী ব্রজাঙ্গনাগণের কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভগবান্ তারকারাজি পরিবৃত শশধরের ন্যায়

শ্লোকান্তর উদ্ধৃত হইতেছে। "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥" (ভাগবত) অর্থাৎ শ্রীহরির সুপবিত্র নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে হৃদয় সরোরুহের ভাবসমূহ পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ সুপরিস্কৃত করিয়া দেন; শরৎকালাগমে সলিল রাশি

শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাস্যকালে দশনপংক্তিতে কুন্দকুসুমের কান্তি বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। এইরূপে বনিতাগণের সহিত গান গাহিতে গাহিতে তিনি মন্দানিল-হিল্লোলিত হিমশুভ্রবালুকামণ্ডিত যমুনাপুলিনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বাহু ধারণ, তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রভৃতি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপনাকে তাঁহার অতিশয় প্রিয়া বলিয়া মনে করিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের এই আনন্দ দর্শন করিয়া সকলকে শান্ত করিবার নিমিত্ত সহসা সেই ক্রীড়া স্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে ভগবান সহসা সেই গোপীগণের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলে, হস্তিনী যেরূপ যূথপতিকে অন্বেষণ করে, তদ্রূপ ব্রজাঙ্গনারাও তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের বিরহ সন্তাপ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমেই তাঁহারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের গতি, হাস্য, দৃষ্টি, আলাপ, বিহার প্রভৃতি লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরকে "আমি কৃষ্ণ" "আমি কৃষ্ণ" ইত্যাদি বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা প্রমত্ত ভাবে সমস্ত বন পর্য্যটন করিয়াও কৃষ্ণকে না পাইয়া অশ্বত্থ, বট, কুরুবক, অশোক, চম্পক, মালতী, তুলসী, চুত, পিয়াল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহকে সম্বোধন পূর্ব্বক কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগের নিকট কোন উত্তর না পাইয়া দূর্ব্বাঙ্কুর সমন্বিত ভূমিকে কৃষ্ণ পাদপদ্ম স্পর্শে রোমাঞ্চিতা জ্ঞান করিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। পশ্চাদ্ভাগে হরিণীকে দর্শন করিয়া বলিলেন, অয়ি হরিণি! তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিয়াছ? তবে বল, প্রিয়াসহচর শ্রীকৃষ্ণ এ স্থানে কতক্ষণ ছিলেন, আমরা এ স্থানে যেন কান্তার অঙ্গসঙ্গ দ্বারা মর্দ্দিত তাঁহার কুন্দকুসুম মালার গন্ধ অনুভব করিতেছি। কাহারও নিকট কোনও উত্তর না পাইয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই স্থান দিয়া নিশ্চয়ই গমন করিয়াছেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়াছিল, এই জন্য তরুলতাগণ এখনও নমিত হইয়া রহিয়াছে। এই লতাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, কারণ এ যখন বনস্পতিকে আলিঙ্গন করিয়াও এইরূপ পুলকাঞ্চিত হইয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের নখর দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছে; পরপুরুষের স্পর্শ ভিন্ন এরূপ পুলক সম্ভব নহে। গোপীগণ এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপ বাক্যে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে কাতরা হইয়া সকলে তাঁহার লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কেহ পূতনা হইয়া কৃষ্ণকে স্তনপান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ শকটাসুর হইলেন, কেহ বা শিশু কৃষ্ণ হইয়া পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কেহ তৃণাবর্ত্ত দৈত্য হইয়া কৃষ্ণকে হরণ করিলেন, কেহ বা কৃষ্ণরূপে হামাগুড়ি দিয়া চলিলেন। কাহারাও কৃষ্ণরাম সাজিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কাহারাও গোপগোপী সাজিলেন। কেহ বৎসাসুর হইলেন, কেহ বা তাহাকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। কেহ বকাসুর সাজিলেন, কেহ বা তাহাকে নাশ করিতে চলিলেন। কেহ বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন, কেহ বা "আমি কৃষ্ণ" এই বলিয়া কৃষ্ণের গতির অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোন গোপী বা গোবর্দ্ধন ধারণের অনুকরণ করিয়া "ভয় নাই" "ভয় নাই" বলিতে লাগিলেন। কেহ কালীয় দমনে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কৃষ্ণ হইয়া দধিভাণ্ড

যেরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার নামপ্রভাবে মানবের হৃৎপদ্মও সেইরূপ সুনির্ম্মল হয়। এতাবতা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে; যদি কেবল মাত্র ভক্তির দ্বারাই চিত্তশুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে ভক্তগণ কেন অনর্থক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ভক্তিবাদিগণ এস্থলে

ভগ্ন করিলেন, কেহ বা তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৃষ্ণলীলানুকরণ করিতে করিতে বনের এক স্থানে ভগবানের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা মহা আনন্দ সহকারে বিবিধ হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সেই পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া চলিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রেষ্ঠা গোপীকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তিনি মনে করিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ যখন সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই ক্রীড়াসঙ্গিনী করিয়াছেন, তখন আমার মত সৌভাগ্য কাহার আছে? এইরূপ মনে করিয়া তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আর চলিতে পারিতেছি না, তুমি আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল। ভগবান্ তাঁহার গর্ব্ব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে স্বীয় স্কন্ধে আরোহণ করিতে বলিলেন, এবং আপনি জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। গর্ব্বিতা গোপী যেমন তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন অমনই শ্রীহরি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ইহা দেখিয়া সেই রমণী, হা নাথ! হা প্রিয়! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এদিকে অপরা গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং রোরুদ্যমানা সখীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাতিশয় বিস্মিতা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা চন্দ্রকরবিহীন গভীর বন প্রদেশ অবলোকন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পুনর্ব্বার যমুনা পুলিনে আগমন পূর্ব্বক তথায় কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে গৃহাদির কথা তাঁহাদের মনে রহিল না। গোপিকাগণ বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার জন্মে ব্রজধাম পবিত্র ও জয়যুক্ত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী এক্ষণে ব্রজবাসিনী হইয়াছেন। তোমার কৃপায় ব্রজবাসিগণ পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমিই একমাত্র ব্রজের আশ্রয়। তুমি বিষজলপানে মৃত বালকগণকে জীবন প্রদান করিয়াছ, অঘাসুর, বকাসুর, কালীয় প্রভৃতি বিনাশ করিয়া ব্রজ ভূমিকে নিরুপদ্রব করিয়াছ, গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ইন্দ্রকোপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। তোমার মহিমা অনন্ত। হে নাথ! হে দয়িত! আমরা এক্ষণে ব্যাকুল ভাবে তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি, তুমি প্রেমান্ধা আমাদিগকে দর্শন দান করিয়া আমাদের জীবনদান কর। তোমার মোহন রূপ দর্শনে, তোমার কলমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে পশুপক্ষী তরুলতাগণও বিমুগ্ধ, আমরা কোন ছার! তোমার চরণাশ্রয় করিয়া জীবগণ সংসারবন্ধন বা শমনভীতি হইতে মুক্তি লাভ করে। হে দীনবন্ধো! আমরাও সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার চরণমাত্র সার করিয়াছি। অতএব তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া এইরূপে কৃষ্ণগুণ গান করতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা পীতাম্বরধারী, বনমালাবিভূষণ, ঈষদ্ধাস্যবদন, কন্দর্পদর্পনাশন শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। গোপীগণ তাঁহাকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের মৃতদেহে যেন জীবন আসিল। তখন আনন্দ সহকারে সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। কেহ উভয় হস্তে তাঁহার করপদ্ম ধারণ করিলেন; কেহ তাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহু ধরিলেন; কেহ বা তাঁহার চরণদ্বয় আপনার বিরহসন্তপ্ত বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন; কেহ ভ্রুকুটী সহকারে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ

ইহাই প্রদর্শন করিলেন যে, অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যে যে সাধনা মনুষ্য অবলম্বন করিয়া থাকে, ভক্তির তুলনায় তৎসমস্ত অতি অকিঞ্চিৎকর। হৃদয়ে ভক্তিকণার আবির্ভাব হইলে ক্রমশঃ পাপতাপ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং মনুষ্য চিত্তশুদ্ধ্যাদিরূপ পরম সুখময় অবস্থা স্বতঃ প্রাপ্ত হয়।

নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কেহ বা অনিমিষ নেত্রে তাঁহার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ যেমন বিবিধ প্রকারে তাঁহার সেবা করিয়াও পরিতৃপ্ত হন না, তদ্রূপ তাঁহারাও কোন রূপেই আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন ভগবান্ সেই গোপাঙ্গনাগণকে লইয়া যমুনাপুলিনে উপবেশন করিলেন। সে স্থান বিকশিত কুন্দকুসুমের সৌরভে আমোদিত, সুধাকরের ধবল কিরণমালায় উদ্ভাসিত এবং ভগবান্ উপবেশন করিবেন বলিয়াই যেন স্বয়ং যমুনা কর্ত্তৃক পরিস্কৃত হইয়াছিল। মহাযোগিগণের হৃদয় যাঁহার আসন সেই শ্রীহরি সেই স্থানে গোপীগণের কুঙ্কুমরঞ্জিত বসনের উপর উপবেশন করিলেন। তখন ব্রজবালাগণ ঈষৎ কুপিতার ন্যায় তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। গোপীগণ বলিলেন, হে মাধব! কেহ ভজনাকারীকে ভজনা করিয়া থাকে, কেহ বা ইহার বিপর্য্যয় করে, অর্থাৎ যে তাহাকে ভজনা করে, তাহাকে ভজনা না করিয়া যে ভজনা করে না, তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে, আবার কেহ বা ভজনাকারী বা অভজনকারী উভয়কেই ভজনা করে না। ইহা অতি বিচিত্র ব্যাপার। অতএব, ইহার কারণ কি তাহা বল। গোপীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর চূড়ামণি ভগবান কহিলেন, যে স্থলে স্বার্থের নিমিত্ত অর্থাৎ উপকার প্রত্যুপকার স্বরূপে পরস্পরকে ভজনা করে, তাহা প্রকৃত সৌহৃদ্য নহে, কারণ এরূপ ভজনা দ্বারা আপনারই ভজনা করা হয়। আর ভজনা না করিলেও তাহাকে যাহারা ভজনা করে, তাহারা পিতামাতার ন্যায়, অর্থাৎ তাহাদের কেহ দয়ালু, কেহ বা স্নেহশীল। দয়ালুগণের এই ভজনা দ্বারা নিষ্কাম ধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে, আর স্নেহশীলগণ সৌহৃদ্য লাভ করে। আর কতকগুলি বাহ্যদৃষ্টি বিরহিত ব্যক্তি এবং বিষয়গৃধ্নু, মূঢ় ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, ইহারা ভজনাকারীকে ভজনা করে না। কিন্তু যাহারা ভজনা করে না, তাহাদিগকে অন্যের ভজনা করা সম্ভবপর নহে। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে কি জন্য দর্শন দিই নাই, তাহা বলিতেছি। নির্ধন ব্যক্তি ধন পাইলে সহসা যদি তাহার সেই ধন কোন রূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে যেরূপ অনন্যচিত্তে সেই ধনের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, তদ্রূপ আমাকে হারাইয়া আমার ভজনাকারিগণ একান্তচিত্তে আমারই ধ্যানপরায়ণ হইবে বলিয়াই আমি তাহাদিগকে ভজনা করি না। তোমরা আমার নিমিত্ত লোকাচার, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ করিয়াছ। অতএব আমি পরোক্ষ ভাবে ভজনা করিয়াই তোমাদের নিকট অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। এজন্য আমার প্রতি দোষারোপ উচিত নহে। তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমার ভজনা করিয়াছ, অতএব আমার সহিত তোমাদের নির্ম্মল প্রেমসংযোগ হইয়াছে। আমি তোমাদিগের এ প্রেমের নিকট অঋণী হইতে পারিব না। ভগবানের এইরূপ বাক্য শ্রবণান্তে গোপীগণের বিরহ সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছিল। তখন ভগবান তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ পরস্পর বাহু ধারণ করিয়া মণ্ডলাকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দুই দুই জনের মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। ইহাতে সকলেই তাঁহাকে আপনার নিকটস্থ এবং প্রিয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এই রাসলীলা দর্শন নিমিত্ত দেবগণ বিমানারোহণে অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলেন। ঘন ঘন দুন্দুভিধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্বগণ শ্রীহরির যশোগান করিতে লাগি-

সুতরাং যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে দেবদুর্লভা ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহার কঠোর কর্ম্মসাধনাদিরূপ অনুষ্ঠান পরম্পরা অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা হইতেছে। দেহাদ্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান নহে, আর কেবল আত্মতত্ত্বই

লেন। এদিকে রাসমণ্ডলে ব্রজবধূগণের বলয় নূপুর এবং কিঙ্কিনীর শ্রুতিমনোহর তুমুল রোল উত্থিত হইল। হৈমমণির মধ্যগত মহামারকত মণি যেরূপ শোভা ধারণ করে, গোপীমণ্ডল মধ্যস্থ কৃষ্ণও সেইরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে গোপীগণের পাদবিক্ষেপ, বাহু কম্পন, সহাস্য ভ্রূভঙ্গী দ্বারা মনোহর শোভা বিস্তীর্ণ হইতেছিল। নৃত্যকালে তাঁহাদের কটিদেশ চালিত হইতেছিল, বক্ষোবাস উড়িতেছিল, চঞ্চল কুণ্ডল গণ্ডসমীপে দুলিতেছিল, ললাটে স্বেদোদ্গম হইতেছিল। এইরূপে তাঁহারা গীতধ্বনি করিতে করিতে নবজলধরবক্ষস্থ সৌদামিনীর ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপে নৃত্যপরায়ণা গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের সহিত বিবিধ আমোদ প্রমোদে মত্ত হইলেন। কেহ আবেশ ভরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। কেহ বা তাঁহার চন্দনলিপ্ত দেহ আলিঙ্গন করিলেন। কেহ বা বিবিধ ভাবাবেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক চিন্ময়ের সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্তা হইলেন। অনাদি অনন্তস্বরূপ শ্রীহরিও সেই প্রেমবিহ্বলা ব্রজবালাগণের সহিত তাঁহাদের অভিলষিত ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রীড়া করিতে সকলে যমুনার জলে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শে যমুনা উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিল, দিগন্ত আমোদিত হইল, দেবঋষিগণ সুললিত স্বরে ভগবানের স্তুতি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সংশয়যুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ঋষিবর! যিনি ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই ধর্ম্মরক্ষক শ্রীহরি স্বয়ং কিরূপে পরস্ত্রী গমনরূপ অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন? রাজার এবম্বিধ সন্দিগ্ধ বাক্য শ্রবণে শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! যিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নিকট অধর্ম্মাচরণ কি আছে? সর্ব্বভুক্ কোন অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও তাঁহার পবিত্রতা নষ্ট হয় না। কিন্তু যাহারা তাঁহার সদৃশ ক্ষমতাশালী নহে, অথচ তাঁহার লীলানুকরণ করিয়া ধর্ম্ম ব্যতিক্রমের প্রয়াসী হয়, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি আশু বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে নরপতে! মহাদেব ভিন্ন আর কে বিষ ভোজন করিয়া তাহার পরিপাকে সমর্থ হয়? ঈশ্বরদিগের বাক্যই সত্য স্বরূপে গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাঁহাদের আচরিত কার্য্যের অনুসরণ করা বিধেয় নহে। কারণ তাঁহারা কর্ম্মমুক্ত। ইঁহাদের কর্ম্মজনিত বন্ধন নাই; এই জন্যই শুভাশুভ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের দ্বারা ইষ্টানিষ্টেরও সম্ভাবনা নাই। অপিচ, যাঁহার পাদপদ্ম সেবা দ্বারা মুনিগণ অশেষ কর্ম্মবন্ধন এবং সংসার ভীতি হইতে বিমুক্ত হন, যিনি স্বেচ্ছায় নরদেহ ধারণ করিয়া ধরাধামে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার আবার কর্ম্মাকর্ম্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কি? বিশেষতঃ তাঁহার আত্মপর কিছুই নাই। কারণ এই সমস্ত গোপী ও তাঁহাদের পতিগণের এবং সর্ব্বজীবের হৃদয়ে যিনি সতত ক্রীড়া করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পর কে এবং পরস্ত্রী গমনরূপ অধর্ম্মই বা কি? তিনি নির্গুণ, নিরাকার, কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ নিমিত্তই তিনি মানব শরীর ধারণ করিয়া এইরূপ অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারই মায়ামুগ্ধ ব্রজবাসিগণ স্ব স্ব পত্নীগণকে কৃষ্ণ পার্শ্বে গমন করিতে দেখিয়াও কেহই তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে নাই। অপিচ তাহারা যোগমায়া প্রভাবে স্ব স্ব ভার্য্যাকে আপনাদিগের পার্শ্বেই অবস্থিত দেখিয়াছিল।

জ্ঞেয় নহে এবং কেবল তাদৃশ জ্ঞানের আশ্রয়ীই জ্ঞানী নহেন। কিন্তু এই গুনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞানও সন্ন্যাসিগণের বিশেষ আবশ্যক, এবং সেই জন্যই এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। (টীকাকৃৎ-কৃত মূলের শব্দার্থ অপরাপরের প্রায় অনুরূপ, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক) উপসংহার কালে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানত্ব, জ্ঞেয়ত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব এই তিনই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানমূলক ॥ ১৮ ॥

——(ঃ০ঃ)——

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিভেদেন) ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) প্রোচ্যতে (কথ্যতে) তানি অপি যথাবৎ (যথাশাস্ত্রং) শৃণু ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—সাংখ্য-শাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্ম এবং কর্ত্তা গুণ-ভেদ-হেতু তিন-প্রকার কথিত-হয়, সেই-সকলও যথা-শাস্ত্র শ্রবণ-কর ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—সাংখ্য শাস্ত্রে সত্ত্বাদি গুণভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা তিন প্রকারে উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি তৎসমস্তের বিবরণও বলিতেছি, তুমি মনঃসমাধান পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্ব্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদতঃ ত্রিবিধোভেদোবক্তব্য ইত্যারভ্যতে জ্ঞানং কর্ম্ম চেতি। জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেনেতি কর্ম্ম চ কর্ম্ম ক্রিয়া ন কারকং পারিভাষিকমীপ্সিততমং কর্ম্ম কর্ত্তা চ নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রিয়াণাং ত্রিধৈবাবধারণং গুণব্যতিরিক্তজাত্যন্তরাভাবপ্রদর্শনার্থং গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেনেত্যর্থঃ প্রোচ্যতে কথ্যতে গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে কাপিলমপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রন্তদপি গুণভোক্তৃবিষয়ে

এদিকে রাস যামিনী অবসানে ভগবানের আজ্ঞা ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণ অনিচ্ছা সহকারে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে ব্রজবধূগণের সহিত ভগবানের এই লীলা কাহিনী শ্রবণ বা বর্ণন করেন, তাঁহারা ভগবানের পরমাভক্তি লাভ করতঃ অচিরেই হৃদয়ের কামনারূপ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৯ হইতে ৩৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে তথাপি তে হি কাপিলা গুণগৌণব্যাপারনিরূপণেঽভিযুক্তা ইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেনোপাদীয়ত ইতি ন বিরোধঃ। যথাবদ্যথান্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু তান্যপি,জ্ঞানাদীনি তদ্ভেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু। বক্ষ্যমাণেঽর্থে মনঃসমাধিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—অনন্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যমাহ অথেতি। জ্ঞানাদিপ্রস্তাবানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ, ইদানীং প্রস্তুতজ্ঞানাদ্যবান্তরভেদাপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ। তেষাং গুণভেদাৎ ত্রৈবিধ্যে হেতুমাহ গুণাত্মকত্বাদিতি। বক্তব্যোবক্ষ্যমাণশ্লোকনবকেনেতি শেষঃ। এবং স্থিতে প্রথমমবান্তরভেদপ্রতিজ্ঞা ক্রিয়তইত্যাহ ইত্যারভ্যতইতি। কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্মেতি যত্তৎপরিভাষ্যতে তন্নাত্র কর্ম্মশব্দবাচ্যমিত্যাহ নেতি। গুণাতিরেকেণ বিধান্তরং জ্ঞানাদিষু নেতি নির্দ্ধারয়িতুমবধারণমিত্যাহ গুণেতি। জ্ঞানাদীনাং প্রত্যেকং গুণভেদপ্রযুক্তে ত্রৈবিধ্যে প্রমাণমাহ প্রোচ্যতইতি। নন্বু কাপিলং পাতঞ্জলমিত্যাদি শাস্ত্রং বিরুদ্ধার্থত্বাদপ্রমাণং কথমিহ প্রমাণীক্রিয়তে তত্রাহ তদপীতি। বিষয়বিশেষবিরোধেঽপি প্রকৃতেঽর্থে প্রামাণ্যমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। যদ্যপি কাপিলাদয়ো গুণবৃত্তবিচারে গৌণব্যাপারস্য ভোগাদের্নিরূপণে চ নিপুণাস্তথাপি কথং তদীয়ং শাস্ত্রমত্র প্রমাণীকৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ তে হীতি। জ্ঞানাদিষু প্রত্যেকমবান্তরভেদোবক্ষ্যমাণোঽর্থস্তস্য তন্ত্রান্তরেঽপি প্রসিদ্ধিকথনং স্তুতিতাদর্থ্যেন কাপিলাদিমতোপাদানমিহোপযোগীত্যর্থঃ। তৃতীয়পাদস্যাবিরুদ্ধার্থত্বং নিগময়তি নেতি। যথাবদিত্যাদিব্যাচষ্টে যথান্যায়মিতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানমিতি। কর্ত্তব্যকর্ম্মবিষয়ং জ্ঞানং, অনুষ্ঠীয়মানং চ কর্ম্ম, কর্ত্তা তস্যানুষ্ঠাতা. সত্ত্বাদিগুণভেদতঃ ত্রিধৈবোপপদ্যতে। গুণসংখ্যানে গুণকার্য্যগণনে যথাবৎ শৃণু তান্যপি তত্রাপি গুণতো ভিন্নানি জ্ঞানাদীনি যথাবৎ শৃণু ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্ব্বেষাং সত্ত্বরজস্তমাত্মকত্বাৎ ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং পূর্ব্বোক্তং কর্ম্ম ক্রিয়ারূপং কর্ত্তা জ্ঞাতা নিবর্ত্তয়িতা চ ত্রিধা ত্রিপ্রকারা গুণভেদতঃ প্রোচ্যতে কথ্যতে গুণসংখ্যানে গুণানাং প্রতিপাদকে শাস্ত্রে যথাবৎ যাথাতথ্যেন তান্যপি তাদৃশানি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিমত আহ জ্ঞানং কর্ম্ম চেতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রং তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু, ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ম্মাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারোনিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্,ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—জ্ঞানমিতি। গুণসংখ্যানে গুণনিরূপকে শাস্ত্রে চতুর্দ্দশে তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকতা প্রকারঃ। সপ্তদশে যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতস্বভাবভেদশ্চোক্তঃ। ইহ তু গুণসংজ্ঞানাং জ্ঞানাদীনাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে ইতি বোধ্যম্॥১৯॥

মধুসূদন।—ইদানীং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতৃরূপস্য করণকর্ম্মকর্ত্তৃরূপস্য চ ত্রিকদ্বয়স্যত্রিগুণাত্মকত্বং বক্তব্যমিতি তত্রভয়ং সঙ্ক্ষিপ্য ত্রিগুণাত্মকত্বং প্রতিজানীতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং প্রাগ্ব্যাখ্যাতং জ্ঞেয়মপ্যত্রৈবান্তর্ভূতং জ্ঞানোপাধিকত্বাজ্ জ্ঞেয়ত্বস্য। কর্ম্ম ক্রিয়া ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহ ইত্যত্রোক্তা, চকারাৎ করণকর্ম্মকারকয়োরত্রৈবান্তর্ভাবঃ ক্রিয়োপাধিকত্বাৎ কারকত্বস্য, কর্ত্তা ক্রিয়ায়াঃ নির্ব্বর্ত্তকঃ চকারাৎ জ্ঞাতা চ, কর্ত্তুঃ ক্রিয়োপাধিকত্বেঽপি পৃথক্ত্রৈগুণ্যকথনং কুতার্কিকভ্রমকল্পিতাত্মত্বনিবারণার্থং, তে হি কর্ত্তৈবাত্মেতি মন্যন্তে, গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি সম্যক্ কার্য্যভেদেন ব্যাখ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসঙ্খ্যানং কাপিলং তস্মিন্, জ্ঞানং ক্রিয়া চ কর্ত্তা চ গুণভেদেতঃ সত্ত্বরজস্তমোভেদেন ত্রিধৈব প্রোচ্যতে এবকারোবিধান্তরনিবারণার্থঃ। যদ্যপি কাপিলং শাস্ত্রং পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে ন প্রমাণং তথাপ্যপরমার্থগুণগৌণভেদনিরূপণে ব্যাবহারিকং প্রমাণং ভজত ইতি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থং গুণসঙ্খ্যানে প্রোচ্যত ইত্যুক্তং, তন্ত্রান্তরেঽপি প্রসিদ্ধমিদং ন কেবলমস্মিন্নেবতন্ত্র ইতিস্তুতিঃ। যথাবৎ যথাশাস্ত্রং শৃণু শ্রোতুং সাবধানোভব তানি জ্ঞানাদীনি অপিশব্দাত্তদ্ভেদজাতানি চ গুণভেদকৃতানি। অত্র চৈবমপৌনরুক্ত্যং দ্রষ্টব্যং। চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধহেতুত্বপ্রকারোনিরূপিতো গুণাতীতস্য জীবন্মুক্তত্বনিরূপণায় সপ্তদশে পুনর্যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেনাসুরং রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া দৈবঃ সাত্ত্বিকঃ স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু স্বভাবতো গুণাতীতস্যাত্মনঃ ক্রিয়াকারকফলসম্বন্ধোনাস্তীতি দর্শয়িতুং তেষাং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমেব ন রূপান্তরমস্তি যেনাত্মসম্বন্ধিতা স্যাদিত্যুচ্যতে ইতি বিশেষঃ॥ ১৯॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তে জ্ঞানাদি ষট্কে পরিজ্ঞাতা কর্ত্তা চৈক এবেতি পরিশিষ্টাঃ পঞ্চ তেষাং সর্ব্বেষাং প্রাকৃতত্বেন ত্রিগুণাত্মকত্বে প্রাপ্তে জ্ঞেয়করণয়োর্জড়য়োঃ ঘটকুঠারকল্পয়োঃ পরিসংখ্যার্থং ত্রয়াণামেব প্রত্যেকং ত্রিবিধত্বং বিবরীতুং প্রতিজানীতে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং কর্ম্ম কর্ত্তা চেতি ত্রয়মেব গুণভেদত স্ত্রিধা ন তু জ্ঞেয়করণে, গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে যদ্যপি তত্রৈকস্যাং প্রমদায়াং ভর্ত্তুঃ সুখং জায়তে, তৎপ্রতি তস্যাঃ সত্ত্বোদ্ভুতত্বাৎ, তামবিন্দত শ্চৈত্রস্য দুঃখং জায়তে তৎপ্রতি তস্যা রজ উদ্ভুতত্বাৎ, তস্যামেব সপত্ন্যাদ্বেষস্যং প্রতি তস্যাস্তম উদ্ভুতত্বাৎ, প্রমদয়ৈব সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতা ইতি কাপিলানাং জ্ঞেয়করণয়োরপি ত্রৈবিধ্যং প্রসিদ্ধং তথাপি প্রমদাদয় একস্যৈব পুংসো নিমিত্তভেদেন প্রীতিদুঃখদ্বেষবিষয়া অপি ভবন্তীতি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায়া নির্ম্মূলত্বাৎ। প্রীত্যাদীনাং কর্ত্তৃসমবায়িতয়া প্রতীয়মানানামালম্বনভূতায়াঃ প্রমদায়াঃ প্রীত্যাদ্যাত্মকত্বং কল্পয়িতুং ন শক্যতে ইতি নভগবতা তয়োস্ত্রিবিধত্বং ব্যাখ্যায়তে। অক্ষরার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞান জ্ঞেয়াদি এবং করণাদির প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে এক্ষণে জ্ঞান .কর্ম্মাদি সম্বন্ধে ভগবান্ কপিল (১৬০।১৭৬৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যথা-যথ বিবৃত হইবে। যে শাস্ত্র সাংখ্য নামে সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং জ্ঞানিগণের পরম অবলম্বনীয়, তাহা ভগবান্ কপিল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্য তাহা কপিল দর্শন (২৫৯০ পৃষ্ঠার সাংখ্যদর্শন টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। সেই শাস্ত্রে জ্ঞান কর্ম্মাদির যেরূপ বিভাগ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহারই কীর্ত্তন করা অধুনা শ্রীভগবানের অভিপ্রেত।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। অধুনা জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা, আর করণ কর্ম্ম এবং কর্ত্তা এই দুই শ্রেণী যে ত্রিগুণাত্মক, তাহাই বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে তদুভয়কে সংক্ষেপ করিয়া তত্তাবতের ত্রিগুণত্ব বিবৃত হইতেছে। জ্ঞানের বিষয় পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞেয় এই জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ জ্ঞানই জ্ঞেয়ত্বের উপাধি। কর্ম্ম ক্রিয়ারই নামান্তর, "ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ" (১৮) এই স্থলে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে মূলে যে চকার প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, করণ এবং কর্ম্ম কারক ইহারই অন্তর্ভূত। কারণ কারকত্ব ক্রিয়াদ্বারা উপস্থিত অর্থাৎ কারকের ক্রিয়াতেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে। যাহা ক্রিয়ার সম্পাদক বা প্রবর্ত্তক তাহাই কর্ত্তা। এই স্থলে মূলে যে চকার প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দারা জ্ঞাতা লক্ষিত হইতেছে। যদিও কর্ত্তা ক্রিয়োপাধিক অর্থাৎ যদিও ক্রিয়া, কর্ত্তার উপাধিস্বরূপ, তথাপি কুতার্কিকেরা ভ্রম প্রযুক্ত কর্ত্তাতেই আত্মত্বের আরোপ করিয়া থাকে। এই ভ্রম ভঞ্জনের নিমিত্তই কর্ত্তার ত্রৈগুণ্য পৃথক ভাবে বিবরণের আবশ্যক। কারণ কুতার্কিকেরা আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, কিন্তু কর্ত্তা ত্রিগুণযুক্ত এবং আত্মা ত্রিগুণাতীত, এই তথ্য নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে কর্ত্তায় আত্মত্বের আরোপ সম্ভব হইতে পারে না। সত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনই গুণ নামে অভিহিত হয়। এই তিন গুণের তত্ত্ব কার্য্যভেদ সহকারে যাহাতে সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই গুণ সংখ্যানই কাপিলদর্শন শাস্ত্র। সেই সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, ক্রিয়া এবং কর্ত্তা, গুণভেদানুসারে

অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বিভাগ ক্রমে তিন প্রকারে কথিত। এই স্থলে মূলে যে "এব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিধ্যন্তর নিবারণের নিমিত্ত অর্থাৎ কোন বিধি অসম্ভব ইহাই বুঝাইবার জন্য বিহিত হইয়াছে। যদি ও কাপিল দর্শন ব্রহ্মৈকত্বরূপ পরমার্থ বিষয়ে প্রমাণিক শাস্ত্র নহে, তথাপি গুণগৌণ ভেদ রূপ অপরমার্থ ভেদ ব্যাপারের আলোচনায় এই শাস্ত্র বিনিযুক্ত এবং ব্যবহারতঃ তৎ সমুদায়ের প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই কারণেই বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায়ের অভিমুখে শ্রোতৃমন আকৃষ্ট করিবার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে যে, "গুণসংখ্যানে ইহা উক্ত হইয়াছে।" এস্থলে ইহাও বক্তব্য, কেবল কপিল তন্ত্রেই যে, জ্ঞানাদির ত্রৈগুণ্য কথিত হইয়াছে এমন নহে অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপেই প্রসিদ্ধ আছে। সেই জ্ঞানাদির প্রসঙ্গ হে অর্জ্জুন! তুমি এক্ষণে অবহিতচিত্তে যথাশাস্ত্র শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয়ে সাবধান হও। এস্থলে মূলে যে "অপি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সূচিত হইয়াছে যে জ্ঞানাদির এতাদৃশ ভেদও গুণভেদে কৃত। পূর্ব্বে চতুর্দ্দশাদি অধ্যায়ে এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এস্থলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে, "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" (১৪ অধ্যায় ৬ শ্লোক) স্থলে গুণসমূহই যে বন্ধনের হেতুভূত, তাহারই প্রকার নিরূপিত হইয়াছে। সপ্তদশাধ্যায়ে, "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" (৪ শ্লোক) স্থলে গুণাতীত পুরুষের জীবন্মুক্তত্ব নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে গুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ পূর্ব্বক রজস্তমোরূপ আসুর ভাব পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহারাদির সেবন দ্বারা দৈব সাত্ত্বিক ভাবই যে অবলম্বনীয় তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বভাবতঃ গুণাতীত আত্মার ক্রিয়াকারকাদি কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এস্থলে কথিত হইয়াছে যে, সেই জ্ঞানাদি ত্রিগুণাত্মক এবং তত্তাবতের কোন রূপান্তর নাই; সুতরাং আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকের ইহাই বিশেষ ॥ ১৯ ॥

——(ঃ০০ঃ)——

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥২০॥

অন্বয়।—যেন (জ্ঞানেন) বিভক্তেষু (পরস্পরব্যাবৃত্তেষু) সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্‌ (অভিন্নম্‌) একম্‌ অব্যয়ং (সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যং) ভাবম্‌ (পরমাত্মতত্ত্বম্‌) ঈক্ষতে (পশ্যতি) তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি (জানীহি)॥ ২০॥

প্রতিশব্দ।—যে-জ্ঞান-দ্বারা পরস্পর-ভিন্ন সকল-ভূতে অভিন্ন এক অব্যয় ভাব দেখে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে॥ ২০॥

ব্যাখ্যা।—যে জ্ঞানের আবির্ভাবে মানব পরস্পর ভেদভাব বিশিষ্ট সর্ব্বভূতে ভেদ-রহিত একমাত্র পরমাত্মভাব দর্শন করিতে থাকে, সেই অদ্বৈতাত্মদর্শন সম্পন্ন জ্ঞানকেই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে॥ ২০॥

শঙ্করাচার্য্য।—জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধত্বমুচ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং বস্তু ভাবশব্দো বস্তুবাচী একমাত্মবস্ত্বিত্যর্থঃ অব্যয়ং ন ব্যেতি স্বাত্মনা স্বধর্ম্মেণ বা কূটস্থং নিত্যমিত্যর্থঃ ঈক্ষতে যেন জ্ঞানেন পশ্যতি তঞ্চ ভাবমবিভক্তং প্রতিদেহং বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু ব্যোমবন্নিরন্তরমিত্যর্থঃ তৎ জ্ঞানং অদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যক্‌ দর্শনং বিদ্ধীতি॥ ২০॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানাদীনাং প্রত্যেকং ত্রৈবিধ্যং জ্ঞাতব্যং প্রতিজ্ঞায় জ্ঞানত্রৈবিধ্যার্থং শ্লোকত্রয়মবতারয়তি জ্ঞানস্যেতি। তত্র সাত্ত্বিকং জ্ঞানমুপন্যস্যতি সর্ব্বেতি। ভূতানি কার্য্যকারণাত্মকান্যুপাধিজাতানি অদ্বিতীয়মখণ্ডৈকরসং প্রত্যগাত্মভূতমবাধিতস্তত্ত্বং জ্ঞেয়ত্বেন বিবক্ষিতমিত্যাহ একমিতি। বিবক্ষিতমব্যয়ত্বং সজ্জিপতি কূটস্থেতি। প্রতিদেহমবিভক্তমিত্যুক্তং ব্যনক্তি বিভক্তেষ্বিতি। তৎ জ্ঞানমিত্যাদি ব্যাকরোতি অদ্বৈতেতি॥ ২০॥

রামানুজ।—সর্ব্বভূতেষ্বিতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ব্রহ্মচারিগৃহস্থাদিরূপেণ বিভক্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু কর্ম্মাধিকারিষু যেন জ্ঞানেনৈকাকারমাত্মাখ্যং ভাবং তত্রাপ্যবিভক্তং ব্রাহ্মণত্বাদ্যনেকাকারেষ্বপি ভূতেষু সিতদীর্ঘাদিবিভাগবৎসু জ্ঞানাকারাত্মনি বিভাগরহিতম্‌। অব্যয়ং ব্যয়স্বভাবেষ্বপি ব্রাহ্মণাদিশরীরেষ্বব্যয়ম্‌ অবিকৃতং ফলাদিসঙ্গানর্হং চ কর্ম্মাধিকারবেলায়ামীক্ষতে তৎজ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি॥ ২০॥

হনুমান্‌।—অব্যক্তাদি স্থাবরান্তেষু যেন জ্ঞানেন একং ভাবং ভাবশব্দো বস্তুবাচী একমাত্মানমিত্যর্থঃ ঈক্ষতে পশ্যতি যেন জ্ঞানেন কথংভূতং ভাবমবিভক্তম্‌

অভিন্নং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু দেহভেদেষু ব্যোমবন্নিরন্তরং সাধুজ্ঞানং বিদ্ধি। সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্বৃত্তম্॥ ২০॥

শ্রীধর।—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ সর্ব্বেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতং একমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি তং জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি॥ ২০॥

বলদেব।—সাত্ত্বিকজ্ঞানমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতেষু দেহেষু নানাকর্ম্মফলভোগাৎ ক্রমেণ বর্ত্তমানভাবং জীবাত্মানং যেনৈকং বীক্ষতে। অব্যয়ং নশ্বরেষু তেষ্বনশ্বরং বিভক্তেষু মিথোভিন্নেষু তেষ্ববিভক্তমেকরূপঞ্চ যেন তং বীক্ষতে তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকমৌপনিষদবিবিক্তা-ত্মজ্ঞানং তদিত্যর্থঃ॥ ২০॥

মধুসূদন।—এবং জ্ঞানস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তুশ্চ প্রত্যেকং ত্রৈবিধ্যে জ্ঞাতব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতে প্রথমং জ্ঞানত্রৈবিধ্যং নিরূপয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ তত্রাদ্বৈতবাদিনাং সাত্ত্বিকং সর্ব্বেতি জ্ঞানমাহ। সর্ব্বেষু ভূতেষু অব্যাকৃতহিরণ্যগর্ভবিরাট্‌সংজ্ঞেষু বীজসূক্ষ্মস্থূলরূপেষু সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকেষু, সর্ব্বেষ্বি-ত্যনেনৈবনির্ব্বাহে ভূতেষ্বিত্যনেন ভবনধর্ম্মকথনমুচ্যতে তেনোৎপত্তিবিনাশশীলেষু দৃশ্যবর্গেষু, বিভক্তেষু পরস্পরব্যাবৃত্তেষু নানারসেষু অব্যয়মুৎপত্তিবিনাশাদিসর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যম্ অদৃশ্যমবিভক্তম-ব্যাবৃত্তং সর্ব্বত্রানুস্যূতমধিষ্ঠানতয়া বাধাবধিতয়া চ একমদ্বিতীয়ং ভাবং পরমার্থসত্তারূপং স্বপ্রকা-শানন্দমাত্মানং যেনান্তঃকরণপরিণামভেদেন বেদান্তবাক্যবিচারপরিনিষ্পন্নেনেক্ষতে সাক্ষাৎ-করোতি তন্মিথ্যাপ্রপঞ্চবাধকমদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সর্ব্বসংসারোচ্ছিত্তিকারণং জ্ঞানং বিদ্ধি। দ্বৈতদর্শনং তু রাজসং তামসং চ সংসারকারণং ন সাত্ত্বিকমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২০॥

নীলকণ্ঠ।—এবং জ্ঞানাদিত্রয়স্য ত্রৈবিধ্যং বক্তুং প্রতিজ্ঞায় জ্ঞানত্রৈবিধ্যং তাব-দাহ সর্ব্ব ভূতেষ্বিতি। যথা কটককুণ্ডলাদিষু ব্যাবর্ত্তমানেষু তত্ত্ববিবেকং কাঞ্চনমেবেদমিতি পশ্যতি এবং যেন জ্ঞানেন সর্ব্বভূতেষু বিভক্তেষু নানা নানারূপভেদভিন্নেষ্বব্যয়মপরিণামিনমেকং ভাবং চিন্মাত্ররূপমীক্ষতে সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদমিতি পশ্যতি তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ঐকাত্ম্যজ্ঞানমেব সাত্ত্বিকমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

বিশ্বনাথ।—সাত্ত্বিকং জ্ঞানমাহ সর্ব্বভূতেষ্বিতি। একং ভাবং একমেব জীবাত্মানং নানাবিধ ফলভোগার্থং ক্রমেণ সর্ব্বভূতেষু মনুষ্যদেবতির্য্যগাদিষু বর্ত্তমানমব্যয়ং নশ্বরেষ্বপি তেষ্ব-নশ্বরং বিভক্তেষু পরস্পরং বিভিন্নেষ্বপি অবিভক্তম্ একরূপং যেন কর্ম্মসম্বন্ধিনা জ্ঞানেনেক্ষতে তৎসাত্ত্বিকং জ্ঞানম্॥ ২০॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞান, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা এই তিনই ত্রিগুণা-নুসারে বিভক্ত, এইরূপ অভিপ্রায় শ্রীভগবানের বদন-সরোজ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এক্ষণে সেই অভিপ্রায় বিশদ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানের

সাত্ত্বিকাদি গুণানুযায়ী ভেদের বিবরণ শ্লোকত্রয়ে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রসঙ্গ অবতারিত হইতেছে।

যে জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বভূতে এক ভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে হইবে। গলিত পদার্থবিহারী অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে চন্দনচর্চ্চিত মাল্যালঙ্কার বিভূষিত মনুষ্যোত্তম পর্য্যন্ত সকলেই সমান, সকলেই একরূপ ভাবাপন্ন এবং সকলেই অনুরূপ সাধারণ ধর্ম্মাদির অধীন, এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া যে জ্ঞানী তত্তাবৎকে সমভাবে দর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই সাত্ত্বিক জ্ঞানী। তিনি বুঝিয়াছেন যে, সকলই সেই সর্ব্বময় পরমাত্মার অংশ স্বরূপ এবং সকলেই তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান, তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং তাঁহারই প্রাণে অনুপ্রাণিত। এইরূপ জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সাত্ত্বিক জ্ঞান প্রভাবে সকল বস্তুর সম্বন্ধে সমদর্শনের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সকল বস্তুই সেই আত্মবস্তুরই বিকাশ বলিয়া অনুভূতি জন্মে। এইরূপ জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া সাত্ত্বিক জ্ঞানিগণ সর্ব্বত্র অব্যয় ভাবসমন্বিত পরমাত্মার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া থাকেন। পরমাত্মার পরিণাম নাই, বিকার নাই, এবং ক্ষয় নাই। জীবসঙ্ঘের শক্তি বিধায়ক এবং তন্মধ্যবর্ত্তী আত্মবস্তুও সেই পরমাত্মারই অংশ স্বরূপ সুতরাং তত্তাবতেরও কোনরূপ নাশ, ধ্বংস বা ক্ষয় থাকিতে পারে না। এইরূপ সাত্ত্বিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে, ভূতগ্রাম নানাপ্রকারে এবং নানা আকারে বিভক্ত হইলেও তত্তাবতের মধ্যে নির্ব্বিকার, বিভাগরহিত, সমাবস্থ পরমাত্মা সতত বিরাজমান। যে আকাশ সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পরিব্যপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রত্যুত এক, তথাপি ঘট মধ্যগত বা ভাণ্ডান্তর মধ্যস্থিত আকাশ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইয়া থাকে, কিন্তু তত্তৎ পাত্র ভগ্ন হইলে তন্মধ্যগত ক্ষুদ্রাকাশও আপনার বিচ্ছিন্নভাব পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অনায়াসে এবং সম্পূর্ণ ভাবে মহাকাশের সহিত মিলিত হইয়া যায়, তদ্রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক জীবের দেহে বিরাজমান হইলেও তত্তৎ দেহস্থিত পরমাত্মা অনায়াসে অবিভক্ত ভাবে সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়। এইরূপ ভাবে স্বরূপ দর্শনের শক্তি সঞ্জাত হইলেই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপ জ্ঞানকেই শাস্ত্রাচার্য্যগণ সাত্ত্বিকজ্ঞান নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। সংসারে যে সকল কর্ম্মাধিকারী মানব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ইত্যাদি রূপ বিবিধ ভাবে বিভক্ত। কিন্তু তত্তাবতের মধ্যে যে আত্মা বিরাজমান তিনি একই। সেই এক আত্মা উল্লিখিত রূপ বহুবিধ বিভাগ মধ্যস্থ হইলেও বস্তুতঃ অবিভক্ত ভাবেই থাকেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি অনেক আকারযুক্ত ভূত মধ্যেও তত্তাবতের শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘত্ব বা খর্ব্বতা কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞানাকার আত্মা বিভাগ শূন্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়ধর্ম্মাধীন ব্রাহ্মণাদি শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেও অব্যয় অর্থাৎ বিকাররহিত। তিনি অবিকৃত এবং ফলাদি সঙ্গশূন্য, অর্থাৎ যে যে দেহে তিনি অধিষ্ঠিত সেই সেই দেহধারী ব্রাহ্মণাদি মানবগণ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তত্তাবৎ কর্ম্মজনিত ফলাফলের সহিত সেই আত্মবস্তু সম্পর্ক রহিত। যে সময়ে মানবের কর্ম্মাধিকারিত্বের অবসান হয় না, অর্থাৎ যৎকালে মানবগণ কর্ম্মাধিকারিত্ব হেতু কর্ম্মসাধন করিতে বাধ্য থাকেন, তৎকালে যে জ্ঞান প্রভাবে উল্লিখিতরূপ স্বরূপ দর্শন করিতে পারা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এক্ষণে অদ্বৈতবাদিদিগের সাত্ত্বিক জ্ঞানের স্বরূপ কথিত হইতেছে। অব্যাকৃত, হিরণ্যগর্ভ (২৪৬।১৪৬১।১৫৪৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনি দ্রষ্টব্য) ও বিরাট এই তিনই জগতের সর্ব্বভূতের আদি স্বরূপ। তন্মধ্যে অব্যাকৃত বীজস্বরূপ, হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মস্বরূপ এবং বিরাট স্থূলস্বরূপ। মূল কারণ যখন এক স্থানস্থ, তখন তিনি সমষ্টিস্বরূপ এবং যখন সংসারের বিভিন্ন পদার্থে পরিব্যাপ্ত তখনই তিনি ব্যষ্টি স্বরূপ (২০১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। জগতের জীবপুঞ্জে সেই মূল কারণ ব্যষ্টিভাবে বিস্তৃত। মূলস্থিত "সর্ব্বেষু" এই পদ দ্বারাই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইতে পারিত, তথাপি "ভূতেষু" এই পদ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, সকল পদার্থই ভবনধর্ম্মসম্পন্ন, অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ ধর্ম্মযুক্ত। সেই সৃষ্ট ভূতসমূহ বিভক্ত অর্থাৎ পরস্পর ব্যাবৃত্ত এবং বহুবিধ ভাবসম্পন্ন। অব্যয় অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশাদি বিক্রিয়া রহিত। অবিভক্ত অর্থাৎ অব্যাবৃত্ত, সর্ব্বত্র অনুস্যূত;

এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়। সেই পরমার্থ সত্তারূপ অদ্বিতীয়, আনন্দময়, স্বপ্রকাশ আত্মাকে যিনি বেদান্তবাক্য বিচার-সমুৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই জ্ঞান মিথ্যাপ্রপঞ্চের বাধক, অদ্বৈতআত্মদর্শন বিধায়ক, সাত্ত্বিক এবং সর্ব্ব সংসারের উচ্ছেদ কারণ। যে জ্ঞানে দ্বৈতদর্শন বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ অভেদ ভাব হৃদ্‌গত না হয়, সেই জ্ঞান রাজস ও তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং তাহা সংসারবন্ধনবিধায়ক সুতরাং সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইতে পারে না॥ ২০॥



পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১॥

অন্বয়।—পৃথক্ত্বেন (ভেদভাবেন) তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্বিধান্ (বিভিন্নরূপান্) নানাভাবান্ বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি (জানীহি)॥ ২১॥

প্রতিশব্দ।—পৃথক্-রূপে যে জ্ঞান সকল ভূতে বিভিন্ন-রূপ অনেক-ভাব বোধ-করে, সেই জ্ঞান রাজস জানিবে॥ ২১॥

ব্যাখ্যা।—যে জ্ঞানের দ্বারা বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও সর্ব্বভূতে ভেদ জ্ঞান হয় এবং প্রত্যেক ভূতে সুখী দুঃখী প্রভৃতি বিভিন্ন লক্ষণ সমুহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই রাজস জ্ঞান॥ ২১॥

শঙ্করাচার্য্য। যানি দ্বৈতদর্শনান্যসম্যগ্‌ভূতানি রাজসানি তামসানি চেতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি। পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন প্রতিশরীরমন্যত্বেন যৎ জ্ঞানং নানাভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ পৃথক্‌প্রকারান্ ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ। বেত্তি বিজানাতি যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাদ্‌যেন জ্ঞানেন বেত্তীত্যর্থঃ তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং রজোনির্বৃত্তম্॥ ২১॥

আনন্দগিরি।—দ্বৈতদর্শনান্যপি কানিচিদ্ভবন্তি সত্ত্বনির্বৃত্তানি সম্যঞ্চীত্যাশঙ্ক্যাহ যানীতি। তেষামসম্যক্ত্বে হেতুমাহ রাজসানীতি। প্রতিদেহমন্যত্বেন ভিন্নাত্মনো যেন জ্ঞানেন জানাতি তৎ জ্ঞানং রাজসমিতি ব্যাচষ্টে ভেদেনেতি। পৃথক্ত্বং পৃথগ্বিধত্বঞ্চ পুনরুক্তমিত্যাশঙ্ক্য হেতুহেতুমত্ত্বেন বিভাগং বিবক্ষিত্বাহ ভিন্নেতি। জ্ঞানস্য জ্ঞানকর্তৃত্বমযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ যেনেতি॥ ২১॥

রামানুজ।—পৃথগিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রাহ্মণাদিষু ব্রাহ্মণাদ্যাকার-পৃথকত্বেনাত্মাখ্যানপি ভাবান্ নানাভূতান্ সিতদীর্ঘাদি পৃথগ্বিধান্ ফলাদিসংযোগযোগ্যান্ কর্ম্মাধিকারবেলায়াং যদ্জ্ঞানং বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১॥

হনুমান্।—পৃথকত্বেন ভেদেন নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্ ত্রিপ্রকারান্ বেত্তি জানাতি (করণং কর্তৃত্বেনোপচর্য্যতে) সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১॥

শ্রীধর।—রাজসং জ্ঞানমাহ পৃথকৃত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহে নানাভাবান্ বস্তুত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১॥

বলদেব।—রাজসজ্ঞানমাহ পৃথক্ত্বেনেতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু দেবমনুষ্যাদিদেহেষু জীবাত্মনঃ পৃথক্ত্বেন যজ্জ্ঞানং দেহবিনাশ এবাত্মবিনাশ ইতি যজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ। যেন চ নানাবিধান্ ভাবানভিপ্রায়ান্ বেত্তি।- দেহ এবাত্মেতি, দেহাদন্যোঃ দেহপরিমাণ আত্মেতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মেতি, নিত্যবিজ্ঞানমাত্রবিভুরাত্মেতি, দেহাদন্যো নববিশেষগুণাশ্রয়োঽজড়ো বিভুরাত্মেত্যেবং লোকায়তিকজৈনবৌদ্ধমায়িতার্কিকাদিবাদান্ যেন জানাতি তদ্রাজসং জ্ঞানম্॥২১॥

মধুসূদন।—পৃথগিতি। তুশব্দঃ প্রাগুক্তসাত্ত্বিকব্যতিরেকপ্রদর্শনার্থঃ। পৃথক্ত্বেন ভেদেন স্থিতেষু সর্ব্বভূতেষু দেহাদিষু নানাভাবান্ প্রতিদেহমন্যানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ সুখিত্বদুঃখিত্বাদিরূপেণ পরস্পরবিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তীতি বক্তব্যে যজ্জ্ঞানং বেত্তীতি করণে কর্তৃত্বোপচারাদেধাংসি পচন্তীতিবৎ কর্ত্তুরহঙ্কারস্য তদ্বৃত্ত্যভেদাদ্বা তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসমিতি পুনর্জ্ঞানপদমাত্মভেদজ্ঞানমনাত্মভেদজ্ঞানং চ পরামৃশতি তেনাত্মনাং পরস্পরং ভেদস্তেষামীশ্বরাদ্ভেদস্তেভ্য ঈশ্বরাদন্যোন্যতশ্চাচেতনবর্গস্য ভেদ ইত্যনৌপাধিকভেদপঞ্চকজ্ঞানং কুতার্কিকাণাং রাজসমেবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২১॥

নীলকণ্ঠ।—ভেদজ্ঞানে রাজসত্বমাহ পৃথক্ত্বেনেতি। যৎ পৃথক্ত্বেন ভিন্নত্বেন জ্ঞানং তদ্রাজসমিতি সম্বন্ধঃ পৃথক্ত্বেনেত্যেতদ্বিবৃণোতি সর্ব্বেষু ভূতেষু পাঞ্চভৌতিকত্বেনাবিশিষ্টেষু নানাভাবান্ সুরনরতির্য্যকস্থাবরত্বভেদেন নানাত্মানি বহুবচনমত্যন্তভেদপ্রদর্শনার্থং পৃথগ্বিধান্ একজাতীয়েষ্বপি নরাদিষু প্রত্যেকং বিভিন্নপ্রকারান্ যজ্জ্ঞানং বেত্তি বিষয়ীকরোতীতি যেন জ্ঞানেন বেত্তীতি বক্তব্যে এধাংসি পচন্তীতিবৎ যজ্জ্ঞানং বেত্তীতি করণে কর্তৃত্বোপচারো বোধ্যঃ তেনাত্মনাং পরস্পরভেদস্তেষামীশ্বরাদ্ভেদস্তেভ্য ঈশ্বরাদন্যোন্যতশ্চ জড়বর্গস্য ভেদ ইত্যনৌপাধিকভেদপঞ্চকজ্ঞানং কুতার্কিকাণাং রাজসমেবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২১॥

বিশ্বনাথ।—রাজসং জ্ঞানমাহ। সর্ব্বভূতেষু জীবাত্মনঃ পৃথকত্বেন যজ্জ্ঞানমিতি দেহনাশঃ এবাত্মনোনাশ ইত্যসুরানাং মতম্। অতএব পৃথক্ পৃথক্ দেহেষু পৃথক পৃথগেবাত্মা। ইতি তথাশাস্ত্রকারণাং পৃথক্‌বিধান্ নানাভাবান্ নানাভিপ্রায়ান্। আত্মা সুখদুঃখাশ্রয় ইতি, সুখ দুঃখাদ্যনাশ্রয় ইতি, জড় ইতি, চেতন ইতি, ব্যাপক ইতি, অণুস্বরূপ ইতি, অনেক ইতি। ইত্যাদি কল্পান্ যেন এক ইত্যাদি বেদ তদ্রাজসম্॥ ২১॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর রাজস জ্ঞানের বিবরণ কীর্ত্তিত হইতেছে। সাত্ত্বিক জ্ঞানে যেরূপ অদ্বৈত দর্শন ঘটিয়া থাকে, রাজস জ্ঞানে তাহা ঘটিতে পারে না ইহা দ্বৈত দর্শনের বিধায়ক, এজন্য সাত্ত্বিক জ্ঞানের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এ সংসার বিবিধ প্রকার জীবের নিবাসভূমি। প্রত্যেক ভূতই নানাপ্রকারে অপরের সহিত বিলক্ষণ। জীবরাজ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যের বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জীবের পরস্পর বৈষম্যের কথা ছাড়িয়া দিয়াও কেবল মনুষ্যের বৈলক্ষণ্যের বিষয়ও অতীব আশ্চর্য্যজনক। মনুষ্য নানাজাতিতে বিভক্ত। সেই জাতি সমূহ বর্ণগত আকৃতিগত নানা রূপে বিলক্ষণ। একজাতি মধ্যস্থ দুইজন মনুষ্যেরও সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। মুখের গঠন, কণ্ঠস্বর প্রভৃতির বৈলক্ষণ্য সহোদরগণের মধ্যেও বর্ত্তমান। অধিকন্তু মনুষ্যগণ সুখদুঃখাদির তারতম্যানুসারে সাতিশয় বিলক্ষণ। একজন সুখী, আর একজন দুঃখী, অনবরতই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই সুখদুঃখের কারণও অতিশয় পৃথক। যাহাতে একজনের সুখ. তাহাতেই অপরের দুঃখ। কিন্তু মানবের দুঃখদুঃখের ভাব এবংবিধ পৃথক্ হইলেও অথবা তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান থাকিলেও বস্তুতঃ তাহাদিগের মধ্যে যে পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, তিনি সর্ব্বথা অভিন্ন ও সমভাবাপন্ন। যে জ্ঞানের প্রভাবে সেই সাম্য দর্শন উপজাত না হয়, অর্থাৎ যে জ্ঞান বাহ্য বৈলক্ষণ্য অনুসারে সকল জীবকে পৃথক্ বা বিলক্ষণ বলিয়া অনুভব করে, তাহাই রাজস জ্ঞান।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ব্রাহ্মণাদি বিবিধ বিভাগ'-ত্মক সর্ব্বপ্রকার ভূতগ্রামের মধ্যে ব্রাহ্মণাদির পার্থক্য হেতু কর্ম্মাধিকার সময়ে যে জ্ঞান প্রভাবে তত্তবতের কৃষ্ণত্ব বা শুক্লত্ব, দীর্ঘত্ব বা হ্রস্বত্ব অনুসারে ফলসংযোগ সম্ভাবনা বিরহিত আত্মাও পৃথক্ এবং ফলসংযোগ-যোগ্যরূপে দৃষ্ট যয়, সেই জ্ঞানের নাম রাজস।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। দেব মনুষ্যাদি সর্ব্বপ্রকার ভূত-দেহে যে জীবাত্মার অধিষ্ঠান আছে, তাহা পরস্পর পৃথক্ এবং দেহবিনা-শের সহিতই তাহার বিনাশ হইবে, ইত্যাদিরূপ যে জ্ঞান তাহাই রাজস।

এইরূপ রাজস জ্ঞানের দ্বারা নানারূপ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। লোকায়তগণ (২৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বলিয়া থাকেন "দেহ এব আত্মা" অর্থাৎ দেহই আত্মা। জৈনগণ (২৬৬৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বলিয়া থাকেন, "দেহাদন্যো দেহপরিমাণো আত্মা" আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন এবং দেহ পরিমিত। বৌদ্ধগণ (২৬৬১ পৃষ্টার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বলিয়া থাকেন, "ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্মা" অর্থাৎ আত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ। মায়িগণ বলিয়া থাকেন, "নিত্য বিজ্ঞানমাত্র বিভুরাত্মা" অর্থাৎ নিত্য বিজ্ঞানরূপ বিভুই আত্মা। তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন, "দেহদন্যো নববিশেষগুণাশ্রয়োহজড়ো বিভুরাত্মা" অর্থাৎ আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র নরবিশেষগুণের আশ্রয় এবং অজড়। ইত্যাকার আত্মসম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় যাহা দ্বারা জানা যায় তাহাই রাজস জ্ঞান।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন ও নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। এই শ্লোকে যে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সাত্ত্বিক জ্ঞানের ব্যতিরেক প্রদর্শনের নিমিত্ত। যে জ্ঞানদ্বারা পৃথক্‌রূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থিত আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করা যায়, তাহাই রাজস জ্ঞান। দেবতা, মনুষ্য, তির্য্যক প্রভৃতি বিভিন্ন দেহে আত্মার বিদ্যমানতা আছে। কিন্তু তত্তাবতের বিভিন্নতা হেতু আত্মাকেও বিভিন্ন বলিয়া যে জ্ঞানে উপলব্ধ হয়, তাহাই রাজস জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রভাবে জীবের মধ্যে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী, কাহাকেও বা হৃষ্ট, কাহাকেও বা ক্লিষ্ট দেখিয়া আত্মা-কেও তদনুরূপে সুখদুঃখাদি জনিত বিভিন্ন ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে "যেন বেত্তি" এই তৃতীয়ান্ত করণ কারকের প্রয়োগ আছে! বর্ত্ত-মান শ্লোকে, "যৎ জ্ঞানং বেত্তি" অর্থাৎ যে জ্ঞান জানে, এইরূপ উল্লেখ দেখা যাইতেছে। কিন্তু জ্ঞান স্বয়ং কিছু জানে না, জ্ঞানের দ্বারা জানা যায়। সুতরাং এস্থলেও করণ কারকের (২৯৮৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু "এধাংসি পচন্তি" অর্থাৎ কাষ্ঠসমূহ পাক করে, এইরূপ প্রয়োগ স্থলে বস্তুতঃ কাষ্ঠ পাক না করিলেও কাষ্ঠ দ্বারা পাককার্য্যের বোধ বিষয়ে যেরূপ কোনই অসুবিধা হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ কোন অসুবিধা নাই। অর্থাৎ "যৎ জ্ঞানং" ইহাদ্বারা যে জ্ঞান দ্বারা এইরূপই বুঝিতে হইবে। কারণ এস্থলে করণে কর্ত্তৃত্বের উপচার

হইয়াছে। মূলে প্রথমে "যজ্জ্ঞানং" উল্লেখ করা হইয়াছে। তদনন্তর আবার "তজ্জ্ঞানং" লিখিত হইয়াছে। এই উভয় স্থলে জ্ঞানপদের প্রয়োগ অনাবশ্যক নহে। কারণ এই উভয় জ্ঞানপদের দ্বারা আত্মভেদ-জ্ঞান এবং অনাত্ম ভেদজ্ঞান সূচিত হইতেছে। এতদ্বারা আত্মা সমূহের পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর হইতে তত্তাবতের ভেদ, তত্তাবৎ হইতে ঈশ্বরের ভেদ, তাহার অন্যোন্য ভেদ এবং অচেতনবর্গ হইতে আত্মার ভেদ, কুতার্কিক দিগের অভিপ্রায়সঙ্গত এই পঞ্চ প্রকার মিথ্যা ভেদজ্ঞান রাজস নামে অভিহিত। (এই পঞ্চ প্রকার ভেদ সম্বন্ধে এই শ্লোকস্থ বলদেব বিদ্যাভূষণের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ।। ২১ ॥

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—যৎ (জ্ঞানং) তু একস্মিন্ কার্য্যে (দেহ প্রতিমাদৌ) কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ) সক্তম্ (অভিনিবিষ্টম্) অহৈতুকম্ (অযুক্তিকম্) অতত্ত্বার্থবৎ (তত্ত্বালম্বনশূন্যম্) অল্পং (তুচ্ছং) চ তৎ (জ্ঞানং) তামসম্ উদাহৃতম্ (উক্তম্) ।। ২২ ।।

প্রতিশব্দ।—যে জ্ঞান এক দেহাদি-কার্য্যে সম্পূর্ণের-ন্যায় অভিনিবিষ্ট, যুক্তি রহিত, তত্ত্বার্থ-শূন্য এবং তুচ্ছ, তাহা তামস কথিত হয় ।। ২২ ॥

ব্যাখ্যা—যে জ্ঞান কোন একমাত্র দেহ বা প্রতিমাদিকেই আত্মা বা ঈশ্বর জ্ঞানে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আসক্ত, যাহা হেতু প্রমাণাদি শূন্য, অপারমার্থিক এবং তুচ্ছ, তাহাই তামস জ্ঞান নামে অভিহিত ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যৎত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সর্ব্ববিষয়মিব একস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্ব্বা প্রতিমাদৌ সক্তম্ এতাবানেবাত্মেশ্বরোবা নাতঃ পরমস্তীতি যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরানুবর্ত্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরোবা পাষাণ/দারুাদিমাত্রম্ ইত্যেবম্ একস্মিন্ কার্য্যে সক্তম-

হৈতুকং হেতুবর্জ্জিতম্ অযুক্তিকং নিষ্প্রমাণকমতত্ত্বার্থবৎ অযথাভূতার্থবদযথাভূতোঽর্থস্তত্ত্বার্থঃ সোঽস্য জ্ঞেয়ভূতোঽস্তীতি তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবদহৈতুকত্বাদেবাল্পঞ্চাল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা তত্তামসমুদাহৃতং তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—যত্ত্বিতি। সক্তত্বমেব ব্যনক্তি এতাবানিতি। একস্মিন্কার্য্যে জ্ঞানস্য সক্তত্বমেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যথেত্যাদিনা। যন্নির্যুক্তিকত্বাদেব জ্ঞানস্যাভাসত্বে কারণমিত্যাহ অহৈতুকত্বাদিতি। স্বরূপতোবিষয়তশ্চাভাসত্বং ফলতোবেত্যাহ অল্পমিতি। তামসং জ্ঞানমুক্তলক্ষণমিত্যত্রানুভবং প্রমাণয়তি তামসানাং হীতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—যদিতি। যত্তু জ্ঞানমেকস্মিন্ কার্য্যে একস্মিন্ কর্ত্তব্যে কর্ম্মণি প্রেতভূতগণাদ্যারাধনরূপেঽত্যল্পফলে কৃৎস্নফলবৎ সক্তমহৈতুকং বস্তুতস্তু কৃৎস্নফলবত্তয়া তথাবিধাসঙ্গহেতুরহিতম্ অতত্ত্বার্থবৎ পূর্ব্ববদেবাত্মনি পৃথক্ত্বাদিযুক্ততয়া মিথ্যাভূতার্থবিষয়ম্ অত্যল্প ফলঞ্চ প্রেতাদ্যারাধনরূপবিষয়ত্বাদল্পঞ্চ তদ্জ্ঞানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

হনুমান্।—যজ্জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সর্ব্বথা একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা সক্তং নিবিষ্টং নাতঃ পরমস্তীতি অহেতুকমযুক্তিনিমিত্তমতত্ত্বার্থবৎ চাপরমার্থবিষয়ং স্বল্পঞ্চ অল্পত্বাৎ অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলং বা তজ্জ্ঞানং তামসং তমঃপ্রভবমুদাহৃতমুক্তং তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—তামসং জ্ঞানমাহ যত্ত্বিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরোবেত্যভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্ অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থালম্বনশূন্যম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ যদেবংভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

বলদেব।—তামসং জ্ঞানমাহ যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানমহৈতুকং স্বাভাবিকং ন তু শাস্ত্রাদ্ধেতোর্জ্ঞানম্। অতএবৈকস্মিন্ লৌকিকে স্নানভোজনযোষিৎপ্রসঙ্গাদৌ কার্য্যে ন তু বৈদিকে যাগদানাদৌ সক্তং কৃৎস্নবৎ পূর্ণং নাতোঽধিকমস্তীত্যর্থঃ। অত এবাতত্ত্বার্থবৎ। যত্র তত্ত্বরূপোঽর্থো নাস্তি। অল্পং পশ্বাদিসাধারণ্যাত্তুচ্ছং তল্লৌকিকস্নানভোজনাদিজ্ঞানং তামসম্ ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—যত্ত্বিতি। তুশব্দো রাজসাত্ত্বিনত্তি বহুষু ভূতকার্য্যেষু বিদ্যমানেষু একস্মিন্ কার্য্যে বিকারে ভূতদেহে প্রতিমাদৌ বা অহৈতুকং হেতুরুপপত্তিস্তদ্রহিতম্ অন্যেষাং ভূতকার্য্যাণামাত্মত্বাভাবে কথমেকস্য তাদৃশস্যাত্মমিত্যনুসন্ধানশূন্যং কৃৎস্নবৎ পরিসমাপ্তিবৎ সক্তং এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরোবা নাতঃ পরমস্তীত্যভিনিবেশেন লগ্নং যথা দিগম্বরাণাং সাবয়বোদেহপরিমাণ আত্মেতি যথা চার্ব্বাকাণাং দেহএবাত্মেতি এবং পাষাণদার্ব্বাদিমাত্রমীশ্বর ইত্যেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকত্বাদেবাতত্ত্বার্থবৎ ন তত্ত্বার্থালম্বনম্ অল্পঞ্চ নিত্যত্ববিভুত্বগ্রহাৎ ঈদৃশং নিত্যাবিভুদেহাতিরিক্তাত্মতদ্ব্যতিরিক্তেশ্বরগ্রাহিতার্কিকজ্ঞানবিলক্ষণমনিত্যাপরিচ্ছিন্নদেহাদ্যাত্মাভিমানরূপং চার্ব্বাকাদীনাং স্মুস্ফোনং তত্তামসমুদাহৃতং তামসানাং প্রাকৃতজনানামীদৃশজ্ঞানদর্শিভিঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানমেকস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবদেতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেতি সক্তমভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্ অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অল্পং তুচ্ছবিষয়ত্বাদল্পফলবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাচ্চ যদেবংভূতং জ্ঞানং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—তামসং জ্ঞানমাহ। যত্তু জ্ঞানমহৈতুকমৌৎপত্তিকমেব অতএবৈকস্মিন্ কার্য্যে লৌকিকে এব স্নানভোজনপানস্ত্রীসংভোগে তৎ সাধনেচ কর্ম্মণি সক্তং নতু বৈদিকে কর্ম্মণি যজ্ঞদানাদৌ অতএব অতত্ত্বার্থবৎ। তত্র তত্ত্বরূপোঽর্থঃ কোপি নাস্তীত্যর্থঃ। অল্পং পশূনামিব যৎক্ষুদ্রং তৎ তামসং জ্ঞানম্। দেহান্ব্যতিরিক্তত্বেন তৎ পদার্থজ্ঞানং সাত্ত্বিকং নানা-বাদপ্রতিপাদকং ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানং রাজসং স্নানভোজনাদি ব্যবহারিকজ্ঞানং তামসমিতি সঙ্ক্ষেপঃ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর তামস জ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। সাত্ত্বিক ও রাজসিক জ্ঞান হইতে তামস জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। সাত্ত্বিক জ্ঞানে সমদর্শন জন্মে, এবং তজ্জনিত পরমাত্মতত্ত্ব প্রণিধান হয়। রাজস জ্ঞানে সেরূপ পরম ফল লব্ধ হয় না, কিন্তু সাধনার পরিপাকে রাজস জ্ঞানও সাধককে পরমফল প্রাপ্তির পথে লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু তামস জ্ঞান বড়ই অধম। তাহা কুপথেই মনুষ্যকে পরিচালিত করে এবং ভ্রমের কুপেই নিমজ্জিত করিয়া রাখে। সুতরাং এই তামস জ্ঞান কেবল অধোগতিরই হেতুভুত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যে জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্য একমাত্র বিষয়েই সর্ব্ব জ্ঞাতব্যের সম্মিলন দর্শন করে, অর্থাৎ যে জ্ঞানে দেহ অথবা প্রতিমাদিতে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, এবং তত্তাবতই একান্ত সাধ্য বলিয়া অনুভূতি হয়, সেইরূপ জ্ঞান ভ্রমের হেতুভূত। কারণ কুতার্কিকগণ, অবিশ্বাসী বা নাস্তিকগণ দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে এবং দেহের পরিপোষণ ও সৌন্দর্য্য সংসাধনই জীবনের ব্রত বলিয়া জ্ঞান করে, অথবা জ্ঞানের অপূর্ণতা হেতু প্রতিমাদি বস্তু বিশেষকে ঈশ্বর বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে এবং সেই প্রতিমার অর্চ্চনাদিতেই পরিতৃপ্ত থাকে। তাহারা মনে করে যে, সেই অঙ্গাদি সহকৃত সীমাবদ্ধ মনুষ্য হস্তনির্ম্মিত প্রতিমাই আত্মা, তদতিরিক্ত জ্ঞান বা আত্ম তত্ত্বান্বেষণ অনাবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান সর্ব্বথা নিন্দনীয়; কারণ এই জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ হেতুবিহীন। সংসারে কার্য্য কারণ বিবেচনা

করিয়া যুক্তি পরম্পরা দ্বারা যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাই সহৈতুক ; কেবল অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, কোনরূপ বিশেষ কারণ বিচার না করিয়া যে অসঙ্গত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাই অহৈতুক। অপিচ এই জ্ঞান অতত্ত্বার্থবৎ অর্থাৎ তত্ত্বদ্বারা যে অর্থ নিরূপিত হয়, এ জ্ঞান তাহার বিরোধী। তত্ত্বালোচনা ও তত্ত্বান্বেষণ প্রবৃত্তিমূলা সাধনা দ্বারা এ সংসারে সকল অর্থ অর্থাৎ জ্ঞাতব্য তথ্য নিরূপিত হইয়া থাকে। যে জ্ঞান প্রভাবে সেই প্রকৃষ্ট ও সমীচীন উপায়ের ব্যতিক্রম করিয়া ইচ্ছানুগত কল্পনাপ্রসূত বিচার-বিগর্হিত অভিপ্রায় সিদ্ধ করা হয়, তাহাই তত্ত্বার্থ বিবর্জ্জিত। অতএব এতাদৃশ জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই জন্যই এইরূপ তুচ্ছ জ্ঞান তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী, শ্রীমদ্ধনুমান প্রভৃতির অভিপ্রায় সঙ্গত। (নিম্নে শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়ে এই ভাব আরও স্পষ্টীকৃত হইবে)।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যে জ্ঞানে মনুষ্য সামান্য ফলপ্রদ অকিঞ্চিৎকর ভূত প্রেতাদির পূজনরূপ তুচ্ছ কর্ম্মকে সর্ব্বফলপ্রদ পরম কার্য্য বলিয়া অনুসরণ করে, অর্থাৎ সামান্য ফলপ্রদ হীন কার্য্যকেই সর্ব্বপ্রকার ফলবিধায়ক মহৎ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাই তামস জ্ঞান। এই জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ সামান্য ও সীমাবদ্ধ ফলবিধায়ক। অপিচ এই জ্ঞান মিথ্যাভূত বিষয়পরায়ণ এবং প্রেতাদি আরাধনরূপ কর্ম্মজনিত অতি সামান্য ফলের উৎপাদক। এইরূপ জ্ঞান তামস।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জনিত যে জ্ঞান তাহাই হৈতুক ; কিন্তু যে জ্ঞান স্বাভাবিক অর্থাৎ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা সঞ্জাত নহে, তাহাই অহৈতুক। এইরূপ অহৈতুক জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্য স্নান, ভোজন এবং রমণীসঙ্গ জনিত আনন্দাদি প্রসঙ্গে যেরূপ আসক্ত হইয়া থাকে, বৈদিক যজ্ঞদানাদি ক্রিয়া কাণ্ডে তাদৃশ আসক্ত কখনই হয় না। তাহারা অবলম্বিত অকিঞ্চিৎকর কার্য্যকে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তদপেক্ষা বেশী আর কিছুই নাই। এই জন্যই তাহাদিগের অবলম্বিত কার্য্য তত্ত্বরূপ অর্থ বিহীন। তাদৃশ

কার্য্য অল্প অর্থাৎ তুচ্ছ। কারণ পশুদিগের সহিত তাহা সমান। ইহার ভাবার্থ এই যে, পশুরাও আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, এই সকল প্রবৃত্তির অধীন হইয়া জীবনপাত করে। যে জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্যেরা তাদৃশ কার্য্য-মাত্র অবলম্বন করে, তাহাদিগের অনুষ্ঠান যে অতি তুচ্ছ এ কথা বলাই বাহুল্য। এইরূপ লৌকিক স্নান ভোজনাদি বিধায়ক যে জ্ঞান, তাহাই তামস।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। মূলস্থিত "তু" শব্দ রাজসাদি জ্ঞানের সহিত ভিন্নার্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। বহু প্রকার জীবকার্য্যে অর্থাৎ জীবন ধারণ, ধর্ম্মসাধন, পারলৌকিক সম্পত্তি অন্বেষণ প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিয়াও একমাত্র কার্য্যে অত্যাসক্তি তামস জ্ঞানের পরিণাম স্বরূপ। মানবের বিকারস্বরূপ এই ভূতদেহে বা প্রতি-মাদিতে অহৈতুক অর্থাৎ উপপত্তি রহিত জ্ঞানই তামস। সংসারে বহু ভূতদেহ এবং বহু প্রতিমাদি বিদ্যমান থাকিলেও অন্যত্র আত্মার বিদ্য-মানতা অনুসন্ধান না করিয়া কেবল একমাত্র দেহাদিতে আত্মবোধ করাই অহৈতুক জ্ঞান। এইরূপ জ্ঞানে সেই একমাত্র বিষয়েই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস এবং ইহার অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই বলিয়া তদ্বিষয়ে একান্ত লগ্ন হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, দিগম্বরগণ (২৪৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই সাবয়ব পরিমিত দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে অথবা চার্ব্বাকগণ (২৩৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনি দ্রষ্টব্য) দেহকেই আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করে। পাষাণ বা দারু বিশেষকে ঈশ্বরবোধে তৎপ্রতি আসক্তি এইরূপ জ্ঞানের পরিণাম। এইরূপ জ্ঞান অহৈতুক সুতরাং অতত্ত্বার্থবৎ অর্থাৎ তত্ত্বার্থরূপ আলম্বনশূন্য। ইহা অল্প; কারণ নিত্য স্বরূপ বিভুস্বরূপ ঈশ্বরকে গ্রহণ না করিয়া এই জ্ঞানে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অনিত্য দেহাদিকে ঈশ্বররূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অপরিচ্ছিন্ন পরম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্তুকে তার্কিক চার্ব্বাকাদির মতানুসারে গ্রহণ করাই তামস জ্ঞানের লক্ষণ। তামস অর্থাৎ প্রাকৃত জনদিগেরই এইরূপ জ্ঞান উদাহৃত অর্থাৎ কথিত হয়॥ ২২॥

——(:০০:)——

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিতেন) নিয়তং (নিত্যং) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবর্জ্জিতম্) অরাগদ্বেষতঃ (রাগদ্বেষ-শূন্যেন) কৃতং যৎ কর্ম্ম, তৎ (কর্ম্ম) সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নিত্য আসক্তি-রহিত রাগ-দ্বেষ-শূন্য-ভাবে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক কথিত-হয় ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—ফলকামনা পরিশূন্য মানব নিত্য আসক্তিশূন্য ভাবে অনুরাগ এবং দ্বেষ বিরহিত হইয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্মই সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথ কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং সঙ্গরহিতমাসক্তিবর্জ্জিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং রাগদ্বেষতঃকৃতং তদ্বিপরীতং কৃতমরাগদ্বেষতঃ কৃতমফলপ্রেপ্সুনা ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণস্তদ্বিপরীতেনাফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—ত্রিবিধং কর্ম্ম বক্তুমনন্তরশ্লোকত্রয়মিত্যাহ অথেতি। তত্র সাত্ত্বিকং কর্ম্ম নিরূপয়তি নিয়তমিতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়জ্ঞানস্যাধিকারবেলায়ামধিকার্য্যংশেন গুণতস্ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বানুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণো গুণতস্ত্রৈবিধ্যমাহ নিয়তমিতি। নিয়তং স্ববর্ণাশ্রমোচিতং সঙ্গরহিতং কর্ত্তৃত্বাদিসঙ্গরহিতম্ অরাগদ্বেষতঃ কৃতং কীর্ত্তিরাগাদকীর্ত্তিদ্বেষাচ্চ ন কৃতম্ অদম্ভেন কৃতমিত্যর্থঃ। অফলপ্রেপ্সুনা অফলাভিসন্ধিনা কার্য্যমিত্যেব কৃতং যৎকর্ম্ম তৎসাত্ত্বিকং কর্ম্মেত্যুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—নিয়তং নিত্যং সঙ্গরহিতং ফলেচ্ছাবর্জ্জিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং শাস্ত্রচোদিতমিত্যর্থঃ। অফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যং অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—অথ কর্ম্মত্রৈবিধ্যমাহ নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং স্ববর্ণাশ্রমবিহিতং।

সঙ্গরহিতং কর্তৃত্বাভিনিবেশবর্জ্জিতম্। অরাগদ্বেষতঃ কৃতং কীর্ত্তৌ রাগাদিকীর্ত্তৌ দ্বেষাচ্চ যন্ন কৃতংকিন্ত্বীশ্বরার্চ্চনতয়ৈবাফলপ্রেপ্সুনা ফলেচ্ছাশূন্যেন যৎ কর্ম্ম কৃতং তৎ সাত্ত্বিকম্॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—তদেবমৌপনিষদানামদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকমুপাদেয়ং মুমুক্ষুভির্দ্বৈত-দর্শিনাং তু নিত্যবিভুপরস্পরবিভিন্নাত্মদর্শনং রাজসম্ অনিত্যপরিচ্ছিন্নাত্মদর্শনঞ্চ তামসং হেয়মুক্তং, সংপ্রতি ত্রিবিধং কর্ম্মোচ্যতে নিয়তমিতি। নিয়তং যাবদঙ্গোপসংহারাসমর্থানামপি ফলাবশ্যংভাব-ব্যাপ্তং নিত্যমিতি যাবৎ। সঙ্গোঽহমেব মহাযাজ্ঞিক ইত্যাদ্যভিমানরূপোঽহঙ্কারাপরপর্য্যায়ো রাজসোগর্ব্ব বিশেষস্তেন শূন্যং সঙ্গরহিতং যাবদজ্ঞানং তু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তনোঽহঙ্কারোঽনুবর্ত্তত এব সাত্ত্বিকস্যাপি তদ্রহিতস্য তত্ত্ববিদো ন কর্ম্মাধিকার ইত্যুক্তমসকৃৎ রাগোরাজসম্মানাদিকমনেন লপ্স্যেঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ দ্বেষঃ শত্রুমনেন পরাজেষ্য ইত্যভিপ্রায়স্তাভ্যাং ন কৃতং অফলপ্রেপ্সুনা ফলাভিলাষরহিতেন কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম যাগদানহোমাদি তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—অথ কর্ম্মত্রৈবিধ্যমাহ নিয়তমিত্যাদিনা। নিয়তং নিত্যং সঙ্গরহিত-মভিমানবর্জ্জিতং, রাগ ইষ্টে প্রীতিঃ দ্বেষোঽনিষ্টেঽপ্রীতিস্তাভ্যাং কৃতমিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারার্থং কৃতং রাগদ্বেষতঃ কৃতং তদন্যদরাগদ্বেষতঃ কৃতং নিষ্কামমিত্যর্থঃ ফলন্তি লীয়তে চেতি ফলং ক্রিয়য়া প্রাপ্যমনাত্মবস্তু তদন্যদফলমনাগন্তুকং পরিপূর্ণমবিনাশি আত্মতত্ত্বং তৎপ্রেপ্সুনা কৃতং "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনে"তি শ্রুত্যা আত্মলাভার্থং যজ্ঞাদের্বিনিয়োগাৎ তৎ কর্ম্ম সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

বিশ্বনাথ।—ত্রিবিধং জ্ঞানমুক্ত্বা ত্রিবিধং কর্ম্মাহ নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যতয়াবিহিতং সঙ্গরহিতম্ অভিনিবেশশূন্যম্ অতএবারাগদ্বেষতঃ রাগদ্বেষাভ্যাং বিনৈব কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষারহিতেনৈব কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যৎ সাত্ত্বিকম্॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানের ত্রৈবিধ্য আলোচনা করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ কর্ম্মের সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাবের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেরূপ কর্ম্ম এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে বহুশঃ প্রশংসিত হইয়াছে এবং যে নিষ্কাম কর্ম্মের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া জ্ঞানরূপ পরম সৌধ বিনির্ম্মা-ণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। অধুনা সেই পরমোন্নতি বিধায়ক কর্ম্মের সকল ভাব পর্য্যালোচন ব্যপদেশে প্রথমে সাত্ত্বিক ভাবের বিন্যাস হইতেছে।

যে সকল কর্ম্ম নিত্যবিহিত অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত নিত্যবিধি প্রযুক্ত হইয়াছে, তত্তাবৎ সঙ্গরহিত ভাবে অনুষ্ঠেয়; অর্থাৎ সেই সকল কর্ম্মের প্রতি আসক্তি বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। আমি মহা যাজ্ঞিক, আমি প্রধান কর্ম্মপরায়ণ, ইত্যাকার অহঙ্কার রূপ সঙ্গ পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। অপিচ তত্তাবৎ কর্ম্ম রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত ভাবে সম্পাদন

করাই সুসঙ্গত। কোনরূপ বিশেষ ফলাকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অথবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে রাগদ্বেষের পরিচয় প্রদান করা হয়। অপত্যাদির প্রীতির নিমিত্ত অথবা রাজসম্মানাদি লাভ কামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করাই রাগের পরিচায়ক; শত্রুবিশেষকে পরাভূত করিবার বাসনায় অথবা পরানিষ্ট কামনায় কার্য্যানুষ্ঠান দ্বেষের পরিচায়ক। এতদুভয়ই নিন্দনীয়। এইরূপ ভাবে ফলকামনা বিবর্জ্জিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক-নামে কীর্ত্তিত হয়। অতএব সহজেই উপলব্ধ হইতেছে যে, বারংবার বিবিধ বিধানে যে নিষ্কাম কর্ম্মের বহু প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। এক্ষণে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের গুণানুসারে ত্রৈবিধ্য কথিত হইতেছে। নিয়ত অর্থাৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিত সঙ্গরহিত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি সঙ্গরহিত। অরাগদ্বেষকৃত অর্থাৎ কীর্ত্তিরূপ রাগ অথবা অকীর্ত্তিরূপ দ্বেষপ্রযুক্ত অনুষ্ঠিত নহে; অর্থাৎ দম্ভরহিত ভাবে অনুষ্ঠিত। ফলাভিসন্ধি রহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্য সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব উল্লিখিত রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উপসংহার কালে লিখিয়াছেন যে, ঈশ্বরার্চ্চন বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ফলকামনা বিরহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২৩ ॥

——(ঃ০ঃ)——

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—যৎ তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা (ফলাভিলাষিণা) সাহঙ্কারেণ (অহঙ্কারযুক্তেন) বা পুনঃ ক্রিয়তে (অনুষ্ঠীয়তে) বহুলায়াসং (অতিক্লেশযুক্তং) তৎ (কর্ম্ম) রাজসম্ উদাহৃতম্ (উক্তম্) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—যে কর্ম্ম ফলাভিলাষী বা অহঙ্কার-যুক্ত [ব্যক্তি-কর্ত্তৃক] অনুষ্ঠিত-হয়, বহু-ক্লেশ-যুক্ত সেই-কর্ম্ম রাজস উক্ত-হয় ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—ফলাভিলাষী বা অহঙ্কারী ব্যক্তি কামনা বা গর্ব্বসহকারে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই বিবিধ আয়াসযুক্ত কর্ম্মই রাজস নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত্ত্বিতি। যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্মফলপ্রেপ্সুনেত্যর্থঃ কর্ম্ম সাহঙ্কারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া, কিং তর্হি, লৌকিকশ্রোত্রিয়নিরহংকারাপেক্ষয়া যোহি পরমার্থনিরহংকার আত্মবিন্ন তস্য কামেপ্সুত্ববহুলায়াসকর্তৃত্বপ্রাপ্তিরস্তি সাত্ত্বিকস্যাপি কর্ম্মণোঽনাত্মবিৎ সাহংকারঃ কর্ত্তা, কিমুত রাজসতামসয়োর্লোকেঽনাত্মবিদপি শ্রোত্রিয়োনিরহঙ্কারঃ উচ্যতে নিরহংকারো য়োঽয়ং ব্রাহ্মণ ইতি তস্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহংকারেণ বেত্যুক্তং। পুনঃশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং কর্ম্মমহতায়াসেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—রাজসং কর্ম্ম নির্দ্দিশতি যত্ত্বিতি। ফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে তদ্রাজসমিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। তত্ত্বজ্ঞানবতা নিরহংকারেণ সাহংকারেণাতত্ত্বজ্ঞেন ক্রিয়তে কর্ম্মেতি বিবক্ষাং বারয়তি সাহংকারেণেতি। তত্ত্বজ্ঞানবতা নিরহংকারেণ কৃতং কর্ম্মাপেক্ষ্য সাহংকারেণাজ্ঞেন কৃতমেতৎ কর্ম্মেতি ন বিবক্ষ্যতে চেত্তর্হি কিমত্র বিবক্ষিতমিতি পৃচ্ছতি কিং তর্হীতি। যোহি দুরিতরহিতঃ শ্রোত্রিয়ো লোকাদনপেতস্তস্য যদহংকারবর্জ্জিতং কর্ম্ম তদপেক্ষয়েদং সাহংকারেণ কৃতং কর্ম্মেত্যুক্তমিত্যাহ লৌকিকেতি। ননু তত্ত্বজ্ঞানবতো নিরহংকারস্য কর্ম্মকর্তৃত্বমপেক্ষ্য সাহংকারেণেত্যাদি কিং নেষ্যতে তত্রাহ যোহীতি। বিশেষণাস্তরবশাদেব তত্ত্ববিদো নিবারিতত্বান্ন তদপেক্ষমিদং বিশেষণমিত্যর্থঃ। সাহংকারস্যৈব রাজসে কর্ম্মণি কর্তৃত্বমিত্যেতৎ কৈমুতিকন্যায়েন সাধয়তি সাত্ত্বিকস্যেতি। নন্বাত্মবিদোঽন্যস্য নিরহংকারত্বাযোগাৎ কথং তদপেক্ষয়া সাহংকারেণেত্যুক্তং তত্রাহ লোকইতি ॥২৪॥

রামানুজ।—যদিতি। যত্তু পুনঃ কামেপ্সুনা ফলপ্রেপ্সুনা সাহংকারেণ বা, বা শব্দশ্চার্থে কর্তৃত্বাভিমানযুক্তেন চ বহুলায়াসং যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে তদ্রাজসং বহুলায়াসমিদং কর্ম্ম ময়ৈব ক্রিয়ত ইত্যেবং রূপাভিমানযুক্তেন যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে তদ্রাজসমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হনুমান।—যত্তু কামেপ্সুনা ফলার্থিনা সাহংকারেণ কৃতাত্মসম্ভাবনেনাপরমার্থজ্ঞানেন বহুলায়াসং তদ্রাজসম্॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—রাজসং কর্ম্মাহ যত্ত্বিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে যচ্চ পুনর্ব্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪ ॥

বলদেব।—যৎ কামেপ্সুনা ফলাকাঙ্ক্ষিণা সাহঙ্কারেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশিনা জনেন বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং কর্ম্ম ক্রিয়তে তদ্রাজসম্॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—যত্ত্বিতি তু সাত্ত্বিকাদ্ভিনত্তি কামেপ্সুনা ফলকামেন কর্ত্রা সাহঙ্কারেণ

প্রাগুক্তসঙ্গাত্মকগর্ব্বযুক্তেন চ। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে। পুনরিত্যনিয়তং যাবৎ কাম্যকাম্যাবৃত্তেঃ বহুলায়াসং সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ ক্লেশাবহং যৎ কাম্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে তদ্রাজসমুদাহৃতম্ অত্র সর্ব্বৈর্ব্বিশেষণৈঃ সাত্ত্বিকসর্ব্ববিশেষণব্যতিরেকো দর্শিতঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—যত্তু কামেতি। যত্তু কামেপ্সুনা ফলার্থিনা সাহংকারেণ যদ্যপি সাত্ত্বিকোঽন্যাত্মবিৎ সাহঙ্কারস্তথাপ্যহমেব কর্ম্মকুশলো মহান্ শ্রোত্রিয় ইত্যভিমানোঽহঙ্কার-স্তদ্বতা সাহঙ্কারেণ বা শব্দশ্চার্থে, ক্রিয়তে বহুলায়াসমতিশ্রমকরং তৎকর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥

বিশ্বনাথ।—কামেপ্সুনাঽল্লাহঙ্কারবতা ইত্যর্থঃ সাহঙ্কারেণেত্যহঙ্কারবতা ইত্যর্থঃ ॥২৩॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর রাজস কর্ম্মের বিবরণ কথিত হইয়াছে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনার্থ মূলে "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে যে, অফল-প্রেপ্সু ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এস্থলে তাহারই সহিত ব্যতিক্রম প্রদর্শনের নিমিত্ত কামেপ্সু অর্থাৎ বাসনা বা ফলবিশেষ অভিলাষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্য লক্ষিত হইতেছে।

কাম অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি যুক্ত হইয়া যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই কামেপ্সু। পূর্ব্বে নানা স্থানে নানাভাবে বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, বাসনা সহকৃত কর্ম্ম কোনই শুভফল প্রদান করেনা। বাসনা বর্জ্জন ব্যতীত পরম ফল লব্ধ হইবার নহে। কামেপ্সু ব্যক্তি প্রায়শঃ ইহ-লৌকিক কীর্ত্তি, গৌরব ও আত্মমর্য্যাদা স্থাপনোদ্দেশেই কর্ম্মসম্পাদন করেন। এইরূপ কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনেরই হেতুভূত হইয়া থাকে। অথবা অহঙ্কার প্রখ্যাপনের নিমিত্ত অনেক সময়েই কর্ম্মানুষ্ঠিত হয়। আমি বড় ক্রিয়াশীল- আমি বড় যোগী বা যাজ্ঞিক, ইত্যাদিরূপ দম্ভ ও অহঙ্কার সহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজস। এই সকল কাম্যকর্ম্ম বহু আয়াসযুক্ত। কারণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নিষ্পন্ন না হইলে তত্তাবৎ ঈপ্সিত ফলপ্রদানে অসমর্থ, সুতরাং কামেপ্সু ব্যক্তিকে বহুল আয়াস অর্থাৎ যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া তত্তাবতের পরিসমাপ্তি করিতে হয়, এইরূপ কর্ম্ম রাজস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

"মূলে যে "পুনঃ" শব্দ আছে, তাহা পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতে পাদ পূরণার্থ। পূজ্যপাদ মধুসূদনের মতে তাহা অনিয়ত অর্থ প্রকাশক। মূলে "বা" পদের প্রয়োগ আছে; শেষোক্ত মহাত্মার মতে তাহা সমুচ্চ-য়ার্থ। পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ ও রামানুজের মতে ইহা চকারার্থবাচক ॥ ৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—অনুবন্ধং (ভাবিশুভাশুভং) ক্ষয়ং (ধনাদিবিনাশং) হিংসাং (প্রাণিপীড়াং) পৌরুষং (স্বসামর্থ্যং) চ অনপেক্ষ্য (অনালোচ্য) মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে (অনুষ্ঠীয়তে) তৎ (কর্ম্ম) তামসম্ উদাহৃতম্ (অভিহিতম্) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—ভাবি-শুভ-অশুভ, ধনাদি-ক্ষয়, পর-পীড়া, স্বকীয়-সামর্থ্য অপেক্ষা-না-করিয়া অবিবেক-হেতু যে কর্ম্ম আরব্ধ-হয় তাহাই তামস-নামে অভিহিত-হয় ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্মজনিত পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভ ফল, দৈহিক ও আর্থিক ক্ষয়, প্রাণিহিংসা এবং কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে স্বীয় সামর্থ্য, এই সমস্ত আলোচনা না করিয়াই অবিবেকিতা প্রযুক্ত লোকে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই তামস কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি যদ্বস্তু সোঽনুবন্ধ উচ্যতে, তঞ্চানুবন্ধং, ক্ষয়ং যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োঽর্থক্ষয়োবা স্যাত্তং ক্ষয়ং হিংসাং প্রাণিপীড়াঞ্চানপেক্ষ্য চ পৌরুষং পুরুষকারং শক্নোমীদং কর্ম্ম সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যম্ ইত্যেতান্যনুবন্ধাদীন্যনপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকত আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসন্তমোনির্ব্বৃত্তমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতি তামসং কর্ম্মোদাহরতি অনুবন্ধমিত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—অনুবন্ধমিতি। কৃতে কর্ম্মণ্যনুবধ্যমানং দুঃখমনুবন্ধঃ ক্ষয়ঃ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণেঽর্থবিনাশঃ। তত্র প্রাণিপীড়া হিংসা, পৌরুষম্ আত্মনঃ কর্ম্মসমাপনসামর্থ্যম্ এতাননবেক্ষ্যাবিমৃষ্য মোহাৎ পরমপুরুষকর্তৃত্বাজ্ঞানাৎ যৎকর্ম্ম ক্রিয়তে তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—অনুবধ্যতইতি অনুবন্ধঃ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে যেন সংবধ্যতে যোঽনুবন্ধস্তমনবেক্ষ্য কর্ম্মনিমিত্তাং হিংসাং পুরুষকারং বানবেক্ষ্য মোহাদজ্ঞানাদারভ্যতে তত্তামসম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—তামসং কর্ম্মাহ অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং ক্ষয়ং বিত্তক্ষয়ং হিংসাং পরপীড়াং চ পৌরুষম্ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্যাপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্মারভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—অনু কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরং বন্ধং রাজদূতযমদূতকৃতং। ক্ষয়ং ধর্ম্মাদিবিনাশং। হিংসাং প্রাণিপীড়াং। পৌরুষং স্ববলঞ্চানপেক্ষ্য যৎ কর্ম্ম মোহদারভ্যতে তত্তামসম্॥ ২৫॥

মধুসূদন।—অনুবন্ধং পশ্চাদ্ভাব্যশুভং ক্ষয়ং শরীরসামর্থ্যস্য ধনস্য সেনায়াশ্চ নাশং হিংসাং প্রাণিপীড়াং পৌরুষম্ আত্মসামর্থ্যং চ অনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য মোহাৎ কেবলাবিবেকাদেবারভ্যতে যৎ কর্ম্ম যথা দুর্য্যোধনেন যুদ্ধং তত্তামসমুচ্যতে॥ ২৫॥

নীলকণ্ঠ।—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যতেঽনেনেতি অনুবন্ধঃ ফলং ক্ষয়ং শক্তেরর্থানাঞ্চ নাশং হিংসাং পরপীড়াং পৌরুষং স্বসামর্থ্যম্ অনপেক্ষ্যানালোচ্য কেবলং মোহাদবিবেকতো যদারভ্যতে কর্ম্ম তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ।—অনু কর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্ আয়ত্যাং ভাবিনং বন্ধং রাজদস্যুযমদূতাদিভির্বন্ধনং ক্ষয়ং ধর্ম্মজ্ঞানাদ্যপচয়ং হিংসাং স্বস্য নাশঞ্চ অনপেক্ষ্য অপর্য্যালোচ্য পৌরুষং ব্যবহারিকপুরুষমাত্রকর্ত্তব্যং কর্ম্ম মোহাদজ্ঞানাদেব যৎ আরভ্যতে তত্তামসম্॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে, তামস কর্ম্মের বিবরণ কথিত হইতেছে। কেবল অবিবেকিতা সহকারে মোহ প্রযুক্ত তামসিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনুবন্ধ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভ; ক্ষয় অর্থাৎ দৈহিক সামর্থ্য, অর্থ বা সৈন্যবলাদির নাশ; অপিচ হিংসা অর্থাৎ প্রাণিপীড়া এবং পৌরুষ অর্থাৎ স্বকীয় ক্ষমতাবলে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে কি না, ইত্যাকার বিবেচনা না করিয়া কেবল অবিবেকিতা সহকারে যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়, তাহাই তামস কর্ম্ম। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অবলম্বিত কর্ম্ম পরিণামে হিতকর অথবা অনিষ্ট জনক হইবে কিনা তদ্বিষয়ক কোন বিচার না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অথবা তদ্দারা স্বকীয় শারীরিক অনিষ্ট কিম্বা লোকক্ষয় ঘটিবে কিনা তাহার কোন অপেক্ষা না করিয়া, আর সেই কার্য্য কেবল অকারণ প্রাণিহিংসায় পর্য্যবসিত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা না করিয়া এবং স্বকীয় পৌরুষ প্রভাবে তাহার পরিসমাপ্তি হইবে কিনা এরূপ বিচার না করিয়া মোহের বশবর্ত্তী অবিবেকী মানব যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাই তামস কর্ম্ম। মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের অনুষ্ঠান এইরূপ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মূলস্থিত "অনুবন্ধ" শব্দের অর্থাবধারণ স্থলে পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, অনুষ্ঠিত কর্ম্মে অনুবধ্যমান দুঃখই অনুবন্ধ। পূজ্যপাদ বলদেব লিখিয়াছেন, কর্ম্মানুষ্ঠানের পরে রাজদূত বা যমদূত কৃত বন্ধন অনুবন্ধ॥ ২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। মুক্তসঙ্গঃ (ফলাভিসন্ধিরহিতঃ) অনহংবাদী (অহঙ্কার-বিরহিতঃ) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্যোদ্যমসম্পন্নঃ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কার্য্যস্য সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ) নির্ব্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (অভিধীয়তে) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ। ফলাভিসন্ধি-রহিত, অহঙ্কার-শূন্য, ধৈর্য্য-ও উদ্যম-সম্পন্ন, কার্য্য-সিদ্ধি-এবং-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদ-শূন্য কর্ত্তা সাত্ত্বিক-নামে অভিহিত-হন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। যাঁহার হৃদয় ফলকামনা হইতে পরিমুক্ত, যিনি গর্ব্বশূন্য এবং ধৈর্য্য ও উৎসাহ সম্পন্ন, কার্য্য সিদ্ধিতে যিনি হৃষ্ট নহেন বা অসিদ্ধিতেও ক্লিষ্ট নহেন, তাদৃশ কর্ত্তাই সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মুক্তেতি। মুক্তসঙ্গোমুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গোযেন স মুক্তসঙ্গোঽনহম্বাদী নাহংবদনশীলো ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতোধৃতির্দ্ধারণমুৎসাহমুদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তোধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ ফলসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণপ্রযুক্তো নফলরাগাদিনাঃ যুক্তোযঃ স নির্ব্বিকার উচ্যতে এবম্ভূতঃ কর্ত্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—ইদানীং কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যং ব্রুবন্নাদৌ সাত্ত্বিকং কর্ত্তারং দর্শয়তি মুক্তেতি। সঙ্গোনাম ফলাভিসন্ধির্ব্বা কর্ত্তৃত্বাভিমানোবা নাহং বদনশীলঃ কর্ত্তাহমিতি বদনশীলোন ভবতীত্যর্থঃ, ধারণং ধৈর্য্যং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো যদি ফলাসিদ্ধিস্তর্হি নানুষ্ঠানবিশ্রন্তঃ সন্তবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলমিতি। ফলরাগাদিনেত্যাদিশব্দেন কর্ম্মরাগো গৃহ্যতে। অযুক্ত ইতি চ্ছেদঃ ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—মুক্তসঙ্গইতি। মুক্তসঙ্গঃ ফলসঙ্গরহিতঃ অনহংবাদী কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিতঃ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ আরব্ধে কর্ম্মণি যাবৎ কর্ম্ম সমাপ্ত্যবর্জ্জনীয়দুঃখধারণং ধৃতিঃ উৎসাহঃ উদ্যুক্তচেতস্ত্বং তাভ্যাং সমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ যুদ্ধাদৌ কর্ম্মণি তদুপকরণভূত দ্রব্যার্জ্জনাদিষু চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরবিকৃতচিত্তঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—মুক্তসঙ্গঃ মুক্তফলতৃষ্ণঃ, অনহংবাদী ন আত্মানং সম্ভাবিতং নবদতি, ধৃতিঃ

আত্মনঃ সন্ধারণমুৎসাহঃ উদ্যমঃ তাভ্যামন্বিতঃ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ সিদ্ধিশ্চাসিদ্ধিশ্চ সিদ্ধ্যসিদ্ধী তয়োঃ নির্ব্বিকারঃ হর্ষবিষাদরহিতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ॥ ২৬॥

শ্রীধর।—কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ ধৃতির্ধৈর্য্যং উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারোহর্ষবিষাদশূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

বলদেব।—অথ কর্ত্তুস্ত্রৈবিধ্যমাহ মুক্তেতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলেচ্ছাশূন্যঃ। অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিশূন্যঃ। ধৃতিরারব্ধকর্ম্মপূর্ত্তিপর্য্যন্তাবর্জ্জনীয়দুঃখসহিষ্ণুতা উৎসাহস্তদনুষ্ঠানোদ্যতচিত্ততা তাভ্যাং সমন্বিতঃ। আনুষঙ্গিকস্য ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারঃ। সুখেন দুঃখেন চ রহিতঃ ঈদৃশঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ॥ ২৬॥

মধুসূদন।—ইদানীং ত্রিবিধঃ কর্ত্তোচ্যতে মুক্তেতি। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তফলাভিসন্ধিঃ অনহংবাদী কর্ত্তাহমিতি বদনশীলোন ভবতি স্বগুণশ্লাঘাবিহীনোবা ধৃতির্ব্বিঘ্নাদ্যুপস্থিতাবপি প্রারব্ধাপরিত্যাগো হেতুরন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষোধৈর্য্যম্ উৎসাহ ইদমহং করিষ্যাম্যেবেতি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ধৃতিহেতুভূতা তাভ্যাং সংযুক্তঃ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ কর্ম্মণঃ ক্রিয়মাণস্য ফলস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ হর্ষশোকাভ্যাং যোবিকারো বদনবিকাসম্লানত্বাদিস্তেন রহিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণপ্রযুক্তোন ফলরাগেণ অত এবংভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—কর্ত্তুস্ত্রৈবিধ্যমাহ মুক্তেত্যাদিনা। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ অনহংবাদী পূর্ব্বোক্তাহঙ্কারোক্তিরহিতঃ ধৃতির্ধৈর্য্যম্ উৎসাহঃ সাধয়িষ্যামেবেতিবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ তাভ্যাং সমন্বিতঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ কর্ম্মণ আরব্ধস্যেতি শেষঃ। নির্ব্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—ত্রিবিধং কর্ম্মোক্ত্বা ত্রিবিধং কর্ত্তারমাহ মুক্তসঙ্গ ইতি॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—অধুনা সাত্ত্বিকাদি ভেদে কর্ত্তার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যিনি মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি হইতে নির্ম্মুক্ত; যিনি আমি কর্ত্তা এইরূপ অভিপ্রায় কখনই ব্যক্ত করেন না অথবা স্বগুণ শ্লাঘাবিহীন; যিনি ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত; ধৃতি অর্থাৎ বিঘ্নাদি হেতু অবলম্বিত কর্ম্মের অপরিত্যাগ রূপ ধৈর্য্য, উৎসাহ অর্থাৎ এই কর্ম্ম আমি করিবই, ধৈর্য্য হেতুভূতা এতাদৃশা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যাঁহার নিত্য সহচর; যিনি অবলম্বিত কার্য্যে সিদ্ধিজনিত উৎফুল্ল বা হৃষ্টভাব প্রদর্শন করেন না, অথবা অসিদ্ধি জনিত দুঃখে ম্লানমুখ হইয়া কাতরতা প্রকাশ করেন না; তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা। কেবল সাত্ত্বিক ভাবে শাস্ত্রাচার্য্য প্রদত্ত উপদেশের অনুসরণ ক্রমে সর্ব্ব প্রকার কামনা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মূলে "অনহংবাদী" লিখিত হইয়াছে। আপনাকে যে ব্যক্তি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে সে অনহংবাদী হইতে পারে না। যিনি নিরন্তর তত্ত্ব জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা বুঝিয়াছেন যে, আমি কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি বটে, কিন্তু তাহার কর্ত্তা আমি নহি অথবা কোন বিষয়ের কোন কর্ত্তৃত্বই স্বহস্তে গ্রহণ করিবার অধিকার আমার নাই, তিনি কখনই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে পারেন না, সুতরাং তাদৃশ কোন উক্তি তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। এ সংসারে আপনাকে অকর্ত্তারূপে অবধারণ করা চরমোন্নতির পরম সোপান। কেবল এই ভাব স্থায়ীরূপে হৃদয়ে অঙ্কিত হইলে এই শ্লোকোক্ত অন্যান্য লক্ষণসমূহ স্বতঃ সমুপস্থিত হয়। যিনি আপনার স্কন্ধ হইতে কর্ত্তৃত্বের গুরুভার সুদূরে প্রক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কার্য্যজনিত ফলাফলের কামনা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। তাঁহার হৃদয় সফলতার প্রতিবিম্ব দর্শনে উল্লাসে নৃত্য করে না অথবা অসাফল্যের ভ্রূকুটিভঙ্গী দর্শনে অবসন্ন হয় না। অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহার হৃদয় নিরন্তর যত্ন পরায়ণ এবং সতত উৎসাহশীল। এতাদৃশ, কর্ম্মে মমতা শূন্য অনংহবাদী পুরুষই সাত্ত্বিক কর্ত্তা ॥ ২৬ ॥

——(ঃ❋ঃ)——

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—রাগী (অনুরাগযুক্তঃ) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলার্থী) লুব্ধঃ (পরস্বাভিলাষী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাস্বভাবঃ) অশুচিঃ (শৌচরহিত হর্ষশোকান্বিতঃ (লাভালাভে হর্ষশোকযুক্তঃ) কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ —অনুরাগ-যুক্ত, কর্ম্মফল-লাভার্থী, লোভী, হিংসক, শৌচশূন্য, হর্ষ-শোক-সম্পন্ন কর্ত্তা রাজস-নামে কথিত হয় ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা। কামাদি রাগযুক্ত, কর্ম্মফলপ্রার্থী, পরস্ব গ্রহণে অভি-

লাষী, হিংসাপরায়ণ, বাহ্যান্তর শৌচবিহীন এবং লাভালাভে হর্ষশোকযুক্ত কর্ত্তা রাজস নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—রাগীতি। রাগী রাগোঽস্যাস্তীতি রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী লুব্ধঃ পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী হিংসাত্মকঃ পরপীড়কস্বভাবঃ অশুচি র্বাহ্যান্তঃশৌচবর্জ্জিতো হর্ষশোকান্বিতঃ ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষোঽনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগেচ শোকস্তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ তস্যৈব চ কর্ম্মণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোর্হর্ষশোকৌ স্যাতাং তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তোযঃ কর্ত্তা, স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—রাজসং কর্ত্তারং কথয়তি রাগীতি। কর্ম্মবিষয়োরাগঃ, কর্ম্মফল-প্রেপ্সুরিতি ফলরাগস্য পৃথক্‌কথনাৎ স্বাভিপ্রায়াপ্রকটীকরণপূর্ব্বকং পরপীড়নং পরবৃত্তি-বিচ্ছেদনং তেন স্বার্থপর ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—রাগীতি। রাগী যশোঽর্থী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী। লুব্ধঃ কর্ম্মা-পেক্ষিতদ্রব্যব্যয়স্বভাবরহিতঃ। হিংসাত্মকঃ পরান্ পীড়য়িত্বা তৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ অশুচিঃ কর্ম্মাপেক্ষিত শুদ্ধিরহিতঃ হর্ষশোকান্বিতঃ যুদ্ধাদৌ কর্ম্মণি বিজয়াদিসিদ্ধ্যোর্হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

হনূমান।—রাগোঽস্যাস্তীতি রাগী লুব্ধঃ দক্ষিণা ত্যাগবর্জ্জিতঃ হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ হর্ষশোকান্বিত এবংভূতঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—রাজসং কর্ত্তারমাহ রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান্ কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্ম-ফলকামী লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী হিংসাত্মকোমারকস্বভাবঃ অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ লাভালাভয়ো-র্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—রাগী স্ত্রীপুত্রাদিষ্বাসক্তঃ। কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ পশুপুত্রান্নস্বর্গাদিষ্বতিস্পৃহয়ালুঃ। লুব্ধঃ কর্ম্মাপেক্ষিতদ্রব্যব্যয়াক্ষমঃ। হিংসাত্মকঃ পরান্ প্রপীড্য কর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ। অশুচিঃ কর্ম্মাপেক্ষিতবিহিতশুদ্ধিশূন্যঃ। কর্ম্মফলসিদ্ধিতদসিদ্ধ্যো র্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ। ঈদৃশঃ কর্ত্তা রাজসঃ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—রাগী কামাদ্যাকুলচিত্তঃ অতএব কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী লুব্ধঃ পরদ্রব্যাভিলাষী ধর্ম্মার্থং স্বদ্রব্যত্যাগাসমর্থশ্চ স্বাভিপ্রায়প্রকটনেন পরবৃত্তিচ্ছেদনং হিংসা তদাত্মকস্তৎস্বভাবঃ স্বাভিপ্রায়াপ্রকটনে তু নৈস্কৃতিক ইতি ভেদঃ অশুচিঃ শাস্ত্রোক্তশৌচহীনঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ কর্ম্মফলস্য হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—রাগীতি। রাগী বিষয়লোলুপঃ অতএব কর্ম্মণঃ ফলং প্রেপ্সতীতি কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ, লুব্ধঃ পরদ্রব্যাদৌ সঞ্জাততৃষ্ণস্তীর্থাদৌ বা দ্রব্যাপরিত্যাগী হিংসাত্মকঃ পরপীড়া-করস্বভাবঃ অশুচির্বাহ্যান্তঃ শৌচবর্জ্জিতঃ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষশোকান্বিতশ্চ যঃ কর্ত্তা সরাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ। রাগী কর্ম্মণ্যাসক্তঃ লুব্ধো বিষয়াসক্তঃ ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর রাজস কর্ত্তার বিবরণ কীর্ত্তিত হইতেছে। যিনি রাগী অর্থাৎ কামাদি জনিত আকুলচিত্ত; যিনি কর্ম্মফলপ্রেপ্সু অর্থাৎ কর্ম্ম জনিত ফলকামী; যিনি লুব্ধ অর্থাৎ পরদ্রব্যাভিলাষী অথবা যিনি ধর্ম্মসাধনার্থ স্বকীয় অর্থাদি পরিত্যাগ করিতে কাতর, তীর্থে দান, কর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণাদি যোগ্য পাত্রে বিহিত ধনাদি অর্পণ বিষয়ে অনিচ্ছুক; যিনি হিংসাত্মক অর্থাৎ পরপীড়ক অথবা স্বকীয় অভিলষিত সিদ্ধির নিমিত্ত পরানিষ্ট পরায়ণ; যিনি অশুচি অর্থাৎ বাহ্যান্তর শৌচবিহীন; যিনি হর্ষশোকান্বিত অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তিজনিত আনন্দ এবং অনিষ্টাগমজনিত দুঃখ সংযুক্ত, তিনিই রাজস কর্ত্তা নামে পরিচিত।

যিনি ঐহিক ভোগ বিধায়ক সামগ্রী সমূহের বাহুল্য কামনায় কর্ম্ম সম্পাদন করেন, যিনি কর্ম্মজনিত সম্ভাবিত ফলের আলেক্ষ্য সম্মুখে স্থাপন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, যিনি পরবিত্তাভিলাষী অথবা কর্ম্মসম্পাদনে অবশ্য ব্যয়িতব্য দ্রব্যাদি ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত, যিনি পরপীড়ন-নিরত অথবা স্বকীয় কল্যাণ কামনায় পরকীয় বৃত্তি নাশে প্রস্তুত বা পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তদর্জ্জিত অর্থ দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠায়ী, যিনি ক্লেদমালিন্য-যুক্তকলেবর এবং আকাঙ্ক্ষা রূপ কালিমায় কলঙ্কিতান্তর, যিনি নিয়ত কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কখনও বা তদ্বিষয়ক সফলতা দর্শনে হর্ষান্বিত, কখনও বা অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিণামে অসাফল্য দর্শনে শোকে মুহ্যমান তাদৃশ কর্ত্তাই রাজস নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রাগ শব্দে সাধারণতঃ ক্রোধ বুঝায়। এই গীতা গ্রন্থের বহুস্থলে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কুত্রাপি ইহা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। রন্জ্ ধাতু হইতে রাগ শব্দের উৎপত্তি। অনুরাগ শব্দে রাগ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাই এই শব্দের প্রকৃতার্থ ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

অন্বয়। অযুক্তঃ (অসমাহিতঃ) প্রাকৃতঃ (বিবেকরহিতঃ) স্তব্ধঃ (অনম্রঃ) শঠঃ (প্রবঞ্চকঃ) নৈষ্কৃতিকঃ (পরবৃত্তিচ্ছেদকঃ) অলসঃ (অনুদ্যমশীলঃ) বিষাদী (শোকস্বভাবঃ) দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে (কথ্যতে)॥ ২৮॥

প্রতিশব্দ। অসমাহিত-চিত্ত, বিবেকশূন্য, অনম্র, প্রবঞ্চক, পর-বৃত্তি-চ্ছেদক, অলস-স্বভাব, বিষাদযুক্ত এবং দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস কথিত-হয়॥ ২৮॥

ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি অসংযত চিত্ত, অবিবেকী, যে গুরুজন সন্মুখে নত হয় না, যে প্রবঞ্চনা পরায়ণ এবং পরবৃত্তি চ্ছেদকারী, যে আলস্যযুক্ত, ও সর্ব্বদা বিষাদ সম্পন্ন যে স্বল্পকাল সাধ্য কার্য্যকেও বহুদিনে সম্পাদন করে, তাদৃশ কর্ত্তাই তামস নামে অভিহিত হয়॥ ২৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽসমাহিতঃ প্রাকৃতোঽত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ (প্রকৃতিপরবশোবালিশঃ) স্তব্ধোদণ্ডবৎ ন নমতি কস্মৈচিচ্ছঠঃ মায়াবী শক্তিগূহনকারী ~~মায়া-~~ ~~বী~~নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ অলসোঽপ্রবৃত্তিশীলঃ কর্ত্তব্যেষ্বপি, বিষাদী সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাবঃ দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ ~~সর্ব্বদামন্দস্বভাবঃ~~ যদদ্য শ্বোবা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন করোতি যশ্চৈবম্ভূতঃ স কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

আনন্দগিরি।—দীর্ঘং সূত্রয়িতুং শীলমস্যেতি ব্যুৎপত্তিং গৃহীত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ কর্ত্তব্যানামিতি। এবং ক্রিয়মাণে সতি অনিষ্টমিদং কথঞ্চিদাপদ্যেত যদা পুনরেবং ক্রিয়তে তদা ত্বনিষ্টমেব সম্ভাবনোপনীতমিতি চিন্তাপরংপরায়াং মন্থরবৃত্তিরিত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি যদদ্যেতি॥ ২৮॥

রামানুজ।—অযুক্ত ইতি। অযুক্তঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মাযোগ্যঃ প্রাকৃতঃ অনধিগতবিদ্যঃ স্তব্ধঃ অনারম্ভশীলঃ শঠঃ অভিচারাদিকর্ম্মরুচিঃ নৈষ্কৃতিকঃ বঞ্চনপরঃ অলসঃ আরব্ধেষ্বপি কর্ম্মসু মন্দপ্রবৃত্তিঃ বিষাদী অতিমাত্র বিষাদশীলঃ দীর্ঘসূত্রী অভিচারাদি কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতরেষু দীর্ঘকালবর্ত্ত্যনর্থ পর্য্যালোচন শীলঃ এবংভূতো যঃ কর্ত্তা স তামসঃ॥ ২৮॥

হনুমান।—অযুক্তঃ অসমাহিতঃ প্রাকৃতঃ অসংস্কৃতবুদ্ধিঃ স্তব্ধঃ অপ্রমাণশীলঃ শঠঃ বঞ্চকঃ নিষ্কৃত্যনবর্ত্তি (১) ইতি নৈষ্কৃতিকঃ ক্রূরঃ, অলসঃ অপ্রবৃত্তিশীলঃ বিষাদী, দীর্ঘসূত্রীচ চিরকারী যঃ প্রাপ্তং কর্ম্ম দীর্ঘেন কালেন নির্ব্বর্ত্তয়তি স তামসঃ॥ ২৮॥

নিষ্কৃত্যা চরতি (১)

শ্রীধর।—তামসং কর্ত্তারমাহ অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ প্রাকৃতোঽবিবেকশূন্যঃ স্তব্ধোঽনম্রঃ শঠঃ শক্তিগূহনকারী নৈষ্কৃতিকঃ পরাবমানী অলসোঽনুদ্যমশীলঃ বিষাদী শোকশীলঃ যদগ্ধশ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী এবংভূতঃ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি কর্ম্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যং বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন চ করণস্যাপ্যুক্তং ভবিষ্যতি॥ ২৮॥

বলদেব।—অযুক্তোঽনৌচিত্যকৃৎ। প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্বভাবে বর্ত্তমানঃ স্বপ্রকৃত্যনুসারেণৈব ন তু শাস্ত্রানুসারেণ কর্ম্মকৃদিত্যর্থঃ। স্তব্ধোঽনম্রঃ। শঠঃ স্বশক্তিগোপনকৃৎ। নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানকৃৎ। অলসঃ প্রারব্ধে কর্ম্মণি শিথিলঃ। বিষাদী শোকাকুলঃ। দীর্ঘসূত্রী দিবসৈককর্ত্তব্যং বর্ষেণাপি যো ন করোতি। ঈদৃশঃ কর্ত্তা তামসঃ॥ ২৮॥

মধুসূদন।—অযুক্তঃ সর্ব্বদা বিষয়াপহৃতচিত্তত্বেন কর্ত্তব্যেষ্বনবহিতঃ প্রাকৃতঃ শাস্ত্রাসংস্কৃতবুদ্ধির্ব্বালসমঃ স্তব্ধো গুরুদেবতাদিষ্বপ্যনম্রঃ শঠঃ পরবঞ্চনার্থমন্যথা জানন্নপ্যন্যথাবাদী নৈষ্কৃতিকঃ স্বস্মিন্নুপকারিষ্বভ্রমমুৎপাদ্য পরবৃত্তিচ্ছেদনেন স্বার্থপরঃ অলসঃ অবশ্যকর্ত্তব্যেষ্বপ্যপ্রবৃত্তিশীলঃ বিষাদী সততমসন্তুষ্টস্বভাবত্বেনানুশোচনশীলঃ দীর্ঘসূত্রী নিরন্তরশঙ্কাসহস্রকবলিতান্তঃকরণত্বেনাতিমন্থরপ্রবৃত্তির্যদদ্য কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি করোতি নবেত্যেবংশীলশ্চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

নীলকণ্ঠ।—অযুক্তইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ প্রাকৃতোঽত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধির্বালসমঃ, স্তব্ধোদণ্ডবন্ন নমতি কস্মৈচিৎ শঠঃ শক্তিগূহনকারী নৈষ্কৃতিকোবঞ্চকঃ পরাবমানী বা অলসঃ অপ্রবৃত্তিশীলঃ কর্ত্তব্যেষ্বপি বিষাদী সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাবঃ দীর্ঘসূত্রী চিরকারী একাহসাধ্যং কার্য্যং মাসেনাপি ন করোতীত্যর্থঃ য এবম্ভূতঃ স কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ।—অযুক্তোঽনৌচিত্যকারী প্রাকৃতঃ প্রকৃতৌ স্ব স্ব ভাবে এব বর্ত্তমানঃ যদেব স্বমনসি আয়তি তদেবানুতিষ্ঠতি নতু গুরোরপি বচঃ প্রমাণয়তীত্যর্থঃ। নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানকর্ত্তা। তদেবং জ্ঞানিভিরুক্তলক্ষণঃ সাত্ত্বিক এব ত্যাগঃ কর্ত্তব্যঃ সাত্ত্বিকমেব কর্ম্মনিষ্ঠং জ্ঞানমাশ্রয়ণীয়ং সাত্ত্বিকমেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং সাত্ত্বিকেনৈব কর্ত্রা ভবিতব্যং এষ এব সন্ন্যাসো জ্ঞানিনামিতি জ্ঞানং প্রকরণার্থঃ নিষ্কর্ষঃ। ভক্তানাং তু ত্রিগুণাতীতমেবজ্ঞানং ত্রিগুণাতীতমেব কর্ম্ম ভক্তিযোগাখ্যং ত্রিগুণাতীতা এব কর্ত্তারঃ। যদুক্তং ভগবতৈব শ্রীমদ্ভাগবতে। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্" ইতি। "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্যেত্যুদাহৃতম্" ইতি। "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ।" ইতি। কিঞ্চ ন কেবলমেতত্ত্রিকমেব ভক্তিমতে গুণাতীতমপি তু ভক্তিসম্বন্ধি সর্ব্বমেব গুণাতীতং। যদুক্তং তত্রৈব "সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধাতু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা।" ইতি। "বনন্তু সাত্ত্বিকোবাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্" ইতি। "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসং। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্।" ইতি।

তদেবং গুণাতীতানাং ভক্তানাং ভক্তিসম্বন্ধীনি জ্ঞানকর্ম্মশ্রদ্ধাদৌ স্বসুখাদীনি সর্ব্বাণ্যেব গুণাতীতানি। সাত্ত্বিকানাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানসম্বন্ধীনি তানি সর্ব্বাণি সাত্ত্বিকান্যেব। রাজসানাং কর্ম্মিণাং তানি সর্ব্বাণি রাজসান্যেব। তামসানামুচ্ছৃঙ্খলানাং তানি সর্ব্বাণি তামসান্যেব ইতি শ্রীগীতা ভাগবতার্থদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়ং। জ্ঞানিনামপি পুনরন্তিমদশায়াং জ্ঞানসন্ন্যাসানন্তরমুর্ব্বরিতয়া কেবলয়া ভক্ত্যৈব গুণাতীতত্বং চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উক্তম্॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে তামস কর্ত্তার বিবরণ বিন্যস্ত হইতেছে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণদ্বারা তামস কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই বিশেষণ গুলির ভাবার্থ নিম্নে বিবৃত হইতেছে। অযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষয়াসক্তির প্রবলতা হেতু কর্ত্তব্য বিষয়ে অনবহিত অথবা অসমাহিত। প্রাকৃত অর্থাৎ বিবেক শূন্য অথবা শাস্ত্রাদির আলোচনা জনিত সংস্কৃত বুদ্ধি পরিশূন্য, অথবা বালসম প্রকৃতি পরবশ। স্তব্ধ অর্থাৎ গুরুদেবতাদির নিকটেও অনম্র। শঠ অর্থাৎ শক্তিসঙ্গোপনকারী মায়াবী অথবা একরূপ জানিয়া অন্যরূপ ব্যক্তকারী। নৈষ্কৃতিক অর্থাৎ পরবৃত্তিনাশক বা পরাপমানী অথবা আপনাকে উপকারীরূপে প্রতিপন্ন করিয়া পরবৃত্তিচ্ছেদনদ্বারা স্বার্থান্বেষণ পরায়ণ। অলস অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্মেও প্রবৃত্তি বিহীন অথবা উদ্যম রহিত। বিষাদী অর্থাৎ সর্ব্বদা অবসন্নস্বভাব অথবা সতত অসন্তোষ হেতু অনুশোচন পরায়ণ। দীর্ঘসূত্রী অর্থাৎ নিরন্তর শঙ্কাকুলচিত্ততা হেতু কর্ম্ম সম্পাদনে সঙ্কোচ, যে কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে আশু সম্পাদ্য, তাহা এক মাসেও সম্পাদন হয় কি না হয়, ইত্যাকার রূপ কালবিলম্বকারী। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত কর্ত্তা তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইহার ভাবার্থ এই যে যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিহীন অর্থাৎ ধর্ম্ম বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, যে ব্যক্তির বুদ্ধি সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও নির্ম্মল হয় নাই, যে ব্যক্তি অহঙ্কার প্রভাবে বা কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবে সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শনে অক্ষম, যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির কামনা করে এবং আপনার দুষ্টবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মহোপকারী ব্যক্তির ভাবে সমাজ মধ্যে আত্মপ্রখ্যাপন করে, যে ব্যক্তি সততার আবরণে আবৃত হইয়া কেবল পরানিষ্টের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে অথবা পরকীয় বৃত্তি বিনাশ করিয়া স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করে, যে ব্যক্তি আলস্য পরতন্ত্র হইয়া কর্ত্তব্য

সাধনে সদা পশ্চাৎপদ, যে ব্যক্তি কর্ম্মের পরিণাম সম্বন্ধে শঙ্কাকুল হইয়া সতত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি অচিরকাল মধ্যে করণীয় কার্য্য সুদীর্ঘ কালেও সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাকেই তামস কর্ত্তা বলা যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তামস কর্ত্তা সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিশেষণ সমূহের অন্যরূপ সারগর্ভ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার, পুনরুল্লেখ এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় জ্ঞানী সন্ন্যাসিদিগের এবং ভক্তদিগের ভেদ প্রদর্শন উপলক্ষ্যে অনেক সুসঙ্গত যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জ্ঞানিদিগের পক্ষে উল্লিখিত লক্ষণানুগত ত্যাগ অবলম্বন করাই বিধেয়, এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানই তাহাদিগের অবলম্বনীয়। তাঁহাদিগের পক্ষে সাত্ত্বিক কর্ম্মই কর্ত্তব্য এবং সাত্ত্বিক কর্তৃত্ব সহকারে কর্ম্ম নিষ্পাদন করাই আবশ্যক। জ্ঞানিদিগের পক্ষে এইরূপ সন্ন্যাসই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানপ্রকরণের ইহাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ভক্তদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাঁহাদিগের জ্ঞান ত্রিগুণাতীত এবং ভক্তিযোগ নামাভিধেয় কর্ম্মও ত্রিগুণাতীত। কর্ত্তাও ত্রিগুণাতীত। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে যে "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং॥" (ভাগবত ১১।২৫। ২৩) ইহার ভাবার্থ এই যে, কৈবল্য অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ের যে জ্ঞান তাহা সাত্ত্বিক ; বৈকল্পিক অর্থাৎ দেহাদি সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তাহাই রাজসিক ; প্রাকৃত অর্থাৎ শিশু মূক প্রভৃতির ন্যায় যে জ্ঞান তাহাই তামসিক, কিন্তু মন্নিষ্ঠা অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষয়ে যে নিষ্ঠা তাহা নির্গুণ নামে উক্ত হয়। অপিচ, "লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণমিত্যুদাহৃতং।" অর্থাৎ নির্গুণ ভক্তিযোগের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধঃ রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ (ভাগবত ১১।২৫।২৫) অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ত্তা সঙ্গ রহিত, রাজস কর্ত্তা নিরতিশয় বিষয়নিবিষ্ট, তামস কর্ত্তা অনুসন্ধান শূন্য, আর যিনি কেবল আমারই আশ্রিত ও মদেকশরণ, তিনিই নিরহঙ্কার হেতু নির্গুণ কর্ত্তা। কেবল যে এই তিনটিই ভক্তি মতানুসারে গুণাতীত, এরূপ নহে, কিন্তু

ভক্তি সম্বন্ধীয় সকলই গুণাতীত বুঝিতে হইবে। উল্লিখিত ভক্তিসম্বন্ধীয় পরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, “সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্ম-শ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা॥” (ভাগবত ১১।২৫।২৬) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মবিষয়ে যে শ্রদ্ধা তাহাই সাত্ত্বিক, লৌকিক কর্ম্ম বিষয়ে যে শ্রদ্ধা তাহাই রাজসিক, এবং অধর্ম্মে ধর্ম্ম বলিয়া যে শ্রদ্ধা তাহাই তামসিক; কিন্তু মৎসেবা বিষয়ে যে শ্রদ্ধা তাহা নির্গুণা। অপিচ, “বনঞ্চ সাত্ত্বিকো বাসঃ গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং॥” (ভাগবত ১১।২৫।২৪) অর্থাৎ বন বিবিক্ত এজন্য তথায় বাস সাত্ত্বিক, গ্রাম বিষয়-ব্যাকুলতা পূর্ণ, এজন্য তথায় বাস রাজস, আর দ্যূত ক্রীড়াদির স্থান হীনতাপূর্ণ, এজন্য তথায় বাস তামস, কিন্তু ভগবন্নিকেতন সাক্ষাৎ তাঁহার আবির্ভাব স্থান, সুতরাং তথায় বাস নির্গুণ। অপিচ, “সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসং। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ং॥” (ভাগবত ১১।২৫।২৮) অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জনিত সুখ সাত্ত্বিক; বিষয় জনিত সুখ রাজসিক, মোহ এবং দৈন্যজনিত সুখ তামসিক, কিন্তু ভগবচ্চিন্তা জনিত যে সুখ তাহা নির্গুণ। অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, গুণাতীত ভক্তবর্গের ভক্তি-বিষয়িণা জ্ঞান, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা এবং স্বকীয় সুখাদি সমস্তই ত্রিগুণাতীত। সাত্ত্বিক জ্ঞানিদিগের উল্লিখিত সকলই সাত্ত্বিক জ্ঞানেরই স্বরূপ; রাজস কর্ম্মিদিগের তৎসমস্ত রাজস; এবং উচ্ছৃঙ্খল তামসদিগের তত্ত্বাবৎ তাম-সই হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত উভয়ের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া এইরূপ অবধারিত হয়। এই গ্রন্থের চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে যে, জ্ঞানী সন্ন্যাসিদিগেরও অন্তিম কালে জ্ঞান-সন্ন্যাসের পরিণাম স্বরূপে সমুদ্ভূতা কেবলা ভক্তির দ্বারাই গুণাতীতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। এতাবতা চক্রবর্ত্তী ঠক্কুর ভক্তির মাহাত্ম্যই সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিলেন॥ ২৮॥

——ঃ০ঃ——

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকত্বেন ধনঞ্জয়! ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ গুণতঃ (গুণভেদতঃ) এব ত্রিবিধং ভেদং পৃথক্ত্বেন (বিবেকেন) অশেষেণ (সম্পূর্ণতঃ) [ময়া] প্রোচ্যমানং (কথিতং) শৃণু ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির গুণের-ভেদ-দ্বারাই ত্রিবিধ ভেদ পৃথক্-ভাবে অশেষ-প্রকারে [আমার কর্তৃক] কথিত শ্রবণ-কর ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদি গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ আছে, তাহা বিচারসহকারে অশেষরূপে আমি বলিতেছি, তুমি তৎসমস্ত শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বুদ্ধের্ভেদমিতি। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণতঃ ত্রিবিধং শৃণ্বিতি সূত্রোপন্যাসঃ প্রোচ্যমানং কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতোযথাবৎ পৃথক্ত্বেন বিবেকতো ধনঞ্জয়! দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবঞ্চ প্রভূতং ধনং জয়তি তেনাসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ ॥২৯॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানাদীনাং প্রত্যেকং ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা বুদ্ধিমত্যা বুদ্ধেস্তদ্বৃত্তেশ্চ ধৃত্যাখ্যায়াস্ত্রৈবিধ্যং সূচয়তি বুদ্ধেরিতি। সূত্রবিবরণং প্রতিজানীতে প্রোচ্যমানমিতি। অর্জ্জুনস্য ধনঞ্জয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি দিগিতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মবিষয়জ্ঞানে কর্ত্তব্যে চ কর্ম্মণ্যনুষ্ঠাতরি চ গুণতস্ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ ইদানীং সর্ব্বতত্ত্বপুরুষার্থনিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ গুণতস্ত্রৈবিধ্যমাহ বুদ্ধেরিতি। বুদ্ধির্ব্বিবেকপূর্ব্বকং নিশ্চয়রূপং জ্ঞানং ধৃতিরারব্ধায়াঃ মোক্ষসাধনভূতায়াঃ ক্রিয়ায়াঃ বিঘ্নোপনিপাতেঽপি ধারণসামর্থ্যং তয়োঃ সত্ত্বাদিগুণতস্ত্রিবিধং ভেদং পৃথকত্বেন প্রোচ্যমানং যথাবৎ শৃণু ॥ ২৯ ॥

হনুমান।—বুদ্ধের্জ্ঞানস্য ধৃতেঃ ধৈর্য্যস্যচৈব গুণতঃ গুণৈঃ পৃথক্ত্বেন বিবেকস্ফুটীকরণেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥২৯॥

বলদেব।—এবং জ্ঞানজ্ঞেয়পরিজ্ঞাতৃণাং ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা বুদ্ধিধৃত্যোস্তদ্বক্তুং প্রতিজানীতে বুদ্ধেরিতি স্ফুটার্থঃ ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—তদেবং জ্ঞানং কর্ম্মচ কর্ত্তা চ ত্রিবিধং গুণভেদত ইতি ব্যাখ্যাতং, সংপ্রতি

ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত ইত্যত্র সূচিতয়োর্বুদ্ধিধৃত্যোস্ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধেরিতি। বুদ্ধেরধ্যবসায়াদিবৃত্তিমত্যাধৃতেশ্চ তদ্বৃত্তেঃ সত্ত্বাদি গুণতস্ত্রিবিধমেব ভেদং ময়া ত্বাং প্রতি ত্যক্তালস্যেন পরমাপ্তেন প্রোচ্যমানমশেষেণ নিরবশেষং পৃথক্ত্বেন হেয়োপাদেয়বিবেকেন শৃণু শ্রোতুং সাবধানোভব হে ধনঞ্জয়েতি দিগ্বিজয়ে প্রসিদ্ধং মহিমানং সূচয়ন্ প্রোৎসাহয়তি। অত্রেদং চিন্ত্যতে কিমত্র বুদ্ধিশব্দেন বৃত্তিমাত্রমভিপ্রেতং কিম্বা বৃত্তিমদন্তঃকরণং প্রথমে জ্ঞানং পৃথক্ ন বক্তব্যং, দ্বিতীয়ে কর্ত্তা পৃথক্ ন বক্তব্যঃ বৃত্তিমদন্তঃকরণস্যৈব কর্তৃত্বাৎ জ্ঞানধৃত্যোঃ পৃথক্ কথনবৈয়র্থ্যঞ্চ ন চেচ্ছাদিপরিসঙ্খ্যার্থং তৎ, বৃত্তিমদন্তঃকরণত্রৈবিধ্যকথনেন সর্ব্বাসামপি তদ্বৃত্তীনাং ত্রৈবিধ্যস্য বিবিক্ষিতত্বাৎ, উচ্যতে অন্তঃকরণোপহিতশ্চিদাভাসঃ কর্ত্তা ইহ তুপহিতান্নিষ্কৃষ্য উপাধিমাত্রং করণত্বেন বিবক্ষিতং সর্ব্বত্র করণোপহিতস্য কর্তৃত্বাৎ যদ্যপি চ "কামঃ সংকল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মন এবে"তি শ্রুত্যনূদিতানাং সর্ব্বাসামপি বৃত্তীনাং ত্রৈবিধ্যং বিবক্ষিতং তথাপি ধীধৃত্যোস্ত্রৈবিধ্যং পৃথগুক্তং জ্ঞানশক্তিক্রিয়াশক্ত্যুপলক্ষণার্থং ন তু পরিসঙ্খ্যার্থমিতি রহস্যম্॥ ২৯॥

নীলকণ্ঠ।—বুদ্ধিধৃতী ত্রৈবিধ্যেন ব্যাখ্যাতুমাহ বুদ্ধেরিতি। তত্র বুদ্ধিবিশিষ্টশ্চিদাভাসঃ কর্ত্তা জ্ঞানঞ্চ প্রাগুক্তম্ অত্রতুকরণেন বুদ্ধিবৃত্তিমতী তদীয় বৃত্ত্যন্তরোপলক্ষণার্থং তদ্বৃত্তিবিশেষো ধৃতিশ্চ ত্রৈবিধ্যেন কথ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানিভিঃ সর্ব্বমপি বস্তু সাত্ত্বিকমেবোপাদেয়মিতি জ্ঞাপয়িতুং বুদ্ধ্যাদীনামপি ত্রৈবিধ্যমাহ বুদ্ধেরিতি॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইল। অতঃপর শ্রীভগবান্ বুদ্ধি ও ধৃতির ত্রৈবিধ্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং সুহৃৎ শিষ্য অর্জ্জুনকে তদ্বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আকৃষ্টচিত্ত করিতেছেন।

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ ২৬ শ্লোকে "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" এই বাক্যে যাহার সূচনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বিশদীকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়রূপা ধৃতি, এতদুভয়ের গুণভেদানুসারে পরিজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। আমি আলস্য পরিহার করিয়া পরম জ্ঞান সাহায্যে হে অর্জ্জুন! সেই তত্ত্ব তোমার নিকট পরিব্যক্ত করিতেছি। সেই তত্ত্ব নিঃশেষরূপে এবং তাহার হেয়ত্ব ও উপাদেয়ত্ব বিনির্ণয় পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

"হে ধনঞ্জয়" এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে অর্জ্জুন প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী এবং বিপুল পার্থিব ধনার্জ্জনে সক্ষম; সুতরাং এই

জ্ঞানরূপ পরম ধন লাভ করিবার পক্ষে তিনি সর্ব্বথা উপযুক্ত পাত্র, জ্ঞানকামী অর্জ্জুনের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই সম্বোধন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

মূলে "অশেষেণ" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ হইতে যে গীতারূপ অমৃত ক্ষরিত হইয়াছে, তাহা অশেষ, সন্দেহ নাই। তাহার সম্যক্ পরিজ্ঞান হইলে মোক্ষরূপ পরম ধন লব্ধ হয়; সুতরাং তাহার তুল্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ এ জগতে কিছুই নাই। তিনি জীবের কল্যাণ সাধনার্থ স্বভাবসিদ্ধ বাৎসল্য সহকারে সেই পরম ধন অশেষ রূপে বিতরণ না করিলে এই ধনার্জ্জনে মনুষ্যের কোনই উপায় হইত না।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, বিবেক পূর্ব্বক নিশ্চয় জ্ঞানের নাম বুদ্ধি; এবং আরব্ধ মোক্ষসাধনভূত কর্ম্মের বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তাহার বিধারণ সামর্থ্যের নাম ধৃতি। তদুভয়ের সত্ত্বাদি গুণানুসারে যথাবৎ ভেদ পৃথক্‌রূপে শ্রবণ কর।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী নিম্নলিখিতরূপে বিচারের উত্থাপন করিয়াছেন। এস্থলে স্বতই এই চিন্তার উদয় হয় যে, বুদ্ধি শব্দ দ্বারা কেবল বৃত্তিমাত্র লক্ষিত হইতেছে, অথবা বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণকে বুঝাইতেছে? যদি প্রথমার্থ অর্থাৎ বৃত্তি মাত্রই লক্ষিত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে সহজেই মনে হইবে যে, জ্ঞানের স্বতন্ত্ররূপ নির্দ্দেশ অনাবশ্যক। আর যদি দ্বিতীয় অর্থাৎ অন্তঃকরণই লক্ষিত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে কর্ত্তা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ নিস্প্রয়োজন। কারণ বৃত্তিমান্ অন্তঃকরণই কর্ত্তা। অপিচ সেরূপ মনে করিলে জ্ঞান এবং ধৃতির পৃথক্ নির্দ্দেশও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ইচ্ছাদির পরিসংখ্যা * বা ব্যবচ্ছেদার্থই বুদ্ধি শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। কারণ সেই বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণের ত্রৈবিধ্য নির্দ্দেশ করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি সমূহেরও ত্রৈবিধ্য নির্দ্দেশ করা

* পরিসংখ্যা।—"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে।" অর্থাৎ শাস্ত্র বা ব্যবহারাদির দ্বারা পূর্ব্বে যাহার প্রাপ্তি ছিল না, তাহার বিধানের নাম বিধি। যথা,—"অহরহঃ সন্ধ্যা উপাসনা করিবে।" যাহার বিধিতে প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি উভয়ই পক্ষতঃ আছে তাহাই নিয়ম। —"ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিবে।" কিন্তু "পর্ব্ব দিবসে গমন করিবেন না।" এস্থলে

হয় ; কথিত হয় যে, অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত চিদাভাসই কর্ত্তা ; এস্থলে উপহিত হইতে কর্ত্তাকে নিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক উপাধিমাত্রকেই করণ রূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কারণ সর্ব্বত্র, যাহা) করণোপহিত, তাহাই কর্ত্তা। যদিও "কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা. শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ) এই শ্রুত্যুক্ত সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির ত্রৈবিধ্য বলিবার ইচ্ছা ব্যক্ত হইতেছে, তাহা হইলেও দেখিতে হইবে যে, ধী অর্থাৎ বুদ্ধি এবং ধৃতির জ্ঞান শক্তি এবং ক্রিয়া শক্তির উপলক্ষণার্থ তাহা পৃথক্ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পরিসংখ্যা অর্থাৎ তদুভয়ের ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই ॥ ২৯ ॥

———ঃ০ঃ———

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ ! সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

অন্বয়।—হে পার্থ ! যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিং (কর্ম্মমার্গং) নিবৃত্তিং (সন্ন্যাসমার্গং) চ কার্য্যাকার্য্যে (বিহিতপ্রতিষিদ্ধে) ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি (বিজানাতি) সা সাত্ত্বিকী [বুদ্ধিঃ] ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ ! যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য-অকার্য্য, ভয়-অভয়, বন্ধ এবং মোক্ষকে জানে, তাহা সাত্ত্বিকী [বুদ্ধি] ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা—হে পার্থ ! যে বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মমার্গে বিচরণরূপ প্রবৃত্তি এবং সন্ন্যাসমার্গে পরিভ্রমণরূপ নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য্য, গর্ভবাসাদি দুঃখরূপ ভয় ও তদুচ্ছেদরূপ অভয়, সংসার বন্ধন এবং তাহা হইতে মুক্তিরূপ মোক্ষ, এই সমস্ত বিশেষরূপে জানা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধিনামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিধির দ্বারা ভার্য্যা গমন ও গমনের নিষেধ উভয়ই প্রাপ্তি হইতেছে বলিয়া ইহা নিয়ম। আর যাহা বিধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং রাগ (ইচ্ছা) দ্বারাও পাওয়া যায়, তাহাই পরিসংখ্যা বিধি। যথা,—"প্রাজপত্য ব্রতে তিন দিন অযাচিত চতুর্ব্বিংশ গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিবে।" এস্থলে বিধি দ্বারা অযাচিত অন্ন ভোজন নির্দ্দিষ্ট হইল। অপিচ রাগতঃ সাধারণ ভোজনেরও প্রাপ্তি ছিল। এইরূপ উভয় প্রাপ্তিস্থলে পরিসংখ্যা বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই পরিসংখ্যা বিধি দোষত্রয়যুক্ত। "শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ। প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং

শঙ্করাচার্য্য।—প্রবৃত্তিঞ্চেতি। প্রবৃত্তিঞ্চ প্রবর্ত্তনং বন্ধহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ নিবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তির্মোক্ষহেতুঃ সন্ন্যাসমার্গঃ বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী কর্ম্মসন্ন্যাসমার্গাবিত্যবগম্যতে, অথবা কার্য্যাকার্য্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে (লৌকিকে বৈদিকে বা শাস্ত্রবুদ্ধের্ব্বা) কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে করণাকরণে ইত্যেতৎ, কস্য, দেশকালাদ্যপেক্ষয়া (বিজানাতি) দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্ম্মণাং, ভয়াভয়ে বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ন্তদ্বিপরীতমভয়ং ভয়ঞ্চাভয়ঞ্চ ভয়াভয়ে দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ। বন্ধং সহেতুকং মোক্ষঞ্চ সহেতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী তত্র জ্ঞানং বুদ্ধের্বৃত্তির্বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষ এব বুদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি।—তত্রাদৌ সাত্ত্বিকীং বুদ্ধিং নির্দ্দিশতি প্রবৃত্তিঞ্চেতি। প্রবৃত্তিরাচরণমাত্রম্ অনাচরণমাত্রঞ্চ নিবৃত্তিরিতি কিং নেষ্যতে তত্রাহ বন্ধেতি। যস্মিন্ বাক্যে বন্ধমোক্ষাবুচ্যেতে তস্মিন্নেব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরুক্তত্বাৎ কর্ম্মমার্গস্য বন্ধহেতুত্বান্মোক্ষহেতুতাচ্চ সন্ন্যাসমার্গস্য তাবেবাত্র গ্রাহ্যাবিত্যর্থঃ। করণাকরণয়োর্নির্ব্বিষয়ত্বাযোগাদ্বিষয়াপেক্ষামবতার্য্য যোগ্যং বিষয়ং নির্দ্দিশতি কস্যেতি। অনিষ্টসাধনং ভয়মিষ্টসাধনমভয়মিতি বিভজতে ভয়েতি। বন্ধাদিজ্ঞানমাত্রস্য বুদ্ধ্যন্তরেঽপি সম্ভবাদ্বিশেষণং, ন বুদ্ধিশব্দিতস্য জ্ঞানস্য প্রাগেব ত্রৈবিধ্যপ্রতিপাদনাৎ কিমিতি বুদ্ধেরিদানীং ত্রৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞায় ব্যুৎপাদ্যতে তত্রাহ জ্ঞানমিতি। তর্হি জ্ঞানেন গতত্বান্ন পুনর্ধৃতির্ব্ব্যুৎপাদনীয়েত্যাশঙ্ক্যাহ ধৃতিরপীতি। বিশেষশব্দেন জ্ঞানাদ্ব্যাবৃত্তিরিষ্টা ॥ ৩০ ॥

রামানুজ।—প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিরভ্যুদয়সাধনভূতো ধর্ম্মঃ নিবৃত্তির্মোক্ষসাধনভূতো ধর্ম্মঃ তৌ উভৌ যথাবৎস্থিতৌ যা বুদ্ধিঃ কার্য্যাকার্য্যে সর্ব্ববর্ণানাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিধর্ম্ময়োরন্যতর-

---

পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত বচন) অর্থাৎ পরিসংখ্যা বিধি, বিধি-নির্দ্দিষ্ট অর্থের পরিত্যাগ করিয়া বিধির দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট অর্থের গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং প্রাপ্ত অর্থের বাধ করে; এই জন্যই এই বিধি ত্রিদোষযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত অযাচিত চতুর্ব্বিংশতি গ্রাস ভোজন বিষয়ে পরিসংখ্যা বিধি দ্বারা কল্পিত হয় যে, ভোজন ভোক্তার ইচ্ছাধীন, অতএব যদি ভোজন করে, তবে অযাচিত চতুর্ব্বিংশতি গ্রাসের অধিক ভোজন করিবে না এবং যদি ভোজনে ইচ্ছা না হয়, তবে তাহা ভোজন না করিলেও দোষ নাই। কিন্তু এতদ্ভিন্ন কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। এস্থলে বিধিনির্দ্দিষ্ট ভোজনের পরিত্যাগ, তদতিরিক্ত অভোজন বিধির কল্পনা এবং তদ্ব্যতিরিক্ত দ্রব্যের ভোজন নিষেধরূপ বিধিত্রয় কল্পিত হইল। এই জন্যই ইহা ত্রিদোষযুক্ত। যেখানে অন্য কোন বিধি পাওয়া যায় না, সেই স্থানে অগত্যা এই পরিসংখ্যা বিধির কল্পনা করিতে হয়। অপিচ, "অন্যার্থ শ্রূয়মানা যা চান্যার্থ প্রতিষেধিকা। পরিসংখ্যা তু সা জ্ঞেয়া যথা প্রোক্ষিতভোজনং। (প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বধৃত ভট্টপাদ বচন) অর্থাৎ যে বিধিতে এক অর্থ শ্রুত হইয়া অন্যার্থের নিষেধ হইয়া থাকে, তাহাই পরিসংখ্যা বিধি। ইহার দৃষ্টান্ত যথা,—"প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে" এই বিধির স্থলে 'অপ্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিবে না, এই নিষেধ বিধির উৎপত্তি হইল। অন্যান্য বিধি স্থলে বিধি নির্দ্দিষ্ট বাক্য অবশ্যই পালন করিতে হইবে, কিন্তু পরিসংখ্যা বিধি স্থলে তাহার ব্যবস্থা অন্যরূপ। পূর্ব্বোক্ত প্রাজাপত্য ব্রতের ভোজনস্থলে ভোক্তা যদি নির্দ্দিষ্ট ভোজ্য ভোজন না করিয়া উপবাস করে, তবে তাহাতে কোনও দোষ হইবে না বা ব্রতের কোনরূপ অঙ্গহানির সম্ভাবনা নাই।

নিষ্ঠানাং দেশকালাবস্থাবিশেষেষু ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিতি চ যা বেত্তি ভয়াভয়ে শাস্ত্রাদি-প্রবৃত্তির্ভয়স্থানং তদনুবৃত্তিরভয়স্থানং বন্ধং মোক্ষঞ্চ সংসারযাথাত্ম্যং তদ্বিগমযাথাত্ম্যং চ যা বেত্তি সা সাত্ত্বিকী বুদ্ধিঃ ॥ ৩০ ॥

হনুমান্ ।—প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং মোক্ষার্থে নিবৃত্তিঃ সংন্যাসঃ কার্য্যাকার্য্যে কার্য্যং কর্ত্তব্যম্ অকার্য্যং তদভাবঃ ভয়াভয়ে ভয়ং সংসারঃ অভয়ং তদভাবরূপোমক্ষঃ বন্ধঃ বন্ধনং মোক্ষো মুক্তিঃ এতান্ সর্ব্বান্ যা বুদ্ধির্ব্বেত্তি সা সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর ।—তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে নিবৃত্তিমধর্ম্মে যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যঞ্চ ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০ ॥

বলদেব ।—তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ প্রবৃত্তিঞ্চেতি ত্রিভিঃ। যা বুদ্ধিঃ ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চ বেত্তি যয়া বেত্তীতি বক্তব্যে যা বেত্তীতি করণে কর্ত্তৃত্বমুপচরিতং। কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ। নিষ্কামং কর্ম্ম কার্য্যং সকামং ত্বকার্য্যমিতি কার্য্যাকার্য্যে যা বেত্তি। অশাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিতো ভয়ং শাস্ত্রীয় প্রবৃত্তিতস্ত্বভয়মিতি ভয়াভয়ে যা বেত্তি। বন্ধং সংসারযাথাত্ম্যং মোক্ষং তচ্ছেদযাথাত্ম্যং চ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন ।—তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং কর্ম্মমার্গং নিবৃত্তিং সংন্যাসমার্গং কার্য্যং প্রবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণাং করণং অকার্য্যং নিবৃত্তিমার্গে কর্ম্মণামকরণং ভয়ং প্রবৃত্তিমার্গে গর্ভবাসাদিদুঃখম্ অভয়ং নিবৃত্তিমার্গে তদভাবং বন্ধং প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃতং কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানং মোক্ষং নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃতমজ্ঞানতৎকার্য্যাভাবং চ যা বেত্তি করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ যয়া বেত্তি কর্ত্তা বুদ্ধিঃ সা প্রমাণজনিতবিনিশ্চয়বতী হে পার্থ! সাত্ত্বিকী বন্ধমোক্ষয়োরন্তে কীর্ত্তনাত্তদ্বিষয়মেব প্রবৃত্ত্যাদি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রবৃত্তিঞ্চেতি। প্রবৃত্তিনিবৃত্তী শাস্ত্রবিহিতপ্রতিষিদ্ধবিষয়ে "যজেত স্বর্গকামো ন সুরাং পিবে"দিত্যাদিরূপে, কার্য্যং কৃতিসাধ্যং স্বর্গাদি অকার্য্যং নিত্যসিদ্ধং তেন নিত্যানিত্যবস্তুনী উক্তে ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তে বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি যয়া বেত্তীতি পূর্ব্ববৎ করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভয়াভয়ে সংসারাসংসার হেতুকে ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য—অতঃপর বুদ্ধির সাত্ত্বিকাদি প্রকার ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমেই সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রসঙ্গ আলোচ্য। এ সংসারে মানব নিয়তই কার্য্য এবং অকার্য্যের অনুসরণ করে। যে ব্যাপার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং যাহা পরিণামে পরম শুভফল প্রদান করিতে সমর্থ তাহাই কার্য্য।

আর যাহা কেবল লৌকিক সন্তোষের বিধান করে অথচ পরিণামে বিষম অকল্যাণের হেতুভূত হয় তাহা অকার্য্য। মানব ভ্রমপ্রযুক্ত অথবা মোহের প্রাবল্যে কার্য্যের অনুসরণ না করিয়া অনেক সময়েই অকার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকে। সুধাভ্রমে তাহারা গরল পান করে, এবং শান্তির অন্বেষণ করিতে গিয়া তাহারা ঘোর অশান্তির কূপে নিমগ্ন হয়। এইরূপে সংসারে ভীতি বিধায়ক ও ভীতি বিনাশক ব্যাপারও যথেষ্ট। মানবেরা ভয়ের অধীন হইয়া সঙ্কুচিত পদে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। দেহের মৃত্যু, সন্তানাদি প্রিয় ব্যক্তিগণের বিয়োগ, বিত্তনাশ, ঐহিক মনস্কামনার অপরিতোষ ইত্যাদি আশঙ্কায় মানবগণ নিয়তই ব্যাকুল। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই সকল ব্যাপার কদাপি প্রকৃত ভয়জনক নহে। চরমের অমঙ্গল যাহাতে আনয়ন করে, পরম সুখের পথ যাহাতে রোধ করিয়া দেয় তাহাই যথার্থ ভয় বিধায়ক। প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিরবুদ্ধি সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভয় এবং অভয়ের বিনির্ণয়ে মনুষ্য অনেক সময়েই অশক্ত। উল্লিখিতরূপ কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধ এবং মোক্ষের হেতুভূত। অর্থাৎ সম্যক্ অবধারণ সহকারে প্রকৃত পন্থার অনুসরণ করিতে না পারিলে বন্ধন অপরিহার্য্য এবং মোক্ষ সুদূর পরাহত। এইরূপে নিদারুণ ক্লেশপূর্ণ সংসাররূপ বন্ধন এবং অনন্ত আনন্দময় মুক্তি, কার্য্যাকার্য্যাদি অবধারণের ফলেই সংঘটিত হয়। আমাদিগের বুদ্ধি সেইরূপ অবধারণের একমাত্র সহায়। যে বুদ্ধি এই উভয়ের দোষ গুণ দর্শন করিয়া প্রকৃত সন্মার্গের অবধারণ করিয়া দেয়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি, বন্ধনের হেতুস্বরূপ কর্ম্মমার্গ এবং নিবৃত্তি মোক্ষের হেতু স্বরূপ সন্ন্যাস মার্গ। কার্য্যাকার্য্য কি, তাহারই উত্তর স্বরূপে আচার্য্য বলিয়াছেন যে, যাহা বিহিত, যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহাই কার্য্য; আর যাহা প্রতিষিদ্ধ এবং লৌকিক, তাহাই অকার্য্য। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ের কারণ সম্বন্ধে ভয় এবং অভয়ের উদ্ভব হইয়া থাকে। তদুভয়েরই কারণ-পরিজ্ঞান জনিত সহেতুক বন্ধন বা মোক্ষ যে বুদ্ধি জ্ঞাপন করে, হে পার্থ! তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। বুদ্ধি বৃত্তিসংযুক্তা, ধৃতিও বুদ্ধির বৃত্তি বিশেষ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অধর্ম্মে নিবৃত্তি; দেশ কালানুসারে কার্য্যাকার্য্যের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যাহা একদেশে বা এককালে কার্য্যরূপে পরিগণিত; তাহাই দেশান্তরে বা কালান্তরে অকার্য্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কার্য্য এবং অকার্য্যের নিমিত্ত অর্থ অর্থাৎ বাসনাসিদ্ধি বা অনর্থ অর্থাৎ বিপৎপাত ভয়াভয় রূপে পরিগণিত। এই সকল ব্যাপারে কিরূপে বন্ধন বা কিরূপে মোক্ষ ঘটিয়া থাকে, তাহাই যে বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ জানাইয়া দেয়, তাহাই সাত্ত্বিকী। 'যাহা দ্বারা মনুষ্য জানে' মূলস্থিত এইরূপ উক্তি দ্বারা করণে কর্ত্তৃত্বের আরোপ হইয়াছে। 'কাষ্ঠানি পচন্তি' অর্থাৎ কাষ্ঠ, পাক করিতেছে। এইরূপ বলিলে কাষ্ঠের উপর পাকক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ কাষ্ঠ দ্বারা পাক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় না, সুতরাং করণের স্থলে কর্ত্তৃত্বের আরোপ হইয়াছে। সেইরূপ 'বুদ্ধি জানে' এই স্থলে করণে কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। অভ্যুদয় সাধনভূত ধর্ম্মের নাম প্রবৃত্তি, মোক্ষসাধনভূত ধর্ম্মের নাম নিবৃত্তি; যথাবস্থিত তত্ত্বভয়কে যে বুদ্ধি জানে তাহাই সাত্ত্বিকী। সর্ব্ববর্ণের নিমিত্ত কার্য্যাকার্য্য বিহিত আছে। দেশ কালানুসারে, প্রবৃত্তি ধর্ম্মানুসারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেও তন্মধ্য হইতে ইহাই কার্য্য, ইহাই অকার্য্য, যে বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ বিনির্ণয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। শাস্ত্রের অতিবৃত্তি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থা ও শাসনের লঙ্ঘন এবং তাহার অনুবৃত্তি অর্থাৎ তত্তাবতের অনুপালন যথাক্রমে ভয় এবং অভয়স্থান; এই তত্ত্ব অপিচ বন্ধ অর্থাৎ সংসার যাথাত্ম্য এবং মোক্ষ অর্থাৎ তদ্বিনাশযাথাত্ম্য যে বুদ্ধি জানে তাহাই সাত্ত্বিকী।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। প্রবৃত্তি কর্ম্ম মার্গ এবং নিবৃত্তি সন্ন্যাস মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গে কর্ম্ম সমূহের করণই কার্য্য, এবং নিবৃত্তি মার্গে কর্ম্ম সমূহের অকরণই অকার্য্য। প্রবৃত্তি মার্গে গর্ভবাসাদি দুঃখই ভয় এবং নিবৃত্তি মার্গে তাদৃশ দুঃখাদির অভাবই অভয়। মিথ্যাজ্ঞান জনিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানই বন্ধ, আর নিবৃত্তি মার্গে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের অভাব মোক্ষ। যে বুদ্ধি দ্বারা এই সকল তথ্য

প্রণিধান করা যায়, তাহাই প্রমাণজনিতা নিশ্চয়াত্মিকা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। বন্ধ ও মোক্ষ এই প্রসঙ্গদ্বয় শেষ ভাগে উল্লেখ করায় তদ্বিষয়েই প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

এই শ্লোকে 'পার্থ' নামে অর্জ্জুনকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন মহদ্বংশজাত অর্জ্জুনের সহিত সত্ত্বগুণস্বরূপ শ্রীভগবানের শৌণিত সম্বন্ধ, এই সম্বোধন বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে।

কার্য্য—অকার্য্য, ভয় অভয়, সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃদ্‌গণের যে সামান্য মতভেদ আছে, গভীর রূপে আলোচনা করিলে বস্তুতই তৎ-সমস্ত একভাবে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং তাহা আলোচ্য। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীপাদ এই বিষয় সংক্ষেপে অথচ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন॥ ৩০॥

——ঃ০ঃ——

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥৩১॥

অন্বয়।—হে পার্থ! যয়া (বুদ্ধ্যা) ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ কার্য্যম্ অকার্য্যং চ অযথাবৎ (অসম্যক্‌তয়া) এব প্রজানাতি সা রাজসী বুদ্ধিঃ॥ ৩১॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! যাহা দ্বারা ধর্ম্মকে ও অধর্ম্মকে, কার্য্য এবং অকার্য্যকে অসম্যক্‌ভাবে জানে, তাহা রাজসী বুদ্ধি॥ ৩১॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য অযথার্থরূপে জানিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিই রাজসী বুদ্ধি॥ ৩১॥

শঙ্করাচার্য্য।—যয়েতি। যয়া ধর্ম্মং শাস্ত্রচোদিতম্ অধর্ম্মঞ্চ প্রতিষিদ্ধং কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ পূর্ব্বোক্তে এব কার্য্যাকার্য্যে অযথাবৎ যথাবৎ সর্ব্বতোনির্ণয়েন ন প্রজানাতি যা বুদ্ধিঃ সা পার্থ! রাজসী॥ ৩১॥

আনন্দগিরি।—কার্য্যাকার্য্যয়োর্দ্ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং পৌনরুক্ত্যং পরিহরতি পূর্ব্বোক্তে ইতি। পূর্ব্বশ্লোকে কার্য্যাকার্য্যশব্দাভ্যাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্ম্মণাং করণাকরণে নির্দ্দিষ্টে তয়োরেবাত্রাপি

গ্রহণান্ন ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং পূর্ব্বপর্য্যায়াভ্যাঙ্গতার্থতেত্যর্থঃ। যা বুদ্ধির্যয়া বুদ্ধ্যা বোদ্ধা নির্ণয়েন ন জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

রামানুজ।—যয়েতি। যয়া পূর্ব্বোক্তং দ্বিবিধং ধর্ম্মং তদ্বিপরীতঞ্চ তন্নিষ্ঠানাং দেশকালাবস্থাদিষু কার্য্যং চাকার্য্যং চ যথাবন্ন জানাতি সা রাজসী বুদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

হনুমান্।—যয়া বুদ্ধ্যা ধর্ম্মং শ্রেয়ঃসাধনং অধর্ম্মমকার্য্যং কার্য্যং চাযথাবৎ প্রজানাত্যন্যথা প্রজানাতি সা রাজসী ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর।—রাজসীং বুদ্ধিমাহ যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

বলদেব।—রাজসীং বুদ্ধিমাহ যয়েতি। অযথাবদসম্যক্ত্বেন ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন।—ধর্ম্মং শাস্ত্রবিহিতম্ অধর্ম্মং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধম্ অদৃষ্টার্থমুভয়ং কার্য্যাকার্য্যং চ দৃষ্টার্থমুভয়ম্ অযথাবদেব প্রজানাতি যথাবন্ন জানাতি কিং স্বিদিদমিত্থং নবেতি চানধ্যবসায়ং সংশয়ং বা ভজতে যয়া বুদ্ধ্যা সা রাজসী বুদ্ধিঃ। অত্র তৃতীয়ানির্দ্দেশাদন্যত্রাপি করণত্বং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ।—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেন। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ।—অযথাবৎ অসম্যক্তয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—সাত্ত্বিকীবুদ্ধির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া অতঃপর শ্রীভগবান্ রাজসী বুদ্ধির বিবরণ করিতেছেন। এ সংসারে মনুষ্য অনেক সময়েই সম্যক্রূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ণয় করিতে সক্ষম হয় না। প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনেক সময়েই তাহারা সন্দিহান হয়। সেইরূপে কার্য্যাকার্য্য বিনির্ণয়েও তাহাদিগের ক্ষমতা সকল ক্ষেত্রে যথাবৎ পরিচালিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য প্রকৃতরূপে তাহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বদা অবভাত হয় না। এইরূপ সুমীমাংসার অভাবে তাহারা সন্দেহ সহকারে অযথা দর্শন করে এবং প্রকৃষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া হয়তো নীচগামী হইয়া পড়ে। যে বুদ্ধি দ্বারা মনুষ্যেরা ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, কার্য্য এবং অকার্য্য অযথাবৎ দর্শন করে, হে পার্থ! তাদৃশী অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি রাজসী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, পূর্ব্বশ্লোকে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম এবং তাহার বিপরীত অধর্ম্ম, নিষ্ঠাবানগণের দেশ, কাল, অবস্থানুসারে কার্য্য এবং অকার্য্য যথাবৎ যে বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহাই রাজসী বুদ্ধি।

সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কেবল সন্মার্গই প্রদর্শন করে, রাজসী বুদ্ধিদ্বারা সদসৎ পরিস্ফুট রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। অযথাবৎ প্রদর্শনই রাজসী বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। ॥ ৩১ ॥

——:০:——

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ! তমসা (তমোগুণেন) আবৃতা (আচ্ছন্না) যা (বুদ্ধিঃ) অধর্ম্মং (প্রতিষিদ্ধং) ধর্ম্মম্ (বিহিতম্) ইতি মন্যতে (জানাতি) সর্ব্বার্থান্ (সর্ব্বোপ্রয়োজনান্) বিপরীতান্ চ [মন্যতে] সা বুদ্ধিঃ তামসী ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! তমো-গুণ-দ্বারা আবৃতা যে-বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ইহা জানে, এবং সর্ব্ব-বিষয়কে বিপরীত [মনে-করে] সেই বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যে বুদ্ধি তমোগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ জন্মায় এবং দৃষ্টাদৃষ্টার্থ সর্ব্বব্যাপারকে বিপরীতরূপে প্রণিধান করে, তাহাই তামসী বুদ্ধি নামে অভিহিত ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মং প্রতিষিদ্ধং ধর্ম্মং বিহিতমিতি যা মন্যতে জানাতি তমসাবৃতা সতী, সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতানেব বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ! তামসী ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—ধর্ম্মশব্দো নপুংসকলিঙ্গোঽপীত্যভিপ্রেত্য ধর্ম্মমিত্যুক্তং। তমসাবৃতাঽবিবেকেন বেষ্টিতেত্যর্থঃ। কার্য্যাকার্য্যাদীনুক্তানমুক্তাংশ্চ সংগ্রহীতুং সর্ব্বার্থানিত্যুক্তং তদ্ব্যাচষ্টে সর্ব্বানেবেতি। বিপরীতাংশ্চেতি চকারমবধারণে গৃহীত্বা বিপরীতানেবেত্যুক্তম্॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—অধর্ম্মমিতি। তামসীতু বুদ্ধিস্তমসাবৃতা সতী সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্মন্যতে। অধর্ম্মং ধর্ম্মং ধর্ম্মং চাধর্ম্মং, সন্তং চার্থম্ অসন্তম্, অসন্তং চার্থং সন্তং, পরঞ্চ তত্ত্বমপরম্, অপরঞ্চ তত্ত্বং পরম্। এবং সর্ব্বং বিপরীতং মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

হনুমান্।—অধর্ম্মং শ্রেয়স্করং ধর্ম্মমিতি ধর্ম্মস্বরূপেণ বিপরীতান্ বিপর্য্যস্তান্ সা তামসী॥ ৩২ ॥

শ্রীধর।—তামসীং বুদ্ধিমাহ অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানন্তুতদ্বৃত্তিঃ ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণোবুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণাদ্বৃত্তিরেব ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়াভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্ উপলক্ষণঞ্চৈতদন্যাসাম্॥ ৩২ ॥

বলদেব।—তামসীং বুদ্ধিমাহ অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। সর্ব্বার্থান্ বিপরীতানিতি। সাধুমসাধুমসাধুঞ্চ সাধুং। পরং তত্ত্বমপরম্ অপরঞ্চ তত্ত্বং পরমিত্যেবং সর্ব্বানর্থান্ বিপরীতান্মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন।—তমসা বিশেষদর্শনবিরোধিনা দোষেণাবৃতা যা বুদ্ধিরধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি মন্যতে অদৃষ্টার্থে সর্ব্বত্র বিপর্য্যস্যতি তথা সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বান্ দৃষ্টপ্রয়োজনানপি জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতানেব মন্যতে, সা বিপর্য্যয়বতী বুদ্ধিস্তামসী॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ।—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ।—যা মন্যত ইতি কুঠারশ্ছিনত্তীতিবৎ যয়া মন্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর তামসী বুদ্ধির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। যে বুদ্ধি দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ অনুষ্ঠান সমূহকে বিহিত বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তাহাই তামসী বুদ্ধি। এইরূপ বুদ্ধি তমঃ অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্না। কারণ মোহের প্রাবল্যে এই বুদ্ধি স্বরূপতঃ তত্ত্ব সমূহ অবগত হইতে দেয় না। সংসারে অনেক কার্য্যই অধর্ম্মজনক এবং উন্নতির প্রতিকূল। কিন্তু তমসাচ্ছন্না বুদ্ধির প্রভাবে তত্তাবতকে ধর্ম্মসঙ্গত জ্ঞান করিয়া মনুষ্য প্রভূত উদ্যম ও আয়াস সহকারে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধির প্রভাবে যাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য এবং যাহা চরমোন্নতির পরম প্রতিবন্ধক, সেই লৌকিক ব্যাপারে মনুষ্য অত্যাসক্ত হয় এবং তাহাই সংসারধর্ম্মের সার কর্ত্তব্য জ্ঞানে আজীবন সেবা করে। হে পার্থ! এইরূপ তমসাবৃতা নিকৃষ্টা বুদ্ধি তামসী নামে অভিহিতা হইয়া থাকে।

এই শ্লোকত্রয়ে বুদ্ধির ব্যাখ্যান কালে শ্রীভগবান্ প্রত্যেক স্থলেই অর্জ্জুনকে 'পার্থ' নামে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহার সার্থকতা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে বুদ্ধি শব্দ অবলম্বন করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিতরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ। পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞান তাহার বৃত্তি বিশেষ; ধৃতিও সেই বুদ্ধির বৃত্তি। অথবা ধর্ম্মী অন্তঃকরণের বুদ্ধিও অধ্যবসায় লক্ষণা বৃত্তি। ইচ্ছা দ্বেষাদি তাহার আরও অনেক বৃত্তি আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং ভয়াভয় সাধনত্ব হেতু এই তিনেরই প্রাধান্য। এইজন্য অন্যান্য বৃত্তির প্রসঙ্গ আলোচনা না করিয়া এই তিনেরই বিবরণ করা হইল। উপলক্ষণ দ্বারা অন্যান্য বৃত্তি সমূহও লক্ষিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥

———ঃ০ঃ———

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

অন্বয়।—হে পার্থ! যোগেন (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) অব্যভিচারিণ্যা (স্থিরভূতয়া) যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! যোগ-হেতু অব্যভিচারী যে ধৃতিদ্বারা-মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়-গণের কার্য্য সংযত-হয় সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা প্রযুক্ত ব্যভিচার রহিত যে ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া নিয়মিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ধৃত্যেতি। ধৃত্যা যয়াঽব্যভিচারিণ্যেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, ধারয়তে, কিং মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ (মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণি) তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাস্তা উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তে-র্ধারয়তি, ধৃত্যা হি ধার্য্যমাণা [ ]চ্ছাস্ত্রমার্গবিষয়া ন ভবন্তি। যোগেনেতি যোগেন সমাধিনা অব্যভি-চারিণ্যা নিত্যসমাধ্যনুগতয়েত্যর্থঃ, এতদুক্তং ভবত্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধার্য্যমাণা যোগেন ধারয়তীতি সৈবংলক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩॥

আনন্দগিরি।—ইদানীং ধৃতিত্রৈবিধ্যং ব্যুৎপিপাদয়িষুরাদৌ সাত্ত্বিকীং ধৃতিং ব্যুৎপাদ-য়তি ধৃত্যেতি। নির্দ্দিষ্টানাঞ্চেষ্টানাং কথং ধৃত্যা ধারণং তত্রাহ তা ইতি। তদেবানুভবেন

সাধয়তি ধৃত্যা হীতি। ধিয়তেহনয়েতি ধৃতির্ধর্ম্মবিশেষঃ তয়া ধৃত্যা ধার্য্যমাণা যথোপদিষ্টাশ্চেষ্টাঃ শাস্ত্রমতিক্রম্য নার্থান্তরাবগাহিন্যো ভবন্তীত্যর্থঃ। ধৃতিমেব সমাধ্যবিনাভূতত্বেন বিশিনষ্টি যোগেন ইতি। নন্নু ধৃতের্নিয়মেন সমাধ্যনুগতত্বং কথমুক্তক্রিয়াধারণোপযোগীত্যাশঙ্ক্যাহ এতদিতি। উক্তক্রিয়াধারণা যোগেন ব্রহ্মণি সমাধানেনৈকাগ্র্যেণাব্যভিচারিণ্যাঽবিনাভূতয়া ধৃত্যা ধারয়িতুং শক্যা তদবিনাভাবাভাবে নিয়মেন তদ্ধারণাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

রামানুজ।—ধৃত্যেতি। যয়া ধৃত্যা যোগেনাব্যভিচারিণ্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়াঃ পুরুষো ধারয়তে। যোগো মোক্ষসাধনভূতং ভগবদুপাসনং যোগেন প্রয়োজনভূতেনাব্যভিচারিণ্যা যোগোদ্দেশেন প্রবৃত্তাস্তৎসাধনভূতা মনঃ প্রভৃতীনাং স্বাঃ ক্রিয়াঃযয়া ধৃত্যা ধারয়তে সা সাত্ত্বিকীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

হনুমান্।—ধৃত্যা ধৈর্য্যেন ধারয়তি বিভর্ত্তি প্রাণা অসবস্তেষাং ক্রিয়াব্যাপারান্ যোগেন সমাধিনা অব্যভিচারিণ্যা নিত্যয়া ধৃতিঃ সা সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

বলদেব।—ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যয়া মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণাং যোগোপায়ভূতাঃ ক্রিয়াঃ পুরুষো ধারয়তে সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। কীদৃশেত্যাহ যোগেনেতি। যোগঃ পরাত্মচিন্তনং। তেনাব্যভিচারিণ্যা তদন্যং বিষয়মগৃহ্লন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন।—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিভিঃ। যোগেন সমাধিনাঽব্যভিচারিণ্যাঽবিনাভূতয়া সমাধিব্যাপ্তয়া যয়া ধৃত্যা প্রযত্নেন মনসঃ প্রাণস্যেন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়াশ্চেষ্টা ধারয়তে উচ্ছাস্ত্রপ্রবৃত্তের্নিরুণদ্ধি, যস্যাং সত্যামবশ্যং সমাধির্ভবতি, যয়া চ ধার্য্যমাণা মনআদিক্রিয়াঃ শাস্ত্রমতিক্রম্য নার্থান্তরমবগাহন্তে, ধৃতিঃ সা পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ধৃত্যেতি। যয়া ধৃত্যা অব্যভিচারিণ্যা সমাধ্যনুগতয়া মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ সঙ্কল্পংশ্বাসপ্রশ্বাসৌ শব্দাদিগ্রহণঞ্চ যোগেন চিত্তবৃত্তিনিরোধেন ঐকাগ্র্যেণ বা সংযতাস্তাস্তথৈব নিরোধাবস্থায়ামৈকাগ্র্যাবস্থায়াং বা ধারয়তে চিরমবস্থাপয়তি সা ধৃতিঃ পার্থ! সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ ধৃত্যেতি ॥ ৩৩। ৩৪। ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে জ্ঞান, তদনন্তর বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে ধৃতির সাত্ত্বিকাদি ভেদ নির্দ্ধারিত হইতেছে। যে বৃত্তি মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহ সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখে তাহারই নাম ধৃতি। যোগদ্বারা মনুষ্যের হৃদয়বলের সম্যক্ উন্নতি হয় এবং যোগের পূর্ণাবস্থারূপ সমাধি হইলে চিত্ত সর্ব্বপ্রকার বিপেক্ষ শূন্য হইয়া

থাকে। সেইরূপ অবস্থায় নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় মনুষ্য মন অবিচলিত ভাবে একই ধ্যানে নিবিষ্ট হয়। তখন মনের সকল কার্য্য তিরোহিত হইয়া যায়, প্রাণ সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ভাবে দেহের সহিত সংলিপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ কুর্ম্মের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া কেবল নিষ্ক্রিয় ভাবে চিত্তমধ্যে অবস্থিতি করে। এইরূপ যোগদ্বারা অব্যভিচারী ভাবে যে ধৃতি আত্মমধ্যে মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণকে ধারণ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী বলিয়া জানিবে। ব্যভিচার রাহিত্য, সাত্ত্বিকী ধৃতির প্রধান লক্ষণ; অর্থাৎ কখনও কখনও যদি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম যোগজনিত স্থিরাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট হয়, কদাপি যদি তত্তাবত স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছামত পথে বিচরণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যভিচার ঘটে। যোগবলে যদি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমাহিত হয় এবং ধৃতি যদি তাহাদিগকে ধারণ করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে রাখে, তাহা হইলেও কখনও যদি তাহারা নিরঙ্কুশ ভাবে বিচরণ করে, তাহা হইলে সে ধৃতি সাত্ত্বিকী নামে অভিহিত হয় না। অতএব সাত্ত্বিকী ধৃতির লক্ষণ বুঝিতে হইলে মূলস্থিত "যোগেন" এবং "অব্যভিচারিণ্যা" বাক্যদ্বয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি তথা শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যে ধৃতি দ্বারা অব্যভিচারিরূপে মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধারণ করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। সেই ধারণ কিরূপ, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন যে, তত্তাবত সতত শাস্ত্রবিরোধী পথে পরিভ্রমণে আসক্ত। ধৃতির প্রভাবে তাহারা উন্মার্গগামী না হইয়া শাস্ত্রীয় মার্গে ধৃত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে যোগের পরিপাকস্বরূপ সমাধি অবশ্যম্ভাবী। কিরূপে তাহারা এতাদৃশভাবে ধৃত হয়, তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন যে যোগ অর্থাৎ সমাধানানুগত ভাবে অর্থাৎ সমাধান সিদ্ধির অনুকূলরূপে তাহাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা যে ধৃতি, তাহাই সাত্ত্বিকী।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য যোগ শব্দের অর্থস্বরূপে মোক্ষসাধন স্বরূপ ভগবানের উপাসনা এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব পরমাত্ম চিন্তা, এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

যয়াতু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন!।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গেন (কর্ত্তৃত্বাদ্যভিনিবেশেন) ফলাকাঙ্ক্ষী [সন্] যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে (অবধারয়তি) হে পার্থ! সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ।—হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গ-হেতু ফলাকাঙ্ক্ষী [হইয়া] যে ধৃতি-দ্বারা ধর্ম্ম-কাম-অর্থকে অবধারণ-করে, হে পার্থ! সেই ধৃতি রাজসী ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে অর্জ্জুন! কর্ত্তৃত্বাদি অভিনিবেশ হেতু ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া মানব যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম্ম কামার্থকে অবধারণ করে, হে পার্থ! সেই ধৃতিই রাজসী নামে অভিহিত ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যয়েতি। যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধর্ম্মশ্চ কামশ্চার্থশ্চ তে ধর্ম্মকামার্থাঃ তান্ ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনসি নিত্যকর্ত্তব্যরূপানব ধারয়তে হে অর্জ্জুন! প্রসঙ্গেন যস্য যস্য ধর্ম্মাদের্ধারণপ্রসঙ্গস্তেন তেন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি যঃ পুরুষঃ, তস্য ধৃতির্যা সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি।—রাজসীং ধৃতিং দর্শয়তি যয়াত্বিতি। তেষাং ধারণপ্রকারমভিনয়তি মনসীতি। ফলাকাঙ্ক্ষীতি কস্য বিশেষণং তত্রাহ যঃ পুরুষইতি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ।—যয়েতি। ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষঃ প্রকৃষ্টসঙ্গেন ধর্ম্মকামার্থান্ যয়া ধৃত্যা ধারয়তি সা রাজসী ধর্ম্মকামার্থশব্দেন তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া লক্ষ্যন্তে ফলাকাঙ্ক্ষীত্যত্রাপি ফলশব্দেন রাজসত্বাৎ ধর্ম্মকামার্থা এব বিবক্ষিতাঃ অতো ধর্ম্মকামার্থাপেক্ষয়া মনঃপ্রভৃতীনাং ক্রিয়াঃ যয়া ধৃত্যা ধারয়তে সা রাজসীত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্।—যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে বিভর্ত্তি প্রসঙ্গেন প্রসক্ত্যা নতু নিত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর।—রাজসীং ধৃতিমাহ যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি তৎ প্রসঙ্গেন তৎফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

বলদেব।—সকামবিদ্বৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী পুরুষঃ যয়া ধর্ম্মাদীন্ তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধারয়তে সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন।—তু সাত্ত্বিক্যা ভিনত্তি। প্রসঙ্গেন কর্তৃত্বাগ্যভিনিবেশেন ফলাকাঙ্ক্ষী সন্ যয়া ধৃত্যা ধর্ম্মং কামমর্থঞ্চ ধারয়তে নিত্যং কর্ত্তব্যতয়াঽবধারয়তি ন তু মোক্ষং কদাচিদপি, ধৃতিঃ সা পার্থ! রাজসী ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—যয়াত্বিতি। যয়া ধৃত্যা ধর্ম্মাদীন্ ধারয়তে অনুরোধ্যতয়া নিশ্চিনোতি প্রসঙ্গেন ধর্ম্মাদেঃ সম্বন্ধেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি পুরুষো ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর রাজসীধৃতির প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে। মূলস্থিত "তু" শব্দ পার্থক্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ এবং কাম প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শিত হয়, এবং যে ধৃতি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ সহকারে ঐ তিন ফলেরই আকাঙ্ক্ষা করে তাহাই রাজসী ধৃতি। যে তিন ফলের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে, মোক্ষ তাহার উপরও পরম ফলস্বরূপ। কিন্তু রাজসী ধৃতি মোক্ষফল লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ইহ-লৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির সোপান হইলেও কেবল ধর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ লব্ধ হয় না, তৎসহ জ্ঞানের প্রয়োজন। রাজসী ধৃতিতে ধর্ম্ম থাকে, কিন্তু জ্ঞানের কোন উল্লেখ নাই। অর্থ লৌকিক সুখের প্রধান হেতু স্বরূপ। তদ্দ্বারা ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মও নানা উপায়ে সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু প্রধা-নতঃ তাহা ঐহিক সুখের পথই প্রশস্ত করিয়া দেয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির কোন উপায় হইতে পারে না। আর কাম অর্থাৎ কাম্য বস্তু প্রাপ্তিরূপ তৃপ্তি কেবলই সাময়িক অকিঞ্চিৎকর সুখের হেতু স্বরূপ। পর-মোন্নতির পথ হইতে তাহা মনুষ্যকে সুদূরে আনয়ন করে, সুতরাং তাহার সেবা মোক্ষ দূরে থাকুক, কেবল মাত্র বন্ধনেরই হেতুভূত হয়। এই তিন ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত যে ধৃতি কার্য্যকরী হইয়া থাকে, তাহাই রাজসী। অতএব বুঝিতে হইবে যে, রাজসী ধৃতি ব্যামিশ্র ফলপ্রসূ। তহোতে ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি সম্ভব। আর তাহাতে কামও আছে, তাহার দ্বারা বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। রাজসী ধৃতি মোক্ষ প্রাপ্তির সুযোগ আনয়ন করিতে পারে না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ফলাকাঙ্ক্ষী মানব অত্যা-সক্তি হেতু যে ধৃতি দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম ধারণ করে, তাহাই রাজসী ধৃতি। ধর্ম্ম কামার্থ শব্দ দ্বারা তৎপ্রাপ্তির সাধন স্বরূপ প্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সূচিত হইয়াছে। মূলে "ফলাকাঙ্ক্ষী" শব্দস্থিত ফলশব্দ দ্বারা রাজস ভাবই

পরিব্যক্ত হইতেছে এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম বিবক্ষিত হওয়ায় তৎসমস্তের অপেক্ষা মন প্রভৃতির ক্রিয়া যে ধৃতি দ্বারা ধারণ করা যায়, তাহাই রাজসী।

এস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্র যতি লিখিয়াছেন, প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মে মদীয় বোধ সহকারে ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত। ইহার ভাবার্থ এই যে, সাংসারিক ব্যাপার সমূহে মমত্ববোধই তত্তৎ প্রাপ্তির প্রণোদক। যদি বোধ জন্মে যে, কোন লৌকিক কর্ম্ম পারলৌকিক মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু নহে এবং সকলই নশ্বর বা ক্ষণকালের নিমিত্ত সম্বন্ধবদ্ধ, তাহা হইলে তত্তাবতের প্রতি মদীয় বোধ বা মমত্ব জন্মিতে পারে না। এই মমত্ব বোধই আসক্তির নিয়ামক। এইরূপ আসক্তি যে ধৃতি দ্বারা জন্মে তাহাই রাজসী ॥ ৩৪ ॥

তামসী মতা এবং পার্থ তা দুই রকম পাঠই দেখা যায় কিন্তু ভাষ্যে ধৃত পার্থ তা

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—হে পার্থ। দুর্ম্মেধাঃ (বিবেকরহিতঃ) যয়া (ধৃত্যা) স্বপ্নং ভয়ং ক্রোধং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যজতি) সা ধৃতিঃ তামসী (মতা) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ। বিবেক-শূন্য [ব্যক্তি] যাহা-দ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদকে না ত্যাগ-করে, সে ধৃতি তামসী কথিত-হয় ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে পার্থ! অবিবেকী পুরুষ যে ধৃতি দ্বারা স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদ এই সমস্তকে পরিত্যাগ করিতে না পারে, অধিকন্তু এই সমস্ত আরও অধিকতররূপে উদ্রিক্ত হয়, তাহাই তামসী ধৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যয়েতি। যয়া স্বপ্নং নিদ্রাং ভয়ং ত্রাসং শোকং সন্তাপং বিষাদমবসাদং বিষণ্ণবদনতাং মদং বিষয়সেবাম্ আত্মনোবহুমন্যমানোমত্ত ইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কর্ত্তব্যতয়া কুর্ব্বন্ ন বিমুঞ্চতি ধারয়ত্যেব দুর্ম্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষো যস্তস্য ধৃতির্যা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি।—তামসীং ধৃতিং ব্যাচষ্টে যয়েতি। শোকং প্রিয়বিয়োগনিমিত্তং সন্তাপং বিষণ্ণতামিন্দ্রিয়াণাং গ্লানিং বিষয়সেবা কুমার্গপ্রবৃত্তেরুপলক্ষণমুক্তং স্বপ্নাদিমদান্তং সর্ব্বমেব কর্ত্তব্যতয়াত্মনোবহুমন্যমানো মনসি নিত্যমেব কুর্ব্বন্দুর্ম্মেধাঃ ন মুঞ্চতি কিন্তু ধারয়ত্যেবেতি যোজনা ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ।—যয়েতি। যয়া ধৃত্যা স্বপ্নং নিদ্রাং মদং বিষয়ানুভবজনিতং মদং স্বপ্নমদাবুদ্দিশ্য প্রবৃত্তা মনঃপ্রাণাদীনাং ক্রিয়া দুর্ম্মেধা ন বিমুঞ্চতি ধারয়তি। ভয়শোকবিষাদশব্দাশ্চ ভয়শোকাদিদায়িনঃ বিষয়পরাস্তৎসাধনভূতাশ্চ মনঃপ্রাণাদিক্রিয়াঃ যয়া ধারয়তে সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

হনুমান্।—তামসী তমঃ প্রভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর।—তামসীং ধৃতিমাহ যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্ম্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

বলদেব।—যয়া স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধাস্তান্ ধারয়ত্যেব সা ধৃতিস্তামসী। স্বপ্নো নিদ্রা। মদো বিষয়ভোগজো গর্ব্বঃ। স্বপ্নাদিশব্দৈস্তদ্ধেতুভূতা বিষয়া লক্ষ্যাঃ তৎসাধনভূতা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া যয়া ধারয়তে সা তামসী ধৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন।—স্বপ্নং নিদ্রাং ভয়ং ত্রাসং শোকং ইষ্টবিয়োগনিমিত্তং সন্তাপং বিষাদমিন্দ্রিয়াবসাদং মদমশাস্ত্রীয়বিষয়সেবোন্মুখত্বং চ যয়া ন বিমুঞ্চত্যেব কিন্তু সদৈব কর্ত্তব্যতয়া মন্যতে দুর্ম্মেধাঃ বিবেকাসমর্থঃ ধৃতিঃ সা পার্থ! তামসী ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—যয়া স্বপ্নমিতি। স্বপ্নং নিদ্রাং ভয়ং ত্রাসং শোকং প্রসিদ্ধং বিষাদং বিষণ্ণতাং মদমশাস্ত্রীয়বিষয়সেবয়া চিত্তস্য বিবশত্বম্ এতান্ ন বিমুঞ্চতি ধারয়ত্যেব যয়া ধৃত্যা সা ধৃতিঃ পার্থ! তামসী ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর তামসী ধৃতির প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে, এবং তদুপলক্ষে অজ্ঞান জনিত নানা প্রকার অবস্থা কীর্ত্তিত হইতেছে। তদ্‌যথা; (১) স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা; নিদ্রাকালে মনুষ্য নানা প্রকার সুখ দুঃখপূর্ণ স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে। স্বপ্নাবেশে কখন রাজৈশ্বর্য্য উপভোগ করিতে করিতে আনন্দ অনুভব করে, কখন বা বিজাতীয় যন্ত্রণার ভয়ে অবসন্ন হইয়া ভগ্ননিদ্র হয়। এইজন্য শাস্ত্রে আলস্যপরায়ণ ঘৃণিত ব্যক্তিগণকে স্বপ্ন সুখরত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। স্বপ্নে * মানব আপনার শুভা-

* স্বপ।—নিদ্রাকালে নরনারী নানা প্রকার বস্তু, লোক, জীব ও ঘটনা এবং দৃশ্যাবলী সংবলিত বিবিধ ব্যাপার দর্শন করে এবং কখন কখন আপনারা সেই সকল কাণ্ডের মধ্যে অভিনেতারূপে লিপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ অনুভব করে। ইহাই স্বপ্ন। সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রার সময়

শুভ পরীক্ষা করে। কোন কোন স্বপ্ন সুস্বপ্ন এবং কোন কোনটী দুঃস্বপ্ন বলিয়া তাহারা জ্ঞান করে। সুস্বপ্নের প্রভাবে তাহারা আপনাদের সুনিশ্চিত ভাবী অভ্যুদয়ের কল্পনা করিয়া আনন্দিত হয় এবং দুঃস্বপ্ন মহদনিষ্টের সূচক জানিয়া তচ্ছান্তির বিবিধ উপায় চিন্তা করে। (২) ভয়

স্বপ্ন থাকে না। কোন কারণে সুনিদ্রার অভাব হইলেই নিরন্তর বহুবিধ স্বপ্ন মনুষ্যকে আশ্রয় করে। নিদ্রাভঙ্গের পর স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কোন কোন স্মৃতি স্থায়ীরূপে সুদীর্ঘকাল হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। স্বপ্নের সহিত ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বহুদিনাবধি এতদ্দেশীয়গণের বিশ্বাস আছে। পুরাণাদিতে এতদ্বিষয়ক অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গোপরাজ নন্দ মথুরাধাম হইতে ভগবান বাসুদেবের সহিত বিদায় কালে নিরতিশয় শোকবিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও আর্ত্তনাদ করিতেছিলেন। তাঁহাকে এতাদৃশ কাতর দর্শন করিয়া অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ সারগর্ভ ও দুর্ল্লভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরমোপদেশ সমূহের সহিত বিস্তর অবান্তর কথা আবির্ভূত হইয়াছিল। সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সেই সময়েই নন্দনন্দনের মুখারবিন্দ হইতে বিগলিত হইয়াছিল। এ স্থলে সেই ভগবদুক্তির সার সংগ্রহ করা যাইতেছে।

যামিনীর প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দর্শন করিলে সংবৎসর মধ্যে তাহার ফললাভ হয়, দ্বিতীয় যামে অষ্টম মাসে, তৃতীয় যামে তিন মাসে, চতুর্থ যামে এক পক্ষ মধ্যে এবং অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দর্শনে দশ দিবস মধ্যে দৃষ্ট স্বপ্নের ফললাভ হয়। প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শনান্তে মানব জাগরিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেই স্বপ্নের ফল লব্ধ হইয়া থাকে। চিন্তাব্যাধিযুক্ত মানব দিবসে মনে মনে যে সমস্ত বিষয় চিন্তা করে, রাত্রিকালে তৎসমুদয় স্বপ্নে দর্শন করিলে সে স্বপ্ন কোন কার্য্যকারী হয় না। মূত্র বিষ্ঠাসংযুক্ত, ভয়াকুল, উলঙ্গ ও মুক্তকেশ মানব স্বপ্নের ফল প্রাপ্ত হয় না। রাত্রিকালে স্বপ্নবিষয় প্রকাশ করিলে সে স্বপ্ন নিষ্ফল হয়। কাশ্যপ গোত্রীয় ব্যক্তির নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে বিপন্ন, দুর্দ্দশাপন্ন লোকের নিকট প্রকাশে দুর্গতি প্রাপ্ত নীচ ব্যক্তির নিকট প্রকাশে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া থাকে। সুস্বপ্ন বৃত্তান্ত শত্রুর নিকট প্রকাশে ভয়, মূর্খের নিকট বর্ণনে কলহ, কামিনীর নিকট বর্ণনে অর্থ হানি এবং রাত্রিকালে বর্ণনে চোর ভয় হয়। সুস্বপ্ন দর্শনের পরও নিদ্রাগত থাকিলে মানব শোক প্রাপ্ত হয় এবং পণ্ডিতের নিকট প্রকাশে বাঞ্ছিত ফললাভ করে। মানব স্বপ্নে গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা দর্শনে, শৈল ও বৃক্ষ আরোহণে, ভোজন বা রোদনে ধন লাভ করে, বীণাগ্রহণ করিতেছে দেখিলে শস্য সমন্বিতা ভূমি লাভ হয়। অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ, ব্রণপীড়িত, কৃমি দ্বারা দষ্ট অথবা বিষ্ঠা ও রুধির দ্বারা দেহ লিপ্ত হইয়াছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে অর্থ লাভ হয়। স্বপ্নে অগম্যাগমন ও নীচ জাতিয়া ভার্য্যা লাভ হইলে নিরয়ে গমন করে। নগরে প্রবেশ করিতেছে, রক্তপান, সমুদ্রপান বা সুধাপান করিতেছে, এরূপ দেখিলে শুভ সংবাদ ও বিপুল অর্থলাভ হয়। স্বপ্নে হস্তী, নৃপ, স্বর্ণ, বৃষ, ধেনু, দীপ অন্ন, ফলপুষ্প, কন্যা, পুত্র, রথ, ধ্বজ, বা কুটুম্ব দর্শন করিলে বিপুল সম্পত্তি লাভ হয়। পূর্ণ কুম্ভ, দ্বিজ, অগ্নি, পুষ্প, তাম্বুল, মন্দির, শুক্লধান্য, নট, বেশ্যা দর্শনে ঐশ্বর্য্য এবং গোক্ষীর ও ঘৃত দর্শনে অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে। পদ্ম পত্রে পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন ও স্বস্তিক (পিষ্টক বিশেষ) ভোজন করিলে রাজ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষী মাংস বা মনুষ্য মাংস ভোজনে বহু অর্থ, শুভ বার্ত্তা এবং বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। স্বপ্নে ছত্র ও পাদুকা লাভ, কিংবা তীক্ষ্ণ অসি

অর্থাৎ ত্রাস: প্রিয় বস্তু নাশের আশঙ্কায় মনুষ্য ভয়ে বিকলচিত্ত হয়। পত্নী বা সন্তানাদি পীড়িত হইলে মরণ ভয়ে, কোনরূপ দৈবদুর্ব্বিপাক হেতু অর্থ বা বিষয় নাশ ভয়ে, অথবা শত্রুর কৌশলজাল দ্বারা নানারূপ অনিষ্টাপাতের ভয়ে মনুষ্য সতত অবসন্ন। (৩) শোক অর্থাৎ সন্তাপ; ইষ্ট বস্তু

গ্রহণে ভ্রমণ হয়। ভেলা দ্বারা সন্তরণে প্রাধান্য লাভ এবং সর্প দ্বারা দষ্ট হইতেছে দেখিলে ধন লাভ হইয়া থাকে। ফলবান বৃক্ষ সন্দর্শনেও অর্থ প্রাপ্তি ঘটে। স্বপ্নে সূর্য্য, চন্দ্র দর্শনে ব্যাধি উপশম হয় এবং ঘোটকী, কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চী (বকী) দর্শনে ভার্য্যা লাভ হয়। নিগড় দ্বারা বদ্ধ হইতেছি, এরূপ দেখিলে পুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। নদীতীরে সরস বা শুষ্ক পদ্মপত্রে দধ্যন্ন বা পায়স ভোজন করিতেছি, স্বপ্নে এরূপ দর্শন করিলে সে ব্যক্তি রাজা হয়। স্বপ্নে জলৌকা (জোঁক), বৃশ্চিক বা সর্প দর্শনে ধন, পুত্র, বিজয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, বরাহ বা বানর দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছি, স্বপ্নাবস্থায় এরূপ দর্শন করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই রাজা হইয়া থাকে। স্বপ্নে মৎস্য, মাংস, মুক্তা, শঙ্খ, চন্দন, হীরক, সুরা, রুধির এবং বিষ্ঠা দৃষ্ট হইলে ধন লাভ হয়। প্রতিমা এবং শিবলিঙ্গ দর্শনে জয় ও ধন পাওয়া যায়। পুষ্পিত ও ফলিত বিল্ব বা আম্র বৃক্ষ দেখিলে ধন লাভ ঘটে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি দর্শনে ধন, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। আম্রাতক (আমড়া), আমলকী ও উৎপল দর্শনে ধনাগম হয়। স্বপ্ন কালে দেবতা, দ্বিজগৃহ বা পিতৃগণের আলিঙ্গন দর্শন করিলে সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। শুক্লাম্বরধারিণী, শুক্লমাল্যভূষণা কামিনীকে যে ব্যক্তি স্বপ্নে আলিঙ্গন করে, কমলা তাহাকে আশ্রয় করেন। পীতাম্বরধরা পীতমাল্যানুলেপনবিশিষ্টা রমণীকে আলিঙ্গন করিলে মঙ্গল লাভ হয়। ভস্ম অস্থি এবং কার্পাস ব্যতীত শুক্ল বস্তু গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, রত্নভূষণা সহাস্য বদনা দিব্যাঙ্গী ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে আগমন করিয়াছেন, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, দেব, দেবকন্যা বা ব্রাহ্মণী ফলদান করিতেছেন, এরূপ দর্শনে পুত্র প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলে সুখ, সম্মান ও গৌরব লাভ হয়। অকস্মাৎ সাধ্বী সুরভীকে দর্শন করিলে ভূমি ও পতিব্রতা ভার্য্যা লাভ হয়। হস্তী শুণ্ড দ্বারা ধারণ করিয়া মস্তকে স্থাপন করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে নিশ্চয়ই রাজ্য লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া যাহাকে আলিঙ্গন করে, সে ব্যক্তি তীর্থ স্নানের ফলভাগী ও শ্রীসমন্বিত হইয়া থাকে, এবং ব্রাহ্মণ যে পুণ্যশীল ব্যক্তিকে পুষ্প প্রদান করে, সে যশস্বী ধনী ও সুখী হয়। স্বপ্নে তীর্থ সৌধ ও রত্নগৃহ দর্শনে জয়যুক্ত ও ধনবান হইয়া থাকে। কেহ স্বপ্নে কাহাকেও পূর্ণকুম্ভ দান করিলে বাসস্থান, পুত্র ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। কোন নারী হস্তে কুড়ব বা আঢ়ক ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে এরূপ দেখিলে লক্ষ্মী লাভ হয়। দিব্যাঙ্গী স্ত্রী গৃহে আগমন করিয়া পুরীষ ত্যাগ করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে অর্থলাভ দারিদ্র্য মোচন হয়। ব্রাহ্মণ ভার্য্যার সহিত গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন অথবা মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বা নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত গৃহে আগমন করিতেছেন কিম্বা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ধান্য বা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দেখিলে অতুল সম্পত্তিশালী ও সুখী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রদত্ত মুক্তাহার, পুষ্প, মাল্য বা চন্দনলাভ করিলে সমৃদ্ধিশালী হয়। গোরোচনা, পতাকা, হরিদ্রা ইক্ষুদণ্ড ও সিদ্ধান্নলাভে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী যাহার মস্তকে ছত্র ধারণ বা শুক্লমাল্য প্রদান করে, সে রাজ্যলাভ করে। কোন শুক্লমাল্যধারী বা চন্দনলিপ্তাঙ্গ পুরুষ রথে উপবিষ্ট বা তথায় পায়স ভোজন করিতেছে

নাশে ক্ষুদ্রহৃদয় মনুষ্যের সন্তাপের সীমা থাকে না। প্রিয় আত্মীয়ের মৃত্যু বা তথাবিধ অনিষ্টাপাতে শোকবিহ্বল হইয়া মনুষ্য আর্ত্তনাদে ও রোদনধ্বনিতে বসুধা নিনাদিত করিতে থাকে। (৪) বিষাদ অর্থাৎ অবসাদ; অধিক ভোগে বা অত্যাচারে ইন্দ্রিয়গ্রাম অবসন্ন হইয়া পড়ে।

এরূপ স্বপ্ন দর্শনে মানব রাজ্যেশ্বর হয়। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী স্বপ্নে দধি, সুধা বা প্রশস্ত পাত্র দান করিতেছে দেখিলেও লোকে রাজা হইয়া থাকে। রত্নভূষিতা অষ্টম বর্ষীয়া কুমারী স্বপ্নে তুষ্ট হইলে ভগবতীর প্রসন্নতা লাভ হয়, শুক্লাম্বর বা পীতাম্বরধারিণী রত্নভূষণা রমণী তুষ্ট হইলে মানব কবি ও পণ্ডিত হয়। ঐরূপ রমণী যে পুণ্যশীল ব্যক্তিকে পুস্তক প্রদান করেন সে বিশ্ববিখ্যাত কবিশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। আরও এতাদৃশা রমণী মাতৃবৎ অধ্যয়ন করাইলে সে সরস্বতীর বরপুত্র হয় এবং ইহলোকে তাহার সদৃশ পণ্ডিত থাকে না। পিতা যেরূপ পুত্রকে শিক্ষা দেয়, তদ্রূপ কোনও ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করাইতেছেন বা পুস্তক প্রদান করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই ব্যক্তি বিদ্বান্ ও গুণবান হয়। স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্তি হইলে সেই ব্যক্তি পণ্ডিত যশস্বী ও বিখ্যাত হইয়া থাকে। কোন বিপ্র বা বিপ্রপত্নী মন্ত্র প্রদান করিতেছেন, অথবা দেব প্রতিমা বা শিলাময়ী দেবমূর্ত্তি দিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে মানব গুণবান ধনবান ও মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। বিপ্র বা বিপ্রপত্নী দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলে মানব রাজেন্দ্র কবি বা সুপণ্ডিত হয়। কোন বিপ্র শুক্লমাল্য সমন্বিত ভূমিপ্রদান করিতেছেন এরূপ স্বপ্ন দর্শনে রাজা হইয়া থাকে। রথারূঢ় ব্রাহ্মণ নানাবিধ স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, এরূপ দেখিলে দীর্ঘজীবী হয়। কোন বিপ্র বা তৎপত্নী কাহাকেও কন্যাদান করিতেছে, এরূপ দর্শনে ধনাঢ্য ভূপতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে সরোবর, সমুদ্র, নদনদী, শুক্ল সর্প ও ধবলগিরি দর্শনে ঐশ্বর্য্য লাভ, মৃত দর্শনে দীর্ঘজীবী, রোগী দর্শনে দুঃখী এবং সুখী দর্শনে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে কোন দিব্যাঙ্গনা আসিয়া পত্নীত্ব প্রার্থনা করিলে এবং সেই স্বপ্নদর্শনের পরই জাগরিত হইলে নিশ্চয়ই রাজ্যলাভ হয়। বালিকা, ইন্দ্রধনু, স্ফটিক মালা, ও শুক্লমেঘ দর্শনে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। স্বপ্নে যদি কোন ব্রাহ্মণ বলে, তুমি আমার দাস হও, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হরি ভক্তিলাভ করে। বিপ্র, হরি, শম্ভু, ব্রাহ্মণী, কমলা, পার্ব্বতী, শুক্লবর্ণা স্ত্রী, সাবিত্রী, জাহ্নবী, গোপিকাবেশধারিণী রাধিকা সদৃশী বালিকা, বালক ও গোপাল দর্শন করিলে মানবের অতুল সুকৃতি প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহা স্বপ্নবিদ্ পণ্ডিতগণ ব্যক্ত করিয়াছেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৭৭ অধ্যায়) স্থানান্তরে দুঃস্বপ্ন সম্বন্ধে ভগবান নিম্নলিখিত রূপ মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্বপ্নকালে আনন্দে হাস্য করে বা বিবাহ ও নৃত্যগীত দর্শন করে, তাহার নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিয়া থাকে। স্বপ্নে দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিলে বা কাহাকেও ভ্রমণ করিতে দেখিলে ধনহানি ও দৈহিক পীড়া ঘটে। তৈলাভ্যঙ্গিত হইয়া গর্দ্দভ, উষ্ট্র বা মহিষযানে আরোহণ করতঃ দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে অচিরে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। চূর্ণ, জবা, অশোক ও করবীর পুষ্প বা তৈল লবণ দেখিলে বিপদ উপস্থিত হয়। উলঙ্গী কৃষ্ণবর্ণা ছিন্ননাসা নারী, শূদ্র জাতীয়া বিধবা স্ত্রী বা কপর্দ্দক ও তাল ফল দর্শনে মানব মোহে পতিত হয়। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী দর্শনে বিপদ্‌গ্রস্ত ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হয়। স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প, পলাশ, কার্পাস বা শুক্লবস্ত্র দর্শনে মানব দুঃখ ভোগ করে। কৃষ্ণাম্বর পরিধানা নারীকে গান বা হাস্য করিতে দেখিলে বা কৃষ্ণকায়া বিধবা রমণীকে দর্শন করিলে মৃত্যু

যে ভোগের নিমিত্ত মনুষ্য লালায়িত, অকালে বা তৃপ্তির বহু পূর্ব্বেই তাহার উপায় রহিত হয়, তখন অতৃপ্তি জনিত বিষাদ বা অবসন্নতা জীবনের সহচর হইয়া থাকে। (৫) মদ অর্থাৎ বিষয় সেবা; বিষয় সেবা শাস্ত্র বিহিত ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ হইতে পারে। এস্থলে শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ বিষয় সেবাই লক্ষিত। যে বিষয় সেবা কেবল সঙ্কীর্ণ হৃদয়তার পরিচয় দেয়

উপস্থিত হয়। দেবগণ কোন স্থানে নৃত্য, গীত, হাস্য, ও আস্ফোটন করিতেছেন, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে সেই দেশ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নযোগে বাত, মূত্র, পুরীষ, বৈষ্য, সুবর্ণ বা রৌপ্য দর্শন করিলে মানব দশমাস জীবিত থাকে, এবং কৃষ্ণাম্বরধারিণী কৃষ্ণমাল্যবিভূষিতা নারীকে আলিঙ্গন করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মৃগ বা মনুষ্যের মৃতশিশু দর্শন করিলে বা অস্থিমালা দর্শন করিলে নিশ্চয় বিপদ সমুপস্থিত হয়। ঘৃত, ক্ষীর, মধু, তক্র, বা গুড় দ্বারা অভ্যঙ্গিত হইলে রোগগ্রস্ত হয়; স্বপ্নে একাকী গর্দ্দভ ও উষ্ট্র সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া জাগরিত হইলে মৃত্যু হয়। রক্তবস্ত্র ধারিণী রক্তমাল্য ভূষিতা রমণীকে আলিঙ্গন করিলে রোগাক্রান্ত হইতে হয়। পতিত কেশ, নির্ব্বাণ অঙ্গার ও ভস্মপূর্ণ চিতাদর্শনে মানব কালগ্রাসে নিপতিত হয়। শ্মশানস্থিত তৃণ কাষ্ঠ, তৃণরাশি লৌহ বা অল্প কৃষ্ণবর্ণ মসী দর্শনে নিশ্চয় দুঃখ ভোগ করে। পাদুকা, রক্তপুষ্প, মাল্য, মাষ, মসূর ও মুদগ দর্শনে ব্রণরোগ হয় এবং কঙ্ক, শকুন কাক, ভল্লুক, বানর, বিষ বা গাত্রমল দর্শনে ব্যাধি উপস্থিত হয়। ভগ্ন ভাণ্ড, গলিতকুষ্ঠরোগাক্রান্ত, রক্তাম্বরধারী জটিল, ক্ষতশূদ্র, শূকর, মহিষ, গর্দ্দভ, মহা অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর মৃতজীব দর্শনে বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কুৎসিৎ বেশী ম্লেচ্ছ, পাশহস্তে ভয়ঙ্কর যমদূত, এবং পাশ ও শস্ত্র দর্শন করিলে মানব কালগ্রাসে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী, বালক বালিকাকে ক্রোধে বিদায় করিতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শনে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণপুষ্প ও কৃষ্ণমাল্যধারী সৈন্য সর্শনে এবং বিকৃতকায়া ম্লেচ্ছা স্ত্রী দর্শনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। স্বপ্নে নৃত্য, গীত, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গ বাদ্য এবং আনন্দোৎসব দেখিলে দুঃখ ভোগ হয়। প্রাণত্যাগী বা মৃতব্যক্তি সন্দর্শনে মৃত্যু হয়, এবং মৎস্যাদি ধারণ করিলে ভ্রাতৃবিয়োগ হয়। ছিন্ন কবন্ধ বা বিকৃত মুক্তকেশ সম্পন্ন দ্রুতনর্ত্তনশীল পুরুষকে দেখিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। মৃত পুরুষ বা মৃতা স্ত্রী, কৃষ্ণ বর্ণ ম্লেচ্ছ পুরুষের সহিত সংসর্গ করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু নিশ্চিত। স্বপ্নে যাহার দন্ত ভগ্ন এবং কেশ পতিত হয়, তাহার ধনহানি অথবা শারীরিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী বা বাণশিক্ষার্থী ব্যক্তির সহিত একত্র বাসে রাজভয় উপস্থিত হয়; স্বপ্নে বৃক্ষ পতিত হইতেছে বা শিলাবৃষ্টি, তুষ, ক্ষুর, রক্ত, অঙ্গার ও ভস্ম বৃষ্টি, হইতেছে দেখিলে মানব দুঃখ ভোগ করে। স্বপ্ন যোগে রথ, গৃহ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গো, হস্তী, তুরঙ্গ বা আকাশ হইতে পতিত হইলে বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী। উচ্চ স্থান হইতে ভস্ম, অঙ্গার, চিতা বা ক্ষারকুণ্ডে পতিত হইলে মৃত্যু হয়। কোন দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মস্তক হইতে ছত্র গ্রহণ করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে তাহার পিতা, গুরু বা রাজার বিনাশ হয়। সুরভী ত্রস্ত হইয়া যাহার গৃহ হইতে পলায়ন করে, সে লক্ষ্মীহীন হয়। ম্লেচ্ছ বা যমদূতগণ পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতেছে এরূপ স্বপ্ন দর্শনে মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হয়। গণক, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী বা গুরু রুষ্ট হইয়া শাপপ্রদান করিলে বিপদ উপস্থিত হয়। বিরোধী পুরুষ, কাক, কুকুর বা ভল্লুক আসিয়া গাত্রে পতিত হইতেছে দেখিলে, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে মহিষ, ভল্লুক, উষ্ট্র, শূকর বা গর্দ্দভ

এবং অধোগতি আনয়ন করে, তাহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। এ সকলই দুর্ম্মতির পরিচায়ক। একান্ত জ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বপ্রকার সদনুরাগ প্রবৃত্তির পরিপন্থী ; এই সকল ভাব পরিহার করা একান্ত আবশ্যক হইলেও বিবকাসমর্থ নিকৃষ্টচেতাঃ মানবগণ কখনই তাহা পরিহার করিতে পারে না। অধিকন্তু এই সকল আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা সদা করণীয় এবং শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠেয় বোধে নিরন্তর এতাবতের প্রতি অত্যাসক্তি পরায়ণ হয়। যে ধৃতি দ্বারা পুরুষ এইরূপ ভাব ধারণ করে, তাহার নাম তামসী।

ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমুখে ধাবিত হইতেছে দেখিলে রোগ উপস্থিত হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮২ অধ্যায়)

যোগিগণের অরিষ্ট লক্ষণ কথন মধ্যেও স্বপ্নের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;— রক্তবস্ত্র বা কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া কোন রমণী হাসিতে হাসিতে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে শীঘ্র মৃত্যু হয়। উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাস্য করিতেছে, নৃত্য করিতেছে বা ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিতেছে দেখিলে মৃত্যু আসন্নবর্ত্তী। গর্ত্তে পতিত হইয়া আর উঠিতে পারিল না, এবং অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল, এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে অধিক দিন জীবিত থাকে না অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিয়া বা জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া আর উঠিতে সক্ষম হইল না এরূপ স্বপ্ন দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, আয়ুর শেষ হইয়াছে। কৃষ্ণকায় ভয়ঙ্কর পুরুষ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া আঘাত করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দর্শনে সেই দিনেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভগবান্ দুঃস্বপ্ন শান্তিকারক উপায়েরও বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহাও সংগৃহীত হইল। ভগবদ্ভক্তগণ সহস্রবার মধুসূদন নাম জপ করিলে দুঃস্বপ্নও সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। অপিচ, প্রাতঃকালে শুচিভাবে পূর্ব্বাস্য হইয়া অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস, নারায়ণ, এই নামাষ্টক দশবার জপ করিলে দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়। বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নরহরি, রাম, গোবিন্দ, দধিবামন, ভগবানের এই সকল নাম ভক্তিযুক্ত হইয়া জপ করিলে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হয়। স্নানান্তে শিব, দুর্গা, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, গঙ্গা, তুলসী, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, এই সকল নাম জপ করিলে দুঃস্বপ্নের ফল বিনষ্ট হয়। "ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্র লক্ষবার জপকরিলে মৃত্যুস্বপ্ন দর্শন করিয়াও শতবর্ষ জীবিত থাকে। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে। অশ্বত্থ বৃক্ষ সমীপে, গণক সমীপে, বিপ্র সমীপে, বৈষ্ণব বা মিত্রসমীপে স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করা উচিত। ("ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮২ অধ্যায়) এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৭০ অধ্যায়ে অক্রূর দৃষ্ট সুস্বপ্ন এবং ৩৪ অধ্যায়ে কংস দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন, গণপতি খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে পরশুরাম দৃষ্ট সুস্বপ্ন এবং ৩৪ অধ্যায়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দৃষ্ট দুঃস্বপ্নের বিবরণ বিন্যস্ত আছে। অপিচ, দেবীপুরাণ, মৎস্যপুরাণ এবং কালিকাপুরাণেও স্বপ্নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমস্ত এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

এই তামসী ধৃতি প্রায়শঃ প্রাকৃত জনগণের হৃদয়ে প্রবলা। সুতরাং জ্ঞানোন্নতি এবং ধর্ম্মোন্নতি সুদূরে পলায়ন করিয়াছে এবং মানবকুল পাপ-পঙ্কে সর্ব্বথা নিমজ্জিত হইয়া আপাতত মনোহর সুখে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। পরকাল আত্মানাত্ম বিচার প্রভৃতি পরম তত্ত্ব সমূহ বিনির্ণয়ে তাহাদিগের আর অবসর নাই॥ ৩৫॥

——(ঃ০ঃ)——

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ!।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥ ৩৬॥

অন্বয়—হে ভরতর্ষভ! (ভরতকুলোত্তম!) ইদানীং তু ত্রিবিধং সুখং মে (মম সকাশাৎ) শৃণু, যত্র (সুখে) অভ্যাসাৎ (চিরানুশীলনাৎ) রমতে (রতিং প্রাপ্নোতি) দুঃখান্তং (সংসারদুঃখাবসানং) চ নিগচ্ছতি (প্রতিপদ্যতে)॥ ৩৬॥

প্রতিশব্দ।—হে ভরত-কুল-শ্রেষ্ঠ! এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার-নিকট হইতে শ্রবণ-কর, যে-সুখে অতি-পরিচয়-হেতু তৃপ্তি-লাভ-করে এবং দুঃখ-শেষকেও গমন-করে॥ ৩৬॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতকুলোত্তম! এক্ষণে তুমি আমার নিকট ত্রিবিধ সুখের বিষয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর; বহুকাল হইতে অনুশীলন হেতু এই সাত্ত্বিক সুখে মানব পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং সংসার দুঃখের পারে গমন করিয়া থাকে॥ ৩৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকাণাঞ্চ ত্রিধা ভেদ উক্তোঽথেদানীং ফলস্য সুখস্য ত্রিবিধোভেদ উচ্যতে সুখমিতি। সুখন্তু ইদানীং ত্রিবিধং শৃণু সমাধানং কুর্ব্বিত্যেতন্মে মম ভরতর্ষভ! অভ্যাসাৎ পরিচয়াদাবৃত্তেঃ রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন্ সুখানুভবে দুঃখান্তঞ্চ দুঃখাবসানং দুঃখোপশমঞ্চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি॥ ৩৬॥

আনন্দগিরি।—বৃত্তমনূদ্যানন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ গুণেত্যাদিনা। ক্রিয়মাণং কারকাণাং গুণতস্ত্রৈবিধ্যোক্ত্যনন্তরং ফলস্য সুখস্য ত্রৈবিধ্যোক্ত্যবসরে সতীত্যাহ ইদানীমিতি। হেয়োপাদেয়ভেদার্থং ত্রৈবিধ্যং সমাধানমৈকাগ্র্যং মম বচনাদিতি শেষঃ, যত্রেত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে, তত্ত্রিবিধং সুখমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ৩৬॥

রামানুজ।—সুখমিতি। পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্মকর্ত্রাদয়ো যচ্ছেষভূতাস্তচ্চ সুখং গুণতস্ত্রিবিধমিদানীং শৃণু। যস্মিন্ সুখে চিরকালাভ্যাসাৎ ক্রমেণ নিরতিশয়াং রতিমাপ্নোতি দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি নিখিলস্য সাংসারিকস্য দুঃখস্যান্তং নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্।—সুখং শর্ম্ম অভ্যাসাদাবৃত্ত্যা রমতে রতিং গচ্ছতি দুঃখান্তং দুঃখাবসানং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন সুখস্বিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। তত্র, সাত্ত্বিকং সুখমাহ অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্রমতে ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি, যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

বলদেব।—অথ সুখত্রৈবিধ্যম্প্রতিজানীতে সুখং ত্বিত্যর্দ্ধকেন। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধকেন। অভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ পরিশীলনাদ্যত্র রমতে ন তু বিষয়েষ্বিবোৎপত্ত্যা। যস্মিন্ রমমাণো দুঃখান্তং নিগচ্ছতি সংসারং তরতি ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন।—এবং ক্রিয়াণাং কারকাণাং চ গুণতস্ত্রৈবিধ্যমুক্ত্বা তৎফলস্য সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে শ্লোকার্দ্ধেন। সাত্ত্বিকং সুখমাহার্দ্ধেন চ। মে মম বচনাৎ শৃণু হেয়োপাদেয়বিবেকার্থং ব্যাসঙ্গান্তরনিবারণেন মনঃ স্থিরীকুরু হে ভরতর্ষভেতি যোগ্যতা দর্শিতা। যত্র সমাধিসুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াৎ রমতে পরিতৃপ্তো ভবতি ন তু বিষয়সুখ ইব সদ্য এব যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্য সর্ব্বস্যাপ্যন্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি ন তু বিষয়সুখ ইবান্তে মহদ্দুঃখম্ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকানাঞ্চ ত্রৈবিধ্যমুক্তং তৎফলস্য সুখস্য ত্রৈবিধ্যমাহ সুখস্বিত্যাদিনা। অভ্যাসাৎ পৌনঃপুন্যেন সেবনাৎ যত্র সাত্ত্বিকে রাজসে তামসে বা সুখে রমতে রতিং প্রাপ্নোতি যয়া রত্যা দুঃখস্য পুত্রশোকাদেরপ্যন্তমবসানং নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি তৎসুখং ত্রিবিধং শৃণু যদাত্বয়মপ্যর্থঃ সাত্ত্বিকসুখস্যৈব লক্ষণার্থস্তদা যত্র সমাধিসুখে অভ্যাসাৎ রমতে নতু বিষয়সুখ ইব রাগাদ্দুঃখান্তং মোক্ষঞ্চ নিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ।—সাত্ত্বিকং সুখমাহ সার্দ্ধেন। অভ্যাসাৎ পুনঃ পুনরনুশীলনাদেব রমতে বিষয়েষ্বিব উৎপত্ত্যৈব রমতে ইত্যর্থঃ। দুঃখান্তং নিগচ্ছতি যস্মিন্ রমমাণঃ সংসারদুঃখং তরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য।—সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে কারক সমূহের এবং ক্রিয়ার ত্রিবিধ ভেদ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। মনুষ্য সংসারে যে সকল সুখ সতত সম্ভোগ করিয়া থাকে, তাহাও গুণভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য। সুখ মাত্রই আপাতত অতিশয় আকর্ষণকারী এবং হৃদয় মনের তৃপ্তিপ্রদ হইলেও বস্তুতঃ তাহার সকলই উপাদেয় বা পরম ফলপ্রদ নহে।

এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান এক্ষণে সুখের প্রসঙ্গ অবতারিত করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ভরতর্ষভ! অর্থাৎ পুণ্যপ্রদীপ্ত ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন! তুমি এই তত্ত্ব শ্রবণ ও প্রণিধান সমর্থ। অতএব অধুনা আমার নিকট হইতে সুখের গুণানুসারে ভেদবিষয়ক তত্ত্ব কথা অবহিত চিত্তে এবং বিষয়ান্তর চিন্তা পরিহার করিয়া শ্রবণ কর। এইরূপ সুখের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া শ্রীভগবান্ প্রথমে সমালোচ্য শ্লোকের অর্দ্ধাংশে সাত্ত্বিক সুখেরই বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈষয়িক সর্ব্বপ্রকার সুখ আশু ফলপ্রদ অর্থাৎ তত্তাবতের উপভোগ বা অনুষ্ঠানাদিজনিত যে সুখোদয় হইয়া থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাপ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে ভোগার্হ। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ অভ্যাস সাপেক্ষ অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান, চিত্তসমাধান, বাসনা নিবৃত্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক অভ্যাস দ্বারা যে সুখ উপজাত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ এবং তাহার ফল সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত না হইলেও কাল সহকারে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে সুখ তুলনা রহিত। অভ্যাস বলে সাত্ত্বিক সুখ সম্ভোগে অধিকারী হইলে ভাগ্যবান মানব সেই সুখে নিরন্তর রমমাণ থাকেন, অর্থাৎ তিনি তন্মধ্যে মগ্ন থাকিয়া নিরন্তর অপার্থিব অতুলনীয় পূর্ণানন্দ উপভোগ করেন। অপিচ তাঁহার কল্পিত ও বাস্তব সর্ব্বপ্রকার দুঃখরাশি নিঃশেষে অপগত হইয়া থাকে। তিনি দুঃখের অবসানরূপ পরম স্পৃহনীয় অবস্থা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি নিরন্তর পরমানন্দে ভাসমান, দুঃখ তাঁহার নিকট আর কখনই উপস্থিত হইতে পারে না।

এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, সুখ সাত্ত্বিক বা রাজসিকাদি যেরূপই কেন হউক না, তাহা যে দুঃখের বিরোধী সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দুঃখের অভাবই সুখ। তবে কেবল সাত্ত্বিক সুখের সম্বন্ধে দুঃখাবসানের কথা অবতারিত হইল কেন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে, অন্য নিকৃষ্ট সুখে ভাসমান থাকিলেও মানব তৎকালে আনন্দ উপভোগ করে সত্য, কিন্তু তাহার সে রমণের মধ্যে নানাপ্রকার পূর্ণ পরিতৃপ্তির ব্যাঘাতজনক উপসর্গ উপস্থিত থাকে অথবা তাহার পরিণামে সেই সুখের স্থলে নিদারুণ দুঃখেরই আবির্ভাব হয়। সাত্ত্বিক সুখের সহিত অন্যান্য সুখের

এইরূপ প্রভেদ আছে। একটা দৃষ্টান্ত আলোচনা করিলে এই কথা বিশদ হইবে। অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ইতর ভোগসুখরত মানব হয়তো ছলে বলে বা কৌশলে কোন সতী নারীর ধর্ম্মনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আশার পরিতৃপ্তি কালে সুদীর্ঘ কামনা ও আয়োজনের সফলতার সময়েও সেই নারীর অশ্রু বা কাতরতা পাষণ্ড পুরুষের পাষাণ তুল্য কঠিন হৃদয়েও আঘাত করে। সুতরাং তাহার আবিলতা-পূর্ণ নিকৃষ্ট সুখও সম্পূর্ণ প্রসন্নচিত্তে উপভোগ করিবার সুযোগ হয় না। পরিণামে সেই ব্যাপার হয়তো তাহার লোকনিন্দা, সামাজিক গঞ্জনা এবং সম্ভবতঃ রাজ-দ্বারে দুঃসহ দণ্ড প্রাপ্তির পথ উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। সুতরাং পাপের পঙ্কিল পথে বা বিষয় ভোগের নিন্দিত মার্গে যাহারা সুখের অন্বেষণ করে, তাহাদের সুখ কখনই চিরস্থায়ী হয় না। নিদারুণ দুঃখ সেই সুখের নিত্য সহচর।

মনুষ্য সততই সুখের কামনা করিতে করিতে জীবন যাপন করে, আপাতমনোহর আশু তৃপ্তিপ্রদ ইতর সুখে মত্ত হইয়া তাহারা চির শান্তিপ্রদ পরম সুখের অভিমুখে গমন করিতে বিরত হয়। এই জন্যই সংসারে পুণ্যের অপেক্ষা পাপের লীলা অধিক এবং এই জন্যই ধরণী নিরন্তর পাপ-ভারে প্রপীড়িতা ॥ ৬ ॥

——(ঃ০০ঃ)——

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্ ॥৩৭॥

অন্বয়।—যৎ তৎ অগ্রে (ভোগারম্ভকালে) বিষম্ (অতিদুঃখ-করং) ইব, পরিণামে (পরিপাকাবস্থায়াং) অমৃতোপমম্ (পীযূষ-তুল্যং) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (আত্মবিষয়বুদ্ধিনৈর্ম্মল্যাৎ জাতং) তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং কথিতম্) ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যাহা প্রথমে বিষের ন্যায়, পরিশেষে অমৃত-তুল্য আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির-প্রসন্নতা-হইতে-সঞ্জাত সেই সুখ সাত্ত্বিক কথিত-হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যাহা প্রথম ভোগকালে বিষতুল্য অতি দুঃখকর, কিন্তু পরিণামে অর্থাৎ জ্ঞানের পরিপাক অবস্থায় অমৃততুল্য, আত্ম-তত্ত্ববিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে সম্ভূত সেই প্রার্থিত সুখই সাত্ত্বিক সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদিতি।—যত্তৎ সুখমগ্রে পূর্ব্বং প্রথমসন্নিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যান-সমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াসপূর্ব্বকত্বাদ্বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি, পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সুখমমৃতোপমন্তৎ সুখং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিরাত্মনোবুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ প্রসাদোনৈর্ম্মল্যং সলিলবৎ স্বচ্ছতা ততোজাতমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজমাত্মবিষয়া আত্মাবলম্বনা বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তৎপ্রসাদ প্রকর্ষাদ্বা জাতমিত্যেতত্তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তদ্যতং ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি।—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাদেয়ত্বেন দর্শয়তি যত্তদিতি। প্রথমসন্নিপাতং বিভজতে জ্ঞানেতি। কুতস্তস্য দুঃখাত্মকত্বং তত্রাহ অত্যন্তেতি। দুঃখাত্মকত্বে দৃষ্টান্তমাহ বিষমিবেতি। জ্ঞানাদিপরিপাকাবস্থা পরিণামস্তস্মিন্ সতি ততোজাতমিতি যোজনা। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ আত্মনইতি। আত্মবুদ্ধিশব্দার্থান্তরমাহ আত্মবিষয়েতি। অন্তঃকরণনৈর্ম্মল্যাদ্বা সম্যক্জ্ঞানপ্রকর্ষাদ্বা জাতত্বাদিতি তচ্ছব্দার্থঃ ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ।—তদেব বিশিনষ্টি যদিতি। যত্তৎসুখং অগ্রে যোগোপক্রমবেলায়াং বহুবা-য়াস সাধ্যত্বাদ্বিবিক্তস্বরূপস্যানুভূতত্বাচ্চ বিষমিব দুঃখমিব ভবতি পরিণামেঽমৃতোপমং পরিণামে বিপাকে অভ্যাসবলেন বিবিক্তস্বরূপাবির্ভাবে অমৃতোপমং ভবতি। তচ্চাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ নিবৃত্তসকলেতরবিষয়ত্বং প্রসাদঃ। নিবৃত্তসকলেতরবিষয়-বুদ্ধ্যাবিবিক্তস্বভাবাত্মানুভবজনিতং সুখম্ অমৃতোপমং ভবতি তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্ ॥ ৩৭ ॥

হনুমান।—যত্তৎ সুখমগ্রে প্রথমমুত্তর কালেঽমৃতোপমম্ (?) বুদ্ধিপ্রসাদজং স্ববুদ্ধি প্রসাদান্তঃকরণপ্রসাদাৎ (জ্ঞানং) জাতং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর।—কীদৃশং যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখাবহমিব ভবতি পরিণামে ত্বমৃতসদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদোরজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততোজাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

বলদেব।—যচ্চাগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমক্লেশসত্ত্বাদ্বিবিক্তাত্মপ্রকাশাচ্চাতিদুঃখা-বহমিব ভবতি। পরিণামে সমাধিপরিপাকে সত্যমৃতোপমং বিবিক্তাত্মপ্রকাশাৎ পীযুষপ্রবাহ-নিপাতবদ্ভবতি। যচ্চাত্মসম্বন্ধিন্যা বুদ্ধেঃ প্রসাদাজ্জায়তে তৎ সাত্ত্বিকং সুখং। তৎপ্রসাদশ্চ বিষয়সম্বন্ধমালিন্যবিনিবৃত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন।—তমেব বিবৃণোতি যদিতি। যৎ অগ্রে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভেঽ-ত্যন্তায়াসনির্ব্বাহত্বাদ্বিষমিব দ্বেষবিশেষাবহং ভবতি, পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকে ত্বমৃতো-

পদং প্রীত্যতিশয়াস্পদং ভবতি, আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদোনিদ্রালস্যাদিরাহিত্যেন স্বচ্ছতয়াঽবস্থানং ততোজাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং ন তু রাজসমিব বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ন বা তামসমিব নিদ্রালস্যাদিজম্, ঈদৃশং যদনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্ত্যাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং সমাধিসুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ। অপর আহ অভ্যাসাদাবৃত্তের্যত্র রমতে প্রীয়তে যত্র চ দুঃখাবসানং প্রাপ্নোতি তৎসুখং তচ্চ ত্রিবিধং গুণভেদেন শৃণ্বিতি তৎপদাধ্যাহারেণ পূর্বস্য শ্লোকস্যান্বয়ঃ যত্তদগ্র ইত্যাদি-শ্লোকেন তু সাত্ত্বিকসুখলক্ষণমিতি, ভাষ্যকারাভিপ্রায়োঽপ্যেবম্॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—যদিতি। যৎ তৎপ্রসিদ্ধং সর্ব্বপ্রাণিপ্রেমাস্পদম্ অগ্রে সমারম্ভকালে মনঃ-প্রাণেন্দ্রিয়-স্পন্দনিরোধেন যজ্ঞে সংজ্ঞপ্যমানস্য পশোরিব জায়মানং বিষমিবাতিতীব্রবেদনাকরং পরিণামে সাত্ত্বিক্যা ধৃত্যা নিরুদ্ধাসু মন আদিক্রিয়াসু অমৃতোপমমত্যাহ্লাদকরম্ আত্মনঃ স্বস্যৈব বুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈর্ম্মল্যং রজস্তমোমলরাহিত্যং তস্মাদাবির্ভূতং ন তু বিষয়সঙ্গজং নিদ্রালস্যাদিজং বা তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ।—বিষমিবেতি ইন্দ্রিয়মনোনিরোধো হি প্রথমং দুঃখদ এব ভবতি ইতি ভাবঃ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর সাত্ত্বিক সুখের লক্ষণ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। যে সুখ অগ্রে বিষের ন্যায় ভয়ানক, কিন্তু পরিণামে অমৃতবৎ তৃপ্তিপ্রদ, সেই আত্মজ্ঞানরূপ প্রসন্নতাজনিত সুখকেই যোগিগণ সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া থাকেন। কেন সাত্ত্বিক সুখ অগ্রে বিষতুল্য তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। সাত্ত্বিক সুখে যে স্থায়ী আনন্দ আনয়ন করে, তাহা সম্পূর্ণরূপ নির্ম্মল, পবিত্র এবং পরম প্রার্থনীয়। কিন্তু তাহা প্রাপ্তির উপায় অনেক কঠোর সাধনা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। প্রথমতঃ আত্ম-বিষয়ে চিত্তের অনুরাগ উৎপাদন করিতে হয়; তাহার পর চিত্তকে সকল বিষয়-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থির ও নিশ্চল করিতে হয়। ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসনাদি উপায় সহকারে চিত্তস্থৈর্য্যে পরিপাক হইলে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইতে থাকে। তখন সাধক সমাধিস্থ হইয়া পূর্ণানন্দের অধিকারী হন। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে, এইরূপ পূর্ণানন্দ অর্থাৎ সাত্ত্বিক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত যে যে অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা নিরতিশয় কঠোর এবং ভয়াবহ। সেই দুষ্কর সাধনা অতিক্রম করিতে পারিলে যথার্থ সাত্ত্বিক সুখ লাভ করা যায়। রাজস বা তামস সুখের সহিত সাত্ত্বিক সুখের ইহাই বিভিন্নতা যে, প্রথমোক্ত সুখদ্বয়ে মানবের ভোগাভোগ সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জাত হয়; কিন্তু শেষোক্ত সাত্ত্বিক সুখের প্রথমে কষ্ট, পরে

অনন্ত সুখ। আরও বিভিন্নতা এই যে, রাজস বা তামস সুখে আপাততঃ আনন্দ হইলেও পরিণাম অতি ক্লেশজনক। কিন্তু সাত্ত্বিক সুখের প্রথমে ক্লেশ, পরে অপরিমেয় সুখ। আরও বিভিন্নতা এই যে, রাজস ও তামস সুখ ক্ষণ-বিধ্বংসী এবং নাশশীল, কিন্তু সাত্ত্বিক সুখ স্থায়ী ও নাশরহিত। এই সকল কারণে ক্ষুদ্রচেতাঃ মানবগণ আপাত মনোহর সুখের সুমধুর আকর্ষণে মোহিত হইয়া রাজস ও তামস সুখের অন্বেষণেই অধিকতর ব্যাপৃত হয়। তাহারা সাত্ত্বিক সুখের পথে, প্রথমেই কণ্টকীলতা এবং বিঘ্নসঙ্কুল আবরণ দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়, আর ঘৃণিত পাশব সুখে প্রমত্ত হইয়া নিন্দিত ভাবে কালপাত করে। সামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলে, কিঞ্চিৎ অধ্যবসায় সহকারে ভয়ানক বাধাসমূহ উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য পথ নির্ণয় করিতে পারিলে, অত্যল্প সাহসিকতার সহিত হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়া পুরোভাগে গমন করিতে পারিলেই সম্মুখে যে অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত পরমানন্দপূর্ণ রম্য কাননে উপস্থিত হইয়া অতুল সুখের অধিকারী হইতে পারে, তাহা ভ্রম ও মোহাবেশে একবারও তাহাদের মনে হয় না।

সাত্ত্বিক সুখ "আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং" বলিয়া মূলে উল্লিখিত হইয়াছে। আত্মবিষয়ক বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনুষ্যের মনকে স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া দেয়। সরলতা প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণ তাদৃশ আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যকে আশ্রয় করে। সেইরূপ মনুষ্যের চিত্তে কোনরূপ অসুখের আবিলতা উপস্থিত হইতে পারে না। ভূমানন্দজনিত প্রসন্নতা সেই পুরুষের নিত্য সহচর।

মূলে "প্রোক্তং" এই ক্রিয়াপদ আছে, কিন্তু ইহার কোন কর্ত্তা প্রযুক্ত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণ "যোগিভিঃ" অর্থাৎ যোগিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কর্তৃপদ উহ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক জ্ঞানার্ণবসদৃশ যোগি-গণ ব্যতীত সাত্ত্বিক সুখ সম্বন্ধে অবিসংবাদিত অভিপ্রায় করিতে আর কেহই অধিকারী নহেন। যাঁহারা জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিতে করিতে শনৈঃ শনৈঃ পূর্ণানন্দ আয়ত্ত করিয়াছেন, সেই মহাজনগণ এরূপ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ এবং তাঁহাদিগের মতই শিরো-ধার্য্যরূপে সকলের গ্রহণীয়।

পূর্ব্ব শ্লোকে "অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।" এই অংশ সাত্ত্বিক সুখেরই বিবরণ বলিয়া কোন কোন মহানুভব ব্যাখ্যাকর্ত্তা গ্রহণ করিয়াছেন। এ কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেক মহাত্মা এই অংশের ব্যাখ্যা উপলক্ষে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা সাধারণতঃ সুখের লক্ষণ। সুখ যেরূপই কেন হউক না, অভ্যাসে অর্থাৎ বারংবার আবৃত্তি হেতু তাহাই পরম তৃপ্তিপ্রদ হইয়া থাকে, এবং তাহাতেই লোকে আনন্দ অনুভব করে। সেই সুখের দ্বারা তাহাদের দুঃখ অবসিত হয়। সুতরাং ইহা সাধারণতঃ সুখেরই লক্ষণ। সেই সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ, হে অর্জ্জুন! তুমি তাহা শ্রবণ কর। পূজ্যপাদ মধুসূদন এই শেষোক্ত অর্থেরও উল্লেখ করিয়াছেন॥ ৩৭॥

——(০)——

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌॥ ৩৮॥

অন্বয়।—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয়াণাং ইন্দ্রিয়াণাং চ যোগাৎ) যৎ তৎ (সুখং) অগ্রে (ভোগকালে) অমৃতোপমং (অমৃততুল্যং) পরিণামে (পরিপাকাবস্থায়াং) বিষম্‌ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ (কথিতং)॥ ৩৮॥

প্রতিশব্দ।—বিষয়-এবং-ইন্দ্রিয়ের-সংযোগ-হেতু যে সেই সুখ-ভোগ-কালে অমৃত-তুল্য, পরিণামে বিষের ন্যায়, সেই সুখ রাজস কথিত-হয়॥ ৩৮॥

ব্যাখ্যা।—বিষয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সংযোগ হেতু যে সুখ ভোগকালে অমৃততুল্য প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পরিশেষে বিষতুল্য কার্য্য করে, অর্থাৎ ঐহিক পারত্রিক বিবিধ দুঃখ আনয়ন করে, সেই সুখ রাজস নামে কথিত হয়॥ ৩৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাজ্জাতং যৎ সুখং জায়তে প্রথমং প্রথমক্ষণেঽ-

মৃতোপমমমৃতসমং পরিণামে বিষমিব বলবীর্য্যরূপপ্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানিহেতুত্বাদধর্ম্মতজ্জনিত-নরকাদিহেতুত্বাচ্চ পরিণামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি।—রাজসং সুখং হেয়ত্বায় কথয়তি বিষয়েতি। বলং সজ্ঘাতসামর্থ্যং বীর্য্যং পরাক্রমকৃতং যশোরূপং শরীরসৌন্দর্য্যং, প্রজ্ঞা শ্রুতার্থগ্রহণসামর্থ্যং মেধা গৃহীতার্থস্যা-বিস্মরণেন ধারণশক্তিঃ, ধনং গোহিরণ্যাদি, উৎসাহস্তু কার্য্যং প্রত্যুপক্রমাদিঃ, এতেষাং নাশকত্বা-দ্বৈষয়িকং সুখং বিষসমমিত্যর্থঃ। তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ অধর্ম্মেতি॥ ৩৮ ॥

রামানুজ।—বিষয়েতি। অগ্রেঽনুভববেলায়াং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাত্তত্তদমৃতমিব ভবতি। পরিণামে বিপাকে বিষয়াণাং সুখানিমিত্তক্ষুধাদৌ নিবৃত্তে তস্য চ সুখস্য নিরয়াদি নিমিত্তত্বাদ্বিষমিব পীতং ভবতি তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮ ॥

হনুমান্।—বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ শ্রোত্রাদীনাং শব্দাদিভিঃ সংযোগাৎ যৎ সুখমগ্রে অমৃতোপমং পরিণামে কল্পান্তরে বিষমিব তদ্রাজসম্॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর।—রাজসং সুখমাহ বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখম্ অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং পরিণামে চ বিষতুল্যম্, ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮ ॥

বলদেব।—বিষয়ৈর্যুবতিরূপস্পর্শাদিভিঃ সহেন্দ্রিয়াণাং চক্ষুস্ত্বগাদীনাং সংযোগাৎ সম্বন্ধাৎ যদগ্রে পূর্ব্বমমৃতোপমমতিস্বাদু পরিণামেঽবসানে তু নিরয়হেতুত্বাদ্বিষোপমমতিদুঃখাবহং ভবতি তদ্রাজসং সুখম্॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন।—বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাজ্জাতং ন ত্বাত্মবুদ্ধিপ্রসাদাৎ যত্তৎ যদতি-প্রসিদ্ধং স্রক্‌চন্দনবনিতাসঙ্গাদিসুখম্ অগ্রে প্রথমারম্ভে মনঃসংযমাদিক্লেশাভাবাদমৃতোপমং পরিণামে ঐহিকপারত্রিকদুঃখাবহত্বাদ্বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—রাজসং সুখমাহ বিষয়েতি। অগ্রে ভোগকালে, পরিণামে বিষমিব বিয়োগকালে ইহামুত্র চ দুঃখপ্রদত্বাৎ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ।—যদমৃতোপমং পরস্ত্রী-সংভোগাদিকম্॥ ৩৮। ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর রাজস সুখের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু যে সুখের উদ্ভব হয়, তাহা আপাতত অতি মনোহর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদ। সেই সুখকেই রাজস সুখ বলা যায়। স্রক্ চন্দন অনুলেপনাদি দ্বারা বিভূষিত-কলেবর হইয়া প্রার্থিত নারীগণের সঙ্গ সুখ উপভোগ করা অথবা বাহুবলে বা ধনবলে অপরের রাজ্য বা সম্পদ গ্রহণ করিয়া ভোগ করা কিম্বা যাহা স্বকীয় চিত্তের প্রসন্নতা সাধনে সক্ষম, তাহা বিবিধ উপায়ে আত্মসাৎ করা আপাতত সাতিশয় সুখসংবিধায়ক। কারণ তজ্জন্য সংযমের প্রয়োজন নাই, চিত্ত স্থিরীকর-

ণের আবশ্যকতা নাই, অথবা হৃদয়কে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিবার প্রয়োজন নাই। অতি সহজে সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আশু আনন্দবর্দ্ধক সুখের সমাগম হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য ভয়ানক ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ ভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। ভোগবাসনানল প্রজ্বলিত থাকিয়া নিরন্তর অভিনব ইন্ধন অন্বেষণ করিতে থাকে। কিছুকাল সেই প্রবল বাসনানলে নবাহুতি প্রদান করিতে না পারিলে তাহা তখন সেই ভোক্তাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করে; দুরন্ত তৃষ্ণায় মানব হাহাকার করে। অপিচ মানবসমাজে নানারূপ লজ্জা পাইতে হয় এবং নিন্দা ও তিরস্কার হৃদয়কে ব্যথিত করে। আর সর্ব্বোপরি দুষ্কৃতিজনিত নিদারুণ অনুতাপ, অন্যায় আচরণে পরস্বাপহরণ বা পরদারাভিগমন রূপ ঘোরতর পাপসমূহ সবলে হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করিতে থাকে। সুতরাং ইহকালেই তাহার বিজাতীয় দুঃখের সূচনা আরম্ভ হয়। পরকালেও তাদৃশ সুখাসক্ত ব্যক্তির ক্লেশের সীমা থাকে না। তাহাকে পাপোচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। নরক-যন্ত্রণা তাহাকে অশেষপ্রকারে নিপীড়িত করে। সেই কর্ম্মোচিত যন্ত্রণাভোগের পর পুনরায় তাহাকে সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুভব করা যায় যে, রাজসসুখ প্রথমে সাতিশয় অনায়াস লভ্য, অতএব অমৃতোপম বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে ইহা বিষতুল্য।

কোন কোন পূজ্যপাদ ভাষ্যকার, মূলস্থিত "পরিণাম" শব্দের বিষয়ভোগের অবসানে বা নিবৃত্তির পর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অবসান বা নিবৃত্তি নানাকারণে হইতে পারে। স্বাস্থ্যভঙ্গ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয়। যেরূপে যখনই কেন নিবৃত্তি হউক না, তখন হইতেই দুঃখের আরম্ভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

——•:):•:(:•——

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

অন্বয়।—যৎ সুখম্ অগ্রে (আরম্ভে) অনুবন্ধে (অবসানে) চ আত্মনঃ মোহনং (মোহকরং) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রালস্যপ্রমাদজাতং) তৎ (সুখং) তামসম্ উদাহৃতম্ (উক্তং) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যে সুখ প্রথমে এবং শেষে আত্মার মোহকর, নিদ্রা-আলস্য-প্রমাদ-হইতে-সঞ্জাত সেই-সুখ তামস উক্ত-হয়॥ ৩৯॥

ব্যাখ্যা।—যে সুখ আরম্ভ এবং অবসান উভয় কালেই আত্মার মোহ আনয়ন করে, এবং যাহা নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদ হইতে উদ্ভূত, তাহাই তামস সুখ নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ৩৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদগ্রে চেতি। যদগ্রে চানুবন্ধে চাবসানোত্তরকালে চ সুখং মোহকরমাত্মনো নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং নিদ্রা চালস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ তেভ্যঃ সমুত্তিষ্ঠতীতি নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

আনন্দগিরি।—তামসং সুখং ত্যাগার্থমেবোদাহরতি যদগ্রে চেতি। অনুবন্ধশব্দার্থমাহ অবসানেতি। মোহনং মোহকরং তদুৎপত্তিহেতুমাহ নিদ্রেতি॥ ৩৯॥

রামানুজ।—যদিতি। যৎসুখমগ্রে চানুবন্ধে চানুভববেলায়াং বিপাকে চাত্মনো মোহনং ভবতি। মোহোঽত্র যথাবস্থিতবস্তুপ্রকাশোঽভিপ্রেতঃ নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং নিদ্রালস্য-প্রমাদজনিতং। নিদ্রাদয়ো হ্যনুভববেলায়ামপি মোহহেতবঃ নিদ্রায়াঃ মোহহেতুত্বং স্পষ্টম্ আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যম্ ইন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যে চ জ্ঞানমান্দ্যং ভবত্যেব। প্রমাদঃ কৃত্যানবধানরূপ ইতি তত্রাপি জ্ঞানমান্দ্যং ভবতি। ততশ্চ তয়োরপি মোহহেতুত্বং তৎসুখং তামসমুদাহৃতম্ অতো মুমুক্ষুণা রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বমেবোপাদেয়মিত্যুক্তং ভবতি॥ ৩৯॥

হনুমান্।—যদগ্রে অবসানে চ মোহনকরং নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসং সুখম্॥ ৩৯॥

শ্রীধর।—তামসং সুখমাহ যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ নিদ্রা চ আলস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোরাজ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

বলদেব।—যদগ্রেঽনুভবকালে অনুবন্ধে পশ্চাদ্বিপাককালে চাত্মনো মোহনং বস্তুযাথাত্ম্যাবরকং। যচ্চ নিদ্রাদিভ্য উত্তিষ্ঠতি জায়তে তত্তামসসুখম্। আলস্যমিন্দ্রিয়ব্যাপারমান্দ্যং। প্রমাদঃ কার্য্যাকার্য্যাবধানাভাবঃ॥ ৩৯॥

মধুসূদন।—অগ্রে প্রথমারম্ভে চ অনুবন্ধে পরিণামে চ যৎসুখমাত্মনো মোহকরং নিদ্রালস্যে প্রসিদ্ধে প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থাবধানমন্তরেণ মনোরাজ্যমাত্রং তেভ্য এবোত্তিষ্ঠতি ন তু সাত্ত্বিকমিব বুদ্ধিপ্রসাদজং ন বা রাজসমিব বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং তন্নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তামসং সুখমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

নীলকণ্ঠ।—যদগ্র ইতি। অগ্রে আরম্ভে অনুবন্ধে পরিণামে মোহনং মোহকরম্ আত্মনো বুদ্ধেঃ যতো নিদ্রাদিজম্॥ ৩৯॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে তামস সুখের বিবরণ বিবৃত হইতেছে। এই

নিকৃষ্ট সুখ অগ্রে অর্থাৎ প্রারম্ভকালে এবং অনুবন্ধ অর্থাৎ অবসান কালে আনন্দ বিধায়ক হইলেও বস্তুতঃ ইহা আপনার মোহকর অর্থাৎ অধঃপতনের হেতুভূত। পূর্ব্বে সাত্ত্বিক সুখের যে বিবরণ করা হইয়াছে, তথায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তাহা অগ্রে দুঃখময়, পরিণামে অমৃতবৎ। তদনন্তর রাজস সুখের বিবরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহা অগ্রে অর্থাৎ ভোগকালে আনন্দজনক, কিন্তু পরিণামে বিষবৎ। আর উপসংহারে এই তামসিক সুখের প্রসঙ্গে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, ইহার আদ্যন্ত সকলই আত্মার মোহন অর্থাৎ মোহ উৎপাদক। কেন তামস সুখ আত্মার এতাদৃশ অনিষ্টজনক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই সুখ নিদ্রা, আলস্য এবং ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং কোন ভাবী মঙ্গলের সূচনা না করিয়া ইহা নানা প্রকার অনিষ্টাপাতই সঙ্ঘটন করে। হৃদয়ে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, যে চিচ্ছক্তি পরম পুরুষের সহিত মানবের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে এবং যে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে ক্রমশঃ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা যাইতে পারে, তাহা নিদ্রা ও আলস্যে নিয়ত আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে মনুষ্যের মানসিক ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, অথবা নিস্তেজ অকর্ম্মণ্য জড়বৎ হইয়া থাকে। সুতরাং সে অবস্থায় আত্মহিতকর কোন কর্ম্মই সংসাধিত হইতে পারে না। এইরূপ আলস্যেও দৈহিক ক্রিয়া এবং মানসিক ক্রিয়া নিতান্ত রুদ্ধপ্রায় ও অবসন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং আলস্য-পরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষে কোন আত্মহিত সম্ভবে না। যাহারা আলস্যাধীন হইয়া সুখ-শয্যায় উপাধানাশ্রয়ে কালপাত করাই পরম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের ন্যায় হতভাগ্য এ সংসারে আর কেহ নাই। কর্ম্মময় উন্নতি-সাধনক্ষম মহোচ্চ কর্ত্তব্যযুক্ত মানবজীবন লাভ করিয়া কেবল নিদ্রালস্যের সুখানুভব করা নিতান্ত অপকৃষ্ট জীবের পক্ষেও কষ্টকর। আর সর্ব্বোপরি প্রমাদ বড়ই সর্ব্বনাশের নিদান স্বরূপ। এই প্রমাদের জন্য অকর্ত্তব্যকে মনুষ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, কুকার্য্যকে সৎকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করে, বিহিত শাস্ত্রোপদেশ উপেক্ষা করিয়া কুৎসিত আলাপে ও নিন্দিত বিষয়ের অনুধ্যানে কালপাত করে। এইরূপ নিদ্রা আলস্য ও প্রমাদজনিত যে সুখ, তাহাই তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তথা শ্রীমদ্বলদেব মূলস্থিত "অগ্রে" ও "অনুবন্ধে" এই পদদ্বয়ের "অনুভব বেলায়" এবং "বিপাক কালে" এইরূপ অর্থাবধারণ করিয়াছেন।

এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মুমুক্ষুগণের সাত্ত্বিক সুখের পথ অন্বেষণ করাই আবশ্যক, রজঃ এবং তমঃ তাঁহাদের পরিবর্জ্জনীয় ॥ ৩৯ ॥

—ঃ০ঃ—

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—পৃথিব্যাং দিবি (স্বর্গে) বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং (প্রাণিজাতং) ন অস্তি (বিদ্যতে) যৎ প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিসম্ভবৈঃ) এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ) মুক্তং (হীনং) স্যাৎ ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ।—পৃথিবীতে স্বর্গে বা দেবতা মধ্যে পুনঃ সেই সত্ত্ব বিদ্যমান-নাই, যাহা প্রকৃতি-জাত এই তিন গুণের-দ্বারা হীন হয় ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—কি পৃথিবীতে কি স্বর্গে অথবা কি দেবতাগণ মধ্যেও এমন কোনও প্রাণী নাই, যে প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্বরজঃতম এই গুণত্রয় হইতে মুক্ত ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং প্রকরণোপসংহারার্থঃ শ্লোক আরভ্যতে নেতি। ন তদস্তি তন্নাস্তি পৃথিব্যাং বা মনুষ্যাদি সত্ত্বং প্রাণিজাতমন্যদ্বাহপ্রাণিজাতং দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বং প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈরেভিস্ত্রিভির্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্ম্মুক্তং পরিত্যক্তং যৎ স্যাত্তবেন্ন তদস্তীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সর্ব্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোহবিদ্যা-পরিকল্পিতঃ সমূলোহনর্থঃ উক্তঃ বৃক্ষরূপকপরিকল্পনয়া চোর্দ্ধমূলমিত্যাদিনা, তঞ্চা"সঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্য"মিতি চোক্তং। তত্র চ সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসার-কারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাত্তথা বক্তব্যং সর্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসং-হর্ত্তব্য এতাবানেব চ সর্ব্বোবেদঃ স্মৃত্যর্থশ্চ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—ক্রিয়াকারকফলাত্মনঃ সংসারস্য প্রত্যেকং সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্য-মুক্ত্বা সংসারান্তর্ভূতমেব কিঞ্চিৎ গুণত্রয়াস্পৃষ্টমপি কচিদ্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ অথেতি। সংসারস্য সর্ব্বস্যৈব গুণত্রয়সংস্পৃষ্টত্বং প্রকরণস্য অন্যদ্বাহ প্রাণীত্যত্রাপ্রাণিশব্দেন প্রসিদ্ধ্যা স্থাবরাদি গৃহ্যতে ॥৪০॥

প্রকরণার্থমুপসংহৃতমনুবদতি সর্ব্ব ইতি। তস্যানেকাত্মকত্বেন হেয়ত্বং সূচয়তি ক্রিয়েতি। নির্গুণা-দাত্মনোবৈলক্ষণ্যাচ্চ তস্য হেয়তেত্যাহ সত্ত্বেতি। অনর্থত্বাচ্চ তস্য ত্যাজ্যত্বমনর্থত্বঞ্চাবিদ্যাকল্পিত-ত্বেনাবস্তুত্বাদিত্যাহ অবিদ্যেতি। ন কেবলমষ্টাদশে সংসারোদর্শিতঃ, কিন্তু পঞ্চদশেঽপীত্যাহ বৃক্ষেতি। চকারাৎ সর্ব্বঃ সংসারঃ ইত্যনুকৃষ্যতে। সংসারনিবৃত্তিসাধনং সম্যক্জ্ঞানঞ্চ তত্রৈবোক্ত-মিত্যাহ অসঙ্গেতি। বৃত্তমনুষ্ঠানন্তরসন্দর্ভতাৎপর্য্যমাহ তত্র চেতি। উক্তো বিনিবর্ত্তয়িষিতঃ সংসারঃ সতি সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে, সর্ব্বোহি সংসারোগুণত্রয়াত্মকো ন চ গুণানাং প্রকৃত্যাত্মকানাং সংসারকারণীভূতানাং নিবৃত্তির্যুক্তা প্রকৃতের্নিত্যত্বাদিত্যাশঙ্কায়াং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যা গুণানামজ্ঞানাত্মকানাং নিবৃত্তির্যথা ভবতি তথা স্বধর্ম্মজাতং বক্তব্যমিত্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। তত্ত্ববর্ণপ্রযুক্তধর্ম্মজাতানুপদেশে চোপসংহারপ্রকরণপ্রকোপঃ স্যাদিত্যাহ সর্ব্বশ্চেতি। উপসংহৃতে গীতাশাস্ত্রার্থে যদ্যপি সর্ব্বোবেদার্থঃ স্মৃত্যর্থশ্চ সর্ব্ব উপসংহৃতস্তথাপি মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠেয়মস্তি বক্তব্য-মবশিষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ এতাবানিতি। অনুষ্ঠেয়পরিমাণনির্দ্ধারণবদুক্তশঙ্কানিবর্ত্তনং শাস্ত্রার্থোপ-সংহারশ্চেত্যেতদুভয়ঞ্চকারার্থঃ॥ ৪০॥

রামানুজ।—ন তদস্তীতি। পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু বা প্রকৃতিসংসৃষ্টেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রকৃতিজৈরেভিস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং যৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতং ন তদস্তি॥ ৪০॥

হনুমান্।—ন তদস্তি পৃথিব্যাং দিবি অন্তরীক্ষে দেবেষু দেবৈরিন্দ্রিয়াদিভিরুপলক্ষিতে স্বর্গে বা সত্ত্বংবস্তু এভিঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ বিনা যৎ স্যাৎ। সর্ব্বং সর্ব্ববস্তুজাতং সত্ত্বরজস্তমো গুণময়মেবেত্যর্থঃ॥ ৪০॥

শ্রীধর।—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন তদিতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসংভবৈঃ সত্ত্বাদিভিস্ত্রিগুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতং অন্যদ্বা যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪০॥

বলদেব।—প্রকরণার্থমুপসংহরন্ অনুক্তমপি সংগৃহ্নাতি ন তদিতি। পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি স্বর্গাদৌ দেবেষু চ প্রকৃতিং সংসৃষ্টেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তেম্বিত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ অন্যচ্চ বস্তু নাস্তি। যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং বিরহিতং স্যাৎ তথা চ ত্রিগুণাত্মকেষু বস্তুষু সাত্ত্বিকস্যৈবোপযোগিত্বাত্তদেব গ্রাহ্যমন্যত্তু ত্যাজ্যমিতি প্রকরণার্থঃ॥ ৪০॥

মধুসূদন।—ইদানীমনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ভগবান্ ন তদিতি। সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাঽবস্থা প্রকৃতিস্ততোজাতৈর্ব্বৈষম্যাবস্থাং প্রাপ্তৈঃ প্রকৃতিজৈর্নতু সাক্ষাদ্গুণানাং প্রকৃতিজত্বমস্তি তদ্রূপত্বাৎ তস্মাদ্বৈষম্যাবস্থৈব তদুৎপত্তিরুপচারাৎ, অথবা প্রকৃতির্মায়া তৎপ্রভবৈস্তৎকল্পিতৈঃ প্রকৃতিজৈরেভিস্ত্রিগুণৈর্বন্ধহেতুভিঃ সত্ত্বাদিভির্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণি-জাতমপ্রাণি বা যৎ স্যাৎ তৎপুনঃ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু বা নাস্তি ক্বাপি গুণত্রয়-রহিতমনাত্মবস্তু নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৪০॥

নীলকণ্ঠ।—প্রকরণার্থমুপসংহরন্ অনুক্তমপি সংগৃহ্নাতি ন তদস্তীতি। সত্ত্বং প্রাণিজা...

ইদমপ্যুলক্ষণং জড়স্তাপি সর্ব্বস্ত ত্রিগুণবিকারত্বাৎ প্রকৃতিজৈর্জন্মান্তরীয়ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারজৈর্মায়াপ্রভবৈঃ বা শেষং স্পষ্টম্॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ ;—অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি নেতি। তৎসত্ত্বং প্রাণিজাতমন্যচ্চ বস্তুমাত্রং ক্বাপি নাস্তি যদেভিঃ প্রকৃতিজৈস্ত্রিভিগু´ণৈর্মু´ক্তং রহিতং স্যাদতঃ সর্ব্বমেব বস্তুজাতং ত্রিগুণাত্মকং তত্র সাত্ত্বিকমেবোপাদেয়ং রাজসতামসে তু নোপাদেয়ে ইতি প্রকরণতাৎপর্য্যম্॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে পূর্ব্ব কথিত অভিপ্রায় সমূহের উপসংহার স্বরূপে শ্রীভগবান্ গুণাদির বিবরণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এই পৃথিবীতে যত প্রাণী বিচরণ করে, অথবা যত অপ্রাণী এই পৃথিবীবক্ষে প্রতিষ্ঠিত আছে, তত্তাবতের কিছুই সত্ত্বাদি গুণময়ী প্রকৃতির বহির্ভূত নহে। অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি নামে অভিহিত। তাহার বৈষম্য হইতেই গুণময়ী সৃষ্টির উদ্ভব হয়। অতএব ভূমণ্ডলের চেতনাচেতন সকল পদার্থই সেই গুণসম্বলিত। কোন পদার্থে সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য, কোথাও বা রজোগুণের আধিক্য এবং কোথাও বা তমোগুণের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অনেক পদার্থ কেবল শেষোক্ত গুণ-ধর্ম্মাক্রান্ত। কেবল যে পার্থিব পদার্থ সমূহ এবংবিধ গুণধর্ম্মাক্রান্ত, এরূপ নহে। দিবি অর্থাৎ দিব্যলোকনিবাসী দেবপুরুষেরাও উল্লিখিতরূপ সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট। তাঁহাদিগের দিব্য কলেবরে ন্যূনাধিক পরিমাণে উল্লিখিতরূপ গুণসমূহ আশ্রয় করিয়া থাকে। তবে প্রভেদ এই যে, তাঁহাদের নিকৃষ্ট গুণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণেরই প্রাচুর্য্য যথেষ্ট। সেখানেও প্রকৃতিজ সত্ত্বাদিগুণযুক্ত কিছুই নাই।

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, সর্ব্ব সংসারব্যাপার, ক্রিয়া কারক এবং ফল লক্ষণ; অর্থাৎ কার্য্য, কার্য্যের করণ কর্ত্তা প্রভৃতি ক্রিয়ার হেতু এবং ক্রিয়াজনিত ফল মাত্র। এই সংসার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো গুণাত্মক; এবং ইহা অবিদ্যা দ্বারা পরিকল্পিত। ইহার মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত সমস্তই অনর্থময়। এ সকল ব্যাপারই "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখং" (১৫শ অধ্যায় ১ শ্লোক) এই স্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে, "অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা। ততঃপদং তৎ পরিমার্গিতব্যং" (১৭শ অধ্যায় ৩।৪ শ্লোক)। সেই স্থানে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকলই ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং সংসারপ্রাপ্তি নিবারণের

প্রতিকূল। যে উপায়ে সেই প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। এইরূপে সেই তত্ত্ব কথা দ্বারা সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের উপসংহার করিতে শ্রীভগবান্ উদ্যত হইয়াছেন। এ স্থলে যাহা ব্যক্ত হইতেছে, তাহাই সকল বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ স্বরূপ।

এতদুপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন যে, প্রকরণের উপসংহারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সাত্ত্বিকেরই উপযোগিতা যথেষ্ট, অতএব তাহাই গ্রাহ্য, তদ্ব্যতীত আর সকলই অগ্রাহ্য।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী উপসংহারে লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে অর্থাৎ মনুষ্য-লোকে এবং দেবগণ মধ্যে বা দেবলোকে এমন কোন অনাত্ম বস্তুই নাই, যাহা সত্ত্বাদি গুণাতীত। এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে জাত অথবা মায়ার দ্বারা সৃষ্ট। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুণসমূহের প্রকৃতিজত্ব নাই ॥ ৭০ ॥

——(০)——

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ!।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি (শমাদীনি) স্বভাবপ্রভবৈঃ (প্রকৃতিসম্ভূতৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) প্রবিভক্তানি (বিভাগেন বিহিতানি) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ।—হে শত্রু-তাপন! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যগণের এবং শূদ্র-গণের কর্ম্ম-সমূহ প্রকৃতি-জাত গুণ-দ্বারা বিভক্ত-হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের শমাদি কর্ম্ম সমূহ স্বভাবজাত গুণানুসারে বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয় ইত্যেবমর্থং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদেঽনধিকারাৎ হে পরন্তপ! কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতরেতর-

বিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি, কেন স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিঃ ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সা প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাস্তৈঃ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনামথবা ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণং, তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জনং রজঃপ্রভবঃ, বৈশ্যস্বভাবস্য তম-উপসর্জনং রজঃপ্রভবঃ শূদ্রস্বভাবস্য রজ-উপসর্জনং তমঃপ্রভবঃ প্রশান্ত্যৈশ্বর্য্যেহামূঢ়স্বভাবঃ দর্শনাচ্চতুর্ণাম্। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ, স প্রভবো যেষাং গুণানাস্তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ গুণ-প্রাদুর্ভাবস্য নিষ্কারণত্বানুপপত্তেঃ, স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষোপাদানম্ এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ স্বকার্য্যানুরূপেণ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি, নমু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি, শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাং শমাদীনি কর্ম্মাণি কথমুচ্যতে সত্ত্বাদি-গুণপ্রবিভক্তানীতি, নৈষ দোষঃ শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষয়ৈব শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ন গুণানপেক্ষয়েতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তান্যপি কর্ম্মাণি গুণপ্রবিভক্তানী-ত্যুচ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতি বর্ণচতুষ্টয়স্য অনুষ্ঠেয়ং ধর্ম্মজাতং সংকীর্ণমিতি সূত্রমুপন্যস্যতি ব্রাহ্মণেতি। উপনয়নসংস্কারবত্ত্বে সতি বেদাধিকারিত্বং সমানমিতি ত্রয়াণাং সমাসকরণমিত-রেষামসমাসে হেতুমাহ শূদ্রাণামিতি। একজাতিত্বমুপনয়নবর্জিতত্বং কর্ম্মণামসংকীর্ণত্বেন ব্যবস্থা-পকং। প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কেনেত্যাদিনা। স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈরিত্যস্যার্থান্তরমাহ অথবেতি। উক্তব্যবস্থায়াং কার্য্যদর্শনং প্রমাণয়তি প্রশান্তীতি। স্বভাবশব্দস্যার্থান্তরমাহ অথবেতি। কিমিতি গুণাভিব্যক্তেরুক্তবাসনাধীনত্বং তত্রাহ গুণেতি। নমু নাস্তি গুণপ্রাদুর্ভাবস্য নিষ্কারণত্বং প্রকৃতিজৈ-র্গুণৈরিতি প্রকৃতের্গুণকারণত্বাভিধানাদত আহ স্বভাব ইতি। বাসনাকারণমিতি গুণব্যক্তে-র্নিমিত্তকারণত্বং বিবক্ষিতং প্রকৃতিস্ত উপাদানমিতি ভাবঃ। উক্তমুপসংহরতি এবমিতি। স্বভাব-প্রভবৈঃ সত্ত্বাদিগুণৈঃ ব্রাহ্মণাদীনাং কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানীত্যুক্তমাক্ষিপতি নম্বিতি। শাস্ত্রস্য ধর্ম্ম-বিভাগহেতোঃ সত্ত্বাদিবিশেষাপেক্ষয়ৈব বিভাগজ্ঞাপকত্বাদুভয়ত্র বিভাগহেতুত্বোক্তিরবিরুদ্ধেতি পরিহরতি নৈষদোষ ইতি ॥ ৪১ ॥

রামানুজ।—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু"রিত্যাদিষু মোক্ষসাধনতয়া নির্দ্দিষ্টস্ত্যাগ সংন্যাসশব্দার্থাদনন্যঃ স চ ক্রিয়মাণেষেব কর্ম্মসু কর্ম্মকর্তৃত্বত্যাগমূলঃ ফলকর্ম্মণোস্ত্যাগঃ। কর্তৃত্বত্যাগশ্চ পরমপুরুষে কর্তৃত্বানুসন্ধানেনেত্যুক্তম্ এতৎসর্ব্বং সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকার্য্যমিতি সত্ত্বোপাদেয়-তাজ্ঞাপনায় সত্ত্বরজস্তমসাং কার্য্যভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ ইদানীমেবংভূতস্য মোক্ষসাধনতয়া ক্রিয়-মাণস্য কর্ম্মণঃ পরমপুরুষারাধনোপদেশতাং তথানুষ্ঠিতস্য চ কর্ম্মণস্তৎপ্রাপ্তিলক্ষণফলং প্রতিপাদ-য়িতুং ব্রাহ্মণাদ্যধিকারিণাং স্বভাবানুবন্ধি সত্ত্বাদিগুণভেদভিন্নং বৃত্ত্যাসহ কর্ত্তব্যকর্ম্মস্বরূপমাহ ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্বকীয়ো ভাবঃ স্বভাবঃ ব্রাহ্মণাদিজন্মহেতুভূতং প্রাচীনং কর্ম্মে-ত্যর্থঃ তৎপ্রভবাঃ সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ ব্রাহ্মণস্য স্বভাবপ্রভবস্ত রজস্তমোঽভিভবেনোদ্রিক্তঃ সত্ত্বঃ, ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবপ্রভবস্ত সত্ত্বতমসোরভিভবেনোদ্রিক্তো রজোগুণঃ। বৈশ্যস্য স্বভাবপ্রভবস্ত

সত্বরজোঽভিভবেনাল্লোদ্রিক্তস্তমোগুণঃ। শূদ্রস্য স্বভাবপ্রভবস্তু রজঃসত্বাভিভবেনাত্যুদ্রিক্তস্তমোগুণঃ। এভিঃ স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ সহ প্রবিভক্তানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদিতানি। ব্রাহ্মণাদয়ঃ এবং গুণকাস্তেষাং চৈতানি কর্ম্মাণি বৃত্তয়শ্চৈতা ইতি হি তদ্বিভজ্য প্রতিপাদয়ন্তি শাস্ত্রাণি ॥ ৪১ ॥

হনুমান্।—ব্রাহ্মণশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চ বিট্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাংচ কর্ত্তব্যানীতি প্রবিভক্তানি স্বভাবকর্ত্তব্যং প্রকৃতিস্তত্ত্বৈঃ সত্বরজস্তমোগুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর।—নমু চ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারেণ বিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতোবিহিতানি, শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ স্বভাবঃ সাত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম-উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজ-উপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১ ॥

বলদেব।—যদ্যপি সর্ব্বাণি বস্তূনি ত্রিগুণাত্মকানি তথাপি ব্রাহ্মণাদয়শ্চেৎ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি ভগবদারাধনভাবেনানুতিষ্ঠেয়ুস্তদা তানি জ্ঞাননিষ্ঠামুৎপাদ্য মোচকানি ভবন্তীতি বক্তুং প্রকরণমারভতে ব্রাহ্মণেতি ষট্কেন। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবাৎ। ব্রাহ্মণাদীনাং চতুর্ণাং কর্ম্মাণি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ সহ শাস্ত্রেণ প্রবিভক্তানি। স্বভাবঃ প্রাক্তনসংস্কারস্তস্মাৎ প্রভবন্তি যে গুণাঃ সত্বাদ্যাস্তৈঃ সহ শাস্ত্রেণ তেষাং কর্ম্মাণি বিভজ্যোক্তানি। এবংগুণকব্রাহ্মণাদয়স্তেষাম্ এতানি কর্ম্মাণীতি। তত্র সত্বপ্রধানো ব্রাহ্মণঃ প্রশান্তত্বাৎ। সত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানঃ ক্ষত্রিয় ঈশ্বরস্বভাবত্বাৎ। তম-উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানো বিট্ ঈহাপ্রধানত্বাৎ। রজ-উপসর্জ্জনতমঃপ্রধানঃ শূদ্রঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ। কর্ম্মাণি অগ্রে বাচ্যানি ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন।—তদেবং সত্বরজস্তমোগুণাত্মকঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সর্ব্বঃ সংসারো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতোঽনর্থশ্চতুর্দ্দশাধ্যায়োক্ত উপসংহৃতঃ, পঞ্চদশে চ বৃক্ষরূপককল্পনয়া তমুক্ত্বা "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা, ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ ॥" ইত্যসঙ্গশস্ত্রেণ বিষয়বৈরাগ্যেণ তস্য ছেদনং কৃত্বা পরমাত্মান্বেষ্টব্য ইত্যুক্তং, তত্র সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বে ত্রিগুণাত্মকস্য সংসারবৃক্ষস্য কথং ছেদোঽসঙ্গশস্ত্রস্যৈবানুৎপত্তেরিত্যাশঙ্কায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈর্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মৈঃ পরিতোষ্যমাণাৎ পরমেশ্বরাদসঙ্গশস্ত্রলাভ ইতি বদিতুমেতাবানেব সর্ব্ববেদার্থং পরমপুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয় ইতি চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহর্ত্তব্য ইত্যেবমর্থমুত্তরপ্রকরণমারভ্যতে। তত্রেদং সূত্রং। ত্রয়াণাং সমাসকরণং দ্বিজত্বেন বেদাধ্যয়নাদিতুল্যধর্ম্মত্বকথনার্থং শূদ্রাণামিতি পৃথক্করণমেকজাতিত্বেন বেদানধিকারিত্বজ্ঞাপনার্থং। পরা।

চ বশিষ্ঠঃ,—"চত্বারোবর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাস্তেষাং ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়োব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যা-স্তেষাং মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে অত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে" ইতি। তথা শ্রুতিবিশিষ্টং চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থানবিশেষাচ্চ।—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত" ইত্যপি নিগমো ভবতি। "গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমসৃজত ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্যসংস্কারোবিজ্ঞায়ত ইতি শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ এক-জাতি"রিতি চ গৌতমঃ। হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! তেষাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং কর্ম্মাণি প্রকর্ষেণ বিভক্তানি ইতরেতরবিভাগেন ব্যবস্থিতানি কৈঃ স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ব্রাহ্মণ্যাদিস্বভাবস্য প্রভবৈ-র্হেতুভূতৈর্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ, তথা হি ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণ এব প্রভবঃ প্রশান্তত্বাৎ, ক্ষত্রিয়স্বভা-বস্য সত্ত্বোপসর্জ্জনং রজঃ ঈশ্বরভাবাৎ। বৈশ্যস্বভাবস্য তম-উপসর্জ্জনং রজঃ ঈহাস্বভাবত্বাৎ, শূদ্রস্বভাবস্য রজ-উপসর্জ্জনং তমঃ মূঢ়স্বভাবত্বাৎ। অথবা মায়াখ্যা প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ ততঃ উপা-দানাৎ প্রভবো যেষাং তৈঃ প্রাগ্‌ভবীয়ঃ সংস্কারো বর্ত্তমানে ভবে স্বফলাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ স নিমিত্তত্বেন প্রভবো যেষামিতি শাস্ত্রস্যাপি পুরুষস্বভাবসাপেক্ষত্বাচ্ছাস্ত্রেণ প্রবিভক্তান্যপি গুণৈঃ প্রবিভক্তানীত্যুচ্যন্তে "আখ্যাতানামর্থং বোধয়তামধিকারিশক্তিঃ সহকারিণীতি" ন্যায়াৎ তথা হি গৌতমঃ—"দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানং ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ পূর্ব্বেষু নিয়মস্তু রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাং ন্যায়্যদণ্ডত্বং বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যং কুসীদঞ্চ শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণ একজাতিস্তস্যাপি সত্যং কামঃ ক্রোধঃ শৌচমাচমনার্থে পাণিপাদ-প্রক্ষালনমেবৈকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভৃত্যভরণং স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্য্যোত্তরেষামিতি" অত্র সাধারণা অসাধা-রণাশ্চ ধর্ম্মা উক্তাঃ। পূর্ব্বেষু অধ্যয়নেজ্যাদানেষু নিয়মঃ অবশ্যকর্ত্তব্যত্বং নতু প্রবচনযাজনপ্রতি-গ্রহেষু বৃত্ত্যর্থত্বাদিত্যর্থঃ। বণিক্ বাণিজ্যং কুসীদং বৃদ্ধ্যা ধনপ্রয়োগঃ। উত্তরেষামিতি শ্রেষ্ঠানাং দ্বিজাতীনামিত্যর্থঃ। বশিষ্ঠেঽপি "ষট্‌কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞোযাজনং দানং প্রতি-গ্রহশ্চেতি ত্রীণি রাজন্যস্যাধ্যয়নং যজ্ঞোদানঞ্চ শস্ত্রেণ চ প্রজাপালনং স্বধর্ম্মস্তেন জীবেৎ। এতান্যেব ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষির্ব্বণিক্‌পাশুপাল্যং কুসীদঞ্চ তেষাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্যেতি"। আপস্তম্বোঽপি চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাস্তেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোজন্মতঃ শ্রেয়ান্। স্বকর্ম্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞোযাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলোঞ্ছাদ্যন্যচ্চাপরিগৃহীতমেতান্যেব ক্ষত্রিয়স্যাধ্যাপন-যাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহায় যুদ্ধদণ্ডাধিকানি। ক্ষত্রিয়বদ্বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জ্জং কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যা-ধিকং পরিচর্য্যা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণানামিতি"। মনুরপি,—"অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্ব-প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাদিশৎ॥ পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ। একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" ইতি। এবং চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুণভেদেন কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি॥ ৪১॥

নীলকণ্ঠ।—এবং পঞ্চদশে সংসারাশ্বত্থমসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা পরং পদং পরিমার্গিতব্যমিত্যুক্তং তত্রাত্মনোঽসঙ্গত্বোপপাদনায় ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য কৃৎস্নস্য সংসারস্য ত্রিগুণাত্মকত্বমুক্তং ন

হ্যাত্মনো গুণাতীতগুণাত্মকয়োঃ সঙ্গঃ সম্ভবতি নহ্যাকাশান্তর্ব্বর্ত্তি পৃথিব্যাদিগুণেন গন্ধাদিনাকাশঃ সংসৃজ্যতে তদ্বদিত্যুক্তং, সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথেদানীং সর্ব্বগীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহর্ত্তুমসঙ্গশস্ত্রাপ্ত্যুপায়ঞ্চ প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরমারভতে ব্রাহ্মণেত্যাদিনা। শূদ্রাণামসমাকরণং বেদানধিকারাৎ। প্রবিভক্তান্যসংকীর্ণানি। তত্র হেতুমাহ স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈরিতি স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা সৈব প্রভবো হেতুর্যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাস্তৈঃ, যদ্বা ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণ এব প্রভবঃ শান্তত্বাৎ, ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জ্জনং রজঃ ঈশ্বরস্বভাবত্বাৎ, বৈশ্যস্বভাবস্য তম-উপসর্জ্জনং রজঃ কৃষ্যাদিস্বভাবত্বাৎ শূদ্রস্বভাবস্য রজ-উপসর্জ্জনং তমঃ শুশ্রূষাস্বভাবত্বাৎ। অথবা স্বভাবঃ প্রাগ্ভবীয়ঃ সংস্কারস্তৎপ্রভবৈর্ন তু জাতিমাত্রপ্রভবৈঃ পক্ষিণামাকাশগমনবৎ। অতএব জাত্যন্তরব্যাবৃত্তানাং ধর্ম্মাণাং শমাদিষু পাঠো ন দৃশ্যতে, নহি শূদ্রাদ্যাবৃত্তং ত্রৈবর্ণিকানামধ্যয়নাদিকং বা ইতরদ্বয়াদ্ব্যাবৃত্তং ব্রাহ্মণানামধ্যাপনাদিকং বেহপঠ্যতে কিন্তু সর্ব্বে সর্ব্বজাতীয়ানাং সাধারণা ধর্ম্মাঃ শমাদয়ো দৃশ্যন্তে, যথাহি দ্রোণাদিষু ব্রাহ্মণেষ্বপি শৌর্য্যাদিকং ভরতাদিষু ক্ষত্রিয়েষ্বপি শমাদিকং দৃষ্টম্ এবমিতরত্র তস্মাদ্ যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্বর্ণে শমাদয়ো দৃশ্যন্তে স শূদ্রোঽপ্যেতৈর্লক্ষণৈর্ব্রাহ্মণ এব জ্ঞাতব্যঃ, যত্র চ ব্রাহ্মণেঽপি শূদ্রধর্ম্মা দৃশ্যন্তে স শূদ্র এব, তথাচারণ্যকে সর্পভূতং নহুষং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং "সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।" তথা "যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ" ইতি। জাতিধর্ম্মাস্তু মনুনা দর্শিতাঃ। "অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাদিশৎ। পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ। একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।" ইতি। তস্মাৎ শমাদয়ো যত্রাব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে বা দৃশ্যন্তে স এব ব্রাহ্মণ ইত্যত্র বিবক্ষিতং। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" ইত্যত্র তু মনূক্তান্যধ্যাপনাদীন্যেব স্বকর্ম্মাণি ন তু শমদমাদীনি, নহি জ্ঞানবিজ্ঞানবতোঽন্যা সংসিদ্ধির্লব্ধব্যাস্তি তস্মাচ্ছমদমাদয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠান্তৈব ব্রাহ্মণস্য লক্ষণমিতি দিক্॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমপি প্রাণিজাতং স্বাধিকারপ্রাপ্তেন বিহিতকর্ম্মণা পরমেশ্বরমারাধ্য কৃতার্থীভবতীত্যাহ ব্রাহ্মণেতি ষড্ভিঃ। স্বভাবেনোৎপত্ত্যৈব প্রভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি যে গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তৈঃ প্রকর্ষেণ বিভক্তানি পৃথক্কৃতানি কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণাদীনাং বিহিতানি সন্তীত্যর্থঃ॥ ৪১॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, সংসারে সকল প্রাণীই যদি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অধীন হইল, তবে তাহাদিগের মোক্ষ কিরূপে হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ কীর্ত্তন করিতে-

ছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় (২৬৪১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যদি স্ব স্ব বর্ণ-ধর্ম্মানুগত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকে, তাহা হইলে ভগবদনুগ্রহ-লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহাদিগের গুণবন্ধন ছিন্ন হইবে এবং তদুপায়ে তাহারা মোক্ষপদ লাভ করিতে পারিবে। এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি অর্থাৎ গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত এই পরম তত্ত্ব কথা বিবৃত হইবে।

হে পরন্তপ! অর্থাৎ শত্রুতাপন অর্জ্জুন! এ সংসার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের নিবাসভূমি। তত্তাবতের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে বিহিত আছে। তদনুসারে তাহাদিগের কর্ম্মসমূহও নির্দ্ধারিতরূপে বিভক্ত রহিয়াছে। সেই ধর্ম্মানুগত কর্ম্মের অনুসরণ করিলে সকলেই সদ্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

মূলে "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (২৬৫৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এক সমাসে নিবদ্ধ রহিয়াছে, এবং শূদ্র স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (২৪৬৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় বেদাধিকারী এবং দ্বিজ নামে অভিহিত, আর শূদ্রগণ বেদে অনধিকারী ও দ্বিজপদবাচ্য নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই জাতি সমূহের কর্ম্ম সমূহ বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ইতরেতর বিভাগ ক্রমে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এরূপ বিভাগ কাহার দ্বারা সাধিত হইল? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, স্বভাবপ্রভব গুণ দ্বারাই উল্লিখিত কর্ম্মবিভাগ সংঘটিত হইয়াছে। এই স্বভাব ঈশ্বরের প্রকৃতি; ইনি ত্রিগুণাত্মিকা এবং মায়া নামেও অভিহিতা। গুণসমূহ সেই স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই গুণসমূহ দ্বারা শমাদি কর্ম্ম সমূহ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অথবা ব্রাহ্মণ স্বভাবের সত্ত্ব-গুণই কারণ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য হেতু ব্রাহ্মণস্বভাব ঘটিয়া থাকে। সত্ত্বের অপ্রাধান্য এবং রজোগুণের প্রাধান্য ক্ষত্রিয় স্বভাবের কারণ। আর তমোগুণকে অপ্রধানরূপে গ্রহণ করিয়া কেবল রজোগুণের প্রাচুর্য্য বৈশ্যস্বভাবের কারণ। এস্থলে মনে হইতে পারে যে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উভয়েরই স্বভাবে রজোগুণের প্রাধান্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ক্ষত্রিয় স্বভাবে অপ্রধান ভাবেও সত্ত্ব-

গুণের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বৈশ্য স্বভাবে তাহা নাই। ক্ষত্রিয়ে প্রধান ভাবে রাজোগুণের সংশ্লেষ আছে, কিন্তু বৈশ্য স্বভাবে তমোগুণের প্রধান সম্বন্ধ আছে। শূদ্র স্বভাবে রজঃ অপ্রধান এবং তমঃ প্রধান। প্রশান্ত, ঐশ্বর্য্য, ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা এবং মূঢ়স্বভাব, এই চতুর্ব্বিধভাব ক্রমান্বয়ে উল্লিখিত বর্ণ চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম। অথবা জন্মান্তরীণ সংস্কার প্রাণিগণকে তদভিমুখী করিয়া তদনুরূপ স্বভাব প্রাপ্তির হেতু স্বরূপ হইয়া থাকে। জন্মান্তরীণ সংস্কার হইতে যে সকল গুণের উদ্ভব হয়, তাহাই স্বভাবপ্রভব গুণ। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, গুণপ্রাদুর্ভাব নিষ্কারণ নহে। অর্থাৎ কারণ ব্যতীত গুণের উদ্ভব সম্ভব নহে; স্বভাবই তাহার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এবংবিধ স্বভাব বা প্রকৃতিজাত সত্ব, রজঃ, তমোগুণ দ্বারা বর্ণ চতুষ্টয় মধ্যে স্ব স্ব কার্য্যানুরূপ শমাদি বিভক্ত হইয়াছে। যদি বলা যায়, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শমাদি কর্ম্ম বিভাগ শাস্ত্রেই বিহিত হইয়াছে, তবে তত্তাবত প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা বিভক্ত বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করা হইতেছে? এই রূপ সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তরে কথিত হইতেছে যে, ইহাতে কোন দোষ হয় নাই। কারণ শাস্ত্রেও সত্বাদি গুণ উপলক্ষ্য করিয়াই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের শমাদি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্বাদি গুণের অপেক্ষা না করিয়া শাস্ত্রাদিতে কোন কর্ম্মবিভাগ বিহিত হয় নাই। অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম বিভাগ ও গুণসঙ্গত বিভাগ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" অর্থাৎ ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শাস্ত্রসিদ্ধ ত্যাগ শব্দ দ্বারা সন্ন্যাসই প্রতিপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ ত্যাগ ও সন্ন্যাস উভয়ই সমার্থবাচী। সে ত্যাগ কি, তাহাই বুঝাইবার জন্য কথিত হইতেছে যে, অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের ফলত্যাগ এবং তদ্বিষয়ে স্বকীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ, অপিচ পরম পুরুষকে সকল বিষয়ে কর্ত্তা জানিয়া তাঁহাকেই কর্ত্তৃরূপে অনুসন্ধান দ্বারা ত্যাগ পরিস্ফুট হয়। এ সমস্তই সত্ব-গুণাধিক্যের কার্য্য, অর্থাৎ সত্বগুণের আধিক্য হইলে এইরূপে ফলাভিসন্ধি পরিহার পূর্ব্বক অভিমান বিরহিত ভাবে পরম পুরুষে সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে সত্বগুণের উপাদেয়ত্ব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের কার্য্যভেদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

অধুনা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লিখিতরূপ পরম পুরুষসেবন রূপ এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ গুণভেদানুগত কর্ম্ম সমূহের ব্যাখ্যান স্বরূপে এই শ্লোক প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ ভাবই তাহাদিগের স্বভাব। ইহার অর্থ এই যে, তাহাদিগের প্রাচীন ভাবই ব্রাহ্মণাদিরূপ জন্ম প্রাপ্তির হেতু। অর্থাৎ জন্মান্তরীণ ভাব ও কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি জন্ম প্রাপ্তির কারণ। রজঃ এবং তমোগুণের পরাভব ক্রমে সত্ত্বের প্রাধান্য ব্রাহ্মণের স্বভাব; সত্ত্ব ও তমোগুণের অভিভব ক্রমে রাজোগুণের প্রাধান্য ক্ষত্রিয়ের স্বভাব; সত্ত্ব এবং রজোগুণ অভিভূত করিয়া অল্পোদ্রিক্ত তমোগুণ বৈশ্যের স্বভাব, এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করিয়া কেবল তমোগুণের প্রাধান্যই শূদ্রের স্বভাব। এই সমস্ত স্বভাবপ্রভব গুণ শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি এইরূপ গুণধর্ম্মান্বিত এবং তাঁহাদিগের পক্ষে এই কর্ম্ম বিহিত, এইরূপ ব্যবস্থাই শাস্ত্র দ্বারা বিহিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সকল বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণাত্মক। তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যগণের মুক্তির উপায় কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ ভগবদারাধনা ভাবে স্ব স্ব বর্ণোচিত বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিলে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মোচনের উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। ইহাই পরিব্যক্ত করিবার জন্য অধুনা শ্লোকষট্‌ক প্রযুক্ত হইতেছে। স্বভাব অর্থাৎ প্রাক্তন সংস্কার।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণান্বিত, ক্রিয়াকারক লক্ষণ সর্ব্ব সংসার মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা কল্পিত এবং অনর্থ। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া উল্লিখিত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করা হইয়াছে। অপিচ, "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।" (১৫শ অধ্যায় ৩ শ্লোক) 'ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।" (১৫শ অধ্যায় ৪ শোক) এই সকল বাক্যে অসঙ্গ ও বিষয় বৈরাগ্যরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্র দ্বারা সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার অন্বেষণ

করা আবশ্যক, এ তথ্য ও তথায় বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, সকল বস্তুই যদি ত্রিগুণাত্মক তাহা হইলে ত্রিগুণাত্মাক সংসার-বৃক্ষের ছেদন কিরূপে সম্ভব হয়? যখন সকলই ত্রিগুণাত্মক তখন অসঙ্গ-শস্ত্র কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে, সকলের বর্ণাশ্রমোচিত বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন এবং তদুপায়েই অসঙ্গশস্ত্রলাভ ঘটিতে পারে। এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত এবং সর্ব্ববেদার্থ সারস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্বপ্রাপ্তিকাম ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহাই অনুষ্ঠেয়, অপিচ এইরূপ অভিপ্রায় দ্বারা গীতা শাস্ত্রের উপসংহার করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ প্রকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদালোচনাদি বিষয়ে সমধর্ম্মিত্ব হেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এক সমাস-নিবদ্ধ হইয়াছে, শূদ্র তদ্বিষয়ে অনধিকারিত্ব হেতু পৃথকভূত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন; যথা,—"চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাস্তেষাং ত্রায়েবর্ণা দ্বিজাতয়ো ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তেষাং মাতুরগ্রে-ঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে* অত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'বর্ণ চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি। তাহাদিগের অগ্রে জননী জঠর হইতে জন্ম হয়, তদনন্তর উপনয়ন দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম হয়, এই স্থলে সাবিত্রী (১৯১২ পৃষ্ঠার গায়ত্রী

---

* মৌঞ্জীবন্ধন।—"কাঞ্চ রৌরবাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ। বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ। মৌঞ্জী ত্রিবৃৎ সমাশ্লক্ষা কার্য্যা বিপ্রস্ত মেখলা। ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী। মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যা কুশাশ্মান্তকবল্বজৈঃ॥ ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরের বা। কার্পাসমুপবীতঃ স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধ-বৃতং ত্রিবৃৎ। শণসূত্রময়ংরাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং॥" (মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ৪১—৪৪ শ্লোক) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতীয় ব্রহ্মচারী কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয়, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী রুরু মৃগচর্ম্মের উত্তরীয় এবং বৈশ্য জাতীয় ব্রহ্মচারী ছাগ চর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করিবে। বিপ্র ব্রহ্মচারী শণ নির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ক্ষৌম অর্থাৎ পট্ট বস্ত্র এবং বৈশ্য ব্রহ্মচারী মেষলোম নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিবে। বিপ্রগণের মুঞ্জ (শরতৃণ) নির্ম্মিত ত্রিগুণীকৃত মেখলা, ক্ষত্রিয়গণের ধনুকের ছিলার ন্যায় ত্রিগুণিত মৌর্ব্বী মেখলা এবং বৈশ্যগণের শণতন্তু নির্ম্মিত ত্রিগুণিত মেখলা ধারণ বিধি। মুঞ্জাদির অভাবে ব্রাহ্মণ কুশের মেখলা, ক্ষত্রির অশ্মান্তক তৃণের মেখলা এবং বৈশ্যগণ বলজ তৃণের (উলুখড়ের) মেখলা ধারণ করিবে। ত্রিগুণীকৃত মেখলা বংশরীত্যনুসারে এক তিন অথবা পঞ্চ গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ করিবে। বিপ্রগণ কার্পাস নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত, ক্ষত্রিয়গণ শণসূত্রের উপবীত এবং বৈশ্যগণ মেষ লোমের উপবীত ধারণ করিবে। উপনয়ন কালে দ্বিজাতির মৌঞ্জী বন্ধনের বিধান আছে। (বিশেষ বিবরণ ভবদেব কৃত উপনয়ন পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য)।

শব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) তাহার মাতা এবং আচার্য্য তাহার পিতা হইয়া থাকেন।' এই বর্ণ চতুষ্টয় স্থান বিশেষ হইতে উদ্ভুত হওয়ায় বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত।" (১৮১৪ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) গৌতম বলিয়াছেন, "গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণম সৃজত ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যং ন কেনচিচ্ছন্দসা শূদ্রমিত্যসংস্কারো বিজ্ঞায়ত ইতি শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ এক জাতিঃ।" ইহার ভাবার্থ যথা, গায়ত্রী দ্বারা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, ত্রিষ্টুভছন্দের * দ্বারা ক্ষত্রিয় জগতী ছন্দের দ্বারা বৈশ্য সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু শূদ্র কোন ছন্দ দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং অসংস্কার জাত শূদ্র স্বতন্ত্র এক চতুর্থ জাতিরূপে পরিগণিত। (শ্লোকার্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়ানুরূপ) শাস্ত্রের পুরুষ স্বভাব আপেক্ষত্ব আছে, অতএব শাস্ত্র দ্বারা প্রবিভক্ত হইলেও গুণ দ্বারা প্রবিভক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায় শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "আখ্যাত দিগের অর্থবোধ বিষয়ে অধিকারিদিগের বুদ্ধি সহকারিনী হইয়া থাকে।" গৌতম ও বলিয়াছেন, "দ্বিজাতীনাং অধ্যয়নমিজ্যা দানং ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ পূর্ব্বেষু নিময়স্তু রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাং ন্যায়দণ্ডত্বং বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক পাশুপাল্যং কুসীদঞ্চ শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিস্তস্যাপি সত্যং কামঃ ক্রোধঃ শৌচমাচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমেবৈকে শ্রাদ্ধকর্ম্ম ভৃত্যভরণং স্বদারবৃত্তিঃ পরিচর্য্যোত্তরেষাং।" ইহার ভাবার্থ যথা; 'দ্বিজাতিগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান বিহিত। ইহার উপর ব্রাহ্মণের প্রবচন, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই কয়টী বৃত্তি অধিক, উল্লিখিত বর্ণত্রয়ের সাধারণ বিধান অপেক্ষা রাজা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সকল

* ত্রিষ্টুপ্।—বৈদিক মন্ত্রসমূহের ঋষি ও দেবতার ন্যায় এক একটী ছন্দ আছে। সেই ছন্দসমূহের নাম যথা :—উষ্ণিক্, গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্, অনুষ্টুপ্, জগতী, পঙ্‌ক্তি এবং বৃহতী। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ কথিত হইয়াছে। যথা; "তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ। ত্রিষ্টুপ মাংসাৎ স্নতোঽনুষ্টুপ জগত্যস্থঃ প্রজাপতেঃ। মজ্জারাঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতো ঽভবৎ॥" অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মার লোম হইতে উষ্ণিক্ ছন্দ, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ, স্নায়ু হইতে অনুষ্টুপ, অস্থি হইতে জগতী, মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভূতের রক্ষণ এবং ন্যায় দণ্ড বিধান অধিক; আর বৈশ্যের উক্ত সাধারণ ধর্ম্ম অপেক্ষা কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং কুসীদ (ঋণ দান) বৃত্তি অধিক। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ একজাতি; তাহাদের পক্ষে সত্য, কাম, ক্রোধ, শৌচ, আচমনের নিমিত্ত হস্তপদ প্রক্ষালন বিহিত। অপিচ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, ভৃত্যপালন, স্বদারবৃত্তি এবং উত্তর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পরিচর্য্যা শূদ্রগণের বিহিত কর্ম্ম।' এ সম্বন্ধে বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, "ষট্‌কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি ত্রীণি রাজন্যস্যাধ্যয়নং যজ্ঞোদানঞ্চ শস্ত্রেণ চ প্রজাপালনং স্বধর্ম্মস্তেন জীবেৎ এতান্যেব ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষিবণিক্ পাশুপাল্যং কুসীদঞ্চ তেষাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য।" ইহার ভাবার্থ এই যে, অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজন, দান, এবং প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের বিহিত; অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এই তিন কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের বিহিত, এবং শস্ত্র দ্বারা প্রজাপালন তাঁহাদিগের জীবিকার নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান এই তিন কর্ম্ম, অধিকন্তু কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, কুসীদ বৃত্তি বৈশ্যের বিহিত। উল্লিখিত বর্ণ-ত্রয়ের পরিচর্য্যা শূদ্রের বিহিত।' আপস্তম্বও বলিয়াছেন, "চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাস্তেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো জন্মতঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্ম্ম ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজ্ঞো যাজনং দানং প্রতিগ্রহণং দায়াদ্যং শিলো-ঞ্ছাদ্যন্যচ্চাপরিগৃহীতমেতান্যেব ক্ষত্রিয় স্যাধ্যাপনযাজনপ্রতিগ্রহণানীতি পরিহায় যুদ্ধদণ্ডাদিকানি ক্ষত্রিয়স্য। বৈশ্যস্য দণ্ডযুদ্ধবর্জ্জং কৃষিগোরক্ষ্য-বাণিজ্যাধিকং পরিচর্য্যা শূদ্রস্যেতরেষাং বর্ণনাং। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ; তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞ, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, দায়াদ্য, এবং শিলোঞ্ছাদি বৃত্তি (৭১৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ব্রাহ্মণের স্বকর্ম্ম; অধ্যাপন যাজন এবং প্রতি-গ্রহ ব্যতীত অবশিষ্ট কর্ম্মগুলি অধিকন্তু যুদ্ধ, দণ্ড প্রদানাদি ক্ষত্রিয়ের স্বকর্ম্ম; আর দণ্ড যুদ্ধাদি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য বৈশ্যের স্বকর্ম্ম। উল্লিখিত বর্ণ সমূহের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বকর্ম্ম। মনুও বলিয়া-ছেন, "অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ। প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্ব-প্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাদিশৎ। পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।

বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ। একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃকর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া।” (মনু সংহিতা ১ম অঃ ৮৮—৯১) ইহার ভাবার্থ এই যে, অধ্যয়ন, অধ্যাপন যজন, যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম. প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বিষয়ে অনাসক্তি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধি (সুদ) নিমিত্ত ধন দান, এবং কৃষি কার্য্য বৈশ্যের ধর্ম্ম; অসূয়াবিরহিত হইয়া দ্বিজাতিগণের সেবাই শূদ্রের ধর্ম্ম।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠসরস্বতীর অভিপ্রায়। পঞ্চদশাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, “অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা পরংপদং তৎ পরিমার্গিতব্যং।” অপিচ আত্মার সঙ্গরাহিত্য বিবৃত করিয়া ক্রিয়া কারক ফললক্ষণ সংসারের ত্রিগুণাত্মকত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। গুণাতীত আত্মার পক্ষে গুণাত্মকত্ব সম্ভব নহে। পৃথিব্যাদির সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া পৃথিব্যাদির গুণ গন্ধরসাদির ৯০৯।১৩১১ পৃষ্ঠার টিপ্পনি দ্রষ্টব্য) সহিত আকাশের সংশ্রব সম্ভব হয় না। এ স্থলেও গুণরহিত আত্মার সহিত গুণের সম্বন্ধ তদ্রূপ অসম্ভব বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রার্থ এই স্থলেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত গীতা শাস্ত্রের উপসংহার করিবার অভিপ্রায়ে অসঙ্গ শস্ত্র প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অন্য প্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। বেদে অনধিকার হেতু শূদ্র সমাস মধ্যে স্থান পায় নাই। ইত্যাকার বর্ণ বিভাগ কেন হইয়াছে তাহার হেতু স্বরূপে কথিত হইয়াছে যে. স্বভাবপ্রভব গুণ দ্বারাই এইরূপ বিভাগ ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই স্বভাব। সেই প্রকৃতিই যে সমস্ত গুণের প্রভব অর্থাৎ হেতু তত্ত্বাবতই স্বভাবপ্রভব গুণ। শান্তত্ব হেতু ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বগুণপ্রভব; ঈশ্বর স্বভাবত্ব হেতু সত্ত্ব পরিহার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণ রজোগুণ প্রভব, কৃষ্যাদি স্বভাবত্ব হেতু তমঃ পরিহার কয়িয়া বৈশ্য রজঃপ্রভব; শুশ্রূষা স্বভাবত্ব হেতু রজঃ উপসর্জ্জন করিয়া শূদ্র তমঃ প্রভব। স্বভাব শব্দে প্রাগভবীয় সংস্কার অর্থ ও গ্রহণ করা যাইতে পারে। জন্মান্তরীণ সংস্কার দ্বারা বিভক্ত, কেবল জাতি দ্বারা বিভক্ত নহে এরূপ অর্থও হইতে পারে। জাতিগত পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম বিহিত থাকিলেও শমাদি কতকগুলি ধর্ম্ম সর্ব্ব বর্ণেরই সাধারণ। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্র ব্যতীত অন্যান্য সকলের অধ্যয়ন এবং উচ্চ বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের

অধ্যাপনা সাধারণ ধর্ম্মরূপে এস্থলে পরিগণিত নহে। অর্থাৎ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শুশ্রূষা প্রভৃতি ধর্ম্ম এক এক জাতিতে সীমাবদ্ধ হইলেও শমদমাদি কতকগুলি ধর্ম্ম সকলের পক্ষেই সাধারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ (৫৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ব্রাহ্মণ হইলেও শৌর্য্যাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন এবং ভরতাদি (১৪৭২ পৃঃ টিঃ দ্রঃ) ক্ষত্রিয় হইলে ও শমাদি গুণ বিশিষ্ট ছিলেন। অন্যান্য অনেক স্থলে ও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, যে কোন বর্ণে শমাদি গুণ আশ্রয় করিতে পারে। তাদৃশ গুণ সম্পন্ন শূদ্রকে ও ব্রাহ্মণের ন্যায় জানিতে হইবে। আর যদি ব্রাহ্মণ নিকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে ও শূদ্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। সর্পাকারপ্রাপ্ত নহুষ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ কে ? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, "সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহাতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য অর্থাৎ দয়া, তপ এবং ঘৃণা পরিদৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। তদনন্তর নহুষের * প্রশ্নান্তরের উত্তর স্বরূপে যুধিষ্ঠির

* নহুষ।—আয়ুর পুত্র মহারাজ নহুষ শতাশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গধামে ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নহুষের মনে স্বকীয় শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অহঙ্কারের উদ্ভব হইয়াছিল ; তিনি ঋষিগণকে যানবাহকরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক পর্য্যটন করিতেন। একদা অগস্ত্য ঋষি উল্লিখিতরূপ যানবাহক হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা অভাবে বিরক্ত হইয়া নহুষ তাঁহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ ঋষি নহুষকে "অজগর দশা প্রাপ্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাৎ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে নহুষ সর্পাকারে পরিণত হইয়া ভূপতিত হইলেন। অজগরত্ব প্রাপ্তির সময়ে তিনি বিবিধ বিনয়নম্রবাক্যে ঋষি ও বিপ্রগণের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শাপ মুক্তির নিমিত্ত অনেক কাতরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার করুণবচনে প্রসন্ন হইয়া ঋষি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, যখন মহাপুরুষ যুধিষ্ঠির নহুষকৃত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন, তখনই তাঁহার দ্বারা রাজার অজগরত্ব দূর হইয়া পূর্ব্ব কলেবর প্রাপ্তি হইবে। সর্পকলেবর প্রাপ্ত হইলেও নহুষের পূর্ব্ব স্মৃতি বা জ্ঞান বিনষ্ট হইল না।

পাণ্ডবগণ বনবাসকালে যখন দ্বৈত বনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদা ভীমসেন মৃগয়া ব্যপদেশে ঘণারণ্যে প্রবেশ করিয়া বিশাল কলেবর অজগর নহুষের সন্নিধানে উপস্থিত হন। সর্প তৎক্ষণাৎ বৃকোদরকে আক্রমণ করিয়া নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলে। ভীম এই অদ্ভুত সর্পের অত্যাশ্চর্য্য পরাক্রম দেখিয়া সবিস্ময়ে অজগরের অতীত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন। উত্তরে নহুষ আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া অজগরত্ব প্রাপ্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। এদিকে চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির অনুজের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া ক্রমশঃ সর্পাধিকৃত স্থানে উপস্থিত হন এবং ভীমের দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া সর্পকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করেন। সর্পরূপী নহুষ

বলিয়াছিলেন, "যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥" (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ যথা, 'যে ব্যক্তিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার সমূহ লক্ষিত হয়, তিনি শূদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে এই সকল গুণের অভাব, সে ব্রাহ্মণ হইলেও শূদ্র মধ্যে পরিগণিত।' জাতিধর্ম্ম ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়ের উপসংহারে তাহা উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে শমাদি ধর্ম্ম যদি অব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।" (গীতা ১৮।৪৫) অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্ম সেবন দ্বারা পরা সংসিদ্ধি লাভ করে। ইত্যাদি স্থলেও যে কর্ম্ম শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অধ্যাপনাদি বর্ণানুগত বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম; শমাদি সাধারণ কর্ম্ম তদ্দ্বারা লক্ষিত নহে। জ্ঞান বিজ্ঞানবিদ্গণের পক্ষে অন্য কোনরূপ লব্ধব্য নাই। অতএব শমদমাদি সাধারণ ব্রাহ্মণেরই লক্ষণ ॥ ৪১ ॥

—(ঃ০ঃ)—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (অকৌটিল্যং) জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ (সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা) এব চ স্বভাবজং (স্বভাবাৎ জাতং) ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণস্য কর্ম্ম) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ। শম দম তপ শৌচ ক্ষমা ঋজুতা জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য স্বভাব-জাত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

আয়ত্তাগত ভক্ষ্য পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন যুধিষ্ঠিরের সহিত সর্পের অনেক প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। সর্পকৃত প্রশ্নের সদুত্তর দানে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। সর্পও নানাবিধ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রীত করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের নিয়মানুসারে সঙ্গে সঙ্গে নহুষের অজগরত্ব অপগত হইল। তখন তিনি দিব্য-কলেবর ধারণ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন। (মহাভারত বন-পর্ব্ব ১৮০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মহারাজ নহুষের যাতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, বিযাতি ও কৃতি এই ছয় পুত্র। (যযাতির বিশেষ বিবরণ ২৪৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

ব্যাখ্যা।—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণীত্যুচ্যতে শম ইতি। শমোদমশ্চ যথা ব্যাখ্যাতার্থৌ তপো যথোক্তং শারীরাদি, শৌচং ব্যাখ্যাতং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জবম্ ঋজুতৈব চ, জ্ঞানং বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যং অস্তিভাবঃ শ্রদ্দধানতা পরমার্থেষু আগমার্থেষু ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবিভক্তানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি ॥৪২॥

আনন্দগিরি।—প্রবিভক্তানি কর্ম্মাণ্যেব প্রশ্নদ্বারা বিবিচ্য দর্শয়তি কানীত্যাদিনা। অন্তঃকরণোপশমঃ শমো দমোবাহ্যকরণোপরতিরিত্যুক্তং স্মারয়তি যথেতি। ত্রিবিধন্তপঃ সপ্তদশে দর্শিতমিত্যাহ তপ ইতি। শৌচমপি বাহ্যান্তরভেদেন প্রাগেবোক্তমিত্যাহ শৌচমিতি ক্ষমা নামাক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা মনসি বিকাররাহিত্যং জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং পদার্থজ্ঞানং বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থস্য স্বানুভবপর্য্যন্তত্বাপাদনং ত্রিধা ব্যাখ্যাতং। স্বভাবশব্দার্থমুপেত্যাহ যদুক্তমিতি ॥ ৪২ ॥

রামানুজ।—শম ইতি। শমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিয়মনং দমোঽন্তঃকরণনিয়মনং তপো ভোগনিয়মনরূপঃ শাস্ত্রসিদ্ধঃ কায়ক্লেশঃ। শৌচং শাস্ত্রীয়কর্ম্মযোগ্যতা ক্ষান্তিঃ পরৈঃ পীড্যমানস্যাপ্যবিকৃতচিত্ততা। আর্জ্জবং পরেষু মনোঽনুরূপং বাহ্যচেষ্টাপ্রকাশনং। জ্ঞানং পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্যজ্ঞানং বিজ্ঞানং পরতত্ত্বগতাসাধারণবিশেষবিষয়ং জ্ঞানম্। আস্তিক্যং বৈদিকার্থস্য কৃৎস্নস্য সত্যতানিশ্চয়ঃ প্রকৃষ্টঃ কেনাপি হেতুনা চালয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ। ভগবান্ পুরুষোত্তমো বাসুদেবঃ পরব্রহ্মাশব্দাভিধেয় নিরস্তনিখিলদোষগন্ধঃ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয় জ্ঞানশক্ত্যাদ্যসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণঃ নিখিলবেদবেদান্তবেদ্যঃ স এব নিখিলজগদেককারণং নিখিল-জগদাধারভূতো নিখিলস্য স এব প্রবর্ত্তয়িতা তদারাধনভূতং চ কৃৎস্নং বৈদিকং কর্ম্ম তৈস্তৈ-রারাধিতো ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং ফলং প্রযচ্ছতীত্যস্যার্থস্য সত্যতানিশ্চয়ঃ। আস্তিক্যং "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, অহং সর্ব্বস্য প্রভবো, ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বর" মিত্যুচ্যতে। তদেতৎ ব্রাহ্মণস্য স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

হনুমান্।—তপঃস্বধর্ম্ম প্রবৃত্তিঃ শৌচং শুদ্ধিভাবো ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবমৃজুভাবঃ জ্ঞানমাত্মবিবেকঃ বিজ্ঞানং মমত্বাদিপদার্থেষু অস্তিত্ববুদ্ধিঃ ব্রাহ্মণ তদেদং স্বভাবজং প্রকৃতি-ভাবং ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর।—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরম দমোবাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আর্জবম-বক্রতা জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবঃ আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

বলদেব।—ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ শম ইতি। শমোঽন্তঃকরণস্য সংযমঃ। দমো বহিঃকরণস্য। তপঃ শাস্ত্রীয়কায়ক্লেশঃ। শৌচং দ্বিবিধমুক্তং। ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুতা। আর্জ্জবমবক্রত্বং। জ্ঞানং শাস্ত্রাৎ পরাবরতত্ত্বাবগমঃ। বিজ্ঞানং তস্মাদেব তদেকান্তধর্ম্মাধিগমঃ। আস্তিক্যং সর্ব্ববেদবেদ্যো হরির্নিখিলৈককারণং স্ববিহিতৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ কেবলয়া ভক্ত্যা চ সন্তোষিতঃ। স্বপর্য্যন্তং সর্ব্বমর্পয়তীতি শাস্ত্রাধিগতেঽর্থে সত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ। এতৎ স্বাভাবিকং ব্রহ্মকর্ম্ম। যদ্যপি সত্ত্ববৃদ্ধৌ ক্ষত্রিয়াদেরপ্যেতে ধর্ম্মা ভবন্তি তথাপি সত্ত্বপ্রাধান্যাদ্ব্রাহ্মণস্যেতি জ্ঞেয়মিতি। এবমুক্তং বিষ্ণুনা। "ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥ আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে" ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন।—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকগুণকৃতানি কর্ম্মাণ্যাহ শম ইতি শমোঽন্তঃকরণোপরমঃ দমোবাহ্যকরণোপরমঃ প্রাগুক্তঃ, তপঃ শারীরাদি দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞেত্যাদাবুক্তং শৌচমপি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন প্রাগুক্তং ক্ষান্তিঃ ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বা মনসি বিকাররাহিত্যং প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্ আর্জ্জবমকৌটিল্যং প্রাগুক্তং জ্ঞানং সাঙ্গবেদতদর্থবিষয়ং, বিজ্ঞানং কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিকর্ম্মকৌশল্যং, ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভবঃ। আস্তিক্যং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা প্রাগুক্তা, এতচ্ছমাদি নবকং স্বভাবজং সত্ত্বগুণস্বভাবকৃতং ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম। যদ্যপি চতুর্ণামপি বর্ণানাং সাত্ত্বিকাবস্থায়ামেতে ধর্ম্মা সংভবন্তি, তথাপি বাহুল্যেন ব্রাহ্মণে ভবন্তি সত্ত্বস্বভাবত্বাত্তস্য সত্ত্বোদ্রেকবশেন ত্বন্যত্রাপি কদাচিদ্ভবন্তীতি শাস্ত্রান্তরে সাধারণধর্ম্মতয়োক্তাঃ। তথা চ বিষ্ণুঃ—"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥ আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেবব্রাহ্মণপূজনম্। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥" সামান্যশ্চতুর্ণামপি বর্ণানাং তথা প্রায়েণ চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণামিত্যর্থঃ। তথা বৃহস্পতিঃ "দয়া ক্ষমাঽনসূয়া চ শৌচানায়াসমঙ্গলম্। অকার্পণ্যমস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানি চ॥ পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা। আপন্নে রক্ষিতব্যং তু দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥ বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে ক্বচিৎ। ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥ ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি। নান্যদোষেষু রমতে সাঽনসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥ অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ। স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ শরীরং পীড্যতে যেন সুশুভেনাপি কর্ম্মণা। অত্যন্তং তন্ন কর্ত্তব্যমনায়াসঃ স উচ্যতে॥ প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিসর্জ্জনম্। এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। স্তোকাদপি প্রদাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা। অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদকার্পণ্যং হি তৎ স্মৃতম্। যথোৎপন্নেন সন্তোষঃ কর্ত্তব্যো হ্যর্থবস্তুনা। পরস্যাচিন্তয়িত্বার্থং সাঽস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা।" এত এবাষ্টাবাত্মগুণত্বেন গৌতমেন পঠিতাঃ—"অথাষ্টাবাত্মগুণাঃ দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি।" তথা মহাভারতে—"সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জ্জবম্। জ্ঞানং শমো দয়া ধ্যানমেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ। সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং মনসোদমনং দমঃ। তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং শৌচং সঙ্করবর্জ্জনম্। সন্তোষো বিষয়ত্যাগো হ্রীর-

কার্য্যনির্বর্ত্তনম্। ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা। জ্ঞানং তত্ত্বার্থসংবোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা। দয়া ভূতহিতৈষিত্বং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" দেবলঃ "শৌচং দানং তপঃ শ্রদ্ধা গুরুসেবা ক্ষমা দয়া। বিজ্ঞানং বিনয়ঃ সত্যমিতি ধর্ম্মসমুচ্চয়ঃ।" তথা "ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনং তপঃ। প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা। নাস্তি হ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যপ্রয়োজনম্। যৎপুনর্ব্বৈদিকীনাং চ লৌকিকীনাং চ সর্ব্বশঃ। ধারণং সর্ব্ববিদ্যানাং বিজ্ঞানমিতি কীর্ত্ত্যতে। বিনয়ং দ্বিবিধং প্রাহুঃ শশ্বদ্দমশমৌ ইতি।" শেষং ব্যাখ্যাতপ্রায়মিতি বচনানি ন লিখিতানি। যাজ্ঞবল্ক্যঃ—"ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্। অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শন-মিতি।" ইয়ং চ সর্ব্বা দৈবী সংপৎ প্রাগ্ব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকীতরেষাং নৈমিত্তিকীতি ন বিরোধঃ ॥ ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ব্রাহ্মণকর্ম্মাণ্যাহ শম ইতি। অন্তঃকরণনিগ্রহঃ শমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহোদমঃ তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদিভেদেন ত্রিবিধম্ শৌচং বাহ্যং মৃজ্জলাভ্যাম্ আভ্যন্তরং ভাবশুদ্ধিঃ ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জবমকৌটিল্যং, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্, কর্ম্ম ব্রহ্মবিষয়ং, বিজ্ঞানম্ তদনু-ষ্ঠানানুভবাত্মকম্, আস্তিক্যং শ্রদ্ধা, এতন্নবকং ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণত্বজাত্যভিব্যঞ্জকং কর্ম্ম স্বভাবজং প্রাচীনধর্ম্মসংস্কারজম্ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্র সত্ত্বপ্রধানানাং ব্রাহ্মণানাং স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ শম ইতি। শমোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমোবাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। তপঃ শরীরাদি। জ্ঞানবিজ্ঞানে শাস্ত্রানুভবোত্থে। আস্তিক্যং শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসঃ। এবমাদি ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য কর্ম্ম স্বভাবজং স্বাভাবিকম্ ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে স্বভাবপ্রভব গুণকর্ম্মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই স্বভাবজাত কর্ম্মের বর্ণানুগত বিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সাধারণ কর্ম্মের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে। এস্থলে যে সকল কর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, গীতার স্থানে স্থানে তাহা বহুশঃ আলোচিত হইয়াছে। শম অর্থাৎ চিত্তোপরম; দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়োপরম; তপঃ অর্থাৎ শরীর নিগ্রহ; শৌচ অর্থাৎ বাহ্যান্তর শুদ্ধি; ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা—আকৃষ্ট বা তাড়িত হইলেও মনের বিকাররাহিত্য; আর্জ্জব অর্থাৎ ঋজুতা বা অকৌটিল্য; জ্ঞান অর্থাৎ সাঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞতা-জনিত বিষয়াববোধ; বিজ্ঞান অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্ম্মকুশলতা এবং ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি; আস্তিক্য অর্থাৎ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা—পরলোক ব্রহ্মাদি বিষয়ের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস। এই শমাদি নয় প্রকার কর্ম্ম

ব্রাহ্মণ-জাতির স্বভাবজ, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হেতু স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণগণকে উল্লিখিত কর্ম্ম চতুষ্টয় আশ্রয় করিয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এতৎশ্লোকোক্ত "আস্তিক্য" শব্দোপলক্ষ্যে বলিয়াছেন, সমস্ত বৈদিকার্থের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞানই আস্তিক্য; সেই জ্ঞান এরূপ বদ্ধমূল ও প্রকৃষ্ট যে, কোন হেতু দ্বারাই তাহা বিচ্যুত হইবার নহে। ভগবান্ পুরুষোত্তম বাসুদেব সর্ব্বপ্রকার দোষসংলেপবিরহিত, পরম ব্রহ্মনামাভিধেয়; তিনি স্বভাবতঃ অসীম নিরতিশয় জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি সংখ্যাতীত কল্যাণগুণ সমষ্টি স্বরূপ; অপিচ তিনি নিখিল বেদ-বেদান্তের জ্ঞাতব্য; তিনিই নিখিল জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপ, নিখিল জগতের আধার স্বরূপ, সমস্ত ব্যাপারের প্রবর্ত্তক; সমস্ত বৈদিক-কর্ম্মই তাঁহার আরাধনাতে পর্য্যবসিত; শাস্ত্রীয় সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা আরাধিত হইয়া তিনি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকেন; এই মীমাংসার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞানই আস্তিক্য। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে নানা স্থানে বলিয়াছেন, "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" (১৫। ১৫) "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" (১০। ৮) "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং" (৭। ৭) "ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং" (৫। ২৯) "জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি" (৫। ২৯) "মত্তঃ পরতরং নান্যদ্ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (৭। ৭) "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং" (১৫। ৪) "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (১৮। ৪৬) যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরং। (১০। ৩) এতদ্বিষয়ে নিশ্চল বিশ্বাসই আস্তিক্য।

এতদুপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় নিম্নলিখিত রূপ আলোচনা অবতারিত করিয়াছেন। যদিও উল্লিখিত কয় প্রকার কর্ম্ম চাতুর্ব্বর্ণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে আশ্রয় করিলেও করিতে পারে, তথাপি বাহুল্যরূপে ব্রাহ্মণগণেরই এই সকল কর্ম্মপরায়ণতা পরিদৃষ্ট হয়। এজন্য তত্তাবতকে ব্রাহ্মণেরই স্বভাবজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃ সত্ত্বপ্রধান; সত্ত্ব গুণের উদ্রেক-বশতঃ অন্যান্য বর্ণে কদাচিৎ এই সকল কর্ম্মপরায়ণতা দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্যই শাস্ত্রান্তরে এতৎ সমস্ত সাধারণ ধর্ম্মরূপে উল্লিখিত

হইয়াছে। বিষ্ণু * বলিয়াছেন, "ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়-সংযমঃ। অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া। আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেব-ব্রাহ্মণপূজনং। অনভ্যসূয়া চ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, ক্ষমা, সত্য, দম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, গুরু-শুশ্রূষা, তীর্থসেবা, দয়া, সরলতা, লোভহীনতা, দেবতা এবং ব্রাহ্মণে ভক্তি, ঈর্ষাশূন্যত্ব, এই সকল ধর্ম্ম সামান্য বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ ইহা সর্ব্ব বর্ণেরই ধর্ম্ম এবং প্রায় চতুর্ব্বিধ আশ্রমেরও (১৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এইরূপ ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বৃহস্পতিও (১৮৫৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন, "দয়া ক্ষমাঽনসূয়া চ শৌচানায়াসমঙ্গলং। অকার্পণ্য-মস্পৃহত্বং সর্ব্বসাধারণানি চ। পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা। আপন্নে রক্ষিতব্যং তু দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা। বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে কচিৎ। ন কুপ্যতি নবা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা। ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি মন্দগুণানপি। নান্যদোষেষু রমতে সাঽনসূয়া প্রকীর্ত্তিতা। অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্য নিগুণৈঃ। স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং। শরীরং পীড্যতে যেন সুশুভেনাপি কর্ম্মণা। অত্যন্তং তন্ন কর্ত্তব্যমনায়াসঃ স উচ্যতে। প্রশস্তাচরণং নিত্যম-প্রশস্তবিসর্জ্জনং। এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। স্তোকাদপি প্রদাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা। অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদকার্পণ্যং হি তৎ স্মৃতং। যথোৎপন্নেন সন্তোষঃ কর্ত্তব্যো হ্যর্থবস্তুনা। পরস্যাচিন্তয়িত্বার্থং সাঽস্পৃহা পরি-কীর্ত্তিতা।" ইহার ভাবার্থ এই যে, দয়া, ক্ষমা, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য এবং অস্পৃহা এই সমস্ত সাধারণ ধর্ম্ম। পর এবং বন্ধু-বর্গ, হিতৈষী এবং দ্বেষকারী, অপিচ বিপন্নজনকে সর্ব্বদা রক্ষা করার প্রবৃত্তি দয়া নামে পরিকীর্ত্তিতা। বাহ্য বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে কেহ দুঃখ প্রদান করিলে তাহার প্রতি কুপিত না হওয়া বা তন্নাশে উদ্যত না হওয়াই ক্ষমা। গুণবিশিষ্ট ব্যক্তির গুণের নাশ না করা, নিন্দিত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও

* বিষ্ণু।—ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ। "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতো যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী। পরাশর ব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

প্রসংসা করা, অপিচ অপরের দোষ দর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করাই অনসূয়া। অভক্ষ্য পরিহার, গুণীর সহিত সংসর্গ এবং স্বধর্ম্মে অবস্থান, এই সকল শৌচ নামে প্রকীর্ত্তিত। যে সকল উত্তম কর্ম্ম দ্বারা শরীর অতিশয় পীড়িত হয়, তাহা না করিয়া যাহা সহজসাধ্য, তাহা করার নামই অনায়াস। নিত্য প্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ এবং অপ্রশস্ত কর্ম্মের ত্যাগ করাই তত্ত্বদর্শী যোগিগণ কর্ত্তৃক মঙ্গল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন আন্তরিক প্রসন্নতা সহকারে অল্পে অল্পে যে দান, তাহাই অকার্পণ্য নামে অভিহিত হয়। পরের অর্থ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া যথালব্ধ অর্থলাভে সন্তোষ প্রকাশ, অস্পৃহা নামে পরিকীর্ত্তিত হয়। এই আট প্রকার ধর্ম্ম মহাত্মা গোতম * আত্মগুণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;— "অথাষ্টাবাত্মগুণা দয়া সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরনসূয়া শৌচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্যমস্পৃহেতি।" মহাভারতেও কথিত হইয়াছে যে, "সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষো হ্রীঃ ক্ষমার্জ্জবং। জ্ঞানং শমোদয়া ধ্যানমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং মনসোদমনং দমঃ। তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং শৌচং সঙ্কর-বর্জ্জনং। সন্তোষো বিষয়ত্যাগো হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনং। ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা। জ্ঞানং তত্ত্বার্থসংবোধঃ শমশ্চিত্ত প্রশান্ততা। দয়া ভূতহিতৈষিত্বং ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, সত্য, দম, শৌচ, সন্তোষ, হ্রী, ক্ষমা, অকৌটিল্য, জ্ঞান, শম, দয়া, ধ্যান এই সকল সনাতন ধর্ম্ম। ভূতহিতের নামই সত্য ; মনের দমনের নাম দম ; স্বধর্ম্মবর্ত্তিতার নাম তপ ; সঙ্কর বর্জ্জনের নাম শৌচ ; বিষয়ত্যাগের নাম সন্তোষ ; অকার্য্য হইতে নিবৃত্তির নাম হ্রী ; সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতার নাম ক্ষমা ; সমচিত্ততার নাম আর্জ্জব ; তত্ত্বার্থ বোধের নাম জ্ঞান ; চিত্ত প্রসন্নতার নাম শম ; ভূতহিতেচ্ছার

* গোতম।—ইনি অন্যতম ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক। অপিচ 'গোতমসূত্র' প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্র ইঁহারই প্রণীত বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ইঁহার পত্নীর নাম অহল্যা। সত্যযুগে একদা দেবরাজ ইন্দ্র ছদ্মবেশে গোতমরূপ ধারণ করিয়া অহল্যার সতীত্ব নাশ করিয়াছিলেন। গোতম-শাপে অহল্যা পাষাণী হইয়া ভূতলে পতিতা ছিলেন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে তাঁহার শাপমুক্তি হইয়াছিল। (বিশেষ বিবরণ রামায়ণে দ্রষ্টব্য)

নাম দয়া; মনের বিষয়বিহীনতার নাম ধ্যান। দেবলও * বলিয়াছেন, "শৌচ, দান, তপঃ, শ্রদ্ধা, গুরুসেবা, ক্ষমা, দয়া, বিজ্ঞান, বিনয় এবং সত্য এই গুলিই ধর্ম্মসমুচ্চয়।" আরও বলিয়াছেন, "ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনং তপঃ। প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা। নাস্তি হ্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্য প্রয়োজনং। যৎপুনর্বৈদিকীনাং চ লৌকিকীনাং চ সর্ব্বশঃ। ধারণং সর্ব্ববিদ্যানাং বিজ্ঞানমিতি কীর্ত্ত্যতে। বিনয়ং দ্বিবিধং প্রাহুঃ শশ্বদ্দমশমৌ ইতি।" অর্থাৎ ব্রত, উপবাসাদির নিয়মের দ্বারা শরীরের উত্তাপনই তপ; ধর্ম্মকার্য্য সমূহে দৃঢ় প্রত্যয় শ্রদ্ধা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অশ্রদ্ধাবান্ লোকের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। লৌকিক এবং বৈদিক সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার ধারণ অর্থাৎ অববোধকে বিজ্ঞান বলা হয়। বিনয় দুই প্রকার; সর্ব্ব প্রকার দম এবং শম। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য † বলিয়াছেন, "ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাং। অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং।" অর্থাৎ যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান এবং স্বাধ্যায় এই সকল কর্ম্মের মধ্যে যোগ দ্বারা আত্মদর্শনই পরম ধর্ম্ম। এ সমস্তই দৈবীসম্পদ্, একথা পূর্ব্বে (১৬শ অধ্যায় ১—৩ শ্লোক।) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উল্লিখিত ধর্ম্ম সমূহ ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক, এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণসমূহের নৈমিত্তিক, সুতরাং এস্থলে বিরোধের কোনই আশঙ্কা নাই॥ ৪২॥

---

* দেবল।—অসিত মুনির পুত্র মহাত্মা দেবল একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা। ইনি দেবসভার সুন্দরী শিরোমণি রম্ভা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া অষ্টাবক্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যোগশাস্ত্রের অষ্টাবক্রসংহিতা নামক সুপ্রসিদ্ধ সূত্র সকল প্রণয়ন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বক্রেশ্বর নামক পুণ্যতীর্থে এই মুনির প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। অষ্টাবক্র একাধিক ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে কাহারও কাহারও মতভেদ আছে।

† যাজ্ঞবল্ক্য।—অন্যতম ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজক। ইনি যোগে এরূপ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, যোগীশ্বর বা যোগেশ নামে বিখ্যাত। ইনি সাধারণ্যে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য নামে পরিচিত। ব্রহ্মরাত্রি ইহার নামান্তর।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—শৌর্য্যং (পরাক্রমঃ) তেজঃ (প্রাগল্‌ভ্যং) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং) দাক্ষ্যং (কার্য্যকৌশলং) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং (অপরাঙ্মুখতা) দানম্ ঈশ্বরভাবঃ (নিয়মনসামর্থ্যং) চ স্বভাবজং (স্বভাবাৎ জাতং) ক্ষত্র-কর্ম্ম (ক্ষত্রিয়স্য কর্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ।—শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যদক্ষতা, যুদ্ধেও পলায়ন-না-করা, দান এবং নিয়মন-শক্তি স্বভাব-হইতে-জাত ক্ষত্রিয়ের-কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা।—পরাক্রম, প্রগল্‌ভতা, ধৈর্য্য, কার্য্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখত্ব, মুক্তহস্ততা এবং প্রভুশক্তি বিস্তার ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং শূরস্য ভাবস্তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং ধৃতির্দ্ধারণং সর্ব্বাবস্থাস্বনবসাদো ভবতি যয়া ধৃত্যোত্তম্ভিতস্য দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তির্যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখীভাবঃ শত্রুভ্যঃ দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা ঈশ্বরভাবঃ ঈশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণমীষিতব্যান্ প্রতি ক্ষাত্রং কর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতের্ব্বিহিতং কর্ম্ম ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি।—শূরস্য ভাবো বিক্রমো বলবত্তরানপি প্রহর্ত্তুং প্রবৃত্তিঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরৈরধর্ষণীয়ত্বং মহত্যামপি বিপদি দেহেন্দ্রিয়োত্তম্ভনী চিত্তবৃত্তির্ধৃতিরিতি ব্যাচষ্টে সর্ব্বাবস্থাস্বিতি। দক্ষস্য ভাবমেব বিভজতে সহসেতি ॥ ৪৩ ॥

রামানুজ।—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং যুদ্ধে নির্ভয় প্রবেশসামর্থ্যং। তেজো পরৈরনভিভবনীয়তা ধৃতিঃ আরব্ধে কর্ম্মণি বিঘ্নোপনিপাতেঽপি তৎসমাপনসামর্থ্যং দাক্ষ্যং সর্ব্বক্রিয়ানিবৃত্তি-সামর্থ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং যুদ্ধে চ আত্মমরণনিশ্চয়েপ্যনিবর্ত্তনং দানমাত্মীয়দ্রব্যস্য পরস্বত্বাপাদন-পর্য্যন্তস্ত্যাগঃ ঈশ্বরভাবঃ স্বব্যতিরিক্ত সকলজননিয়মনসামর্থ্যম্ এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবজং কর্ম্ম ॥৪৩॥

হনুমান্।—শৌর্য্যং রণনির্ভয়ত্বং তেজঃ প্রতাপঃ ধৃতিঃ ধৈর্য্যং দাক্ষ্যং নিপুণতা অপলায়নং শত্রূণামভিমুখাবস্থানং দানং হিরণ্যাদেঃ পাত্রে সমর্পণং ক্ষত্রিয়স্যেদং ক্ষাত্রং স্বভাবজং প্রকৃতিভাবম্॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর।—ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ধৃতির্ধৈর্য্যং দাক্ষ্যং কৌশলং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং অপরাঙ্মুখতা দানমৌদার্য্যং ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩॥

বলদেব।—ক্ষত্রিয়স্যাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং যুদ্ধে নির্ভয়া প্রবৃত্তিঃ। তেজঃ পরৈরধৃষ্যত্বং। ধৃতির্মহত্যপি সংকটে দেহেন্দ্রিয়ানবসাদঃ। দাক্ষ্যং ক্রিয়াসিদ্ধিকৌশলং। যুদ্ধে মৃত্যুনিশ্চয়েঽপ্যপলায়নং তত্রাবৈমুখ্যং। দানম্ অসঙ্কোচেন স্ববিত্তত্যাগঃ। ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থমীশিতব্যেষু শাসনাতিগেষু প্রভুত্বশক্তিপ্রকাশঃ। এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

মধুসূদন।—ক্ষত্রিয়স্য গুণস্বভাবকৃতানি কর্ম্মাণ্যাহ শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং বিক্রমো বলবত্তরানপি প্রহর্ত্তুং প্রবৃত্তিঃ তেজঃ প্রাগল্ভ্যং পরৈরধর্ষণীয়ত্বং ধৃতির্মহত্যামপি বিপদি দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্যানবসাদঃ দাক্ষ্যং দক্ষভাবঃ সহসা প্রত্যুপন্নেষু কার্য্যেষব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নপরাঙ্মুখীভাবঃ দানম্ অসঙ্কোচেন বিত্তেষু স্বস্বত্বপরিত্যাগেন পরস্বত্বাপাদানম্ ঈশ্বরভাবঃ প্রজাপালনার্থং ঈশিতব্যেষু প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণং চ ক্ষত্রকর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতের্বিহিতং কর্ম্ম স্বভাবজং সত্ত্বোপসর্জ্জনরজোগুণস্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ধৃতির্ধৈর্য্যং দাক্ষ্যং যুদ্ধে কৌশলমুৎসাহো বা, দানমৌদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবঃ উন্মার্গবর্ত্তিনাং নিয়মনশক্তিঃ এতৎক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ।—সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানানাং ক্ষত্রিয়াণাং কর্ম্মাহ। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ তেজঃ প্রাগল্ভং ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্ ঈশ্বরভাবো লোকনিয়ন্তৃত্বম্ ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবজ কর্ম্মের বিবরণ লিখিত হইতেছে। শৌর্য্য অর্থাৎ পরাক্রম বা বলবান শক্রকেও নিষ্পেষিত করিবার প্রবৃত্তি; তেজঃ অর্থাৎ প্রগল্‌ভতা বা অপর কর্ত্তৃক নির্জ্জিত না হওয়া; ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য বা মহৎ আপদেও দেহেন্দ্রিয়াদির অনবসন্নতা; দাক্ষ্য অর্থাৎ দক্ষতা বা সহসা সমাগত কার্য্যে ও নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্তি; যুদ্ধে অপলায়ন অর্থাৎ প্রাণান্ত হইবার উপক্রমেও পরাঙ্মুখ না হইয়া নির্ভয়ভাবে অস্ত্রচালন; দান অর্থাৎ অনায়াসে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বকীয় বিত্ত অপরকে সমর্পণ; ঈশ্বরভাব অর্থাৎ সমভাবে প্রজাপালন প্রবৃত্তি অথবা শাসিতগণের উপর স্বকীয় ঐশী শক্তির প্রকটন; এই গুলি স্বভাবজ ক্ষত্রকর্ম্ম। ইহার ভাবার্থ এই যে, ক্ষত্রিয়গণের আজন্ম এই সকল কর্ম্মের প্রতি স্বভাবতঃ অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ ইহার উপপন্ন হইতেছে যে, যুদ্ধ, শত্রুশাসন, উৎসাহ, তেজঃ প্রকাশ, প্রজাপালনানুরক্তি এবং সৎপাত্রে

বিত্তদানাদি কার্য্য ক্ষত্রিয় জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই সকল ধর্ম্ম স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের হৃদয়ে উন্মেষিত হয়, এবং ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে ইহার কোন কোনটী বা সকল গুলিই সবিশেষ পরিস্ফুট বা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র জাতি সম্বন্ধে যে ধর্ম্ম স্বতঃ সঞ্জাত হইতে দেখা যায়, তাহাই সেই জাতির স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, এই জন্যই তাঁহাদিগকে রজঃপ্রধান বলা হয়। কিন্তু সাধনা বলে বা সজ্জন সঙ্গ হেতু অথবা প্রাক্তন সংস্কার বশে ক্ষত্রিয়গণও যে ব্রাহ্মণের ন্যায় সত্ত্ব প্রধান হইতে পারে না বা সত্ত্বগুণাবলম্বিত জনগণের ন্যায় ক্রিয়া কলাপানুষ্ঠানে সমর্থ হন না, এরূপ নহে ॥ ৪৩ ॥

——০ঃ)ঃ০ঃ(ঃ০——

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং (প্রকৃতজাতং) বৈশ্যকর্ম্ম, শূদ্রস্য অপি পরিচর্য্যাত্মকং (দ্বিজশুশ্রূষারূপং) কর্ম্ম স্বভাবজম্ (স্বভাবাৎ জাতং) ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ।—কৃষি-গো-পালন-বাণিজ্য স্বভাব জাত বৈশ্যের কর্ম্ম, শূদ্রেরও দ্বিজ-শুশ্রূষা-রূপ কর্ম্ম স্বভাব-জাত ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা।—কৃষিকার্য্য, গোপালন, এবং বাণিজ্য, ইহাই বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম; দ্বিজাতির শুশ্রূষারূপ কার্য্যই শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কৃষীতি। কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং কৃষিশ্চ গৌরক্ষ্যঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ কৃষিগৌরক্ষবাণিজ্যং কৃষির্ভূমের্ব্বিলেখনং গাঃ রক্ষতীতি গৌরক্ষস্তদ্ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যং বাণিজ্যং বণিক্‌কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণং বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং,পরিচর্য্যাত্মকং শুশ্রূষাস্বভাবং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরি।—বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্ম বিবক্ষয়ানুবদতি কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

রামানুজ।—কৃষীতি। কৃষিঃ শস্যোৎপাদনং কর্ষণং গোরক্ষ্যং পশুপাল্যমিত্যর্থঃ।

বাণিজ্যং ধনসঞ্চয়হেতুভূতং ক্রয়বিক্রয়াত্মকং কর্ম্ম এতৎ বৈশ্যস্য স্বভাবজং কর্ম্ম পূর্ব্ববর্ণত্রয়াণাং পরিচর্য্যারূপং শূদ্রস্য স্বভাবজং কর্ম্ম তদেতচ্চতুর্ণাং বর্ণানাং বৃত্তিভিঃ সহ কর্ত্তব্যানাং শাস্ত্রবিহিতানাং যজ্ঞাদিকর্ম্মণাং প্রদর্শনার্থ মুক্তং। যজ্ঞাদয়স্ত্রয়াণাং বর্ণানাং সাধারণাঃ শমদমাদয়োঽপি ত্রয়াণাং বর্ণানাংমুমুক্ষুণাংসাধারণাঃ ব্রাহ্মণস্য তু সত্ত্বোদ্রেকস্য স্বাভাবিকত্বেন শমদমাদয়ঃ সুখোপাদানা ইতি কৃত্বা তস্য শমদমাদয়ঃ স্বভাবজং কর্ম্মেত্যুক্তং। ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োস্তু স্বতোরজস্তমঃপ্রধানত্বেন শমদমাদয়ো দুঃখোপাদানা ইতি কৃত্বা ন তৎকর্ম্মেত্যুক্তং। ব্রাহ্মণস্য বৃত্তির্যাজনাধ্যপনপ্রতিগ্রহাঃ। ক্ষত্রিয়স্য জনপদপরিপালনং বৈশ্যস্য কৃষ্যাদয়ো যথোক্তাঃ। শূদ্রস্য তু কর্ত্তব্যং বৃত্তিশ্চ পূর্ব্ববর্ণপরিচর্য্যা ইতি ॥ ৪৪ ॥

হনুমান্। —গবাং রক্ষা রক্ষণং গৌরক্ষ্যং বণিক্ ক্রয়বিক্রয়ী, তস্য ভাবো বাণিজ্যম্ এতদ্বৈশ্যস্য স্বভাবজম্॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর।—বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গাঃ রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

বলদেব।—বৈশ্যস্যাহ কৃষীতি। অন্নাদ্যুৎপত্তয়ে হলাদিনা ভূমের্বিলেখনং কৃষিঃ। পাশুপাল্যং গোরক্ষম্। বণিক্কর্ম্ম বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়লক্ষণম্। বৃদ্ধৌ ধনপ্রয়োগঃ কুশীদমপ্যত্রান্তর্গতম্। এতৎ স্বভাবসিদ্ধং বৈশ্যকর্ম্ম। অথ শূদ্রস্যাহ পরীতি। ব্রাহ্মণাদীনাং দ্বিজন্মনাং পরিচর্য্যা শূদ্রস্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম। এতানি চাতুরাশ্রম্যকর্ম্মণামুপলক্ষণানি ॥ ৪৪ ॥

মধুসূদন।—কৃষীতি কৃষিরন্নোৎপত্ত্যর্থং ভূমের্ব্বিলেখনং গোরক্ষস্য ভাবোগৌরক্ষ্যং পাশুপাল্যং বাণিজ্যং বণিজঃ কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণং কুসীদমপ্যত্রান্তর্গমনীয়ং বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম স্বভাবজংতমউপসর্জ্জনরজোগুণপ্রভাবজং,পরিচর্য্যাত্মকং দ্বিজাতিশুশ্রূষাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং রজউসর্জ্জনতমোগুণস্বভাবজম্॥ ৪৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাণ্যাহ কৃষীতি। স্পষ্টার্থঃ শ্লোকঃ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ।—তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাং বৈশ্যানাং কর্ম্মাহ কৃষীতি। গাং রক্ষতীতি গোরক্ষস্তস্য ভাবঃ গোরক্ষ্যং। রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানানাং শূদ্রাণাং কর্ম্মাহ। পরিচর্য্যাত্মকং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং পরিচর্য্যারূপম্॥ ৪৪ ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর এক শ্লোকে বৈশ্য এবং শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ বৈশ্যের বিষয়; কৃষি অর্থাৎ শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত ক্ষেত্র কর্ষণাদি, গোপালন অর্থাৎ গো জাতির রক্ষক বা পশুপালন; এবং বাণিজ্য অর্থাৎ দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, অপিচ বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ঋণদানাদি কর্ম্ম সমূহ বৈশ্যের স্বভাবজ। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে

যে, অন্নোৎপাদন, মাতৃ স্বরূপা গাভীগণের প্রতিপালন, এক স্থান হইতে স্থানান্তরের দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় দ্বারা পরিচালন এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরে অঙ্গীকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্তির আশায় অর্থ দান বৈশ্য জাতির স্বভাবজ কর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ শূদ্র জাতি; উল্লিখিত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালন, কার্য্য সাধন, সেবা ও বিনোদন শূদ্র বর্ণের স্বভাবজ কর্ম্ম।

বর্ণ চতুষ্টয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম শ্রীভগবান উল্লেখ করিলেন। কিন্তু কর্ম্ম যাহার যাহাই কেন হউক না, উন্নতির পথ সকলের পক্ষেই অবাধ, এই বিষয় শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজ মুখে বিশদরূপে পরিব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাহার বাহুল্যালোচনা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ॥ ৪৪ ॥

——:০:——

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—নরঃ (মানবঃ) স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ (নিরতঃ) সংসিদ্ধিং (জ্ঞাননিষ্ঠাং) লভতে (প্রাপ্নোতি) স্বকর্ম্মনিরতঃ (স্বকর্ম্ম-তৎপরঃ) [সন্] যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে) তৎ শৃণু ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ।—মানব স্ব স্ব কর্ম্মে-নিরত-হইয়া জ্ঞান-নিষ্ঠাকে লাভ করে; স্বকর্ম্মে-তৎপর [হইয়া] যে-রূপে সিদ্ধিকে লাভ-করে তাহা শ্রবণ-কর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা—মানব স্ব স্ব স্বভাবজাত কর্ম্মে নিরত হইয়া সম্যক্ জ্ঞাননিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়; অতএব স্বধর্ম্মে তৎপর হইলে মানব কিরূপে সিদ্ধি লাভ করে, তাহাই এক্ষণে শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্ম্মণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতঃ বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় তত শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতি-কুলধর্ম্মায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ, পুরাণে চ বর্ণিনামাশ্রমিণাঞ্চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ, কারণান্তরাত্ত্বিদং বক্ষ্যমাণং ফলং শৃণু স্বে স্বে ইতি। স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদে কর্ম্মণ্যভিরতস্তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সংসিদ্ধিং লভতে প্রাপ্নোতি নরোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ কিং স্বকর্ম্মানু-

ষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিঃ। ন, কথং তর্হি স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥

আনন্দগিরি।—স্বভাবস্ত পূর্ব্বজন্মাদিপরিচর্য্যান্তং কর্ম্মাণি বিভজ্যোক্তানামভ্যুদয়ং ফলমাদাবুপন্যস্যতি এতেষামিতি। স্বভাবতোবিহিতত্বাদেব মোক্ষাপেক্ষামন্তরেণানুষ্ঠানাদিতার্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ বর্ণাইতি। শেষশব্দেন ভুক্তকর্ম্মণোঽতিরিক্তং কর্ম্মানুশয়শব্দিতমুচ্যতে, প্রত্যেকং দেশাদিভির্ব্বিশিষ্টশব্দঃ সম্বধ্যতে, আদিশব্দেন তদ্যথা "আম্রফলার্থে নির্ম্মিতে চ্ছায়াগন্ধাবনুৎপদ্যতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতীতি" স্মৃতির্গৃহ্যতে। ইতশ্চোক্তানাং কর্ম্মাণাং স্বর্গফলত্বং যুক্তমিত্যাহ পুরাণে চেতি। উক্তং হি "যস্তু সম্যক্ করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্। তদ্বর্ণবন্ধমুক্তোঽসৌ লোকনাপ্নোত্যনুত্তমানি"তি "যস্ত্বেতাং নিয়তশ্চর্য্যাং বানপ্রস্থশ্চরেৎ মুনিঃ। স দহত্যগ্নিবদ্দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্।" ইতি। "মোক্ষাশ্রমশ্চরতে যো যথোক্তং শুচিঃ সুসংকল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ। অনিন্ধনজ্যোতিরিব প্রশান্তং সব্রহ্মলোকং শ্রয়তে দ্বিজাতিঃ।" ইতি চ "সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকাভবন্তী"তি শ্রুতিশ্চকারার্থঃ। যদি পুনর্ম্মোক্ষাপেক্ষয়োক্তানি কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠিয়েরংস্তদা মোক্ষফলত্বং তেষাং সেৎস্যতীত্যাহ কারাণান্তরাদিতি। তদেব কারণান্তরং যন্মোক্ষাপেক্ষয়া তেষামনুষ্ঠানং মোক্ষাপায়েষু শমাদিষু সাত্ত্বিকেষু ব্রাহ্মণধর্ম্মেষু ক্ষত্রিয়াদীনামনধিকারাৎ ব্রাহ্মণানামেব মোক্ষো ন ক্ষত্রিয়াদীনামিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বে স্বে ইতি। যথা স্বে কর্ম্মণ্যভিরতস্য বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা তয়া প্রাপ্তজ্ঞানস্য মোক্ষোপপত্তেব্রাহ্মণাতিরিক্তস্যাপি জ্ঞানবতোমুক্তিরিতি মত্বা পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে স্বে স্বে ইত্যাদিনা। সংসদ্ধিশব্দস্য মোক্ষার্থত্বং গৃহীত্বা স্বধর্ম্মনিষ্ঠত্বমাত্রেণ তল্লাভে তাদর্থ্যেন সন্ন্যাসাদিবিধানানর্থক্যমিতি মন্বানঃ শঙ্কতে কিমিতি। ন তাবন্মাত্রেণ সাক্ষান্মোক্ষোজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা চেতি পরিহরতি নেতি। তর্হি কথং স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্য সংসিদ্ধিরিতি পৃচ্ছতি কথং তর্হীতি। উত্তরার্দ্ধেনোত্তরমাহ স্বকর্ম্মেতি। তচ্ছৃণু তং প্রকারমেকাগ্রচেতোভূত্বা শ্রুত্বাবধারয় ইত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

রামানুজ।—স্বেস্বইতি। স্বেস্বে যথোদিতে কর্ম্মণ্যভিরতো নরঃ সংসিদ্ধিং পরমপদপ্রাপ্তিম্ লভতে। স্বকর্ম্মনিরতো যথা সিদ্ধিম্ বিন্দতি পরমম্ পদম্ প্রাপ্নোতি তথা শৃণু॥ ৪৫॥

হনুমান্।—স্বকীয়ে কর্ম্মণি অভিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শৃণু॥ ৪৫॥

শ্রীধর।—এবংভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণোজ্ঞানহেতুত্বমাহ স্বে স্বে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে॥ ৪৫॥

বলদেব।—উক্তানাম্ কর্ম্মণাম্ জ্ঞানহেতুতামাহ স্বে স্বে ইতি। স্বস্ববর্ণাশ্রমবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতস্তদনুষ্ঠাতা নরঃ সংসিদ্ধিম্ বিশতন্তবৎ কর্ম্মান্তর্গতাম্ জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। ননু বন্ধকেন কর্ম্মণা বিমোচিকা জ্ঞাননিষ্ঠা কথমিতি চেদ্বুদ্ধিবিশেষাদিত্যাহ স্বকর্ম্মেতি॥ ৪৫॥

মধুসূদন।—তদেবং বর্ণানাং স্বভাবজা গৌণাখ্যা ধর্ম্মা অভিহিতাঃ অন্যেঽপি ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রেষ্বাম্নাতাঃ। তমুক্তং ভবিষ্যপুরাণে—"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্। স তু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ। বর্ণধর্ম্মঃ স্মৃতস্ত্বেক আশ্রমাণামতঃপরম্। বর্ণাশ্রমস্তৃতী-

স্বস্তু গৌণো নৈমিত্তিকস্তথা। বর্ণত্বমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ স প্রবর্ত্ততে। বর্ণধর্ম্মঃ স উক্তস্তু যথোপনয়নং নৃপ!। যস্ত্বাশ্রমং সমাশ্রিত্য অধিকারঃ প্রবর্ত্ততে। স খল্বাশ্রমধর্ম্মঃ স্যাদ্ভিক্ষাদণ্ডাদিকোযথা। বর্ণত্বমাশ্রমত্বং চ যোঽধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে। স বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্তু মৌঞ্জ্যাদ্যামেখলা যথা। যোগুণেন প্রবর্ত্তেত গুণধর্ম্মঃ স উচ্যতে। যথা মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য প্রজানাং পরিপালনম্। নিমিত্তমেকমাশ্রিত্য যোধর্ম্মঃ সংপ্রবর্ত্ততে। নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্যথা।" অধিকারোঽত্র ধর্ম্মঃ। চতুর্ব্বিধঃ ধর্ম্মমাহ হারীতঃ -"অথাশ্রমিণাং পৃথগ্ধর্ম্মাবিশেষধর্ম্মঃ সমানধর্ম্মঃ কৃৎস্নধর্ম্মশ্চেতি।" পৃথগাশ্রমানুষ্ঠানাৎ পৃথগ্ধর্ম্মোযথা চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম্মঃ। স্বাশ্রমবিশেষানুষ্ঠানাৎ বিশেষধর্ম্মোযথা নৈষ্ঠিকযাযাবরানুজ্ঞাপিকচাতুরাশ্রম্যসিদ্ধানাং। সর্ব্বেষাং যঃ সমানোধর্ম্মঃ স সমানধর্ম্মো, নৈষ্ঠিকঃ কৃৎস্নধর্ম্ম ইতি নৈষ্ঠিকোব্রহ্মচারিবিশেষঃ যাযাবরোগৃহস্থবিশেষঃ আনুজ্ঞাপিকোবানপ্রস্থবিশেষঃ, চাতুরাশ্রম্যসিদ্ধোযতিবিশেষঃ, সর্ব্বেষামিতি বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ তত্রাদ্যো যথা-—"মহাভারতে,—"আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা। শ্রাদ্ধকর্ম্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ। স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যাঽনসূয়তা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।" সর্ব্বাশ্রমসাধারণস্তু প্রাগুদাহৃতঃ নিষ্ঠাসংসারসমাপ্তিস্তৎপ্রয়োজনোনৈষ্ঠিকঃ মোক্ষহেত্বাত্মজ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকপ্রত্যবায়পরিহারায় নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং কৃৎস্নধর্ম্ম ইত্যর্থঃ, আশ্রমাশ্চ শাস্ত্রেষু চত্বার আম্নাতাঃ, যথাহ গৌতমঃ—"তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থোভিক্ষুর্ব্বৈখানস" ইতি। আপস্তম্বঃ, "চত্বার আশ্রমা গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিতি, তেষু সর্ব্বেষু যথোপদেশমব্যগ্রোবর্ত্তমানঃ ক্ষেমঙ্গচ্ছতি" ইতি। বশিষ্ঠঃ,—চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাস্তেষাং বেদমধীত্য বেদৌ বেদান্বাঽবিশীর্ণব্রহ্মচর্য্যোযমিচ্ছেত্তমাবসেৎ"ইতি। এবং তেষাং পৃথগ্ধর্ম্মা অপ্যাম্নাতাঃ, তথা ফলমপ্যাম্নাতম্। যথাহ মনুঃ—"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্।" অনুত্তমং সুখমিতি যথাপ্রাপ্ততত্তৎফলোপলক্ষণার্থম্, আপস্তম্বঃ,—"সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরমপরিমিতং সুখং ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বৃত্তং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যাণি ধর্ম্মানুষ্ঠানমিতি প্রতিপদ্যন্তে।" গৌতম,—"বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসোজন্ম প্রতিপদ্যন্তে বিম্বঞ্চোবিপরীতা নশ্যন্তি" অত্র শেষশব্দেন ভুক্তজ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মাতিরিক্তচিত্রাদিকর্ম্মানুশয়শব্দিতমুচ্যতে, ন তু সর্ব্বকর্ম্মণ একদেশ ইতি স্থিতং। "কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চে"ত্যত্র ভট্টৈরপ্যুক্তং। গৌতমীয়েঽপি—"তচ্ছেষস্তস্মাচ্চিত্রাদ্যপেক্ষয়েতি"বিম্বঞ্চঃ সর্ব্বতোগামিনোযথেষ্টচেষ্টাঃ বিপরীতা নরকাদৌ জন্ম প্রতিপদ্য বিনশ্যন্তি কৃমিকীটাদিভাবেন সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যোভ্রশ্যন্ত ইত্যর্থঃ। হারীতঃ,—"কাম্যৈঃ কেচিদ্যজ্ঞদানৈস্তপোভির্লব্ধা লোকান্ পুনরায়ান্তি জন্ম। কামৈর্মুক্তাঃ সত্যযজ্ঞাঃ সুদানাস্তপোনিষ্ঠাশ্চাক্ষয়ান্ যান্তি লোকান্।" অত্র কামনাসদ্ভাবনিবন্ধনঃ ফলভেদোদর্শিতো ভবিষ্যপুরাণে,—"ফলং বিনাপ্যনুষ্ঠানং নিত্যানামিষ্যতে স্ফুটম্। কাম্যানাং স্বফলার্থং তু দোষাবাতার্থমেব তু। নৈমিত্তিকানাং করণে ত্রিবিধং কর্ম্মণাং ফলং ক্ষয়ং কেচিদুপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে। অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য

মন্যন্তে। নিত্যাং ক্রিয়াং তথা চান্যে অনুষঙ্গফলং বিদুঃ।" অন্যে আপস্তম্বাদয়ঃ। "তদ্যথাম্রে ফলার্থে নির্ম্মিত" ইত্যাদিবচনৈরানুষঙ্গিকফলতাং নিত্যকর্ম্মণোবিদুঃ। শ্রুতিশ্চ "ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপএব দ্বিতীয়োব্রহ্মচর্য্যাদাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্নিতি"গৃহস্থবানপ্রস্থব্রহ্মচারিণউক্ত।"সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি"তেষামন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবে মোক্ষাভাবমুক্ত্বা শুদ্ধান্তঃকরণানামেষামেব পরিব্রাজকভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠয়া মোক্ষমাহ। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতী"তি। তদেবং স্থিতে ব্রহ্মচারিগৃহস্থোবানপ্রস্থোবা মুমুক্ষুঃফলাভিসন্ধিত্যাগেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা স্বে স্বে তত্তদ্বর্ণাশ্রমবিহিতে ন তু স্বেচ্ছামাত্রকৃতে কর্ম্মণি শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে অভিরতঃ সম্যগনুষ্ঠানপরঃ সংসিদ্ধিং দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতস্যাশুদ্ধিক্ষয়েণ, সম্যগ্‌-জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতাং লভতে নরঃ বর্ণাশ্রমাভিমানী মনুষ্যঃ মনুষ্যাধিকারত্বাৎ কর্ম্মকাণ্ডস্য, দেবাদীনাং বর্ণাশ্রমাভিমানিত্বাভাবাদুক্ত এব তদ্ধর্ম্মেষ্বনধিকারঃ বর্ণাশ্রমাভিমানানপেক্ষে তূপাসনাদাবধিকারস্তেষামপ্যস্তীতি সাধিতং দেবতাধিকরণে। ননু বন্ধহেতূনাং কর্ম্মণাং কথং মোক্ষহেতুত্বমুপাসনাবিশেষাদিত্যাহ স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিমুক্তলক্ষণাং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি, তচ্ছৃণু শ্রুত্বা তং প্রকারমবধারয়েত্যর্থঃ॥ ৪৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—কর্ম্মপ্রবিভাগফলমাহ স্বে স্বে ইতি। স্বেস্বেমন্বাদিভিরুক্তেঽধ্যাপনাদাবসাধারণে শমদমাদৌ সাধারণে চ কর্ম্মণ্যভিরতো নিষ্ঠাবান্ সংসিদ্ধিম্ জ্ঞানযোগ্যতাম্ লভতে নরঃ এতদেব বিবরীতুং প্রতিজানীতে স্বেতি। সিদ্ধিম্ বক্ষ্যমাণাং মুখ্যসন্ন্যাসলক্ষণনৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ যথা যেন প্রকারেণ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ বর্ণোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কিরূপে সংসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানযোগ্যতা লব্ধ হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। প্রত্যেক বর্ণের যে যে স্বভাবজ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অথবা প্রত্যেক আশ্রমের যে যে কার্য্য বিহিত হইয়াছে, প্রকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে তত্তাবতের অনুসরণ করিলে কায়েন্দ্রিয়াদির সংশুদ্ধি অর্থাৎ আবিলতা ও মালিন্যহীনতা জন্মিয়া থাকে। তদনন্তর তাহারা জ্ঞানযোগ্যতা অর্থাৎ জ্ঞান লাভ ও ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কি প্রকারে স্বধর্ম্মনিরত থাকিলে উল্লিখিতরূপ সংসিদ্ধি লব্ধ হয়, তাহার বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর।

এতৎ শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে মূলের অভিপ্রায় বিশদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তাহা সংকলিত হইতেছে। বর্ণসমূহের স্বভাবজ গৌণ-ধর্ম্ম সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের অন্যান্য ধর্ম্মের বিষয় শাস্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত আছে।

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, "ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়-লক্ষণং। সতু পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো বেদমূলঃ সনাতনঃ। বর্ণধর্ম্মঃ স্মৃতস্ত্বেক আশ্রমাণামতঃপরং। বর্ণাশ্রমস্তৃতীয়স্তু গৌণো নৈমিত্তকস্তথা। বর্ণত্ব মেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সংপ্রবর্ত্ততে। বর্ণধর্ম্মঃ স উক্তস্তু যথোপনয়নং নৃপ। যস্ত্বাশ্রমং সমাশ্রিত্য অধিকারঃ প্রবর্ত্ততে। স খল্বাশ্রমধর্ম্মঃ স্যাদ্ভিক্ষা-দণ্ডাদিকো যথা। বর্ণত্বমাশ্রমত্বং চ যোঽধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে। স বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মস্তু মৌঞ্জ্যাদ্যামেখলা যথা। যো গুণেন প্রবর্ত্তেত গুণধর্ম্মঃ স উচ্যতে। যথা মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য প্রজানাং পরিপালনং। নিমিত্তমেকমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সংপ্রবর্ত্ততে। নৈমিত্তিক স বিজ্ঞেয় প্রায়শ্চিত্তবিধির্যথা।" ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রেয়োলাভ করাই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য; সেই শ্রেয়ঃ অভ্যুদয়লক্ষণ অর্থাৎ অভ্যুদয়ই তাহার পরিণাম। বেদমূলক সনাতন ধর্ম্ম পঞ্চবিধ। (১) বর্ণ ধর্ম্ম, (২) আশ্রম ধর্ম্ম, (৩) বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, (৪) গৌণ, (৫) নৈমিত্তক। বর্ণকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম আচরিত হয়, তাহাই বর্ণ ধর্ম্ম; যথা উপনয়ন। আশ্রমিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে আশ্রম ধর্ম্ম বলে; যথা ভিক্ষা, দণ্ড ধারণাদি। যাহা বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কহে; যথা মৌঞ্জমেখলাদি ধারণ। গুণ দ্বারা যাহা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই গুণধর্ম্ম; যথা মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির (১৩১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রজা পালন। কেবল নিমিত্তমাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই নৈমিত্তিক ধর্ম্ম; যেমন প্রায়শ্চিত্তবিধি (৩৪৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই অধিকারই ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভগবান্ হারীত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। যথা, "অথাশ্রমিণাং পৃথগ্ধর্ম্মো বিশেষধর্ম্মো সমান-ধর্ম্মঃ কৃৎস্নধর্ম্মশ্চেতি।" ইহার ভাবার্থ এই যে, আশ্রমিদিগের পৃথক্‌ধর্ম্ম, সমান ধর্ম্ম এবং কৃৎস্নধর্ম্ম এই চারি প্রকার ধর্ম্ম আছে। পৃথক্ আশ্রমত্ব হেতু যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাই পৃথক্ ধর্ম্ম; যথা চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্ম। স্বকীয় আশ্রয় বিশেষের অনুরূপ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাই আশ্রম ধর্ম্ম; যথা নৈষ্ঠিক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী বিশেষ, যাযাবর অর্থাৎ গৃহস্থ বিশেষ, আনুজ্ঞাপিক অর্থাৎ বানপ্রস্থ বিশেষ; চাতুরাশ্রমসিদ্ধ অর্থাৎ যতি বিশেষ। সকল আশ্রমের পক্ষেই যে একরূপ, তাহাই সমান ধর্ম্ম। চতুরাশ্রমেই

সিদ্ধ নৈষ্ঠিকগণের ধর্ম্মই কৃৎস্ন ধর্ম্ম। সমান ধর্ম্ম সকল বর্ণের এবং আশ্রমের প্রতি প্রযুক্ত। তন্মধ্যে বর্ণ-ধর্ম্মের প্রসঙ্গ মহাভারতে আলোচিত হইয়াছে। "আনৃসংশ্যমহিংসা চ প্রমাদঃ সংবিভাগিতা। শ্রাদ্ধকর্ম্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ। স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যাহনসূয়তা। আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ।" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৬০ অধ্যায়) অর্থাৎ হে নৃপ, ভূতদয়া, অহিংসা, প্রসন্নতা সংবিভাগ; শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম, অতিথি-সৎকার, সত্য, ক্রোধরাহিত্য, স্বীয় দারাতে সন্তোষলাভ, শৌচ, অসূয়াহীনতা, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা এইগুলিই চতুর্ব্বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। সর্ব্বাশ্রমের সাধরণ ধর্ম্ম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। (৪১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) সংসারাবসানের নাম নিষ্ঠা, তৎসিদ্ধিকামীই নৈষ্ঠিক। মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিকূল প্রত্যবায়সমূহ পরিহারের নিমিত্ত যে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই কৃৎস্ন ধর্ম্ম; শাস্ত্রে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গৌতম বলিয়াছেন, "চত্বার আশ্রমা গার্হস্থমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিতি তেষু সর্ব্বেষু যথোপদেশমব্যগ্রো বর্ত্তমানঃ ক্ষেমং গচ্ছতি।" অর্থাৎ গার্হস্থ (১৫। ১২৫০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), আচার্য্যকুল অর্থাৎ ব্রহ্মচারী (১৬। ১৫০৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), ভিক্ষু (২৬৬২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এবং বানপ্রস্থ এই চারি প্রকার আশ্রমের অবিচলিত-চিত্তে অনুসরণ-পরায়ণ হইলে শ্রেয়ঃ লাভ করা যায়। বশিষ্ঠও বলিয়াছেন, "চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবান প্রস্থপরিব্রাজকাঃ।" অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, (১৫। ১২৫০ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), পরিব্রাজক এই চারি প্রকার আশ্রম। (১৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মনুও বলিয়াছেন, "শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং কর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমাং সুখং।" (মনু ২য় অধ্যায় ৯ শ্লোক) অর্থাৎ বেদ এবং স্মৃতি অনুসারে কর্ম্ম সম্পাদন করিলে ইহকালে কীর্ত্তি অর্জ্জন এবং মরণের পর পরম সুখ প্রাপ্ত হয়। আপস্তম্বও বলিয়াছেন, "সর্ব্ববর্ণানাং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পরম-পরিমিতং সুখং ততঃ পরিবৃত্তৌ কর্ম্মফলশেষেণ জাতিং রূপং বর্ণং বৃত্তং মেধাং প্রজ্ঞাং দ্রব্যাণি ধর্ম্মানুষ্ঠানমিতি প্রতিপদ্যন্তে।" স্বধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম কপালের অনুষ্ঠানে সকল বর্ণের পরিমিত সুখ প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। এইরূপ সুখ প্রাপ্তির পর কর্ম্মফল শেষ হইলে জাতি, রূপ, বর্ণ, বৃত্ত, মেধা, প্রজ্ঞা, দ্রব্যসমূহ এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান

লব্ধ হয়। গৌতমও বলিয়াছেন, "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে বিষ্বঞ্চো বিপরীতা নশ্যন্তি।" অর্থাৎ বর্ণাশ্রমানুরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর পর কর্ম্মফল ভোগ করতঃ অনন্তর বিশিষ্ট দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, শ্রুত, বৃত্ত, সুখ এবং মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্ম হয়। যাহারা স্বধর্ম্মানুবর্ত্তন না করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তাহারা নরক ভোগ এবং কৃমিকীটাদি জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। হারীতও বলিয়াছেন, "কাম্যৈঃ কেচিদ্ যজ্ঞদানৈস্তপোভির্লব্ধা লোকান্ পুনরায়ান্তি জন্ম। কামৈর্ম্মুক্তাঃ সত্যযজ্ঞাঃ সুদানাস্তপোনিষ্ঠাশ্চাক্ষয়ান্ যান্তি লোকান্।" অর্থাৎ কামনা-পরতন্ত্র হইয়া যজ্ঞদান এবং তপশ্চর্য্যার পর যে লোক প্রাপ্তি হয়, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্য পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয়; কামনা নির্ম্মুক্ত হইয়া সত্যযজ্ঞ এবং দানাদির দ্বারা তপোনিষ্ঠ মানব অক্ষয় লোকে গমন করে। এস্থলে কামনার সম্ভাব এবং অসম্ভাবনিবন্ধন ভবিষ্যপুরাণে ফলভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, "ফলং বিনাপ্যনুষ্ঠানং নিত্যানামিষ্যতে স্ফুটং। কাম্যানাং স্বফলার্থং তু দোষঘাতার্থমেব তু। নৈমিত্তিকানাং করণে ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং। ক্ষয়ং কেচিদুপাত্তস্য দুরিতস্য প্রচক্ষতে। অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্যতে। নিত্যাং ক্রিয়াং তথা চান্যে অনুষঙ্গি ফলং বিদুঃ।" অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি-বিরহিত নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলরাহিত্যই পরিণাম। কাম্যকর্ম্মের পরিণাম ফলপ্রাপ্তি এবং দোষ নাশ। নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ত্রিবিধ কর্ম্মফল উপস্থিত হয়। কাহারও মতে সঞ্চিত পাপরাশির ক্ষয় হয়, কাহারও মতে পাপের উৎপত্তি হয় না, অপর কাহার কাহারও মতানুসারে নিত্য ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক ফল লব্ধ হইয়া থাকে। ফলার্থে রোপিত আম্র-বৃক্ষের ফলসহ গন্ধাদি লাভ যেরূপ আনুষঙ্গিক ফল, এস্থলেও সেইরূপ নিত্য-কর্ম্মের আনুষঙ্গিক ফল বুঝিতে হইবে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ত্রয়োধর্ম্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমং তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচর্য্যাদাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্য কুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্বএত পুণ্যলোকা ভবন্তি।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২য় প্রপাঠক, ২৩শ খণ্ড ১ম শ্রুতি) ইহার শঙ্করাচার্য্যের অনুমোদিত অর্থ যথা;—ধর্ম্মের তিন স্কন্ধ বা বিভাগ আছে; যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই যজ্ঞ,

নিয়মসহকারে ঋগাদিবেদাভ্যাসই অধ্যয়ন এবং ভিক্ষার্থী ব্যক্তিকে যথাশক্তি দ্রব্য প্রদানই দান। ইহাই ধর্ম্মের প্রথম স্কন্ধ। এই সমস্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং তাঁহারাই এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তপঃ অর্থাৎ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্কন্ধ; পরিব্রাজকগণ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। এই পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মসংস্থ নহেন। আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। ব্রহ্মচারিগণ আচার্য্যকুলে বাস করিয়া যাবজ্জীবন বেদাভ্যাসরূপ তপস্যাচরণ করিতে করিতে জীবনপাত করে, ইহাই ধর্ম্মের তৃতীয় স্কন্ধ। নৈষ্ঠিকগণ এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আশ্রমীরাই এই ত্রিবিধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই ত্রিবিধ আশ্রমী অর্থাৎ গৃহস্থ, পরিব্রাজক এবং ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব আশ্রমোক্ত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই আশ্রমীত্রয়ের চিত্তশুদ্ধির অভাবে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, ইহাই প্রদর্শন করিয়া অনন্তর যাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে, সেই পরিব্রাজকগণ জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মোক্ষ লাভ করে, ইহাই এই শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা;—"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২য় প্রঃ ২৩শ খঃ ১ম শ্রুতি) অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। এই সকল আলোচনা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ এই সকল আশ্রমবাসী মুমুক্ষুগণের পক্ষে ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে কর্ম্মার্পণবুদ্ধি সহকারে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছ ধর্ম্মানুষ্ঠান উন্নতির প্রতিকূল। শ্রুতি ও স্মৃতি একবাক্যে যে তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদনুবর্ত্তী থাকিলে দেহেন্দ্রিয় সংঘাতের অশুদ্ধি ক্ষয় দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্যতা উপজাত হয়। মুলস্থিত "নর" শব্দ কর্ম্মাভিমানী মনুষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ মনুষ্যই কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী। দেবাদি বর্ণধর্ম্মের অতীত, এজন্য তাঁহাদিগের পক্ষে এইরূপ কর্ম্মাধিকার প্রযুক্ত হইতে পারে না। বর্ণাশ্রমাভিমানীর অতীত হইলেও উপাসনার অধিকার তাঁহাদিগের আছে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্ম দ্বারা কিরূপে মোক্ষ হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উপাসনা-বিশেষের দ্বারা মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে। এই অভিপ্রায় বাক্যে

করিবার নিমিত্ত কথিত হইতেছে, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া কিরূপে মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে, তাহার উপায় শ্রবণ ও অবধারণ কর ॥ ৪৫ ॥

—— * ——

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—যতঃ (ঈশ্বরাৎ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) প্রবৃত্তিঃ (উৎপত্তিঃ) যেন ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্(পরমেশ্বরং) অভ্যর্চ্চ্য (আরাধ্য) সিদ্ধিং বিন্দতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহা-হইতে ভূত-গণের উৎপত্তি, যাঁহার-দ্বারা এই সমস্ত ব্যাপ্ত, মানব স্বীয়-কর্ম্ম-দ্বারা সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা-করিয়া সিদ্ধিকে লাভ করে ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে পরমেশ্বর হইতে চরাচর ভূতবর্গের উৎপত্তি, যে পরমেশ্বর দ্বারা এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত, মনুষ্য স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা সেই সর্ব্বেশ্বরকে আরাধনা করিলে তাঁহারই প্রসাদে চরমে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত ইতি। যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিশ্চেষ্টা বা যস্মাদন্তর্যামিণ ঈশ্বরাৎ ভূতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ যেনেশ্বরেণ সর্ব্বমিদং ততং জগদ্ব্যাপ্তং, স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তেন প্রতিবর্ণমীশ্বরমভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বারাধ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দতি মানবো মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিরি।—তমেব প্রকারম্ স্ফুটয়তি যত ইতি। যতঃশব্দার্থম্ যস্মাদিত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি যস্মাদিতি। প্রাণিনামুৎপত্তির্যস্মাদীশ্বরাত্তেষাম্ চেষ্টা চ যস্মাদন্তর্যামিণো যেন চ সর্ব্বম্ ব্যাপ্তম্ মৃদেব ঘটাদিকার্য্যস্য কারণাতিরিক্তস্বরূপাভাবাত্তম্ স্বকর্ম্মণাভ্যর্চ্চ্য মানবঃ সংসিদ্ধিং বিন্দতীতি সম্বন্ধঃ। নহি ব্রাহ্মণাদীনাং যথোক্তধর্ম্মনিষ্ঠয়া সাক্ষান্মোক্ষ উপলভ্যতে তস্য জ্ঞানৈক-

নভ্যত্বাৎ কিন্তু তন্নিষ্ঠানাং শুদ্ধবুদ্ধীনাং কর্ম্মসু ফলমপশ্যতামীশ্বরপ্রসাদাসাদিতবিবেকবৈরাগ্যবতাং সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাবতাং জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা মুক্তিরিত্যভিপ্রেত্যাহ কেবলমিতি॥ ৪৬॥

রামানুজ।—যত ইতি। যতো ভূতানামুৎপত্ত্যাদিকা প্রবৃত্তির্যেন চ সর্ব্বমিদম্ ততম্ স্বকর্ম্মণা তমিন্দ্রাদ্যন্তরাত্মতয়াবস্থিতমভ্যর্চ্চ্য মৎপ্রসাদান্মৎপ্রাপ্তিরূপাম্ [তৎপ্রসাদাদাত্মপ্রাপ্তিরূপাম্] সিদ্ধিম্ বিন্দতি মানবঃ। মত্ত এব সর্ব্বমুৎপদ্যতে ময়া চ সর্ব্বমিদম্ ততমিদম্ তে পূর্ব্বমেবোক্তম্। "অহম্ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ। ময়া ততমিদম্ সর্ব্বম্ জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। অহম্ সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বম্ প্রবর্ত্তত" ইত্যাদিষু॥ ৪৬॥

হনুমান্।—যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ ভূতানাম্ পৃথিব্যাদীনাম্ যেন সর্ব্বমিদম্ ততম্ ব্যাপ্তম্ আত্মীয়েন কর্ম্মণা তমীশ্বরমভ্যর্চ্চ্য আরাধ্য সিদ্ধিম্ মোক্ষম্ বিন্দতে লভতে মানবঃ মনুষ্যঃ॥ ৪৬॥

শ্রীধর।—কর্ম্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ স্বকর্ম্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু, তমেবাহ যত ইতি। যতোঽন্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি, যেনাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তং তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৪৬॥

বলদেব।—তমাহ যত ইতি। যতঃ পরমেশ্বরাদ্ভূতানাম্ জন্মাদিলক্ষণা প্রবৃত্তির্ভবতি। যেন চেদম্ সর্ব্বম্ জগত্ততম্ ব্যাপ্তম্। তমিন্দ্রাদিদেবতাত্মনাবস্থিতম্ স্ববিহিতেন কর্ম্মণাভ্যর্চ্চ্য এতেন কর্ম্মণা স্বপ্রভুস্তুষ্যত্বিতি মনসা তস্মিংস্তৎ সমর্প্য মানবঃ সিদ্ধিম্ জ্ঞাননিষ্ঠাম্ বিন্দতি॥৪৬॥

মধুসূদন।—যতো মায়োপাধিকচৈতন্যানন্দঘনাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরাদুপাদানান্নিমিত্তাচ্চ সর্ব্বান্তর্যামিণঃ প্রবৃত্তিরুৎপত্তির্মায়াময়ী স্বাপ্নরথাদীনামিব ভূতানাং ভবনধর্ম্মকানামাকাশাদীনাং যেন চৈকেন সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বমিদং দৃশ্যজাতং ত্রিষপি কালেষু ততং ব্যাপ্তং স্বাত্মন্যেবান্তর্ভাবিতং কল্পিতস্যাধিষ্ঠানানতিরেকাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি। (অত্র যত ইতি প্রকৃতৌ পঞ্চমী যতো যেনেতি চৈকত্বং বিবক্ষিতম্) "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি চ তস্য নির্ণয়বাক্যং। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্"। ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাচ্চ মায়োপাধিলাভঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তরাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলাভঃ, এবং চেচ্ছ্রৌত এবায়মর্থো ভগবতা প্রকাশিতঃ। যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততমিতি। তমন্তর্যামিণং ভগবন্তং স্বকর্ম্মণা প্রতিবর্ণাশ্রমং বিহিতেনাভ্যর্চ্চ তোষয়িত্বা তৎপ্রসাদাদৈকাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিমন্তঃকরণশুদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ দেবাদিস্তুপাসনামাত্রেণেতি ভাবঃ॥ ৪৬॥

নীলকণ্ঠ।—তমেব প্রকারমাহ যত ইতি। প্রবৃত্তিঃ কায়বাঙ্মনোনির্ব্বর্ত্ত্যা চেষ্টা,

যতো হেতোরন্তর্যামিণঃ "যেন বাগভ্যুদ্যতে ইত্যাদি শ্রুতেঃ, যেন ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং ততং ব্যাপ্তমুপাদানত্বাৎ স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সংতর্প্য সিদ্ধং মোক্ষং বিন্দতি লভতে মানবঃ মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ শাস্ত্রস্য পরমেশ্বরে নিত্যকর্ম্মণামর্পণমেব মোক্ষদ্বারমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ।—যতঃ পরমেশ্বরাৎ তমেবাভ্যর্চ্চ্য ইতি, অনেন কর্ম্মণা পরমেশ্বরঃ স্তুষ্যত্বিতি মনসা তদর্পণমেব তদভ্যর্চ্চনম্ ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে ভগবান্ সংসিদ্ধিলাভের উপায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই উপায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়। যাঁহা হইতে মনুষ্যের সকল প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা উদ্ভুত হয়, যাঁহার দ্বারা এই বিশ্বের সকল ব্যাপারই আচ্ছন্ন, অথবা যিনি স্বকীয় অমোঘ শক্তি সহকারে সর্ব্বত্র অনুস্যূত, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বরূপ সর্ব্বসাধনক্ষম ভগবানের অর্চ্চনা করাই মানবের মুক্তি-লাভের উপায়। যে বর্ণ বা যে আশ্রমের নিমিত্ত যে যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তত্তাবতই তদ্বর্ণ বা তদাশ্রমধারীর পক্ষে স্বকর্ম্ম। সেই স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ বিহিত-বিধানে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত নিয়মাদির পরিপালন দ্বারা ভগবানের সন্তোষ-সাধন করিতে পারা যায়। এইরূপে তাঁহার প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই মনুষ্য সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্ম পালন দ্বারা তাহাদিগের জ্ঞান-নিষ্ঠা সমুৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান-নিষ্ঠার প্রভাবে মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যাঁহা হইতে ভূত অর্থাৎ প্রাণিবর্গের উৎপাদিকা প্রবৃত্তি সঞ্জাত হয়, যাঁহা দ্বারা এই সর্ব্ব ব্যাপার ব্যাপ্ত, ইন্দ্রাদিরও অন্তরাত্মাভাবে অবস্থিত ভগবানকে স্বকর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহারই প্রসাদে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপা সিদ্ধি-লাভ করা যায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" (১০ম অধ্যায় ৮ শ্লোক) "অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" (৭ম অধ্যায় ৬ শ্লোক)। "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" (৭ম অধ্যায় ৭ শ্লোক) "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" (৯ম অধ্যায় ৪ শ্লোক) ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরং (৯ম অধ্যায় ১০ শ্লোক)।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যে সর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ মায়োপাধিক চৈতন্য আনন্দঘন উপাদান ও নিমিত্ত কারণস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী

ঈশ্বর হইতে স্বাপ্নরথাদির ন্যায় ভূতবর্গের অর্থাৎ ভবন ধর্ম্মশীলগণের মায়াময়ী উৎপত্তি হইয়া থাকে, যাঁহার সদ্রূপ এবং স্ফুরণরূপ দ্বারা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালে পরিদৃশ্যমান বস্তুবর্গ তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাঁহারই অর্চ্চনা করা আবশ্যক। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব ব্রহ্ম।" (১৬১৮। ১৮১২। ২২৯২। ২৩৪৪ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্যে এই শ্রুতির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) অতঃপর সরস্বতী মহোদয় অন্য শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" (১৬১৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং" (১৩৫৭। ২১৪৫। ২২৯৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত শ্রুতি-প্রতিপাদিত অন্তর্য্যামী ভগবানকে প্রতি-বর্ণাশ্রম-বিহিত স্বকর্ম্ম দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তৎপ্রসাদে মানব ঐকাত্ম্যজ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ্যতারূপ সিদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। মানবের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা, কিন্তু দেবাদির পক্ষে কেবল মাত্র উপাসনাই যথেষ্ট। তাঁহারা কেবল উপাসনার দ্বারাই চরিতার্থ হইয়া থাকেন॥ ৪৬॥

——(০)——

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭॥

অন্বয়।—বিগুণঃ (গুণরহিতঃ) অপি স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যক্ অনুষ্ঠিতাৎ) পরমধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ (প্রশস্ততরঃ) স্বভাবনিয়তং (স্বভাবপ্রাপ্তং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং (পাপং) ন আপ্নোতি (লভতে)॥ ৪৭॥

প্রতিশব্দ।—গুণ-হীনও স্বধর্ম্ম সুন্দর-অনুষ্ঠিত পর-ধর্ম্ম-হইতে প্রশস্ত; স্বভাব-নিয়মিত কর্ম্ম করিয়া পাপকে প্রাপ্ত-হয় না॥ ৪৭॥

ব্যাখ্যা।—স্বধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও তাহা সুন্দরভাবে আচরিত পর ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর; মানব তাহার স্বভাবজাত নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তদ্দ্বারা তাহাকে কোন পাপভাগী হইতে হয় না ॥ ৪৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবমতঃ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বোধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ বিগুণোঽপীত্যপিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তং, যদুক্তং স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাবনিয়তমিতি যথা বিষজাতস্য ক্রমেঃ বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপম্ ॥৪৭॥ স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো বিষজাত ইব ক্রমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতীত্যুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

আনন্দগিরি।—স্বধর্ম্মানুষ্ঠানস্য বুদ্ধিশুদ্ধ্যাদিদ্বারা মোক্ষাবসায়িত্বাত্তদনুষ্ঠানমাবশক্যমিত্যাহ যত ইতি। নন্বু যুদ্ধাদিলক্ষণম্ স্বধর্ম্মম্ কুর্ব্বন্নপি হিংসাধীনম্ পাপম্ প্রাপ্নোতি তৎ কথম্ স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ানিতি তত্রাহ স্বভাবেতি। স্বকীয়ম্ বর্ণাশ্রমম্ নিমিত্তীকৃত্য বিহিতম্ স্বভাবজমিত্যধস্তাদুক্তমিত্যাহ যদুক্তমিতি। বিগ্রহাত্মকমপি বিহিতম্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পাপম্ নাপ্নোতীত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। ইতশ্চ বিহিতম্ কর্ম্ম দোষবদপি কর্ত্তব্যম্ প্রকারান্তরাসম্ভবাদিত্যুক্তানুবাদপূর্ব্বকম্ কথয়তি স্বভাবেত্যাদিনা। নহি ক্রমির্ব্বিষজোবিষনিমিত্তম্ মরণম্ প্রতিপদ্যতে তথাস্বাধিকৃতঃ পুরুষো দোষবদপি বিহিতম্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পাপম্ নাপ্নোতীত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

রামানুজ।—শ্রেয়ানিতি। এবং ত্যক্তকর্ত্তৃত্বাদিকো মদারাধনরূপঃ স্বধর্ম্মঃ স্বেনৈবোপাদাতুম্ যোগ্যো ধর্ম্মঃ। প্রকৃতিসংসৃষ্টেন হি পুরুষেণেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপকর্ম্মযোগাত্মকো ধর্ম্মঃ সুকরো ভবতি অতঃ কর্ম্মযোগাখ্যঃ স্বধর্ম্মো বিগুণোঽপি পরধর্ম্মাদিন্দ্রিয়নিয়মননিপুণপুরুষধর্ম্মাৎ জ্ঞানযোগাৎ সকলেন্দ্রিয়নিযমনরূপতয়া সপ্রমাদাৎ কদাচিৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ শ্রেয়ান্। তদেবোপপাদয়তি। স্বভাবনিয়তমিতি প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য পুরুষস্যেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপতয়া স্বভাবত এব নিয়তত্বাৎ কর্ম্মণঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং সংসারম্ নাপ্নোতি অপ্রমাদত্বাৎ কর্ম্মণঃ জ্ঞানযোগস্য সকলেন্দ্রিয়নিযমনসাধ্যতয়া সপ্রমাদত্বাৎ, তন্নিষ্ঠঃ প্রমাদাৎ কিল্বিষম্ ~~প্রতিপদ্যতে~~ প্রতিপদ্যেতাপি ॥ ৪৭ ॥

হনুমান্।—শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ বিগুণঃ গুণরহিতঃ শোভনম্ সমগ্রমনুষ্ঠিতো যস্তস্মাৎ পরধর্ম্মাৎ স্বধর্ম্ম-বিগুণোঽপি শ্রেয়ান্ স্বভাবনিয়তম্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ পাপম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধর।—স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্‌যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যং, যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

বলদেব।—নন্বু ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মাণাম্ রাজসাদিত্বাত্তেষু রুচিশূন্যৈঃ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ সাত্ত্বিকো ব্রহ্মধর্ম্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি চেত্তত্রাহ শ্রেয়ানিতি। স্বধর্ম্মো বিগুণো নিকৃষ্টোঽপি 'সম্যগনুষ্ঠিতোঽপি

বা পরধর্ম্মাদুৎকৃষ্টাৎ স্বনুষ্ঠিতাচ্চ শ্রেয়ানতিপ্রশস্তো বিহিতত্বাৎ। ন চ হিংসানৃতাদিদোষযুক্তাদ্‌-যুদ্ধবাণিজ্যাদেঃ স্বধর্ম্মাচ্ছিলোঞ্ছবৃত্ত্যাদিঃ পরধর্ম্মস্তদ্দোষবিরহাৎ শ্রেয়ানিতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তম্ নিয়মেন বিহিতম্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ জনঃ কিল্বিষম্ দোষম্ নাপ্নোতি। ক্রত্বঙ্গহিংসায়া বিহিতত্বাদ্‌যথা ন দোষত্বম্ তথা যুদ্ধাঙ্গস্য হিংসানৃতাদের্ব্বিহিতত্বাদেব ন তদিতি ভাবঃ। ব্যাখ্যাতম্ চৈতৎ বিস্তরেণ তৃতীয়ে॥ ৪৭॥

মধুসূদন।—যতঃ স্বধর্ম্মঃ এব মনুষ্যাণাং ভগবৎপ্রসাদহেতুরতঃ পরধর্ম্মাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি স্বধর্ম্মো বিগুণোঽসম্যগনুষ্ঠিতোঽপি (শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ) ~~সম্যগনুষ্ঠিতোঽপি~~। তস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ সতা ত্বয়া স্বধর্ম্মোযুদ্ধাদিরেবানুষ্ঠেয়ো ন পরধর্ম্মোভিক্ষাটনাদিরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু স্বধর্ম্মোঽপি যুদ্ধাদির্ব্বন্ধু-বধাদিপ্রত্যবায়হেতুত্বান্নানুষ্ঠেয় ইতি নেত্যাহ-স্বভাবনিয়তং পূর্ব্বোক্তং শৌর্য্যং তেজইত্যাদি স্বভাবজং যুদ্ধাদিকর্ম্ম কুর্ব্বন্ পাপং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ন প্রাপ্নোতি, তথা চ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বেত্যত্র। বিহিতজ্যোতিষ্টোমাঙ্গপশুহিংসায়া ইব বিহিতযুদ্ধাঙ্গবন্ধুহিংসায়া অপি প্রত্যবায়হেতুত্বাভাবাৎ তথা চোক্তমধস্তাৎ॥ ৪৭॥

নীলকণ্ঠ।—স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ শ্রেয়ানিতি। স্বধর্ম্মো বিগুণঃ কিঞ্চি-দঙ্গহীনোঽপি শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ কিমপেক্ষ্য শ্রেয়ান্ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যগ্বিহিতাদপি। উক্তঞ্চ "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ইতি। স্বভাবনিয়তং পূর্ব্বোক্তত্রিবিধ-স্বভাবাৎ জাতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং দোষং নাপ্নোতি বিষকৃমের্বিষমিব ন দোষকরং তস্মাৎ তব ভৈক্ষ্যং হিংসাশূন্যমপি ন যুক্তং কিন্তু হিংসাযুক্তোঽপি স্বধর্ম্ম এব প্রশস্ততরঃ ধর্ম্মত্বেন বিহিতেঽস্মিন্ অগ্নীষোমীয় পশ্বালম্ভে ইব কৃতে সতিনকিল্বিষপ্রসঙ্গোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

বিশ্বনাথ।—নচ ক্রিয়াদিভিঃ স্বধর্ম্মং রাজসম্ তামসম্ চ বীক্ষ্য তত্রানভিরুচ্যা সাত্বিকম্ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ শ্রেয়ানিতি। পরধর্ম্মাৎ শ্রেষ্ঠাদপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি স্বধর্ম্মোবিগুণো নিকৃষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি শ্রেষ্ঠঃ। তেন বন্ধুবধাদি দোষবত্বাৎ স্বধর্ম্মং যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনাদি পরধর্ম্মস্ত্বয়া নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ॥ ৪৭॥

তাৎপর্য্য।—স্বধর্ম্ম পালনের মাহাত্ম্য পূর্ব্বশ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে ভগবান্ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও বিশদরূপে প্রকটীকৃত করিতেছেন।

যাহার পক্ষে যে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ যে বর্ণের জন্য যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যদি সম্যগ্-রূপে সকলে অনুষ্ঠান করিতে না পারে, যদি তাহার অনুষ্ঠানে কোনরূপ বৈগুণ্য অর্থাৎ ব্যতিক্রম ঘটে, তথাপি তাহারই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। কারণ বর্ণান্তরের ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে এবং বিহিতবিধানে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার অনুসরণ করার অপেক্ষা উল্লিখিতরূপ বৈগুণ্যযুক্ত

স্বধর্ম্মানুষ্ঠানও শ্রেষ্ঠ। এই গীতা শাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হইয়াছে যে, অর্জ্জুন আত্মীয়নাশ ভয়ে অপিচ অকারণ লোভের বশবর্ত্তিতায় বসুন্ধরার বক্ষঃ শোণিত-রঞ্জিত করিবার আশঙ্কায় নিতান্ত মুহ্যমান হইয়াছিলেন; এবং ক্ষত্রিয় জনোচিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় অহিংসা ও ত্যাগ প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবদুপদেশ দ্বারা ইহাই লব্ধ হইতেছে যে, শৌর্য্য বীর্য্য শত্রু নিপাতন প্রভৃতি (১৮। ৪৩) ক্ষত্রিয়জনোচিত কার্য্যই তাঁহার স্বধর্ম্ম; এবং সেই স্বধর্ম্ম পরিপালনই তাঁহার শ্রেয়স্কর ও পরিণামে মঙ্গল বিধায়ক। এক্ষণে সহজেই মনে হইতে পারে যে, যে কর্ম্ম কেবল পাপময় এবং যাহা স্থুল দৃষ্টিতেও কেবল উগ্রতার পরিচয় প্রদান করে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের দ্বারা পাপভাগী সুতরাং নিরয়গামী কেন না হইতে হইবে? ইহারই উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, এরূপ আশঙ্কা নিষ্প্রয়োজন। কারণ পূর্ব্বে বিশেষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বর্ণোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তি স্বভাবজ অর্থাৎ তাহা প্রাগ্ভবীয় সংস্কার, কর্ম্মানুসারে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যকে আশ্রয় করে। এতাদৃশ স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মনুষ্য পাপভাগী হয় না। যে যেরূপ বর্ণে জন্ম পরিগ্রহ করে, তদনুরূপ বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই স্থলে একটী উদাহরণ দিয়াছেন। বিষাক্ত বা দূষিত পদার্থে কৃমি কীট জন্ম গ্রহণ করে। সেই বিষক্ষেত্রেই তাহারা জীবন ধারণ ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। সেই বিষ তাহাদের পক্ষে কদাপি অনিষ্টজনক হয় না। তদ্রূপ যে, যে বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই বর্ণোচিত অনুষ্ঠান নিন্দনীয় বোধ হইলেও তাহার পক্ষে তৎ সমস্ত অনিষ্টকর হয় না।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী দেখাইয়াছেন যে, "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" (২য় অধ্যায় ৪৮ শ্লোক) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যানুসারে চিত্ত স্থির করিয়া যুদ্ধ করিলে পাপ হইবে না। বিহিত জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে পশু হিংসায় যেমন পাপ স্পর্শ হয় না, তদ্রূপ বিহিত স্বধর্ম্মোচিত যুদ্ধে বন্ধু বধ দ্বারা পাপ স্পর্শ হয় না॥ ৪৭॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! সদোষম্ (দোষযুক্তং) অপি সহজং (স্বভাববিহিতং) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ (পরিহরেৎ) হি (যস্মাৎ) সর্ব্বারম্ভাঃ (সর্ব্বকর্ম্মাণি) ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ (সংস্পৃষ্টাঃ) ॥ ৪৮ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয়! দোষ-যুক্তও স্বভাবজ কর্ম্ম ত্যাগ-করিবে না, যে-হেতু সকল-কর্ম্ম ধূম-দ্বারা অগ্নির ন্যায় দোষের-দ্বারা ব্যাপ্ত-রহিয়াছে ॥ ॥৪৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয়! আপনার বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্ম যদি হিংসাদি বিবিধ দোষযুক্ত হয়, তাহা হইলেও সেই সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ ধূমদ্বারা অগ্নি যেমন আছন্ন, সেইরূপ সকল কার্য্যই অল্পাধিক দোষ দ্বারা আবৃত রহিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহ ইত্যনাত্মজ্ঞশ্চ নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যকর্ম্মকৃত্তিষ্ঠতী-ত্যতঃ সহজমিতি। সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নং সহজং কিং তৎ কর্ম্ম কৌন্তেয়! সদোষমপি ত্রিগুণ-ত্বান্ন ত্যজেৎ সর্ব্বারম্ভা আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ যঃ কশ্চিদারম্ভঃ স্বধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ তে সর্ব্বে সদোষাঃ হি যস্মাত্রিগুণাত্মকত্বমত্র হেতুঃ ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দোষেণ ধূমেন সহজেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ সহজস্য কর্ম্মণঃ স্বধর্ম্মাখ্যস্য পরিত্যাগেন পরধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি দোষাৎ নৈব মুচ্যতে ভয়াবহশ্চ পরধর্ম্মঃ ন চ শক্যতেঽশেষতস্ত্যক্তুমজ্ঞেন কর্ম্ম যতঃ তস্মান্ন ত্যজেদি-ত্যর্থঃ। কিমশেষতস্ত্যক্তুমশক্যং কর্ম্মেতি ন ত্যজেৎ কিং বা সহজস্য কর্ম্মণস্ত্যাগে দোষোভব-তীতি। কিঞ্চাতোযদি তাবদশেষতস্ত্যাগ এব নোপপদ্যত ইতি চেৎ কিং নিত্যপ্রচলিতা-ত্মকঃ পুরুষো যথা সাঙ্খ্যানাং গুণাঃ কিম্বা ক্রিয়ৈব কারকং যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চস্কন্ধাঃ ক্ষণ-প্রধ্বংসিনঃ উভয়থাপি কর্ম্মণোঽশেষতস্ত্যাগো ন সংভবত্যথ তৃতীয়োঽপি পক্ষোযদা করোতি তদা সক্রিয়ং বস্তু, যদা ন করোতি তদা নিষ্ক্রিয়ং বস্তু, তদেব, তত্রৈবংসতি শক্যং কর্ম্মাশেষতস্ত্যক্তুম্। অয়ং তস্মিন্ তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষো ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু নাপি ক্রিয়ৈব কারকং কিং তর্হি ব্যবস্থিতে দ্রব্যেঽবিদ্যমানা ক্রিয়োৎপদ্যতে বিদ্যমানা চ বিনশ্যতি। শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদব-তিষ্ঠত, ইতি এবামাহুঃ কাণাদাস্তদেব চ কারকমিত্যস্মিন্ পক্ষে কোদোষ ইত্যয়মেব তু দোষো যতস্তভাগবতং মতমিদং, কথং জ্ঞায়তে, যত আহ ভগবান্নাসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যাদি।

কাণাদাদীনাং হ্যসতোভাবঃ সতশ্চাভাব ইতীদং মতমভাগবতত্বেঽপি ন্যায়বচ্চেৎ কোদোষ ইতি চেদুচ্যতে দোষবত্তিদং, সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ, কথং যদি তাবদ্দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেবাসদুৎপন্নঞ্চ স্থিতং কিঞ্চিৎ কালং পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বমাপদ্যতে তথা চ সত্যসদেব সজ্জায়তে অভাবোভাবোভবতি ভাবশ্চাভাব ইতি। তত্রাভাবোজায়মানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়তে ইতি। ন চৈবমভাব উৎপদ্যতে কারণঞ্চাপেক্ষত ইতি শক্যং বক্তুমসতাং শশবিষাণাদীনামদর্শনাদ্ভাবাত্মকাশ্চেৎ ঘটাদয় উৎপদ্যমানাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তিমাত্রে কারণমপেক্ষ্যোৎপদ্যন্ত ইতি শক্যং প্রতিপত্তুং, কিঞ্চ অসতশ্চ সদ্ভাবে সতশ্চাসদ্ভাবে ন ক্বচিৎ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারেষু বিশ্বাসঃ কস্যচিৎ স্যাৎ সৎ সদেবাসদসদেবেতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ কিঞ্চোৎপদ্যত ইতি দ্ব্যণুকাদের্দ্রব্যস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহুঃ প্রাগুৎপত্তেশ্চাসৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুভিঃ সত্তয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে, সম্বদ্ধং সৎকারণসমবেতং সৎ ভবতি, তত্র বক্তব্যং কথমসতঃ সৎকারণং ভবেৎ সম্বন্ধোবা কেনচিৎ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রস্য সত্তাসম্বন্ধোবা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যং। ননু নৈবং বৈশেষিকৈরভাবস্য সম্বন্ধঃ কল্প্যতে দ্ব্যণুকাদীনাং হি দ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সতামেবোচ্যতে ইতি। ন, সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্ত্বানভ্যুপগমান্নহি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাক্ ঘটাদীনামস্তিত্বমিষ্যতে, ন চ মৃদ এব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি। ততশ্চাসত এব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টোভবতি নন্বসতোঽপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ। ন, বন্ধ্যাপুত্রাদীনামদর্শনাৎ। ঘটাদেরেব প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধোভবতি ন বন্ধ্যাপুত্রাদেরভাবস্য তুল্যত্বেঽপীতি বিশেষোঽভাবস্য বক্তব্যঃ। একস্যাভাবো, দ্বয়োরভাবঃ, সর্ব্বস্যাভাবঃ, প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাব, ইতরেতরাভাবোঽত্যন্তাভাব ইতি লক্ষণতোন কেনচিদ্বিশেষো দর্শয়িতুং শক্যঃ, অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাব এব কুলালাদিভির্ঘটভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখ্যেন কারণেন সর্ব্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি। নতু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাভাবোঽভাবত্বে সত্যপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন ক্বচিদ্ব্যবহারযোগ্যত্বং প্রাগভাবস্যৈব দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যাখ্যস্যোৎপত্ত্যাদিব্যবহারার্হত্বমিত্যেতদসমঞ্জসমভাবত্বাবিশেষাদত্যন্তপ্রধ্বংসাভাবয়োরিব। ননু নৈবাস্মাভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে কিং তর্হি ভাবস্যৈব হি ভাবাপত্তির্যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ পটস্য পটাপত্তিঃ এতদপ্যভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধং। সাঙ্খ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোঽপ্যপূর্ব্বধর্ম্মোৎপত্তিবিনাশাঙ্গীকরণাদ্বৈশেষিকপক্ষান্ন বিশিষ্যতেঽভিব্যক্তিতিরোভাবাঙ্গীকরণেঽপ্যভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্ব্বিদ্যমানাবিদ্যমাননিরূপণে পূর্ব্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদীত্যেতদপ্যুক্তং। পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্ত্ববিদ্যয়োৎপত্তিবিনাশাদিধর্ম্মৈর্নটবদনেকধা বিকল্প্যত ইতীদং ভাগবতং মতমুক্তং নাসতোবিদ্যতে ভাব ইত্যস্মিন্ শ্লোকে সৎপ্রত্যয়স্যাব্যভিচারাৎ ব্যভিচারাচ্চেতরেষামিতি। কথং তর্হি আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেঽশেষতঃ কর্ম্মণস্ত্যাগোনোপপদ্যত ইতি, যদি বস্তুভূর্তা গুণাঃ, যদি বা অবিদ্যাকল্পিতাস্তদ্ধর্ম্মকর্ম্ম তদাত্মন্যবিদ্যাধ্যারোপিতমেবেত্যবিদ্বান্ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যশেষতস্ত্যক্তুং শক্নোতীত্যুক্তং বিদ্বাংস্তু পুনর্ব্বিদ্যয়াঽবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং শক্নোত্যেবাশেষতঃ

কর্ম্ম পরিত্যক্তুম্ অবিদ্যাঽধ্যারোপিতস্য শেষানুপপত্তেঃ। ন হি তৈমিরিকদৃষ্ট্যাঽধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোঽবতিষ্ঠত এবঞ্চ সতীদং বচনমুপপন্নং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদি স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব" ইতি চ ॥ ৪৮ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি দোষরহিতমেব ভিক্ষাটনাদি সর্ব্বৈরনুষ্ঠীয়তামতোন পাপপ্রাপ্তিপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ পরেতি। উক্তমিত্যনুবর্ত্ততে। তর্হি পাপপ্রাপ্তিশঙ্কাং পরিহর্ত্তুং মকর্ম্মনিষ্ঠত্বমেব সর্ব্বেষাং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানাভাবান্নৈবমিত্যাহ অনাত্মজ্ঞইতি। পূর্ব্ববদত্রাপি সম্বন্ধঃ। প্রকারান্তরাসম্ভবকৃতং ফলমাহ অতইতি। সহ জায়তইতি সহজং স্বভাবনিয়তং নিত্যং কর্ম্ম তদ্বিহিতত্বান্নির্দ্দোষমপি হিংসাত্মকতয়া সদোষমিত্যত্র হেতুমাহ ত্রিগুণেতি। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ারব্ধতয়া হিংসাদি দোষবদপি কর্ম্ম বিহিতমত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। কর্ম্মণাং দোষবত্ত্বং প্রপঞ্চয়তি সর্ব্বেতি। আরম্ভশব্দস্য কর্ম্মব্যুৎপত্ত্যা স্বপরসর্ব্বকর্ম্মার্থত্বে কর্ম্মণাং প্রকৃতত্বং হেতুমাহ প্রকরণাদিতি। দোষেণেত্যাদি ব্যাচষ্টে যে কেচিদিতি। তে সর্ব্বে দোষেণাবৃতাইতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং দোষাবৃতত্বে হিশব্দোপাত্তং যস্মাদিত্যুক্তং হেতুমেবাভিনয়তি ত্রিগুণাত্মকত্বমিতি। স্বভাবনিয়তস্য কর্ম্মণোদোষবত্ত্বাত্তত্ত্যাগদ্বারা পরধর্ম্মমাতিষ্ঠমানস্যাপি নৈব দোষাদ্বিমোক্ষঃ সম্ভবতি ন চ পরধর্ম্মোঽনুষ্ঠাতুং শক্যতে ভয়াবহত্বান্ন চ তর্হি কর্ম্মণোঽশেষতোঽনুষ্ঠানমেবাজ্ঞস্যাশেষকর্ম্মত্যাগাযোগাদতঃ সহজং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যাজ্যমিতি বাক্যার্থমাহ সহজস্যেতি। সহজং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেদিত্যত্র বিচারমবতারয়তি কিমিতি। নহি কশ্চিদিতি স্যাদিতি শেষঃ। দোষো বিহিতনিত্যত্যাগে প্রত্যবায়ঃ। সন্দিগ্ধস্য সপ্রয়োজনস্য বিচার্য্যত্বাদুক্তসন্দেহে প্রয়োজনং পৃচ্ছতি কিঞ্চাতইতি। তত্রাদ্যমস্য ফলং দর্শয়তি যদীতি। অশক্যানুষ্ঠানস্য গুণত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ প্রসিদ্ধং হি মহোদধিমগস্ত্যস্য চুলুকীকৃত্য পিবতোগুণবত্ত্বন্তদাহ এবন্তর্হীতি। অশেষকর্ম্মত্যাগস্য গুণবত্ত্বেঽপি প্রাগুক্তন্যায়েন তদযোগাত্তস্যাশক্যানুষ্ঠানতেতি শঙ্কতে সত্যমিতি। চোদ্যমেব বিবৃণ্বন্নাদ্যং বিভজতে কিমিতি। সত্ত্বাদিগুণবদাত্মনো নিত্যপ্রচলিতত্বেনাশেষতস্তেন ন কর্ম্ম ত্যক্তুং শক্যং নাপি রূপবিজ্ঞানবেদনাসংস্কারসংজ্ঞানাং ক্ষণধ্বংসিনাং স্কন্ধানামিব ক্রিয়াকারকভেদাভাবাৎ কারকস্যৈবাত্মনঃ ক্রিয়াত্বমিত্যুক্তে কর্ম্মাশেষতস্ত্যক্তুং শক্যমুভয়ত্রাপি স্বভাবত্বাদিত্যাহ উভয়থেতি। পক্ষদ্বয়ানুরোধেনাশেষকর্ম্মত্যাগাযোগে বৈশেষিকশ্চোদয়তি অথেতি। কদাচিদাত্মা সক্রিয়োনিষ্ক্রিয়শ্চ কদাচিদিতি স্থিতে ফলিতমাহ তত্রেতি। উক্তমেব পক্ষং পূর্ব্বোক্তপক্ষদ্বয়াদ্বিশেষদর্শনেন বিশদয়তি অয়ংত্বিতি। আগমাপায়িত্বে ক্রিয়ায়াস্তদ্বতোদ্রব্যস্য কথং স্থায়িতেত্যাশঙ্ক্যাহ শুদ্ধমিতি। ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বেঽপি ক্রিয়াবত্ত্বাভাবে কথং কারকত্বং ক্রিয়াং কুর্ব্বদ্ধি কারকমিত্যভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তদেবেতি। ক্রিয়াশক্তিমদেব কারকং ন ক্রিয়াধিকরণং পরম্পরাশ্রয়াদিত্যর্থঃ। বৈশেষিকপক্ষে দোষাভাবাদস্তি সর্ব্বৈঃ স্বীকার্য্যতেত্যুপসংহরতি ইত্যস্মিন্নিতি। ভগবন্মতানুসারিত্বাভাবাদস্য পক্ষস্য ত্যাজ্যতেতি দূষয়তি অয়মেবেতি। ভগবন্মতানুসারিত্বমস্যাপ্রামাণিকমিতি শঙ্কতে কথমিতি। ভগবদ্বচনমুদাহরন্ পরপক্ষস্য তদনু-

গুণত্বাভাবমাহ যতইতি। পরেষামপি মতমেতদনুগুণমেব কিং নস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কারণাদীনাং হীতি। ভগবন্মতানুগুণত্বাভাবেঽপি ন্যায়ানুগুণত্বেন দোষরহিতং কাণাদাদীনাং মতমুপাদেয়মেব তর্হি কাণাদমতে বিরোধাদুপেক্ষণীয়মিতি শঙ্কতে অভাগবতত্বেঽপীতি। ন্যায়বত্ত্বমসিদ্ধমিতি দূষয়তি উচ্যতইতি। সর্ব্বপ্রমাণানুসারিণো মতস্য ন তদ্বিরোধিতেত্যাক্ষিপতি কথমিতি। বৈশেষিক-মতস্য সর্ব্বপ্রমাণবিরোধং প্রকটয়ন্নাদৌ তন্মতমনুবদতি যদীতি। অসতো জন্ম সতশ্চ নাশইতি স্থিতে ফলিতমাহ তথা চেতি। উক্তমেব বাক্যং ব্যাকরোতি অভাবইতি। সদেবাসত্ত্বমাপদ্যত-ইত্যুক্তং ব্যাচষ্টে ভাবশ্চেতি। ইতি মতমিতি শেষঃ। তত্রৈবাভ্যুপগমান্তরমাহ তত্রেতি। প্রকৃতং মতং সপ্তম্যর্থঃ ইত্যভ্যুপগম্যতইতিশেষঃ। পরকীয়মভ্যুপগমং দূষয়তি নচেতি। এবমিতি পরপরিভাষানুসারেণেত্যর্থঃ, অদর্শনাদুৎপত্তেরপেক্ষায়াশ্চেতি শেষঃ। কথন্তর্হি তন্মতেঽপি ঘটাদীনাং কারণাপেক্ষাণামুৎপত্তির্নহি ভাবানাং কারণাপেক্ষোৎপত্তির্ব্বা যুক্তেতি তত্রাহ ভাবেতি। ঘটাদীনামস্মৎপক্ষে প্রাগপি কারণাত্মনা সতামেবাব্যক্তনামরূপাণামভিব্যক্তিসামগ্রীমপেক্ষ্য পৃথগভিব্যক্তিসম্ভবান্ন কিঞ্চিদনবদ্যমিত্যর্থঃ। অসৎকার্য্যবাদে দোষান্তরমাহ কিঞ্চেতি। পরমতে মানমেয়ব্যবহারে ক্বচিদপি বিশ্বাসোন কস্যচিদিত্যত্র হেতুমাহ সৎসদেবেতি। নহি সত্তথৈবেতি নিশ্চিতং তস্যৈব পুনরসত্ত্বপ্রাপ্তেরিষ্টত্বান্ন সত্তথৈবেতি নিশ্চয়ঃ তস্যৈব সত্ত্বপ্রাপ্তেরুপগমাদতো যন্মানেন সদসদ্বা নির্ণীতং তত্তথেতি বিশ্বাসাভাবাৎ মানবৈফল্যমিত্যর্থঃ। ইতশ্চাসৎকার্য্যবাদো ন যুক্তিমানিত্যাহ কিঞ্চেতি। তদেব হেত্বন্তরং স্ফোরয়িতুং পরমতমনুবদতি উৎপদ্যতইতীতি। পরকীয়ং বচনমেব ব্যাচষ্টে প্রাগিতি। সম্বন্ধং সদিত্যনেন কারণাসম্বন্ধে সতি কার্য্যস্য সম্বন্ধো ভবতীত্যুক্তং তদেব স্ফুটয়তি কারণেতি। পরমতমেবমনুভাষ্য দূষয়তি তত্রেতি। কার্য্যস্যাস-তোঽপি কারণং সম্ভবতি তস্য চ কার্য্যেণ সম্বন্ধঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। অসত্ত্বাদেবাসতঃ সম্বন্ধাভাবে কারণস্য সতোঽপি ন তেন সম্বন্ধোঽনুমাতুং শক্যতে সদসতোঃ সম্বন্ধাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। কার্য্যস্যাত্যন্তাসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ কারণসম্বন্ধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। সতামেব দ্ব্যণুকাদীনাং কারণসম্বন্ধং শঙ্কিত্বা দূষয়তি ন সম্বন্ধাদিতি। অনভ্যুপগমমেব বিশদয়তি নহীতি। সদেব কারণং কার্য্যাকারমাপদ্য কার্য্যব্যবহারং নির্ব্বর্ত্তয়তীত্যভ্যুপগমান্নাস্তি সম্বন্ধানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যা-পরাদ্ধান্তান্নৈবমিত্যাহ নচেতি। কার্য্যস্য কারণসম্বন্ধাৎ পূর্ব্বং সত্ত্বাভাবে পরিশেষসিদ্ধমর্থং দর্শয়তি ততশ্চেতি। তত্র চানুপপত্তিরুক্তেতি শেষঃ সম্বন্ধিনোঃ সদসতোরসংযোগেঽপি সমবায়ঃ সদসতোঃ সম্ভবেদিতি তস্য নিত্যত্বাদন্যতরসম্বন্ধাভাবেঽপি স্থিতেরাবশ্যকত্বাদিতি শংকতে নন্বিতি। সদসতোর্মিথঃ সম্বন্ধস্যাদৃষ্টত্বান্নেতি নিরাচষ্টে ন বন্ধ্যেতি। ঘটাদিপ্রাগভাবস্য অত্যন্তাভাবত্বা-ভাবাদ্বন্ধ্যাপুত্রাদিবিলক্ষণতয়া স্বকারণসম্বন্ধঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ ঘটাদেরিতি। উভয়ত্রাভাব-স্বভাবাবিশেষেঽপি কস্যচিৎ কারণসম্বন্ধো নেতরস্যেতি বিশেষে হেত্বভাবান্ন প্রাগ্‌ভাবস্য কারণ-সম্বন্ধঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ঘটাদিপ্রাগভাবস্য সপ্রতিযোগিকত্বং বন্ধ্যাপুত্রাদের্নৈবমিতি বিশেষমাশঙ্ক্য দূষয়তি একস্যেতি। প্রাগভাবস্যেব প্রধ্বংসাভাবাদেরপি সপ্রতিযোগিকত্বাবিশেষে স্বকারণেন সম্বন্ধবিশেষঃ স্যাদিত্যর্থঃ। প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবয়োর্ব্বিশেষাভাবে ফলিতমাহ অসতি চেতি।

কপালশব্দোঘটকারণীভূতমৃদবয়ববিষয়ঃ, সর্ব্বো ব্যবহারো ঘটাশ্রিতোজন্মনাশাদিব্যবহারঃ, প্রধ্বংসাভাবস্তু ঘটস্যৈবাভাবত্বে সত্যপি ন ঘটত্বমাপদ্যতে নাপি কারণেন সম্বধ্যতে নচোৎপত্ত্যাদি-ব্যবহারযোগ্যোভবতীত্যেতদযুক্তং প্রাগভাবেনাস্য বিশেষাভাবাদিত্যাহ নম্বিতি। অসমঞ্জস-মিত্যনেনেতিশব্দঃ সম্বধ্যতে। অসমঞ্জসান্তরমাহ প্রধ্বংসাদীতি। অন্যোন্যাভাবাত্যন্তাভাবাদি-পদার্থে। কচিদিতি দেশকালয়োগ্রহণং ব্যবহারোজন্মাদিরেব প্রাগভাবো নোৎপত্ত্যাদিব্যবহার-যোগ্যোভাবাৎপ্রধ্বংসাদিবদিত্যর্থঃ। প্রাগভাবস্য ঘটভাবানভ্যুপগমাদনুমানং সিদ্ধসাধনমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। অভাবস্য ভাবাপত্ত্যনভ্যুপগমে ভাবস্যৈব ভাবাপত্তিরিত্যনিষ্টং স্যাদিতি দূষয়তি ভাবস্যৈবেতি। তস্য তদাপত্তেরযোগ্যত্বে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। ভাবস্য ভাবপত্তিরনিষ্টেতি দার্ষ্টান্তিকং স্পষ্টয়তি এতদপীতি। আরম্ভবাদোক্তদোষং পরিণামবাদেঽপি সঞ্চারয়তি সাঙ্খ্যস্যেতি। ধর্ম্মঃ পরিণামঃ অসতোঽপূর্ব্বপরিণামস্যোৎপত্তেঃ সতশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বপরিণামস্য নাশাদসদসদেব সচ্চ সদেবেতি ব্যবস্থাত্রাপি দুর্ঘটেত্যর্থঃ। ননু কার্য্যং কারণাত্মনা প্রাগপি সদেবাব্যক্তং কারক-ব্যাপারাদ্ব্যজ্যতে তেন ব্যক্ত্যব্যক্ত্যোর্জন্মনাশব্যবহারাবিত্যবিশেষসিদ্ধিস্তত্রাহ অভিব্যক্তীতি কারকব্যাপারাৎ প্রাগনভিব্যক্তিবদভিব্যক্তেঃ সত্ত্বমসত্ত্বং বা সত্ত্বে কারকব্যাপারবৈয়র্থ্যাত্তদ্বিষয়-প্রমাণবিরোধঃ দ্বিতীয়ে পক্ষান্তরবদত্যন্তাসতঃ তন্নির্ব্বর্ত্ত্যত্বাযোগে সএব দোষঃ কারকব্যাপারা-দূর্দ্ধংব্যক্তিবদব্যক্তেরপি সত্ত্বে সএব দোষঃ অসত্ত্বেঽপি সতোঽসত্ত্বাঙ্গীকারাৎ মানমেয়ব্যবহারে ন কাপি বিশ্বাসঃ সৎসদেব অসদসদেবেত্যনির্দ্ধারণাদিত্যর্থঃ। সাঙ্খ্যপক্ষপ্রতিক্ষেপন্যায়েন পক্ষান্তর-মপি প্রতিক্ষিপ্তমিত্যাহ এতেনেতি। কারণস্যৈব কার্য্যরূপাপত্তিরুৎপত্তিস্তস্যৈব তদ্রূপত্যাগেন স্বরূপাপত্তির্নাশইত্যেতদপি ন পূর্ব্বরূপে স্থিতে নষ্টে চ পরস্য পররূপাপত্তেরনুপপত্তের্ন চ প্রাপ্তং রূপং স্থিতেন নষ্টেন বা ত্যক্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। আরম্ভবাদে পরিণামবাদে চ উৎপত্ত্যাদিব্যব-হারানুপপত্তৌ পরিশেষায়াতং দর্শয়তি পারিশেষ্যাদিতি। একস্যানেকবিধবিকল্পানুপপত্তিমা-শঙ্ক্যাহ অবিদ্যয়েতি। অস্যাপি মতস্য ভগবন্মতানুরোধিত্বাভাবাদবিশিষ্টা ত্যাজ্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ ইতীদমিতি। উক্তমেব ভগবন্মতং বিশদয়তি সৎপ্রত্যয়স্যেতি। সদেকমেব বস্তু স্যাদিতি শেষঃ। ইতরেষাং বিকারপ্রত্যয়ানাং রজতাদিধীবদর্থব্যভিচারাদবিদ্যয়া তদেব সদ্বস্ত্বনেকধা বিকল্প্যত ইত্যাহ ব্যভিচারাচ্চেতি। ইতি মতং শ্লোকে দর্শিতমিতি সম্বন্ধঃ। আত্মনশ্চেদবিক্রিয়ত্বং ভগবতেষ্টং তর্হি সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগোপপত্তেঃ সহজস্যাপি কর্ম্মণস্ত্যাগসিদ্ধিরিতি শংকতে কথ-মিতি। কিং কার্য্যকারণাত্মনাং গুণানামকল্পিতানাং কল্পিতানাং বা কর্ম্ম ধর্ম্মত্বেনেষ্টং দ্বিধাপি নিঃশেষকর্ম্মত্যাগো বিদুষোঽবিদুষোবা নাদ্যইত্যাহ যদীত্যাদিনা। অবিদ্যারোপিতমেব গুণ-শব্দিতকার্য্যকারণারোপদ্বারা কর্ম্মেতি শেষঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ বিদ্বাংস্ত্বিতি। আরোপশেষ-বশাদ্বিদুষোঽপি নাশেষকর্ম্মত্যাগসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যেতি। তামবানুপপত্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি নহীতি। বিদুষোঽশেষকর্ম্মত্যাগে পাঞ্চমিকমপি বচোঽনুকূলমিত্যাহ এবঞ্চেতি অবিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগাযোগেচ প্রকৃতাধ্যায়স্থমেব বাক্যমনুগুণমিত্যাহ স্বে স্বে ইতি। বাক্যান্তরমপি তত্রৈবার্থে যুক্তার্থমিত্যাহ স্বকর্ম্মণেতি॥ ৪৮॥

রামানুজ।—অতঃ কর্ম্মনিষ্ঠৈব জ্যায়সীতি তৃতীয়োক্তং স্মারয়তি সহজমিতি। অতঃ সহজত্বেন সুকরমপ্রমাদং চ কর্ম্ম সদোষং সদুঃখমপি ন ত্যজেৎ জ্ঞানযোগযোগ্যোঽপি কর্ম্মযোগমেব কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ সর্ব্বারম্ভাঃ কর্ম্মারম্ভা জ্ঞানারম্ভাশ্চ দোষেণ দুঃখেন ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। ইয়াংস্তু বিশেষঃ কর্ম্মযোগঃ সুকরো অপ্রমাদশ্চ জ্ঞানযোগস্তদ্বিপরীতইতি॥ ৪৮॥

হনুমান্।—তস্য দোষায় নভবতি বিষজাতস্য কৃমেঃ সহজং বিষং ন মরণায় ভবতি কিঞ্চান্যৎ আরভ্যত ইত্যারম্ভঃ সর্ব্বারম্ভাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি হি যস্মাৎ ত্রিগুণত্বাৎ দোষেণাবৃতাঃ ধূমদোষেণাগ্নিরিবাবৃতাস্তস্মাৎ সদোষমপি স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা পরধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি তস্যানুষ্ঠীয়মানস্য তামসদোষযুক্তত্বাৎ দোষান্ন মুচ্যতে॥ ৪৮॥

শ্রীধর।—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ, হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ, অতোযথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপএব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

বলদেব।—ন খলু ক্ষত্রিয়াদিধর্ম্মা এব যুদ্ধাদয়ঃ সদোষাঃ ব্রহ্মধর্ম্মাশ্চ তথেত্যাহ সহজমিতি। সহজং স্বভাবপ্রাপ্তং কর্ম্ম সদোষমপি হিংসাদিমিশ্রমপি ন ত্যজেদপি তু বিহিতত্বাৎ কুর্য্যাদেব নির্দ্দোষত্ববুদ্ধ্যা ব্রহ্মকর্ম্মণা চরেদিত্যর্থঃ যতঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদিবর্ণামারম্ভাঃ কর্ম্মাণি ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দ্রব্যসাধ্যত্বাচ্চ সামান্যতঃ কেনচিদ্দোষেণাবৃতা ব্যাপ্তা এব ভবন্তি ধূমেনেবাগ্নিরিতি। যথাগ্নের্ধূমাংশমপাকৃত্য শীতাদিনিবৃত্তয়ে তাপঃ সেব্যতে তথা কর্ম্মণাং ভগবদর্পণেন দোষাংশং নির্ধূয়াত্মদর্শনায় জ্ঞানজনকত্বাংশঃ সেব্য ইতি ভাবঃ॥ ৪৮॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং বিহিতহিংসাদের্ন প্রত্যবায়হেতুত্বং পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহঃ সামান্যদোষেণ চ সর্ব্বকর্ম্মাণি দুষ্টানি তস্মাদজ্ঞোবর্ণাশ্রমাভিমানী হে কৌন্তেয়! সহজং স্বভাবজং কর্ম্ম সদোষমপি বিহিতহিংসাযুক্তমপি জ্যোতিষ্টোমযুদ্ধাদি ন ত্যজেদন্তঃকরণশুদ্ধেঃ প্রাগ্ভবানন্যোবা ন হ্যনাত্মজ্ঞঃ কশ্চিৎক্ষণমপি কর্ম্মাণ্যকৃত্বা স্থাতুং শক্নোতি ন চ পরধর্ম্মানমুতিষ্ঠন্নপি দোষান্মুচ্যতে সর্ব্বারম্ভাঃ স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে হি যস্মাৎ দোষেণ ত্রিগুণাত্মকত্বেন সামান্যেনাবৃতাঃ ব্যাপ্তা সদোষা এব তথা চ প্রগ্যাখ্যাতং পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিন ইতি তস্মাদগত্যানাত্মজ্ঞঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ বিষজকৃমিরিব বিষং সহজং কর্ম্ম যুদ্ধাদি ত্রিগুণাত্মকত্বেন সামান্যেন বন্ধুবধাদিনিমিত্তত্বেন বিশেষেণ চ সদোষমপি ন ত্যজেৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগাসমর্থত্বাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগসমর্থস্তু শুদ্ধান্তঃকরণস্ত্যজেদেবেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪৮॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ সহজমিতি। সহজং স্বাভাবিকং ক্ষাত্রং কর্ম্ম সদোষং হিংসামিশ্রমপি ন ত্যজেৎ হি যস্মাৎ সর্ব্বারম্ভাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি দোষেণ হিংসাদিনা আবৃতা এব যস্মাচ্চ পরধর্ম্মো ভয়াবহস্তস্মাৎ স্বকর্ম্ম ন ত্যজেদিত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

বিশ্বনাথ।—নচ স্বধর্ম্ম এব কেবলং দোষোঽস্তীতি মন্তব্যং যতঃ পরধর্ম্মেঽপি দোষঃ কশ্চিদস্ত্যেবেত্যাহ। সহজং স্বভাববিহিতং হি যতঃ সর্ব্বে হ্যারম্ভাঃ দৃষ্টাদৃষ্টসাধনানি কর্ম্মাণি দোষেণাবৃতা এব যথা ধূমেন দোষেণাবৃত এব বহ্নির্দৃশ্যতে অতো ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য তস্য তাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে যথা সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্য ইতি ভাবঃ॥ ৪৮॥

তাৎপর্য্য।—যদি অর্জ্জুনের মনে আশঙ্কা জন্মে যে, সহজাত কর্ম্ম করণীয় হইলেও তাহার দোষ সমূহ কি প্রকারে অবলম্বন করা যাইতে পারে? অতএব দোষযুক্ত কর্ম্ম পরিত্যাজ্য। এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, ধূম দ্বারা বহ্নি যেরূপ সর্ব্বদা আবৃত থাকে, মনুষ্যের অনুষ্ঠান সমূহও তদ্রূপ দোষযুক্ত। এইরূপ দোষ দর্শনে সহজাত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। যদি অর্জ্জুন মনে করিয়া থাকেন যে, হিংসাবহুল যুদ্ধাদির অপেক্ষা ভিক্ষাটনাদি রূপ দীনোচিত ক্রিয়া শ্লাঘনীয়; তাহা হইলে তাঁহার বুঝিবার ভুল স্বীকার করিতে হইবে। কেন না শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" (৩।৩৫) অর্থাৎ ভিক্ষাটনাদি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনের পক্ষে অশ্রেয়স্কর। তাহার পর যদি মনে হয় যে, হিংসাবহুল স্বধর্ম্ম পালনাপেক্ষা নিষ্ক্রিয়াবস্থায় শান্তভাবেও কালপাত করা যাইতে পারে? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, প্রকৃষ্ট আত্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে তাদৃশ অবস্থা ঘটিতে পারে না। অপিচ, কোন অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই ক্ষণকালও কর্ম্মহীন অবস্থায় অতিবাহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" (৩য় অধ্যায় ৫ শ্লোক) এই বিষয় প্রকারান্তরে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই শ্লোক উপস্থিত করা হইতেছে। যাহা জন্মের সহিত উৎপন্ন, তাহাই সহজ। কর্ম্মই সহজ অর্থাৎ জন্মসহ জাত। হে কৌন্তেয়! এই কর্ম্ম ত্রিগুণ বিশিষ্ট সুতরাং সদোষ। তথাপি এই সহজ কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে। ইহার ভাবার্থ এই যে; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় তারতম্যানুসারে সকল কর্ম্মকেই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং অনেক কর্ম্মই হিংসাদি দোষযুক্ত বা মোহাদি আবিলতা পূর্ণ। তাই বলিয়া দূষণীয় জ্ঞানে

১ তত্তাবৎ পরিত্যাজ্য নহে। সকল কর্ম্মই যে দোষাবহ,, ইহাই অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে। যাহার আরম্ভ হয়, তাহাই কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহা অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাই কর্ম্ম—তাদৃশ কর্ম্ম—স্বধর্ম্মই হউক বা পরধর্ম্মই হউক, সকলই দোষযুক্ত। কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মমাত্রই ত্রিগুণাত্মক। এতাদৃশ কর্ম্মসমূহ, অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা আবৃত থাকে তদ্রূপে দোষ দ্বারা আবৃত। যাহা সহজ কর্ম্ম, তাহাই স্বধর্ম্ম; সেই স্বধর্ম্মের দোষ দর্শনে পর ধর্ম্মাবলম্বনে দোষমুক্তি সম্ভব নহে; কারণ "পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ," সুতরাং তাহার অনুষ্ঠান সাধ্যায়ত্ত নহে। অপিচ কর্ম্মের সহিত অজ্ঞ মানব অশেষ প্রকারে জড়িত; সুতরাং আত্মজ্ঞান বিহীন ব্যক্তির পক্ষে সেই অশেষ কর্ম্মত্যাগ কখনই সম্ভব নহে। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে সহজকর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবজ কর্ম্ম দোষ যুক্ত হইলেও ত্যাজ্য হইতে পারে না। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সহজাত কর্ম্ম অশেষরূপে ত্যাগ করিতে মানব অক্ষম অথবা সহজ কর্ম্ম ত্যাগে দোষ হয়? এতদুভয় কল্প এস্থলে বিচার্য্য। যদি বলা যায় যে, কর্ম্ম অশেষ বলিয়া তাহার ত্যাগ অসম্ভব, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অশেষ কর্ম্ম ত্যাগে দোষ না হইয়া গুণই হইবে। এ কথা সত্য। কারণ যাহা অসম্ভব, তাদৃশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা গুণেরই কথা সন্দেহ নাই। মহর্ষি অগস্ত্য গণ্ডূষে মহাসমুদ্রের জল পান করিয়াছিলেন, (২১৯৫ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) তাহা যেরূপ প্রসিদ্ধানুষ্ঠান, তদ্রূপ অশেষ কর্ম্ম ত্যাগরূপ অসম্ভব অনুষ্ঠান ও প্রশংসারই যোগ্য! কিন্তু অশেষতঃ কর্ম্ম ত্যাগ সাধারণতঃ সত্বাদি গুনসম্পন্ন মানবের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। সাংখ্যদিগের গুণ অথবা ক্রিয়ার সহিত কারকের সম্বন্ধ এবং বৌদ্ধদিগের (২৬৬১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার ভেদে পঞ্চস্কন্ধানুসারেও অশেষতঃ কর্ম্ম ত্যাগ অসম্ভব। উল্লিখিত সাংখ্য এবং বৌদ্ধদর্শন * উভয় প্রকার মতে কর্ম্মত্যাগ অশেষতঃ

* বৌদ্ধ দর্শন।—ভগবান্ বুদ্ধদেব (২৬৬১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) যে ধর্ম্ম মত প্রচার করিয়া ভূমণ্ডলে অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, পরম্পরাগত শিষ্যমণ্ডলী সেই মত বিবিধ ভাবে গ্রহণ করিয়া ভিন্ন ভিন্নরূপে দর্শনের উদ্ভব করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের মতাবলম্বিগণ চারি স্বতন্ত্র প্রকার দার্শনিক মতের অনুসরণ করেন। যদ্ যথা;—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক

অসম্ভব ইহাই প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বৈশেষিক দর্শনের মত উত্থাপন করিতেছেন। যখন কার্য্য করে, তখন বস্তু সক্রিয় আর যখন কার্য্য না করে, তখন বস্তু নিষ্ক্রিয়। এরূপ স্বীকার করিলে অশেষতঃ কর্ম্মত্যাগ সাধ্যায়ত্ত বলিয়া উপপন্ন হয়। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের এই বৈশেষিক মতের বিশেষত্ব এই যে, নিত্য প্রচলিত বস্তু এস্থলে লক্ষিত নহে। তবে কি ব্যবস্থিত বস্তুতে অবিদ্যমান ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং বিদ্যমান ক্রিয়ার বিনাশ হইয়া থাকে? ক্রিয়ামাত্রই আগমাপায়ী অর্থাৎ একবার তাহার আগম হয় এবং পরে তাহার নাশ হয়। তাদৃশ ক্রিয়া যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহার স্থায়িত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

ও বৈভাষিক। তন্মধ্যে মাধ্যমিক মত বিশেষ সমাদৃত এবং নানাস্থানে নানাভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। এই মতে সংসারে পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুরই বিদ্যমানতা নাই; এ সংসার কেবলই শূন্যময়। ইহার কারণ স্বরূপে বৌদ্ধগণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, যে বস্তু জাগ্রদবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না; আবার স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগ্রদ বস্থায় তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। অপিচ সুষুপ্তি অবস্থায় কোন বস্তুই থাকে না। অতএব সকলই মিথ্যা। যোগাচার মতবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন যে, সংসারে পরিদৃশ্যমান বাহ্য ব্যাপার সমূহ অসত্য, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাই সত্য পদার্থ। কেন না আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই সকলের সত্ত্বা উপলব্ধ হয়, অতএব আত্মা ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। প্রবৃত্তি বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান ভেদে বিজ্ঞান দ্বিবিধ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নবস্থায় বাহ্য বিষয় ঘটিত যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রবৃত্তি বিজ্ঞান, এবং সুষুপ্তাবস্থায় যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহাই আলয় বিজ্ঞান। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া এই উভয় প্রকার জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই জন্য আত্মাই সত্য, আর সকলই অসত্য। সৌত্রান্তিক মতানুসারে পরিদৃশ্যমান বাহ্য ব্যাপার সমূহ অনুমানসিদ্ধ ও সত্য। বৈভাষিকগণ বাহ্য ব্যাপার সমূহ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধগণ চারি তত্ত্বের স্বীকার করেন। যথা; দুঃখতত্ত্ব, আয়তন তত্ত্ব, সমুদয় তত্ত্ব এবং মার্গ তত্ত্ব। বেদনাস্কন্ধ, বিজ্ঞান স্কন্ধ, সংজ্ঞা স্কন্ধ, রূপ স্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধ এই স্কন্ধপঞ্চক দুঃখতত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চ তন্মাত্র, মন ও ধর্ম্মায়তন বুদ্ধি এই দ্বাদশটী আয়তন তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাগদ্বেষাদি মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সমূহ সমুদয় তত্ত্ব নামে অভিহিত। সংস্কার মাত্রই কেবল ক্ষণস্থায়ী, এইরূপ অবিচলিত বাসনা, মার্গ তত্ত্ব নামে অভিহিত হয়। মোক্ষপ্রাপ্তি বৌদ্ধগণের পরম লক্ষ্য। যতক্ষণ সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণ না হয়, ততক্ষণ সংসার ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। মার্গ তত্ত্ব পর্য্যন্ত সুদৃঢ়রূপে হৃদ্বোধ হইলে মোক্ষ লব্ধ হইয়া থাকে।

পরম্পরাগত শিষ্যমণ্ডলী সম্প্রদায়ভেদে মূল বুদ্ধদেব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নানা প্রকার অবান্তর মত সংগঠিত করিয়াছেন এবং বিবিধ সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও জটিল ব্যাখ্যাসহকারে সকল অভিপ্রায় নিতান্ত দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন। এই সকল কারণেই সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে মনুষ্যগণ প্রায়শঃ অজ্ঞ। এই জন্যই এখন প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা বাহ্য নিদর্শনাদি আধুনিক বৌদ্ধগণের প্রধান পরিচায়ক হইয়াছে। তথাপি এখনও

বৈশেষিক দর্শন প্রবর্ত্তক (২৫৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মহাত্মা কণাদের * মতাবলম্বিগণ বলিয়াছেন, "শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদবতিষ্ঠতে" ইহার ভাবার্থ এই যে, ক্রিয়া অস্থায়ী হইলেও কেবল দ্রব্য স্বশক্তি দ্বারা অবস্থিত থাকে। এই মত দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত আশঙ্কার খণ্ডন হইতেছে। এক্ষণে আরও আশঙ্কা হইতে পারে যে, ক্রিয়াহীন হইলে বস্তুর কারকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কারণ ক্রিয়া সম্পাদন করাই কারকত্ব। সুতরাং ক্রিয়া না থাকিলে কারকত্ব স্বীকার অসম্ভব। তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এরূপ হইলেও কারকত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ ঘটে না। কারণ ক্রিয়া সম্পাদন করিব্যর শক্তি থাকাই কারকত্ব সুতরাং ক্রিয়া ও কারক উভয়ই পরস্পর-সাপেক্ষ। অর্থাৎ ক্রিয়া ব্যতীত যেমন কারকত্বের পরিচয় হয় না, তেমন কারক ব্যতীত ক্রিয়াও সম্পন্ন হয় না। বৈশেষিক মতে এ সম্বন্ধে কোন দোষ নাই। এই মত সকলের পক্ষেই স্বীকার্য্য হইতে পারিত, যদি ইহা ভাগবত-সম্মত হইত। উল্লিখিত মত ভগবানের অভিপ্রায় সম্মত নহে, সুতরাং দোষাবহ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬) কাণাদাদির ভাবের অসত্ত্বা এবং অভাবেব সত্ত্বা অর্থাৎ ভাবের অবিদ্যমানতা এবং অভাবেব বিদ্যমানতা এই মত কেবল ভগবানের মতবিরোধী হইলেও নৈয়ায়িক-দিগেয় মতে দোষযুক্ত না হইতে পারে? তদুত্তরে বক্তব্য যে, ইহা সর্ব্ব-

কোন কোন স্থানে প্রগাঢ় বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অসদ্ভাব নাই। নেপাল এবং তিব্বতে বৌদ্ধ দর্শন সংক্রান্ত হস্তলিখিত বিস্তর পুঁথি এখনও সুরক্ষিত আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন এরূপ লোক এখন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ যতিগণ একান্ত নিষ্ঠা-পরায়ণ এবং ধর্ম্মমূর্ত্তি। কিন্তু অনেকেই কেবল বাহ্য-লক্ষণাধারী, আভ্যন্তরিক তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ না হইলেও প্রায়ই লব্ধপ্রবেশ নহেন। মস্তক মুণ্ডন, চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু ধারণ এবং রক্তবস্ত্র পরিধান ইহাই ইহাদিগের বাহ্যলক্ষণ। ইহারা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করেন। নিশাভোজন সর্ব্বত্রই অবিহিত, এমন কি, অপরাহ্ণ কালেও ভোজনের ব্যবস্থা নাই।

বৌদ্ধদিগের মতানুসারে এই শরীরের নাম দ্বাদশায়তন। কারণ শরীর, বাক্, পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি ও মন, এই দ্বাদশটী ইন্দ্রিয়ের আয়তন। এই দ্বাদশায়তন স্বরূপ শরীরের বিহিতরূপ শুশ্রূষা করা ইহাদিগের মতে প্রধান কর্ম্ম। এই শুশ্রূষা ধন ব্যতীত হইবার নহে, এই জন্য ধনোপার্জ্জনও বিধেয়।

* কাণাদ দর্শন।—বৈশেষিক দর্শনের নামান্তর। (২০৬ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) মহর্ষি কণাদ উলূক নামেও পরিচিত ছিলেন, এইজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত দর্শন ঔলূক্য দর্শন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা ষড় দর্শনের অন্যতম।

প্রমাণ বিরুদ্ধ সুতরাং ইহা অবশ্যই দোষযুক্ত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, দ্ব্যণুকাদি * পদার্থ পুঞ্জ উৎপত্তির পর কিঞ্চিৎ কাল মাত্র অবস্থান করিয়া পুনরায় অত্যন্ত অসদবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শশবিষাণাদি অসৎ বস্তু কোনরূপ কারণকে অবলম্বন করিরা জন্মিতে পারে, এরূপ কথা কাহারও স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ঘটাদি অসদ্বস্তু হইলেও তত্তাবত কারণান্তর অবলম্বন করিয়া জন্মিতে পারে, এবং জন্মের পর কিঞ্চিৎ কালমাত্র স্ব স্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া পুনরায় অভাবাবস্থা- প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতাবতা সদ্বস্তুর কখনও অভাব এবং অসদ্বস্তুর কখনও ভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। কোনরূপ প্রমাণ বা যুক্তি কোনরূপে অসদ্বস্তুর ভাব সমর্থন করিতে সক্ষম নহে। শশবিষাণাদি কল্পিত অসদ্বস্তু কখনই আবির্ভূত হয় না ; ঘটাদির আবির্ভাব হইলেও তাহা অসৎই থাকে, সৎ বলিয়া কোন ক্রমেই স্বীকৃত হইতে পারে না। দ্ব্যণুকাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল ; পরে সমবায় কারণ সূত্রে কিয়ৎকাল সদ্রূপে অবস্থিতি করে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে এরূপ অসৎ পদার্থের সতের সহিত সম্মিলন কিরূপে সম্ভব হয়? কোন কারণেই বন্ধ্যার পুত্র কেহই কল্পনা করিতে পারে না। সেই বন্ধ্যাপুত্র যেরূপ অসম্ভব ব্যাপার, অসদ্বস্তুর সদ্রূপে অবস্থান বা কোন কারণে সতের সহিত সম্মিলনও তদ্রূপ অসম্ভব। বৈশেষিকগণ এরূপ ভাবে অসতের সত্তা উপলব্ধি করেন না। তাঁহারা কারণান্তর সংযোগে অসদ্বস্তুর আবির্ভাব স্বীকার করেন। কুলাল চক্র এবং দণ্ড প্রভৃতি ক্রিয়া ও কারক অবলম্বনে ঘটের উদ্ভব হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে ঘটের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন না, এবং ইহাও প্রতিপাদিত হয় না যে, যে মৃত্তিকা দ্বারা ঘট গঠিত হইয়াছে সেই মৃত্তিকা স্বয়ং ঘটরূপে পরিণত হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এইরূপে ভাব ও অভাব বিষয়ক বিস্তর আলোচনা করিয়া পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অশেষতঃ কর্ম্মত্যাগ কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এই বিচার স্থূলতঃ ২য় অধ্যায়ে ১৩ ও ১৬ শ্লোকে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে,

* দ্ব্যণুক।—অন্ধকার কক্ষ মধ্যে সামান্য রন্ধ্র পথে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে সেই আলোকপাত স্থলে ত্রসরেণুর ন্যায় ভাসমান অগণ্য পরমাণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই ত্রসরেণুর প্রত্যেককে তিন ভাবে বিভক্ত করিলে যে অতি ক্ষুদ্র অংশ হয় তাহারই এক এক অংশের নাম দ্ব্যণুক।

সুতরাং পুনরালোচনা অনাবশ্যক) যে ব্যক্তি অবিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞান বিরহিত, অশেষতঃ কর্ম্ম ত্যাগ তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি তত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা তিরোহিত করিয়া অশেষতঃ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে। কারণ অবিদ্যা দ্বারা অধ্যারোপিত পদার্থের শেষ থাকে না। অবিদ্যা প্রভাবে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়; কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা দূর হইলে আর ভ্রম থাকে না। তৈমিরিক নামক চক্ষু রোগ জন্মিলে দ্বিচন্দ্র দর্শন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেই রোগ অপগত হইলে আর সেরূপ হয় না।' এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, "সর্ব্ব কর্ম্মাণি মনসা" (৫। ১৩) "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ" স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" (১৮। ৪৫। ৪৬) অর্থাৎ মানব স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কর্ম্ম নিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ সাধন। এক্ষণে সেই কথা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত সমালোচ্য শ্লোক অবতারিত হইতেছে। যে কর্ম্ম সহজ অর্থাৎ স্বভাবজাত, তাহাই সুকর অর্থাৎ অনায়াস সাধ্য এবং প্রমাদ অর্থাৎ ভ্রান্তি সম্ভাবনা পরিশূন্য। এতাদৃশ সহজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না। তুমি যদি জ্ঞানযোগের যোগ্য হও অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনের উপযোগী ক্ষমতাশালী হইয়া থাক, তথাপি তুমি কর্ম্মযোগেরই অনুবর্ত্তন করিবে। সর্ব্বারম্ভ অর্থাৎ কর্ম্মারম্ভ এবং জ্ঞানারম্ভ উভয়ই, অগ্নি যেরূপ ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ দুঃখরূপ দোষের দ্বারা আবৃত। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, এতদুভয়ের বৈলক্ষণ্য আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, কর্ম্মযোগ সহজসাধ্য এবং প্রমাদ শূন্য; কিন্তু জ্ঞানযোগ দুষ্কর এবং তাহার অনুষ্ঠানে নানারূপ কুপথে পরিচালিত হইয়া ভ্রমকূপে নিমগ্ন হওয়া সম্ভব।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! যদি সাংখ্য মতাবলম্বী হইয়া স্বধর্ম্মে হিংসাবাহুল্যাদি দোষ দর্শনে বিরক্তচিত্ত হও এবং ব্রাহ্মণের অবলম্বিত বৈরাগ্যাদি রূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার বুঝিয়া দেখা উচিত যে, পরধর্ম্মও তুল্যরূপ সদোষ অর্থাৎ তোমার ধর্ম্মও যেমন দোষযুক্ত, পরধর্ম্মও

তেমনই দোষাশ্রিত বলিয়া বুঝিতে পারিবে। অতএব সহজ অর্থাৎ স্বভাবজাত কর্ম্ম সদোষ হইলেও পরিত্যাগ করিও না। কারণ দৃষ্ট বা অদৃষ্ট সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষ দ্বারা আবৃত। ধূম অগ্নির সহজাত হইয়া অগ্নিকে যেরূপ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ দোষসমূহও কর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। অতএব যেমন অগ্নির ধূমরূপ দোষ পরিহার করিয়া অন্ধকার নাশ করিবার নিমিত্ত শীতাদি দূর করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির প্রতাপ সেবন বা ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ কর্ম্মের কেবল দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত তাহার গুণাংশ সেবন করা আবশ্যক।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। কেবল যে যুদ্ধাদি ক্রিয়াপূর্ণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দোষযুক্ত এইরূপ নহে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মও দোষস্পৃষ্ট। সহজ অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। বরং অবশ্য বিহিত নির্দ্দোষ কর্ম্ম জ্ঞানে তাহার অনুষ্ঠান করাই আবশ্যক। যে হেতু ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের কর্ম্মসমূহই ত্রিগুণাত্মক এবং দ্রব্যসাপেক্ষ, সুতরাং সামান্যতঃ কোন না কোন দোষযুক্ত। ধুম যেমন অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তদ্রূপ কর্ম্মসমূহও দোষাচ্ছন্ন। যেরূপ শীতাদি নিবৃত্তির নিমিত্ত ধূমাংশ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি সেবন করিতে হয়, সেইরূপ ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকারে কর্ম্মসমূহের দোষরাশি নিষ্কাশিত করিয়া আত্ম দর্শনের অভিপ্রায়ে কর্ম্মের জ্ঞানজনক অংশ সেবন করিবে॥ ৪৮॥

—:০:—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ৪৯॥

অন্বয়।—সর্ব্বত্র (পুত্রদারাদিষু) অসক্তবুদ্ধিঃ (সঙ্গশূন্যবুদ্ধিঃ) জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ) বিগতস্পৃহঃ (তৃষ্ণাশূন্যঃ) [জ্ঞানী] সন্ন্যাসেন (সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগরূপেণ) পরমাং (প্রকৃষ্টাং) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ (আত্মজ্ঞানলাভরূপাং সিদ্ধিং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ৪৯॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বত্র সঙ্গ-শূন্য-বুদ্ধি জিত-চিত্ত স্পৃহা-রহিত [জ্ঞানী] সর্ব্ব-কর্ম্ম-ত্যাগ-দ্বারা-পরমা আত্ম-জ্ঞান-লাভ-রূপ-সিদ্ধি প্রাপ্ত-হন ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা।—পুত্রদারাদি সকল বিষয়েই মমত্ব বুদ্ধিরহিত নিরহঙ্কার বিষয়তৃষ্ণা শূন্য জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম-পরিহাররূপ সন্ন্যাস দ্বারা প্রকৃষ্ট আত্মজ্ঞানসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যা চ কর্ম্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে। অসক্তবুদ্ধিরসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোঽসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষু আসক্তিনিমিত্তেষু, জিতাত্মা জিতো বশীকৃত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা, বিগতস্পৃহঃ বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ স বিগতস্পৃহো য এবম্ভূত আত্মজ্ঞঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং নির্গতানি কর্ম্মাণি যস্মান্নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্ম্মা তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং, নৈষ্কর্ম্ম্যঞ্চ তৎ সিদ্ধিশ্চ সা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ, নৈষ্কর্ম্মস্য বা সিদ্ধিঃ নি নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধির্নিষ্পত্তিস্তাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং, পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজ-সিদ্ধিবিলক্ষণাং সদ্যোমুক্ত্যবস্থানরূপাং সন্ন্যাসেন সম্যগ্দর্শনেন তৎপূর্ব্বকেণ বা সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

আনন্দগিরি।—বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেহিপি বিদুষস্তথেত্যুক্তম্, ইদানীমুক্তমনূদ্যানন্তর-শ্লোকতাৎপর্য্যমাহ যাচ কর্ম্মজেতি। চোঽবধারণার্থো ভিন্নক্রমোবক্তব্য ইত্যত্রসম্বধ্যতে। সাধ-নান্যপদিশন্নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং ব্যপদিশতি অসক্তেতি। পুত্রাদিবিষয়ে চেতসঃ সঙ্গাভাবেঽপি তস্যা-স্বাধীনত্বমাশঙ্ক্যাহ জিতাত্মেতি। অসক্তিমুক্ত্বা স্পৃহাভাবং বদতপুনরুক্তিরিষ্টেত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি। উক্তমনূদ্য তৎফলং লম্ভয়তি য এবমিতি। কর্ম্মণাং নির্গতৌ হেতুমাহ নিষ্ক্রিয়েতি। সম্যগ্জ্ঞানার্থ-ত্বেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিশব্দং ব্যাখ্যায়ার্থান্তরমাহ নৈষ্কর্ম্ম্যস্যেতি। প্রকর্ষমেব প্রকটয়তি কর্ম্মজেতি। সন্ন্যাসস্য শ্রুতিস্মৃত্যোঃ সম্যগ্দর্শনসাধনত্ব প্রসিদ্ধেরযুক্তস্তাদাত্মামিত্যাশঙ্ক্য পক্ষান্তরমাহ তৎপূর্ব্ব-কেণেতি ॥ ৪৯ ॥

রামানুজ।—অসক্তবুদ্ধিরিতি। সর্ব্বত্র ফলাদিষ্বসক্তচিত্তঃ জিতাত্মা জিতমনাঃ পরমপুরুষ-কর্ত্তৃত্বানুসন্ধানেনাত্মকর্ত্তৃত্বে বিগতস্পৃহঃ। এবং ত্যাগাদনন্যত্বেন নির্ণীতেন সন্ন্যাসেন যুক্তঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতীতি পরমাং ধ্যাননিষ্ঠাং জ্ঞানযোগস্যাপি ফলভূতা-মধিগচ্ছতীত্যর্থঃ। বক্ষ্যমাণধ্যানযোগাবাপ্তিং সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্মোপরতিরূপামধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

হনুমান্।—ইদং নষ্টশ্চেন্নষ্টোঽহমিতি সক্তা নিবদ্ধাবুদ্ধির্যস্য নাস্তি সোঽসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র কর্ম্মসু তৎফলেষু পুত্রমিত্রকলত্রাদিষু চ অসক্তবুদ্ধিঃ নির্গতানি কর্ম্মাণি যস্মাৎ মরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্বনগরদ্বিচন্দ্রদিঙ্মোহাদিষু বদ্ধবুদ্ধ্যামুক্তস্বভাব পরমাত্মস্বরূপস্য ভাবাৎ স নিষ্কর্ম্মা তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধিং নিবৃত্তিং পরমাং প্রকৃষ্টাং পুত্রমিত্রকলত্রাদি-

বিষয়েভ্যঃতথাচ শ্রুতিঃ। আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ।" "আত্মলাভান্নপরং বিদ্যাৎ"ইতি স্মৃতিশ্চ তস্মাৎ সিদ্ধিং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর।—নমু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সংপদ্যেত ইত্যপেক্ষায়ামাহ অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়া যস্মাৎ স এবংভূতঃ,"সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমত"ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মাসক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববি"দিত্যাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী"ত্যেবংলক্ষণাং পারমহংসচর্য্যামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

বলদেব।—এবমারুরুক্ষুঃ সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভয়া কর্ম্মনিষ্ঠয়ানুভূতস্বস্বরূপস্ততঃ কর্ম্মনিষ্ঠাং স্বরূপতস্ত্যজেদিত্যাহ অসক্তেতি। সর্ব্বত্রাত্মাতিরিক্তেষু বস্তুষসক্তবুদ্ধিঃ। যতো জিতাত্মা স্বাত্মানন্দাস্বাদেন বশীকৃতমনাঃ অতএব বিগতস্পৃহঃ আত্মাতিরিক্তবস্তুসাধ্যেষু নানাবিধেষানন্দেষু স্পৃহাশূন্যঃ। স্বাত্মানন্দাস্বাদবিক্ষেপকাণাং কর্ম্মণাং সংন্যাসেন স্বরূপতস্ত্যাগেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং সিদ্ধিমধিগচ্ছতি যোগারূঢ়ঃ সন্। এবমেবোক্তং তৃতীয়ে যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা ॥ ৪৯ ॥

মধুসূদন।—কিঃ পুনঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগসমর্থঃ যো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকজেনেহামুত্রার্থভোগবৈরাগ্যেণ শমদমাদিসম্পন্নঃ কর্ম্মজাং সিদ্ধিমশুদ্ধিপরিক্ষয়দ্বারা মুমুক্ষুঃ শুদ্ধব্রহ্মাত্মৈক্যজিজ্ঞাসাং প্রাপ্তঃ সঃ স্বেষ্টমোক্ষহেতুব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যশ্রবণাদি কর্ত্তুং সর্ব্ববিক্ষেপনিবৃত্ত্যা তচ্ছেষভূতং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং শ্রুতিস্মৃতিবিহিতং কুর্য্যাদেব, তস্মা "দেবংবিচ্ছান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেত্" ইতি শ্রুতেঃ, "সত্যানৃতে সুখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ; ইতি স্মৃতেশ্চ। উপরতস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা ভূত্বাত্মানং পশ্যেদাত্মদর্শনায় বেদান্তবাক্যানি বিচারয়েদিতি শ্রুত্যর্থঃ। এতাদৃশ এব "ব্রহ্মসংস্থোমৃতত্বমেতী"তি শ্রুত্যা ধর্ম্মস্কন্ধত্রয়বিলক্ষণত্বেন প্রতিপাদিতঃ পরমহংসপরিব্রাজকঃ পরমহংসপরিব্রাজকং কৃতকৃত্যং গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারসমর্থোয়মুদ্দিশ্য"অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসে"ত্যাদিচতুর্লক্ষণমীমাংসা ভগবতা বাদরায়ণেন সমারব্ধি, কীদৃশোহসাবিত্যাহ সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষু সক্তিনিমিত্তেষপি অসক্তবুদ্ধিঃ অহমেষাং মমৈত ইত্যভিষঙ্গরহিতা বুদ্ধির্যস্য সঃ, যতোজিতাত্মা বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য বশীকৃতান্তকরণঃ বিষয়রাগে সতি কথং প্রত্যাহরণং তত্রাহ বিগতস্পৃহঃ,দেহজীবিতভোগেষপি বাঞ্ছারহিতঃ সর্ব্বদৃশ্যেষু দোষদর্শনেন নিত্যবোধপরমানন্দরূপমোক্ষগুণদর্শনেন চ সর্ব্বতোবিরক্ত ইত্যর্থঃ য এবং শুদ্ধান্তঃকরণঃ"স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব"ইতি প্রাক্প্রতিপাদিতাং কর্ম্মজামপরমাং সিদ্ধিং জ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যবিচারাধিকারলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সঃ সন্ন্যাসেন শিখাযজ্ঞোপবীতাদিসহিতসর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন হেতুনা তৎপূর্ব্বকেণ

বিচারেণেত্যর্থঃ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদ্বিষয়ং বিচারপরিনিষ্পন্নং জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যম্ তদ্রূপাম্ সিদ্ধিং পরমাং কর্ম্মজায়া অপরস্যসিদ্ধেঃ ফলভূতাম্ অধিগচ্ছতি সাধনপরিপাকেন প্রাপ্নোতি। অথবা সন্ন্যাসেনেতীত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতাং নৈগুর্ণ্যলক্ষণাং সিদ্ধিং পরমাং পূর্ব্বস্যাঃ সিদ্ধেঃ সাত্ত্বিক্যাঃ ফলভূতামধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—স্বকর্ম্মণামীশ্বরে সমর্পণং কর্ত্তব্যমিত্যুক্ত্বা অনন্তরশ্লোকদ্বয়েন স্বকর্ম্মণামবশ্যকত্বমুক্ত্বা তেষাং পরমেশ্বরেঽর্পণেন কিং ফলং স্যাদিত্যত আহ অসক্তেতি। সংন্যাসেন "কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগো সাত্ত্বিকোমতঃ।" ইতি পূর্ব্বোক্তেন মুখ্যসাত্ত্বিকত্যাগেন, অসক্তবুদ্ধিঃ পুত্রদারাদিষু সক্তিপদেষ্বাসক্তিবর্জ্জিতা বুদ্ধির্যস্য সোঽসক্তবুদ্ধির্ব্বিরক্ত ইত্যর্থঃ অতএব জিতাত্মা শান্তচিত্তঃ বিগতস্পৃহঃ বিশেষণে গতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য তাদৃশো ভূত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং কার্ৎস্ন্যেন স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগলক্ষণাং পরিব্রাজকসিদ্ধিং পরমাং পূর্ব্বোক্তামুখ্যত্যাগাপেক্ষয়াতিশ্রেষ্ঠাং ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্মেতি শ্লোকে ব্যাখ্যাতাম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ।—এবং সতি কর্ম্মণি দোষাংশান্ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশফলাভিসন্ধিলক্ষণান্ ত্যক্তবতঃ প্রথমসন্ন্যাসিনস্তস্য কালেন সাধনপরিপাকতো যোগারূঢ়দশায়াং কর্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগরূপং দ্বিতীয়ং সন্ন্যাসমাহ অসক্তেতি। অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্রাপি প্রাকৃতবস্তুষু ন সক্তা আসক্তিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য সঃ অতোজিতাত্মা বশীকৃতচিত্তঃ বিগতা ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তেষ্বপি সুখেষু স্পৃহা যস্য সঃ ততশ্চ সন্ন্যাসেন কর্ম্মণাং স্বরূপেণাপি ত্যাগেন নৈষ্কর্ম্ম্যস্য পরমাং শ্রেষ্ঠাং সিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি যোগারূঢ়দশায়াং তস্য নৈষ্কর্ম্ম্যম্ অতিশয়েন সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব শ্লোকে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাবজাত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে, দোষসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি লাভ ঘটিবে, ইহা অসঙ্গত ব্যবস্থা। এইরূপ আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্ত সমালোচ্য শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ দেখাইতেছেন, যে সর্ব্ব ব্যাপারে সাংসারিক ভোগসুখ-বিধায়ক যাবতীয় বাহ্য বিষয়ে আসক্তি রহিত হইয়া, আপনার অনুষ্ঠান সমূহকে সংযত ও সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যাবতীয় বাসনা পরিহার করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। এইরূপ সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ দ্বারা ক্রিয়ারাহিত্যরূপ পরম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। "যিনি শুভাশুভ সমস্ত

কর্ম্মফলেই অসক্তচিত্ত, যিনি জিতাত্মা অর্থাৎ জিতমনাঃ, এবং যিনি সর্ব্বত্র পরম পুরুষের কর্ত্তৃত্বানুসন্ধান করিয়া আত্মকর্তৃত্বে স্পৃহা রহিত সেই পরম জ্ঞানী সাধক এইরূপ কর্ত্তৃত্ব ও অহঙ্কারাদির ত্যাগ হেতু অনন্যরূপে নির্ণীত সন্ন্যাস দ্বারা যুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও পরমা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানযোগের ফলভূত পরম ধ্যাননিষ্ঠা লাভ করেন। অপিচ তিনি বক্ষ্যমাণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপরমরূপ ধ্যানযোগ লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। এই বস্তু নষ্ট হইলে আমি নষ্ট হইব, এইরূপ সক্ত অর্থাৎ বস্তুনিষণ্ণ বুদ্ধি যাঁহার নাই, তিনিই অসক্তবুদ্ধি, সর্ব্বত্র অর্থাৎ কর্ম্ম, কর্ম্মফল এবং পুত্র মিত্র কলত্রাদিতে অসক্তবুদ্ধি; যাহার চিত্ত হইতে কর্ম্ম নির্গত হইয়াছে, অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ লাভ হেতু মরীচিকায় উদক ভ্রম, আকাশে গন্ধর্ব্বনগর দর্শন, দ্বিচন্দ্র অবলোকন, এবং দিঙ্মোহ প্রভৃতি ভ্রম হইতে মুক্তবুদ্ধির ন্যায় কর্ম্মজাল হইতে বুদ্ধি নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তিনিই নিষ্কর্ম্মা। নিষ্কর্ম্মা ভাবই নৈষ্কর্ম্ম্য। এতাদৃশ নিষ্ক্রিয়াত্ম স্বরূপে অবস্থিত পুরুষের পুত্রমিত্র কলত্রাদিরূপ বিষয় হইতে নিবৃত্তিলক্ষণা প্রকৃষ্টা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়া-দয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥" (পঞ্চ-দশী, তৃপ্তিদীপ ১ম শ্লোক) অর্থাৎ পুরুষ যদি জানিতে পারেন যে, আমিই সেই পরমাত্মস্বরূপ, তাহা হইলে তিনি আর কি ইচ্ছা করিয়া বা কোন কামনায় শরীরের সুখদুঃখাদি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন? স্মৃতিও বলিয়াছেন, "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যাৎ।" অর্থাৎ আত্মলাভ হইতে আর কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগে অসমর্থ, এবং নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকজনিত ইহকালের ও পরকালের ফলভোগে স্পৃহারাহিত্য হেতু শমদমাদি গুণসম্পন্ন, অপিচ কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত অশুদ্ধি ক্ষয়ের পরিণাম স্বরূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞানজনিত মুমুক্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ সাধক মোক্ষসাধন স্বরূপ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বেদান্ত বাক্য পরিজ্ঞানজনিত শ্রবণ মননাদি করিবার অভিপ্রায়ে চিত্তের সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপ নিবারণ পূর্ব্বক সাধনের শেষ স্বরূপ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত

সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ এই যে, নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকজনিত এবং কর্ম্মানুষ্ঠানের পরিণাম স্বরূপ চিত্ত-শুদ্ধিজাত জ্ঞানের পরিপাক হইলে শ্রুতি স্মৃতিবিহিত সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস আবশ্যক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), স্মৃতিও বলিয়াছেন, 'সত্যানৃতে সুখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যাজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ॥" ইহার ভাবার্থ যথা; সত্য মিথ্যা, সুখদুঃখ, বেদ, ইহলোক, পরলোক সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মলাভের ইচ্ছা করিবে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ২৩শ খণ্ড ২য় প্রপাঠক ১ম শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রুতিসম্মতিক্রমে ধর্ম্মস্কন্ধত্রয় অতিবাহিত করিয়া পরমহংস অবস্থায় (১১২৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) উপনীত হইবার পর কৃতকৃত্য অর্থাৎ সিদ্ধিপ্রাপ্ত গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া বেদান্তবাক্য বিচার সামর্থ্য বুঝিয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইবেন এবং ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস (১৩৩৩।১৮১১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" (বেদান্তসূত্র ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ১ম শ্রুতি) ইত্যাদি চতুর্ল্লক্ষণ মীমাংসার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন। উল্লিখিতরূপ সাধন-নিরত মহাত্মা কিরূপ, তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বত্র আসক্তি শূন্য, অর্থাৎ পুত্রদারাদি যে সকল বিষয়ে মনুষ্যের স্বভাবতঃ আসক্তি হইয়া থাকে, তদ্বিষয়েও আসক্তি রহিত; 'আমি ইহাদিগের' অথবা 'ইহারা আমার' ইত্যাকার সঙ্গজড়িত বুদ্ধি রহিত। কেন তাঁহার এ ভাব হয়, এতদুত্তরে বক্তব্য যে, তিনি জিতাত্মা অর্থাৎ বিষয় ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত অন্তঃকরণকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকিলে আত্মার প্রত্যাহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি বিগতস্পৃহ, অর্থাৎ দেহ, জীবন এবং ভোগ্য বিষয় সমূহে বাঞ্ছাবিহীন; যিনি সকল বিষয় ব্যাপারে দোষদর্শন হেতু এবং নিত্য পরমানন্দরূপ মোক্ষের মাহাত্ম্য দর্শনে সকল বিষয় ব্যাপারে

বিরক্ত। যিনি এইরূপ শুদ্ধান্তঃকরণ, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (১৮।৪৬) শ্রীভগবানের এই বচনানুরূপ কর্ম্মজনিত অপরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এবং জ্ঞান সাধন স্বরূপ বেদান্তবাক্য বিচারাদির অধিকাররূপ জ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা অর্থাৎ শিখা, * যজ্ঞোপবীত প্রভৃতির সহিত সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিষ্কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ক বিচার দ্বারা পরিনিষ্পন্ন জ্ঞানই নৈষ্কর্ম্ম্য। সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়া সেই সর্ব্বত্যাগী স্পৃহারহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মা ধন্য হইয়া থাকেন। শেষাংশের অন্যরূপ অর্থও সম্ভব। তদ্ যথা; "সন্ন্যাসেন" এই পদে 'ইত্থম্ভূত লক্ষণে' তৃতীয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে অর্থান্তর অবধারণ করা যাইতে পারে। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগ্যতারূপ পরমাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে সিদ্ধির তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাও এই সিদ্ধি শ্রেষ্ঠ।

এই শ্লোকের পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃদ্‌গণের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধ হয় যে, যিনি সর্ব্বত্র মমতা রহিত, যাহার চিত্ত সর্ব্বথা বশীভূত এবং যিনি সর্ব্ববিষয়ে বাসনাবিহীন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যোগারূঢ় বা ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং পরমাসিদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

---

* শিখা।—উত্তমাঙ্গের মধ্যস্থলে যে কেশগুচ্ছ ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্যে এবং লাক্ষণিক অনুষ্ঠানরূপে আর্য্যগণকে রক্ষা করিতে হয়, তাহারই নাম শিখা। শিখা সনাতন ধর্ম্মবাদিদিগের চিহ্নবিশেষ ও নিদর্শনস্বরূপ। ইহা ব্যতীত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না। শিখা সর্ব্বদা বিধানানুসারে বন্ধন করিয়া রাখা আবশ্যক। মুক্তশিখ ব্যক্তির আচমনাদিতে অধিকার নাই। যথা;—"শিরঃপ্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্তকচ্ছশিখোঽপি বা। অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং আচান্তোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।।" (আহ্নিকতত্ত্ব) অর্থাৎ মস্তক বা কণ্ঠ আবৃত করিয়া কিম্বা মুক্তকচ্ছ বা মুক্ত শিখ হইয়া অথবা পাদধৌত না করিয়া আচমন করিলেও শুচি হওয়া যায় না। কেবল যে ব্রাহ্মণেরাই শিখা ধারণে বাধ্য তাহা নহে, অন্যান্য সকল বর্ণেরই শিখা ধারণ অত্যাবশ্যক। চূড়া, কেশপাশী, জুটিকা, কেশী, শিখণ্ডিকা এই সকল শিখার নামান্তর।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় ! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয় ! (কুন্তীতনয় !) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ [সন্] যথা (যেন রূপেণ) ব্রহ্ম আপ্নোতি (লভতে) তথা (তং প্রকারং) সমাসেন (সংক্ষেপেণ) মে (মম সকাশাৎ) নিবোধ (জানীহি) জ্ঞানস্য যা পরা (শ্রেষ্ঠা) নিষ্ঠা (সমাপ্তিঃ) [তামপি শৃণু] ॥ ৫০ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয় ! সিদ্ধিকে প্রাপ্ত [হইয়া] যে-রূপে ব্রহ্ম-লাভ-করে, সেই-প্রকার সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও, জ্ঞানের যে শ্রেষ্ঠ নিষ্ঠা [তাহাও শুন] ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয় ! নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে যেরূপে ব্রহ্মলাভ করে, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট হইতে অববোধ কর ; অপিচ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠাও শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তথাচোক্তং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য নৈবকুর্ব্বন্নকারয়ন্নাস্তে ইতি। পূর্ব্বোক্তেন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানেন ঈশ্বরাভ্যর্চ্চনরূপেণ জনিতাং প্রাগুক্তলক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্যোৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধির্যেন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্তব্যমিত্যাহ সিদ্ধিমিতি সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্ম্মণেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য তৎপ্রসাদজাং কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি তদনুবাদ উত্তরার্থঃ, কিন্তদুত্তরং যদর্থোঽনুবাদ ইত্যুচ্যতে যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ ব্রহ্মপরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তং প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বং নিশ্চয়েনাবধারয়েত্যেতৎ। কিং বিস্তরেণ নেত্যাহ সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব হে কৌন্তেয় ! যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা নিবোধেতি অনেন প্রকারেণ যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিদন্তয়া দর্শয়িতুমাহ নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ কস্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরা পরিসমাপ্তি কীদৃশী সা যাদৃশমাত্মজ্ঞানং কীদৃক্ তৎ যাদৃশ আত্মা কীদৃশোঽসৌ যাদৃশো ভগবতোক্ত উপনিষদ্বাক্যৈশ্চ ন্যায়তশ্চ। ননু বিষয়াকারং জ্ঞানং, ন বিষয়োঽপ্যাকারবানাশ্রিষ্যতে ক্বচিৎ। নন্বাদিত্যবর্ণো ভারূপঃ স্বয়ং জ্যোতিরিত্যাকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রূয়তে ন তমোরূপত্বপ্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাং দ্রব্যগুণাদ্যাকারপ্রতিষেধে আত্মনস্তমোরূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থা আদিত্যাদিবাক্যানি অরূপমিতি চ বিশেষতোরূপপ্রতিষেধাদবিষয়ত্বাচ্চ "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। অশব্দমস্পর্শ" মিত্যাদ্যৈস্তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নং কথং তর্হ্যাত্মনো জ্ঞানং সর্ব্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি

নিরাকারশ্চ আত্মেত্যুক্তং জ্ঞানাত্মনোশ্চোভয়োর্নিরাকারত্বে কথং তদ্ভাবনানিষ্ঠেতি নাত্যন্ত-নির্ম্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনোবুদ্ধেশ্চাত্মসমনৈর্ম্মল্যাদ্যুপপত্তেরাত্মচৈতন্যাকারাভাসত্বোপপত্তিঃ বুদ্ধ্যাভাসং মনস্তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়াভাসশ্চ দেহোহতোলৌকিকৈর্দ্দেহমাত্রএবাত্মদৃষ্টিঃ-ক্রিয়তে দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকায়তিকাশ্চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইত্যাহুঃ তথান্যে ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনোহন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনোহন্যে বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনস্ততোহপ্যন্তরমব্যক্তমব্যাকৃতাখ্যমবিদ্যাবস্থমাত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ (প্রকৃতিচৈতন্যবাদিনঃ) সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্তে আত্মচৈতন্যভাসতাত্মভ্রান্তিঃ কারণমিত্যতশ্চাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যং কিং তর্হি নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্য্যা, নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানম্ (সর্ব্বৈরভ্যুপগম্যতে) অবিদ্যাধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমানত্বাৎ, অতএব হি বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাঞ্চ স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন তস্মাদবিদ্যাধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যং ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্নোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাদবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাপহৃতবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মতিদূরম্ অন্যদিব চ প্রতিভাতি অবিবেকিনাং বাহ্যাকারনিবৃত্তবুদ্ধীনান্তু লব্ধগুর্ব্বাত্মপ্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নমস্তি তথাচোক্তং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যমিত্যাদি। কেচিত্তু পণ্ডিতংমন্যা নিরাকারত্বাদাত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিরতোদুঃসাধ্যা সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠেত্যাহুঃ সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানামশ্রুতবেদান্তানামত্যন্তবহির্বিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং সম্যক্‌প্রমাণেষকৃতশ্রমাণাংতদ্বিপরীতানান্তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহকদ্বৈতবস্তুনি সদ্‌বুদ্ধিনিতরান্দুঃসম্পাদ্যা আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরস্যানুপলব্ধেঃ যথা চৈতদেবমেব নান্যথেত্যবোচাম। উক্তঞ্চ ভগবতা, "যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনে" রিতি। তস্মাদ্বাহ্যাকারভেদবুদ্ধিনিবৃত্তিরেবাত্মস্বরূপালম্বনে কারণং ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিৎ কদাচিদপ্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যোহেয় উপাদেয়োবা অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি স্বার্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন্। ন চ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যম্ কল্পয়িতুম্ ন চ সুখার্থং সুখং দুঃখার্থং বা দুঃখমাত্মাবগত্যবসানার্থত্বাচ্চ সর্ব্বব্যবহারস্য তস্মাদ্যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোহপ্যাত্মনোহন্তরতমত্বাত্তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষেত্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধেতি সিদ্ধং যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রত্যক্ষন্তেষামপি জ্ঞানবশেনৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যং, জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চাপ্রসিদ্ধঞ্চেৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেন্নচৈতদস্তি অতোহত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানং জ্ঞাতাপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি তস্মাৎ জ্ঞানে যত্নো ন কর্ত্তব্যঃ কিন্ত্বনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব তস্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা॥ ৫০॥

আনন্দগিরি।—সন্ন্যাসান্নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিরিত্যত্র বাক্যোপক্রমানুকূল্যমাহ, তথাচেতি। জ্ঞানস্য প্রাপ্তিযোগ্যতাবত্ত্বোক্তাতৎসম্যগ্‌ধীস্থৎফলপ্রাপ্তৌ মুক্তাবুক্তায়াং বক্তব্যশেষো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বোক্তেনেতি। ক্রমাখ্যং বস্তু তদিতুচ্যতে। সিদ্ধিপ্রাপ্ত ইত্যুক্তমেব কস্মাদনূদ্যতে তত্রাহ তদনুবাদইতি। উত্তরমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং স্ফোরয়তি কিং তদিত্যাদিনা। জ্ঞাননিষ্ঠা

প্রাপ্তিক্রমস্য বিস্তরেণোক্তৌ দুর্ব্বোধত্বমাশংক্য পরিহরতি ক্রমিতি। চতুর্থপাদস্য পূর্ব্বেণাসঙ্গতিমাশংক্যাহ যথেতি। নিষ্ঠায়াঃ সাপেক্ষত্বাৎ প্রতিসম্বন্ধি নির্দ্দেষ্টব্যমিত্যাহ কস্যেতি। যা ব্রহ্মজ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা সা প্রকৃতস্য জ্ঞানস্য নিষ্ঠেত্যাহ ব্রহ্মেতি। তস্য পরা নিষ্ঠা ন প্রসিদ্ধেতি কৃত্বা সাধনানুষ্ঠানাধীনতয়া সাধ্যেতি মত্বা পৃচ্ছতি কীদৃশীতি। প্রসিদ্ধমাত্মজ্ঞানমনুরুধ্য ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা সুজ্ঞানেত্যাহ যাদৃশমিতি। তত্রাপি প্রসিদ্ধিরসিদ্ধেতি শংকতে কীদৃগিতি। অর্থে নৈব বিশেষোহস্তীতি ন্যায়েনোত্তরমাহ যাদৃশ ইতি। তস্মিন্নপি বিপ্রতিপত্তের প্রসিদ্ধিমভিসন্ধায় পৃচ্ছতি কীদৃশইতি। ভগবদ্বাক্যান্যুপনিষদ্বাক্যানি চাশ্রিত্য পরিহরতি যাদৃশইতি। নজায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদীনি বাক্যানি কূটস্থত্বমসঙ্গমিত্যাদিন্যায়ঃ। জ্ঞানস্য বিষয়াকারত্বাদাত্মনশ্চাবিষয়ত্বাদনাকারত্বাচ্চ তদাকারজ্ঞানাযোগাদাত্মপ্রসিদ্ধাবপি নাত্মজ্ঞানপ্রসিদ্ধিরিতিশঙ্কতে নন্বিতি। আকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রুতিসিদ্ধমিতি সিদ্ধান্তী শংকতে নন্বাদিত্যেতি। উক্তবাক্যানামন্যার্থত্বদর্শনেন পূর্ব্ববাদী পরিহরতি নেত্যাদিনা সংগ্রহবাক্যং প্রপঞ্চয়তি দ্রব্যেতি। ইতশ্চাকারবত্ত্বমাত্মনো নাস্তীত্যাহ অরূপমিতি। যদাত্মনোবিষয়ত্বাভাবাত্তদ্বিষয়ং জ্ঞানং ন সম্ভবতীত্যুক্তং তদুপপাদয়তি অবিষয়ত্বাচ্চেতি। আত্মনোবিষয়ত্বে শ্রুতিমুদাহরতি নেত্যাদিনা সংদৃশে সম্যগদর্শনবিষয়ত্বায় অস্যাত্মনোরূপং ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদেব করণাগোচরত্বেনোপপাদয়তি নেতি। শব্দাদিশূন্যত্বাচ্চাত্মা বিষয়োন ভবতীত্যাহ অশব্দমিতি। আত্মনোবিষয়ত্বাকারবত্ত্বয়োরভাবে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। জ্ঞানস্যাত্মাকারত্বাভাবে সত্যাত্মজ্ঞানমিতি ব্যপদেশাসিদ্ধিরিত্যেকদেশী শংকতে কথং তর্হি ইতি। কাত্রানুপপত্তিরিত্যাংশক্যাহ সর্ব্বংহীতি। আত্মনোহপি তর্হি বিষয়েত্বেন জ্ঞানস্য তদাকারত্বং স্যাদিত্যাশংক্যাহ নিরাকারশ্চেতি। আত্মনোবিষয়রাহিত্যং চকারার্থঃ আত্মবত্তৎজ্ঞানস্যাপি তর্হি নিরাকারত্বমবিষ্যতীত্যত্রাহ জ্ঞানেতি। তচ্ছব্দেনাত্মজ্ঞানং গৃহ্যতে, তস্য ভাবনা পৌনঃপুন্যেনানুসন্ধানং, তস্যা নিষ্ঠা সমাপ্তিরাত্মসাক্ষাৎকারদার্ঢ্যং ন চৈতৎ সর্ব্বমাত্মনোজ্ঞানস্য বা নিরাকারত্বে সিধ্যতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাত্মনোঃ সাম্যোপন্যাসেন সিদ্ধান্তী সমাধত্তে নেত্যাদিনা। যথোক্তাম্নায়ানুসারাদাত্মচৈতন্যাভাসব্যাপ্তজ্ঞানপরিণামবতী বুদ্ধিঃ সাভাসবুদ্ধিব্যাপ্তং মনঃ সাভাসমনোব্যাপ্তানীন্দ্রিয়াণি সাভাসেন্দ্রিয়ব্যাপ্তঃ স্থূলেদেহস্তত্র লৌকিকভ্রান্তিং প্রমাণয়তি অতইতি। আত্মদৃষ্টে দেহমাত্রে দৃষ্টত্বাত্তত্র চৈতন্যাভাসব্যাপ্তিরিন্দ্রিয়দ্বারা কল্প্যতে ইন্দ্রিয়েষু চ তদ্দৃষ্টিদর্শনাচ্চৈতন্যাভাসাবত্ত্বং মনোদ্বারা সিধ্যতি মনসি চাত্মদৃষ্টেশ্চৈতন্যাভাসবত্ত্বং বুদ্ধিদ্বারা লভ্যতে বুদ্ধৌ চাত্মদৃষ্টেরজ্ঞানদ্বারা চৈতন্যাভাসসিদ্ধিরিতার্থঃ। দেহে লৌকিকমাত্মত্বদর্শনং ন্যায়াভাবাদুপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি। তথাপি কথমিন্দ্রিয়াণাং ন্যায়হীনমাত্মত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। তথাপি মনসোযদাত্মত্বং তৎন্যায়শূন্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্যইতি বুদ্ধেরাত্মত্বমপি ন্যায়োপেতমিতি সূচয়তি অন্যে বুদ্ধীতি। দেহাদৌ বুধ্যন্তে পরমাত্মবুদ্ধির্নান্যত্রেতি নিরধারয়তি ততোহপীতি তত্র হি সাভাসেহস্তর্যামিণি করণোপাসকানামাত্মধীরস্তীত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যাদৌ দেহান্তে লৌকিকপরীক্ষকাণামাত্মত্বভ্রান্তৌ সাধারণকারণমাহ সর্ব্বত্রেতি। আত্মজ্ঞানস্য লৌকিকপরীক্ষক প্রসিদ্ধত্বাদেব বিধিবিষয়ত্বমপি পরেষ্টং পরাস্তমিত্যাহ ইত্যতইতি জ্ঞানস্য বিধেয়ত্বা-

ভাবে কিং কর্ত্তব্যং দ্রষ্টব্যাদিবাক্যৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ কিং তর্হীতি। আত্মজ্ঞানস্যাবিধেয়ত্বে প্রাগুক্তমতঃশব্দিতং হেতুং বিবৃণোতি অবিদ্যেতি। দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাব্যক্তৈরুপলভ্যমানৈঃ সহোপলভ্যমানং চৈতন্যং নান্যথা তেষামুপলম্ভো জড়ত্বাদিত্যত্র বিজ্ঞানবাদিভ্রান্তিং প্রমাণয়তি অতএবেতি। সর্ব্বংজ্ঞেয়ং জ্ঞানব্যাপ্তমেব জ্ঞায়তে তেন জ্ঞানাতিরিক্তং নাস্ত্যেব বস্তু সংমতং হি স্বপ্নদৃষ্টং বস্তু জ্ঞানাতিরিক্তং নাস্তীতি তে ভ্রাম্যন্তীত্যর্থঃ। জ্ঞানস্যাপি জ্ঞেয়ত্বাৎ জ্ঞাতৃবস্তুন্তরমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রমাণান্তরেতি। জ্ঞানস্য স্বেনৈব জ্ঞেয়ত্বোপগমনেনাতিরিক্তপ্রমাণনিরপেক্ষতাঞ্চ প্রতিপন্না ইতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানস্য সিদ্ধত্বেনাবিধেয়ত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। যত্ত্ব্রাহ্মণ্য ভাবনা ন ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য চাত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বে কথং ব্রহ্মণ্যন্যথা প্রথা লৌকিকানামিত্যত্রাহ অবিদ্যেতি। যথা প্রতিভাসং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাদিরূপমেব ব্রহ্ম কিং ন স্যাত্তত্রাহ বাহ্যেতি। গুরুপ্রসাদঃ শুশ্রূষয়া তোষিতবুদ্ধেরাচার্য্যস্য করুণাতিরেকাত্তত্ত্বং বুধ্যতামিতি নিরবগ্রহোঽনুগ্রহঃ আত্মপ্রসাদস্ত্বধিগতপদশক্তিতাৎপর্য্যবাক্যস্য শ্রৌতযুক্ত্যনুসন্ধানাদাত্মনোমনসোবিষয়ব্যাবৃত্তস্য প্রত্যগেকাগ্রতয়া তৎপ্রবিণ্যমিতি বিবেকঃ। আত্মজ্ঞানস্যাত্মদ্বারা প্রসিদ্ধত্বেবাক্যোপক্রমং প্রমাণয়তি তথাচেতি। আত্মনোনিরাকারত্বাত্তস্মিন্ বুদ্ধেরপ্রবৃত্তেঃ সম্যক্জ্ঞাননিষ্ঠা নসুসম্পাদ্যেতি মতমুত্থাপয়তি কেচিত্ত্বিতি। বহির্ম্মুখানামন্তর্ম্মুখানাং বা ব্রহ্মণি সম্যগজ্ঞাননিষ্ঠা দুঃসাধ্যেতি বিকল্প্যাদ্যং অঙ্গীকরোতি সত্যমিতি। পূর্ব্ববিশেষণমুত্তরোত্তরবিশেষণে হেতুত্বেন যোজনীয়ং। দ্বিতীয়ং দূষয়তি তদ্বিপরীতানামিতি। অন্তর্নিষ্ঠানাং দ্বৈতবিষয়ে সম্যগবুদ্ধেরতিশয়েন দুঃসম্পাদ্যত্বে হেতুমাহ আত্মেতি। তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুন্তরস্যাসত্ত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ যথাচেতি। অদ্বৈতমেব বস্তু দ্বৈতং ত্ববিদ্যকং নান্যথা তাত্ত্বিকমিত্যেতদেব যথা স্যাত্তথোক্তবন্তো বয়ং তত্র তত্রাধ্যায়েম্বিতি যোজনা। অন্তর্নিষ্ঠানামদ্বৈতদর্শিনাং দ্বৈতে নাস্তি সদ্বুদ্ধিরিত্যত্র ভগবতোঽপি সম্মতিমাহ উক্তঞ্চেতি। পরমতম্ নিরাকৃত্য প্রকৃতমুপসংহরন্নাত্মনোনিরাকারত্বে জ্ঞানস্য তদালম্বনত্বে কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। নন্বাত্মা কথঞ্চিৎজ্ঞানক্রিয়াসাধ্যশ্চেত্তস্য হেয়োপাদেয়ান্যতরকোটিনিবেশাৎ প্রাপ্তং স্বর্গাদিবৎ ক্রিয়াসাধ্যত্বেনাসিদ্ধত্বং নেত্যাহ নহীতি। আত্মত্বাদেব প্রসিদ্ধত্বেন প্রাপ্তত্বাদনাত্মবত্তস্য হেয়োপাদেয়ত্বয়োরযোগান্ন ক্রিয়া সাধ্যেত্যর্থঃ আত্মনশ্চেদৃতে ক্রিয়াসিদ্ধত্বন্তদা সর্ব্বপ্রবৃত্তীনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সার্থানাং আত্মার্থত্বাযোগাদর্থিনোঽর্থত্বমপ্রামাণিকং স্যাদিত্যাহ অপ্রসিদ্ধে হীতি। নমু প্রবৃত্তীনাং স্বার্থত্বং দেহাদীনামন্যতমস্যার্থিত্বেন তাদর্থ্যাদিত্যাশঙ্ক্য ঘটাদিবদচেতনস্যার্থিত্বাযোগান্নৈবমিত্যাহ নচেতি। নমু প্রবৃত্তীনাং ফলাবসায়িত্বয়া সুখদুঃখয়োরন্যতরার্থত্বান্ন স্বার্থত্বমত্রাহ নচেতি। প্রবৃত্তীনাং সুখদুঃখার্থত্বেঽপি তয়োঃ স্বার্থত্বাসিদ্ধেরর্থিত্বেনাত্মা সিধ্যতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ সর্ব্বাপেক্ষান্যায়াদাত্মাবগত্যবসানঃ সর্ব্বোব্যবহারঃ নচাত্মন্যপ্রসিদ্ধে যজ্ঞাদিব্যবহারস্য তৎজ্ঞানার্থত্বেনাত্মপ্রসিদ্ধিরেষ্টব্যেত্যাহ আত্মেতি। নন্বাত্মাপ্রসিদ্ধোঽপি প্রমাণদ্বারা প্রসিধ্যতি তৎপ্রমাণাদেবেতি স্যাত্তত্রাহ তস্মাদিতি। মানমেয়াদিসর্ব্বব্যবহারস্যাত্মাবগত্যন্তত্বোপগমাৎ প্রাগেব প্রমাণপ্রবৃত্তেরাত্মপ্রসিদ্ধেরেষ্টব্যত্বাদিত্যর্থঃ। আত্মাবগতেরেবং স্বাভাবিকত্বে বিবেকবতামারোপনিবৃত্ত্যা জ্ঞাননিষ্ঠা সুপ্রসিদ্ধেত্যুপসংহরতি ইত্যাত্মেতি। নয়নাকারামেবানুমিমীমহে

বুদ্ধিমিতি বদতাত্মনাকারমপ্রত্যক্ষমিচ্ছতাং প্রাগর্থাবগতের প্রসিদ্ধমেবজ্ঞানং নেত্যাহ যেষামিতি। সুখাদিবন্নিত্যানুভবগম্যং জ্ঞানং নানুমেয়ং বিষয়াবগত্যা তদনুমিতাবিতরেতরাশ্রয়াদিতি ভাবঃ। ইতশ্চ জ্ঞানং প্রসিদ্ধমন্যথা তত্র জিজ্ঞাসাপ্রসঙ্গান্ন চ জ্ঞানে জিজ্ঞাসাপ্রসিদ্ধা প্রসিদ্ধে চ তদ্‌যোগাদিত্যাহ জিজ্ঞাসেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি অপ্রসিদ্ধঞ্চেদিতি। দৃষ্টান্তমেব ব্যাচষ্টে যথেতি। দার্ষ্টান্তিকং বিবৃণোতি তথেতি। ইষ্টাপত্তিং নিরাচষ্টে নচেতি। জ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞেয়ত্বমেতচ্ছব্দার্থঃ, অনবস্থাপত্তেরিত্যর্থঃ। জ্ঞানে জিজ্ঞাসানুপপত্তৌ ফলিতমাহ অতইতি। প্রসিদ্ধেঽপি জ্ঞানে জ্ঞাতর্য্যাত্মনি কিমায়াতন্তদাহ জ্ঞাতাপীতি। জ্ঞানস্য বিনা জ্ঞাতারমপর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য প্রসিদ্ধত্বে তত্র ভাবনাপর্য্যায়োবিধির্নাস্তীত্যাহ তস্মাদিতি। কুত্র তর্হি প্রযত্নাখ্যা ভাবনেত্যাশঙ্ক্যাহ কিংত্বিতি। অবিষয়ে নিরাকারে চাত্মনি জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ দুঃসম্পাদ্যত্বাদে ফলিতং নিগময়তি তস্মাদিতি॥ ৫০॥

রামানুজ।—সিদ্ধিমিতি। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ আপ্রয়াণাদহরহরনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মযোগনিষ্পাদ্যধ্যানসিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা যেন প্রকারেণ বর্ত্তমানো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা সমাসেন মে নিবোধ। তদেব ব্রহ্ম বিশিষ্যতে নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যাপরেতি। জ্ঞানস্য ধ্যানাত্মকস্য যা পরানিষ্ঠা পরং প্রাপ্যমিত্যর্থঃ॥ ৫০॥

হনুমান।—যথা সিদ্ধিং প্রাপ্ত ব্রহ্ম নৈষ্কর্ম্ম্যমাপ্নোতি তথা নিবোধ অবগচ্ছ মে ঈশ্বরস্য মতং সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব তথাস্থিতস্য যা পরা প্রকৃষ্টা নিষ্ঠা তাং নিবোধ ওঁ নমঃ শিবায় বোধেনেত্যর্থঃ॥ ৫০॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতস্য পারমহংস্যজ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্‌ভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। (প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং, তথা দর্শয়িতুমাহ নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ)॥ ৫০॥

বলদেব।—সিদ্ধিমিতি। বিহিতেন কর্ম্মণা হরিমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগান্তামাত্মধ্যাননিষ্ঠাং প্রাপ্তো যথা যেন প্রকারেণ স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি আবির্ভাবিতগুণাষ্টকম্ স্বরূপমনুভবতি তথা তং প্রকারং সমাসেন গদতো মে মত্তো নিবোধ। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা পরেশবিষয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তাং প্রতি ময়োচ্যতে তাঞ্চ শৃণু॥ ৫০॥

মধুসূদন।—প্রাগুক্তসাধনসম্পন্নস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনো ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তৌ সাধনক্রমমাহ সিদ্ধিমিতি। স্বকর্ম্মণেশ্বরমারাধ্য তৎপ্রসাদজাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগপর্য্যন্তাং জ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতারূপাং সিদ্ধিমন্তঃকরণশুদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি যেন প্রকারেণ শুদ্ধমাত্মানং সাক্ষাৎকরোতি তথা তং প্রকারং নিবোধ মে মদ্বচনাদবধারয়ানুষ্ঠাতুং কিমতিবিস্তরেণ নেত্যাহ সমাসেন সংক্ষেপেণৈব ন তু বিস্তরেণ হে কৌন্তেয়! তদবধারণে কিং স্যাদিতি আহ নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা জ্ঞানস্য বিচারপরিনিষ্পন্নস্য নিষ্ঠা পরিসমাপ্তিঃ যদনন্তরং সাধনান্তরং নানুষ্ঠেয়মস্তি পরা

শ্রেষ্ঠা সর্ব্বান্ত্যা বা সাক্ষান্মোক্ষহেতুত্বাৎ তাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং পরাং সঙ্ক্ষেপেণ নিবোধেত্যর্থঃ॥ ৫০।

নীলকণ্ঠ।—"স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি" ইত্যেতৎ প্রতিজ্ঞাতমুপপাদিতম্ ইদানীং নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং প্রাপ্তোঽপি পরিব্রাড় বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যবান্ যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা বক্তুং প্রতিজানিতে সিদ্ধিমিতি। সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং নিবোধ বুধ্যস্ব মে মদ্বচনাৎ সমাসেন সংক্ষেপেণৈব, হে কৌন্তেয়! যা যৎ প্রাপ্যং ব্রহ্ম (বিধেয়াপেক্ষং স্ত্রীত্বং) জ্ঞানস্য পরানিষ্ঠা যদপেক্ষয়া অন্তজ্ জ্ঞেয়মন্যান্তরতরং নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৫০॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি ব্রহ্মানুভবতি ইত্যর্থঃ সৈব জ্ঞানস্য নিষ্ঠা পরা পরমোঽন্ত ইত্যর্থঃ নিষ্ঠা নিষ্পত্তিনাশান্তা ইত্যমরঃ। অবিদ্যায়ামুপরতপ্রায়ায়াং বস্তায়া অপ্যুপরমান্তে যেন প্রকারেণ জ্ঞানসন্ন্যাসং কৃত্বা ব্রহ্মানুভবেত্তং বুধ্যস্ব ইত্যর্থঃ॥ ৫০॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর শ্রীভগবান্ সিদ্ধি প্রাপ্তির পর যেরূপ ব্রহ্মলাভ ঘটে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" (৫। ১৩) অপিচ "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য" ইত্যাদি শ্লোকাংশে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তত্তাবৎ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ ঈশ্বরার্চ্চনা সিদ্ধিপ্রাপ্ত এবং উৎপন্নাত্মবিবেক মানবের কেবল আত্মজ্ঞানরূপা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি যেরূপে সংঘটিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে আলোচিত হইতেছে। স্বকর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবজ বিহিত কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়া ঈশ্বর প্রসাদে শরীরেন্দ্রিয়াদির জ্ঞাননিষ্ঠা যোগ্যতারূপ সিদ্ধি যিনি পাইয়াছেন, তিনি যেরূপে সেই জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহার ক্রম বা প্রকার আমার বচন শ্রবণ করিয়া তুমি নিশ্চয়রূপে অবধারণ কর। বাহুল্যরূপে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে না, সংক্ষেপে সেই তত্ত্ব আমি পরিব্যক্ত করিতেছি! যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি, সেই নিষ্ঠাই পরা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই তাহার পরিসমাপ্তি। সেই পরানিষ্ঠা কি প্রকার? যে প্রকার আত্মজ্ঞান; সেই আত্মজ্ঞান কি প্রকার? যেরূপ আত্মা; সেই আত্মা কিরূপ? তাহার উত্তরে বক্তব্য যে, শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত সর্ব্বোপনিষদ ও ন্যায়াদি শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে বস্তু তাহাই আত্মা। উপনিষদে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (কঠোপনিষৎ ১।২।১৮) ইত্যাদি বহু বাক্যে আত্মস্বরূপ কীর্ত্তিত

হইয়াছে, এবং ন্যায়েও 'কূটস্থং অসঙ্গং'' ইত্যাদি বাক্যে তাহার স্বরূপ ঘোষিত হইয়াছে।

যদি এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বিষয়াকার জ্ঞান কিরূপে বিষয় বহির্ভূত আত্মাকে দর্শন বা ধারণ করিবে? অপিচ ইহাও আশঙ্কা হইতে পারে যে, আত্মা আদিত্যবর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ অতএব তিনি আকারবান্। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৮) উল্লিখিত শ্রৌত প্রমাণাদি অবলম্বন করিয়া আত্মার আকার বিশিষ্টতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, আদিত্যবর্ণ প্রভৃতি বাক্য আত্মার তমোরূপ প্রতিষেধার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মা যে তমোরূপ নহেন বা কোনরূপ অন্ধকার সংশ্লিষ্ট নহেন, তাহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সূর্য্য-সদৃশ বা জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ উক্তির দ্বারা তিনি বিষয়রূপ বা আকার-বান্ ইহা কোনরূপেই সমর্থিত হয় না। শ্রুতি স্পষ্টতঃ এইরূপ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া বুঝাইয়াছেন যে. আত্মা বিষয়বান্ বা আকারবান্ নহেন। যথা, "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং।" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪র্থ অধ্যায় ২০ শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, তাঁহার (আত্মার) রূপ সম্যক্দর্শনের বিষয়ীভূত নহে, কেহই তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। "অশব্দমস্পর্শং" (কঠোপনিষৎ ৩য় বল্লী ১৫ শ্রুতি) অর্থাৎ তিনি শব্দ রহিত, স্পর্শ রহিত। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে আত্মার আকার নাই এবং তিনি কোন বিষয়রূপ নহেন। সুতরাং এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন আত্মা আকরবান্ বা বিষয়রূপ নহেন, তখন আত্মজ্ঞান অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ দেখা যায় যে, যে যে বিষয়ের জ্ঞান লব্ধ হয় তত্তদ্‌বিষয়ক আকারেই তাহা পরিণত; অর্থাৎ জ্ঞানের কোন স্বতন্ত্র আকার নাই, জ্ঞানের বিষয়ই তাহার আকার রূপে পরিব্যক্ত হয়। যদি আত্মা নিরাকার প্রতিপন্ন হইলেন এবং জ্ঞানও বিষয়াকার স্বরূপ, তখন উভয়েই নিরাকার; এ স্থলে নিরাকারের দ্বারা নিরাকারের ভাবনা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? এরূপ বলাও চলে না যে, আত্মা অত্যন্ত নির্ম্মল; স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম, বুদ্ধিও এইরূপ সমধর্ম্ম বিশিষ্ট, সুতরাং আত্মার চৈতন্যাকারে আভাসত্ব উপপন্ন হইতেছে; আর মন

বুদ্ধির আভাস, ইন্দ্রিয় সমূহ মনের আভাস, দেহ ইন্দ্রিয় সমূহের আভাস। অতএব সাধারণ মানবগণ দেহকেই আত্মরূপে দর্শন করেন। দেহ-চৈতন্য মাত্র বিশ্বাসী লোকায়তগণ (২৯৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। অপর ইন্দ্রিয়-চৈতন্যবাদী সম্প্রদায়, মনকেই চৈতন্যবাদিরা এবং বুদ্ধি চৈতন্যবাদিগণ ক্রমান্বয়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। এ সকল সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতি-চৈতন্যবাদী সম্প্রদায় এই সকল হইতেও অব্যক্ত অবিদ্যাবস্থ অব্যাকৃত নামধেয় বস্তুকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। এই বুদ্ধি হইতে দেহ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে আত্মচৈতন্যের আভাস দর্শন, ইহা আত্মভ্রান্তির ফলমাত্র। অতএব যখন সর্ব্বত্রই এইরূপ ভ্রান্তি সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন মনে হইতে পারে যে, আত্মবিষয়ক জ্ঞান বিধাতব্য নহে। তবে কি নামরূপাদি অনাত্ম ধর্ম্মের আরোপ করিয়া নিবৃত্ত হওয়াই কার্য্য। কারণ আত্মচৈতন্যবিজ্ঞান সকলের হৃদগত হইতে পারে না। যেহেতু অবিদ্যা কর্ত্তৃক অধ্যারোপিত হইয়া সর্ব্ববিষয়াকার বিশিষ্ট ভাবেই তিনি গ্রহণীয়। এইরূপ হেতু বশতই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ (২৬৬১।৩১২২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। অতএব ব্রহ্মবিষয়ে কেবল অবিদ্যাধ্যারোপ দূর করিবার যত্ন করা আবশ্যক। কারণ এইরূপ বিশ্বাসই অতি প্রসিদ্ধ, অর্থাৎ অবিদ্যা কর্ত্তৃক ব্রহ্মের কল্পিত নামরূপ বিষয়জ্ঞানই সর্ব্বত্র সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। যাহা সুবিজ্ঞেয় এবং যাহা অতি আসন্ন, সন্নিকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ বোধগম্য তাহাই সুবিজ্ঞেয়, আর যাহা অত্যন্ত দূরবৎ তাহাই দুর্ব্বিজ্ঞেয়। সুতরাং অবিবেকিগণের পক্ষে তাহা স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপেই প্রতিভাত হয়, কিন্তু যাঁহাদিগের অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা গুরুর কৃপায় আত্মতত্ত্ব বোধে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এতদপেক্ষা প্রিয়তর সুখ, সুপ্রসিদ্ধ সুবিজ্ঞেয় এবং আসন্নতর জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাবগতি ধর্ম্মসঙ্গত। কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি নিরাকারত্ব হেতু আত্মতত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, সম্যক্ জ্ঞাননিষ্ঠা দুঃসাধ্য; অর্থাৎ আত্মাতত্ত্বজ্ঞানরূপ

নিষ্ঠা নিতান্ত কঠিন। একথা সত্য। যাঁহারা গুরু সম্প্রদায় বিরহিত, যাঁহারা বেদান্ত বাক্যসমূহ কখনও শ্রবণ করেন নাই, অর্থাৎ বিহিতরূপে বেদান্তের মর্ম্মগ্রহণ করিবার সুযোগ পান নাই, যাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত বহির্বিষয়াসক্ত অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যবিষয় মাত্রকেই সার এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন এবং যাঁহারা সম্যক্ প্রমাণ ব্যাপারে অকৃতশ্রম অর্থাৎ বিহিতবিধানে যথোপযুক্ত আয়াস সহকারে প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সার ও অসার নির্ণয়ে যাঁহারা অক্ষম, তাঁহাদিগের পক্ষে উল্লিখিতরূপ সহজ বিশ্বাস সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ উল্লিখিতরূপ অজ্ঞতা বিরহিত, তাঁহারা সদ্ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর অনুপপত্তি হৃদ্গত করিয়া কেবল সদ্বুদ্ধি সহকারে লৌকিক গ্রাহ্য গ্রাহক দ্বৈতবস্তুতে সৎবুদ্ধিব অসদ্ভাব জ্ঞানে প্রকৃত বস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকেন। অদ্বৈত বস্তু ব্যতীত আর কোন বস্তুব সত্ত্বা নাই; এইরূপ অবধারণ করিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, এই বস্তু, এই বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে অদ্বৈতের স্বরূপ জানিতে পারিয়া তাঁহারা তত্ত্বাবতে কেবল অদ্বৈত দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।" (২ অধ্যায় ৬৯ শ্লোক) অতএব বাহ্যাকার দর্শনে ভেদবুদ্ধি নিবারণ করাই আত্মতত্ত্ব প্রণিধানের কারণ স্বরূপ, অর্থাৎ বাহ্যতঃ আমরা নানা-রূপাদি বিশিষ্ট যত পদার্থ দর্শন করি, তত্তাবৎ ভিন্ন ভিন্ন নহে, সকলই সেই অদ্বৈত তত্ত্বের স্বরূপ, এইরূপ অবধারণ করিতে পারাই আত্মতত্ত্বোপ-লব্ধির হেতুভূত। যে হেতু আত্মা নামাভিধেয় কোন স্বতন্ত্র অপ্রসিদ্ধ হেয় অথবা উপাদেয় বস্তু নাই। যদি আত্মার ক্রিয়াসাধ্যতা স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে মানবের অভ্যুদয়, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি স্বার্থ লাভের নিমিত্ত যে প্রবৃত্তি তাহা আত্মার্থের অযোগ হেতু অব্যর্থ অর্থাৎ প্রমাণ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। আত্মাবগম সম্ভাবনা বিরহিত হইলে দেহাদি অচেতন পদার্থের নিমিত্ত সমস্ত চেষ্টাই পর্য্যবসিত, অর্থাৎ কেবল সুখের নিমিত্ত সুখ, দুঃখের নিমিত্ত দুঃখ, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা কোন মতেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু অচেতনের নিমিত্ত অচেতনের প্রযত্ন বা সুখদুঃখ সম্ভব নহে। যেমন স্বদেহের স্বতন্ত্ররূপ

অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না, অনায়াসে সকলেই তাহা বুঝিতে পারে, তদ্রূপ অন্তরতম আত্মপদার্থের পরিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না অথবা কোন প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে বিবেকিদিগের পক্ষে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা প্রসিদ্ধ। যাঁহাদিগের পক্ষে নিরাকারের জ্ঞান অপ্রত্যক্ষ, তাঁহাদিগের ও জ্ঞান বশে জ্ঞেয় পদার্থের অবগতি হয়। সুতরাং সুখাদির ন্যায় জ্ঞানও অতি প্রসিদ্ধ। জ্ঞানে জিজ্ঞাসার আবশ্যক নাই। কারণ সুখাদি বিষয় স্বতঃই অনুভূত হয় তাহার অনুভাব বিষয়ে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। সুতরাং জ্ঞান অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। যদি জ্ঞানকে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক যে, জ্ঞান জ্ঞেয়বৎ জিজ্ঞাস্য নহে। ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা যেরূপ জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি হয় তদ্রূপ জ্ঞানান্তর দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং জ্ঞান স্বতঃ প্রসিদ্ধ, জ্ঞাতাও প্রসিদ্ধ। অতএব জ্ঞানের জন্য যত্ন করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল অনাত্ম বুদ্ধির নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করাই আবশ্যক। তদ্দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা সহজে নিষ্পন্না হয়। অর্থাৎ অনাত্মবুদ্ধি পরিহার করিতে পারিলেই জ্ঞাননিষ্ঠা স্বতঃ সঞ্জাত হইয়া থাকে, জ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র যত্নের প্রয়োজন নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে মানব ভগবৎ প্রসাদে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগান্তক আত্মধ্যান নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ আত্মধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনিমা লঘিমাদি গুণাষ্টক (২৪।১।১২৯৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) আবির্ভূত হয় এবং স্ব স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে, তদবস্থা প্রাপ্তির বিষয় আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, তুমি তাহা আমার নিকট শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয় অববোধ কর। অপিচ জ্ঞানের পরানিষ্ঠা অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহাও অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্ত সাধন সম্পন্ন সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসীর অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগীর ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে সাধনক্রম বর্ত্তমান শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে। স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বর-

রাধনা করিলে ভগবৎ প্রসাদজাত সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি-যোগ্যতারূপ সিদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ সিদ্ধিলাভ করিলে যেরূপে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ কর। তৎসমস্ত আমার নিকট অবগত হইয়া অনুষ্ঠানের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। হে কৌন্তেয়! তাহা আমি বিস্তারিত রূপে না বলিয়া অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিব। ভগবদুক্ত এই বাক্যাবধারণের ফল কি, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে। বেদান্তাদি বাক্য বিচার দ্বারা পরিনিষ্পন্ন জ্ঞানের যে নিষ্ঠা অর্থাৎ পরিসমাপ্তি, যাহার পর আর অন্য সাধন বা অনুষ্ঠেয় কিছুই থাকে না, সেই শ্রেষ্ঠ অথবা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ হেতু সর্ব্বশেষভূত সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরম জ্ঞাননিষ্ঠা সংক্ষেপে শ্রবণ কর॥ ৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

অন্বয়।—বিশুদ্ধয়া (সংশয়রহিতয়া) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (অন্বিতঃ) ধৃত্যা (ধৈর্য্যেণ) আত্মানং (শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং) নিয়ম্য (নিয়মনং কৃত্বা) চ শব্দাদীন্ (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্) বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (পরিত্যজ্য) বিবিক্তসেবী (বিজনদেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী (মিতভোজী) যতবাক্কায়মানসঃ (সংযতবাক্যদেহচিত্তঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) ধ্যানযোগপরঃ (ধ্যানযোগনিষ্ঠঃ) বৈরাগ্যং (বিষয়বৈতৃষ্ণ্যং) সমুপাশ্রিতঃ (সম্যক্ আশ্রিতঃ) [সন্] অহঙ্কারং (মম ইত্যাদ্যভি-

মানং) বলং (অসদাগ্রহং) দর্পং (হর্ষজং মদং) কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য (পরিত্যজ্য) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) শান্তঃ (চিত্তবিক্ষেপরহিতঃ) [জ্ঞাননিষ্ঠঃ] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভবনায়) কল্পতে [সমর্থো ভবতি] ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

প্রতিশব্দ । বিশুদ্ধ বুদ্ধি-দ্বারা যুক্ত, ধৈর্য্য-দ্বারা শরীরাদিকে, নিয়মন-করিয়া, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয়-সমূহকে ত্যাগ-করিয়া রাগ-দ্বেষকে বর্জ্জন-করিয়া বিজন-দেশ-বাসী মিত-ভোজী সংযত-বাক্য-দেহ-মন, সর্ব্বদা ধ্যান-যোগ-নিষ্ঠ বৈরাগ্যকে সম্যক্-রূপে-আশ্রয়কারী [হইয়া] অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিগ্রহকে ত্যাগ-করিয়া মমতা-রহিত শান্ত [জ্ঞানী ব্যক্তি] ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-নিমিত্ত সমর্থ-হয় ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

ব্যাখ্যা । যে সাধকপ্রবর সংশয় বিপর্য্যয় রহিত বুদ্ধিসম্পন্ন, যিনি সাত্ত্বিকী ধৃতিদ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের নিয়মনে সমর্থ, যিনি শব্দাদি বিষয় এবং রাগদ্বেষ পরিহার করিয়াছেন, যিনি মনুষ্যসমাগম বর্জ্জিত পবিত্রপ্রদেশে বাস করেন, যিনি মিতাহারী এবং বাক্য, দেহ ও মনকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা আত্মধ্যানপরায়ণ এবং বিষয়বিতৃষ্ণা-রূপ বৈরাগ্যাবলম্বী, যিনি অহঙ্কার, দুরাগ্রহ, হর্ষজনিত মদ, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিহার পূর্ব্বক মমতাশূন্য হইয়া শান্তভাবে অবস্থিত, সেই জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য । সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠোচ্যতে কথং কার্য্যেতি বুদ্ধ্যাধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নো ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ আত্মানং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য শব্দাদীন্ শব্দ আদির্যেষাস্তে শব্দাদয়স্তান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা সামর্থ্যাৎ শরীরস্থিতিমাত্রান্ কেবলান্ মুক্ত্বা ততোঽধিকান্ সুখার্থান্ ত্যক্তেত্যর্থঃ শরীরস্থিত্যর্থত্বেন প্রাপ্তেষু চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য । ততঃ বিবিক্তসেবী অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ দেশান্ সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী লঘ্বশনশীলো বিবিক্তসেবালঘ্বশনয়োর্নিদ্রাদি দোষনিবর্ত্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাৎ গ্রহণং যতবাক্কায়মানসো বাক্ চ কায়শ্চ মানসঞ্চ যতানি

নিয়তানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠোযতিঃ যতবাক্‌কায়মানসঃ স্যাদেবমুপরতকরণঃ সন্ ধ্যানযোগপরোধ্যানমাত্মস্বরূপ চিন্তনং যোগ আত্মবিষয় এবৈকাগ্রীকরণন্তৌ ধ্যানযোগপরত্বেন কর্ত্তব্যৌ যস্য স ধ্যানযোগপরো নিত্যং নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্ত্তব্যাভাবদর্শনার্থং। বৈরাগ্যং বিরাগভাবোদৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যং সমুপাশ্রিতো নিত্যমেবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ অহঙ্কারমহঙ্করণং দেহেন্দ্রিয়াদিষু তং বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যং স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ, দর্পোনাম হর্ষানন্তরভাবী ধর্ম্মাতিক্রমহেতুঃ "হৃষ্টঃ দৃপ্যতি দৃপ্তোধর্ম্মমতিক্রামতী"তি স্মরণাৎ তঞ্চ কামমিচ্ছাং ক্রোধং দ্বেষং পরিগ্রহমিন্দ্রিয়মনোগতদোষপরিত্যাগে শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তস্তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকোভূত্বা দেহজীবনমাত্রেঽপি নির্গতমমভাবোনির্ম্মমোঽতএব শান্ত উপরতঃ যঃ সংহৃতায়াসোযতির্জ্ঞাননিষ্ঠোব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

আনন্দগিরি। ব্রহ্মজ্ঞানস্য পরাং নিষ্ঠাং প্রতিষ্ঠাপিতামনূদ্য শ্লোকান্তরমবতারয়িতুং পৃচ্ছতি সেয়মিতি। যেয়ং ব্রহ্মজ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠা সমারোপিতা তদ্ধর্ম্মনিবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিজ্ঞানসন্তানরূপোচ্যতে সা কার্য্যা সুসম্পাদ্যেতি যদুক্তং তৎকথং কেনোপায়েনেতি প্রশ্নার্থঃ। পৃষ্টমুপায়ভেদমুদাহরতি বুদ্ধ্যেতি অধ্যবসায়োব্রহ্মাত্মনিশ্চয়ঃ মায়ারহিতত্বং সংশয়বিপর্য্যয়শূন্যত্বং। শব্দাদিসমস্তবিষয়ত্যাগে দেহস্থিতিরপি দুঃস্থা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সামর্থ্যাদিতি। বিষয়মাত্রত্যাগে দেহস্থিত্যনুপপত্তের্জ্ঞাননিষ্ঠাসিদ্ধি প্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ তেনানুজ্ঞাতেষ্বর্থেষু প্রাপ্তরাগাদিজ্ঞাননিষ্ঠাপ্রতিবন্ধকং ব্যুদস্যতি শরীরেতি। পরিত্যজ্য বিবিক্তসেবী স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। বুদ্ধের্বৈশারদ্যং যত্নেন কার্য্যং করণনিয়মনং দেহস্থিতিহেত্বতিরিক্তবিষয়ত্যাগঃ দেহস্থিত্যর্থেষ্বপি তেষু রাগদ্বেষবর্জনমিত্যুপায়ভেদে সিদ্ধে সত্যুপায়ান্তরাণ্যপি যত্নসাধ্যানীত্যাহ ততইতি। চিত্তৈকাগ্র্যপ্রসাদার্থং বিবিক্তসেবিত্বং ব্যাকরোতি অরণ্যেতি। নিদ্রাদিদোষনিবৃত্ত্যর্থং লঘ্বাশিত্বং বিশদয়তি লঘ্বিতি। লঘু পরিমিতং হিতং মেধ্যং অশিতুং শীলমস্যেতি তথোচ্যতে। বিশেষণয়োস্তাৎপর্য্যং বিবৃণোতি বিবিক্তেতি। নিদ্রাদীত্যাদিশব্দাদালস্যপ্রমাদাদয়ো বুদ্ধিবিক্ষেপকা বিবক্ষিতাঃ। বক্ষ্যমাণধ্যানযোগয়োরুপায়ত্বেন বিশেষণান্তরং বিভজতে বাক্‌চেতি। বাগাদিসংযমস্যাবশ্যকত্বদ্যোতনার্থং স্যাদিত্যুক্তং। সংযতবাগাদিকরণগ্রামস্যানায়াসেন কর্ত্তব্যমুপদিশতি এবমিতি। মন্ত্রজপাদীত্যাদিপদেন প্রদক্ষিণপ্রণামাদয়োধ্যানযোগপ্রতিবন্ধকা গৃহীতাঃ। উক্তয়োরেব ধ্যানযোগয়োরুপায়ত্বেনোক্তং বিরাগভাবং বিভজতে দৃষ্টেতি। সম্যক্ত্বমেব ব্যনক্তি নিত্যমিতি। জ্ঞাননিষ্ঠস্য যতের্বিশেষণান্তরং সমুচ্চিনোতি কিঞ্চেতি। নিত্যং ধ্যানযোগপরত্বে সমুচ্চিতং কারণান্তরং বিবৃণোতি অহঙ্করণমিতি। সামর্থ্যমাত্রে বলশব্দাদুপলভ্যমানে কিমিতি বিশেষবচনমিত্যাহ হৃষ্টইতি। বৈরাগ্যশব্দেন লব্ধস্যাপি কামত্যাগস্য পুনর্ব্বচনং প্রকৃষ্টত্বখ্যাপনার্থমহঙ্কারাদিত্যাগে পরিগ্রহপ্রাপ্ত্যভাবাত্তত্যাগোক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়েতি। পরিগ্রহাভাবে মমত্ববিষয়াভাবান্নির্ম্মমত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি। অহং

কারমমকারয়োরভাবেন প্রাপ্তামন্তঃকরণোপরতিমনুবদতি অতএবেতি। উক্তমনূদ্য জীবন্নেবাসৌ ব্রহ্মীভবতীতি ফলিতমাহ যঃ সংস্কৃতেতি। জ্ঞাননিষ্ঠপদাদূর্দ্ধং সশব্দোদ্রষ্টব্যঃ, ব্রহ্মণোভবনমনুসন্ধান-পরিপাকপর্য্যন্তং সাক্ষাৎকরণং তদর্থমিতি যাবৎ॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

রামানুজ। বুদ্ধ্যেতি বিবিক্তেতি অহমিতি। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যথাবস্থিতাত্মতত্ত্ববিষয়য়াযুক্তঃ ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ বিষয়বিমুখীকরণেন যোগযোগ্যং মনঃ কৃত্বা শব্দাদীন বিষয়ান্ বিসৃজ্য অসন্নিহিতান্ কৃত্বা তন্নিমিত্তৌ চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য বিবিক্তসেবী সর্ব্বৈর্ধ্যানবিরোধিভির্ব্বিবিক্তে দেশে বর্ত্তমানো লঘ্বাশী অত্যশনানশনরহিতঃ যতবাক্কায়মানসঃ ধ্যানাভিমুখীকৃতকায়বাঙ্মনো-বৃত্তির্ধ্যানযোগপরো নিত্যং এবংভূতঃ সন্নাপ্রয়াণাদহরহর্ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। ধ্যেয়তত্ত্বব্যতিরিক্ত-বিষয়দোষাবমর্শেন তত্র তত্র বিরাগং বর্দ্ধয়ন্নহংকারমনাত্মন্যাত্মাভিমানং বলং তদ্বিবৃদ্ধিহেতুভূতং বাসনাবলং, তন্নিমিত্তং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং বিমুচ্য নির্ম্মমঃ সর্ব্বেষ্বনা-ত্মীয়েম্বাত্মীয়বুদ্ধিরহিতঃ শান্তঃ আত্মানুভবৈকসুখঃ এবংভূতো ধ্যানযোগং কুর্ব্বন্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ব্রহ্মভাবায় কল্পতে সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তো যথাবস্থিতমাত্মানমনুভবতীত্যর্থঃ॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

হনুমান্। বুদ্ধ্যা অধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যাযুক্তো ধৃত্যাধৈর্য্যেণ তয়াচ বিশুদ্ধয়া আত্মানং কার্য্যকরণসংঘাতং নিয়ম্য শব্দাদিবিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ অপনীয়। বিবিক্তং যোগবিরোধি বস্তুনবিষ্ঠিতং স্থানং তৎ সেবিতুং শীলং যস্য স বিবিক্তসেবী লঘু হিতং মিতং পথ্যম্ অশিতুং শীলং যস্য সঃ লঘ্বাশী ধ্যানযোগপরোনিত্যং ধ্যানং চিত্তস্যৈকাগ্রতা যোগ স্তস্যাত্মনি স্থাপনং ধ্যানঞ্চ যোগঞ্চ ধ্যানযোগৌ পরা নিষ্ঠা যস্য স ধ্যানযোগপরঃ নিত্যং সর্ব্বকালং বৈরাগ্যং বিগতো রাগো যস্মাদসৌ বিরাগঃ অস্যভাবো বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ রাগদ্বেষবিযুক্ত ইত্যর্থঃ। দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিরহঙ্কারঃ বলং কামরাগসংযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যং তস্য স্বাভাবিকত্বেন ত্যক্তুমশক্যত্বাত্ততঃ কেবলং শব্দযুক্ততাপনাদি বলশব্দেনোচ্যতে, দর্পোহর্ষঃ কামং রাগঃ ক্রোধঃ দ্বেষঃ পরিগ্রহো মমেদমিত্যর্থিনাং বশীকরণং এতদহঙ্কারাদি বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শরীরস্থিতি-সাধনেঽপি বস্তুনি মমবুদ্ধিরহিতঃ অতএব শান্তঃ উপরতান্তকরণঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইত্যুক্তম্॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

শ্রীধর। তদেবাহ বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা আত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী লঘ্বাশী মিতভোজী এতৈরুপায়ৈর্যত-বাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তোভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগোব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃপুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগাশ্রিতোভূত্বা। ততশ্চ অহঙ্কারমিতি। বিরক্তো-ঽহমিত্যাদ্যহঙ্কারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধবশাৎ অপ্রাপ্য-মার্গেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্

শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

বলদেব। তং প্রকারমাহ বুদ্ধ্যেতি। বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তস্তাদৃশ্যা ধৃত্যা চাত্মানং মনো নিয়ম্য সমাধিযোগ্যং কৃত্বা। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তান্ সন্নিহিতান্ বিধায় রাগদ্বেষৌ চ তদ্ধেতুকৌ ব্যুদস্য দূরতঃ পরিহৃত্য। বিবিক্তসেবী নির্জনস্থঃ। লঘ্বাশী মিতভুক্। যতানি ধ্যেয়াভিমুখীকৃতানি বাগাদীনি যেন সঃ। নিত্যং ধ্যানযোগপরো হরিচিন্তননিরতঃ। বৈরাগ্যমাত্মেতরবস্তুমাত্রবিষয়কম্। অহমিতি। অহঙ্কারো দেহাত্মাভিমানঃ। বলং তদ্বর্দ্ধকং বাসনারূপং। দর্পস্তদ্ধেতুকঃ। প্রারব্ধশেষবশাদুপাগতেষু ভোগ্যেষু কামোঽভিলাষঃ। তেষ্বন্যৈর পহৃতেষু ক্রোধঃ। পরিগ্রহশ্চ তৎকর্ম্মকঃ। তানেতানহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য নির্ম্মমঃ সন্ ব্রহ্মভূয়ায় গুণাষ্টকবিশিষ্টসাত্মরূপত্বায় কল্পতে তদনুভবতি। শান্তো নিস্তরঙ্গসিন্ধুরিব স্থিতঃ॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

মধুসূদন। সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা সপ্রকারোচ্যতে বুদ্ধ্যেতি। বিশুদ্ধয়া সর্ব্বসংশয়বিপর্য্যয়শূন্যয়া বুদ্ধ্যাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজন্যয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যা যুক্তঃ সদা তদন্বিতঃ ধৃত্যা ধৈর্য্যেণাত্মানং শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতং নিয়ম্য উন্মার্গপ্রবৃত্তেনিবার্য্যাত্মপ্রবণং কৃত্বা চশব্দেন যোগশাস্ত্রোক্তং সাধনান্তরং সমুচ্চীয়তে। শব্দাদীন্ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্ বিষয়ান্ ভোগেন বন্ধহেতূন্ সামর্থ্যাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার্থশরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনানুপযুক্তাননিষিদ্ধানপি ত্যক্ত্বা শরীরস্থিতিমাত্রার্থেষু চ তেষু রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য পরিত্যজ্য চকারাদন্যদপি জ্ঞানবিক্ষেপকং পরিত্যজ্য। বিবিক্তসেবীত্যত্র স্যাদিত্যধ্যাহৃতেন ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যন্তেনান্বয়ঃ। বিবিক্তং জনসম্মর্দ্দরহিতং পবিত্রং চ যদ্ অরণ্যগিরিগুহাদি তৎ সেবিতুং শীলং যস্য স চিত্তৈকাগ্র্যসম্পত্ত্যর্থং তদ্বিক্ষেপকারিরহিত ইত্যর্থঃ, লঘ্বাশী লঘু পরিমিতং হিতং মেধ্যং চাশিতুংশীলং যস্য স নিদ্রালস্যাদিচিত্তলয়কারিরহিত ইত্যর্থঃ, যতানি সংযতানি বাক্কায়মানসানি যেন সঃ যমনিয়মাসনাদিসাধনসম্পন্ন ইত্যর্থঃ, ধ্যানযোগপরোনিত্যং চিত্তস্যাত্মাকার-প্রত্যয়াবৃত্তির্ধ্যানং আত্মাকারপ্রত্যয়েন নিবৃত্তিকত্তাপাদনং যোগঃ নিত্যং সদৈব তৎপরস্তয়োরনুষ্ঠানপরোন তু মন্ত্রজপতীর্থযাত্রাদিপরঃ কদাচিদিত্যর্থঃ, বৈরাগ্যং দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েষু স্পৃহাবিরোধি-চিত্তপরিণামং সমুপাশ্রিতঃ সম্যঙ্ নিশ্চলত্বেন নিত্যমাশ্রিতঃ। অহঙ্কারং মহাকুলপ্রসূতোঽহং মহতাং শিষ্যোঽতিবিরক্তোঽস্মি নাস্তি দ্বিতীয়োমৎসম ইত্যভিমানং বলমসদাগ্রহং ন শারীরং তস্য স্বাভাবিকত্বেন ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ দর্পং হর্ষজন্যং মদং ধর্ম্মাতিক্রমকারণং, "হৃষ্টোদৃপ্যতি দৃপ্তোধর্ম্মমতিক্রামতি" ইতি স্মৃতেঃ, কামং বিষয়াভিলাষং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিত ইত্যনেনোক্তস্যাপি কামত্যাগস্য পুনর্ব্বচনং যত্নাধিক্যার্থং। ক্রোধং দ্বেষং পরিগ্রহং শরীরধারণার্থকমস্পৃহত্বেঽপি পরোপনীতং বাহ্যোপকরণং বিমুচ্য ত্যক্ত্বা শিখাযজ্ঞোপবীতাদিকমপিদণ্ডমেকং কমণ্ডলুং কোপীনাচ্ছাদনং চ শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং স্বশরীরযাত্রার্থমাদায় পরমহংসপরিব্রাজকোভূত্বা নির্ম্মমোদেহজীবনমাত্রেঽপি মমকাররহিতঃ অতএবাহঙ্কারাভাবাদপগতহর্ষবিষাদত্বাৎ শান্তশ্চিত্তবিক্ষেপরহিতো যতিজ্ঞানসাধনপরিপাকক্রমেণ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় কল্পতে সমর্থোভবতি॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

নীলকণ্ঠ । তমেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ ত্রিভির্বুদ্ধ্যেতি। বুদ্ধ্যা বেদান্তশ্রবণমননপরিপাকোত্থয়া অহং ব্রহ্মাস্মীতি পরোক্ষনিশ্চয়রূপয়া বিশুদ্ধয়া সর্ব্বভূতেষু মৈত্র্যাদিভাবনয়া সম্যগ্বিশোধিতয়া ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ যোগক্ষেমাদি নিমিত্ত-বৈয়গ্র্যরাহিত্যেন আত্মানং দেহেন্দ্রিয়সংঘাতং নিয়ম্য দৃঢ়াসনোভূত্বেত্যর্থঃ চকারাৎ প্রাণঞ্চ নিয়ম্য শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তত ইন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহৃত্যেত্যর্থঃ প্রত্যাহৃতকরণোঽপি অন্তর্মনসৈব বিষয়ান্ স্মরতি তৎপরিত্যাগমাহ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চেতি। সংকল্পত্যক্তে‍্বত্যর্থঃ সহি বিষয়ং পরিকল্প্য তত্র রাগং জনয়তীতি প্রসিদ্ধং। যথা চাক্ষপাদাচার্য্যসূত্রং। "দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পকৃতা"ইতি দোষোরাগাদিঃ, চকারাদয়মহমস্মীত্যেতমপি ভাবং ব্যুদস্যেতি জ্ঞেয়ং ততো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় তং প্রাপ্তুং কল্পতে যোগ্যোভবতীতি তৃতীয়েন সম্বন্ধঃ। কেন সাধনজাতেনৈবংভূতো ভবতীত্যত আহ বিবিক্তেতি। যত্তচ্ছব্দাধ্যাহারেণ যোজ্যং। নিত্যমিতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধনীয়ং, যো নিত্যং বিবিক্তসেবী একান্তশীলো লঘ্বাশী মিতাশনশীলশ্চ, তথা নিত্যং বৈরাগ্যং রাগাভাবং সমুপাশ্রিতশ্চ, তথা নিত্যং ধ্যানযোগঃ ষষ্ঠাধ্যায়োক্তস্তৎপরশ্চ যো নিত্যং ভবতি স যতবাক্‌কায়মানসো ভবতি, যতকায় আসনদার্ঢ্যেন, যতবাগ্ বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারেণ, যতমানসঃ সর্ব্ব সঙ্কল্পত্যাগেন, তত্র চতুর্ভিঃ সাধনৈ র্যতবাক্‌কায়মানসত্বং সাধ্যং। নিত্যং বিবিক্তসেবাদিশীলঃ সন্ যতবাক্‌কায়মানসোভূত্বা ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। এবং যতবাক্‌কায়মানসস্য যোগিনো যোগজাঃ সিদ্ধয়ঃ উপতিষ্ঠন্তি তাশ্চ শ্রুতৌ দর্শিতাঃ "পৃথিব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তত্র রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্" ইতি। তথা "যংযং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তংতং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ" ইতি চ সংবিভাতি সংকল্পয়তি লোকং লোচনীয়মতীতানাগতমর্থজাতং কামান্ কাম্যমানান্ বিষয়ান্ জয়তে উপলভতে ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ তথা "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়া"দিতি প্রজ্ঞানেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজেন জ্ঞানেন দুশ্চরিতাদি সেবনাদ্বিরক্তঃ শান্তো জিতচিত্তঃ সমাহিতো নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তিরপ্যশান্তমানসো যোগৈশ্বর্য্যাসক্তচিত্তঃ এনমাত্মানং ন প্রাপ্নুয়াদিতি শ্রুত্যর্থঃ, তদিদমাহ অহঙ্কারমিতি যদা তু যোগী যতমানসোঽস্মিতামাত্র প্রত্যয়োভবতি তদা সৈবাস্মিতাবস্থিতির্ব্বিষয়াভিমুখাহঙ্কার ইত্যুচ্যতে, বিষয়বিমুখা ত্বস্মিতেতি ততস্তমহঙ্কারং নিগৃহ্নীয়াৎ তদনিগ্রহে যোগী বলং সত্যসঙ্কল্পত্বাদি সামর্থ্যমাত্মনঃ পশ্যন্ দর্পং করোতি ন মত্তুল্যোঽন্যোঽস্তীতি মন্যতে ততশ্চ"দৃপ্তো ধর্ম্মগতিক্রামতী" ত্যাপস্তম্ববচনাদ্দিব্যান্ কামানিচ্ছতি তত্র কেনচিন্নিমিত্তেন কামপ্রতিবন্ধে সতি ক্রোধবান্ ভবতি ততঃ পরোৎসাদনায় ভূয়াংসং শিষ্যাদি-পরিগ্রহং সম্পাদয়তি ততো নশ্যতীতি। তস্মাৎ সর্ব্বানর্থমূলভূতমহংকারমেব বিমুচ্য তত ইতরান্ সর্ব্বান্ বিমুঞ্চতি অহঙ্কারবিমোক্ষেঽপি নির্ম্মমত্বং তৎপ্রদর্শিতেষু বিষয়েষু মমতাশূন্যত্বে সত্যহঙ্কারঃ শিথিলীভূতো বিষয়বৈমুখ্যং প্রাপ্য স্বকারণেঽস্মিতায়াং অপি প্রবিলয়ান্নিরিন্ধনাগ্নিবদুপরতো যোগী ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ।---বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া সাত্ত্বিক্যা ধৃত্যাপি সাত্ত্বিক্যা আত্মানং মনো নিয়ম্য। ধ্যানেন ভগবচ্চিন্তনেনৈব যঃ পরোযোগঃ তৎপরায়ণঃ। বলং কামরাগযুক্তং নতুসামর্থ্যম্ অহঙ্কারাদীন্ বিমুচ্য ইতি অবিদ্যোপরমঃ শান্তঃ সত্ত্বগুণস্যাপ্যুপশান্তিমান্ ইতি কৃতজ্ঞানসন্ন্যাস ইত্যর্থঃ। "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"দিত্যেকাদশোক্তেঃ। অজ্ঞানজ্ঞানয়োরুপরমং বিনা ব্রহ্মানুভবানুপপত্তিরিতিভাবঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মানুভবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ৫১। ৫২। ৫৩॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ যে জ্ঞাননিষ্ঠা প্রসঙ্গ বিবৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অধুনা শ্লোকত্রয়ে সেই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠভাব পরিকীর্ত্তন করিতেছেন। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানযোগ সম্পন্ন হইলে মানব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ও নশ্বর সুখসমূহ অতি সামান্য লঘুচেতা মানবেরই লক্ষ্য, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবলসম্পন্ন, তাঁহারা পরম ফলের অধিকারী। কিরূপ হইলে এই জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং তাহার পরিণামে কি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অধুনা প্রতিপাদ্য।

প্রথমতঃ জ্ঞাননিষ্ঠার উন্মেষ বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারাই সম্ভব। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পন্ন, তাঁহারা বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত; অর্থাৎ অধ্যবসায়াত্মিকা এবং মায়াদি প্রতিকূল আকর্ষণ বিরহিত নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহারা ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত ও আপনার উন্মার্গ প্রবৃত্তিসমূহ নিয়মিত ও বশীভূত করিয়া আত্মপ্রবণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা শব্দাদি সমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ এই সকল বিষয় ব্যাপার সন্নিকৃষ্ট হইয়াও তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। কেবল শরীরসংস্থিতির নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত অধিকতর বিষয়সুখ তাঁহারা পরিহার করিয়া থাকেন ইহাই এ স্থলের অভিপ্রায়। শরীর সংস্থিতির নিমিত্ত যে যে বিষয়ের প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধেও তাঁহারা রাগদ্বেষ বিরহিত; অর্থাৎ বিষয় বিশেষ জন্য আকাঙ্ক্ষা বা বিষয়ান্তরের নিমিত্ত ঘৃণা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া যথাগত বা যথাপ্রাপ্ত দেহ ধারণোপযোগী দ্রব্য মাত্র লাভেই পরিতুষ্ট। উল্লিখিতরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পন্ন মহাত্মারা বিবিক্ত অর্থাৎ জনসমাগম রহিত ও পবিত্র প্রদেশসেবী; নদীপুলিন, ঘনারণ্য বা গিরিগুহা প্রভৃতি শুদ্ধ প্রদেশে

নির্জ্জনে তাঁহারা স্বকীয় জ্ঞান সাধনে নিরত। যেহেতু জনতাপূর্ণ বা বিরক্তিকর অপবিত্র দেশ তাঁহাদিগের চিত্তবিক্ষেপকর সুতরাং সাধনার প্রতিকূল। এইরূপ মহাত্মারা লঘুভোজী, অর্থাৎ মেধ্য ও হিত ভোজন-পরায়ণ। অতিভোজন, নিদ্রা আলস্যাদি চিত্তবিক্ষেপকারী, সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠারত সাধকের পক্ষে তাহা পরিবর্জ্জনীয়। বিবিক্তসেবা ও লঘু ভোজন উভয়ই নিদ্রাদি দোষনিবর্ত্তক এবং চিত্তপ্রসাদক। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ যতিগণের বাক্, কায় এবং মানস সংযত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহারা অনর্থক বাক্য ব্যবহারে বা অপ্রিয় ভাষা প্রয়োগে বিরত; তাঁহা-দিগের শরীর সতত বিষয় ব্যাপার বিমুখ হইয়া স্বকীয় জ্ঞানোন্নতির চেষ্টায় বিনিযুক্ত এবং তাঁহাদিগের মানস কুক্রিয়া বা কুপ্রসঙ্গের অনুধ্যানে সর্ব্বদা স্পৃহা রহিত। অথবা তাঁহারা যোগশাস্ত্রোক্ত যম, নিয়মাসনাদি সম্পন্ন (৪৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় ব্যাপার হইতে উপরত করিয়া তাঁহারা ধ্যানযোগ পরায়ণ হইয়া থাকেন। আত্মস্বরূপ চিন্তার নামই ধ্যান, আর আত্মস্বরূপ বিষয়ে চিত্তাদির একাগ্রতা সাধনই যোগ; এই ধ্যানযোগই একমাত্র কর্ত্তব্য বোধে যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ধ্যানযোগপরায়ণ। এইরূপ সাধনাই মন্ত্র-জপ প্রভৃতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সতত অনুসরণায়। এইরূপ বোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ধ্যানযোগই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। এস্থলে ইহাই অভিপ্রেত যে, মন্ত্রজপ বা তীর্থযাত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান সমূহ বিশেষ ফলপ্রদ হইলেও তাহা চিত্তের আত্মাকার প্রবৃত্তিরূপ ধ্যান এবং সেই আত্মাকার প্রবৃত্তি দ্বারা কালে চিত্তেরও নিরোধরূপ যোগ এতদুভয়ের কখনই সমতুল্য নহে। অতএব উল্লিখিতরূপ ধ্যানযোগই জ্ঞাননিষ্ঠগণের পক্ষে নিত্যাবলম্বনীয়। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মারা বৈরাগ্যাশ্রিত হইয়া থাকেন। দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়সমূহে তৃষ্ণারাহিত্যই বিরাগ। উল্লিখিত মহাত্মারা এবম্প্রকার তৃষ্ণারহিত ভাবাশ্রিত হইয়া থাকেন। মানব মাত্রেই দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অহঙ্কারবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। 'আমি করিতেছি' 'আমি দিতেছি' ইত্যাকার অহঙ্কার জ্ঞাননিষ্ঠগণকে কখনই অভিভূত করিতে পারে না। তাঁহাদিগের চিত্তে 'আমি মহাকুল প্রসূত মহাত্মা' বা 'আমি অতিবিরক্ত সাধু' বা 'আমার ন্যায় জ্ঞানী আর

দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই' ইত্যাদিরূপ অহঙ্কারের কখনই সমাবেশ হয় না। অপিচ তাঁহারা বলবিহীন; কামরাগাদি যুক্ত হইয়া অসদাগ্রহজনিত মনুষ্য বলশালী বা দর্পিত হইয়া থাকে। এ স্থলে দৈহিক স্বাভাবিক বল লক্ষিত নহে, কারণ তাহা দেহস্থিতির অবিচ্ছিন্ন সহচর অতএব ত্যাগের অযোগ্য। উল্লিখিতরূপ অসদ্বল অধোগতির প্রাপক। জ্ঞাননিষ্ঠগণ তাহা হইতে সতত বিমুক্ত। হর্ষজন্য ধর্ম্মাতিক্রমসাধক যে মদের আবির্ভাব হয়, তাহাই দর্প। স্বকীয় যোগশক্তি বা তথাবিধ ক্ষমতা বলে অনেক অত্যদ্ভুত সাধনাদির অবস্থা স্বতঃ অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ ঘটিলে অসঙ্গত হর্ষ প্রাবল্যে মনুষ্য প্রকৃত পথ পরিভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হইতে পারে। কেবল হর্ষজনিত দর্পই এবং-বিধ দুর্দ্দশা বিধায়ক। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এতাদৃশ মদ বা দর্প বিবর্জ্জিত। কাম অর্থাৎ বিষয়াভিলাষ জ্ঞাননিষ্ঠের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যিনি যতটুকু বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদতি-রিক্ত অপ্রাপ্য বিষয়ের প্রাপ্তির বাসনাই কাম। যাঁহারা বিষয়বিরাগী জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এরূপ কামনার আক্রমণ হইতে বিমুক্ত। অপিচ তাঁহারা ক্রোধবিরহিত। যাঁহার আসক্তি বা কামনা নাই, অহঙ্কার ও দর্প নাই, তাঁহার ন্যায় উন্নতচেতাঃ জ্ঞাননিষ্ঠের হৃদয়ে ক্রোধের স্থান থাকিতে পারে না। অপিচ তাঁহারা পরিগ্রহ পরিত্যাগী তাঁহারা সর্ব্ব-বিষয়ে স্পৃহারহিত হইলেও অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্মুখানীত বস্তুমাত্র কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশে গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোনরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ বা তজ্জনিত সুখের আশায় কদাপি কোন বস্তু গ্রহণের প্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপাকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এতাদৃশ সর্ব্ব-প্রকার পরিগ্রহ হইতে বিমুক্ত। এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পন্ন মহাত্মারা 'পরমহংস পরিব্রাজক (২৪২৯।২৯৩৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) হইয়া থাকেন। তাঁহারা তদবস্থায় সর্ব্বপ্রকার বাহ্যোপকরণ পরিহার পূর্ব্বক কেবলমাত্র সচেতন দেহ সহকারে জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করেন। এমন কি, তাঁহারা শিখা উপবীত প্রভৃতি দ্বিজগণের অবশ্য রক্ষণীয় লক্ষণ সমূহও পরিবর্জ্জন করিয়া কেবল মাত্র দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৌপীনাচ্ছাদন এবং শাস্ত্রানুগত

স্বশরীরযাত্রার্থ বস্তু মাত্র গ্রহণ করিয়া সর্ব্বব্যাপারে নির্ম্মম হইয়া থাকেন। কোন বিষয়েই এমন কি শরীরের প্রতিও তাঁহাদিগের মমত্ববুদ্ধি এইরূপ অবস্থায় থাকিতে পারে না। যাঁহার দেহজীবন বিষয়েও এইরূপ মমতা-বিহীনতা ঘটিয়াছে, তিনিই সুতরাং শান্ত অর্থাৎ অহঙ্কার মমতা প্রভৃতি রাহিত্য হেতু হর্ষবিষাদ বিহীনতা নিবন্ধন সর্ব্বতোভাবে চিত্তবিক্ষেপ-পরিশূন্য। এতাদৃশ সংযতচিত্ত মহাত্মা জ্ঞাননিষ্ঠার পরিপাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। অথবা তিনি জ্ঞান বলে "ব্রহ্মাহং" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চলা বুদ্ধির অধিকারী হইয়া থাকেন, এবং সেই নিশ্চল অবস্থায় অবিচলিত ভাবে অবস্থিত থাকেন।

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, জ্ঞানের ক্রমোন্নতি সহকারে প্রথ-মতঃ স্পৃহারাহিত্য হইতে সর্ব্বত্যাগরূপ দশায় উপনীত হইলে মনুষ্যের চিত্ত ব্রহ্ম প্রণিধানে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয় এবং তখন চিত্ত, তদনন্তর সকলই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞাননিষ্ঠার পূর্ণপরিপাক এবং জ্ঞাননিষ্ঠার পরম পরাকাষ্ঠা।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ "ধ্যানযোগপরঃ" এই বাক্যের 'হরিচিন্তা-পরায়ণ' এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় বলেন, "নিয়ম্য চ" এই মূলস্থিত চকার যোগশাস্ত্রোক্ত সাধনান্তরের সমুচ্চয় করিতেছে এবং "ব্যুদস্য চ" এ স্থানের চকার অন্যান্য জ্ঞানবিক্ষেপক বিষয় সমূহকে সূচিত করিয়াছে।

পূজ্যপাদ্ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। অধুনা শ্লোকত্রয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বিবৃত হইতেছে। বেদান্ত শ্রবণ মনন পরিপাকোত্থিতা, "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপা পরোক্ষ নিশ্চয়াত্মিকা এবং সর্ব্বভূতে মৈত্রাদি ভাবনা যোগে সম্যক বিশুদ্ধিপ্রাপ্তা বুদ্ধি দ্বারা অপিচ অন্যান্য অনেক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব লব্ধ হইয়া থাকে। এস্থলে বুদ্ধি সম্বন্ধে ইহাই দ্রষ্টব্য যে, বেদান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক যে যে শাস্ত্র, তদালোচনাজনিত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির পরিপাকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি সম্যক রূপে উপজাত হইলেও তাহা বিশুদ্ধ হইতে পারে অথবা অবিশুদ্ধও থাকিতে পারে। এইজন্য বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি কিরূপে

হয়, এতদুত্তরে বক্তব্য যে, সর্ব্বভূতে মৈত্রাদি ভাবনা সিদ্ধ হইলেই বুদ্ধি বিশুদ্ধা হইয়া থাকে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চারিভাবে (১০৮৩ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য, তথায় 'পরের দুঃখ দর্শনে' স্থলে 'সুখ দর্শনে' হইবে ইহাও দ্রষ্টব্য) সর্ব্বভূতের সকল ব্যাপার দর্শন করিতে পারিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাহার পর ধৃতির কথা; যোগ এবং ক্ষেম হেতু সাধক অধীর হইয়া থাকেন। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি যোগ এবং প্রাপ্ত বস্তুর পরি-রক্ষণ ক্ষেম, এই উভয়ের নিমিত্ত ব্যাকুলতা ঘটিয়া থাকে। যে ধৈর্য্য প্রভাবে তদুভয়রহিত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃষ্টা ধৃতি। দেহেন্দ্রিয় সংঘাত-সম্পন্ন আত্মাকে নিয়মিত করা আবশ্যক অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত দৃঢ়াসন (৪৪। ১১৩৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) হওয়া বিধেয়। মূলস্থিত চকার দ্বারা প্রাণকেও নিয়মিত করিতে হইবে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। শব্দাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহার করা আবশ্যক। প্রত্যাহার করিলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয় গ্রহণে বিরত হইলেও মনের দ্বারা বিষয়ের সঙ্কল্প অপগত না হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাও প্রতিকূল। এজন্য কথিত হইতেছে যে, রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করা আবশ্যক; বিষয়ের সঙ্কল্প থাকিলে রাগদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে; অতএব সঙ্কল্প পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিলে রাগদ্বেষবিযুক্ত হওয়া যায়। অক্ষপাদ সূত্রে নিবদ্ধ আছে যে, "দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সংকল্পকৃতাঃ।" অর্থাৎ রূপাদি বিষয় সম্বন্ধে যে সঙ্কল্প থাকে তাহা দোষ নিমিত্ত। এ স্থলে দোষ শব্দে রাগাদি লক্ষিত। মূলস্থিত চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে, "অয়মহমস্মি" এরূপ ভাবও পরিহর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে অনন্তর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্লোকত্রয়ের তৃতীয় শ্লোকের শেষাংশের সহিত অন্বয় বুঝিতে হইবে। কিরূপ সাধনা দ্বারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে। লম্বিত 'নিত্য' পদ সর্ব্বত্র সম্বন্ধযুক্ত। যে ব্যক্তি নিত্য একান্তশীল অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানবাসী, নত্য মিতভোজন পরায়ণ, নিত্য রাগাভাব সংযুক্ত, নিত্য এই গ্রন্থের ষষ্ঠ্যাধ্যায়-বিবৃত ধ্যানযোগানুশীলন পরায়ণ, সেই ব্যক্তি সংযত বাক্, কায়, ও মানস হইয়া থাকেন। দৃঢ়াসনত্ব হেতু তিনি যতকায়, বিষয়াদি হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ নিবন্ধন

তিনি যতবাক্, সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ হেতু তিনি যতমানস। উল্লিখিত বিবিক্ত সেবা, লঘ্বশন, বৈরাগ্য এবং ধ্যানযোগ এই চতুর্ব্বিধ সাধনা দ্বারা যতবাক্কায়মানস অবস্থা লব্ধ হইয়া থাকে। এবংভূত যতবাক্কায়মানস যোগীর যোগজ সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে; তদ্বিষয় শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, "পৃথিব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগা ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২য় অধ্যায় ১২ শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম হইতে উত্থিত পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হইলে যোগাগ্নিময় দেহপ্রাপ্ত যোগীর রোগ, জরা এবং মৃত্যু থাকে না। ('ন জরা ন মৃত্যুঃ' স্থলে 'ন জরা ন দুঃখং' পাঠও আছে) অপিচ "যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামান্ তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥" (মুণ্ডকোপনিষৎ ৩। ১। ১০) ইহার ভাবার্থ এই যে, অতীতানাগত যে যে বিষয় মনের দ্বারা সংকল্প করা যায়, বিশুদ্ধ-প্রাণ ব্যক্তি যে কাম্যবিষয় সমূহের কামনা করেন, সেই লোক ও সেই সেই কাম্য বস্তু তিনি লাভ করিয়া থাকেন। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥" (কঠোপনিষৎ ২। ২৪) অর্থাৎ প্রজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা দুশ্চরিতাদি কদর্য্যানুষ্ঠান হইতে বিরত, জিতচিত্ত, বিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তি হইয়াও অশান্তমানস অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যে আসক্তচিত্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। এস্থলেও কথিত হইতেছে, যতমানস যোগী যে সময়ে অস্মিতামাত্র প্রত্যয় যুক্ত হন, অর্থাৎ যখন তাঁহার অন্তঃকরণ ও আত্মা একভাবে উপলব্ধ হইতে থাকে, (৫ম অধ্যায় ২২ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তখন তাঁহার মন বিষয়াভিমুখী হইলে আমি কর্ত্তা; আমি ভোক্তা ইত্যাদিরূপ অহঙ্কারজনিত ক্লেশ উদ্ভূত হইতে পারে। এই জন্য সেই অস্মিতাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে বিষয়বিমুখ হইয়া উল্লিখিত অহঙ্কারকে নিগ্রহ করা আবশ্যক। সমুচিত সময়ে সেই অহঙ্কারকে নিগৃহীত করিতে না পারিলে যোগী আপনার সত্যসংকল্পত্বাদি গুণসামর্থ্যজনিত দর্প করিয়া থাকেন। তখন তিনি মনে করেন যে,

আমার তুল্য আর কেহই নাই। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, "দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতি অর্থাৎ দর্পান্বিত ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া থাকে। তিনি তখন অবলম্বিত ব্রতবিরোধী দিব্য কাম্যবস্তু সমূহের কামনা করেন। এরূপ কামনাপরায়ণ সাধক কোন কারণে কামনাসিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে ক্রোধযুক্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কামনাসিদ্ধির প্রতিকূলাচারীকে উচ্ছিন্ন করিবার বাসনায় বলসংগ্রহের নিমিত্ত শিষ্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকেন। তদনন্তর সেই ধর্ম্মমার্গ-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তি নষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব সকল অনর্থের মূলস্বরূপ অহঙ্কারকে পরিহার পূর্ব্বক অন্যান্য দোষসমূহ হইতে বিমুক্ত হইবে। অহঙ্কার বিমুক্ত হইলেই নির্ম্মমত্ব উপস্থিত হয়। অহঙ্কার প্রদর্শিত বিষয়সমূহে মমত্ব বুদ্ধি তিরোহিত হইলে শিথিলীভূত অহঙ্কার স্বকারণ স্বরূপ অস্মিতায় বিলীন হইয়া যায়। তদনন্তর শান্ত অর্থাৎ অস্মিতারও লয় হওয়ায় যোগী কাষ্ঠ বা দাহ্য পদার্থবিহীন অগ্নির ন্যায় উপরত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫১ । ৫২ । ৫৩ ॥

——ঃ০ঃ——

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) ন শোচতি (সন্তপ্যতে) ন কাঙক্ষতি (কাময়তে) সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (সমদর্শনঃ [সন্] পরাং (উৎকৃষ্টাং) মদ্ভক্তিং লভতে (প্রাপ্নোতি) ॥৫৪॥

প্রতিশব্দ।—ব্রহ্ম-প্রাপ্ত প্রসন্ন-চিত্ত শোক-করেন না কামনা-করেন না ; সর্ব্ব-ভূতে সম-দৃষ্টি [হইয়া] শ্রেষ্ঠা ভগবদ্ভক্তি লাভ-করেন ॥৫৪॥

ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত সাধক কোন কারণে সন্তপ্ত হন না বা কিছুই কামনা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া পরমা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

পাঠান্তর।—ন হৃষ্যতি ন কাঙ্ক্ষতি।

শঙ্করাচার্য্য।—অনেন ক্রমেণ ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদস্বভাবো ন শোচতি কিঞ্চিদর্থবৈকল্যং আত্মানো বৈগুণ্যঞ্চোদ্দিশ্য ন শোচতি ন সন্তপ্যতে ন কাঙ্ক্ষতি। ন হ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদ্যতে, অতো ব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাবোহনূদ্যতে ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ, সমঃ সর্ব্বেষু আত্মৌপম্যেন সর্ব্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সমমেব পশ্যতীত্যর্থো নাত্মসমদর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি। এবম্ভূতোজ্ঞাননিষ্ঠোমদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যুক্তম্॥ ৫৪॥

আনন্দগিরি।—অপেক্ষিতং পূরয়ন্নুত্তরশ্লোকমবতারয়তি অনেনেতি। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়েত্যাদিরত্র ক্রমঃ, ব্রহ্মপ্রাপ্তোজীবন্নেব নিবৃত্তাশেষানর্থোনিরতিশয়ানন্দব্রহ্মাত্মনানুভবন্নিত্যর্থঃ অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মা তস্মিন্ প্রসাদঃ সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমানন্দাবির্ভাবঃ। স লব্ধো যেন জীবন্মুক্তেন স তথা। ন শোচতীত্যাদৌ তাৎপর্য্যমাহ নহীতি। প্রাপ্তব্যপরিহার্য্যাভাবনিশ্চয়াদিত্যর্থঃ। স্বভাবানুবাদমুপপাদয়তি ব্রহ্মভূতস্যেতি। তস্য প্রাপ্তবিষয়াভাবান্নাপি পরিহার্য্য পরিহারপ্রযুক্তঃ শোকঃ পরিহার্য্যস্যৈবাভাবাদিত্যর্থঃ। পাঠান্তরে তু রমণীয়ং প্রাপ্য প্রমোদতে তদভাবাদিত্যর্থঃ। বিবক্ষিতং সমদর্শনং বিশদয়তি আত্মেতি। নন্বু সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মনঃ সমস্য নির্ব্বিশেষস্য দর্শনমত্রাভিপ্রেতং কিং নেষ্যতে তত্রাহ নাত্মেতি। উক্তবিশেষণবতোজীবন্মুক্তস্য জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাগুক্তক্রমেণ প্রাপ্তা সুপ্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যাহ এবম্ভূতইতি। শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাভ্যাসবতঃ শমাদিযুক্তস্যাভ্যস্তৈঃ শ্রবণাদিভিঃ ব্রহ্মাত্মাপরোক্ষং মোক্ষফলং জ্ঞানং সিধ্যতীত্যর্থঃ। আর্ত্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি চতুর্থীত্যুক্তা। তত্র স্মপ্তমস্থবাক্যমনুকূলয়তি চতুর্ব্বিধাইতি ॥ ৫৪ ॥

রামানুজ।—ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতঃ আবিভূ‍র্তাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারমচ্ছেষতৈকস্বভাবাত্মস্বরূপঃ। "ইত্যন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরা"মিতি স্বশেষতোক্তা। প্রসন্নাত্মা ক্লেশকর্ম্মাদিভিরকলুষস্বরূপো মদ্ব্যতিরিক্তং ন কঞ্চন ভূতবিশেষং প্রতি শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি মদ্ব্যতিরিক্তেষু সর্ব্বভুতেষ্বনাদরণীয়তায়াং সমো নিখিলং বস্তুজাতং তৃণবন্মন্যমানো মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ময়ি সর্ব্বেশ্বরে নিখিলজগদুদ্ভবস্থিতিপ্রলয়লীলে নিরস্তসমস্তহেয়গন্ধে অনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণৈকতানে লাবণ্যামৃতসাগরে শ্রীমৎপুণ্ডরীকনয়নে স্বস্বামিন্যত্যর্থপ্রিয়ানুভবরূপাং পরাং ভক্তিং লভতে॥ ৫৪।

হনুমান্।—ইদানীং ব্রহ্মভূতস্যলক্ষণমুচ্যতে। ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমঃ সর্ব্বেষু প্রাণিষু একমেব পরমাত্মত্বেনাবস্থিতং পশ্যতি স এবংভূতো মদ্ভক্তিমীশ্বরভক্তিং ভজনতাদাত্ম্যং পরামুৎকৃষ্টাং লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪।

শ্রীধর।—ব্রহ্মাহমিতিনৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষ্বপি

ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

বলদেব।—তস্য ব্রহ্মভূয়োত্তরভাবিনং লাভমাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতঃ সাক্ষাৎকৃতাষ্টগুণকস্বস্বরূপঃ। প্রসন্নাত্মা ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ানাং বিগমাদতিস্বচ্ছঃ। নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা ইত্যাদাবতিবৈমল্যং প্রসন্নশব্দার্থঃ। স এবংভূতো মদন্যান্ কাংশ্চিৎ প্রতি ন শোচতি ন চ তান্ কাঙ্ক্ষতি। সর্ব্বেষু মদন্যেষূচ্চাবচেষু ভূতেষু সমঃ। হেয়ত্বাবিশেষাল্লোষ্ট্রকাষ্ঠবত্তানি মন্যমানঃ। ঈদৃশঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং লভতে। নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেত্যুক্তাং মদনুভবলক্ষণাং মদ্বীক্ষণসমানাকারাং সাধ্যাং ভক্তিং বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

মধুসূদন।—কেন ক্রমেণ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তদাহ। ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভূতঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি দৃঢ়নিশ্চয়বান্ শ্রবণমননাভ্যাসাৎ প্রসন্নাত্মা শুদ্ধচিত্তঃ শমদমাদ্যভ্যাসাৎ, অতএব ন শোচতি নষ্টং, ন কাঙ্ক্ষত্যপ্রাপ্তম্ অতএব নিগ্রহানুগ্রহয়োরনারম্ভাৎ সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সুখং দুঃখঞ্চ পশ্যতীত্যর্থঃ এবংভূতো জ্ঞাননিষ্ঠোযতির্মদ্ভক্তিং ময়ি ভগবতি শুদ্ধে পরমাত্মনি ভক্তিমুপাসনাং মদাকারচিত্তবৃত্ত্যা বৃত্তিরূপাং পরিপাকনিদিধ্যাসনাখ্যাং শ্রবণমননাভ্যাসফলভূতাং পরাং শ্রেষ্ঠামব্যবধানেন সাক্ষাৎকারফলং চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যত্রোক্তস্য ভক্তিচতুষ্টয়স্যান্ত্যাং জ্ঞানলক্ষণামিতি বা ॥ ৫৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যৈবং শান্তস্য কেবলস্য যোগিনো ব্যুত্থানাবস্থামাহ ব্রহ্মভূত ইতি। যোহি সুপ্তৌ লয়ে বা নিপতিতো যোগী ব্যুত্থানে জড়দেহস্তমোগ্রস্তচিত্ত ইব তন্দ্রালুরুত্তিষ্ঠতি ব্রহ্মভূতস্তু প্রসন্নাত্মা প্রসন্নচেতাঃ লঘুশরীরঃ অমৃতেনেব সমাধিসুখেন তৃপ্তস্তদেকপ্রবণো ন শোচতি নষ্টং নাপ্যপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দারাদিকং, সর্ব্বেষু ভূতেষু চতুর্ব্বিধেষু সমঃ ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিতি বুদ্ধ্যা বৈষম্যবর্জিতঃ সন্ পরাং মদ্ভক্তিং দ্বৈতদৃষ্টিবিবর্জিতাং ভাবনাং লভতে। পাতঞ্জল যোগীতু ন ব্যুত্থানে পরাং দৃষ্টিং লভতে ভেদদর্শিত্বাৎ। অয়ঞ্চভক্তঃ শ্রীভাগবতে দর্শিতঃ। "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ" ইতি। সোহয়ং চতুর্থো ভক্তো "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমিতি" ভগবতাপি দর্শিতঃ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চোপাধ্যপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনাবৃতচৈতন্যত্বেন ব্রহ্মরূপ ইত্যর্থঃ গুণমালিন্যাপগমাৎ। প্রসন্নশ্চাসাবাত্মাচেতি সঃ, ততশ্চ পূর্ব্বদশায়ামিব নষ্টং ন শোচতি নচাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি, দেহাদ্যভিমানাভাবাদিতি ভাবঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ভদ্রাভদ্রেষু বালক ইব সমঃ বাহ্যানুসন্ধানাভাবাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিন্ধনাগ্নাবিব জ্ঞানে শান্তেঽপ্যনশ্বরাং জ্ঞানান্তর্ভূতাং মদ্ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপাং লভতে, তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কামকর্ম্মজ্ঞানাদ্যুর্ব্বরিতত্বেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কল্পয়া বর্ত্তমানায়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধির্নাসীদিতি ভাবঃ। অতএব কুরুত ইত্যনুক্ত্বা লভতে ইতি প্রযুক্তং মাষমুদ্গাদিষু মিলিতাং তেষু নষ্টেষ্বপি অনশ্বরাং

কাঞ্চনমণিকামিব তেভ্যঃ পৃথকৃতয়া কেবলাং লভতে ইতিবৎ। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্তু প্রায়স্তদানীং লাভসম্ভবোঽস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যম্ ইত্যতঃ পরাশব্দেন প্রেমলক্ষণেতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ৫৪॥

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত সাধকের কিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি সুদৃঢ় যোগ প্রভাবে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ সুনিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মপ্রাপ্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তাদৃশ পুরুষ সতত প্রসন্নচিত্ত। কারণ তিনি সুখে দুঃখে সমজ্ঞান এবং প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি উভয়েই তুল্যবোধ সম্পন্ন। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ কোন কারণেই শোকসন্তপ্ত হন না। কারণ লাভ বা অলাভ, অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কিছুতেই যাঁহার লক্ষ্য নাই এবং যিনি জন্ম মরণাদির রহস্যবিদ্, তাঁহার পক্ষে শোকের কোন কারণই থাকিতে পারে না। অপিচ তিনি আকাঙ্ক্ষারহিত; যিনি কোন কামনার অধীন নহেন, যিনি অন্তরজাত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরমানন্দে সদা মগ্ন, লৌকিক কোন বিষয়ের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার থাকিতে পারে না। এইরূপ মহাত্মা সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, অর্থাৎ কোন জীব তাঁহার বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট কেহ বা উৎকৃষ্ট নহে, কেহ বা হেয় কেহ বা উপাদেয় নহে। এইরূপ মহাপুরুষ শ্রীভগবানের প্রতি পরাভক্তি (৫৮৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু" ইহার অর্থ স্বরূপে লিখিয়াছেন, সর্ব্বভূতে সুখদুঃখ সম্বন্ধে সমবোধযুক্ত; আত্মবিষয়ে সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিযুক্ত এরূপ নহে। পর শ্লোকে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে। আর পরাভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের প্রতি চারি প্রকার যে জ্ঞানলক্ষণা ভক্তির বিষয় "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং" (৭।১৬) এই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চতুর্থ অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, শ্রবণ মননাদির পরিপাকে ভগবদাকারচিত্তবৃত্তিরূপা পরমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। জ্ঞান প্রভাবে যাঁহার চিত্তে ব্রহ্মস্বরূপ সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছে, যিনি ক্লেশ-কর্ম্মাদিজনিত কলুষ

স্বভাব নহেন, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন ভূত বিশেষের সম্বন্ধে শোকযুক্ত হন না, এবং কোন ভূত বিশেষের আকাঙ্ক্ষাও করেন না। অপিচ তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত তাবদ্বস্তু অনাদরণীয় বোধে নিখিল বস্তুজাতকে তৃণবৎ অসার জ্ঞানে উপেক্ষাপরায়ণ। তিনি পরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর, নিখিল জগতের উদ্ভবস্থিতিপ্রলয়রূপ লীলানিষ্ঠ, সমস্ত হেয়গন্ধ পরিশূন্য, অবধিরহিত অসংখ্য কল্যাণগুণের আধারস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতসাগর, শ্রীমৎ পদ্মপলাশলোচন, স্বকীয় স্বামীরূপ শ্রীভগবানে অতিমাত্র প্রিয়বোধরূপ পরাভক্তি লাভ করেন; অর্থাৎ দোষসংস্পর্শ রহিত সর্ব্বসদ্গুণাশ্রয় ভগবানের প্রতি পরম প্রিয় জ্ঞানরূপ অত্যাসক্তিই পরাভক্তি।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্ব্বশ্লোকে যে শান্তযোগীর প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাঁহারই ব্যুত্থান কালের (১৮৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ সমাধির অন্তর্ব্বর্ত্তী উত্থান কালের অবস্থা বিবৃত হইতেছে। কোন কোন যোগী সমাধিকালে সুপ্ত বা লয়গ্রস্ত হইয়া থাকেন। ব্যুত্থান কালে তাঁহারা তন্দ্রালু, জড়দেহ এবং তমোগ্রস্ত চিত্ত উত্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মভূত, তাঁহারা প্রসন্নচিত্ত, লঘুশরীর; অমৃতে যেমন পরিতৃপ্তি সম্ভব, তাঁহারা সমাধিসুখে সেইরূপ পরিতৃপ্ত; তাঁহারা সদা পরমাত্মমুখী; তাঁহারা নষ্ট পদার্থের নিমিত্ত শোক করেন না, এবং অপ্রাপ্ত দারাদি কোন বিষয়েরই আকাঙ্ক্ষা করেন না। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ (২৪৪২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই চতুর্ব্বিধ ভূতে তাঁহারা সমদৃষ্টিসম্পন্ন। এ সকলই ব্রহ্ম, এই বোধে তাঁহারা বৈষম্য জ্ঞান-বিরহিত। এইরূপ হইলেই যোগী পরা ভগবদ্ভক্তি অর্থাৎ দ্বৈতদৃষ্টিবিহীনতা রূপ ভগবদ্ভাবনা লাভ করিয়া থাকেন। পাতঞ্জল মতাবলম্বী যোগিগণ ভেদদর্শন হেতু ব্যুত্থানকালে পরাভক্তি লাভ করিতে পারে না। এস্থলে যে ভক্তের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে, তাঁহাদের বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভগবদ্ভাবমীক্ষতে। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব এবং ভগবানে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই ভগবৎ-পরায়ণগণের শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবানও "জ্ঞানী

হ্মাত্মৈব মে মতং” (৭ম অধ্যায় ১৮ শ্লোক ইত্যাদি বাক্যে স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীই আত্মাস্বরূপ ইহাই আমার অভিপ্রায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। পূর্ব্বশ্লোকে বিবৃত প্রণালীক্রমে উপাধি অপগত হইলে সাধকের চৈতন্য অনাবৃত হইয়া পড়ে; তখন তিনি ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গুণত্রয়ের সংযোগরূপ মালিন্য অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসন্ন হয়। তখন তিনি পূর্ব্ব দশায় অর্থাৎ এরূপ পরিপাকের পূর্ব্বে নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত যেরূপ শোক-বিকল বা অপ্রাপ্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত যেরূপ আকাঙ্ক্ষিত থাকিতেন এই অবস্থায় তাহা আর হন না। কারণ এ সময়ে তাঁহার দেহাদি কোন বিষয়েরই অভিমান আর থাকে না। শুভাশুভ সকল বিষয়ে শিশু যেমন সমজ্ঞান, সাধকও এই অবস্থায় সেইরূপ হইয়া থাকেন। কারণ তখন তিনি বাহ্যব্যাপারের অনুসন্ধান-বিরহিত। এইরূপ অবস্থায় ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান শান্ত হইলে অবিনশ্বরা জ্ঞানান্তর্ভূতা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যা বিদ্যা সকল তিরোহিত হইলেও, মায়াশক্তির ভিন্নত্ব হেতু ভগবদ্ভক্তির তিরোধান হয় না। এই জন্যই ইহা পরা অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রা ও শ্রেষ্ঠ; নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির দ্বারা উর্ব্বরিতত্ব অর্থাৎ সঞ্জাত হেতু কেবলা। মূলে “লভতে” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধকের পূর্ব্বাবস্থায় জ্ঞান বৈরাগ্যাদির মধ্যেও এই ভক্তি সূক্ষ্মভাবে নিহিত ছিল, কিন্তু তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইত না। উল্লিখিত উপায়ে এই শ্রেষ্ঠা মদ্ভক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই এস্থলে “কুরুতে” অর্থাৎ করে, না বলিয়া “লভতে” অর্থাৎ লাভ করে, বলা হইয়াছে। যেমন মাষ মুদ্গাদির সহিত মণিকাঞ্চনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে, মাষমুদ্গাদির নাশের পরও অনশ্বর মণিকাঞ্চনাদি বিরাজমান থাকে, সেইরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যাদি হইতে পৃথক্‌রূপে মণিকাঞ্চনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তি গ্রহণীয়া। সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি প্রায় তদানীং লাভ করা সম্ভব। প্রেম-ভক্তির ফল সাযুজ্য (৫৮৮। ১২২৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) নহে। অতএব পরা শব্দে প্রেমলক্ষণা ভক্তিই লক্ষিত; এইরূপ ব্যাখ্যা করাই বিধেয় ॥৫৪॥

—:০:—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫॥

অন্বয়।—[অহং] যাবান্ (যাদৃশসর্ব্বব্যাপকঃ) যঃ (সচ্চিদানন্দ-পুরুষঃ) চ অস্মি, [তৎ] ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) মাম্ অভিজানাতি, ততঃ (জ্ঞানানন্তরং) মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (বুদ্ধ্বা) তদনন্তরং বিশতে (লভতে) ৫৫ ॥

প্রতিশব্দ।—[আমি] যেরূপ ও যে-পুরুষ হই, [তাহা] ভক্তি-দ্বারা স্বরূপতঃ আমাকে জানিতে-পারে, অনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া তৎপরে লাভ করে ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি যেরূপ সর্ব্বব্যাপী ও সচ্চিদানন্দ পুরুষ, তাহা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই স্বরূপতঃ অভিজ্ঞাত হওয়া যায়; সেই স্বরূপ জ্ঞানের পর সাধক আমাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া জ্ঞানোপরতির অনন্তর আমার স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ততো জ্ঞানলক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবানহমুপাধিকৃতবিস্তরভেদঃ যশ্চাহহং বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদঃ উত্তমপুরুষ আকাশকল্পস্তং মামদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং তত্ত্বতোঽভিজানাতি ততোমামেবন্তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব, নাত্র জ্ঞানানন্তরপ্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি কিং তর্হি ফলান্তরাভাবাৎ জ্ঞানমাত্রমেব, ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধীত্যুক্তত্বাৎ। ননু বিরুদ্ধমিদমুক্তং জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি। কথং বিরুদ্ধমিতি চেদুচ্যতে, যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে জ্ঞাতুস্তদৈব তং বিষয়মভিজানাতি জ্ঞাতেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলক্ষণামপেক্ষত ইতি, ততশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতি জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু জ্ঞাননিষ্ঠয়াভিজানাতীতি। নৈষ দোষো জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎপত্তিপরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষবিহীনস্য যদাত্মানুভবনিশ্চয়াবসানত্বস্য, নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাকহেতুসহকারিকারণং বুদ্ধিবিশুদ্ধাত্মমানিত্বাদিগুণং চাপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্বজ্ঞানস্য কর্ত্রাদিকারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসসহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং, সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা আর্ত্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা। তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞভেদবুদ্ধিরশেষতো নিবর্ত্ততে, অতোজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি বচনং ন বিরুধ্যতে। অত্র চ সর্ব্বং নিবৃত্তিবিধায়ি শাস্ত্রং

বেদান্তেতিহাসপুরাণস্মৃতিলক্ষণং প্রসিদ্ধমর্থবত্তবতি বিদিত্বা ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি, তস্মাৎ ন্যাসমেষাং তপসাতিরিক্তমাহুর্ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসো বেদানিমঞ্চ লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্য ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চেত্যাদি ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি, ন চ তেষাং বাক্যানাম্ আনর্থক্যং যুক্তং ন চার্থবাদত্বং স্বপ্রকরণস্থত্বাৎ প্রত্যগাত্মাবিক্রিয়স্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষস্য, ন হি পূর্ব্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্সমুদ্রজিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি। প্রত্যগাত্ম-বিষয়প্রত্যয়সন্তানকরণাভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা, সা চ প্রত্যক্সমুদ্রগমনবৎ কর্ম্মণা সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্য্যেতি সিদ্ধম্॥ ৫৫ ॥

আনন্দগিরি।—নন্ন সমাধিসাধ্যেন পরমভক্ত্যাত্মকেন জ্ঞানেন কিম্ অপূর্ব্বমবাপ্যতে তত্রাহ ততইতি। ভক্ত্যা সমাধিজন্যয়া মাং ব্রহ্মাভিমুখ্যেন প্রত্যক্তয়া জানাতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদেব জ্ঞানং ভক্তিপরাধীনং বিবৃণোতি যাবানিতি। আকাশকল্পত্বমনবচ্ছিন্নত্বমসঙ্গত্বঞ্চ। চৈতন্যস্য বিষয়সাপেক্ষত্বং প্রতিক্ষিপতি অদ্বৈতমিতি। যে তু দ্রব্যবোধাত্মত্বমাত্মনোমন্যন্তে তান্ প্রত্যুক্তং চৈতন্যমাত্রেতি। আত্মনি তন্মাত্রেঽপি ধর্ম্মান্তরমুপেত্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং প্রত্যাহ একরসমিতি। সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যোক্ত্যা কৌটস্থ্যমাত্মনো ব্যবস্থাপয়তি অজরমিতি। উক্তবিক্রিয়াভাবে তদ্বেত্বজ্ঞানাসম্বন্ধং হেতুমাহ অভয়মিতি। তত্ত্বজ্ঞানমনূদ্য তৎফলং বিদেহকৈবল্যং লম্ভয়তি ততইতি। তত্ত্বজ্ঞানস্য তস্মাদনন্তরপ্রবেশক্রিয়ায়াশ্চ ভিন্নত্বং প্রাপ্তং প্রত্যাহ নাত্রেতি। ভিন্নত্বাভাবে কা গতির্ভেদোক্তেরিত্যাশঙ্কৌপচারিকত্বমাহ কিং তর্হীতি। প্রবেশইতিশেষঃ। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব ফলান্তরমিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মাত্মনোর্ভেদাভাবান্ন জ্ঞানাতিরিক্তা তৎপ্রাপ্তিরিত্যাহ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চেতি। জ্ঞাননিষ্ঠয়া পরয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতীত্যুক্তমাক্ষিপতি নন্বিতি। বিরুদ্ধত্বং স্ফোরয়িতুং পৃচ্ছতি কথমিতি। বিরোধস্ফুটীকরণং প্রতিজানীতে উচ্যতইতি। তত্র জ্ঞানস্যোৎপত্তিরেব বিষয়াভিব্যক্তিরিত্যাহ যদেতি। এবকারনিরস্যং দর্শয়তি ন জ্ঞানেতি। ইত্যাবয়োঃ সিদ্ধমিতিশেষঃ। জ্ঞানস্যোৎপত্তেরেব বিষয়াভিব্যক্তত্বেঽপি কথং প্রকৃতে বিরোধইত্যাশঙ্ক্যাহ ততশ্চেতি। বিরুদ্ধমিতি শেষঃ। শঙ্কিতং বিরোধং নিরস্যতি নৈষদোষইতি। উক্তমেব হেতুং প্রপঞ্চয়তি শাস্ত্রেতি। যোহি শাস্ত্রানুসার্য্যাচার্য্যোপদেশস্তেন জ্ঞানোৎপত্তিঃ "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদে"তি শ্রুতেঃ তস্যাশ্চ পরিপাকঃ সংশয়াদিপ্রতিবন্ধধ্বংসস্তত্র হেতুভূতমুপদেশস্যৈব সহকারিকারণং যদ্বুদ্ধিশুদ্ধ্যাদি তদপেক্ষ্য তস্মাদেবোপদেশাজ্জনিতং যদৈক্যজ্ঞানং তস্য কারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনানি যানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি তেষাং সন্ন্যাসেন সহিতস্য ফলরূপেণ স্বাত্মন্যেব সর্ব্বপ্রকল্পনারহিতে যদবস্থানং সা জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠেতি ব্যবহ্রিয়তে প্রামাণিকৈরিত্যর্থঃ। যদি যথোক্তা পরা জ্ঞাননিষ্ঠা কথং তর্হি সা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তেতি তত্রাহ সেয়মিতি। যথোক্তয়া ভক্ত্যা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং সিধ্যতীত্যাহ তয়েতি। তত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ যদনন্তরমিতি। জ্ঞাননিষ্ঠারূপায়া ভগবদ্ভক্তেস্তত্ত্বজ্ঞানানতিরেকাত্তৎফলস্য চাজ্ঞাননিবৃত্তেস্তন্মাত্রত্বাৎ ভেদোক্তেশ্চোপচারিকত্বাৎ প্রকৃতং বাক্যমবিরুদ্ধমুপসংহরতি অতইতি। ঔপদেশিকৈক্যজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসসহিতস্য স্বরূপাবস্থানাত্মকস্য পরমপুরুষার্থোপায়িকত্বমিত্যাস্মিন্নর্থে মানমাহ অত্রচেতি।

তদেব শাস্ত্রমুদাহরতি বিদিত্বেত্যাদিনা। দর্শিতানি বাক্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদীনি। নম্বেষাং বাক্যানামবিবক্ষিতার্থত্বান্নাস্তি স্বার্থে প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বাৎ বেদবাক্যানান্তদনুরোধিত্বাচ্চেতরেষাং নৈবমিত্যাহ নচেতি। তথাপি সহরোদীদিত্যাদিবন্ন স্বার্থে মানতেত্যাশঙ্ক্যাহ ন চার্থবাদত্বমিতি। ইতশ্চ মুমুক্ষোরপেক্ষিতমোক্ষোপয়িকজ্ঞাননিষ্ঠস্য সন্ন্যাসেঽধিকারো ন কর্ম্মনিষ্ঠায়ামিত্যাহ প্রত্যগিতি। জ্ঞাননিষ্ঠস্য কর্ম্মনিষ্ঠাবিরুদ্ধেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ ন হীতি জ্ঞাননিষ্ঠাস্বরূপানুবাদপূর্ব্বকং কর্ম্মনিষ্ঠয়া তস্যাঃ সহভাবিত্বং বিরুদ্ধমিতি দার্ষ্টান্তিকমাহ প্রত্যগাত্মেতি। কথং জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধধীরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাদিত্যাহ পর্ব্বতেতি। অন্তরবানুভয়োরেকধর্ম্মিনিষ্ঠত্বেন সাংকর্য্যাভাবসম্পাদকভেদবানিত্যর্থঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোরসমুচ্চয়ে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৫৫ ॥

রামানুজ।—তৎফলমাহ ভক্ত্যেতি। স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ যোঽহং গুণতো বিভূতিতো যাবাংশ্চাহমস্তং মাং এবংরূপয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো বিজানাতি মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং ততো ভক্তিতো মাং বিশতে প্রবিশতি তত্ত্বতঃ স্বরূপস্বভাবগুণবিভূতিদর্শনোত্তরকালভাবিন্যানবধিকাতিশয়ভক্ত্যা মাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্র তত ইতি প্রাপ্তিহেতুতয়া নির্দ্দিষ্টা ভক্তিরেবাভিধীয়তে 'ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য" ইতি তস্যা এব তত্ত্বতঃ প্রবেশহেতুতাভিধানাৎ ॥ ৫৫ ॥

হনুমান্।—ইদানীং ব্রহ্মস্বরূপাবগতৌ প্রত্যাসন্নকারণমাহ ভক্তেতি। ভক্ত্যা ভজনেন মাং সর্ব্বেশ্বরমভিজানাতি অবগচ্ছতি যাবান্ অহমুপাধিকৃতভিন্ন——প্রপঞ্চস্বরূপেণ যশ্চাস্মীতি। অবাপ্তসমস্তোপাধিস্বরূপেণ ~~নেতি নেতি চ~~ তত্ত্বতঃ পরমার্থতঃ এবং ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা ~~ততো মাং~~ তদনন্তরং বিশতে প্রবিশতি ব্রহ্মৈব সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ চতুর্থাধ্যায়ে "উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মেমত" মিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধর।—ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি, কথংভূতং যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

বলদেব।—তত কিং তদাহ ভক্তেতি। স্বরূপতো গুণতশ্চ যোঽহং বিভূতিতশ্চ যাবানহমস্মি তং মাং পরয়া মদ্ভক্ত্যা তত্ত্বতোঽভিজানাত্যনুভবতি। ততো মৎপরভক্তিতো হেতোরুক্তলক্ষণং মাং তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন জ্ঞাত্বানুভূয় তদনন্তরং তত এব হেতোর্মাং বিশতে ময়া সহ যুজ্যতে পূরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে নতু পুরাত্মকত্বম্। অত্র তত্ত্বতোঽভিজ্ঞানে প্রবেশে চ ভক্তিরেব হেতুরুক্তো বোধ্যঃ। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তেঃ তদনন্তরমিতি মৎস্বরূপগুণবিভূতিতাত্ত্বিকানুভবাদুত্তরস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ। যদ্বা পরয়া ভক্ত্যা মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা ততস্তাং ভক্তিমাদায়ৈব মাং বিশতে। (ল্যব্‌লোপে কর্ম্মণি পঞ্চমী)। মোক্ষেঽপি ভক্তিরস্তীত্যাহ সূত্রকৃৎ। "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টমিতি।" আপ্রায়ণাদামোক্ষাত্তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্তত ইতি শ্রুতৌ দৃষ্টমিতি সূত্রার্থঃ। ভক্ত্যা বিনষ্টাবিদ্যানাং ভক্ত্যাস্বাদো

বিবর্দ্ধতে। সিতয়া নষ্টপিত্তানাং সিতাস্বাদবদিতি রহস্যবিদঃ। ইত্থঞ্চ সনিষ্ঠনাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা॥ ৫৫॥

মধুসূদন।—ভক্ত্যেতি। ততশ্চ ভক্ত্যা নিদিধ্যাসনাত্মিকয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া মামদ্বিতীয়মাত্মানমভিজানাতি সাক্ষাৎকরোতি যাবান্ বিভুর্নিত্যশ্চ যশ্চ পরিপূর্ণসত্যজ্ঞানানন্দঘনঃ সদা বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিরখণ্ডৈকরস একস্তাবন্তঞ্চাভিজানাতি ততোমামেবং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা অহমস্ম্যখণ্ডানন্দাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎকৃত্য বিশতে অজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া মদ্রূপ এব ভবতি তদনন্তরং বলবৎপ্রারব্ধকর্ম্মভোগেন দেহত্যাগানন্তরং ন তু জ্ঞানানন্তরমেব, ক্ত্বাপ্রত্যয়েনৈব তল্লাভে তদনন্তরমিত্যস্য বৈয়র্থ্যাপাতাৎ তস্য "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুত্যর্থ এবাত্র দর্শিতো ভগবতা। যদ্যপি জ্ঞানেনাজ্ঞানং নিবর্ত্তিতমেব, দীপেনৈব তমস্তস্য তদ্বিরোধিস্বভাবত্বাৎ, তথাপি তদুপাদেয়মহঙ্কারদেহাদি নিরুপাদানমেব যাবৎ প্রারব্ধকর্ম্মভোগমনুবর্ত্ততে দৃষ্টত্বাদেব, ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম, তার্কিকৈরপি হি সমবায়িকারণনাশাদ্দ্রব্যনাশমঙ্গীকুর্ব্বদ্ভির্নিরুপাদানং দ্রব্যং ক্ষণমাত্রং তিষ্ঠতীত্যঙ্গীকৃতং নিত্যপরমাণুসমবেতদ্ব্যণুকনাশেত্বসমবায়িকারণনাশাদেব দ্রব্যনাশঃ, সমবায়নিরূপিতকারণনাশত্বমুভয়োরনুগতমিতি নানন্বুগমঃ, যে ত্বসমবায়িকারণনাশমেব সর্ব্বত্র কার্য্যদ্রব্যনাশকমিচ্ছন্তি তেষামাশ্রয়নাশস্থলে ক্ষণদ্বয়মনুপাদানং কার্য্যং তিষ্ঠতি, এবং চ তত্রৈব প্রতিবন্ধকসন্নিপাতে বহুকালাবস্থিতিঃ কেন বার্য্যতে, প্রারব্ধকর্ম্মণশ্চ প্রতিবন্ধকত্বং শ্রুতিসিদ্ধম্, অন্তঃকরণদেহাদ্যবস্থিত্যন্যথানুপপত্তিসিদ্ধং চ, এবং শিষ্যসেবকাদ্যদৃষ্টমপি তৎপ্রতিবন্ধকং, তদভাবমপেক্ষ্য চ পূর্ব্বসিদ্ধ এবাজ্ঞাননাশস্তৎকার্য্যমন্তঃকরণাদিকং নাশয়তীতি, ন পুনর্জ্ঞানাপেক্ষা। তদুক্তং—"তীর্থে শ্বপচগেহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্দেহং জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোক" ইতি। ন জানামীত্যাদিপ্রত্যয়স্তু তস্য নিবৃত্তাজ্ঞানস্যাপ্যজ্ঞাননাশজনিতাদনুপাদানাৎ সাক্ষাদাত্মাশ্রয়াদেবাজ্ঞানসংস্কারাত্তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারনির্ব্বর্ত্ত্যাদন্তঃকরণস্থিত্যবধেরিতি বিবরণকৃতঃ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি চরমসাক্ষাৎকারানন্তরমহং ব্রহ্ম ন ভবামি ন জানামীত্যাদি প্রত্যয়োনাস্ত্যেব যদি পরং ঘটং ন জানামীত্যাদিপ্রত্যয়ঃ স্যাত্তদুপপাদনায় চেয়ং সংস্কারকল্পনেতি নানুপপন্নম্, অজ্ঞানলেশপদেনাপ্যয়মেব সংস্কারোবিবক্ষিতঃ ন হি সাবয়বমজ্ঞানং, যেন কিয়ন্নশ্যতি কিয়ত্তিষ্ঠতীতি বাচ্যং অনির্ব্বচনীয়ত্বাদেকদেশাভ্যুপগমে তু তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুনশ্চরমং জ্ঞানমপেক্ষিতমেব তচ্চ মৃতিকালে দুর্ঘটমিতি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারনাশ্যতা তস্যাভ্যুপেয়া ততশ্চ সংস্কারপক্ষান্ন কোঽপি বিশেষ ইতি। পূর্ব্বোক্তৈব কল্পনা শ্রেয়সী ঈদৃশজীবন্মুক্ত্যপেক্ষয়া প্রাগ্ভগবতোক্ত "মুপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন" ইতি স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি চ ব্যাখ্যাতানি, তস্মাৎ সাধূক্তং বিশতে তদনন্তরমিতি॥ ৫৫॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যা অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞানলক্ষণায়া ভক্তেঃ ফলমাহ ভক্ত্যেতি। মাং উক্তবিধয়া ভক্ত্যা জ্ঞানী অভিতঃ সাকল্যেন জানাতি। সাকল্যমেবাহ যাবানিতি। কিমহমণুপরিমাণো বা দেহসংমিতো বা তার্কিকাণামিবাকাশবৎ সকলমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিত্বলক্ষণবিভুত্বাশ্রয়ো বা সপ্রপঞ্চাদ্বৈতবাদিনামিব স্বগতভেদবান্ বা অখণ্ডৈকরসোবেতি পরিমাণতস্তত্ত্বতোমাং

তৎপদার্থং জানাতি। তথা যশ্চাস্মীতি। দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনসামন্যতমঃ কিয়ৎকালস্থায়ী বা ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপো বা শূন্যং বা কর্ত্তা ভোক্তা বা জড়ো বা জড়াজড়রূপো বা চিদ্রূপো ভোক্তা বা কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববর্জিত আনন্দঘনোবেতি তত্ত্বতঃ সর্ব্বসংশয়রাহিত্যেন মামজরমমরম-ভয়মশোকং জানাতি। তথাচ শ্রুতিঃ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইতি। আত্মদর্শনে সতি সর্ব্বসংশয়োচ্ছেদং দর্শয়তি এবং "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত" ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেকং মাং বিভুং সচ্চিদানন্দঘনং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং যাথাত্ম্যেন জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য ততোব্যাপ্তো ব্রহ্মভাবং গতো ভবতীত্যর্থঃ "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি" শ্রুতেঃ। যদ্বা তত ইতি কারণব্রহ্মভাবাপত্তিঃ সার্ব্বাত্ম্যরূপা প্রথমমুক্তা "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমপশ্য"দিত্যাদি শ্রুতিভ্যো মুক্তানাং সার্ব্বাত্ম্যাবগমাৎ ততমং ততমং একস্তকারশ্ছান্দস্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তোদ্রষ্টব্য ইতি শ্রুতিভাষ্যম্ অনন্তরং কারণভাবাপত্তেরনুপদমেব তদ্ব্রহ্ম তচ্ছব্দাভি-ধেয়ং তদিতি বা "এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতীতি" শ্রুতেঃ শুদ্ধং ব্রহ্ম বিশতে দর্পণাপায়ে প্রতিবিম্বো বিম্বমিব প্রবিশতি কার্য্যোপাধীনাং জীবানাং কারণোপাধীশ্বরপ্রাপ্তিদ্বারৈব নিষ্কল-ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যাবেদিতং প্রাগেব। যদ্বা মাং জ্ঞাত্বা তদ্বিশতে ইত্যেতাবতৈব জ্ঞানপ্রবেশয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যে সিদ্ধে তদনন্তরমিতিপদেন তচ্ছব্দেন বুদ্ধিস্থং দেহং পরামৃশ্য তৎপাতানন্তরমিতি ব্যাখ্যেয়ং, যতো জাতেঽপি তত্ত্বজ্ঞানে যাবদ্দেহপাতং প্রারব্ধকর্ম্মণাং প্রতিবন্ধাদ্বিদেহকৈবল্যং ন প্রাপ্যতে অন্যথা জ্ঞানসমকালমেব দেহপাতাপত্তিঃ স্যাৎ "বিমুক্তশ্চবিমুচ্যতে, ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তি" রিতি মুক্তস্য মুক্তিং নিবৃত্তায়াশ্চ মায়ায়াঃ পুনর্নিবৃত্তিং বদজ্জীবন্মুক্তিশাস্ত্রং বাধিতংস্যাৎ, যথা তার্কিকাণাং নষ্টেঽপি সমবায়িকারণে পটাদিকং ক্ষণমাত্রমবতিষ্ঠতে এবমস্মাকমপ্যনাদি-কালায়া দেহাদ্যুপাদানভূতায়া অবিদ্যায়া বিনাশেঽপি কিঞ্চিৎকালং দেহাদি প্রতিভানং যুজ্যতে ঈদৃশমেব জীবন্মুক্তমপেক্ষ্য ভগবতা উক্তম্। "উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" ইতি। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতিরপি তল্লক্ষণাভিধায়িন্যেব প্রবৃত্তা ইতি দিক্ ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ।—তনু তয়া লব্ধয়া ভক্ত্যা তদানীং তস্য কিম্ স্যাদিত্যতোঽর্থান্তরন্যাসেনাহ ভক্ত্যেতি। অহং যাবান্ যশ্চাস্মি তং মাং তৎপদার্থম্ জ্ঞানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যৈব তত্ত্বতোঽভিজানাতি, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তেঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ প্রস্তুতঃ স জ্ঞানী ততস্তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরম্ বিদ্যোপরমাদুত্তরকাল এব মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতে মৎসাযুজ্যসুখ-মনুভবতি। মম মায়াতীতত্বাৎ অবিদ্যায়াশ্চ মায়াত্বাৎ বিদ্যয়াপ্যহমবগম্য ইতি ভাবঃ। যত্তু "সাংখ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বৈব বিদ্যেতি" নারদপঞ্চরাত্রে বিদ্যাবৃত্তিত্বেন ভক্তিঃ শ্রূয়তে তৎ খলু হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিৎ বিদ্যাসাফল্যার্থম্ বিদ্যায়াম্ প্রবিষ্টা কর্ম্মসাফল্যার্থম্ কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। যতো নির্গুণা ভক্তিঃ সত্ত্বগুণময্যা বিদ্যায়াবৃত্তিস্ততো ন ভবতি অতোহ-জ্ঞান নিবর্ত্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বম্ তৎপদার্থজ্ঞানেতু ভক্তেরেব। কিঞ্চ সত্ত্বাৎ সংজায়তে

জ্ঞানং ইতি স্মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব তচ্চ সত্ত্বম্ বিদ্যাশব্দেনোচ্যতে যথা-তথা ভক্ত্যুত্থম্ জ্ঞানম্ ভক্তিরেব সৈব ক্বচিৎ ভক্তিশব্দেন কচিৎ জ্ঞানশব্দেন চোচ্যতে। ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধম্ দ্রষ্টব্যম্। তত্র প্রথমং জ্ঞানম্ সংন্যস্য দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াদিত্যেকাদশ স্কন্ধ-পঞ্চবিংশত্যাধ্যায়দৃষ্ট্যাপি জ্ঞেয়ম্। অত্রকেচিৎ ভক্ত্যাবিনৈব কেবলেনৈব জ্ঞানেন সাযুজ্যার্থিনস্তে জ্ঞানিমানিনঃ ক্লেশমাত্রফলা অতি বিগীতা এব। অন্যেতু ভক্ত্যা বিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ ইতি জ্ঞাত্বা ভক্তিমিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবাংস্তু মায়োপাধিরেব ইতি ভগবদ্বপুগুর্ণ-ময়ং মন্যমানা যোগারূঢ়ত্বদশামপি প্রাপ্তাস্তেঽপি জ্ঞানিনো বিমুক্তমানিনো বিগীতা এব যদুক্তং।—'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃসহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এবম্ পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরম্। নভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" ইতি অস্যার্থঃ যে ন ভজন্তি যেচ ভজন্তোঽপ্যবজানন্তি তে সন্ন্যাসিনোঽপি বিনষ্টাবিদ্যা অপ্যধঃ পতন্তি তথাহ্যুক্তম্। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।" ইতি অত্র অঙ্ঘ্রি-পদং ভক্ত্যেব প্রযুক্তম্ বিবক্ষিতং তু অনাদৃত-যুষ্মত্তনব ইতি। তনোর্গুণময়ত্ববুদ্ধিরেব তনোরনাদরঃ যদুক্তম্—"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" ইতি। বস্তুতস্তু মানুষী সা তনুঃ সচ্চিদানন্দময্যেব, তস্যাঃ দৃশ্যত্বন্তু দুস্তর্ক্যতদীয়-কৃপাশক্তিপ্রভাবাদেব। যদুক্তম্ নারায়ণাধ্যাত্মবচনম্ "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজ-শক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃপশ্যেত্তমিমং প্রভুম্।" ইতি। এবঞ্চ ভগবত্তনোঃ সচ্চিদানন্দ-ময়ত্বে "কৃষ্ণং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ শ্রীবৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীন"মিতি। "শাব্দম্ ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি-পরসহস্রবচনেষু প্রমাণেষু সৎস্বপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতিদৃষ্ট্যেব ভগবানপি মায়োপাধিরিতি মন্যন্তে কিন্তু স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ "অতোমায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্" ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিত শ্রুতেঃ। মায়ান্তু ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিরেবাভিধীয়তে নতু অস্বরূপভূতা ত্রিগুণময্যেব শক্তিরিতি তস্যাঃ শ্রুতেরর্থং ন মন্যন্তে। যদ্বা প্রকৃতিং দুর্গাং মায়িনন্তু মহেশ্বরং শম্ভুং বিদ্যা-দিত্যর্থমপি নৈব মন্যন্তে। অতোভগবদপরাধেন জীবন্মুক্তত্বদশাং প্রাপ্তা অপি তেঽধঃ পতন্তি। যদুক্তং বাসনাভাষ্যধৃতং পরিশিষ্ট বচনং। 'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্। যদ্য-চিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।' ইতি তেচ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাম্ অর্থাৎ নাস্তি সাধনোপযোগ ইতি মত্বা জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানম্ তত্র গুণীভূতাম্ ভক্তিমপি সংত্যজ্য মিথ্যৈবাপরোক্ষ ব্রহ্মানুভবং প্রাপ্য মন্যন্তে। শ্রীবিগ্রহাপরাধেন ভক্ত্যাঅপি জ্ঞানেন সার্দ্ধম্ অন্তর্ধানাদুক্তং তে পুনর্নৈবলভন্তে ভক্ত্যা বিনাচ তৎপদার্থানুভবাম্মৃষা সমাধয়ো জীবন্মুক্তমানিন এব তে জ্ঞেয়াঃ। যদুক্তং। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন" ইতি যেতু ভক্তিমিশ্রম্ জ্ঞানমভ্যস্যন্তো ভগবন্মূর্ত্তিং সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরমে পরাং ভক্তিং লভন্তে তে জীবন্মুক্তা দ্বিবিধাঃ একে সাযুজ্যার্থং ভক্তিং কুর্ব্বন্তস্তয়ৈব তৎপদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সাযুজ্যং লভন্তে তে সংগীতা এব। অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিক শান্ত মহাভাগবতসঙ্গ-

প্রভাবেন ত্যক্তমুমুক্ষাঃ শুকাদিবদ্ভক্তিরসমাধুর্য্যাস্বাদে এব নিমজ্জন্তি তেতু পরমসংগীতা এব যদুক্তম্। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ" ইতি। তদেবং চতুর্বিধা জ্ঞানিনঃ দ্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি দ্বয়ে সংগীতাস্তরন্তি সংসারমিতি ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানের পরিপাকে ভক্তির প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে সেই ভক্তির উদ্ভব হয় এবং সেই ভক্তি কিরূপ আনন্দময় তাহাই বিবৃত হইতেছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তথা শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। সমাধিসাধ্য পরম ভক্ত্যাত্মক জ্ঞানের দ্বারা অপূর্ব্ব ফল লব্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ তৎপ্রভাবে শ্রীভগবানকে জানিতে পারা যায়। সমাধিজন্যা এইরূপ ভক্তিসহকারে ব্রহ্মাভিমুখ প্রত্যাগাত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে বিস্তৃত ভাবে গ্রহণ করা যায়। ভক্তি-পরাধীন সেই জ্ঞানের তত্ত্ব এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। আমি উপাধিকৃত বিস্তর ভেদপ্রযুক্ত যে বস্তুরূপে পরিণত হইয়াছি, এবং সমস্ত উপাধি বিধ্বস্ত হইলে আমি যে আকাশকল্প উত্তম বস্তুতে পরিণত হইয়া থাকি, সেই পরমাত্মস্বরূপ অদ্বৈত চৈতন্যমাত্রৈকরস অজ জরারহিত অমর অভয় নিধনরহিত আমাকে অর্থাৎ শ্রীভগবানকে তত্ত্বজ্ঞান সহকারে পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। পরমাত্মা সম্বন্ধে যে কয়টী বিশেষণ প্রযুক্ত হইল, তাহার সার্থকতা এইরূপ। যথা,—আকাশকল্প শব্দ দ্বারা তাঁহার অনবচ্ছিন্ন ও অসঙ্গত্ব সূচিত হইয়াছে। অদ্বৈত বিশেষণ দ্বারা চৈতন্যের বিষয়সাপেক্ষত্ব নিবারিত হইতেছে। যাঁহারা আত্মার দ্রব্যবোধত্ব মনে করেন অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে দ্রব্যবিশেষরূপে বোধ্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে অববোধের নিমিত্ত চৈতন্যমাত্র বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মা ধর্ম্মধর্ম্মিত্ব রহিত ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য একরস শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অজর শব্দ দ্বারা আত্মার সর্ব্ববিক্রিয়া-রাহিত্য ও কৌটস্থ্য ভাব বিজ্ঞাপিত হইতেছে। উক্তরূপ বিক্রিয়ারাহিত্যের অজ্ঞানভাব হেতু প্রদর্শনার্থ বিক্রিয়া শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে তত্ত্ব সহকারে ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া ভক্ত তাঁহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। এরূপ পরিজ্ঞানের পর প্রবেশ ক্রিয়ার অন্য কোনরূপ স্থান থাকিতে পারে না। যে চারিপ্রকার ভক্তির কথা পূর্ব্বে

(৭। ১৬) কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠা এবং ইহা চতুর্থী ভক্তি নামে অভিহিতা।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। স্বরূপতঃ গুণানুসারে আমি যাহা এবং বিভূতি অনুসারে আমি যাহা, পরাভক্তির দ্বারা তাহাই অনুভব করিয়া থাকে। তদনন্তর একান্ত মদ্ভক্তি বশতঃ যাথাত্ম্য ভাবে আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমার সহিত যুক্ত হয়। "পুরং প্রবিশতি" অর্থাৎ পুরে প্রবেশ করিতেছে, এ কথা বলিলে ভবনের সহিত সংযোগই বুঝায়, ভবনধর্ম্মত্ব প্রাপ্তি বুঝায় না। এ স্থলে ভগবত্তত্ত্বাভিজ্ঞানে এবং প্রবেশ বিষয়ে ভক্তিই হেতু বলিয়া বুঝিতে হইবে। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" (১১।৫৪) ইত্যাদি শ্রীভগবানের পূর্ব্বোক্তিও ইহার সমর্থন করিতেছে। মূলস্থিত "তদনন্তর" বাক্যের অর্থ এই যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ ও বিভূতি তাত্ত্বিকরূপে অনুভব করার উত্তর কালে। অথবা পরাভক্তির দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া সেই ভক্তি লইয়াই শ্রীভগবানে যুক্ত হইয়া থাকে। বেদান্তসূত্রে কথিত হইয়াছে যে, মোক্ষের পরও ভক্তি বিদ্যমান থাকে। যথা; "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টং।" (বেদান্তসূত্র ৪র্থ অধ্যায় ১ম পাদ ১২ সূত্র) এস্থলে আপ্রায়ণ শব্দের অর্থ মোক্ষ পর্য্যন্ত, মোক্ষ হইলেও ভক্তি অনুবর্ত্তন করে, এইরূপ অভিপ্রায় শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভক্তি দ্বারা যাঁহাদিগের অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের ভক্তির আস্বাদ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সিতা * অর্থাৎ শর্করা-দ্বারা যাহাদিগের পিত্ত নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগের রসনায় শর্করার মিষ্টত্ব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এইরূপে আমাকে তাত্ত্বিকরূপে জানিয়া অর্থাৎ আমি অখণ্ডানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এইরূপে সাক্ষাৎ করার পর আমাতে প্রবেশ করে, অর্থাৎ অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহ নিবৃত্তি হেতু সর্ব্বপ্রকার উপাধি বিরহিত হওয়ায় সদ্রূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 'তদনন্তর' শব্দ দ্বারা অতি বলবান প্রারব্ধ ভোগান্তে দেহ ত্যাগের পর বুঝিতে হইবে, জ্ঞান লাভের পর, এরূপ অর্থ এস্থলে লক্ষিত নহে।

* সিতা।—শর্করা। ইহার গুণ রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। যথা;—"খণ্ডন্তু সিকতা রূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা। সিতা সুমধুরা রচ্যা বাতপিতাস্রদাহকৃৎ। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী॥"

শ্লোকে "জ্ঞাত্বা" এই পদে ক্ত্বা প্রত্যয় আছে, ইহার দ্বারা 'জানিয়া' অর্থাৎ 'জ্ঞানানন্তর' এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়। এরূপ অর্থের পর আবার তদনন্তর পদের প্রয়োগ ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেই এই পদদ্বয়ের সার্থকতা হইয়া থাকে। "তস্য তাবদেব চিরং" ইত্যাদি শ্রুতিতে যেরূপ অভিপ্রায় লক্ষিত হইয়াছে, শ্রীভগবানও এস্থলে সেই ভাবই প্রদর্শন করিলেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপা অদ্বৈতলক্ষণা ভক্তির কিপ্রকার ফল হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে। আমাকে উক্তবিধ ভক্তির দ্বারা 'অভিত' অর্থাৎ সাকল্যরূপে জানিয়া থাকেন। সাকল্য বুঝাইবার নিমিত্ত যাবান্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি অণুসম্মিত কিম্বা দেহপরিমিত অথবা তার্কিকগণের মতানুযায়ী আমি কি আকাশের ন্যায় যাবতীয় মূর্ত্তিবিশিষ্ট পদার্থের সহিত সংযোগ-লক্ষণ বিভুত্বের আশ্রয়, আমি কি স্বগত ভেদবান্ অর্থাৎ বৃক্ষের মধ্যে পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতির যেরূপ ভেদ আছে, আমিও কি তাদৃশ ভেদযুক্ত অথবা আমি অখণ্ডৈকরস অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন একমাত্র সৎ, ইহাই প্রকৃষ্টরূপে বুঝিয়া আমাকে তৎপদার্থরূপে জানিয়া থাকেন। অপিচ মূলে এইস্থলে 'যশ্চ" পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—যাহা আমি হই। আমি কি দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনের অন্যতম কিয়ৎকালস্থায়ী পদার্থ কিম্বা বৌদ্ধদিগের ক্ষণিকবাদ-প্রতিষ্ঠিত ক্ষণিক অথবা আমি কি শূন্য বা কর্ত্তা ও ভোক্তা অথবা আমি জড় বা জড়াজড়রূপ কিম্বা আমি কি চিৎস্বরূপ ভোক্তা অথবা আমি কি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বর্জ্জিত আনন্দঘনস্বরূপ, এই সকল ব্যাপার সর্ব্বসংশয় পরিশূন্য ভাবে বুঝিয়া আমাকে অজর অমর অভয় অশোক বলিয়া জানেন। শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। আত্মদর্শন হইলে সকল সংশয়ই ছিন্ন হইয়া থাকে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" (১৩শ অধ্যায় ২ শ্লোক) তদনুসারে সর্ব্বক্ষেত্রে আমাকে এক বিভু এবং সচ্চিদানন্দঘনরূপে জানিয়া সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া যাথাত্ম্যভাবে পরিজ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক তদনন্তর ব্রহ্মভাবগত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" এইরূপ হওয়ার পর ভক্ত

শুদ্ধ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। দর্পণ নাশে তৎপ্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেরূপ বিম্বে প্রবেশ করে, জ্ঞানীও তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অতঃপর সেই লব্ধ ভক্তি দ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এক্ষণে অর্থান্তর ন্যাস দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে। আমি যাহা এবং যৎস্বরূপ, আমার তাদৃশ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানী এবং নানাপ্রকার ভক্ত কেবল ভক্তি দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে জানিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" যখন মদ্ভক্তির দ্বারা এইরূপ সপ্রমাণ হইতেছে, তখন তৎফল লাভার্থ প্রস্তুত জ্ঞানী সেই ভক্তির দ্বারাই বিদ্যার উপরম হইলে আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ আমার সাযুজ্যসুখ অনুভব করে। কারণ তাদৃশ ভক্তগণ আমার মায়াতীত, সেই মায়া অবিদ্যারই স্বরূপ এবং আমি বিদ্যা দ্বারাই জ্ঞাতব্য। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, "সাংখ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপোভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চ পর্ব্বৈব বিদ্যা" অর্থাৎ জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্য, তপঃ এবং কেশবে ভক্তি এই পঞ্চ পর্ব্বই বিদ্যা। এতাবতা ভক্তি বিদ্যারই বৃত্তিবিশেষ স্বীকৃত হইলেও বুঝিতে হইবে যে, ইহা হ্লাদিনী শক্তি। ভক্তি কখনও বিদ্যা বিষয়ে সাফল্যের নিমিত্ত অংশক্রমে তন্মধ্যে, কখনও বা কর্ম্মযোগ সাফল্যের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানাদি কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। নির্গুণা ভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তি বিশেষ হইতে পারে না; অজ্ঞানের নিবারণই বিদ্যার কার্য্য এবং তৎপদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তির কার্য্য। এই গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" (১৪শ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এতদনুসারে মীমাংসা হইতেছে যে, সত্ত্ব হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্ত্ব; সেই সত্ত্বই বিদ্যা শব্দে অভিহিতা। ইহা যেরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, সেই প্রণালীতেই বুঝিতে হইবে যে, ভক্তি হইতে উত্থিত যে জ্ঞান তাহা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই ভক্তি কোন কোন স্থলে ভক্তি শব্দে কোথাও বা জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে জ্ঞানকে দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। এস্থলে প্রথম অর্থাৎ সত্ত্বজনিত জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ ভক্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের

একাদশস্কন্ধান্তর্গত পঞ্চবিংশাধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। কেহ ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞানমাত্র অবলম্বন করিয়া সাযুজ্য প্রার্থী হন। সেই জ্ঞানাভিমানিগণের কেবল ক্লেশই সার হয় এবং তাঁহারা অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। অন্য কেহ ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্যা নহে জানিয়া ভক্তিমিশ্র জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীভগবান্ মায়োপাধি এবং ভগবদ্বপুঃ গুণময় বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেই বিমুক্তমানী জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এবং পুরুষং সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবমীশ্বরং ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" ইহার ভাবার্থ যথা; বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি বর্ণ-চতুষ্টয় উপজাত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুণানুসারে বিপ্র ক্ষত্রিয়াদি পৃথক্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এরূপ সর্ব্বাত্মপ্রভব ঈশ্বররূপ পুরুষকে ভজনা না করে অথবা ভজনা করিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী অথবা অবিদ্যাবিজয়ী হইলেও স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। আরও কথিত হইয়াছে যে, "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবা-দবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্ম-দঙ্‌ঘ্রয়ঃ।" অর্থাৎ হে পদ্মপলাশলোচন! যে সকল অভিমানী এবং তোমার স্বরূপ জ্ঞানে অসমর্থতা হেতু অবিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি অতি কষ্টে জ্ঞানমার্গের উচ্চ পদে আরোহণ করে, তাহারাও তোমার চরণে ভক্তি বিহীনতা হেতু বা তোমার তনুতে অনাদর প্রযুক্ত অধঃপতিত হইয়া থাকে। ভগবদ্দেহকে গুণময় বলিয়া জ্ঞান করাই অনাদর। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে, "অব-জানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।" (৯ম অধ্যায় ১১শ শ্লোক) বস্তুতঃ ভগবানের দেহ মনুষ্যাকার হইলেও তাহা যে সচ্চিদানন্দময়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সাধারণ মানবের দেহ যেমন মাংসাস্থি-ক্লেদপূর্ণ, শ্রীভগবানের শরীর কখনই সেরূপ হইতে পারে না; তাহা নিত্য নির্ম্মল জ্ঞানানন্দে পরিপূরিত। বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফলে, তাঁহার দুর্ল্লভ কৃপা লাভ করিতে পারিলে সেই ভগবৎ-করুণা প্রভাবে তাঁহার নিত্যানন্দময় দেহের স্বরূপ দৃষ্ট হয়। নারায়ণাধ্যাত্ম বচন যথা;

"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবান্নীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তমিমং প্রভুং॥" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্তস্বরূপ হইলেও কেবল তাঁহারই কৃপাশক্তি প্রভাবে তিনি লক্ষিত হন; সেই শক্তি ব্যতীত এই পরমানন্দস্বরূপ প্রভুকে দর্শন করিতে কে সমর্থ হয়? এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা ভগবচ্ছরীরের সচ্চিদানন্দময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও এবং "ক্লীপুং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং শ্রীবৃন্দাবনস্থুর ভূরুহতলাসীনং" অর্থাৎ "শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেব-পাদপতলাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।' তথা "শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" অর্থাৎ 'ব্রহ্ম শব্দময় দেহধারী' ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।" (২২৯৯।৩১১১ পৃঃ তাঃ দ্রঃ) অর্থাৎ 'মায়া প্রকৃতি এবং মায়ী পরমেশ্বর', এই শ্রুতি দর্শন করিয়াই তাঁহারা ভগবানকেও মায়োপাধি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু "অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনং" অর্থাৎ 'এই জন্যই সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা যায়' এই মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুত্যনুসারে তাঁহাকে তৎ-স্বরূপভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তি দ্বারা সংযুক্ত বলিয়া মনে করেন না। অথবা "মায়ান্তু' এস্থলে মায়া শব্দে ভগবৎস্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিই অভিহিত, কিন্তু তাঁহার অস্বরূপা ত্রিগুণময়ী শক্তি এস্থলে লক্ষিত নহে, এরূপও হইতে পারে। তাঁহাদিগের অবলম্বিত শ্রুতির অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা; 'মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ শম্ভূ বলিয়া জানিবে।' কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্দেহকে গুণময় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা এ সকল অর্থ স্বীকার করেন না। এই জন্যই ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া তাঁহারা জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইলেও অধঃপতিত হইয়া থাকেন। এজন্য জীবন্মুক্ত সাধকেরও অধঃপতন অসম্ভাবিত নহে। বাসনা-ভাষ্যগ্রন্থধৃত পরিশিষ্ট বচনে কথিত হইয়াছে যে, 'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাং। যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও যদি কোনরূপে অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়।' এই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অধঃপতনের কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, ফল প্রাপ্তি হইলে আর সাধনার প্রয়োজন নাই; এইরূপ জ্ঞানের বশে তাঁহারা

জ্ঞানসন্ন্যাস কালে জ্ঞানের সহিত তাহার গুণভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করেন এবং পরে আপনার মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বোধ করিয়া থাকেন। অপিচ শ্রীবিগ্রহদেহে গুণময় জ্ঞান হেতু তাঁহার নিকট অপরাধী হন, এই জন্য জ্ঞানের সহিত ভক্তিও অন্তর্হিতা হইয়া থাকে। এই ভক্তিকে তাঁহারা আর লাভ করিতে সক্ষম হন না, ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থ রূপ পরমাত্মানুভবও সম্পূর্ণ হয় না। তখন তাঁহাদের সমাধি বৃথা এবং তাঁহারা মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দ-ময়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরম হইলে পরা ভক্তিকে লাভ করেন। এরূপ জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ। তাঁহাদের কেহ কেহ ভগবৎসাযুজ্যলাভের নিমিত্ত ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা তৎপদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া সাযুজ্যলাভ করেন। ইহাঁরা সম্মাননীয়। অপর কতকগুলি সাধক যদৃচ্ছারূপে শান্ত মহাভাগবত-গণের সঙ্গ প্রভাবে মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শুকাদির ন্যায় ভক্তিরসের মাধুর্য্যাস্বাদেই নিমগ্ন থাকেন। তাঁহারা পরম আদরণীয়। যথা; "আত্মা-রামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থা অপ্যরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" (ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ১০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; আত্মারাম বাসনা-গ্রন্থিবিহীন মুনিগণও উরুবিক্রম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি এবম্ভূত গুণশালী যে, এই সকল জীবন্মুক্তগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করেন।' এক্ষণে উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, চতুর্ব্বিধ জ্ঞানীর মধ্যে ভগবদ্দেহে গুণময় বুদ্ধিশালী জ্ঞানিদ্বয় অবজ্ঞাত এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়া থাকেন; অপর শ্রীভগবানের মূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দরূপদর্শী জ্ঞানিদ্বয় পরম আদরণীয় এবং তাঁহারা সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন॥ ৫৫॥

———:০:———

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬॥

অন্বয়।—সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (নিত্যনৈমিত্তিকাদীনি) কুর্ব্বাণঃ (অনুতিষ্ঠন্) অপি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (মদেকশরণঃ) [সন্] মৎপ্রসাদাৎ (মদনুগ্রহাৎ) শাশ্বতম্ (নিত্যম্) অব্যয়ং (ক্ষয়রহিতং) পদম্ (বৈষ্ণবং ধাম) অবাপ্নোতি (লভতে)॥ ৫৬॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও মদেক-শরণ (হইলে) আমার-প্রসাদে নিত্য ক্ষয়-রহিত পদ লাভ করে॥ ৫৬॥

ব্যাখ্যা।—নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহকে সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমাকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করেন অর্থাৎ আমাতেই সমস্ত অর্পণ করেন, তিনি আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয় বৈষ্ণব পদ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা, যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলবাসনা স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায়। সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বাণোঽনুতিষ্ঠন্ মদ্ব্যপাশ্রয়োঽহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়োঽস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ো ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মস্বভাব ইত্যর্থঃ, সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্॥ ৫৬॥

আনন্দগিরি।—তর্হি জ্ঞাননিষ্ঠয়ৈব মোক্ষসম্ভবান্ন কর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বকর্ম্মণেতি। তামেব সিদ্ধিপ্রাপ্তিং বিশিনষ্টি জ্ঞানেতি। জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতায়ৈ স্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ভগবদর্চ্চনরূপং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপি কিমর্থেত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাননিষ্ঠাসিদ্ধ্যর্থেত্যাহ যন্নিমিত্তেতি। জ্ঞাননিষ্ঠাপি কুত্রোপযুক্তেত্যত্রাহ মোক্ষেতি। স্বকর্ম্মণা ভগবদর্চ্চনাত্মনো ভক্তিযোগস্য পরংপরয়া মোক্ষফলস্য কার্য্যত্বেন বিধেয়ত্বে বিধ্যপেক্ষিতাং স্তুতিমবতারয়তি স ভগবদিতি। জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মনিষ্ঠে চোভয়ং প্রতিজ্ঞায় তত্র তত্র বিভাগেন প্রতিপাদিতং কিমিতীদানীং কর্ম্মনিষ্ঠা পুনঃস্তুত্যা কর্ত্তব্যতয়োচ্যতে তত্রাহ শাস্ত্রার্থেতি। তত্র তত্রোক্তস্যৈব কর্ম্মানুষ্ঠানস্য প্রকরণবশাদিহোপসংহারঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থনিশ্চয়স্য দৃঢ়তাং দ্যোতয়তীত্যর্থঃ।। যদ্যপি কস্যচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়িনোবুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা কৈবল্যং সিধ্যতি তথাপি পাপবাহুল্যাৎ কর্ম্মানুষ্ঠায়িনোপি কস্যচিদ্বুদ্ধিশুদ্ধ্যভাবে কৈবল্যাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বশব্দানুরোধাদীশ্বরারাধনস্তুতিপরত্বেন শ্লোকং ব্যাচষ্টে প্রতিষিদ্ধান্যপীতি। নিত্যনৈমিত্তিকবদিত্যপেরর্থঃ। নিষিদ্ধাচরণস্য প্রামাণিকত্বং

ব্যাবর্ত্তয়তি সদেতি। অনুতিষ্ঠন্ বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতীতি সম্বন্ধঃ। পাপকর্ম্মকারিণো যথোক্তপদ প্রাপ্তৌ পাপস্যাপি মোক্ষফলত্বমুপগতং স্যাদিত্যত্রাহ মদ্ব্যপাশ্রয়ইতি। তস্যৈব তাৎপর্য্যমাহ ময়ীতি তর্হি জ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বমুপেক্ষিতং স্যাদিত্যত্রাহ সোঽপীতি ॥ ৫৬ ॥

রামানুজ।—এবং বর্ণাশ্রমোচিতনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মণাং পরিত্যক্তফলাদিকানাং পরমপুরুষারাধনরূপেণানুষ্ঠিতানাং বিপাক উক্তঃ। ইদানীং কাম্যানামপি কর্ম্মণামুক্তেনৈব প্রকারেণানুষ্ঠীয়মানানাং সএব বিপাক ইত্যাহ সর্ব্বেতি। ন কেবলং নিত্যনৈমিত্তিকানি কর্ম্মাণ্যপি তু কাম্যান্যপি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ময়ি সংন্যস্তকর্তৃত্বাদিকঃ কুর্ব্বাণো মৎপ্রসাদাচ্ছাশ্বতং পদমব্যয়ম্ অবিকলং প্রাপ্নোতি পদ্যতে গম্যতেইতি পদং মাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ঈশ্বরমেবাহং শরণং প্রপন্নঃ সএব মম যোগক্ষেমনির্ব্বাহক ইত্যভিনিবেশবানিত্যর্থঃ। মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পরমনাদিমব্যয়মনন্তং বিষ্ণোঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধর।—স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ (মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ) অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্ বৈষ্ণবং পদম্ প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥

বলদেব।—অথ পরিনিষ্ঠিতানামাহ সর্ব্বেতি সার্দ্ধদ্বয়াভ্যাম্। মদ্ব্যপাশ্রয়ো মদেকান্তী সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি যথাযোগং কুর্ব্বাণঃ। অপিশব্দাদ্গৌণকালে, মদেকান্তিনস্তস্য মুখ্যকালাভাবাৎ এবমাহ সূত্রকারঃ। "সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাদিতি।" ঈদৃশঃ স মৎপ্রসাদান্মদত্যনুগ্রহাৎ শাশ্বতম্ নিত্যমব্যয়মপরিণামিজ্ঞানানন্দাত্মকং পদং পরমব্যোমাখ্যমবাপ্নোতি লভতে ॥ ৫৬ ॥

মধুসূদন।—নন্ন যোঽনাত্মজ্ঞোঽশুদ্ধান্তঃকরণঃ সোঽন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তং সহজং কর্ম্ম ন ত্যজেৎ। যস্তু শুদ্ধান্তঃকরণঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতীত্যুক্তং, সন্ন্যাসশ্চ ব্রাহ্মণেনৈব কর্ত্তব্যো ন ক্ষত্রিয়বৈশ্যাভ্যামিতি প্রাগুক্তম্ ভগবতা "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইত্যত্র। তত্র শুদ্ধান্তঃকরণেন ক্ষত্রিয়াদিনা কিম্ কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি, কিম্বা সর্ব্ব কর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। নাদ্যঃ "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগম্ কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে" ইত্যাদিনা, যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিমারূঢ়স্য কর্ম্মানুষ্ঠাননিষেধাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ "স্বধর্ম্মে নিধনম্ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহ" ইত্যাদিনা, ব্রাহ্মণধর্ম্মস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসস্য ক্ষত্রিয়াদিকম্ প্রতি নিষেধাৎ, ন চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মত্যাগয়োরন্যতরমন্তরেণ তৃতীয়ঃ প্রকারোঽস্তি, তস্মাদুভয়োরপি প্রতিষিদ্ধত্বেন গত্যন্তরাভাবেন চাবশ্যকর্ত্তব্যে প্রতিষেধাতিক্রমে কর্ম্মত্যাগ এব শ্রেয়ান্ বন্ধহেতুপরিত্যাগেন মোক্ষসাধনপৌষ্কল্যাৎ, ন তু কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বেন মোক্ষসাধন-

জ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বাদিত্যভিপ্রায়মর্জ্জুনস্যালক্ষ্যাহ ভগবান্। যঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ, সোঽবশ্যম্ ভগবদেকশরণঃ ভগবদেকশরণতাৎপর্য্যত্বাৎ অন্তঃকরণশুদ্ধেঃ এতাদৃশশ্চেৎ ব্রাহ্মণঃ সংন্যাসপ্রতিবন্ধরহিতঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য তু নাম সংসারবিমোক্ষস্তু তস্য ভগবদেকশরণস্য ভগবৎপ্রসাদাদেব, এতাদৃশশ্চেৎ ক্ষত্রিয়াদিঃ সংন্যাসানধিকারী সন্ করোতু নাম কর্ম্মাণি কিন্তু মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ অহং ভগবান্ বাসুদেব এব ব্যপাশ্রয়ঃ শরণম্ যস্য স মদেকশরণো মর্য্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ সংন্যাসানধিকারাৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপাণি লৌকিকানি প্রতিবিদ্ধানি বা। সদা কুর্ব্বাণোমৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্যানুগ্রহাৎ অবাপ্নোতি হিরণ্যগর্ভবন্মদ্বিজ্ঞানোৎপত্ত্যা শাশ্বতং নিত্যং পদং বৈষ্ণবমব্যয়মপরিণামি এতাদৃশোভগবদেকশরণঃ করোত্যেব ন প্রতিষিদ্ধানি কর্ম্মাণি, যদি কুর্য্যাত্তথাপি মৎপ্রসাদাৎপ্রত্যবায়ানুৎপত্ত্যা মদ্বিজ্ঞানেন মোক্ষভাগ্ ভবতীতি ভগবদেক-শরণতাস্তুত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বদা কুর্ব্বাণোঽপীত্যনূদ্যতে॥ ৫৬॥

নীলকণ্ঠ।—নন্ব তদ্যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতম্ প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি পূর্ব্বকর্ম্মণাং জ্ঞানেন প্রায়শ্চিত্তেনৈব সত্যপি নাশশ্রবণে জ্ঞানোত্তরকালীনানাং কর্ম্মণাং নাশাভাবাৎ জ্ঞানোত্তরমপি দেহধারণে স্বাভাবিকানাং কর্ম্মণাং বর্জনস্যাসম্ভবাদবশ্যং জ্ঞানিনোঽপি বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। মদ্ব্যপাশ্রয়োঽহমেব প্রজ্ঞানঘনঃ প্রত্যগাত্মা ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়োজ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মাণি বিহিতানি নিষিদ্ধানি বা সদাপ্রকৃৎ কুর্ব্বাণোঽপি মৎপ্রসাদাৎ মদনুগ্রহচ্ছাশ্বতং নিত্যম্ অব্যয়ং মম পরমোৎকৃষ্টং পদং পদনীয়ং মোক্ষমবাপ্নোতি ন তু জ্ঞানোত্তরমপি ক্রিয়মাণৈঃ কর্ম্মভির্বধ্যন্তে তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি "নহবা এবং বিদি কিঞ্চন রজ আধ্বংসতে তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন" ইত্যাদি শাস্ত্রেণ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ কর্ম্মালেপশ্রবণাৎ॥ ৫৬॥

বিশ্বনাথ।—তদেবম্ জ্ঞানী যথাক্রমেণৈব কর্ম্মফলসন্ন্যাসকর্ম্মসন্ন্যাসজ্ঞানসন্ন্যাসৈ-র্মৎসাযুজ্যম্ প্রাপ্নোতীত্যুক্তম্। মদ্ভক্তস্তু মাং যথা প্রাপ্নোতি তদপি শৃণ্বিত্যাহ সর্ব্বেতি। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মাং বিশেষতোঽপকর্ষেণ সকামতয়াপি য আশ্রয়তে সোঽপি কিংপুনঃ নিষ্কামভক্ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি পুত্রকলত্রাদিপোষণলক্ষণানি ব্যবহারি-কাণ্যপি সর্ব্বাণি কুর্ব্বাণঃ কিম্ পুনস্ত্যক্তকর্ম্মযোগজ্ঞানদেবতান্তরোপাসনান্যকামানন্যভক্ত ইত্যর্থঃ। অত্রাশ্রয়তে সম্যক্ সেবতে ইতি আঙুপসর্গেণ সেবায়াঃ প্রধানীভূতত্বম্। কর্ম্মাণ্য-পীত্যপি শব্দেনাপকর্ষবোধকেন কর্ম্মণাং গুণীভূতত্বম্ অতোঽয়ম্ কর্ম্মমিশ্রভক্তিমান্ নতু ভক্তি-মিশ্র কর্ম্মবান্ ইতি প্রথমষট্কোক্তেঃ কর্ম্মণি নাতিব্যাপ্তিঃ। শাশ্বতম্ মৎপদম্ মদ্ধাম বৈকুণ্ঠ-মথুরাদ্বারকাঽযোধ্যাদিকম্ অবাপ্নোতি। নন্ন মহাপ্রলয়ে তত্তদ্ধাম কথম্ স্থাস্যতি, তত্রাহ অব্যয়ং মহাপ্রলয়ে মদ্ধাম্নঃ কিমপি ন ব্যয়তি মদতর্ক্যপ্রভাবাদিতি ভাবঃ, নন্ন জ্ঞানী খলু অনেকৈ-র্জন্মভিরনেকতপআদি ক্লেশৈঃ সর্ব্ববিষয়েন্দ্রিয়োপরমেনৈব নৈষ্কর্ম্ম্যে সত্যেব যৎ সাযুজ্যম্ প্রাপ্নোতি, তস্য তে নিত্যংধাম সকর্ম্মকত্বে সকামকত্বেঽপি ত্বদাশ্রয়ণমাত্রেণৈব কথম্ প্রাপ্নোতি তত্রাহ মৎপ্রসাদাদিতি মৎপ্রসাদস্যাতর্ক্যত্বএব প্রভাবত্বম্ জানীহি ইতি ভাবঃ॥ ৫৬॥

তাৎপর্য্য।—অধুনা গ্রন্থের উপসংহার কালে উপদেশের পরিসমাপ্তি উপলক্ষ্যে শ্রীভগবান্ ভগবন্নিষ্ঠাজনিত ভগবদনুগ্রহ লাভের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গ পূর্ব্বে বহুভাবে আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি তত্তাবতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শেষ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। ভগবদ্ভক্তি ও অর্চ্চনা সহকৃত কর্ম্ম দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞাননিষ্ঠার উদ্ভব হইয়া থাকে। সেই জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিবার নিমিত্ত যেরূপ, ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজন, তাহারই প্রশংসা এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে; জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যতীত মুক্তি সম্ভাবিত নহে এবং বিহিত ভগবদর্চ্চনা ও ভক্তি ব্যতীত সেই জ্ঞাননিষ্ঠাও লভ্য নহে। সুতরাং যেরূপ ভক্তি দ্বারা সেই জ্ঞাননিষ্ঠা লভ্য তাহাই শাস্ত্রের উপসংহার কালে এবং শাস্ত্রার্থ দৃঢ়ীকরণাভিপ্রায়ে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। যিনি সংসারে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানকালে, এমন কি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতেও, শ্রীভগবানকে বাসুদেব সর্ব্বেশ্বর জানিয়া তাঁহাতেই সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হিতাহিত, শুভাশুভ চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও শ্রীভগবানেই সংন্যস্তচিত্ত হন, তিনিই মূলে "মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপ ভক্তও পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ভগবৎ প্রেম এবং জ্ঞানের বিকাশ প্রভৃতি যে সকল প্রণালী পূর্ব্বে ভূয়শঃ বিবৃত হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিকরূপে সম্পাদন করিতে না পারিলেও কেবল ভগবদ্ব্যপাশ্রয়ত্ব হেতু সেই ব্যক্তি ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন এবং সেই প্রসন্নতার ফলে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর নিত্য এবং অব্যয় পদ তিনি প্রাপ্ত হন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। বর্ণাশ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ ফলাসক্তি বিরহিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে কিরূপ পরিণাম সংঘটিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। অধুনা ইহাই কথিত হইতেছে যে, কাম্য কর্ম্ম সমূহও উল্লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে উল্লিখিত রূপ পরিনামই লব্ধ হইয়া থাকে। কেবল নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম কেন,

।াম্য কর্ম্ম সমূহও আমাতে সমর্পণ করিয়া এবং আমাতে সম্পূর্ণরূপে ।ত্তৎ কর্ম্মের কর্তৃত্ব ‘ন্যস্ত করিয়া অনুষ্ঠান করিলে আমারই প্রসাদে শাশ্বত ।বিকল পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাতে গমন করা যায় তাহাই পদ। াবার্থ এই যে, আমাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি অনাত্মজ্ঞ ।বং অশুদ্ধচিত্ত, তাহার পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সহজ কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাজ্য ।হে। কিন্তু যে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ।াভ করিয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সন্ন্যাস কেবল ব্রাহ্মণেরই অবলম্বনীয়, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের তাহা অনুসরণীয় নহে, একথা শ্রীভগবান 'কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা' (৩য় অধ্যায় ২০ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ।ক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, শুদ্ধান্তঃকরণ ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে কর্ম্ম কি অনুষ্ঠেয় অথবা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগই কি উপযোগী? উত্তরে বক্তব্য যে, কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয় নহে। “আরুরুক্ষো মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥” (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩ শ্লোক। ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যোগ অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধি অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান নিষেধ, এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। অপিচ, দ্বিতীয় অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগও তাঁহাদিগের পক্ষে বিধেয় নহে। ‘স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ॥” (২।৩৫) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় সন্ন্যাস ক্ষত্রিয়াদির কখনই গ্রহণযোগ্য নহে, ইহাই সমর্থিত ।ইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মত্যাগ এই দুই ভিন্ন তৃতীয় কোন পন্থা নাই। অথচ উভয় পন্থাই যদি প্রতিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইল, তাহা হইলে শুদ্ধান্তঃকরণ ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে কি কর্ত্তব্য ইহা অবশ্য বিচার্য্য। কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই যখন এইরূপ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইল, তখন তাঁহার আর গত্যন্তর না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, এতদুভয়ের মধ্যে তাহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগই শ্রেয়স্কর। কারণ একটী প্রতিষেধ অতিক্রম না করিলে তাঁহার উপায়ান্তর হইতে পারে না। বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা মোক্ষবিধায়ক কর্ম্মহীনতাই শ্রেষ্ঠ কল্প। কর্ম্ম তাঁহাদিগের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে; কারণ তাহা বিক্ষেপক এবং মোক্ষসাধন ও জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। অর্জ্জুনের ইত্যাকার অভিপ্রায়

অনুধাবন করিয়া শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন তিনি অবশ্যই নিরবচ্ছিন্ন ভগবানের শরণাগত। যদি ব্রাহ্মণ এইরূপ শুদ্ধান্তঃকরণ এবং ভগবচ্ছরণাগত হন, তাহা হইলে সন্ন্যাস-প্রতিবন্ধরহিত তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রসাদে সংসার বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়াদি সন্ন্যাসের অনধিকারী ব্যক্তি এইরূপ শুদ্ধচিত্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবদাশ্রিত হন, তাহা হইলে তিনি ভগবৎ প্রসাদেই চরিতার্থ হইয়া থাকেন। তিনি লৌকিক যাবতীয় কর্ম্ম এমন কি প্রতিষিদ্ধ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও কেবল ভগবৎ আশ্রয়ত্ব হেতু ভগবদনুগ্রহে শাশ্বতপদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্বিজ্ঞান উৎপত্তি দ্বারা তিনি হিরণ্য-গর্ভবৎ ভগবানের বৈষ্ণব অপরিণামী স্থান পাইয়া থাকেন। এরূপ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান কখনই করিতে পারেন না। যদিই তাদৃশ ব্যক্তি কোন প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন, তাহা হইলেও ভগবৎপ্রসাদে তজ্জন্য প্রত্যবায় ভাগী না হইয়া ভগবদ্বিজ্ঞানজনিত মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানিগণ যথাক্রমে কর্ম্মফলসন্ন্যাস, কর্ম্মসন্ন্যাস এবং জ্ঞানসন্ন্যাস দ্বারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ সকলই জ্ঞানীর কথা; কিন্তু মদ্ভক্ত যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বিশেষরূপে এমন কি সকামভাবেও আমাকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তিও পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন কামিগণেরই এইরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, তখন নিস্কাম ভক্তগণের কথা উল্লেখ করাই অনাবশ্যক। যাঁহারা পুত্রকলত্রাদি পরিপোষণলক্ষণ নানাবিধ লৌকিক ও ব্যবহারিক নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য-কর্ম্মানুরক্ত তাহারাই যখন মদাশ্রিত হইলে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং জ্ঞান সাধনা অথবা দেবতান্তরের পূজাদি পরিহার পুরঃসর কেবল আমারই শরণাগত হইয়া থাকেন। সেই সকল অনন্য ভক্ত যে পরম ফললাভ করিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে "মদ্ব্যপাশ্রয়" মধ্যস্থ আশ্রয় পদের অর্থ সম্যক্‌রূপে সেবা করা। আঙ্ উপসর্গ যোগ দ্বারা

সেবারই প্রধানত্ব সমর্থিত হইয়াছে। "কর্ম্মাণ্যপি" এতৎ সহ যে অপি পদের প্রয়োগ আছে, তদ্দ্বারা কর্ম্মের অপকর্ষ সূচিত হইতেছে এবং কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমান্ লক্ষিত হইতেছে। এই অপকর্ষতা হেতু সহজেই অনুভব করা যাইতেছে যে, ভক্তিমিশ্র কর্ম্ম এস্থলে লক্ষিত নহে। এইরূপ ভক্তিনিষ্ঠগণ শাশ্বত মৎপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, মথুরা, * দ্বারকা, † অযোধ্যাদি ‡ আমার ধাম প্রাপ্ত হন। যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, মহাপ্রলয়ে যখন সকলই ধ্বংসদশায় উপনীত হইবে, তখন ঐ সকল পুণ্যধামই বা কিরূপে থাকিবে? তদুত্তর স্বরূপে "অব্যয়" এই বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, মহাপ্রলয়েও আমার অতর্কিত প্রভাবে উল্লিখিত ধাম সমূহের কোনই অপচয় সংঘটিত হইতে পারে না। এক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জ্ঞানিগণ বহু জন্মে অনেক তপ আদি ক্লেশসহকারে সর্ব্ববিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া এবং কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, তোমার সেই পরমপদরূপ ধাম ভক্তগণ কর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ এবং কামনাযুক্ত হইয়াও কেবলমাত্র ত্বদাশ্রিত হইয়াই কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন? মৎপ্রসাদই ইহার উত্তর। আমার প্রসন্নতার প্রভাব অতর্ক বলিয়াই জানিবে।

এতৎ শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ বলদেব নিম্নলিখিত বেদান্তসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা; "সর্ব্বথাপি তত্রবোভয়লিঙ্গাৎ।" ইহার

* মথুরা।—স্বনামখ্যাত পুণ্যতীর্থ, এই স্থানে কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় (১৬৬৯ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। বৃন্দাবনে বাল্যলীলা সমাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণ মথুরাগত হইয়া মাতুল কংসকে সংহার করেন। কথিত আছে এই তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনে পরিস্থাপিত এবং পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। পুরাণাদিতে বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে এই তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

† দ্বারকা।—সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর নাম দ্বারকা। দ্বারকা বা দ্বারাবতী নগরীর যে সকল শোভা ও সমৃদ্ধির বর্ণনা শাস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অতুলনীয়। এই নগরীর প্রভৃত মাহাত্ম্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে।

‡ অযোধ্যা।—ত্রেতাযুগে ভগবান বিষ্ণু রামাদি অংশ চতুষ্টয়ে দশরথ নৃপতির গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই নৃপতিকুলের রাজধানীর নাম অযোধ্যা। এই পুণ্যতীর্থ শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি, ইহার মাহাত্ম্য অপরিসীম। কথিত আছে, ইহা রামচন্দ্রের ধনুরগ্রে অবস্থিত, সুতরাং পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র।

ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানের জন্য অথবা আশ্রমীর কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। উক্ত উভয়বিধ অধিকারীর সম্বন্ধানুসারে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

—ঃ০ঃ—

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

অন্বয়। চেতসা (বিবেকবুদ্ধ্যা) সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি (পরমেশ্বরে) সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরঃ (মচ্ছরণঃ) [সন্] বুদ্ধিযোগম্ (সমাহিত-বুদ্ধিরূপং যোগং) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়তয়া স্বীকৃত্য) সততং (সর্ব্বদা) মচ্চিত্তঃ (ময়ি সমাহিতচিত্তঃ) ভব ॥ ৫৭ ॥

প্রতিশব্দ।—বিবেক-বুদ্ধি-দ্বারা সমস্ত-কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ-করিয়া, মৎ-পর [হইয়া] বুদ্ধি-যোগ আশ্রয়-করিয়া সর্ব্বদা আমাতে স্থির-চিত্ত হও ॥ ৫৭ ॥

ব্যাখ্যা।—তুমি বিবেক বুদ্ধি সহকারে দৃষ্টাদৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকেই একমাত্র প্রিয়তমজ্ঞানে মৎপর হইয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিরূপ যোগাবলম্বনে সর্ব্বদা মৎচিত্ত অর্থাৎ আমাতে স্থিরচিত্ত হও ॥ ৫৭।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদেবন্তস্মাৎ চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ীশ্বরে সন্ন্যস্য যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন মৎপরোঽহম্ বাসুদেবঃ পরোযস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ মর্য্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ বুদ্ধিযোগম্ সমাহিতবুদ্ধিত্বম্ বুদ্ধিযোগস্তম্ বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য আশ্রয়োঽনন্যশরণত্বম্ মচ্চিত্তঃ ময্যেব চিত্তম্ যস্য স মচ্চিত্তঃ সততম্ সর্ব্বদা ভব ॥ ৫৭ ॥

আনন্দগিরি।—প্রসাদোঽনুগ্রহঃ সম্যক্ জ্ঞানোদয়ঃ পদম্ পদনীয়ম্ উপনিষত্তাৎপর্য্য-গম্যমব্যয়মপক্ষয়রহিতম্ ॥৫৬॥ পরমেশ্বরপ্রসাদস্যৈবম্ মাহাত্ম্যম্ যতঃ সিদ্ধস্তস্মাত্তৎপ্রসাদার্থম্ ভবতা প্রযতিতব্যমিত্যাহ যস্মাদিতি। ভগবৎপ্রসাদাসাদিতসম্যকজ্ঞানাদেব মুক্তির্ন কর্ম্মমাত্রাদিতি ॥৫৭॥ জ্ঞানম্ বিবেকবুদ্ধিঃ। আশ্রয়শব্দার্থমাহ অনন্যেতি ॥ কিমতোভবতি তদাহ মচ্চিত্তইতি ~~॥ ৫৭ ॥~~

রামানুজ ।—চেতসেতি। যস্মাদেবম্ তস্মাৎ চেতসা আত্মনো মদীয়ত্বমন্নিয়াম্যত্ব-বুদ্ধ্যা উক্তম্ হি "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসেতি।" সর্ব্বকর্ম্মাণি সকর্ত্তৃকানি সারাধ্যানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ অহমেব ফলতয়া প্রাপ্য ইত্যনুসন্ধানঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্মামেব বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততম্ ময়ি যুক্তচিত্তো ভব ॥ ৫৭ ॥

হনুমান ।—সর্ব্বলোকাধ্যক্ষঃসকলকর্ম্মফলভোক্তা বাসুদেবো মে শরণমিত্যনেন সর্ব্ব-কর্ম্মাণি মমেশ্বরস্যারাধনমিতি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরোঽহম্ বাসুদেবঃ প্রধানঃ যস্যাসৌ মৎপরঃ বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য উক্তয়া বুদ্ধ্যা যোগমাশ্রিত্য প্রাপ্য ময়ীশ্বরে চিত্তম্ যস্য স মচ্চিত্তঃ সততং সর্ব্বকালস্তব জায়স্ব ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর । যস্মাদেবম্ তস্মাৎ চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্য পুরুষার্থোযস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য সততম্ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি ব্রহ্মার্পণম্ ব্রহ্মাহবিরিতি ন্যায়েন ময্যেব চিত্তম্ যস্য তথাভূতোভব ॥ ৫৭ ॥

বলদেব ।—তাদৃশত্বাদেব ত্বং সর্ব্বাণি স্ববিহিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তৃত্বাভিমানাদিশূন্যেন চেতসা স্বামিনি ময়ি সংন্যস্যার্পয়িত্বা মৎপরো মদেকপুরুষার্থো মামেব বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মচ্চিত্তো ভব। এতচ্চ ত্বাং প্রতি প্রাগপ্যুক্তং যৎ করোষীত্যাদিনা অর্পয়িত্বৈব কর্ম্মাণি কুরু ন তু কৃত্বার্পয়েতি ॥ ৫৭ ॥

মধুসূদন ।—যস্মান্মদেকশরণতামাত্রং মোক্ষসাধনং ন কর্ম্মানুষ্ঠানং কর্ম্মসংন্যাসো বা তস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্ত্বং চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য যৎকরোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন সমর্প্য মৎপরঃ অহং ভগবান্ বাসুদেব এব পরঃ প্রিয়তমোযস্য স মৎপরঃ সন্ বুদ্ধিযোগং পূর্ব্বোক্তসমত্ববুদ্ধিলক্ষণং যোগং বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বসম্পাদকং ব্যপাশ্রিত্য অনন্যশরণতয়া স্বীকৃত্য মচ্চিত্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেব এব চিত্তম্ যস্য ন রাজনি কামিন্যাদৌ বা স মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মপুরস্কারেণ সসাধনা সফলা ব্রহ্মবিদ্যা নিরূপিতা অস্যাঃ প্রাপ্তয়ে পুনঃ সাধনত্বেন ভক্তিমেব বিধত্তে চেতসেতি। চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি ময়ি ভগবতি বাসুদেবে সংন্যস্য করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তরীত্যা সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যোযস্য নতু মত্তঃ অর্থাদীন্ প্রার্থয়ন্ বুদ্ধিযোগং পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বলক্ষণং বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বসম্পাদকম্ অপ্রাশ্রিত্য আশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ মদেকশরণঃ সততং সর্ব্বদা ভব ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—নমু তর্হি মাং প্রতি ত্বং নিশ্চয়েন কিমাজ্ঞাপয়সি কিমহমনন্যভক্তো ভবামি কিম্বা অনন্তরোক্তলক্ষণঃ সকাম ভক্ত এব তত্র সর্ব্বপ্রকৃষ্টোঽনন্যভক্তো ভবিতুং ত্বং নপ্রভবিষ্যসি নাপি সর্ব্বভক্তেষ্বপকৃষ্টঃ সকামভক্তোভব কিন্তু ত্বং মধ্যমভক্তোভব ইত্যাহ চেতসা ইতি। সর্ব্ব-কর্ম্মাণি স্বাশ্রমধর্ম্মান্ ব্যবহারিককর্ম্মাণিচ ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃপুরুষার্থো যস্য সঃ নিষ্কাম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং পূর্ব্বমেব। "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপ-

স্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ইতি। বুদ্ধিযোগং ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগং সততং মচ্চিত্তঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽন্যদপি মাং স্মরন্ ভব ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ ভগবদ্ব্যপাশ্রয়েত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। এক্ষণে সেই ভগবচ্ছরণাবলম্বণের প্রকার এবং উপায় বাহুল্যরূপে বিবৃত করিতেছেন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রকার নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যাদি লৌকিক ও ব্যবহারিক কর্ম্ম বিহিত বা অবিহিত হইলেও ভগবৎপ্রসাদে নিরবচ্ছিন্ন ভগবদাশ্রয়ী ভাবে অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষ লব্ধ হয়। এক্ষণে সেই কর্ম্মসমূহ কিরূপ ভাবে অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। অনুষ্ঠীয়মান যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, কর্ম্মের কর্তৃত্ব এবং তজ্জনিত ফলাফলের সহিত অনুষ্ঠানকর্ত্তা কোনরূপ আসক্তি না রাখিয়া যদি ভগবানকেই তত্তাবতের একমাত্র কর্ত্তা এবং একমাত্র ফলভোক্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলেই ভগবানে কর্ম্মসন্ন্যাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "যৎ করোষি যদশ্নাসি" (৯ম অধ্যায় ২৭ শ্লোক) অপিচ, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" (৪র্থ অধ্যায় ২৪ শ্লোক) কিরূপে ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করা যায় এবং কি ভাবে কর্ম্ম সমর্পণ করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মে সমর্পিত হয়, তাহা ঐ সকল স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ন্যায়ানুসারেই কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হয়। এইরূপ কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া একান্তভাবে ভগবৎপরায়ণ হইতে হইবে। শ্রীভগবানই যাঁহার পরম প্রীতির আধার, যিনি কামিনী বা প্রিয় ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রীতি পরিহার পূর্ব্বক হৃদয়ের সম্পূর্ণ আসক্তি শ্রীভগবানের প্রতি সংযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই ভগবৎপর। এতাদৃশ ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সতত সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চিত্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। সেইরূপ বুদ্ধিই প্রকৃষ্টা; অথবা যে বুদ্ধি প্রভাবে সর্ব্বত্র সমত্বদর্শন জন্মে, কিংবা যে বুদ্ধি নিশ্চল ও সমাহিত হইয়া জ্ঞানমার্গে ধাবিত হইয়াছে, সেইরূপ বুদ্ধিই অবলম্বনীয়া। তাদৃশী বুদ্ধিসহকারে চিত্তকে তৈলধারার ন্যায় ভগবৎপরায়ণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কর্ম্মত্যাগ, ভগবৎপরায়ণতা, বুদ্ধিযোগাশ্রয় এবং

ভগবন্ময়তা ঘটিলে সাধকের মহৎফল প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এরূপ অবস্থায় কার্য্যাকার্য্যের বিচার থাকে না এবং পাপপুণ্যজনিত ফলাফলভাগী হইতে হয় না। হে অর্জ্জুন! তুমি এইরূপ ভাবে আপনাকে গঠিত কর।

পূজ্যপাদ রামানুজ "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা" (৩য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া ভগবানের কর্ম্ম-সমর্পণ প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই ভগবানে সমর্পিত হওয়া উচিত, অনুষ্ঠান করার পর ভগবদর্পণ নিষ্ফল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। ভগবদুপদেশের মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে প্রণিধান করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে নারায়ণ! তুমি আমার প্রতি কিরূপ আজ্ঞা প্রদান করিতেছ? হে ভগবান্! আমি কি অনন্য ভক্ত হইব? অথবা সকাম ভক্তরূপে তোমাতে রত হইব? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তুমি তাহা হইতে পারিবে না। অথচ সর্ব্বভক্তের অপকৃষ্ট সকাম ভক্তও হইও না। এতদুভয়ের মধ্যস্থান অবলম্বন করিয়া মধ্যম ভক্ত রূপে পরিগণিত হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এইরূপ অভিপ্রায় পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়েই এই শ্লোক প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

——:o:——

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—ত্বং মচ্চিত্তঃ (ময়ি নিহিতচিত্তঃ) [সন্] মৎপ্রসাদাৎ (মদনুগ্রহাৎ) সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বাণি সাংসারিকদুঃখানি) তরিষ্যসি (অতিক্রমিষ্যসি), অথচেৎ (যদি) অহঙ্কারাৎ (জ্ঞানগর্ব্বাৎ) ন শ্রোষ্যসি [তর্হি] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনাশং প্রাপ্স্যসি) ॥ ৫৮ ॥

প্রতিশব্দ।—তুমি মচ্চিত্ত [হইয়া] আমার-অনুগ্রহে সকল-

সংসার-দুঃখকে অতিক্রম-করিবে, অনন্তর যদি অহঙ্কার-হেতু না শ্রবণ-কর, [তাহা-হইলে] বিনষ্ট-হইবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা।—তুমি সতত-মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে যাবতীয় সংসার-দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তুমি আপনার পাণ্ডিত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বপুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি সর্ব্বাণি দুস্তরাণি সংসারহেতুজাতানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি। অথ চেৎ যদি মদুক্তমহঙ্কারাৎ পণ্ডিতোঽহমিতি ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি, ততস্ত্বং বিনংক্ষ্যসি বিনাশঙ্গমিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

আনন্দগিরি।—ভীত্যাপি প্রবর্ত্তেতইতিমন্বানোবিপর্য্যয়ে দোষমাহ অথ চেদিতি ॥৫৮॥

রামানুজ।—মচ্চিত্ত ইতি। এবং মচ্চিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সর্ব্বাণি সাংসারিকানি দুর্গাণি মৎপ্রসাদাদেব তরিষ্যসি। অথ ত্বমহংকারাদহমেব কৃত্যাকৃত্যবিষয়ং সর্ব্বং জানামীতিভাবাৎ ত্বং মদুক্তং ন শ্রোষ্যসি চেদ্বিনঙ্ক্ষ্যসি নষ্টো ভবিষ্যসি নহি কশ্চিন্মদ্ব্যতিরিক্তঃ কৃৎস্নস্য প্রাণিজাতস্য কৃত্যাকৃত্যয়োর্জ্ঞাতা শাসিতা চাস্তে ॥ ৫৮ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বদুর্গাণি সর্ব্বাণি দুঃখানি মমপ্রসাদাদাৎ তরিষ্যসি অথ ত্বমহংকারাদহমেব সর্ব্বশাস্ত্রবিদিতি বুদ্ধ্যা ন শ্রোষ্যসি চেন্নাকর্ণয়সি চেদ্বিনংক্ষ্যসি বিনাশং গমিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধর।—ততোযদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেতৎ ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

বলদেব।—এবং মচ্চিত্তস্ত্বং মৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বাণি দুর্গাণি দুস্তরাণি সংসারদুঃখানি তরিষ্যসি। তত্র তে ন চিন্তা। তান্যহং ভক্তবন্ধুরপনেষ্যামি দাস্যামি চাত্মানমিতি পরিনিষ্ঠিতানাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিরুক্তা। অথ চেদহঙ্কারাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়কজ্ঞানাভিমানাত্ত্বং মদুক্তং ন শ্রোষ্যসি তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি স্বার্থাৎ বিভ্রষ্টো ভবিষ্যসি। ন হি কশ্চিৎ প্রাণিনাং কৃত্যাকৃত্যয়োর্বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা বা মত্তোঽন্যো বর্ত্ততে ॥ ৫৮ ॥

মধুসূদন।—ততঃ কিং স্যাদিতি তদাহ মচ্চিত্তস্ত্বং সর্ব্বদুর্গাণি দুস্তরাণি কামক্রোধাদীনি সংসারদুঃখসাধনানি মৎপ্রসাদাৎ স্বব্যাপারমন্তরেণৈব তরিষ্যসি অনায়াসেনৈবাতিক্রমিষ্যসি, অথ চেৎ যদি তু ত্বং মদুক্তে বিশ্বাসমকৃত্বাঽহঙ্কারাৎ পণ্ডিতোঽহমিতি গর্ব্বান্ন শ্রোষ্যসি মদ্বচনার্থং ন করিষ্যসি, ততোবিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্ভ্রষ্টোভবিষ্যসি কামকারেণ সংগ্রামাত্মাচরন্ ॥ ৫৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতস্য ভক্তিযোগস্য করণে গুণমকরণে দোষঞ্চাহ মচ্চিত্ত ইতি। দুর্গাণি

আধ্যাত্মিকাধিলৌকিকাদীনি সঙ্কটানি অহঙ্কারাৎ স্বপাণ্ডিত্যাভিমানাৎ ন শ্রোষ্যসি মদ্বাক্যং তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থশূন্যো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ। ততঃ কিমত আহ মচ্চিত্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্য। —পূর্ব্বে যে উপদেশ প্রদত্ত হইল, তাহার পরিণাম কিরূপ শুভাবহ এবং তাহার অপরিপালন কিরূপ ভয়াবহ, তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে।

হে অর্জ্জুন! বিবৃত প্রণালীক্রমে মচ্চিত্ত হইলে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মদ্‌যুক্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদ লাভ করিবে এবং সেই অনুগ্রহবলে সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার দুঃখদুর্দ্দশা অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিবে। এ সংসার কেবল দুঃখের আলয়স্বরূপ. পদে পদে মনুষ্যকে নানাপ্রকারে দুর্গতিভারে প্রপীড়িত হইতে হয়। এই দুঃখরাশি দূর করিবার নিমিত্ত, এই দুরবস্থারূপ অপার সমুদ্র অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে মানব ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে জীবনপাত করে। কিন্তু সকলই নিষ্ফল হয়। কারণ, সার ও সত্য উপায় তাহারা সহজে অবধারণ করিতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই একমাত্র অমোঘ উপায়। তাহারই প্রভাবে হেলায় দুঃখনাশ হইয়া থাকে। সেই প্রসন্নতা লাভ দুষ্কর নহে, ইহা মনুষ্য দেখিয়াও দেখে না। কেবল ভগবচ্চিত্ত হইতে পারিলেই অর্থাৎ চিত্তকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শ্রীভগবানে লগ্ন করিতে পারিলেই অনায়াসে তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যায়। হে অর্জ্জুন! যদি তুমি অহঙ্কার-প্রমত্ত হইয়া আপনাকে জ্ঞানী বা পণ্ডিত বলিয়া মনে কর এবং যদি সেই অহঙ্কার হেতু আমার প্রদত্ত এই সারোপদেশ অনুসরণে যত্নবান্ না হও, তাহা হইলে তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে, অর্থাৎ তোমার আত্মা মুক্তিরূপ পরম পথে আরোহণ না করিয়া সংসার-বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে এবং চিরদিন অনন্ততাপে দগ্ধ হইবে। তুমি অজ্ঞানের প্রাবল্যে ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত সন্ন্যাসাবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলে; তুমি সীমাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইয়াও সর্ব্বদর্শী পরম পণ্ডিতের ন্যায় কার্য্যাকার্য্য বিচার করিয়াছিলে। এ সকলই অনর্থক এবং অধোগতির হেতুভূত। অতি সহজ এবং অবশ্য ফলপ্রদ উপায় না দেখিয়া তুমি গত্যন্তর অন্বেষণ করিতে কেন ব্যাপৃত হইতেছ? তাহাতে দুর্দ্দশার ভার

বৃদ্ধি হইবে। ইহা তুমি স্থির জানিবে যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞাতা বা শান্তিপ্রদাতা এ বিশ্বে আর কেহ নাই। অতএব আমার কথায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কার্য্য করাই আবশ্যক ॥ ৫৮ ॥

——০ঃ)*(ঃ০——

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥

অন্বয়।—অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য ন যোৎস্যে (যুদ্ধং ন করিষ্যামি) ইতি যৎ মন্যসে (চিন্তয়সি) তে (তব) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়ঃ) মিথ্যা এব [যস্মাৎ] প্রকৃতিঃ (ক্ষাত্রস্বভাবঃ) ত্বাং নিযোক্ষ্যতি (যুদ্ধে-প্রবর্ত্তয়িষ্যতি) ॥ ৫৯ ॥

প্রতিশব্দ।—অহঙ্কারকে আশ্রয়-করিয়া যুদ্ধ-করিব না, ইহা যাহা মনে-করিতেছ, তোমার ব্যবসায় মিথ্যাই, [কারণ] স্বভাব তোমাকে নিয়োগ করিবে ॥ ৫৯ ॥

ব্যাখ্যা।—তুমি অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এইরূপ যাহা মনে করিতেছ, তাহা তোমার মিথ্যা ব্যবসায়; কারণ প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষাত্রস্বভাব তোমাকে এই যুদ্ধ ব্যাপারে নিয়োগ করিবে ॥ ৫৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইদঞ্চ ত্বয়া ন মন্তব্যং স্বতন্ত্রোঽহং কিমর্থং পরোক্তং করিষ্যামীতি যদি চেত্ত্বমহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি ন যুদ্ধং করিষ্যামীতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোষি মিথ্যৈব ব্যবসায়োনিশ্চয়স্তে তব, যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

আনন্দগিরি।—স্বাতন্ত্র্যে সতি ভীতেরবকাশো নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ইদঞ্চেতি। ইতশ্চ ত্বয়া যুদ্ধাৎ বৈমুখ্যং কর্ত্তুমুচিতমিত্যাহ মিথ্যেতি ॥ ৫৯ ॥

রামানুজ।—যদিতি। যদহংকারমাত্মনি হিতাহিতজ্ঞানে স্বাতন্ত্র্যাভিমানমাশ্রিত্য মন্নিয়োগমনাদৃত্য নযোৎস্য ইতি মন্যসে এষতে স্বাতন্ত্র্যব্যবসায়ো মিথ্যা ভবিষ্যতি। যতঃ প্রকৃতিস্ত্বাং যুদ্ধে নিযোক্ষ্যতি মৎস্বাতন্ত্র্যোদ্বিগ্নমনসং ত্বাম্ অজ্ঞং প্রকৃতির্নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

পাঠান্তর।—মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে।

হনুমান।—যদ্যহঙ্কারমাশ্রিত্যমদ্বচনং অশ্রুত্বায় অহমেব সর্ব্বশাস্ত্রাবিদিতি মত্বা নযোৎস্য ইতি মন্যসে মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি তবৈষ নিশ্চয়োমিথ্যা বিতথীভূতঃ যতঃ প্রকৃতিঃস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ৫৯॥

শ্রীধর।—কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি নতু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ যদহঙ্কারমিতি। মদুক্তমনাদৃত্য-কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি যন্মন্যসে ত্বমধ্যবস্যসি এষ তব ব্যবসায়োমিথ্যৈবাস্বতন্ত্রত্বাত্তব, তদেবাহ প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব॥ ৫৯॥

বলদেব।—যদ্যপি ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধম্ এব ধর্ম্মস্তথাপি গুরুবিপ্রাদিবধহেতুকাৎ পাপাদ্ভীতস্য মে ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি কৃত্যাকৃত্যবিজ্ঞাতৃত্বাভিমানমহঙ্কারমাশ্রিত্য নাহং যোৎস্য ইতি যদি ত্বং মন্যসে তর্হি তবৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়ো মিথ্যা নিষ্ফলো ভাবী। প্রকৃতির্ম্মায়া রজোগুণাত্মনা পরিণতা মদ্বাক্যাবহেলিনং ত্বাং গুর্ব্বাদিবধে নিমিত্তে যুদ্ধে নিয়োক্ষ্যতি প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব॥ ৫৯॥

মধুসূদন। ত্বঞ্চ অহঙ্কারং ধার্ম্মিকোঽহং ক্রূরং কর্ম্ম ন করিষ্যামীতি মিথ্যাভিমানমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি মন্যসে যৎ মিথ্যা নিষ্ফল এষ ব্যবসায়োনিশ্চয়স্তে তব, যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষত্রজাত্যারম্ভকোরজোগুণস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি প্রেরয়িষ্যতি যুদ্ধে॥ ৫৯॥

নীলকণ্ঠ।—স্বতন্ত্রোঽহং ত্বদুক্তং ন করিষ্যামি ইত্যাশঙ্ক্যাহ যদিতি। যৎ যদি অহঙ্কারং গর্ব্বমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে যুদ্ধং ন করিষ্যে ইতি মন্যসে এষ তে তব ব্যবসায়ো নিশ্চয়োমিথ্যা যতঃ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি। "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতী"তি চোক্তম্॥ ৫৯॥

বিশ্বনাথ।—ননু ক্ষত্রিয়স্য মম যুদ্ধমেব পরোধর্ম্মঃ তত্র বন্ধুবধপাপাদ্ভীত এব প্রবর্ত্তিতুং নেচ্ছামীতি তত্র সতর্জ্জনমাহ যদহমিতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ। অধুনা ত্বং মদ্বচনং ন মানয়সি যদাতু মহাবীরস্য তব স্বাভাবিকো যুদ্ধোৎসাহো দুর্ব্বার এব উদ্ভবিষ্যতি তদা যুধ্যমানঃ স্বয়মেব ভীষ্মাদীন্ গুরূন্ হনিষ্যন্‌ময়া হসিষ্যসে ইতি ভাবঃ॥ ৫৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে কেবল ভগবচ্চিত্ততা হেতু অনায়াসে মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে, এই তত্ত্ব প্রদর্শিত হইল। তথাপি আশঙ্কা হইতে পারে যে, অর্জ্জুন যদি মনে করেন আমি আত্মীয় ও জ্ঞাতিবধরূপ দুষ্কর্ম্ম সাধন করিয়া পরমং ফলও প্রার্থনা করি না, তাহারই উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে।

হে অর্জ্জুন। তুমি অহঙ্কারে বিকলচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পার, আপনাকে তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানী মনে করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয় কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পার, এবং যুদ্ধাদি কর্ম্ম হিংসা-

প্রধান বুঝিয়া তত্তাবৎ পরিহার করিতে পার। কিন্তু হে ভ্রান্ত! তোমার বিবেচনা করা উচিত যে, এ সংসারে তোমার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা কিছুই নাই! তুমি রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই প্রকৃতিজ গুণ তোমাকে স্বতঃ যুদ্ধাদি কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করা, তাহার শাসন অতিক্রম করা কখনই সম্ভব নহে। অতএব তোমার যে অহঙ্কারমূলা বুদ্ধি, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তোমার সঙ্কল্পিত ব্যবসায়ও তোমার পক্ষে অযোগ্য। তোমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণোচিত ব্যবসায় কখনই তোমার অবলম্বনীয় নহে। অতএব আমার বাক্যে অবহেলা না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর ॥ ৫৯ ॥

—ঃ০ঃ—

স্বভাবজেন কৌন্তেয়! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! স্বভাবজেন (পূর্ব্বসংস্কারজেন) স্বেন (স্বকীয়েন) কর্ম্মণাঃ নিবদ্ধঃ (নিয়ন্ত্রিতঃ) [ত্বং] মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যৎ (যুদ্ধং) কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি (প্রবর্ত্তয়সি) অবশঃ (পরবশঃ) অপি (এব) তৎ করিষ্যসি ॥ ৬০ ॥

প্রতিশব্দ।—হে কৌন্তেয়! স্বভাব-জাত স্বীয় কর্ম্ম-দ্বারা চালিত [তুমি] মোহ-হেতু যাহা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা-করিতেছ না, পরবশ [হইয়া] ই তাহা করিবে ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কুন্তীনন্দন! ক্ষত্রিয়-স্বভাবজ শৌর্য্যাদি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া তুমি এক্ষণে যে যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ না, শেষে স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তোমাকে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৬০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাচ্চ স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা কৌন্তেয়! যথোক্তেন নিবদ্ধো নিশ্চয়েন বদ্ধঃ স্বেনাত্মীয়েন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম্ম মোহাদবিবেকতঃ করিষ্যস্যবশোঽপি পরবশ এব তৎ কর্ম্ম যস্মাৎ॥ ৬০॥

আনন্দগিরি। যস্মাচ্চেতি। (২) স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধস্ত্বমিতি সম্বন্ধঃ। (১) ইতশ্চ ত্বয়া যুদ্ধাদি বৈমুখ্যেপি কর্ত্তব্যমেবেত্যাহ যস্মাদিতি। ৬০॥

রামানুজ।—তদুপপাদয়তি স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজং হি ক্ষত্রিয়স্য কর্ম্ম শৌর্য্যং স্বভাবজেন শৌর্য্যাখ্যেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ তত এবাবশঃ পরৈর্দ্ধর্ষণমসহমানঃ ত্বমেব তদ্যুদ্ধং করিষ্যসি যদিদানীং মোহাদজ্ঞানাৎ কর্ত্তুং নেচ্ছসি॥ ৬০॥

হনুমান।—স্বভাবজেন স্বভাবসিদ্ধেন নিবদ্ধঃ নিয়োগতঃ বদ্ধঃ সন্ স্বেনাত্মীয়েন কর্ম্মণা ক্রিয়য়া কর্ত্তুং নির্বর্ত্তয়িতুং নেচ্ছসি ত্বং যৎ স্বভাবসিদ্ধং কর্ম্ম॥ ৬০॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি অবশঃ অপি সংস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব॥ ৬০॥

বলদেব।—উক্তমুপপাদয়তি স্বভাবেতি। যদি ত্বং মোহাদজ্ঞানান্মদুক্তমপি যুদ্ধং কর্ত্তুং নেচ্ছসি তদা স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা শৌর্য্যেণ মন্মায়োদ্ভাসিতেন নিবদ্ধোঽবশস্তৎ করিষ্যসি॥ ৬০॥

মধুসূদন।—প্রকৃতিং বিবৃণোতি স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজেন পূর্ব্বোক্তক্ষত্রিয়-স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা স্বেনানাগন্তুকেন কর্ম্মণা নিবদ্ধো বশীকৃতস্ত্বং হে কৌন্তেয়। বন্ধুবধাদি-নিমিত্তং যুদ্ধং মোহাৎ স্বতন্ত্রোঽহং যথেচ্ছামি তথা সম্পাদয়িষ্যামীতি ভ্রমাৎ কর্ত্তুং নেচ্ছসি তদবশোঽপি অনিচ্ছন্নপি স্বাভাবিককর্ম্মপরতন্ত্রঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রশ্চ করিষ্যস্যেব॥ ৬০॥

নীলকণ্ঠ।—প্রকৃতিস্ত্বাংনিযোক্ষ্যতীত্যেতদেব ব্যাচষ্টে স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজেন পূর্ব্বোক্তেন শৌর্য্যাদিনা অবশোঽপি পরবশ এব তৎকরিষ্যসি॥ ৬০॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমেবার্থং বিবৃণোতি স্বভাবেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বে হেতুঃ পূর্ব্বসংস্কারঃ তস্মাৎ জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা নিবদ্ধো যন্ত্রিতঃ॥ ৬০॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কর্ম্মত্যাগ না করিয়াও কেবল ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। অপিচ কর্ম্মত্যাগ বিষয়ে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ অধিকারী নহে। বর্ত্তমান শ্লোকে তিনি সেই ভাব পরিস্ফুট করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্ম করিব না বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে না। কেন না দুশ্ছেদ্য কর্ম্মসূত্রে প্রারব্ধ

কর্ম্মবশে তুমি আবদ্ধ হইয়া আছ। এই কর্ম্মবন্ধন তোমার স্বভাবজ; অর্থাৎ জন্মকাল হইতেই এই কর্ম্মাধীনতা তোমাকে অধিকার করিয়াছে এবং চিরদিনই অধিকার করিয়া থাকিবে। স্বকীয় জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে তোমার উপযুক্ত বর্ণে জন্ম হইয়াছে। সেই বর্ণোচিত কর্ম্মসাধনে তুমি বাধ্য। যদি তুমি মোহ-পরবশ হইয়া অথবা অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া আপনাকে ব্যবস্থাপক বলিয়া মনে কর এবং এই স্বভাবজ নিয়মের ব্যভিচার করিয়া বর্ণোচিত কর্ম্মসাধনে বিরত হও, তাহা হইলে হে ভ্রান্ত! তুমি কখনই আপনার সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইবে না; তোমাকে অবশ্যই হতাশ ও ভগ্ন-মনোরথ হইয়া কর্ম্মসূত্রের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। কারণ অবশ হইয়া অর্থাৎ স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্রতা পরিশূন্য হইয়া তোমাকে নিশ্চয়ই কর্ম্মস্রোতে ভাসমান হইতে হইবে এবং বর্ণোচিত কর্ম্মনিষ্ঠার অনুসরণ করিতে হইবে। অতএব ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি যদি মোহপরবশ হইয়া শত্রু সংহারাদি কার্য্যে বিমুখ হও, তাহা হইলেও অবশভাবে আমার মায়া ও ব্যবস্থাপ্রভাবে অবশ্যই ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যসাধনে তোমাকে বিনিযুক্ত হইতেই হইবে।

পূর্ব্বে বর্ণোচিত সহজ কর্ম্মের বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। এতৎ সহ তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ৬০ ॥

——(ঃ০ঃ)——

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

অন্বয়।—হে অর্জ্জুন। ঈশ্বরঃ (অন্তর্যামী) মায়য়া (স্বশক্ত্যা) যন্ত্রারূঢ়ানি (দেহযন্ত্রস্থাপিতানি) সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (পরিচালয়ন্) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে (হৃদয়প্রদেশে) তিষ্ঠতি ॥ ৬১ ॥

প্রতিশব্দ।—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মায়া-দ্বারা দেহ-রূপ-যন্ত্র-স্থাপিত সকল-জীবকে চালিত-করিতে-করিতে সকল-জীবের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা এই দেহ-যন্ত্রস্থিত ভূতবর্গকে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করিয়া জীবগণের হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ৬১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ঈশ্বরঃ ঈশনশীলোনারায়ণঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশেঽর্জ্জুন। শুক্লান্তরাত্মস্বভাবো বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইতি "অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চে"তি দর্শনাৎ তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে, স কথন্তিষ্ঠতীত্যাহ ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানীব যন্ত্রাণ্যারূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতি ইবশব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যো যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ন্ তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৬১ ॥

আনন্দগিরি।—অর্জ্জুনশব্দস্যোক্তার্থত্বে শ্রুতিমুদাহরতি অহশ্চেতি। "অহশ্চ কৃষ্ণমহ-রর্জ্জুনঞ্চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ" ইত্যত্র কিঞ্চিদহস্তাবৎ কৃষ্ণমস্বচ্ছকলুষিতমিব লক্ষ্যতে কিঞ্চিৎ পুনরহরর্জ্জুনমতিস্বচ্ছং শুদ্ধভাবমুপলভ্যতে এবমর্জ্জুনশব্দস্য শুক্লশব্দপর্য্যায়তয়া প্রয়োগ-দর্শনাদুক্তার্থত্বমুচিতমিত্যর্থঃ। যন্ত্রারূঢ়ানীবেতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ ইবশব্দইতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি যথেতি। দারুময়ানি যন্ত্রাণি যথা লৌকিকো মায়াবী মায়য়া ভ্রাময়ন্বর্ত্ততে তথেশ্ব-রোঽপি সর্ব্বাণি ভূতানি ভ্রাময়ন্নেব হৃদয়ে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

রামানুজ।—সর্ব্বং হি ভূতজাতং সর্ব্বেশ্বরেণ ময়া পূর্ব্বকর্ম্মানুগুণ্যেন প্রকৃত্যনুবর্ত্তনে নিয়মিতং তৎ শৃণু ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বরঃ সর্ব্বনিয়মনশীলো বাসুদেবঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে সকলপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিমূলজ্ঞানোদয়দেশে তিষ্ঠতি। কথং কিং কুর্ব্বংস্তিষ্ঠতি যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ স্বেনৈব নির্ম্মিতং দেহেন্দ্রিয়াবস্থং প্রকৃত্যাখ্যং যন্ত্রমারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি স্বকীয়য়া সত্ত্বাদিগুণময্যা মায়য়া গুণানুগুণম্ প্রবর্ত্তয়ংস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বমপ্যেতদুক্তং। "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো। মত্তঃ স্মৃতির্জ্জ্ঞানমপোহনং চ। মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্তত" ইতি চ। শ্রুতিশ্চ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নি" ত্যাদিকা ॥ ৬১ ॥

হনুমান্।—ঈশ্বরো বাসুদেবঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়পুণ্ডরীকে অর্জ্জুনঃ শুক্লং নির্ম্মলমন্তঃকরণং যস্য সোঽপি তৎসম্বন্ধাদর্জ্জুনঃ হে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি সন্নিধত্তে যথা কশ্চিৎ কুম্ভকারো দারুচক্রযন্ত্রারূঢ়ান্ ভ্রাময়তি এবং সর্ব্বপ্রাণিনঃ অহং শয়ানোঽহমাসীনোঽহং স্থিতোঽহং জাতোঽহং ক্ষীণোঽহমিত্যেবং প্রত্যয়ৈঃ শারীরাখ্যং যন্ত্রমারূঢ়ানি ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতীতি বিপ্রকৃষ্টেন সম্বন্ধঃ ॥ ৬১ ॥

শ্রীধর।—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কর্ম্মপারতন্ত্র্যং চোক্তং ইদানীং স্বমতমাহ ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতানাং হৃন্মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি, কিম্ কুর্ব্বন্, সর্ব্বানি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্, যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ, যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি

ভূতানি দেহাভিমানিনোজীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ, তথাচ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্র, "একোদেবঃ সর্ব্ব ভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চে"তি। অন্তর্যামিব্রাহ্মণঞ্চ, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরোযময়তি যম্ আত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং এষ তে আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

বলদেব।—বিজ্ঞাতৃত্বাভিমানিনমিবালক্ষ্যার্জ্জুনমত্যাজ্যত্বাদ্বিধান্তরেণোপদিশতীশ্বর ইতি দ্বাভ্যাং। হে অর্জ্জুন ত্বং চেৎ স্বং বিজ্ঞং মন্যসে তর্হ্যন্তর্যামিব্রাহ্মণাত্বয়া জ্ঞাতো য ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি মায়য়া স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্ সন্ সর্ব্বভূতানি বিশিনষ্টি যন্ত্রেতি। যৎ কর্ম্মানুগুণং মায়ানির্ম্মিতং দেহেন্দ্রিয়প্রাণলক্ষণং যন্ত্রং তদারূঢ়ানি। রূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে। যথা সূত্রধারো দারুযন্ত্রারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি ভ্রাময়ন্তি তদ্বৎ ॥ ৬১ ।

মধুসূদন।—স্বভাবাধীনতামুক্ত্বেশ্বরাধীনতাং বিবৃণোতি ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর ঈশনশীলোনারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্যামী "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোযং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরোযময়তি যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেহপিবা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধঃ। সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হৃদ্দেশেহন্তঃকরণে তিষ্ঠতি সর্ব্বব্যাপকোহপি তত্রাভিব্যজ্যতে সপ্তদ্বীপাধিপতিরিব রাম উত্তরকোসলেষু হে অর্জ্জুন! হে শুক্ল! শুদ্ধান্তঃকরণ! এতাদৃশমীশ্বরং ত্বং জ্ঞাতুং যোগ্যোহসীতি দ্যোত্যতে কিং কুর্ব্বংস্তিষ্ঠতি ভ্রাময়ন্ ইতস্ততশ্চালয়ন্ সর্ব্বভূতানি পরতন্ত্রাণি মায়য়া ছদ্মনা যন্ত্রারূঢ়ানীব সূত্রসঞ্চারাদিযন্ত্রমারূঢ়ানি দারুনির্ম্মিতপুরুষাদীন্যত্যন্তপরতন্ত্রাণি যথা মায়াবী ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থশেষঃ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—কোহসৌ পরো যদ্বশেহহমস্মীত্যত আহ ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর ঈশনশীলোহন্তর্যামী পৃথিব্যাদীনামস্মাকঞ্চ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে বুদ্ধিগুহায়াং সর্ব্বপ্রাণিপ্রবর্ত্তকস্তিষ্ঠতি, কীদৃশঃ সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ ঊর্দ্ধাধোমার্গেষু সঞ্চারয়ন্ কাষ্ঠপুত্তলিকাইব সূত্রধারঃ যন্ত্রারূঢ়ানি যন্ত্রমিব যন্ত্রম্ উৎক্রমণাদিসাধনং সর্ব্বপ্রাণাদ্যাত্মকং লিঙ্গং তদারূঢ়ানি মায়য়া স্বশক্ত্যা ভ্রাময়ন্নিতি সম্বন্ধঃ, হে অর্জ্জুন শুক্ল! বিশুদ্ধান্তঃকরণ! সে নেশ্বরোহসীতিভাবঃ। অত্রাহঙ্কারপূর্ব্বকং যঃ কর্ম্ম করোতি যশ্চ ঈশ্বরপরবশোহহঙ্করোমীতি বুদ্ধ্যা করোতি তয়োরত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থো মন্ত্রো ভাষ্যে উদাহৃতঃ, "অহশ্চকৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চ বিবর্ত্ততে রজসী বেদ্যাভি" রিতিভারদ্বাজার্ষং অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনঞ্চেত্যাগ্নিমারুতস্য প্রতিপদিতি ব্রাহ্মণেন আগ্নিমারুতে শস্ত্রে বিনিযুক্তো প্রথমে মুমুক্ যস্মিন্ দিবসে সোমঃ সূয়তে যাগার্থং তদেব জন্মসাফল্যদিনং মুখ্যমহঃশব্দবাচ্যম্ অন্যত্তু দিনমেব নিষ্ফলত্বাৎ। তথাচ স্মৃতিঃ "দশভির্জন্মভির্ব্বেদা আধানং শতজন্মভিঃ। সহস্রৈর্জন্মভিঃ সোমং ব্রাহ্মণঃ পাতুমর্হতী"তি সোমযাগস্য দৌর্লভ্যং দর্শয়তি। তদয়মহঃশব্দঃ কালবচনোহপি সৌম্যে কর্ম্মণি বর্ত্ততে যথা দর্শপৌর্ণমাসশব্দৌ। তত্রৈবং সতি অহঃযাগঃ কৃষ্ণম্ অবিদুষা কৃতমপ্রকাশমিব ভবতি তথাহরর্জ্জুনং স্বচ্ছং তদেব বিদুষা কৃতং প্রকাশরূপমিব ভবতি

তে এতে উভে অপি বিদ্বদবিদ্বৎকৃতে অহনী রজসী প্রবৃত্তিরূপত্বাৎ রজোগুণকার্য্যে অপি বেদ্যাভির্বিদ্যাভিঃ কর্ম্মাঙ্গাববদ্ধোপাসনারূপা বা পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা বা অহঙ্করোমীত্যভিমানরূপা বা বিদ্যাবিজ্ঞানানি তাভির্বিবর্ত্তেতে বৈপরীত্যেন বর্ত্তেতে সোপাসনং কর্ম্ম শ্বেতং পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশকং বন্ধবিচ্ছেদহেতুঃ, মূঢ়কৃতং কর্ম্ম কৃষ্ণং স্বরূপাবরকং বন্ধহেতুরিত্যর্থঃ। তদেবং ভগবান্ পার্থ অর্জ্জুনেতি সম্বোধয়ন্ এতস্য স্বচ্ছান্তঃকরণত্বদ্যোতনেন শুক্লে ধর্ম্মেঽধিকারং দর্শয়তি ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ।—শ্লোকদ্বয়েন স্বভাববাদিনাং মতমুক্ত্বা স্বমতমাহ। ঈশ্বরোনারায়ণঃ সর্ব্বান্তর্যামী "যঃ পৃথিব্যাংতিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী-নবেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-মন্তরোযময়তি।" "যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎসর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপিবা। অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বংব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ"ইত্যাদি শ্রুতিপাদিত ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদি তিষ্ঠতি কিংকুর্ব্বন্ সর্ব্বাণি ভূতানি-মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়ন্ যথাসূত্রসঞ্চারাদিযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি পাঞ্চালিকারূপাণি সর্ব্বভূতানি মায়াবী ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা যন্ত্রারূঢ়াণি শরীরারূঢ়ান্ সর্ব্বজীবানিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে কর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্যের সাংখ্যমতানুযায়ী প্রকৃতি-পরতন্ত্রতা এবং স্বভাব-পরতন্ত্রতা পরিব্যক্ত করিয়া অধুনা শ্রীভগবান্ ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরম নিয়ামক ঈশ্বরের ক্ষমতাই অসাধারণ এবং তাঁহারই ব্যবস্থা অপ্রতিহত।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! যিনি সাংসারিক সকল ব্যাপারের কর্ত্তা, যাঁহার ব্যবস্থায় এই জগতের সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমানই ঈশ্বর। তিনি ভূত সমূহের হৃদয় গুহায় নিয়ত অবস্থিত। ভ্রান্ত জীবগণ অতি সন্নিকৃষ্ট আপনার দেহমধ্যস্থিত সেই পরম পুরুষকে দেখিতে পায় না। যাঁহাদিগের অন্তরাত্মা শুক্ল অর্থাৎ নির্ম্মল, কেবল সেই ভাগ্যবানেরাই আপনার হৃদ্দেশাবস্থিত পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। হে অর্জ্জুন! (৮৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) তুমি সতত নির্ম্মল কর্ম্মকারী; অতএব তুমি সেই ঈশ্বরদর্শনের অধিকারী। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে কেন অবস্থিত থাকেন? তদুত্তরে বক্তব্য যে, তিনি মায়াদ্বারা জীবগণকে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা সকলকে স্বস্ব পথে ভ্রমণ করাইবার নিমিত্ত সকলেরই হৃদ্দেশে অধিরূঢ় থাকেন। যন্ত্রে যেমন কাষ্ঠনির্ম্মিত পুত্তলিকাবিশেষ পরিস্থাপিত থাকিয়া এবং মায়াবি-রচিত সূত্রাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যন্ত্র বিঘূর্ণন করে, ঈশ্বরও

তদ্রূপে হৃদয়প্রদেশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বকীয় মায়া দ্বারা জীবগণকে পরিচালিত করেন। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, জীবগণের কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা নাই. সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই কর্ম্ম বিষয়ে প্রয়োজক। জীব অবশ ভাবে সেই কর্ম্ম সাধনে বাধ্য।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকস্থিত উপমা অববোধের নিমিত্ত একটী ইব শব্দ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

এতদুপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকাকৃদ্‌গণ নিম্নলিখিত শ্রুতি সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" (২৯৭২ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" (২৩২২ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" (২৬০০ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) "অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং" (২৩৩৯ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ৬১ ॥

——:০:*:০:——

তমেব শরণং গচ্ছ
সর্ব্বভাবেন ভারত !
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং
স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়।—হে ভারত! তম্ (ঈশ্বরম্) এব সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বাত্মনা) শরণং গচ্ছ (আশ্রয়) তৎপ্রসাদাৎ (ঈশ্বরানুগ্রহাৎ) পরাং (উত্তমাং) শান্তিং শাশ্বতং (নিত্যং) স্থানং (পদং) [চ] প্রাপ্স্যসি (লভিষ্যসি) ॥ ৬২ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত! সেই-ঈশ্বরকেই সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ-কর, তাঁহার-প্রসাদ-হেতু পরমা শান্তি [ও] নিত্য পদ প্রাপ্ত-হইবে ॥ ৬২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতকুলপ্রদীপ! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরকে আপনার আশ্রয়রূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি এবং শাশ্বত বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।— তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্ত্তিহরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা হে ভারত! ততস্তৎপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিং পরামুপরতিং স্থানঞ্চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্স্যসি শাশ্বতং নিত্যম্॥ ৬২ ॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রেরয়তি চেৎ প্রাপ্তং কৈবল্যার্থস্যাপি পুরুষকারস্যানর্থক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তমেবেতি। সর্ব্বাত্মনা মনোবৃত্ত্যা বাচা কর্ম্মণা চেত্যর্থঃ, ঈশ্বরস্যানুগ্রহাত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তাদিতিশেষঃ মুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানম্॥ ৬২ ॥

রামানুজ।—এতন্মায়ানিবৃত্তিহেতুমাহ তমেবেতি। যস্মাদেবং তস্মাত্তমেব সর্ব্বস্য প্রশাসিতারমাশ্রিতবাৎসল্যেন ত্বৎসারথ্যেঽবস্থিতমিত্থং কুর্ব্বিতি প্রশাসিতারং মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা শরণং গচ্ছানুবর্ত্তস্ব। অন্যথা তন্মায়য়া প্রেরিতেনাজ্ঞানেনৈব ত্বয়া যুদ্ধাদিকরণমবর্জ্জনীয়ং তথা সতি নষ্টো ভবিষ্যসি অতো মদুক্তপ্রকারেণ যুদ্ধাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। এবং কুর্ব্বাণো মৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং সর্ব্বকর্ম্মবন্ধোপশমনং শাশ্বতং চ স্থানং প্রাপ্স্যসি যদভিধীয়তে শ্রুতিশতৈ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। তে হনাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবা" ইত্যাদিভিঃ॥ ৬২॥

হনুমান্।—তমেব শরণং সকলদুঃখনিবারণম্ আশ্রয়ং গচ্ছ ভজস্ব সর্ব্বভাবেন সর্ব্বৈঃ সংকল্পৈরয়ং মমচাস্তি স্বামী অয়ং মম পোষকঃ অয়মেবাচার্য্য ইত্যেবমাদিভিস্তৎপ্রসাদাৎ তস্য শরণাগতবৎসলস্যানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিমুপরতিম্ অধিগম্য স্থানং বৈষ্ণবং প্রাপ্স্যসি গমিষ্যসি শাশ্বতং নিত্যম্॥ ৬২ ॥

শ্রীধর।—তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহংকারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

বলদেব।—তর্হি তমেবেশ্বরং সর্ব্বভাবেন কায়াদিব্যাপারেণ শরণং গচ্ছ। ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ তদিতি। পরাং শান্তিং নিখিলক্লেশবিশ্লেষলক্ষণাং। শাশ্বতং নিত্যং স্থানং চ। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্' ইত্যাদি শ্রুতিগীতং তদ্ধাম প্রাপ্স্যসি। স চেশ্বরোঽহমেব ত্বৎসখঃ "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট"ইত্যাদি মৎপূর্ব্বোক্তেঃ দেবর্ষ্যাদিসম্মতিগ্রাহিণা ত্বয়াপি পরং ব্রহ্ম পরং ধামেত্যাদিনা স্বীকৃতত্বাচ্চ বিশ্বরূপদর্শনে প্রত্যক্ষিতত্বাচ্চ। তস্মান্মদুপদেশে তিষ্ঠেতি॥ ৬২ ॥

মধুসূদন।—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানি পরতন্ত্রাণি প্রেরয়তি চেৎ প্রাপ্তং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রস্য সর্ব্বস্য পুরুষকারস্য চানর্থক্যমিত্যত্রাহ তমেবেতি। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারসমুদ্রোত্তরণার্থং গচ্ছ আশ্রয় সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা মনসা বাচা কর্ম্মণা চ হে ভারত! তৎপ্রসাদাত্তস্যৈবেশ্বরস্যানুগ্রহাত্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তাৎ পরাং শান্তিং সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিং স্থানঞ্চ অদ্বিতীয়স্বপ্রকাশপরমানন্দরূপেণাবস্থানং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

নীলকণ্ঠ।— তমেবেতি। তমেবেশ্বরং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা শরণমাশ্রয়ং গচ্ছ শ্রয়স্ব

তৎপ্রসাদাৎ তদনুগ্রহাৎ পরাং শান্তিম্ উপরতিং সমাধিমিতি যাবৎ। তথাচ সূত্রং "সমাধি-রীশ্বরপ্রণিধানাৎ" ইতি। স্থানঞ্চ পরং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি॥ ৬২॥

বিশ্বনাথ।—এতজ্‌জ্ঞাপন প্রয়োজনমাহ তমেবেতি। পরাং অবিদ্যাবিদ্যয়োর্নিবৃত্তিম্। ততশ্চ শাশ্বতং স্থানং বৈকুণ্ঠম্। ইয়মন্তর্যামিশরণাপত্তিরন্তর্যাম্যুপাসকানামেব ভগবদুপাসকানান্তু ভগবচ্ছরণাপত্তিরগ্রে বক্ষ্যতে এবেতি কেচিদাহুঃ। অন্যস্তু যো মদিষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স এব মদ্গুরুর্মাং ভক্তিযোগং তদনুকূলং হিতশ্চোপদেশমুপদিশতি চ, তমহং শরণম্ প্রপদ্যে। তথা কৃষ্ণ এব মদন্তর্যামী সোঽপি মাং তত্র তত্র প্রবর্ত্তয়তু তঞ্চাহং শরণং প্রপদ্যে ইত্যনিশং ভাবয়তি। যদুক্তম্ উদ্ধবেন। "নৈবোপযান্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মাদয়োঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তী" তি॥ ৬২॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে ঈশ্বরতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইতেছে যে, ঈশ্বরের অনুকম্পায় পরম ফল লব্ধ হইবে।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী তথা শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ভারত! অর্থাৎ ভরতকুলাবতংস অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশাধিরূঢ় যে ঈশ্বরতত্ত্ব তোমার নিকট পরিব্যক্ত করিলাম, তুমি তাঁহারই শরণাগত হও। তাঁহাকেই একমাত্র শরণ্য, নিয়ামক, কর্ত্তা ও শাসকজ্ঞানে তুমি কায়, মন ও বাক্য সকলই তাঁহারই উদ্দেশে নিয়োজিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ কর। এইরূপ হইলে অনায়াসেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে সক্ষম হইবে, এবং সেই প্রসন্নতাবলে তুমি পরাশান্তি অর্থাৎ বিষয়োপরতি লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইবে, অপিচ শ্রীবিষ্ণুর পরম ধামরূপ পরমপদ তুমি প্রাপ্ত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যে মায়ার কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহার নিবারণের উপায় এক্ষণে কথিত হইতেছে। এইরূপ মায়ার শাসন অতিক্রম করিবার নিমিত্ত তুমি সকলের শাসয়িতা, আশ্রিতবাৎসল্য হেতু তোমার সারথিরূপে অবস্থিত' 'এইরূপ কর' ইত্যাদি রূপে উপদেষ্টা আমাকে সর্ব্বভাবে অনুবর্ত্তন কর। এইরূপ না করিলে সেই মদীয় মায়া-প্রেরিত অজ্ঞানপ্রভাবে যুদ্ধাদি কার্য্য পরিবর্জ্জন করিতে পারিবে না। এরূপ অনুষ্ঠানে তুমি নষ্ট হইবে। অতএব আমি যেরূপ প্রণালী বলিয়াছি, তদনুসারে যুদ্ধাদি কর। এইরূপ করিলে ভগ-

বানের প্রসাদে তোমার সর্ব্বকর্ম্মবন্ধন উপশম হইবে, এবং তুমি শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। বহু শ্রুতি সেই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" (১৫৫০ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তে হ নাকং মহিমানং সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।" (১৮১৪ পৃষ্ঠার পুরুষ সূক্তের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি।

এতদুপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ "পরা শান্তি" শব্দের "সমাধি" এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত বেদান্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।" (পাতঞ্জলদর্শন সাধনপাদ ৪৫ সূত্র) ইহার ভাবার্থ যথা; ঈশ্বরপ্রণিধান ঘটিলে অর্থাৎ সম্যক্ রূপে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে কেবল ঈশ্বরানুগ্রহ বলেই সাধানান্তর ব্যতীতও সমাধি অর্থাৎ ঈশ্বরে চিত্তনিবেশরূপ যোগের পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তি-জনিত যে শান্তি লাভ করা যায়, তাহাই পরা। এইরূপ পরা শান্তি লাভের পর বৈকুণ্ঠ (১৪১৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রাপ্তি ঘটে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যাহারা অন্তর্যামীর শরণাগত তাহাদেরই এই ফল হয়, আর যাঁহারা ভগবচ্ছরণাগত, তাঁহাদের পরিণাম পরে বিবৃত হইতেছে। অন্যেরা বলিয়া থাকেন, যিনি মদিষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আমার গুরু *

* গুরু।—গুরু শব্দার্থ যথা; "গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফো পাপস্য দাহকঃ। উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ;" অর্থাৎ গকার সিদ্ধিদায়ক, রেফ পাপনাশক এবং উকার শম্ভু; এই ত্রিতয়াত্মক গুরুশব্দার্থ। "গকারাজ্ জ্ঞানসম্পত্তী রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃস্মৃতঃ॥" অর্থাৎ গকার হইতে জ্ঞানসম্পত্তি বৰ্দ্ধিত হয় রেফ পাপের দহন করে এবং উকার হইতে শিবতাদাত্ম্য লব্ধ হয়। "গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দ স্তন্নিরোধকঃ। অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ গুশব্দে অন্ধকার এবং রুশব্দ অন্ধকার-নিরোধক; যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, তিনিই গুরু। (তন্ত্রার্ণব) "শান্তোদান্তঃ কুলানশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্। শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্। আশ্রমী ধ্যান-নিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥" অর্থাৎ যিনি শমদমাদি গুণসম্পন্ন কুলীন অর্থাৎ কৌলাচার সম্পন্ন, বিনয়ী, শুদ্ধ বেশধারী, শুদ্ধাচারনিষ্ঠ, যশস্বী, শুচি, ক্রিয়াদক্ষ, সুবুদ্ধিশালী, গৃহস্থাদি আশ্রমস্থিত, ধ্যানপরায়ণ, মন্ত্রতন্ত্রপারদর্শী এবং নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত গুরু নামে অভিহিত। ইহাই গুরুর লক্ষণ। অপিচ, "দৈবতো-পাসকঃ শান্তো বিষয়েম্বপি নিস্পৃহঃ। তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রানাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ। পুরশ্চরণকৃদ্ধোম্-মন্ত্রসিদ্ধি প্রয়োগবিৎ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।" (অগস্ত্যসংহিতা) অর্থাৎ যিনি দেবতোপাসক, শান্ত, বিষয়ভোগে নিস্পৃহ, তত্ত্বজ্ঞানী, যন্ত্রমন্ত্রের রহস্যজ্ঞ, পুরশ্চরণসম্পন্ন,

তিনিই আমাকে ভক্তিযোগ এবং তদনুকূল হিতকর উপদেশ সমূহ প্রদান করিয়া থাকেন। আমি তাঁহারই শরণাগত। তাঁহারা নিরন্তর এইরূপ

হোমমন্ত্র দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যিনি তপোনিষ্ঠ, সত্যবাদী এবং গৃহস্থ, তিনিই গুরু নামে অভিহিত। "পরিচর্য্যা যশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি। কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বসংশয়সংছেত্তানলসোগুরুরাহৃতঃ।" (বিষ্ণুস্মৃতি) অর্থাৎ যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা যশ এবং অর্থাদি লাভে ইচ্ছুক নহেন, যিনি কৃপালু, সর্ব্বজীবের উপকারী, সকল বিষয়েই স্পৃহাশূন্য, মন্ত্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সর্ব্বসংশয়ের ছেদনকারী এবং আলস্যরহিত, তিনিই গুরুপদবাচ্য। যিনি যেরূপ আশ্রমে অবস্থিত এবং যে মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি তদনুযায়ী গুরু করিবেন। যথা ; "উদাসীনোহ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ। যতীনাঞ্চ যতিঃপ্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী। বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ। শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ। পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পিতৃব্যো মাতুলস্তথা। যেনোপদিষ্টস্তন্ত্রেঽস্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ। নচ বালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথা॥" (কুলচূড়ামণি) অর্থাৎ উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী বনবাসীকে, যতি যতিকে, গৃহী গৃহস্থকে গুরু করিবেন। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব, শিব মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি শৈব এবং শক্তিমন্ত্রোপাশক শাক্ত গুরু নির্দ্ধারণ করিবেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য অথবা মাতুল ইহাঁদের মধ্যে যিনি মন্ত্রাপদেশ করেন তাঁহাকেই গুরুবোধে উপাসনা করিবে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ, এবং কৃশ ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। সর্ব্বপ্রকার গুরুর মধ্যে গৃহস্থ গুরুই প্রশস্ত। শাস্ত্রে কথিত আছে, "কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ। দৈবে পৈত্রেঽরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ।" অর্থাৎ পুত্রকলত্রসম্পন্ন, দয়াশীল, গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণই প্রশস্ত গুরু। গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করা অনুচিত। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাং। প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।" অর্থাৎ গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধিঃ, মন্ত্রে অক্ষর বুদ্ধি, এবং প্রতিমাতে শিলাজ্ঞান করিলে মানব নরকে গমন করে ; "গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যদেবতাং। স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ।" অর্থাৎ সম্মুখে গুরু থাকিতে যে অজ্ঞ ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে সে নরকগামী হয় এবং তৎকৃত পূজাও নিষ্ফল হইয়া থাকে। "শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ। কুনখঃ শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোঽধিকাঙ্গকঃ। এতৈর্দ্দোষৈর্ব্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ।" (ক্রিয়াসারসমুচ্চয়) অর্থাৎ যিনি শ্বিত্রীরোগবিশিষ্ট, গলিতকুষ্ঠ রোগী, নেত্রপীড়াযুক্ত, খর্ব্বকায়, যিনি কুনখী, শ্যাবদন্ত (দন্তদ্বয়ের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র দন্তকে শ্যাবদন্ত বলে), স্ত্রীসঙ্গপরায়ণ, অধিকাঙ্গবিশিষ্ট বা হীনাঙ্গ, যিনি কপটাচারী, রুগ্ন, বহুভোজী এবং বাচাল তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত নহেন। যিনি এই সমস্ত দোষশূন্য তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করা কর্ত্তব্য। "গুরোর্ব্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা। বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন।" অর্থাৎ শিষ্য, গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র, ছায়া কখনও উল্লঙ্ঘন করিবে না। "ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং। ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন।" (রুদ্রজামল) অর্থাৎ শিষ্য হইয়া কখনও গুরুর সহিত ঋণদান বা ঋণগ্রহণ এবং ক্রয় বিক্রয় করিবে না। আপনার অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠকে গুরু করা নিষেধ। গুরুমাহাত্ম্য বিস্তাররূপে এস্থলে বর্ণনা করা অনাবশ্যক। নিম্নলিখিত মন্ত্রত্রয় হইতেই তন্মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত হইবে। "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" অপিচ, "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য

চিন্তা করিয়া থাকেন, কৃষ্ণই আমার অন্তর্যামী, তিনিই আমাকে তত্তদ্‌-বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করেন, আমি তাঁহারই শরণাগত। ভক্তোত্তম উদ্ধবও বলিয়াছেন, "নৈবোপযান্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদং স্মরন্তঃ। যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥" (ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২৯ অধ্যায় ৬ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, পরমানন্দ প্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ কবিগণ ভগবানের কৃত উপকার সমূহ স্মরণ করিয়া তৎপদে আত্মনিবেদন ভিন্ন আর কোনরূপেই আপনাকে অঋণী বলিয়া মনে করেন না, কারণ ভগবান্ বাহিরে আচার্য্যরূপে উপদেশ দান করিয়া এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে প্রেরণা করিয়া জীবগণের বিয়ষ বাসনারূপ অশুভ নাশ করতঃ স্বীয়গতি প্রদান করেন ॥ ৬২ ॥

—ঃ০ঃ০ঃ০ঃ—

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—ইতি (ইত্থং) তে (তুভ্যং) গুহ্যাৎ (গোপ্যাৎ) গুহ্য-তরং (অতি গোপনীয়ং) জ্ঞানং ময়া আখ্যাতম্ (উপদিষ্টম্) এতৎ অশেষেণ বিমৃশ্য (আলোচ্য) যথা ইচ্ছসি, তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

প্রতিশব্দ।—এইরূপ তোমাকে গুহ্য-হইতে গুহ্যতর জ্ঞান আমার কর্ত্তৃক উপদিষ্ট-হইল, ইহা সম্যক্ আলোচনা-করিয়া যেরূপ ইচ্ছা-হয় সেইরূপ কর ॥ ৬৩ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি এইরূপ গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা হয় তুমি সেইরূপ কার্য্য কর ॥ ৬৩ ॥

জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" অপিচ, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুর্গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" উদ্ধৃত মন্ত্রত্রয়ের ভাবার্থ এই যে, যাঁহার প্রসাদে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরমাত্মা পরিদৃষ্ট হন, সেই শ্রীগুরুর পদে নমস্কার। জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি অজ্ঞানতিমিরে অন্ধপ্রায় জীবের নবচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই শ্রীগুরুর পদে নমস্কার। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর এবং গুরুই পরমব্রহ্ম; এতাদৃশ শ্রীগুরুর পদে নমস্কার। (গুরুধ্যান ও পূজাদি গুরুগীতায় দ্রষ্টব্য)

শঙ্করাচার্য্য।—ইত্যেতত্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতাং কথিতং গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ গুহ্যতরং অতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ, ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ বিমৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃত্বৈতস্থথোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্থজাতং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

আনন্দগিরি।—শাস্ত্রমুপসংহর্ত্তুমিচ্ছন্নাহ ইতি তে জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং করণব্যুৎপত্ত্যা গীতাশাস্ত্রং, যথেচ্ছসি তথা কুরু, জ্ঞানং কর্ম্ম[illegible]দিষ্টং তদনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

রামানুজ।—ইতি তে জ্ঞানমিতি। ইত্যেবং তে মুমুক্ষুভিরধিগন্তব্যং জ্ঞানং সর্ব্বস্মাদ্ গুহ্যাদ্গুহ্যতরং কর্ম্মযোগবিষয়ং(জ্ঞানযোগবিষয়ং)ভক্তিযোগবিষয়ঞ্চ সর্ব্বমাখ্যাতং। এতদশেষেণ বিমৃশ্য স্বাধিকারানুরূপং যথেচ্ছসি তথা কুরু। কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগং বা যথেষ্ট-মাতিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

হনুমান।—ইতি ইত্থং তে তব জ্ঞানং ব্রহ্মসম্বোধলক্ষণাখ্যাতং কথিতং, গুহ্যতরং রহস্যতরং বিমৃশ্য বিচার্য্য এতদশেষেণ সাকল্যেন যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধর।—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টং, কথম্ভূতং গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদি-জ্ঞানাদপি গুহ্যতরং এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহোনিবর্ত্তিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

বলদেব।—শাস্ত্রমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকং জ্ঞানং গীতাশাস্ত্রং। জ্ঞায়ন্তে কর্ম্মভক্তিজ্ঞানান্যনেনেতি নিরুক্তেঃ। তন্ময়া তে তুভ্যমাখ্যাতং সংপ্রোক্তং। গুহ্যাদ্রহস্য-মন্ত্রাদিশাস্ত্রাদ্গুহ্যতরমতি গোপ্যম্। এতচ্ছাস্ত্রমশেষেণ সামস্ত্যেন বিমৃশ্য পশ্চাদ্যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে তব মোহবিনাশো মদ্বচসি স্থিতিশ্চ ভবিষ্যতীতি ॥ ৬৩ ॥

মধুসূদন।—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইতি অনেন প্রকারেণ তে তুভ্যমত্যন্ত-প্রিয়ায় জ্ঞানমাত্মমাত্রবিষয়ং মোক্ষসাধনং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরমরহস্যাদপি সংন্যাসান্তাৎ কর্ম্ম-যোগাদ্রহস্যতরং তৎফলভূতত্বাৎ আখ্যাতং সমন্তাৎ কথিতং ময়া সর্ব্বজ্ঞেন পরমাপ্তেন অতোবিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষেণ সামস্ত্যেন সর্ব্বৈকবাক্যতয়া জ্ঞাত্বা স্বাধিকারানু-রূপেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু, ন ত্বেতদবিমৃশ্যৈব কামকারেণ যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ। অত্র চৈতাবদুক্তং অশুদ্ধান্তঃকরণস্য মুমুক্ষোর্মোক্ষসাধনজ্ঞানোৎপত্তিযোগ্যতাপ্রতিবন্ধকপাপক্ষয়ার্থং ফলাভিসন্ধিপরি-ত্যাগেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানং ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য বিবিদিষোৎপত্তৌ গুরুমুপসৃত্য জ্ঞানসাধনবেদান্তবাক্যবিচারায় ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ ততোভগবদেকশরণতয়া বিবিক্তসেবাদি জ্ঞানসাধনাভ্যাসাচ্ছ্রবণমননিদিধ্যাসনৈরাত্মসাক্ষাৎকারোৎপত্ত্যা মোক্ষ ইতি। ক্ষত্রিয়াদেস্তু সংন্যাসানধিকারিণো মুমুক্ষোরন্তঃকরণশুদ্ধ্যনন্তরমপি ভগবদাজ্ঞাপালনায় লোকসংগ্রহায় চ যথা কথঞ্চিৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বতোঽপি ভগবদেকশরণতয়া পূর্ব্বজন্মকৃতসংন্যাসাদিপরিপাকাদ্বা হিরণ্যগর্ভ-ন্যায়েন তদপেক্ষণাদ্বা ভগবদনুগ্রহমাত্রেণেহৈব তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যাঽগ্রিমজন্মনি ব্রাহ্মণজন্মলাভেন

সংন্যাসাদিপূর্ব্বকজ্ঞানোৎপত্ত্যা বা মোক্ষ ইতি। এবং বিচারিতে চ নাস্তি মোহাবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরতি ইতীতি। ইতি এবংপ্রকারং তে তুভ্যং ময়া সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন জ্ঞানম্ আখ্যাতং গুহ্যাৎ মন্ত্রতন্ত্র—রসায়নরূপাদ্গুহ্যতরং অতিশয়িতং রহস্যং এতদ্যথোক্তং শাস্ত্রার্থজাতং বিমৃশ্য সম্যগালোচ্য যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ।—সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরতি ইতীতি। কর্ম্মযোগস্যাষ্টাঙ্গযোগস্য জ্ঞানযোগস্য চ জ্ঞানং জ্ঞায়তেঽনেন ইতি জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রং গুহ্যাদ্গুহ্যতরম্ ইতি অতিরহস্যত্বাৎ কৈরপি বশিষ্ঠ-বাদরায়ণনারদাদ্যৈরপি স্ব স্ব কৃতশাস্ত্রেণাপ্রকাশিতত্বং। যদ্বা তেষাং সার্ব্বজ্ঞ্যমাপেক্ষিকম্ মম ত্বাত্যন্তিকমিত্যতস্তে তু এতদতিগুহ্যত্বান্নজানন্তি ময়াপ্যতি গুহ্যত্বাদেব তে সর্ব্বথৈব নৈতদুপদিষ্টা ইতি ভাবঃ। এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমৃশ্য যথা যেন প্রকারেণ স্বাভিরুচিতং তৎকর্ত্তুমিচ্ছসি তথা তৎকুরু ইত্যন্তং জ্ঞানষট্কং সম্পূর্ণং। ষট্কত্রিকমিদং সর্ব্ববিদ্যাশিরোরত্নং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানর্ঘ্যরহস্যতম ভক্তিসম্পুটং ভবতি প্রথমং কর্ম্মষট্কং যস্যাধারপিধানং কানকং ভবতি অন্ত্যং জ্ঞানষট্কং যস্যোত্তরপিধানং মণিজটিতম্ কানকম্ ভবতি তয়োর্মধ্যবর্ত্তিষট্কগতা ভক্তিস্ত্রিজগদনর্ঘ্যা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণিতল্লিকা বিরাজতে। যস্যাঃ পরিচারিকা তদুত্তরপিধানার্দ্ধ ভবেত্যাদি পঞ্চদ্বয়ী চতুঃষষ্ঠ্যক্ষরা শুদ্ধা ভবতীতি বুধ্যতে ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে এই পরম শাস্ত্রের উপসংহার ব্যপদেশে শ্রীভগবান্ সারার্থ সংকলন করিয়া বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতি প্রিয় এবং তত্ত্বোপদেশ গ্রহণের যোগ্যপাত্র, এই জন্য আমি সর্ব্বার্থবিৎ ভগবান্ তোমার নিকট রহস্যসঙ্গত সমস্ত তত্ত্বকথা বিবৃত করিলাম। ইহা নিরতিশয় গুহ্য অর্থাৎ সকলের নিকট এই সকল তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইতে পারে না। কারণ, সকলে এই সকল উপদেশ প্রণিধান করিতে সক্ষম নহে এবং প্রণিধান করিলেও, এতদনুযায়ী আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিতে আগ্রহযুক্ত নহে। অপিচ, বিষয়ভোগাসক্ত মানব এই সকল তত্ত্ব কথা শ্রবণ বা আলোচনার অধিকারী নহে; সুতরাং এই প্রসঙ্গ সমূহ যাবতীয় গুহ্য ব্যাপারের অপেক্ষাও গুহ্যতর বলিয়া জানিবে। বারিবিহীন মরুভূমিতে যেমন জলাকাঙ্ক্ষা করা বিড়ম্বনা, শুষ্ক প্রস্তর হইতে রসের আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা যেরূপ হাস্যজনক, তদ্রূপ অপাত্রে উপদেশ প্রদান অনাবশ্যক। তুমি নানারূপ কার্য্যদ্বারা আপনার যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছ, এই জন্যই আমি তোমাকে উপদেশের যোগ্যপাত্র মনে করিয়া এই সকল তত্ত্বকথা তোমার নিকট পরিব্যক্ত

করিয়াছি। আমার জ্ঞানোপদেশ সমস্ত প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার; অর্থাৎ আমি যে জ্ঞানবিষয়ক পরমোপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার আমূল সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করিলে আর কোন ভ্রান্তির অবসর থাকিবে না, আর কোন অমূলক মোহ বা অসার সন্দেহ তোমাকে চলচ্চিত্ত করিবে না। প্রকৃষ্ট ভাবে নিঃশেষে আমার প্রদত্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার পর, তুমি যথেচ্ছাচরণ করিতে পার। ইহার ভাবার্থ এই যে, সম্যগ্রূপে ভগবৎপ্রদত্ত এই মহদুপদেশের মর্ম্মাববোধ হইলে অর্জ্জুন কেন, কোন মানবেরই মন জ্ঞানসাধনার পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইতে পারে না। অতএব যাহা ইচ্ছা কর বলায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অতঃপর জ্ঞানিগণের অবলম্বনীয় কল্যাণকর মার্গের অনুবর্ত্তন ভিন্ন তোমার আর উপায় নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, এস্থলে এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইতেছে যে, যাঁহারা অশুদ্ধান্তঃকরণ মোক্ষাভিলাষী, তাঁহাদিগের পক্ষে জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধস্বরূপ পাপক্ষয় উদ্দেশে বর্ণাশ্রমানুমোদিত কর্ম্মসমূহ ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে অনুষ্ঠান করা বিধেয়। তদনন্তর অন্তঃকরণ শুদ্ধিজনিত জ্ঞানেচ্ছা উৎপন্ন হইলে গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানসাধনস্বরূপ বেদান্তবাক্যের (৩৯০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বিচার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের সর্ব্ব কর্ম্মসন্ন্যাস বিধেয়। তদনন্তর সর্ব্বতোভাবে ভগবদাশ্রয়ত্ব হেতু নির্জ্জন-নিবাসাদি জ্ঞানসাধনাভ্যাসের পর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন জনিত আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষ লব্ধ হয়। ইহাই ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবস্থা। ক্ষত্রিয়াদি সন্ন্যাসের অনধিকারী মোক্ষাভিলাষিগণের পক্ষে অন্যরূপ ব্যবস্থা। তাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেও ভগবদাজ্ঞা পালনের নিমিত্ত এবং লোকসংগ্রহের অভিপ্রায়ে যথাকিঞ্চিৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকিতে পারেন; সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্ছরণাগত হওয়ায় অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সন্ন্যাসাদির পরিপাকে ভগবদনুগ্রহে তাঁহারা এই জন্মেই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরে অগ্রিম জন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়া উল্লিখিত রূপ সন্ন্যাসাদি জনিত জ্ঞান লাভের পর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে বিচার করিলে মোহের আর অবকাশ থাকে না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ

(২২০৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), এবং জ্ঞানযোগ বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। ইহা অতি অতি রহস্য যুক্ত, এজন্য বশিষ্ঠ, বাদরায়ণি বেদব্যাস এবং নারদ (২১৫।১৮১১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) আদি কেহই এই জ্ঞানতত্ত্ব স্ব স্ব প্রণীত শাস্ত্রে পরিব্যক্ত করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব আপেক্ষিক, কিন্তু আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব আত্যন্তিক। সুতরাং তাঁহারা অতি গুহ্যত্ব হেতু এই তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে জানেন না: আমিও অতি গুহ্যত্ব হেতু এই রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে উপদেশ প্রদান করি না। এই জ্ঞানোপদেশ নিঃশেষরূপে বিচার করিয়া, স্বকীয় অভিরুচি অনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই কর। এই শ্লোক দ্বারা জ্ঞানষট্‌ক সম্পূর্ণ হইল, অর্থাৎ এই শ্লোকই জ্ঞানষট্‌কের শেষ শ্লোক বুঝিতে হইবে। সর্ব্ববিদ্যার শিরোরত্নস্বরূপ ষট্‌কত্রয়সংযুক্ত এই গীতা-শাস্ত্র মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ। এই গীতার প্রথমে কর্ম্মষট্‌ক, অর্থাৎ ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মোপদেশপূর্ণ। সমস্ত গীতারূপ পেটিকার তাহাই একদিকের আবরণ; সেই আধারপিধান যেন কনকনির্ম্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার ঊর্দ্ধ পিধান স্বরূপ; তাহা মণিবিজড়িত কনকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ষট্‌কগতা ভক্তি ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা. তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করি-তেছে ॥৬৩॥

——০ঃ০——

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

অন্বয়।—মে (মম) সর্ব্বগুহ্যতমং (অতি রহস্যতমং) পরমং

পাঠান্তর।—দৃঢ়মতিঃ।

(প্রকৃষ্টং) বচঃ (বাক্যং) ভূয়ঃ (পুনঃ) শৃণু [ত্বং] মে (মম) দৃঢ়ম্ (অত্যন্তম্) ইষ্টঃ (প্রিয়ঃ) অসি (ভবসি) ইতি (ইতি মত্বা) ততঃ (তস্মাৎ) তে (তব) হিতং (শ্রেয়ঃ) বক্ষ্যামি (বিজ্ঞাপয়িষ্যামি ॥ ৬৪ ॥

প্রতিশব্দ। আমার নিকট অতি-গোপনীয় পরম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ-কর, [তুমি] আমার অতিশয় প্রিয় হও এই-বোধে তজ্জন্য তোমার মঙ্গল বলিব ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যা।—এক্ষণে তুমি আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম প্রকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ কর ; আমি তোমাকে আমার অতিশয় প্রিয় বলিয়া মনে করি, এই জন্যই এক্ষণে তোমার হিতকর উপদেশ সমূহ আমি ব্যক্ত করিব ॥ ৬৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য—তথা ভূয়োঽপি ময়োচ্যমানং শৃণু। সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্ত-(গুহ্যতমং)রহস্যম্ উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচো বাক্যং, ন ভয়াৎ নাপ্যর্থ-কারণাদ্বা বক্ষ্যামি, কিং তর্হি ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম দৃঢ়মব্যভিচারেণেতি কৃত্বা ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তি সাধনম্ ॥ ৬৪ ॥

আনন্দগিরি।—গীতাশাস্ত্রস্য পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বিমর্শনদ্বারা তাৎপর্য্যার্থং প্রতিপত্তুম-সমর্থং প্রত্যাহ ভূয়োঽপীতি। কিমর্থমিচ্ছন্ পুনঃ পুনরভিদধাসীত্যাশঙ্ক্যাহ ন ভয়াদিতি ॥ ৬৪ ॥

রামনুজ।—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি। সর্ব্বেষ্বেতেষু গুহ্যেষু ভক্তিযোগস্য শ্রেষ্ঠত্বাদ্‌গুহ্যতম-মিতি পূর্ব্বমেবোক্তম্। "ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে" ইত্যাদৌ। ভূয়োঽপি তদ্বিষয়ং পরমং মে বচঃ শৃণু। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ইতি ততস্তে হিতং বক্ষ্যামি ॥ ৬৪ ॥

হনুমান—সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বরহস্যতমং ভূয়ঃ পুনরপি শৃণু মে পরং বচস্ততস্তস্মাৎ হিতং কুশলম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধর।—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যোগুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু, পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ। দৃঢ়মত্যন্তমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা অতএব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি, যদ্বা ত্বমিষ্টোঽসি ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

বলদেব।—অথ নিরপেক্ষাণাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু গুহ্যেষু মধ্যেঽতিশয়িতং গুহ্যমিতি সর্ব্বগুহ্যতমং। ভূয় ইতি। রাজবিদ্যাধ্যায়ে মন্মনা ভবেত্যাদিনা পূর্ব্বমপি মমাতিপ্রিয়ত্বাদস্তে পুনরুচ্যমানং শৃণু পরমং সর্ব্বসারত্বাপি গীতাশাস্ত্রস্য

সারভূতং। পুনঃকথনে হেতুরিষ্টোঽসীতি। ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোঽসি। মদ্বাক্যং দৃঢ়নিখিল-প্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিনোষ্যতস্তে হিতং বক্ষ্যামি। ত্বয়াপ্যেতদেবানুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

মধুসূদন।—অতিগম্ভীরস্য গীতাশাস্ত্রস্যাশেষতঃ পর্য্যালোচনক্লেশনিবৃত্তয়ে কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সঙ্ক্ষিপ্য কথয়তি সর্ব্বেতি। পূর্ব্বং হি গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানমাখ্যাতমধুনা তু কর্ম্মযোগাত্তৎফলভূতজ্ঞানাচ্চ সর্ব্বস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্যং গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং মে মম বচোবাক্যং ভূয়ঃ তত্র তত্রোক্তমপি ত্বদনুগ্রহার্থং পুনর্ব্বক্ষ্যমাণং শৃণু, ন লাভপূজা-খ্যাত্যাদ্যর্থং ত্বাং ব্রবীমি তু ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম দৃঢ়মতিশয়েন ইতি। যতস্তেনৈবেষ্টত্বেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যাম্যপৃষ্টোঽপি সন্নহন্তে তব হিতং পরমং শ্রেয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং যথেষ্টকরণমভ্যনুজ্ঞায়াপ্যতি বাৎসল্যাৎ শ্লোকদ্বয়েনৈব কৃৎস্নং শাস্ত্রার্থ-মুপদেক্ষ্যংস্তদ্গ্রহণে ঐকাগ্র্যমস্য সম্পাদয়িতুমাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেভ্যোগুহ্যেভ্যঃ অতিশয়িতং গুহ্যং সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ পুনরসকৃদুক্তমপি মে মম বচনং শৃণু পরমং পরমার্থবিষয়ত্বাৎ। ন লোভান্নাপি ভয়াৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কিন্তুর্হি মে মম ইষ্টোঽসি পরমাপ্তোঽসি ইতি হেতোঃ দৃঢ়ং অতিশয়িতং তে তব হিতং যতস্ততো বক্ষ্যামি তব ইষ্টত্বাৎ বিশ্বাসশ্চ হিতত্বাৎ তদ্বচনম্ আপ্তে ত্বয়ি অবশ্যং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চাতিগম্ভীরার্থং গীতাশাস্ত্রং পর্য্যালোচয়িতুং প্রবর্ত্তমানং তুষ্ণীং-ভূয়ৈব স্থিতং স্বপ্রিয়সখমর্জ্জুনমালক্ষ্য কৃপাদ্রবচ্চিত্তনবনীতো ভগবান্ ভো প্রিয়বয়স্য অর্জ্জুন! সর্ব্বশাস্ত্রসারমহমেব শ্লোকাষ্টকেন ব্রবীমি অলংতে তত্তৎ পর্য্যালোচনক্লেশেন ইত্যাহ সর্ব্বেতি ভূয় ইতি রাজবিদ্যা রাজগুহ্যাধ্যায়ান্তে পূর্ব্বমুক্তং। "মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।" ইতি যত্তদেব বচঃ পরমং সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারস্য গীতাশাস্ত্রস্যাপি সারং গুহ্যতমমিতি। নাতঃপরং কিঞ্চন গুহ্যমস্তি ক্বচিৎ কুতশ্চিৎ কথমপ্যথগু-মিতি ভাবঃ। পুনঃ কথনে হেতুমাহ ইষ্টোঽসি দৃঢ়মতিশয়েন এব প্রিয়ো মে সখা ভবসীতি তত এবং হেতোর্হিতং তে ইতি সখায়ং বিনাতিরহস্যং ন কমপি কশ্চিদপি ব্রূতে ইতি ভাবঃ। দৃঢ়মতি ইতি চ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে গীতোক্ত তত্ত্ব নিঃশেষ রূপে আলোচনাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন। সেই সারার্থ-নিষ্কাশন ক্লেশ দূর করিবার অভিপ্রায়ে, অপিচ স্বকীয় অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় করিবার বাসনায়, তিনি পুনরায় সংক্ষেপে সারতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমার গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্বকথা পুনরায় শ্রবণ কর। এই তত্ত্ব বিবৃত করিতেই "এই শাস্ত্র গ্রন্থ পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাই নিঃশেষে আলোচনা করিয়া

আমি তোমাকে বিহিত পথ পরিগ্রহ করিবার উপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাও হয়তো তোমার পক্ষে দুষ্কর হইতে পারে; এই জন্যই আমি কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং সারোদ্ধার পূর্ব্বক সেই তত্ত্ব কথা তোমার নিকট পুনরায় বিবৃত করিতেছি। বারংবার নানাভাবে এই সকল রহস্য পরিব্যক্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ শ্রবণে তাহা হৃদ্‌গত হইবে বিবেচনায়, আমি আবারও সেই পরম মঙ্গলময় বক্তব্যের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কেন তোমাকে এই অতি প্রয়োজনীয় গুহ্যতম রহস্য জানাইবার নিমিত্ত আমি এত আগ্রহযুক্ত হইয়াছি, তাহাও বলিতেছি শুন। তুমি আমার সাতিশয় প্রেমপাত্র, অভিন্নহৃদয় বান্ধব এবং চিরপরিচিত সুহৃদ্; এইজন্য তোমার মঙ্গলামঙ্গলের সহিত আমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং তোমার হিতার্থে, তোমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইয়াও, আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই পরম তত্ত্ব আবার ও ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই মহদুপদেশের অনুসরণ করিলে তুমি যে পরমা সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

জ্ঞানবাদিগণের অভিপ্রায় পূর্ব্বে বিবৃত হইল। ভক্তিবাদী মহাত্মারা এস্থলে ভগদ্ভক্তিকেই গুহ্যতম পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে রাজবিদ্যাযোগাধ্যায়ে "মন্মনা ভব মদ্ভক্ত" (৯।১৪) "ইদন্তু তে গুহ্যতমং" (৯।১) স্থলে এই তত্ত্ব বিশদ ভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি ভক্তির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে ভক্তের হৃদয়গত করাইবার অভিপ্রায়ে, ভক্তবৎসল ভগবান্ পুনরায় তাহার আলোচনা করিতেছেন। অতঃপর শ্লোকাষ্টকে শ্রীভগবান্ এই পরম তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া ভক্তিরই প্রাধান্য ব্যক্ত করিবেন ॥৬৪॥

—০ঃ০ঃ০—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥

অন্বয় ।—[ত্বং] মন্মনাঃ (মচ্চিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীলঃ) মদ্‌যাজী (মৎপূজাপরায়ণঃ) ভব, মাং নমস্কুরু, মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি) [ইতি] তে (তুভ্যং) সত্যং প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞাং করোমি) [ত্বং] মে (মম) প্রিয়ঃ অসি (ভবসি) ॥ ৬৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—[তুমি] মচ্চিত্ত মদ্ভক্ত মৎপূজা-পর হও, আমাকে নমস্কার-কর, আমাকে প্রাপ্ত-হইবে [ইহা] তোমার-নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা-করিতেছি, তুমি আমার প্রিয় হও, ॥ ৬৫ ॥

ব্যাখ্যা—তুমি সর্ব্বদা মদ্গতচিত্ত হও, মদ্ভক্ত হও, এবং আমার পূজাপরায়ণ হও, আমাকে সর্ব্বদা নমস্কার কর ; এরূপ করিলে তুমি শেষে আমাকেই লাভ করিবে, ইহা আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি ; কারণ তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র ॥ ৬৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তদ্ধি সর্ব্বহিতানাং হিততমম্ ॥৬৪॥ কিং তদিত্যাহ মন্মনা ইতি । মন্মনা ভব মচ্চিত্তোভব মদ্ভক্তোভব মদ্ভজনোভব মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলোভব মাং নমস্কুরু নমস্কারমপি মমৈব কুরু তত্রৈবং বর্ত্তমানো বাসুদেবে এব সর্ব্বসমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনো মামেবৈষ্যসি আগমিষ্যসি সত্যং তে তব প্রতিজানে, সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতস্মিন্ বস্তুনীত্যর্থো যতঃ প্রিয়োঽসি মে এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈক-পরায়ণো ভবেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

আনন্দগিরি ।—হিতমিতি সাধারণনির্দ্দেশে কথং পরমিত্যাদিবিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ তদ্ধীতি ॥৬৪॥ তদেব প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কিং তদিত্যাদিনা । উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তত্রেতি । এবমুক্তয়া রীত্যা বর্ত্তমানস্ত্বং তস্মিন্নেব বাসুদেবে ভগবতি অর্পিতসর্ব্বভাবো মামেবাগমিষ্যসীতি সম্বন্ধঃ । সত্যপ্রতিজ্ঞাকরণে হেতুমাহ যত ইতি । ইদানীং বাক্যার্থং শ্রেয়োঽর্থিনাং প্রবৃত্ত্যুপ-যোগিত্বেন সংগৃহ্লাতি এবমিতি ॥ ৬৫ ॥

রামানুজ ।—মন্মনা ইতি । বেদান্তেষু "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"ত্যাদিষু বিহিতং বেদনোপাসনধ্যানাদিশব্দবাচ্যং দর্শনসমানাকারং স্মৃতিসন্তানমত্যর্থপ্রিয়ম্ ইহ মন্মনা ভবেতি

বিধীয়তে। মদ্ভক্তঃ অত্যর্থং মৎপ্রিয়ঃ অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন চ নিরতিশয়প্রিয়াং স্তুতিসন্ততিং কুরুস্বেত্যর্থঃ। মদ্‌যাজী তত্রাপি মদ্ভক্ত ইত্যনুষজ্যতে যজনং পূজনম্ অত্যর্থপ্রিয়মদারাধনপরো ভব, আরাধনং হি পরিপূর্ণশেষবৃত্তিঃ। মাং নমস্কুরু নমোনমনং ময্যতিমাত্র প্রহ্বীভাবমত্যর্থপ্রিয়ং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। এবং বর্ত্তমানো মামেবৈষ্যসীত্যেতৎ সত্যস্তে প্রতিজানে তব প্রতিজ্ঞাং করোমি নোপচ্ছন্দমাত্রং যতঃ ত্বং প্রিয়োঽসি মে "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মমপ্রিয়" ইতি পূর্ব্বোক্তং যস্ত ময্যতিমাত্র প্রীতির্ব্বর্ত্ততে মমাপি তস্মিন্নতিমাত্র প্রীতির্ভবতি তদ্বিয়োগাসহমানোঽহং তং মাং প্রাপয়ামি। অতঃ সত্যমেব প্রতিজ্ঞাতং মামেবৈষ্যসীতি॥ ৬৫॥

হনুমান্।—মন্মনা মদ্‌গতমনা মদ্‌যাজী মৎপূজকঃ মামীশ্বরং সকলগুরুন্নমস্কুরু তৎফলমাহ মামেব বসুদেবাখ্যং পরমেশ্বরমেষ্যসি প্রতিজানে উপদিশামি॥ ৬৫॥

শ্রীধর।—তদেবাহ মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তোভব মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলোভব মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলোভব মামেব নমস্কুরু এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি অত্র চ সংশয়ং মাকার্ষীঃ ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি, অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি॥ ৬৫॥

বলদেব।—এতদ্বচঃ প্রাহ মন্মনা ভবেতি। ব্যাখ্যাতং প্রাক্ মন্মনস্ত্বাদিবিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেবকীনন্দনং কৃষ্ণমেব মনুষ্যসংনিবেশিনমেষ্যসি। ন তু মম রূপান্তরং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণমঙ্গুষ্ঠমাত্রমন্তর্যামিণং বা নৃসিংহবরাহাদিলক্ষণং বেত্যর্থঃ। তুভ্যমহমাত্মানমেব ত্বৎসখং দাস্যামীতি তে তব সত্যং শপথঃ। "সত্যং শপথতথ্যয়ো"রিতি নানার্থবর্গঃ। অত্র ন সংশয়ীষ্ঠা ইতি ভাবঃ। নন্থ মাথুরত্বাত্তব শপথকরণাদপি মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ। প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাহমব্রুবং। যত্ত্বং মে প্রিয়োঽসি স্নিগ্ধমনসা হি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়ন্তি কিং পুনঃ প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ। যস্ত ময্যতিপ্রীতিস্তস্মিন্ মমাপি তথা। তদ্বিয়োগং সোঢুমহং ন শক্নোমীতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তং প্রিয়ো হীত্যাদিনা। তস্মান্মদ্বাচি বিশ্বসিহি মামেব প্রাপ্স্যসি॥ ৬৫॥

মধুসূদন।—তদেবাহ মন্মনা ইতি। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে মনো যস্ত স মন্মনাঃ ভব মাং সদা চিন্তয় দ্বেষেণ কংসশিশুপালাদিরপি তথাভূত আহ, মদ্ভক্তঃ প্রেম্ণা ময্যনুরক্তঃ মদ্বিষয়েণানুরাগেণ সদা মদ্বিষয়ং মনঃ কুর্ব্বিতি বিধীয়তে তদ্বিষয়োঽনুরাগ এব কেন স্যাদিত্যত আহ মদ্‌যাজী মাং যষ্টুং পূজয়িতুং শীলং যস্ত স সদা মৎপূজাপরোভব পূজোপকরণাভাবে তু মাং নমস্কুরু কায়েন বাচা মনসা চ প্রহ্বীভবনেনারাধয় ইদঞ্চার্চ্চনবন্দনাদ্যন্যেষামপি ভাগবতধর্ম্মাণামুপলক্ষণং। তথা চোক্তং শ্রীভাগবতে—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমমিতি॥"। এতচ্চ ভক্তিরসায়নে ব্যাখ্যাতং বিস্তরেণ। এবং সদা ভাগবতধর্ম্মানুষ্ঠানেন ময্যনুরাগোৎপত্ত্যা মন্মনাঃ সন্ মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি বেদান্তবাক্যজনিতেন মদ্বোধেন ত্বঞ্চাত্র সংশয়ং মাকার্ষীঃ, সত্যং যথার্থং তে তুভ্যং প্রতিজানে

সত্যামেব প্রতিজ্ঞাং করোম্যস্মিন্নর্থে, যতঃ প্রিয়োঽসি মে প্রিয়স্য প্রতারণা নোচিতৈবেতি ভাবঃ। সত্যং তে প্রারব্ধকর্ম্মণামন্তে সতি মামেষ্যসীতি বা অনুবাদাপেক্ষয়া বিশ্বাসদার্ঢ্যং প্রয়োজনং প্রথমং ব্যাখ্যানমেব শ্রেয়ঃ অনেন যৎপূর্ব্বমুক্তং,—"যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥" ইতি। তদ্ব্যাখ্যাতং মচ্ছব্দেনেশ্বরত্ব-প্রকটনাৎ ॥ ৬৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—তদেব গুহ্যতমং হিতমাহ মন্মনা ইতি। অহং প্রত্যগাত্মনন্দৈকঘনঃ পরিপূর্ণস্তদাকারং মনো যস্য স মন্মনাঃ ভব এতেন ব্রহ্মাত্মাভেদোঽপি সাক্ষাৎকরণীয় ইত্যুত্তরষট্‌-কার্থ উক্তঃ। কথমেবংবিধা জ্ঞাননিষ্ঠা লভ্যতে অত আহ মদ্ভক্তোভব, এতেন ভগবদুপাসনাত্মকো মধ্যমষট্‌কার্থ উক্তঃ। কথমল্পপুণ্যস্য ভক্তিরুদেষ্যতীত্যত আহ মদ্‌যাজী, ভগবদর্থকর্ম্মকরণ-শীলোভব, এতেন কর্ম্মপ্রধান আদ্যষট্‌কার্থো বিবৃতঃ। ননু যস্য ভগবদ্‌যাজিত্বং ন সম্ভবতি দারিদ্র্যাৎ স্যাম্যভাবাদ্বা তস্য ভগবদ্ভক্তিদৌর্লভ্যাদ্‌ব্রহ্মাকারা চেতোবৃত্তির্দুর্লভতরেত্যাশঙ্ক্যাহ মাং নমস্কুরু প্রাকৃতভক্তোব প্রতিমাদৌ ভগবন্তং সর্ব্বোপচারসমর্পণেন নমস্কারাদিনা সম্যগারাধ-য়েত্যর্থঃ। তথাচাশ্বলায়নো নমস্কারস্যৈব যজ্ঞত্বমুদাহরতি "যো নমসা স্বধ্বর ইতি যজ্ঞো বৈ নম ইতি হি ব্রাহ্মণং ভবতীতি চ।" এবমুক্তস্য সোপানত্রয়ারূঢ়স্য ফলমাহ মামিতি। মামেব তৎপদার্থং সর্ব্বজগৎকারণং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বশক্তিমখণ্ডৈকরসং ত্বম্ এষ্যসি প্রাপ্স্যসি বিম্ব ইব প্রতিবিম্বং ঘটাকাশ ইব মহাকাশম্ অস্মিন্নর্থে শপথং করোতি তে তব পুরঃ সত্যং আরাধিতার্থ-ভূতং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি মামেবৈষ্যসীতি প্রিয়োঽসি মে যতস্ত্বং মম প্রিয়োঽসি অতঃ প্রতারণা নার্হে ত্বয়ি সত্যমেবাহং ব্রবীমীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ।—মন্মনা ভবেতি। মদ্ভক্তঃ সন্নেব মাং চিন্তয় নতু জ্ঞানী যোগী বা ভূত্বা মদ্ধ্যানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যদ্বা মন্মনাভব মহ্যং শ্যামসুন্দরায় সুস্নিগ্ধাকুঞ্চিতকুন্তলকায় সুন্দরভ্রূবল্লি-মধুরকৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষিবদনচন্দ্রায় স্বীয়ং দেয়ত্বেন মনো যস্য তথাভূতোভব অথবা শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণি দেহীত্যাহ মদ্ভক্তোভব শ্রবণকীর্ত্তনমন্মূর্ত্তিদর্শনমন্মন্দিরমার্জনলেপনপুষ্পাহরণমন্মালালঙ্কারছত্র-চামরাদিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়করণকং মদ্ভজনং কুরু অথবা মহ্যং গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদীনি দেহীত্যাহ মদ্‌যাজীভব মৎপূজনং কুরু অথবা মহ্যং নমস্কারমাত্রং দেহীত্যাহ মাং নমস্কুরু ভূমৌ নিপত্য অষ্টাঙ্গং পঞ্চাঙ্গং বা প্রণামং কুরু। এষাং চতুর্ণাং মচ্চিন্তনসেবনপূজনপ্রণামানাং সমুচ্চয়মেকতরং বা ত্বং কুরু। মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি মনঃপ্রদানং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়প্রদানং গন্ধপুষ্পাদিপ্রদানং বা ত্বং কুরু তুভ্যমহমাত্মানমেব দাস্যামীতি সত্যং তে তবৈব নাত্র সংশয়িষ্ঠা ইতি ভাবঃ। "সত্যং শপথ-তথ্যয়ো"রিত্যমরঃ। ননু মাথুরদেশোদ্ভূতালোকাঃ প্রতিবাক্যমেব শপথং কুর্ব্বন্তি সত্যং,তর্হি প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা ব্রবীমি ত্বং মে প্রিয়োঽসি নহি প্রিয়ং কোঽপি বঞ্চয়তীতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অধুনা শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোল্লিখিত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব পুনরায়

নিজ-মুখে পরিব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সার সংকলন পূর্ব্বক পরম তত্ত্ব এস্থলে বিন্যস্ত করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি মন্মনা হও অর্থাৎ তোমার চিত্ত সর্ব্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া অবিচ্ছেদে ভগবদ্রূপ আমাতে অনুরক্ত হউক। তোমার চিত্ত নিরন্তর আমার চিন্তাপরায়ণ হইলেও হয়তো কংস শিশুপালাদির ন্যায় (২১৪৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) আমার প্রতি দ্বেষভাব যুক্ত থাকিতে পারে। সেরূপ ভাবে মচ্চিন্তাপরায়ণ না হইয়া তুমি ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে আমার অনুরক্ত হও। প্রহ্লাদ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট (৫০।৫৮৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অপিচ, তুমি আমার পূজনশীল হও অর্থাৎ অনন্য-মনে আমার পূজাপরায়ণ হইয়া থাক। তুমি আমাকে সতত নমস্কার করিতে থাক, অর্থাৎ আন্তরিক ভক্তিসহকারে আমার উদ্দেশে অন্তরের সহিত শরীরকে দণ্ডবৎ প্রণত কর। এইরূপে মদেকনিষ্ঠ হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আমি এজন্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তোমার নিকট এই পরম সত্য তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছি। তুমি আমার পরম প্রিয়পাত্র; প্রিয়জনের নিকট কেহ কখনও প্রতারণামূলক বাগ্‌জাল বিস্তার করে না। আমিও সুতরাং তোমার ন্যায় পরম প্রেমাস্পদ ব্যক্তির নিকট পরম হিতকর রহস্য ব্যতীত আর কোন কথাই বলিতেছি না, ইহা তুমি নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিয়া রাখিবে। এতাবতা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভগবানের এই সকল পরমোক্তির মর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে প্রণিধান করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইলে পরম কল্যাণ লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মূলস্থিত "মৎ" শব্দ ভগবৎপ্রতিপাদক। "যত প্রবৃত্তির্ভূতানাং" (১৮শ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক) স্থলে এই তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। মন্মনা শব্দের ভাবার্থ পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আমি নীলোৎপল শ্যাম-কলেবর, এই রূপই পরম প্রিয়দর্শন বোধে মচ্চিত্ত হইলে মনুষ্য-কলেবরধারী দেবকীনন্দন আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। বেদে আমি সহস্রশীর্ষ এবং অঙ্গুষ্ঠ মাত্ররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছি (১৮১৪ পৃষ্ঠার পুরুষসূক্তের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) আমার এই মানব-

কলেবর তোমার অতি প্রিয় হইলে অন্য কোনরূপে আমাকে লাভ না করিয়া এই মনোহর রূপেই আমাকে পাইবে। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোমার সখারূপে আমি আত্মনিয়োজন করিব। আমার সেই বাক্য কখনই নিষ্ফল হইবার নহে, উল্লিখিতরূপে আমার অনুরক্ত হইলেই অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। যদি এস্থলে অর্জ্জুন বলেন যে, হে কৃষ্ণ! তুমি মাথুরস্বভাব, অর্থাৎ মথুরা হইতে প্রত্যাগত, সুতরাং তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস হয় না। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, মাথুর হইলেও প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কোন বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহার অন্যথা করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত-মনে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পার। আমি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে, আমার প্রতি যাহার অতি প্রীতি, তাহার প্রতি আমারও অতি প্রীতি হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রিয়-জনের বিয়োগ আমি কখনই সহ্য করিতে পারি না। পূর্ব্বে "প্রিয়োহি জ্ঞানিনো" (৭। ১৭) ইত্যাদি বাক্যে আমার এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। তুমি মন্মনা হও অর্থাৎ আমাকে প্রত্যগানন্দৈকঘন পরিপূর্ণ বোধে মৎপরায়ণ হও। এতদ্দ্বারা ব্রহ্ম এবং আত্মার ভেদজ্ঞান সহকৃত আত্মসাক্ষাৎকার আবশ্যক, উত্তর-ষট্‌ক অর্থাৎ তৃতীয় ষট্‌কের এই লক্ষ্য সূচিত হইল। কিরূপে এই জ্ঞাননিষ্ঠা লব্ধ হইয়া থাকে, তাহারই উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, তুমি মদ্ভক্ত হও। এতদ্দ্বারা ভগবদুপাসনাত্মক মধ্যষট্‌কের লক্ষ্য সূচিত হইল। আমি অল্পপুণ্য ব্যক্তি, এরূপ ভক্তি কি প্রকারে আমার উদিত হইবে, ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, মদ্‌যাজী অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মপরায়ণ হও। এতদ্দ্বারা কর্ম্মপ্রধান প্রথম ষট্‌কের লক্ষ্য সূচিত হইল। যে ব্যক্তির দরিদ্রতা বা স্ত্রী প্রভৃতি স্বজনরাহিত্য হেতু ভগবদ্-যাজিত্ব অসম্ভব, তাঁহার পক্ষে দুর্ল্লভা ভগবদ্ভক্তি এবং দুর্ল্লভতর ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে লব্ধ হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, আমাকে নমস্কার কর। প্রাকৃত ভক্তের ন্যায় প্রতিমাদিকে সমস্ত উপকরণাদি সমর্পণ পূর্ব্বক নমস্কারাদি সহকারে সম্যক্ আরাধনা কর। ইহার ভাবার্থ এই যে, লতাগুল্মাদি হইতে পুষ্প পল্লবাদি আহরণ পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে শালগ্রামাদি * প্রতিমাকে

* শালগ্রাম। – একদা ভগবান্ বিষ্ণু জগতের হিতসাধনার্থ শঙ্খচূড়-পত্নী তুলসী-দেবীর ধর্ম্মনাশ করিয়াছিলেন (২১৮০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া কুপিতা

সমর্পণ করিয়া অন্তরের সহিত আরাধনা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিতে থাক। ইহাতে কোন ব্যয়সাধ্য আয়োজনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং দরিদ্রতার আপত্তি হইতে পারে না এবং বিশেষ কোন আড়ম্বরের সাপেক্ষতা না থাকায়, পত্নী প্রভৃতি স্বজনের সহায়তার প্রয়োজন হয় না ॥ ৬৫ ॥

তুলসী দেবী অভিসম্পাৎ দিয়াছিলেন যে, হে ভগবন! তুমি করুণা বিহীন হইয়া আমার স্বামী-হননের নিমিত্ত পাষাণহৃদয়ের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ। অতএব অতঃপর তোমাকে এই অবনীমণ্ডলে পাষাণরূপে অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না। তোমাকে আরও অভিসম্পাৎ করিতেছি যে, তুমি এক অবতারে আত্মবিস্মৃত হইবে। সাধ্বী তুলসীর সেই অভিশাপে ভগবান্ ভারতমধ্যে গণ্ডকী-নদীর তীরে শৈলরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। তথায় বজ্রকীটসমূহ সেই শৈলের কুহরে চক্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সেই চক্র শালগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ। এই শালগ্রাম শিলা নানাবিধ লক্ষণযুক্ত এবং বিভিন্ন বিভিন্ন লক্ষণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যে শিলার এক দ্বারে নবীন নীরদশ্যাম বনমালা নির্ম্মিত চতুশ্চক্র থাকে, তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ নামাভিধ। যে শিলার একদ্বারে নবীন নীরদসদৃশ চতুশ্চক্র, তিনি লক্ষ্মীজনার্দ্দন নামে পরিচিত। যে শিলার দ্বারদ্বয়ে বনমালারহিত, কিন্তু গোষ্পদ চিহ্নবিশিষ্ট চক্র থাকিবে, তিনি রঘুনাথ নামে পরিচিত। যে শিলার নবীন জলধর তুল্য ক্ষুদ্র দুই চক্র বিদ্যমান, তিনি দধিবামন নামে প্রসিদ্ধ। যে শিলা বনমালা সহকৃত অতি ক্ষুদ্র দুই চক্র সম্পন্ন, তিনি শ্রীধর নামে বিখ্যাত। যে বর্ত্তুলকার স্থূল দুই চক্র বনমালা রহিত অত্যন্ত স্ফুটভাবে বিরাজমান, তিনি দামোদর নামে অভিহিত। যে শিলার দুই চক্র মধ্যম বর্ত্তুলাকার এবং বাণ-বিক্ষত ও শরতূণ-সমন্বিত, তিনি রণরাম নামে আখ্যাত। যে শিলায় ছত্রতূণসমন্বিত সপ্তচক্র বিরাজমান, তিনি রাজরাজেশ্বর নামে পবিচিত। যে শিলায় নবীন জলধররুচি চতুর্দ্দশ স্থূলচক্র, তিনি অনন্ত নামে আখ্যাত। যে শিলায় গোষ্পদসহকৃত জলদতুল্য চক্রাকার দুই শ্রীযুক্ত চক্র, তিনি মধুসূদন নামে বিখ্যাত। যে শিলায় সুদর্শন চিহ্ন একচক্র এবং গুপ্তচক্র বিদ্যমান, তিনি গদাধর নামে আখ্যাত। যে শিলায় হয়চক্রাভ দুই চক্র বিদ্যমান, তিনি হয়গ্রীব নামে প্রসিদ্ধ। যে শিলায় বিস্তৃতাস্য দুই বিকট চক্র বিরাজমান, তিনি নরসিংহ নামে পরিচিত। যে শিলায় বনমালা সহকৃত বিস্তৃতাস্য চক্রদ্বয় বিদ্যমান, তিনি লক্ষ্মীনৃসিংহরূপে আখ্যাত। যে শিলার দ্বার-দেশে সশ্রীক দুই চক্র বিরাজমান, তিনি বাসুদেব নামে প্রসিদ্ধ। যে শিলা নবজলধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ছিদ্রবহুল সূক্ষ্মচক্রবিশিষ্ট, তিনি প্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত। যে শিলায় পরস্পর-সংলগ্ন দুই চক্র এবং পুষ্কল পৃষ্ঠদেশ, তিনি সঙ্কর্ষণ নামে অভিধেয়। যে শিলায় পীতাভ শোভাময় বর্ত্তুল চক্র, তিনি অনিরুদ্ধ নামে কীর্ত্তিত। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ২১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পুরাণে শালগ্রাম শিলার অপরিসীম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। যেস্থানে শালগ্রাম শিলা বিরাজিত থাকেন, সেই স্থানে সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীহরি অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা লক্ষ্মীদেবী তথায় অবস্থান করেন। ভক্তি-সহকারে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা করিলে অপরিসীম পুণ্যলব্ধ হইয়া থাকে এবং সর্ব্বপাপের ক্ষয় হয়। শালগ্রাম শিলা ছত্রাকার হইলে পূজকের রাজ্যলাভ, বর্ত্তুল হইলে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, শকটাকার হইলে দুঃখ, শূলাগ্র হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। শালগ্রাম শিলা যদি বিকৃতাস্য হন, তাহা হইলে

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

অন্বয় ।—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ (গচ্ছ) অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্তং করিষ্যামি) [ত্বং] মা শুচঃ (শোকং মাকার্ষীঃ) ॥ ৬৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—সকল-ধর্ম্মকে পরিত্যাগ-করিয়া এক আমাকে শরণ গমন-কর, আমি তোমাকে সকল-পাপ-হইতে মুক্ত-করিব [তুমি] শোক-করিও না ॥ ৬৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—তুমি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব ; অতএব তুমি শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যার্থেদানীং কর্ম্মযোগত্যাগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তান্ ধর্ম্মশব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ "নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ" "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চে"ত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সন্ন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতন্মামেকং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরম্ অচ্যুতং [illegible] জন্মমরণবিবর্জ্জিতমহমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ, ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ । অহং তু ত্বামেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন । "উক্তঞ্চ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" ইত্যতো মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আনন্দগিরি ।—বৃত্তমনূদ্যানন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ কর্ম্মযোগেতি । ধর্ম্মবিশেষণাদধর্ম্মানুজ্ঞাং বারয়তি ধর্ম্মেতি । জ্ঞাননিষ্ঠেন মুমুক্ষুণা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্ত্যাজ্যত্বে শ্রুতিস্মৃতী উদাহরতি

পূজকের দারিদ্র্য, পিঙ্গল বর্ণযুক্ত হইলে হানি, লগ্নচক্র হইলে ব্যাধি এবং বিদীর্ণ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ড ২১ অধ্যায়) শালগ্রাম শিলা বিক্রয় করা অবিধেয়। যে ব্যক্তি শিলা বিক্রয় করে, যে তাহার অনুমোদন করে এবং যে তাহার পরীক্ষা করে, তাহারা সকলেই আকল্পকাল নরকগামী হয়। (পদ্মপুরাণ পাতাল-খণ্ড)

নাবিরত ইতি। মামেকমিত্যাদে তাৎপর্য্যমাহ নমু ত্বোঽহন্ত্বিতি। অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বাৎ কৃৎস্নসন্ন্যাসদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠায়াং মুখ্যানধিকারেঽপি তং পুরস্কৃত্যাধিকারিভ্যস্তস্যোপদিদিক্ষিতত্বাদবিরোধমভিপ্রেত্যাহ অহং ত্বিতি। উক্তেঽর্থে দাশমিকং বাক্যমনুকূলয়তি উক্তঞ্চেতি ঈশ্বরস্য ত্বদীয়বন্ধননিরসনদ্বারা তৎপালয়িতৃত্বান্ন তে শোকাবকাশোঽস্তীত্যাহ অত ইতি ॥ ৬৬ ॥

রামানুজ।—সর্ব্বেতি। কর্ম্মযোগজ্ঞানযোগভক্তিযোগরূপান্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরমনিঃশ্রেয়সসাধনভূতান্ মদারাধনত্বেনাতিমাত্রপ্রীত্যা যথাধিকারং কুর্ব্বাণ এবোক্তরীত্যা ফলসঙ্গকর্ত্তৃত্বাদিপরিত্যাগেন পরিত্যজ্য মামেকমেব কর্ত্তারমারাধ্যং প্রাপ্যমুপায়ঞ্চানুসন্ধৎস্ব এষ এব সর্ব্বধর্ম্মাণাং শাস্ত্রীয়পরিত্যাগ ইতি "নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।" ইত্যারভ্য "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ। ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।" ইত্যাদৌ সুদৃঢ়মুপপাদিতম্। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি এবং বর্ত্তমানং ত্বাং মৎপ্রাপ্তিবিরোধিভ্যঃ অনাদিকালসঞ্চিতানন্তাকৃত্যকরণকৃত্যাকরণরূপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ শোকং মাকৃথাঃ। অথবা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তাত্যর্থভোগবৎপ্রিয়পুরুষনির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্ভক্তিযোগস্য তদারম্ভবিরোধিপাপানামানন্ত্যাত্তৎপ্রায়শ্চিত্তরূপৈর্দ্ধর্ম্মৈরপরিমিতকালকৃতৈস্তেষাং দুস্তরতয়া আত্মনো ভক্তিযোগারম্ভানর্হতামালোচ্য শোচতোঽর্জ্জুনস্য শোকমপনুদন্ শ্রীভগবানুবাচ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি। ভক্তিযোগারম্ভবিরোধ্যনাদিকালসঞ্চিতনানাবিধানন্তপাপানুগুণান্ তৎপ্রায়শ্চিত্তরূপান্ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণকুষ্মাণ্ডবৈশ্বানরপ্রাজাপত্যব্রাতপতিপবিত্রেষ্টিত্রিবৃদগ্নিষ্টোমাদিকান্নানাবিধাননন্তান্ ত্বয়া পরিমিতকালবর্ত্তিনা দুরনুষ্ঠানান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ভক্তিযোগারম্ভসিদ্ধয়ে মামেকং পরমকারুণিকমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যমাশ্রিতবাৎসল্যজলধিং শরণং প্রপদ্যস্ব। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো যথোদিতস্বরূপভক্ত্যারম্ভবিরোধিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বেতি। সর্ব্বধর্ম্মান্ শ্রুতিস্মৃত্যাচারসিদ্ধান্ পরিত্যজ্য মাং নারায়ণাখ্যম্ আশ্রয়ং ব্রজ গচ্ছ অহং পুনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ বাসুদেবস্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ মা শোকং কার্ষীঃ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধর।—ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণোভব এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬ ॥

বলদেব।—ননু যজনপ্রণত্যাদিস্তব শুদ্ধা ভক্তিঃ প্রাক্তনকর্ম্মরূপানন্তপাপমলিনহৃদা পুংসা কথং শক্যা কর্ত্তুং যাবৎ স্বভক্তিবিরোধীনি তান্যনন্তানি পাপানি কৃচ্ছ্রাদিপ্রায়শ্চিত্তৈঃ সবিহিতৈশ্চ ধর্ম্মৈর্ন বিনশ্যেয়ুরিতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বেতি। প্রাক্তনপাপপ্রায়শ্চিত্তভূতান্ কৃচ্ছ্রাদীন্ সবিহিতাংশ্চ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা মাং সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহদাশরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং সপ্তমবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বকামবিনাশকমেকং ন তু মত্তোঽন্যং

শিতিকণ্ঠাদিং শরণম্ ব্রজ প্রপদ্যস্ব। শরণ্যঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সর্ব্বপাপেভ্যস্তেভ্যো প্রাক্তন-কর্ম্মভ্যশ্চাং শরণাগতং মোক্ষয়িষ্যামীতি মিথঃকর্ত্তব্যতা দর্শিতা। ত্বং মা শুচঃ। অচিরায়ুষা ময়া হৃদ্বিশুদ্ধিমিচ্ছতাতিচিরসাধ্যা দুষ্করাশ্চ তে কৃচ্ছ্রাদয়ঃ কথমনুষ্ঠেয়া ইতি শোকং মা কার্ষী-রিত্যর্থঃ। অত্র মৎপ্রপত্ত্যৈব নিখিলো দোষবিনাশাত্তদর্থং কৃচ্ছাদিপ্রয়াসো মৎপ্রপত্তুর্ন ভবেদিত্যুক্তং। শ্রুতিশ্চৈবমাহ। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশু'রিতি। শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈতীতি চৈবমাদ্যা। সনিষ্ঠানাং হৃদ্বিশুদ্ধয়ে পরিনিষ্ঠিতানাং চ লোক-সংগ্রহায় যথাযথং কার্য্যাস্তে ধর্ম্মস্তমেতমিত্যাদিভ্যঃ "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মে"ত্যাদিভ্যশ্চ শ্রুতিভ্যঃ। ন চ বিহিতত্যাগে প্রত্যবায়লক্ষণং পাপং স্যাদিতি শোকং মা কুর্ব্বতি ব্যাখ্যেয়ং। বেদনিদেশেনাগ্নিহোত্রাদিত্যাগে যতেরিব পরেশনিদেশন তত্ত্যাগে তৎপ্রপত্তুস্তদযোগাৎ। প্রত্যুত তন্নিদেশাতিক্রমে দোষাপত্তিঃ স্যাৎ। ন চ স্বরূপতঃ বিহিতত্যাগে প্রত্যাবায়াপত্তেঃ। সর্ব্বাণি ধর্ম্মফলানীতি ব্যাখ্যেয়ং। ফলত্যাগে তদনাপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রপন্নস্য স্বরূপতো ধর্ম্মত্যাগঃ। ন চ"ন হি কচিদি"ত্যাদিন্যায়েন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাপত্তিস্তদ্‌যজনাদিনিরতস্য তেন ন্যায়েন তদনাপত্তেঃ। তথা চ সন্নিষ্ঠস্যাত্মানুভবান্তঃপরিনিষ্ঠিতস্য চ পরাত্মানুভবান্তো যথা ধর্ম্মাচারস্তথা প্রপত্তুঃপ্রপত্তিঃ শ্রদ্ধান্তঃ স ইতি এবমেবো ক্তমেকাদশেঽপি। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচর ইতি।" এষা শরণাগতিশব্দিতা প্রপত্তিঃ ষড়ঙ্গিকা। "আনুকূল্যস্য সংকল্পং প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি, বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতি"রিতি বায়ুপুরাণাৎ। ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা হরয়ে রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যং। তদ্বিপরীতস্তু প্রাতিকূল্যম্। আত্মনিক্ষেপঃ শরণ্যে তস্মিন্ স্বভরন্যাসঃ। কার্পণ্যমনুধর্যঃ। ত্রিক্ষেপণমকার্পণ্যমিতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র কার্পণ্যং ততোঽন্যস্মিন্ স্বদৈন্য-প্রকাশঃ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ৬৬ ॥

মধুসূদন।—অধুনা তু ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি তমেব সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছেতি যদুক্তং তদ্বিবৃণোতি সর্ব্বেতি। কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃকেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মাইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিদ্যমানানবিদ্যমানান্বা শরণত্বেনানাদৃত্য মামীশ্বরমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বধর্ম্মাণামধিষ্ঠাতারং ফলদাতারং চ শরণং ব্রজ। ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা কিং তৈরন্যসাপেক্ষৈঃ ভগবদনুগ্রহাদেব ত্বন্যনিরপেক্ষাদহং কৃতার্থোভবিষ্যামীতি নিশ্চয়েন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিমনন্তং শ্রীবাসুদেবমেব ভগবন্তমনুক্ষণভাবনয়া ভজস্ব ইদমেব পরমং তত্ত্বং নাতোঽধিকমস্তীতি বিচার-পূর্ব্বকেণ প্রেমপ্রকর্ষেণ সর্ব্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়েত্যর্থঃ। অত্র মামেকং শরণং ব্রজেত্যনেনৈব সর্ব্বধর্ম্মশরণতাপরিত্যাগে লব্ধে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি নিষেধানুবাদস্তু কার্য্যাকারিতালাভায় "যজ্ঞায় যজ্ঞীয়ে সাম্নি ঐরংকৃত্বোদেগয়ম্" ইতত্র ন গিরা গিরেতি ব্রূয়াদিতিবৎ, তথা চ মমৈব সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকারিত্বান্মদেকশরণস্য নাস্তি ধর্ম্মপেক্ষেত্যর্থঃ এতেনেদমপাস্তং সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যুক্তেনাধর্ম্মাণাং পরিত্যাগো

লভ্যতে অতোধর্ম্মপদং কর্ম্মমাত্রপরমিতি নহ্যত্র কর্ম্মত্যাগোবিধীয়তে, অপি তু বিদ্যমানেঽপি কর্ম্মণি তত্রানাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থভিক্ষূণাং সাধারণ্যেন বিধীয়তে, তত্র সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি তেষাং স্বধর্ম্মাদরসম্ভবেন তন্নিবারণার্থম্ অধর্ম্মে চানর্থফলে কস্যাপ্যাদরাভাবাত্তৎপরিত্যাগবচনমনর্থকমেব শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তত্বাচ্চ। তস্মাদ্বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণামভ্যুদয়-হেতুত্বপ্রসিদ্ধের্ম্মোক্ষহেতুত্বমপি স্যাদিতি শঙ্কানিরাকরণার্থমেবৈতদ্বচ ইতি ন্যার্য্যং, ন চ সর্ব্বধর্ম্ম-পরিত্যাগোঽত্রবিধীয়তে সংন্যাসশাস্ত্রেণ প্রতিষেধশাস্ত্রেণ চ লব্ধত্বাদেব ন চেদমপি সংন্যাসশাস্ত্রং ভগবদেকশরণতায়া বিধিৎসিতত্বাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যনুবাদ এব সর্ব্বেষাং তু শাস্ত্রাণাং পরমং রহস্যমীশ্বরশরণতৈবেতি তত্রৈব শাস্ত্রপরিসমাপ্তির্ভগবতা কৃতা তামন্তরেণ সংন্যাসস্যাপি স্বফলাপর্য্যবসায়িত্বাৎ অর্জ্জুনং চ ক্ষত্রিয়ং সংন্যাসানধিকারিণং প্রতি সংন্যাসোপ-দেশাযোগাৎ অর্জ্জুনব্যাজেনান্যস্যোপদেশে তু বক্ষ্যামি তে হিতং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বপাপেভ্যস্ত্বং মা শুচ ইতি চোপক্রমোপসংহারৌ ন স্যাতাং, তস্মাৎ সংন্যাসধর্ম্মেষ্বপ্যনাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রে তাৎপর্য্যং ভগবতঃ যস্মাত্ত্বং মদেকশরণঃ সর্ব্বধর্ম্মানাদরেণ অতোঽহং সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকারিত্বাত্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো বন্ধুবধাদিনিমিত্তেভ্যঃ সংসারহেতুভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি প্রায়-শ্চিত্তং বিনৈব—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতের্ধর্ম্মস্থানীয়ত্বাচ্চ মম অতোমা শুচঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তস্য মম বন্ধুবধাদিনিমিত্তপ্রত্যবায়াৎ কথং নিস্তারঃ স্যাদিতি শোকং মা কার্ষীঃ। ভাষ্য-কারৈর্নিরস্তানি দুর্ম্মতানীহ বিস্তরাৎ। গ্রন্থব্যাখ্যানমাত্রার্থী ন তদর্থমহং যতে। তস্যৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা। ভগবচ্ছরণত্বং স্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ। বিশেষোবর্ণিতো হস্মাভিঃ সর্ব্বো ভক্তিরসায়নে। গ্রন্থবিস্তরভীরুত্বাদ্দিঙ্মাত্রমিহ কথ্যতে। তত্রাদ্যং মৃদু যথা "সত্যপি ভেদাপগমেনাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্। সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রোন তারঙ্গঃ"। দ্বিতীয়ং মধ্যং যথা "হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ! কিমদ্ভুতম্। হৃদয়াদ্যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে"। তৃতীয়মবধিমাত্রং যথা "সকলমিদমহং চ বাসুদেব! পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ" ইতি। দূতং প্রতি যমবচনম্ অম্বরীষপ্রহ্লাদগোপীপ্রভৃতয়শ্চাস্যাং ভূমিকায়ামুদাহর্ত্তব্যাঃ। অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে নিষ্ঠাত্রয়ং সাধ্যসাধনভাবাপন্নং বিবক্ষিতমুক্তং চ বহুধা। তত্র কর্ম্মনিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপর্য্যন্তোপসংহৃতা "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব" ইত্যত্র সংন্যাসপূর্ব্বকশ্রবণাদিপরিপাকসহিতা জ্ঞান-নিষ্ঠোপসংহৃতা, "ততোমাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" মিত্যত্র ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তূভয়সাধন-ভূতোভয়ফলভূতা চ ভবতীত্যন্ত উপসংহৃতা "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজে"ত্যত্র ভাষ্যকৃতস্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসানুবাদেন মামেকং শরণং ব্রজেতি জ্ঞান-নিষ্ঠোপসংহৃতেত্যাহুঃ ভগবদভিপ্রায়বর্ণনে কে বয়ং বরাকাঃ। "বচোযদ্গীতাখ্যং পরমপুরুষ-স্যাগমগিরাং রহস্যং তদ্ব্যাখ্যামনতিনিপুণঃ কোবিতনুতাম্ অহং ত্বেতদ্বাল্যং যদিহ কৃতবানস্মি কথমপ্যহেতুস্নেহানাং তদপি কুতুকায়ৈব মহতাম্" ॥ ৬৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং নমনযজনভজনমননক্রমেণ সাংখ্যনিষ্ঠা উক্তা যা পূর্ব্বং ধ্যানেনাত্মনি

পশ্যন্তীত্যনেন শ্লোকেন দর্শিতা ইদানী "অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে। তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ" ইতি কেবলোপাস্তি নিষ্ঠা যোগাখ্যোক্তা তামাহ সর্বেতি। সর্বেষাং বর্ণানামাশ্রমাণাং দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধীনাঞ্চ ধর্ম্মানগ্নিহোত্রাদীন্ সুখদুঃখাদীংশ্চ ত্যক্ত্বা মামেকং সর্বেশ্বরং সর্বশক্তিং সোপাধিং নিরুপাধিং বাঅখণ্ডৈকরসমানন্দঘনং পরমাত্মানং শরণং শৃণাতি হিনস্ত্যবিদ্যাদীন্ ক্লেশাদীন্ শরণমাশ্রয়ঃ পরায়ণং গচ্ছ প্রাপ্নুহি মদেকশরণো ভবেত্যর্থঃ। অত্র অন্নং ভুক্ত্বৈব তৃপ্যতি নতু জলমাত্রং পীত্বেতিবৎ হেতুত্বং ক্ত্বাপ্রত্যয়ার্থঃ, সর্বধর্ম্মপরিত্যাগেন মাং শরণং ব্রজেত্যর্থঃ। যথোক্তম্ "অনাত্মাদর্শনেনৈব পরাত্মানমুপাস্মহে" ইতি, এতস্য ভগবচ্ছরণীকরণস্য ফলমাহ অহন্ত্বিতি। অহং প্রত্যগাত্মা সূর্য্যাদ্যন্তর্য্যামী নারায়ণঃ সকল পাপবিনির্মুক্তঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ সন্ ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ সঞ্চিতক্রিয়মাণেভ্যো গোত্র-বধাদিজেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ, তথাহি তত্ত্বজ্ঞানফলং পাপাস্পর্শঃ শোক-তরণঞ্চ সর্বশ্রুতিস্মৃতি প্রসিদ্ধম্ আদিত্যান্তর্বর্ত্তিনং নারায়ণং প্রকৃত্য ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে "স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হবৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো যএবং বেদ তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তত্রকো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যত" ইতি। উদিতঃ ঊর্দ্ধমিতোগতঃ পাপান্ন্যুৎক্রম্য গতো নিষ্পাপ ইতি শ্রুতিপদার্থঃ, বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংন্যাসপূর্বকং ষষ্ঠাধ্যায়েনোক্তেন যোগেন দেহাদীনাং ধর্ম্মাংশ্চ ত্যক্ত্বা নির্বিকল্পমাত্মানং সাক্ষাৎ কুর্বতো ন কর্ম্মলেপ ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু ত্বদ্ধ্যানাদিকং যৎকরোমি তৎ কিং স্বাশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্বকম্ বা কেবলং বা, তত্রাহ সর্বধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ সর্বান্ এব পরিত্যজ্য 'একংমামেব শরণং ব্রজ। পরিত্যজ্য সংন্যস্য ইতি ন ব্যাখ্যেয়ম্ অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বেন সন্ন্যাসানধিকারাৎ নচ অর্জ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্যান্যজন সমুদায়ম্ এবোপদিদেশ ভগবান্ ইতি বাচ্যং। লক্ষ্যভূতমর্জ্জুনং প্রতি উপদেশবাক্যস্য যোজয়িতুমৌচিত্যে সত্যেবান্যস্যাপ্যুপদেষ্টব্যত্বং সম্ভবেন্নত্বন্যথা। নচ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফল-ত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি ব্যাখ্যেয়ম্ অস্য বাক্যস্য। "দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করোনায়মৃণীচ রাজন্। সর্বাত্মনায়ং শরণং শরণ্যং গতোমুকুন্দং পরিহৃত্যকৃত্যম্।" ইতি। "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতোমে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায়চ কল্পতেবৈ। আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে। তাবৎ কর্ম্মাণি গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ।" ইতি ভগবদ্বাক্যৈঃ সহৈকার্থস্যাবশ্য ব্যাখ্যেয়ত্বাৎ। অত্রচ পরিশব্দ প্রয়োগাচ্চ। অত একংমাং শরণং ব্রজ নতু ধর্ম্মজ্ঞানযোগং দেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ। পূর্বং হি মদনন্যভক্তৌ সর্বশ্রেষ্ঠায়াং তবাধিকারোনাস্তীত্যতস্ত্বং যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যাদি বাণেন ময়া কর্ম্মমিশ্রায়াং ভক্তৌ তবাধিকার উক্ত সম্প্রতি ত্বতি কৃপয়া তুভ্যমনন্য ভক্তাবে-ধিকারঃ তস্যাঃ অনন্যভক্তেঃ যাদৃচ্ছিক মদৈকান্তিকভক্তকৃপৈকলভ্যত্বলক্ষণং নিয়মং কৃতমপি ভীষ্মবুদ্ধে স্বপ্রতিজ্ঞামিবাপনীয় দত্ত ইতি ভাবঃ। নচ মদাজ্ঞয়া নিত্যনৈমিত্তক-র্ম্মত্যাগে তব প্রত্যবায়শঙ্কা সম্ভবেৎ। দেবরূপেণ ময়ৈব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমাদিষ্টম্ অধুনাতুস্বরূপে-

নৈবতত্ত্যাগ আদিশ্যতে ইতি অতঃ কথংতে নিত্যকর্ম্মাকরণে পাপানি সম্ভবন্তু প্রত্যুত অতঃপরং নিত্যকর্ম্মণি কৃতে এব পাপানি ভবিষ্যন্তি সাক্ষান্মদোজ্ঞালঙ্ঘনাদিত্যবধেয়ং। নন্ব যোহি যচ্ছরণো ভবতি সহি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ সঃ তং যৎকারয়তি তদেব করোতি যত্রস্থাপয়তি তত্রৈব তিষ্ঠতি যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌ক্তে ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বং। যদুক্তং বায়ুপুরাণে। "আনুকূল্যস্য সংকল্পং প্রতিকূলস্য বর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতিবিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা। নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।" ইতি ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা স্বাভীষ্টদেবায় রোচমানা প্রবৃত্তিরানুকূল্যং তদ্বিপরীতং প্রাতিকূল্যম্। ভর্ত্তৃত্বে ইতি স এব মমরক্ষকোনান্য ইতি যঃ। রক্ষিষ্যতীতি স্বরক্ষণপ্রতিকূল্য বস্তুষু পস্থিতৌ অপি স মাং রক্ষিষ্যত্যেবেতি দ্রৌপদী-গজেন্দ্রাদীনামিব বিশ্বাসঃ। নিক্ষেপণম্ স্বীয় স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতস্য এব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ। অকার্পণ্যং নান্যত্র কাপি স্বদৈন্যজ্ঞাপনম্। ইতিষণ্নাং বস্তূনাং বিধাত্রনুষ্ঠানং যস্যাং সা শরণা-গতিরিতি। তদদ্যারভ্য যন্ত্বহংত্বাং শরণংগত এববর্ত্তে তর্হি ত্বদুক্তং ভদ্রমভদ্রম্ বা যত্তবেত্ত-দেব মম কর্ত্তব্যং তত্র যদি ত্বম্ মাং ধর্ম্মমেব কারয়সি তদা ন কাচিচ্চিন্তা যদি তু ঈশ্বরত্বাৎ স্বৈরাচারস্তুং মামধর্ম্মমেব কারয়সি তদা কা গতিস্তত্রাহ অহমিতি প্রাচীনার্ব্বাচীনানি যাবন্তি বর্ত্তন্তে যাবন্তি বাহং কারয়িষ্যামি তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এব পাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি নাহমন্য শরণ্য ইব তত্রাসমর্থ ইতি ভাবঃ। ত্বমালস্যৈব শাস্ত্রমিদং লোকমাত্রমেবোপদিষ্টবানস্মি। মা শুচঃ স্বার্থম্ পরার্থম্ বা শোকম্ মাকার্ষীঃ যুষ্মদাদিকঃ সর্ব্ব এবলোকঃ স্বপরধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য মচ্চিন্তনাদিপরঃ মাং শরণমাপদ্য সুখেনৈব বর্ত্ততাং তস্য পাপমোচনভারঃ সংসারমোচন-ভারঃ মৎপ্রাপনভারঃ ময়া প্রতিজ্ঞায়ৈবাঙ্গীকৃতঃ কিং বহুনা দেহব্যবহারভারোঽপি ময়াঙ্গীকৃত এব যদুক্তম্। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" ইতি। হন্ত এতাবান্‌ভারো ময়া স্বপ্রভৌ নিক্ষিপ্ত ইতি অপি শোকম্ মাকার্ষীঃ ভক্তবৎসলস্য সত্যসঙ্কল্পস্য মম ন তত্রায়াসলেশোঽপীতি নাতঃপরমধিকমুপদেষ্ট-ব্যমস্তীতি শাস্ত্রং সমাপ্তীকৃতম্।। ৬৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অধুনা শাস্ত্রের উপসংহার কালে শ্রীভগবান্ সুদৃঢ়রূপে ঘোষণা করিতেছেন যে, কেবল তাঁহারই শরণ গ্রহণ দ্বারা অভীষ্ট ফল লব্ধ হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এ সংসারে মনুষ্যের ধর্ম্ম অনেক। মানবের মধ্যে অনেকে আশ্রম ধর্ম্মের (১৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অনুরাগী, অনেকে বর্ণানুরূপ ধর্ম্মের পরিপালনে পরিতৃপ্ত, অনেকে আবার সমানধর্ম্মী। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুসরণ দ্বারা কালে ধীরে ধীরে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এ কথা পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ নিজ মুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই ফল প্রাপ্তির অনুকূল সাধনা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে,

তদ্বিষয়ে বাধা বিঘ্ন অনেক। এক্ষণে করুণাময় পরমেশ্বর যে উপায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই সুগম এবং অনায়াসসাধ্য। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও। তুমি ক্ষত্রিয়, বীরোচিত শত্রুনাশ করাই তোমার বর্ণোচিত ধর্ম্ম; তুমি তাহা পরিহার করিয়া কর্ম্মত্যাগরূপ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাসনা করিতেছ। সংসারে এইরূপ বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে কাহারও সিদ্ধি লাভের সম্ভবনা নাই। সকলকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগজনিত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় মাত্র। অতএব আমি উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, সকল ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক একান্ত মনে তুমি আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উচিতানুচিত কোন বিচারই আর তোমাকে করিতে হইবে না। তুমি অনায়াসে দুস্তর সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবে। কারণ এইরূপ মদেকনিষ্ঠ হইয়া আমাতে নির্ভর করিলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করিব। আমি পূর্ব্বে এ কথা বারংবার বিবিধভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। এখনও আবার বলিতেছি, যদি তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাগত হও, পাপ ও পুণ্যের চিন্তা পরিহার করিয়া, স্বকীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান ও আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া অবিচ্ছেদ আমারই উপর নির্ভর কর, তাহা হইলেই আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সমস্ত দুষ্কৃতি বিমুক্ত করিয়া দিব। পাপক্ষালনের মিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপে আমার শরণাগত হইলে বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি অনায়াসে তোমার পাপ হরণ করিব। অতএব তোমার শোকের কোনই প্রয়োজন নাই। গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্য, আত্মীয়হত্যা, প্রভৃতি কারণে তুমি, যে আকুল হইয়াছ, তাহার আর কোনই অবসর থাকিবে না; তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার পরামর্শক্রমে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও।

মূলে যে "ধর্ম্ম" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই বুঝাইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাগত হও ইহাই এস্থলের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ আত্মভাবে প্রকটীকৃত হইয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় হইতেই সাধককে উদ্ধার করিয়া থাকেন। "নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।" (১০ম অধ্যায় ১১ শ্লোক) ইত্যাদি

বাক্যে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগের সহিত কর্ম্মত্যাগও সম্বন্ধ নহে। অর্থাৎ কর্ম্মও যে ত্যাগ করিতে হইবে এরূপ সূচিত হইতেছে না। পরন্তু ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, কর্ম্মের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয় ভগবানের শরণ গ্রহণই আবশ্যক।

এই শ্লোকাপলক্ষ্যে ভক্তিবাদিগণের পক্ষে পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ বিস্তারিত অভিপ্রায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, শ্রীভগবানের ধ্যানাদি যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইবে, তত্তাবৎ কি স্বকীয় আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে অথবা কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল ধ্যানাদি কর্ম্মই আচরিত হইবে? ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, সকল প্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। 'পরিত্যাগ করিয়া' শব্দে সন্ন্যাস অর্থ গ্রহণ করা বিধেয় নহে। কারণ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার নাই। যদি বলা যায় যে, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ জনসাধারণের হিতার্থ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য যে, লক্ষ্যভূত অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রয়োগ ও যোজনা প্রধানত আবশ্যক, তদনন্তর অন্যের প্রতি সেই উপদেশ ব্যাকের আরোপ হইতে পারে। সুতরাং অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব। মূলের "পরিত্যজ্য" এই অংশের ফলত্যাগ রূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্! সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং॥ মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, হে রাজন্! যিনি কর্ম্ম সমূহ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূতসমূহ, আত্মীয়গণ বা পিতৃগণ কাহারও কিঙ্কর নহেন বা কাহারও নিকট ঋণী নহেন। যখন মানব সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার আকাঙ্খায় অত্মসমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমা দ্বারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ, "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি

স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎসচ সত্তমঃ॥", (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১১ অধ্যায় ৫২ শ্লোক) "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" (ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২০শ অধ্যায় ৯ শ্লোক। ২৮৬৬।২৯৯২ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থাবধারণ আবশ্যক। এস্থলে যে "পরি" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তদ্দারাও সূচিত হইতেছে যে, কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, এই বাক্যে ইহাই প্রতি পাদিত হইতেছে যে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না। পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, আমার অনন্য ভক্তই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সে অবস্থা প্রাপ্তির তুমি অধিকারী নহ। অতএব তুমি যাহা কর, যাহা খাও, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতেই তুমি অধিকারী। কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রতি অতি কৃপা হেতু তুমি অনন্য ভক্তের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি কৃপাদ্বারাই সেই অনন্যা ভক্তি লব্ধ হইয়া থাকে। আমার আজ্ঞানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমিই বেদরূপে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার রূপ ধারণ করিয়াই তত্তাবত ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব নিত্যকর্ম্ম সমূহ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে? অতঃপর নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তোমাকে সাক্ষাৎ মদাজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত পাপভাগী হইতে হইবে। কারণ যে ব্যক্তি যাঁহার শরণাগত হয়, সে মূল্যদ্বারা ক্রীত পশুর ন্যায় তাঁহারই অধীন থাকে। সেই প্রভু তাহাকে যাহা করান সে তাই করে, যে স্থানে রাখেন সেই স্থানেই থাকে, যাহা খাইতে দেন, তাহাই ভোজন করে। ইহাই শরণগ্রহণ লক্ষণ ধর্ম্মের, তত্ত্ব। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে, "আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রতি-কূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা। নিক্ষেপণ-মকার্পণ্যং ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।" ইহার ভাবার্থ যথা, ভক্তিশাস্ত্র প্রতি পাদিত স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি আনুরক্তি যে প্রবৃত্তির দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহারই নাম আনুকূল্য; তাহারই বিপরীত অর্থাৎ স্বকীয় অভীষ্ট

দেবতার প্রতি যাহাতে বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয় তাহাই প্রতিকূল্য; সেই অভীষ্ট দেবতাই আমার রক্ষক তদ্ব্যতীত আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবের নাম ভর্ত্তৃত্বে বরণ; রক্ষাকার্য্যের প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও সেই অভীষ্ঠ দেবতা আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এইরূপ বিশ্বাসই শ্রেয়ঃ। কৌরব সভায় বস্ত্রহরণ কালে দ্রৌপদী (২১০২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) অথবা কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র বিপৎকালে (২০৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এইরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বকীয় স্থূল সূক্ষ্ম দেহ সহিত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দ্যেশে বিনিযুক্ত করাই নিক্ষেপ। অন্য কোন স্থানেই আপনার দৈন্যত্ব জ্ঞাপন না করাই অকার্পণ্য। উল্লিখিত রূপ ষড়বিধ অনুষ্ঠান সহকারে আত্মনিবেদনের নাম শরণাগতি। এক্ষণে অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমি তোমার শরণাগত রূপে আত্ম-নিয়োজন করি, তাহা হইলে মঙ্গলই হউক বা অমঙ্গলই হউক, সে বিচার না করিয়া তোমার আদেশ পরিপালনই আমার কর্ত্তব্য। এরূপ ঘটিলে যদি তুমি আমাকে কেবল ধর্ম্মই করাও তাহা হইলে চিন্তার কোনই কারণ নাই; কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বর স্বৈরাচারের পরতন্ত্র হইয়া আমাকে অধর্ম্ম মার্গে প্রবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তোমার প্রাচীন অর্থাৎ বহু পূর্ব্বকৃত এবং অর্ব্বাচীন অর্থাৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ হইতে অপিচ তোমার অনুষ্ঠিত যে সকল পাপভার সঞ্চিত রহিয়াছে এবং আমি তোমাকে যে পাপ করাইব বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তত্তাবত হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। অন্য যাহারই কেন শরণাগত হওনা, কেহই তোমাকে সর্ব্বথা পাপমুক্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ আমি অনয়াসেই তাহা করিতে পারিব। তোমাকে উপলক্ষ করিয়া আমি লোকহিতার্থ এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি শোক করিও না; আপনার বা পরের ইষ্টানিষ্ট চিন্তায় তুমি শোকাভিভূত হইও না। তুমিই হও আর যিনিই হউন না, মচ্চিন্তাপরায়ণ যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম পরিহার-পূর্ব্বক যদি আমার শরণাগত হয়, তাহা হইলে পরম সুখময় দশায় তিনি উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদিগের পাপ মোচনভার, সংসার-বন্ধন মোচনভার এবং মৎ প্রাপ্তির উপায়বিধান ভার আমিই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে

অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি। অধিক বলিয়া কি হইবে, তাহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে আমি অঙ্গীকৃত। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং" (৯।২২) এত গুরুভার ভগবানের উপর আমি অর্পণ করিয়াছি, এরূপ মনে করিয়া আকুল হওয়াও অনাবশ্যক, আমি ভক্তবৎসল ও সত্যসংকল্প; আমার এইরূপ ভার গ্রহণে লেশমাত্র আয়াসেরও সম্ভাবনা নাই। ইহার পর অধিক আর কোন উপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া এই শাস্ত্র সমাপ্তীকৃত হইল ॥ ৬৬ ॥

—০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়।—তে (ত্বয়া) অতপস্কায় (ধর্ম্মানুষ্ঠানরহিতায়) ইদং (গীতাশাস্ত্রতত্ত্বং) ন বাচ্যম্ (বক্তব্যম্) অভক্তায় (ভগবদ্ভক্তিশূন্যায়) কদাচিৎ ন [বাচ্যং] অশুশ্রূষবে (গুরুসেবারহিতায়) চ ন [বাচ্যং] মাং যঃ অভ্যসূয়তি (দ্বেষ্টি) [তস্মৈ] ন চ [বাচ্যং] ॥ ৬৭ ॥

প্রতিশব্দ।—তোমার-কর্ত্তৃক তপোরহিতকে ইহা বক্তব্য নহে, অভক্তকে [বক্তব্য] নহে, গুরু-সেবা-বিহীনকেও [বক্তব্য] নহে, আমাকেও যে দ্বেষ-করে [তাহাকে] ও [বাচ্য] নহে ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিরহিত, যে ভগবদ্ভক্তিশূন্য, যে গুরু-পরিচর্য্যা বিরত, তাহার নিকট এই নিগূঢ় গীতার্থতত্ত্ব তুমি পরিব্যক্ত করিবে না; অপিচ যে ব্যক্তি আমাকে মানবদেহধারী বলিয়া দ্বেষ করে, তাহার নিকটও এই তত্ত্ব বক্তব্য নহে ॥ ৬৭।

শঙ্করাচার্য্য।—অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং, কিং জ্ঞানং কিং কর্ম্ম বা আহোস্বিদুভয়মিতি,কুতঃ সন্দেহঃ যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ততো মাস্তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাৎ জ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে কুরু কর্ম্মৈবেত্যেবমাদীনি কর্ম্মণাম্ অবশ্যকর্ত্তব্যতাং দর্শয়ন্তি, এবং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তব্য-

তোপদেশাৎ সমুচ্চিতয়োরপি নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং স্যাদিতি ভবেৎ সংশয়ঃ কিং পুনরত্র মীমাংসা-ফলং। নন্বেতদেব এষামন্যতমস্য পরমনিঃশ্রেয়সসাধনত্বাবধারণম্, অতোবিস্তীর্ণতরং মীমাংস্য-মেতৎ, আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং ভেদপ্রত্যয়নিবর্ত্তকত্বেন কৈবল্যফলাবসানত্বাৎ। ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিরবিদ্যয়াত্মনি নিত্যপ্রবৃত্তা মম কর্ম্মাহং কর্ত্তাইমুষ্মৈ ফলায়েদম্ কর্ম্ম করিষ্যামীতীয়মবিদ্যা অনাদিকালপ্রবৃত্তা, অস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকময়মহমস্মি কেবলোঽ-কর্ত্তাক্রিয়োঽফলো ন মত্তোঽন্যোঽস্তি কশ্চিদিত্যেবম্ রূপমাত্মবিষয়ম্ জ্ঞানমুৎপদ্যমানম্ কর্ম্ম-প্রবৃত্তিহেতুভূতায়া ভেদবুদ্ধের্নিবর্ত্তকত্বাৎ। তুশব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন কেবলেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ ন চ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি/ পক্ষদ্বয়ং নিবর্ত্তয়তি। অকার্য্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সস্য কর্ম্মসাধনত্বানুপপত্তিঃ, ন হি নিত্যং বস্তু কর্ম্মণা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে, কেবলজ্ঞানমপি অনর্থকম্, তর্হি, ন অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বে সতি দৃষ্টকৈবল্যফলাবসানত্বাদবিদ্যাতমোনিবর্ত্তকস্য জ্ঞানস্য দৃষ্টম্ কৈবল্যফলাবসানত্বম্। রজ্জ্বাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমসোনিবর্ত্তকপ্রদীপপ্রকাশফলবৎ বিনিবৃত্ত-সর্পাদিবিকল্পরজ্জুকৈবল্যাবসানম্ হি প্রকাশফলং জ্ঞানম্ তথা দৃষ্টার্থানাঞ্চ ছিদিক্রিয়াগ্নিমন্থনাদীনাং ব্যাপৃতকর্ত্রাদিকারকাণাং দ্বৈধীভাবাগ্নিদর্শনাদিফলাদন্যফলে কর্ম্মান্তরে বা ব্যাপারানুপপত্তির্যথা তথা জ্ঞাননিষ্ঠা ক্রিয়ায়াং দৃষ্টার্থায়াং ব্যাপৃতস্য জ্ঞাত্রাদিকারকস্যাত্মকৈবল্যফলাদন্যফলে কর্ম্মান্তরে বা প্রবৃত্তিরনুপপন্নেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মসহিতোপপদ্যতে। ~~জ্ঞাননিষ্ঠা~~ ভুজিক্রিয়াগ্নি-হোত্রাদিক্রিয়াবৎ স্যাদিতি চেৎ ন কৈবল্যফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ কৈবল্যফলে হি জ্ঞানে প্রাপ্তে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ফলে কূপতড়াগাদিক্রিয়াফলার্থিত্বাভাববৎ ফলান্তরে তৎসাধনভূতায়াং বা ক্রিয়ায়ামর্থিত্বানুপপত্তেঃ, ন হি রাজ্যপ্রাপ্তিফলে কর্ম্মণি ব্যাপৃতস্য ক্ষেত্রমাত্রপ্রাপ্তিফলে ব্যাপারোপপত্তিস্তদ্বিষয়ঞ্চার্থিত্বং, তস্মান্ন কর্ম্মণোঽস্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বম্ নচ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চিতয়োর্নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যফলস্য কর্ম্মসাহায্যাপেক্ষা অবিদ্যানিবর্ত্তকত্বেন চ বিরোধাৎ, ন হি তমস্তমসোনিবর্ত্তকমতঃ কেবলমেব জ্ঞানম্ নিঃশ্রেয়সসাধনমিতি। ন নিত্যা-করণে প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাৎ। যত্তাবৎ কেবলজ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিত্যে-তত্তদসৎ, যতোনিত্যানাং কর্ম্মণাং শ্রুত্যুক্তানামকরণে প্রত্যবায়ো নরকাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ স্যাৎ, নন্বেবং তর্হি কর্ম্মভ্যোমোক্ষোনাস্তি ইত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব, নৈষ দোষো নিত্যাত্মমোক্ষস্য প্রায়শ্চিত্তস্য চাকরণাদনিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। কাম্যানাং চ বর্জনাদনিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। নিত্যানাং কর্ম্মণামনুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়স্যাপ্রাপ্তিঃ বর্ত্তমানশরীরারম্ভকস্য চ কর্ম্মণঃ ফলোপভোগক্ষয়ে পতিতেঽস্মিন্ শরীরে দেহান্তরোৎপত্তৌ চ কারণাভাবাদাত্মনঃ রাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাব-স্থানমেব কৈবল্যমিত্যযত্নসিদ্ধম্/ কৈবল্যমিতি। অতিক্রান্তানেকজন্মান্তরকৃতস্য স্বর্গনরকাদি-প্রাপ্তিফলস্যানারব্ধকার্য্যস্যোপভোগানুপপত্তেঃ ক্ষয়াভাব ইতি চেন্ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখোপ-ভোগস্য তৎফলোপভোগত্বোপপত্তেঃ প্রায়শ্চিত্তবদ্বা পূর্ব্বোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থত্বম্ নিত্যকর্ম্মণাম্ আরব্ধানাঞ্চ উপভোগেনৈব কর্ম্মণাং ক্ষীণত্বাদপূর্ব্বাণাঞ্চ কর্ম্মণামনারম্ভেঽযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি। ন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়ে"তি বিদ্যয়া অন্যঃ পন্থা মোক্ষায় ন বিদ্যত ইতি শ্রুতেশ্চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনাসম্ভববদবিদুষোমোক্ষাসম্ভবশ্রুতের্জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতি ইতি চ

পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেশ্চ। যথা পূর্ব্বোপাত্তানাং দুরিতানামনারব্ধফলানাং সম্ভবস্তথা পুণ্যানামপ্যনারব্ধফলানাং সম্ভবস্তথা পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং স্যাৎ সম্ভবস্তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা ক্ষয়ানুপপত্তিঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মহেতূনাঞ্চ রাগদ্বেষমোহানামন্যত্রাত্মজ্ঞানাদুচ্ছেদানুপপত্তে র্ধর্ম্মাধর্ম্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ। নিত্যানাঞ্চ কর্ম্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুতে 'র্ব্বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ(পুণ্যলোকা ভবন্তি' ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কর্ম্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ। যে ত্বাহুর্নিত্যানি কর্ম্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মণাং ফলমেব ন তু তেষাং স্বরূপব্যতিরেকেণান্যৎ ফলমস্ত্যশ্রুতত্বাৎ জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাদিতি। ন্যপ্রবৃত্তানাঞ্চ ফলদানাসম্ভবাৎ দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিশ্চ (কর্ম্মণাং) স্যাৎ যদুক্তম্ পূর্ব্বজন্মকৃতদুরিতানাং কর্ম্মণাং ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখম্ ভুজ্যত ইতি তদসন্ন হি মরণকালে ফলাদানায়ানঙ্কুরীভূতস্য কর্ম্মণঃ ফলমন্যারব্ধে জন্মন্যুপভুজ্যত ইত্যুপপত্তিঃ, অন্যথা স্বর্গফলোপভোগায়াগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মারব্ধে জন্মনি নরককর্ম্মফলোপভোগানুপপত্তির্ন স্যাত্তস্য দুরিতদুঃখবিশেষফলত্বানুপপত্তেশ্চ, অনেকেষু হি দুরিতেষু সম্ভবৎস্বভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রফলেষু কল্প্যমানেষু দ্বন্দ্বরাগাদিবাধানিমিত্তম্ দুঃখম্ ন হি শক্যতে কল্পয়িতুং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বোপাত্তদুরিতফলং ন শিরসা পাষাণবহনাদিদুঃখমিতি। অপ্রকৃতঞ্চেদমুচ্যতে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মফলমিতি। কথমপ্রসূতফলস্য হি পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ক্ষয়ো নোপপদ্যত ইতি প্রকৃতম্ তত্র প্রসূতফলস্য কর্ম্মণঃ ফলম্ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাহ ভবান্ন প্রসূতফলস্যেত্যর্থঃ সর্ব্বমেব পূর্ব্বকৃতম্ দুরিতম্ তৎপ্রসূতফলমেবেতি মন্যতে ভবাংস্ততোনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব ফলমিতি/ বিশেষণমযুক্তং, নিত্যকর্ম্মবিধ্যনর্থক্যপ্রসঙ্গশ্চোপভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকর্ম্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ। কিঞ্চ শ্রুতস্য নিত্যস্য দুঃখং কর্ম্মনিমিত্তস্য ফলম্ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসাদেব তৎ দৃশ্যতে ব্যায়ামাদিবত্তদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানান্নিত্যানাং কর্ম্মণাং, প্রায়শ্চিত্তবং পূর্ব্বকৃতদুরিতফলত্বানুপপত্তিঃ, যস্মিন্ পাপকর্ম্মনিমিত্তে যদ্বিহিতম্ প্রায়শ্চিত্তম্ ন তু তস্য পাপস্য তৎফলমথ তস্যৈব পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখম্ ফলম্ জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখম্ জীবনাদিনিমিত্তস্যৈব তৎফলম্ প্রসজ্যেত নিত্যপ্রায়শ্চিত্তয়োর্নৈমিত্তিকত্বাবিশেষাৎ। কিঞ্চান্যন্নিত্যস্য কাম্যস্য চাগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখস্য তুল্যত্বান্নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ফলম্ ন তু কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমিতি বিশেষো নাস্তীতি। তদপি পূর্ব্বকৃতদুরিতফলম্ প্রসজ্যেত, তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাত্তদ্বিধানান্যথানুপপত্তেশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখম্ পূর্ব্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা অনুপপন্না এবংবিধানান্যথানুপপত্তেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখব্যতিরিক্তফলত্বানুমানাচ্চ নিত্যানাং। বিরোধাচ্চ বিরুদ্ধঞ্চেদমুচ্যতে নিত্যকর্ম্মণানুষ্ঠীয়মানেনান্যস্য কর্ম্মণঃ ফলম্ ভুজ্যত ইত্যভ্যুপগম্যমানে স এবোপভোগো নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলাভাব ইতি বিরুদ্ধমুচ্যতে, কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদাবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি-তন্ত্রেণৈবানুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমুপক্ষীণম্ স্যাত্তন্ত্রত্বাদথ কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমন্যদেব স্বর্গাদি তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নম্ প্রসজ্যেত, ন চ তদস্তি দৃষ্টবিরোধাৎ, ন হি কাম্যানুষ্ঠানা-

য়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদ্যতে। কিঞ্চাগুদবিহিতমপ্রতিষিদ্ধঞ্চ কর্ম্ম তৎকাল-ফলং ন তু শাস্ত্রচোদিতং প্রতিষিদ্ধং বা তৎকালফলং ভবেদ্যদি তদা স্বর্গাদিষপ্যদৃষ্টফল-শাসনে চোদ্যমানে স্যাৎ অগ্নিহোত্রাদীনামেব কর্ম্মস্বরূপাবিশেষেহনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণোপক্ষয়ঃ কাম্যানাঞ্চ স্বর্গাদিমহাফলত্বমঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাদ্যাধিক্যে স্বসতি তৎফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন শক্যং কল্পয়িতুং, তস্মান্ন নিত্যানাং কর্ম্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। অতশ্চাবিদ্যাপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণোবিদ্যৈব শুভস্যাশুভস্য বা ক্ষয়কারণং অশেষতো ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমবিদ্যাকামবীজং হি সর্ব্বমেব কর্ম্ম। তথাচোপাদিতং অবিদ্বদ্বিষয়ং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা "উভৌ তৌ ন বিজানীতো বেদাবিনাশিনং নিত্যং, জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং, তত্ত্ববিত্তু গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে, সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তোমন্যেত তত্ত্ববিদর্থাদজ্ঞঃ করোমীত্যারুরুক্ষোঃ কর্ম্মকারণমারূঢ়স্য যোগস্থস্য শম এব কারণমুদারাস্ত্রয়োঽপ্যজ্ঞা জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতমজ্ঞাঃ কর্ম্মিণো গতাগতং কামকামা লভন্তে, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং নিত্যযুক্তা যথোক্তমাত্মানমাকাশকল্পমকল্মষমুপাসতে দদামি বুদ্ধি-যোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে।" অর্থান্ন কর্ম্মিণোঽজ্ঞা উপযান্তি ইতি ভগবৎকর্ম্মকারিণো যে যুক্ত-তমা অপি কর্ম্মিণোঽজ্ঞাস্তে উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগাবসানসাধনাঃ অনির্দ্দেশ্যাক্ষরোপাসকাস্ত্বদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যধ্যায়পরিসমাপ্ত্যুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্যধ্যায়ত্রয়োক্তজ্ঞানসাধনাশ্চাধিষ্ঠানাদি-পঞ্চহেতুকসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনামাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্ত্তমানানাং ভগবত্তত্ত্ব-বিদামনিষ্টাদিকর্ম্মফলত্রয়ং পরমহংসপরিব্রাজকানামেব লব্ধভগবৎস্বরূপাত্মৈকত্বশরণানাং ন ভবতি, ভবত্যেবমন্যেষামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামসন্ন্যাসিনামিত্যেষ গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যার্থস্য বিভাগঃ। অবিদ্যাপূর্ব্বকত্বং সর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽসিদ্ধমিতি চেন্ন ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণবৎ যদ্যপি শাস্ত্রগতং নিত্যং কর্ম্ম তথাপ্যবিদ্যাবত এব ভবতি। যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণং কর্ম্মানর্থকারণম্ অবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি। অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেস্তথা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যান্যপীতি ব্যতিরিক্তাত্মন্যজ্ঞাতে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্ম্মস্বনুপপন্নেতি চেন্ন চলনাত্মকস্য কর্ম্মণোঽনাত্মকর্ত্তৃক-স্যাহঙ্করোমীতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। দেহাদিসঙ্ঘাতে অহং প্রত্যয়ো গৌণো ন মিথ্যা ইতি চেৎ ন তৎকার্য্যেষপি গৌণত্বোপপত্তেরাত্মীয়ে দেহাদিসঙ্ঘাতে অহং প্রত্যয়ো গৌণো যথাত্মীয়পুত্রে আত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি লোকে চাপি মম প্রাণ এবায়ঙ্গৌরিতি তদ্বন্নৈবং মিথ্যাপ্রত্যয়ো মিথ্যাপ্রত্যয়স্তু স্থাণুপুরুষয়োরগৃহ্যমাণবিশেষয়োর্ন গৌণপ্রত্যয়স্য মুখ্যকার্য্যার্থত্বম্ অধিকরণস্তুত্যর্থত্বালুপ্তোপমা-শব্দেন যথা সিংহো দেবদত্তোঽগ্নির্ম্মাণবক ইতি সিংহ ইবাগ্নিরিব ক্রৌর্য্যপৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্ত্বাৎ দেবদত্তমাণবকাধিকরণকস্তুত্যর্থমেব ন তু সিংহকার্য্যমগ্নিকার্য্যং বা গৌণশব্দ প্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে মিথ্যাপ্রত্যয়কার্য্যন্তুং ত্বনর্থমনুভবতি গৌণপ্রত্যয়স্য বিষয়ঞ্চ জানাতি নৈষ সিংহো দেবদত্তঃ তথা নায়মগ্নির্ম্মাণবক ইতি তথা গৌণেন দেহাদিসঙ্ঘাতেনাত্মনা কৃতং কর্ম্ম ন মুখ্যেনাহংপ্রত্যয়-বিষয়েণাত্মনা কৃতং স্যান্ন হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম্ম মুখ্যসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং স্যান্ন চ ক্রৌর্য্যেণ পৈঙ্গল্যেন বা মুখ্যসিংহাগ্ন্যোঃ কার্য্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে স্তুত্যর্থেনোপক্ষীণত্বাৎ স্তূয়মানৌ

চ জানীতো নাহং সিংহো নাহমগ্নিরিতি, সিংহস্য কর্ম্ম মমাগ্নেশ্চেতি তথা ন সঙ্ঘাতস্যং কর্ম্ম মম মুখ্যস্যাত্মন ইতি প্রত্যয়োযুক্ততরঃ স্যান্ন পুনরহং কর্ত্তা মম কর্ম্মেতি। যচ্চাহুরাত্মীয়ৈঃ স্মৃতীচ্ছা-প্রযত্নৈঃ কর্ম্মহেতুভিরাত্মা কর্ম্ম করোতীতি ন, তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্ব্বকত্বাৎ। মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেষ্টা-নিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিতসংস্কারপূর্ব্বকা হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ঃ। যথাস্মিন্ জন্মনি দেহাদিসঙ্ঘাতা-ভিমানরাগদ্বেষাদিকৃতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলানুভবশ্চ তথা অতীতেঽতীততরেঽপি জন্মনীত্যনাদি-রবিদ্যাকৃতঃ সংসারোঽতীতোঽনাগতশ্চানুমেয়ঃ। ততশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ জ্ঞাননিষ্ঠায়াম্ আত্যন্তিকঃ সংসারোপরম ইতি সিদ্ধম্। অবিদ্যাত্মকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহানুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ দেহাদিসঙ্ঘাতে আত্মাভিমানোঽবিদ্যাত্মকঃ ন হি লোকে গবাদিভ্যোঽন্যোঽহং মত্তশ্চান্যে গবাদয় ইতি জানন্ তেষ্বহমিতি প্রত্যয়ং মন্যতে কশ্চিদজানংস্তু মন্যতে স্থাণৌ পুরুষ-বিজ্ঞানবৎ অবিবেকতো দেহাদিসঙ্ঘাতে কুর্য্যাদহমিতি প্রত্যয়ং, ন হি বিবেকতো জানন্ যস্ত্বাত্মা বৈ পুত্রনামাসীতি পুত্রেঽহং প্রত্যয়ঃ স তু জন্যজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণো গৌণেন চাত্মনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্য্যং ন শক্যতে কর্ত্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্য্যবৎ। অদৃষ্ট-বিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাদাত্মকর্ত্তব্যং গৌণৈর্দেহেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ক্রিয়ত ইতি চেন্ন অবিদ্যাকৃতাত্মকত্বাৎ ন চ তেষাং গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ কিং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসঙ্গস্যাত্মনঃ সঙ্ঘাত্মত্বমাপন্নাঃ তদ্ভাবে ভাবাত্তদভাবে চাভাবাদবিবেকিনাং হ্যজ্ঞানকালে বালানাং দৃশ্যতে দীর্ঘোঽহং গৌরোঽহমিতি দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহংপ্রত্যয়োভবতি, ন তু বিবেকিনাং অন্যোঽহং দেহাদিসঙ্ঘাতাদিতি জ্ঞানবতাং তৎকালে দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহং প্রত্যয়োভবতি তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়াভাবেঽভাবাৎ তৎকৃত এব ন গৌণঃ। পৃথক্ গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যয়োর্হি সিংহদেবদত্তয়োরগ্নিমাণবকয়োর্ব্বা গৌণঃ প্রত্যয়ঃ শব্দ-প্রয়োগো বা স্যান্নাগৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ ~~যথা শুক্তিরজতয়োর্যৎ~~ যত্তুক্তং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি ন তৎপ্রামাণ্যস্য অদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপলব্ধে হি বিষয়েঽগ্নিহোত্রাদিসাধ্যসাধনসম্বন্ধে শ্রুতেঃ প্রামাণ্যং ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে, অদৃষ্টদর্শনার্থবিষয়ত্বাৎ প্রামাণ্যস্য তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তস্যা-হংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসঙ্ঘাতে গৌণত্বং কল্পয়িতুং শক্যং, ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি ব্রুবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি। যদি ব্রূয়াৎ শীতোঽগ্নির প্রকাশো বেতি তথাপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্ব্বিবক্ষিতং কল্প্যং, প্রামাণ্যান্যথানুপপত্তেঃ, ন তু প্রমাণান্তরবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা। কর্ম্মণো মিথ্যাপ্রত্যয়বৎ-কর্ত্তৃকত্বাৎ কর্ত্তুরভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ ন ব্রহ্মবিদ্যায়ামর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ কর্ম্মবিধি-শ্রুতিবৎ ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তের্যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধি-শ্রুত্যাত্মন্যবগতে দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহং প্রত্যয়ো বাধ্যতে তথাত্মন্যেবাত্মাবগতির্ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক্যা, ফলাব্যতিরেকাবগতের্যথাগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি। ন চৈবং কর্ম্মবিধি-শ্রুতেরপ্রামাণ্যং পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধেনোত্তরোত্তরাপূর্ব্বপ্রবৃত্তিজননস্য প্রত্যগাত্মাভি-মুখ্যেন প্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ। মিথ্যাত্বেঽপ্যুপায়স্যোপেয়সত্যতয়া সত্যত্বমেব স্যাদ্যথার্থবাদানাং বিধিশেষাণাম্ লোকেঽপি বালোন্মত্তাদীনাং পয় আদৌ পায়য়িতব্যে চূড়াবর্দ্ধনাদিবচনং। প্রকারান্তর-স্থানাং সাক্ষাদেব প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ দেহাভিমাননিমিত্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ। যত্তু মন্যসে

স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপ্যাত্মা সন্নিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ মুখ্যং কর্ত্তৃত্বমাত্মনো যথা রাজা যুধ্যমানেষু যোধেষু যুধ্যতে ইতি প্রসিদ্ধং স্বয়মযুধ্যমানোঽপি সন্নিধানাদেব জিতঃ পরাজিতশ্চেতি, তথা সেনাপতির্বাচৈব করোতি ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাজ্ঞঃসেনাপতেশ্চ দৃষ্টঃ, যথা চ ঋত্বিক্‌কর্ম্ম যজমানস্য তথা দেহাদীনাং কর্ম্ম আত্মকৃতং স্যাৎ তৎফলস্যাত্মগামিত্বাৎ, যথা বা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িতৃত্বাদব্যাপৃতস্যৈব মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বং, তথা চাত্মন ইতি। তদসদকুর্ব্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ, কারকমনেকপ্রকারমিতি চেন্ন রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বস্য দর্শনাৎ, রাজা তাবৎ স্বব্যাপারেণাপি যুধ্যতে যোধানাং চ যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বং তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগেন তথা যজমানস্যাপি প্রধানত্যাগেন দক্ষিণাদানেন চ মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বং, তস্মাদব্যাপৃতস্য কর্ত্তৃত্বোপচারঃ যঃ স গৌণ ইত্যবগম্যতে। যদি মুখ্যমপি কর্ত্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে রাজযজমানপ্রভৃতীনাং, তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্ত্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত, যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে। তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্ত্তৃত্বং গৌণমেব। তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোঽপি গৌণ এব স্যান্ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্যং নির্বর্ত্ত্যতে, তস্মাদসদেবৈতদ্গীয়তে, দেহাদীনাং ব্যাপারেণাব্যাপৃত আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি, ভ্রান্তিনিমিত্তন্তু সর্ব্বমুপপদ্যতে। যথা স্বপ্নে মায়ায়াঞ্চৈবং, ন চ দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়ভ্রান্তিসন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থঃ উপলভ্যতে, তস্মাৎ ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ, ন তু পরমার্থ ইতি সম্যগ্দর্শনাদত্যন্তমেবোপরমঃ ইতি সিদ্ধং। সর্ব্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্তে ইহ শাস্ত্রার্থদার্ঢ্যায় সংক্ষেপতঃ উপসংহারম্ কৃত্বাথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাহ। ইদং শাস্ত্রম্ তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে, অতপস্কায় তপোরহিতায় ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে, তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় গুরৌ দেবে চ ভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যং, ভক্তস্তপস্বী অপি সন্ন শুশ্রূষুর্যো ন ভবতি তস্মা অপি ন বাচ্যং, ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেন মমেশ্বরত্বমজানন্ সহতেঽসাবপ্যযোগ্যস্তস্মা অপি ন বাচ্যং, ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে গুরুশুশ্রূষবে চ বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে, তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্ব্বিকল্পদর্শনাৎ শুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদযুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যং, শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যং, ভগবত্যসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যং, গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যমিত্যেষ শাস্ত্রসংপ্রদায়বিধিঃ॥ ৬৭॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বাপরালোচনাতো গীতাশাস্ত্রং ব্যাখ্যায়োপসংহৃত্য তত্তাৎপর্য্যার্থং নির্দ্ধারিতমপি বিচারদ্বারা নির্দ্ধারয়িতুং বিচারমবতারয়তি অস্মিন্নিতি। কিংশব্দার্থমেব ত্রেধা বিভজতে জ্ঞানমিতি। নিমিত্তাভাবে সংশয়স্যাভাবান্ন নিরূপ্যমিতি মত্বা পৃচ্ছতি কুত ইতি। তত্তদর্থাবিদ্যোতকানেকবাক্যদর্শনম্ তন্নিমিত্তমিত্যাহ যৎ জ্ঞাত্বেতি। কর্ম্মণামবশ্যকর্ত্তব্যত্বোপলম্ভাত্তেভ্যোঽপি নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির্ভাতীত্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তথাপি সমুচ্চয়প্রাপকং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। সত্যাং সামগ্র্যাং কার্য্যমবশ্যম্ভাবীত্যুপসংহরতি ইতি ভবেদিতি। সন্দিগ্ধং

সফলঞ্চ বিচার্য্যমিতি স্থিতেঽসতি ফলে সন্দিগ্ধমপি ন বিচার্য্যমিতি বুদ্ধ্যা পৃচ্ছতি কিং পুনরিতি। প্রত্যেকং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চিতয়োর্ব্বা মুক্তিং প্রতি পরমসাধনতেত্যবধারণমেব বিচারফলমিতি পরিহরতি নন্বিতি। সন্দেহপ্রয়োজনয়োর্ব্বিচারপ্রয়োজকয়োর্ভাবাৎ বিচারদ্বারা পরমমুক্তিসাধনম্ নির্দ্ধারণীয়মিতি নিগময়তি অত ইতি। এবং বিচারমবতার্য্য সিদ্ধান্তং সংগৃহ্ণাতি আত্মেতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণ্বন্ আদাবাত্মজ্ঞানাপোহ্যামবিদ্যাং দর্শয়তি ক্রিয়েতি। আশ্রয়োক্ত্যা তদনাদিত্বমাহ আত্মনীতি। তামেবাবিদ্যামনাদ্যবিদ্যোত্থামনর্থাত্মিকাং প্রপঞ্চয়তি মমেতি। অনাদ্যবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ প্রবাহরূপেণানাদিত্বমস্যা বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি অনাদীতি। তত্র কারণাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বমাত্মজ্ঞানস্যোপন্যস্যতি অস্যা ইতি। * নন্থু নেদমুৎপন্নং জ্ঞানং নিবর্ত্তয়ত্যবিরোধেনোৎপন্নত্বান্ন চানুৎপন্নমলব্ধাত্মকস্যার্থক্রিয়াকারিত্বাভাবাৎ তত্রাহ উৎপদ্যমানমিতি। কথং তস্য কারণাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যাবিদ্যানিবর্ত্তকত্ব-দৃষ্টেরিত্যাহ কর্ম্মেতি। আত্মজ্ঞানস্যেত্যাদিসংগ্রহবাক্যে তুশব্দস্য বিশেষাভাবাদানর্থক্যমা-শঙ্ক্যাহ তুশব্দ ইতি। পক্ষদ্বয়ব্যাবর্ত্তকত্বমেবাস্য স্ফুটয়তি নেত্যাদিনা। ইতশ্চ কর্ম্মাসাধ্যতা-মুক্তেরিত্যাহ অকার্য্যত্বাচ্চেতি। "এষনিত্যোমহিমেতি" শ্রুতেঃ নিত্যত্বেন মোক্ষস্যাকার্য্যত্বান্ন তত্র হেত্বপেক্ষেত্যুপপাদয়তি ন হীতি। জ্ঞানেনাপি মোক্ষো ন ক্রিয়তে চেত্তর্হি কেবলমপি জ্ঞানং মুক্ত্যনুপযুক্তমিতি কুতস্তস্য তত্র হেতুত্বধীরিত্যাশংকতে কেবলেতি। জ্ঞানানর্থক্যং দূষয়তি নেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি অবিদ্যেতি। যদুক্তমবিদ্যানিবর্ত্তকজ্ঞানস্য . কৈবল্যফলাবসায়িত্বং দৃষ্টমিতি তত্র দৃষ্টান্তমাহ রজ্জ্বাদীতি। উক্তে বিষয়ে তমোনিবর্ত্তকপ্রকাশস্য কস্মিন্ ফলে পর্য্যবসানং তত্রাহ বিনিবৃত্তেতি। প্রদীপপ্রকাশস্য সর্পভ্রমনিবৃত্তিদ্বারা রজ্জুমাত্রে পর্য্যবসানবদাত্ম-জ্ঞানস্যাপি তদবিদ্যাদিবৃত্ত্যাত্মকৈবল্যাবসানমিতি দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। জ্ঞাত্রাদীনাং জ্ঞান-নিষ্ঠাহেতূনাং কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ কর্ম্মসহিতৈব সা কৈবল্যাবসায়িনীতি চেত্তত্রাহ দৃষ্টার্থায়া-মিতি। কর্ম্মসাহিত্যং জ্ঞাননিষ্ঠায়া দৃষ্টান্তেন সাধয়ন্নাশংকতে ভুজীতি। ভুজিক্রিয়ায়া লৌকিক্যা, বৈদিক্যাশ্চাগ্নিহোত্রাদিক্রিয়ায়াঃ সহানুষ্ঠানবদগ্নিহোত্রাদিক্রিয়ায়াজ্ঞাননিষ্ঠায়াশ্চ সাহিত্যমিত্যর্থঃ। ভুজিফলে তৃপ্ত্যাখ্যে প্রাপ্তেঽপি স্বর্গাদৌ তদ্ধেতৌ চাগ্নিহোত্রাদাবর্থিত্বদৃষ্টের্যুক্তং তত্র সাহিত্যং ন তথা মুক্তিফলজ্ঞাননিষ্ঠালাভে স্বর্গাদৌ তদ্ধেতৌ বা কর্ম্মণ্যর্থিত্বস্তেন জ্ঞাননিষ্ঠাকর্ম্মণোর্ন সাহিত্য-মিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি কৈবল্যেতি। জ্ঞানে ফলবতি লব্ধে ফলান্তরে তদ্ধেতৌ চ নার্থিতেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বত্র সংপ্লুতং ব্যাপ্তমুদকমিতি সমুদ্রোক্তিস্তৎফলং স্নানাদি তস্মিন্ প্রাপ্তে তড়াগাদিনির্ম্মাণক্রিয়ায়াং তদধীনে চ স্নানাদৌ ন কস্য-চিদর্থিত্বং তথা প্রকৃতেঽপীত্যর্থঃ। নিরতিশয়ফলে জ্ঞানে লব্ধে সাতিশয়ফলে কর্ম্মণি নার্থিত্ব-মিত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন স্ফুটয়তি ন হীতি। কর্ম্মণঃ সাতিশয়ফলত্বমুক্তমুপজীব্য ফলিতমাহ তস্মান্নেতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সাহিত্যাসম্ভবমপি পূর্ব্বোক্তং নিগময়তি ন চেতি। ন হি প্রকাশতমসোরিব মিথোবিরুদ্ধয়োস্তয়োঃ সাক্ষাদেকস্মিন্ ফলে সাহিত্যমিত্যর্থঃ। নন্থু জ্ঞানমেব মোক্ষং সাধয়দাত্ম-সহায়ত্বেন কর্ম্মাপেক্ষতে করণস্যোপকরণাপেক্ষত্বাত্তত্রাহ নাপীতি। জ্ঞানমুৎপত্তৌ যজ্ঞাদ্যপেক্ষমপি

মুক্তেস্তস্যাপ্যুত্তরমিত্যর্থঃ। যদ্বা মুক্তিকর্তব্যত্বেন
নোৎপন্নং ফলে তদপেক্ষং সোৎপত্তি নান্তরীয়কত্বেন জ্ঞানং কর্ম্মাপেক্ষমিতি তত্রাহ অবিদ্যেতি। কর্ত্তব্যত্বেন জ্ঞানং কর্ম্মাপেক্ষমিতি তত্রাহ অবিদ্যেতি। জ্ঞানস্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বাত্তত্র কর্ম্মণো বিরুদ্ধতয়া সহকারিত্বাযোগান্ন ফলে তদপেক্ষেত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽপি জ্ঞানবদজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বে কথম্ কুতো বিরুদ্ধতেত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। কেবলস্য সমুচ্চিতস্য বা কর্ম্মণো মোক্ষে সাক্ষাদনন্বয়ে ফলিতমাহ অত ইতি। কেবলজ্ঞানং মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম্ তন্নিষেধয়ন্নাশংকতে নেত্যাদিনা। নিষেধ্যমনূদ্য নঞর্থমাহ যত্তাবদিতি। নিত্যাকরণে প্রত্যবায় প্রাপ্তেরিতি হেতুম্ প্রপঞ্চয়তি যত ইতি। জ্ঞানবতোঽপি নিত্যানুষ্ঠানস্যাবশ্যকত্বান্ন কেবলজ্ঞানস্য কৈবল্যহেতুতেত্যর্থঃ। কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাদিত্যস্য ব্যাবর্ত্তং দর্শয়তি নন্বিতি। যদি নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাণি শ্রৌতান্যকরণে প্রত্যবায়কারীণ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ান্যেবম্ তর্হি তেভ্যঃ সমুচ্চিতেভ্যোঽসমুচ্চিতেভ্যশ্চ মোক্ষো নেত্যুক্তত্বাৎ কেবলজ্ঞানস্য [redacted] তদ্ধেতুত্বাদনিবন্ধনা মুক্তির্ন সিধ্যেদিত্যর্থঃ। কৈবল্যস্য চেত্যাদি ব্যাকুর্ব্বন্ন নির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গং প্রত্যাদিশতি নৈষদোষ ইতি। মুক্তের্নিত্যত্বেনাযত্নসিদ্ধের্ন তদভাবশঙ্কেত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি নিত্যানামিতি। কাম্যকর্ম্মবশাদিষ্টশরীরাপত্তিং শঙ্কিত্বোক্তং কাম্যানাঞ্চেতি। আরব্ধকর্ম্মবশাত্তর্হি দেহান্তরম্ নেত্যাহ বর্ত্তমানেতি। তর্হি দেহান্তরং শেষকর্ম্মণা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাশয়স্যৈকভবিকত্বান্নেত্যাহ পতিতেঽস্মিন্নিতি। রাগাদিনা কর্ম্মান্তরং ততো দেহান্তরঞ্চ ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ রাগাদীনাঞ্চেতি। আত্মনঃ স্বরূপাবস্থানমিতি সম্বন্ধঃ। অতীতাসঙ্খ্যজন্মভেদেঽর্জ্জিতস্য কর্ম্মণো নানাফলস্যানারব্ধস্য ভোগেন বিনা ক্ষয়াৎ ততো দেহান্তরারম্ভাদৈকভবিকত্বস্যাপ্রামাণিকত্বান্ন মুক্তেরযত্নসিদ্ধতেতি চোদয়তি অতিক্রান্তেতি। নোক্তকর্ম্মনিমিত্তং দেহান্তরং শঙ্কিতব্যমিত্যাহ নেতি। নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মাণি শ্রৌতান্যবশ্যমনুষ্ঠেয়ানি তদনুষ্ঠানে চ মহানায়াসস্ততো দুঃখোপভোগস্তস্যোক্তানারব্ধকর্ম্মফলভোগত্বোপগমান্ন ততো দেহান্তরমিত্যাহ নিত্যেতি। নিত্যাদিনা দুরিতনিবৃত্তাবপ্যবিরোধান্ন সুকৃতনিবৃত্তিস্ততোদেহান্তরমিত্যাশঙ্ক্য সুকৃতস্য নিত্যাদেরস্যত্বেনারব্ধত্বে চ ন্যায়বিরুদ্ধস্য তস্যাসিদ্ধত্বাত্ততোদেহান্তরাযোগন্নিত্যাদেরন্যত্বে চ ন তস্য ফলান্তরমিতি মত্বা যথা প্রায়শ্চিত্তমুপাত্তদুরিতনিবর্হণার্থং ন ফলান্তরাপেক্ষন্তথেদম্ সর্ব্বমপি নিত্যাদিকর্ম্মোপাত্তপাপনিরাকরণার্থং তস্মিন্নেব পর্য্যবস্যন্ন দেহান্তরারম্ভকমিতি পক্ষান্তরমাহ প্রায়শ্চিত্তবদিতি। তথাপি প্রারব্ধবশাদেব দেহান্তরং শংক্যতে নানাজন্মারম্ভকাণামপি তেষাং যাবদধিকারন্যায়েন সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আরব্ধানাঞ্চেতি। পূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মণামেব ক্ষীণত্বেঽপি কানিচিদপূর্ব্বকর্ম্মাণি দেহান্তরমারভেরন্নিত্যাশঙ্ক্যাহ অপূর্ব্বাণাঞ্চেতি। বিনা জ্ঞানং কর্ম্মণৈব মুক্তিরিতি পক্ষং শ্রুত্যবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে নেত্যাদিনা। বিদ্যতেঽয়নায়েতি শ্রুতেরিতি সম্বন্ধঃ। এবকারার্থং বিবৃণ্বন্নেত্যাদিভাগং ব্যাকরোতি অস্য ইতি। যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতীতি শ্রুতিমর্থতোঽনুবদতি চর্ম্মবদিতি। শ্রৌতার্থে স্মৃতিং সম্বাদয়তি জ্ঞানাদিতি। কিঞ্চ তুদীয়ন্যায়স্যানুগ্রাহমানহীনত্বেনাভাসতয়া পুণ্যকর্ম্মণামনারব্ধফলানাং ক্ষয়াভাবে দেহান্তরারম্ভসম্ভবান্ন জ্ঞানং বিনা মুক্তিরিত্যাহ অনারব্ধেতি। তথাবিধানাং কর্ম্মণাং নাস্তি সম্ভাবনেত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। অনারব্ধফলপুণ্যকর্ম্মাভাবেঽপি কথং মোক্ষানুপ-

পত্তিরিতি তত্রাহ তেষাঞ্চেতি। ইতশ্চ কর্ম্মক্ষয়ানুপপত্ত্যা মোক্ষানুপপত্তিরিতি তত্রাহ ধর্ম্মেতি। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্য কর্ম্মক্ষয়ে হেত্বন্তরমাহ নিত্যানামিতি। স্মৃত্যাপি যথোক্তমর্থং সমর্থয়তে বর্ণা ইতি। প্রেত্যকর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টজাত্যাদিভাজো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে ইত্যেতদাদিপদার্থঃ। যত্তু নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখভোগস্য তৎফলভোগত্বমিতি তদিদানীমনুবদতি যে ত্বিতি। নিত্যান্যনুষ্ঠীয়মানান্যায়াসপর্য্যন্তানীতি শেষঃ। তথাপি নিত্যানাং কাম্যানামিব স্বরূপাতিরিক্তং ফলমাশংক্য বিধ্যুদ্দেশে তদশ্রবণান্নৈবমিত্যাহ ন ত্বিতি। বিধ্যুদ্দেশে ফলাশ্রুতৌ তৎকামনায়া নিমিত্তস্যাভাবান্ন নিত্যানি বিধীয়েরন্নিত্যাশঙ্ক্যাহ জীবনেতি। ন নিত্যানাং বিধ্যসিদ্ধিরিতিশেষঃ। অনুভাষিতং দূষয়তি নেত্যাদিনা। তদেব বিবৃণ্বন্নিষেধ্যমনূদ্য নঞর্থমাহ যদুক্তমিতি। অপ্রবৃত্তানামিত্যাদিহেতুং প্রপঞ্চয়তি নহীতি। কর্ম্মান্তরারব্ধেঽপি দেহে দুরিতফলং নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভুজ্যতাং কানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্যথেতি। যদুক্তং দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিশ্চ স্যাদিতি তদুপপাদয়তি তস্যেতি। সম্ভাবিতানি তাবদনন্তানি সঞ্চিতানি দুরিতানি চ নানাদুঃখফলানি যদি তানি নিত্যানুষ্ঠানায়াসরূপং দুঃখং তন্মাত্রফলানি কল্পেরন্ তদা তেষ্বেবং কল্প্যমানেষু সৎস্ব নিত্যস্যানুষ্ঠিতস্যায়াসমাসাদয়তো যো দুরিতকৃতো দুঃখ-বিশেষো ন তৎফলং দুরিতফলানাং দুঃখানাং বহুত্বাদতোনিত্যং কর্ম্ম যথা বিশেষং তং দুরিতকৃতদুঃখবিশেষফলকমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রফলানি চেদ্দুরিতানি কল্প্যন্তে তদা দ্বন্দ্বশব্দিতরাগাদিবাধস্য রোগাদিবাধায়াশ্চ দুরিতনিমিত্তত্বানুপপত্তেঃ সুকৃতকৃতত্বস্য চাসম্ভবাদনুপপত্তিরেবোদীরিতবাধায়াঃ স্যাদিত্যাহ দ্বন্দ্বেতি। ইতশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব দুরিতফলমিত্যযুক্তমিত্যাহ নিত্যেতি। দুঃখমিতি ন শক্যতে কল্পয়িতুমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যদি তদেব তৎফলং ন তর্হি শিরসা পাষাণবহনাদিদুঃখং দুরিতকৃতং ন চ তৎকারণং সুকৃতং দুঃখস্যাতৎকার্য্যত্বাদতস্তদাকস্মিকং স্যাদিত্যর্থঃ। নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমুপাত্তদুরিতফলমিত্যেতদ-প্রকৃতত্বাচ্চাযুক্তং বক্তুমিত্যাহ অপ্রকৃতঞ্চেতি। তদেব প্রপঞ্চয়িতুং পৃচ্ছতি কথমিতি। তত্রাদৌ প্রকৃতমাহ অপ্রসূতেতি। তথাপি কথমস্মাকমপ্রকৃতবাদিত্বং তত্রাহ তত্রেতি। প্রসূতফলত্বম-প্রসূতফলত্বমিতি প্রাচীনদুরিতগতবিশেষানুপগমাদবিশেষেণ সর্ব্বস্যৈব তস্য প্রসূতফলত্বান্নিত্যানু-ষ্ঠানায়াসদুঃখফলত্বসম্ভবান্নাপ্রকৃতবাদিতেতি শঙ্কতে অথেতি। পূর্ব্বোপাত্তদুরিতস্যাবিশেষেণা-রব্ধফলত্বে বিশেষণানর্থক্যমিতি পরিহরতি তত ইতি। দুরিতমাত্রস্যারব্ধফলত্বেনানারব্ধফলস্য তস্যোক্তফলবিশেষবত্ত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বোপাত্তদুরিতমারব্ধফলঞ্চেদ্ভোগেনৈব তৎক্ষয়-সম্ভবাত্তন্নিবৃত্ত্যর্থং নিত্যং কর্ম্ম ন বিধাতব্যমিতি দোষান্তরমাহ নিত্যেতি। ইতশ্চ নিত্যানু-ষ্ঠানায়াসদুঃখং নোপাত্তদুরিতফলমিত্যাহ কিঞ্চেতি। তদেব স্ফোরয়তি শ্রুতস্যেতি। যথা ব্যায়ামগমনাদিকৃতং দুঃখং নান্যস্য দুরিতকৃতত্বেষ্যতে তৎফলত্বসম্ভবাত্তথা নিত্যস্যাপি শ্রুত্যুক্তস্যানুষ্ঠিতস্যায়াসপর্য্যন্তস্য ফলান্তরানুপগমাদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব চেৎ ফলং তর্হি তস্মাদেব তদ্দর্শনাত্তস্য ন দুরিতফলত্বং কল্প্যং নিত্যফলত্বসম্ভবাদিত্যর্থঃ। দুঃখফলত্বে নিত্যানামননুষ্ঠানমেব শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ জীবনাদিতি। নিত্যানাং দুরিতফলত্বানুপপত্তৌ হেত্বন্তরমাহ প্রায়শ্চিত্ত-

বদিতি। দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি যস্মিন্নিতি। তথা জীবনাদিনিমিত্তে বিহিতানাং দুরিতফলত্বাসিদ্ধিরিতি শেষঃ। সত্যং প্রায়শ্চিত্তং ন নিমিত্তস্য পাপস্য ফলং কিন্তু তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখং তস্য পাপস্য ফলমিতি শঙ্কতে অথেতি। প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানায়াস দুঃখস্য নিমিত্তভূতপাপফলত্বে জীবনাদিনিমিত্তনিত্যাদ্যনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি জীবনাদেরেব ফলং স্যান্নোপাত্তদুরিতস্যেতি পরিহরতি জীবনাদীতি। প্রায়শ্চিত্তদুঃখস্য তন্নিমিত্তপাপফলত্ববজ্জীবনাদিনিমিত্তমিত্যাদি কর্ম্ম কৃতমপি দুঃখং জীবনাদিফলমিত্যত্র হেতুমাহ নিত্যেতি। ইতশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেবোপাত্তদুরিতফলমিত্যশক্যং বক্তুমিত্যাহ কিঞ্চেতি। কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি দুরিতফলমিত্যুপগমাৎ প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্যাহ তথাচেতি। "বিহিতানি তাবন্নিত্যানি ন চ তেষু ফলং শ্রুতং ন চ বিনা ফলং বিধিঃ তেন দুরিতনিবর্হণার্থানি নিত্যানীত্যর্থাপত্ত্যা তেষু চ সা যুক্তা কাম্যানুষ্ঠানাদপি দুরিতনিবৃত্তিসম্ভবাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নিত্যান্যনুষ্ঠানায়াসদুঃখাতিরিক্তফলানি বিহিতত্বাৎ কাম্যবদিত্যনুমানাত্তেষাং দুরিতনিবৃত্ত্যর্থতেত্যাহ এবমিতি। কাম্যাদিকর্ম্ম দৃষ্টান্তয়িতুমেবমিত্যুক্তং। স্বোক্তিব্যাঘাতাচ্চ নিত্যানুষ্ঠানাৎ দুরিতফলভোগোক্তিরযুক্তেত্যাহ বিরোধাচ্চেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি বিরুদ্ধঞ্চেতি। ইদংশব্দার্থমেব বিশদয়তি নিত্যেতি। অন্যস্য কর্ম্মণো দুরিতস্যেতি যাবৎ। স এবেতি। যদনন্তরং যদ্ভবতি তত্তস্য কার্য্যমিতি নিয়মাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চ নিত্যানুষ্ঠানে দুরিতফলভোগো ন সিধ্যতীত্যাহ কিঞ্চেতি। কাম্যানুষ্ঠানস্য নিত্যানুষ্ঠানস্য চ যৌগপদ্যান্নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখেন দুরিতফলভোগবৎ কাম্যফলস্যাপি ভুক্তত্বসম্ভবাদিতি হেতুমাহ তন্ত্রত্বাদিতি। নিত্যকাম্যানুষ্ঠানয়োর্যৌগপদ্যেঽপি নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাদন্যদেব কাম্যানুষ্ঠানফলং শ্রুতত্বাদিতি শঙ্কতে অথেতি। কাম্যানুষ্ঠানফলং নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাদ্ভিন্নঞ্চেত্তর্হি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখঞ্চ মিথোভিন্নং স্যাদিত্যাহ তদনুষ্ঠানেতি। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে ন চেতি। দৃষ্টবিরোধমেব স্পষ্টয়তি নহীতি। আত্মজ্ঞানবদগ্নিহোত্রাদীনাং মোক্ষে সাক্ষাদন্বয়ো নেত্যত্রান্যদপি কারণমস্তীত্যাহ কিঞ্চান্যদিতি। তদেব কারণং বিবৃণোতি অবিহিতমিতি। যৎকর্ম্ম মর্দ্দনভোজনাদি শাস্ত্রাবিহিতং নিষিদ্ধং বা তদনন্তরফলং তথানুভবাদিত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম তু নানন্তরফলমানন্তর্য্যস্যাচোদিতত্বাদতো জ্ঞানে দৃষ্টফলে নাদৃষ্টফলকর্ম্মসহকারি ভবতি, নাপি স্বয়মেব দৃষ্টফলে মোক্ষে কর্ম্ম প্রবৃত্তিক্ষমমিতি বিবক্ষিত্বাহ ন ত্বিতি। শাস্ত্রীয়স্যাগ্নিহোত্রাদেরপি ফলানন্তর্য্যে স্বর্গাদীনানন্তরমনুপলব্ধির্বিরুধ্যেত ততস্তেষ্বপি তথাবিধফলাপেক্ষয়া প্রবৃত্তিরগ্নিহোত্রাদিষু ন স্যাদিত্যাহ তদেতি। কিঞ্চ নিত্যানামগ্নিহোত্রাদীনাং নাদৃষ্টফলং তেষামেব কাম্যানাং তাদৃক্ফলং ন চ হেতুং বিনায়ং বিভাগো ভাবীত্যাহ অগ্নিহোত্রাদীনামিতি। ফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন স্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যানি নিত্যান্যগ্নিহোত্রাদীনি যানি চ কাম্যানি তেষামুভয়েষামেব কর্ম্মস্বরূপবিশেষাভাবেঽপি নিত্যানাং তেষাম্ অনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণ ক্ষয়ো ন ফলান্তরমস্তি, তেষামেব কাম্যানামঙ্গাদ্যাধিক্যাভাবেঽপি ফলকামিত্বমধিকারিণ্যস্তীত্যেতাবন্মাত্রেণ স্বর্গাদিমহাফলত্বমিত্যয়ং বিভাগো ন প্রমাণবানিত্যর্থঃ। উক্তবিভাগাযোগে ফলিতমাহ তস্মান্নেতি। কাম্যবন্নিত্যানামপি পিতৃলোকাদ্যদৃষ্টফলবত্ত্বে দুরিতনিবৃত্ত্যর্থত্বাযোগাদর্থোনাত্মবিষ্ণবাভ্যুপগন্তব্যেত্যাহ অতশ্চেতি। শুভাশুভাত্মকং কর্ম্ম

সর্ব্বমবিদ্যাপূর্ব্বকঞ্চেদশেষতস্তর্হি তস্য ক্ষয়কারণং বিদ্যৈবোপপদ্যতে ন তু সর্ব্বং কর্ম্মাবিদ্যা-পূর্ব্বকমিতি সিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যেতি। তত্র হিশব্দদ্যোতিতাং যুক্তিং দর্শয়তি তথেতি। ইতশ্চাবিদ্বদ্বিষয়ং কর্ম্মেত্যাহ অবিদ্বদিতি। অধিকারিভেদেন নিষ্ঠাদ্বয়মিত্যত্র বাক্যোপক্রমমনু-কূলয়তি আত্মনি কর্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চারোপয়ন্ ন জানাত্যাত্মানমিতি বদতা কর্ম্মাজ্ঞানমূলমিতি দর্শিত-মিত্যাহ উভাবিতি। আত্মানং যাথাতথ্যেন জানন্ কর্তৃত্বাদিরহিতো ভবতীতি ব্রুবতা কর্ম্মসন্ন্যাসে জ্ঞানবতোঽধিকারিত্বং সূচিতমিত্যাহ বেদেতি। নিষ্ঠাদ্বয়মধিকারিভেদেন বোদ্ধব্যমিত্যত্রৈব বাক্যা-ন্তরমাহ জ্ঞানেতি। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যত্র চাবিদ্যামূলত্বং কর্ম্মণঃ সূচয়তা কর্ম্মনিষ্ঠাবিদ্বদ্বিষয়া-নুমোদিতেত্যাহ অজ্ঞানামিতি। যদুক্তং বিদ্বদ্বিষয়া সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠেতি তত্র "তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়ো"রিত্যাদি বাক্যমুদাহরতি তত্ত্ববিত্ত্বিতি। তত্রৈব বাক্যান্তরং পঠতি সর্ব্বেতি। বিদুষো জ্ঞাননিষ্ঠেত্যত্রৈব পাঞ্চমিকং বাক্যান্তরমাহ নৈবেতি। তত্রৈবার্থসিদ্ধমর্থং কথয়তি অজ্ঞ ইতি। মন্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অজ্ঞস্য চিত্তশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম, শুদ্ধচিত্তস্য কর্ম্মসন্ন্যাসো জ্ঞানপ্রাপ্তৌ হেতুরিত্যত্র বাক্যান্তরমাহ আরুরুক্ষোরিতি। যথোক্তে বিভাগে সাপ্তমিকং বাক্যমনুগুণমিত্যাহ উদারা ইতি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমিত্যাদি নাবমিকং বাক্যমবিদ্বদ্বিষয়ং কর্ম্মেত্যত্র প্রমাণয়তি অজ্ঞা ইতি। বিদুষঃ সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যত্রৈব নাবমিকং বাক্যান্তরমাহ অনন্যা ইতি। মামিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে যথোক্তমিতি। তেষাং সততযুক্তানামিত্যাদি দাশমিকং বাক্যং তত্রৈব প্রমাণয়তি দদামীতি। বিদ্যাবতামেব ভগবৎপ্রাপ্তিনির্দ্দেশাদিতরেষান্তদপ্রাপ্তিঃ সূচিতেত্যর্থসিদ্ধমর্থমাহ অর্থাদিতি। নন্বু ভগবৎকর্ম্মকারিণাং যুক্ততমত্বাৎ কর্ম্মিণোঽপি ভগবন্তং যান্তীত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবদিতি। যে মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিন্যায়েন ভগবৎকর্ম্মকারিণস্তে যদ্যপি যুক্ততমাঃ তথাপি কর্ম্মিণোঽজ্ঞাঃ সন্তো ন ভগবন্তং সহসা গন্তুমর্হন্তীত্যর্থঃ। তেষামজ্ঞত্বে গমকং দর্শয়তি উত্তরোত্তরেতি। চিত্তসমাধানমারভ্য ফলত্যাগপর্য্যন্তং পাঠক্রমেণোত্তরোত্তরং হীনসাধনো-পাদানাদভ্যাসাসমর্থস্য ভগবৎকর্ম্মকারিত্বাভিধানাদ্ভগবৎকর্ম্মকারিণামজ্ঞত্বং বিজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমিত্যাদিবাক্যবষ্টম্ভেন বিদ্বদ্বিষয়ত্বং সন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞাননিষ্ঠায়া নির্দ্ধারয়তি অনির্দ্দেশ্যেতি। উক্তসাধনাস্তেন সন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞাননিষ্ঠায়ামধিক্রিয়েরন্নিতি শেষঃ। কিঞ্চ ত্রয়োদশে যাণ্যমানিত্বাদীনি চতুর্দ্দশে চ প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ ইত্যাদীনি পঞ্চদশে চ যান্যসঙ্গত্বাদীনি উক্তানি তৈঃ সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ সহিতা ভবন্ত্যানির্দ্দেশ্যাক্ষরোপাসকাস্ততোঽপি তে জ্ঞাননিষ্ঠায়া-মেবাধিক্রিয়েরন্নিত্যাহ ক্ষেত্রেতি। নিষ্ঠাদ্বয়মধিকারিভেদেন প্রতিষ্ঠাপ্য জ্ঞাননিষ্ঠানামনিষ্টমিষ্টং মিশ্রিতমিতি ত্রিবিধং কর্ম্মফলং ন ভবতি কিন্তু মুক্তিরেব কর্ম্মনিষ্ঠানান্তু ত্রিবিধং কর্ম্মফলং ন মুক্তিরিতি শাস্ত্রার্থবিভাগমভিপ্রেতমুপসংহরতি অধিষ্ঠানাদীতি। যদুক্তমবিদ্যাকামবীজং সর্ব্বং কর্ম্মেতি তত্র শাস্ত্রাবগতস্য কর্ম্মণোঽবিদ্যাপূর্ব্বকত্বানুপপত্তেরিত্যাক্ষিপতি অবিদ্যেতি। দৃষ্টান্তেন সমাধত্তে নেতি। তত্রাভিমতাং প্রতিজ্ঞাং বিভজতে যদ্যপীতি। উক্তং দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে যথেতি। অবিদ্যাদিমতোব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্মেত্যত্র হেতুমাহ অন্যথেতি। দার্ষ্টান্তিকং গৃহ্লাতি তথেতি। তান্যপ্যবিদ্যাদিমতো ভবন্তীত্যবিদ্যাদিপূর্ব্বকত্বং তেষামেষিতব্যমিত্যর্থঃ। পারলৌকিক-

কর্ম্মসু দেহাদ্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং বিনা প্রবৃত্ত্যযোগান্ন তেষামবিদ্যাপূর্ব্বকতেতি শঙ্কতে ব্যতিরিক্ত ইতি। সত্যপি ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানে পারমার্থিকাত্মজ্ঞানাভাবান্মিথ্যাজ্ঞানাদেব নিত্যাদিকর্ম্মসু প্রবৃত্তেরবিদ্যাপূর্ব্বকত্বং তেষামপ্রতিহতমিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। কর্ম্মণশ্চলনাত্মকত্বান্নাত্মকর্তৃকত্বং তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ দেহাদিসঙ্ঘাতস্য তু সক্রিয়ত্বাত্তৎকর্তৃকং কর্ম্ম যুক্তং তথাপি সঙ্ঘাতেঽহং মমাভিমানদ্বারাহং করোমীত্যাত্মনো মিথ্যাধীপূর্ব্বিকা কর্ম্মণি প্রবৃত্তির্দৃষ্টা তেনাবিদ্যাপূর্ব্বকত্বং তস্য যুক্তমিত্যর্থঃ। যদুক্তং দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহমভিমানস্য মিথ্যাজ্ঞানত্বং তদাক্ষিপতি দেহাদীতি। অহং ধিয়ো গৌণত্বে তৎপূর্ব্বককর্ম্মস্বপি গৌণত্বাপত্তেরাত্মনোঽনর্থাভাবাত্তন্নিবৃত্ত্যর্থং হেত্বন্বেষণং ন স্যাদিতি দূষয়তি নেতি। এতদেব প্রপঞ্চয়ন্নাদৌ চোদ্যং প্রপঞ্চয়তি আত্মীয়েতি। তত্র শ্রুত্যবষ্টম্ভেন দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। দর্শিতশ্রুতেরাত্মীয়ে পুত্রেঽহং প্রত্যয়ো গৌণস্তথা সঙ্ঘাতেঽপ্যাত্মীয়েঽহংপ্রত্যয়স্তথা যুক্ত ইত্যর্থঃ। ভেদধীপূর্ব্বকত্বং গৌণধিয়ো লোকে প্রসিদ্ধমিত্যাহ লোকে চেতি। লোকবেদানুরোধেনাত্মীয়ে সঙ্ঘাতেঽহংধীরপি গৌণী স্যাদিতি দার্ষ্টান্তিকমাহ তদ্বদিতি। মিথ্যাধিয়োঽপি ভেদধীপূর্ব্বকত্বসম্ভবাদাত্মীয়সঙ্ঘাতেঽহংধিয়ো মিথ্যাত্বমেব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবময়মিতি। ভেদধীপূর্ব্বকত্বাভাবে কথং মিথ্যাধীরুদেতীত্যাশঙ্ক্যাহ মিথ্যেতি। অধিষ্ঠানারোপ্যয়োর্ব্বিবেকাগ্রহাত্তদুৎপত্তিরিত্যর্থঃ। দেহাদাবহংধিয়ো গৌণতেতি চোদ্যে বিবৃতে তৎকার্য্যেষ্বপীত্যাদি পরিহারং বিবৃণোতি নেত্যাদিনা। হেতুভাগং বিভজতে যথেতি। সিংহো দেবদত্ত ইতি বাক্যং দেবদত্তঃ সিংহ ইবেত্যুপময়া দেবদত্তং ক্রৌর্য্যাদ্যধিকরণং স্তোতুং প্রবৃত্তম্ অগ্নির্মাণবক ইত্যপি বাক্যং মাণবকোঽগ্নিরিবেত্যুপময়া মাণবকস্য পৈঙ্গল্যাধিকরণস্য স্তুত্যর্থমেব ন তথা মনুষ্যোঽহমিতি বাক্যস্য অধিকরণস্তুত্যর্থতা ভাতীত্যর্থঃ। দেবদত্তমাণবকয়োরধিকরণত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্রৌর্য্যেতি। কিঞ্চ গৌণশব্দং তৎপ্রত্যয়ঞ্চ নিমিত্তং কৃত্বা সিংহকার্য্যং ন কিঞ্চিদ্দেবদত্তে সাধ্যতে নাপি মাণবকে কিঞ্চিদগ্নিকার্য্যং মিথ্যাধীকার্য্যং ত্বনর্থমাত্মানুভবত্যতো ন দেহাদাবহংধীর্গৌণীত্যাহ নত্বিতি। ইতোঽপি দেহাদৌ নাহংধীর্গৌণীত্যাহ গৌণেতি। যো দেবদত্তো মাণবকো বা গৌণ্যা ধিয়ো বিষয়স্তং পরো নৈষসিংহো নায়মগ্নিরিতি জানাতি নৈবমবিদ্বানাত্মনঃ সঙ্ঘাতস্য চ সত্যপি ভেদে সঙ্ঘাতস্যানাত্মত্বং প্রত্যেত্যতো ন সঙ্ঘাতেঽহংশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণাবিত্যর্থঃ। সঙ্ঘাতে তয়োর্গৌণত্বে দোষান্তরং সমুচ্চিনোতি তথেতি। তথা সত্যাত্মনি কর্তৃত্বাদি প্রতিভাসাসিদ্ধিরিতি শেষঃ। গৌণেন কৃতং ন মুখ্যেন কৃতমিত্যুদাহরণেন স্ফুটয়তি ন হীতি। যদ্যপি দেবদত্তমাণবকাভ্যাং কৃতং কার্য্যং মুখ্যাভ্যাং সিংহাগ্নিভ্যাং ন ক্রিয়তে তথাপি দেবদত্তগতক্রৌর্য্যেণ মুখ্যসিংহস্য মাণবকনিষ্ঠপৈঙ্গল্যেন মুখ্যাগ্নেরিব চ সঙ্ঘাতগতেনাপি জড়ত্বেনাত্মনো মুখ্যস্য কিঞ্চিৎ কার্য্যং কৃতং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। দেহাদাবহংধিয়ো গৌণত্বাযোগে হেত্বন্তরমাহ স্তুত্যমানাবিতি। দেবদত্তমাণবকয়োঃ সিংহাগ্নিভ্যাম্ভেদধীপূর্ব্বকং তদ্ব্যাপারবত্ত্বাভাবধীবদাত্মনোঽপি মুখ্যস্য সঙ্ঘাতাদ্ভেদধীদ্বারা তদীয়ব্যাপাররাহিত্যমাত্মনি দৃষ্টং স্যাদিত্যর্থঃ। ব্যাবর্ত্ত্যং দর্শয়তি ন পুনরিতি। সঙ্ঘাতেঽহংধিয়ো মিথ্যাধীত্বেঽপি ন তৎকৃতমাত্মনি কর্তৃত্বং কিন্ত্বাত্মীয়ৈর্জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নৈরস্য কর্তৃত্বং বাস্তবমিতি মতমনুবদতি

যচ্চেতি। জ্ঞানাদিকৃতমপি কর্তৃত্বং মিথ্যাধীকৃতমেব জ্ঞানং মিথ্যাধীকার্য্যত্বাদিতি. দূষয়তি ন তেষামিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি মিথ্যেতি। মিথ্যাজ্ঞানং নিমিত্তং কৃত্বা কিঞ্চিদিষ্টং কিঞ্চিদনিষ্ট-মিত্যারোপ্য তৎদ্বারানুভূতে তস্মিন্ প্রেপ্সাজিহাসাভ্যাং ক্রিয়াং নির্ব্বর্ত্ত্য তয়েষ্টমনিষ্টঞ্চ ফলং ভুক্ত্বা তেন সংস্কারেণ তৎপূর্ব্বিকাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ স্বাত্মনি ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তীতি যুক্তং কর্তৃত্বস্য চ মিথ্যাত্বমিত্যর্থঃ। অতীতানাগতজন্মনোরিব বর্ত্তমানেঽপি জন্মনি কর্তৃত্বাদিসংসারস্য বস্তুত্বমাশঙ্ক্যাহ যথেতি। বিমতৌ কালাববিদ্যাকৃতসংসারবন্তৌ কালত্বাদ্বর্ত্তমানকালবদিত্যর্থঃ। সংসারস্যা-বিদ্যাকৃতত্বে ফলিতমাহ ততশ্চেতি। তস্যাবিদ্যকত্বেন বিদ্যাপোহ্যত্বে হেত্বন্তরমাহ অবিদ্যেতি। কুতোঽস্যাবিদ্যাকৃতত্বং ধর্ম্মাধর্ম্মকৃতত্বসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহাদীতি। আত্মনো৹ধর্ম্মাদিকর্তৃত্বস্যা-বিদ্যকত্বাদবিদ্যাং বিনা কর্ম্মিণাং দেহাভিমানঃ সম্ভবতাতশ্চ আত্মনঃ সঙ্ঘাতেঽহমভিমানস্যাবিদ্যা বিদ্যমানতেত্যর্থঃ। আত্মনো দেহাদ্যভিমানস্যাবিদ্যকত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাধয়ন্ ব্যতিরেকং দর্শয়তি নহীতি। অন্বয়ং দর্শয়ন্ব্যতিরেকমনুবদতি অজানন্নিতি। পুত্রে পিতুরহংধীবদাত্মীয়ে দেহাদাবহংধীর্গৌণীত্যুক্তমনুবদতি যস্থিতি। তত্র দৃষ্টান্তশ্রুতেগৌণাত্মবিষয়ত্বমুক্তমঙ্গীকরোতি স স্থিতি। তর্হি দেহাদাবপি তথৈব স্বকীয়ে স্যাদহংধীর্গৌণীত্যাশঙ্ক্যাহ গৌণেনেতি। ন হি স্বকীয়েন পুত্রাদিনা গৌণাত্মনা পিতুর্ভোজনাদিকার্য্যং ক্রিয়তে তথা দেহাদেরপি গৌণাত্মত্বে তেন কর্তৃত্বাদিকার্য্যমাত্মনো ন বাস্তবং সিদ্ধমিত্যর্থঃ। গৌণাত্মনা মুখ্যাত্মনো নাস্তি বাস্তবং কার্য্যমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ গৌণেতি। ন হি গৌণেন সিংহেন দেবদত্তেন মুখ্যসিংহকার্য্যং ক্রিয়তে নাপি গৌণাগ্নিনা মাণবকেন মুখ্যাগ্নিকার্য্যং দাহপাকাদি তথা দেহাদিনা গৌণাত্মনা মুখ্যাত্মনো ন বাস্তবং কার্য্যং কর্তৃত্বাদি কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। স্বর্গকামাদিবাক্য-প্রামাণ্যাৎ আত্মনো দেহাদ্যতি-রেকজ্ঞানাত্তস্য চ কেবলস্যাকর্তৃত্বাত্তৎকর্ত্তব্যং কর্ম্ম গৌণৈরেব দেহাত্মভিঃ সম্পাদ্যতে ন হি সত্যেব শ্রৌতাতিরেকজ্ঞানে দেহাদাবাত্মত্বমাত্মনো মুখ্যং যুক্তমিতি চোদয়তি অদৃষ্টেতি। ন দেহাদীনামাত্মত্বং গৌণং তদীয়াত্মত্বস্যাবিদ্যত্বেন মুখ্যত্বাদতো ন গৌণাত্মভিরাত্মকর্ত্তব্যং কর্ম্ম ক্রিয়তে কিন্তু মিথ্যাত্মভিরিতি পরিহরতি নাবিদ্যেতি। তদেব বিবৃণ্বন্নগ্রৈর্ষং স্ফুটয়তি গৌণা ইতি। কথং তর্হি দেহাদিবিষয়াত্মত্বপ্রথেত্যাশঙ্ক্যাবিদ্যাকৃতেত্যাদি হেতুং বিভজতে কিন্তু তর্হীতি। দেহাদীনামনাত্মনামেব সতামাত্মত্বং মিথ্যাপ্রত্যয়কৃতমিত্যত্রান্বয়ব্যতিরেকাবুদাহরতি তদ্ভাব ইতি। উক্তেঽন্বয়ে শাস্ত্রীয়সংস্কারশূন্যানামনুভবং প্রমাণয়তি অবিবেকিনামিতি। ব্যতিরেকেঽপি দর্শিতে শাস্ত্রাভিজ্ঞানামনুভবমনুকূলয়তি নস্থিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামনুভবানুসারিভ্যাম্ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি। তৎকৃত এব দেহাদাবহং প্রত্যয় ইতি শেষঃ। কিঞ্চ ব্যবহারভূমৌ ভেদগ্রহস্য গৌণত্বব্যাপকত্বাত্তস্য প্রকৃতেঽভাবান্ন দেহাদাবহংশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণাবিত্যাহ পৃথগিতি অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাৎ কর্তুরাত্মনো ব্যতিরেকাবধারণাত্তস্য দেহাদাবহমভি-মানস্য গৌণতেত্যুক্তমনুবদতি যত্ত্বিতি। শ্রুতিপ্রামাণ্যস্যাজ্ঞাতার্থবিষয়ত্বাৎ মানান্তরসিদ্ধে ব্যতিরিক্তাত্মনি চোদনাপ্রামাণ্যাভাবান্ন তদবষ্টম্ভেন দেহাদাবাত্মাভিমানস্য গৌণতেত্যুত্তরমাহ ন তদিতি। শ্রুতিপ্রামাণ্যস্যাদৃষ্টবিষয়ত্বং স্পষ্টয়তি প্রত্যক্ষাদিতি। অজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকং প্রমাণ-

মিতি স্থিতেরজ্ঞাতে শ্রুতিপ্রামাণ্যমিত্যাহ অদৃষ্টেতি। অজ্ঞাতসাধ্যসাধনসম্বন্ধবোধিনঃ শাস্ত্রস্যাতিরিক্তাত্মন্যৌদাসীন্যে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্টো মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তো দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহং প্রত্যয়স্তস্যেতি যাবৎ। অন্যবিষয়ত্বাচ্চোদনায়াতিরিক্তাত্মবিষয়তেত্যুক্তমিদানীং তদ্বিষয়ত্বাঙ্গীকারেঽপি ন তন্নির্ব্বোঢ়ুং শক্যমধ্যক্ষবিরোধাদিত্যাহ ন হীতি। অপৌরুষেয়্যাঃ শ্রুতেরসম্ভাবিতদোষায়াঃ মানান্তরবিরোধেঽপি প্রামাণ্যমপ্রত্যাখ্যেয়মিত্যভিপ্রেত্যাহ যদিতি। স্বার্থং বোধয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেরবিরোধাপেক্ষত্বাদ্বিরুদ্ধার্থবাদিত্বে তৎপরিহারায় বিবক্ষিতমর্থান্তরমবিরুদ্ধং তস্যাঃ স্বীকর্ত্তব্যং বিরোধে তৎপ্রামাণ্যানুপপত্তেরিত্যাহ তথাপীতি। অবিরোধমবধার্য্য শ্রুত্যর্থকল্পনা ন যুক্তেতি ব্যাবর্ত্ত্যমাহ ন ত্বিতি। অবিদ্যাবৎকর্ত্তৃত্বং কর্ম্মেতি ত্বয়োপগমাদুৎপন্নায়াং বিদ্যায়ামবিদ্যাভাবে তদধীনকর্ত্তৃত্বভাবাদন্তরেণ কর্ত্তারমনুষ্ঠানাসিদ্ধৌ কর্ম্মকাণ্ডাপ্রামাণ্যমিত্যধ্যয়নবিধিবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মকাণ্ডশ্রুতের্ব্বিদ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং ব্যবহারিকপ্রামাণ্যস্য তাত্ত্বিকপ্রামাণ্যভাবেঽপি সম্ভবাদ্ব্রহ্মকাণ্ডশ্রুতেশ্চ তাত্ত্বিকপ্রামাণ্যস্য ব্রহ্মবিদ্যাজনকত্বেনোপপন্নত্বান্নাধ্যয়নবিধিবিরোধ ইতি পরিহরতি ন ব্রহ্মেতি। কর্ম্মকাণ্ডশ্রুতেস্তাত্ত্বিকপ্রামাণ্যাভাবে ব্রহ্মকাণ্ডশ্রুতেরপি তদসিদ্ধিরবিশেষাদিতি শঙ্কতে কর্ম্মেতি। উৎপন্নায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া বাধকাভাবেন প্রমাণত্বাত্তদ্ধেতুশ্রুতেস্তাত্ত্বিকং প্রামাণ্যমিতি দূষয়তি ন বাধকেতি। ব্রহ্মবিদ্যায়া বাধকানুপপত্তিং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যথেতি। দেহাদিসঙ্ঘাতবদিত্যপেরর্থঃ। লৌকিকাবগতেরিবাত্মাবগতেরপি ফলাব্যতিরেকমুদাহরণেন স্ফোরয়তি যথেতি। ফলমজ্ঞাননিবৃত্তিঃ কর্ম্মবিধিশ্রুতিবদিত্যুক্তং দৃষ্টান্তং বিঘটয়তি ন চেতি। অনাদিকালপ্রবৃত্তস্বাভাবিকপ্রবৃত্তিব্যক্তীনাং প্রতিবন্ধেন যোগান্যলৌকিকপ্রবৃত্তিব্যক্তির্জনয়তি কর্ম্মকাণ্ডশ্রুতিস্তজ্জননঞ্চ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্তিমুৎপাদয়তি, তথা চ কর্ম্মবিধিশ্রুতীনাং পারম্পর্য্যেণ প্রত্যগাত্মজ্ঞানার্থত্বাত্তাত্ত্বিকপ্রামাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নন্বেবমপি শ্রুতের্মিথ্যাত্বাদাভাসবদপ্রামাণ্যমিতি চেন্নেত্যাহ মিথ্যাত্বেঽপীতি। স্বরূপেণাসত্যত্বেঽপি সত্যোপায়দ্বারা প্রামাণ্যমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণানাং শ্রুতেঽর্থে প্রামাণ্যাভাবেঽপি শেষিবিধ্যনুরোধেন প্রামাণ্যবৎ প্রকৃতেঽপি শ্রুতেঃ স্বরূপেণাসত্যায়া বিষয়সত্যতয়া সত্যত্বেন প্রামাণ্যমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। বাক্যস্য শেষিবিধ্যনুরোধেন প্রামাণ্যং নালৌকিকমিত্যাহ লোকেঽপীতি। কর্ম্মকাণ্ডশ্রুতীনামুক্তরীত্যা পরম্পরয়া প্রামাণ্যেঽপি সাক্ষাৎ প্রামাণ্যমুপেক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকারান্তরেতি। আত্মজ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবস্থা প্রকারান্তরং, তত্র স্থিতানাং কর্ম্মশ্রুতীনামজ্ঞাতসম্বন্ধবোধকত্বেন সাক্ষাদেব প্রামাণ্যমিষ্টমিত্যর্থঃ। জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং কর্ম্মশ্রুতীনাং ব্যবহারিকপ্রামাণ্যে দৃষ্টান্তমাহ প্রাগিতি। প্রাতীতিককর্ত্তৃত্বস্যাবিদ্যকত্বেঽপি শ্রুতিপ্রামাণ্যমপ্রত্যূহমিত্যুক্তং সংপ্রতি কর্ত্তৃত্বস্য প্রকারান্তরেণ পারমার্থিকত্বমুত্থাপয়তি যত্ত্বিতি। স্বব্যাপারাভাবে সন্নিধিমাত্রেণ কুতো মুখ্যকর্ত্তৃত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। স্বয়মযুধ্যমানত্বে কথং তৎফলবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্য প্রসিদ্ধিবশাদিত্যাহ জিত ইতি। কায়িকব্যাপারাভাবেঽপি কর্ত্তৃত্বস্য মুখ্যত্বে দৃষ্টান্তমাহ সেনাপতিরিতি। তস্যাপি ফলবত্ত্বং রাজবদবিশিষ্টমিত্যাহ ক্রিয়েতি। অন্যকর্ম্মণা অন্যস্য সন্নিহিতস্য মুখ্যে কর্ত্তৃত্বে বৈদিকমুদাহরণমাহ যথা চেতি। কথমৃত্বিজাং কর্ম্ম যজমানস্যে-

ত্যাশঙ্ক্যাহ তৎফলস্যেতি। স্বব্যাপারাদৃতে সন্নিধেরেবান্যব্যাপারহেতোর্মুখ্যকর্তৃত্বে দৃষ্টান্তমাহ যথা চেতি। ক্রিয়াং কুর্ব্বৎ কারণং কারকমিত্যঙ্গীকারবিরোধান্নৈতদিতি দূষয়তি তদসদিতি। কারকবিশেষবিষয়ত্বেনাঙ্গীকারোপপত্তিরিতি শঙ্কতে কারকমিতি। স্বব্যাপারমন্তরেণ ন কিঞ্চিদপি কারকমিতি পরিহরতি ন রাজেতি। দর্শনমেব বিশদয়তি রাজেতি। যথা রাজ্ঞো যুদ্ধে যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যং কর্তৃত্বং তথা ফলভোগেঽপি মুখ্যমেব তস্য কর্তৃত্বমিত্যাহ তথেতি। যদুক্তমৃত্বিক্‌কর্ম্ম যজমানস্যেতি তত্রাহ যজমানস্যাপীতি। স্বব্যাপারাদেব মুখ্যং কর্তৃত্বমিতি স্থিতে ফলিতমাহ যস্মাদিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি যদীতি। তর্হি সন্নিধানাদেব মুখ্যং কর্তৃত্বং রাজাদীনামুপগতমিতি নেত্যাহ ন তথেতি। রাজাদীনাং স্বব্যাপারবত্ত্বে পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধমিত্যাহ তস্মাদিতি। রাজপ্রভৃতীনাং সন্নিধেরেব কর্তৃত্বস্য গৌণত্বে জয়াদিফলবত্ত্বস্যাপি সিদ্ধং গৌণত্বমিত্যাহ তথা চেতি। তত্র পূর্ব্বোক্তং হেতুত্বেন স্মারয়তি নেতি। অন্যব্যাপারেণান্যস্য মুখ্যকর্তৃত্বাভাবে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। কথং তর্হি ত্বয়াত্মনি কর্তৃত্বাদি স্বীকৃতং নহি বুদ্ধেস্তদিষ্টং "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বা"দিতি ন্যায়াত্তত্রাহ ভ্রান্তীতি। কর্তৃত্বাদ্যাত্মনি ভ্রান্তমিত্যেতদুদাহরণেন স্ফোরয়তি যথেতি। মিথ্যাজ্ঞানকৃতমাত্মনি কর্তৃত্বাদীত্যত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি ন চেতি। উক্তব্যতিরেকে ফলং কথয়তি তস্মাদিতি। সংসারভ্রমস্যাবিদ্যাকৃতত্বে সিদ্ধে পরমপ্রকৃতমুপসংহরতি ইতি সম্যগিতি। শাস্ত্রতাৎপর্য্যার্থং বিচারদ্বারা নির্দ্ধার্য্যানন্তরশ্লোকমবতারয়তি সর্ব্বমিতি। প্রকৃতে অষ্টাদশাধ্যায়ে গীতাশাস্ত্রার্থং সর্ব্বং প্রতিপত্তিসৌকার্য্যার্থমুপসংহৃত্যান্তে চ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যাদৌ বিষয়তন্তস্য সংক্ষেপেণোপসংহারং কৃত্বা সংপ্রদায়বিধিবচনস্যাবসরে সতীদানীমিতি যোজনা। কিমিতি। বিস্তরেণোপসংহৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ সংক্ষিপ্যোপসংহ্রিয়তে তত্রাহ শাস্ত্রার্থেতি। সংক্ষেপবিস্তারাভ্যামুক্তোঽর্থঃ সর্ব্বেষাং দৃঢ়তয়া বুদ্ধিমধিরোহতীত্যর্থঃ। হিতায়েত্যেতদেব ব্যাচষ্টে সংসারেতি। কদাচনেতি সর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে। প্রতিষেধসামর্থ্যসিদ্ধমর্থং কথয়তি ভগবতীতি। অর্থসিদ্ধেঽর্থে স্মৃত্যন্তরমনুসৃত্য মেধাবিত্বমন্তর্ভাবয়তি তত্রেতি। বিকল্পদর্শনাত্তেষু মেধাবিত্বমপি প্রবিশতীত্যর্থঃ। বিকল্পপক্ষে কথমধিকারি প্রতিপত্তিরিতি তত্রাহ শুশ্রূষেতি। তাভ্যাং যুক্তায় ভগবত্যসূয়ারহিতায় তপস্বিনে বাচ্যমিতি সম্বন্ধঃ। তদ্যুক্তায় শুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় ভগবতি অনসূয়াসহিতায়েত্যর্থঃ। তপস্বিত্বং মেধাবিত্বং বা নিরপেক্ষমধিকারিবিশেষণমিতি শংকাং শাতয়তি শুশ্রূষেতি। ভগবদ্বিষয়াসূয়ারাহিত্যে তাৎপর্য্যং সূচয়তি ভগবতীতি। কস্মৈ তর্হি বাচ্যমেতদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তসর্ব্বগুণসম্পন্নায়েত্যাহ গুরুশুশ্রূষেতি। অনুক্তেতরবিশেষণোপলক্ষণার্থমুভয়গ্রহণং, মেধাবিনস্তপস্বিত্বং নাতীবাপেক্ষতে সর্ব্বমন্যদ্বাধকাভাবাদপেক্ষিতমেবেতি ভাবঃ ॥৬৭॥

রামানুজ।—ইদমিতি। ইদং তে পরমং গুহ্যং শাস্ত্রং ময়াখ্যাতম্ অতপস্কায়াতপ্ততপসে এতত্ত্বয়া ন বাচ্যং ত্বয়ি বক্তরি ময়ি চাভক্তায় কদাচন ন বাচ্যং তপ্ততপসে চাভক্তায় ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। ন চাশুশ্রূষবে ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে ন বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি মৎস্বরূপে মদৈশ্বর্য্যে মদ্‌গুণেষু চ কথিতেষু যো দোষমাবিষ্করোতি ন তস্মৈ বাচ্যম্ অসমানবিভক্তিনির্দেশস্তস্যাত্যন্তপরিহরণীয়তাজ্ঞাপনায় ॥ ৬৭ ॥

হনুমান্।—ইদং শাস্ত্রং তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে ন, বিদ্যতে তপঃ স্বধর্ম্মবৃত্তিলক্ষণং যস্য স চাতপস্কস্তস্মৈ ন বিদ্যতে ময়ি ভক্তিঃ ভজনং সেবা যস্য স চাভক্তস্তস্মৈ কদাচন ন কদাচিদপি ন চাশুশ্রূষবে যোগুরোরশুশ্রূষুঃ তস্মৈ ন চ মামীশ্বরং সর্ব্বপ্রাণিসুহৃদং সহায়ং যোঽভ্যসূয়তি দ্বেষ্টি ইদং শাস্ত্রং ত্বয়া অতপস্কায়াশিষ্যায় ন বাচ্যং তথা ঈশ্বরাভক্তায় ন বাচ্যং মাং যো দ্বেষ্টি তস্মৈ ন বাচ্যম্॥ ৬৭॥

শ্রীধর।—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসংপ্রদায়বর্ত্তনে নিয়মমাহ ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়া অতপস্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যং, ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তি-শূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যং, ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে বাচ্যং মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যম্॥ ৬৭॥

বলদেব।—অথ স্বোপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রং পাত্রেভ্য এব ন ত্বপাত্রেভ্যো দেয়মিতি উপদিশতি ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে ত্বয়াতপস্কায় অজিতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যম্। তপস্বিনেঽপ্য-ভক্তায় শাস্ত্রোপদেষ্টরি ত্বয়ি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যে ময়ি চ সর্ব্বেশভক্তিশূন্যায় ন বাচ্যম্। তপস্বিনেঽপি ভক্তায়াপ্যশুশ্রূষবে শ্রোতুমনিচ্ছবে ন বাচ্যং। যো মাং সর্ব্বেশ্বরং নিত্যগুণবিগ্রহমসূয়তি ময়ি মায়িকগুণবিগ্রহতারোপয়তি তস্মৈ তু নৈব বাচ্যমিত্যতো ভিন্নয়া বিভক্ত্যা তস্য নির্দ্দেশঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ। "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াদিতি"॥ ৬৭॥

মধুসূদন।—সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ শাস্ত্রসংপ্রদায়বিধিমধুনা কথয়তি ইদমিতি। ইদং গীতাখ্যং সর্ব্বশাস্ত্রার্থরহস্যং তে তব সংসারবিচ্ছিত্তয়ে ময়োক্তং নাতপস্কায় অসংযতেন্দ্রিয়ায় ন বাচ্যং কদাচন, কস্যামপ্যবস্থায়ামিতি পর্য্যায়ত্রয়েঽপি সংবধ্যতে তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় গুরৌ দেবে চ ভক্তিরহিতায় ন বাচ্যং কদাচন, তপস্বিনে ভক্তায়াপি অশুশ্রূষবে শুশ্রূষাং পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে চ ন বাচ্যং কদাচন, চ শব্দঃ বাচ্যং কদাচনেতি পদদ্বয়াকর্ষণার্থঃ। ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি মাং ভগবন্তং বাসুদেবং মনুষ্যমসর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকং মত্বা অভ্যসূয়তি আত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপ-ণেনেশ্বরত্বমসহমানো দ্বেষ্টি যঃ তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষাসহিষ্ণবেঽতপস্বিনেঽভক্তায়াশুশ্রূষবেঽপি ন বাচ্যং কদাচনেত্যনুকর্ষণার্থশ্চকারঃ। তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে শ্রীকৃষ্ণানুরক্তায় চ বাচ্যমিত্যর্থঃ। একৈকবিশেষণাভাবেঽপ্যযোগ্যতাপ্রতিপাদনার্থাশ্চত্বারো নকারাঃ। মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যন্যত্র বিকল্পদর্শনাৎ শুশ্রূষাগুরুভক্তিভগবদনুরক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যং, মেধাতপসোঃ পাক্ষিকত্বেঽপি ভগবদনুরক্তিগুরুভক্তিশুশ্রূষাণাং নিয়ম এবেতি ভাষ্যকৃতঃ॥ ৬৭॥

নীলকণ্ঠ।—এবং শ্লোকদ্বয়েন "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইতি সাংখ্যযোগৌ দ্বিতীয়াধ্যায়ে দর্শিতাবুপসংহৃত্য বিদ্যাসম্প্রদায়বিধিমাহ ইদমিতি। অতপস্কায় তপ আলোচনং তদ্রহিতায় অযত্নশীলায় ইত্যর্থঃ। অভক্তায় শ্রদ্ধাহীনায় অশুশ্রূষবে গুরুসেবা-মকুর্ব্বতে, মাং পরমাত্মানং যোঽভ্যসূয়তি মদীয়গুণাসহিষ্ণুতয়া ময়ি দোষারোপপরো ভবতি তস্মৈ, নঞঃপ্রত্যেকং সম্বদ্ধত্বাদেতেষাং বিশেষণানামন্যতমাভাবেঽপি কদাচন মহত্যপি সঙ্কটে ইদং ন বাচ্যং নোপদেষ্টব্যম্। অত্র "বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি

অসূয়কায়ানৃজবে মাঞ্চ্যা অবীর্য্যবতী তথাস্যাং "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ইতি শ্রবণাদসূয়ারহিতায়ার্জবোপেতায়াভ্যাসশীলায় গুরুপরমেশ্বরারাধনপরায় চ এতদ্রহস্যং দেয়ং নান্যস্মৈ ইত্যর্থঃ॥ ৬৭॥

বিশ্বনাথ।—এবং গীতা-শাস্ত্রমুপদিশ্য সংপ্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ ইদমিতি। অতপস্কায় অসংযতেন্দ্রিয়ায় "মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ" ইতি স্মৃতেঃ। সংযতেন্দ্রিয়ত্বে সত্যপি অভক্তায় ন বাচ্যং সংযতেন্দ্রিয়ত্বেঽপি ভক্তত্বেঽপি চ সতি অশুশ্রূষবে ন বাচ্যং সংযতেন্দ্রিয়-ত্বাদিধর্ম্মত্রয়বত্বেঽপি যো মামভ্যসূয়তি ময়ি নিরুপাধিপূর্ণব্রহ্মণি মায়াসাবর্ণ্য দোষমারোপয়তি তস্মৈ সর্ব্বথৈব ন বাচ্যম্॥ ৬৭॥

তাৎপর্য্য।—এই পরম শাস্ত্রের পরম উপদেশ সমূহ নিঃশেষে পরিব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ অধুনা এই পরম তত্ত্ব শ্রবণ বা গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র নির্দ্দেশ-উপলক্ষে কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের সমক্ষে এই তত্ত্ব কথা বাচ্য নহে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাঁহারা তপশ্চর্য্যানিরত নহেন অর্থাৎ কঠোর তপস্যা দ্বারা যাঁহাদিগের দেহেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ না হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট মৎকথিত এই পরমোপদেশ হে অর্জ্জুন! তোমার দ্বারা ব্যক্ত হওয়া উচিত নহে। আর যিনি ভক্তিবিহীন অর্থাৎ দেবতার প্রতি সর্ব্বনিয়ন্তাবোধে ভক্তিরহিত, তাঁহার নিকটও এই ধর্ম্মরহস্য তুমি পরিব্যক্ত করিও না। আর যিনি পরিচর্য্যাবিরহিত অর্থাৎ গুরুর যথাবিহিত সেবাশুশ্রূষা করিতে উদাসীন, তাঁহার নিকটও এই তত্ত্বোপদেশ বাচ্য নহে। আর যিনি আমাকে হিংসা করিয়া থাকেন অর্থাৎ আমার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব এবং পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া আমাকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া দ্বেষ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটও এই পরম শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত করা বিধেয় নহে। যিনি তপস্বী কিন্তু ভক্ত নহেন অথবা তপস্বী ও ভক্ত হইলেও গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ নহেন অথবা এই সকল গুণান্বিত হইলেও যিনি শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী, তাঁহার নিকট এই পরম শাস্ত্র কদাপি বক্তব্য নহে।

অন্যত্র "মেধাবিনে তপস্বিনে" এইরূপ উল্লেখ থাকায় ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, গুরুশুশ্রূষা এবং ভগবদানুরক্তিযুক্ত তপস্বী এবং তত্তদ্ ভক্তগণের নিকট এই তত্ত্বকথা বাচ্য।

মূলের "অশুশ্রূষবে" এই বাক্যের অর্থ পূজ্যপাদ বলদেব 'শুনিতে অনিচ্ছা-কারীকে' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "যো মাং অভ্যসূয়তি" অর্থাৎ যে আমাতে মায়িক গুণবিগ্রহতা আরোপ করে, তাহার নিকট এই তত্ত্ব কথনই বাচ্য নহে,

ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ভিন্ন বিভক্তির নির্দ্দেশ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভাষ্যকার মহোদয় বেদান্তের "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ" (বেদান্তসূত্র ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পাদ ৫০ সূত্র) এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই অমূল্য শাস্ত্রের উপসংহারকালে শ্রীভগবান্ এস্থলে উপদেশ গ্রহণের যে পাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপার করুণার পরিচায়ক হইয়াছে। বস্তুতঃ যাঁহারা মনে করেন যে, যে কোন ব্যক্তি ভাষ্য ও টীকার সাহায্যে এই মহাগ্রন্থের আলোচনা করিতে অধিকারী, তাঁহারা সাতিশয় ভ্রান্ত। যাঁহাদিগের আর্য্যধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, যাঁহাদিগের হৃদয়ে দেবতার প্রতি ভক্তি নাই, যাঁহারা জগতের একমাত্র শরণ্য সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন, যাঁহারা প্রতিমাসমূহ পাষাণ, কাষ্ঠ বা মৃত্তিকানির্ম্মিত পুত্তলিবিশেষ বিবেচনা করেন, তাঁহারা এই শাস্ত্রের কদাপি অধিকারী নহেন। যাঁহারা গুরুগ্রহণ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না, প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ গুরুদেবকে ভবসিন্ধুর কর্ণধার বলিয়া বিশ্বাস না করেন, যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে গুরুদেবের শুশ্রূষা ও সেবা ইহত্র ও পরত্র মঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে না করেন, তাঁহারা কখনই এ শাস্ত্রের অধিকারী হইতে পারেন না। যিনি সুদীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যা করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি বিশুদ্ধ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, ভগবানের প্রতি ভক্তিতে যাঁহার হৃদয় সতত নবনীত তুল্য হইয়াছে, যিনি নররূপী দেবতা গুরুদেবকে একমাত্র অজ্ঞাননাশক মোক্ষবিধাতা বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং যিনি কংসারি দৈত্যদলন গোপীজনবল্লভ মধুসূদনের চরণারবিন্দে শরণাগত হইয়াছেন, কেবল তিনিই এই শাস্ত্রের অধিকারী। বিধর্ম্মী ও বিদ্বেষী ব্যক্তিরা যথাতথা গীতার আলোচনা করিতেছেন ; কেহ বা বিদ্রূপের সহিত, কেহ বা অসার যুক্তিতর্ক অবলম্বনে ভগবানের শ্রীমুখচন্দ্রনিঃসৃত এই পরমজ্যোতির প্রতি উপেক্ষা অনাদর বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা অপরিসীম সাহস সহকারে এইরূপ ভগবন্নিন্দা করিতেছেন অথবা যাঁহারা সেই সকল ঘৃণার্হ অলীক বাক্য পরম উপদেশ জ্ঞানে অবলম্বন করিতেছেন, তাঁহাদিগের উভয় শ্রেণীরই দশা নিরতিশয় শোচনীয়। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ আজন্ম শুদ্ধাচারসম্পন্ন গুরুসেবাপরায়ণ এবং বিহিত প্রণালীক্রমে অভ্যস্ত হইয়া এইরূপ পবিত্র শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়া থাকেন। অখাদ্যভোজী নিন্দিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুসরণকারী শুদ্ধাচার-বিরোধী যে কোন ব্যক্তি অশেষ প্রতিভাশালী হইলেও যে এই পরম শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধে অসমর্থ হইবে,

ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। প্রত্যুত তাদৃশ ভ্রান্তব্যক্তিরা প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ করা দূরে থাকুক, কেবল ভ্রমেরই দুর্গ রচনা করিয়া ভ্রান্ত জীবগণকে দুস্তর ভ্রমে নিপাতিত করে। অতএব যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতেই উপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, এই শাস্ত্রার্থ অনধিকারীর নিকট ব্যক্ত করাও বিধেয় নহে।

এই শ্লোক উপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য সংক্ষেপে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি অল্প ধীসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আশঙ্কা কল্পনা করিয়া অবতারণা করিতেছেন যে, এই গীতাগ্রন্থে পরমনিঃশ্রেয়স সমাধান নিশ্চিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু জ্ঞান অথবা কর্ম্ম অথবা তদুভয়ের কোন পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পথে অগ্রসর হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ করা যাইবে, তাহা সন্দেহজনক। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থমধ্যে "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা" (১৮।৫৫) ইত্যাদি বাক্যে কেবল জ্ঞান দ্বারাই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে ইহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। অথচ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (২।৪৭) "কুরু কর্ম্মৈব" (৪।১৫) ইত্যাকার বাক্যে কর্ম্মেরই অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া তদুভয়ের সমুচ্চয় যে নিঃশ্রেয়সের হেতুভূত, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব পরম নিঃশ্রেয়স সাধনত্ব অবধারণ করা মনুষ্যের পক্ষে অতীব দুরূহ। এইরূপে সংশয়ের অবতারণা করিয়া পূজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় স্বকীয় অমানুষী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সহকারে নানারূপ বিচার ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কর্ম্মসাধন দ্বারাই অতীত এবং অতীততর-জন্ম ও সংসার-বন্ধন ঘটিয়া থাকে। এতাবতই অবিদ্যাকৃত। অতীত এবং অনাগত সংসার অবিদ্যাজনিত অভিমান ও রাগদ্বেষাদি সহকৃত কর্ম্ম দ্বারা সংঘটিত হয়। অতএব সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসজনিত জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আত্যন্তিক সংসারোপরম ঘটিয়া থাকে, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ দেহাভিমান কেবল অবিদ্যাত্মক। সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে দেহাদির অনুপপত্তি হয়, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সংসারের নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। তদনন্তর গভীর যুক্তি ও অবিসংবাদিত বিচার দ্বারা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, দেহাদির যাবতীয় ব্যাপার এবং আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি কার্য্য সকলই ভ্রান্তিনিমিত্ত। স্বপ্নে মনুষ্য নানারূপ ভ্রান্তির অধীন হইয়া কখন বা সন্তানবিচ্ছেদ-শোকে কখন বা অন্যান্য কারণে চলচ্চিত্ত হইয়া থাকে অথবা মায়া দ্বারা দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করিয়া অভিভূত হয়। সুষুপ্তিকালে স্বাপ্নিক ক্লেশ মনুষ্যকে অভিভূত করে না

এবং সমাধি দ্বারা ঈশ্বরের সহিত লিপ্ত-আত্মা হইলে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি মিথ্যা বিশ্বাসে আর বিড়ম্বিত হইতে হয় না। এ সংসারও সেইরূপ ভ্রান্তিনিমিত্ত মাত্র। ফলতঃ এ সংসার ভ্রম, ইহা কখনই পরমার্থ নহে, এইরূপ সম্যগ্‌দর্শন হইতে অত্যন্ত উপরম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে শ্রীভগবান্ সর্ব্ব গীতাশাস্ত্র উপসংহার করিয়া এই অধ্যায়ে বিশেষতঃ এই অন্তভাগে শাস্ত্রার্থ দৃঢ় করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপতঃ উপসংহার করিয়া এক্ষণে শাস্ত্রসম্প্রদায়ের বিধি নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ৬৭ ॥

——০ঃ)ঃ*ঃ(ঃ০——

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥

অন্বয়।—যঃ পরমং (নিরতিশয়ং) গুহ্যম্ ইমং (গীতাশাস্ত্রং) মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি (উপদেক্ষতি) [সঃ] ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ (সংশয়রহিতঃ) [সন্] মাম্ এব এষ্যতি (প্রাপ্স্যতি ॥ ৬৮ ॥

প্রতিশব্দ।--যে পরম গুহ্য এই-গীতা-শাস্ত্র আমার-ভক্ত-সমীপে উপদেশ-করিবে [সে] আমাতে পরা ভক্তি করিয়া সংশয়-শূন্য [হইয়া] আমাকেই প্রাপ্ত-হইবে ॥ ৬৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি এই নিরতিশয় গুহ্য রহস্য গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তের নিকট উপদেশ করিবেন, তিনি আমাতে পরা ভক্তি লাভ করিয়া নিঃসংশয়ে আমাকে লাভ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

পাঠান্তর।—য ইদং।

শঙ্করাচার্য্য।—সম্প্রদায়স্য কর্ত্তুঃ ফলমিদানীমাহ। য ইমং যথোক্তং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং কেশবার্জ্জুনয়োঃ সম্বাদরূপং গ্রন্থং গুহ্যং গুপ্তগোপ্যতমং মদ্ভক্তেষু ময়ি ভক্তিমৎস্বভিধাস্যতি বক্ষ্যতি গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ, যথা ত্বয়ি ময়া। ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাত্তদ্ভক্তিমাত্রেণ কেবলেন শাস্ত্রসম্প্রদানে পাত্রং ভবতীতি গম্যতে কথমভিধাস্যতীত্যুচ্যতে, ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা ভগবতঃ পরমগুরোঃ অচ্যুতস্য শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বেত্যর্থঃ, তস্যেদং ফলং মামেবৈষ্যতি মুচ্যতে এবাত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ॥ ৬৮॥

আনন্দগিরি।—শাস্ত্রসম্প্রদায়প্রবৃত্ত্যর্থমুত্তরশ্লোকপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি সম্প্রদায়েতি। য ইতিঅধ্যাপকো নির্দ্দিশ্যতে। পরমত্বং গ্রন্থস্য নিরতিশয়পুরুষার্থসাধনত্বমিত্যাহ পরমমিতি। গোপ্যত্বমস্য রহস্যার্থবিষয়ত্বাদ্যথোক্তসম্বাদস্য গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ভক্তেষু স্থাপনে দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। ময়ি বাসুদেবে ভগবতি অনন্যভক্তে ত্বয়ি যথা ময়া গ্রন্থোঽর্থতঃ স্থাপিতস্তথা মদ্ভক্তেষ্বন্যেষ্বপি যো গ্রন্থমিমং স্থাপয়িষ্যতি তস্যেদং ফলমিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। নাভক্তায়েতি ভক্তেরধিকারিবিশেষণত্বোক্তের্মদ্ভক্তেষ্বিতি পুনর্ভক্তিগ্রহণমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভক্তেরিতি। শুশ্রূষাদিসহকারিরাহিত্যং কেবলশব্দার্থো যদ্যপি মাত্রশব্দেন সূচিতমেতত্তথাপীতরেণ স্ফুটীকৃতমিতি ন বিরোধঃ। প্রশ্নপূর্ব্বকমভিধানপ্রকারমভিনয়তি কথমিত্যাদিনা। ভগবতি ভক্তিকরণপ্রকারং প্রকটয়তি ভগবত ইতি। যচ্ছব্দাপেক্ষিতং পূরয়তি তস্যেতি। মামেবৈষ্যত্যেবেত্যন্বয়ং গৃহীত্বা ব্যাচষ্টে মুচ্যত এবেতি॥ ৬৮॥

রামানুজ।—য ইদমিতি। ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু যোঽভিধাস্যতি ব্যাখ্যাস্যতি ময়ি পরমাং ভক্তিং কৃত্বা মামেবৈষ্যতি ন তত্র সংশয়ঃ॥ ৬৮॥

হনুমান্।—য ইদমাবয়োঃ সংবাদরূপং পরমমুৎকৃষ্টং শ্রেয়ঃসাধনত্বাৎ গোপ্যং মদ্ভক্তেষু ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিমৎসু অভিধাস্যতি বক্ষ্যতি ময়ি পরমেশ্বরে পরাং ভক্তিং বিধায় তস্যেদং ফলমুচ্যতে মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮॥

শ্রীধর।—এতৈর্দ্দোষৈরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি, স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৬৮।

বলদেব।—শাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ য ইতি। এতদুপদেষ্টুরাদৌ মৎপরভক্তিলাভস্ততো মৎপদলাভো ভবতি॥ ৬৮॥

মধুসূদন।—এবং সম্প্রদায়স্য বিধিমুক্ত্বা তস্য কর্ত্তুঃ ফলমাহ য ইমমিতি। যঃ সম্প্রদায়স্য প্রবর্ত্তকঃ ইমম্ আবয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং পরমং নিরতিশয়পুরুষার্থসাধনং গুহ্যং রহস্যার্থত্বাৎ সর্ব্বত্র প্রকাশয়িতুমনর্হং মদ্ভক্তেষু মাং ভগবন্তং বাসুদেবং প্রত্যনুরক্তেষু অভিধাস্যতি অভিতো গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ধাস্যতি স্থাপয়িষ্যতি, ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাৎ পূর্ব্বোক্তবিশেষণত্রয়রহিতস্যাপি ভগবদ্ভক্তিমাত্রেণ পাত্রতা সূচিতা ভবতি, কথমভিধাস্যতি তত্রাহ। ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা

ভগবতঃ পরমগুরোঃ শুশ্রূষৈবেয়ং ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বা নিশ্চিত্য যোঽভিধাস্যতি স মামেবৈষ্যতি মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেষ্যত্যেব অচিরান্মোক্ষত এব সংসারাদত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ, অথবা ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বাঽসংশয়ো নিঃসংশয়ঃ সন্মামেষ্যত্যেবেতি বা মামেবৈষ্যতি, নান্যমিতি যথা শ্রুতমেব বা যোজ্যম্॥ ৬৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সম্প্রদায়বিধিমুক্ত্বা সম্প্রদায়কর্ত্তুঃ ফলমাহ য ইদমিতি। ইদং পরমং গুহ্যং যো ভক্তিহীনো মানপূজার্থী সন্ মদ্ভক্তেষভিধাস্যতি সোঽপি অতএব পুণ্যাময়ি পরমেশ্বরে চিদেকরসে পরাং ভক্তিমদ্বৈতলক্ষণামুপাসনাং কৃত্বা তত্রাদরং প্রাপ্য তামনুষ্ঠায় চ মামেবৈষ্যতি মুক্তিং প্রাপ্স্যতীত্যর্থঃ, অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি। স্মর্য্যতে হি অজামিলাদীনাং ভক্তিগন্ধহীনানামপি পুত্রসঙ্কেতিতেন নারায়ণেতি নাম্না স্নেহবশাদাহ্বয়তাং তাবন্মাত্রতুষ্টেন ভগবতা সদ্গতির্দত্তা কিমু বক্তব্যং যো বাচা এতাবচ্ছাস্ত্ররহস্যং প্রতিপাদয়তি তস্য ভক্তিলাভাদিক্রমেণ কৃতকৃত্যত্বং ভবিষ্যতীতি ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বনাথ।—এতদুপদেষ্টুঃ ফলমাহ য ইতি দ্বাভ্যাং। পরাং ভক্তিং কৃত্বেতি প্রথমং পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ ততো মৎপ্রাপ্তিঃ এতদুপদেষ্টুর্ভবতি ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য।—উল্লিখিতরূপ পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ এই সুপবিত্র গীতাশাস্ত্র পরিব্যক্ত করিলে কি ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে।

এই শাস্ত্র অতি গুহ্য অথবা গুহ্যতম। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সুযোগ্য ভক্ত পাত্র অবধারণ করিয়া এতচ্ছাস্ত্রীয় যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করেন, তিনি পরমা সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ, এই কার্য্য দ্বারা আমার প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শিত হয় এবং আমার শুশ্রূষণাদি প্রিয় কার্য্যই এতদ্দ্বারা আচরিত হয়। এই ফলে তিনি চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আমার প্রতি অপরিসীম ভক্তি না থাকিলে এই পরম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তাদৃশ ভক্ত যে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অপিচ, এইরূপে সৎপাত্রের সম্মুখে এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বাচকের মনে মদ্বিষয়িণী পরমা ভক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। তজ্জনিত তিনি সংশয়বিহীন হইয়া চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

শ্লোকশেষে যে 'এব' কার আছে, তাহা "মাম্" পদের পরে অথবা "এষ্যতি" পদের পরে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম নির্দ্দিষ্ট স্থলে 'আমাকেই

প্রাপ্ত হয়' এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়, দ্বিতীয়োক্ত স্থলে 'আমাকে প্রাপ্ত হয়ই' এইরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে ॥ ৬৮ ॥

——(০)——

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

অন্বয়।—মনুষ্যেষু তস্মাৎ (গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ) কশ্চিৎ মে (মম) প্রিয়কৃত্তমঃ (প্রিয়কার্য্যকারী) ন চ [অস্তি] তস্মাৎ অন্যঃ মে (মম) প্রিয়তরঃ (অতিপ্রিয়ঃ) ভুবি (পৃথিব্যাং) ন ভবিতা চ ॥ ৬৯ ॥

প্রতিশব্দ।—মনুষ্য-মধ্যে সেই-গীতা-ব্যাখ্যাতৃ-হইতে কেহ আমার প্রিয়-কার্য্যকারী নাই, তাহা-হইতে অন্য আমার প্রিয় পৃথিবীতে হইবেও না ॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি মদ্ভক্ত সমীপে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, মনুষ্যলোকে তাঁহা হইতে আর কেহ আমার প্রিয়-কার্য্যকারী নাই, এবং তাঁহা হইতে আমার প্রিয়তম আর কেহ পৃথিবীতে হইবেও না ॥ ৬৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ ন চ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতো মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃত্তমোঽতিশয়েন প্রিয়কর্ত্তাঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তমো নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ/ বর্ত্তমানেষু। ন চ ভবিতা, ভবিষ্যত্যপি কালে তস্মাৎ দ্বিতীয়োঽন্যঃ প্রিয়তরঃ প্রিয়কৃত্তরো ভুবি লোকেঽস্মিন্ন ভবিতা ॥ ৬৯ ॥

আনন্দগিরি।—নন্ু সর্ব্বেষাং মুক্তিসাধনানাং ধ্যানস্য শ্রেষ্ঠত্বাত্তন্নিষ্ঠস্য মুমুক্ষোর্নাস্তি বিদ্যাসম্প্রদানে প্রবৃত্তিরিতি-তত্রাহ কিঞ্চেতি। ইতশ্চ বিদ্যাসম্প্রদানং মুমুক্ষুণা যথোক্তবিশেষণবতা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। বর্ত্তমানেষু মধ্যে ত্বত্তোঽন্যো নাস্ত্যেব প্রিয়কৃত্তমো নাপ্যতীতেষু তাদৃক্ কশ্চিদাসীদিতি শেষঃ। তস্মাদ্বিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তুঃ সকাশাদিত্যর্থঃ। ধ্যাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বেঽপি স্বসম্প্রদায়প্রবক্তুঃ শ্রেষ্ঠতমত্বাদুচিতা বিদ্যাসম্প্রদানে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

রামানুজ।—ন-চেতি। সর্ব্বেষু মনুষ্যেষ্বিতঃ পূর্ব্বং তস্মাদন্যো মনুষ্যো মে ন কশ্চিৎ প্রিয়কৃত্তমোঽভূৎ ইত উত্তরং ন চ ভবিতা। অযোগ্যানাং প্রথমমুপাদানযোগ্যানামকথনাদপি তৎকথনস্যানিষ্টতমত্বাৎ ॥ ৬৯ ॥

হনুমান্ ।—ন চ তস্মাৎ শাস্ত্রসংপ্রদায়কৃতঃ মনুষ্যেষু মনুষ্যমধ্যে কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ অতিশয়েন প্রিয়কৃদন্যো নাস্তি ইতি প্রকৃতেন সম্বন্ধঃ ন চ ভবিতা তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো (নাস্তি) ভুবি ভূমৌ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ ন চেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি, মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

বলদেব ।—ন চেতি। তস্মাদ্গীতোপদেষ্টুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে মম প্রিয়কৃত্তমঃ পরিতোষকর্ত্তা পূর্ব্বং নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি। মম তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ তস্মাদ্ভক্তেষু শাস্ত্রসংপ্রদায়কৃতঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মে মম প্রিয়কৃত্তমঃ অতিশয়েন প্রিয়কৃৎ মদ্বিষয়প্রীত্যতিশয়বান্নাস্তি বর্ত্তমানে কালে, নাপি প্রাগাসীত্তাদৃক্ কশ্চিৎ, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরঃ প্রীত্যাতিশয়বিষয়ঃ কশ্চিদপ্যাসীন্ন, অধুনা চ ভুবি লোকেঽস্মিন্নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতেত্যাবৃত্ত্যাযোজ্যম্ ॥ ৬৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নমু অশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থমিতি ত্বয়ৈবোক্তং কথমভক্তস্যাপ্যেতচ্ছাস্ত্রাভিধানতো ভক্ত্যাদি লাভঃ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। তস্মাদেতচ্ছাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাদন্যো মনুষ্যেষু মে মম প্রিয়কৃত্তমো ন চ কশ্চিদস্তি ইয়মেব মম মহতী বাচিকী ভক্তিস্তাং কৃত্বা সোপানারোহণক্রমেণ মে মম প্রিয়তরো ভবিতা ভবিষ্যতি "অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ" ইতি, ন চ ভুবি এতস্মাদন্যৎ পরমার্থসাধনমস্তীতি ভাবঃ। অক্ষরার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—তস্মাদুপদেষ্টুঃ সকাশাৎ অন্যোঽতিপ্রিয়ঙ্করঃ অতিপ্রিয়শ্চ নাস্তি ॥ ৬৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—উল্লিখিতরূপে ভক্ত নির্ব্বাচন করিয়া যিনি তৎসমক্ষে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে নিরত, তিনি কিরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন, তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপ সম্প্রদায় অবধারণ করিয়া তৎসমক্ষে এই সুপবিত্র গীতাশাস্ত্রের উপদেশসমূহ পরিব্যক্ত করেন, তিনিই আমার পরম প্রিয়পাত্র। এ সংসারে সেই সুযোগ্য ব্যাখ্যাকর্ত্তার অপেক্ষা প্রিয়পাত্র অতীতকালে কখনই হয় নাই। অপিচ, হে অর্জ্জুন! সেইরূপ সদ্ব্যাখ্যাতার তুল্য প্রিয়তম পাত্র বর্ত্তমান কালেও কেহ নাই; আর উত্তরকালেও সেই ব্যক্তির অনুরূপ প্রিয়তম পাত্র আর কেহ হইবেন না।'

এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহেন এবং যে কোন ব্যক্তি এই সুপবিত্র ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবারও অধিকারী নহেন। গীতার বহুল প্রচার সংসারের অশেষ কল্যাণের হেতুভূত সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীভগবানের মুখপদ্মনিঃসৃত এই পরম বাক্য সর্ব্বদাই স্মরণ করা উচিত যে, যে কোন ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন ব্যক্তি ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবেন এরূপ প্রত্যাশা করা কেবল বিড়ম্বনা। যাঁহারা গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী এবং যাঁহারা যথোপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া গীতাব্যাখ্যায় নিযুক্ত তাঁহারা ভগবানের পরম প্রেমাস্পদ। সেরূপ অপরিসীম সৌভাগ্য সাধারণ মনুষ্যের অদৃষ্টে কখনই ঘটিতে পারে না ॥ ৬৯ ॥

—(•০•)—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সম্বাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—যঃ আবয়োঃ (কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ) ইমং ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মাদনপেতং) সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে (পঠিষ্যতি) চ তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ (পূজিতঃ) স্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি মে (মম) মতিঃ (নিশ্চয়ঃ) ॥৭০॥

প্রতিশব্দ।—যে আমাদের এই ধর্ম্ম-সমন্বিত সংবাদ পাঠ করিবে ও তাহার কর্তৃক আমি জ্ঞান-যজ্ঞের-দ্বারা পূজিত হই ইহা আমার অভিপ্রায় ॥৭০॥

ব্যাখ্যা।—যিনি আমাদিগের এই ধর্ম্ম সমন্বিত সংবাদ পাঠ করিবেন, তাঁহার কর্ত্তৃক আমি জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা পূজিত হইব, ইহা আমার নিশ্চয় অভিমত ॥৭০॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোঽপি অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি,য ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সম্বাদরূপং গ্রন্থমাবয়োঃ তেনেদং কৃতং স্যাৎ,জ্ঞানযজ্ঞেন বিধিজপোপাংশুমানসানাং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞো মানসত্বাদ্বিশিষ্টতম ইত্যতস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং স্তূয়তে, ফলবিধিরেব বা দেবতাদি-

বিষয়জ্ঞানযজ্ঞফলতুল্যমস্য ফলম্ভবতীতি, তেনাধ্যয়নেনাহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাম্ভবেয়মিতি মে মম মতিনির্শ্চয়ঃ ॥ ৭০ ॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রদায়প্রবক্তুঃ সর্বাধিকং ফলং স বক্তা বিষ্ণুরিত্যুক্তোর্থ স বিধাধি-দৈবতমিতি ন্যায়েনোক্ত। সম্প্রত্যধ্যেতুর্বিবক্ষিতং ফলমাহ যোহপাতি। যথোক্তস্য শাস্ত্রস্য যোহপ্যধ্যেতা তেনেদংকৃতং স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। তদেবাহ অধ্যেষ্যতইতি। তেনেদং কৃতমিত্যত্রেদং শব্দার্থং বিশদয়তি জ্ঞানেতি। তেনাহমিষ্টঃ স্যাদিতি সম্বন্ধঃ। চতুর্বিধানাং যজ্ঞানাং মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞইতি বিশিষ্টত্বাভিধানাত্তেনাহমিষ্টঃ স্যামিত্যধ্যয়নস্য স্তুতিরভিমতেত্যাহ বিধীতি। পক্ষান্তরমাহ ফলেতি। ফলবিধিমেব প্রকটয়তি দেবতাদীতি। যদ্বিজ্ঞানযজ্ঞস্য ফলং কৈবল্যন্তেন তুল্যমস্যাধ্যেতুঃ সম্পদ্যতে তচ্চ দেবাতাত্মাত্মমিত্যর্থঃ। কথমধ্যয়নাদেব সর্বাত্মকং ফলং লভ্যতে তস্মাত্তৎসর্বমভবদিতি শ্রুতিস্তত্রাহ তেনেতি। তেনাধ্যেত্রা জ্ঞানযজ্ঞতুল্যেনাধ্যয়নেন ভগবানিষ্টস্তথা চ তজ্জ্ঞানাদুক্তং ফলমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ৭০ ॥

রামানুজ।—অধ্যেষ্যত ইতি। য ইমমাবয়োর্দ্ধর্ম্ম্যং সংবাদমধ্যেষ্যতে তেন জ্ঞান-যজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ অস্মিন্ যোজ্ঞানযজ্ঞোহভিধীয়তে তেনাহমেতদধ্যয়নমাত্রেণেষ্টঃ স্যামিত্যর্থঃ [তেন শ্রবণমাত্রেণ। যজনং নাম পরিপূর্ণবৃত্তিঃ। ঔপচারিক সাংস্পর্শিকাভ্যব-হরিকত্র বিধোপচারসংপাত্তমেতদধ্যয়নমাত্রেণ সর্বপ্রকারং সন্তুষ্টোহহমিতি মে মতিঃ। অবাপ্ত-সমস্তকামস্য অখিলজগৎকারণস্য লক্ষ্মীপরিজনাদিপরিচর্য্যমানস্য পরব্যোমনিলয়স্যাপ্রমেয়স্য মম অত্যর্থমভিমতমিত্যর্থঃ] ॥ ৭০ ॥

হনুমান্।—অধ্যেষ্যতে পাঠিষ্যতি য ইমামাবয়োঃ সংবাদং ধর্ম্যাদ্ধর্ম্মাদনপেতং তেন পাঠকেন জ্ঞানযজ্ঞেন দ্রব্যজপোপাংশুযজ্ঞেভ্যঃ ফলৈঃ সহস্রগুণেভ্যঃ বিশিষ্টতমেন অহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতির্নিশ্চয়ঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীধর।—পঠতঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোহধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমানএব কেবলং জপতি তথাপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি, যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্নাতি, তদাসৌ মামাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্ অতোযথা অজামিলক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখানাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈব তস্যাপি প্রসন্নোভবেয়মিতি ভাবঃ॥ ৭০ ॥

বলদেব।—অথ শাস্ত্রাধ্যেতুঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যতে চেতি। অত্র যো জ্ঞানযজ্ঞো বর্ণিতস্তেনাহমেতৎপাঠমাত্রেণৈবেষ্টোহভ্যর্চ্চিতঃ স্যামিতি মে মতিস্তস্যাহং সুলভ ইত্যর্থঃ ॥৭০॥

মধুসূদন।—অধ্যাপকস্য ফলমুক্ত্বাঽধ্যেতুঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যতে ইতি। আবয়োঃ সংবাদ-মিমং গ্রন্থং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং যোঽধ্যেতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি, জ্ঞানযজ্ঞেন জ্ঞানাত্মকেন যজ্ঞেন চতুর্থাধ্যায়োক্তেন দ্রব্যযজ্ঞাদিশ্রেষ্ঠেনাহং সর্ব্বেশ্বরঃ তেনাধ্যেত্রা ইষ্টঃ পূজিতঃ স্যামিতি মে মতির্মম

নিশ্চয়ঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব জপতি, তথাপি তচ্ছৃণ্বতোমম মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি অতোজপমাত্রাদপি জ্ঞানযজ্ঞফলং মোক্ষং লভতে, সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারা অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বকং পঠতস্তু সাক্ষাদেব মোক্ষ ইতি কিমু বক্তব্যমিতি ফলবিধিরেবায়ং নার্থবাদঃ "শ্রেয়ান্দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরংতপ"তি প্রাগুক্তম্॥ ৭০॥

নীলকণ্ঠ।— অধ্যাপকস্য ফলমুক্ত্বা অধ্যেতুঃ ফলমাহ অধ্যেষ্যতে চেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন নির্ব্বিকল্পসমাধিনা ইষ্টঃ পূজিতঃ সহি ধর্ম্মমেঘনামা পুষ্কলপুণ্যবৃষ্টিকর স্তদ্বদেতস্য শাস্ত্রস্যাধ্যয়নমপীত্যর্থঃ ইতি মে মম সর্ব্বেশ্বরস্য মতিঃ তেনাত্র স্তুতিমাত্রমেতদিতি ন মন্তব্যং কিন্তু ভূতার্থবাদ এবায়মিতি ভাবঃ॥ ৭০॥

বিশ্বনাথ।—এতদধ্যয়নফলমাহ অধ্যেষ্যতে ইতি॥ ৭০॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর অনায়াসেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃষ্ট অধিকারী না হইয়া, প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ লাভ না করিয়াও যদি কেহ এই পরম শাস্ত্রের আলোচনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কি কোনই শুভ ফললাভের আশা নাই? এই আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে অতঃপর শ্রীভগবান শ্লোকত্রয়ের অবতারণা করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, তাদৃশ ব্যক্তিরাও পরিণামে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার এই যে ধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মপ্রবর্দ্ধক গীতারূপ পরম সংবাদ তোমার নিকট পরিব্যক্ত হইল, ইহা চিরদিনই মনুষ্য-সমাজের পরম কল্যাণের হেতুভূত হইয়া থাকিবে। কারণ, বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, যে ব্যক্তি ইহার আলোচনায় রত থাকে, যে ব্যক্তি বারংবার ইহা পাঠ বা আবৃত্তি করে, সে ব্যক্তিও পরিণামে মহাফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে আমার যথার্থ অভিপ্রায় শুনাইতেছি। সেই সকল গীতাজপকারী ব্যক্তিগণের কর্ত্তৃক জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমি অর্চ্চিত হইয়া থাকি। এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনাবলে তাঁহাদিগের নিকট আমি যে অতিশয় সুলভ হইয়া থাকি তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, গীতার্থ সম্যক্‌রূপে প্রণিধান না করিয়াও যে ব্যক্তি কেবল গীতাশাস্ত্র জপ করেন, বা আবৃত্তি করেন, তাহা হইলেও কি সেই শুকপক্ষীতুল্য বোধবিহীন ভগবদনুগ্রহভাগী হইতে পারেন? ইহার উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, পরম করুনাময় ভগবান্ বারংবার সেই ব্যক্তির মুখে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদরূপ পরম তত্ত্বকথা

শ্রবণ করিতে করিতে সেই পাঠকের হৃদয়ে ভগবৎ-প্রকাশিকা বুদ্ধির উৎপাদন করাইয়া থাকেন। এরূপ ভগবদনুগ্রহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যখন লোকে যদৃচ্ছাক্রমে ভগবন্নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তখন সে ব্যক্তি শ্রীভগবানকে আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া ভগবান্ তৎপার্শ্বে আগমন করিয়া থাকেন। এইরূপে গীতাজপকারী ব্যক্তিও যদি প্রকৃত অর্থগ্রহ না করিয়া তাহার আবৃত্তি করেন, তাহা হইলেও করুণাময় ভগবান্ তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অজামিল (৪৯৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) কথঞ্চিৎরূপে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতেই শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেইরূপেই গীতা-আবৃত্তিকারী ব্যক্তিমাত্রেই ভগবৎ-প্রসন্নতা লাভ করিয়া থকেন।

না বুঝিয়া পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিলে যদি অসুলভ সৌভাগ্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে এই সুপবিত্র শাস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা পূর্ব্বক ইহার মর্ম্মার্থ প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে যে সাক্ষাৎ মোক্ষ লব্ধ হইয়া থাকে, একথা বলাই বাহুল্য ॥ ৭০ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্
প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৭১ ॥

অন্বয়।—শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাসম্পন্নঃ) অনসূয়ঃ (অসূয়ারহিতঃ) চ যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি সঃ অপি মুক্তঃ (সন্) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যকর্ম্ম শালীনাং) শুভান্ (প্রশস্তান্) লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ (লভেৎ) ॥৭১॥

প্রতিশব্দ।—শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ও অসূয়া-হীন যে ব্যক্তি শ্রবণ করে সেও মুক্ত (হইয়া) পুণ্য-কার্য্যকারিগণের প্রশস্ত লোককে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ ॥

ব্যাখ্যা।—গুরু দেবতায় শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ঈর্ষাবিরহিত যে মানব এই পুণ্য আখ্যান শ্রবণও করে, সেও সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্যশালিগণের প্রাপ্য শুভলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

পাঠান্তর।—পুণ্যকর্ম্মিণাং।

শঙ্করাচার্য্য।—অথ শ্রোতুরিদং ফলম্ শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চাসূয়াবর্জ্জিতঃ সন্ ইমং গ্রন্থং শৃণুয়াদপি যোনরোঽপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্, সোঽপি পাপান্মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মিণামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাম্॥ ৭১॥

আনন্দগিরি।—প্রবক্তুরধ্যেতুশ্চ ফলমুক্ত্বা শ্রোতুরিদানীং ফলম্ কথয়তি অথেতি॥ ৭১॥

রামানুজ—শ্রদ্ধাবিনিতি। শ্রাদ্ধাবাননসূয়শ্চ যো নরঃ শৃণুয়াদপি তেন শ্রবণমাত্রেণ সোঽপি ভক্তিবিরোধিপাপেভ্যো মুক্ত পুণ্যকর্ম্মণাং মদ্ভক্তানাং লোকান্ সমূহান্ প্রাপ্নুয়াৎ॥ ৭১॥

হনুমান।—শ্রদ্ধাবান্কর্ম্মণাং শ্রদ্ধা বিদ্যতে যস্যাসৌ শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ অসূয়ারহিতঃ অধ্যেতরি শৃণুয়াদপি কিং পুনরর্থস্য প্রতিপত্তৌ সোঽপি শ্রোতা মুক্তনির্গত অস্মাচ্ছরীরাৎ প্রত্যেত্যর্থঃ শুভান্ পুণ্যান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাং তেষাং লোকানিতি সম্বন্ধঃ।৭১॥

শ্রীধর।—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি। যোনরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়মুচ্চৈর্জ্জপতি অশুদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ। অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতোযঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ॥ ৭১॥

বলদেব।—শ্রোতুঃ ফলমাহ শ্রদ্ধেতি। যঃ কেবলং শ্রদ্ধয়া শৃণোতি অনসূয়ঃ কিমর্থং উচ্চৈরশুদ্ধং বা পঠতি ইতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্ সোঽপি নিখিলৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ। যদ্বা পুণ্যকর্ম্মণাং ভক্তিমতাং লোকান্ ধ্রুবলোকাদীন্ বৈকুণ্ঠভেদানিত্যর্থঃ॥ ৭১॥

মধুসূদন।—প্রবক্তুরধ্যেতুশ্চ ফলমুক্ত্বা শ্রোতুরিদানীং ফলং কথয়তি শ্রদ্ধেতি। যোনরঃ কশ্চিদপি অন্যস্মোচ্চৈর্জ্জপতঃ কারুণিকস্য সকাশাৎ শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ তথা কিমর্থয়মুচ্চৈর্জ্জপত্যশুদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্ট্যাঽসূয়য়া রহিতোঽনসূয়শ্চ কেবলং শৃণুয়াদিমং গ্রন্থম্ অপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্ সোঽপি কেবলাক্ষরমাত্রশ্রোতাঽপি মুক্তঃ পাপৈঃ শুভান্ প্রশস্তান্ লোকান্ পুণ্যকর্ম্মণামশ্বমেধাদিকৃতাং প্রাপ্নুয়াৎ, জ্ঞানবতস্তু কিং বাচ্যমিতি ভাবঃ॥ ৭১॥

নীলকণ্ঠ।—প্রবক্তুরধ্যেতুশ্চ ফলমুক্ত্বা শ্রোতুরপি ফলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি। শৃণুয়াদপি অক্ষরশ্রবণং কুর্য্যাদপি কিমুবক্তব্যমাদরেণার্থগ্রহণং যঃ কুর্য্যাৎ স উক্তং ফলম্ প্রাপ্নুয়াদিতি স্পষ্টার্থঃ শ্লোকঃ। তথাচোক্তং শ্রীভাগবতে,—"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি। বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃং স্তৎপাদসলিলং যথা" ইতি॥ ৭১॥

বিশ্বনাথ।—এতচ্ছ্রবণফলমাহ শ্রদ্ধাবানিতি॥ ৭১॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা এই ধর্ম্ম্য সংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যে ফল লব্ধ হয়, তাহা কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে এই পরম বিদ্যা যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা কি প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন তাহাই শ্রীভগবান্ নিজমুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে অর্থাৎ চিত্ত মধ্যে কোনরূপ অবিশ্বাসের ভাব পোষণ না করিয়া, অপিচ, অসূয়া অর্থাৎ হিংসা দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইয়া এই গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সর্ব্বপাপ-পরিমুক্ত হইয়া শুভলোক প্রাপ্ত হন। অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ কর্ম্ম পুণ্যাত্মকরূপে পরিগণিত। তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ পরিণামে স্বর্গাদি শুভলোক সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে সকল শ্রদ্ধাবান্ অনসূয় ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ শ্রবণ করেন, তাঁহারাও সেই পুণ্য-কর্ম্মিদিগের ন্যায় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন।

মূলে "শৃণুয়াদপি" স্থলে যে "অপি" পদ আছে, তদ্দারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অর্থজ্ঞান সহকারে যাঁহারা গীতার আলোচনা করেন, তাঁহাদিগের কথা বলাই বাহুল্য।

মূলস্থিত "অনসূয়ঃ" উপলক্ষে কোন কোন ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন যে, পাঠক উচ্চস্বরে বা অশুদ্ধ ভাবে গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ইত্যাকার দোষদৃষ্টি পরিশূন্য হইয়া যিনি গীতা শ্রবণ করেন; ইত্যাদি। মূলস্থিত "লোকান্" উপলক্ষে ভক্তিবাদী কোন কোন মহাত্মা 'ধ্রুবলোকাদি বৈকুণ্ঠ-ভেদ সমূহ' নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৭১॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ! ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়!॥ ৭২॥

অন্বয়।—হে পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ (নিশ্চলেন) চেতসা (চিত্তেন) এতৎ (মদুক্তং) শ্রুতং কচ্চিৎ (কিং)? হে ধনঞ্জয়! তে (তব) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞানজনিতমোহঃ) প্রনষ্টঃ (সম্যগ্ নষ্টঃ) কচ্চিৎ (কিং)?॥ ৭২॥

প্রতিশব্দ।—হে পার্থ! তোমার কর্তৃক একাগ্র চিত্তদ্বারা ইহা শ্রুত-হইয়াছে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞান-নিমিত্ত-মোহ বিনষ্ট-হইয়াছে কি?॥ ৭২॥

ব্যাখ্যা—হে পার্থ! আমি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলাম, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ কি? হে ধনঞ্জয়! সেই সমস্ত উপদেশ শ্রবণে তোমার অজ্ঞানজনিত শোকমোহাদি বিনষ্ট হইয়াছে কি? ॥ ॥৭২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শিষ্যস্য শাস্ত্রার্থগ্রহণবিবেকবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি তদগ্রহণে জ্ঞাতে পুনর্গ্রাহয়িষ্যাম্যুপায়ান্তরেণাপি ইতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ো যত্নান্তরমাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ কর্ত্তব্য ইত্যাচার্য্যধর্ম্মঃ প্রদর্শিতোভবতি। কচ্চিৎ কিমেতৎ ময়োক্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ! কিং ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা একচিত্তেন কিম্বা প্রমাদিতং; কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহোঽজ্ঞাননিমিত্তঃ সম্মোহো বিচিত্তভাবোঽবিবেকতা স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টোযদর্থোঽয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসস্তব মম চোপদেষ্টৃত্বায়াসঃ প্রবৃত্তিস্তে তুভ্যং ধনঞ্জয়! ॥ ৭২ ॥

আনন্দগিরি।—আচার্য্যেণ শিষ্যায় যাবদজ্ঞানসংশয়বিপর্য্যাসস্তাবদনেকধোপদেষ্টব্যমিতি দর্শয়িতুং ভগবানর্জ্জুনং প্রতি পৃষ্টবানিত্যাহ শিষ্যস্যেতি। প্রষ্টুরভিপ্রায়ং প্রকটয়তি তদগ্রহণইতি। শিষ্যশ্চেদুক্তং গ্রহীতুং নেষ্টে তর্হি তং প্রত্যৌদাসীন্যমাচার্য্যস্যোচিতং তস্য মন্দবুদ্ধিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্নান্তরমিতি। কচ্চিদিতি কোমলপ্রশ্নে। তমেব ব্যাচষ্টে কিমেতদিতি। দ্বিতীয়ং কিংপদং পূর্ব্বস্য ব্যাখ্যানতয়া সম্বধ্যতে কচ্চিদিতি। দ্বিতীয়ং প্রশ্নং বিভজতে কিং প্রনষ্টইতি। মোহপ্রণাশস্য প্রসঙ্গং দর্শয়তি যদর্থ ইতি ॥ ৭২ ॥

রামানুজ।—কচ্চিদিতি। ময়া কথিতমেতত্ত্বয়াবহিতেন চেতসা কচ্চিৎ শ্রুতং তবাজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ যেন অজ্ঞানেন মূঢো ন যোৎস্যামীত্যুক্তবান্ ॥ ৭২ ॥

হনুমান্।—কচ্চিদিতি প্রশ্নে যথোক্তং শ্রুতমিতি সম্বন্ধঃ. অজ্ঞানমনিশ্চয়স্তন্নিমিত্তঃ সংশয়ঃ সংমোহঃ স কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ এবং পৃষ্টো ভগবতা ॥ ৭২ ॥

শ্রীধর।—সম্যগ্বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে অজ্ঞানসম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতোবিপর্য্যয়ঃ, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২ ॥

বলদেব।—এবং শাস্ত্রং তদ্বাচনাদিমাহাত্ম্যঞ্চোক্তম্। অথ শাস্ত্রার্থাবধানতদনুভবো পৃচ্ছতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থেঽব্যয়ম্। সম্যগনুভবানুদয়ে পুনরপ্যেতদুপদেক্ষ্যামীতি ভাবঃ ॥৭২

মধুসূদন।—শিষ্যস্য জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং গুরুণা কারুণিকেন প্রয়াসঃ কার্য্য ইতি গুরোর্ধর্ম্মং শিক্ষয়িতুং সর্ব্বজ্ঞোঽপি পুনরুপদেশাপেক্ষা নাস্তীতি জ্ঞাপনায় পৃচ্ছতি কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে এতন্ময়োক্তং গীতাশাস্ত্রম্ একাগ্রেণ ব্যাসঙ্গরহিতেন চেতসা হে পার্থ! ত্বয়া কিং শ্রুতম্ অর্থতোঽবধারিতং কচ্চিৎ কিম্ অজ্ঞানসংমোহঃ অজ্ঞাননিমিত্তঃ সম্মোহোবিপর্য্যয়ঃ অজ্ঞাননাশাৎ প্রনষ্টঃ প্রকর্ষেণ পুনরুৎপত্তিবিরোধিত্বেন নষ্টস্তে তব? হে ধনঞ্জয়! যদি স্যাৎ পুনরুপদেশং করিষ্যামীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭২ ॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞোঽপি ভগবান্ লোকশিক্ষার্থং শিষ্যস্য জ্ঞানং জ্ঞাতুং

নবেতি পৃচ্ছতি. অন্যথা পুনঃপুনঃ স্বয়মেত্য উপদেশং কৃতবতা প্রভুণা নিদাঘইব ময্যয়ং শত-কৃত্বোঽপ্যুপদেশেন কৃতার্থঃ কর্ত্তব্যইত্যাশয়েনাহ কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি কামপ্রবেদনে, হে পার্থ! এতৎ ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা শ্রোতব্যং শব্দতোঽর্থতশ্চ বোদ্ধব্যমিতি মম কামোঽস্তি অতস্ত্বাং পৃচ্ছামি কিমিদংত্বয়া শ্রুতমিতি শ্রুতবতোঽপি তব অজ্ঞানকৃতসংমোহো বিপর্য্যয়ঃ অনাত্মন্যাত্মধীরূপঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধে চাধর্ম্মধীরূপ ইতি সন্দিবিধোঽপি নষ্টঃ কচ্চিৎ মচ্ছ্রমসাফল্য-মিচ্ছুস্ত্বামহং পৃচ্ছামীত্যর্থঃ॥ ৭২॥

বিশ্বনাথ।—সম্যগ্বোধানুপপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ.কচ্চিদিতি॥ ৭২॥

তাৎপর্য্য।—যে পরম কারুণিক ভগবান্ কুন্তীনন্দনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া অতি বিষম স্থলে সর্ব্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ এই পরম ধর্ম্মের অবতারণা করিয়া শিষ্যোত্তম অর্জ্জুনের সঙ্গে সঙ্গে পাপতাপক্লিষ্ট মানবকুলের অজ্ঞানান্ধকার নাশের সুব্যবস্থা করিয়াছেন, সমালোচ্য শ্লোকেই তাহার প্রকৃত পরিসমাপ্তি। শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ হইতে যে গীতারূপ মকরন্দ নিরন্তর ক্ষরিত হইতেছিল, এই শ্লোকেই তাহার অবসান। আলোচ্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি কালে করুণাসিন্ধু নারায়ণ কৃপাপরবশ হইয়া সমগ্র শাস্ত্র শ্রবণের পর শিষ্যের কি জ্ঞান লব্ধ হইল, তাহাই জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। সদ্‌গুরুর ইহাই ধর্ম্ম। শিষ্য শাস্ত্রার্থ সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে কি না, ইহা জানিতে চেষ্টা করা গুরুর ধর্ম্ম। যদি শিষ্য সম্যক্‌রূপে মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ না হয় তাহা হইলে উপয়া-ন্তর অবলম্বনে তাহাকে মর্ম্মজ্ঞ করাই গুরুর আবশ্যক। যেরূপে হউক শিষ্যকে কৃতার্থ করাই সদ্‌গুরুর বিধেয়; ইহাই আচার্য্যধর্ম্ম বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। এই ধর্ম্মানুসারেই পরম কারুণিক ভগবান্ উপসংহার কালে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া দুইটী প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন।

ভগবান্ জিজ্ঞাসিতেছেন, হে পার্থ! তুমি আমার পিতৃস্বসা পৃথার কুমার, সুতরাং আমার পরম প্রেমাস্পদ, অপিচ, তুমি আমার শিষ্য। এই উভয় কারণে তোমার হিতাহিতের অনুসন্ধান করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। এই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কি আমার কথিত গীতারূপ তত্ত্ব কথা আমূল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ? অর্থাৎ মৎকথিত এই বিব-রণ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুমি কি অনন্যমনে শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাবধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছ? একাগ্রচিত্তে শ্রবণ না করিলে, শ্রবণ কালে কদা-

চিৎ চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে সম্যক্ ফলপ্রাপ্তি সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহাতে প্রমাদিত হইতে হয়। সেরূপ ঘটনা এস্থলে ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও কর্ত্তব্যানুরোধে অপিচ অর্জ্জুনের নিজমুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইল। অতঃপর ভগবান্ আরও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ধনঞ্জয়! অনন্য-সাধারণ কর্ম্ম দ্বারা বিপুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ, এ জন্য তোমার অজ্ঞান সম্ভাবনা নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, আমার বাক্যসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে কোন স্থলে তোমার কি অজ্ঞানজনিত সম্মোহ অর্থাৎ বৈচিত্ত ভাব বা অবিবেকতা উপস্থিত হইয়াছিল? অবিবেকতা হেতু সম্মোহ স্বাভাবিক। সেরূপ ঘটিলে তোমার এই শাস্ত্র-শ্রবণপ্রযত্ন ব্যর্থ হওয়া সম্ভব এবং আমারও উপদেষ্টৃরূপে তত্ত্বকথা বিবরণরূপ আয়াস অনর্থক রূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে ধনঞ্জয়! তাদৃশ কোন সম্মোহ তোমার বা আমার আয়াস ব্যর্থ করিয়া দেয় নাই তো?

এই প্রশ্নদ্বয়ের উদ্দেশ্য এই যে, যদি এখনও অর্জ্জুনের কোন বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে পরমকারুণিক গুরু এবং অভিন্ন-হৃদয় সখা কৃষ্ণ সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছেন ॥ ৭২ ॥

——০ঃ)ঃ০ঃ(ঃ০——

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) হে অচ্যুত! মোহঃ নষ্টঃ (অপগতঃ) ত্বৎপ্রসাদাৎ (ত্বদনুগ্রহাৎ) ময়া স্মৃতিঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানং) লব্ধা, [অহং] স্থিতঃ অস্মি গতসন্দেহঃ (মুক্তসংশয়ঃ) [সন্] তব বচনং (আজ্ঞাং) করিষ্যে (পালয়িষ্যামি) ॥ ৭৩ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! মোহ নষ্ট-হইয়াছে, তোমার-প্রসাদ-হইতে আমার-কর্ত্তৃক স্মৃতি লব্ধ-হইয়াছে, [আমি]

যথাবস্থিত আছি, সংশয়-মুক্ত [হইয়া] তোমার আজ্ঞা পালন-করিব ॥ ৭৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! আমার অজ্ঞানজনিত মোহ অপগত হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমি আত্মজ্ঞানবিষয়া স্মৃতি লাভ করিয়া যথাবস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে আমি সর্ব্বসংশয় রহিত হইয়া তোমার আদেশ পালন করিব ॥ ৭৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য :—অর্জ্জুন উবাচ। নষ্টোমোহোঽজ্ঞানজঃ(তমঃ)সমস্তসংসারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ স্মৃতিশ্চাত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা যস্যা লাভাৎ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ত্বৎপ্রসাদাত্তব প্রসাদান্ময়া ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিতেনাচ্যুত! অনেন মোহনাশপ্রশ্নপ্রতিবচনেন সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ফলমেতাবদেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতীতি যদুক্তাজ্ঞানসম্মোহনাশ আত্মস্মৃতিঃ লাভশ্চেতি। তথা চ শ্রুতাবনাত্মবিৎ শোচামীতি উপন্যস্যাত্মজ্ঞানে সর্ব্বগ্রন্থিবিপ্রমোক্ষঃ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিস্তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত" ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোঽস্মি গত-সন্দেহোমুক্তসংশয়ঃ করিষ্যে বচনস্তবাহং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতার্থো ন মে কর্ত্তব্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥৭৩॥

আনন্দগিরি।—প্রেমোপদিষ্টাত্মজ্ঞানস্য অজ্ঞানসন্দেহবিপর্য্যাসরহিতস্যৈষ্য ভগবদনু-গ্রহপ্রাপ্তিকথনেন ভগবন্তং পরিতোষয়িষ্যন্নর্জ্জুনোবিজ্ঞাপিতবানিত্যাহ অর্জ্জুন ইতি। অজ্ঞানোত্থস্যা-বিবেকস্য নষ্টত্বমেব স্পষ্টয়তি সমস্ত ইতি। স্বয়ং জ্যোতিষি প্রতীচি ব্রহ্মণ্যবিদ্যাভ্রমং [illegible] নাবিদিতং প্রকাশয়তীতি মত্বাহ স্মৃতিশ্চেতি। স্মৃতিলাভে কিং স্যাদিতি চেত্তদাহ যস্যা ইতি। মোহনাশে স্মৃতিপ্রতিলম্ভে চাসাধারণকারণমাহ ত্বৎপ্রসাদাদিতি। প্রকৃতেন প্রশ্নপ্রতিবচনেন লব্ধমর্থং কথয়তি অনেনেতি। যদুক্তং স্মৃতিপ্রতিলম্ভাদশেষতো হৃদয়গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ স্যাদিতি তত্র প্রমাণমাহ তথাচেতি। জ্ঞানাদজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তৌ শ্রুত্যন্তরমপি সংবাদয়তি ভিদ্যত ইতি। ভগবদনুগ্রহাদজ্ঞানকৃতমোহ[illegible]নন্তরমাত্মজ্ঞানে প্রতিলব্ধে ত্বদাজ্ঞাপ্রতীক্ষোঽহ-মিত্যুত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি অথেতি। তব বচনং করিষ্যেঽহমিত্যত্র তাৎপর্য্যমাহ অহমিতি ॥ ৭৩ ॥

রামানুজ।—শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ। নষ্ট ইতি। মোহো বিপরিতজ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদান্মম তদ্বিনষ্টং স্মৃতির্যথাবস্থিততত্ত্বজ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাদেব তচ্চ লব্ধম্। অনাত্মনি প্রকৃতাবাত্মাভিমানরূপো মোহঃ পরমপুরুষশরীরতয়া তদাত্মকস্য কৃৎস্নস্য চিদচিদ্বস্তুনঃ অতদাত্মাভিমানরূপশ্চ নিত্য-নৈমিত্তিকরূপস্য কর্ম্মণঃ পরমপুরুষারাধনরূপতয়া তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতস্য বন্ধকত্ববুদ্ধিরূপশ্চ সর্ব্বো বিনষ্টঃ। আত্মনঃ প্রকৃতিবিলক্ষণত্বতৎস্বভাবরহিততাজ্ঞাতৃত্বৈকস্বভাবতাপরমপুরুষশেষতাতন্নিয়া-ম্যত্বৈকস্বরূপতাজ্ঞানং ভগবতো নিখিলজগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়লীলাশেষদোষপ্রত্যনীককল্যাণৈক-স্বরূপ স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃতিসমস্তকল্যাণগুণমহার্ণবপরব্রহ্ম-শব্দাভিধেয়পরমপুরুষযাথাত্ম্যবিজ্ঞানঞ্চৈবং রূপং পরাবরতত্ত্বযাথাত্ম্যবিজ্ঞানতদভ্যাসপূর্ব্বকাহরহ-রুপচীয়মানপরমপুরুষপ্রীত্যৈকফলনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মনিষিদ্ধপরিহার শমদমাদ্যাত্মগুণনির্ব্বর্ত্ত্যভক্তি-

পেতয়োপপন্নপরমপুরুষোপাসনৈকলভ্যো বেদান্তবেদ্যঃ পরমপুরুষো বাসুদেবস্ত্বমিতি জ্ঞানঞ্চ লব্ধং ততশ্চ বন্ধুস্নেহকারুণ্যপ্রবৃদ্ধবিপরীতজ্ঞানমূলাৎ সর্ব্বস্মাদবসাদাদ্বিমুক্তো গতসন্দেহঃ স্বস্থঃ স্থিতোঽস্মি। ইদানীমেব যুদ্ধাদিকর্ত্তব্যতাবিষয়ং তব বচনং করিষ্যে যথোক্তং যুদ্ধাদিকং করিষ্যে ইত্যর্থঃ॥ ৭৩॥

হনুমান্।—নষ্টোমোহঃ নষ্টসংশয়ঃ যঃ পূর্ব্বমাসীৎ গুরুপুত্রমিত্রাদয়ঃ হন্তব্যাঃ আহোস্বিন্ন হন্তব্যা ইতি স্মৃতিশ্চ স্মৃতিঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং সাচ প্রাপ্তা তব প্রসাদঃ ত্বৎপ্রসাদস্ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিত্য তেন ময়াচ্যুতস্বরূপাৎ কথমপি ন চ্যবতে ইত্যুক্তং স্থিতোঽস্মি উদ্যতোঽস্মি করিষ্যে বচনমাজ্ঞাম॥ ৭৩॥

শ্রীধর।—কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ নষ্টোমোহ ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ যতোঽহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা অতঃ স্থিতোঽস্মি গতো ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যামীতি॥ ৭৩॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টঃ পার্থঃ শাস্ত্রানুভবং ফলদ্বারেণাহ নষ্ট ইতি। মোহো বিপরীতজ্ঞানলক্ষণঃ মম নষ্টস্ত্বৎপ্রসাদাদেব স্মৃতিশ্চ যথাবস্থিতবস্তুনিষ্ঠয়া ময়া লব্ধা। অহং গতসন্দেহশ্ছিন্নসংশয়ঃ স্থিতোঽধুনাস্মি। তব বচনং করিষ্যে এতদুক্তং ভবতি। দেবমানবাদয়ো নিখিলাঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে স্বস্বকর্ম্মসু স্বতন্ত্রা দেহাভিমানিনো মানবৈরর্চ্চিতা দেবাস্তেভ্যোঽভীষ্টপ্রদাঃ। যস্ত্বীশ্বরঃ কোঽপ্যস্তি স হি নির্গুণো নিরাকৃতিরুদাসীনস্তৎসংনিধানাৎ প্রকৃতির্জগদ্ধেতুরিত্যেবং বিপরীতজ্ঞানলক্ষণো যো মোহঃ পূর্ব্বং মমাভূৎ স ত্বদুপলব্ধাদুপদেশাদ্বিনষ্টঃ। পরাখ্যস্বরূপশক্তিমান্ বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তিঃ সার্ব্বজ্ঞসার্ব্বৈশ্বর্য্যসত্যসংকল্পাদিগুণরত্নাকরো ভক্তসুহৃৎ সর্ব্বেশ্বরঃ প্রকৃতিজীবকালাখ্যশক্তিভিঃ সংকল্পমাত্রেণ জীবকর্ম্মানুগুণো বিচিত্রসর্গকৃৎ স্বভক্তেভ্যঃ স্বপর্য্যন্তসর্ব্বপ্রদোঽকিঞ্চনভক্তবিত্তঃ। স চ ত্বমেব মৎসখো বসুদেবসূনুরিতি তাত্ত্বিকং জ্ঞানং মমাভূৎ। অতঃপরং ত্বামহং প্রপন্নঃ স্থিতোঽস্মি। ত্বং মাং কদাচিদপি ন ত্যক্ষ্যসীতি সন্দেহশ্চ মে ছিন্নঃ অথ ভূভারহরণং স্বপ্রয়োজনং চেৎ প্রপন্নেন ময়া চিকীর্ষিতং তর্হি তদ্বচনং তব করিষ্যামি ইতি অর্জ্জুনো ধনুঃপাণিরুদতিষ্ঠদিতি॥ ৭৩॥

মধুসূদন।—এবং পৃষ্টঃ কৃতার্থত্বেন পুনরুপদেশানপেক্ষতামাত্মনঃ অর্জ্জুন উবাচ। নষ্ট উচ্ছিন্নঃ মোহঃ অজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ তন্নাশকমাহ স্মৃতিলব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়া যস্মাত্তদুপদেশাদাত্মজ্ঞানং লব্ধং সর্ব্বসংশয়নাক্রান্ততয়া প্রাপ্তম্ অতঃ সর্ব্বপ্রতিবন্ধশূন্যেনাত্মজ্ঞানেন মোহোনষ্ট ইত্যর্থঃ। হে অচ্যুত! আত্মত্বেন নিশ্চিত ... যোগাযোগাস্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ইতি শ্রুত্যর্থমনুভবন্নাহ স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহোনিবৃত্তসর্ব্বসন্দেহঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধকর্ত্তব্যতারূপে ত্বচ্ছাসনে যাবজ্জীবং চ করিষ্যে বচনং তব ভগবতঃ পরমগুরোরাজ্ঞাং পালয়িষ্যামীতি প্রয়াসসাফল্যকথনেন ভগবন্তম্ অর্জ্জুনঃ পরিতোষয়ামাস। অনেন গীতাশাস্ত্রাধ্যায়িনো ভগবৎপ্রসাদাদবশ্যং মোক্ষফলপর্য্যন্তং জ্ঞানং ভবতীতি শাস্ত্রফলমুপসংহৃতং তদ্বাস্য বিজজ্ঞাবিতিবৎ॥ ৭৩॥

নীলকণ্ঠ।—এবং পৃষ্টঃ স্বস্য কৃতকৃত্যতাং জ্ঞাপয়ন্ অর্জ্জুন উবাচ নষ্টোমোহ ইতি।

মোহঃ পূর্ব্বোক্তো দ্বিবিধোঽপি নষ্টঃ স্মৃতিরয়মহমস্মি পরং ব্রহ্ম ইত্যাত্মানুসন্ধানরূপা আত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা যস্যা লাভেন সর্ব্বহৃদয়গ্রন্থীনাং "যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বত" ইত্যত্রোদাহৃতানাং চিজ্জড়ৈক্যভ্রমপ্রভবানাং বিমোক্ষো ভবতি। তথাচ শ্রূয়তে। "বিয়োগাযোগ্য" "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি। ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত স্মৃতির্লব্ধেতি সম্বন্ধঃ, স্থিতোঽস্মি ত্বচ্ছাসনে ইতি শেষঃ গতসন্দেহো নষ্টসন্দেহ ইত্যনেনানাত্মন্যাত্মধীরূপো মোহো নষ্ট ইতি দর্শিতং। করিষ্যে বচনং তবেত্যনেন স্বধর্ম্মে যুদ্ধে চাধর্ম্মধীরূপোঽপি মোহো নষ্ট ইতি দর্শিতম্॥ ৭৩॥

বিশ্বনাথ।—কিমতঃপরং পৃচ্ছামি অহন্তু সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বাং শরণং গতঃ নিশ্চিন্ত এব ত্বয়ি বিশ্রব্ধবানস্মীত্যাহ নষ্ট ইতি। করিষ্যে ইতি অতঃপরং শরণ্যস্য তবাজ্ঞায়াং স্থিতিরেব শরণাপন্নস্য মম ধর্ম্মো নতু স্বাশ্রমধর্ম্মো নাপি জ্ঞানযোগাদয়ঃ তেতু অদ্যারভ্য ত্যক্তা এব ততশ্চ ভোঃপ্রিয়সখ অর্জ্জুন! মম ভূভারহরণে কিঞ্চিদবশিষ্টং কৃত্যমস্তি তত্তু ত্বদ্দ্বারৈব চিকীর্ষামীতি ভগবতোক্তে সতি গাণ্ডীবপাণিরর্জ্জুনঃ যোদ্ধুমুদতিষ্ঠৎ ইতি॥ ৭৩॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর অর্জ্জুনোক্তি। যে হিংসাশঙ্কাকুল পরজনপীড়নকাতর অর্জ্জুনের অবসন্ন হৃদয়কে স্ববিহিত কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এবং স্বকীয় বর্ণোচিত সমরোদ্যমে ব্যাপৃত করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ এই গীতারূপ পরম শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত উপসংহার পূর্ব্বশ্লোকে হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞানের উৎসস্বরূপ ভগবানের বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে যে যে স্থানে সন্দেহ বা তথ্য জিজ্ঞাসার প্রয়োজন ঘটিয়াছে, অর্জ্জুন তত্তৎস্থলে স্বকীয় বাসনা শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। এজন্য গ্রন্থের নানা স্থানেই কুন্তীনন্দনের বিবিধ প্রশ্নাত্মক বাক্য সমাবিষ্ট হইয়াছে। সমালোচ্য শ্লোকেই অর্জ্জুনবাক্যের পরিসমাপ্তি। ইহাতে অর্জ্জুনের কোন প্রশ্ন নাই, শ্রীভগবানকৃত প্রশ্নের অর্জ্জুনপ্রদত্ত উত্তর এই শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। শ্রীভগবানের সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ ও প্রণিধান করিয়া অর্জ্জুন কৃতার্থ হইয়াছেন। এই জন্য তিনি আনন্দ সহকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন; হে অচ্যুত! অর্থাৎ হে অব্যয় অবিনাশী অনন্ত নির্ব্বিকার পুরুষ! তোমার প্রসাদে আমার অজ্ঞানজতমঃ বিশেষে নষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অজ্ঞানজনিত মোহই সংসাররূপ সমস্ত অনর্থের হেতুভূত; সুতরাং ইহা অপার সাগরের ন্যায় দুস্তর। অপিচ, আমি আত্মতত্ত্ববিষয়া স্মৃতিও লাভ করিয়াছি। এই স্মৃতিলাভ হেতু সর্ব্বগ্রন্থির বিপ্রমোক্ষ ঘটিয়া থাকে। হে ভগবান্! তোমার প্রসাদ ভিন্ন

এরূপ অসুলভ সৌভাগ্য কাহারও ঘটিতে পারে না। আমি তোমার আশ্রিত, সুতরাং অনুগ্রহভাজন। হে ভগবান্! আমি এক্ষণে মুক্তসংশয় হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভবদীয় শাসনাধীনে আপনাকে স্থাপন করিতেছি। অতঃপর তোমার বচন অর্থাৎ আজ্ঞা অবিচলিতচিত্তে আমি পালন করিব। কারণ তোমার প্রসাদে আমি কৃতার্থ হইয়াছি, সুতরাং তোমার আদেশপালন ব্যতীত আমার আর কোনই কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না।

পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এতদুপলক্ষে "অনাত্মবিৎ শোচামি" অপিচ, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।" (২৯২৩।২২০৬ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এই কয়েকটী শ্রৌত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী আত্মবিষয়ক অজ্ঞানকে মোহ এবং 'অহমস্মি রূপ স্বরূপানুসন্ধানকেই স্মৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গতসন্দেহ অর্থাৎ অধর্ম্মবিষয়ক সমস্ত সংশয়বিহীন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তথা শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। আমার বিপরীত জ্ঞানলক্ষণ মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং যথাবস্থিত তত্ত্বনিষ্ঠারূপা স্মৃতিও তোমার কৃপায় লব্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আমি ছিন্নসংশয় অর্থাৎ স্বস্থ হইয়াছি। অধুনা তোমার বাক্যানুসারে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বে তোমাকে বসুদেব-নন্দন মদীয় সখামাত্র বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল। তুমি যে বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সত্যসংকল্প গুণরত্নাকর, ইত্যাদি কোন কথাই তত্ত্বতঃ আমি জানিতাম না। অতঃপর আমি তোমার প্রসাদে লব্ধজ্ঞান হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রপন্নরূপে স্থিত এবং আমার সন্দেহও ছিন্ন হইয়াছে। কারণ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। এক্ষণে যদি ভূভারহরণরূপ স্বপ্রয়োজনানুরোধে আমাকে তুমি যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত কর, তথাপি তদ্বিষয়ে আমি কদাপি দ্বিমত করিব না।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা নিবদ্ধ করিয়া উপসংহার কালে লিখিয়াছেন যে, যাবজ্জীবন পরম গুরুস্বরূপ তোমার আজ্ঞা পরিপালন করিব। এইরূপ উক্তি দ্বারা ভগবানের প্রয়াসসাফল্য ব্যক্ত করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে শাস্ত্রফলের

উপসংহার কালে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নকারিদিগের ভগবৎপ্রসাদে অবশ্যই মোক্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। স্বকীয় কৃতকৃত্যতা জ্ঞাপন করিতে করিতে অর্জ্জুন বলিলেন, পূর্ব্বে যে দুই প্রকার মোহের কথা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধিরূপ এবং স্বধর্ম্মরূপ যুদ্ধে অধর্ম্মরূপ মোহ, তদুভয়রূপ মোহই নষ্ট হইয়াছে। 'আমি পরব্রহ্ম' ইত্যাকার আত্মানুসন্ধানরূপা আত্মাকার স্মৃতি আমি লাভ করিয়াছি। এই স্মৃতিলাভ হেতু "যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" (১৮।৫৫) স্থলে চিৎ ও জড়ের ঐক্যরূপ ভ্রমপ্রভূত হৃদয়-গ্রন্থি বিমুক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিমোক্ষঃ।" এইরূপে নষ্টসন্দেহ হইয়া আমি তোমার শাসনাধীনে স্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি স্বধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধে অধর্ম্মরূপ মোহের আর অধীন হইব না॥ ৭৩॥

——(০)——

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্॥ ৭৪॥

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ (কথয়ামাস) অহম্ ইতি (ইত্থং) বাসুদেবস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মহাত্মনঃ পার্থস্য চ ইমং (যথোক্তং) লোমহর্ষণম্ (রোমাঞ্চকরম্) অদ্ভুতং (বিস্ময়করং) সংবাদম্ অশ্রৌষম্ (শ্রুতবান্)॥ ৭৪॥

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন, আমি এই-রূপ বাসুদেবের এবং মহাত্মা পার্থের এই রোমাঞ্চ-কর বিস্ময়-জনক সংবাদ শ্রবণ-করিয়াছি॥ ৭৪॥

ব্যাখ্যা।—সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন্! আমি ভগবান্ বাসুদেব এবং মহাত্মা পার্থের এইরূপ রোমাঞ্চকর বিস্ময়জনক সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৪॥

পাঠান্তর।—রোমহর্ষণম্।

শঙ্করাচার্য্য।—পরিসমাপ্তঃ (সকলাম্নায়) শাস্ত্রার্থোঽথেদানীং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনার্থং সঞ্জয় উবাচ, ইত্যেবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদমিদং যথোক্তমশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি অদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করং লোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম্॥ ৭৪ ॥

আনন্দগিরি।—শাস্ত্রার্থে সমাপ্তে সত্যগ্রামবস্থায়াং সঞ্জয়বচনং কুত্রোপযুক্তমিতি তদাহ পরিসমাপ্ত ইতি। বাসুদেবস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বেশ্বরস্য কৃতার্থস্য পার্থস্য পৃথাসুতস্যার্জ্জুনস্য মহাত্মনোঽক্ষুদ্রবুদ্ধেঃ সর্ব্বাবিকারিগুণসম্পন্নস্য সম্যগ্‌বাদিং সম্বাদং গুরুশিষ্যভাবেন প্রশ্নপ্রতিবচনাভিধানমিমমনুক্রান্তমদ্ভুতং বিস্ময়করং রোমাণি হর্ষয়ন্তি পুলকীভবন্ত্যনেনেতি রোমহর্ষণমাহ্লাদকরং যথোক্তং শ্রুতবানস্মীত্যাহ ইত্যেবমিতি॥ ৭৪ ॥

রামানুজ।—ধার্ত্তরাষ্ট্রা স্বস্যপুত্রাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুদ্ধে কিমকুর্ব্বতেতি পৃচ্ছতে সঞ্জয় উবাচ। ইতীতি। ইত্যেবং বাসুদেবস্য বসুদেবসূনোঃ পার্থস্য চ তৎপিতৃস্বসুঃ পুত্রস্য চ মহাত্মনো মহাবুদ্ধেঃ তৎপদদ্বন্দ্বমাশ্রিতস্য ইমং রোমহর্ষণমদ্ভুতং সংবাদমহং যথোক্তমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্॥ ৭৪ ॥

ইত্যহমিতি ইমং যথোক্তম্॥৭৪॥

হনুমান্।—সঞ্জয় উবাচ। ব্যাসো ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পরং প্রকৃষ্টং পরমাত্মবিষয়ং যোগং সম্যগ্‌জ্ঞানং যোগেশ্বরাৎ যোগিনস্তেষামীশ্বরাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং কথয়তঃ স্বয়ং স্বমুখেন॥ ৭৫॥

শ্রীধর।—তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ, ইত্যহমিতি। লোমহর্ষণং লোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহং স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৪ ॥

বলদেব।—সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথ কথাসম্বন্ধমনুসন্দধানঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ ইত্যহমিতি। অদ্ভুতং চেতসো বিস্ময়করং লোকেষ্বসংভাব্যমানত্বাৎ। রোমহর্ষণম্ দেহে পুলকজনকম্॥ ৭৪ ॥

মধুসূদন।—সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ কথাসম্বন্ধমিদানীমনুসন্দধানঃ অদ্ভুতং চেতসোবিস্ময়াখ্যবিকারকরং লোকেষ্বসংভাব্যমানত্বাৎ লোমহর্ষণং শরীরস্য রোমাঞ্চাখ্যবিকারকরং তেনাতিপরিপুষ্টত্বং বিস্ময়স্য দর্শিতং, স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—সমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ, ইদানীং কথাপ্রবন্ধমেবানুবর্ত্তয়ন্ সঞ্জয় উবাচ ইতীতি। অদ্ভুতং চেতসো বিস্ময়করং রোমহর্ষণম্ রোমাঞ্চোদ্ভেদজনকং শেষং স্পষ্টম্॥ ৭৪ ॥

বিশ্বনাথ।—অতঃপরং পঞ্চশ্লোকব্যাখ্যা। সর্ব্বগীতার্থতাৎপর্য্যনিষ্কর্ষোঽন্তিমশ্লোকাঃ যত্র বর্ত্তন্তে তাং পত্রদ্বয়ীং বিনায়কঃ স্ববাহনেনাখুনা আহৃতবানিত্যতঃ পুনর্ম্মালিখং। তাং তন্মাত্রবাদাং স প্রসীদতু তস্মৈ নমঃ। ইতি শ্রীভগবদ্গীতা টীকা সারার্থবর্ষিণী সমাপ্তীভূতা সতাং প্রীতয়েঽস্তাদিতি। সারার্থবর্ষিণী বিশ্বজনীনা ভক্তচাতকান্। মাধুরীধিস্মৃতাদস্যা মাধুরী ভাতু মে হৃদি॥ ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। গীতাস্বষ্টাদশোধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্।

—:*:—

তাৎপর্য্য।—অতঃপর সঞ্জয় বাক্যে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইতেছে। সঞ্জয় (৫১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কিরূপে তিনি এই গ্রন্থের বিবরণ করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই সুপবিত্র গ্রন্থের প্রকৃত লক্ষ্য পরিব্যক্ত হইয়াছে; তথাপি প্রাসঙ্গিক কথাসম্বন্ধ প্রদর্শনের নিমিত্তই এক্ষণে সঞ্জয় বাক্যে গ্রন্থোপসংহার আবশ্যক।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন, সর্ব্বযজ্ঞের সর্ব্বেশ্বর বাসুদেবের এবং সর্ব্বাধিকারী গুণসম্পন্ন পৃথানন্দন অর্জ্জুনের গুরুশিষ্যভাবে প্রশ্ন-প্রতিবচনরূপ বিস্ময়কর এবং লোমাঞ্চকর সমস্ত বিবরণ আমি শ্রবণ করিয়াছি। সেই বিবরণ অদ্ভুত; কেন না সেরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার পূর্ব্বে কুত্রাপি আর শুনি নাই। অপিচ, তাহা লোমহর্ষণ; তচ্ছ্রবণে অত্যাহ্লাদজনিত পুলক উদ্গত হইয়া থাকে। আমি বাসুদেব এবং পার্থঘটিত এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই যথোক্তরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছি, ইহাই এস্থলে সূচিত হইল॥ ৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥৭৫॥

অন্বয়।—অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসানুগ্রহাৎ) ইমং পরং (পরমং) গুহ্যং (গোপনীয়ং) যোগং সাক্ষাৎ কথয়তঃ (বদতঃ) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (যোগানাং ঈশ্বরাৎ) কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ (শুশ্রাব)॥ ৭৫॥

প্রতিশব্দ।—আমি ব্যাসের অনুগ্রহে এই পরম গুহ্য যোগ সাক্ষাৎ ব্যক্তকারী স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৫॥

ব্যাখ্যা।—আমি ব্যাসের প্রসাদে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া এই পরম গুহ্য যোগ-উপদেশকারী স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৫॥

পাঠান্তর।—শ্রুতবানেতং। শ্রুতবানিদং।

শঙ্করাচার্য্য।—তঞ্চেমং (শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং) ব্যাসপ্রসাদাত্ততো দিব্যচক্ষুর্লাভাৎ শ্রুতবান্ অহমেতং সম্বাদং গুহ্যমহম্ পরম্ যোগম্ যোগার্থত্বাৎ গ্রন্থোঽপি যোগস্তম্ সম্বাদমিমং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ন পরম্পরাতঃ ॥ ৭৫ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃষ্টং সম্বাদং কথমশ্রৌষীরিতি চেত্তত্রাহ তঞ্চেতি। এতৎপদং সম্বাদপরত্বাত্তল্লিঙ্গত্বেন নেতব্যমিত্যাহ এতমিতি। পরমপুরুষার্থোপয়িকত্বাৎ পরত্বং পরং গুহ্যমতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিতি বা যোগো জ্ঞানং কর্ম্ম চ তদর্থত্বাদয়ং সম্বাদো যোগ উক্তঃ অথবা চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য যোগস্যাঙ্গত্বাদয়ং সম্বাদোযোগ ইত্যাহ সম্বাদমিতি। যোগানামীশ্বরো যোগেশ্বরস্তদনুগ্রহহেতুত্বাদ্যোগতৎফলয়োঃ ততঃ সাক্ষাদব্যবধানেন শ্রুতবান্ ন পরম্পরয়েত্যাহ যোগেশ্বরাদিতি। স্বয়ং স্বেন পরমেশ্বরেণাতিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যরূপেণ কথয়তো ব্যাচক্ষাণাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

রামানুজ।—ব্যাসেতি। ব্যাসপ্রসাদাৎ ব্যাসানুগ্রহেণ দিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রলাভাদেতৎ পরং যোগাখ্যং গুহ্যং যোগেশ্বরাৎ জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজসাং নিধের্ভগবতঃ কৃষ্ণাৎ স্বয়মেব কথয়তঃ সাক্ষাৎ শ্রুতবানহম্ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধর।—আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদিমহ্যং দত্তং ততো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ শ্রুতবানস্মি, কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ পরং যোগং, পরত্বমাবিষ্করোতি যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

বলদেব।—ব্যবহিততৎসংবাদশ্রবণে স্বযোগ্যতামাহ ব্যাসেতি। ব্যাসপ্রসাদাত্তদ্দত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাদেতৎ গুহ্যং শ্রুতবান্। কিমেতদিত্যাহ পরং যোগমিতি। কর্ম্মযোগং জ্ঞানযোগং ভক্তিযোগং চেত্যর্থঃ। পরত্বং সম্পাদয়তি যোগেশ্বরাদিতি। দেবমানবাদিনিখিলপ্রাণিনাং স্বভাবসম্বন্ধো যোগঃ তেষামীশ্বরান্নিয়ন্তুঃ স্বয়ংরূপাৎ কৃষ্ণাৎ স্বমুখেনৈব ন তু পরম্পরয়া কথয়তঃ। শ্রুতবানস্মীতি স্বভাগ্যং শ্লাঘাতে ॥ ৭৫ ॥

মধুসূদন।—ব্যবহিতস্যাপি ভগবদর্জ্জুনসংবাদস্য শ্রবণযোগ্যতামাত্মন আহ ব্যাসেতি। ব্যাসদত্তদিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদিলাভরূপাৎ ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং যোগাব্যভিচারিহেতুং সংবাদং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ স্বয়ং স্বেন পারমেশ্বরেণ রূপেণ কথয়তঃ সাক্ষাদেবাহং শ্রুতবানস্মি ন পরম্পরয়েতি স্বভাগ্যমভিনন্দতি। অত্রেমমিতি পুল্লিঙ্গপাঠোভাষ্যকারৈর্ব্ব্যাখ্যাতঃ এতদিতি নপুংসকলিঙ্গপাঠস্তেষ্ঠ যোগসামানাধিকরণ্যেন ব্যাখ্যানমিদমিতি তদ্ব্যাখ্যাতারঃ ॥ ৭৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—কথময়ং ত্বয়া দূরস্থয়োরপি বাসুদেবার্জ্জুনয়োঃ সংবাদঃ শ্রুত ইত্যত আহ ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকং মহ্যং দত্তং যেনাহং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টং বা সর্ব্বং করতলামলকবদ্বিজানামি অতো ব্যাসপ্রসাদাদেতচ্ছাস্ত্রং পরং গুহ্যং গোপ্যম্ অহং শ্রুতবান্, যোগঞ্চ "পশ্য মে যোগমৈশ্বর"মিতি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং প্রদর্শিতং বৈশ্বরূপ্যং তমপি দৃষ্টবানিতি শেষঃ, স্বয়ং কথয়ত ইত্যুক্তে "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদ" ইতি শ্রুতেঃ, স্বনিঃশ্বসিতং বেদং শিষ্যাচার্য্যপরম্পরয়া কথয়ত ইত্যায়াতি তদর্থং সাক্ষাৎ কথয়ত ইতি,

সৃষ্ট্যাদৌ ব্রহ্মাণং প্রতি চেদানীমর্জ্জুনং প্রতি সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানহমিত্যর্থঃ, তেন ভগবদনুগ্রহপাত্রতয়া ব্রহ্মণা সমত্বং স্বস্য দ্যোত্যতে অত্র এতদ্যোগমিত্যভেদেনান্বয়ে তু গুহ্যপদাপেক্ষয়া এতদ্যোগমিতি পুংনপুংসকলিঙ্গয়োরপি সামানাধিকরণ্যং শক্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদশ্মতাপি ক্ষুদ্রুপহস্তমিত্যাদাবিব পূর্ব্বপ্রবৃত্তিলিঙ্গসংস্কারপ্রাবল্যাদুত্তরত্র ভিন্নলিঙ্গবিশেষ্যলাভেঽপি পূর্ব্বসংস্কারো ন নিবর্ত্তত ইতি সামানাধিকরণ্যং বিলিঙ্গয়োরপি বক্তুং শক্যমিতি জ্ঞেয়ম্॥ ৭৫॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর সঞ্জয় কিরূপে এই অদ্ভুত সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিতেছেন। তিনি প্রথমেই বলিতেছেন যে, ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপ পরম কথা তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন। এই শাস্ত্র পরম গুহ্য, কেন না সকলে ইহার শ্রবণ বা বোধাধিকারী নহে। শ্রীভগবান্ এই শাস্ত্রকে গুহ্যাতিগুহ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অপিচ, এই শাস্ত্র যোগস্বরূপ। কারণ যোগার্থ প্রতিপাদকত্ব হেতু গ্রন্থও যোগরূপে পরিগণিত। যিনি যোগসমূহের ঈশ্বর, সেই পরম স্বরূপ কৃষ্ণ এই সকল তত্ত্ব কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিতেছিলেন, আমি প্রত্যক্ষতঃ সেই ভগবন্মুখনিঃসৃত বাক্য সমূহ অপরিসীম ভাগ্যবলে স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি।

কোন কোন টীকাকারের মতে, যে ভগবানের নিঃশ্বাসরূপে বেদসমস্ত নিঃসৃত হইয়াছিল, তাঁহারই মুখ হইতে এই পরম যোগতত্ত্ব শ্রবণ করা অপরিসীম ভাগ্যের কথা, এই অভিপ্রায় মূলস্থিত "সাক্ষাৎ" শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে॥ ৭৫॥

রাজন্! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্। কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৭৬॥

অন্বয়।—হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ (পুণ্যজনকম্) অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবারং স্মৃত্বা) মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিতো ভবামি) চ॥ ৭৬॥

প্রতিশব্দ।—হে রাজন্! কেশব-ও-অর্জ্জুনের এই পুণ্য অদ্ভুত-সংবাদ স্মরণ-করিয়া স্মরণ-করিয়া বার-বার হৃষ্ট-হইতেছে।

ব্যাখ্যা।—হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই

বিস্ময়কর সুপবিত্র সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে বারংবার রোমাঞ্চিত-কলেবর হইতেছি, আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—হে রাজন্! ধৃতরাষ্ট্র! সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণম্॥ ৭৬ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তং সংবাদং ভগবতঃ শ্রুত্বা কিমুপেক্ষ্যসে নেত্যাহ রাজন্নিতি। পুণ্যত্বং সাধয়তি শ্রবণাদপীতি ॥ ৭৬ ॥

রামানুজ।—রাজন্নিতি। কেশবার্জ্জুনয়োরিমং পুণ্যমদ্ভুতং সংবাদং সাক্ষাৎ শ্রুতং স্মৃত্বা মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি ॥ ৭৬ ॥

হনুমান্।—সংস্মৃত্য পুণ্যং পাপহরং হৃষ্যামি চ তুষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ভূয়োভূয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥

বলদেব।—রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্যং শ্রোতুরবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বদোষহরং। মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণং হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতোঽস্মি ॥ ৭৬ ॥

মধুসূদন।—রাজন্ সংস্মৃত্যেতি। পুণ্যং শ্রবণেনাপি সর্ব্বপাপহরং কেশবার্জ্জুনয়োরিমং সংবাদমদ্ভুতং কেবলং শ্রুতবানস্মি কিন্তু সংস্মৃত্য সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ মুহুর্মুহুর্ব্বারম্বারং হৃষ্যামি চ হর্ষং প্রাপ্নোমি চ প্রতিক্ষণং রোমাঞ্চিতো ভবামীতি বা ॥ ৭৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—কেশবার্জ্জুনসংবাদশ্রবণজং বিশ্বরূপাখ্যযোগদর্শনজঞ্চাহ্লাদং ক্রমেণ শ্লোকদ্বয়েনাহ রাজন্নিতি। হে রাজন্! হে ধৃতরাষ্ট্র! পুণ্যং পুণ্যকরং পাপহরঞ্চ ইত্যর্থাৎ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্যেতি সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ শেষং স্পষ্টার্থম্॥ ৭৬ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর এই অত্যদ্ভুত রোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণে সঞ্জয়ের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাই এক্ষণে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! কেশব এবং অর্জ্জুনঘটিত এই পাপনাশক সুতরাং পবিত্র অতি বিস্ময়কর সংবাদ বারংবার স্মরণ করিয়া আমি প্রতিক্ষণে হৃষ্ট অর্থাৎ পুলকিত হইতেছি।

হৃদয়ের সম্ভ্রম জ্ঞাপনার্থ "সংস্মৃত্য" পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে। শ্রবণেও শ্রোতার সর্ব্বপাপ নষ্ট হয় এই অর্থে পুণ্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

——(০)——

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭॥

অন্বয়।—হে রাজন্! হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) তৎ অদ্ভুতং রূপং (বিশ্বরূপং) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে (মম) মহান্ বিস্ময়ঃ পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (হৃষ্টো ভবামি) চ ॥ ৭৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপকে স্মরণ-করিয়া স্মরণ-করিয়াও আমার অতিশয় বিস্ময়, এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অন্ধরাজ! আমি শ্রীহরির সেই অত্যদ্ভুত বিরাটরূপ স্মরণ করিতে করিতে বিস্ময়ে অভিভূত এবং আনন্দে মগ্ন হইতেছি ॥ ৭৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তচ্চ সংস্মৃত্য [সংস্মৃত্য] রূপমত্যদ্ভুতং হরের্বিশ্বরূপং বিস্ময়ো মে মহান্, হে রাজন্! হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

আনন্দগিরি।—যত্তু বিশ্বরূপাখ্যম্ রূপং সগুণমর্জ্জুনায় ভগবান্ দর্শিতবান্ ধ্যানার্থং তদিদানীং স্তৌতি তচ্চেতি ॥ ৭৭ ॥

রামানুজ।—তদিতি। তচ্চ অর্জ্জুনায় প্রকাশিতমৈশ্বরং হরেরত্যদ্ভুতং রূপং ময়া সাক্ষাৎকৃতং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য হৃষ্যতো মে মহান্ বিস্ময়ো জায়তে পুনঃ পুনশ্চ হৃষ্যামি ॥ ৭৭ ॥

হনুমান্।—তচ্চ রূপং বিগ্রহমত্যদ্ভুতং হরের্নারায়ণস্য বিস্ময়ঃ কুতূহলম্ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ তচ্চেতি। বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

বলদেব।—তচ্চ বিশ্বরূপং যদর্জ্জুনায়োপদর্শিতম্ ॥ ৭৭ ॥

মধুসূদন।—যদ্বিশ্বরূপাখ্যং সগুণং রূপমর্জ্জুনায় ধ্যানার্থং ভগবান্ দর্শয়ামাস তদিদানীমনুসন্দধান আহ তচ্চেতি। তদিতি বিশ্বরূপং হে রাজন্! মম মহান্ বিস্ময়োঽতএব হৃষ্যামি চাহং, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—তচ্চেতি। রূপং বিশ্বরূপং এতদ্দর্শনে হি ব্রাহ্মণমীশমিতি দেশতো বিপ্রকৃষ্টং "বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তী"তি কালতোব্যবহিতং, ভীষ্মাদিক্ষয়ঞ্চ করতলামলকবদ্দৃষ্টবান্ তচ্চ জগতো মিথ্যাত্বমন্তরেণ ন সম্ভবতীতি প্রতিপাদিতং বেদান্তকতকে। "অতীতানাগতং বস্তু বীক্ষ্যতে করবিল্ববৎ। যোগী সঙ্কল্পমাত্রোত্থমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ॥ ১ ॥ মায়ায়াং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বাত্মমিদং জগৎ। অস্তীতি তদুপাধিশ্চিৎ সার্ব্বাত্ম্যাৎ সর্ব্বমীক্ষ্যতে ॥ ২ ॥

আরম্ভপরিণামাভ্যাং স্বেন রূপেণ যন্নসৎ। অতীতানাগতং বস্তু যোগী তদ্বীক্ষতাং কথম্ ॥ ৩ ॥
সঙ্কল্পমাত্রং ভাতং বস্ত্বতীতাদি যদিষ্যতে। নষ্ট-স্ত্রীদর্শনাভং তৎ স্যাদ্যোগি জ্ঞানমপ্রমা ॥ ৪ ॥
যোগিসঙ্কল্পমাত্রেণ তস্যোৎপত্তির্যদীষ্যতে। ঈশসঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বোৎপত্তিস্তদেষ্যতাম্ ॥ ৫ ॥
আরম্ভে পরিণামে বা দেশকালাদ্যতিক্রমঃ। নৈব দৃষ্টঃ কচিৎ সোঽয়ং স্বপ্নমায়াদিষু স্ফুটঃ ॥ ৬ ॥
যুগপদ্‌গৃহ্যতে কুম্ভো নানাদেশস্থযোগিভিঃ। জলসূর্য্য ইবাস্মাভি স্তেনাসৌ কল্পিতঃ স্ফুটম্ ॥ ৭ ॥
যোগিভির্গৃহ্যমাণত্বাৎ ঘটঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। সন্নেবাস্তীতি চেৎ কার্য্যং কথমীদৃগ্বিধং ভবেৎ ॥ ৮ ॥
ব্যাবৃত্তং হীষ্যতে কার্য্যং যুগপদ্ভিন্নদেশতা। চেৎ কল্পনাং বিনাস্ত্যেষ্টা দৃষ্টান্তস্তত্র নাস্তি বঃ ॥ ৯ ॥
তস্মান্নাণুভিরারব্ধমিষ্টিভিবন্নাপি গব্যবৎ। প্রকৃতেঃ পরিণামো বা জগৎ কিন্তিন্দ্রজালবৎ ॥ ১০ ॥
সত্যং বদ্ধদৃশামিন্দ্রজালং বিশ্বং পরাগ্‌দৃশাম্। অধিষ্ঠানাদৃতে শুদ্ধদৃশাং নাস্ত্যেব তদ্দ্বয়ম্ ॥ ১১ ॥"
ইতি স্পষ্টার্থো মূলশ্লোকঃ ॥ ৭৭ ॥

তাৎপর্য্য।—কেবল যে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সম্বন্ধীয় অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া এবং সেই সংবাদ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতে সঞ্জয় রোমাঞ্চিত-কায় হইতেছেন এরূপ নহে। তাঁহার এবংবিধ লোমহর্ষণের আরও গুরুতর কারণ আছে। তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিতেছেন। সঞ্জয় বলিতেছেন, হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আপনার নিকট পূর্ব্বে আমি শ্রীহরির বিশ্বরূপের বর্ণনা করিয়াছি। সেই বিশ্বেশ্বরের বিশ্বব্যাপী বিরাড়্‌রূপ যে অতি বিস্ময়কর, তাহার আর সন্দেহ নাই। সেই কল্পনাতীত ভয়াবহ বিশ্বরূপ বারংবার স্মরণ করিতে করিতে আমার নিরতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে, অর্থাৎ আমার প্রাণ আনন্দে বিহ্বল হইতেছে। এজন্যও আমি প্রতিক্ষণে হৃষ্টরোম হইতেছি, শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া সগুণ অর্জ্জুনকে ধ্যানের নিমিত্ত স্বকীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সঞ্জয় সেইরূপ মাহাত্ম্য এস্থলে কথঞ্চিৎ পরিব্যক্ত করিলেন। মূলে "তচ্চ" এই শব্দ মধ্যস্থ চ পদ ইহাই সূচিত করিতেছে, কেবল যে সংবাদ শ্রবণই সঞ্জয়ের রোমহর্ষণের কারণ, এমন নহে; শ্রীহরির বিশ্বরূপ স্মরণও তাঁহার ভাবান্তরের প্রধান কারণ ॥ ৭৭ ॥

——০ঃ)ঃ০ঃ(ঃ০——

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

——•:):*:(:•——

অন্বয়:—যত্র (যস্মিন্ পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র (পক্ষে) ধনুর্দ্ধরঃ (গাণ্ডীবধারী) পার্থঃ তত্র (তস্মিন্‌পক্ষে) শ্রীঃ (রাজ্যলক্ষ্মীঃ) বিজয়ঃ ভূতিঃ (ঐশ্চর্য্যবিবৃদ্ধিঃ) ধ্রুবা (অব্যভিচারিণী) নীতিঃ (নয়) [বর্ত্ততে] [ইতি] মম মতিঃ (নিশ্চয়ঃ) ॥ ৭৮ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যে-পক্ষে ধনুর্দ্ধারী পার্থ, সেই-পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ঐশ্চর্য্যোন্নতি, অব্যভিচারিণী নীতি [বিদ্যমান] [ইহা] আমার নিশ্চয় ॥ ৭৮ ॥

ব্যাখ্যা:—হে কুরুরাজ! যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ বর্ত্তমান, যেখানে গাণ্ডীবধারী পার্থ আছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, সেই খানেই রাজ্যলক্ষ্মী, বিজয়শ্রী, উন্নতি এবং ধ্রুবা নীতি থাকিবে; এতদ্বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই ॥ ৭৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং বহুনা, যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগানামীশ্বরস্তৎপ্রভবত্বাৎ সর্ব্বযোগবীজশ্চ কৃষ্ণো যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্দ্ধরোগাণ্ডীবধন্বা, তত্র শ্রীস্তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়স্তত্রৈব ভূতিঃ শ্রিয়ো বিশেষবিস্তারো ভূতির্ধ্রুবাঽব্যভিচারিণী নীতির্নয় ইত্যেবং মতির্ম্মমেতি ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবত-কৃতৌ গীতাভাষ্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—দ্বয়োরপি কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ নরনারায়ণয়োঃ সংবাদস্য প্রামাণ্যার্থং পরমুৎকর্ষং দর্শয়তি কিং বহুনেতি। কথং সর্ব্বেষাং যোগানামীশ্বরো ভগবানিতি তত্রাহ তৎপ্রভবত্বাদিতি। সর্ব্বযোগো জ্ঞানং কর্ম্ম চ তস্য বীজং শাস্ত্রীয়ং জ্ঞানবৈরাগ্যাদি তদ্ধি ভগবদধীনং তদনুগ্রহবিহীনস্য তদযোগাদতো যোগতৎফলয়োর্ভগবদনুগ্রহায়ত্তত্বাদ্ভগবতো যোগেশ্বরত্বমিত্যর্থঃ। শ্রীর্লক্ষ্মীর্ব্বিজয়ঃ পরম উৎকর্ষঃ রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য স্বপুত্রেষু বিজয়াশাং শিথিলীকৃত্য পাণ্ডবেষু জয়প্রাপ্তিমৈকান্তিকীমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। উপায়োপেয়ভাবেন নিষ্ঠাদ্বয়স্য প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ কর্ম্মনিষ্ঠাপরংপরয়া জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুঃ জ্ঞাননিষ্ঠা তু সাক্ষাদেব মোক্ষহেতুরিতি শাস্ত্রার্থমুপসংহর্ত্তুমিতীত্যুক্তম্। কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং পদবাক্যার্থগোচরম্। আদিমধ্যান্তষট্কেষু ব্যাখ্যয়া গোচরীকৃতম্। সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং যো লক্ষণৈরুপপাদিতঃ। সোঽর্থোঽন্তিমেন সংক্ষিপ্য লক্ষণেন বিবক্ষিতঃ। গীতাশাস্ত্রমহার্ণবোত্থমমৃতং বৈকুণ্ঠকণ্ঠোদ্ভবং শ্রীকণ্ঠাপরনামবন্মুনিকৃতং নিষ্ঠাদ্বয়োতিতম্। নিষ্ঠা যত্র মতিপ্রসাদজননী সাক্ষাৎকৃতং কুর্ব্বতী মোক্ষে পর্য্যবসাস্যতি প্রতিদিনং সেবধ্বমেতদ্বুধাঃ। প্রাচামাচার্য্যপাদানাং পদবীমনুগচ্ছতা। গীতাভাষ্যে কৃতা টীকা টীকাতাং পুরুষোত্তমম্॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্যভগবদানন্দগিরিবিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—কিমত্র বহুনোক্তেন যত্র যোগেশ্বরঃ কৃৎস্নস্য উচ্চাবচরূপেণাবস্থিতস্য চেতনস্যাচেতনস্য চ বস্তুনো যে যে স্বভাবযোগাস্তেষাং সর্ব্বেষাং যোগানামীশ্বরঃ স্বসংকল্পায়ত্তস্বেতরসমস্তবস্তুস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিভেদঃ কৃষ্ণো বসুদেবসূনুর্যত্র চ পার্থো ধনুর্ধরঃ তৎপিতৃস্বস্রুঃ পুত্রঃ তৎপাদদ্বন্দ্বৈকাশ্রয়ঃ তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতিঃ নীতিশ্চ ধ্রুবা নিশ্চলা ইতি মতির্ম্মমেতি॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—কিং বহুনা যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্থিতঃ যত্র পার্থ ধনুর্ধরঃ উদ্যতগাণ্ডীবঃ তত্র তস্মিন্ পক্ষে শ্রীর্দেবতা বিজয়ার্থা বিজয়ঃ শত্রূণাং ধর্ষণং ভূতিঃ ঐশ্বর্য্যম্ নীতির্নয়ঃ প্রজ্ঞা জয়সাধিকা ইতীত্থং মতির্নিশ্চয়ঃ ইতিকরণং গীতাশাস্ত্র-পরিসমাপ্ত্যর্থম্॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ যত্রেতি। যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে, যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরস্তত্রৈব চ শ্রীরাজলক্ষ্মীস্তত্রৈব

চ বিজয়ন্তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিঃ নীতির্ন্যায়োঽপি তত্রৈব ধ্রুবা নীতিঃ, মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ। সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥ তথাহি, "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুনঃ॥" ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব মৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।" ইত্যাদিবচনাৎ জ্ঞানমেব ভক্তিরিত্যুক্তং, "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥" ইত্যাদৌ ভেদনির্দ্দেশাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"েতিশ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য, ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বলনানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি। কিঞ্চ, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্। তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা। স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ। পরমানন্দশ্রীপাদরজঃ শ্রীধারিণাধুনা। শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতাসুবোধিনী॥ স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা। অম্বু স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণীনাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পরমার্থনির্ণয়োনামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—এবঞ্চ সতি স্বপুত্রবিজয়াদিস্পৃহাং পরিত্যজেত্যাহ যত্রেতি। যত্র যোগেশ্বরঃ পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতঃ স্বসংকল্পায়ত্তস্বেতরসর্ব্বপ্রাণিস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকঃ কৃষ্ণো বসুদেবসূনুঃ সারথ্যপর্য্যন্তসাহায্যকারিতয়া বর্ত্ততে, যত্র পার্থস্তৎপিতৃস্বসৃপুত্রো নরাবতারঃ, কৃষ্ণৈকান্তী ধনুর্দ্ধরোঽচ্ছন্নগাণ্ডীবপাণিঃ বর্ত্ততে। তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনাধিষ্ঠিতে যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রী রাজলক্ষ্মীঃ বিজয়ঃ শত্রুপরিভবহেতুকঃ পরমোৎকর্ষঃ ভূতিরুত্তরোত্তরা রাজ্যলক্ষ্মীবিবৃদ্ধিঃ নীতির্ন্যায়প্রবৃত্তিঃ ধ্রুবা স্থিরেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। যত্তু যুদ্ধপরমেতচ্ছাস্ত্রমিতি শঙ্ক্যতে তন্ন। "মন্মনাভব মদ্ভক্ত" ইত্যাদেঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যাদেশ্চোপদেশস্তস্মাচ্চতুর্ণাং বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মা হৃদ্বিশুদ্ধিহেতুতয়া লোকসংগ্রহার্থতয়া চেহ নিরূপিতা ইত্যেব সুষ্ঠু॥ ৭৮॥

উপায়া বহবস্তেষু প্রপত্তির্দাস্যপূর্ব্বিকা। ক্ষিপ্রং প্রসাদনী বিষ্ণোরিত্যষ্টাদশতো মতম্।
পীতং যেন যশোদাস্তন্যং নীতং পার্থসারথ্যম্। স্ফীতং সদ্‌গুণবৃন্দৈস্তদত্র গীতং পরং তত্ত্বম্॥১
যদিচ্ছাতরিং প্রাপ্য গীতাপয়োধৌ ন্যমজ্জং গৃহীতাতিচিত্রার্থরত্নম্।
ন চোত্থাতুমস্মি প্রভুর্হর্ষযোগাৎ স মে কৌতুকী নন্দসূনুঃ প্রিয়স্তাৎ॥ ২॥
শ্রীমদ্গীতাভূষণং নাম ভাষ্যং যত্নাদ্বিদ্যাভূষণেনোপচীর্ণম্।
শ্রীগোবিন্দপ্রেমমাধুর্য্যলুব্ধাঃ কারুণ্যার্দ্রাঃ সাধবঃ শোধয়ধ্বম্॥ ৩॥
ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—এবং চ সতি স্বপুত্রে বিজয়াদিসম্ভাবনাং পরিত্যজেত্যাহ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ যুধিষ্ঠিরপক্ষে যোগশ্বরঃ সর্ব্বযোগসিদ্ধীনামীশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তির্ভগবান্ কৃষ্ণোভক্তদুঃখকর্ষণস্তিষ্ঠতি নারায়ণঃ যত্র পার্থোধনুর্দ্ধরঃ যত্র গাণ্ডীবধন্বা তিষ্ঠত্যর্জ্জুনোনরঃ, তত্র নরনারায়ণাধিষ্ঠিতে তস্মিন্ যুধিষ্ঠিরপক্ষে শ্রীঃ রাজ্যলক্ষ্মীঃ বিজয়ঃ শত্রুপরাজয়নিমিত্ত উৎকর্ষঃ ভূতিরুত্তরোত্তরং রাজ্যলক্ষ্ম্যা বিবৃদ্ধির্ধ্রুবাঽবশ্যম্ভাবিনীতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ, নীতির্নয় এবং মম মতির্নিশ্চয়ঃ। তস্মাদ্বৃথা পুত্রবিজয়াশাং ত্যক্ত্বা ভগবদনুগৃহীতৈর্লক্ষ্মীবিজয়াদিভাগ্‌ভিঃ পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিরেব বিধীয়তামিত্যভিপ্রায়ঃ। বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥ কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্ম্মিতম্। আদিমধ্যান্তষট্‌কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ শ্রীগোবিন্দমুখারবিন্দমধুনা মিষ্টং মহাভারতে গীতাখ্যং পরমং রহস্যমৃষিণা ব্যাসেন বিখ্যাপিতম্। ব্যাখ্যাতং ভগবৎপদৈঃ প্রতিপদং শ্রীশঙ্করাখ্যৈঃ পুনর্ব্বিস্পষ্টং মধুসূদনেন মুনিনা স্বজ্ঞানশুদ্ধ্যৈ কৃতম্॥ ইহ যোঽস্তি বিমোহয়ন্ মনঃ পরমানন্দঘনঃ সনাতনঃ। গুণদোষভূদেষ এব নুস্তৃণতুল্যোযদয়ং স্বয়ং জনঃ॥ শ্রীরামবিশ্বেশ্বরমাধবানাং প্রসাদমাসাদ্য ময়া গুরূণাম্। ব্যাখ্যানমেতদ্বিহিতং সুবোধং সমর্পিতং তচ্চরণাম্বুজেষু॥ ১৮॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতীপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমধুসূদনসরস্বতীরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়ামষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—যস্মাদনন্তৈশ্বর্য্যো ভগবাংস্তদনুগৃহীতোঽর্জ্জুনশ্চ যুধিষ্ঠিরপক্ষে অস্তি অতস্ত্বয়া জয়াশা ন কার্য্যেত্যাহ যত্রেতি। যত্র পক্ষে, ধ্রুবেতি সর্ব্বত্র সংবধ্যতে, শ্রীর্দিব্যসভাদিশোভা, বিজয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, ভূতিরৈশ্বর্য্যং, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বং, নীতির্নয়শ্চ এতৎ সর্ব্বং তত্র তস্মিন্ পক্ষে ধ্রুবমিতি মম মতিঃ অতঃ পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিরেব কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণজ্ঞমর্য্যাদাধুরন্ধর চতুর্দ্ধর-বংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠকৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি গীতার্থপ্রকাশে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তাৎপর্য্য—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের অতি বিস্ময়করত্ব উল্লেখ করিয়া এবং শ্রীভগবদ্ধৃত বিশ্বরূপের অত্যদ্ভুতত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া সঞ্জয়ের মনে স্বতঃ যে মীমাংসা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই তিনি এস্থলে কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সঞ্জয় বলিতেছেন, হে রাজন্। প্রসঙ্গ অতি পল্লবিত করিয়া বহুল বিবরণ অনাবশ্যক। সংক্ষেপে আমি ইহাই বলিতেছি যে, যে পক্ষে যাবতীয় যোগসমূহের ঈশ্বর স্বয়ং যোগবীজ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, যে পক্ষে গাণ্ডীবধন্বা স্বর্গমর্ত্ত্যপরিচিত বীর পার্থ বিরাজমান, সেই পাণ্ডবগণের পক্ষেই যে শ্রী অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী, বিজয় অর্থাৎ শত্রুপরাভব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠতা, ভূতি অর্থাৎ উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধি এবং অব্যভিচারিণী নীতি অর্থাৎ ন্যায় যে নিয়ত বিদ্যমান থাকিবে, ইহাই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে পক্ষে স্বয়ং ভগবান্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সারথিরূপে দণ্ডায়মান, এবং যে পক্ষে দেবাদিদেববিজয়ী নরদেব স্বর্গবিহারী ভূলোকত্রাস বীরোত্তম অর্জ্জুন অধিষ্ঠিত, সেই ধর্ম্মানুগত পাণ্ডবগণের পক্ষই যে পরিণামে বিজয়শ্রীতে বিভূষিত হইবে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অব্যভিচারিণী ন্যায়ের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার কোনই সংশয় নাই।

সঞ্জয়ের এই সকল বাক্য আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, যে স্থানে উল্লিখিতরূপ অভাবনীয় সংযোগ সংঘটিত হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র। তোমার পুত্রদিগের জয়ের কোনই আশা নাই। আমি তোমার বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া এবং দিব্যশ্রোত্রাদি লাভ করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা যথাযথরূপে তোমার নিকট বিজ্ঞাপিত করিলাম। এখনও কি হে অন্ধরাজ। আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় নাই? আপনি এখনও কি আপনার অবশ্যম্ভাবী অশুভ পরিণাম দর্শন করিতে পারিতেছেন না? অতঃপর আপনার পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বিহিত বিধানে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিয়া এবং যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাদিগকে নিবেদন করিয়া স্বকীয় নন্দনগণের প্রাণরক্ষা করুন। ইহা ভিন্ন এক্ষণে আপনার পক্ষে আর কোনই কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। এই হিতৈষণামূলক সদ্বাক্যে সঞ্জয় গ্রন্থোপসংহার করিলেন।

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন

যে, যিনি ভগবদ্ভক্তিযুক্ত, তিনি সেই ভগবানের প্রসাদে আত্মবোধ লাভ করিয়া বন্ধবিমুক্তি সুখভোগ করিয়া থাকেন; ইহাই গীতার্থ সংগ্রহ। এই পুণ্য গ্রন্থমধ্যে ভগবান্ বলিয়াছেন, "পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।" (৮।২২, ১১।৫৪) একান্ত ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের হেতুস্বরূপ। শ্রীভগবানের প্রসাদোত্থ জ্ঞান একান্ত ভক্তির সহিত যুক্ত হইলেই মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। জ্ঞান যে ভক্তিরই অন্তর্ব্যাপার স্বরূপ, তাহা ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন। "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" (১০।১০) "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।" (১৩।১৮) ইত্যাদি। জ্ঞানই ভক্তি, এরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।" (১৩।২৭) "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (১৮।৫৫) ইত্যাদি স্থলে যে ভেদদর্শন রহিয়াছে, জ্ঞানই ভক্তি হইলে তাহা থাকিত না। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" (১২৯৭ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এই শ্রুতি বাক্যের সহিত কোন বিরোধও শঙ্কনীয় নহে। যেমন কাষ্ঠ পাক করিতেছে বলিলে অগ্নি এবং কাষ্ঠ উভয়েরই সাধনত্ব বিজ্ঞাপিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ভক্তির অন্তর ব্যাপারত্ব হেতু ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইল। অপিচ, "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ" (১৬৬৭।২৩৫১ পৃষ্ঠার তাৎপর্য দ্রষ্টব্য) "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" (২১৭২ পৃষ্টার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) "যমৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (১৫১৫ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ বচনের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে ভক্তিই মোক্ষের হেতু ॥ ৭৮ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর উপসংহার বাক্য। ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধি অনুসারে আমি তাঁহারই প্রণীত গীতাশাস্ত্রের বিবৃতি করিলাম, ইহাতে সেই পরমানন্দস্বরূপ শ্রীমাধব প্রীত হউন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণরেণুধারী যতি শ্রীধরস্বামী কর্ত্তৃক এই গীতাসুবোধিনী রচিত হইল, শ্রীগুরুর কৃপামৃত দৃষ্টি ব্যতীত কেবল স্বীয় প্রগল্‌ভতা দ্বারা গীতাশাস্ত্রকে আলোড়িত করিয়া কি তদন্তর্গত তত্ত্ব লাভ করা যায়? সৎ-কর্ণধার ব্যতীত মানব কেবল নিজের অঞ্জলিদ্বারা জলধির জলরাশি সেচন

করিয়া তন্মধ্যস্থিত মণি আহরণে অভিলাষী হইলে সে কি সেই আবর্ত্ত মধ্যে নিমগ্ন হয় না ?

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার বাক্য। বহু উপায় থাকিলেও দাস্যপূর্ব্বিকা প্রপত্তি অর্থাৎ ভগবানের শরণ গ্রহণ তাঁহার ক্ষিপ্র প্রসন্নতা অর্জ্জনে সমর্থ, ইহাই অষ্টাদশাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইল। যিনি সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যিনি অনন্ত সদ্‌গুণ দ্বারা বেষ্টিত, তিনিই পরম তত্ত্ব, ইহাই এই গীতা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহার ইচ্ছারূপ তরণী অবলম্বন করিয়া এই অপার গীতাসমুদ্রে অবতরণ করিয়াছি এবং অধুনা তন্মধ্যস্থিত বিবিধ বিচিত্র রত্নসমূহ প্রাপ্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দে বিহ্বল হওয়ায় উঠিতে সমর্থ হইতেছি না, সেই লীলাময় নন্দনন্দন আমার চিরপ্রিয় হউন। বিদ্যাভূষণোপাধিধারী আমার কর্ত্তৃক বহু যত্নে শ্রীমদ্গীতাভূষণ নামক এই ভাষ্য বিরচিত হইল, শ্রীগোবিন্দের প্রেমমাধুর্য্যাস্বাদ-লুব্ধ সাধুগণ করুণা পূর্ব্বক ইহার শোধন বিধান করুন।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর উপসংহার বাক্য। বংশীধারী নব জলধরকায় পীতাম্বরধারী পক্কবিম্বফলতুল্য ওষ্ঠাধরশালী পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুন্দর বদনশোভিত পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন তত্ত্বই আমি জানি না। যিনি কাণ্ডত্রয়াত্মক অর্থাৎ ত্রিষট্‌কবিশিষ্ট এই গীতা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, গ্রন্থের আদি, মধ্য এবং অন্তষট্‌কে সেই ভগবানকে নমস্কার করি। মহাভারতে শ্রীগোবিন্দের মুখপদ্মের মধুদ্বারা সুস্বাদু এই গীতাশাস্ত্র মহাত্মা ব্যাস কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, এবং তাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বাখ্যাত হইয়াছে; মধুসূদন নামা মুনি এক্ষণে স্বীয় জ্ঞানশুদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় সুস্পষ্টভাবে তাহাকে বাখ্যাত করিয়াছে। ইহাতে মনোবিমোহনকারী যে আনন্দঘন সনাতন বিদ্যমান, তিনিই ইহার গুণ এবং দোষের বিধায়ক; কারণ এই ব্যক্তি অর্থাৎ আমি তৃণতুল্য, আমার কোনই ক্ষমতা নাই। শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর এবং মাধব, এই গুরুগণের প্রসাদে আমি এই সহজবোধ্য ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছি; এক্ষণে তাঁহাদেরই চরণকমলে আমি ইহা সমর্পণ করিলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—ঈশ্বরে কর্তৃতাবুদ্ধিঃ সত্ত্বোপাদেয়তান্তিমে। স্বকর্ম্মপরিণামশ্চ শাস্ত্রসারার্থ উচ্যতে॥ কর্ম্মযোগস্তপস্তীর্থদানযজ্ঞাদি সেবনং। জ্ঞানযোগো জিতস্বান্তৈঃ পরিশুদ্ধাত্মনি-স্থিতিঃ॥ ভক্তিযোগঃ পরৈকান্ত্যপ্রীত্যাধ্যানাদিষু স্থিতিঃ। ত্রয়ানামপি যোগানাং ত্রিভিরন্যোন্য-সঙ্গমঃ॥ নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ পরারাধনরূপিণাং। আত্মদৃষ্টেস্ত্রয়োঽপ্যেতে যোগদ্বারেণ সাধকাঃ॥ নিরস্তনিখিলাজ্ঞানো দৃষ্টাত্মানং পরানুগং। প্রতিলভ্য পরাং ভক্তিং তয়ৈবাপ্নোতি তৎপদং॥ ভক্তিযোগস্তদর্থীচেৎ সমগ্রৈশ্বর্য্যসাধনং। আত্মার্থী চেত্ত্রয়োঽপ্যেতে তৎকৈবল্যস্য সাধকাঃ॥ ঐকান্ত্যং ভগবত্যেষাং সমানমধিকারিণাং। যাবৎপ্রাপ্তিপরার্থীচেৎ তদেবাত্যন্ত-মশ্নুতে॥ জ্ঞানী তু পরমৈকান্তী তদায়ত্তাত্মজীবনঃ। তৎসংশ্লেষবিয়োগৈকসুখদুঃখস্তদেকধীঃ॥ ভগবদ্ধ্যানযোগোক্তিবন্দনস্তুতিকীর্ত্তনৈঃ। লব্ধাত্মা তদগতপ্রাণমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ॥ নিজ-কর্ম্মাদি ভক্ত্যন্তং কুর্য্যাৎ প্রীত্যৈব কারিতঃ। উপায়তাং পরিত্যজ্য ন্যসেদ্দেবে তু তামভীঃ॥ ঐকান্ত্যাত্যন্তদাস্যৈকরতিস্তৎপদমাপ্নুয়াৎ। তৎপ্রধানমিদংশাস্ত্রমিতিগীতার্থসংগ্রহঃ॥

ইতি শ্রীভগবদ্যামুনমুনিপ্রণীতঃ শ্রীমদ্গীতার্থসংগ্রহঃ সম্পূর্ণঃ॥

তাৎপর্য্য।—অন্তিমে অর্থাৎ অষ্টাদশাধ্যায়ে ঈশ্বরে কর্তৃত্ব অর্পণস্বরূপ বুদ্ধি, সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক জ্ঞান এবং হিতাহিত সকলই স্বকীয় কর্ম্মের পরিণাম স্বরূপ, ইহাই সমগ্র গীতা শাস্ত্রের সারার্থরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তপশ্চর্য্যা, তীর্থাটন, দান, এবং যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ। স্বকীয় অন্তঃকরণ দ্বারা আয়ত্তীকৃত, পরিশুদ্ধ আত্মায় অবস্থানই জ্ঞানযোগ। সকলের প্রতি একান্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া ধ্যানাদিতে নিরত থাকাই ভক্তিযোগ। উল্লিখিত কর্ম্ম-যোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনের সমবায়ে, অপিচ পরব্রহ্মের আরাধনরূপ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের পরিপাকে সাধকগণ যোগরূপ দ্বার দ্বারা আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তখন পরমাত্মার অনুগত অর্থাৎ পরমাত্মবিষয়ক বোধসম্পন্ন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদিগের নিখিল অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া থাকে। তদনন্তর পরাভক্তি লাভ করিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সাধুগণ পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাধক যদি কেবল তদর্থী অর্থাৎ তৎপদ প্রাপ্তির অভিলাষী হন, তাহা হইলে ভক্তিযোগ সমগ্র ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনরূপ হইবে। আর যদি তিনি আত্মার্থী অর্থাৎ আত্মাববোধের কামনাযুক্ত হন, তাহা হইলে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই তিনই তাঁহার কৈবল্য সাধনের সহায় হইবে। উল্লিখিতরূপ অধিকারিদিগের পক্ষে প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত ভগবানে সমান নিষ্ঠার প্রয়োজন। যদি সাধক পরার্থী হন, তাহা হইলে তাঁহার অত্যন্ত তন্নিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু জ্ঞানিগণ পরম ঐকান্তী; কারণ তাঁহাদিগের জীবন তদায়ত্ত। তাহার সংশ্লেষ এবং বিয়োগ দ্বারা জ্ঞানিগণ সুখদুঃখ বিষয়ে সমান বুদ্ধি সম্পন্ন। শ্রীভগবানের ধ্যানযোগ, বন্দন, স্তুতি এবং কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগের, প্রাণ, মন,বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহ তদগত হইয়া থাকে। যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিকামনা করিবেন, তাঁহারা নিজকর্ম্মাদি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে অনুষ্ঠান

করিবেন। কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অবিকৃতচিত্তে তাঁহারই শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শ্রীভগবানের একান্ত এবং অত্যন্তদাসত্বে রতি হইলেই তৎপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই ভক্তির তত্ত্ব প্রধানতঃ এই গীতাশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। ইহাই গীতার্থ সংগ্রহ।

☞ এই অধ্যায়ের 'পরমার্থনির্ণয়' নামও দৃষ্ট হয়।

——০:(:০:):০——

ইতি শ্রীমদ্ভরদ্বাজর্ষি-গোত্র-সম্ভূত, কোবিদকুল-দিবাকর-মুনিসত্তম শ্রীমৎ-শ্রীহর্ষদেব-বংশোদ্ভব জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-বিভূষিত-অবধূত-গণ-পরিবৃত, ব্রহ্মাত্মৈক্য-দর্শন-নিষ্ঠ-সাধকশ্রেষ্ঠ-বিদ্যা-বিজ্ঞানোজ্জ্বল-কলেবর-মহাপুরুষ-শিষ্য, ভগবদ্ভক্ত-চরণ-লোলুপ শ্রীমদ্দামোদরদেব-শর্ম্মকৃত "গীতাবোধ-বিবর্দ্ধিনী" সংস্কৃতব্যাখ্যা, ভাষাশব্দান্তর, ভাষাব্যাখ্যা, "গীতার্থসারদীপিকা" ভাষা তাৎপর্য্য ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত তৎ-সম্পাদিত বহুলভাষ্য-টীকা সমন্বিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় ষট্‌ক সমাপ্ত।

——(:০:)——

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

গীতাপাঠক্রম, ধ্যান, সানুবাদ গীতামাহাত্ম্য, শ্লোকসূচী,
গীতার্থসার দীপিকার ও সূচনার নির্ঘণ্ট, টিপ্পনীর
নির্ঘণ্ট, বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহের সূচী,
সাধারণ সূচী প্রভৃতি।

পরিশিষ্ট। খণ্ড।



শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম্, আর্, এ, এস্,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও

কলিকাতা, ৪৭নং বিডন রো হইতে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮৫০।

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল।
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
২৯ নং নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন, কলিকাতা।

গীতাপাঠক্রমঃ।

——ঃ০ঃ——

ঋষি।—ওঁ অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য ভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ।

ছন্দ।—অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।

দেবতা।—শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা।

বীজ।—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্।

শক্তি।—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ।

কীলক।—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ" ইতি কীলকম্।

করন্যাস।—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ। "অচ্ছেদ্যোঽয়-মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ। "নিত্য সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন" ইত্যনামিকাভ্যাং নমঃ। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ" ইতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং নমঃ। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

হৃদয়াদিন্যাসঃ।—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত" ইতি শিরসে স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন" ইতি কবচায় হুম্। "পশ্য মে পার্থ! রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি অস্ত্রায় ফট্। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী
মম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে! ভবদ্বেষিণীম্॥ ১॥

নমোঽস্তু তে ব্যাস ! বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপদ্মনেত্র !।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২॥
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ। ৩॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৪॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥ ৫॥
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ॥ ৬॥
পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটম্
নানাখ্যানককেসরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে॥ ৭॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ৮॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ৯॥

গীতামাহাত্ম্য।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

[গীতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গীতামাহাত্ম্য পাঠ করা আবশ্যক। এইজন্য গীতামাহাত্ম্য মূল গ্রন্থের অঙ্গ বিশেষরূপে পরিগণিত। এই গীতামাহাত্ম্য বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারের অন্তর্গত। শৌনকাদি ঋষিগণের প্রার্থনা-ক্রমে মহামতি সূত এই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই মাহাত্ম্যের পূর্ব্বে ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস অন্যরূপে গীতা-মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঋষিগণ তাহা পুনরায় স্মৃতিপথে আনয়ন করিতে না পারিয়া অথবা সকলে যথাকালে তাহা শ্রবণ করিবার সুযোগ না পাইয়া পুনরায় তদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার অভিলাষে শাস্ত্রার্থব্যাখ্যাতা সূতকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদিগের অনুরোধ-পরতন্ত্র সূত সমালোচ্য গীতা-মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়া জগতের পরম হিতসাধন করিয়াছেন।]

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ!
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতং ॥ ১ ॥
ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরং।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমং ॥ ২ ॥
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলং।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! পুরাকালে নারায়ণ ক্ষেত্রে ভগবান্ বেদব্যাস মুনি কর্ত্তৃক যেরূপ গীতা-মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত হইয়াছিল, আপনি এক্ষণে তাহা যথাযথরূপে বিবৃত করুন ॥ ১ ॥

সুত কহিলেন, হে ভগবান্! আপনারা উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। ইহা পরম গুপ্ততম; এ কারণ সেই উত্তম গীতা-মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিতে কাহার সাধ্য আছে? ॥ ২ ॥

কেবল ভগবান্ কৃষ্ণই গীতা মাহাত্ম্য সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত আছেন। কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন অপিচ ব্যাস বা ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং রাজর্ষি মৈথিল জনক ইহার কিঞ্চিৎ ফল মাত্র অবগত আছেন ॥ ৩ ॥

অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতং ॥ ৪ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থোবৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥
সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬ ॥
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা-নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাং ॥ ৮ ॥
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশং।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্যান্য অনেকে কেবল অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া এই গীতা-মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎ অংশ-মাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব আমিও ভগবান্ বেদব্যাসের মুখ হইতে গীতা-মাহাত্ম্য যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র এস্থলে ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ৪ ॥

সর্ব্বপ্রকার উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন নন্দগোপাত্মজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গাভীর দোহনকর্ত্তা, তৃতীয় পাণ্ডব পার্থ সেই গাভীর বৎস, গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ, নির্ম্মলবুদ্ধি সুধীগণ সেই দুগ্ধের ভোক্তা ॥ ৫ ॥

যে পরম করুণাময় ভগবান্ প্রথমে অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া লোকত্রয়ের উপকারের নিমিত্ত গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

যে মানব এই ঘোর অর্থাৎ বিবিধ বিপদ্-সঙ্কুল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সুখে পার হইয়া যাইবেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, এই গীতারূপ পরম শাস্ত্রের শরণাগত হইলে অনায়াসেই জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংসারবন্ধন অতি সহজেই ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অভ্যাসযোগসহকারে গীতার জ্ঞানতত্ত্ব শ্রবণ করে নাই, সেই মূঢ় মানব মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে বালকের নিকটেও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, নিয়ত অভ্যাস-সহকারে গীতার আলোচনা ব্যতীত সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানের আশা নাই ॥ ৮ ॥

যাঁহারা অহর্নিশ গীতাশাস্ত্র শ্রবণ ও পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে মনুষ্যরূপে মনে করা উচিত নহে; তাঁহারা দেবস্বরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নির্গুণং ॥ ১০ ॥
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥ ১১ ॥
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনং।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২ ॥
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনং।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাং ॥ ১৪ ॥

যে গীতারূপ জ্ঞানদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুনকে প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সগুণ অথবা নির্গুণ পরম ভক্তিতত্ত্ব বিন্যস্ত আছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ গীতারূপ যে তত্ত্ব-কথার অবতারণা, করিয়াছেন, তাহা অধিকারী-ভেদে সগুণ বা নির্গুণ ভাবে গ্রহণীয় ॥ ১০ ॥

এই গীতারূপ পরম সৌধের ভক্তিমুক্তি-সমলঙ্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় অষ্টাদশ সোপানস্বরূপ। সেই সোপান পরম্পরা দ্বারা প্রেম ভক্ত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ গীতার অধ্যায়নিচয়ে যেরূপ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি কর্ম্মের ব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে সাধক ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধিরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

গীতারূপ জলাশয়ে সজ্জনগণ স্নান করিলে সংসার-বন্ধনরূপ মলনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রদ্ধা-বিহীন ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্য হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথা হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, হস্তী সরোবরে স্নান করিয়া নির্ম্মলদেহ হইয়াও সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ধূলি কর্দ্দমাদি দ্বারা নিজদেহ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির হৃদয় শ্রদ্ধা-বিরহিত, সে গীতা-সরোবরে অবগাহন করিলেও অবিলম্বে কাম ক্রোধাদি মলিনতায় আবৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধু অর্থাৎ যাঁহার হৃদয় তত্ত্বাববোধের উপযোগী হইয়াছে, তিনি গীতারূপ সুপবিত্র সলিলে অবগাহন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার মলিনতা বিহীন হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিতে জানে না অথবা গীতা পাঠ করাইতে জানে না, এই মনুষ্য-লোকে সেই ব্যক্তি বৃথা কর্ম্মের অনুসরণ করে, অর্থাৎ তাহার সমস্তই পণ্ড হয় এবং তাহার সমস্ত কামনাই ব্যর্থ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অতএব যে ব্যক্তি গীতা অর্থাৎ গীতার তত্ত্ব জানে না, তাহার অপেক্ষা অধম মনুষ্য আর

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবন্তদ্গৃহাশ্রমং ॥ ১৫ ॥
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং মানং মহত্তমং ॥ ১৬ ॥
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপোযশঃ ॥ ১৭ ॥
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরোজনঃ ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতং ॥ ১৮ ॥
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতং ।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা ।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥

কেহই হইতে পারে না। তাহার মনুষ্য দেহকেই ধিক্ এবং তাহার বিজ্ঞান, কুল, শীল সকলকেই ধিক্! ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া গীতার অর্থ পরিজ্ঞাত হয় নাই তাহার অপেক্ষা অধম আর কেহই হইতে পারে না; তাহার শরীর, কল্যাণ, সদাচার, ধনসম্পত্তি ও গৃহাশ্রমকে ধিক্! ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে তাহার অপেক্ষা অধম আর কেহই হইতে পারে না। তাহার প্রালব্ধ, প্রতিষ্ঠা, মান, সম্ভ্রম ও মহত্ত্বকে ধিক্! ॥ ১৬॥

যাহার গীতাশাস্ত্রে মতি অর্থাৎ অনুরাগ নাই, তাহার সমস্ত অনুষ্ঠানই নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা, তপস্যা ও জপকেও। এতাবতা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি গীতার তত্ত্ব অবগত হয় না, গীতার তাৎপর্য্য প্রণিধান করে না এবং গীতাশাস্ত্রের প্রতি অনুরক্ত হয় না, তাহার জীবন কেবল বিড়ম্বনাময়; তাহার সকল অনুষ্ঠান এবং সর্ব্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য্য মনুষ্যসমাজে ধিকৃত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

যে ব্যক্তি গীতার্থ পাঠ করে নাই তাহার অপেক্ষা অধম আর কেহ হইতে পারে না। যে জ্ঞানতত্ত্ব গীতামধ্যে গীত অর্থাৎ পরিব্যক্ত হয় নাই, সেই বিদ্যা অসুরসম্মত অর্থাৎ ধর্ম্মদ্রোহী ভ্রষ্টাচার অসুরগণের অনুমোদিত, সুতরাং সৎপথাবলম্বিগণের কখনই গ্রহণীয় নহে ॥ ১৮ ॥

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রন্ চলংস্তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ ॥
শালগ্রামে শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২ ॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

সেই আসুরী বিদ্যা নিষ্ফল, ধর্ম্ম-বিগর্হিত এবং বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। অতএব ইহাই অবধারণ করিতে হইবে যে, ধর্ম্মময়ী গীতা যাবতীয় জ্ঞানের প্রযোজিকা, অর্থাৎ সকল প্রকার জ্ঞান ইহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এই গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা, বিশুদ্ধা এবং প্রধানা। ॥১৯॥

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিবসে এবং শ্রীহরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নকালে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় বা জাগরণকালে, গমনকালে বা স্থিরাবস্থান-কালে কোন অবস্থাতেই শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত বা ভয়-প্রাপ্ত হন না। ইহার ভাবার্থ এই যে, শ্রীহরির বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে সজ্জনের চিত্ত স্বভাবতঃ ভগবদ্মুখী হইয়া থাকে। তত্তৎকালে শ্রীভগবানের মুখারবিন্দ-নিঃসৃত এই পরম তত্ত্বের আলোচনা করিলে সকল বিঘ্ন-বিনাশন ভবভয়হারী ভগবানে সহজেই চিত্তসন্নিবেশ সংঘটিত হয়। সেরূপ অবস্থায় তুচ্ছ সাংসারিক ভয় তিরোহিত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? ॥ ২০ ॥

যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলা সমীপে বা অন্য কোন দেবালয়ে বা শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে অথবা নদীতটে গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, পবিত্র স্থানমাহাত্ম্যে চিত্ত স্বতঃ ধর্ম্মোন্মুখ হইয়া থাকে, সুতরাং পবিত্রস্থানে গীতাপাঠ দ্বারা সকল সৌভাগ্যের সারস্বরূপ জ্ঞানরূপ অতুলনীয় সৌভাগ্য যে সমুদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ॥ ২১ ॥

গীতা পাঠ দ্বারা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ পরিতুষ্ট করা যায়, বেদপাঠ, দান, যজ্ঞ, তীর্থভ্রমণ ও ব্রতানুষ্ঠানাদি দ্বারা সেরূপ করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ উল্লিখিত সৎকর্ম্মসমূহ অপেক্ষাও ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের পক্ষে গীতাপাঠই প্রশস্ত উপায়॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি ভাবসমাবিষ্ট চিত্তসহকারে গীতাশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বেদশাস্ত্রসমূহ পুরাণসমূহ সকলই পাঠ করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র-অধ্যয়নজনিত ফল কেবল একমাত্র গীতা পাঠ দ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রোসৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯ ॥

যোগস্থানে অর্থাৎ যোগের অনুকূল প্রদেশে অথবা বহু যোগীর সাধনা দ্বারা পবিত্রীকৃত স্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রাম-শিলার সম্মুখে, অথবা সাধুজনের সভা মধ্যে, যজ্ঞস্থলে কিংবা বিষ্ণুভক্তের সম্মুখে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধি লব্ধ হইয়া থাকে॥ ২৪॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন গীতাপাঠ এবং শ্রবণ করিয়া থাকেন, তিনি দক্ষিণাসহকৃত অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, এতাদৃশ গীতাধ্যায়ী পরম ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করেন এবং এই পরম শাস্ত্র কীর্ত্তন করেন, অপিচ অপরের হিতার্থ অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন॥ ২৬॥

যে ব্যক্তি বিহিত সমাদর-সহকারে যথাবিধানে ভক্তিভাবযুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধ গীতা-পুস্তক অর্পণ অর্থাৎ দান করেন, তাঁহার প্রিয়া ভার্য্যা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

এইরূপ গীতাদানকারী ব্যক্তি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অপিচ, তিনি পত্নীগণের প্রিয় হইয়া পরম সুখ উপভোগ করেন ॥ ২৮ ॥

যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, তথায় আভিচারিক ক্রিয়াজনিত বা বর কিংবা অভিসম্পাতজনিত দুঃখের কখনই উদ্ভব হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে গৃহের অধিবাসিগণ পরম দেবতাজ্ঞানে গীতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, লৌকিক ক্ষুদ্র কোন দুঃখই তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটস্থ হয় না ॥ ২৯ ॥

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ ৩০॥
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্॥ ৩১॥
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাভ্যাসরতস্য চ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ৩২॥
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥ ৩৩॥

অপিচ, সেই গৃহে তাপত্রয়জনিত পীড়া অথবা কোন ব্যাধি কখনই হয় না, এবং কোনরূপ অভিসম্পাৎ বা পাপজনিত দুর্গতি অথবা নরকও হয় না॥ ৩০॥

সেই গৃহে অর্থাৎ গৃহবাসিদিগের দেহে বিস্ফোটকাদি কখনই কোন বাধা উৎপাদন করে না। তাদৃশ গৃহবাসিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদে দাস্য এবং তাঁহার প্রতি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ অচলা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, নিরন্তর গীতার্চ্চনা হেতু সেই গৃহবাসিগণ লাবণ্যোজ্জ্বল কলেবর ধারণপূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্ত ভগবদ্দাসরূপে পরিণত হইয়া থাকেন॥ ৩১॥

যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসপরায়ণ, তিনি প্রারব্ধ ভোগনিরত থাকিলেও, সতত সমস্ত জীবগণের সহিত সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যদিও প্রারব্ধবশে মানব নির্দ্দিষ্টরূপ কর্ম্মভোগ করিতে বাধ্য এবং আপনার কর্ম্মানুরূপ আত্মীয়মণ্ডল মধ্যে পরিক্রমণ করিতে নিয়োজিত, তথাপি তিনি গীতার আলোচনায় রত হইলে তাঁহার আত্মীয়তার সীমা ক্রমশঃ অতি বিস্তৃত হইয়া বসুন্ধরা প্রাপ্ত হয় এবং সকল জীবকেই সর্ব্বদা সখা বলিয়া বোধ জন্মে। তাদৃশ গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি মনুষ্যমধ্যে মুক্তপুরুষ এবং সুখীরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তিনি প্রারব্ধ-বশবর্ত্তিতায় কর্ম্মপরায়ণ হইলেও, কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না, অর্থাৎ কর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় তাঁহাকে বাধ্য থাকিতে হয় না॥ ৩২॥

যদি গীতাধ্যয়নপরায়ণ কোন ব্যক্তি মহাপাপ বা অতিপাপ অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তজ্জন্য তাঁহাকে ফলাফল স্পর্শ করিতে পারে না। নলিনীদলগত জল যেমন প্রলিপ্ত হয় না, তদ্রূপ গীতাধ্যায়ীও পাপপ্রলেপ-বিরহিত হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে ব্যক্তি নিরন্তর একান্তচিত্তে গীতাধ্যয়ন করেন, তাঁহার চিত্ত স্বতঃ আসক্তিশূন্য হইয়া থাকে। ফলকামনা-বিরহিত ব্যক্তির কৃত পাপ বা পুণ্য উভয়ই সমান॥ ৩৩॥

অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জ্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যতে কদাচন। ৩৬ ॥
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা ॥ ৩৭ ॥

অনাচার অর্থাৎ বিধিবহির্ভূত কদাচারজনিত পাপ, অপিচ, অবাচ্য অর্থাৎ যে বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, তাদৃশ অসঙ্গত ভাষণজনিত যে পাপ, অভক্ষ্য অর্থাৎ নিষিদ্ধ খাদ্য উদরস্থ-করণজনিত দোষ এবং অস্পৃশ্য অর্থাৎ যাহা স্পর্শ করা বিধিবিরুদ্ধ, তাদৃশ পদার্থের সংস্পর্শজনিত দোষ, গীতাপাঠ মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অপরাধ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ভোগাসক্তিজনিত দোষ সমস্তই গীতাপাঠের দ্বারা তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে নাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে সকল অপরাধ বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা খণ্ডিত হয়, কেবল গীতাপাঠ দ্বারা বিনা প্রায়শ্চিত্তেও তত্তাবৎ নষ্ট হইয়া থাকে। উল্লিখিত কোন কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত অতি বিষম হইলেও, কেবল গীতাপাঠ দ্বারা তত্তাবৎ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়; সুতরাং গীতাপাঠ অনেক প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বত্র ভোজন করিয়া এবং সকল প্রকার দান গ্রহণ করিয়াও গীতাপাঠনিরত ব্যক্তি কখনই পাপ লিপ্ত হন না, অর্থাৎ নিষিদ্ধ স্থানে নিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিলে গুরুতর পাপ ঘটিয়া থাকে এবং স্বর্ণ প্রভৃতি অনেক পদার্থের দানগ্রহণ করিলে পতিত হইতে হয়; কিন্তু যিনি গীতাপাঠ-পরায়ণ, তিনি তাদৃশ অন্ন ভোজন বা দানগ্রহণ জন্য পতিত হন না। কারণ গীতাপাঠজনিত নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির ভোগকামনা থাকিতে পারে না; ভোগবাসনা বিরহিতভাবে কোনরূপ ভোজন বা গ্রহণে পাতিত্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩৬ ॥

অবিধানতঃ অর্থাৎ অন্যায় আচরণ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রত্নপূর্ণা বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ অর্থাৎ হস্তগত করিলেও একবার মাত্র গীতাপাঠ দ্বারা সেই প্রতিগ্রহকারী বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া থাকেন। অন্যায়োপায়ার্জ্জিত ভূমিহরণজনিত পাপ সংস্পর্শ হওয়া দূরে থাকুক, কেবল একমাত্র গীতাপাঠ দ্বারা পুণ্যপরায়ণগণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি গীতার অলৌকিক মাহাত্ম্য অবগত আছেন, তিনিই গীতাপাঠে অনুরক্ত হইয়া থাকেন। তাদৃশ ব্যক্তি জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় আচরণ করিতে অশক্ত। যদি বা কোনরূপ বিড়ম্বনায়

যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০ ॥
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১ ॥

অবিধিক্রমে ভূমিগ্রহণরূপ পাপ তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহা হইলেও কেবলমাত্র গীতাপাঠ-ফলেই তাঁহার চিত্তের আবিলতা ও পাপজনিত মলিনতা দূর হইয়া যাইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

যাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর গীতার পাঠাদি কার্য্যে আনন্দ অনুভব করে অর্থাৎ যিনি নিত্য গীতাপাঠ ও আলোচনায় রত থাকেন, তিনিই সাগ্নিক অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী, তিনিই জাপক অর্থাৎ বিহিত বিধানে জপানুষ্ঠানরত, তিনিই ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ যোগ ও ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ এবং তিনি পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রার্থদর্শী। ইহার ভাবার্থ এই যে, সাগ্নিক, ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং পণ্ডিতগণ যে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ গীতানন্দে নিমগ্ন তিনি তত্তাবৎ ফলেরই অধিকারী ॥ ৩৮ ॥

তাদৃশ ব্যক্তি দর্শনীয় অর্থাৎ দেবতাদের ন্যায় দ্রষ্টব্য ; তিনিই ধনবান, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজী এবং তিনি দেবসমূহের মর্ম্মজ্ঞরূপে পরিগণিত। ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি গীতানন্দে মগ্ন, তিনি পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষরূপে আদৃত হইবার উপযুক্ত। বসুন্ধরার নশ্বর ধনরত্ন পরিহার করিয়া পরমধনে তিনি ধনী, কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানযোগে তিনি অধিকারী, সকল জ্ঞানের যাহা সার তাহাই তাঁহার আয়ত্ত, সকল যজ্ঞ এবং যাজন দ্বারা যে ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার হস্তগত এবং শাখাসহকৃত বেদসমূহের আলোচনা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারও তিনি অধিকারী। ইহার ভাবার্থ এই যে, একমাত্র গীতাশাস্ত্রে নিমগ্ন হইলে মনুষ্য পরম ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

যে স্থানে সতত গীতা পুস্তকের পাঠ হইয়া থাকে, তথায় ভূতলস্থিত প্রয়াগ প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান থাকেন, অর্থাৎ যে স্থানে প্রত্যহ গীতার আলোচনা হয়, সে স্থান পুণ্যময় হইয়া থাকে এবং ভূমণ্ডলের তীর্থসমূহে পর্য্যটন করিলে যেরূপ পুণ্য লব্ধ হয়, গীতার আলোচনাস্থলেও সেই সকল পুণ্য সমাবিষ্ট হয়। তীর্থসমূহে মনুষ্যের পাপ ক্ষয় হইয়া থাকে ; গীতা-পুস্তকের নিত্যালোচনা স্থানেও পাপসংস্পর্শ ঘটিতে পারে না ॥ ৪০ ॥

অপিচ, তাদৃশ স্থলে মনুষ্যের দেহে, এমন কি দেহশেষ পর্য্যন্তও সর্ব্বদা সকল দেবতা,

গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্শ্বদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৪২॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধিকাসহ॥ ৪৩॥
শ্রীভগবানুবাচ।—গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥ ৪৪॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমোগুরুঃ॥ ৫॥

সকল ঋষি, সকল যোগী দেহ রক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। অর্থাৎ যিনি নিরন্তর গীতানন্দে মগ্ন অথবা নিত্য গীতা-পুস্তক পাঠ নিরত, তাঁহার দেহে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেবতা, ঋষি এবং যোগিগণের সর্ব্বদা সমাবেশ হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে মরণের পর নিরয়গমন প্রভৃতি দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না, একথা বলাই বাহুল্য। কারণ দেবতা প্রভৃতি যাঁহার দেহরক্ষক পাপ তাঁহার সমীপগত হইতে অক্ষম॥ ৪১॥

অপিচ, যে স্থানে গীতাপাঠ প্রবর্ত্তিত থাকে, তথায় গোপনন্দন বালকৃষ্ণ, হরিগুণ গাননিষ্ঠ নারদ, ভক্তোত্তম ধ্রুব পরিষদসহ অবিলম্বে সেই পাঠকের সহায় হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি গীতা-আলোচনানিষ্ঠ, গীতারূপ মকরন্দ যাঁহার মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার একান্ত ভক্ত নারদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাত্মাগণকে পারিষদরূপে গ্রহণ করিয়া সেই স্থানে সেই পাঠকের সহায়রূপে অবিলম্বে উপস্থিত হন॥ ৪২॥

যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তথায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসেশ্বরী রাধিকা সহ প্রমোদসহকারে বিরাজমান থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ণানন্দরূপা-রাধিকার সহিত যুগলরূপে লীলা প্রকাশ করিয়া জগৎকে শ্রীভগবান্ পবিত্র করিয়াছেন। সেই বৃন্দাবনেশ্বরীর সহিত একত্র বিরাজমান হইলেই তাঁহার পূর্ণানন্দ প্রকটিত হয়। যে স্থানে গীতার অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং বিচারালোচনা প্রবর্ত্তিত, তথায় করুণাময় নারায়ণ পূর্ণানন্দের অধিষ্ঠিত হন॥ ৪৩॥

অতঃপর গীতামাহাত্ম্য সম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, মহামতি সূত তাহাই বিবৃত করিতেছেন। এই সকল বাক্য যিনি পার্থসারথিরূপে অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া অভিন্নহৃদয় অর্জ্জুনকে গীতারূপ পরম রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারই শ্রীমুখবিনিঃসৃত, অতএব এতদপেক্ষা সারবত্তর বাক্য কল্পনা করাও অসম্ভব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয়স্বরূপ, গীতা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারস্বরূপ, গীতা আমার

অত্যুগ্র জ্ঞান স্বরূপ, গীতা আমার অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ। গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরমপদ, গীতা আমার পরমগুহ্য এবং গীতা আমার পরম গুরু। যে পরমোপদেশালোক ভগবানের বদনাকাশ হইতে উত্থিত হইয়া জীবের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়াছে, তাহাকে তিনি আপনার হৃদয়রূপে উল্লেখ করিয়া স্বকীয় অসাধারণ কারুণ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। কারণ জীবগণ তাঁহারই আশ্রিত; আশ্রিতের উপকারসাধন আশ্রিত-বৎসল বাসুদেবেরই কার্য্য। তিনি গীতাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ যে তত্ত্বজ্ঞান-সিন্ধুস্বরূপ গীতার দ্বারা জীবের ভবযন্ত্রণা প্রশমিত হইবে, ভক্তাধীন ভগবানের পক্ষে তাহার অপেক্ষা সার সর্ব্বস্ব আর কি আছে? গীতাকে তিনি দুই বার জ্ঞানরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অত্যুগ্র অব্যয় এই বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। গীতা যে সেই পরম-কারুণিকের পরম জ্ঞান, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাহা অত্যুগ্র, কেননা সেই জ্ঞান অতি তেজস্বী এবং সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রদ; অপিচ তাহা অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়রহিত। যে অবস্থায় যে ভাবেই কেন হউক না, সেই পরম জ্ঞানের শরণাগত হইলে জীব অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হইবে। গীতা ভগবানের উত্তম স্থান অর্থাৎ গীতায় তিনি জ্ঞানরূপে সাররূপে এবং হৃদয়রূপে স্বয়ং বর্ত্তমান; তিনিই ইহার বক্তা, তিনিই ইহার ব্যাখ্যাতা; সুতরাং গীতা-শাস্ত্রই শ্রীভগবানের প্রকৃষ্ট স্থান। গীতা ভগবানের পরমপদ; যে পরমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত জীবগণ ব্যাকুল, যে পরম পদকে লক্ষ্য করিয়া সাধকগণ কর্ম্মনিষ্ঠ এবং জ্ঞানিগণ সমাধিস্থ, সেই পরম পদ প্রাপ্তির পরম সদুপায় গীতাগ্রন্থে নিহিত আছে। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, ভক্তিপরায়ণ, তিনি এই গীতা মধ্যেই শ্রীবিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন। গীতা ভগবানের পরম গুহ্য ধন; একথা গ্রন্থমধ্যেই তিনি নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গুহ্য পদার্থ তিনি লোক-সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু যে অধিকারী নহে, যাহার সাধনবলে চিত্তশুদ্ধি ঘটে নাই, সে সেই পরম ধন দেখিয়াও দেখিতে পায় না। অসাধুজনেরা এই পরম বস্তুর মর্ম্ম গ্রহণে অশক্ত, সুতরাং সর্ব্বব্যাপী হইলেও এই ধন সকলের গ্রহণীয় নহে। কেবল সৌভাগ্যবান্ জ্ঞানীরাই ইহার মাহাত্ম্য প্রণিধানে সক্ষম, তদ্ব্যতীত সকলের নিকটেই ইহা গুহ্য। শ্রীভগবান্ গীতাকে আপনার গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যিনি বিশ্বের গুরু, যিনি সকল গুরুর গুরু, সকল তত্ত্বান্বেষণের যিনি শেষস্থল, পরম জ্ঞানের যিনি উৎস এবং যিনি বহু সাধনা এবং অশেষ যত্নে অগম্য, গীতা তাঁহার গুরু; অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে যেরূপে পুণ্যতোয়া জ্ঞানবারি নিঃসৃত হইয়া শিষ্যকে ধন্য করে, গীতাও শ্রীভগবানকে সেইরূপে পুলকিত করিয়াছে। যে ব্যক্তি উপদেশ ভোগ করে, তাহার অপেক্ষা যিনি উপদেশ দান করেন, তিনিই অধিক আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; গৃহীতার অপেক্ষা দাতারই আনন্দ ও মঙ্গলময় ফলপ্রাপ্তি হয়। গীতার মর্ম্ম শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারেন না, গীতার আনন্দ সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষই পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহার অখণ্ড জ্ঞান, তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত হইয়া, গীতারূপ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে দণ্ডায়মান। এই জন্যই পরমাভক্তি এবং একান্ত আনন্দের সহিত শ্রীভগবান্ গীতাকে আপনার গুরুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন॥ ৩৪। ৪৫॥

গীতাশ্রয়োঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রা হরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭॥
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব!।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥ ৪৯॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০॥

আমি গীতারূপ আশ্রয়েই অবস্থিতি করি। গীতা আমার শ্রেষ্ঠ গৃহস্বরূপ, গীতার জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি। সকলকেই কোন না কোন আশ্রয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। সামান্য কীট হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই বিশেষ বিশেষ আশ্রয় থাকে। যিনি জ্ঞানানন্দ, পূর্ণপ্রজ্ঞ, পরম পুরুষ, তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ গীতাশাস্ত্রই আশ্রয়রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। অপিচ, গীতা সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের পরম গৃহ। যাহাতে সকল আচ্ছন্ন বা আবৃতকায় হইয়া অধিষ্ঠান করে, তাহাই তাহাদের গৃহ। সেই গৃহ ভূমণ্ডলের সকল স্থান বা সকল রম্য নিকেতন অপেক্ষা প্রিয়তম। গীতার জ্ঞানে শ্রীভগবান্ সমাচ্ছন্ন এবং গীতাই তাঁহার পরম আনন্দধামস্বরূপ। তিনি গীতা জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোকের পরিপালন করিয়া থাকেন। যিনি জ্ঞানসিন্ধু, জ্ঞানই যাঁহার ভক্ষ্য, ভোগ্য এবং প্রেমধাম, সেই জ্ঞানোৎসস্বরূপ গীতাশাস্ত্রের সুশীতল অমৃত বারি সেচনে তিনি জাগতিক জীবগণের পাপ-তাপ-হরণ করিতেছেন এবং তাহাদিগের অন্তরের ক্ষুধা নিবারণ করিয়া পরমা শান্তি প্রদান করিতেছেন॥ ৪৬॥

গীতাই আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। এই গীতা অর্দ্ধমাত্রা হরা নিত্য এবং অনির্ব্বচনীয় পদসমন্বিতা॥ ৪৭॥

হে পাণ্ডব! গীতার গোপনীয় নাম সকল আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই নামসমূহ কীর্ত্তন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ৪৮॥

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তি-গেহিনী॥ ৪৯॥

অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০॥

ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদম্বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬ ॥

যে মানব এই সকল নাম অবিচলিত চিত্তে প্রতিদিন জপ করিয়া থাকেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে অর্থাৎ পরিণামে নিত্য পরম পদ প্রাপ্ত হন। ইহার ভাবার্থ এই যে, গীতার ভিন্ন ভিন্ন নামসমূহ অচঞ্চল চিত্তে নিত্য জপ করিতে থাকিলে, ক্রমশঃ গীতার মধ্যগত জ্ঞান সম্বন্ধে মানবের দৃষ্টি স্বতঃ আকৃষ্ট হয় এবং সেই দৃষ্টি অচিরকাল মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান ও তজ্জনিত সিদ্ধিকে আনয়ন করে। এতাদৃশ জ্ঞানজনিত সিদ্ধি লাভের পর দেহাত্যয় ঘটিলে যে পরম পদ অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্থানপ্রাপ্তি সংঘটিত হয়, একথা বলা বাহুল্য ॥ ৫১ ॥

সম্পূর্ণ গীতাপাঠে অসমর্থ ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধ পাঠ করিবেন। তাহা হইলেও তিনি গোদান-জনিত পুণ্য লাভ করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৫২ ॥

যিনি গীতা গ্রন্থের তিন ভাগের এক ভাগ পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি সোমযোগজনিত ফল লাভ করেন। ছয় ভাগের এক ভাগ পঠনশীল ব্যক্তি গঙ্গাস্নানজনিত ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

যিনি প্রতিদিন দুই অধ্যায় গীতা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় নিশ্চয়ই এককল্প পরিমিত কাল বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিসহকারে গীতার এক অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন, এবং তথায় প্রমথাদি গণরূপে পরিণত হইয়া চিরকাল বাস করেন ॥ ৫৫ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন গীতার অর্দ্ধাধ্যায় বা চতুর্থাংশের একাংশ পাঠ করেন, তিনি শত-মন্বন্তরসম কাল রবিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতন্তথা ॥ ৫৭ ॥
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯ ॥
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রযাতি যঃ।
সঃ বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০ ॥

যে মানব প্রতিদিন গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চারি, তিন, দুই বা একশ্লোক অথবা শ্লোকের অর্দ্ধেকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ পরিমিত কাল চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

যিনি গীতার অর্থ, অথবা শ্লোক বা অধ্যায় বিশেষের চতুর্থাংশ মাত্র স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তনুত্যাগের সময়ে সাংসারিক আকর্ষণ সমূহ মনুষ্যকে বড়ই বিব্রত করে। সেরূপ সময়ে প্রায়শঃ মায়ামোহাচ্ছন্ন মানব, সংসার ত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া আকুল হইয়া থাকে। তাদৃশ অসময়ে যদি এই সকল অসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য জ্ঞানার্ণব সদৃশ গীতা শাস্ত্রের কিয়দংশ মাত্র অনুধ্যান করিতে করিতে মরণকে স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গন করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি মায়াপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানপথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ন্যায় সাধু ব্যক্তির পরম পদ প্রাপ্তি নিশ্চয়ই সুসঙ্গত ॥ ৫৮ ॥

যিনি অন্তকালে গীতার্থ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও, মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি দেহনাশকালে সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক গীতাশাস্ত্রের অর্থ শ্রবণ বা পাঠ-নিরত থাকিতে পারেন, মহাপাতকযুক্ত হইলেও তাঁহার পাপসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মুক্তি তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে ॥ ৫৯।

যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ গীতাপুস্তক দেহের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া যিনি এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি ভগবানের পরম প্রেমাস্পদ হইয়া থাকেন ; তিনি বৈকুণ্ঠধামে গমন পূর্ব্বক ভগবানের সহিত বিবিধ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করেন ॥ ৬০ ॥

গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১ ॥
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণোগতিং লভেৎ ॥ ৬২ ॥
যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩ ॥
পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্‌যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৪ ॥

গীতার অধ্যার মাত্র সংযুক্ত হইয়া কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার মানবজন্ম লব্ধ হয়; পুনরায় গীতাভ্যাস করিয়া তিনি উত্তমা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দেহাত্যয় কালে যদি সুপবিত্র গীতাশাস্ত্রের এক অধ্যায় মাত্রের সহিত মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কোন নীচযোনি প্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সেই ব্যক্তি গীতার অধ্যায় বিশেষের সহিত সংযোগ ফলে মরণান্তে যথাকালে মনুষ্য জন্মই লাভ করেন। এইরূপে মানবজন্ম লাভ করিয়া তিনি পুনর্ব্বার গীতাভ্যাস-পরায়ণ হন এবং যথাকালে পরম প্রার্থনীয় মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

"গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি প্রাণত্যাগ করেন, তিনি সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যখন দেহের সহিত প্রাণের বিচ্ছেদ কাল উপস্থিত হয়, তখন "গীতা" এই শব্দও যদি সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বদন হইতে বিনির্গত হয়, তাহা হইলেও চরমে সেই ব্যক্তি সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, গীতার প্রতি অত্যাসক্তি অথবা গীতা-বিবৃত বিষয় সমূহের প্রতি অত্যধিক অনুরাগ না থাকিলে প্রাণাত্যয় কালে গীতা উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। মরণকালেও গীতার কথা স্মরণ করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি হয় তাদৃশ ব্যক্তি যে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য ॥ ৬২ ॥

মনুষ্য যে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সর্ব্বত্র তৎসহ যদি গীতা পাঠ করা হয়, তাহা হইলে সেই সেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ এবং পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত গীতাপাঠ করিলে কর্ম্মের অপূর্ণতা বা অঙ্গহীনতা তিরোহিত হইয়া যায় এবং অনুষ্ঠিত তত্তৎ কর্ম্ম নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ সময়ে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতাপাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহার সন্তুষ্ট পিতৃগণ নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন। অর্থাৎ স্বকীয় কর্ম্মফলে পিতৃপুরুষেরা মরণান্তে নরকস্থ হইলেও, শ্রাদ্ধকালে সন্তানকৃত গীতাপাঠের ফলে সেই নিরয়নিবাসী পিতৃপুরুষেরাও পরম সন্তোষ লাভ করিয়া স্বর্গ-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৫ ॥
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৬ ॥
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৭ ॥
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভং ॥ ৬৮ ॥
গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পা মতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৯ ॥
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৭০ ॥

শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত পিতৃগণ গীতাপাঠ দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন; এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, গীতা-পাঠের দ্বারা পিতৃগণ পরম সন্তোষ লাভ করেন; এইরূপ অবস্থায় শ্রাদ্ধ-তর্পিত হইয়া সুকৃতি-শালী সুসন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহারা পিতৃলোক নামক প্রার্থনীয় স্থানে গমন করিয়া থাকেন॥

ধেনুপুচ্ছ সমন্বিত গীতাপুস্তক দান করিলে সেই দিনেই দাতা ব্যক্তি সম্যগ্রূপে কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন॥ ৬৬॥

যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক স্বর্ণ সংযুক্ত করিয়া বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ৬৭॥

যিনি গীতার শত পুস্তক দান করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মসদনে গমন করেন; সে স্থান হইতে তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা অতি অল্প॥ ৬৮॥

গীতাদানের প্রভাবে সপ্তকল্প পরিমিত কাল দাতা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন॥ ৬৯॥

যিনি গীতার অর্থ সম্যগ্রূপে শ্রবণ করিয়া গীতাপুস্তক প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া মনের অভীপ্সিত ফল প্রদান করেন। এই কয় শ্লোকে গীতা দানের বিবিধ প্রকার ফল বিবৃত হইল। বস্তুতঃ, যে শাস্ত্রগ্রন্থ কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সংক্রান্ত বিবিধ তত্ত্বোপদেশের পরম ভাণ্ডারস্বরূপ, যাহার আলোচনায় মনুষ্য সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা নির্ম্মুক্ত

দেহং মনুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণেষু ভারত !
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্‌ ।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭১ ॥
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭২ ॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্‌ ॥ ৭৩ ॥

হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই তত্ত্বকথামৃতপূর্ণ গীতা বিতরণ করিলে যে, পরম ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করা হয় সুতরাং অশেষ পুণ্য লব্ধ হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। এজন্য শ্রীভগবান্‌ এস্থলে নিজমুখে বিবিধ বিধানে গীতাপুস্তক দানের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিলেন ॥ ৭০ ॥

হে ভারত! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্য মধ্যে মনুষ্য-দেহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে ব্যক্তি হস্তস্থিত অমৃত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, মনুষ্য জন্ম বড়ই দুর্লভ। এই দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য সাধনাসহকারে সংসার-বন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে। জীবনকাল কেবল তাহারই উপায়ান্বেষণ করা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্যসিদ্ধির নিমিত্ত যে যে উপায় বিহিত আছে, গীতার অধ্যয়ন ও আলোচনা তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত। এরূপ স্থলে সেই গীতার আলোচনায় উদাসীন থাকিয়া জীবনপাত করিলে কেবল দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। গীতারূপ অমৃত সেবন করিলে সকল দুর্গতির নাশ হয়। এই গীতা সকলের পক্ষেই সুলভ। কোন বর্ণেরই গীতার আলোচনা নিষিদ্ধ নহে। সকল বর্ণের স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল ব্যক্তিই গীতার আলোচনা করিয়া সংসার-বন্ধনের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। এরূপ স্থলে যাহারা এই করতলগত পরমামৃত সেবন না করিয়া অনর্থক কালহরণ করে, তাহারা বিষভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

যে ব্যক্তি সংসার-দুঃখে প্রপীড়িত, তাহার পক্ষে গীতার জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। গীতারূপ অমৃত পান করিয়া ভক্তি লাভ পূর্ব্বক তিনি এই সংসারে সুখী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ এই বিবিধ যন্ত্রণাপূর্ণ সংসারের অনন্ত জ্বালায় যিনি নিয়ত কাতর, গীতোপদিষ্ট জ্ঞান তাঁহার পরম সহায়স্বরূপ। কারণ, সেই জ্ঞানামৃত পান হেতু তাঁহার হৃদয়ে সুখময়ী ভগবদ্ভক্তির আবির্ভাব হইবে; তখন তিনি মনুষ্য মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শান্তি ও সুখের অধিকারী হইবেন ॥ ৭২ ॥

জনকাদি বহু সংখ্যক রাজন্যগণ গীতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্যলোকে পাপপরিশূন্য

গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষুচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪ ॥
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৫ ॥
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥

হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, জনকাদির ন্যায় ভূপালগণ, নানাপ্রকার ভোগ বিলাসোপকরণে পরিবৃত থাকিয়াও, কেবল মাত্র গীতার অনুবর্ত্তিতায় ধৌতপাপ হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন যাঁহাদিগের তাদৃষ বিষয়বন্ধনই নাই, তাঁহারা অনায়াসেই গীতাবলম্বনে মোক্ষের অধিকারী হইতে পারেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহাই পরিস্ফুট হইতেছে ॥ ৭৩ ॥

কেহ গীতার শ্লোক উচ্চারণ-পরায়ণ কেহ বা তজ্জনিত জ্ঞাননিষ্ঠ; কিন্তু গীতার কোন ইতর বিশেষ নাই, তিনি সকলের নিকটই ব্রহ্মস্বরূপিণী। ইহার ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ যেমন ভক্তের প্রতি চিরকৃপালু, ভক্তের অবস্থা বা উন্নতি দেখিয়া তাঁহার অনুগ্রহের যেরূপ তারতম্য হয় না, গীতাও সেইরূপ। উন্নত সাধক বা অধম সাধক নির্ব্বিশেষে গীতা সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪ ॥

যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে নিপতিত থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, গীতায় যে তত্ত্বকথা নিবদ্ধ আছে, তাহা সংসার-বন্ধন-বিমোচক; যে হতভাগ্য সেই তত্ত্বোপদেশের প্রতি আসক্ত না হইয়া বরং তাহার প্রতিকূল, সে ব্যক্তির অধোগতি অপরিহার্য্য ॥ ৭৫ ॥

যে মূঢ়মতি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া গীতালোচিত জ্ঞানোপদেশের অবমাননা করে, সে কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পতিত থাকে। পূর্ব্বশ্লোকে এবং এই শ্লোক হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, গীতাশাস্ত্রের প্রতি ভ্রমেও অনাদর করিলে মনুষ্যকে বিবিধ ক্লেশে আপতিত হইতে হয়। জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্যের অধোগতি নিবারিত হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জ্জনে প্রয়াসবান্ না হইয়া অহঙ্কার বা গর্ব্বভরে জ্ঞানবিধায়ক শাস্ত্রের বিরোধিতা করে, তাহাকে অবশ্যই দেহান্তে তজ্জন্য দুর্গতি ভোগ করিতে হয়। গীতা সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য এবং মহদুপদেশের ভাণ্ডারস্বরূপ, এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরম শাস্ত্রের আলোচনা করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়স্কর। অহঙ্কার বা গর্ব্ব পরিহার পূর্ব্বক নিতান্ত বিনীত ভাবে দীনতা সহকারে শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানের চেষ্টা না করিলেই বিড়ম্বিত হইতে হয় ॥ ৭৬ ॥

গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৭ ॥
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৯ ॥
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০ ॥
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১ ॥

নিকটে গীতার অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইতেছে দেখিয়াও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে, সে অনেকবার শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ অনায়াসে গীতার তাৎপর্য্যার্থ পরিগ্রহ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও যে হতভাগ্য অবজ্ঞাসহকারে তচ্ছ্রবণে উদাসীনতা প্রকাশ করে, তাহার বারংবার ঘৃণিত পশুজন্ম হইয়া থাকে। মনুষ্য কেবল জ্ঞানের নিমিত্তই পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি মানব জন্ম লাভ করিয়া সেই জ্ঞানার্জ্জনে বীতস্পৃহ হইয়া থাকে, পরিণামে তাহার অতি অধম পশুজন্মই অবশ্যম্ভাবী ॥ ৭৭ ॥

যে ব্যক্তি চুরি করিয়া গীতা পুস্তক আনিয়া থাকে, তাহার কোন অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না; তাহার গীতাপাঠও বিফল হইয়া থাকে। ইহার ভাবার্থ এই যে, চৌর্য্য সকল অবস্থাতেই দোষাবহ। জ্ঞানার্জ্জন বা তত্ত্বোপদেশ লাভের নিমিত্তও চৌর্য্যাপরাধ কখনই শ্রেয়স্করুরূপে পরিগণিত হইতে পারে না ॥ ৭৮ ॥

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া পরমার্থ বিষয়ে হর্ষযুক্ত হয় না, উন্মত্তের পরিশ্রমের ন্যায় তাহার ইহলোকে কোনই ফল হয় না। প্রমত্ত ব্যক্তি অনির্দ্দিষ্ট পথে অথবা অবিহিত ব্যাপারে পরিশ্রম করিয়া হাস্যাস্পদ-হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি পরমার্থ লাভের প্রয়াসী হইয়া গীতার্থ শ্রবণ না করে, তাহারও সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

গীতা শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সুবর্ণ, ভোজ্য এবং পট্টবস্ত্র দানার্থ নিবেদন করিবেন ॥ ৮০ ॥

বাচক অর্থাৎ গীতা-ব্যাখ্যাতাকে ভক্তিসহকারে বিবিধ সামগ্রী ও বস্ত্রাদি পুরস্কার স্বরূপ দান করিয়া পূজা করিলে ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকল ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত বিবিধ

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্ ।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৮২ ॥
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ ।
বৃথাপাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩ ॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ ॥
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪ ॥
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৫ ॥
ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

দান সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। ধর্ম্মজনিত প্রকৃষ্ট ফল লাভ দান ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না এবং শ্রীভগবানের প্রসন্নতাও লাভ করিতে পারা যায় না। এই জন্য গীতাপাঠ বা শ্রবণের সহিত বিবিধ দ্রব্য অর্পণের ব্যবস্থা নিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৮১)

অতঃপর এই গীতামাহাত্ম্য পাঠের ফল পরিব্যক্ত হইতেছে। সূত কহিতেছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই পুরাতন মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি গীতাপাঠের পর এই মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হইয়া থাকেন। গীতাপাঠের বিবিধ ফলের বিষয় শ্রীভগবান্ নিজমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন। গীতাপাঠের সঙ্গে সঙ্গেই মাহাত্ম্য পাঠ করিলে সেই নির্দ্দিষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৮২ ॥

গীতা পাঠ করিয়া যিনি এই মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার পাঠফল বৃথা হইয়া থাকে এবং তাঁহার শ্রম অনর্থকরূপে পর্য্যবসিত হয় ॥ ৮৩ ॥

এই মাহাত্ম্য সংযুক্ত গীতা যিনি পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৮৪ ॥

যিনি অর্থ সহিত গীতা শ্রবণ করিয়া মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, জগতে তাঁহার সর্ব্বসুখবিধায়ক পুণ্যফল লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, গীতার সহিত গীতা মাহাত্ম্য পাঠ করা আবশ্যক। এই জন্যই এই সুপবিত্র মাহাত্ম্য গীতার অংশরূপে পরিগণিত।

ইতি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতা মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

গীতার শ্লোক সূচী

——:০:——

(প্রত্যেক শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের আদ্যবাক্য এই সূচীতে ধৃত হইয়াছে৷)

অ

গ ।

দ।

ধ।

প।

* এই শ্লোকের "স্তুবন্তি" পাঠ সঙ্গত। "বীক্ষন্তে" পাঠও কোন কোন পুস্তকে আছে। তাৎপর্য্যাদি সর্ব্বত্র স্তুবন্তি পদেরই ভাব অবলম্বিত হইয়াছে।

ভ।

ম।

র।

ল

স।

হ।